আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র

[বৈদিক যুগের আচার-অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত প্রামাণ্য গ্রন্থ]

অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা

দি এশিয়াটিক সোসাইটি
১ পার্ক স্ট্রীট ○ কলকাতা ১৬

Bibliotheca Indica Series No. 322

Āśwalāyana-Śrautasūtra

Edited by Amarkumar Chattopadhyay

আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র

অমরকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা

ই.এস.বি.এন. ৮১ ৭২৩৬ ১২৯ ৭

প্রকাশক

অধ্যাপক দিলীপ কুমার ঘোষ

সাধারণ সম্পাদক

দি এশিয়াটিক সোসাইটি

১ পার্ক স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০১৬

মুদ্রক

ডেক্সটপ প্রিন্টার্স

৫/২ গার্স্টিন প্লেস

কলকাতা ৭০০ ০০১

মূল্য — টাকা – ১২০০

ডলার – ১২০

মুখবন্ধ

অধ্যাপক অমরকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র' বইখানি পাঠক সমাজের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। কল্প বেদাঙ্গের একটি অংশ এই শ্রৌতসূত্র এবং এর বিষয়বস্তু গুরুশিষ্য পরম্পরায় সযত্নে বিশেষ নিয়ম পালন করে কাণে শুনে মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে এসেছে। বৈদিক যুগের আচার-অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত।

আমি, আশা করি, ভারতীয় ঐতিহ্য-সচেতন পাঠক সমাজে এই বইখানি সমাদৃত হবে এবং এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগ এবং সম্পাদকের পরিশ্রম সার্থক হবে।

১লা ডিসেম্বর, ২০০২
কলকাতা

দিলীপ কুমার ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক

নিবেদন

ঋগ্বেদের কোন্ মন্ত্র কোন্ বিশেষ বৈদিক যজ্ঞে কিভাবে পাঠ করতে হয় তা নির্দেশ করার জন্যই আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রের উদ্ভব। আচার্য সায়ণ তাঁর ঋগ্বেদের ভাষ্যে বার বাব এই সূত্রগ্রন্থ থেকেই উদ্ধৃতি দিয়ে মন্ত্রের বিনিয়োগ বা প্রয়োগ নির্দেশ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত বৈদিক যজ্ঞ বর্তমানে প্রচলিত না থাকায় এবং ঐ উদ্ধৃতিগুলি নানা পারিভাষিক শব্দে পূর্ণ বলে আমাদের কাছে ভাষ্যের অর্থ অনেকখানিই অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত থেকে যায়। সেই অসুবিধা কিছুটা দূর করার ইচ্ছা নিয়েই বাংলাভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসমেত মূল সূত্রগ্রন্থটি প্রকাশ করা হল। অভিজ্ঞেরা জানেন, যজ্ঞের অনুষঙ্গটি বোঝা থাকলে বেদমন্ত্রের অর্থ যেমন বহুলাংশে স্পষ্ট হয় তেমন আরণ্যকে, উপনিষদে ও অন্যত্র যজ্ঞের যে প্রতীকী ভাবনার কথা ব্যক্ত হয়েছে তাও পাঠকের কাছে বেশ কিছুটা সুগম হয়ে ওঠে।

আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রম্ ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে অন্যতম। সূত্রের আকারে লেখা বলে নাম 'সূত্রম্'। আমরা অবশ্য 'সূত্রম্' না বলে বাংলায় সূত্রই বলব। সূত্রের ভাষা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও বাক্যগুলি অসম্পূর্ণ হয় বলে স্থানে স্থানে তার বক্তব্য বোঝা বেশ দুরূহ ব্যাপার। ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যাও বিশেষ বিশেষ স্থানে সূত্রেরই মতো কেবল মাত্র ইঙ্গিতবাহী। তাই এই ধরণের গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়া অনেকখানি ধৃষ্টতাই। তবুও ঘটনাস্রোতে নানা শুভার্থীর পরামর্শে এমন এক দুরূহ কাজেই নামতে বাধ্য হলাম। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রথমে ১৮৬৪-৭৪ এবং পরে ১৯৮৯ সালে বিদ্যারত্নমহাশয়ের সম্পাদনায় নারায়ণের বৃত্তিসমেত যে 'আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রম্' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, প্রধানত তাকেই আদর্শ ধরে বর্তমান গ্রন্থটির সম্পাদনা করা হল। ঐ গ্রন্থে অবশ্য কোন অনুবাদ, ব্যাখ্যা বা শব্দসূচী ছিল না। স্থানে স্থানে বোঝার সুবিধার জন্য কোন কোন সূত্রকে ভেঙে আমাদের এই গ্রন্থে একাধিক সূত্ররূপে দেখান ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই-সব স্থলে সূত্রের মূল স্থানাঙ্কটি (নম্বর) সূত্রের শেষে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশ করা হয়েছে। কোন কোন সূত্রে কেবল মন্ত্রই উদ্ধৃত করা হয়েছে বলে সেগুলিকে আর বাংলায় ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন হয় নি। এছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই সূত্রগুলিকে যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সূত্রে যে যে শব্দ উহ্য আছে বোঝার সুবিধার জন্য সেই শব্দগুলিকে অনুবাদে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে সূচিত করা হয়েছে।

ব্যাখ্যার কাজে মূল অবলম্বন আমাদের নারায়ণের বৃত্তিই। শ্রীযুক্ত চিন্নস্বামী শাস্ত্রী-মহাশয়ের 'যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশঃ' গ্রন্থের নিকটও বিশেষভাবেই ঋণী। এই দুই গ্রন্থ না থাকলে সম্পাদনার কাজে হাত দেওয়াই দুর্ঘট হত। গ্রন্থের শেষে বেদির যে চিত্রগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি নেওয়া হয়েছে শাস্ত্রী-মহাশয়ের ঐ গ্রন্থ থেকেই। বিভিন্ন পাত্রের চিত্রগুলি অবশ্য আমাদের বর্তমান গ্রন্থের স্বকীয়। এছাড়া আরও নানা গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে। সেই গ্রন্থগুলির কিছু উল্লেখ গ্রন্থের শেষে গ্রন্থপঞ্জীতে করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে দু-তিনটি স্থল ছাড়া হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অভিধানকেই অনুসরণ করেছি।

যদিও আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে অনুবাদ ও ব্যাখ্যার কাজ শেষ হয়েছিল, তাহলেও তা প্রকাশ করা

সম্ভব হয়ে ওঠে নি। শেষ পর্যন্ত দশ-বারো বছর আগে কয়েক জন শুভার্থীর পরামর্শে তা এশিয়াটিক সোসাইটির কাছে জমা দেওয়া হয় প্রকাশনার জন্য। এই শুভার্থীদের মধ্যে অন্যতম ও অগ্রণী হলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ববিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে তিনি উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। আমার প্রতি অহৈতুকী আস্থা রাখার ও গ্রন্থপ্রকাশে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য তাঁর কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

সম্পাদনার কাজে নানা সময়ে নানা গ্রন্থের প্রয়োজন পড়েছে। গ্রন্থসংগ্রহের কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন আমার অনুজকল্প ডঃ প্রাণদাশঙ্কর চক্রবর্তী, স্নেহাস্পদ ছাত্র ডঃ উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নেহভাজন দুই ছাত্রী ডঃ দীধিতি বিশ্বাস ও ডঃ কণা চট্টোপাধ্যায় এবং অপর এক ছাত্র বিবেকানন্দ কাঞ্জিলাল। শেষোক্ত দু-জন এবং নীলাঞ্জনা মুখোপাধ্যায় প্রুফ দেখার কাজেও কিছুটা সাহায্য করেছেন। ছবিগুলি এঁকে দিয়েছেন শ্রীমান্ উজ্জ্বল দেবনাথ। এঁদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক স্নেহ ও শুভেচ্ছা জানাই। এই প্রসঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেবব্রত মারিকের কাছ থেকে নিরন্তর যে উৎসাহ পেয়েছি তাও মনে পড়ে। এই মুহূর্তে বিশেষভাবে মনে পড়ে যায় পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য প্রয়াত পি. এন. পট্টাভিরামশাস্ত্রীর (পদ্মভূষণ) কথা, যিনি তাঁর জীবনচর্যায় ও ব্যাখ্যানৈপুণ্যে ছাত্রাবস্থায় বেদের প্রতি আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে তুলেছিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি এই গ্রন্থটি প্রকাশের ভার নেওয়ায় সোসাইটির কর্তৃপক্ষের এবং প্রকাশনবিভাগের কাছে আমার বিশেষ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। মুদ্রণের কাজে ডেস্কটপ প্রিন্টার্স-এর কাছ থেকে যে আনুকূল্য ও সহযোগিতা পেয়েছি তার জন্য মুদ্রণকর্তৃপক্ষকেও জানাই অনেক ধন্যবাদ।

গ্রন্থের মধ্যে অসাবধানতায় কোন ত্রুটি যদি ঘটে থাকে তাহলে পাঠকেরা যেন তাঁদের স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তা সহ্য করে নেন। স্থানে স্থানে অতিচলিত ভাষা ব্যবহার করার জন্য পাঠকদের বিশেষ প্রশ্রয় প্রার্থনা করি।

কোল্‌কাতা – ৭০০ ০২৭
২২ বৈশাখ, ১৪০৯
(০৫-০৫-০২)

অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

সঙ্কেতসূচী

অ. = অথর্ববেদসংহিতা
অ. স. = অর্থসংগ্রহ
আ. = আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র
আ. গৃ. = আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র
আপ. যজ্ঞ = আপস্তম্ব-যজ্ঞপরিভাষাসূত্র
আপ. শ্রৌ. = আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র
আঃ = আঙুল
ইঃ = ইত্যাদি
ঋ. = ঋক্‌সংহিতা
ঋ. প্রা. = ঋক্‌প্রাতিশাখ্য
ঐ. আ. = ঐতরেয় আরণ্যক
ঐ. ব্রা. = ঐতরেয়ব্রাহ্মণ
কা. শ্রৌ. = কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র
গো. গৃ. = গোভিল-গৃহ্যসূত্র
গো. ব্রা. = গোপথব্রাহ্মণ
তা. ব্রা. = তাণ্ড্যব্রাহ্মণ
তৈ. আ. = তৈত্তিরীয় আরণ্যক
তৈ. ব্রা. = তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ
তৈ. স. = তৈত্তিরীয়সংহিতা
দ্র. = দ্রষ্টব্য
দ্রা. শ্রৌ. = দ্রাহ্যায়ণ-শ্রৌতসূত্র
না. = নারায়ণ (আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রের বৃত্তিকার)
নি. = নিরুক্ত
পা. = পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী
পা. প. = পাণিনীয় পরিভাষা
পূ. মী. = পূর্বমীমাংসা
বৌ. শ্রৌ. = বৌধায়ন-শ্রৌতসূত্র
ভা. শ্রৌ. = ভারদ্বাজ-শ্রৌতসূত্র
মনু. = মনুসংহিতা
মহা. = মহাভারত
মি. = মিনিট
লা. শ্রৌ. = লাট্যায়ন-শ্রৌতসূত্র
বা. = কাত্যায়নের বার্তিক
বা. শ্রৌ. = বাধূল-শ্রৌতসূত্র
বা. স. = বাজসনেয়ী সংহিতা
বা. ম. = বালমনোরমা
বৈ. শ্রৌ. = বৈখানস-শ্রৌতসূত্র
শ. ব্রা. = শতপথব্রাহ্মণ
শা. = শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্র
ষ. ব্রা. = ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণ
সা. উ. = সামবেদসংহিতার উত্তরার্চিক
সা. পূ. = সামবেদসংহিতার পূর্বার্চিক
সি. কৌ. = সিদ্ধান্তকৌমুদী
সূ. = সূত্র
হি. গৃ. = হিরণ্যকেশী-গৃহ্যসূত্র
হি. শ্রৌ. = হিরণ্যকেশী-শ্রৌতসূত্র
RPVU = Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads

বি. দ্র.– মন্ত্রের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ না থাকলে তা ঋক্‌সংহিতার মন্ত্র এবং সূত্রের ক্ষেত্রে বিশেষ সঙ্কেত না থাকলে তা আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রের সূত্র বলে বুঝতে হবে।

বর্ণসঙ্কেত

ক্ত = ক্‌ত
ত্ত = ত্‌ত
ক্ষ = ক্‌ষ
গ্ধ = গ্‌ধ
জ্ঞ = জ্‌ঞ
ঞ্চ = ঞ্‌চ
ণ্ড = ণ্‌ড
ত্থ = ত্‌থ
দ্ধ = দ্‌ধ
ব্ = বর্গীয় ব

ব্ধ = ব্‌ধ
য্ = য় (ই অ)
শু = শু
ষ্ণ = ষ্‌ণ
হৃ = হৃ
হ্ম = হ্‌ম
ঃ = কিছুটা হ্
ळ (< ড) = অধুনালুপ্ত বৈদিক বর্ণবিশেষ। কিছুটা যেন ল্।
ळহ (< ঢ) = ঐ। কিছুটা যেন হ্ল।

সন্ধিসঙ্কেত

পদান্তস্থিত

অ = এ, ও, অঃ + স্বর
অর্ = অ + ঋ
অব্ = ও + স্বর
আ = ঐ, ঔ, আঃ + স্বর
আর্ = অ + ঋ
আব্ = ঔ + স্বর
এ = অ + ই
= এ + অ
ঐ = অ + এ, ঐ
ও = অ + উ
= ও + অ
= ঃ
ও (ঽ) = অঃ + অ
ঔ = অ + ও, ঔ
ৠ ঋ = ঋ + স্বর
চ্, জ্, ড্, ন্, ল্ = ত্
ঞ্ = ন্
ঞ্চ = ং + চ
তৃতীয়বর্ণ = প্রথমবর্ণ
ম্ = নং + স্বরবর্ণ
পঞ্চমবর্ণ = প্রথমবর্ণ
য্ (j) = ই + স্বর
র্ = ঋ + অ
= ঃ
ব্ = উ + স্বর
শ্, ষ্, স্ = ঃ
ং = ন্, ম্

পদাদিস্থিত

ঘ্, ঢ্, ধ্ = হ্
থ = ত্ (+ হ্)
ছ্ = (ত্ +)শ্

ভূমিকা

বেদ বা মূল বৈদিক সাহিত্যের মোটামুটি দুটি অংশ— মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। আচার্য আপস্তম্ব তাই বলেছেন 'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ বেদনামধেয়ম্' (আপ. শ্রৌ. ২৪/১/৩১)। হিরণ্যকেশীর শ্রৌতসূত্রে (১/১/৭ দ্র.) এবং মীমাংসাদর্শনের শবরভাষ্যেও ('মন্ত্রাশ্ চ ব্রাহ্মণঞ্ চ বেদঃ'— ২/১/৩৩) প্রায় এই একই কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে মন্ত্রের যে সঙ্কলন তা 'সংহিতা' নামে পরিচিত এবং এই সংহিতার দিকে দৃষ্টি রেখেই বেদকে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চার ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

প্রাচীনপন্থীরা বলেন যজ্ঞের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখেই সংহিতার চার প্রকার ভাগ করা হয়েছিল। হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্যু ও ব্রহ্মা নামে চার ঋত্বিকের এবং তাঁদের সহযোগীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় মন্ত্রগুলিই এই চার সংহিতায় সঙ্কলিত ও একত্রিত করে রাখা হয়েছে এবং সেই কারণেই এই চার সংহিতার অপর নাম হৌত্রবেদ, ঔদ্‌গাত্র বেদ, আধ্বর্যব বেদ ও ব্রহ্মবেদ। বৈদিক সমাজে ও সংস্কৃতিতে যে গোড়া থেকেই কোন-না-কোন আকৃতিতে যাগযজ্ঞের প্রচলন ছিল তা নিয়ে কারও মধ্যে কোন মতান্তর নেই, তবে ঋক্-সংহিতার সব সূক্ত ও মন্ত্রই কি যাগযজ্ঞ উপলক্ষে উদ্‌ভূত অথবা ঠিক কোন্ কোন্ বিশেষ সূক্ত যজ্ঞের সঙ্গে সাক্ষাৎ যুক্ত তা নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে বিতর্কের অবকাশ অবশ্যই আছে। এমন অনেক সূক্তও আবার এই সংহিতায় আছে যেগুলি যজ্ঞের সঙ্গেই যে সরাসরি যুক্ত তা নিয়ে কারও মনে কোন সংশয় জাগতে পারে না। যাগযজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু পারিভাষিক শব্দের স্পষ্ট উল্লেখও আমরা এই সংহিতার মধ্যে পাই। বিশ্বকর্মাসূক্তে (১০/৮১, ৮২), পুরুষসূক্তে (১০/৯০) এবং যজ্ঞসূক্তে (১০/১৩০) যজ্ঞের এক ব্যাপকতর প্রতীকী অর্থেরও সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঋক্-সংহিতায় যে সূক্তগুলি সংগৃহীত হয়েছে সেগুলি মিশ্র-প্রকৃতির, এক একটি সূক্তের বিষয়বস্তু এক এক প্রকারের। আচার্য যাস্কও তা-ই বলেছেন— 'এবম্ উচ্চাবচৈর্ অভিপ্রায়ৈর্ ঋষীণাং মন্ত্রদৃষ্টয়ো ভবন্তি' (নি. ৭/৩/২০)। স্তুতি, আশীর্বাদ, শপথ, অভিশাপ, কোন বিশেষ অবস্থার বর্ণনা, বিলাপ, নিন্দা, প্রশংসা ইত্যাদি নানা অভিপ্রায়ে ঋষিদের নানা মন্ত্রের দর্শন ঘটেছে। মন্ত্রগুলিকে তাই কেবল যজ্ঞের দিকে দৃষ্টি রেখে, ঠিক যজ্ঞেরই প্রয়োজনে সংহিতায় সঙ্কলিত করা হয়েছে এ-কথা বলা চলে না। অপর পক্ষে সামবেদ ও যজুর্বেদের সংহিতা যে যজ্ঞের দিকে দৃষ্টি রেখেই এবং যাজ্ঞিকদের কাজের সুবিধার জন্যই সঙ্কলিত হয়েছিল তা নিয়ে কোন সংশয় নেই। গ্রন্থ খুললেই দেখা যায় সামবেদের সংহিতার উত্তরার্চিকে সূক্তগুলি সাজান হয়েছে যজ্ঞেরই প্রয়োজনে দশরাত্র (পৃষ্ঠ্যষড়হ, ছন্দোম, অবিবাক্য), সংবৎসর, একাহ, অহীন, সত্র, প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষুদ্র এই সাতটি পর্বে। কৃষ্ণযজুর্বেদের সংহিতাগুলিতে মন্ত্রের ফাঁকে ফাঁকে ঐ মন্ত্রগুলি কে কখন কেন প্রয়োগ করবেন সেই আলোচনাও পাওয়া যায়। শুক্লযজুর্বেদের মন্ত্রগুলিও দর্শপূর্ণমাস, অগ্ন্যাধান, চাতুর্মাস্য, অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, রাজসূয়, সৌত্রামণী, চয়ন, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্বমেধ, প্রবর্গ্য এইভাবে যজ্ঞের প্রকরণ অনুযায়ীই সাজান। বেদের যে অপর অংশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি যে আগাগোড়া যাগযজ্ঞের আলোচনাতেই পূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যাগযজ্ঞে 'ব্রহ্মন্' বা মন্ত্রের যজ্ঞে কখন কিভাবে প্রয়োগ হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বলেই হয় তো নাম তার ব্রাহ্মণ। আরণ্যকে যে প্রতীকী আলোচনা পাওয়া যায় তাও যজ্ঞকে কেন্দ্র করেই। উপনিষদে, বিশেষত বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যে, যজ্ঞের প্রতীকধর্মী আলোচনা আমরা পেয়ে থাকি। তাই বৈদিক যজ্ঞকে ঠিক ঠিক বুঝতে না পারলে বৈদিক সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মের অনেক অংশই আমাদের কাছে না-বোঝা থেকে যায়। বৈদিক শব্দের অর্থ আলোচনার ক্ষেত্রে যাজ্ঞিকদেরও যে কিছু বিশেষ বক্তব্য ছিল তাও আমরা যাস্কের গ্রন্থ থেকে জানতে পারি (৫/১১/৫; ৭/৪/৩; ৭/২৩/৬; ১১/২৯/৩; ১১/৩১/৫; ১১/৪২/৬; ১১/৪৩/৩ ইত্যাদি দ্র.)।

কেবল বেদই নয়, বেদাঙ্গের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যাগযজ্ঞের আলোচনা অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছে। বেদাঙ্গের আবির্ভাব ঘটেছে বেদের কথা মাথায় রেখেই। বেদাঙ্গের ছয় প্রকার ভেদের কথা আমরা প্রথম পাই সামবেদের ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে— 'চত্বারোঽস্যৈ বেদাঃ শরীরং ষডঙ্গান্যঙ্গানি' (৪/৭)। বেদাঙ্গগুলির নাম অবশ্য এখানে উল্লেখ করা হয় নি। মুণ্ডক উপনিষদে কিন্তু ঐ ছয় বেদাঙ্গের প্রত্যেকটির নাম আমরা পেয়ে থাকি (১/১/৫)। যদিও এই উপনিষদে ছটি নামের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে (প্রত্যেকটি নামই রয়েছে একবচনে) এবং বেদাঙ্গ ছটি বলেই আমরা জানি, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বেদাঙ্গগ্রন্থের মোট সংখ্যা ছয়। ছ-টি বেদাঙ্গ মানে ছয় শ্রেণীর বেদাঙ্গগ্রন্থ। ছয় শ্রেণীর বেদাঙ্গেরই মূল লক্ষ্য হচ্ছে বেদের মন্ত্রভাগ। শিক্ষা ও ছন্দের আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে মন্ত্রের বিশুদ্ধ ও ছন্দোবদ্ধ উচ্চারণ। ব্যাকরণ ও নিরুক্তের লক্ষ্য বিশুদ্ধ পদজ্ঞান ও অর্থজ্ঞান, জ্যোতিষ ও কল্পের দৃষ্টি সঠিক সময়ের নিরূপণ ও যথাস্থানে মন্ত্রের যথাযথ প্রয়োগের দিকে। আমাদের মনে রাখার সুবিধার জন্য একটু সহজ করে বলা যেতে পারে যে, বেদ ও বেদাঙ্গ সাহিত্য যেন তিন তিনটি করে ভাগে বিভক্ত। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের মধ্যে মন্ত্র ঋক্ (পদ্য), সাম (গান), যজুঃ (গদ্য) এই তিন প্রকারের। ব্রাহ্মণও আবার তিন রকমের— দ্রব্যযজ্ঞপ্রধান (শুদ্ধব্রাহ্মণ), প্রতীকযজ্ঞপ্রধান (আরণ্যক) এবং সৃষ্টিযজ্ঞপ্রধান বা জ্ঞানযজ্ঞপ্রধান (উপনিষদ্)। বেদাঙ্গও তিনটি তিনটি করে মোট ছয় প্রকারের। তার মধ্যে শিক্ষা, কল্প ও জ্যোতিষ মোটামুটিভাবে যজ্ঞপ্রধান এবং নিরুক্ত, ছন্দ ও ব্যাকরণ অর্থপ্রধান। ছন্দ যে অর্থের সঙ্গে যুক্ত তা আচার্য জৈমিনিও তাঁর "যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা" (পূ. মী. ২/১/৩৫) সূত্রাংশে বলেছেন। ঋক্‌সংহিতার অন্যতম ভাষ্যকার বেঙ্কটমাধবও বলেছেন— "পাদে পাদে সমাপ্যন্তে প্রায়েণার্থা অবান্তরাঃ" (ঋগ্‌ভাষ্যের ছন্দোঽনুক্রমণী— ৮/১৪)।

বেদ যেন শরীরধারী এক পুরুষ, আর বেদাঙ্গগুলি যেন তার বিভিন্ন অঙ্গ। পাণিনীয় শিক্ষাগ্রন্থে রূপক আশ্রয় করে বলা হয়েছে— "ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে। জ্যোতিষাম্ অয়নং চক্ষুর্ নিরুক্তং শ্রোত্রম্ উচ্যতে। শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।।" (৪১, ৪২)— ছন্দ বেদপুরুষের পা, কল্প হাত, জ্যোতিষ চোখ, নিরুক্ত কাণ, শিক্ষা নাক, ব্যাকরণ মুখ। পা যেমন চলতে সাহায্য করে, হাত কর্মে ব্যাপৃত রাখে, চোখ পথ দেখায়, কাণ শুনতে ও বুঝতে সাহায্য করে, নাক শ্বাস নিতে ও মুখ আহারগ্রহণে সাহায্য করে, বেদাঙ্গগুলিও বেদপুরুষের ক্ষেত্রে যেন ঠিক সেই সেই বিশেষ প্রয়োজনই সিদ্ধ করে। এই বেদাঙ্গগুলির বীজ আমরা ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলির মধ্যেই পাই। বেদাঙ্গগুলির যা যা বক্তব্য বিষয় সেগুলির কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত আলোচনা ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির

মধ্যেই পাওয়া যায় (কল্পসূত্রের বহুলাংশের মূল বিষয়বস্তু তো ব্রাহ্মণের মতোই)। এই বিষয়গুলি নিয়ে ব্রাহ্মণগ্রন্থের যুগে হয়তো তেমন ব্যাপক আলোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ ও স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ অথবা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে নি, কিন্তু সেই সময়ে বিষয়গুলি নিয়ে বিদগ্ধ মহলে চিন্তাভাবনা অবশ্যই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে 'কল্প' নামে যে বেদাঙ্গ তার চারটি ভাগ— শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, শুল্বসূত্র। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ হচ্ছে শ্রুতি, কারণ সেগুলির বিষয়বস্তু গুরুশিষ্য-পরম্পরায় সযত্নে বিশেষ নিয়ম পালন করে কাণে শুনে মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে এসেছে। এই শ্রুতিতে যে-সব কর্মের আলোচনা রয়েছে সেগুলি শ্রুতির অন্তর্গত বলে শ্রৌতকর্ম। শ্রৌতসূত্রের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই-সব শ্রৌতকর্ম। সাতটি হবির্যজ্ঞ ও সাতটি সোমযাগ এই মোট চৌদ্দটি শ্রৌতকর্ম বা শ্রৌতযজ্ঞ প্রসিদ্ধ। ঐতরেয় আরণ্যকে আবার বলা হয়েছে 'স এষ যজ্ঞঃ পঞ্চবিধোঽগ্নিহোত্রং দর্শপূর্ণমাসৌ চাতুর্মাস্যানি পশুঃ সোমঃ' (২/৩/৩)। এই শ্রৌতযজ্ঞগুলির অনুষ্ঠান হয় তিনটি পৃথক্ কুণ্ডে রাখা আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ নামে তিন অগ্নিকে (ত্রেতাগ্নিকে) প্রজ্বলিত করে। অধিকাংশ শ্রৌতযজ্ঞেরই প্রাপ্য ফল হচ্ছে স্বর্গ অর্থাৎ অপার্থিব সুখ। কিছু কিছু কাম্য শ্রৌতকর্মও আবার আছে যেগুলির ফল একান্তই পার্থিব বা বস্তুমুখী। যে কর্মগুলি কেবল স্বামী-স্ত্রীর নয়, পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরও সমৃদ্ধি ও কল্যাণের সঙ্গে জড়িত সেগুলি হল স্মার্তযজ্ঞ। যেমন জাতকর্ম, উপনয়ন, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি ইত্যাদি। এগুলি মানুষের পার্থিব জীবনের সঙ্গেই যুক্ত। এগুলির অনুষ্ঠান হয় ত্রেতাগ্নিতে নয়, স্মার্ত অগ্নিতে, যার অপর নাম 'গৃহ্য', 'আবসথ্য', 'ঔপাসন' ও 'বৈবাহিক' অগ্নি। পিতার মৃত্যুর পরে সম্পত্তিবিভাজনের সময়ে অথবা বিবাহের সময়ে এই অগ্নিকে একটি পৃথক্ কুণ্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপন করতে হয়। অগ্নিহোত্র, পিতৃকর্ম ইত্যাদি কিছু যাগ আবার আছে যেগুলিকে আমরা শ্রৌত ও স্মার্ত দুটি রূপেই পাই। স্মার্তরূপটি যেন শ্রৌতরূপেরই সরল সংক্ষিপ্ত এক সংস্করণ। যে আচার-আচরণ কেবল ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে যুক্ত নয়, আমাদের সমাজজীবনের সঙ্গেও জড়িত সেগুলি আলোচনা করা হয়েছে ধর্মসূত্রে। এখানে অনুষ্ঠান নয়, আচরণই হল মুখ্য বিষয়। এইজন্য এই গ্রন্থগুলিকে সাময়াচারিক সূত্রও বলা হয়ে থাকে। সময় শব্দের অর্থ কালক্রমে প্রচলিত স্বীকৃত প্রথা এবং আচার মানে আচরণ। চতুর্থপ্রকারের কল্প হচ্ছে শুল্বসূত্র। শুল্ব বলতে বোঝায় দড়ি— বেদি ও কুণ্ডকে মাপার দড়ি। এই মাপজোকের আলোচনা যে গ্রন্থে আছে তার নাম শুল্বসূত্র।

শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্ম, শুল্ব নিয়ে কল্প নামে যে বেদাঙ্গ তাকে কল্প বলার কারণ এই যে, 'কল্প্যতে সমর্থ্যতে যাগপ্রয়োগোঽত্র' (ঋ. ভা. ভূ.— সা.)— এগুলির মধ্যে যজ্ঞের সম্পূর্ণ শরীর এবং কেবল যজ্ঞশরীরই নয় মানুষের ধর্মীয় ও লৌকিক জীবনযাত্রার আদর্শ পদ্ধতিও (সে-কালের দৃষ্টিতে) গড়ে তোলা (√ক্লৃপ্— ধা. ৭৬২; কৃপূ সামর্থ্যে—দীক্ষিত; 'সামর্থ্যং কার্যক্ষমীভবনম্'— বা. ম.) হয়েছে। কল্পশব্দের প্রচলিত অপর অর্থ উপায়, ব্যবস্থা (তুঃ 'ইতি নু প্রথমঃ কল্পঃ'- আ. ১২/৬/১৪; 'উদারঃ কল্পঃ' - অভি. শকু. - পঞ্চম অঙ্ক)। কল্পগ্রন্থগুলি সূত্র, কারণ সূত্রে (সুতোয়) যেমন অনেক তন্তু পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও অত্যন্ত সংহত হয়ে থাকে এখানেও তেমন প্রত্যেকটি বাক্যে বহু বক্তব্য সংহত হয়ে রয়েছে। একটি বাক্য থেকে তাই বহু বক্তব্য অর্থ নিঃসৃষ্ট হয়। এছাড়া প্রত্যেক সূত্র যেমন একটি দীর্ঘ বস্ত্র প্রস্তুত করতে সাহায্য করে তেমন এক একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য পরস্পর যুক্ত হয়ে এখানে যজ্ঞরূপ বস্ত্রকে অর্থাৎ বিশাল যজ্ঞের শরীরকে গড়ে তুলতে সমর্থ করে তোলে। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে সূত্র বলতে বোঝায় "অল্পাক্ষরম্ অসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতো মুখম্। অস্তোভম্ অনবদ্যঞ্চ"— খুব অল্প অক্ষরে সীমিত শব্দে প্রকাশিত সংশয়শূন্য সারগর্ভ বক্তব্য, ব্যঞ্জনায় ও প্রয়োগের ব্যাপ্তিতে যা বিশাল, বাহুল্যবর্জিত ও সকল নিন্দাবাদের বা ত্রুটির ঊর্ধ্বে। সূত্রের লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য হল কত বেশী কথা বা দৃষ্টান্ত কত অল্প কথায় সূচিত করা যায়। এইজন্য যতটুকু না বললে চলে না সূত্রবাক্যে কেবল ততটুকু অংশই প্রকাশ করা হয়, অন্য পদগুলিকে রাখা হয় উহ্য। এই উহ্য পদগুলিকে পাঠক প্রসঙ্গ থেকেই বুঝে নিতে পারবে ভেবেই বাক্যের মধ্যে তা অনুক্ত রাখা হয়। আগের বাক্যে যে পদ বলা

হয়ে গেছে প্রয়োজন থাকলেও পরের বাক্যে তাই তা আর বলা হয় না, আগের বাক্য থেকে তার জের (অনুবৃত্তি) টেনে পাঠককে তা বুঝে নিতে হয়। কেবল কল্পই নয়, প্রায় সমস্ত বেদাঙ্গগ্রন্থই সূত্রের ভঙ্গিতে রচিত। সূত্রের উল্লেখ আমরা পাই বৃহদারণ্যকে— "সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি" (২/৪/১০; ৪/১/২; ৪/৫/১১)। এছাড়া ঐতরেয় আরণ্যকের পঞ্চম খণ্ডটি সূত্রের আকারেই রচিত ("অথৈতস্য সমাম্নায়স্য ইত্যাদি দ্বাদশাধ্যায়ীবত্ 'মহাব্রতস্য পঞ্চবিংশতিম্' ইত্যাদি পঞ্চমারণ্যকং সূত্রম্ এব"— ঐ. আ. ৫/১/১— সা. ভা.) এবং সামবেদের যে কয়েকটি অল্পখ্যাত ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণগ্রন্থ আছে সেগুলি নামে ব্রাহ্মণ হলেও (অনুব্রাহ্মণ) আকারে কিন্তু সূত্রই।

প্রাচীনকালে অনেক সময়ে গ্রন্থকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করে তার বিভিন্ন অংশকে বৃক্ষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নামে চিহ্নিত করা হত। যেমন কাণ্ড, বল্লী, স্কন্ধ ইত্যাদি। বেদের ক্ষেত্রেও তেমন শাখা শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। কিন্তু শাখা এখানে ঠিক বৃক্ষের অঙ্গবিশেষের মতো বেদের অংশবিশেষকে বোঝায় না, বোঝায় একই বেদের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বা সংস্করণকে। সম্প্রদায় বা সংস্করণ অনুযায়ী একই বেদের অন্তর্গত মন্ত্রগুলির ক্রমবিন্যাসে ও সংখ্যায় বেশ পার্থক্য দেখা যায়। শাখায় শাখায় ভেদ কিন্তু সর্বত্র যে খুবই নগণ্য তা কিন্তু নয়। পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্য-গ্রন্থে বলেছেন যে, ঋগবেদের একুশ, সামবেদের এক হাজার, যজুর্বেদের একশ (বা একশ এক) এবং অথর্ববেদের নটি শাখা ('পস্পশা' অংশ দ্র.)। 'চরণব্যূহ' নামে অপর এক গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী ঋগবেদের মাত্র পাঁচটি এবং যজুর্বেদের ছিয়াশীটি শাখা। ভাগবত-পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী ঋগবেদের তের ও যজুর্বেদের পনেরটি শাখা। শাখার বা সম্প্রদায়ের ভেদ অনুযায়ী প্রত্যেক শাখারই নিজ নিজ মন্ত্রসংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং কল্পসূত্র থাকার কথা, কিন্তু কালক্রমে অনেক শাখাই পঠন-পাঠনের অভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কোন শাখায় তাই হয়তো সংহিতা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু ঐ শাখার ব্রাহ্মণ ও কল্পসূত্রের কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। আবার কোন কোন শাখার ব্রাহ্মণগ্রন্থ হয় তো আছে, কিন্তু সেই শাখার সংহিতা ও কল্পসূত্রের কোন সন্ধান আমরা পাই না। ঠিক এই রকমই আবার কল্পসূত্রের মধ্যে কোন শাখার শ্রৌতসূত্র হয়তো আছে, কিন্তু সেই শাখার গৃহ্য, ধর্ম ও শুল্বসূত্র নেই অথবা গৃহ্য, ধর্ম ও শুল্বসূত্র থাকলেও কোন শ্রৌতসূত্র নেই। চার প্রকার কল্পসূত্রের মধ্যে কোন্ শাখার কি কি সূত্রগ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল—

শ্রৌত	গৃহ্য	ধর্ম	শুল্ব
<u>ঋগ্বেদ</u> ঃ			
আশ্বলায়ন	আশ্বলায়ন[৩]	×	×
শাঙ্খায়ন	শাঙ্খায়ন	×	×
×	শাম্ভব্য		
<u>সামবেদ</u> ঃ			
মশক / আর্ষেয়কল্প + ক্ষুদ্রসূত্র-পরিশিষ্ট	×	×	×
জৈমিনীয়	জৈমিনীয়	×	×
লাট্যায়ন	×	×	×
দ্রাহ্যায়ণ (রাণায়নীয়)	খাদির	গৌতম[১]	×
×	গোভিল[৩]	×	×

শ্রৌত		গৃহ্য	ধর্ম	শুল্ব
কৃষ্ণযজুর্বেদ ঃ				
বৌধায়ন	(তৈ)[১]	বৌধায়ন[৩]	বৌধায়ন	বৌধায়ন
ভারদ্বাজ	(,,)	ভারদ্বাজ	×	×
আপস্তম্ব	(,,)	আপস্তম্ব	আপস্তম্ব	আপস্তম্ব
হিরণ্যকেশী[১] বা সত্যাষাঢ়	(,,)	হিরণ্যকেশী	হিরণ্যকেশী	হিরণ্যকেশী
বৈখানস	(,,)	বৈখানস	বৈখানস	×
বাধূল	(,,)	বাধূল	×	×
কাঠক		কাঠক	×	কাঠক
মানব	(মৈ)[২]	মানব	×	মানব
বারাহ	(,,)	বারাহ	×	বারাহ
শুক্লযজুর্বেদ ঃ				
কাত্যায়ন[২]		পারস্কর	×	কাত্যায়ন
অথর্ববেদ ঃ				
বৈতান		×	×	×
×		কৌশিক	×	×

(১) এঁদের 'পিতৃমেধসূত্র' আছে।

(২) মানব, কাত্যায়ন, শৌনক ও পৈপ্পলাদ শাখার 'শ্রাদ্ধকল্প' আছে।

(৩) আশ্বলায়নের গৃহ্যপরিশিষ্ট, গোভিলের কর্মপ্রদীপ, গোভিলসূত্রের গৃহ্যসংগ্রহ, বৌধায়নের পরিশিষ্ট, অথর্ববেদের পরিশিষ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

উপরে একটু আগেই আমরা জেনেছি যে, সূত্রগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বক্তব্য বিষয়কে সেখানে উপস্থাপিত করা হয়। এক একটি সূত্র এক একটি বাক্য; কিন্তু প্রায়শই সেগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য, যেন সংবাদপত্রের শিরোনাম। যদি ধরা যায়, যে সূত্রগ্রন্থের বিবরণ যত সংকেতধর্মী এবং সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত পরিভাষার উপর যত বেশী নির্ভরশীল সেই সূত্রগ্রন্থ তত পরবর্তী, তা হলে উপরে উল্লিখিত শ্রৌতসূত্রগুলির প্রাচীনতার ক্রম হবে মোটামুটি এইরকম—

(১) বৌধায়ন, বাধূল, আর্ষেয়কল্প, জৈমিনীয়, মানব শ্রৌতসূত্র। এই গ্রন্থগুলির বিবরণ অনেকাংশে ব্রাহ্মণগ্রন্থের মতোই এবং গ্রন্থের মধ্যে পরিভাষার প্রয়োগ তেমন নেই বললেই চলে।

(২) ভারদ্বাজ ও আশ্বলায়ন— এই দুই সূত্রগ্রন্থে পরিভাষার অল্প কিছু প্রয়োগ দেখা যায় বটে, তবে তা সাধারণত যখন যে যাগের বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেই যাগের প্রসঙ্গেই প্রণয়ন করা হয়েছে, স্বতন্ত্রভাবে ততটা করা হয় নি।

(৩) লাট্যায়ন ও দ্রাহ্যায়ণ— এই দুই শ্রৌতসূত্রে কোন বিশেষ যাগের বিবরণ শুরু করার আগেই কিছু পরিভাষার উপস্থাপনা করা হয়েছে।

(৪) আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র— এখানে গ্রন্থের শেষে (২৪/১-৪) পরিভাষা ও সাধারণ নিয়মাবলীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

সবগুলি শ্রৌতসূত্রের মধ্যে মানব-শ্রৌতসূত্রকেই সব চাইতে প্রাচীন বলে মনে করা হয়। বৌধায়নও একজন সুপ্রাচীন সূত্রকার, কারণ তাঁর রচনাশৈলী অনেকাংশেই ব্রাহ্মণগ্রন্থের মতো। এ ছাড়া বিদগ্ধ মহলে তিনি সূত্রকার নন, প্রবচনকার-রূপেই স্বীকৃত। মনে রাখতে হবে যে, এই প্রবচন শব্দটি প্রাচীনকালে বেদের আলোচনা বা শিক্ষাদানের প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হত।

সূত্রগ্রন্থগুলি যে যে বিশেষ নামের সঙ্গে যুক্ত সেই সেই নামের ব্যক্তিবিশেষই যে ঐ গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন তা কিন্তু জোরের সঙ্গে বলা যায় না, কারণ ঐ নামগুলি শাখাবিশেষের বা বিশেষ উপশাখার নাম, বংশনাম অথবা গ্রন্থকারের অপেক্ষায় বিদ্যাবংশের দিক্ থেকে প্রাচীনতর কোন পূজনীয় আচার্যের নাম হতে পারে। আপাতত আশ্বলায়ন নামে কোন ব্যক্তিবিশেষই আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রের রচয়িতা বলে ধরে নিয়ে এই সূত্রগ্রন্থ সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোচনা করা যাক। ভেবারের (Weber) মতে জনৈক অশ্বলের সঙ্গে আশ্বলায়নের যোগ আছে (HIL–pg. 53)। আশ্বলায়ন হোতৃকর্মের বিবরণ দেওয়ার জন্য তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন। বৃহদারণ্যকে দেখা যায় অশ্বল নামে এক ব্যক্তি ছিলেন বিদেহরাজ জনকের হোতা (৩/১/২, ১০)। এই অশ্বল তাহলে আশ্বলায়নের পূর্বপুরুষ হতেও পারেন। ব্রাহ্মণগ্রন্থে আয়ন-প্রত্যয়যুক্ত শব্দের সন্ধান অল্পই পাওয়া যায় এবং যে যে স্থানে পাওয়া যায় সেগুলি গ্রন্থের নূতন অংশ বলেই গণ্য করা হয়ে থাকে। নামে আয়ন-প্রত্যয়যুক্ত (অশ্বল + ফক্ = আশ্বল + আয়ন =) আশ্বলায়ন তাই প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি যে সময়ে রচিত বা প্রচারিত হয়েছিল সেই সময়ের লোক নন। আশ্বলায়ন তাঁর গ্রন্থের মধ্যে পূর্বজ আচার্য আশ্মরথ্যের নাম উল্লেখ করেছেন। এই অশ্মরথ বা আশ্মরথ্যের কল্প বা মতবাদকে পাণিনির একটি সূত্রের ('পুরাণপ্রোক্তেষু-' ৪/৩/১০৫) বৃত্তিতে আধুনিক বলে গণ্য করা হয়েছে। আশ্বলায়নের পূর্বসূরিই যদি আধুনিক হন, তাহলে আশ্বলায়ন নিজে নিশ্চয়ই আরও উত্তরবর্তী কালের লোক। তৌল্বলির নামও আশ্বলায়ন উল্লেখ করেছেন। পাণিনির (২/৪/৬১) সূত্রে এই তৌল্বলির নাম পাওয়া যায় এবং সেখানে ৬০ নং সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে, তিনি 'প্রাচ্য' অর্থাৎ পূর্বদিকের অধিবাসী।

অনেকে মনে করেন যে, কাত্যায়ন তাঁর 'সর্বানুক্রমণী' নামে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন শৌনকের 'বৃহদ্‌দেবতা' নামে গ্রন্থকে অবলম্বন করে। এই বৃহদ্‌দেবতায় আশ্বলায়নের নাম পাওয়া যায়— "অস্মাকম্ উত্তমং সূর্যং স্তৌতীত্যাহাশ্বলায়নঃ" (বৃহ. ৪/১৩৯ দ্র.; 'অস্মাকং উত্তমং কৃধীত্যাদিত্যম্ ঈক্ষমাণঃ'— আ.গৃ. ২/৬/১২)। আশ্বলায়ন তাহলে বৃহদ্‌দেবতার এবং বৃহদ্‌দেবতার অনুগামী কাত্যায়নেরও পূর্ববর্তী। কাত্যায়নের সর্বানুক্রমণীতে পাণিনিসম্মত নয় এমন কিছু পদের প্রয়োগ মেলে। কাত্যায়ন তাই পাণিনির পূর্ববর্তী। এই তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা হয় যে, আশ্বলায়ন (← বৃহদ্‌দেবতা ← কাত্যায়ন) বর্তমান ছিলেন খৃ.পূ. চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীরও পূর্বে। যদি ব্যাকরণের উপর যিনি বার্তিক রচনা করেছিলেন সেই কাত্যায়ন এবং সর্বানুক্রমণী-গ্রন্থের রচয়িতা কাত্যায়ন অভিন্ন ব্যক্তি হন, তাহলেও আশ্বলায়নের আবির্ভাবকাল খৃ.পূ. চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্তী হতে পারে না, কারণ হিউয়েন সাঙের মতে বার্তিককারের আবির্ভাব ঘটেছিল বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের তিনশ বছর পরে (খৃ. পূ. তৃতীয় শতক)।

বৃহদ্‌দেবতায় যাস্কের (খৃ. পূ. ৫০০) উল্লেখ আছে (১/২৬; ৮/৬৫), কিন্তু সর্বানুক্রমণীর লেখক কাত্যায়নের (৩৫০ খৃ. পূ.) কোন উল্লেখ নেই। যদি শৌনকই বৃহদ্‌দেবতা লিখে থাকেন এবং এই শৌনকই আশ্বলায়নের আচার্য হন তাহলে আমাদের সূত্রকারের আবির্ভাব ৫০০-৩৫০ খৃ. পূ.-এর মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে ঘটেছিল

বলে মানতে হয়। প্রশ্ন উপনিষদে (১/১; ৩/১) আমরা আশ্বলায়নের নাম পাই। কৈবল্য উপনিষদে (১/১) দেখা যায় মহাদেব স্বয়ং আশ্বলায়নকে নিজের মাহাত্ম্য বর্ণনা করছেন। চরকসংহিতা-গ্রন্থেও আশ্বলায়নের নাম পাওয়া যায়। সূত্রকার আশ্বলায়ন তাঁর গ্রন্থের শেষে শৌনকের নাম উল্লেখ করেছেন। যদিও তিনি তাঁর গ্রন্থে শেষ সূত্রের ঠিক আগের সূত্রে বহুবচনে বলেছেন 'নম আচার্যেভ্যঃ', কিন্তু শেষ সূত্রে শৌনকের নাম একবচনেই উল্লেখ করে বলেছেন— "নমঃ শৌনকায়" (১২/১৫/১৪)। সন্দেহ জাগে শৌনক কি তাহলে তাঁর আচার্য নয়, শ্রদ্ধেয় অগ্রজতুল্য এক বিশেষ ব্যক্তি মাত্র? প্রচলিত পরম্পরাগত বিশ্বাস অবশ্য এই যে, শৌনক আশ্বলায়নের আচার্যই।

একটি প্রাচীন শ্লোকে বলা হয়েছে "শিশিরো বাষ্কলঃ সাংখ্যো বাত্স্যশ্ চৈবাশ্বলায়নঃ পঞ্চৈতে শাকলাঃ শিষ্যাঃ শাখাভেদপ্রবর্তকাঃ।।" — শিশির ইত্যাদি হচ্ছেন শাকলের শিষ্য। সর্বানুক্রমণীর উপর ষড়্গুরুশিষ্যের রচিত যে বৃত্তিগ্রন্থ আছে সেই বৃত্তিগ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী আশ্বলায়ন ও কাত্যায়ন এই দু-জনেই ছিলেন শৌনকের শিষ্য — "শৌনকস্য শিষ্যোঽভূদ্ ভগবান্ আশ্বলায়নঃ"। গৃহ্যসূত্রে আচার্যতর্পণের প্রসঙ্গে আচার্য-পরম্পরার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকাতেও আশ্বলায়নের নামের আগে শৌনকের নাম পাওয়া যায়। "ঐতরেয়ং মহৈতরেয়ং শাকলং বাষ্কলং....... শৌনকম্ আশ্বলায়নম্" (আ.গৃ. ৩/৪/৪)।

বেশ-কিছু গ্রন্থের সঙ্গে লেখক হিসাবে আচার্য শৌনকের নাম যুক্ত হয়ে আছে। ঐতরেয় আরণ্যকের যেটি পঞ্চমখণ্ড, আচার্য সায়ণের মতে তা এই শৌনকেরই রচনা— 'উক্তঞ্চ শৌনকেন সুরূপকৃত্নুম্ উতয় ইতি' (ঋ. ১/৪/১— ভাষ্য), 'ঐক্ষিহী তৃচাশীতির্ ইতি খণ্ডে শৌনকেন সূত্রিতম্' (ঋ. ১/৮/১— ভাষ্য), 'পঞ্চমারণ্যকম্ ঋষিপ্রোক্তং সূত্রম্' (ঐ. আ. ৫/১/১— ভাষ্য))। এছাড়া আর্ষানুক্রমণী, ছন্দোঽনুক্রমণী, দেবতানুক্রমণী, অনুবাকানুক্রমণী, সূক্তানুক্রমণী, ঋগ্‌বিধান, বৃহদ্দেবতা এবং ঋক্প্রাতিশাখ্যও শৌনকেরই রচনা বলে প্রসিদ্ধি আছে। এই শৌনক ঋগ্‌বেদের উপর একটি শ্রৌতসূত্রও না-কি লিখেছিলেন, কিন্তু পরে যখন দেখেন যে, তাঁর প্রিয় শিষ্য আশ্বলায়নও ঐ একই বিষয়ের উপর একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেছেন তখন তিনি নিজেই নিজের সেই গ্রন্থখানি নষ্ট করে ফেলেন। প্রাচীন পরম্পরা অনুযায়ী ঋক্-সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলের সূক্তগুলি ভার্গব শৌনকের বংশের ঋষিদের অবদান। দুই শৌনক অভিন্ন কি-না তা অবশ্য আমাদের ঠিক জানা নেই। মহাভারতের আদিপর্বে (১/১) দেখা যায় শৌনকের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে বৈশম্পায়নের পুত্র সৌতি ঐ মহাগ্রন্থের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছিলেন। সেই শৌনক যে আশ্বলায়নেরই আচার্য তার অবশ্য কোন উল্লেখ বা প্রমাণ সেখানে নেই। শতপথব্রাহ্মণে দুই শৌনকের উল্লেখ পাওয়া যায় (১৩/৫/৩/৫; ১৩/৫/৪/১; ১১/৪/১/২)— একজন শৌনক হচ্ছেন ইন্দ্রোত, যিনি পুরোহিত এবং অপর এক শৌনক ছিলেন উদীচ্য অর্থাৎ উত্তর অঞ্চলের অধিবাসী।

বর্তমানে আমরা ঋগ্‌বেদের দুটি মাত্র শ্রৌতসূত্রের সঙ্গে পরিচিত— একটি হচ্ছে আশ্বলায়নের, অপরটি শাঙ্খায়নের। এই দুই শ্রৌতসূত্রের মধ্যে Hillebrandt (S.S.S.– pref. X), Maxmuller (HASL– pg. 92) এবং Macdonell (H.S.L.– pg. 206-7)-এর মতে শাঙ্খায়নের গ্রন্থটিই হচ্ছে প্রাচীনতর। শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্রের চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ অধ্যায়ের বর্ণনা ব্রাহ্মণগ্রন্থের মতো এবং এই গ্রন্থে পুরুষমেধের বর্ণনা আছে (১৬/১০-১৪)। অপর পক্ষে আশ্বলায়নের সূত্রগ্রন্থের বর্ণনা তেমন ব্রাহ্মণধর্মী নয়, সূত্রধর্মীই এবং পুরুষমেধের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি নিয়ে কোন আলোচনাও সেখানে নেই। সম্ভবত তাঁর সময়ে এই যাগ সমাজে অপ্রচলিত বা নিন্দিত হয়ে পড়েছিল বলেই পুরুষমেধের কোন বর্ণনা তিনি দেন নি। এই কারণে অনুমান করা যেতে পারে যে, শাঙ্খায়ন আশ্বলায়নের অপেক্ষায় পূর্বতরই। কীথ (A.B. Keith) কিন্তু এ-বিষয়ে বিপরীত মতই পোষণ করেন। তিনি বলেছেন যে, শাঙ্খায়নের রচনা আশ্বলায়নের অপেক্ষায় আরও বিস্তারধর্মী ও সুবিন্যস্ত। তাছাড়া আশ্বলায়ন-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ ঐতরেয় আরণ্যকে (৫/১/৫) যে ভূতমৈথুনের বিধান দেওয়া হয়েছে শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্রে তার

নিন্দা করে বলা হয়েছে 'তদ্ এতত্ পুরাণম্ উত্সন্নং ন কার্যম্'' (১৭/৬/২)— এই প্রথা প্রাচীন ও উচ্ছিন্ন, তাই তা পালন করতে নেই (ঋ. ব্রা. ২৪ পৃঃ; ঐ. আ. ভূ.— ৩১ পৃঃ দ্র.)। আশ্বলায়ন তাই শাঙ্খায়নের অপেক্ষায় পূর্ববর্তীই।

ব্রাহ্মণ এবং শ্রৌতসূত্র দুয়েরই বিষয়বস্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও তার পদ্ধতি। কিন্তু বিষয়বস্তু যজ্ঞানুষ্ঠান হলেও ব্রাহ্মণের সঙ্গে শ্রৌতসূত্রের অনেক পার্থক্য আছে, কারণ ব্রাহ্মণে সকল যজ্ঞের আলোচনা নেই এবং যে-সব যাগযজ্ঞের আলোচনা সেখানে আছে সেগুলির আনুপূর্বিক সমগ্র বিবরণও সেখানে দেওয়া নেই (প্রসঙ্গত পূ. মী. ১/৩/১১-১৪ দ্র.), আছে বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত বিষয়েরই আলোচনা। এছাড়া ব্রাহ্মণে নানা গল্পকথা, মন্ত্রের সার্থকতাবিচার, শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থনির্দেশ ইত্যাদিও পাওয়া যায়। তবে প্রধানত যাগযজ্ঞের বিবরণ দেওয়াই হচ্ছে ব্রাহ্মণের মূল লক্ষ্য। শ্রৌতসূত্রেব একমাত্র লক্ষ্য কিন্তু অনুষ্ঠানে কোন্ ঋত্বিকের কখন কি করণীয় তা নির্দেশ করা। ব্রাহ্মণের মতো শ্রৌতসূত্রগুলিও বেদের বিশেষ বিশেষ শাখার সঙ্গে যুক্ত। প্রচলিত প্রাচীন বিশ্বাস অনুসারে আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুক্ত এবং ঐতরেয়-ব্রাহ্মণেরই অনুগামী। আচার্য সায়ণ ঋক্সংহিতার উপর তাঁর ভাষ্যের ভূমিকায় একস্থানে নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন যে, আশ্বলায়ন কি (ঋক্-) সংহিতা অথবা ঐতরেয়-ব্রাহ্মণকে অনুসরণ করে তাঁর শ্রৌতসূত্র রচনা করেছেন? এই প্রশ্ন তুলে তিনি তার সমাধানের চেষ্টাও করেছেন। প্রথমে সম্ভাব্য বিপক্ষীয় বা বিপরীত ভাবনার কথাই তুলে বলেছেন যে, আশ্বলায়ন যদি সংহিতায় সঙ্কলিত মন্ত্রের বিনিয়োগ প্রদর্শন করার জন্যই তাঁর গ্রন্থ রচনা করে থাকেন তাহলে তিনি কেন ঋক্সংহিতার 'অগ্নিমীড়ে-' এই প্রথম সূক্তটি যে অনুষ্ঠানে প্রয়োগ করা হয় সেই প্রাতরনুবাক বা সোমযাগের বিবরণ প্রথমে দেন নি? আর যদি ব্রাহ্মণের ক্রমকেই তিনি অনুসরণ করে থাকেন, তাহলে ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে প্রথমে দীক্ষণীয়া ইষ্টির কথা বলা থাকা সত্ত্বেও সূত্রকার সেই যাগের বর্ণনা দিয়ে গ্রন্থ শুরু না করে প্রথমে দর্শপূর্ণমাস-ইষ্টির বিবরণ কেন দিয়েছেন? বিরুদ্ধ প্রশ্নটির সমাধান করেছেন তিনি এইভাবে— ঋক্সংহিতায় মন্ত্রগুলিকে যজ্ঞে প্রয়োগের ক্রম অনুযায়ী সাজান হয় নি, তাই সংহিতার ক্রম আশ্বলায়ন অনুসরণ করেন নি। প্রসঙ্গত বৃত্তিকার নারায়ণের এই মন্তব্যটিও এখানে উল্লেখ্য— "ব্রাহ্মণোক্তস্য ক্রমস্য ক্রত্বর্থত্বাৎ সমাম্নায়সিদ্ধস্যাক্রত্বর্থাত্ সমাম্নায়সিদ্ধস্য প্রয়োগো ন প্রাপ্নোতি" (আ. ৫/৯/২৪), "এবং চ সূত্রপ্রণয়নেনাস্মদ্ব্রাহ্মণম্ অনুসৃতং ভবতি" (আ. ৭/১/৩-বৃত্তি)।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে দীক্ষণীয়া ইষ্টির বিবরণ প্রথমে থাকলেও তা বিকৃতিযাগ বলে ঐ দীক্ষণীয়ার বর্ণনা না দিয়ে প্রথমে দর্শপূর্ণমাস নামে প্রকৃতিযাগেরই বিবরণ দিয়ে আশ্বলায়ন তাঁর গ্রন্থ শুরু করেছেন। প্রকৃতি (মূল ছাঁদ)-যাগের স্বরূপ না জানা থাকলে তো বিকৃতি-যাগের (ছাঁদ বা আদল অনুযায়ী গঠিত অপর যাগের) অনুষ্ঠান ঠিক ঠিক করা যায় না, কারণ বিকৃতি-যাগের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে মোটামুটিভাবে প্রকৃতি-যাগেরই অনুসরণে। অন্যান্য বেদের সংহিতায় কিন্তু যাগের ক্রম অনুযায়ীই 'ইষে ত্বা-' ইত্যাদি মন্ত্র বিন্যস্ত হয়েছে বলে আপস্তম্ব প্রভৃতি সূত্রকার তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে সংহিতার ক্রমকেই অনুসরণ করেছেন।

এখানে আর একটি প্রশ্ন জাগে যে, গ্রন্থটি যখন ঋগ্বেদের সঙ্গেই যুক্ত তখন দর্শপূর্ণমাসে যে ঋক্মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয় কেবল সেই 'প্র বো—' ইত্যাদি ঋক্মন্ত্রেরই বিনিয়োগ এই শ্রৌতসূত্রে দেখান হল না কেন? সেগুলি ছাড়াও সংহিতার অন্তর্গত নয় এমন 'নমঃ প্রবক্ত্রে—' ইত্যাদি মন্ত্রেরও প্রয়োগ কেন এখানে দেখান হয়েছে? ভাষ্যকার সায়ণ বলেছেন যে, এই সবই হল 'গুণোপসংহার' অর্থাৎ নিজ শাখার বিরোধী না হলে এক শাখার মন্ত্র ও কর্ম অপর শাখায় অন্তর্ভুক্ত (উপসংহার) করে নিয়ে কর্ম করা। যাগে হোতাদের কেবল ঋক্সংহিতার মন্ত্রগুলি পাঠ করলেই চলে না, অতিরিক্ত কিছু মন্ত্রেরও প্রয়োজন পড়ে বলে সেগুলিরও উল্লেখ সূত্রগ্রন্থে করতে হয়েছে।

আচার্য সায়ণের অভিমত শোনার পরেও আশ্বলায়ন যথার্থই ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের অনুগামী কি-না তা নিয়ে

আমাদের মনের মধ্যে কিছু সংশয় কিন্তু অবশ্যই থেকে যায়। যদি ঐতরেয়ের মতের পরিবেশনেই তিনি প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন, তাহলে গ্রন্থের মধ্যে পৃথক্ করে কেবল কয়েকটি স্থানে 'ঐতরেয়িণঃ' বলে ঐতরেয়ীদের মত উল্লেখ করছেন কেন? ঐতরেয়পন্থীই যদি তিনি হন, তাহলে বিশেষ কিছু মত তো নয়, গ্রন্থের সকল মতই তো ঐতরেয়ীদেরই মত। বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে ঐতরেয়ী বলে উল্লেখ করার তাই কি প্রয়োজন? যদি ধরা হয় যে, ঐতরেয়ীদের পথই তাঁর পথ বলে তাঁদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করার উদ্দেশ্যেই 'ঐতরেয়িণঃ' বলেছেন, তাহলেও সংশয় দূর হয় না, কারণ ৯/১/৩ এবং ১০/১/১৩-১৬ সূত্রে দেখা যাচ্ছে যে ঐতরেয়ীদের মতের অপেক্ষায় তাঁর মত ভিন্নই। অন্যত্রও যেখানে ঐতরেয়ীদের মতের উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেও দেখতে পাই নিজে উদাসীন বা নিঃস্পৃহ থেকেই তিনি তাঁদের মতের উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে বর্ণিত হয় নি এমন দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি অনেক যাগের আলোচনা আশ্বলায়ন করেছেন। দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যাগ যে ব্রাহ্মণের যুগে প্রচলিত ছিল না, পরবর্তী কালে সেগুলির আবির্ভাব ঘটেছিল এমন কথাও বলা চলে না, কারণ বাজসনেয় ও তৈত্তিরীয় সংহিতায় সেগুলির বিবরণ আমরা পেয়ে থাকি।

সূত্রকারদের রীতি হচ্ছে মন্ত্রের বিনিয়োগ অর্থাৎ যজ্ঞে প্রয়োগ নির্দেশ করার সময়ে মন্ত্রটি নিজ শাখার অন্তর্গত হলে তাঁরা কখনই সম্পূর্ণ মন্ত্র উদ্ধৃত করেন না, শিষ্যদের নিকট সেগুলি অত্যন্ত পরিচিত বলে শুধু মন্ত্রের প্রারম্ভিক অংশবিশেষেরই উল্লেখ করে থাকেন। যদি যজ্ঞে অতিরিক্ত কোন মন্ত্রের প্রয়োজন হয় যা তাঁদের নিজ শাখায় প্রচলিত নেই, গুরুগৃহে যা পড়ান হয় নি, তাহলে অবশ্য তাঁরা সেই মন্ত্রটি পাঠার্থীদের নিকট অপরিচিত বলে সম্পূর্ণরূপেই উদ্ধৃত করেন। আশ্বলায়ন যদি ঐতরেয়শাখারই অনুগামী হন, তাহলে ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে 'দমূনা দেবঃ-' এই মন্ত্রটি সংক্ষেপে (সংক্ষেপকে 'প্রতীক' বলা হয়) উল্লেখ করা হয়ে থাকলেও তিনি কেন তা সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ করেছেন (৫/১৮/২)? এই মন্ত্রটি প্রচলিত ঋক্‌সংহিতায় নেই এবং শাঙ্খায়নও তাঁর শ্রৌতসূত্রে (৮/৩/৪) মন্ত্রটি সম্পূর্ণরূপেই উল্লেখ করেছেন। এ থেকে আমরা আরও বুঝতে পারি যে, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের অনুসৃত সংহিতা বর্তমানে প্রচলিত ঋক্-সংহিতার অপেক্ষায় ভিন্ন। এই রকম ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের ৪/২-৫ অংশে এমন বেশ-কিছু মন্ত্র আছে যা সেখানে প্রতীকের মাধ্যমে উল্লিখিত হয়ে থাকলেও আশ্বলায়ন কিন্তু সেগুলি নিজগ্রন্থে পূর্ণাঙ্গরূপেই উদ্ধৃত করেছেন (৪/৬, ৭)। যে মন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রতীকের মাধ্যমে উল্লিখিত হয়ে থাকলেও আলোচ্য শ্রৌতসূত্রে সংক্ষেপে নয়, সম্পূর্ণরূপেই উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলি হল—

অগ্নির্মুখং	ঐ. ব্রা.	১/৪	আ. শ্রৌ.	৪/২/৩
অগ্নিশ্চ বিষ্ণো	”	”	”	”
অভি ত্যং দেবং	”	৪/২; ২২/৮	”	৪/৬/৩
আ নো যাহি তপসা	”	৩২/৭	”	৩/১২/২৯
আ যস্মিন্ সপ্ত	”	৪/৫	”	৪/৭/২১
আরাহি তপসা	”	৩২/৭	”	৩/১২/২৯
ইয়ং পিত্রে	”	৪/২	”	৪/৬/৩
উপ দ্রব	”	৪/৫	”	৪/৭/৪
(উরু বিষ্ণো-পরোক্ষ)	”	১৩/৮	”	৫/১৯/৩
এষ ব্রহ্মা য ঋত্বিয়	”	১৬/৩	”	৬/২/২
(ঘৃতাহবনো-পরোক্ষ)	”	১৩/৮	”	৫/১৯/৩

তপ্তো বাং	ঐ. ব্রা.	৪/৫	আ. শ্রৌ.	৪/৭/৫
ত্বমগ্নে ব্রতভৃচ্ছুচি	”	৩২/৭	”	৩/১২/১৬
দমূনা দেবঃ	”	১৩/৫	”	৫/১৮/২
(ধাতা দদাতু-পরোক্ষ)	”	১৫/৩	”	৬/১৪/১৬
(ধাতা প্রজানাম্-”)	”	”	”	৬/১৪/১৬
ব্রহ্ম জজ্ঞানং	”	৪/২	”	৪/৬/৩
ভদ্রাদভি	”	৩/২	”	৪/৪/২
মহান্ মহী	”	৪/২	”	৪/৬/৩
মহীমূ ষু	”	২/৩	”	২/১/৩৪; ৪/৩/৩
যদুস্রিয়া	”	৪/৫	”	৪/৭/৯
যয়োরোজসা	”	১৩/১৪; ৩২/৪	”	৫/২০/৬
বি যত্ পবিত্রং	”	৪/৩	”	৪/৬/৬
বিশ্বা আশা	”	৪/৫	”	৪/৭/৭
বৈশ্বানরো ন উতয়ে	”	২৪/২	”	৮/১১/৫
ব্রতানি বিভ্রদ্	”	৩২/৭	”	৩/১২/১৬
সমিদ্ধো অগ্নিরশ্বিনা	”	৪/৫	”	৪/৭/৪
সমিদ্ধো অগ্নির্ বৃষণা	”	”	”	”
সাবীর্হি দেব	”	৫/৪	”	৪/১০/১
স্বাহাকৃতঃ শুচির্দেবেষু	”	৪/৫	”	৪/৭/১০

এমন কিছু মন্ত্র আবার আছে যা ব্রাহ্মণে এবং সূত্রে উভয়ত্রই সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন— 'হুতং হবিঃ-', 'ইহ রমেহ-', 'উপসৃজন্-', 'বিশ্বস্য দেবী-' (ঐ. ব্রা. ৪/৫; ২৪/৩; ঐ; ১৭/৪; আ. শ্রৌ. ৪/৭/১৭; ৮/১৩/১; ৮/১৩/২; ৬/৫/১৮)। এখানে অবশ্য এ-কথা বলা যেতে পারে যে, বেদপন্থী সমাজে সংহিতার পঠন-পাঠনই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল বলে সূত্রগ্রন্থে সংহিতার বহির্ভূত কোন নূতন মন্ত্র উদ্ধৃত হলে তা সেখানে (সূত্রে) প্রতীকে গ্রহণ করা হত না, উদ্ধৃত হত সম্পূর্ণরূপেই। উল্লেখ্য যে, ব্রাহ্মণের 'উপসৃজন্-', 'জন্মনো ন যা-' (ঐ. ব্রা. ২৪/৩; ১৭/৪) এই দুই স্থলে সূত্রে 'উপসৃজং' এবং 'জন্মনোঽনয়া' (আ. শ্রৌ. ৮/১৩/২; ৬/৫/১৮) পাঠ পাওয়া যাচ্ছে। দুটি ক্ষেত্রেই সম্ভবত লিপিকারের লিপির ভঙ্গিই পার্থক্যের কারণ, মূল পাঠে কোন ভেদ নেই। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (১/৫) দীক্ষণীয়া ইষ্টির স্বিষ্টকৃত্-অনুষ্ঠানে কামনাভেদে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে, কিন্তু আশ্বলায়ন তাঁর গ্রন্থে সেগুলির কোন উল্লেখ করেন নি। ব্রাহ্মণে (১৩/১০) আগ্নিমারুত শস্ত্রে 'আ তে পিতর্-' (ঋ. ২/৩৩/১) মন্ত্রটি পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে, কিন্তু আশ্বলায়নের সূত্রগ্রন্থে মন্ত্রটির কোন বিধান সংশ্লিষ্ট অংশে পাওয়া যায় না। ঐতরেয়ের পশুবিভাগের (৩১/১) প্রকরণটির সঙ্গে অবশ্য আশ্বলায়নসূত্রের (১২/৯) আক্ষরিক মিল রয়েছে।

বৃত্তিকার নারায়ণ গ্রন্থের প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যাতেই বলেছেন—"এতস্যেতি শব্দো নিবিত্-প্রৈষ-পুরোরুক্-কুন্তাপ-বালখিল্য-মহানাম্নী-ঐতরেয়ব্রাহ্মণসহিতস্য শাকলস্য বাষ্কলস্য চাম্নায়দ্বয়স্য এতদ্ আশ্বলায়নসূত্রং নাম প্রয়োগশাস্ত্রম্

ইত্যধেত্সম্বন্ধবিশেষং দ্যোতয়তি"। তাঁর মতে নিবিদ্, প্রৈষাধ্যায়ের প্রৈষ, পুরোরুক্, কুন্তাপসূক্ত, বালখিল্যসূক্ত, মহানাম্নী নামে মন্ত্র এবং ঐতরেয়ব্রাহ্মণ-সমেত শাকলশাখার এবং বাষ্কলশাখার যে বেদ সেই দুই বেদেরই সঙ্গে সম্পর্কিত এই সূত্রগ্রন্থ। বৃত্তিকার আরও বলেছেন— "এতস্যৈব সম্যগ্-অভ্যাসযুক্তস্য ইদং শাস্ত্রং, ন খিলানাং সম্যগ্-অভ্যাসরহিতানাম্..... শ্রৌতেষু এব খিলরহিতত্বং, গার্হ্যেষু সখিলত্বম্ এবেতি জ্ঞায়তে" অর্থাৎ এই দুই শাখার বেদেরই মূল অংশ সম্প্রদায়বিশেষের বেদার্থীরা গুরুগৃহে ও নিজগৃহে আগাগোড়া আবৃত্তি ও অনুশীলন করে থাকেন। যে অংশগুলি সেই প্রকারে অনুশীলন করা হয় না সেগুলি খিল এবং ঐ খিল বা পরিশিষ্ট অংশের বিনিয়োগ এই শ্রৌতসূত্রগ্রন্থে প্রদর্শন করা হবে না, হবে গৃহ্যসূত্রে। কিন্তু আমরা যে শাকল ও বাষ্কল শাখার সংহিতার কথা বর্তমানে জানি সেই দুই সংহিতার খিল অংশেরও বিনিয়োগ সূত্রকার তাঁর গ্রন্থের মধ্যে নির্দেশ করেছেন। তাছাড়া নিবিদ্ ইত্যাদি মন্ত্রকেও তো সংহিতার মূল গ্রন্থের মধ্যে আমরা পাই না, পাই খিল অংশে। সেগুলির বিনিয়োগ তাহলে সূত্রকার দেখালেন কেন (যেমন ৮/৩ খণ্ডে)? এখানে আরও একটি প্রশ্ন এই যে, 'এতস্য' এবং 'সমাম্নায়স্য' এই একবচনের পদ থেকে আমরা দুটি শাখার বেদকে বুঝব কেন?

অপর ব্যাখ্যাকার সিদ্ধান্তী কিন্তু এ-বিষয়ে নিশ্চিত নন যে, আলোচ্য শ্রৌতসূত্র ঠিক কোন্ বিশেষ শাখার অন্তর্গত। তাঁর মতে ঋগ্‌বেদের কোন এক বিশেষ শাখাকে অবলম্বন করেই এই সূত্রগ্রন্থটি রচিত এবং সেই শাখা শাকলও হতে পারে অথবা বাষ্কলও হতে পারে— "অস্তি কশ্চিত্ সমাম্নায়বিশেষঃ অনেন আচার্যেণ অভিপ্রেতঃ স্যাত্ শাকলকো বা বাষ্কলকো বা সহ নিবিত্-পুরোরুগাদিভিস্"। এ-কথা ঠিক যে, নিবিদ্, পুরোরুক্ ইত্যাদির কথা নারায়ণ এবং সিদ্ধান্তী দু-জনেই তাঁদের ব্যাখ্যায় বলেছেন এবং আশ্বলায়ন এই মন্ত্রগুলিরও বিনিয়োগ দেখিয়েছেন। কিন্তু প্রচলিত সংহিতায় এগুলি মূল গ্রন্থের অন্তর্গত নয়, খিলেরই অন্তর্ভুক্ত। তাহলে 'এতস্য সমাম্নায়স্য' কি অন্য কোন এক সংহিতা যা শাকল ও বাষ্কল শাখার সংহিতার অপেক্ষায় ভিন্ন এবং যেখানে নিবিদ্, প্রৈষ ইত্যাদি ছিল খিল নয়, মূল গ্রন্থেরই অন্তর্গত? তেমন কোন সংহিতা আর অবশিষ্ট ও প্রকাশিত নেই বলে উত্তরটি অস্পষ্টই থেকে গেল।

জনৈক ব্যাডির রচিত 'অষ্টবিকৃতিবিবৃতি' নামে একটি গ্রন্থ আছে। ঐ গ্রন্থের "শৈশিরীয়ে সমাম্নায়ে ব্যাডিনৈব মহর্ষিণা। জটাদ্যা বিকৃতীর্ অষ্টৌ লক্ষ্যন্তে নাতিবিস্তরম্।।" (১/৪) শ্লোকে বলা হয়েছে যে, মহর্ষি ব্যাডি শৈশিরীয় বেদের ক্ষেত্রে জটাপাঠ প্রভৃতি আট প্রকার বিকৃতিপাঠের কথা অনতিবিস্তৃতভাবে বলেছেন। এই শ্লোকের 'এব' শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টীকাকার 'ইতিহাস' বলে অভিহিত করে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে একটি শ্লোক হল পূর্বোদ্ধৃত "শিশিরো বাষ্কলঃ সাঙ্খ্যো বাত্স্যশ্চৈবাশ্বলায়নঃ। পঞ্চৈতে শাকলাঃ শিষ্যাঃ শাখাভেদপ্রবর্তকাঃ।।"— শিশির, বাষ্কল, সাঙ্খ্য, বাত্স্য ও আশ্বলায়ন এই পাঁচ জন হচ্ছেন শাকলের পাঁচ শিষ্য এবং তাঁরা বৈদিক শাখার প্রবর্তক। এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করে টীকাকার বলেছেন 'এব' শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে এই পাঁচটি শাখার বিকৃতিপাঠের কথা আচার্য ব্যাডির মত অনুসারে বলা হচ্ছে, মাণ্ডুকেয়ের মত অনুসারে বলা হচ্ছে না।

শাকল্যের যাঁরা শিশির প্রভৃতি পাঁচ শিষ্য তাঁরা 'গোত্রেঽলুগচি' (পা. ৪/১/৮৯) অনুসারে 'শাকল'। শাকলদের পাঁচটি আম্নায় বা শাখাই 'শাকলাদ্ বা' (পা. ৪/৩/১২৮) অনুসারে শাকল ও শাকলক বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। শিশির, বাষ্কল প্রভৃতি পাঁচটি শাখাই তাই শাকল শাখাও বটে। 'অনুবাকানুক্রমণী' গ্রন্থে তাই শৈশিরীয় শাখার সংহিতার বিবরণ দিতে গিয়ে বহুবচনে সম্বোধন করে বলা হয়েছে 'শাকলাঃ' অর্থাৎ হে শাকলেরা, তোমরা শোন— "ঋগ্বেদে শৈশিরীয়ায়াং সংহিতায়াং যথাক্রমম্। প্রমাণম্ অনুবাকানাং সূক্তৈঃ শৃণুত শাকলাঃ।।" বহুবচনে সম্বোধন করার কারণে অনুবাকানুক্রমণী শৈশিরীয়সংহিতাকে অবলম্বন করে রচিত হলেও তা শাকল-সম্প্রদায়ের পাঁচটি শাখার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে।

উপরে যা বলা হল তা থেকে শাকল-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত শিশির, বাষ্কল, সাখ্য, বাত্স্য ও আশ্বলায়ন ঋগ্বেদের এই পাঁচ শাখার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। 'চরণব্যূহ' গ্রন্থে আবার আশ্বলায়ন, শাঙ্খায়ন, শাকল, বাষ্কল ও মাণ্ডুকেয় এই পাঁচটি শাখার নাম পাওয়া যায়। সামশ্রমীর মতে 'শাকল' বলতে এখানে শাকল-সম্প্রদায়ের প্রথমোক্ত শিশিরকেই বুঝতে হবে (সামবেদের দুটি আর্চিকই ছন্দোবদ্ধ হলেও যেমন পূর্ব আর্চিককেই 'ছন্দোগ্রন্থ' বলা হয় এখানেও ঠিক তেমনই)। যদিও চরণব্যূহের টীকাকার মহিদাসের মতে সাংখ্য ও শাঙ্খায়ন অভিন্ন, তবুও সামশ্রমীর মতে দুটি শাখা পরস্পর ভিন্নই। দুটি তালিকা মিলিয়ে দেখলে তাই ঋগ্বেদের মোট সাতটি শাখার নাম পাওয়া যাচ্ছে — শিশির, বাষ্কল, সাখ্য, শাঙ্খায়ন, বাত্স্য, আশ্বলায়ন, মাণ্ডুকেয়। দেবীপুরাণে বলা হয়েছে "শাখাস্ তু ত্রিবিধা ভূপ শাকলা যাস্কমণ্ডুকাঃ" (১০৭/১৫)। এখানেও 'শাকল' মানে শাকল-সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য শিশির; মণ্ডুক আর মাণ্ডুকেয় অভিন্ন। কেবল যাস্কের নামই অতিরিক্ত পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে ঋগ্বেদের মোট আটটি শাখার সন্ধান আমরা পাচ্ছি — ঐ শিশির ইত্যাদি সাতটি এবং যাস্ক। এই আটটি শাখার মধ্যে শাকল (শিশির) ও মাণ্ডুকেয় অধিকতর প্রাচীন, কারণ ঐতরেয় আরণ্যকে (৩/১/১,২) এই দুই জনের নাম পাওয়া যায়। অন্যগুলি এই দুই শাখারই অনুশাখা।

শাকল সম্প্রদায়ের পাঁচটি শাখার মধ্যে বর্তমানে কেবল আশ্বলায়ন শাখাই পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে বর্তমানে যে শাখা প্রচলিত তা 'আশ্বলায়ন' নামে পরিচিত। অগ্নিপুরাণে শাকলদের মধ্যে একমাত্র আশ্বলায়নেরই উল্লেখ আছে। গৌড়রাজ লক্ষ্মণসেনের তাম্রফলকে 'আশ্বলায়নশাখাধ্যায়িনে' এই উক্তিটি পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণের শ্রীমালখণ্ডে ৭০-তম অধ্যায়ে ঋগ্বেদের এই একটি শাখারই নাম বারে বারে উল্লেখ করা হয়েছে। গুর্জরের শ্রীমাল প্রদেশে বহু দিন থেকেই ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন শাখা প্রচলিত ছিল।

আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রে আমরা এমন কিছু শব্দের সন্ধান পাই যেগুলির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গেই মেলে, পাণিনির নির্দেশের অথবা লৌকিক সংস্কৃতের প্রয়োগের সাথে মেলে না। যেমন স্ফ্যগ্রঃ (স্ফ্য + অগ্রঃ— আ. ৯/৭/১৪) ঐচ্ছন্তঃ (আ + ইচ্ছন্তঃ— ১০/৫/১৩), তান্ত্ স্ম (তান্ + স্ম— ৫/৫/২৮) অপশ্যন্তোঽব্যনীক্ষমাণাঃ (৫/৩/২০), তাবতিসূক্তাঃ (তাবত্সূক্তাঃ— ৮/৫/৭), পাপ্যা কীর্ত্যা (৯/৭/২০), অশ্বীম্ (১২/৬/৩৩— পাঠান্তর অবশ্য অশ্বাম্), অক্ষুমন্তৌ (২/১৩/৩; ৬/১৩/৬), উত্তরে (৫/১৮/৯), অপাং পূর্ণাঃ (৬/১২/৬), রথন্তরস্য নৌধসস্য পূর্বাম্ (৮/৬/১১, ২০), চরুস্থালি (২/৬/৪), দীক্ষিতোত্থিতাঃ (৬/১৪/২৩), তস্যোত্তমাদিশস্তানাং (সমাস ও 'তস্য' পদে তৃতীয়া বিভক্তির স্থানে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষণীয়, তবে শুদ্ধপাঠ 'উত্তমাদিং' হলে কোন ব্যতিক্রম হয় না — ৭/১১/৪১, ৪২), অলং- প্রজননঃ (৯/৭/২০), সৌর্যাচান্দ্রমসীভ্যাম্ (৯/৮/১), সদোহবির্ধানানি (বহুবচন লক্ষণীয়— ১২/৬/৫), পিহিতঃ ('অপি' এই উপসর্গের অ-কার লোপ পাওয়ার এক প্রাচীন দৃষ্টান্ত— ৯/৭/২০), দেবতলক্ষণা (২/১৪/২০), পত্নীশালম্ (১২/৬/৬), নিমৃজেত (নিমৃজ্যাত্— ২/৬/৫), নিপৃতান্ (নিপূর্তান— ২/৭/১), ওদেতোঃ (তুম্-প্রত্যয়ের অর্থে তোস্-৬/৫/৮), প্রবরিত্বা (৪/১/১৮), অভ্যসিত্বা (৫/১৫/৬), প্রত্যসিত্বা (৮/১২/১৭), সমসিত্বা (৬/৪/৩), সংভক্ষয়িত্বা (৫/৬/৩), গায়াত্ (১০/৭/১০; ৯/৯/১২), অবঘ্রায়াত্ (১০/৮/৪), প্রশিংষ্যাত্ (১২/৯/৫), অত্যন্যাঃ প্রজা বুভূবন্ (উপসর্গ ও ধাতুর মধ্যে ব্যবধান— ১০/৩/১৭), অভি যজ্ঞগাথা গীয়তে (৫/৫/২৮; ৮/১৩/৩৪), বি পাপ্মনা বর্তস্যন্তঃ (১১/৫/২), সংস্থাপ্য (= সংস্থায়— ১২/৬/১৭), নিনীত্সেত্ (√নিদ্ + সন্— ৯/১১/১), স্যমান-প্রত্যয়ান্ত ধাতু (বক্ষ্যমাণ, আরপ্স্যমান ইত্যাদি), বৈশ্বদেব্যা হবীংষি (৯/২/৯), সপ্তদশ সপ্তদশানি (৯/৯/২৩), পরাহু (সপ্তমী বিভক্তির লোপ— ৫/৯/১), সূক্তয়োরন্তরা (ষষ্ঠী বিভক্তি— ৫/১২/১১), আজং চন (৯/৩/১৩), আনুপূর্বম্ (৮/১৩/৩৭— 'আনুপূর্ব্যম্' এই পাঠান্তর মানলে অবশ্য কোন ব্যতিক্রম নেই), অক্ষীভ্যাং (পাঠান্তর আছে— ৫/৬/৮)। এছাড়া

আবৃতা (মন্ত্রসমেত— ৬/৮/২,৩), সমাবত্ (সমান— ৯/১/১০), মধ্যে অর্থে 'অন্তরেণ' ('অন্তরেণ মধ্যতঃ ইত্যর্থঃ'— ৫/২/৫, ৮/৭/১০; ৯/২/২১) এবং পূর্বোক্ত অর্থে 'নিত্য'শব্দের প্রয়োগ ('নিত্যে উক্তে ইত্যর্থঃ'— ২/১/৮ বৃত্তিঃ), পদ (পাদ ৬/৪/২), প্রগাহণম্ (অবগাহন ১২/৮/৮) প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ পাই। এ ছাড়া দু-পাশে বোঝাতে সূত্রকার 'অভিতঃ' শব্দের প্রয়োগ করেছেন ('অভিতঃ উভয়তঃ ইত্যর্থঃ'— ১০/৩/৩৮— বৃত্তি)। এনপ্-প্রত্যয়যুক্ত বেশ কিছু শব্দের প্রয়োগ (উত্তরেণ, দক্ষিণেন ইত্যাদি) অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। এই শ্রৌতসূত্রে আমরা কয়েক স্থানে ব্রাহ্মণগ্রন্থসুলভ বর্ণনাও পেয়ে থাকি। যেমন তা পাই ৯/৩/৯-১৩, ২০; ৯/৯/১২, ২৩, ২৮; ১০/৫/১৭; ১২/৪/২৩; ১২/৯/১-১১; ১২/১০/৪ সূত্রে। 'পর্যন্' (< পরিযন্ - ২/৫/৫) পদটিও দ্র.।

আলোচ্য সূত্রগ্রন্থ থেকে আমরা সে-যুগের মানুষের বিশেষ কিছু পার্থিব আশা- আকাঙ্ক্ষারও সন্ধান পাই। যে-সব অনুষ্ঠানের বিধান এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে তা থেকে জানা যায় বিভিন্ন কামনায় বিভিন্ন যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান সে-যুগে করা হত, যেমন ধনে বা বিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্বলাভ, গ্রাম, পুত্র, প্রজা ও পশুর প্রাপ্তি, বিজিগীষা, পাপের সকল স্পর্শ হতে মুক্তি, যশোলাভ, দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি অথবা মহারোগ হতে নিষ্কৃতি, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপ হতে পরিত্রাণ, রাজ্যলাভ, ইন্দ্রিয়শক্তির বৃদ্ধি, তেজ, আধিপত্য, প্রজননশক্তি থাকা সত্ত্বেও সন্তানলাভে বঞ্চিত হলে সন্তানলাভ, উৎকৃষ্ট পশুর প্রাপ্তি, বীরপুত্র, পুষ্টি, বাগ্মিতা, আয়ু, শত্রুতা, দেবত্বলাভ, অভিচার, জয়, বিভূতিলাভ, শয্যায় জ্ঞাতিজনে ও বিবাহে আভিজাত্য- অর্জন, সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ, ভোজ্য অন্ন, পশু, আয়ু, গ্রামজ ও অরণ্যজাত পশুর প্রাপ্তি, ব্রহ্মবর্চস বা বিদ্যার বীর্য, প্রজাতি, ঋদ্ধি, স্বর্গ, আদিত্যমণ্ডলের শীর্ষে আরোহণ, চূড়ান্ত জয়, উভয়লোকের আধিপত্য বা উভয়লোকে আশ্রয়লাভ, অনন্ত শ্রী, পরম বিরাটত্ব, পাপ হতে নিবৃত্তি, দ্বিগুণ সম্পদ্, আত্মীয়দের শ্রেষ্ঠত্ব, ম্লান তেজ হতে মুক্তি, বংশগৌরব সম্পর্কে সচেতনতা, প্রজালাভে অপরকে অতিক্রম করা ইত্যাদি (৯/৭/২০, ২৭-৩৯; ৯/৮/৫-১৫, ২৬; ৯/৯/১; ৯/১১/১; ১০/১/১-৮; ১০/২/১-৮, ১২-১৫, ১৮- ৩৬; ১০/৩/১-৩৯; ১০/৪/১,৫; ১০/৫/৭, ১৩; ১০/৬/১; ১১/২/২-১৪, ১৮-২৫; ১১/৩/১-১০, ১৯-২৩; ১১/৪/২-৪, ৬, ৯, ১০, ১৬, ১৭; ১১/৫/২, ৬, ৮; ১১/৬/৪, ৬, ৮, ১৪, ১৭) এবং সংক্ষেপে যেন সকল কামনারই পূরণ (১১/৭/১ দ্র.)। নানা কামনায় নানা যাগ। তার মধ্যে অভিচারমূলক যাগে ঋত্বিক্‌দের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হয় দেহে বর্ম ধারণ করে এবং মাথায় লাল পাগড়ী পরে। তখন হাতে থাকে তাঁদের তলোয়ার বা খড়্গ। আহুতির সময়ে যখন বষট্‌কার উচ্চারণ করতে হয় তখন তা করা হয় রুক্ষস্বরে এবং শত্রুকে যেন বিদীর্ণ করে ফেলছি এমন একটা ভাব বাইরে প্রকাশ করে। আহুতি যখন দেওয়া হয় তখন তা দিতে হয় এমন ভাব ব্যক্ত করে যে স্রুক্ (হাতা) দিয়ে আমি যেন পিষে ফেলছি।

কোন কোন যাগে যজমানের আচার-আচরণের উপর কিছু বিধি-নিষেধ লক্ষ্য করা যায়। যেমন অগ্নিহোত্রে অরণিমন্থন সত্ত্বেও যদি অগ্নি উৎপন্ন না হয় তাহলে ব্রাহ্মণের হাতে, ছাগের কর্ণকুহরে, দর্ভগুচ্ছে, জলে, কাঠে অথবা মাটিতে হোম করতে হয়। ব্রাহ্মণের হাতে আহুতি দিলে কোন (অথবা ঐ) ব্রাহ্মণ তাঁর বাড়ীতে থাকতে চাইলে তাঁকে 'না' বলতে পারবেন না। ছাগের কাণে আহুতি দিলে ছাগমাংস আর খাওয়া চলবে না। জলে আহুতি প্রদান করলে এই জল খাব না, ঐ জল খাব— এ-রকম বাছবিচার করতে পারবেন না। এই যে নিয়ম-নিষেধ তা সারাজীবন ধরে অথবা কমপক্ষে একবছর যজমানকে মেনে চলতে হয় (৩/১৪/১৪-২২)। দুই বেলাতেই অগ্নিহোত্রের মূল আহুতি দুটি। তার মধ্যে দ্বিতীয় আহুতির আগেই কুণ্ডের আগুন নিবে গেলে একখণ্ড সোনাকে আগুনের প্রতিনিধি ধরে তার উপরেই আহুতি দিতে হয় (৩/১৪/২৩)। ক্রয় করার পরে সোম নষ্ট অথবা দগ্ধ হয়ে গেলে নূতন সোমলতা এনে যাগ করতে হয়। বৃত্তিকারের মতে কেশ, কীট ইত্যাদি দ্বারা সোম দূষিত হলেও তা নষ্ট অথবা দগ্ধ হয় নি বলে ঐ সোম দিয়ে যাগ করা চলে। সদোমণ্ডপ অথবা হবির্ধানমণ্ডপ পুড়ে গেলে বিনামন্ত্রে অথবা

মন্ত্রসমেতই অনুষ্ঠান করতে হবে। সোম যদি সংগ্রহ করা না যায় তাহলে পূতীকা ও ফাল্গুন মিলিয়ে অথবা পূতীকার সঙ্গে অন্য কোন ওষধি মিশিয়ে যাগ করতে হয়। প্রাতঃসবনে সদ্য দোহন-করা দুধ প্রতিনিধিদ্রব্যের সাথে মেশাতে হয়। মাধ্যন্দিন সবনে মেশাতে হয় দুধের ক্বাথ (ঘন দুধ) এবং তৃতীয় সবনে দই (৬/৮/৯-১১)।

দীক্ষণীয়া ইষ্টির পর থেকে যজ্ঞের সমাপ্তি পর্যন্ত সত্রীদের পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ ইত্যাদি সমস্ত পিতৃকর্ম বন্ধ রাখতে হয়। স্ত্রীসম্ভোগ, ছোটাছুটি করা, মুখ খুলে দন্ত প্রকাশিত করে হাসা, স্ত্রীলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসা, অনার্য নারীর সাথে বাক্যালাপ, মিথ্যাভাষণ, ক্রোধ, জলে ডুবে স্নান, দেহের উপর বৃষ্টিপাত, গাছে ও নৌকায় ওঠা, নৃত্য, গীত ও বাদ্যে অংশগ্রহণ ইত্যাদি ব্রতবিরোধী সকল কর্ম এবং অন্য দীক্ষিত ব্যক্তিকে অভিবাদন বর্জন করতে হয়। যিনি দীক্ষিত তিনি উপসদের অনুষ্ঠানকারী যজমানকে, উপসদ্‌সমাপ্তকারী ব্যক্তি সবনের অনুষ্ঠাকারীকে, দুই যজমানের উভয়েই সবনের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়ে থাকলে যিনি পরে যাগ আরম্ভ করেছেন তিনি পূর্বে যিনি আরম্ভ করেছেন তাঁকে, সকলে সব দিক্ থেকে এ-সব বিষয়ে সমান হলে যিনি বয়সে কনিষ্ঠ তিনি বয়োজ্যেষ্ঠকে অভিবাদন করতে পারেন। শৌচ প্রভৃতি কারণে যজমান বেদির বাইরে চলে গেলে তখন আশ্রাবণ কর্ম বন্ধ রাখতে হয়। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় কখনও যজমানকে বেদির বাইরে থাকতে নেই (১২/৮/১-২২)।

ব্রতভঙ্গে এবং এক অগ্নির সঙ্গে অন্য অগ্নির সংস্পর্শ ঘটলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। শত্রুর অন্ন ভোজন করলে, পুরোডাশ পাক করার কপাল কোন কারণে নষ্ট হলে, জীবিত অবস্থায় নিজের মৃত্যুর রটনা নিজের কাণে শুনলে, বিহিত সময়ে না করে অবিহিত সময়ে যাগের অনুষ্ঠান করলে, আহুতির দ্রব্য পরিধির বাইরে গিয়ে পড়লে, বিহিতক্রমে দেবতাদের আবাহন না করা হয়ে থাকলে, এক দেবতার মন্ত্র অন্য দেবতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে এবং আহুতিদ্রব্যের বিহিত অংশ বিহিত ক্রমে পাত্রে গ্রহণ না করা হয়ে থাকলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে এ-সব ক্ষেত্রে সাধারণত কোন বিশেষ ইষ্টির অনুষ্ঠান অথবা আজ্যের আহুতি অথবা সমগ্র অনুষ্ঠানটিরই পুনরাবৃত্তি। হব্যদ্রব্য অপক্ক হয়ে থাকলে ব্রাহ্মণদের চার শরা চাল রান্না করে খাওয়াতে হয়। আহুতিদ্রব্য পুড়ে গেলেও ঐ একই প্রকারের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয়েছে। কুকুর ইত্যাদি অবাঞ্ছিত প্রাণী কপাল অথবা মাটির পাত্র জিভ দিয়ে স্পর্শ করলে অথবা পাত্রগুলি চার দিকে ছড়িয়ে দিলে, পুরোডাশ ফেটে অথবা লাফিয়ে উঠলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় (৩/১৩/২-২৫; ৩/১৪/১-২৩)। নবান্নের সময়ে আগ্রয়ণ-ইষ্টির অনুষ্ঠান না করে নবান্ন ভক্ষণ করা যাবে না (২/৯/২), অন্তত নবান্ন দিয়ে অগ্নিহোত্র করে তবে তা আহার করতে হবে।

দীক্ষিত কোন যজমান রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে প্রাতরনুবাকের সমাপ্তির অথবা উপাকরণের আগে ‘পুষ্টিপতে-’ এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে ঠাণ্ডা ও গরম জল একত্র মিশিয়ে তার মধ্যে একুশটি যব এবং একুশটি দর্ভগুচ্ছ স্থাপন করে সেই জলে দীক্ষিতকে শৌচ প্রভৃতি কর্ম করতে হয়। তাঁকে স্নানও করতে হয় ঐ জলে। স্নান করান ব্রহ্মা নিজে (৬/৯/১)। এই কাজ চলার সময়ে ব্রহ্মার কাছে সকলে বসে থাকেন এবং স্নান শেষ হলে সকলে নিজ নিজ আসনে ফিরে আসেন। দীক্ষিত যজমান যদি শেষ পর্যন্ত মারা যান তাহলে তীর্থ ছাড়া অন্য কোন পথ দিয়ে তাঁকে বেদির বাইরে অবভৃথের স্থানে নিয়ে এসে মৃতের উপযোগী সজ্জায় সজ্জিত করতে হয়। সেখানে নিয়ে গিয়ে তাঁর চুল, দাড়ি, নখ ও লোম কেটে ফেলতে হয় এবং সমস্ত শরীরে নলদের নির্যাস মাখিয়ে দিতে হয়। তাঁর গলায় পরিয়ে দেওয়া হয় নলদের একটি মালা। কেউ কেউ তাঁর অন্ত্র থেকে মল নিষ্কাশন করে নিয়ে অন্ত্রে দই-মেশান আজ্য প্রবেশ করান। এর পর নূতন একটি কাপড় নিয়ে আঁচলের দিক্ থেকে এক-পা-পরিমাণ অংশ ছিঁড়ে নিয়ে তা সরিয়ে রেখে মৃতের দুটি পা বাদে শরীরের বাকী অংশ ঐ কাপড়টি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ছিন্ন অংশটি নিয়ে নেন মৃতের আত্মীয়েরা। যজমানের গৃহের আহবনীয় ইত্যাদি তিন অগ্নিকে দুই অরণিতে সমারোপণ করে শবকে বেদির বাইরে ডান দিকে নিয়ে (অবভৃথের স্থানে) এসে অরণি মন্থন করে মন্থনজাত সেই অগ্নিতে

তাঁর দেহ দাহ করা হয়। সত্রীদের কেউ যদি আহিতাগ্নি অর্থাৎ ত্রেতাগ্নিস্থাপনকারী না হন তাহলে মৃত্যুর পরে তাঁকে তাঁর গৃহ্য অগ্নিতেই দাহ করতে হয়। তাঁর মৃত পত্নীকে দাহ করতে হয় লৌকিক (= আহৃত, ঔপাসন) অগ্নিতে। দাহের পর ফিরে এসে যাগের অবশিষ্ট অংশের অনুষ্ঠান করতে হয়। দাহের পরবর্তী দিনে গ্রহপাত্রে সোমরস নেওয়ার আগে তীর্থ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে শ্মশানের চারপাশে অপ্রদক্ষিণক্রমে তিনবার ঘুরে তার পরে সেখানে বসতে হয়। পরে শ্মশান থেকে মৃতের দাহোত্তর অস্থিগুলি কলশীতে সংগ্রহ করে নিয়ে এসে তীর্থপথে প্রবেশ করে দীক্ষিতের নিজ আসনে ঐ অস্থিকুম্ভটি রেখে দিতে হয়। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে 'এতস্যৈতদ্ অহঃ' বলতে বলতে অবভৃথস্থানে গিয়ে সেখানে ঐ অস্থিকুম্ভ বিসর্জন দিতে হয়। অথবা দুই অরণিতে অগ্নিমন্থন করে সেই মন্থনজাত অগ্নিতে মৃতদেহ দাহ করে অস্থিগুলি মাটিতে পুঁতে রেখে সত্র অবিকৃতভাবে শেষ করতে হয়। এর পর একবছর পূর্ণ হলে ঐ অস্থিগুলি নিয়ে ৬/১০/২৫ সূত্রে বিহিত একটি যাগ করতে হয়। দুটি ক্ষেত্রেই সত্রের অবশিষ্ট অংশ শেষ করতে হয় একজন কম নিয়েই। বিকল্পে মৃতের কোন নিকট আত্মীয়কে দলে নিয়েও যাগ সম্পন্ন করা চলে। সত্রে যজমানদের মোট সংখ্যা পূরণের জন্য নেদিষ্ঠ কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করলেও অস্থিযজ্ঞ কিন্তু করতেই হবে। যিনি গৃহপতি হয়েছেন তিনি মারা গেলে অবশ্য বিকল্পে সত্র অসমাপ্ত রেখে উঠে পড়তে হয় (৬/১০/১-২৭)। একাহে যজমান মারা গেলে তাঁকে তাঁর নির্দিষ্ট আসনেই শায়িত রাখা হয়। আচার্য আলেখনের মতে যজ্ঞ শেষ হলে কোন স্রোতের জলে ঐ শরীরকে ভাসিয়ে দিতে হবে। আশ্মরথ্য নামে অন্য এক আচার্যের মতে মৃতদেহ সদোমণ্ডপের পূর্ব দিকে নিয়ে গিয়ে দেহের নানা অঙ্গে নানা যজ্ঞপাত্র রেখে তাঁর দাহকর্ম সম্পন্ন করতে হয়। যজ্ঞপাত্রসমেত এই দাহই হচ্ছে এ-ক্ষেত্রে মৃত যজমানের অবভৃথকর্ম (৬/১০/২৯-৩২)।

যজমানের হয়ে যাঁরা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাঁদের পারিশ্রমিকরূপে দক্ষিণা দিতে হয়। কোন্ যজ্ঞে পুরোহিতদের কি দক্ষিণা দিতে হয় তার বিশেষ বিধান আছে। বিহিত ঐ দ্রব্যগুলির মধ্যে আছে হিরণ্য (৯/৪/৭), বৎসতরী অর্থাৎ দুগ্ধপান থেকে নিবৃত্ত স্ত্রীগাভী (ঐ), ঋষভ অর্থাৎ প্রজননক্ষম পুরুষগাভী (ঐ), বৃদ্ধ নয় এমন বলদ (ঐ), সোনার মালা (৯/৪/১০), অশ্ব (৯/৪/১১), ধেনু (৯/৪/১২), ছাগ (৯/৪/১৩), সোনা ও রূপার কুণ্ডল (৯/৪/১৪,১৫), পাঁচ বছর বয়সের গর্ভবতী গাভী (৯/৪/১৬), বন্ধ্যা গাভী (৯/৪/১৭), রুক্ম বা গোলাকার অলঙ্কারবিশেষ (৯/৪/১৮), তূলার বস্ত্র (২০), ক্ষৌমবস্ত্র (২১), যবপূর্ণ শকট (২২) শকটবহনে সমর্থ বলদ (২৩), তিন-বছরের গাভী (২৪), অণ্ডকোষ সমেত গরু (২৫), অশ্বযুক্ত রথ (৯/৯/২৩), বিশাল শকট (ঐ), নিষ্ককণ্ঠী দাসী (ঐ), বাহুমূলে স্বর্ণমণ্ডিত হস্তী (ঐ), অশ্বতরী (৯/১১/২৪) উর্বর ভূমি (৩/১৪/৯)। এ-কথাও আবার বলা হয়েছে যে, ভূমি ও পুরুষ কাউকে দক্ষিণারূপে দান করা যাবে না।

যজ্ঞানুষ্ঠানের সময়ে যজ্ঞস্থলে ধাঁধার প্রশ্নোত্তর যে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই গ্রন্থে বিহিত ব্রহ্মোদ্যের মধ্যে (১০/৯/১-১১)। বিশেষজ্ঞদের মতে যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্মের ক্লান্তি দূর করার জন্যই এগুলির প্রয়োগ হত।

অল্প কিছু সাজসজ্জার উপকরণের উল্লেখও আমরা এই শ্রৌতসূত্রে পাই। সোনার মালা (৯/৯/৪) ও বজ্র নামে রত্নে তৈরী কিঙ্ককের (৯/৯/৫) উল্লেখ পাওয়া যায়। কাজল ও অনুলেপনদ্রব্যের উল্লেখও আছে (১১/৬/৩)। গৃহের শৌখীন আসবাবপত্রের মধ্যে সোনার গদি ও কূর্চের উল্লেখ রয়েছে (১০/৬/১১-১২)। প্রাণী ও বৃক্ষের মধ্যে উক্ষা বা গোবৃষ (১০/২/৩৮), গুগ্‌গুল (১১/৬/৩), সুগন্ধিতেজন (ঐ) এবং পৈতুদারুর উল্লেখ পাওয়া যায়।

আশ্বলায়ন তাঁর শ্রৌতসূত্রে ও গৃহ্যসূত্রে বিভিন্ন যাগে বিভিন্ন বৈদিক মন্ত্রের যে প্রয়োগ নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই একই মন্ত্র শ্রৌতকর্ম ও গৃহ্যকর্ম দুই শ্রেণীর কর্মেই ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্ন জাগে ঐ মন্ত্রগুলি কি মূলত কোন শ্রৌতকর্মকে উপলক্ষ করেই রচিত হয়েছিল অথবা কোন বিশেষ গৃহ্য অনুষ্ঠানকে উদ্দেশ্য

করেই? আবার দেখা যাচ্ছে একই মন্ত্র বা সূক্তকে একাধিক শ্রৌতকর্মে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এখানেও প্রশ্ন ওঠে— গোড়ায় ঐ মন্ত্র বা সূক্ত কোন্ বিশেষ শ্রৌত অনুষ্ঠানের দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত হয়েছিল? একাধিক অনুষ্ঠান তো একই মন্ত্র বা সূক্তের উদ্দিষ্ট হতে পারে না। কখনও আবার দেখা যায় সূক্তের কয়েকটি মন্ত্র বাদ দিয়ে ('উদ্ধৃত্য') কোন কর্মে তা পাঠ করতে বলা হচ্ছে। যদি সূক্তের উদ্দিষ্ট কোন বিশেষ এক কর্মই হয় তাহলে কয়েকটি মন্ত্র সেখানে বাদ দেওয়া হয় কেন? এমনও দেখা যায় যে, একই সূক্তের কিছু মন্ত্র একস্থানে এবং অবশিষ্ট মন্ত্র অন্য কোন যাগে ব্যবহার করা হচ্ছে। দুটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মন্ত্র ঋষি একই সূক্তের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করলেন কেন? শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্রের সঙ্গে তুলনা করলেও দেখা যায় দুই শ্রৌতসূত্র অনেক ক্ষেত্রেই একই মন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ নির্দেশ করেছে। এই-সব কারণে মনে হয় সকল বৈদিক মন্ত্রের লক্ষ্য যে কোন বিশেষ বিশেষ যাগ তা নয়, এমন অনেক মন্ত্রই ঋক্‌সংহিতায় আছে যেগুলির সঙ্গে যাগযজ্ঞের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, প্রয়োজনমত মন্ত্রগুলিকে বিশেষ বিশেষ কর্মে বিনিয়োগ বা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে এই মাত্র। কোন মন্ত্রের একটি বিশেষ শব্দ অথবা বিশেষ ভাবনার সঙ্গে অনুষ্ঠেয় কর্মের ক্ষীণতম কোন সাদৃশ্য খুঁজে পেলেই যেন সেই মন্ত্রকে সেই কর্মে প্রয়োগ করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যেমন এখনও আমরা দেখতে পাই কোন প্রসিদ্ধ কবির কবিতা ও গানকে নিয়ে বিভিন্ন উদ্দেশে তা ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে। প্রয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্র-নির্বাচনের স্বাধীনতা অর্থাৎ ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার ছিল বলেই এক শ্রৌতসূত্রের নির্দেশ অপর শ্রৌতসূত্রের নির্দেশের সঙ্গে বহুলাংশে মেলে না। অথবা মানতে হয় যে, মন্ত্রগুলির আদি যে প্রকৃত প্রয়োগপদ্ধতি বহুস্থানে তা হারিয়ে গেছে।

আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রে আছে মোট বারোটি অধ্যায় এবং প্রত্যেকটি অধ্যায় আবার কয়েকটি করে খণ্ডে বিভক্ত। কোন কোন সংস্করণে ঐ খণ্ডগুলি খণ্ডনামেই চিহ্নিত হয়েছে এবং অন্যান্য কোন কোন সংস্করণে খণ্ডগুলির নাম কণ্ডিকা। গ্রন্থকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা এক প্রাচীন রীতি। সেই অনুযায়ী খণ্ডগুলির নাম কাণ্ডিকা (অর্থাৎ ক্ষুদ্র কাণ্ড) হলেই ঠিক হয়, কিন্তু প্রচলিত নাম কণ্ডিকাই। ক্ষুদ্র খণ্ড অর্থে নাম খণ্ডিকাও হতে পারে।

আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রের উপর দেবত্রাত, বিদ্যারণ্য, সিদ্ধান্তী ও নারায়ণ নিজ নিজ ভাষ্য অথবা বৃত্তি লিখেছেন। এর মধ্যে শেষ দু-জনের ব্যাখ্যাই আমরা বর্তমানে পেয়ে থাকি। তার মধ্যে আবার সিদ্ধান্তীর ভাষ্যের সামান্য অংশই পাওয়া যায়। আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র এবং শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্র এই তিনটি গ্রন্থের উপরই নারায়ণের ব্যাখ্যা আছে, তবে এই তিন নারায়ণ যে অভিন্ন ব্যক্তি তা কিন্তু নয়। শ্রৌতসূত্রের ব্যাখ্যাকার নারায়ণ হচ্ছেন নরসিংহের পুত্র ও গোত্রে গার্গ্য— "আশ্বলায়নসূত্রস্য ভাষ্যং ভগবতা কৃতম্। দেবস্বামিসমাখ্যেন বিস্তীর্ণং সদ্ অনাকুলম্।। তৎপ্রসাদান্ ময়েদানীং ক্রিয়তে বৃত্তির্ ঈদৃশী। নারায়ণেন গার্গ্যেণ নরসিংহস্য সূনুনা।।" অপরপক্ষে আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রের ব্যাখ্যাকার যে নারায়ণ তিনি দিবাকরের পুত্র ও নৈধ্রুব— "আশ্বলায়নগৃহ্যস্য ভাষ্যং ভগবতা কৃতম্। দেবস্বামিসমাখ্যেন বিস্তীর্ণং তৎপ্রসাদতঃ।। দিবাকর-দ্বিজবর্যসূনুনা নৈধ্রুবেণ বৈ। নারায়ণেন বিপ্রেণ কৃতেয়ং বৃত্তির্ ঈদৃশী।।" শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রের উপর যিনি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন সেই নারায়ণ হচ্ছেন শ্রীপতির পৌত্র ও কৃষ্ণজিতের পুত্র।

যাগ ও যজ্ঞ এই দুটি শব্দ আমরা প্রায়ই একত্র পাশাপাশি একনিঃশ্বাসে উচ্চারণ করে থাকি। দুটি শব্দের অর্থ মোটামুটি এক হলেও কিছু পার্থক্য আছে। যজ্ঞ শব্দের অর্থ অপেক্ষাকৃত কিছুটা ব্যাপক। দেবতার উদ্দেশে কোন দ্রব্য ত্যাগ বা নিবেদন করাই হচ্ছে যজ্ঞ। দ্রব্য অগ্নিতেই যে নিবেদিত হবে তা নাও হতে পারে। অপর পক্ষে যাগও তা-ই, কিন্তু তার বহুল প্রয়োগ হয়ে থাকে যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ প্রকারকে বুঝাবার উদ্দেশে। যেমন— ইষ্টিযাগ, পশুযাগ ইত্যাদি। এই শব্দটির আবার বিশেষ পারিভাষিক বা রীতিগত একটি অর্থও আছে। যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কতকগুলি ক্ষেত্রে বসে থেকে মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করে আহুতি দেওয়া হয়। এই আহুতিদানকে বলে 'হোম'।

দাঁড়িয়ে থেকে মন্ত্রের শেষে 'বৌষট্' শব্দ উচ্চারণ করে যে আহুতিদান তা হল কিন্তু 'যাগ'। বেদে বা কোন যজ্ঞগ্রন্থে হু-ধাতু দ্বারা যে কর্মের নির্দেশ করা হয় (যেমন 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াত্') তা হোম এবং যজ্-ধাতু দ্বারা যে কর্ম বিহিত হয়েছে (যেমন 'সোমেন যজেত') তা হচ্ছে যাগ।

যাগ আবার দু-প্রকারের— প্রকৃতিযাগ এবং বিকৃতিযাগ। সকল যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ বেদে ও যজ্ঞগ্রন্থে দেওয়া নেই। যে যাগগুলির সম্পূর্ণ বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে বলা হয় 'প্রকৃতি' যাগ এবং যেগুলির কেবল আংশিক বিবরণ বা বৈশিষ্ট্যগুলির কথাই পাওয়া যায় সেগুলি 'বিকৃতি' যাগ নামে পরিচিত। বিকৃতিযাগের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে বহুলাংশে প্রকৃতিযাগেরই আদলে বা ছাঁদে অর্থাৎ অনুকরণে। প্রত্যেক যজ্ঞে যেটি বা যেগুলি মুখ্য অনুষ্ঠান সেইটি বা সেগুলিকে 'প্রধানযাগ' এবং যেগুলি আনুষঙ্গিক বা গৌণ অনুষ্ঠান সেগুলিকে বলা হয় 'অঙ্গ যাগ'। প্রধানযাগের দেবতারাই প্রধানদেবতা।

গৃহীর পক্ষে করণীয় যজ্ঞ দু-প্রকারের— শ্রৌত এবং স্মার্ত (বা গৃহ্য)। গৃহ্যকর্মের অনুষ্ঠান হয় গৃহ্য অগ্নিতে। যে অগ্নি প্রজ্বলিত করে বিবাহের অনুষ্ঠান হয় সেই অগ্নিই গৃহ্য অগ্নি। এই অগ্নিরই অপর নাম স্মার্ত, আবসথ্য ও ঔপাসন। গৃহ্যকর্ম নানাবিধ। তার মধ্যে বিশিষ্ট অনুষ্ঠানগুলি হল— ঔপাসনহোম, বৈশ্বদেব বা পঞ্চ মহাযজ্ঞ (দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ), প্রত্যেক অমাবস্যায় করণীয় পার্বণশ্রাদ্ধ, অগ্রহায়ণের পরে হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে করণীয় অষ্টকাশ্রাদ্ধ, প্রত্যেক মাসে করণীয় মাসিকশ্রাদ্ধ, শ্রাবণী পূর্ণিমা থেকে অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় শ্রবণাকর্ম, শূলগব (শূলে পাক করা গোমাংসে দ্বারা অনুষ্ঠান)। ঔপাসনহোম শ্রৌত অগ্নিহোত্রেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। শ্রৌতকর্মের বিধান সাক্ষাৎ শ্রুতিতেই থাকে এবং তিন পৃথক্ পৃথক্ কুণ্ডে অগ্নি প্রজ্বলিত করে তার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। যজ্ঞগৃহে বা যজ্ঞভূমিতে পূর্ব দিকে চতুষ্কোণ আহবনীয়, পশ্চিমদিকে বৃত্তাকার গার্হপত্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অর্ধবৃত্তাকার দক্ষিণ নামে কুণ্ডে অগ্নি রাখা হয়। তিন কুণ্ডের অগ্নির মধ্যে গার্হপত্যের অগ্নিই আমরণ নিত্য প্রজ্বলিত রাখতে হয়। যজ্ঞের অনুষ্ঠানের সময়ে এই গার্হপত্য কুণ্ড থেকেই অপর দুই কুণ্ডে অগ্নি নিয়ে গিয়ে স্থাপন করা হয়। সাধারণত আহবনীয়ে আহুতি দেওয়া হয় দেবতাদের উদ্দেশে, গার্হপত্যে দেবপত্নীগণের উদ্দেশে এবং দক্ষিণাগ্নিতে প্রয়াত পূর্বপুরুষ ও অন্যান্যদের উদ্দেশে।

বেদপন্থী সমাজের প্রথা-অনুযায়ী বাল্যে গুরুগৃহ থেকে সাধ্যমত বেদবিদ্যা অর্জন করে নিজ গৃহে ফিরে এসে যুবা অবস্থায় বিবাহ করতে হয় এবং তার পর স্থায়ী-ভাবে কুণ্ডে অগ্নি স্থাপন করে সেই অগ্নিতে প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যা দু-বেলা নিত্য 'অগ্নিহোত্র' নামে অনুষ্ঠান এবং বিশেষ দিনে বিশেষ অনুষ্ঠান করে চলতে হয়। এই বিবাহিত গৃহস্থকে বলা হয় যজমান এবং যাঁদের সাহায্যে তিনি যজ্ঞ করান তাঁদের বলা হয় ঋত্বিক্। ঋত্বিক্ এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল ঋতুযাজী (নি. ৩/১৯/১৬) অর্থাৎ যিনি ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করান। ইষ্টিযাগে চার, পশুযাগে পাঁচ এবং সোমযাগে মোট ষোল জন ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়। ইষ্টিযাগের ঋত্বিকেরা হলেন— হোতা, অধ্বর্যু, অগ্নীত্ (বা আগ্নীধ্র), ব্রহ্মা। কচিৎ প্রতিপ্রস্থাতা নামে আরও একজন ঋত্বিক্ থাকেন। পশুযাগে থাকেন এই পাঁচ জন এবং মৈত্রাবরুণ (বা প্রশাস্তা) নামে অপর এক জন। সোমযাগে তিন বেদের প্রত্যেক বেদে অভিজ্ঞ চার জন করে এবং তিন বেদেই পারদর্শী চার জন এই মোট ষোল জন ঋত্বিক্ থাকেন। ঋগ্বেদীয় ঋত্বিকেরা মন্ত্র পাঠ করেন, সামবেদীয় ঋত্বিকেরা গান করেন, যজুর্বেদীয় ঋত্বিকেরা যজ্ঞের যাবতীয় আয়োজন ও আহুতিদান করেন এবং ত্রিবেদজ্ঞ ঋত্বিকেরা অপর ঋত্বিক্দের কর্মে সহায়তা করেন অথবা কোন ভুলত্রুটি হলে তা ধরিয়ে দেন।

যজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য নানা ধরনের পাত্রের প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে কতকগুলি পাত্র মাটির, কিছু পাত্র কাঠের এবং অপর কতকগুলি পাত্র পিতলের তৈরী। সাধারণত যেগুলি কলসী সেগুলি হচ্ছে মাটির, যেগুলি হাতা সেগুলি কাঠের এবং যেগুলিতে অন্ন রাখা হয় সেগুলি পিতলের। সোমরস রাখার ও আহুতি দেওয়ার জন্য কাঠের

(cup) কাপের মতো কতকগুলি পাত্র থাকে। এই পাত্রগুলিকে বলে 'গ্রহ'। এই একই উদ্দেশে অথবা জল রাখার প্রয়োজনে হাতলযুক্ত চতুষ্কোণ কতকগুলি কাঠের পাত্র থাকে যেগুলির নাম 'চমস'। এগুলির হাতল তিন আঙুল, মুখের প্রস্থ ছয় আঙুল এবং উচ্চতা চার আঙুল এবং সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য নয় আঙুল। হাতলের আকৃতি দেখে বোঝা যায় কোন্ চমসটি কে ব্যবহার করবেন। কাঠের পাত্রগুলি প্রস্তুত করা হয় খয়ের, বরণ, বৈঁচ (বিকঙ্কত), পলাশ অথবা অশ্বত্থ গাছের কাঠ দিয়ে। হাতাগুলির নাম জুহূ, উপভৃত্, ধ্রুবা, অগ্নিহোত্রহবণী, স্রুব। হাতাগুলির (স্রুক্) মুখের বিস্তার ও গভীরতা হয় এক বিঘতের অর্ধেক অর্থাৎ ৪½ আঙুল বা ৬ আঙুল করে এবং মুখের শেষ প্রান্তে একটি নালি থাকে। 'স্রুব' নামের হাতাটিতে অবশ্য কোন নালি থাকে না, মুখের গর্তটি হয় ছোট, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের পর্বের অর্ধেক পরিমাণ এবং গভীরতার পরিমাণও তাই। যজ্ঞস্থলে কাঠের একটি খড়্গও লাগে। এই খড়্গের নাম 'স্ফ্য'। খুন্তির মতো দেখতে অপর একটি কাঠের পাত্র থাকে যার নাম 'মেক্ষণ'। পশুযাগে ও সোমযাগে পশুর বপা পাক করার জন্য দুটি কাঠি (বপাশ্রপণী) এবং হৃৎপিণ্ড পাক করার জন্য 'হৃদয়শূল' নামে শিক লাগে। এগুলি ছাড়া আগুন জ্বালাবার কাঠ, আগুন নেড়ে দেওয়ার ঝাঁটা বা কাঠ (উপবেষ), বেদিতে ছড়াবার জন্য কুশ ও তৃণ, ধান বাছার জন্য কুলা (শূর্প), চাল কোটার জন্য হামানদিস্তা এবং বাটার জন্য শিল-নোড়া (দৃষত্-উপল) রাখা হয়।

ইষ্টিযাগে আহুতির মুখ্য দ্রব্য হচ্ছে কোন শস্যজাত অথবা দুগ্ধজাত বস্তু অর্থাৎ পুরোডাশ, চরু, ছাতু, দুধ, দই, ছানা ইত্যাদি। পশুযাগে মুখ্য দ্রব্য পশুর মাংস এবং সোমযাগে সোমলতার রস। ইষ্টিযাগে গৌণ অনুষ্ঠানগুলিতে আজ্য, পশুযাগে আজ্য ও ইষ্টিযাগের দ্রব্য এবং সোমযাগে আজ্য, ইষ্টিযাগের দ্রব্য ও পশুযাগের দ্রব্য আনুষঙ্গিক-রূপে আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে।

ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ সাধারণত এক দিনেই শেষ হয়। সোমযাগ কিন্তু শেষ হয় সাধারণত কমপক্ষে পাঁচ দিনে (এর মধ্যে শেষ দিনেই কেবল সোমরস আহুতি দেওয়া হয়)। যে দিন সোমরস নিষ্কাসন করে আহুতি দেওয়া হয় সেই দিনকে বলে 'সুত্যা'। যদি মাত্র এক দিনই সোম আহুতি দেওয়া হয় তাহলে সেই সোমযাগকে 'একাহ' বলা হয়। যদি দুই থেকে বারো দিন ধরে প্রত্যহ সোমের আহুতি হয় তাহলে তাকে 'অহীন' বলে। দিনসংখ্যা অনুযায়ী অহীনের নাম দ্ব্যহ, ত্র্যহ, ষড়হ, দ্বাদশাহ ইত্যাদি হয়ে থাকে। যদি বারো বা তার বেশী দিন ধরে আহুতি দেওয়া হয় তাহলে সেই যাগগুলিকে বলা হয় 'সত্র'। দ্বাদশাহ তাই অহীনও, আবার সত্রও। 'প্রকৃতি' যে একাহ সোমযাগ তা সমাপ্তির (সংস্থা) ভেদ অনুযায়ী সাত প্রকারের— অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, অপ্তোর্যাম, বাজপেয়। সুত্যাদিনের অনুষ্ঠানে তিনটি পর্ব বা অধিবেশন— প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন। রাত্রিতেও অনুষ্ঠান হলে রাত্রির তিন পর্বকে সবন নয়, বলা হয় রাত্রিপর্যায়। ইষ্টিযাগ, পশুযাগ অথবা সোমযাগের সব-কিছু অনুষ্ঠান যদি মাত্র এক দিনেই শেষ হয় তাহলে সেই যাগকে বলা হয় 'সাদ্যস্ক্র'।

শ্রৌতযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন তিনটি পৃথক্ পৃথক্ কুণ্ডে অগ্নির স্থাপন। এই উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠানের নাম 'অগ্ন্যাধান' বা 'অগ্ন্যাধেয়'। যদি যে দিন অগ্ন্যাধান হয় সেই দিনই সন্ধ্যায় অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান শুরু করা হয় তাহলে ঐ অগ্ন্যাধানকে বলা হয় হোমপূর্বাধান। যদি অগ্ন্যাধানের পরে অন্য কোন অনুষ্ঠান না করে আগামী পূর্ণিমার দিন দর্শপূর্ণমাস নামে ইষ্টিযাগ শুরু করা হয়, তাহলে সেই আধানকে বলা হয়ে থাকে ইষ্টিপূর্বাধান। যখন অগ্ন্যাধানের পরে অন্য কোন যাগ না করে আগে সোমযাগই করা হয় তখন সেই আধানকে বলে সোমপূর্বাধান।

অগ্ন্যাধান বা আধান করতে হলে প্রথমেই সংগ্রহ করতে হবে অরণি এবং অন্যান্য সামগ্রী। শমী (শাঁই) বৃক্ষের অঙ্কলের মধ্যে পরগাছা হিসাবে যে অশ্বত্থবৃক্ষ জন্মায় সেই অশ্বত্থের একটি ডাল (শাখা) কেটে নিয়ে তা থেকে দুটি অরণি প্রস্তুত করতে হয়। অরণি-দুটি দৈর্ঘ্যে ১৬ আঃ, প্রস্থে ১২ আঃ, উচ্চতায় ৪ আঃ। কাত্যায়নের মতে অরণির

আয়তন হচ্ছে ২৪ আঃ। একটি অরণিকে বলা হয় 'অধরারণি' এবং অপরটিকে 'উত্তরারণি'। অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে আছে বালি, ক্ষারমৃত্তিকা অর্থাৎ উষর ভূমির মাটি (উষা), ইঁদুরে-উৎখাত করা মাটি (আখুকরীষ), উঁইমাটি (বল্মীকবপা), অশোষ্য জলাশয়ের মাটি (সূদ), শূকরে-ঘাঁটা মাটি (বরাহবিহত), ছোট ছোট পাথর (শর্করা), সোনা। এগুলিকে বলে 'পার্থিব সম্ভার'। এছাড়া সংগ্রহ করে আনতে হয় সাতটি 'বানস্পত্য সম্ভার'— অশ্বত্থকাঠ, ডুমুরকাঠ, পলাশকাঠ, শমীকাঠ, বিকঙ্কতকাঠ (বৈঁচ), বাজ-পড়া গাছের কাঠের টুক্‌রা, পদ্মপাতা।

প্রজ্বলিত অগ্নি যে কুণ্ডগুলিতে স্থাপন করা হবে সেই কুণ্ডগুলিও নির্মাণ করতে হয়। পূর্ব দিকে চতুষ্কোণ (□) আহবনীয়, পশ্চিম দিকে বৃত্তাকার (O) গার্হপত্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে (অগ্নিকোণে) অর্ধবৃত্তাকার (D) দক্ষিণ কুণ্ড প্রস্তুত করা হয়। গার্হপত্যের কুণ্ডের কেন্দ্র থেকে আহবনীয়ের কুণ্ডের মধ্যস্থানের দূরত্ব ৯৬ আঃ। মতান্তরে এই দুই কুণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব হবে ৯৬ আঃ। আহবনীয়ের পূর্ব দিকে সভ্য এবং তারও পূর্ব দিকে নির্মাণ করা হয় আবসথ্যের কুণ্ড।

যে দিন কুণ্ডে অগ্নিস্থাপন করা হবে তার পূর্ব দিনে ক্ষৌরকর্ম সেরে স্নান করে যজমান ক্ষৌমবস্ত্র পরেন। তাঁর পত্নীও নখচ্ছেদন ইত্যাদি করে স্নান সেরে ক্ষৌমবস্ত্র ধারণ করেন। সকালে করণীয় কর্ম এইটুকুই। অপরাহ্নে অধ্বর্যু যজমানের ঔপাসন কুণ্ড থেকে অর্ধেক অগ্নি তুলে নিয়ে গার্হপত্য-কুণ্ডের পিছনে রেখে ঐ অগ্নিকে প্রজ্বলিত করেন। প্রজ্বলিত সেই অগ্নিতে চার শরা চাল সিদ্ধ করতে হয়। ভাত সামান্য একটু শক্ত থাকতে যে পাত্রে ঐ চাল সিদ্ধ করা হয়েছিল তা নামিয়ে নিয়ে (উদ্‌বাসন) ঐ অগ্নিতেই হাতার সাহায্যে পাত্রের কিছু অন্ন আহুতি দিতে হয়। এই সিদ্ধ অন্নকে বলে 'ব্রহ্মৌদন'। পাত্রের অবশিষ্ট অন্ন থেকে চারটি পিণ্ড তৈরী করে চার ঋত্বিক্‌কে একটি করে পিণ্ড দেওয়া হয়। পাত্রে কিছু অন্ন তখনও কিন্তু থেকে যায়। অধ্বর্যু পাত্রের সেই অবশিষ্ট অন্নকে ফল আছে এমন তিনটি অশ্বত্থের ডাল দিয়ে ঘেঁটে নিয়ে যে অগ্নিতে অন্ন পাক করা হয়েছে সেই অগ্নিতেই ঐ ডাল ফেলে দেন।

পরবর্তী দিনে উষাকালেই দুটি অরণি নিয়ে ঐ অন্নপাকের অগ্নিতে তা ঈষৎ তপ্ত করে পাকের অগ্নিকে নিবিয়ে দিতে হয়। এর পর পূর্বদিনে যে বালি সংগ্রহ করে আনা হয়েছে তার ¼ অংশ গার্হপত্যের কুণ্ডে এবং অপর ¼ অংশ দক্ষিণাগ্নির কুণ্ডে রেখে দেন। বাকী ½ অংশ ঢেলে দিতে হয় (নিবপন) আহবনীয়ের কুণ্ডে। যদি সভ্য ও আবসথ্য কুণ্ডও নির্মিত হয়ে থাকে তাহলে ঐ বাকী ½ অংশ তিন ভাগে ভাগ করে এক একটি ভাগ এই শেষোক্ত তিন কুণ্ডে রেখে দিতে হয়। অপর ছটি পার্থিব সম্ভার এবং সাতটি বানস্পত্য সম্ভারও এই একই পদ্ধতিতে ভাগ করে কুণ্ডগুলিতে রাখা হয়। সব শেষে রাখতে হয় সোনা।

এর পর যে অগ্নিকে উষাকালে নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্রহ্মৌদনপাকের সেই অগ্নির ভস্ম সরিয়ে দিয়ে সেখানে অরণি মন্থন করে মথিত অগ্নিকে ঘুঁটে (করীষ), কাঠের টুক্‌রা ইত্যাদি দিয়ে বর্ধিত করে গার্হপত্যের কুণ্ডে স্থাপন করতে হয়। এইভাবে গার্হপত্যের আধান সম্পন্ন হয়। এই সময়ে ব্রহ্মা সামগান করেন। সূর্য অর্ধেক উঠলে গার্হপত্য অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে কিছু অশ্বত্থকাঠ সেখানে রেখে দিতে হয়। কাঠগুলি জ্বলে উঠলে জ্বলন্ত সেই কাঠগুলি থেকে কিছু কাঠ একটি পাত্রে তুলে নিয়ে পাত্রের তলায় ও অগ্নির চারপাশে বালি ছড়িয়ে (উপযমন) পাত্রটি নিজের হাতে ধরে অধ্বর্যু দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি যখন পাত্রটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তখন আগ্নীধ্র অরণি মন্থন করে অথবা গার্হপত্য থেকে কিছু অগ্নি তুলে নিয়ে অথবা যে-কোন স্থান থেকে কিছু অগ্নি সংগ্রহ করে এনে দক্ষিণকুণ্ডে তা রেখে দেন। মতান্তরে অধ্বর্যু নিজেই এই কাজটি করেন। এই সময়ে ব্রহ্মা সামগান করেন। এইভাবে সম্পন্ন হয় দক্ষিণাগ্নির আধান। এর পর ঋত্বিকেরা একটি অশ্ব নিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আহবনীয়ের অভিমুখে এগিয়ে চলেন। তাঁদের ডান দিকে চলেন একটি চাকা নিয়ে ব্রহ্মা। চাকাটি সম্ভবত সূর্যমণ্ডলের প্রতীক।

চাকাটিকে তিনবার ঘোরাতে হয়। অশ্বটি এসে দাঁড়ায় আহবনীয় কুণ্ডের পূর্ব দিকে পশ্চিমমুখী হয়ে। সূর্য যেন এলেন সাত ঘোড়ার রথে চড়ে। ঐ কুণ্ডের উপর দিয়ে অশ্বটি লাফিয়ে এলে অধ্বর্যু গার্হপত্য থেকে তুলে-আনা অগ্নিকে আহবনীয়ের পূর্ব দিকে পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে কুণ্ডে রেখে দেন। এই হল আহবনীয়ের আধান। সভ্য ও আবসথ্যের আধান হয় মন্থনজাত অগ্নি বা যে-কোন লৌকিক অগ্নি নিয়ে এসে। এর পর প্রত্যেক কুণ্ডে তিনটি করে অশ্বত্থকাঠ ও তিনটি করে শমীকাঠ রেখে দিতে হয়। তার পর বিনা মন্ত্রে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করে আজ্য দিয়ে পূর্ণাহুতি হোম করতে হয়। হোমের পরে যজমান তিন অগ্নির উপস্থান অর্থাৎ মন্ত্রসমেত প্রণাম করেন এবং কতকগুলি প্রয়শ্চিত্তহোমের অনুষ্ঠান হয়।

যে দিন আধানের অনুষ্ঠান হয় সেই দিনই অথবা দু-তিন-চার দিন পরে বা একমাস-দুমাস অথবা একবছর পরে অগ্নিগুলির সংস্কারের জন্য তিনটি 'পবমান' নামে ইষ্টিযাগ করতে হয়। এই তিনটি ইষ্টিযাগের মুখ্য দেবতা যথাক্রমে অগ্নি পবমান, অগ্নি পাবক, অগ্নি শুচি। যাগ তিনটি হলেও অনুষ্ঠান হয় পৃথক্ পৃথক্ নয়, যৌথভাবে, একই অনুষ্ঠানছত্রের অধীনে। তাই আনুষঙ্গিক গৌণ অনুষ্ঠানগুলি হয় বারে বারে নয়, একবার করেই। তিন দেবতারই ক্ষেত্রে আহুতির দ্রব্য হচ্ছে অষ্টাকপাল পুরোডাশ অর্থাৎ আটটি কপালের উপর রেখে সেঁকা পুরোডাশ। পবমান ইষ্টি যে দিন অনুষ্ঠিত হবে সেই দিনই সন্ধ্যায় অগ্নিহোত্র আরম্ভ করতে হয়। প্রথম যাগের দেবতা পবমান বলে তিনটি যাগকেই পবমান-ইষ্টি বলা হয়।

অগ্ন্যাধানের (নামান্তর অগ্ন্যাধেয়) পর গৃহস্থকে কোন কারণে কোথাও গিয়ে থাকতে হলে গার্হপত্যের অগ্নিকে মনে মনে দুই অরণিতে অবতরণ বা প্রবেশ করাতে হয়। এর নাম 'সমারোপণ'। গন্তব্য স্থানে এসে অরণি মন্থন করে আবার গার্হপত্য অগ্নি উৎপন্ন করতে হয়। অরণি থেকে কুণ্ডে অগ্নির এই নেমে-আসাকে বলা হয় 'উপাবরোহণ'। যদি কোন কারণে গৃহ থেকে অগ্নিকে অরণিতে সমারোপণ না করে গন্তব্য স্থানে চলে আসা হয় তাহলে অগ্নির বিনাশ ঘটেছে বলে ধরে নিয়ে আবার অগ্ন্যাধান কর্ম করতে হয়। এই দ্বিতীয়বারের আধানকে বলে 'পুনরাধান'।

অগ্নিহোত্র। যজমান নিজেই এই অনুষ্ঠান করেন। কোন কারণে নিজে না পারলে অবশ্য তাঁর পুত্র অথবা ঋত্বিক্‌দের দিয়ে তা করাতে পারেন। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিন কিন্তু অনুষ্ঠান করতে হয় নিজেকেই। আহুতির দ্রব্য হচ্ছে দুধ, দই অথবা যবাগূ। বিশেষ কামনায় চাল, অন্ন অথবা ঘৃতও আহুতি দেওয়া যায়। যবাগূ হল তরল ফেনসমেত ভাত। অগ্নিহোত্রের শুরু সন্ধ্যায়। প্রথমে নিত্যপ্রজ্বলিত গার্হপত্য থেকে উপবেষের সাহায্যে অগ্নি তুলে এনে (প্রণয়ন) বিনা মন্ত্রে দক্ষিণকুণ্ডে রেখে তার পরে আবার ঐ গার্হপত্য কুণ্ড থেকেই কিছু অগ্নি তুলে নিয়ে মন্ত্রসমেত আহবনীয় কুণ্ডে তা রাখা হয়। যজ্ঞের অনুষ্ঠানস্থলকে বলে 'বিহার'। সূর্যাস্তের পরে এই বিহারের ডান দিকে একটি গরু এনে তার দুধ দুহে সেই দুধ একটি কলশীতে রেখে দিতে হয়। এর পর তিন কুণ্ডে জল ছিটিয়ে এবং গার্হপত্য ও আহবনীয়ের মধ্যবর্তী ভূমিতে জল ছড়িয়ে দিতে হয়। পরে গার্হপত্য থেকে কিছু অঙ্গার কুণ্ডের বাইরে নিয়ে এসে বায়ুকোণে (উত্তর-পশ্চিম) তা রেখে ঐ অগ্নিতে কলশীর দুধ গরম করতে হয়। যে পাত্রে দুধ দোহা হয়েছিল সেই পাত্র জল দিয়ে ধুয়ে সেই জল স্রুবের সাহায্যে কলশীতে ঢেলে দিয়ে কয়েকটি অঙ্গার নিয়ে কলশীর উপরে তিন বার চারপাশে ঘোরান হয় ('পর্যগ্নিকরণ')। এর পর কলশীটি আগুনের উপর থেকে নামিয়ে (উদ্বাসন) মাটি ঘেঁষে পূর্ব দিকে টেনে নিয়ে যেতে হয়। টানার ফলে মাটিতে কালো রেখা পড়ে যায় ('বর্ত্মকরণ')। যে অগ্নিতে দুধ গরম করা হল সেই অগ্নিকে অর্থাৎ অঙ্গারগুলিকে আবার গার্হপত্যের কুণ্ডে নিয়ে গিয়ে রেখে দিতে হয়।

অধ্বর্যু এর পর স্রুব ও অগ্নিহোত্রহবণী নামে হাতা-দুটি আহবনীয়ে কিছুটা গরম করে নিয়ে স্রুবের সাহায্যে

কলশীর দুধ চার বার অগ্নিহোত্রহবণী নামে হাতায় তুলে নেন ('হবিরুন্নয়ন')। এই দুধ-ভরা হাতার উপরে একটি, দুটি অথবা তিনটি নয়-আঙুল-পরিমাণ পলাশকাঠ ধরে থেকে গার্হপত্যের উপর দিয়ে আহবনীয়ে এনে সেই কাঠ কুণ্ডে স্থাপন করেন। এর পর ঐ আহবনীয়ের কুণ্ডে অগ্নিদেবতার উদ্দেশে অগ্নিহোত্রহবণীর দুধ আহুতি দেওয়া হয়। এই হল অগ্নিহোত্রের প্রথম আহুতি। এর পর আবার অগ্নিহোত্রহবণীর সাহায্যে প্রজাপতি-দেবতার উদ্দেশে অপর একটি আহুতি দিতে হয়। সকালের অগ্নিহোত্রেও এই একই পদ্ধতি। প্রথম আহুতির দেবতা হচ্ছেন সেখানে সূর্য এবং দ্বিতীয় আহুতির দেবতা প্রজাপতি। অগ্নি ও সূর্য দুই দেবতাই হচ্ছেন জ্যোতিঃস্বরূপ। শাখাভেদে সন্ধ্যায় ও সকালে গার্হপত্যেও চারটি এবং দক্ষিণাগ্নিতেও চারটি আহুতি দিতে হয়। গার্হপত্যে প্রদেয় চারটি আহুতিরই দেবতা অগ্নি গৃহপতি অথবা যথাক্রমে অগ্নি গৃহপতি, অগ্নি রয়িপতি, অগ্নি পুষ্টিপতি, অগ্নি কাম (বা অগ্নি অন্নাদ্য)। দক্ষিণাগ্নিতে করণীয় হোমের দেবতা যথাক্রমে অগ্নি অদাভ্য, অগ্নি অন্নপতি, অগ্নি অদাভ্য, আবার অগ্নি অদাভ্য। সন্ধ্যার অনুষ্ঠান হয় সূর্যরশ্মি যখন মাটি ছেড়ে গাছের মাথায় গিয়ে পড়ে তখন এবং সকালের অনুষ্ঠান করতে হয় পূর্ব আকাশে যখন সূর্যরশ্মি প্রথম দেখা যায় সেই সময়ে। কেউ কেউ কিন্তু সকালে আহুতি দেন সূর্য ওঠার আগেই। অগ্নিপ্রণয়ন করা হয় অবশ্য সকলের ক্ষেত্রেই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগেই।

অগ্নিহোত্রের আহুতি হয়ে গেলে তিন কুণ্ডের অগ্নিতেই জল ছিটিয়ে আহবনীয়ের ডান দিকে দাঁড়িয়ে তিন অগ্নিরই উপস্থান করতে হয়। এর পর হোমের অবশিষ্ট দুধ পান করে অগ্নিহোত্রহবণীটি দর্ভ দিয়ে মেজে ধুয়ে নেওয়া হয়। আবার এই হাতায় জল নিয়ে সেই জল সর্প, সর্প পিপীলিকা, সর্পেতর জন ও সর্প দেবজনদের উদ্দেশ করে চারদিকে উঁচু করে ছিটিয়ে দিতে হয় ('ব্যুত্‌সেচন')। হাতায় আবার জল নিয়ে সেই জলের কিছুটা আহবনীয়ের পিছনে এবং কিছুটা যজমানের পত্নীর হাতে ঢেলে দেবেন ('নিনয়ন')।

দর্শপূর্ণমাস। এই যাগ একটি মিলিত যুগ্ম যাগ। একটি যাগের অনুষ্ঠান হয় প্রত্যেক পূর্ণিমা ও প্রতিপদে এবং অপর যাগটির অনুষ্ঠান হয় প্রত্যেক অমাবস্যা ও শুক্লা প্রতিপদে। প্রথমটির নাম পৌর্ণমাসযাগ এবং দ্বিতীয়টির নাম দর্শযাগ। পৌর্ণমাসযাগে মুখ্য অনুষ্ঠানের বা প্রধানযাগের দেবতা অগ্নি, বিষ্ণু (বা প্রজাপতি বা অগ্নি-সোম), অগ্নি-সোম। দর্শযাগে মুখ্য দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র-অগ্নি। যিনি আগে সোমযাগ করেছেন তাঁর ক্ষেত্রে অবশ্য দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র এবং আবার ইন্দ্র। প্রথম ইন্দ্রের দ্রব্য দই, দ্বিতীয় ইন্দ্রের দুধ।

আধানের পর থেকে প্রতিদিনই দু-বেলা অগ্নিহোত্র করতে হয়। পূর্ণিমার দিন সকালে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানের পরে যজমান আহবনীয় ও দক্ষিণ কুণ্ডের অগ্নি তুলে ফেলে দিয়ে গার্হপত্য কুণ্ড থেকে আবার জ্বলন্ত কিছু অঙ্গার তুলে ('উদ্‌ধরণ') ঐ দুই কুণ্ডে নিয়ে এসে ('প্রণয়ন') রেখে দেন। তার আগে অবশ্য কুণ্ডে ঝাঁট দেওয়া ('পরিসমূহন'), গোবর লেপে দেওয়া, পূর্ব-উত্তর দিকে বিস্তৃত তিনটি করে রেখা টানা, ছাই তুলে ফেলে দেওয়া, জল ছিটিয়ে দেওয়া (প্রোক্ষণ) এই পাঁচটি 'ভূসংস্কার' নামে কর্ম করে নিতে হয়। এর পর তিন কুণ্ডেই মন্ত্রসহযোগে কাঠ রেখে দিতে হয় ('অন্বাধান')। অন্বাধানের পরে পূর্ব বা উত্তর দিকে গিয়ে কুশ ও দর্ভ সংগ্রহ করে আনতে হয়। বিজোড়-সংখ্যক কুশমুষ্টি নিয়ে আসতে হবে। প্রথম যে কুশমুষ্টিটি সংগ্রহ করা হয় তার বিশেষ নাম 'প্রস্তর'। বেদিতে ছড়াবার দর্ভও নিয়ে আসতে হয়। আনতে হয় একুশটি কাঠও (৩ পরিধি + ২ আঘার + ১৫ সামিধেনী + ১ অনুযাজ)। দিনের বেলায় কাজ এইটুকুই। সন্ধ্যায় হয় কেবল প্রাত্যহিক অগ্নিহোত্র। দর্শযাগে অমাবস্যার দিন সকালে একটি শমী অথবা অশ্বত্থ গাছের বড় ডালও সংগ্রহ করে আনতে হয়। এই ডাল দেখিয়ে বাছুরগুলিকে তাদের মায়েদের কাছ থেকে সরিয়ে আনা হয়। এই কর্মকে বলে 'বৎস-অপাকরণ'। গরুগুলিকে বাছুরদের থেকে সরিয়ে এনে মাঠে ঘাস খেতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর পর পৌর্ণমাসের দিনের মতোই কুশ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে

যেতে হয়। সন্ধ্যায় সান্ধ্য অগ্নিহোত্রের আগে 'পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ' করতে হয়। সন্ধ্যাকালে গরুগুলি মাঠ থেকে ফিরে এলে যবাগূ দিয়ে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান এবং গোদোহন করে দই পাতা (আতঞ্চন) হয়।

পরের দিন প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান হয়ে গেলে আহবনীয়ের কাছেই উত্তর দিকে কুশ ছড়িয়ে তার উপর নানা হাতা, আজ্যস্থালী, বেদ (দর্ভমুষ্টি), ইড়াপাত্র, প্রাশিত্রহরণপাত্র, প্রণীতাপাত্র রেখে দেওয়া হয়। গার্হপত্যের উত্তর দিকে দর্ভ ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর রাখা হয় পুরোডাশ প্রস্তুত করার হামান-দিস্তা, শিল-নোড়া ইত্যাদি নানা পাত্র ও স্ফ্য। এই পাত্রগুলির বাঁ দিকে আবার রাখা হয় গরম জল (মদন্তী), বেদের (শায়িত বাছুরের হাঁটুর মতো দেখতে দু-ভাঁজ করা কুশমুষ্টি) সামনের দিক থেকে কেটে নেওয়া অংশ (বেদাগ্র), তৃণগুচ্ছ থেকে প্রস্তুত দড়ি (যোক্ত্র), অন্বাহার্যস্থালী, পিষ্টলেপপাত্র, ফলীকরণপাত্র, উপবেষ ইত্যাদি। হাতা ও অন্যান্য মুখবিশিষ্ট পাত্রগুলিকে উপুড় করে রেখে দিতে হয়। এই-সব কাজ আগে হয়ে গেলে অধ্বর্যু বেদির উত্তর দিকে বসে ব্রহ্মাকে বরণ করেন। ব্রহ্মা বৃত হয়ে আহবনীয়ের ডান দিকে গিয়ে নিজ আসনে বসেন। তাঁর পিছনে নির্দিষ্ট আসনে বসেন যজমান। অধ্বর্যু গার্হপত্যের উত্তর দিকে বসে চমসপাত্রে জল ভরে আহবনীয়ের উত্তর দিকে তা নিয়ে গিয়ে ('অপাং প্রণয়নম্') দর্ভের উপরে রেখে দেন। দর্শযাগে অগ্নিহোত্রের পরে আগের দিনের মতোই আবার বৎস-অপাকরণ করতে হয়। হাতা ইত্যাদি পাত্রগুলি রাখার সময়ে দোহনের উপযোগী পাত্রগুলিকেও সেখানে রেখে দিতে হয়।

এর পর হাতে অগ্নিহোত্রহবণী ও কুলা (শূর্প) নিয়ে বেদির বাইরে রাখা একটি শকটের উপর উঠে আনীত শকটস্থ শস্য (ধান বা যব) থেকে প্রধানযাগের দেবতার নাম উল্লেখ করে চার মুষ্টি শস্য অগ্নিহোত্রহবণীতে নিতে হয়। হবনী থেকে আবার তা কুলায় রেখে দিতে হয়। উদ্দিষ্ট প্রত্যেক দেবতার জন্যই চার মুষ্টি করে শস্য নিতে হবে। এই কর্মের নাম 'হবির্নির্বাপ'। এর পর শস্যসমেত শূর্পটিকে আহবনীয়ের নিকটে এনে প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশে তিন বার করে শূর্পের শস্যে 'প্রোক্ষণী' নামে শুদ্ধ জল ছিটিয়ে দিতে হয়। এই সময়ে অধ্বর্যু উপুড় করে রাখা পাত্রগুলিকে সোজা করে রেখে সেগুলিতে 'পবিত্র' নামে কুশের সাহায্যে তিনবার জল ছিটিয়ে দেন।

পরবর্তী কাজ হল শূর্পের শস্যগুলি থেকে তুষ ছাড়ান। কৃষ্ণাজিন (কালো হরিণের চামড়া) নিয়ে উত্করের কাছে গিয়ে তিনবার ভাল করে ঝেড়ে নিয়ে সেখানে মাটির উপর তা পেতে তার উপর হামানদিস্তা (উলূখল-মুসল) রাখতে হয়। অধ্বর্যু হামানদিস্তায় ধানগুলি কোটবার (অবহনন) সময়ে যজমানের পত্নী অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে সাহায্যের জন্য ডাকেন। এই সময়ে আগ্নীধ্র শিল-নোড়া বাজান। আহূত হয়ে পত্নীও এসে ধান কুটতে থাকেন। তুষ ছাড়াবার পরে আরও একবার মৃদুভাবে আঘাত করে ধানের সূক্ষ্ম তুষগুলি ছাড়িয়ে নিতে হয়। এই দ্বিতীয়বারের কোটাকে বলে 'ফলীকরণ'। এর পরে চালগুলি ভাল করে ধুয়ে নিয়ে (দৃষৎ =) শিলের উপর রেখে নোড়া (= উপল) দিয়ে বাটতে হয়। বেটে কৃষ্ণাজিনের উপর বাটা চালগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

বাটা চাল দিয়ে পিঠা (পুরোডাশ) প্রস্তুত করতে হবে। আহবনীয় অথবা গার্হপত্যের পিছনে মাটির একাধিক খাপ্‌রা (কপাল) সাজিয়ে তার উপর বেদের সাহায্যে কিছু অঙ্গার রেখে জল গরম করে নিতে হয়। সেই গরম জলে ('উপসর্জনী', 'মদন্তী') বাটা চালগুলি মিশিয়ে (কেউ কেউ চালগুলি ভেজে তার পরে সেগুলি জলে মেশান) দুটি পিণ্ড তৈরী করেন। এর পর কপালগুলির (৮/১২) উপর এক একটি পিণ্ড রেখে দর্ভ জ্বালিয়ে সেঁকে নিতে হয়। যে পাত্রে বাটা চাল মাখা হয়েছিল তা ধুয়ে নিয়ে বেদিতে আঁকা তিনটি রেখার উপর ঐ জল ঢেলে দেবেন। উদ্দিষ্ট দেবতা হচ্ছেন একত, দ্বিত এবং ত্রিত। দর্শযাগে কপালগুলি সাজিয়ে রাখার পরে কিন্তু গোদোহন করতে হয়।

এর পর পূর্ব হতেই নির্মিত বেদির সংস্কার করতে হবে। উত্কর থেকে ভাল মাটি তুলে এনে বেদি প্রস্তুত করে জুহূ প্রভৃতি পাত্র বেদাগ্র দিয়ে মেজে ধুয়ে নিয়ে ঐ বেদিতে দর্ভের উপর সেগুলি রেখে দিতে হয়। মাজার পর

বেদাগ্রগুলি আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। আগ্নীধ্র নামে এক ঋত্বিক্ যজমানের পত্নীর কটিতে মুঞ্জতৃণে প্রস্তুত একটি মেখলা ('যোক্ত্র') পরিয়ে দিলে পত্নী গার্হপত্য অগ্নিকে ও দেবপত্নীগণকে উপস্থান করে ডান দিকে গিয়ে নিজ নির্দিষ্ট আসনে উত্তরমুখী হয়ে বসেন। এ-বার অধ্বর্যু ঘিয়ের বড় একটি পাত্র (সর্পির্ধানী) থেকে আজ্যস্থালীতে ঘি (আজ্য) তুলে নিয়ে দক্ষিণ ও গার্হপত্যের কুণ্ডে তা গরম করে নিয়ে পত্নীর হাতে ঐ পাত্রীটি দেন। পত্নী প্রথমে চোখ বন্ধ করে এবং পরে চোখ খুলে তা দেখে ('আজ্যাবেক্ষণ') পাত্রীটি বেদিতে রেখে দেন। তার পর অধ্বর্যু এবং যজমানও এইভাবেই পাত্রীর সেই আজ্য চোখ বন্ধ করে ও পরে চোখ খুলে দেখেন। আজ্যাবেক্ষণ হয়ে গেলে ঐ আজ্যস্থালী থেকে স্রুবের সাহায্যে জুহুতে চার বার, উপভৃতে আটবার এবং ধ্রুবায় চার বার আজ্য নিতে হয়।

আজ্যগ্রহণের পরে 'প্রোক্ষণী' নামে জলকে অভিমন্ত্রণ করে সেই মন্ত্রপূত জল তিনবার আহবনীয়ের উত্তর দিকে রাখা যজ্ঞের কাঠ (ইধ্ম)গুলিতে ছিটিয়ে দিতে হয়। বেদির মধ্যে রাখা দর্ভগুচ্ছগুলির উপরেও এবং বেদিতেও তিনবার করে জল ছিটিয়ে দিতে হয়। প্রোক্ষণীর অবশিষ্ট জল বেদির দক্ষিণ শ্রোণি (দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ) থেকে উত্তর শ্রোণি (উত্তর-পশ্চিম) পর্যন্ত পিতৃগণের উদ্দেশে ঢেলে দেওয়া হয়। ইধ্ম, বেদি ও দর্ভের প্রোক্ষণ হয়ে গেলে দর্ভমুষ্টিগুলির স্তূপ খুলে প্রস্তর নামে মুষ্টিটি যজমানের হাতে দিতে হয়। যজমান আবার তা ব্রহ্মার হাতে দিতে পারেন। এর পর বেদিতে দর্ভগুলি ছড়িয়ে দিতে হয়। অধ্বর্যু এ-বার ঐ প্রস্তরটি নিজের হাতে ধরে থেকে পূর্ব দিক্ ছাড়া আহবনীয়ের অপর তিন (পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর) দিকে একটি করে ইধ্ম স্থাপন করেন। এই কর্মকে বলে 'পরিধি-পরিধান'।

পরিধি-স্থাপনের পরে অপর দুটি ইধ্ম নিয়ে কুণ্ডের অগ্নির উপরে তা ঊর্ধ্বমুখ করে রেখে দেন। বেদিতে দর্ভ ছড়ান হয়েছে। সেই আস্তীর্ণ দর্ভের উপরেই উত্তরমুখ করে তির্যগ্‌ভাবে 'বিধৃতি' নামে দুটি দর্ভ রেখে তার উপরে প্রস্তরটিকে খুলে রেখে দেওয়া হয়। প্রস্তরের তৃণগুলির মুখ থাকে পূর্ব দিকে। এই প্রস্তরের তৃণগুলির উপরে জুহু, উপভৃত্, ধ্রুবা, স্রুব ও আজ্যস্থালী রাখা হয়। আহুতিদানের সময়ে এই পাত্রগুলিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পুরোডাশদুটি আগেই সেঁকা হয়ে গিয়েছে। এখন ছাইগুলি সরিয়ে প্রত্যেক পুরোডাশের উপর কিছু আজ্য ঢেলে ('অভিঘারণ') একটি পাত্রেও কিছু আজ্য ছড়িয়ে দিয়ে ('উপস্তরণ') সেই পাত্রে ঐ দুই পুরোডাশকে রেখে প্রত্যেক পুরোডাশের উপর আবার কিছু আজ্য ঢেলে দিতে (অভিঘারণ) হয়। এই-সব কর্ম শেষ হলে বেদির বায়ুকোণে (উত্তর-পশ্চিম) হোতার বসার জন্য আসন প্রস্তুত করে হোতাকে যজ্ঞভূমিতে আসার জন্য আহ্বান করতে হবে।

হোতা আহূত হয়ে বেদিতে এসে নিজ আসনে বসে *সামিধেনী* নামে মন্ত্র পাঠ করতে থাকেন, আর অধ্বর্যু আহবনীয়ের পশ্চিম দিকে পূর্বমুখী হয়ে বসে প্রত্যেকটি সামিধেনী মন্ত্রের শেষে যখন প্রণব উচ্চারণ করা হয় তখন একটি করে সমিৎ (যজ্ঞের কাঠ) আহবনীয়ের অগ্নিতে ফেলে দেন। অগ্নিকে সমিদ্ধ অর্থাৎ প্রদীপ্ত করে তোলার জন্যই এই সমিৎ-স্থাপন। সমিৎ-স্থাপনের সঙ্গে যুক্ত বলে মন্ত্রগুলিকে যেমন সামিধেনী বলা হয়, তেমন ঐ সকল মন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে কর্মটিকেও সংক্ষেপে বলা হয় 'সামিধেনী'।

সামিধেনীর পরে *আঘার* নামে অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে প্রথমে ধ্রুবা থেকে স্রুবে আজ্য তুলে নিয়ে সেই আজ্য উত্তর দিকের পরিধির সন্ধিস্থল (বায়ুকোণ বা উত্তর-পশ্চিম কোণ) থেকে অগ্নিকোণ (পূর্ব-দক্ষিণ) পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে বক্রগতিতে কুণ্ডের অগ্নিতে ছড়িয়ে দিতে হয়। উদ্দিষ্ট দেবতা প্রজাপতি। আবার আজ্যস্থালী থেকে ধ্রুবায় আজ্য ভরে নিতে হয়। এই সময়ে অধ্বর্যুর নির্দেশে (প্রৈষ) আগ্নীধ্র স্ফ্য দিয়ে তিনটি পরিধি স্পর্শ বা মার্জন করেন ('সংমার্গ-করণ')। অধ্বর্যু ডান হাতে জুহু ও বাঁ হাতে উপভৃত্ নিয়ে বেদির উত্তর দিক্ থেকে ডান দিকে চলে এসে আহবনীয়ের ডান দিকে উত্তরমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে ডান দিকের পরিধির সন্ধিস্থল (নির্ঋতি বা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ) থেকে ঈশান (উত্তর-পূর্ব) কোণ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে বক্রগতিতে ঘি ছড়িয়ে দেন। এ-বার উদ্দিষ্ট দেবতা ইন্দ্র।

আঘারের পরে *প্রবরপাঠ* অর্থাৎ ঋষিবরণের অনুষ্ঠান। ব্রহ্মাকে জানিয়ে প্রবরপাঠের জন্য অধ্বর্যু আশ্রাবণ করেন। 'আশ্রাবণ' হল 'আশ্রাবয়' (শোনাও; দেবতাদের মন্ত্র শুনতে অনুরোধ কর) এই শব্দটি উচ্চারণ করা। আগ্নীধ্র এর উত্তরে 'অস্তু শ্রৌষট্' (আচ্ছা, তাঁরা শুনছেন) বলে প্রত্যাশ্রাবণ করেন। এই প্রত্যাশ্রাবণের পরে অধ্বর্যু হোতার বংশে যে-সব ঋষি জন্মেছেন তাঁদের বরণ করেন। নামের সঙ্গে বতি(= বত্) বা 'অণ্' (= অ) প্রত্যয় যুক্ত করে উল্লেখ করাই হচ্ছে এখানে বরণ। দেবতাদের আহ্বান করে আনেন যজ্ঞস্থলে অগ্নি। সেই অগ্নিকে তাই আহ্বান করতে হয়। প্রাচীন ঋষিদের নাম করে আহ্বান করলে তবেই যেন অগ্নি সাড়া দেন নিজেদের উভয়পক্ষের প্রাচীন সুসম্পর্কের কথা স্মরণ করে। দেবহোতা অগ্নির মতো মনুষ্যহোতাকেও যজ্ঞে বরণ বা আহ্বান করতে হয়। বৃত হয়ে হোতাও যজমানের বংশের ঋষিদের নাম উল্লেখ করে অগ্নিকে আহ্বান করেন।

আঘারের অনুষ্ঠান শেষ করে অধ্বর্যু বেদির উত্তর দিকে চলে এসেছিলেন। এখন তিনি *প্রযাজের* অনুষ্ঠানের জন্য বেদির দক্ষিণ দিকে গিয়ে আবার আশ্রাবণ করেন। আগ্নীধ্রও তার উত্তরে প্রত্যাশ্রাবণ করেন। প্রত্যাশ্রাবণ হয়ে গেলে অধ্বর্যু হোতাকে প্রযাজের যাজ্যাপাঠের জন্য নির্দেশ দেন। প্রযাজের মোট দেবতা পাঁচ— সমিত্, তনূনপাত্, ইব্ (ইট্), বর্হিঃ এবং স্বাহা-শব্দযুক্ত বিশেষ কয়েক জন দেবতা (আজ্যভাগ, প্রধানযাগ, স্বিষ্টকৃত্ এবং প্রযাজ-অনুযাজের দেবতা)। প্রথমে জুহূর আজ্য দিয়ে প্রথম তিন প্রযাজের একে একে আহুতি দিতে হয়। পরে উপভৃতের অর্ধেক আজ্য জুহূতে নিয়ে চতুর্থ প্রযাজের এবং তার পরে পঞ্চম প্রযাজের অনুষ্ঠান করে জুহূতে কিছু আজ্য বাকী রেখে সেই অবশিষ্ট আজ্য দিয়ে দুটি পুরোডাশে অভিঘারণ করতে.হয়। কেবল এখানে নয়, সব যাগেই প্রযাজের অবশিষ্ট আজ্য দিয়ে প্রধানযাগের আহুতিদ্রব্যে অবশ্যই অভিঘারণ করতে হয়। প্রত্যেকের যাজ্যা ভিন্ন ভিন্ন।

উত্তর দিকে ফিরে এসে আবার ধ্রুব থেকে স্রুবের সাহায্যে জুহূতে আজ্য নিয়ে সেই আজ্য প্রস্তরে মাখিয়ে *আজ্যভাগের* অনুষ্ঠানের জন্য হোতাকে অনুবাক্যা-মন্ত্র পাঠ করতে প্রৈষ (নির্দেশ) দেন। হোতা প্রথমে অনুবাক্যা এবং পরে আবার যথাসময়ে প্রৈষ পেয়ে যাজ্যামন্ত্র পাঠ করেন। অধ্বর্যু হোতার অনুবাক্যাপাঠের পরে বেদির ডান দিকে চলে এসে প্রথমে যাজ্যান্তে আহুতি দেন দেবতা অগ্নির উদ্দেশে কুণ্ডের উত্তর-পূর্ব অর্ধে, পরে যাজ্যান্তে আহুতি দেন দেবতা সোমের উদ্দেশে কুণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব অর্ধে। স্রুবের সাহায্যে ধ্রুবা থেকে আবার তিনি আজ্য তুলে নিয়ে দোষক্ষালনের জন্য আহবনীয়ে একটি আজ্যহোম করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, অধ্বর্যু পাত্রে আহুতিদ্রব্য নিয়ে দেবতার নাম উল্লেখ করে 'অনুব্রূহি' বলে প্রৈষ দিলে হোতা বা তাঁর সহযোগী যে মন্ত্র পাঠ করেন তাকে বলা হয় 'অনুবাক্যা' এবং তার পর 'যজ' বলে নির্দেশ দিলে যে মন্ত্র পাঠ করা হয় তার নাম 'যাজ্যা'। যাজ্যামন্ত্রের আগে 'যে৩যজামহে' এবং শেষে 'বৌ৩ষট্' উচ্চারণ করতে হয়। বৌ৩ষট্ বলার সঙ্গে সঙ্গেই যজুর্বেদীয় ঋত্বিক্‌কে অগ্নিতে আহুতিদ্রব্য নিবেদন করতে হয়। প্রত্যেক দেবতারই অনুবাক্যা ও যাজ্যা মন্ত্র হয় ভিন্ন ভিন্ন।

এ-বার হবে মূল অনুষ্ঠান বা *প্রধানযাগ*। প্রথমে অগ্নিদেবতার উদ্দিষ্ট পুরোডাশের মধ্যস্থল থেকে তির্যক্‌ভাবে অঙ্গুষ্ঠ-পর্বপরিমাণ অংশে ভেঙে নিয়ে (অবদান) তার পরে আবার পূর্বার্ধ থেকে ঐ পরিমাণ অংশই ভেঙে নিতে হয়। ভাঙা এই দুই অংশ জুহূতে রেখে অধ্বর্যু তার উপর অভিঘারণ করেন। অবশিষ্ট পুরোডাশেও অভিঘারণ করে তিনি হোতাকে অনুবাক্যা-পাঠের জন্য প্রৈষ দেন। অনুবাক্যা পাঠ করা হলে অধ্বর্যু বেদির ডান দিকে এসে আশ্রাবণ, আগ্নীধ্র প্রত্যাশ্রাবণ এবং আবার অধ্বর্যুই যাজ্যার জন্য প্রৈষ পাঠ করলে হোতা যাজ্যা পাঠ করেন। যাজ্যার শেষে অধ্বর্যু জুহূর কিছু আজ্য আগে আগুনে ঢেলে তার পরে জুহূস্থিত পুরোডাশখণ্ড অগ্নির উদ্দেশে আহুতি দেন এবং তার পরে আবার আগুনে আজ্য ঢেলে দেন। সর্বত্রই চরু ও পুরোডাশের আহুতি এইভাবেই হয়ে থাকে। আহুতির পরে আবার উত্তর দিকে ফিরে এসে ধ্রুবা থেকে স্রুবের সাহায্যে চারবার আজ্য তুলে নিয়ে জুহূকে

পূর্ণ করে আহবনীয়ের ডান দিকে চলে আসেন। আবার প্রৈষ, অনুবাক্যা, আশ্রাবণ, প্রত্যাশ্রাবণ, প্রৈষ ও যাজ্যার পরে উত্তরমুখ হয়ে আহুতি দিতে হয়। এ-বার আহুতি দেওয়া হয় বিষ্ণু, প্রজাপতি অথবা অগ্নি-সোমের উদ্দেশে উপাংশুস্বরে। এই জন্য এই দ্বিতীয় যাগকে 'উপাংশুযাগ' বলে। আহুতিদ্রব্য এ-ক্ষেত্রে পুরোডাশ নয়, আজ্য। অধ্বর্যু আবার উত্তর দিকে গিয়ে ধ্রুবা থেকে স্রুবের সাহায্যে জুহূতে আজ্য নিয়ে অগ্নিদেবতার উদ্দিষ্ট পুরোডাশের মতোই অগ্নি-সোম দেবতার পুরোডাশ থেকে দুটি অংশ ভেঙে নিয়ে ঐ আজ্যসমেত জুহূতে তা রেখে দেন। এর পর ডান দিকে চলে এসে প্রৈষ, অনুবাক্যা, আশ্রাবণ, প্রত্যাশ্রাবণ, আবার প্রৈষ এবং হোতার যাজ্যাপাঠের শেষে প্রথমে জুহূর আজ্য, পরে দুটি পুরোডাশখণ্ড এবং তার পরে আবার জুহূর কিছুটা আজ্য অগ্নিতে আহুতি দেন। দর্শযাগে যিনি সান্নায্যযাজী নন তাঁর ক্ষেত্রে দুই প্রধানযাগের দেবতা অগ্নি ও ইন্দ্র-অগ্নি এবং দ্রব্য পুরোডাশ। এই দুই দেবতারই অনুষ্ঠান হয় পৌর্ণমাসযাগের প্রথম ও তৃতীয় দেবতার অনুষ্ঠানের মতোই। যিনি সান্নায্যযাজী তাঁর ক্ষেত্রে প্রথম একবছর দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র, আবার ইন্দ্র। প্রথম দেবতার ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান হয় পৌর্ণমাসযাগের মতোই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দেবতা এক বলে তাঁদের উদ্দেশে দই ও দুধ একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে আহুতি দেওয়া হয়। মিশ্রিত এই দুধ ও দইকে বলে 'সান্নায্য'। আহুতির জন্য জুহূতে উপস্তরণ, স্রুবের সাহায্যে দু-বার দই ও দু-বার দুধ গ্রহণ এবং শেষে অভিঘারণ করতে হয়। এক বছর পরে ইন্দ্রের পরিবর্তে দেবতা হন মহেন্দ্র। যখনই কোন দেবতার উদ্দেশে অধ্বর্যু অগ্নিতে আহুতি দান করেন তখনই যজমান মনে মনে চিন্তা করতে থাকেন যে, আমিই অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছি এবং মুখে উদ্দিষ্ট দেবতার নাম উল্লেখ করে বলেন '(অগ্নয়ে) ইদং ন মম' অথবা 'ইদম্ (অগ্নয়ে) ন মম' বলেন। এছাড়া সর্বত্র অনুমন্ত্রণ (হুতানুমন্ত্রণ) মন্ত্রও তাঁকে পাঠ করতে হয়। যেমন— 'অগ্নের্ অহং দেবযজ্যয়ান্নাদো ভূয়াসম্', 'সোমস্যাহং দেবযজ্যয়া পশুমান্ ভূয়াসম্'।

প্রধানযাগ শেষ হলে তৈত্তিরীয়পন্থীদের ক্ষেত্রে অধ্বর্যু বেদির উত্তর দিকে এসে বসে স্রুবের সাহায্যে পূর্ণমাস-দেবতার উদ্দেশ্যে 'পার্বণহোম' এবং 'নারিষ্ঠহোম' করেন। দর্শযাগে পার্বণহোমের দেবতা অবশ্য অমাবস্যা।

এর পর হয় *স্বিষ্টকৃতের* অনুষ্ঠান। জুহূতে আজ্য নিয়ে দুই পুরোডাশের অবশিষ্ট অংশের উত্তরার্ধ থেকে একবার করে সামান্য অংশ ভেঙে নিয়ে ঐ হাতায় তা রাখা হয়। দর্শযাগে দুধ এবং দই থেকেও একবার করে সামান্য অংশ তুলে নিতে হয়। যথারীতি প্রৈষ, অনুবাক্যা, আশ্রাবণ, প্রত্যাশ্রাবণ, আবার প্রৈষ এবং যাজ্যাপাঠের পরে ঐ অংশদুটি অগ্নির উত্তর-পূর্ব অর্ধে আহুতি দেওয়া হয়। আবার উত্তর দিকে ফিরে এসে জুহূতে জল নিয়ে তা পরিধিগুলির মাঝে ঢেলে দেওয়া হয়।

বৈদিক যজ্ঞের প্রসাদকে বলে 'ইড়া'। এ-বার হবে *ইড়াভক্ষণ* বা প্রসাদগ্রহণ। দুই পুরোডাশের মাথা থেকে (দর্শযাগে পুরোডাশ, দই এবং দুধ থেকে), ব্রীহিপরিমাণ বা যবপরিমাণ অংশ ভেঙে নিয়ে 'প্রাশিত্রহরণ' নামে একটি পাত্রে (গরুর কাণের মতো দেখতে) তা রেখে পাত্রটি ব্রহ্মার হাতে দেওয়া হয়। ব্রহ্মা দুই হাতে ঐ পাত্রটি নিয়ে বেদির মধ্যে ছড়ান তৃণগুলি সরিয়ে ভূমিতে রেখে দেন। তার পর পাত্রের ঐ পুরোডাশখণ্ড অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সাহায্যে তুলে নিয়ে ভক্ষণ করবেন, কিন্তু এমনভাবে সতর্ক হয়ে ভক্ষণ তাঁকে করতে হবে দাঁতের সঙ্গে যেন কোন স্পর্শ না ঘটে। ভক্ষণের পরে তিনি পাত্রটি ধুয়ে উপুড় করে রেখে দেন। এর পর ইড়াপাত্রে ঘি ঢেলে সকল আহুতিদ্রব্যের ডান দিক থেকে ইড়া নিয়ে তা ঐ পাত্রে রেখে দু-বার ইড়ায় ঘি ঢেলে তা হোতার হাতে দেন। হোতার ডান দিকে বসে অধ্বর্যু আজ্যলিপ্ত স্রুবার সম্মুখভাগ দিয়ে হোতার তর্জনীর উপরের দুটি গ্রন্থিতে আজ্য মাখিয়ে ইড়াপাত্রটি তাঁর হাতে দেবেন। হোতা নিজেও ইড়ার একাংশ তুলে নিজের হাতে রেখে দেবেন। এর পর হোতা ইড়ার 'উপহ্বান' মন্ত্র পাঠ করলে অধ্বর্যু পাত্রস্থিত ইড়া থেকে কিছু কিছু অংশ নিয়ে তা হোতা, ব্রহ্মা, আগ্নীধ্র ও যজমানের মধ্যে ভাগ করে দেন। এর পর হয় প্রকৃত ভক্ষণ। ভক্ষণের পরে হাত-মুখ ধুয়ে ('মার্জন') অগ্নিদেবতার পুরোডাশটিকে যজমান চার ভাগে ভাগ করে ('চতুর্ধাকরণ') ঋত্বিক্‌দের দেন। আগ্নীধ্রের ভাগটিকে অধ্বর্যু দু-বার

উপস্তরণ, দু-বার অবদান এবং দু-বার অভিঘারণ করে (ষট্‌-অবত্ত = ষডবত্ত) তাঁর হাতে দেন। তার পর তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাগটি ভক্ষণ করেন।

এর পর দক্ষিণাগ্নিতে চার ঋত্বিকের আহারের পক্ষে পর্যাপ্ত অন্ন প্রস্তুত করে যজমান ঋত্বিক্‌দের বেদির দক্ষিণ দিকে আসতে অনুরোধ করেন। তাঁরা সেখানে এলে তাঁদের মধ্যে দক্ষিণার অন্ন (অন্বাহার্য) ভাগ করে দেওয়া হয়। তার পরে তাঁদের আবার উত্তর দিকে চলে যেতে বলা হয়। দক্ষিণার পরে আগ্নীধ্র তিন অগ্নি এবং পরিধিগুলিকে স্ফ্য দিয়ে মার্জন করেন (সংমার্গকরণ)। যজ্ঞের কাঠগুলি (ইধ্ম) যে তৃণের তৈরী দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল সেই দড়ি জল দিয়ে মুছে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেওয়া হয়।

এ-বার হয় *অনুযাজের* অনুষ্ঠান। উপভৃতের আজ্য জুহুতে রেখে দুটি হাতাই নিয়ে অধ্বর্যু বেদির ডান দিকে চলে আসেন। অনুযাজের তিন দেবতা— দেব বর্হিঃ, দেব নরাশংস, দেব অগ্নি স্বিষ্টকৃত্‌। অনুষ্ঠান হয় প্রযাজেরই মতো। অনুষ্ঠানের পরে উত্তর দিকে ফিরে এসে দুটি হাতাকে 'ব্যূহন' অর্থাৎ ইতস্তত নাড়াতে থাকেন বা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখেন। প্রস্তর নামে তৃণগুচ্ছটি নিয়ে জুহুতে ঐ প্রস্তরের তৃণগুলির অগ্রভাগ, উপভৃতে মধ্যভাগ এবং ধ্রুবায় মূল (গোড়া) আজ্যলিপ্ত করে নেওয়া হয়। তার পর প্রস্তর থেকে একটি তৃণ তুলে অন্যত্র সরিয়ে রেখে প্রস্তরের মূলটি জুহুতে স্থাপন করে আশ্রাবণ প্রভৃতির পরে যখন 'সূক্তবাকমন্ত্র' পাঠ করা হয় তখন অধ্বর্যু আহবনীয়ে ঐ প্রস্তরটি ফেলে দেন ('প্রহরণ')। দর্শযাগে এই সময়ে একসাথে পলাশের ডালটিও ফেলে দেওয়া হয়। প্রস্তরেব যে তৃণটি আগে সরিয়ে রাখা হয়েছিল এ-বার তা অগ্নিতে ফেলে দিয়ে তাকে লক্ষ্য করে 'শংযুবাক' নামে মন্ত্র পাঠ করার জন্য হোতাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, এই যে প্রস্তর তা যজমানেরই প্রতীক, যজমানই যেন যজ্ঞাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে দেবতাদের মধ্যে বিলীন হচ্ছেন। হোতা শংযুবাক-মন্ত্র পাঠ করতে থাকলে আহবনীয়ে পরিধিগুলি ফেলে দেওয়া হয়। পরিধিগুলি যেন দেবহোতা অগ্নির শরীর। তার পর হয় 'সংস্রাব' নামে হোম।

এর পর হবে *পত্নীসংযাজের* অনুষ্ঠান। অধ্বর্যু জুহু, উপভৃত্‌ ও স্রুব এই তিনটি হাতাকে গরম জলে ধুয়ে সেগুলি নিয়ে গার্হপত্যের পিছনে গিয়ে ডান দিকে উত্তরমুখ হয়ে বসেন। সেখানে বাঁ দিকে আগ্নীধ্র বসেন দক্ষিণমুখ হয়ে। তাঁদের দু-জনের মাঝে বসেন হোতা পূর্বমুখ হয়ে। এই অঙ্গযাগে সোম, ত্বষ্টা, দেবপত্নীবৃন্দ, রাকা, সিনীবালী, কুহূ এবং অগ্নি গৃহপতির উদ্দেশে আজ্য আহুতি দিতে হয়। প্রৈষ, আশ্রাবণ ইত্যাদি এখানেও হয়ে থাকে। '(অগ্নয়) ইদং ন মম' এই যে ত্যাগমন্ত্র তা এখানে যজমান এবং তাঁর পত্নী দু-জনকেই পাঠ করতে হয়। আহুতিদানের পরে আবার পত্নীসংযাজের জন্য ইড়াভক্ষণ (আজ্য-ইড়া) করতে হয়। পত্নীসংযাজের পর হয় স্রুবের সাহায্যে 'সংপত্নীয় হোম'।

দক্ষিণাগ্নিতে এ-পর্যন্ত কোন আহুতি দেওয়া হয় নি। এতক্ষণ যেন তা উপেক্ষিত ও অভুক্ত। এ-বার ঐ অগ্নিতে ইধ্মপ্রব্রশ্চনহোম (যে পলাশ ইত্যাদি কাঠের সামনের দিক্‌ থেকে ইধ্ম কেটে নেওয়া হয়েছে সেই কাঠগুলির তলার অংশ), জুহুতে চার বার আজ্য নিয়ে সেখানে ফলীকরণগুলি রেখে (ফলীকরণের সময়ে চালের ও তুষের যে সূক্ষ্ম আস্তরণ খসে পড়ে) সেগুলি দিয়ে ফলীকরণহোম এবং পরে চারটি 'পিষ্টলেপহোম' করতে হয়। পিষ্টলেপ হচ্ছে শিলে-বাটা চাল জল দিয়ে মেখে লেচি তৈরী করার সময়ে পাত্রে যে অংশগুলি লেগে থাকে।

এর পর হোতা বেদিতে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আহবনীয়ের নিকট পর্যন্ত অংশে বেদের তৃণগুলি ছড়িয়ে দেন। যজমানের পত্নী কটি থেকে যোক্ত্র খুলে নিয়ে নিজের অঞ্জলিতে তা রাখেন। অধ্বর্যু তাঁর অঞ্জলিতে তখন জল ঢালেন এবং পত্নী সেই জল আবার বেদিতে ঢেলে দেন। এর পর পত্নী যজ্ঞভূমি থেকে প্রস্থান করেন। হোতা বেদের অবশিষ্ট তৃণগুলি ভূমিতে রেখে স্রুবে বা জুহুতে আজ্য নিয়ে আহবনীয়ে হোম করে 'সংস্থাজপ' নামে মন্ত্র জপ করে প্রস্থান করেন। অধ্বর্যুও আহবনীয়ে স্রুবের সাহায্যে অনেকগুলি প্রায়শ্চিত্তহোম করেন। তার পর তিনি ধ্রুবা থেকে আজ্য নিয়ে 'সমিষ্টযজুঃ' নামে তিনটি হোম করেন। এরই মাঝে বেদিতে বিছান তৃণগুলি আহবনীয়ে

ফেলে দিতে হয়। প্রণীতাপাত্রের যে জল তা বেদিতে ঢেলে দেওয়া হয়, উপবেষ ফেলে দেওয়া হয় উত্করে। কপালগুলিও পৃথক্ করে নিয়ে গুণে গুণে ফেলে দেন ('উদ্‌বাসন')। এর পর তাঁরও প্রস্থান। যজমানকে প্রস্থানের সময়ে 'যজ্ঞবিমোক' এবং 'গোমতী' মন্ত্র জপ করতে হয়। তার আগে দক্ষিণ দিক্ থেকে আহবনীয় পর্যন্ত তিনি তিনবার পদক্ষেপ করেন। এই কর্মের নাম 'বিষ্ণুক্রম-প্রক্রমণ'। এই পর্যন্ত হচ্ছে দর্শপূর্ণমাসের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র।

পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ। এই যাগকে কেউ বলেন দর্শযাগেরই অঙ্গ, কেউ আবার বলেন, না, দর্শের অঙ্গ নয়, স্বতন্ত্র এক যাগ। প্রয়াত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে অনুষ্ঠেয় এই যজ্ঞে পিণ্ডদানের প্রসঙ্গ আছে বলে যাগটির নাম পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ (পিণ্ডযুক্ত পিতৃযজ্ঞ)।

অমাবস্যার দিন সন্ধ্যায় মূলসমেত বর্হি এবং এক-কোপে কাটা কিছু কুশ নিয়ে এসে দক্ষিণাগ্নির চারপাশে ছড়িয়ে দিতে হয়। কুশগুলির ডান পাশে দর্ভতৃণ ছড়িয়ে তার উপরে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের পাত্রগুলি রেখে দেওয়া হয়। বেদির ডান দিকে শস্যপূর্ণ যে শকট এনে রাখা হয় সেই শকট থেকে ধান নিয়ে দক্ষিণাগ্নির পিছনে কৃষ্ণাজিনের উপরে রাখা হামানদিস্তায় (উলূখল) সেই ধানগুলি ঢেলে দিতে ('আবপন') হয়। ধান থেকে তুষ ছাড়িয়ে চালগুলি নিয়ে দক্ষিণাগ্নিতে পাক করা হয়। সম্পূর্ণ সিদ্ধ না করে সামান্য একটু শক্ত অবস্থাতেই ভাত নামিয়ে নিতে হবে।

এর পর দক্ষিণাগ্নির অগ্নিকোণে স্ফ্য দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের অভিমুখে তিনটি রেখা টেনে ঐ রেখায় এক-কোপে কাটা তৃণগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এ-বার সিদ্ধ অন্নে আজ্য দিয়ে অভিঘারণ করে বেদিতে ঐ অন্ন নামিয়ে রেখে জুহূর পরিবর্তে মেক্ষণের (খুন্তির মতো দেখতে) সাহায্যে সিদ্ধ অন্ন দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। আহুতির দেবতা এখানে সোম পিতৃপীত। আবার মেক্ষণের সাহায্যে অন্ন তুলে নিয়ে যম অঙ্গিরস্বান্ পিতৃমান্ দেবতার উদ্দেশে তা আহুতি দিতে হবে। দু-বারই আহুতির পরে মেক্ষণে কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে এমনভাবে আহুতি দেওয়া হয়। ঐ অবশিষ্ট অংশ অন্য একটি পাত্রে রেখে দিতে হয়। পরে দুই অবশেষ একত্রিত করে অগ্নি কব্যবাহনের উদ্দেশে মেক্ষণের সাহায্যেই আহুতি দিতে হয়। এই শেষ আহুতিটি স্বিষ্টকৃতেরই তুল্য।

যজমান প্রাচীনাবীতী হয়ে অর্থাৎ একটি বস্ত্র বা মৃগচর্মের এক প্রান্ত ডান কাঁধে এবং অপর প্রান্তটি বাম কটিতে রেখে একটি ধূমসমেত উল্মুক (উল্কা) বাঁ হতে নিয়ে বেদির অগ্নিকোণে চলে আসতে হয়। সেখানে একটি রেখা টেনে সেই রেখার একপ্রান্তে উল্মুকটি রেখে রেখাতে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের উদ্দেশে এক অঞ্জলি করে জল দেন। এছাড়া একটি করে পিণ্ডও তাঁদের উদ্দেশে অর্পণ করতে হয়। এর পর তাঁদের উপস্থান (মন্ত্রসমেত প্রণাম) করে স্থালীর অবশিষ্ট অংশ আঘ্রাণ ও তার পর মার্জন করতে হয়। প্রত্যেক পিণ্ডের উপর কাজল, তেল প্রভৃতি অনুলেপন দ্রব্য ('অভ্যঞ্জন') এবং বস্ত্র ('দশা' বা ছাগের লোম দিলেও চলে) দেওয়ার পরে (শয্যা, বালিশ ও জলের কলশীও দিতে হয়) আবার উপস্থান করতে হয়। পত্নী সন্তানার্থী হলে পিতামহের উদ্দিষ্ট পিণ্ডটি তাঁকে ভক্ষণের জন্য দেওয়া হয়। যজমান নিজেও একটি পিণ্ড খান। কুশগুলি এবং উল্মুকটি শেষে দক্ষিণাগ্নিতেই ফেলে দেওয়া হয়।

চাতুর্মাস্য। এই যাগটিও অগ্নিহোত্র এবং দর্শপূর্ণমাসের মতো নিত্য অর্থাৎ অবশ্যকরণীয় একটি যাগ। দর্শপূর্ণমাস যাগ যেমন একই দিনে বা উপর্যুপরি দিনে অনুষ্ঠিত হয় না, মাঝে এক-পক্ষকাল ব্যবধান থাকে, চাতুর্মাস্যের অনুষ্ঠানও তেমন একই দিনে হয় না, মাঝে চার মাস করে ব্যবধান থাকে। নাম তাই চাতুর্মাস্য। সমগ্র যাগটি মোট চারটি পর্ব বা ভাগে বিভক্ত। এই চারটি ভাগ হল— বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস, সাকমেধ ও শুনাসীর্য বা শুনাসীরীয়। চারটি অনুষ্ঠানের মধ্যেই চার মাস করে ব্যবধান। পর্বের (পূর্ণিমার) দিনে অনুষ্ঠান হয় বলে চারটি ভাগেরই নাম পর্ব।

চারটি পর্বের মধ্যে বৈশ্বদেব পর্বের অনুষ্ঠান হয় ফাল্গুনী বা চৈত্রী পূর্ণিমায়। তার আগের দিন 'অন্বারম্ভণীয়া' অথবা 'বৈশ্বানর-পার্জন্যা' নামে একটি ইষ্টির অনুষ্ঠান করতে হয়। বৈশ্বানর-পার্জন্যা ইষ্টির প্রধান দেবতা বৈশ্বানর ও পর্জন্য এবং আহুতির দ্রব্য যথাক্রমে দ্বাদশকপাল পুরোডাশ ও চরু। পরবর্তী দিনে করণীয় চাতুর্মাস্য অনুষ্ঠানের জন্য কুশ, সমিৎ ইত্যাদি এই দিনই সংগ্রহ করে রাখতে হয়। এছাড়া দর্শযাগের মতো বৎস-অপাকরণ ও রাত্রিতে দই পেতে রাখতে হয়।

পূর্ণিমার দিন সকালে আবার বৎস-অপাকরণের পর দুধ দুহে সেই দুধ আহবনীয়ে গরম করে তার মধ্যে আগের দিনে পাতা দই ফেলে দিতে হয়। এর ফলে দুধ ছানায় (আমিক্ষা) পরিণত হয়। ছানার যে জল তাকে বলে 'বাজিন'। এছাড়া পুরোডাশ এবং চরুও প্রস্তুত করতে হয়। 'আশয়স্থালী' নামে একটি পাত্র ঘৃতে পূর্ণ করে সেই পাত্রে প্রধানযাগের জন্য প্রস্তুত এক-কপালে সেঁকা পুরোডাশটি ডুবিয়ে রাখা হয়, কেবল তার মাথাটি থাকে ঘি-এর উপরে।

এই যাগে মোট ন-টি প্রযাজের অনুষ্ঠান হয়। প্রধানযাগের দেবতা অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূষা, মরুত্গণ, বিশ্বেদেবাঃ, দ্যাবা-পৃথিবী। আহুতির দ্রব্য যথাক্রমে— আট-কপালের পুরোডাশ, চরু, বারো কপালের পুরোডাশ, চরু, পিষ্ট চরু, সাত-কপালের পুরোডাশ, আমিক্ষা, এক-কপালের পুরোডাশ। দ্যাবা-পৃথিবীর পুরোডাশটি অখণ্ডিত অবস্থাতেই আহুতি দিতে হয় এবং সেই সময়ে মধু, মাধব, শুক্র, শুচি এই চারটি মাসের উদ্দেশেও আজ্য আহুতি দেওয়া হয়। প্রযাজের মতো অনুযাজও এখানে নটি, তবে আহুতির দ্রব্য আজ্যমিশ্রিত দই (পৃষদাজ্য)। অগ্নিতে পরিধি-নিক্ষেপের পরে জুহূতে বাজিন (ছানার জল) নিয়ে তা বাজীদের উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়। ইড়াভক্ষণের সময়ে ঋত্বিকেরা পরস্পরের নিকট অনুমতি (আহ্বান, উপহ্বান) প্রার্থনা করেন।

দ্বিতীয় পর্ব হচ্ছে বরুণপ্রঘাস। এই বরুণপ্রঘাসের অনুষ্ঠান হয় আষাঢ় অথবা শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার দিন। এই যাগে দুটি বেদি প্রস্তুত করা হয়। একটি বেদির নাম উত্তরবেদি, অপরটির নাম দক্ষিণবেদি। উত্তরবেদিতে তিনটি অগ্নিকুণ্ডই থাকে, কিন্তু দক্ষিণবেদিতে থাকে কেবল একটি আহবনীয় কুণ্ড। আহবনীয়ের মধ্যস্থলকে বলে 'নাভি'। গার্হপত্য (মতান্তরে ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়) থেকে অগ্নি নিয়ে গিয়ে দুই আহবনীয়ের ঐ দুই নাভিতে সেই অগ্নি স্থাপন করা হয়। উত্তরবেদির আহবনীয়ে আহুতি দেন অধ্বর্যু, দক্ষিণবেদির আহবনীয়ে দেন,প্রতিপ্রস্থাতা নামে এক অতিরিক্ত ঋত্বিক্। কেবল সপ্তম প্রধান যাগটিরই অনুষ্ঠান হয় দক্ষিণবেদিতে। দুই জনের ব্যবহার্য পাত্রগুলিও প্রস্তুত করা হয় পৃথক্ পৃথক্। প্রতিপ্রস্থাতার পাত্রগুলি সোনার অথবা শমীকাঠের। নির্বাপের সময়ে যবেরও নির্বাপ করা হয় এবং তার পরে তা শিলে গুঁড়া করে যজমানের পত্নীর হাতে পিষ্টযবের চূর্ণগুলি দেওয়া হয়। পত্নী সেগুলি জলে মেখে লেচি তৈরী করে সেই লেচি দিয়ে প্রদীপের মতো দেখতে কতকগুলি পাত্র তৈরী করেন। এগুলিকে 'করম্ভপাত্র' বলে। পরিবারের লোকসংখ্যার অপেক্ষায় একটি বেশী পাত্র প্রস্তুত করতে হয়। এই পাত্রগুলিতে শাঁইপাতা ও খেঁজুর রেখে পাত্রগুলি একটি শূর্পে (কুলায়) তুলে রাখা হয়। এছাড়া যবের লেচি দিয়ে অধ্বর্যু একটি মেষ (ভেড়া) এবং প্রতিপ্রস্থাতা একটি মেষী (স্ত্রী ভেড়া) প্রস্তুত করেন। একটি স্থালীতে এই মেষ ও মেষী নিয়ে পাক করে অষ্টম ও সপ্তম প্রধানযাগের জন্য যে দুটি পাত্রে ছানা আছে সেই দুই পাত্রে তা বেখে দেওয়া হয়। অধ্বর্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা পৃথক্ পৃথক্ অগ্নি মন্থন করে নিজ নিজ বেদির আহবনীয় কুণ্ডে তা স্থাপন করেন। এই সময়ে যজমানের পত্নীকে একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন করা হয়— তোমার কতগুলি উপপতি আছে? পত্নী যদি তার সদুত্তর দেন তাহলে তিনি ব্যভিচারের সকল পাপ হতে মুক্ত হন।

শূর্পে-রাখা করম্ভপাত্রগুলি নিয়ে যজমান ও তাঁর পত্নী দক্ষিণবেদির আহবনীয়ের পূর্ব দিকে চলে যান। সেখানে গিয়ে পশ্চিমমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে মাথায় শূর্প ধরে রেখে নীচু হয়ে শূর্পস্থিত পাত্রগুলি কুণ্ডের অগ্নিতে আহুতি দেন।

আহুতির পর শূপটি অন্য কোথাও ফেলে দিতে হয়। এর পর হয় প্রধানযাগ। দেবতা— অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূষা, ইন্দ্র-অগ্নি, মরুত্‌গণ, বরুণ, ক। দ্রব্য— প্রথম পাঁচ দেবতার ক্ষেত্রে বৈশ্বদেবপর্বেরই মতো এবং শেষ চার দেবতার ক্ষেত্রে পুরোডাশ। সপ্তম দেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠান হয় দক্ষিণবেদিতে। প্রতিপ্রস্থাতা মরুত্‌গণের উদ্দেশে আমিক্ষা আহুতি দেওয়ার সময়ে পূর্বপ্রস্তুত মেষীটিও আহুতি দেন। এর পর অধ্বর্যুও উত্তরবেদির আহবনীয়ে মেষসমেত বরুণদেবতার দ্রব্যটি আহুতি দেন। ক-দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়ার সময়ে নভঃ, নভস্য, ইষ, উর্জ এই চার মাসের উদ্দেশেও আজ্য আহুতি দিতে হয়।

অগ্নিতে পরিধি-প্রহরণের পরে বৈশ্বদেবপর্বের মতোই *বাজিন-যাগ* করতে হয়। তার পরে কোন জলাশয়ে গিয়ে অবভৃথ ইষ্টির অনুষ্ঠান করা হয় (সোমযাগের বিবরণ দ্র.)। এই অবভৃথ এখানে অবশ্য সংক্ষিপ্ত আকারেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। জলাশয় থেকে ফিরে এসে 'প্রকৃতি' নামে একটি ইষ্টিযাগ করতে হয়।

এর পর তৃতীয় পর্ব সাকমেধ। এই পর্বের অনুষ্ঠান হয় কার্তিক অথবা অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্দশী এবং পূর্ণিমা এই দু-দিন ধরে। চতুর্দশীর দিন [ক] সকালে অগ্নিহোত্রের পরে *অনীকবতী* নামে একটি ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান হয়। এই যাগের দেবতা অনীকবান্ অগ্নি এবং দ্রব্য আট-কপালের পুরোডাশ। সূর্যোদয়ের আগে কাজ শুরু করে সূর্যোদয়ের সময়ে নির্বাপ করতে হয়। [খ] মধ্যাহ্নে হয় *সান্তপনী* নামে ইষ্টিযাগ। দেবতা মরুত্ সান্তপন এবং দ্রব্য চরু। [গ] সায়াহ্নে অনুষ্ঠিত হয় 'গৃহমেধীয়া' নামে ইষ্টিযাগ। দেবতা— মরুত্ গৃহমেধী এবং দ্রব্য দুগ্ধপক্ক চরু। সামিধেনী, আঘার, প্রযাজ, অনুযাজ ইত্যাদি অঙ্গের অনুষ্ঠান এখানে হয় না, হয় কেবল আজ্যভাগ ও স্বিষ্টকৃতের অনুষ্ঠান। আহুতির পরে অবশিষ্ট চরু রাত্রিতে যজমানের গৃহের সকলকে আহার করতে হয়।

পূর্ণিমার দিনে উষাকালে উঠে স্নান সেরে গৃহের ঋষভের নাম ধরে ডাকতে হয়। গরু তার উত্তরে শব্দ করে, উঠলে 'পৌর্ণদর্বহোম' এবং তার পরে *ক্রীড়িন* নামে ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করতে হয়। ইষ্টির অনুষ্ঠান হয় অবশ্য সূর্যোদয়ের সময়ে। এই যাগের দেবতা মরুত্ ক্রীডী অথবা মরুত্ স্বতবস্ এবং আহুতির দ্রব্য সাত-কপালের পুরোডাশ।

এর পর হয় *মহাহবিঃ* অর্থাৎ প্রধানযাগের অনুষ্ঠান। প্রধানযাগের দেবতা— অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূষা, ইন্দ্র-অগ্নি, ইন্দ্র, বিশ্বকর্মা। দ্রব্য— প্রথম ছয় দেবতার ক্ষেত্রে বরুণপ্রঘাসের মতোই এবং সপ্তম ও অষ্টম দেবতার ক্ষেত্রে পুরোডাশ। এখানে বেদির মধ্যে পূর্ব দিকে উত্তরবেদি প্রস্তুত করে গার্হপত্য (মতান্তরে আহবনীয়) থেকে সেখানে কিছু অগ্নি নিয়ে গিয়ে (প্রণয়ন) আহবনীয়ের কুণ্ডে রেখে দিতে হয়। তার পরে কেবল আনুষ্ঠানিকতার কারণে অরণি মন্থন করে মন্থনজাত অগ্নিও ঐ কুণ্ডে রাখা হয়। আঘার, প্রযাজ ইত্যাদি অঙ্গের অনুষ্ঠান এখানে প্রকৃতিযাগের মতোই হয়ে থাকে। অষ্টম দেবতার উদ্দেশে আহুতিদানের সময়ে সহঃ, সহস্য, তপঃ, তপস্য, এই চারটি মাসের উদ্দেশেও আজ্য প্রদান করা হয়।

প্রধানযাগের পরে *মহাপিতৃযজ্ঞের* অনুষ্ঠান হয়। এর জন্য স্বতন্ত্র একটি বেদি প্রস্তুত করে সেই বেদিকে নুড়ি বা বেড়া দিয়ে ঘিরে (পরিশ্রয়ণ) দিতে হয়। দক্ষিণাগ্নি থেকে অগ্নি নিয়ে গিয়ে ঐ নূতন বেদিতে তা স্থাপন করে সেই অগ্নিতে সব-কিছু অনুষ্ঠান করা হয়। প্রযাজে বর্হি ছাড়া প্রকৃতিযাগের অপর চার দেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠান হয়। প্রযাজের পরে প্রাচীনাবীত ধারণ করে বেদিকে পরিক্রমা করে যাগের প্রধানদেবতাদের উদ্দেশে অনুষ্ঠান করতে হয়। প্রধানদেবতারা হলেন— পিতৃমান্ সোম, বর্হিষদ্ পিতৃগণ, অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ। দ্রব্য— ছয়-কপালের পুরোডাশ, ভাজা যব (ধানা), মৃতবৎসা গাভীর দুধে মেশান ভাজা যবের গুঁড়া (মন্থ)। এই যাগে আশ্রাবণের মন্ত্র 'ও স্বধা', প্রত্যাশ্রাবণ 'অস্তু স্বধা', আগূ 'যে স্বধামহে', বষট্‌কার 'স্বধা নমঃ'। এখানে প্রধানযাগে দুটি করে অনুবাক্যা, একটি

করে যাজ্যা। স্বিষ্টকৃতের দেবতা কব্যবাহন। সাক্ষাৎ ইড়াভক্ষণ এখানে হয় না, পরিবর্তে আঘ্রাণ নিতে হয় মাত্র। আহুতির পরে যে দ্রব্য অবশিষ্ট থাকে তা থেকে তিনটি পিণ্ড প্রস্তুত করে বেদির পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ কোণে (উত্তর কোণ বাদ যায়) পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের উদ্দেশে সেগুলি স্থাপন করা হয়। উত্তর কোণে গিয়ে হাতে লেগে-থাকা পিণ্ডের লেপ (আঠা) মুছে নিতে হয়। তার পরে প্রয়াত তিন পিতৃপুরুষকে উপস্থান করে তাঁদের উদ্দেশে শয্যা (কশিপু), বালিশ (উপবর্হণ), বস্ত্র, কাজল প্রভৃতি দিতে হয়। এর পর যজ্ঞোপবীত ধারণ করে বেদিকে প্রদক্ষিণভাবে পরিক্রমা করেন এবং বেদির বেড়া ভেঙে দিয়ে তিনটির মধ্যে প্রথমটি বাদ দিয়ে প্রকৃতিযাগের মতোই শেষ-দুটি অনুযাজের অনুষ্ঠান করেন। তার পরে নিবীত ধারণ করে ইষ্টিযাগের অবশিষ্ট অঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করতে হয়। সমিষ্টযজুঃ ও পত্নীসংযাজের অনুষ্ঠান অবশ্য এখানে বাদ দেওয়া হয়।

এ-বার হবে *ত্র্যম্বকযাগের* অনুষ্ঠান। যজমানের গৃহের মোট সদস্যের সংখ্যার অপেক্ষায় একটি বেশী পুরোডাশ বিনা মন্ত্রে পাক করে একটি সাজি বা বেতের ঝাঁপিতে ('মূত') সেগুলি রাখতে হয়। সব-কটি পুরোডাশই সেঁকতে হবে মাত্র একটি করে কপালে। এর পর এই পুরোডাশগুলি এবং দক্ষিণাগ্নির কুণ্ড থেকে একটি জ্বলন্ত অঙ্গার তুলে নিয়ে ঈশান (উত্তর-পূর্ব) দিকে চলে যেতে হয়। সেখানে গিয়ে ইঁদুরে-টানা কোন মাটিতে একটি পুরোডাশ রেখে দিতে হয়। পরে চতুষ্পথে এসে সেখানে ঐ অঙ্গারটি রেখে তাকে প্রজ্বলিত করে অবশিষ্ট পুরোডাশগুলি থেকে মাত্র একবার করে কিছু অংশ ভেঙে নিয়ে (অবদান) দেবতা রুদ্রের উদ্দেশে ঐ অঙ্গারে সেগুলি আহুতি দেওয়া হয়। আহুতির পরে ঐ অঙ্গারকে তিনবার পরিক্রমা করে অবশিষ্ট ভগ্ন পুরোডাশগুলিকে আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে নীচে পড়ার সময়ে সেগুলি লুফে নিয়ে যজমানের হাতে দিতে হয়। এ-বার সেগুলি আবার ঝাঁপিতে রেখে কোন শুষ্ক ডালে বেঁধে রাখতে হয় অথবা উইঢিবির গর্তে ফেলে দিতে হয়। ঝাঁপির চার দিকে জল ঢেলে পিছনে আর না তাকিয়ে নিজ গৃহে ফিরে এসে ঘৃতসিদ্ধ চরু দিয়ে অদিতির উদ্দেশে যাগ করতে হয়।

এর পর হয় চাতুর্মাস্যের শেষ পর্ব শুনাসীরীয়ের অনুষ্ঠান। সাকমেধের দুই, তিন বা চার দিন পরে অথবা এক মাস বা চার মাস পরে এই পর্বের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই পর্বের প্রধান দেবতারা হলেন— অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূষা, ইন্দ্র-অগ্নি, বিশ্বেদেবাঃ, ইন্দ্র, শুনাসীর বায়ু, সূর্য। প্রযাজ ও অনুযাজ এখানে ন-টি করে। শেষ প্রধানযাগের উদ্দেশে আহুতি দানের সময়ে কেবল 'সংসর্প' নামে একটি মাত্র মাসের উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়। এটি বারো মাসের অতিরিক্ত একটি মাস।

চাতুর্মাস্য তিন প্রকারের— ঐষ্টিক, পাশুক ও সৌমিক। এতক্ষণ যে বিবরণ দেওয়া হল তা ঐষ্টিক চাতুর্মাস্যের। পাশুক চাতুর্মাস্যে প্রত্যেক পর্বে একটি করে পশু আহুতি দেওয়া হয়। পশুর দেবতা যথাক্রমে বিশ্বেদেবাঃ, বরুণ, মহেন্দ্র ও শুনাসীর। পর্বের আরম্ভে অথবা শেষে এই পশুযাগ অনুষ্ঠিত হয়। বিকল্পে পশুযাগের মধ্যেই পর্বের অন্তর্গত ইষ্টিযাগগুলির অনুষ্ঠান হতে পারে। সৌমিক চাতুর্মাস্যে চার পর্বে যথাক্রমে অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, অগ্নিষ্টোম-উক্থ্য-অতিরাত্র, জ্যোতিষ্টোমের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

আগ্রয়ণ ইষ্টি। এই ইষ্টির অপর নাম 'নবান্ন ইষ্টি'। বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত এই তিন ঋতুতে যথাক্রমে নূতন শ্যামাক, চাল ও যব দিয়ে আগ্রয়ণের অনুষ্ঠান হয়। বর্ষা ঋতুর পূর্ণিমায় বা অমাবস্যায় নূতন শ্যামাক দিয়ে চরু প্রস্তুত করে সোমের উদ্দেশে তা আহুতি দেওয়া হয়। শরতে পূর্ণিমা বা অমাবস্যার দিন অগ্নি, ইন্দ্র-অগ্নি, বিশ্বে-দেবাঃ এবং দ্যাবা-পৃথিবীর উদ্দেশে যাগ করা হয়। যাগের দ্রব্য যথাক্রমে— পুরাণ চালে প্রস্তুত আট-কপালের পুরোডাশ, নূতন চালে প্রস্তুত বারো-কপালের পুরোডাশ, নূতন চালের চরু, নূতন চালের এক-কপালের পুরোডাশ। শ্যামাকের অনুষ্ঠানটি বর্ষায় না করে এই শরৎকালে অনুষ্ঠেয় ব্রীহির আগ্রয়ণের সঙ্গেও একই অনুষ্ঠানতন্ত্রের অধীনে

(সমানতন্ত্রে) করা চলে। বসন্তে অনুষ্ঠিত হয় যবের আগ্রয়ণ। এই আগ্রয়ণে আহুতি দেওয়া হয় ইন্দ্র-অগ্নি, বিশ্বেদেবাঃ, দ্যাবা-পৃথিবী দেবতার উদ্দেশে।

পশুযাগ। এই যাগ প্রত্যেক বছরে বর্ষা ঋতুতে অথবা উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের আরম্ভে, অথবা ছয় ঋতুর প্রত্যেকটি ঋতুতে একবার করে করতে হয়। অনুষ্ঠান হয় পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যার দিন। সকল পশুযাগের প্রকৃতি হচ্ছে সোমযাগের অন্তর্গত অগ্নি-সোম-দেবতার উদ্দিষ্ট সোমযাগ। কিন্তু সূত্রগ্রন্থগুলিতে আলোচ্য 'নিরূঢ় পশুবন্ধ' যাগেরই পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়, অগ্নীষোমীয় পশুযাগের নয়। প্রকৃতিই হোক অথবা বিকৃতিই হোক, যে-কোন পশুযাগে ইষ্টিযাগের অপেক্ষায় প্রতিপ্রস্থাতা এবং মৈত্রাবরুণ (প্রশাস্তা) নামে দু-জন অতিরিক্ত ঋত্বিক্ থাকেন। অনুবাক্যামন্ত্র এবং বিশেষ প্রৈষমন্ত্র (ঋক্‌সংহিতার পরিশিষ্ট অংশে প্রদত্ত) এখানে মৈত্রাবরুণকে পাঠ করতে হয়।

পশুযাগ করার আগে অগ্নি-বিষ্ণু দেবতার উদ্দেশে একটি ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করতে হয়। তার পরে আহবনীয়ে 'যূপাহুতি' নামে একটি হোম করে যূপের কাঠের সন্ধানে বনে যেতে হয়। সংগ্রহ করতে যান ব্রহ্মা, অধ্বর্যু ও তক্ষা (কাঠুরিয়া)। অরণ্যে গিয়ে ছিদ্র ইত্যাদি কোন দোষ নেই এমন পলাশ, খয়ের, বেল অথবা রোহিত গাছের কাঠ কেটে ভূমিস্থিত বৃক্ষে 'স্থাণুহোম' করেন। যে কাঠ কাটা হয়েছে তার তলা থেকে যজমান ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়ালে যতটুকু দৈর্ঘ্য হয় ততটুকু দীর্ঘ অংশ কেটে নেবেন এবং অবশিষ্ট উপরের অংশ ফেলে দেবেন। যে অংশটি কেটে নেওয়া হল তা যজ্ঞভূমিতে নিয়ে এসে তলা থেকে অরত্নিপরিমাণ (২৪ আঃ) অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশটি থেকে ছুতারকে দিয়ে অষ্টকোণযুক্ত একটি যূপ নির্মাণ করাতে হয়। যূপ প্রস্তুত করার সময়ে প্রথম যে কাঠের টুক্‌রাটি মাটিতে পড়ে তার নাম 'স্বরু'। এই টুক্‌রাটি রেখে দিতে হয়, পরে প্রয়োজনে লাগবে। যূপের মাথা থেকে দু-আঙুল নীচে একটি 'চষাল' (আংটি) পরিয়ে দিতে হয়।

ঐষ্টিক বেদির পূর্ব দিকে অপর একটি বেদি নির্মাণ করা হয়। এই বেদিকে বলে 'উত্তর বেদি'। এই উত্তরবেদিরই পূর্ব দিকে বেদিরই মধ্যে (নাভি) নূতন একটি আহবনীয়ের কুণ্ড নির্মাণ করা হয়। এই কুণ্ডের মধ্যে নানা সামগ্রী (সম্ভার) স্থাপন করে ঐষ্টিক বেদির আহবনীয় থেকে অগ্নি নিয়ে (প্রণয়ন) গিয়ে রেখে দেওয়া হয়। এই সময়ে হোতা 'অগ্নিপ্রণয়নীয়া' নামে অনেকগুলি মন্ত্র পাঠ করেন। অগ্নিস্থাপনের পরে জুহূতে বারো বার আজ্য নিয়ে ঐ অগ্নিতে 'পূর্ণাহুতি' হোম করতে হয়। এখন থেকে এই উত্তর বেদির আহবনীয়ই আহবনীয়রূপে গণ্য হবে এবং ঐষ্টিক বেদির যে আহবনীয় তা গণ্য হবে গার্হপত্যরূপে।

দর্শপূর্ণমাসের মতোই যাগের জন্য মাঠ থেকে কুশ, সমিৎ ইত্যাদি আহরণ করে আনতে হয়। যজ্ঞের কাঠ (ইধ্ম) আনতে হয় মোট একুশটি। 'বিধৃতি' হবে এখানে আখগাছের দুটি শলাকা। কলশী, ছুরি, অগ্নিহোত্রহবণী, বসাহোমহবনী, দুটি বপাশ্রপণী, হৃদয়শূল, স্রুব, দুটি জুহূ, দুটি উপভৃত্, দুটি আজ্যস্থালী, স্ফ্য, দুটি দড়ি (রশনা), ডুমুরকাঠের একটি দণ্ড, একটি প্লক্ষশাখা— এই বস্তুগুলি এনে অগ্নিকুণ্ডের উত্তর দিকে রাখা হয়। হাতাগুলিকে রাখতে হয় উপুড় করে। দর্শপূর্ণমাসের মতো পাত্রীগুলিতে আজ্য ও দই-মেশান আজ্য (পৃষদাজ্য) নিতে হয়।

এর পর যূপস্থাপনের জন্য উত্তরবেদির পূর্ব দিকে একটি গর্ত (অবট) খুঁড়তে হয়। গর্তের গভীরতা হবে চব্বিশ আঙুল। ঐ গর্তের মধ্যে যূপ পুঁতে (যূপোচ্ছ্রয়ণ) যূপটিতে আজ্য লেপে দেওয়া হয় ('যূপাঞ্জন')। চষালটিতেও আজ্য লেপে তা যূপের মাথায় (দু-আঙুল তলায়) পরিয়ে দেওয়া হয় এবং যূপটিকে কুশনির্মিত একটি দড়ি (রশনা) দিয়ে বেষ্টন করা হয় ('পরিব্যাণ')। কেউ কেউ এই দড়িতে স্বরু বেঁধে দেন। এ-বার পশুটিকে যূপের নিকটে নিয়ে এসে বিহিত দেবতার উদ্দেশে উপাকরণ করাতে হয়। উপাকরণ হচ্ছে হাতে দুটি কুশ এবং একটি প্লক্ষশাখা নিয়ে পশুকে স্পর্শ করে 'অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টম্ উপাকরোমি' বলা। 'অগ্নয়ে' স্থানে অবশ্য অগ্নি নয়, উদ্দিষ্ট

দেবতারই নাম চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত করে বলতে হয়। পশুটি পুরুষ ছাগ হতে হবে এবং তার দাঁত থাকা চাই। পশুটির কোন অঙ্গে যেন কোন ত্রুটি না থাকে।

অধ্বর্যু যথাসময়ে প্রৈষ দিলে হোতা *অগ্নিমন্থনীয়া* নামে কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করেন। ঐ সময়ে অধ্বর্যু অরণি ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎপন্ন করেন এবং সেই মন্থনজাত অগ্নিকে উত্তর বেদির আহবনীয়ে রেখে দেন এবং পশুটিকে যূপে বেঁধে রাখেন ('পশুনিযোজন')। পশুটির গায়ে জল ছিটিয়ে আজ্যলিপ্ত স্রুব দিয়ে তার শরীরে আজ্য লেপে দিতে হয়।

ছাগটি যখন যূপে বাঁধা থাকে তখন *প্রযাজের* অনুষ্ঠান চলতে থাকে। এখানে প্রযাজের সময়ে মৈত্রাবরুণকে বিশেষ প্রৈষমন্ত্র এবং অনুবাক্যা মন্ত্র পাঠ করতে হয়। ডুমুরের একটি দণ্ড হাতে নিয়ে তিনি তা পাঠ করেন। মোট এগারটি প্রযাজের অনুষ্ঠান হয়। দেবতারা হলেন— সমিত্‌সমূহ, তনূনপাত্‌ (বা নরাশংস), ইট্‌, বর্হিঃ, দ্বার্‌ নামে দেবগণ, দুই দৈব্য উষাসা-নক্ত, দুই দৈব্য হোতা, তিন দেবী (ইড়া, ভারতী, সরস্বতী), ত্বষ্টা, বনস্পতি, স্বাহাকৃতি। এখন প্রথম দশটি প্রযাজের অনুষ্ঠান হয়, শেষ প্রযাজটির অনুষ্ঠান হবে বপাছেদনের পরে। দ্রব্য সর্বত্রই আজ্য। প্রযাজের যাজ্যামন্ত্রকে বলা হয় 'আপ্রী'।

ছাগটির চার পাশে একটি জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে ঘোরাতে হয়। একে বলে 'পর্যগ্নিকরণ'। হোতা এর পর 'অগ্নিশুপ্রৈষ' নামে মন্ত্রগুলি পাঠ করতে থাকলে আগ্নীধ্র আহবনীয় থেকে একটি উল্মুক (উল্কা) নিয়ে এগিয়ে যান। তাঁর পিছনে পশুঘাতক (শমিতা) চলেন ছাগটিকে নিয়ে। 'শামিত্র' নামে স্থানে পৌঁছে সেখানে ঐ উল্মুকটি রেখে আগ্নীধ্র চলে আসেন। শমিতা এক আচ্ছাদিত স্থানে পশুকে শ্বাসরোধ করে বধ করেন। এই কর্মের নাম *সংজ্ঞপন*। সংজ্ঞপনের পরে 'সংজ্ঞপ্তহোম' ও কতকগুলি প্রায়শ্চিত্তহোম করে দুটি বপাশ্রপণী নিয়ে অধ্বর্যু পশুর কাছে গিয়ে নাভির পাশের যে মেদ বা আমাশয়ের কাছে চামড়ার মতো পাতলা যে বপা তা কেটে নিয়ে একটি বপাশ্রপণীর উপর ঐ বপা ছড়িয়ে রাখেন। অন্য একটি বপাশ্রপণী দিয়ে তা ঢেকে আহবনীয়ের কাছে এনে ঐ বপাশ্রপণীদুটি প্রতিপ্রস্থাতার হাতে দেন। বপা পাক করে প্লক্ষশাখার উপরে তিনি তা রেখে দেন। এর পর হয় একাদশতম প্রযাজের অনুষ্ঠান।

প্রযাজের পরে হয় দুই *আজ্যভাগের* অনুষ্ঠান এবং তার পরে বপার আহুতি। আহুতি দেওয়া হয় আহবনীয়েই এবং জুহুরই সাহায্যে। বপাহোমের পরে ঐ অগ্নিতে বপাশ্রপণীদুটি ফেলে দেওয়া হয়। এর পর সকলে চাত্বালে গিয়ে হাত ধুয়ে নেন। তার পর হয় *পশুপুরোডাশযাগ*। যে দেবতার উদ্দেশে পশুর অঙ্গগুলি আহুতি দেওয়া হবে সেই দেবতারই উদ্দেশে এই পুরোডাশযাগ করতে হয়। পুরোডাশের জন্য যখন নির্বাপ করা হয় তখন পশুর অঙ্গ-গুলি ছুরি (স্বধিতি) দিয়ে কেটে নিয়ে একটি মাটির পাত্রে রেখে শামিত্র অগ্নিতে তা পাক করতে হয়। ঐ অঙ্গগুলি হল— হৃৎপিণ্ড, জিভ, বুক, যকৃৎ, দুটি বৃক্ক, বাঁ হাতের মূল, দুটি পাশ, ডান নিতম্ব, অন্ত্রের এক-তৃতীয়াংশ। একদিকে শামিত্র অগ্নিতে পাক চলত থাকে, আর অপর দিকে আহবনীয়ে পুরোডাশের আহুতিও চলতে থাকে। হৃৎপিণ্ড অবশ্য সিদ্ধ করা হয় না, একটি শূলে রেখে সেঁকা হয়। পুরোডাশযাগের যে ইড়া তা প্রতিপ্রস্থাতা ছাড়া যজমানসমেত অপর সকলেই ভক্ষণ করবেন।

মাংস পাক করা হয়ে গেলে অধ্বর্যু জুহুতে অঙ্গগুলি তুলে নিয়ে (এই সময়ে স্বিষ্টকৃতের জন্যও উপভৃতে মাংস তুলে রাখতে হয়) আশ্রাবণ ইত্যাদির পরে আহবনীয়ে সেগুলি আহুতি দেন। অঙ্গগুলি জুহুতে নেওয়ার পরে মেদ দিয়ে জুহূ ও উপভৃতের মুখ ঢেকে দিতে হয়। *প্রধানযাগের* জন্য যখন যাজ্যা পাঠ করা হয় তখন যাজ্যামন্ত্রের অর্ধাংশ পাঠ করা হয়ে গেলে প্রতিপ্রস্থাতা বসাহোমহবনীতে বসা (তৈলাক্ত রস) নিয়ে তা আহুতি দেন। যাজ্যামন্ত্রের শেষে আহুতি দেওয়া হয় পশুর ঐ পূর্বোক্ত অঙ্গগুলি। যাজ্যার আগে অনুবাক্যা পাঠ করেন মৈত্রাবরুণ।

প্রধানযাগের পরে দর্শযাগের মতো যথাসময়ে নারিষ্ঠহোম, *বনস্পতিযাগ* (দ্রব্য— পৃষদাজ্য), *স্বিষ্টকৃত্* (উপভৃত্ থেকে অঙ্গগুলি জুহূতে নিয়ে স্বিষ্টকৃত্ অগ্নির উদ্দেশে আহুতি দিতে হয়) এবং ইড়াভক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বনস্পতিযাগের অনুষ্ঠান অবশ্য এই পশুযাগেই হয়ে থাকে। তার পরে অনুষ্ঠিত হয় অনুযাজ। এখানে মোট এগারটি অনুযাজ। সেগুলির দেবতা যথাক্রমে— দেব বর্হিঃ, দেবী দ্বারগণ, দৈব্য উষাসা-নক্ত, দুই দেবী জোষ্ট্রী, দেবী উর্জাহুতি, দৈব্য হোতা, তিন দেবীগণ, দেব নরাশংস, দেব বনস্পতি, দেব বর্হিঃ, দেব অগ্নি স্বিষ্টকৃত্। দ্রব্য— দই-মেশান আজ্য। এই অনুযাজের অনুষ্ঠানের সময়ে প্রতিপ্রস্থাতা পশুর গুহ্যদেশের অপর এক-তৃতীয়াংশকে এগার খণ্ড করে সেই খণ্ডগুলি শামিত্র অগ্নি থেকে নিয়ে এসে বেদির উত্তরশ্রোণিতে রাখা অগ্নিতে হাতের সাহায্যে একটি একটি করে আহুতি দেন। এই অনুষ্ঠানকে বলে *উপযাজ* বা 'উপযজ্'।

পশুযাগে *পত্নীসংযাজের* অনুষ্ঠান হয় পশুর পুচ্ছ (জাঘনী) দিয়ে। ইষ্টিযাগের মতো অন্যান্য অঙ্গযাগগুলিরও যথাযথ অনুষ্ঠান এখানে হয়ে থাকে। শেষে যূপের উপস্থান ও সংস্থাজপ করে যাগ শেষ করেন। পশুযাগের অনুষ্ঠানে দর্শযাগেরই ক্রম অনুসরণ করা হয়ে থাকে। মধ্যে মধ্যে কিছু নূতন অঙ্গেরও সংযোজন অবশ্য ঘটান হয়। যজমান যূপের উপস্থান ও সংস্থাজপ করে যজ্ঞভূমি থেকে প্রস্থান করেন।

সোমযাগ। এই যাগে তিনিই অধিকারী যাঁর পিতা বা পিতামহ আগে সোমযাগ করেছেন। যাঁর পিতা ও পিতামহ কোন দিন সোমযাগ করেন নি, বেদ অধ্যয়নও করেন নি, কোন হবির্যজ্ঞের অনুষ্ঠানও করেন নি তিনি এই যাগে অধিকারী হতে পারেন না। তবে তিনি সঙ্কল্পিত দিনে সোমযাগ শুরু করার আগে যে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা সেই দিন একটি পশুযাগের অনুষ্ঠান করে সোমযাগে অধিকারী হতে পারেন। যাঁর পিতা ও পিতামহ এই দুই পুরুষে (মতান্তরে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষে) সোমযাগ করেন নি তাঁকে ইন্দ্র-অগ্নি দেবতার উদ্দেশে একটি পশুযাগ করতে হয় এবং যাঁর তিন পুরুষে কেউ বেদের কোন পাঠ গ্রহণ করেন নি, যাগযজ্ঞও কিছু করেন নি তাঁকে পশুযাগ করতে হয় অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে। এই পশুযাগটি অবশ্য সোমযাগে যে-দিন অগ্নি-সোম দেবতার উদ্দেশে পশুমাংস নিবেদন করা হয় সেই দিনেও সমানতন্ত্রে অর্থাৎ একই অনুষ্ঠানছত্রের অধীনে একত্র করা চলে। তা ছাড়া সকলকেই সোমযাগের আগে কুষ্মাণ্ডহোম (তৈ. আ. ২/২), পবিত্র-ইষ্টি ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে নিতে হয়।

সোমযাগে সোমরস নিষ্কাশন করতে হয়। এই নিষ্কাশনকে বলে 'সুত্যা'। যে দিন প্রকৃতই সোমলতা থেকে রস নিষ্কাশন করে অগ্নিতে তা আহুতি দেওয়া হয় সেই দিনকে বলে 'সুত্যাদিন'। সুত্যাদিন একটি মাত্র হলে সেই সোমযাগকে একাহ, দুই থেকে বারো দিন পর্যন্ত সুত্যা হলে সেই যাগকে 'অহীন' এবং বারো বা তার অপেক্ষায় বেশী দিন ধরে সুত্যা হলে ঐ যাগকে 'সত্র' বলে। সোমযাগে প্রত্যেক বেদে অভিজ্ঞ চার জন করে ঋত্বিক্ লাগে। এই ঋত্বিকেরা হলেন—

সামবেদীয়	ঋগ্‌বেদীয়	যজুর্বেদীয়	অথর্ববেদীয় (বস্তুত ত্রিবেদীয়)
উদ্‌গাতা (চ)	*হোতা (চ)	অধ্বর্যু	ব্রহ্মা (চ)
প্রস্তোতা	*মৈত্রাবরুণ (চ)	প্রতিপ্রস্থাতা	*ব্রাহ্মণাচ্ছংসী (চ)
প্রতিহর্তা	*অচ্ছাবাক (চ)	*নেষ্টা (চ)	*আগ্নীধ্র (চ)
সুব্রহ্মণ্য	গ্রাবস্তুত্	উন্নেতা	*পোতা (চ)

[চ = ঋত্বিকের নামে চমস আছে। * = এই ঋত্বিকের নামে ধিষ্ণ্য আছে।]

এই ষোলজন ছাড়া 'সদস্য' নামে অতিরিক্ত একজন ঋত্বিক্‌ও থাকতে পারেন। ঋত্বিক্‌দের বাড়ীতে লোক

পাঠান হয় যজ্ঞসম্পাদনের কাজে তাঁদের সম্মতিলাভের জন্য। যাঁকে পাঠান হয় তাঁকে বলা হয় 'সোমপ্রবাক'। ঋত্বিকেরা গৃহে এলে তাঁদের মধুপর্ক ইত্যাদি দিয়ে স্বাগত জানান হয় এবং 'অধ্বর্যুং ত্বা বৃণে', 'হোতারং ত্বা বৃণে' ইত্যাদি বলে বিশেষ বিশেষ ঋত্বিকের পদে তাঁদের বরণ করা হয়।

সোমযাগের অনুষ্ঠানের জন্য অনেকখানি জায়গার প্রয়োজন, ঘরের মধ্যে সীমিত স্থানে তা সম্ভব নয়। কোন উন্মুক্ত প্রশস্ত স্থানে গিয়ে সেখানে ইষ্টিযাগের মতোই বেদি ও তিনটি কুণ্ড আগে থেকেই তাই প্রস্তুত করে রাখতে হয়। সোমযাগের জন্য সঙ্কল্পিত দিনে গৃহের গার্হপত্য কুণ্ডের অগ্নিকে দুই অরণিতে সমারোপণ করে কুণ্ডের অগ্নি নিবিয়ে দিতে হয়। নির্ধারিত স্থানে এসে অরণি ঘর্ষণ করে মন্থনজাত অগ্নি রেখে দেওয়া হয় নবনির্মিত গার্হপত্যের কুণ্ডে। এই কুণ্ড থেকে অগ্নি নিয়ে গিয়ে (প্রণয়ন) আহবনীয় ও দক্ষিণ কুণ্ডে স্থাপন করে 'সম্ভারযজুঃ' নামে ২১টি বা ২৪টি হোম করে এই দুই কুণ্ডের আগুন ফেলে দেওয়া হয়। আবার গার্হপত্য থেকে এই দুই কুণ্ডে অগ্নিকে প্রণয়ন করে 'সপ্তহোতৃহোম' করে দুই কুণ্ডের সেই অগ্নিগুলিও পরিত্যাগ করা হয়। তার পরে হয় *দীক্ষণীয়া* ইষ্টির অনুষ্ঠান। এই ইষ্টিযাগের দেবতা অগ্নি-বিষ্ণু, দ্রব্য এগার-কপালে সেঁকা পুরোডাশ। এই ইষ্টিযাগের পরে 'প্রাচীনবংশশালা' বা 'বিমিত' প্রস্তুত করা হয়। চালের বা ছাদের উপরে যে বাঁশগুলি থাকে সেগুলির অগ্রভাগ পূর্বমুখী করে রাখা হয়। নাম তাই প্রাচীনবংশ। যজমান দীক্ষণীয়া ইষ্টির পর থেকে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এই শালার বাইরে যান না। এই যাগ উপলক্ষে তাঁকে কতকগুলি সংস্কার পালন করতে হয়। তাঁর দেহে মাখন লেপে ও চোখে কাজল পরিয়ে দেওয়া হয়। বিহিত সংস্কারগুলি সম্পন্ন করা হয়ে গেলে হয় ছটি 'দীক্ষাহুতি' নামে হোম।

দ্বিতীয় দিনে অনেকগুলি অনুষ্ঠান। প্রথমে সকালে [ক] *প্রায়ণীয়া* ইষ্টি। দেবতা— পথ্যা স্বস্তি, অগ্নি, সোম, সবিতা, অদিতি। প্রথম চার দেবতার দ্রব্য আজ্য এবং অদিতির দ্রব্য চরু। যে পাত্রে অদিতির চরু পাক করা হয় তা না ধুয়ে রেখে দিতে হয়। উদয়নীয়া ইষ্টিতে এই পাত্রেই আবার চরু পাক করতে হয়। [খ] এর পর হয় 'সোমক্রয়'। যিনি সোমলতা বিক্রয় করেন তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলে দাম স্থির করে লতা কেনা হয়। লতা বিক্রয়ের সময়ে বিক্রেতা একবছরের গরু, সোনা, স্ত্রীছাগ, বাছুরসমেত গরু, ঋষভ, শকটবহনে সমর্থ বলদ, অল্পবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ বাছুর, বস্ত্র— একে একে দাম এইভাবে বাড়াতে থাকেন এবং ক্রেতা শেষ পর্যন্ত সবগুলি দিতে স্বীকৃতি জানালে তবে তাঁর নিকট সোম বিক্রয় করা হয়।

[গ] সোমক্রয়ের পরে হয় *আতিথ্যা ইষ্টি*। এই ইষ্টির দেবতা বিষ্ণু এবং দ্রব্য নয়-কপালের পুরোডাশ। সোম রাজা এবং অতিথি। তার আগমনে ও সম্মানে এই ইষ্টি। এই ইষ্টির জন্য শস্য অবহননের সময়ে যে শকটে সোমকে যজ্ঞস্থলে নিয়ে আসা হয়েছে সেই শকটের দ্বিতীয় বলদটিকে শকট থেকে মুক্ত করা হয়। এই সময়েই সোমকে শকট থেকে নামিয়ে আহবনীয়ের পাশে রাখা 'রাজাসন্দী' নামে একটি ছোট চৌকি বা টেবিলে এনে রেখে দেওয়া হয়। [ঘ] ইষ্টিযাগ শেষ হলে যজমান ও ঋত্বিকেরা মিলিত হয়ে একটি পাত্রে রাখা আজ্য স্পর্শ করে বিদ্বেষবিহীন চিত্তে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য শপথ গ্রহণ করেন। এই শপথগ্রহণকে বলে 'তানূনপ্ত্র'।

[ঙ] তানূনপ্ত্রের পরে *প্রবর্গ্য* নামে অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের জন্য আজ নয়, আগে থেকেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করে রাখতে হয়। কোন এক পূর্ণিমা বা অমাবস্যার পূর্ব দিকে কোন মাঠে গিয়ে মাটি সংগ্রহ করে আনতে হয়। সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় হরিণের চামড়া, ঘোড়া, বৎসসমেত স্ত্রীছাগ, কুদ্দুল ইত্যাদি। মাটি তুলে কৃষ্ণাজিনের উপর রেখে অশ্বকে দিয়ে ঐ মাটি আঘ্রাণ করাতে হয়। ঐ মাটির উপর একটি ছাগীকে দোহন করে সেই দুধ-মেশান মাটি যজ্ঞভূমিতে নিয়ে আসতে হয়। আনার পরে ঐ মাটিতে পূতীক, ছাগের কিছু লোম, হরিণের লোম, উইঢিবির মাটি এবং শূকরে উৎখাত-করা মাটি মিশিয়ে গরম জলে মেখে 'মহাবীর' নামে তিনটি পাত্র প্রস্তুত

করতে হয়। প্রত্যেকটি পাত্র নয় বা বারো আঙুল উঁচু, তিন জায়গায় স্থূল ও তিন জায়গায় ক্ষীণ ('সংগৃহীত') হয়। এছাড়া দুটি দোহনপাত্র, একটি আজ্যস্থালী, দুটি অশ্ব এবং দুটি কপালও প্রস্তুত করা হয়। গার্হপত্যের কুণ্ডের পূর্ব দিকে গর্ত (অবট) খুঁড়ে সেখানে আগুনে ঐ উপকরণগুলি পাক করতে হয়। মহাবীর নামে পাত্র-তিনটি আগুন থেকে নামিয়ে (উদ্‌বাসন) নিয়ে ঐ তিন পাত্রে অনেকখানি ছাগদুধ ছিটিয়ে দিতে হয়। মাটির পাত্র ছাড়াও কাঠের কিছু পাত্রও নির্মাণ করা হয়। মুঞ্জাতৃণের দড়ি দিয়ে তৈরী 'সম্রাডাসন্দী' নামে চৌকি, গর্তযুক্ত দুটি হাতা, দুটি গর্তহীন হাতা, দুটি শফ (তপ্ত মহাবীর-পাত্রকে ধরার ও আগুন থেকে তোলার জন্য কাঠের আঁকশি বা সাঁড়াশি), দুটি ধৃষ্টি (অঙ্গার অপসারণের জন্য সাঁড়াশি), গরু বাঁধার দড়ি (মেথী), বাছুর বাঁধার তিনটি ছোট খুঁটি (শঙ্কু), কৃষ্ণাজিনে প্রস্তুত তিনটি পাখা (ব্যজন), একটি সোনার ও একটি রূপার রুক্ম, গরু বাঁধার একটি দড়ি (অভিধানী), গরুর পায়ে বাঁধার দুটি দড়ি (নিদান), বাছুর-বাঁধার কয়েকটি দড়ি (বিশাখদাম) এবং অনেকখানি মুঞ্জাঘাসও প্রস্তুত রাখতে হয়।

গার্হপত্যের উত্তর দিকে বালি দিয়ে একটি স্থণ্ডিল নির্মাণ করে গার্হপত্যে কিছু মুঞ্জ বা শরের তৃণ জ্বালিয়ে নিয়ে সেই জ্বলন্ত তৃণ ঐ স্থণ্ডিলে রেখে দিতে হয়। স্থণ্ডিলের সেই আগুনে একটি মহাবীর রেখে তা আজ্যে পূর্ণ করে সোনার ঢাক্‌না দিয়ে পাত্রের মুখটি ঢেকে দেন। এর পর বেদির বাইরে অধ্বর্যু গাভীর এবং প্রতিপ্রস্থাতা ছাগীর দুধ দুহে সেই দুধ আগ্নীধ্রের হাতে দেন। আগ্নীধ্র তা নিয়ে প্রাগ্‌বংশে প্রবেশ করেন। অধ্বর্যু তাঁর হাত থেকে ঐ দুধ নিয়ে মহাবীরপাত্রে তা ঢেলে দেন। তপ্ত ঘৃতে দুধ মিশিয়ে দেওয়াকে বলে প্রবৃঞ্জন। মিশ্রিত দ্রব্যটিকে বলা হয় 'ঘর্ম'। এই প্রবৃঞ্জনের কারণেই অনুষ্ঠানটির নাম প্রবর্গ্য। প্রতিপ্রস্থাতা গর্তহীন একটি জুহূতে একটি (দক্ষিণ *রৌহিণ*) পুরোডাশ নিয়ে আহবনীয়ে তা আহুতি দেন। অধ্বর্যু তখন ঐ ঘর্ম আহুতি দেন। আহুতির দেবতা অশ্বিদ্বয় ও ইন্দ্র। অবশিষ্ট দ্রব্য দিয়ে স্বিষ্টকৃতের অনুষ্ঠান করতে হয়। এর পর প্রতিপ্রস্থাতা আর একটি পুরোডাশ (উত্তর রৌহিণপুরোডাশ) নিয়ে আহুতি দিলে অধ্বর্যু ছটি 'শকলহোম' নামে হোম করেন। এর পর মহাবীর প্রভৃতি পাত্রগুলি সম্রাডাসন্দীতে রেখে দেওয়া হয়। সকালের মতো অপরাহ্ণেও আবার প্রবর্গ্যের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

[চ] প্রবর্গ্যের অনুষ্ঠানের পরে *উপসদ্* ইষ্টির অনুষ্ঠান হয়। দেবতা— অগ্নি, সোম, বিষ্ণু। আহুতিদ্রব্য তিন দেবতার ক্ষেত্রেই আজ্য। উপসদের পরে সুব্রহ্মণ্য নামে ঋত্বিক্ 'সুব্রহ্মণ্যাহ্বান' করেন। সকালের মতো অপরাহ্ণেও উপসদ্ ও সুব্রহ্মণ্যাহ্বান হয়। "ইন্দ্রাগচ্ছ হরিব আগচ্ছ মেধাতিথের্মেষ বৃষণশ্বস্য মেনে। গৌরাবস্কন্দিন্নহল্যায়ৈ জার কৌশিক ব্রাহ্মণ গৌতম ব্রুবাণ দেবা ব্রহ্মাণ আগচ্ছত" (শ. ব্রা. ৩/৩/৪/১৮-২০) এই আহ্বানমন্ত্রকে বলে সুব্রহ্মণ্যাহ্বান। 'ব্রুবাণ' পদটির পরে যত দিন পরে সুত্যা সেই অপেক্ষিত দিনসংখ্যার উল্লেখ করে 'সুত্যাম্' (আগচ্ছত) বলা যেতে পারে। কেবল এই দিনই নয়, সুত্যাদিনের আগে পর্যন্ত প্রতিদিনই দু-বেলা প্রবর্গ্য, উপসদ্ ও সুব্রহ্মণ্যাহ্বান হয়ে থাকে। মূল যাগের এখনও তিন দিন বাকী। সোমলতাকে সতেজ রাখার জন্য তাই লতায় জল ছিটিয়ে দিতে হয়। এই কর্মকে বলা হয় 'আপ্যায়ন'। এছাড়া প্রস্তরের উপর হাত রেখে যজমান ও ঋত্বিকেরা দ্যাবাপৃথিবীকে প্রণাম জানান। একে 'নিহ্নব' বলে।

তৃতীয় দিনে সকালে প্রবর্গ্য ও উপসদ্ ইষ্টির অনুষ্ঠানের ও সুব্রহ্মণ্যাহ্বানের পরে 'মহাবেদি' নির্মাণ করতে হয়। প্রাচীনবংশশালা বা ঐষ্টিক বেদির পূর্ব দিকে এই বেদি নির্মিত হয়। পূর্ব-পশ্চিমে ৭২ পা দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে ৬০ পা প্রশস্ত হয় এই বেদি। এই বেদির মধ্যে আবার পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পিছন পিছন যথাক্রমে উত্তরবেদি, হবির্ধানমণ্ডপ ও সদোমণ্ডপ নির্মাণ করা হয়। উত্তরবেদিতে থাকে আহবনীয় অগ্নি, হবির্ধানমণ্ডপে সোমলতাপূর্ণ দুটি শকট এবং সোমরস-সম্পর্কিত যাবতীয় উপকরণ (উপরব, খর, গ্রহ, চমস, কলশ ইত্যাদি) এবং সদোমণ্ডপে থাকে ঋত্বিক্‌দের বসার স্থান ও 'ধিষ্ণ্য' অর্থাৎ বালির তৈরী ছোট ছোট কুণ্ড। অপরাহ্ণে আবার হয় প্রবর্গ্য, উপসদ্ ও সুব্রহ্মণ্যাহ্বান। মহাবেদি মধ্যাহ্নেও নির্মাণ করা যেতে পারে।

চতুর্থ দিনে [ক] সকালে একবার প্রবর্গ্য ও উপসদের পরে আবার প্রবর্গ্য ও উপসদের অনুষ্ঠান হয় অর্থাৎ বিকালের অনুষ্ঠানও এই দিন সকালেই সেরে ফেলা হয়। প্রবর্গ্যে ব্যবহৃত পাত্রগুলি উত্তরবেদিতে ফেলে দিতে হয়। এর পর ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়কে উত্তরবেদিতে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করতে হবে। এখন থেকে এই উত্তরবেদির আহবনীয়ই হবে আহবনীয় এবং ঐষ্টিক বেদির যে আহবনীয় তা গার্হপত্যরূপে গণ্য হবে। এই ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ের অপর নাম 'শালামুখীয় অগ্নি', কারণ তা প্রাচীনবংশশালার সম্মুখে অবস্থিত। যেটি মূল গার্হপত্য তার নাম হবে 'প্রাজহিত'। অগ্নিকে উত্তরবেদিতে নিয়ে আসার সময়ে রাজাসন্দীতে রাখা সোমকেও নিয়ে আসতে হয়। এনে তা রাখা হয় হবির্ধানমণ্ডপে অবস্থিত ডান দিকের শকটে। এর পর চাত্বাল থেকে মাটি নিয়ে এসে কতকগুলি ধিষ্ণ্য (সদোমণ্ডপে ছ-টি, আগ্নীধ্রীয়ে একটি) নির্মাণ করতে হয়। মতান্তরে প্রথমে 'অগ্নিপ্রণয়ন' অর্থাৎ ঐষ্টিক বেদির আহবনীয় থেকে অগ্নিকে উত্তরবেদির নাভিতে নিয়ে যেতে হয়। পরবর্তী কাজ হল 'হবির্ধান-প্রবর্তন' অর্থাৎ একটি শকট অধ্বর্যু এবং অপর একটি শকট প্রতিপ্রস্থাতা হবির্ধানমণ্ডপে চালিয়ে নিয়ে আসেন। তৃতীয় কাজ ধিষ্ণ্যনির্মাণ। এই ধিষ্ণ্যগুলি জ্বালাবার জন্য ঐষ্টিক বেদির আহবনীয় থেকে অগ্নি এনে আগ্নীধ্রীয় মণ্ডপে রাখা হয়। ধিষ্ণ্যগুলি জ্বালান হবে অবশ্য পরবর্তী দিনে। আগ্নীধ্রীয়ে অগ্নি আনার সময়ে সোমকেও নিয়ে গিয়ে হবির্ধানমণ্ডপে রাখা হয়। এই কর্মের নাম 'অগ্নি-সোম-প্রণয়ন'। অগ্নি ও সোমের এই যে প্রণয়ন হল সেই উপলক্ষে সম্বর্ধনা-জ্ঞাপনের জন্য অগ্নি-সোম দেবতার উদ্দেশে একটি পশুযাগ করতে হয়। এই পশুযাগের বপা-আহুতি পর্যন্ত অংশের অনুষ্ঠান হয়ে গেলে হয় সুব্রহ্মণ্যাহ্বান। এই আহ্বানের পরে ঋত্বিকেরা জলাশয়ে জল আনতে যান। এই জলকে বলা হয় 'বসতীবরী'। কলশীতে জল এনে তা ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ের (অধুনা যা গার্হপত্য বলে গণ্য হয়) পিছনে রেখে দেওয়া হয়। ভিন্ন মতে বসতীবরী সংগ্রহ করা হয় সন্ধ্যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, এই চতুর্থ দিনকে বলা হয় 'ঔপবসথ্য' দিবস।

[খ] মধ্যাহ্নে হয় পশুসম্পর্কিত পুরোডাশযাগ। [গ] অপরাহ্নে পশুর প্রধানযাগ ইত্যাদি অবশিষ্ট করণীয় অংশগুলি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠান শেষ হয় পত্নীসংযাজে। সন্ধ্যায় অধ্বর্যু বসতীবরীজলে পূর্ণ কলশী নিয়ে বেদি পরিক্রমা করে পূর্বস্থানে আবার তা রেখে দেন। প্রতিপ্রস্থাতা দর্শযাগের মতোই বৎস-অপাকরণ প্রভৃতি কর্ম করে রাত্রে দই পাতেন (সাজেন)।

[ঘ] এই চতুর্থ দিনেরই গভীর রাত্রে অথবা রাত্রির শেষ দিকে ঋত্বিকেরা ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে নিজ নিজ করণীয় কাজ শুরু করে দেন। পাখীরা শব্দ করে ওঠার আগেই অধ্বর্যুর নির্দেশ পেয়ে হোতা অগ্নি, উষাঃ ও অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে অনেকগুলি করে মন্ত্র পড়েন। এই মন্ত্রপাঠকে বলে *প্রাতরনুবাক*। প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশে পাঠ্য সমগ্র মন্ত্রসমষ্টিকে একত্র বলা হয় 'ক্রতু'। মন্ত্রপাঠ শেষ হলে কয়েকজন ঋত্বিক্, যজমান ও তাঁর পত্নী জলাশয় থেকে 'একধনা' নামে জল আনতে যান। প্রতিপ্রস্থাতা এই সময়ে আগামী কাল যে ইষ্টিযাগ (সবনীয়) হবে তার জন্য নির্বাপ করেন।

এর পর *পঞ্চম দিনে* হয় *দধিগ্রহের* অনুষ্ঠান। ডুমুরকাঠে তৈরী চতুষ্কোণ একটি পাত্রে দই নিয়ে প্রজাপতির উদ্দেশে সেই দই আহুতি দেওয়া হয়। এর পর *অদাভ্যগ্রহের* আহুতি। যে-কোন সাধারণ ব্যবহার্য দই বা দুধ গ্রহপাত্রে রেখে সোমলতার মধ্য থেকে তিনটি অংশু নিয়ে ঐ গ্রহের উপর রেখে কয়েকবার নেড়ে নিয়ে দেবতা সোমের উদ্দেশে তা আহুতি দিতে হয়। তার পরে হয় *অংশুগ্রহের* অনুষ্ঠান। কয়েকটি সোমলতা নিয়ে নিষ্কাশন করে ঐ অদাভ্যগ্রহের পাত্রেই সেই নিষ্কাশিত রস রেখে এ-বার দধিগ্রহের মতো প্রজাপতিরই উদ্দেশে তা আহুতি দিতে হয়। পাত্রের রস আহুতি দেওয়া হয়ে গেলে সদোমণ্ডপে প্রবেশ করে আহুতি-অবশিষ্ট সোমরস পান করে পাত্রটি খরে রেখে দিতে হয়। এই দধি, অদাভ্য ও অংশু নামে তিনটি গ্রহের অনুষ্ঠান অবশ্য কাত্যায়নপন্থীদের

করতে হয় না। এর পরে সোমলতা থেকে কয়েকটি লতা নিয়ে তা থেকে রস নিষ্কাশন করে *উপাংশুগ্রহের* পাত্রে সেই নিষ্কাশিত রস গ্রহণ করে প্রাণ-দেবতার উদ্দেশে তা আহুতি দিতে হয়। মন্ত্র উপাংশু স্বরে পাঠ করা হয় বলে গ্রহেরও নাম উপাংশু।

এর পর হয় *মহাভিষব*। সোমরস নিষ্কাশনের জন্য হবির্ধান-মণ্ডপের মধ্যে স্থাপিত ডান দিকের শকটের পিছনে পূর্ব দিকে অধ্বর্যু পশ্চিমমুখ, দক্ষিণ দিকে প্রতিপ্রস্থাতা উত্তরমুখ, পশ্চিমদিকে হোতা পূর্বমুখ এবং উত্তর দিকে উন্নেতা দক্ষিণমুখ হয়ে বসেন। একটি কাঠের ফলক ও পাথরের চারপাশে এইভাবে বসে সেখানে সোমলতা রেখে লতায় বসতীবরী ছিটিয়ে ছোট পাথর (অদ্রি বা গ্রাবা) দিয়ে আঘাত করে রস নিষ্কাশন করতে হয়। কাঠের ফলকটি পাতা থাকে দক্ষিণ হবির্ধানশকটের পিছনে মাটিতে যেখানে চার কোণে চারটি গর্ত করা আছে সেখানে। এই গর্তগুলিকে বলা হয় 'উপরব'। উপরবের উপর কাঠের একটি ফলক পেতে তার উপর গোচর্ম বিছিয়ে দিতে হয়, যার নাম 'অধিষবণচর্ম'। ফলকটিকে বলে 'অধিষবণ ফলক'। এ-বার এই রস ছেঁকে নিতে হবে। একখণ্ড বস্ত্র নিয়ে সেই বস্ত্রের মাঝখানে ছাগের লোম থেকে প্রস্তুত একটি নয় বা বারো আঙুল দীর্ঘ সুতা ঝুলিয়ে দিতে হয়। এই বস্ত্রখণ্ডকে বলে 'দশাপবিত্র'। বস্ত্রখণ্ডের দু-প্রান্তের সুতাগুলিকে 'দশা' বলে। ছেঁকে পবিত্র বা শোধন করার উদ্দেশে ব্যবহৃত হয় বলে তা পবিত্র। দশাযুক্ত পবিত্র বলে নাম দশাপবিত্র। বস্ত্রের মধ্যস্থলে থাকে বলে ছাগের লোমগুলি থেকে প্রস্তুত সুতাকে বলা হয় নাভি। এর পর নাভিযুক্ত দশাপবিত্রটি নিয়ে দ্রোণকলশ নামে একটি কলশীর মুখের কিছুটা উপরে উদ্গাতারা তা ছড়িয়ে ধরেন। উন্নেতা আধবনীয় নামে কলশ থেকে 'উদচন' নামে ছোট একটি পাত্রের সাহায্যে সোমরস তুলে হোতৃচমস নামে পাত্রে তা ঢালেন। চমস থেকে তা আবার গড়িয়ে পড়ে দশাপবিত্রে। বস্ত্রের মধ্যস্থিত নাভির মধ্য দিয়ে যখন তা দ্রোণকলশে ক্ষরিত হতে থাকে তখন সেই পতন্ত ধারা থেকে অধ্বর্যু 'অন্তর্যাম' নামে একটি গ্রহপাত্র রসে পূর্ণ করে নেন। সোমরস এবং সেই রস যে কাপে রাখা হয় দুইই হচ্ছে গ্রহ। গ্রহের সেই সোম ইন্দ্রের উদ্দেশে আহুতি দিয়ে তা খরে রেখে দেওয়া হয়। গ্রহপাত্রের সব রস অবশ্য আহুতি দেওয়া হয় না, সর্বত্রই আহুতির পরেও পাত্রে কিছু রস অবশিষ্ট রাখতে হয়। গ্রহপাত্রে যা অবশিষ্ট আছে তা থেকে কিছুটা রস আগ্রয়ণস্থালী নামে একটি স্থালীতে ঢেলে তার পরে তা হবির্ধানমণ্ডপে ডানপাশে খরে রেখে দেওয়া হয়। তখনও কিন্তু কিছু রস গ্রহপাত্রে অবশিষ্ট থেকে যায়। দরিগ্রহ থেকে এই অন্তর্যামগ্রহ পর্যন্ত গ্রহগুলি পাত্রে সোমরস নেওয়ার ঠিক পরে তখনই আহুতি দেওয়া হয়।

যে-ভাবে অন্তর্যামগ্রহ সোমরসে পূর্ণ করা হয়েছে সে-ভাবেই ঐন্দ্রবায়ব, মৈত্রাবরুণ, শুক্র, মন্থী, আগ্রয়ণ, তিনটি অতিগ্রাহ্য (অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য), উকথ্য এবং ধ্রুব গ্রহ সোমরসে পূর্ণ করে দশাপবিত্র দিয়ে পাত্রের বহিরংশ মুছে তা খরে রেখে দেওয়া হয়। গ্রহগুলিতে গৃহীত সোম কিন্তু এখনই আহুতি দেওয়া হবে না, হবে পরে যথাসময়ে।

ধ্রুবগ্রহে সোমরস ভরা হয়ে গেলে প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা, উদ্গাতা, ব্রহ্মা এবং যজমান সারিবদ্ধ হয়ে মণ্ডপের বাইরে চাত্বালের কাছে চলে যান ('প্রসর্পণ')। যাওয়ার সময়ে পিছনের ঋত্বিক্ তাঁর সামনের ঋত্বিকের কাছা ধরে থাকেন। চাত্বালে গিয়ে সামবেদীয় ঋত্বিকেরা স্তোত্রগান করেন। এই গানকে বলা হয় 'বহিষ্পবমান স্তোত্র'। স্তোত্র শেষ হলে আগ্নীধ্র ধিষ্ণ্যগুলি প্রজ্বলিত করেন এবং তার পরে অধ্বর্যু দ্রোণকলশ থেকে সোমরস নিয়ে আশ্বিনগ্রহ পূর্ণ করেন। এর পর দেবতা অগ্নির উদ্দেশে *সবনীয় পশুযাগের* অনুষ্ঠান হয়। আপাতত হয় উপাকরণ থেকে শুরু করে বপাহোম পর্যন্ত অঙ্গের অনুষ্ঠান। ঐ অনুষ্ঠানের পরে অধ্বর্যু, ব্রহ্মা ও যজমান সদোমণ্ডপে প্রবেশ করে গ্রহ, চমস ইত্যাদির উপস্থান করেন। ব্রহ্মা ও যজমান এর পর হবির্ধানমণ্ডপের বাঁ দিক্ দিয়ে গিয়ে পূর্বদিকের দ্বার দিয়ে সদোমণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করেন। তার পর হয় *সবনীয়-হবির্যাগ*। দেবতা— ইন্দ্র হরিবান্, ইন্দ্র পূষণ্বান্, সরস্বতী ভারতী, ইন্দ্র, মিত্র-বরুণ। আহুতিদ্রব্য যথাক্রমে ভাজা যব (ধানা), আজ্য দিয়ে মাখা যবের ছাতু (করম্ভ), খই

(পরিবাপ), পুরোডাশ, ছানা (পয়স্যা, আমিক্ষা)। এই দ্রব্যগুলির নির্বাপ কিন্তু আগেই প্রাতরনুবাকের সময়েই হয়ে গিয়েছে। এই যাগ শেষ হয় স্বিষ্টকৃতের অনুষ্ঠানে।

এ-বার আরম্ভ হয় সোমরস-আহুতির ধারাবাহিক অনুষ্ঠান। অধ্বর্যু *ঐন্দ্রবায়ব গ্রহে* এবং প্রতিপ্রস্থাতা আদিত্যপাত্র নামে পাত্রে দ্রোণকলশ থেকে ঐ গ্রহেরই প্রতিনিগ্রাহ্য (পাল্টা গ্রহ) নিয়ে একই সঙ্গে অগ্নিতে আহুতি দেন এবং পরস্পরের পাত্রে অবশিষ্ট কিছু সোমরস ঢেলে দেন। প্রতিপ্রস্থাতা তার পর আদিত্যস্থালী নামে একটি পাত্রীতে নিজপাত্রের অবশিষ্ট সোম ঢেলে রাখেন ('সম্পাত')। আহুতির পরে অধ্বর্যু তাঁর গ্রহপাত্রটি হোতার হাতে দেন। এইভাবেই *মিত্র-বরুণ* এবং *অশ্বিদেবতার* উদ্দেশেও আহুতি দেওয়া ও সম্পাত গ্রহণ করা হয়। এই তিন যুগ্মদেবতার গ্রহকে 'দ্বিদেবত্য গ্রহ' বলা হয়।

এ-বার হবে *শুক্র* ও *মন্থী* নামে দুই গ্রহের আহুতি। তার আগে নয়টি চমসপাত্র সোমরসে পূর্ণ করা হয়। চমসে সোম নেওয়াকে বলা হয় 'চমস-উন্নয়ন'। পরিপ্লবা নামে একটি ছোট পাত্রের সাহায্যে প্রথমে দ্রোণকলশ থেকে অল্প সোম চমসে নিয়ে, তার পরে পূতভৃৎ কলশ থেকে চমসে সোম ভরে এবং পরে আবার দ্রোণকলশ থেকে অল্প সোমরস চমসে নিয়ে উন্নেতা চমসগুলি পূর্ণ করেন। যজমানের নামে যে চমস থাকে সেই চমসে এবং নয় ঋত্বিকের মধ্যে আপাতত অচ্ছাবাক ছাড়া অপর আট ঋত্বিকের চমসে সোমরস ভরা হলে হোতা আশ্রাবণ প্রভৃতির শেষে যাজ্যাপাঠ করেন। তিনি যখন বৌষট্ উচ্চারণ করেন তখন অধ্বর্যু শুক্রগ্রহের এবং প্রতিপ্রস্থাতা মন্থী-গ্রহের সোম ইন্দ্রের উদ্দেশে আহুতি দেন। আহুতির পরে বলতে হয় 'নিরস্তঃ শণ্ডো নিরস্তো মর্কঃ' (শণ্ড ও মর্ককে বিতাড়িত করা হল)। এই সময়ে চমসাধ্বর্যুরা চমসের সোম আহুতি দেন। স্বিষ্টকৃতের জন্য আবার বৌষট্ (অনুবষট্কার) বলা হলে হোতা, ব্রহ্মা, উদ্গাতা ও যজমানের চমসের চমসধ্বর্যুরা আবার অগ্নি স্বিষ্টকৃতের উদ্দেশে আহুতি দেন এবং নিজ নিজ চমস নিয়ে সদোমণ্ডপে চলে যান। অপর পাঁচ চমসাধ্বর্যু (মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা, আগ্নীধ্র) প্রথম বষট্কারের সময়ে আহুতি দিয়ে হবির্ধানমণ্ডপে চলে গিয়েছিলেন। এখন তাঁরা আবার তাঁদের চমসে সোম ভরে নিয়ে আহবনীয়ে আহুতিদানের জন্য ফিরে আসেন। মৈত্রাবরুণ-চমসের চমসাধ্বর্যু তাঁর চমসটি এনে অধ্বর্যুর হাতে দেন। আশ্রাবণ প্রভৃতির পরে প্রৈষ পেয়ে মৈত্রাবরুণ যাজ্যা পাঠ করেন এবং অধ্বর্যু সেই চমসের সোমরস দেবতা মিত্র-বরুণের উদ্দেশে আহুতি দেন। অন্য চারটি চমসের সোমও আহুতি দেওয়া হয় এইভাবেই অর্থাৎ চমসাধ্বর্যুরা নয়, সেই সেই ঋত্বিক্ যাজ্যা পাঠ করার পরে। সেগুলির ক্ষেত্রে দেবতা যথাক্রমে ইন্দ্র, মরুত্গণ, ত্বষ্টা এবং অগ্নি। অনুবষট্কারের পরে আবার এই পাঁচ চমসের সোম আহুতি দেওয়া হয়। দেবতা সে-ক্ষেত্রে অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ। চমসগুলি আহুতি দেওয়া হয়ে গেলে সেগুলি সদোমণ্ডপে নিয়ে এসে চমসস্থ সোমপান করতে হয়। পান করেন যিনি অভিষব ও হোম দুইই করেছেন, যিনি বষট্কার উচ্চারণ করেছেন এবং যাঁর নামে চমস তিনি। পানের পরে মার্জালীয় ধিষ্ণ্যে গিয়ে পাত্রগুলি ধুয়ে নিতে হয়। তার পরে আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যে গিয়ে পশুযাগ ও পুরোডাশযাগের আহুতি-অবশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করতে হয়। এ-বার স্থগিত রাখা অচ্ছাবাকের চমসে সোমরস নিয়ে চমসাধ্বর্যু তা অধ্বর্যুর হাতে দেন। তিনি তা আশ্রাবণ প্রভৃতির পরে আহুতি দিয়ে অচ্ছাবাকের সঙ্গে ঐ চমসের সোমপান করেন। সর্বত্রই সোমপানের সময়ে সহপানকারীদের (সভক্ষ) কাছ থেকে অনুমতি (উপহব) নিতে হয়।

এর পর *ঋতুগ্রহের* অনুষ্ঠান। দুটি গ্রহপাত্র নিয়ে মোট বারো বার আহুতি দেওয়া হয়। একটি গ্রহপাত্র নেন অধ্বর্যু এবং অপরটি প্রতিপ্রস্থাতা। দুটি গ্রহেরই উপর দিকে দু-পাশে একটি করে নালি থাকে। একজন যখন আহুতি দিতে যান তখন অপর জন গ্রহে সোম নিয়ে হবির্ধানমণ্ডপের পূর্বদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকেন। একজন আশ্রাবণ প্রভৃতির পরে আহুতি দিয়ে যখন ফিরে আসেন তখন অপর জন আবার আশ্রাবণ ইত্যাদি হলে আহুতি দিতে যান। এইভাবে

দু-জনে ছ-বার করে মোট বারো বার আহুতি দেন। শেষ দু-বারে অবশ্য দু-জনে একই সময়ে আহুতি দিয়ে থাকেন। প্রত্যেক আহুতির দুটি করে দেবতা— ইন্দ্র, মধু; মরুত্‌গণ, মাধব; ত্বষ্টা, শুক্র; অগ্নি, শুচি; ইন্দ্র, নভঃ; মিত্র-বরুণ, নভস্য; দ্রবিণোদা, ইষ; দ্রবিণোদা, উর্জ; দ্রবিণোদা, সহঃ; দ্রবিণোদা, সহস্য; অশ্বিদ্বয়, তপঃ; অগ্নি গৃহপতি, তপস্য। যাজ্যা পাঠ করেন কখনও হোতা, কখনও অন্য ঋত্বিক্। আহুতি শেষ হয়ে গেলে দু-জন পরস্পরের গ্রহপাত্রে অবশিষ্ট কিছুটা সোম ঢেলে দেন। অধ্বর্যু তাঁর ঐ ঋতুগ্রহের পাত্রটিতেই ঐন্দ্রাগ্নগ্রহের জন্য সোমরস ভরে নিয়ে হবির্ধানমণ্ডপের খরে রেখে দেন। এর পর ঋতুগ্রহের অবশিষ্ট সোম পান করা হয়।

[ক] ঋতুগ্রহের সোমরস পান করা শেষ হলে হোতা শস্ত্রপাঠ করেন। আগে বহিষ্‌পবমান স্তোত্র গাওয়া হয়েছে। এখন তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'আজ্য' নামে শস্ত্র পাঠ করা হয়। নিয়ম হচ্ছে সামবেদী ঋত্বিকেরা আগে 'স্তোত্র' গান করেন, তার পর ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক্‌কে শস্ত্রপাঠ করতে হয়। শস্ত্রে থাকে এক বা একাধিক সূক্ত এবং অন্যান্য সূক্তের কিছু বিশিষ্ট মন্ত্র। এছাড়া কোন সূক্তের একটিমাত্র বিচ্ছিন্ন মন্ত্রও সেখানে থাকতে পারে। এই মন্ত্রকে 'ধায্যা' বলে। এই সূক্ত ও মন্ত্রগুলি গাওয়া হয় না, কেবল পাঠই করা হয়। শস্ত্র সাধারণত শুরু হয় সামবেদীয় ঋত্বিকেরা যে দুটি বা তিনটি (তৃচ) মন্ত্রে গান গেয়েছেন সেই দুটি বা তিনটি মন্ত্রেই। স্তোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে এই দুই-তিন মন্ত্রকে বলা হয় 'স্তোত্রিয়'। এর পর শস্ত্রে এই স্তোত্রিয়ের সঙ্গে দেবতা, ছন্দ ও প্রারম্ভিক শব্দের দিক্ থেকে মিল আছে এমন দু-তিনটি মন্ত্র পাঠ করতে হয়। সেই দুই-তিন মন্ত্রকে বলে 'অনুরূপ'। শস্ত্রের শেষে যদি কোন সূক্তের একটি বিচ্ছিন্ন মন্ত্র পাঠ করা হয় তা হলে সেই মন্ত্রকে বলা হয় 'পরিধানীয়া'। যে সূক্তে নিবিদ্ বসিয়ে পাঠ করা হয় তার নাম নিবিদ্ধান। ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক্ যখন শস্ত্রপাঠ করেন তখন অধ্বর্যু বা প্রতিপ্রস্থাতা তাঁকে মাঝে মাঝে উৎসাহদানের জন্য 'ওথা মোদ ইব', 'ওম্' অথবা এই ধরনের কিছু বলেন। এই উৎসাহদায়ক উক্তিকে বলা হয় 'প্রতিগর'। আজ্যশস্ত্র শেষ হলে আশ্রাবণ ইত্যাদির পর ইন্দ্র-অগ্নির উদ্দেশে *ঐন্দ্রাগ্ন গ্রহের* সোম আহুতি দেওয়া হয়। সেই সাথে দেওয়া হয় চমসগুলিকে কাঁপিয়ে (নারাশংস) সোমরসের কিছু কিছু বিন্দু। চমসের ক্ষেত্রে আহুতির দেবতা উম পিতৃগণ।

[খ] আবার স্তোত্র, শস্ত্র এবং গ্রহের আহুতি। স্তোত্রের নাম এ-বার আজ্যস্তোত্র, শস্ত্রের নাম প্রউগশস্ত্র, গ্রহের নাম *বৈশ্বদেব গ্রহ*। শস্ত্র পাঠ করেন হোতাই। গ্রহের আহুতির সময়ে নারাশংস চমসপুঞ্জের আহুতিও হয়। গ্রহের দেবতা বিশ্বেদেবাঃ, চমসগুলির উম পিতৃগণ। সোমরস নেওয়া এবং আহুতি দেওয়া হয় শুক্রগ্রহের পাত্রেই।

[গ] এর পর আবার স্তোত্র, শস্ত্র ও গ্রহ-চমসের আহুতি। স্তোত্রের নাম সে-ই আজ্যস্তোত্র, শস্ত্রের নাম মৈত্রাবরুণশস্ত্র, গ্রহের নাম *উক্‌থ্য-গ্রহ*। শস্ত্র পাঠ করেন মৈত্রাবরুণ। গ্রহের ও চমসগুলির দেবতা মিত্র-বরুণ। উক্‌থ্যস্থালী নামে একটি স্থালী থেকে ১/৩ অংশ সোম গ্রহপাত্রে নিয়ে তা আহুতি দেওয়া হয়। আহুতি দেন অধ্বর্যু।

[ঘ] আবার এই একই পদ্ধতিতে গ্রহের ও চমসের আহুতি। স্তোত্র ও গ্রহের নামও সেই একই। শস্ত্রপাঠ করেন কিন্তু এ-বার ব্রাহ্মণাচ্ছংসী এবং গ্রহের দেবতা মিত্র-বরুণ। আহুতি দেন প্রতিপ্রস্থাতা।

[ঙ] এ-বারও ঐ একই পদ্ধতিতে স্তোত্র, শস্ত্র ও গ্রহ-চমসের আহুতি হয়। স্তোত্র ও গ্রহের নাম সেই একই। শস্ত্র পড়েন অচ্ছাবাক এবং গ্রহের আহুতি হয় ইন্দ্র-অগ্নির উদ্দেশে। আহুতি দেন প্রতিপ্রস্থাতা। এই উক্‌থ্যগ্রহের অনুষ্ঠান শেষ হলে প্রাতঃসবনেরও সমাপ্তি ঘটে। 'সবনসংস্থা' নামে আহুতি দিয়ে ঋত্বিকেরা প্রস্থান করেন।

এ-বার *মাধ্যন্দিন সবন*। প্রথমে যজমান আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যের নিকটে 'লোকদ্বার' নামে সাম গান করেন এবং ঐ ধিষ্ণ্যের অগ্নিতে হোম করেন। এর পর এই সবনের জন্য আবার অভিষব করা হয়। সোমলতাকে যে বস্ত্রে ঢেকে রাখা হয় তা গ্রাবস্তুত্‌কে এই সময়ে দেওয়া হয়। অভিষব শেষ হলে নির্বাপ প্রভৃতি করে প্রাতঃসবনের মতোই সোমরস ছাঁকা হয়। পতন্ত ধারা থেকে শুক্র, মন্থী, আগ্রয়ণ, তিন উক্‌থ্য ও দুই মরুত্বতীয় গ্রহ সোমরসে পূর্ণ করে

নিতে হয়। প্রাতঃসবনের মতো এই সবনেও আবার প্রসর্পণ করতে হয়। কিন্তু এ-বার আর বেদির বাইরে নয়, সদোমণ্ডপে যেতে হয় পবমান-স্তোত্রের জন্য। স্তোত্র শেষ হলে দধিঘর্মযাগ ও হবির্ভক্ষণ এবং তার পর *সবনীয় হবির্যাগ*। এই যাগের ইড়াভক্ষণ পর্যন্ত সব-কিছু করা হলে চমসগুলিতে (১০টি চমসেই) সোমরস ভরে নেওয়া হয় ('উন্নয়ন')। এর পর হয় প্রাতঃসবনের মতো *শুক্র* ও *মন্থী* নামে গ্রহের অনুষ্ঠান। সঙ্গে দশটি চমসের সোমও আহুতি দেওয়া হয়। সেই অনুষ্ঠান শেষ হলে সোমপান ও সবনীয় হবির্যাগের ইড়াভক্ষণ করতে হয়। ইড়াভক্ষণের পর ঋত্বিক্‌দের দক্ষিণা দিতে হয়। একজন প্রধান দলনেতা যা পান তার ১/২ অংশ পান দলের দ্বিতীয় জন, ১/৩ অংশে তৃতীয় জন, ১/৪ অংশ চতুর্থ জন। দক্ষিণার দ্রব্য গো, অশ্ব, অশ্বতর, মেষ, ছাগ, গর্দভ। সামর্থ্য থাকলে হাতী, সোনা ইত্যাদিও দেওয়া যেতে পারে। দক্ষিণাগুলি নেওয়ার পরে উত্তর দিকে সেগুলি পাঠিয়ে দিতে হয়। এই সময়ে অত্রিগোত্রের কোন ব্রাহ্মণকে এবং চমসাধ্বর্যুদেরও কিছু দক্ষিণা দিতে হয়।

দক্ষিণা দেওয়া হয়ে গেলে দীক্ষার সময়ে যে কৃষ্ণবিষাণ নেওয়া হয়েছিল তা চাত্বালে ফেলে দিতে হয়। এ-বার অধ্বর্যু আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যে 'বৈশ্বকর্মণ' নামে পাঁচটি হোম করেন। এর পর অধ্বর্যু একটি মরুত্বতীয় গ্রহে এবং প্রতিপ্রস্থাতা অপর একটি মরুত্বতীয় গ্রহে সোমরস নিয়ে তা আহুতি দেন। এই দুই মরুত্বতীয়ে কোন শস্ত্রপাঠ করতে হয় না। [ক] অধ্বর্যু তাঁর নিজের গ্রহপাত্রে আবার সোমরস নিয়ে শস্ত্রপাঠের শেষে ইন্দ্র মরুত্বানের উদ্দেশে আহুতি দেন। এই সময়ে নরাশংস নামে চমসগুলিও আহুতি দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট শস্ত্রের নাম *মরুত্বতীয়* শস্ত্র। [খ] পরে শুক্রগ্রহের পাত্রেই আবার সোম নিয়ে স্তোত্র-শস্ত্রের শেষে মহেন্দ্রের উদ্দেশে *মাহেন্দ্র* গ্রহ ও ঊর্ব পিতৃগণের উদ্দেশে নারাশংসের সোম আহুতি দেন। স্তোত্রের নাম প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্র, শস্ত্রেব নাম নিষ্কেবল্য শস্ত্র। এই সময়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্যের উদ্দেশে তিনটি *অতিগ্রাহ্য* নামে গ্রহের সোমও আহুতি দেওয়া হয়। আহুতি দেন যথাক্রমে প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা এবং উন্নেতা। [গ-ঙ] এর পর প্রাতঃসবনের মতোই তিনবার *উক্থ্যগ্রহের* আহুতি হয়ে থাকে। সবন শেষ হলে 'সবনসংস্থাহুতি' করে ঋত্বিকেরা প্রস্থান করেন।

মাধ্যন্দিন সবন শেষ হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পরেই *তৃতীয় সবনের* অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে উত্তরবেদির নিকটে যজমান লোকদ্বার সাম গান করেন এবং ঐ অগ্নিতে আহুতি দেন। এর পর প্রাতঃসবনে তিনটি যুগ্মদেবতার গ্রহের আহুতির পরে আদিত্যস্থালীতে যে সম্পাত রাখা হয়েছিল তা *আদিত্যগ্রহ* নামে পাত্রে নিয়ে সেই সোমরসে দুধ বা দই মিশিয়ে ঐ সোম আশ্রাবণ ইত্যাদির পরে আদিত্যগণের উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়।

এর পর হয় *মহাভিষব*। সোমলতা থেকে রস নিষ্কাশন করে সেই সোমরসে দই মিশিয়ে পূতভৃত্ নামে কলশে তা ঢেলে দেওয়া হয়। সেই রস ছেঁকে আগ্রয়ণগ্রহ নামে গ্রহপাত্রে নিয়ে পাত্রটি খরে রেখে দিতে হয়। তার পর আর্ভবপবমান-স্তোত্রের জন্য যজমানসমেত পাঁচ ঋত্বিক্ সদোমণ্ডপে প্রসর্পণ করেন। স্তোত্র শেষ হলে ধিষ্ণ্যগুলিকে প্রজ্বলিত করে (করেন আগ্নীধ্র) *পশুযাগের* প্রধানযাগ থেকে ইড়াভক্ষণ পর্যন্ত সব-কিছু কর্ম সম্পন্ন হওয়ার পর *সবনীয় হবির্যাগগুলির* অনুষ্ঠান করা হয়। এর পর হয় চমসের আহুতি। হোতা যাজ্যাপাঠ করলে অধ্বর্যু নিজে হোতৃচমসের সোম এবং চমসাধ্বর্যুরা নিজ নিজ চমসের সোম আহুতি দেন। অনুবষট্কার করা হলে অধ্বর্যু হোতৃচমসের অবশিষ্ট সোম এবং সংশ্লিষ্ট চমসাধ্বর্যুরা ব্রহ্মা, উদ্গাতা ও যজমানের চমসের সোম আবার আহুতি দেন। মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা, অচ্ছাবাক ও আগ্নীধ্রের চমসাধ্বর্যুরা নিজ নিজ চমসে সোম ভরে নিয়ে আবার ফিরে এলে আশ্রাবণ ইত্যাদির পরে অধ্বর্যু নিজে সেই সেই চমসের সোম আহুতি দেন। যাজ্যা পাঠ করেন সংশ্লিষ্ট হোত্রকেরা। পরে সবনীয় হবির্যাগের আহুতি-অবশিষ্ট যে পুরোডাশ তা থেকে কিছু অংশ নিয়ে চমসীরা নিজ নিজ চমসে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের উদ্দেশে রেখে ঐ পিতৃপুরুষদের উপস্থান করেন।

প্রাতঃসবনে যে পাত্রে সোম নিয়ে অন্তর্যামগ্রহ আহুতি দেওয়া হয়েছিল এখন সেই পাত্রের সাহায্যে আগ্রয়ণ পাত্র থেকে *সাবিত্রগ্রহের* জন্য সোমরস নিয়ে আশ্রাবণ প্রভৃতির পরে সবিতার উদ্দেশে তা আহুতি দেওয়া হয়। [ক] ঐ পাত্রেই আবার পূতভৃৎ থেকে *বৈশ্বদেব গ্রহের* জন্য সোম নিয়ে আশ্রাবণ প্রভৃতির পরে শস্ত্রপাঠের শেষে তা বিশ্বেদেবাঃ-র উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়। সঙ্গে থাকে নারাশংস চমসেরও আহুতি। এই গ্রহের আহুতির পরে সোমদেবতার উদ্দেশে একটি চরুযাগ হয়। এই যাগকে 'সৌম্য চরুযাগ' বলা হয়ে থাকে। এই যাগের পরে উপাংশুগ্রহের পাত্রে আগ্রয়ণস্থালী থেকে সোমরস নিয়ে আশ্রাবণ প্রভৃতির পরে অগ্নি পত্নীবানের উদ্দেশে তা আহুতি দেওয়া হয়। এই গ্রহের নাম *পাত্নীবতগ্রহ*। [খ] এর পর আধবনীয় পাত্রের সমস্ত সোমরস পূতভৃতে এবং চমসগুলিতেও সোম নেওয়া হলে অগ্নিষ্টোম (নামান্তর যজ্ঞাযজ্ঞিয়) স্তোত্র গাওয়া হয়। ঐ সময়ে সকলে তাঁদের মাথা ঢেকে রাখেন। স্তোত্র শেষ হলে হয় আগ্নিমারুত শস্ত্রের পাঠ। প্রাতঃসবনে মহাভিষবের সময়ে পতন্ত ধারা থেকে সবশেষে *ধ্রুবগ্রহে* সোমরস নেওয়া হয়েছিল। *ধ্রুবগ্রহের* সেই সোম এখন প্রতিপ্রস্থাতা হোতৃচমসে ঢেলে দিলে অধ্বর্যু চমসের সেই সোম বৈশ্বানর অগ্নি ও মরুত্গণের উদ্দেশে আহুতি দেন। সঙ্গে অন্যান্য চমসের সোমও আহুতি দেওয়া হয়। এর পর সবনীয় পশুযাগের পরিধি-নিক্ষেপ পর্যন্ত অবশিষ্ট অংশগুলির অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

এ-বার উন্নেতা আগ্রয়ণপাত্রের সমস্ত সোমরস *দ্রোণকলশে* ঢেলে নিয়ে তার মধ্যে ভাজা যব ইত্যাদি মিশিয়ে কলশটি মাথায় তুলে আশ্রাবণ ইত্যাদির পরে কলশের ঐ মিশ্রিত সোম আহুতি দেন। এই সোমকে বলা হয় *হারিযোজন গ্রহ*। হুতাবশেষ ভক্ষণ করার সময়ে চমসী ঋত্বিকেরা চমসের সোম পান না করে আঘ্রাণ করেন মাত্র। এর পর তাঁরা আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যে গিয়ে দধিদ্রপ্স (দই-এর ফোঁটা বা সামান্য অংশ) খান। তানূনপত্রের সময়ে যে শপথ গ্রহণ করা হয়েছিল তা এখন ত্যাগ করা হয়।

এর পর সবনীয় হবির্যাগের পত্নীসংযাজ, সমিষ্টযজুঃ ইত্যাদি অবশিষ্ট সকল অঙ্গের অনুষ্ঠান করে একাধিক প্রায়শ্চিত্তহোম এবং সবনসমাপ্তিহোম সেরে যজ্ঞভূমি থেকে *প্রস্থান* করতে হয়। যজমান যথারীতি বিষ্ণুক্রম-প্রক্রমণ করেন।

সবনের অনুষ্ঠান শেষ হল, কিন্তু সোমযাগ এখনও শেষ হয় নি। *অবভৃথ-ইষ্টির* অনুষ্ঠান করার জন্য ঋত্বিকেরা কোন জলাশয়ে চলে যান। যাওয়ার সময়ে মন্ত্র জপ করতে ও সামগান গাইতে হয়। এই ইষ্টিতে দুই আজ্যভাগের দেবতা অগ্নি ও বরুণ। এখানে প্রযাজে বর্হির্দেবতাকে বাদ দেওয়া হয়। অনুযাজের সংখ্যা দুটি এবং প্রধানযাগের দেবতা বরুণ ও দ্রব্য এক-কপালের পুরোডাশ। সকল আহুতি জলেই দেওয়া হয়। সোমসম্পর্কিত সকল পাত্র, কৃষ্ণাজিন ইত্যাদি জলে ফেলে দিতে হয়। সকলের স্নানের আগে যজমান তাঁদের মাথায় জল ছিটিয়ে দেন, তার পরে সকলে স্নান করেন। স্নান শেষ হলে উন্নেতা যজমানকে ও অন্য ঋত্বিক্‌দের জল থেকে টেনে তোলেন। স্নান থেকে উঠে যজমান ও পত্নীকে নূতন নিশ্ছিদ্র বস্ত্র ('অহত') পরিধান করতে হয়।

দেবযজনে ফিরে এসে ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ে *উদয়নীয়া* ইষ্টির অনুষ্ঠান করতে হয়। প্রায়ণীয়া ইষ্টির যাজ্যাটি হয় এখানে অনুবাক্যা এবং অনুবাক্যাটি যাজ্যা। দেবতা ও দ্রব্য প্রায়ণীয়ার মতোই। যে পাত্রে সেখানে চরু পাক করা হয়েছিল তা না ধুয়েই সেই পাত্রেই এখানে চরু পাক করতে হয়। এই ইষ্টির পরে হয় 'অনুবন্ধ্যপশুযাগ'। বন্ধ্যা গাভী অথবা ছাগা এখানে আহুতির দ্রব্য এবং দেবতা মিত্র-বরুণ। যাগটি ইড়ায় শেষ করা যেতে পারে। তার পরে হবে *দেবিকাহবিঃ*। এই হবির্যাগে ধাতা, অনুমতি, রাকা, সিনীবালী ও কুহূ দেবতার উদ্দেশে আজ্য আহুতি দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান হয় ইষ্টিযাগের মতোই।

এ-বার মূল গার্হপত্যকুণ্ডের যে মূল গার্হপত্য অগ্নি তা দুই অরণিতে সমারোপণ করে গৃহে ফিরে এসে মন্থন

করে মন্থনসৃষ্ট অগ্নিকে তিন কুণ্ডে বিহরণ অর্থাৎ স্থাপন করে *উদবসানীয়া* নামে একটি ইষ্টির অনুষ্ঠান করতে হয়। এই ইষ্টিতে দ্রব্য আট কপালের পুরোডাশ এবং দেবতা অগ্নি। বিকল্পে যাগ নয়, বিষ্ণুর উদ্দেশে একটি হোম করতে হয়। সন্ধ্যায় আবার শুরু হয় সেই প্রাত্যহিক অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান।

এতক্ষণ আমরা অগ্নিষ্টোমের বিবরণ শুনলাম। যদি উক্‌থ্য নামে সোমযাগের অনুষ্ঠান করা হয় তাহলে অগ্নি ছাড়াও ইন্দ্র-অগ্নির উদ্দেশেও একটি পশু আহুতি দিতে হয়। তৃতীয়সবনে অগ্নি-মরুত্‌ দেবতাদের উদ্দেশে গ্রহ আহুতি দেওয়ার পরে প্রথম দুই সবনের মতোই আরও তিনটি উক্‌থ্যগ্রহের অনুষ্ঠান হয়। প্রত্যেকবার আহুতির আগে স্তোত্রগান ও শস্ত্রপাঠ হয়। প্রত্যেকবারেই গ্রহের পরে চমসের সোমও আহুতি দেওয়া হয়। তিন গ্রহের দেবতা যথাক্রমে ইন্দ্র-বরুণ, ইন্দ্র-বৃহস্পতি, ইন্দ্র-বিষ্ণু। শস্ত্রগুলি পাঠ করেন যথাক্রমে মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক। সংক্ষেপে অগ্নিষ্টোম + তিন স্তোত্র-শস্ত্র-গ্রহ = উক্‌থ্য।

ষোড়শী যাগে সবনীয় পশু তিনটি। অগ্নি, ইন্দ্র-অগ্নি ও ইন্দ্রের উদ্দেশে একটি করে পশু আহুতি দেওয়া হয়। তৃতীয় পশুটি ছাগ নয়, মেষ। তৃতীয়সবনে উক্‌থ্যের মতো সব-কিছু অনুষ্ঠান হয়ে গেলে আরও একবার স্তোত্র, শস্ত্র ও গ্রহের আহুতি হয়ে থাকে। সঙ্গে চমসের সোমও আহুতি দেওয়া হয়। স্তোত্র আরম্ভ হয় সূর্যের অর্ধাস্তকালে। সংক্ষেপে উক্‌থ্য + স্তোত্র... = ষোড়শী। গ্রহের দেবতা ইন্দ্র।

অতিরাত্রে ষোড়শীর মতো সব-কিছু হওয়ার পরে সারা রাত্রি ধরেও অনুষ্ঠান চলে। যাগ শেষ হয় পরদিন সকালে। দিনের মতো রাত্রিতেও তিনবার অধিবেশন বসে। রাত্রিকালীন প্রত্যেক অধিবেশনের নাম 'রাত্রিপর্যায়'। প্রত্যেকটি রাত্রিপর্যায়ে থাকে চারটি করে স্তোত্র, শস্ত্র ও চমসপুঞ্জ। শস্ত্রপাঠ করেন যথাক্রমে হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক। স্তোত্রশস্ত্র থাকলেও কোন গ্রহের আহুতি এখানে হয় না। প্রথম দুই চমসপুঞ্জ আহুতি দেন অধ্বর্যু এবং শেষ দুটি চমসপুঞ্জ প্রতিপ্রস্থাতা। সবনীয় পশুযাগে অগ্নি, ইন্দ্র-অগ্নি, ইন্দ্র এবং সরস্বতীর উদ্দেশে একটি করে পশু আহুতি দেওয়া হয়। চতুর্থ দেবতার পশুটি হচ্ছে স্ত্রী মেষ। তিনটি রাত্রিপর্যায় শেষ হলে পরদিন সকালে সন্ধিস্তোত্র এবং তার পর আশ্বিন শস্ত্র। শস্ত্রটি শেষ করতে হয় সূর্যোদয়ের পরেই। তার আগেই শস্ত্রের পাঠ্য মন্ত্র শেষ হয়ে গেলে যে-কোন মন্ত্র পাঠ করে চলবেন। সূর্যোদয়ের ঠিক পরেই শস্ত্রের অন্তিম মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে। আশ্রাবণ ইত্যাদি হয়ে গেলে অধ্বর্যু হোতৃচমস এবং অন্যেরা নিজ নিজ চমস অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে আহুতি দেন। এই সময়ে প্রতিপ্রস্থাতা দুই-কপালের একটি পুরোডাশ অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে নিঃশেষে আহুতি দেন। সংক্ষেপে ষোড়শী + তিন রাত্রিপর্যায় + সন্ধিস্তোত্র... = অতিরাত্র।

অত্যগ্নিষ্টোমে অনুষ্ঠান হয় অগ্নিষ্টোমের মতোই, কেবল তৃতীয় সবনে অতিরিক্ত একটি ষোড়শী স্তোত্র, শস্ত্র ও ষোড়শী গ্রহ থাকে। বাজপেয়ের অনুষ্ঠান ষোড়শীরই মতো, কেবল সেখানে অতিরিক্ত একটি স্তোত্র, শস্ত্র ও চমসপুঞ্জের আহুতিদান বর্তমান। এই বাজপেয় আবার তিন প্রকারের— সংস্থা বাজপেয়, আপ্তো বাজপেয়, ক্রতু বাজপেয়। বাজপেয়ে সতের দিন দীক্ষণীয়া এবং তিন দিন উপসদ্‌ ইষ্টি হয়। সবনীয় পশু মোট সতেরটি। যূপের পরিমাণ সতের অরত্নি (৭ × ২৪ আঃ)। প্রজাপতির উদ্দেশে সোমগ্রহ ও সুরাগ্রহ (বা পয়োগ্রহ) আহুতি দেওয়া হয়। সতের শরা চাল দিয়ে চরু প্রস্তুত করে একটি আহুতি দিতে হয়। অপ্তোর্যামে অতিরাত্রের মতো সব-কিছু অনুষ্ঠান করে শেষে অতিরিক্ত চারটি স্তোত্র, চারটি শস্ত্র ও চারবার চমসপুঞ্জের আহুতি দান হয়ে থাকে। প্রথম দু-বার আহুতি দেন অধ্বর্যু, শেষ দু-বার প্রতিপ্রস্থাতা। এ-বার জ্যোতিষ্টোম নামে সোমযাগের বিভিন্ন সংস্থার স্তোত্র, শস্ত্র ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা এখানে দেওয়া হচ্ছে—

প্রাতঃসবন

স্তোত্র	শস্ত্র	শস্ত্রকর্তা	গ্রহ
বহিষ্পবমান (ত্রি)[1]	আজ্য	হোতা	ঐন্দ্রাগ্ন
আজ্য (প)	প্রউগ[2]	”	বৈশ্বদেব
”	মৈত্রাবরুণ	মৈত্রাবরুণ	১/৩ উক্থ্য
”	ব্রাহ্মণাচ্ছংসী	ব্রাহ্মণাচ্ছংসী	”
”	অচ্ছাবাক	অচ্ছাবাক	”

মাধ্যন্দিন সবন

স্তোত্র	শস্ত্র	শস্ত্রকর্তা	গ্রহ
মাধ্যন্দিন পবমান (প)	মরুত্বতীয়	হোতা	মরুত্বতীয়
পৃষ্ঠ (স)	নিষ্কেবল্য	”	মাহেন্দ্র
”	মৈত্রাবরুণ	মৈত্রাবরুণ	১/৩ উক্থ্য
”	ব্রাহ্মণাচ্ছংসী	ব্রাহ্মণাচ্ছংসী	”
”	অচ্ছাবাক	অচ্ছাবাক	”

তৃতীয় সবন

স্তোত্র	শস্ত্র	শস্ত্রকর্তা	গ্রহ
আর্ভব পবমান (স)	বৈশ্বদেব	হোতা	বৈশ্বদেব
অগ্নিষ্টোম (এ) বা যজ্ঞাযজ্ঞিয়	আগ্নিমারুত	”	ধ্রুব
উক্থ্য (এ)	মৈত্রাবরুণ	মৈত্রাবরুণ	১/৩ উক্থ্য
”	ব্রাহ্মণাচ্ছংসী	ব্রাহ্মণাচ্ছংসী	”
”	অচ্ছাবাক	অচ্ছাবাক	”
ষোড়শী (এ)	ষোড়শী	হোতা	ষোড়শী

রাত্রিপর্যায় (১)

স্তোত্র	শস্ত্র	শস্ত্রকর্তা	গ্রহ
রাত্রিস্তোত্র (প)	রাত্রিশস্ত্র	হোতা	চমসগুচ্ছ
”	”	মৈত্রাবরুণ	”
”	”	ব্রাহ্মণাচ্ছংসী	”
”	”	অচ্ছাবাক	”

---

(১) বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত সংকেতগুলি সংশ্লিষ্ট স্তোত্রের বিশেষ স্তোম সূচিত করেছে। ত্রি = ত্রিবৃৎ। প = পঞ্চদশ। স = সপ্তদশ। এ = একবিংশ।

(২) এই শস্ত্রে সাধারণত সাতটি তৃচ অর্থাৎ একুশটি মন্ত্র পাঠ করা হয়। তৃচগুলির দেবতা বায়ু, ইন্দ্র-বায়ু, মিত্র-বরুণ, অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্র, বিশ্বেদেবাঃ, সরস্বতী।

রাত্রিপর্যায় (২)

[প্রথম রাত্রিপর্যায়ের মতোই]

রাত্রিপর্যায় (৩)

[প্রথম রাত্রিপর্যায়ের মতোই]

* সন্ধিস্তোত্র	(ত্রি)	আশ্বিন	হোতা	চমসপুঞ্জ
* অপ্তোর্যাম	(ত্রি)	অপ্তোর্যাম	হোতা	,,
,,	(প)	,,	মৈত্রাবরুণ	,,
,,	(স)	,,	ব্রাহ্মণাচ্ছংসী	,,
,,	(এ)	,,	অচ্ছাবাক	,,

এখানে তালিকায় যদিও একটি রাত্রিপর্যায়েরই বিস্তৃত উল্লেখ করা হয়েছে, অনুষ্ঠান হবে কিন্তু এই একই পদ্ধতিতে আরও দু-বার। সন্ধিস্তোত্র ও চার অপ্তোর্যামস্তোত্র এবং সেগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্ম তৃতীয় রাত্রিপর্যায় শেষ হলে তবেই অনুষ্ঠিত হয়। অগ্নিষ্টোমে প্রথম বারোটি, উক্‌থ্যে প্রথম পনেরটি, ষোড়শীতে প্রথম ষোলটি, অতিরাত্রে সন্ধিস্তোত্র পর্যন্ত সব-কিছু এবং অপ্তোর্যামে এই তালিকার শেষ পর্যন্ত যা যা বলা হয়েছে তা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

স্তোম ও বিষ্টুতি। সোমযাগে উদ্‌গাতাদের গান গাইতে হয়। তাঁরা গান গেয়ে থাকেন সাধারণত সদোমণ্ডপের মধ্যে ডান দিকে মাটিতে পুঁতে-রাখা বস্ত্রবেষ্টিত উদুম্বরের ডালের সামনে। সেই ডালের কাছে উদ্‌গাতা উত্তরমুখ হয়ে বসেন। তাঁর ডান দিকে প্রস্তোতাকে পশ্চিমমুখ এবং বাঁ দিকে প্রতিহর্তাকে পূর্বমুখ হয়ে বসতে হয়। স্তোত্রে সাধারণত তিনটি মন্ত্রকে বারে বারে গাইতে হয়। বারে বারে গাইবার পর মন্ত্রের মোট যে সংখ্যা দাঁড়ায় তাকে বলে 'স্তোম'। কোন্ স্তোত্রে মন্ত্রগুলিকে কতবার আবৃত্তি করতে হবে তার সংখ্যা স্থির করা থাকে। ত্রিবৃত্ (৯), পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ, চতুর্বিংশতি, ত্রিণব (২৭), ত্রয়স্ত্রিংশ, চতুশ্চত্বারিংশ এবং অষ্টাচত্বারিংশ এই মোট নয় রকমের স্তোম আছে। গাইবার সময়ে তিন দফায় (পর্যায়) মন্ত্রগুলিকে আবৃত্তি করতে হয়। কোন্ দফায় কোন্ মন্ত্রকে কতবার আবৃত্তি করতে হয় তাও যজ্ঞগ্রন্থে নির্দিষ্ট করা আছে। যেমন ধরা যাক কোন স্তোত্রে পঞ্চদশ স্তোম করতে হবে। সে-ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে প্রথম মন্ত্রকে তিনবার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রকে একবার করে আবৃত্তি করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্রকে একবার করে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রকে তিনবার করে আবৃত্তি করা হবে। তৃতীয় পর্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রটিকে একবার করে এবং তৃতীয় মন্ত্রকে তিনবার করে আবৃত্তি করতে হবে। তাহলে মূল মন্ত্র তিনটি হলেও ৩ + ১ + ১; ১ + ৩ + ১; ১ + ১ + ৩— এইভাবে সেগুলি মোট পনেরটি মন্ত্রে পরিণত হয়। অন্য উপায়েও মোট সংখ্যা পনের করা চলে। প্রত্যেক স্তোমে পৌছবার জন্য যতগুলি উপায় বিহিত বা প্রচলিত আছে সেগুলিকে 'বিষ্টুতি' বলে। গাইবার সময়ে যাতে মন্ত্রের সংখ্যা গণনা করতে কোন ভুল না হয়ে যায় সেই উদ্দেশে প্রত্যেক আবৃত্তির আরম্ভেই প্রস্তোতা মাটির উপরে এক-বিঘত পরিমাণ একটি কাঠি ('কুশা') রাখেন। প্রত্যেক পর্যায়েই প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্রের কাঠিগুলি আনুভূমিকভাবে (—) এবং দ্বিতীয় মন্ত্রের কাঠিগুলি লম্বভাবে (।) রাখা হয়। প্রথম মন্ত্রের কাঠিগুলির সামনে দ্বিতীয় মন্ত্রের এবং দ্বিতীয় মন্ত্রের কাঠিগুলির সামনে তৃতীয় মন্ত্রের কাঠিগুলি রাখা হয়। প্রথম পর্যায়ের কাঠিগুলির ডান দিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের কাঠিগুলির ডান দিকে তৃতীয় পর্যায়ের কাঠিগুলি রাখতে হয়। যেমন—

	প্রথম পর্যায়	দ্বিতীয় পর্যায়	তৃতীয় পর্যায়
তৃতীয় মন্ত্র	—	—	≡
দ্বিতীয় মন্ত্র	।	।।।	।
প্রথম মন্ত্র	≡	—	—

ত্রিবৃত্ স্তোমে মন্ত্র মোট ন-টিই থাকে বলে মন্ত্রের আর কোন আবৃত্তি করার প্রয়োজন হয় না। মন্ত্রগুলির বিন্যাসে ভেদ ঘটিয়ে সেখানে বিষ্টুতির ভেদ ঘটান হয়। যেমন— (ক) প্র, চ, স; দ্বি, প, অ; তৃ, ষ, ন। (খ) প্র, দ্বি, তৃ; প, ষ, চ; ন, স, অ; অথবা প্র, চ, স; প, অ, দ্বি; ন, তৃ, ষ। (গ) প্র, দ্বি, তৃ; চ, প, ষ; স, অ, ন। অন্যান্য স্তোমের ক্ষেত্রে যে যে বিষ্টুতি প্রচলিত আছে সেগুলির এখানে উল্লেখ করা হল। বিভিন্ন বিষ্টুতিকে ক, খ, গ ইত্যাদি দ্বারা এবং মন্ত্রগুলির আবৃত্তির সংখ্যাকে সংখ্যা দ্বারাই সূচিত করা হচ্ছে। প্রত্যেক পর্যায়ে তিনটি সংখ্যা যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের আবৃত্তির সংখ্যা সূচিত করছে।

পঞ্চদশ— (ক) ৩ + ১ + ১; ১ + ৩ + ১; ১ + ১ + ৩ (খ) ৩ + ১ + ১; ১ + ১ + ১; ১ + ৩ + ৩ (গ) ১ + ১ + ১; ১ + ৩ + ১; ৩ + ১ + ৩।

সপ্তদশ— (ক)— ৩ + ১ + ১; ১ + ৩ + ১; ১ + ৩ + ৩ (খ) ৩ + ১ + ১; ১ + ৩ + ১; ৩ + ১ + ৩; (গ) ৩ + ৩ + ১; ১ + ১ + ১; ১ + ৩ + ৩ (ঘ) ৩ + ১ + ৩; ১ + ১ + ১; ৩ + ১ + ৩; (ঙ) ৩ + ১ + ১; ১ + ১ + ১; ৩ + ৩ + ৩ (চ) ১ + ১ + ১; ১ + ৩ + ১; ৩ + ৩ + ৩; (ছ) ৩ + ৩ + ১; ১ + ৩ + ১; ১ + ১ + ৩।

একবিংশ— (ক) ৩ + ৩ + ১; ১ + ৩ + ৩; ৩ + ১ + ৩; (খ) ৩ + ১ + ১; ১ + ৩ + ৩; ৩ + ৩ + ৩; (গ) ৩ + ৩ + ৩; ১ + ৩ + ১; ৩ + ১ + ৩; (ঘ) ৩ + ৩ + ৩; ১ + ১ + ১; ৩ + ৩ + ৩।

চতুর্বিংশ— ৩ + ৪ + ১; ১ + ৩ + ৪; ৪ + ১ + ৩।

ত্রিণব— (ক) ৩ + ৫ + ১; ১ + ৩ + ৫; ৫ + ১ + ৩ (খ) ৩ + ৩ + ১; ১ + ৩ + ৫; ৫ + ৩ + ৩।

ত্রয়স্ত্রিংশ— (ক) ৩ + ৭ + ১; ১ + ৩ + ৭; ৭ + ১ + ৩ (খ) ৩ + ৫ + ৩; ৩ + ৩ + ৫; ৫ + ৩ + ৩ (গ) ৩ + ৫ + ১; ১ + ৩ + ৭; ৭ + ৩ + ৩ (ঘ) ৩ + ৫ + ৫; ৫ + ৩ + ৩; ৩ + ৩ + ৩; (ঙ) ৩ + ৭ + ৫; ৫ + ৩ + ৩; ৩ + ১ + ৩।

চতুশ্চত্বারিংশ— (ক) ৩ + ১১ + ১; ১ + ৩ + ১০; ১১ + ১ + ৩; (খ) ৩ + ১০ + ১; ১ + ৩ + ১১; ১১ + ১ + ৩; (গ) ৩ + ১১ + ১; ১ + ৩ + ১১; ১০ + ১ + ৩।

অষ্টাচত্বারিংশ— (ক) ৩ + ১২ + ১; ১ + ৩ + ১২; ১২ + ১ + ৩; (খ) ৩ + ১০ + ৩; ৩ + ৩ + ১০; ১০ + ৩ + ৩।

যে সোমযাগে ছয় দিন ধরে প্রত্যহ সুত্যা হয় তাকে বলে ষড়হ। এই ষড়হ তিন প্রকারের— অভিপ্লব, পৃষ্ঠ্য, অভ্যাসঙ্গ্য। এর মধ্যে *অভিপ্লবষড়হে* প্রথম দিন অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম পর্যন্ত চার দিন উকথ্য এবং ষষ্ঠ দিনে অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান হয়। প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে অর্থাৎ নিষ্কেবল্যশস্ত্রের ঠিক পূর্ববর্তী স্তোত্রে ছয় দিন যথাক্রমে রথন্তর এবং বৃহত্ এই দুই স্তোত্রের আবর্তন চলে। স্তোমের ক্ষেত্রে প্রথম দিনের স্তোমগুলি প্রকৃতিযাগের মতোই। দ্বিতীয় ও চতুর্থ দিনে প্রাতঃসবনে বহিষ্পবমানস্তোত্রে পঞ্চদশ ও আজ্যস্তোত্রগুলিতে ত্রিবৃত্, মাধ্যন্দিন সবনে সকল স্তোত্রেই সপ্তদশ এবং তৃতীয়সবনে সকল স্তোত্রেই একবিংশ স্তোম প্রয়োগ করা হয়। এই স্তোমগুলি হচ্ছে গোষ্টোম।

তৃতীয় ও পঞ্চম দিনে প্রাতঃসবনে বহিষ্পবমানে ত্রিবৃত্ ও আজ্যস্তোত্রগুলিতে পঞ্চদশ, মাধ্যন্দিনসবনে সকল স্তোত্রেই সপ্তদশ এবং তৃতীয় সবনে সকল স্তোত্রেই একবিংশ স্তোম প্রযুক্ত হয়। এই স্তোমগুলি আয়ুষ্টোম। ষষ্ঠ দিনে হয় জ্যোতিষ্টোম।

পৃষ্ঠ্যষড়হে প্রথম দিন অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে উক্‌থ্য, চতুর্থ দিনে ষোড়শী, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে আবার উক্‌থ্যের অনুষ্ঠান হয়। দেখা যাচ্ছে প্রথম ও চতুর্থ দিন ছাড়া প্রত্যহই উক্‌থ্য। মাধ্যন্দিনসবনে প্রথম পৃষ্ঠ্যস্তোত্রে ছয়দিনে যথাক্রমে রথন্তর, বৃহত্, বৈরূপ, বৈরাজ, শাক্বর ও রৈবত সাম প্রয়োগ করা হয়। স্তোমের ক্ষেত্রে সকল স্তোত্রেই ছয় দিনে যথাক্রমে ত্রিবৃত্, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ, ত্রিণব, ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম ব্যবহৃত হয়। পৃষ্ঠ্যষড়হের আরও কয়েকটি প্রকারভেদ আছে। ষড়হ ছাড়া কোন একাহযাগেও পৃষ্ঠ্যের এই ছয় সাম প্রয়োগ করা যেতে পারে। তখন সেই যাগকে 'সর্বপৃষ্ঠ' বলা হয়। সর্বপৃষ্ঠে মাধ্যন্দিন পবমানে রথন্তর, চার পৃষ্ঠস্তোত্রে যথাক্রমে বৈরূপ, বৈরাজ, শাক্বর, রৈবত এবং আর্ভবপবমানে বৃহত্ সাম প্রয়োগ করা হয়।

অভ্যাসঙ্গ্য ষড়হে প্রথম দিনে অগ্নিষ্টোম। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে উক্‌থ্য, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়। স্তোমের ক্ষেত্রে প্রথম দিন প্রথম দুই সবনে ত্রিবৃত্ এবং তৃতীয় সবনে পঞ্চদশ, দ্বিতীয় দিনে পঞ্চদশ ও সপ্তদশ, তৃতীয় দিনে সপ্তদশ ও একবিংশ, চতুর্থ দিনে একবিংশ ও ত্রিণব, পঞ্চম দিনে ত্রিণব ও ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম প্রয়োগ করা হয়। ষষ্ঠ দিনে হয় যথানির্দিষ্ট অনুষ্ঠান।

দ্বাদশাহে বারো দিন ধরে প্রত্যহ 'সুত্যা' হয়। এই যাগের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানসূচী হচ্ছে—

সংস্থা		স্তোম	সাম	গ্রহাগ্রতা
অতিরাত্র	(১)	ত্রিবৃত্.....	রথন্তর	ঐন্দ্রবায়ব
অগ্নিষ্টোম	(২)	ত্রিবৃত্ (সর্বত্র)	,,	,,
উক্‌থ্য	(৩)	পঞ্চদশ	বৃহত্	শুক্র
,,	(৪)	সপ্তদশ	বৈরূপ	আগ্রয়ণ
ষোড়শী	(৫)	একবিংশ	বৈরাজ	,,
উক্‌থ্য	(৬)	ত্রিণব	শাক্বর	ঐন্দ্রবায়ব
,,	(৭)	ত্রয়স্ত্রিংশ	রৈবত	শুক্র
,,	(৮)	চতুর্বিংশ	রথন্তর	,,
,,	(৯)	চতুশ্চত্বারিংশ	বৃহত্	আগ্রয়ণ
অগ্নিষ্টোম (বা উক্‌থ্য/অতিরাত্র)	(১০)	চতুর্বিংশ	রথন্তর	ঐন্দ্রবায়ব
অগ্নিষ্টোম	(১১)	অষ্টাচত্বারিংশ	বৃহত্	,,
অতিরাত্র	(১২)	ত্রিবৃত্.....	রথন্তর	,,

অশ্বমেধ। যদিও এই যাগ সোমযাগই, তাহলেও সবনীয় পশু অশ্ব বলে যাগটির এই বিশেষ নামকরণ হয়েছে। চৈত্রী পূর্ণিমায় 'সাংগ্রহণী' নামে একটি ইষ্টি দিয়ে এই যাগ শুরু হয়। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন হয় প্রজাপতির উদ্দেশে একটি পশুযাগ। আগামী অমাবস্যায় 'অমাবস্যা' ইষ্টির অনুষ্ঠান করে যেখানে অশ্বমেধের অনুষ্ঠান হবে সেখানে চলে যেতে হয়। পরের দিন উদীয়মান সূর্যের উপস্থান করে যজমান প্রাচীনবংশমণ্ডপে প্রবেশ করেন। এখানে তাঁকে এগারটি পূর্ণাহুতি এবং আরও কয়েকটি আহুতি দিতে হয়। এর পরে পূর্ব প্রভৃতি চার দিক্ হতে আনা জলে 'ব্রহ্মৌদন' পাক করে ঐ অন্ন চার মুখ্য ঋত্বিক্‌কে আহারের জন্য দেওয়া হয়। আহারের পরে যজ্ঞের অশ্ব এবং একটি কুকুরকে

(এই কুকুরের দুই চোখের উপরে একটি করে দাগ থাকা চাই) জলাশয়ে নিয়ে গিয়ে যেখানে কুকুরের পা ভূমিকে স্পর্শ করে নি সেখানে মুসল দিয়ে ঐ কুকুরটিকে বধ করা হয়। অশ্বকে ঐ অবস্থাতেই মুখ্য ঋত্বিকেরা এক একটি দিক্ থেকে প্রোক্ষণ করেন। এর পর অধ্বর্যু একাই অশ্বকে সকল দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করে চার দিক্ এবং ঊর্ধ্ব দিক্ থেকে আবার প্রোক্ষণ করে ভূ-প্রদক্ষিণের জন্য ছেড়ে দেন। সঙ্গে চলে অশ্বকে রক্ষা করার জন্য বহু ধনুর্ধারী পুরুষ। একবছর ধরে ঘুরে অশ্ব যজ্ঞস্থলে ফিরে এলে তবেই পরবর্তী কর্মগুলি করা চলবে, নতুবা নয়। তাই পথে যদি কোন প্রতিস্পর্ধী রাজা ঐ অশ্বকে অবরুদ্ধ করে রাখেন তাহলে যুদ্ধ করে অশ্বকে মুক্ত করে আনতে হবে। একদিকে অশ্ব দেশ হতে দেশান্তর পরিভ্রমণ করতে থাকে, আর গৃহে আহবনীয় প্রভৃতি অগ্নিতে এবং পথে অশ্বের পদক্ষেপ প্রভৃতি স্থলে নানা আহুতি অনুষ্ঠিত হতে থাকে। রাজা নিজ গৃহে প্রতিদিন 'বিষ্ণুক্রমণ' নামে কতকগুলি হোম করে চলেন। দিনে এক ব্রাহ্মণ ও রাত্রে এক ক্ষত্রিয় তাঁর নানা সুকীর্তির কথা প্রত্যহ বীণার মাধ্যমে গাইতে থাকেন এবং হোতা যে 'পারিপ্লব' শস্ত্র পাঠ করেন তা তিনি মন দিয়ে শোনেন।

অশ্বমেধে তিন দিন সোমযাগ হয়। প্রথম দিনের সোমযাগে অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। দ্বিতীয় দিনে বহিষ্পবমানস্তোত্রের 'উদ্‌গীথ' অংশ না গেয়ে তার স্থানে অশ্বের সামনে একটি স্ত্রী অশ্বকে রেখে ঐ পুরুষ অশ্বকে দিয়ে হ্রেষাধ্বনি করাতে হয়। এই হ্রেষাই এখানে উদ্‌গীথ। প্রাতঃসবনের গ্রহগুলিতে সোমরস গ্রহণ করার পরে সবনীয় পশুযাগের অনুষ্ঠান হয়। বেদির পূর্ব দিকে বাম প্রান্ত থেকে ডান প্রান্ত পর্যন্ত মোট একুশটি যূপ পোঁতা হয়। বাঁ দিকে দশটি এবং ডানদিকে দশটি যূপ থাকে। মাঝের যূপটি রাজ্জুদাল কাঠে প্রস্তুত, থাকে ঠিক আহবনীয়েরই সামনে। এই যূপের পরিমাণ একুশ অরত্নি (২১ × ২৪ আঃ = ৫০৪ আঃ) এবং নাম 'অগ্নিষ্ঠ'। অশ্বকে বাঁধা হয় ঐ অগ্নিষ্ঠেই। এই যূপের দু-পাশেই একটি করে দেবদারু, তিনটি করে বেল, তিনটি করে খয়ের ও তিনটি করে পলাশ কাঠের তৈরী এই মোট দশটি করে যূপ থাকে। অশ্বের সমস্ত দেহ দড়ি দিয়ে জড়ান থাকে। ঐ দড়িগুলিতে যে-সব পশু বাঁধা হয় সেগুলিকে বলা হয় 'পর্যঙ্গ্য'। অরণ্যের নানা হিংস্র জীবজন্তুকেও খাঁচায় ধরে নিয়ে এসে পর্যগ্নিকরণ বা দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। এইভাবেই নানা পাখী, সরীসৃপ এবং জলচর জন্তুকে এনেও ছেড়ে দেওয়া হয়। অশ্বের সংজ্ঞপনের পরে রাজার তিন পত্নী মহিষী, বাবাতা এবং পরিবৃক্তী ঐ অশ্বকে পরিক্রমা করেন। মৃত অশ্বের পাশে শুয়ে মহিষী নানা অশ্লীল উক্তি-প্রত্যুক্তি করেন। এগুলিকে আধুনিক গবেষকগণ fertility cult বা উর্বরতা-সম্পাদনের জাদু বলে অনুমান করে থাকেন। রাজাকে ব্যাঘ্রচর্ম অথবা সিংহচর্মের উপরে বসিয়ে তাঁর মাথার উপর ঋষভের চর্ম বিছান হয়। ঐ সময়ে তাঁর মাথায় বহু স্বর্ণখণ্ড বর্ষণ করে অভিষেক কর্ম সম্পন্ন করা হয়।

তৃতীয় সুত্যার দিনে সর্বস্তোম অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়। সবনীয় পশুর উপাকরণের সময়ে প্রজাপতি অথবা বৈশ্বদেবের উদ্দেশে এগারটি পশু আহুতি দিতে হয়। অবভৃথ ইষ্টির শেষে স্নান সেরে অত্রিগোত্রের কেশবিহীন, স্বেদাক্ত, শ্বেতরোগে আক্রান্ত, পিঙ্গলচক্ষুবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে ধরে এনে তাঁর মাথায় তিন বার হোম করতে হয়। উদবসানীয়া ইষ্টির পরিবর্তে এই দিন 'ত্রৈধাতবীয়া' নামে একটি ইষ্টিযাগ করতে হয়। এর পর প্রত্যেক ঋতুতে পশুযাগ করতে হয়। এই যাগের নাম 'ঋতুপশু'।

রাজসূয়। ফাল্গুনের শুক্লা প্রতিপদ্ তিথিতে এই যাগের আরম্ভ। এক বছর ধরে চলে চাতুর্মাস্য। চৈত্রী পূর্ণিমার আগের দিন *পবিত্র* নামে এক সোমযাগ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ যাগে তিন দিন দীক্ষা, তিন দিন উপসদ্ এবং কৃষ্ণপঞ্চমীর দিন সুত্যা। সুত্যাদিনে অনুষ্ঠান হয় অগ্নিষ্টোমসংস্থার। ষষ্ঠী থেকে আট দিন ধরে প্রতিদিন হয় একটি করে ইষ্টিযাগ। দেবতা— অনুমতি, আদিত্য, অগ্নি-বিষ্ণু, অগ্নি-সোম, ইন্দ্র, অগ্নি-ইন্দ্র, ইন্দ্রাগ্নি-বিশ্বেদেবাঃ-সোম, সরস্বতী-সরস্বান্।

দ্রব্য যথাক্রমে আট কপালের পুরোডাশ, চরু, এগার কপালের পুরোডাশ, ঐ, ঐ,আট কপালের পুরোডাশ-দই, বারো কপালের পুরোডাশ-চরু-শ্যামাকের চরু, চরু-চরু। যাগ শেষ হলে পর দিন থেকে এক বছর ধরে চলে চাতুর্মাস্য পশুযাগ। তার পর *ইন্দ্রতুরীয়* যাগ। এই যাগের দেবতা অগ্নি, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ। দ্রব্য— পুরোডাশ, গবীধুকের চরু, দই, চরু। রাত্রে পঞ্চেধ্মযাগ এবং সূর্যোদয়ের আগে দক্ষিণাগ্নি থেকে অঙ্গার নিয়ে কোন উষর ভূমিতে গিয়ে সেই অঙ্গারে *অপামার্গ-হোম*। তার পর পাঁচটি 'দেবিকাহবিঃ' যাগ। দেবতা— ধাতা, অনুমতি, রাকা, সিনীবালী, কুহূ। দ্রব্য— বারো কপালের পুরোডাশ ও শেষ চারটির ক্ষেত্রে চরু। তিনটি ত্রিহবিষ্কযাগ। দেবতা— অগ্নি-বিষ্ণু, ইন্দ্র-বিষ্ণু, বিষ্ণু; অগ্নি-সোম, ইন্দ্র-সোম, সোম; সোম-পূষা, ইন্দ্র-পূষা, পূষা। দ্রব্য— পুরোডাশ এবং শেষ চারটিতে কেবল চরু। তার পর বারো দিন ধরে চলে *রত্নিনাং হবিঃ* নামে এক একটি বিশেষ ইষ্টি। দেবতা— বৃহস্পতি, ইন্দ্র, আদিত্য, নির্ঋতি, অগ্নি, বরুণ, মরুত্, সবিতা, অশ্বিদ্বয়, পূষা, রুদ্র, ভগ। দ্রব্য— প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ এবং শেষ তিনটির ক্ষেত্রে চরু এবং অবশিষ্ট স্থলে পুরোডাশ। এই যাগগুলি কিন্তু রাজগৃহে নয়, প্রত্যেক দিন সারথি, গ্রামণী ইত্যাদি এক এক বিশেষ ব্যক্তির গৃহে গিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এর পর নিজ গৃহে ইন্দ্র সুত্রামা ও ইন্দ্র অংহোমুচের উদ্দেশে দুটি ইষ্টিযাগ করে পরবর্তী দিনে 'অভিষেচনীয়' নামে সোমযাগের জন্য দীক্ষা-গ্রহণ করতে হয়। দীক্ষণীয়া ইষ্টির দেবতা এখানে মিত্র ও বৃহস্পতি। দ্রব্য দুই ক্ষেত্রেই চরু। অভিষেচনীয় ও দশপেয় যাগের জন্য সোমক্রয় হয় কিন্তু একই দিনে। অভিষেচনীয় যাগের অন্তর্গত অগ্নীষোমীয় পশুপুরোডাশযাগের পরে আটটি *দেবসূহবিঃ* নামে ইষ্টিযাগ হয়। এই যাগগুলির দেবতা— অগ্নি গৃহপতি, সোম বনস্পতি, সবিতা সত্যপ্রসব, রুদ্র পশুপতি, বৃহস্পতি বাচস্পতি, ইন্দ্র জ্যেষ্ঠ, মিত্র সত্য, বরুণ ধর্মপতি। দ্রব্য— প্রথম, তৃতীয় ও ষষ্ঠ দেবতার ক্ষেত্রে পুরোডাশ এবং অন্যদের ক্ষেত্রে চরু। চরু প্রস্তুত করতে হয় শ্যামাক, গবীধুক, নীবার অথবা যব দিয়ে। স্বিষ্টকৃত্‌যাগের আগে ব্রহ্মা রাজার সঙ্গে প্রজাদের আনুষ্ঠানিক পরিচয় ঘটিয়ে দেন। সুত্যাদিনে মধ্যাহ্নে মাহেন্দ্র গ্রহের স্তোত্রের সময়ে রাজার অভিষেক সম্পন্ন হয়। সমুদ্র, নদ, স্থাবর জলাশয় ইত্যাদি ষোলটি স্থান থেকে জল সংগ্রহ করে এনে সেই জলে দই, দুধ, ঘি, মধু ইত্যাদি মিশিয়ে রাজার অভিষেক হয়। রাজাকে এই দিন হোতা ব্রাহ্মণগ্রন্থ থেকে শুনঃশেপের কাহিনী পাঠ করে শোনান। অবভৃথ ইত্যাদির পরে অভিষেচনীয় শেষ হয়। পর দিন দশটি *সংসৃপ* নামে হবির্যাগ শুরু করতে হয়। এই যাগে দেবতা— অগ্নি, সরস্বতী, সবিতা, পূষা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বরুণ, সোম, ত্বষ্টা, বিষ্ণু। দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দেবতাকে চরু ও অন্যদের পুরোডাশ দেওয়া হয়। সাত দিন প্রত্যহ একটি করে ইষ্টিযাগ করা হয়। সপ্তম দিনেই দশপেয়ের প্রথম উপসদের পরে অষ্টম সংসৃপ যাগটি করেন। অষ্টম দিনে উপসদের পরে নবম সংসৃপ যাগ এবং নবম দিনে উপসদের শেষে দশম সংসৃপ যাগটি করতে হয়। ঐ দিনই অগ্নীষোমীয় পশুযাগ এবং দশম দিনে *দশপেয়ের* সুত্যা অনুষ্ঠিত হয়। সুত্যাদিনে আহুতির পরে প্রত্যেকটি চমসের সোম দশ জন পান করেন। এর পর বৈশাখী পূর্ণিমায় *কেশবপনীয়* নামে সোমযাগের দীক্ষণীয়া ইষ্টি অনুষ্ঠিত হয়। অভিষেচনীয় সোমযাগের পরে দুটি পশুযাগের অনুষ্ঠান হয়ে গেলে এক বছর পর্যন্ত চুল কাটতে নেই। সেই ব্রত বিসর্জনের জন্যই এই সোমযাগ। এই দিন অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়।

এর পর *ব্যুষ্টিদ্বিরাত্র* নামে দুটি সোমযাগ হয়ে থাকে। তার মধ্যে প্রথম (পূর্ণিমার) দিন অগ্নিষ্টোম এবং পরবর্তী কৃষ্ণাষ্টমীতে অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়। পরবর্তী অপর এক দিন হয় *ক্ষত্রস্য ধৃতি* নামে এক সোমযাগ। সেই দিন হয় অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান। রাজসূয় শেষ করে সৌত্রামণী যাগ করতে হয়।

চয়নযাগ। পশুযাগে অথবা সোমযাগে কখনও কখনও উত্তরবেদিতে একটি স্থণ্ডিল (উচ্চ ভূমি) নির্মাণ করে তার উপরে আহবনীয়কে স্থাপিত করে যাগ করা হয়। এই স্থণ্ডিলকে বলে ''চিতি'' এবং চিতি প্রস্তুত করাকে বলে 'চয়ন'। নানা আকৃতির 'চিতি' হতে পারে। এর মধ্যে 'সুপর্ণচিতি' বা 'শ্যেনচিতি' বিশেষ প্রসিদ্ধ। আকাশে পাখী

ডানা মেলে উড়তে থাকলে তাকে যেমন দেখায় ঠিক সেই ভঙ্গির অনুকরণে এই চিতি প্রস্তুত করা হয়। মোট পাঁচ থাকে (প্রস্তারে বা স্তরে) স্থণ্ডিল তৈরী করতে হয়। প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম থাকে একভাবে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ থাকে অন্য একভাবে ইট সাজান হয়। প্রত্যেক থাকেই দুশ-টি করে ইট রাখা হয়। পাঁচটি থাক মিলিয়ে ইটের মোট সংখ্যা এক হাজার। মতান্তরে ইটের মোট সংখ্যা দশ হাজার। গার্হপত্যের চিতির আকৃতি অবশ্য ভিন্ন প্রকারের। সেখানে চিতিটি হয় আয়তাকার। প্রত্যেক থাকে পাতা অবস্থায় ইটগুলি ছয় আঙুল করে উঁচু (পুরু) হয়। পাঁচ থাকে স্থণ্ডিলের মোট উচ্চতা দাঁড়ায় তাই ত্রিশ আঙুল।

যে দিন চয়নযাগ করা হবে তার একবছর আগে কোন পূর্ণিমায় অথবা অমাবস্যায় অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানের পরে কোন স্থান থেকে মাটি নিয়ে আসতে হয়। অধ্বর্যু ঐ মাটি দিয়ে একটি উখা তৈরী করেন। উখা গোলাকার অথবা চতুষ্কোণ, বারো আঙুল উঁচু ও অরত্নি (২৪ আঃ)-পরিমাণ বিস্তৃত হয়। এছাড়া ঐ সংগৃহীত মাটি থেকে 'আষাঢ়া' নামে একটি চতুষ্কোণ ইটও তৈরী করা হয়।

পরবর্তী পূর্ণিমায় অথবা অমাবস্যায় নিযুত্বান্ বায়ুর উদ্দেশে একটি পশুযাগ করতে হয়। এই পশুযাগে পশুপুরোডাশের দেবতা কিন্তু বায়ু নয়, প্রজাপতি। পশুর ছিন্ন মাথাটি মাটি দিয়ে লেপে রেখে দিতে হয়। চয়নের দিন এটি কাজে লাগে। এর পর প্রবর্গ্যের উপকরণসামগ্রী ও চয়নের উপযোগী ইট তৈরী করা হয়। একটু আগে যে উখার কথা বলা হয়েছে তা এই পশুযাগের পরে অষ্টম দিনেও প্রস্তুত করা চলে।

সৌমিক চয়নযাগে বাসন্তী শুক্লা ষষ্ঠীতে নিজ গৃহে দীক্ষণীয়া ইষ্টি শুরু করতে হয়। তিন দিন ধরে এই ইষ্টি চলে। আরও বেশী দিন ধরে করতে চাইলে আরও আগে তা শুরু করতে হবে। এখানে দীক্ষণীয়াতে অগ্নি বৈশ্বানরের উদ্দেশে বারো কপালের পুরোডাশ, অগ্নি-বিষ্ণুর উদ্দেশে এগার কপালের পুরোডাশ এবং অদিতির উদ্দেশে চরু আহুতি দেওয়া হয়। ইষ্টিটি পত্নীসংযাজে শেষ হয়। উখা আগে থেকে প্রস্তুত করাই আছে। এই দিন সেই উখার মধ্যে মুঞ্জা বা শর ও নানা দাহ্য বস্তুকে আজ্যলিপ্ত করে রেখে আহবনীয়ের উপরে ঐ উখাটি তপ্ত করতে হয়। তাপে ভিতরের তৃণগুলি জ্বলে ওঠে। উখার এই আগুনকে বলে 'উখ্য অগ্নি'। এই অগ্নিই হবে পরে সোমযাগের গার্হপত্য অগ্নি। এর পর আহবনীয়কে নিবিয়ে দিয়ে উখ্য অগ্নিতে বিকঙ্কত (বৈঁচ) ও শমী (শাঁই) কাঠের সমিৎ নিক্ষেপ করে সেই অগ্নিকে উপস্থান করতে হয়। জ্বলন্ত উখাকে ছ-হাত দীর্ঘ মুঞ্জতৃণের তৈরী শিকাতে ঝুলিয়ে রাখা হয়। অধ্বর্যু যজমানের কণ্ঠে একটি লকেটসমেত সোনার হার পরিয়ে দেন। এর পর যজমান গলায় শিকাটি ঝুলিয়ে তার উপরে দুই কাঁধে কৃষ্ণাজিন রেখে অগ্নিসমেত উখাকে নাভির সমতলে ধরে পূর্বমুখ হয়ে চার পা সামনে এগিয়ে যাবেন। এই কর্মের নাম এখানে 'বিষ্ণুক্রমণ'। পরে উদুম্বরের এক চৌকিতে (আসন্দীতে) উখাকে রেখে দিতে হয়। পরদিন সকালে উখাস্থিত অগ্নির উপস্থান (মন্ত্র দ্বারা প্রণাম) করতে হয়। যতদিন ধরে দীক্ষণীয়া ইষ্টির অনুষ্ঠান হয় ততদিন ধরে একদিন বিষ্ণুক্রমণ, অন্য দিন উখ্য (উখাস্থিত) অগ্নির উপস্থান চলে। দীক্ষণীয়া ইষ্টি যে-দিন শেষ হয় সেই দিন বিষ্ণুক্রমণ ও উপস্থান দুই-ই করে শকটে উখ্য অগ্নি, গার্হপত্য অগ্নি ও দক্ষিণ অগ্নিকে তুলে নিয়ে যজমান চয়নের জন্য নির্ধারিত যজ্ঞভূমিতে চলে আসেন। সেখানে দুই কুণ্ডে গার্হপত্য ও দক্ষিণ অগ্নিকে এবং গার্হপত্যের সামনে উখ্য অগ্নিকে রেখে তার মধ্যে উদুম্বরের সমিৎ স্থাপন করা হয়।

চার-হাত-পরিমাণ স্থান একুশটি ছোট পাথর (শর্করা) দিয়ে ঘিরে ঐ ঘেরা (পরিশ্রিত) জায়গায় গার্হপত্যের জন্য চয়ন করতে হয়। মোট পাঁচ থাকে (প্রস্তার) সেখানে ইট সাজাতে হয়। প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম থাকে একুশটি ইট পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা করে পাতা হয় অর্থাৎ ইটের দৈর্ঘ্যের বিস্তৃতি পূর্ব ও পশ্চিম দিকের সমান্তরালে থাকে (▭)। দ্বিতীয় ও চতুর্থ থাকে কিন্তু ইটগুলির দৈর্ঘ্যের বিস্তৃতি থাকে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের সমান্তরালে (▯)। এইভাবে একুশটি করে পাঁচ থাক মিলিয়ে মোট ১০৫টি ইট রাখা হয়। প্রত্যেকটি ইটের দৈর্ঘ্য ৩২ আঙুল এবং প্রস্থ ১৩%

আঙুল। ইটের তৈরী বেদির উচ্চতা দাঁড়ায় এক-হাঁটু-পরিমাণ। প্রথম প্রস্তারে পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ ইটের তিনটি পংক্তি বা সারি ('রীতি') থাকে। একটির ডান পাশে আর একটি এইভাবে মোট তিনটি পংক্তি। প্রত্যেক পংক্তিতে একটির পিছনে আর একটি এইভাবে মোট সাতটি করে ইট থাকে। দৈর্ঘ্যের দিক্‌টি থাকে পূর্ব-পশ্চিমমুখী এবং প্রস্থের দিক্‌টি উত্তর-দক্ষিণমুখী (৩২ আঃ ১৩৭/৮ × ৩ = ৯৬ আঃ; ১৩৭/৮ × ৭ = ৯৬ আঃ প্রায়)। তৃতীয় ও পঞ্চম প্রস্তারেও তা-ই। দ্বিতীয় প্রস্তারে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ইটের তিনটি পংক্তি থাকে। এখানে একটির বাঁ পাশে আর একটি এইভাবে মোট তিনটি পংক্তি। চতুর্থ প্রস্তারেও তা-ই। প্রত্যেক পংক্তিতেএকটির পিছনে আর একটি এইভাবে মোট সাতটি করে ইট থাকে। ইটগুলির প্রস্থের দিক্ থাকে পূর্ব-পশ্চিমমুখী। পাঁচটি থাকে ইটগুলি পাতা হয়ে যাওয়ার পর পঞ্চম থাকের উপরে মাটি লেপে সেখানে উখার সমস্ত অগ্নি ঢেলে ('নিবপন') কাঠের টুক্‌রা দিয়ে ঐ অগ্নিকে প্রজ্বলিত করতে হয়।

এর পর হয় প্রায়ণীয়া ইষ্টি, মহাবেদিনির্মাণ, সোমক্রয় ও আতিথ্যা ইষ্টি। পরে আহবনীয়ের প্রয়োজনে উত্তর বেদিতে ইষ্টক-চয়নের জন্য ভূমি মাপতে হয়। উত্তর-দক্ষিণ দিকে এই চিতিস্থলের বিস্তার হয় ৬১৫ আঙুল এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩৯০ আঙুল। চিতির মোট উচ্চতা ৩০ আঃ। ভূমির পরিমাপ করার পরে একটি লাঙলে ছটি অথবা বারোটি বলদ বেঁধে ঐ আহবনীয়ের ভূমিতে কর্ষণ করতে হয়। চয়নস্থলে মাটিতে যেখানে যেখানে লাঙলের দাগ (সীতা) পড়ে সেই-সব স্থানে জল ছিটিয়ে বারোটি দাগে তিল, মাষ, ধান, যব, প্রিয়ঙ্গু, অণু, ও গোধূমের (গম) বীজ বপন করা হয়। ভূমিতে যেখানে হলের দাগ পড়েনি সেখানেও জল ছিটিয়ে বেণু, শ্যামাক, নীবার, অরণ্যতিল, অরণ্যগোধূম, মর্কটক, অরণ্যজাত মুগ (গার্মুত) এই সাতটির বীজ বোনা হয়। চয়নভূমিটি ছোট ছোট পাথর দিয়ে ঘিরে সেখানে বালি ঢেলে দিতে হয়। এর পরে তানূনপত্র, সোমের আপ্যায়ন, নিহ্নব, প্রবর্গ্য, উপসদ্, সুব্রহ্মণ্য-আহ্বান ইত্যাদির যথারীতি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

যেখানে আহবনীয়ের চিতি নির্মাণ করা হবে সেখানে গিয়ে ভূমির উপরে একগুচ্ছ দর্ভ রেখে অশ্বকে দিয়ে চয়নভূমিতে পদক্ষেপ করাতে হয়। যে স্থানে অশ্ব পদক্ষেপ করে সেই স্থানে পদ্মের পাতা চিৎ (উত্তান) করে রেখে তার উপরে একটি রুক্ম ও পূর্বশির করে একটি সোনার তৈরী পুরুষ প্রতিমা রাখা হয়। তার পর বিধি অনুযায়ী এক মূর্খ ব্রাহ্মণ এসে চয়নস্থলে একটি ইট রেখে দেন। আগে বায়ুদেবতার পশুযাগের সময়ে পশুর যে মাথাটি মাটি দিয়ে লেপে রেখে দেওয়া হয়েছিল এখন সেই মাথা, জীবন্ত একটি কচ্ছপ ও নানা ওষধিতে পূর্ণ একটি হামান-দিস্তা চয়ন-ভূমিতে রেখে দিতে হয়।

এর পর ঐ ভূমির উপর ষোড়শী, অর্ধ্যা, পাদ্যা পক্ষ্যা, পক্ষমধ্যা ও পক্ষাগ্র্যা এই ছয় রকমের ইট সাজাতে (চয়ন) হয়। মতান্তরে পদ্যা, পাদমাত্রী, পাদোনপদ্যা, জঙ্ঘামাত্রী, অধ্যর্ধা, অর্ধোত্সেধা পদ্যা, অর্ধোত্সেধা অর্ধপদ্যা, পাদভাগা, ত্রিগ্রাহিণী, অর্ধপাদভাগা, বৃহতী, বক্রা, অর্ধবৃহতী, চতুর্ভাগা এই চৌদ্দ রকমের ইট পাতা হয়। এমনভাবে ইটগুলি সাজাতে হবে যেন তা উড়ন্ত শ্যেন পাখীর মতো দেখতে হয়। প্রথম পক্ষে (ইট ছয় প্রকারের হলে) প্রত্যেক থাকে দুশ-টি করে পাঁচ থাকে মোট এক হাজার ইট পাতা হয়। দ্বিতীয় পক্ষে (অর্থাৎ চৌদ্দ প্রকার ইট হলে) পাঁচ থাকে যথাক্রমে ২০০৬, ১৯৯১, ২০২০, ১৯৯৭, ৩০৫৬ এই মোট ১১০৭০ টি ইট পাতা হয়। দুই মতেই উড়ন্ত পাখীর আকারে ইটগুলি পাতা হয় বলে বেদির গ্রীবাসমেত শির (সামনে), বক্ষ, দু-পাশের দুই পক্ষ এবং পিছনে পুচ্ছ এই পাঁচটি অংশ থাকে এবং বিভিন্ন অংশে ইটের সংখ্যা হয় ভিন্ন ভিন্ন।

চয়নযাগে ছ-দিন উপসদ্ ইষ্টি হয়। প্রথম উপসদের দিনে সকালে এক থাক ইটই সাজানো হয়। অপরাহ্নে আবার প্রবর্গ্য, উপসদ্ ও সুব্রহ্মণ্য-আহ্বান হয়। এইভাবে প্রতিদিন একটি করে উপসদের চার দিনে চার থাক ইট পাতা হয়। উপসদের পঞ্চম দিন মধ্যাহ্নে পঞ্চম থাকের কিছুটা ইট সাজান হয়। ষষ্ঠ (শেষ) উপসদের দিন সকালে

প্রথম উপসদের পরে পঞ্চম থাকের বাকী ইটগুলি সাজিয়ে তখনই আবার অপরাহ্ণের প্রবর্গ্য, উপসদ্ ও সুব্রহ্মণ্য-আহ্বান করা হয়। এর পরে প্রতিদিকে আজ্য ও স্বর্ণখণ্ড ছড়িয়ে দিতে হয়। ইট সাজাবার পরে উত্তরবেদির উচ্চতা দাঁড়ায় ত্রিশ আঙুল।

পরে চিতিস্থলের বাঁ দিকের পক্ষস্থলে বায়ু (উত্তর-পশ্চিম)-কোণে যে ইট রাখা আছে সেই ইটের কাছে যে-কোন স্থান থেকে কিছু সাধারণ ইট নিয়ে এসে পিঁড়ি তৈরী করতে হয়। অধ্বর্যু ঐ পিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে যজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায়ের মন্ত্রগুলি পাঠ করতে করতে অর্কপত্রের সাহায্যে অবিরাম ধারায় ঐ বায়ুকোণের ইটের উপরে হরিণ বা ছাগের দুধ রুদ্রের উদ্দেশে আহুতি দেন। ধারায় যাতে কোন ছেদ না পড়ে সেই উদ্দেশে অপর একজন ঐ অর্কপত্রের উপরে দুধ ঢেলে চলেন এবং অধ্বর্যু তা আহুতি দিতে থাকেন। রুদ্রাধ্যায়ের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করার সময়ে অর্কপত্রটি হাঁটুর সমতলে, পরবর্তী এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করার সময়ে নাভির কাছে এবং শেষ এক-তৃতীয়াংশ যখন পাঠ করেন তখন মুখের কাছে ধরে থাকতে হয়। এই হোমের নাম *শতরুদ্রীয়*। এর পর একটি দীর্ঘ বংশদণ্ড নিয়ে তার সামনের দিকে বেতের ডাল, অবকা (শেওলা) এবং একটি ব্যাঙ একসঙ্গে বেঁধে চিতির উপরে ঐ বংশদণ্ডটি ধরে টানতে হয়। তার পর অধ্বর্যু, প্রস্তোতা অথবা যজমান সামগান করেন।

প্রবর্গ্যের জন্য যে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়েছিল তা এ-বার ফেলে দিয়ে (উদ্‌বাসন) ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ে (শালামুখীয়) অধ্বর্যু কতকগুলি হোম করেন এবং চিতির উপরে উঠে মধুমিশ্রিত দই অথবা আজ্য দিয়ে চিতিস্থানে প্রোক্ষণ করেন। পরে চিতিস্থল থেকে নেমে এসে 'বৈশ্বকর্মণ' নামে যোলটি হোম করতে হয় এবং ডুমুরের তিনটি ডাল ঘৃতসিক্ত করে নিয়ে আহবনীয়ে তা আহুতি দিতে হয়। এর পর ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়কে উত্তরবেদিতে প্রণয়ন করতে অর্থাৎ চিতির উপরে নিয়ে আসতে হয়। প্রথমে ঐষ্টিক বেদির ঐ অগ্নিকে একটি পাত্রে তুলে নিয়ে বালি দিয়ে ঘিরে (উপযমন) আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যে এসে ঐ ধিষ্ণ্যে একটি শাদা পাথর ফেলে দিতে হয়। তার পরে অধ্বর্যু চিতির পুচ্ছের কাছে গিয়ে অগ্নিপাত্রটি প্রতিপ্রস্থাতার হাতে দেন এবং চিতির উপরে উঠে 'স্বয়ম্-আতৃণ্ণ' (তৈরী করা হয় নি, নিজে থেকেই ছিদ্র হয়েছে) নামে একটি ইটের উপর পশুযাগের উপকরণগুলি (সম্ভার) রেখে পঞ্চম থাকের উপরে পাত্রের আগুন ঢেলে দেন। এখন থেকে চিতির উপরে রাখা এই (চিত্য) অগ্নিই হবে 'আহবনীয়' এবং ঐষ্টিক বেদির যে আহবনীয় তা হয়ে যাবে গার্হপত্য। যেটি পুরাণ গার্হপত্য তাকে বলা হবে 'প্রাজহিত'।

চিতির উপরে আহবনীয় অগ্নি স্থাপন করার পরে এই নূতন আহবনীয়ে কতকগুলি হোম ও পূর্ণাহুতি করে 'বৈশ্বানর' নামে একটি ইষ্টির যাগের অনুষ্ঠান করতে হবে। এই ইষ্টির মাঝেই সাত মরুদ্‌গণের উদ্দেশে হবির্নির্বাপ করে রাখা হয়। এই দ্বিতীয় ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে অবশ্য বৈশ্বানর-ইষ্টি শেষ হলে।

এর পর হয় *বসুধারা* নামে হোম। হোমের জন্য উদুম্বর কাঠে তৈরী চার হাত দীর্ঘ একটি জুহূ তৈরী করা হয়। এই হাতার হাতলটি খুবই ছোট এবং মুখটি বেশ বড় হয়। হাতার মুখের তলায় একটি ছিদ্র থাকে এবং ঐ ছিদ্রে পিছন থেকে ভিজে মাটি লেপে দেওয়া হয়। এই জুহূতে আজ্য নিয়ে চিতির আহবনীয়ে অবিরাম ধারায় কিছুক্ষণ আহুতি দিতে হয়।

হোমের পরে প্রকৃতিযাগের মতোই অন্যান্য কর্মগুলি অনুষ্ঠিত হয়। চয়ন কেবল আহবনীয় ও গার্হপত্যের জন্য নয়, ধিষ্ণ্যের জন্যও করতে হয়। আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যে আটটি (এবং আগে একটি শাদা পাথর সেখানে রাখাই আছে), মার্জালীয়ে ছটি, অচ্ছাবাক, নেষ্টা ও পোতার ধিষ্ণ্যে আটটি করে, ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর ধিষ্ণ্যে এগারটি, হোতার ধিষ্ণ্যে বারোটি (মতান্তরে একুশটি) এবং প্রশাস্তার ধিষ্ণ্যে আটটি ইট রাখতে হয়।

ধিষ্ণ্যে ইট সাজান হয়ে গেলে অগ্নীষোমীয় পশুযাগের অনুষ্ঠান হয়। এই পশুর বপাযাগের পরে যখন

পশুপুরোডাশের অনুষ্ঠান হয় তখন 'দেবসূহবিঃ' নামে আটটি ইষ্টিযাগেরও অনুষ্ঠান করতে হয়। এই যাগের বিবরণ আগেই রাজসূয়ের প্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। বসতীবরী-সংগ্রহ ও অন্যান্য কর্মের অনুষ্ঠান হয় প্রকৃতিযাগের মতোই। সুত্যাদিনের অনুষ্ঠানও প্রকৃতিযাগে যেমন বলা হয়েছে তেমনই হবে, সোমযাগের যে সংস্থা যজমানের অভিপ্রেত সেই সংস্থারই অনুষ্ঠান করতে হয়।

সত্রে বারো বা তারও বেশী দিন ধরে সুত্যা চলে। যত প্রকার সত্র আছে তার মধ্যে গবাম্-অয়ন অন্যতম। মোট ৩৬১ দিন ধরে গবাময়নের অনুষ্ঠান চলে। পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ এই দুই অর্ধে অনুষ্ঠানটি বিভক্ত। দুই পক্ষের মাঝখানে 'বিষুবান্' নামে একটি অতিরিক্ত দিন থাকে। অনুষ্ঠানের ক্রমটি এখানে এইরকম—

পূর্বপক্ষ ঃ

অতিরাত্র		১ দিন (প্রায়ণীয়)
উক্থ্য		১ দিন (চতুর্বিংশ)
চার অভিপ্লব ও এক পৃষ্ঠ্য	× ৫	১৫০ দিন
তিন অভিপ্লব		১৮ দিন
এক পৃষ্ঠ্য		৬ দিন
অগ্নিষ্টোম		১ দিন (অভিজিত্)
তিন স্বরসাম (অগ্নিষ্টোম)		৩ দিন

বিষুবান্ (অগ্নিষ্টোম) ঃ ১ দিন (বিষুব)

উত্তরপক্ষ ঃ

তিন স্বরসাম (অগ্নিষ্টোম)		৩ দিন
অগ্নিষ্টোম		১ দিন (বিশ্বজিত্)
এক পৃষ্ঠ্য		৬ দিন
তিন অভিপ্লব		১৮ দিন
এক পৃষ্ঠ্য ও চার অভিপ্লব	× ৪	১২০ দিন
তিন অভিপ্লব		১৮ দিন
গোষ্টোম		১ দিন
আয়ুষ্টোম		১ দিন
দ্বাদশাহের দশ দিন		১০ দিন
অগ্নিষ্টোম		১ দিন (মহাব্রত)
অতিরাত্র		১ দিন (উদয়নীয়)

পুরুষমেধ নামে যজ্ঞের কথাও বেদে পাওয়া যায়। এটি একটি পঞ্চাহ সোমযাগ। এই যাগে পাঁচ দিন ধরে সুত্যা হয়। সবনীয় পশুযাগে প্রায় দু-শ পুরুষ প্রাণীকে উপস্থিত করান হয়। তাদের মধ্যে নানা বৃত্তিতে ব্যাপৃত বিভিন্ন পুরুষ মানুষও থাকে (বা.স.— ত্রিংশ অধ্যায় দ্র.)। এই পুরুষ মানুষদের সংজ্ঞপন করা হয় না, পর্যগ্নিকরণের পরে ছেড়ে (উৎসর্গ) দেওয়া হয়। বধ করা হয় কোন ছাগই। বস্তুত নরবলির কোন বিধান বেদে পাওয়া যায় না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যায় রাজা হরিশ্চন্দ্র নরবলি দিতে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন, কিন্তু যাকে বলি দেওয়া হবে সেই শুনঃশেপ নামে ব্যক্তিকে যূপে বাঁধা ও বধ করার কোন লোক খুঁজে পাওয়া যায় নি এবং যজ্ঞ পশু হওয়ায় হোতা বিশ্বামিত্র খুশীই হয়েছিলেন (৩৩/১-৫ দ্র.)। পুরুষমেধ তাই নরমেধ নয়। এই বিষয়ে ওল্ডেনবার্গ (Religion des Veda— দ্বিতীয় সংস্করণ— ৩৬২ পৃঃ) এবং হিলেব্রান্তের (Rituallitteratur 'Grundriss' III. 2 – ১৫৩ পৃঃ দ্র.) অভিমত ও তা-ই। শতপথ ব্রাহ্মণেও নরবলির বিরুদ্ধে বলা হয়েছে 'পুরুষং মা সন্তিষ্ঠিপো, যদি সংস্থাপয়িষ্যসি পুরুষ এব পুরুষম্ অত্স্যতি' (১৩/৬/২/১৩)— নরবলি দিলে মানুষই মানুষকে গ্রাস করবে।

সর্বমেধ নামে সোমযাগে বারো দিন দীক্ষণীয়া, বারো দিন উপসদ্ এবং বারো দিন সুত্যা হয়। সুত্যায় পঞ্চম দিনের অনুষ্ঠান অশ্বমেধের দ্বিতীয় দিনের মতো এবং ষষ্ঠ দিনের অনুষ্ঠান পুরুষমেধের তৃতীয় দিনের মতো হয়। সপ্তম সুত্যাদিনে নানা প্রকারের খাদ্যশস্য, ওষধি এবং কাঠ আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে।

এগুলি ছাড়া 'সব' নামে বিভিন্ন একাহযাগের কথাও বেদে ও সূত্রগ্রন্থে আমরা পেয়ে থাকি। যেমন— ওদনসব, গোসব, বৈশ্যসব, বৃহস্পতিসব ইত্যাদি। এইভাবে নানা কামনায় নানা প্রকারের যাগযজ্ঞের বিধান পাওয়া যায়। এমন-কি মৃত্যুকামনায় 'সর্বস্বার' নামে যজ্ঞের বিধানও আমরা পাই (কা. শ্রৌ. ২২/৬/১-৫ দ্র.)। এত-সব যজ্ঞের উদ্ভব ও প্রচার সমাজে একই সময়ে হয় নি, হয়েছিল ধীরে ধীরে।

এতক্ষণ যে বিবরণ দেওয়া হল শাখাভেদে তার মধ্যে কিছু পার্থক্য ঘটতে পারে, কিন্তু আমরা যেন বিভ্রান্ত না হই, কারণ মূল অনুষ্ঠানপদ্ধতি মোটামুটি একই। বিবরণে যেখানে কর্তার উল্লেখ নেই সেখানে কোন বিশেষ ঋত্বিক্ই কর্তা বলে বুঝতে হবে।

আধুনিক সমালোচকবর্গের দৃষ্টিতে ধর্মেরও ইতিহাস ও ক্রমোন্নতি আছে। প্রথম পর্বে সর্বত্রই দেবতার উপস্থিতি (animism) কল্পনা করা হত এবং দেবতাকে খুশী রেখে মানুষ তার স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করত। এই ধর্মের মধ্যে নৈতিকতার কোন স্থান ছিল না। পরবর্তী পর্যায়ে দেবতাকে দ্রব্য নিবেদন করা হত 'আমি তোমারই অধীন' এই দৈন্য ও বশ্যতা জ্ঞাপন করার উদ্দেশে। আরও পরবর্তী পর্যায়ে ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে জেগেছিল আত্মনিবেদনের প্রেরণা ও ব্যাকুলতা। এই উন্নত পর্যায়ে আহুতিদ্রব্য হচ্ছে যিনি যজমান তাঁরই প্রতিনিধি— 'যজমানঃ পশুঃ' (তৈ. ব্রা. ২/২/৮/২)। ভাবনা তখন হচ্ছে আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমি ব্রহ্মময় হয়ে উঠছি। মনু তাই বলেছেন— 'মহাযজ্ঞৈশ্ চ যজ্ঞৈশ্ চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ' (২/২৮)। জীবনের প্রত্যেকটি কর্মই তখন আর তুচ্ছ নয়, ব্রহ্মেরই উপাসনা, ভূমায় অবগাহনের উপলক্ষ্য— "ব্রহ্ম হোতা ব্রহ্ম যজ্ঞো..... ব্রহ্ম যজ্ঞস্ তত্ত্বএ্ চ ঋত্বিজো যে হবিষ্কৃতঃ" (অ. ১৯/৪২/১,২)। গীতার ভাষায় 'ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা'।

আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রথম কণ্ডিকা (খণ্ড)

[প্রস্তাব, হোতার যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ, পরিভাষা]

অথৈতস্য সমাম্নায়স্য বিতানে যোগাপত্তিং বক্ষ্যামঃ ।। ১।।

অনুবাদ– (মঙ্গল হোক) এ-বার এই বেদের (মন্ত্রসমূহের) শ্রৌতকর্মে প্রয়োগপ্রাপ্তি (-র কথা) বলব।

ব্যাখ্যা– 'অথ' শব্দ মঙ্গল, অনন্তর, আরম্ভ, প্রশ্ন, সমগ্র, প্রকরণ, অঙ্গীকার, পুনরুল্লেখ, সমুচ্চয় প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে অবশ্য তা প্রযুক্ত হয়েছে প্রথম দুটি অর্থেই। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী কোন মাঙ্গলিক শব্দ দিয়ে গ্রন্থ শুরু করা উচিত, তাই সূত্রে সূত্রকার 'অথ' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। গ্রন্থের আরম্ভেই শুভ শঙ্খধ্বনির মতো 'অথ' শব্দ উচ্চারণ করে যেন বলা হচ্ছে বক্তা ও শ্রোতা সকলের মঙ্গল হোক, শুভারম্ভ হোক গ্রন্থের, সকলে ঈপ্সিত লাভ করুন। 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' (তৈ. আ. ২/১৫) বাক্যে এই বিধান দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেককে নিজ শাখার অর্থাৎ কুলপরম্পরায় প্রচলিত স্বসম্প্রদায়ের বেদের অনুশীলন করতে হবে। 'অথ' শব্দ তাই এই অর্থও আবার বোঝাচ্ছে যে, সেই নিজ সম্প্রদায়ের বিশেষ বেদ অধ্যয়ন করার পরে। পুংলিঙ্গ এতদ্ শব্দের একবচনের রূপ হচ্ছে 'এতস্য'। নিকটের বস্তু বা ব্যক্তিকে বোঝাতে সংস্কৃতে ইদম্ এবং এতদ্ এই দুটি শব্দই ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তবে খুব কাছের ব্যক্তি ও বস্তুকে বোঝাতে এতদ্ শব্দই প্রয়োগ করা হয়। 'এতস্য' বলতে তাই বুঝতে হবে বেদপাঠীদের কাছে কুলাচারে বা সম্প্রদায়ক্রমে (= গুরুশিষ্যপরম্পরায়) প্রাপ্ত নিবিদ্, প্রৈষ, পুরোরুক্, কুন্তাপ, বালখিল্য, মহানাম্নী ঋক্ এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-সমেত এই যে অতিপরিচিত শাকল ও বাষ্কল শাখার (বিষয়টি কিন্তু বিচারের অপেক্ষা রাখে) বেদ, সেই বেদের ('শাকলস্য বাষ্কলস্য চাম্নায়দ্বয়স্য')। সম্ (সুচারুরূপে) - আ (আগাগোড়া) - √ ম্না (বারবার আবৃত্তি করা) + ঘঞ্ = সমাম্নায়। ''সম্-আঙ্-পূর্বস্য ম্নাতের্ অভ্যাসার্থস্য কর্মণি কারকে সমাম্নায়ঃ। সম্-অভ্যস্যতে মর্যাদয়া অয়ম্ ইতি সমাম্নায়ঃ'' (নি. ১/১/১-দুর্গাচার্য)। 'সমাম্নায়' মানে গুরুগৃহে ও নিজগৃহে প্রত্যহ সুচারুরূপে বারবার যা (আদ্যন্ত) আবৃত্তি করা হয়ে থাকে সেই বেদ। একটি কুণ্ড থেকে অগ্নি নিয়ে গিয়ে আরও দুটি কুণ্ডে তা ছড়িয়ে দিলে অর্থাৎ স্থাপন করা হলে সেই কর্মকে বলে 'বিতান' (বি - √ তন্ + ভাববাচ্যে ঘঞ্)। শ্রৌতকর্মে অর্থাৎ সাক্ষাৎ বেদবিহিত যজ্ঞেই তিন কুণ্ডে অগ্নিকে এইভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার বা স্থাপন করার প্রয়োজন পড়ে। এই সূত্রে অবশ্য প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে অধিকরণবাচ্যে। তাই এখানে বিতান বলতে বুঝতে হবে অগ্নিকে তিন কুণ্ডে ছড়িয়ে দেওয়া বা অগ্নিবিস্তাররূপ ক্রিয়াটিকে নয়, অগ্নিকে ছড়িয়ে দিতে হয় যে অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি শ্রৌতকর্মে সেই সকল শ্রৌতকর্মকে। 'যোগাপত্তি' = যোগ + আপত্তি = প্রয়োগপ্রাপ্তি, প্রয়োগে পরিসমাপ্তি। গুরুগৃহে বেদবিদ্যা-অর্জনের পর্ব শেষ করার পরে বেদের সেই অধীত মন্ত্রগুলি শ্রৌতকর্মে কোথায় কখন কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় তা জানাবার জন্যই গ্রন্থকার এ-বার সেই আলোচনা করবেন— এই হল আলোচ্য সূত্রের সরল অর্থ। অভিপ্রায় এই যে, 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' এই নির্দেশ অনুযায়ী নিজ শাখার বেদপাঠে প্রবৃত্ত হয়ে ঋগ্বেদ আয়ত্ত করে তার পরে যজ্ঞে তার সঠিক প্রয়োগ জানার জন্য আলোচ্য গ্রন্থ পাঠ করা কর্তব্য, কারণ বেদবিদ্যা-অর্জনের তাৎপর্যই হল যজ্ঞে তার যথাযথ প্রয়োগ; জ্ঞান বা বিদ্যার পরিণতি কর্মে বা প্রয়োগেই। সমাম্নায়েরই বিতানে প্রয়োগ প্রদর্শন করবেন এ-কথা বলার তাৎপর্য এই যে, যা প্রত্যহ বারবার অভ্যাস করা হয় না, ঋক্সংহিতার সেই অ-সমাম্নাত 'খিল' (পরিশিষ্ট) অংশের শ্রৌতকর্মে প্রয়োগ হয় কিনা তা গ্রন্থকার এখানে আলোচনা করবেন না (প্রসঙ্গত ভূমিকা ও পরিশিষ্ট দ্র.), সেগুলির প্রয়োজন অনুসারে তিনি আলোচনা করবেন গৃহ্যসূত্রে, একাগ্নিতে করণীয় গৃহ্যকর্মের ক্ষেত্রে। 'যোগাপত্তিং' বলায় বোঝা যাচ্ছে যে, সূত্রকার মন্ত্রের প্রয়োগপ্রাপ্তি বা বিনিয়োগের কথাই বলবেন, মন্ত্রের স্বরূপ বা শরীর নিয়ে কোন আলোচনা তিনি করবেন না। সোমযাগে অনেক সময়ে সামবেদীয়

ঋত্বিকেরা যে তৃচে (= মন্ত্রত্রয়ে, তিন মন্ত্রে) গান গেয়ে থাকেন ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক্‌কে সেই তৃচটি দিয়েই শস্ত্রের পাঠ শুরু করতে হয়। শাস্ত্রকার 'ছন্দোগপ্রত্যয়ং—' (আ. ৮/১৩/৩৬) সূত্রে তৃচের সেই প্রয়োগপ্রাপ্তির কথাই উল্লেখ করবেন, কোন্ তৃচে তাঁরা গান করেন এবং গানের সময়ে তৃচের কি পরিবর্তন ঘটে থাকে সেগুলির আলোচনা তিনি তাই করবেন না, শস্ত্রে সেই ধরনের যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে হবে এ- কথাও তিনি বোঝাতে চাইবেন না। ঐ স্থলে হোতাদের তাই উদ্‌গাতাদের গীত তৃচটিকেই শস্ত্রে পাঠ করতে হবে, তৃচের সামস্বীকৃত বা গীতিবদ্ধ রূপটিকে নয়।

সিদ্ধান্তীর ভাষ্য অনুযায়ী 'এতস্য' বলতে শাকল ও বাষ্কল এই দুটি শাখার মধ্যে কোন একটি বিশেষ শাখার বেদকেই এখানে বোঝান হয়েছে— ''অস্তি কশ্চিত্ সমাম্নায়বিশেষোঽনেনাচার্যেণাভিপ্রেতঃ শাকল্যকো বা বাষ্কলকো বা সহ নিবিত্পুরোরুগাদিভিস্''। 'এতস্য' বলার আর এক তাৎপর্য এই যে, যে বিশেষ শাখা অনুযায়ী কর্ম শুরু হবে আগাগোড়া সমস্ত কর্ম সেই শাখা অনুযায়ীই করতে হবে, কিছুটা কর্ম শাকল শাখা অনুযায়ী করে বাকীটা বাষ্কল শাখা অনুসারে করলে চলবে না। সূত্রে সংক্ষেপে দুই অক্ষরে 'অস্য' না বলে অতিরিক্ত একটি অক্ষর ব্যয় করে তিন অক্ষরে 'এতস্য' বলার আর এক প্রয়োজন হল— কেবল নিজ বেদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করাই নয়, এ কথাও বোঝান যে, যেহেতু গুরুগৃহে মূলত সংহিতাপাঠ অনুসারে বেদবিদ্যা গ্রহণ করা হয়েছে, তাই যজ্ঞস্থলে সেই সংহিতাপাঠ অনুযায়ীই মন্ত্র পাঠ করতে হবে, পদপাঠ অনুযায়ী পাঠ করলে চলবে না। যদিও যে-কোন বেদই সমাম্নায়, তবুও 'সমাম্নায়স্য' বলতে এখানে হৌত্রবেদ বা ঋগ্‌বেদকেই বুঝতে হবে, কারণ পরে 'কর্মচোদনায়াং হোতারম্' (আ. ১/১/১৪), 'এতাবত্ সাত্রং হোতৃকর্ম' (আ. ৮/১৩/৩৩) ইত্যাদি সূত্রে দেখা যাচ্ছে সূত্রকার হোতা প্রভৃতি ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক্‌দেরই কর্ম আলোচনা করেছেন। তাছাড়া এই গ্রন্থে ঋগ্বেদের মন্ত্রই সংক্ষেপে প্রতীকে উদ্ধৃত হয়েছে, অন্য বেদের মন্ত্র কিন্তু উদ্ধৃত হয়েছে পূর্ণাঙ্গরূপে। এই সূত্রগ্রন্থে ঋগ্বেদেরই প্রয়োগ দেখান হচ্ছে বলে হোতৃপাঠ্য 'নমঃ প্রবক্ত্রে-' (আ. ১/২/১) ইত্যাদি যজুর্মন্ত্রের ক্ষেত্রেও কোন ত্রুটি হলে ঋগ্বেদীয় প্রায়শ্চিত্তই করতে হবে। সংক্ষেপে 'যজ্ঞে' না বলে সূত্রে অক্ষরবহুল 'বিতানে' শব্দটি বলায় বুঝতে হবে, কোন এক অগ্নির কোন এক বিশেষ সময়ে প্রয়োজন না থাকলেও যজ্ঞের অনুষ্ঠানের সময়ে সর্বদাই তিন অগ্নিকেই অপ্রশমিত রাখতে হবে। আরও বুঝতে হবে যে, 'চাত্বালবত্সু' (আ. ১/১/৬) ইত্যাদি সূত্রের দর্শপূর্ণমাসে কোন প্রসঙ্গ না থাকলেও সেগুলির প্রাসঙ্গিকতা কোন-না-কোন বিতানেই। সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রে 'অথ' শব্দ মঙ্গল অর্থেও যেমন প্রযুক্ত হয়ে, তেমন তা প্রয়োগ করা হয়েছে প্রতিজ্ঞা বা প্রস্তাব অর্থেও। অভিপ্রায় এই যে, প্রাচীনকালে সাক্ষাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করেই প্রাজ্ঞ বৈদিকেরা অনুষ্ঠানের ইতিকর্তব্যতা স্পষ্ট বুঝে ফেলতেন, কিন্তু বর্তমানে আমাদের সেই সামর্থ্য আর নেই। শিষ্যদের প্রতি উপকারের প্রস্তাব বা সদ্‌ভাবনা নিয়ে গ্রন্থকার তাই এই গ্রন্থের রচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছেন। 'যোগাপত্তিং' বলার তাৎপর্য ঋগ্বেদীয় মন্ত্রের প্রয়োগপ্রাপ্তির কথাই শুধু এই গ্রন্থে বলা হবে, 'ছন্দোগপ্রত্যয়ং—' এই নির্দেশ অনুযায়ী শস্ত্রে কোন্‌টি স্তোত্রিয় হবে তা স্থির করা হলেও উদ্‌গাতাদের মতো শস্ত্রের মন্ত্রে পদ ও অক্ষরের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটান কিন্তু চলবে না। 'যোগাপত্তি' শব্দের আর একটি অর্থ হল, ঋকের ক্রম (যোগ) এবং একশ্রুতি প্রভৃতি বিকার (আপত্তি)। 'যোগাপত্তি' বলা হবে মানে যজ্ঞে কোন্ মন্ত্রের পর কোন্ মন্ত্র পাঠ করতে হবে এবং কোথায় কি পরিবর্তন ঘটাতে হবে তা বলা হবে। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সূত্রের প্রতিপাদ্য অর্থ যদি এ-ই হয় তাহলে সূত্রটি তো না করলেও চলত, কারণ 'প্র বো—' (আ. ১/২/৮) ইত্যাদি সূত্র থেকেই তো বোঝা যায় যে, এই গ্রন্থে ঋগ্বেদীয় মন্ত্রের প্রয়োগপদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। কর্মগুলি যে বৈতানিক তাও 'পশ্চাদ্ গার্হপত্যস্য—' (আ. ২/২/১৫) ইত্যাদি সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে। গ্রন্থে সামিধেনী, মরুত্বতীয় শস্ত্র ইত্যাদির বিধানও স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। ঠিকই, তবুও প্রস্তাবসূত্র বলে প্রতিপাদ্য বিষয়টি এখানে আগেই স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হল।

অগ্ন্যাধেয়প্রভৃতীন্যাহ বৈতানিকানি ।।. ২।।

অনুবাদ— (বেদ) বলে শ্রৌতকর্মগুলি অগ্ন্যাধেয়ে শুরু ।

ব্যাখ্যা — 'অগ্ন্যাধেয়' হচ্ছে আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ এই তিন কুণ্ডে অগ্নির স্থাপন এবং সেই অগ্নিস্থাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠেয় কর্ম। এই অনুষ্ঠানের অপর নাম 'অগ্ন্যাধান'। এখানে 'প্রভৃতি' শব্দের অর্থ ইত্যাদি নয়, শুরু। এই প্রসঙ্গে ২/১৮/৭ সূত্রের 'প্রভৃতি' শব্দ দ্র.। বৈতানিক = বিতান + ঠক্। এখানে বিতান শব্দের অর্থ অগ্নির বিতনন বা বিস্তার (বি -√ তন্ +

ভাববাচ্যে ঘঞ্)। তিন কুণ্ডে অগ্নিবিস্তারের বা অগ্নিস্থাপনের প্রয়োজন আছে বা অগ্নিবিস্তারের সঙ্গে সম্পর্কিত এমন ত্রেতাগ্নিসাধ্য সকল শ্রৌতকর্ম অগ্ন্যাধান অনুষ্ঠানে শুরু এবং স্বয়ং বেদই এ-কথা বলছে— এই হল আলোচ্য সূত্রের সরল অর্থ। সূত্রে দুটি পদেই বহুবচন থাকায় বুঝতে হবে যে, একবার অগ্ন্যাধানের পরে সকল শ্রৌতযজ্ঞই করা চলে। যদি একবচন থাকত তাহলে অর্থ হত প্রত্যেক বৈতানিক বা শ্রৌতকর্ম অগ্ন্যাধান দিয়ে শুরু করতে হবে। এই অর্থ অভিপ্রেত নয় বলে বহুবচন ব্যবহার করে বোঝান হয়েছে যে, যাবতীয় শ্রৌতকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে জীবনে অগ্নিসিদ্ধির জন্য একবার মাত্র অগ্ন্যাধান কর্ম করে নিতে হবে। সমস্ত শ্রৌতযজ্ঞ অগ্নির মুখাপেক্ষী, কারণ আহুতি দিতে হয় অগ্নিতেই। অগ্নি আবার অগ্ন্যাধানের মুখাপেক্ষী, কারণ অগ্ন্যাধান বা অগ্ন্যাধেয়ের মাধ্যমেই কুণ্ডে অগ্নির আনুষ্ঠানিক স্থাপনা হয়ে থাকে। অগ্নি একবার স্থাপিত হয়ে গেলে আর দ্বিতীয় বার স্থাপনার প্রয়োজন পড়ে না, তার পর থেকে যে-কোন শ্রৌতযজ্ঞেই ঐ অগ্নিতে আহুতি নিবেদন করা চলে। অগ্ন্যাধান কর্মের অনুষ্ঠান আগে না হলে তাই কোন শ্রৌতকর্মই করা যাবে না। যিনি আহিতাগ্নি নন অর্থাৎ যিনি অগ্নিস্থাপনা করেন নি তিনি তাই গৃহদাহ হলে করণীয় যে বৈতানিক 'ক্ষামবতী' ইষ্টি তা করতে পারবেন না। ব্রহ্মচারী নারীসঙ্গ করলে তাঁকে 'গর্দভেষ্টি' নামে একটি ইষ্টিযাগ করতে হয়। ব্রহ্মচারী বিবাহিত নয়, অগ্নিস্থাপনাও তাঁর তাই হয় নি। তিনি তাহলে ঐ অবশ্যকরণীয় যাগটি কি-ভাবে করবেন? 'লৌকিকে, অপ্স্ববদানহোমঃ' (কা.শ্রৌ. ১/১/১৪, ১৬)— যে অগ্নিতে প্রত্যহ রন্ধনকর্ম করেন সেই সাধারণ লৌকিক অগ্নিতেই তাঁকে কাজটি করতে হবে, গর্দভের অঙ্গগুলি আহুতি দিতে হবে জলে। ব্রাত্যস্তোমের ক্ষেত্রেও এ-ই নিয়ম। সূত্রে 'আহ' পদটি থাকায় বুঝতে হবে সূত্রকার নিজে মনগড়া কোন নির্দেশ দিচ্ছেন না, তিনি যেখানে যা বলেছেন তার মূলে আছে কোন-না-কোন শ্রুতি। যদি এই সূত্রগ্রন্থে এমন কিছু বলা থাকে যার উৎস নিজ শাখার বেদে পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে বুঝতে হবে যে, গ্রন্থকার অন্য শাখা বা অন্য কোন বেদ থেকে সংগ্রহ করে এনেই তা বলছেন, বেদই তাঁর সকল বক্তব্যের ভিত্তি। আবার যদি এমন কিছু থাকে যা বেদবিরুদ্ধ অথবা এই গ্রন্থে বাদ পড়ে গেছে অথচ শ্রুতিতে তার উল্লেখ আছে তাহলে শ্রুতির সেই উক্তিকেই শিরোধার্য করে সেই মতো অনুষ্ঠান নির্বাহিত করতে হবে।

সিদ্ধান্তীর মতে ২/১/৪২ সূত্র থেকে পাঠকের মনে হতে পারে যে, বিধানের বা বিবরণের ক্রম অনুযায়ী বারো দিন দিবারাত্র তিন কুণ্ডে আগুন জ্বালিয়ে রাখার পরে ত্রয়োদশ দিন থেকে অগ্নিহোত্র শুরু হবে। কিন্তু যাতে অগ্ন্যাধেয়ের ঠিক পর থেকেই তা শুরু করা যায় সেই উদ্দেশেই এই সূত্রের অবতারণা।

দর্শপূর্ণমাসৌ তু পূর্বং ব্যাখ্যাস্যামস্ তন্ত্রস্য তত্রাম্নাতত্বাত্ ।। ৩।।

অনু.— দর্শপূর্ণমাসযাগকে কিন্তু আগে ব্যাখ্যা করব, কারণ সেখানে (-ই) পূর্ণাঙ্গের (কথা বেদে) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— তন্ত্র = মূল কাঠামো, পূর্ণাঙ্গ শরীর; 'তন্ত্রম্ অঙ্গসংহতিঃ বিধ্যন্ত ইত্যর্থঃ....... প্রধানস্য তন্ত্রণাত্ তন্ত্রম্ ইত্যুচ্যতে' (না.), 'তন্ত্রশব্দেনাত্র সর্বপুরুষসাধারণঃ অঙ্গসমুদায় উচ্যতে' (১২/১০/২-না.)। 'অঙ্গসমুদায়স্ তন্ত্রম্' (আপ. শ্রৌ. ১/১৫/১-রুদ্রদত্ত)। ব্যাখ্যা = সব-কিছু বিস্তৃত করে খুলে বলা (বি-আ-খ্যা); 'বিভজ্য মর্যাদয়া পরিপাট্যা আখ্যাতব্যো নির্বক্তব্য ইত্যর্থঃ— নি. ১/১/১- দুর্গ)।

দর্শ ও পূর্ণমাস বলতে বোঝায় সূর্য ও চন্দ্রের নিকটতম (দর্শ) ও দূরতম বা বিপরীততম (পূর্ণমাস) অবস্থান। এই অবস্থান অত্যন্ত ক্ষণিকের হলেও যে দিনটিতে ঐ ঘটনা ঘটছে সেই দিনটিকেও দর্শ ও পূর্ণমাস বলা হয়ে থাকে। আবার ঐ দিন যে কর্মের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তাকেও বলা হয় দর্শপূর্ণমাস। এখানে ঐ অনুষ্ঠানকে বোঝাতেই শব্দটিকে প্রয়োগ করা হয়েছে। যদিও বস্তুত পূর্ণমাস-সম্পর্কিত কর্মটিই আগে অনুষ্ঠিত হয়, তবুও 'অল্পাচ্তরম্' (পা. ২/২/৩৪) অর্থাৎ যে শব্দে স্বরবর্ণের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম দ্বন্দ্বসমাসে সেই শব্দকে আগে উল্লেখ করতে হয়— ব্যাকরণের এই নিয়ম অনুসারে এখানে সমাসে 'দর্শ' শব্দটি আগে বসেছে। পূর্ববর্তী সূত্রে যদিও বলা হয়েছে অগ্ন্যাধানের পরে যে-কোন শ্রৌতকর্মই আরম্ভ করা যায়, তবুও সূত্রকার আগে 'দর্শপূর্ণমাস' নামে ইষ্টিযাগের কথাই বর্ণনা করবেন, কারণ বেদে এই দর্শপূর্ণমাসেরই প্রসঙ্গে ঋত্বিকের যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ ও অবস্থান থেকে শুরু করে তাঁর প্রস্থান ও সংস্রাজপ (= সমাপ্তিমন্ত্র) পর্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠেয় অঙ্গের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে, অগ্ন্যাধানের ক্ষেত্রে কিন্তু তা নেই। বেদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই, শ্রুতির প্রতি উচিত সম্মান প্রদর্শন করেই,

শ্রুতির পথ অনুসরণ করেই তাই সূত্রকার দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠানপদ্ধতি আগে ব্যাখ্যা করবেন। এ-ছাড়া অপর একটি কারণও আছে। অগ্ন্যাধান কর্মটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়, অগ্ন্যাধেয়ে যে অগ্নিগুলি স্থাপিত হয় সেই স্থাপিত অগ্নিগুলিকে সংস্কার করারও প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজন সাধিত হয় 'পবমানেষ্টি' নামে কয়েকটি ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান দ্বারা। ঐ ইষ্টি কি-ভাবে করতে হয় তা বোঝা যাবে যদি সমস্ত ইষ্টিযাগের মূল 'প্রকৃতি' বা ছক যে দর্শপূর্ণমাসযাগ তাকে আমরা আগে জানি, কারণ সমস্ত ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে দর্শপূর্ণমাসেরই অনুসরণে, দর্শপূর্ণমাসেরই ছাঁদে। এই কারণেও আগে দর্শপূর্ণমাসের কথাই সূত্রকার খুলে বলবেন।

সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রে 'তু' শব্দ দিয়ে গ্রন্থকার এ-কথাই বলতে চাইছেন যে, এর পর অন্য-সব ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের ক্রম অনুসরণ করেই তিনি সব-কিছু বলবেন, ব্যতিক্রম শুধু এই অগ্ন্যাধেয়ের ক্ষেত্রেই। যদিও দর্শপূর্ণমাস অগ্ন্যাধেয়ের পরে করণীয়, তাহলেও দর্শপূর্ণমাসের ব্যাখ্যাই তিনি আগে করতে যাচ্ছেন। আলোচ্য সূত্র থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, দর্শপূর্ণমাসের যে অনুষ্ঠানক্রম তা-ই হচ্ছে তন্ত্র। 'অসমাম্নাতা—' (আ. ২/১৪/১৬) সূত্রে তাই তন্ত্র বলতে দর্শপূর্ণমাসের কথাই বুঝতে হবে।

দর্শপূর্ণমাসয়োর্ হবিঃষ্বাসন্নেষু হোতামন্ত্রিতঃ প্রাগ্-উদগ্ আহবনীয়াদ্ অবস্থায় প্রাঙ্মুখো যজ্ঞোপবীত্যাচম্য দক্ষিণাবৃদ্ বিহারং প্রপদ্যতে পূর্বেণোত্করম্ অপরেণ প্রণীতাঃ ।। ৪।।

অনু.— দর্শপূর্ণমাস যাগে আহুতির দ্রব্যগুলি (বেদিতে) স্থাপিত হলে হোতা (অধ্বর্যুকর্তৃক) আহূত (হয়ে) আহবনীয়ের উত্তর-পূর্ব দিকে পূর্ব-মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে যজ্ঞোপবীতযুক্ত হয়ে আচমন করে ডান দিকে ঘুরে যজ্ঞভূমিতে পদার্পণ করেন। (তাঁর) পূর্ব দিকে (তখন থাকে) উত্কর, পশ্চিমে প্রণীতা (নামে জল-পাত্র)।

ব্যাখ্যা— হবিঃ = আহুতির উপকরণসামগ্রী। দক্ষিণাবৃত্ = দক্ষিণা- আ- √ বৃত্ + ক্বিপ্। নিজের মুখ ও বাঁ কাঁধকে ডান কাঁধের দিকে লক্ষ্য করে অর্ধবৃত্তাকারে ঘোরালেই দক্ষিণাবৃত্ হওয়া হয়। উত্কর = বেদির অদূরে বাঁ দিকে ধূলা ও আবর্জনা ফেলার জায়গা। প্রণীতা = চমসের মতো দেখতে একটি ছোট হাতল-লাগান চার-কোণা কাঠের পাত্রে রাখা জল। গার্হপত্যের উত্তর দিকে বসে চমস-পাত্রে জল ভরে তা সামনে আহবনীয়ের বাঁ দিকে নিয়ে যাওয়া (প্রণীত) হয় বলে এই জলকে 'প্রণীতা' বলে। দর্শযাগ ও পূর্ণমাসযাগের দিন অধ্বর্যু আগেই যজ্ঞভূমিতে এসে যাগের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি নিতে থাকেন। তিনি সব-কিছু গুছিয়ে হোতাকে 'হোতর্ এহি' (বৈ. শ্রৌ. ৫/৯) বলে আমন্ত্রণ জানালে হোতা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে প্রথমে আহবনীয় থেকে কিছুটা দূরে উত্তর-পূর্ব দিকে এসে পূর্বমুখ হয়ে দাঁড়ান। বৃত্তিকারের মতে দাঁড়াবার পরে চলে গিয়ে পূর্বমুখ হয়েই আচমন করে নিজের ডান দিকে ঘুরে উত্কর ও প্রণীতাপাত্রের মাঝখান দিয়ে যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেন। 'প্রাঙ্মুখো' পদটি মাঝখানে থাকায় এবং অন্বয়ের ক্ষেত্রে সূত্রে কোন বিশেষ বা পৃথক্ সূচনা না থাকায় অবস্থান ও আচমন দুইই পূর্বমুখ হয়ে করতে হবে। যদিও (গৃহ্য) স্মৃতিশাস্ত্র ও স্মার্ত বা গৃহ্য কর্মের রীতিনীতি থেকেই বোঝা যায় যে, আচমন করেই সব কাজ করতে হয়, তবুও সূত্রে তা বলার উদ্দেশ্য শ্রৌতকর্মের সঙ্গে কোন বিরোধ না ঘটলে স্মার্তকর্মের রীতিনীতি শ্রৌতযজ্ঞেও অনুসৃত হবে এ-কথা বোঝান। স্নান, যজ্ঞোপবীতধারণ, আচমন ইত্যাদি স্মার্ত আচারগুলি তাই দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যাগেও পালন করতে হবে। তা ছাড়া প্রাতঃকৃত্যের সময়ে আগে শৌচের জন্য আচমন করা হয়ে থাকলেও আবার এখন যাগের প্রয়োজনে দর্শপূর্ণমাসকর্মের অঙ্গরূপে তা অবশ্যই করতে হবে। আচমনের জন্য যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে হয় এ-কথাও স্মৃতিশাস্ত্র থেকে বোঝা যায়। সূত্রে তাই 'যজ্ঞোপবীতী' শব্দটি না বললেও চলত। বিধানের এই অংশটি 'অনুবাদ' মাত্র। অনুবাদ হচ্ছে পুনরুক্তি, আগে থেকেই যা জানা আছে তা আবার জানান। সূত্রে উত্কর ও প্রণীতার কথা বলা থাকায় 'বিহারং' পদটির উল্লেখ না করলেও বোঝা যেত যে হোতা বিহারে অর্থাৎ যজ্ঞভূমিতেই প্রবেশ করছেন, তবুও তা বলায় বুঝতে হবে যে, সকল ঋত্বিক্‌কেই সব যাগেই যজ্ঞভূমিতে প্রবেশের সময়ে দক্ষিণাবৃত্ হয়ে এই বিশেষ পথ ধরেই প্রবেশ করতে হবে।

সিদ্ধান্তীর মতে যে যাগেই দর্শপূর্ণমাসের ধর্ম বা ধারার 'অতিদেশ' (একের কোন ধর্ম অপরের মধ্যে সংক্রমণ) হয় সেখানেই এই কথিত অবস্থান ও আচমন করতে হয়। অগ্নিহোত্রে দর্শপূর্ণমাসের ধর্মের অতিদেশ হয় না অর্থাৎ অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান দর্শপূর্ণমাসকে অনুসরণ করে হয় না, তাই সেখানে এই দুটি নিয়ম প্রযোজ্য নয়। ৩নং সূত্রে 'দর্শপূর্ণমাসৌ' বলা

থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য সূত্রে আবার 'দর্শপূর্ণমাসয়োঃ' বলার প্রয়োজন হল বর্তমান অধ্যায়ে যা যা বলা হচ্ছে তা সবই দর্শ ও পূর্ণমাস দুই যাগেই প্রযোজ্য, তবে কোথাও বিশেষ কিছু বলা হলে সেটি কেবল সেখানেই প্রযোজ্য হবে, যেমন 'ইন্দ্রাগ্নী অমাবস্যায়াম্—' (১/৩/১০) সূত্রটি শুধু দর্শেই প্রযোজ্য, পূর্ণমাসে নয়। 'হোতা' বলা থাকায় অবস্থান ও আচমন হোতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অপরের ক্ষেত্রে নয়। 'তস্য নিত্যাঃ—' (১/১/৮) সূত্রে বিহারে যিনি প্রবেশ করেন তাঁকেই পূর্বমুখ হতে বলা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত হোতা যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেন নি, করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন মাত্র। তাঁর ক্ষেত্রে তাই ঐ সূত্রটি খাটে না। তাঁর পূর্বাভিমুখত্বের জন্য এই সূত্রে তাই 'প্রাঙ্‌মুখো' শব্দটি বলতে হল। এই একই কারণে ১/১/১০ সূত্রে যজ্ঞোপবীতের কথা বলা থাকলেও এখানে আবার তা বলা হয়েছে। তা ছাড়া এর দ্বারা আরও বোঝান হচ্ছে যে, গৃহে আগেই যজ্ঞোপবীত ধারণ ও আচমন করা হয়ে থাকলেও যজ্ঞের প্রয়োজনে কর্মের অঙ্গরূপে এখানে আবার তা (বিশেষ পদ্ধতিতে) করতে হবে। এই আচমনও পূর্বমুখ হয়েই করতে হবে এবং 'নিত্যম্ আচমনম্' বলতে এই আচমনকেই বুঝতে হবে। ৫/৭/১; ৫/১২/১ সূত্রে 'বিহারং' পদটি না থাকলেও যেমন বিহারেরই কথা বোঝা যায় এখানেও তেমন তা বোঝা গেলেও বিহারে প্রবেশকারী সকলের পক্ষে যাতে পরবর্তী নিয়মগুলি খাটে তাই তা বলা হয়েছে। আলোচ্য সূত্রে যজ্ঞোপবীত বলতে যজ্ঞসূত্রকে বোঝান হয় নি, হয়েছে ডান হাত কাঁধের উপরে তুলে বাঁ হাত নীচে নামিয়ে রেখে যজ্ঞসূত্রের মতোই হরিণের যে চামড়া অথবা কোন বস্ত্র দেহে ধারণ করা হয় তা (তৈ. আ. ২/১; গো. গৃ. ১/২/২ দ্র.)। "আমন্ত্রিতো হোতান্তরেণোত্‌করং প্রণীতাশ্ চ প্রতিপদ্য"— শা. ১/৪/১।

ইধ্মম্ অপরেণাপ্রণীতে ।। ৫।।

অনু.— প্রণীতাপাত্রবিহীন (কর্মে) পশ্চিমে (থাকবে) যজ্ঞকাষ্ঠ।

ব্যাখ্যা— ইধ্ম = যজ্ঞের কাঠ। প্রণীতার প্রয়োজন হয় আহুতিদ্রব্য প্রস্তুত ও পাক করার জন্য। যে যাগে শস্যজাতীয় দ্রব্য লাগে না সেখানে তাই প্রণীতাও রাখা হয় না। সেই যাগে উত্‌কর ও ইধ্মের মাঝখান দিয়ে যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করতে হয়। ইধ্মগুলি আগুন জ্বালাবার জন্য আহবনীয়ের বাঁ দিকে এনে রাখা হয়ে থাকে।

চাত্বালং চাত্বালবত্‌সু ।। ৬।।

অনু.— চাত্বালযুক্ত (শ্রৌতকর্মগুলিতে) চাত্বাল (থাকবে পশ্চিমে)।

ব্যাখ্যা— সোমযাগে ও পশুযাগে বেদির উত্তর-পূর্ব দিকে মাটি খুঁড়ে জলাধারের মতো একটি চতুষ্কোণ শূন্য আধার প্রস্তুত করা হয়। এই আধারকে বলে 'চাত্বাল'। চাত্বালের মাটি বেদি-নির্মাণের কাজে লাগে। ঐ দুই যাগে হোতা যখন যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করবেন তখন তাঁর পূর্বদিকে থাকবে উত্‌কর ও পশ্চিমে চাত্বাল। উত্‌কর ও চাত্বালের মাঝখান দিয়ে তিনি প্রবেশ করবেন। প্রসঙ্গত কা. শ্রৌ. ১/৩/৪১, ৪২ দ্র.।

এতত্ তীর্থম্ ইত্যাচক্ষতে ।। ৭।।

অনু.— (বেদজ্ঞগণ) এই (প্রবেশপথকে) তীর্থ এই (নামে) বলে থাকেন।

ব্যাখ্যা— 'আচক্ষতে' বলায় বোঝা যাচ্ছে 'তীর্থ' এই নামটি সূত্রকারের নিজের দেওয়া নয়, বেদজ্ঞমহলেই প্রবেশপথটি এই নামে সুপরিচিত। প্রসঙ্গত 'তেনান্তরেণ প্রতিপদ্যন্তে চাত্বালংচোত্‌করঞ্চৈতদ্ বৈ দেবানাং তীর্থম্' (ষ. ব্রা. ৩/৪/৪) উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে। প্রবেশের এই বিশেষ পথটিই তীর্থ বলে অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানে উত্‌কর প্রভৃতি না থাকলেও মনে মনে আছে বলে কল্পনা করে নিয়ে ঐ পথ ধরেই ঋত্বিক্‌দের যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করতে হয়।

তস্য নিত্যাঃ প্রাঞ্চশ্ চেষ্টাঃ ।। ৮।।

অনু.— তাঁর কর্মগুলি সর্বদা পূর্ব (- মুখী হবে)।

ব্যাখ্যা— হোতাকে বোঝাবার জন্য সূত্রে 'তস্য' না বললেও চলত, তবুও তা বলায় বোঝা যাচ্ছে যে, শুধু হোতা নয়, যিনিই তীর্থপথ ধরে যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেন তাঁর সকল কাজই সর্বদা পূর্বমুখী হবে। যে-কোন শাস্ত্রেই যখনই কোন বিধান দেওয়া হয় তখনই সঙ্গে সঙ্গে বিধানটির স্বরূপ বা প্রকৃতি এবং ঐ বিধানটি যে নিত্য অর্থাৎ সর্বদা অবশ্যই পালনীয় তা আপনিই সিদ্ধ হয়ে যায়, তবুও সূত্রে 'নিত্যাঃ' বলায় বুঝতে হবে প্রত্যেকটি প্রকাশ্য কর্ম সম্পন্ন বা নিবৃত্ত হয়ে গেলেও দেহ, মন ও বাক্যের সংযম বা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি যজ্ঞস্থলে সর্বদাই বজায় রাখতে হবে। সূত্রে আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করার মতো যে, 'প্রাঞ্চঃ' এই বিশেষণ পদটি রয়েছে পুংলিঙ্গে ও বহুবচনে, কিন্তু 'চেষ্টাঃ' এই বিশেষ্য পদটি স্ত্রীলিঙ্গের ও বহুবচনের। বিশেষ্য ও বিশেষণের মধ্যে বচনের সমতা থাকলেও লিঙ্গের এই বৈষম্য থাকা তো উচিত নয়। 'প্রাচ্যশ্ চেষ্টাঃ' বললেই ঠিক হয়, ভাষার বিশুদ্ধি বজায় থাকে। তা না বলায় বুঝতে হবে এই বৈষম্যের নিশ্চয়ই কোন তাৎপর্য আছে। কি তাৎপর্য? 'প্রাঞ্চঃ' পদটি পুংলিঙ্গ হওয়ায় যিনি ক্রিয়ার কর্তা বা পুরুষ ঋত্বিক্ তাঁর পূর্বমুখত্ব বিহিত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। আবার 'প্রাঞ্চঃ' ও 'চেষ্টাঃ' এই দুই পদে বহুবচনের দিক থেকে সাম্য থাকায় চেষ্টা বা ক্রিয়ার পূর্বমুখত্ব বিহিত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। কিন্তু ক্রিয়া তো কোন শরীরী স্থূল বস্তু নয় যে তার পূর্বাভিমুখত্ব হবে, তাই ঐ ক্রিয়া সম্পন্ন করতে যে উপকরণগুলির সাহায্য নেওয়া হয় সেই কর্ম, করণ প্রভৃতিরই পূর্বাভিমুখত্ব হবে। এ ছাড়া ক্রিয়ার সমাপ্তিও ঘটাতে হবে পূর্ব দিকে— এই হল সূত্রের অভিপ্রেত অর্থ। এইভাবে এই সূত্রে শব্দগুলির মধ্যে নানা আপাত বৈষম্য থাকলেও সূত্রটিকে অর্থহীন অথবা সংশয়বহুল ভেবে উপেক্ষা করা চলবে না, ব্যাখ্যা প্রয়োগ করে অভিপ্রেত বিশেষ অর্থটি আবিষ্কার করে নিতে হবে। বিশেষজ্ঞগণ তাই বলেন— 'ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্ ন সন্দেহাদ্ অলক্ষণম্' (পা. প. ১)। প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পারলে তা শাস্ত্রের দোষ নয়, দোষ নিজের বুদ্ধির ব্যর্থতারই— "নৈষ স্থাণোর্ অপরাধো যদ্ এনম্ অন্ধো ন পশ্যতি। পুরুষাপরাধঃ স ভবতি" (নি. ১/১৬/৯)। বৃত্তিকার এই সূত্রের ব্যাখ্যায় আরও বলেছেন যে, 'তস্য' পদটি থাকায় ৮-১৩নং পর্যন্ত যে ছ-টি সূত্র তা সকল ঋত্বিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সিদ্ধান্তীর মতে এই সূত্রে ৪নং সূত্রের 'হোতা' পদটি অনুবৃত্ত (= জলের স্রোতের মতো অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত বা উপস্থিত) হচ্ছে না বলে এবং ১৪নং সূত্রে হোতাকে বোঝাবার জন্য আবার 'হোতারম্' পদটি আছে বলে আলোচ্য বিধানটি যে সকল ঋত্বিকেরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা বুঝতে হবে। যজ্ঞিয় কর্মে ব্যাপৃত থাকার সময়েই পূর্বমুখ হতে হয়, যেগুলি যজ্ঞিয় কর্মের অন্তর্গত নয় সেই কণ্ডূয়ন প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাই পূর্বমুখ হওয়ার অথবা ক্রিয়াটির পূর্ব দিকে পরিসমাপ্তি ঘটাবার কোন প্রয়োজন নেই।

অঙ্কধারণা চ ।। ৯।।

অনু.— অঙ্কধারণাও (অবশ্যকর্তব্য)।

ব্যাখ্যা— যজ্ঞভূমিতে বসার সময়ে সর্বদাই অঙ্কধারণা করতে হবে। 'অঙ্কধারণা' হল বাঁ উরুর উপরে ডান পা রেখে বসা। কি-ভাবে বসতে হয় তা ১/৩/৩৬-৩৮ সূত্রে বলা হয়েছে। সেখানে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বসার সময়ে মন্ত্র পড়ে তৃণনির্মিত আসন থেকে একটি তৃণ ফেলে দিয়ে অপর একটি মন্ত্র পাঠ করে ডান পা বাঁ উরুর উপরে রেখে বসতে হবে। এখানে অঙ্কধারণা অবশ্যকর্তব্য বলে বিহিত হওয়ায় কোথাও ঐ তৃণনিক্ষেপ ও উপবেশন-মন্ত্রের পাঠ নিষিদ্ধ হলেও (১/৪/৫; ৪/৭/৪; ৫/১/২১ দ্র.) বিনা মন্ত্রেই সেখানে অঙ্কধারণা করতে হবে। সূত্রটির আর একটি তাৎপর্য হল 'ইদমহম্—' (১/৩/৩৭ সূ. দ্র.) সূত্রটি দর্শপূর্ণমাসেই প্রযোজ্য, অগ্নিহোত্রে প্রযোজ্য নয়, কিন্তু তা হলেও ঐ অগ্নিহোত্রেও বিনা মন্ত্রেই অঙ্কধারণা করতে হবে, কারণ যিনিই যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেন তাঁর পক্ষে তা অবশ্যকর্তব্য।

যজ্ঞোপবীতশৌচে চ ।। ১০।।

অনু.— যজ্ঞোপবীত এবং শৌচও (অবশ্যকর্তব্য)।

ব্যাখ্যা— শৌচ = শুচি + অণ্ (পা. ৫/১/১৩১)। ৪নং সূত্রে 'যজ্ঞোপবীতী' পদটির উল্লেখ করে বোঝান হয়েছিল যে, শ্রৌতকর্মের সঙ্গে বিরোধ না ঘটলে গৃহ্য-স্মার্তবিধানগুলি শ্রৌতযজ্ঞেও পালনীয়। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ প্রভৃতি পিতৃকর্মমূলক

শ্রৌত অনুষ্ঠানে স্মার্তবিধান অনুযায়ী সর্বদাই তাই প্রাচীনবীত ধারণ করে থাকা উচিত, কিন্তু এই সূত্রে যজ্ঞোপবীত-ধারণ অবশ্যকর্তব্য বলে বিহিত হওয়ায় শ্রৌত পিতৃকর্মেও সর্বদা যজ্ঞোপবীতী হয়েই থাকতে হবে, কেবল যতটুকু কাজ প্রাচীনাবীতী (ডান কাঁধ থেকে বাঁ দিকে যজ্ঞসূত্র ও যজ্ঞবস্ত্র ঝুলিয়ে রাখা) হয়ে করতে বলা হবে সেইটুকুই প্রাচীনাবীত ধারণ করে করবেন। 'শৌচে' বলায় যজ্ঞের অঙ্গরূপে যজ্ঞেরই প্রয়োজনে করণীয় ইড়াভক্ষণ প্রভৃতিও বেদির মধ্যে করা চলবে না, উচ্ছিষ্ট পড়ে স্থানটি যাতে অপবিত্র হয়ে না যায় তার জন্য বেদির বাইরে গিয়েই তা ভক্ষণ করতে হবে। ৫/৭/১১ সূত্রের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার তাই বলেছেন— "আগ্নীধ্রীয়ং প্রাপ্য ইতি বচনং প্রাশনস্য বহির্বেদিদেশে সিদ্ধেঽপি আগ্নীধ্রীয়মণ্ডপ-বহির্বেদিদেশপ্রাপণার্থম্"।

মন্ত্রপাঠের সময়ে মুখ থেকে থুতু ছিট্‌কে গেলে অথবা কাঁধ থেকে যজ্ঞোপবীত খসে পড়লে আগে বিহিত মন্ত্রের পাঠ শেষ করে পরে শুদ্ধ হব, করণীয় কাজ বা পাঠ শেষ হলে যজ্ঞোপবীত তুলে কাঁধে যথাস্থানে রাখব এ-কথা ভাবলে চলবে না। পাঠ থামিয়ে আগে শুদ্ধ ও যজ্ঞোপবীতী হতে হবে, পরে অবশিষ্ট করণীয় কর্ম অথবা মন্ত্রের বাকী অংশটুকু পাঠ করবেন। ভুলবশত যজ্ঞোপবীতী না হয়ে ও আচমন দ্বারা শুচি না হয়ে কাজটি করে ফেললে বিহিত যে প্রায়শ্চিত্ত তা তখন অবশ্যই পালন করতে হবে। এছাড়া 'দক্ষিণস্যাং দিশি—' (আ. ১/১১/৬) ইত্যাদি পিতৃসম্পর্কিত কর্মের স্থলে বিশেষ বিধি না থাকায় সেখানে যজ্ঞোপবীতী হয়েই থাকতে হবে এবং 'প্রাচীনাবীতী তূষ্ণীং—' (আ. ২/৩/২১) ইত্যাদি যে যে স্থলে প্রাচীনাবীতের উল্লেখ আছে কেবল সেই সেই বিশেষ অংশের ক্ষেত্রেই প্রাচীনাবীতী হতে হবে, কর্মের অন্যান্য অংশের অনুষ্ঠান কিন্তু করতে হবে যজ্ঞোপবীতী হয়েই। শা. বলেছেন "যজ্ঞোপবীতী দেবকর্মাণি করোতি, প্রাচীনোপবীতী পিত্র্যাণি"– ১/১/৬, ৭।

বিহারাদ্ অব্যাবৃত্তিশ্ চ তত্র চেত্ কর্ম ॥ ১১॥

অনু.— ঐ (যজ্ঞভূমিতে) যদি কর্ম (করতে হয় তাহলে তখন) যজ্ঞভূমি থেকে বিপরীতমুখী না-হওয়াও (অবশ্য-কর্তব্য)।

ব্যাখ্যা— ব্যাবৃত্তি = পিঠ করে থাকা। কর্মরত অবস্থায় কখনও যজ্ঞভূমির দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে নেই। 'তত্র চেত্ কর্ম' বলায় এই নিয়ম কর্মে ব্যাপৃত ব্রহ্মার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ৯-১১ নং সূত্রে 'চ' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে ৮ নং সূত্র থেকে 'নিত্য' শব্দটির অনুবৃত্তির জন্য। ৮-১১ নং সূত্রের প্রত্যেকটি বিধানই তাই সর্বদাই পালন করতে হবে। বর্তমান সূত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন নিষিদ্ধ হওয়ায় 'পশ্চাদ্ অস্যোপবিশ্য—' (আ. ৪/১০/১), 'পশ্চাদ্ উত্তরবেদের্—' (আ. ৫/৮/৭) ইত্যাদি স্থলে যজ্ঞভূমিতে পূর্ব হতে পশ্চিম দিক্ পর্যন্ত বিস্তৃত যে পৃষ্ঠ্যা বা মধ্যরেখা থাকে সেই রেখা ধরে এসে উত্তর দিকে গিয়ে বসতে হয়। ব্যাবৃত্তি নিষিদ্ধ বলেই ৩/৩/৫ সূত্রের বৃত্তিতে নারায়ণ বলেছেন – "দক্ষিণাবৃদ্বচনং বিহারাদ্ অব্যাবৃত্তির্ ইতি প্রাপ্তম্ অনূদ্যতে"। কর্মরত না হলে অবশ্য পৃষ্ঠপ্রদর্শনে কোন দোষ হয় না। যেখানে বর্তমানে কর্ম চলছে সেখানে যিনি কর্মে ব্যাপৃত তাঁর পক্ষেই সেই দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনে দোষ।

সিদ্ধান্তী তাঁর ভাষ্যে বলেছেন, যখন পূর্বমুখ হয়ে কোন কাজ করার পরে পশ্চিমমুখ হয়ে কোথাও যেতে হবে তখন নিজের ডান দিকে ঘুরে পশ্চিমমুখ হতে হবে। আবার যখন পশ্চিমমুখ হয়ে কিছু করার পরে পূর্বমুখ হওয়ার প্রয়োজন পড়বে তখন নিজের বাঁ দিকে ঘুরে পূর্বমুখ হতে হবে। ব্রহ্মা যখন বেদির ডান দিকে নিজ আসনে বসবেন তখন তাঁকে উত্তরমুখ হয়েই বসতে হবে। যজ্ঞস্থলে কোন কাজ চলতে থাকলে এই নিয়ম। ফলে সোমপ্রবহণের সময়ে প্রাগ্‌বংশশালায় কোন কাজ হচ্ছে না বলে অগ্নির দিকে মুখ করার জন্য পশ্চিমমুখ হতে হবে না।

একাঙ্গবচনে দক্ষিণং প্রতীয়াত্ ॥ ১২॥

অনু.— (কোন সূত্রে) অঙ্গমাত্রের উল্লেখ করা হলে (সেখানে) দক্ষিণ (অঙ্গ বিহিত হয়েছে বলে) বুঝবেন।

ব্যাখ্যা— 'এক' শব্দের অর্থ এখানে কেবল। বাম ও ডান ভেদে যে যে অঙ্গ দুটি দুটি সেখানে বাম বা ডান কোনটিরই উল্লেখ না করে সূত্রে যদি কেবল অঙ্গটিরই উল্লেখ করা হয় তাহলে ডান অঙ্গটির কথাই সেখানে বলা হচ্ছে বলে বুঝতে

হবে। যেমন 'প্রপদেন—' (১/১/২৩), 'অঙ্গুল্যগ্রাণ্য—' (১/২/১), 'অংসেঽধ্বর্যুম্ .... পার্শ্বস্থেন পাণিনা—' (১/৩/২৯), 'ব্রাহ্মণপাণ্য—' (৩/১৪/১৬), 'পাণীংশ্ চমসেষ্ব—' (৬/১২/১১) প্রভৃতি। যদি কোথাও দুটি অঙ্গ দিয়েই কাজটি করতে বলা হয় তাহলে সেখানে তা দুটি অঙ্গ দিয়েই করবেন। অঙ্গবাচী শব্দে একবচন বা বহুবচন থাকলে বুঝতে হবে কর্তা সেখানে একজন বা বহু। আলোচ্য সূত্রে আগের সূত্র থেকে 'তত্র চেত্ কর্ম' এই অংশটি অনুবৃত্ত হচ্ছে। ফলে 'অংসেঽধ্বর্যুম্—', 'ব্রাহ্মণপাণ্য--' ইত্যাদি স্থলে হোতা ছাড়া অপরের (ব্রহ্মা প্রভৃতি) ক্ষেত্রেও নিয়মটি প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে। চক্ষু অঙ্গ নয়, অঙ্গে আশ্রিত শক্তিবিশেষ। চক্ষুর ক্ষেত্রে তাই বর্তমান সূত্র প্রযোজ্য নয়। বিশেষ দ্র. যে, এই সূত্রের 'প্রতীয়াত্' পদটির ১৯নং সূত্র পর্যন্ত অনুবৃত্তি চলছে।

অনাদেশে ।। ১৩।।

অনু.— (সূত্রে অঙ্গের) উল্লেখ না থাকলে (সেখানে দক্ষিণ অঙ্গকেই বিহিত বলে জানবেন)।

ব্যাখ্যা— পূর্বসূত্র থেকে এই সূত্রে 'দক্ষিণং প্রতীয়াত্' এই দুটি পদের অনুবৃত্তি হয়েছে অর্থাৎ ঐ দুটি পদের এখানে উপস্থিতি ঘটেছে। কোন সূত্রে অঙ্গের উল্লেখ না করে শুধু ক্রিয়াটির উল্লেখ করা হলে বুঝতে হবে সেখানে কাজটি ঐ ক্রিয়ার উপযোগী সংশ্লিষ্ট অঙ্গ দিয়ে এবং দক্ষিণ অঙ্গ দিয়েই করতে হবে। যেমন 'প্রপদ্যতে' (আ. ১/১/৪), 'অভিক্রম্য' (১/৩/২৯), 'ঐন্দ্রবায়বম্ উত্তরেঽর্ধে গৃহীত্বা—' (৫/৬/১), 'অঙ্গুলীর্' (১/৭/৬), 'অঙ্গুলীভির্' (৫/৫/৯), 'অঙ্গুষ্ঠোপকনিষ্ঠিকাভ্যাম্' (৫/১৯/৬), 'দ্রোণকলশাদ্ ধানা গৃহীত্বা' (৬/১২/৪)। চক্ষু অঙ্গ নয় বলে কোথাও 'ঈক্ষমাণঃ' বা 'ঈক্ষতে' (১/১/২৩; ১/১৩/১) বলা থাকলে সেখানে কিন্তু কেবল ডান চোখ দিয়েই তাকালে চলবে না, দুই চোখ দিয়েই দেখতে হবে।

সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রে 'চ' পদটি উহ্য আছে। কোন সূত্রে অঙ্গের উল্লেখ না থাকলে সেখানেও তাই দক্ষিণ অঙ্গই বিহিত বলে বুঝতে হবে। আলোচ্য সূত্রটি যদি না করা হত তাহলে 'সব্যেন পাণিনা' (৫/৬/৯) প্রভৃতি স্থলে দক্ষিণ অঙ্গের সঙ্গে বাম অঙ্গের বিকল্প অথবা সমুচ্চয় (= যুগ্ম উপস্থিতি) হত অর্থাৎ বাম অথবা ডান অথবা দুই অঙ্গ দিয়েই কাজটি করতে হত। 'অনাদেশে' বলায় 'সব্যেন পাণিনা' স্থলে আলোচ্য নিয়ম প্রযোজ্য হবে না, কারণ সেখানে 'আদদীত' এই ক্রিয়াপদটি ছাড়াও 'সব্যেন' এই বিশেষ অঙ্গেরও আদেশ বা উল্লেখ রয়েছে।

কর্মচোদনায়াং হোতারম্ ।। ১৪।।

অনু.— (কর্তার উল্লেখ না থাকলে) ক্রিয়ার বিধানে হোতাকে (কর্তা বলে জানবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি কোন সূত্রে কোন কাজ করতে বলা হয়, কিন্তু কে সেই কাজটি করবেন তা বলা না থাকে ('অনাদেশে') তাহলে সেখানে হোতাকেই সেই কাজটি করতে হবে বলে বুঝতে হবে। যেমন -- 'প্রেষিতো'জপতি' (১/১/২৭), 'আর্ষেয়ান্ প্রবৃণীতে' (১/৩/১) ইত্যাদি। 'প্রপদ্যাচ্ছাবাক—' (৫/৭/১) স্থলে অচ্ছাবাকের নামের উল্লেখ থাকায় তিনিই সেখানে কর্তা, তিনিই নির্দিষ্ট কাজটি করবেন। নামের উল্লেখ না থাকলে হোতাই কর্তা, নাম থাকলে যাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তিনিই সেখানে সেই ক্রিয়ার কর্তা, এই হল সূত্রের মূল অর্থ। ইষ্টি, পশু ও সোম যাগ ছাড়া অন্যত্র অবশ্য হোতাই বিহিত কাজটি করবেন এই নিয়ম খাটে না, কারণ সূত্রটি অপ্রাপ্তিস্থলে প্রাপ্তির বিধান করছে না; নিযুক্ত সকল ঋত্বিকেরই সকল কর্মসম্পাদনে প্রাপ্তি থাকায় এই সূত্রের দ্বারা ইষ্টি, পশু ও সোম যাগে হোতার পক্ষেই সেই বিহিত কর্মের সম্পাদন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে, অন্য যাগে নয়।

দদাতীতি যজমানম্ ।। ১৫।।

অনু.— 'দদাতি' এই (স্থলে) যজমানকে (কর্তা বলে জানবেন)।

ব্যাখ্যা— নিজ স্বত্ব ত্যাগ করে অপরের হাতে কোন জিনিষ তুলে দেওয়ার নাম দান। দানক্রিয়ার ক্ষেত্রে কে কাজটি করবেন সূত্রে তা বলা না থাকলে ('অনাদেশে') যজমানকেই সেই কাজটি করতে হয় বলে বুঝতে হবে।

সিদ্ধান্তী বলেছেন সূত্রটি যে শুধু দা-ধাতুর বিধানের ক্ষেত্রেই খাটবে তা নয়, যে-কোন সমার্থবাচী ধাতুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, তবে দানটি দক্ষিণা-সংক্রান্ত দান হওয়া চাই। কোন বিধান যে বিহিত ধাতু ও শব্দের সমার্থ অন্য ধাতু ও শব্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য তা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি সূত্রকার নিজেই 'লেখাং ত্রির্ উদকেনোপনয়েত্' (২/৬/১৪) সূত্রে উপ-√নী ধাতুর প্রয়োগ করে পরে 'নিত্যং নিনয়নম্' (২/৭/৪) সূত্রে সেই উপনয়নকেই আবার নি-নী ধাতু দ্বারা এবং মৈত্রাবরুণ নামে ঋত্বিক্‌কে সূত্রান্তরে প্রশাস্তৃ শব্দ দ্বারা ও উল্লেখ করেছেন। 'চতুঃশরাবম্-' (৩/১৪/১) ইত্যাদি স্থলেও তাই এই নির্দেশ খাটবে। কিন্তু যজ্ঞের কোন বিশেষ কার্য নির্বাহিত করার প্রয়োজনে কাউকে কিছু দিতে হলে বিশেষ বিধান না থাকলে সেখানে হোতাই তা দেবেন। যেমন— 'দণ্ডম্ অস্মৈ প্রযচ্ছেত্' (৩/১/২০)।

জুহোতি-জপতীতি প্রায়শ্চিত্তে ব্রহ্মাণম্ ।। ১৬।।

অনু.— প্রায়শ্চিত্ত (প্রকরণে) জুহোতি, জপতি এইরূপ (বলা হলে) ব্রহ্মাকে (সেখানে কর্তা বলে জানবেন)।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রগ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে ১০-১৪ কণ্ডিকায় বা খণ্ডে প্রায়শ্চিত্তের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে 'জুহোতি' এবং 'জপতি' ক্রিয়াপদ দ্বারা যা যা বিধান করা হয়েছে সেগুলি কে করবেন তা বলা না থাকলেও ('অনাদেশে') ব্রহ্মাই করবেন বলে বুঝতে হবে। ঐ তৃতীয় অধ্যায়ে বস্তুত অগ্নিহোত্রের প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোথাও 'জপতি' (√জপ্) পদের কোন উল্লেখই নেই এবং অগ্নিহোত্রে ব্রহ্মা উপস্থিতও থাকেন না। আলোচ্য সূত্রে তাই 'জপতি' বলতে ২০-২১ নং সূত্রে যে জপ, অনুমন্ত্রণ (- অভিমন্ত্রণ), আপ্যায়ন, উপস্থান ও কর্মকরণ মন্ত্রের কথা বলা হয়েছে উপাংশুস্বরে পাঠ্য সেই ছয় রকমের যে-কোন মন্ত্র বা কর্মকেই বুঝতে হবে। এগুলির ক্ষেত্রে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণে ব্রহ্মাই কর্তা। এখন প্রশ্ন জাগে যে, 'জপতি' বলতে এখানে যদি ছয় রকমের মন্ত্রকেই বোঝান হয়ে থাকে তাহলে আবার সূত্রে আলাদা করে 'জুহোতি' (√হু) বলার কি প্রয়োজন? হোম-মন্ত্র তো কর্মকরণ মন্ত্র, তাই জপ প্রভৃতি উপাংশুপাঠ্য ছয়প্রকার মন্ত্রেরই তো তা অন্তর্গত। বৃত্তিকার বলেছেন, ঠিকই কথা, তবুও সূত্রে পৃথক্ করে 'জুহোতি' বলার অভিপ্রায় এই যে, হোমমন্ত্রকে কর্মকরণ মন্ত্ররূপে এবং সেই কারণে জপ ইত্যাদি উপাংশুপাঠ্য ছয় প্রকার মন্ত্রের অন্তর্গত বলে ধরা চলবে না; হোমমন্ত্র হোমমন্ত্রই, তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একধরণের মন্ত্র। পিত্র্যা ইষ্টিতে তাই 'লুপ্তজপা-' (২/১৯/৩) সূত্রে জপ (প্রভৃতি ছয় রকমের মন্ত্র) নিষিদ্ধ হলেও হোমমন্ত্র কিন্তু নিষিদ্ধ হবে না।

সিদ্ধান্তী এ-বিষয়ে আরও একটু বিশদ করে বলেছেন যে, কোন কর্মের ক্ষেত্রে উপাংশুপাঠ্য মন্ত্র নিষিদ্ধ হলেও কর্মটি সেখানে বিনা মন্ত্রেই করতে হয়, কিন্তু হোম-কর্মের ক্ষেত্রে কর্মটি করাই হয় না। যেমন— 'লুপ্তজপা-' (২/১৯/৩) সূত্রে জপমন্ত্র নিষিদ্ধ , কিন্তু জপ-সম্পর্কিত কর্মগুলি বিনা-মন্ত্রেই সেখানে করতে হবে। তবে 'নেহ প্রাদেশঃ' (২/১৯/১২) সূত্রে প্রাদেশ-কর্মটিই নিষিদ্ধ হয়েছে বলে সেখানে উপাংশুপাঠ্য মন্ত্র ও কর্ম দুইই বাদ যাবে। 'আবৃতেব' (আ. গৃ. ১/১৬/৬) স্থলে কিন্তু মন্ত্র নিষিদ্ধ বলে হোমও নিষিদ্ধ হবে। হোমমন্ত্র স্বতন্ত্র ধরনের মন্ত্র বলে 'ধাতা-' (আ. ৬/১৪/১৬) প্রভৃতি স্থলে মন্ত্র যতগুলি, হোমও হবে ততগুলিই। অন্যত্র কিন্তু 'ন গুণঃ প্রধানম্ আবর্তয়তি' নিয়ম অনুসারে গৌণের প্রয়োজনে প্রধানের পুনরাবৃত্তি হয় না। 'ভুভ্যং তা-' (৩/১০/৪), 'অপোঽভ্য-' (৩/১০/২৩), 'অভিম্লো-' (৩/১৪/১০), 'যদি পুরো-' (৩/১৪/১৩) ইত্যাদি হচ্ছে জুহোতি ও জপতি-র উদাহরণ। √হু এবং √জপ্ ধাতু দ্বারা বিহিত কর্মই সূত্রে অভিপ্রেত।

ঋচং পাদগ্রহণে ।। ১৭।।

অনু.— (সূত্রে প্রতীকরূপে কোন মন্ত্রের) পাদ গ্রহণ করা হলে (সেখানে সমগ্র) ঋক্‌কে (বিহিত বলে বুঝবেন)।

ব্যাখ্যা— সূত্রে যদি কোথাও কোন মন্ত্রের একটি মাত্র পাদ (= চরণ) উদ্ধৃত করা হয় তাহলে সেখানে সমগ্র মন্ত্রটি বিহিত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। এখানে পাদ বলতে ঠিক ছন্দের নির্দিষ্ট অংশবিশেষ বা যে-কোন চরণ নয়, মূল অর্থাৎ মন্ত্রের প্রারম্ভকে (বস্তুত অবশ্য প্রথম চরণটিকেই) বুঝতে হবে। যেমন— 'প্র বো রাজা অভিদ্যবঃ-' (আ. ১/২/৮), 'অগ্নিং

দূতং বৃণীমহে' (ঐ)। আবার ব্যতিক্রমও আছে। যেমন— ৬/৭/৮ সূত্রে। 'স নঃ-' (আ. ২/১৮/৩), 'অথা ৩/১০/৮) স্থলে প্রথম পাদ উদ্ধৃত হয় নি বলে যে পাদ উল্লিখিত হয়েছে শুধু সেইটুকু অংশই পাঠ করতে হবে।

সিদ্ধান্তীর মতে '-গ্রহণে' পদটি না থাকলে অর্থ হত যজ্ঞস্থলে সমগ্র মন্ত্রের পরিবর্তে একটি মাত্র পাদ উচ্চারণ করলেই চলবে। 'গ্রহণে' বলায় নিয়মটি কর্মের ক্ষেত্রে নয়, গ্রন্থের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। 'অনাদেশে' পদটির এখানে অনুবৃত্তি থাকায় সূত্রে বিশেষ নির্দেশ না থাকলে উদ্ধৃত পাদটিকে সেখানে সমগ্র ঋকেরই প্রতীক বলে বুঝতে হবে। কিন্তু পাদ উদ্ধৃত করে তৃচ, সূক্ত ইত্যাদি বলা হলে তখন তা তৃচ, সূক্ত প্রভৃতিরই প্রতীক হবে, একটি মাত্র ঋকের প্রতীক হবে না। প্রতীক = চিহ্ন, সংক্ষিপ্ত সূচনা।

সূক্তং সূক্তাদৌ হীনে পাদে ।। ১৮।।

অনু.— সূক্তের আদি চরণ ন্যূন (হয়ে গৃহীত হলে সেখানে) সূক্তকে (বিহিত বলে বুঝবেন)।

ব্যাখ্যা— সূক্তের প্রথম চরণ যতটা দীর্ঘ, সূত্রে তার অপেক্ষায় কম করে উল্লেখ করা হলে সেখানে সম্পূর্ণ সূক্তটিকেই পাঠ্যরূপে নির্দেশ করা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। বৃত্তিকার এই সূত্রের বৃত্তিতে বলেছেন 'অত্র পাদশব্দো গায়ত্র্যাদীনাং ভাগবাচী'— এখানে পাদ বলতে বোঝাচ্ছে গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের নির্দিষ্ট-অক্ষরসংখ্যা-পরিমিত এক একটি ভাগ। আগের সূত্রে তিনি বলেছেন— 'পাদশব্দোঽত্র মূলবাচী'— এই পাদশব্দের অর্থ মূল। এ থেকে যেন মনে হয় বৃত্তিকার এই কথাই বোঝাতে চাইছেন যে, যে-কোন মন্ত্রের মূল প্রারম্ভিক অংশটুকু (সমগ্র চরণ না হলেও ক্ষতি নেই) উদ্ধৃত হলেই সেখানে সমগ্র মন্ত্রটি অভিপ্রেত বলে বুঝতে হবে, কিন্তু যদি কোথাও সূক্তের প্রথম মন্ত্রের প্রথম পাদ অসম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত হয় তাহলে সেখানে সমগ্র সূক্তটিই পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে বলে বুঝতে হবে। সূক্তবিনিয়োগের উদাহরণ— 'ত্বম্ অগ্নে বসূঁ' (আ. ৪/১৩/৮), 'ত্বং হি ক্ষৈতবত্' (ঐ)। আবার ব্যতিক্রমের জন্য ২/১৯/৪০; ৬/৪/১২; ৬/৭/৮; ৭/৫/১৫; ৭/১১/৮; ৮/১/১০ সূ. দ্র.।

সিদ্ধান্তীর মত অনুযায়ী 'সূক্তাদৌ' না বলে কেবল 'সূক্তং হীনে পাদে' বললেও চলত, কিন্তু 'সূক্তাদৌ' বলায় বুঝতে হবে আগের সূত্রেও ঋকের আদিপাদ গ্রহণের কথাই বলা হয়েছে। 'স নঃ-' (আ. ২/১৮/৩) এবং 'অথা ভব-' (আ. ৩/১০/৮) স্থলে প্রথম পাদ উদ্ধৃত হয় নি (ঋ. ১০/১৮৭/১-৫; ৩/১৭/৩) বলে সেখানে তাই ঐ অংশ ঋক্‌মন্ত্রের প্রতীক নয়, সূত্রে উল্লিখিত বিশেষ মন্ত্রেরই শেষ অংশ।

অধিকে তৃচং সর্বত্র ।। ১৯।।

অনু.— সর্বত্র বেশী (পাদ গ্রহণ করা) হলে তৃচকে (বিহিত বলে জানবেন)।

ব্যাখ্যা— সর্বত্রই অর্থাৎ সূত্রে উদ্ধৃত মন্ত্রাংশটি সূক্তের প্রথম পাদ হোক বা না হোক, যদি তা পাদের চাইতে আরও একটু বেশী করে উদ্ধৃত হয়ে থাকে তাহলে সেখানে তৃচ (ত্রি-ঋচ্ + অ— পা. বা. ৬/১/৩৭ এবং পা. ৫/৪/৭৪ দ্র.) অর্থাৎ উদ্ধৃত মন্ত্রাংশ থেকে শুরু করে সংহিতার পরপর তিনটি মন্ত্র পাঠ করতে হবে বলে জানবেন। যেমন— 'অগ্ন আ যাহি বীতয়ে গৃণানঃ' (আ. ১/২/৮), 'ইন্দ্রেঽগ্ন্যো নমস্যস্ ভিরঃ' (ঐ)। ব্যতিক্রমের জন্য আ. ৩/৭/১১; ৩/৮/১; ৫/১০/৫; ৮/১৪/২০ ইঃ দ্র.। এই-সব স্থলে আলোচ্য পরিভাষার আশ্রয় না নিয়ে সূত্রকার সরাসরি 'তৃচ' শব্দ বা 'তিস্রঃ' এই পদ ব্যবহার করেছেন।

জপানুমন্ত্রণাপ্যায়নোপস্থানান্যুপাংশু ।। ২০।।

অনু.— জপ, অনুমন্ত্রণ, আপ্যায়ন (ও) উপস্থান (মন্ত্র সর্বত্র) উপাংশু (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— 'সর্বত্র' পদটি এই সূত্রে অনুবৃত্ত হচ্ছে। এখানে 'অনুমন্ত্রণ' বর্জিত 'অভিমন্ত্রণ' মন্ত্রকেও বুঝতে হবে। জপ প্রভৃতি পাঁচ প্রকারের মন্ত্রকে উপাংশু স্বরে পাঠ করতে হয়। উপাংশু হচ্ছে 'করণবদ্ অশব্দম্ অমনঃপ্রয়োগম্' (তৈ.

প্রা: ২৩/৬)— শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করতে গেলে যেমন জিহ্বা, ওষ্ঠ প্রভৃতি চালনা করতে হয় তেমনভাবেই মুখকে চালনা করতে হবে, কিন্তু উচ্চারিত শব্দ এতই অস্ফুট হবে যে নিজে ছাড়া দ্বিতীয় কেউ আর তা শুনতে পাবে না, কিন্তু তাই বলে উপাংশু মানে মনে মনে উচ্চারণ নয়। অন্য এক লক্ষণেও এই কথাই বলা হয়েছে—"শনৈর্ উচ্চারয়েন্ মন্ত্রং মন্ত্রম্ ওষ্ঠৌ প্রচালয়েত্। অপরৈর্ অশ্রুতং কিঞ্চিত্ স উপাংশু-জপঃ স্মৃতঃ।।" সূত্রে যে জপ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে তা হল √জপ্, অনু - √মন্ত্র, (+ অভি-√মন্ত্র), আ-√প্যা, উপ-√স্থা ধাতু দ্বারা যে কর্ম বা মন্ত্র বিহিত হয়েছে তা। এগুলির অন্য লক্ষণও অবশ্য আছে— "জপম্ উচ্চারণং বিদ্যাত্ ক্রত্বর্থম্ অপি তদ্ ভবেত্। অর্থতঃ কার্যলাভশ্ চেদ্ অর্থ এব ক্রতোর্ ভবেত্।। মন্ত্রম্ উচ্চারয়ন্নেব মন্ত্রার্থত্বেন সংস্মরেত্। শেষিণং তন্মনা ভূত্বা স্যাদ্ এতদ্ অনুমন্ত্রণম্।। এতদ্ এবাভিমন্ত্রস্য লক্ষণঞ্চ চেক্ষণাধিকম্। অদ্ভিঃ সংস্পর্শনাধিক্যাত্ তদ্ এবাপ্যায়নং স্মৃতম্।। উপস্থানং তদ্ এব স্যাত্ প্রণতিস্থানসংযুতম্। বাহ্যং কার্যং যদ্ এতেষু মন্ত্রকালে ক্রিয়তে তত্।।"— যজ্ঞের প্রয়োজনে এক ধরণের যে মন্ত্র উপাংশু স্বরে পাঠ করা হয়, তাকে বলে 'জপ'। এই জপমন্ত্রের যে অর্থ সেই অর্থের মধ্য দিয়েই যদি অভীষ্ট কার্যটি নির্বাহিত হয় তাহলে যজ্ঞই অর্থবহ হয়ে ওঠে, অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। মন্ত্র উচ্চারণ করার সময়ে মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতাকে তন্ময় হয়ে স্মরণ করার নাম 'অনুমন্ত্রণ'। 'অভিমন্ত্রণ' মন্ত্রের ক্ষেত্রে দেবতাকে একাগ্র হয়ে স্মরণ করা হয় এবং যে কাজটি করা হচ্ছে সেই কর্তব্য কর্মের দিকে তাকিয়ে থাকতেও হয়। যদি দেবতাকে স্মরণ করার সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তুর দিকে তাকিয়ে জল ছিটিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেই মন্ত্র ও কর্মকে বলে 'আপ্যায়ন'। 'উপস্থান' হচ্ছে দেবতাকে স্মরণ করতে করতে দুই হাত জোড় করে প্রণাম নিবেদন করা। মন্ত্র পাঠ করার সময়েই এই স্মরণ, দৃষ্টিপাত, জল-নিক্ষেপ ইত্যাদি কর্ম করতে হয়। অনুমন্ত্রণ, আপ্যায়ন ও উপস্থান কর্মকরণ (কর্মসম্পৃক্ত) মন্ত্র হলেও এই সূত্রে তাদের পৃথক্ উল্লেখ করায় (পরবর্তী সূ. দ্র.) বুঝতে হবে যে, অন্যান্য কর্মকরণ মন্ত্রের মতো মন্ত্রের শেষে সংশ্লিষ্ট কর্মটি না করে এগুলির ক্ষেত্রে মন্ত্রপাঠ চলার সময়েই তা করতে হবে।

সিদ্ধান্তীর ভাষ্য অনুযায়ীও পূর্বসূত্র থেকে এই সূত্রে 'সর্বত্র' পদটির অনুবৃত্তি আসছে। 'মধ্যমস্বরেণেদং সবনম্' (আ. ৫/১২/৮)। 'অথ তৃতীয়সবনম্ উত্তমস্বরেণ' (৫/১৭/১) ইত্যাদি স্থলেও জপ প্রভৃতি মন্ত্র তাই নির্দিষ্ট সবনস্বরে নয়, উপাংশু স্বরেই পাঠ করতে হবে। যদিও আপ্যায়ন কমকরণ মন্ত্র, তবুও এই সূত্রে তাকে পৃথক্ করে উল্লেখ করায় বুঝতে হবে যে, এটি একটি ভিন্ন ধরনের কর্মকরণ মন্ত্র। আপ্যায়নের কর্মটি তাই অন্যান্য কর্মকরণ মন্ত্রের মতো মন্ত্রের শেষে অনুষ্ঠিত হয় না, হয় মন্ত্রপাঠ শুরু হওয়ার সাথে সাথে। ভাষ্যমতে অনুমন্ত্রণ ও উপস্থানে মন্ত্রপাঠ ছাড়া আনুষঙ্গিক কোন শারীরিক ক্রিয়া থাকে না বলে কর্মকরণ মন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও এই সূত্রে তাদের পৃথক্ করে উল্লেখ করা হয়েছে। আপ্যায়ন প্রভৃতি কর্মের উপাংশুত্ব সম্ভব নয় বলে ঐ ঐ কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রেরই উপাংশুত্ব হয়ে থাকে বলে আমাদের বুঝতে হবে।

মন্ত্রাশ্ চ কর্মকরণাঃ ।। ২১।।

অনু.— কর্মকরণ মন্ত্রগুলিও (সর্বত্র উপাংশু পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— কর্মকরণ মন্ত্রের লক্ষণ হল "কর্মণঃ করণাস্ তে স্যুর্ বিহিতার্থপ্রকাশনাত্। মন্ত্রেণ কৃত্বা মন্ত্রান্তে ক্রিয়তে কর্ম যেষু তু।।"— যে মন্ত্র নিজ অর্থের মধ্য দিয়ে বিহিত কর্মকেই প্রকাশ করে এবং মন্ত্রপাঠ শেষ হলে যেখানে সংশ্লিষ্ট কর্মটি করা হয়ে থাকে সেই মন্ত্রকে বলে 'কর্মকরণ' মন্ত্র। কর্মকরণ মন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে কোন আনুষঙ্গিক কর্ম, কিন্তু যেখানে করণীয় কর্ম কিছুই থাকে না, কেবল মন্ত্রের বক্তব্য বা কোন শব্দগত চিহ্ন থেকে তার প্রয়োজন স্থির করে মঙ্গলের জন্য পাঠ করা হয় সেই মন্ত্র কেবল 'মন্ত্র'-ই। "ইদং কার্যম্ অনেনেতি ন কচিদ্ দৃশ্যতে বিধিঃ। লিঙ্গাদ্ এবৈষাম্-অর্থত্বং যেষাং তে মন্ত্রসংজ্ঞিতাঃ।।" যেমন ৬/১৩/১৯ সূত্রের 'উবরং-' একটি 'মন্ত্র'— "ইয়ম্ অপি বহু মন্ত্রসংজ্ঞা ভবতি। তেন উপাংশু প্রযোক্তব্যম্। লিঙ্গাদ্ এব ক্রতূপকারঃ কল্প্যঃ" (বৃত্তি)।

'মন্ত্রাঃ' বলায় 'বর্হিশ্ চাবর্ষ্যে-' (আ. ১/৩/২৮), 'দেব বর্হি—' (আ. ১/৪/৭), 'উবরং-' (আ. ৬/১৩/১৯) ইত্যাদি যে মন্ত্রগুলি কর্মকরণ নয় সেগুলিকেও উপাংশুস্বরে পাঠ করতে হবে। যে-সব মন্ত্রের জপ, অনুমন্ত্রণ ইত্যাদি বিশেষ কোন নামকরণ করা হয় নি এবং কর্মবিশেষের সঙ্গে বা সাক্ষাৎ যুক্ত নয়, সেগুলিকেই এখানে 'মন্ত্রাঃ' বলে বুঝতে হবে। কিন্তু যাদের বিশেষ নামকরণ করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে শুধু জপ প্রভৃতি মন্ত্রেরই উপাংশুত্ব হবে, অনুবচন, অভিষ্টবন প্রভৃতি মন্ত্রের উপাংশুত্ব

হবে না। যদি সব মন্ত্রেরই উপাংশুত্ব হত তাহলে সূত্রকার দুটি ভিন্নসূত্র না করে শুধু 'মন্ত্রা উপাংশু' এই একটি অখণ্ড সূত্রই করতে পারতেন। এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, 'কর্মকরণ' শব্দটিকে আগের সূত্রের সঙ্গে জুড়ে দিলেই তো হত, তাতে শ্রমের লাঘবও হত, কিন্তু সূত্রকার তা করলেন না কেন? উত্তরে ভাষ্যকার বলছেন, অনুবচন ও অভিষ্টবনের মাঝে পাঠ্য 'অপশ্যং ত্বা-' (আ. ৪/৬/৭) ইত্যাদি মন্ত্রের মতো যে-সব কর্মকরণ মন্ত্র আছে সেগুলির যাতে উপাংশুত্ব না হয় সেই উদ্দেশেই এই পৃথক্ সূত্রের অবতারণা।

প্রসঙ্গাদ্ অপবাদো বলীয়ান্ ।। ২২।।

অনু.— ব্যাপকধর্মী বিধির অপেক্ষায় সঙ্কীর্ণধর্মী বিধি বেশী শক্তিশালী।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গ = ব্যাপকধর্মী, যে বিধান বহুপ্রসারী, বহুলপ্রযোজ্য। অপবাদ = স্বল্পব্যাপী, সঙ্কীর্ণধর্মী, যে বিধানের প্রয়োগক্ষেত্র সীমিত, যা ব্যতিক্রম। যে নিয়মের প্রয়োগক্ষেত্র অধিকতর ব্যাপক, তার অপেক্ষায় যার প্রয়োগক্ষেত্র খুবই সঙ্কীর্ণ, সীমিত, সেই স্বল্পপ্রসারী বিধিই বলবান। সাধারণ নিয়মের অপেক্ষায় ব্যতিক্রমী বিশেষ নিয়ম বেশী শক্তিশালী। এই সূত্রটি না করলেও চলত, কারণ সূত্রের যা বক্তব্য তা আমাদের প্রাত্যহিক সাধারণ লোকাচার এবং বেদের নানা দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়। তবুও সূত্রটি করায় বুঝতে হবে যে, ব্যাপকধর্মী বহুপ্রসারী সামান্যবিধির চাইতেই সঙ্কীর্ণধর্মী গণ্ডীবদ্ধ স্বল্পপ্রসারী বিশেষ বিধি বলবান হবে, কিন্তু সুযোগ থাকলে এক বিশেষ বিধি বেশী বলবান হয়ে অপর এক বিশেষ বিধিকে বাধা দেবে না। সেই স্থলে ঐ দুটি বিশেষ বিধির মধ্যে যে বিশেষ বিধিটি সামান্যবিধির মতোই অপর বিশেষ বিধির অপেক্ষায় কিছুটা ব্যাপকধর্মী সেই আপেক্ষিক ব্যাপকধর্মী বিশেষ বিধিটি সঙ্কীর্ণধর্মী অপর বিশেষ বিধির পথ ছেড়ে দেবে। 'প্লুতাদিঃ প্রণবে-' (৫/৯/৬) একটি সামান্য বিধি, 'প্রণবে প্রণব-' (৫/৯/৭) একটি বিশেষ বিধি। 'মোদামো দৈবোম্-' (৫/২০/৬) আর একটি বিশেষ বিধি। দ্বিতীয় বিশেষ বিধিটির প্রয়োগক্ষেত্র আরও সঙ্কীর্ণ, কারণ তা শুধু তৃতীয় সবনের 'স্বাদুষ্কিল-' (ঋ. ৬/৪৭) ইত্যাদি বিশেষ কয়েকটি মাত্র মন্ত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। স্বাদুষ্কিল মন্ত্রগুলির ক্ষেত্রেই নয়, সেগুলির আহাবের প্রণবের ক্ষেত্রেও তাই প্রথম বিশেষ বিধিটি প্রযুক্ত না হয়ে দ্বিতীয় বিশেষ বিধিটিই প্রযুক্ত হবে এবং ঐ আহাবের পরবর্তী প্রণবে (মোট দু-বার আহাব হয় বলে প্রণবও দুটি) 'মোদা মোদৈবোম্' এই প্রতিগর মন্ত্রই অধ্বর্যুকে পাঠ করতে হবে। "স্বাদুষ্কিলীয়াসু আহাবোত্তরয়োঃ প্রণবয়োর্ যৌ মদ্বত্প্রতিগরৌ তয়োঃ প্রণবরূপপ্রতিগরৌ ন বাধকৌ ভবতঃ" (না.)।

সিদ্ধান্তীর মতে এই সূত্রটি করায় আরও বোঝা যাচ্ছে যে, বিশেষ বিধির ক্ষেত্রে ভুলবশত সামান্যবিধি প্রয়োগ করে ফেললে কোন দোষ ও প্রায়শ্চিত্ত হয় না। পিতৃকর্মে প্রাচীনাবীতের স্থলে ভুল করে যজ্ঞোপবীতী হয়ে কাজ করলে তাই তা কোন দোষের হবে না। 'একাঙ্গ-' (১/১/১২) সাধারণবিধি, 'সব্যেন-' (৫/৬/৯) বিশেষবিধি। বিশেষবিধি বলে ঐ স্থলে বাঁ হাত দিয়েই কাজটি করতে হবে। এই সূত্রটি না থাকলে দুটিই শাস্ত্রবিধি বলে দুটির সমুচ্চয় (যুগ্ম প্রবৃত্তি) অথবা বিকল্প হত। লোকাচারসিদ্ধ ও শাস্ত্রাচারসিদ্ধ এই নিয়মটি বর্তমান গ্রন্থে না করলেও চলত। কিন্তু তবুও তা করায় বুঝতে হবে সাধারণবিধির তুল্য যে বহুব্যাপী অপবাদবিধি তার অপেক্ষায় অল্পব্যাপী অপবাদবিধি বেশী শক্তিমান। 'মোদা মোদৈবোম্' এই বিশেষ প্রতিগর বিধিটি প্রত্যেক প্রণবে প্রযোজ্য বলে আহাবের পরবর্তী প্রণবেও প্রযোজ্য। 'প্লুতাদিঃ-' সূত্রের অপবাদবিধি 'প্রণব আহাবোত্তরে'-ও আহাবের পরবর্তী প্রণবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুটি বিশেষ বা অপবাদ বিধি একই স্থানে উপস্থিত। দুটির মধ্যে কোনটি শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি পাবে? যেহেতু 'মোদা-' সূত্রের প্রয়োগক্ষেত্র খুবই সঙ্কীর্ণ, তাই স্বাদুষ্কিল মন্ত্রগুলিতে আহাবের পরবর্তী প্রণবের ক্ষেত্রে এই বিশেষ বিধিটিই স্বীকৃত ও প্রযোজ্য হবে।

প্রপদ্যাভিহৃততরেণ পাদেন বেদিশ্রোণ্যোত্তরয়া পার্ষ্ণিং সমাং নিধায় প্রপদেন বর্হির্ আক্রম্য সংহিতৌ পাণী ধারয়নন্ আকাশবত্যঞ্জলী হৃদয়সম্মিতাব্ অক্ষসম্মিতৌ বা দ্যাবাপৃথিব্যোঃ সন্ধিম্ ঈক্ষমাণঃ ।। ২৩।।

অনু.— (হোতা যজ্ঞভূমিতে) পদার্পণ করে অধিক অগ্রবর্তী (দক্ষিণ) চরণ দিয়ে (অগ্রসর হয়ে) বেদির উত্তর (-পশ্চিম) কোণের সঙ্গে সমান (করে ডান পায়ের) গোড়ালিকে রেখে (দক্ষিণ) চরণের অগ্রভাগ দিয়ে (ঐ স্থানের)

কুশ স্পর্শ করে দুই হাতের আঙুলগুলি ফাঁক ফাঁক অবস্থায় জোড়া করে বুক বা কোলের কাছে রেখে দ্যুলোক ও ভূলোকের মিলনস্থলের দিকে তাকিয়ে থাকবেন।

ব্যাখ্যা— প্রপদ্য = পদক্ষেপ বা প্রবেশ করে। অভিহৃততর = দুটি পায়ের মধ্যে যে পা-কে আরও সামনে রাখা হয়েছে। শ্রোণি = বেদির উত্তর-পশ্চিম কোণ অর্থাৎ পিছনের দিকের বাঁ কোণ। পার্ষ্ণী = পায়ের পিছন দিক্, গোড়ালি। প্রপদ = পায়ের একেবারে সামনের দিক্। আকাশবতী = ফাঁক আছে এমন; প্রসঙ্গত দ্র. "আকাশবতীভির্ অঙ্গুলিভির্ ঈষৎসংভুতেন পাণিনা অপিদধ্যাত্, অঙ্গুলীভির্ এব আকাশবতীভির্ অপিধাতুম্ অশক্যত্বাত্" (৫/৫/৯— বৃত্তি)। 'আকাশবত্যঙ্গুলি' শব্দটি পাণির বিশেষণ বলে দ্বিবচনে প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থ হচ্ছে, যে দুটি হাতের আঙুলগুলি ফাঁক ফাঁক করে ধরে রাখা হয়েছে। সম্মিত = তুল্য, সমতলে। ৪নং সূত্রে হোতাকে তীর্থপথ ধরে যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে। এখানে 'অভিহৃততরেণ' এই তর-প্রত্যয়যুক্ত পদ দ্বারা বলা হচ্ছে যে, প্রবেশের পরে বেদির উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে এগিয়ে যাবার সময়ে হোতা যতবার পদক্ষেপ করবেন ততবারই যেন তাঁর ডান পা বাঁ পায়ের আগে থাকে। বাঁ পা থাকবে বেদির বাইরে, ডান পায়ের গোড়ালি থাকবে উত্তর শ্রোণির সমতলে এবং ডান পায়ের সামনের অংশ দিয়ে বেদিতে আস্তীর্ণ কুশ স্পর্শ করতে হবে। সিদ্ধান্তী বলেছেন ৪নং সূত্রে 'প্রপদ্যতে' বলা থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে যে 'প্রপদ্য' বলা হয়েছে তা এখানের এবং ঐ সূত্রের পরবর্তী নিয়মগুলি শুধু হোতারই ক্ষেত্রে নয়, যিনিই যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেন তাঁর পক্ষেই পালনীয় এ-কথা বোঝাবার জন্য। "দক্ষিণেন প্রপদেন বর্হির্ আক্রমণম্; বেদ্যন্তসম্মিতা পশ্চাত্ পার্ষ্ণিঃ"— শা. ১/৪/১,২।

এতদ্ হোতুঃ স্থানম্ ॥ ২৪॥

অনু.— এই (হচ্ছে) হোতার অবস্থান।

ব্যাখ্যা— 'স্থান' শব্দটি এখানে ভাববাচ্যে (√স্থা + ভাববাচ্যে ল্যুট্ বা অনট্) নিষ্পন্ন বলে কোন বিশেষ জায়গাকে বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে দাঁড়াবার বিশেষ ভঙ্গি বা অবস্থানকে। উত্তরশ্রোণিতে গোড়ালি রেখে এবং বুকের অথবা কোলের কাছে দুটি হাত জোড় করে রেখে দিগন্তের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকাই এখানে স্থান বা অবস্থান। যখনই সূত্রে হোতার স্থানের কথা বলা হবে তখনই এইভাবে এই ভঙ্গিতে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সূত্রে 'হোতুঃ' না বললেও চলত, তবুও তা বলা হয়েছে পরবর্তী সূত্রটি যে সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা বোঝাবার জন্য। এখানে সিদ্ধান্তীর অভিমত হল— বেদির এই যে উত্তর শ্রোণি তা কেবল হোতারই স্থান, অন্য নিয়মগুলি কিন্তু সকলের পক্ষেই পালনযোগ্য।

আসনং বা সর্বত্রৈবম্ভূতঃ ॥ ২৫॥

অনু.— সর্বত্র (প্রত্যেকে অবস্থান) ও আসন (-গ্রহণ) এই রকম অবস্থায় থেকে (-ই সম্পন্ন করবেন)।

ব্যাখ্যা— এখানে 'বা' = চ = এবং। সর্বত্র সকল ঋত্বিক্‌কে এইভাবে দাঁড়াতে ও আসন গ্রহণ করতে হয়। এইভাবে করতে হয় মানে উত্তরশ্রোণিতে গিয়ে বসতে হয় বা থাকতে হয় তা নয়, দাঁড়াবার সময়ে ও বসার আগে নিজের নির্দিষ্ট স্থান বা আসনের কাছে গিয়ে গোড়ালি দিয়ে কুশ স্পর্শ করতে, হাতের আঙুলগুলি ফাঁক ফাঁক করে জুড়ে দুই হাত জোড় করে বুক বা কোলের কাছে রাখতে ও দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়।

সিদ্ধান্তী বলেছেন— সর্বত্র সকলের আসনই হয়, (অব-) স্থান হয় না অর্থাৎ সকল ঋত্বিক্‌কে সর্বত্র দাঁড়াতে নয়, আসন গ্রহণ করেই থাকতে হয়। ফলে 'চাত্বালে মার্জয়ন্তে' (৩/৫/১), 'একৈকশো যজমানং—' (১০/৯/১০) ইত্যাদি স্থলে বসেই বিহিত কাজটি করতে হবে। সিদ্ধান্তী অনুযায়ী 'এবম্ভূতঃ' পদটি এই সূত্রের নয়, পরবর্তী সূত্রেরই অন্তর্গত।

বচনাদ্ অন্যত্‌ ॥ ২৬॥

অনু.— বলা থাকার জন্য অন্য (রকম হতে পারে)।

ব্যাখ্যা— কোথাও প্রয়োজন নেই বলে স্বেচ্ছায় ঐ কথিত ভঙ্গির পরিবর্তন করা চলবে না। যদি কোন সূত্রে অন্য রকম কিছু করতে বলা হয় তবেই সেখানে যা বলা হয়েছে তা-ই করতে হবে। তবে যেটুকু অন্য রকম বলা হয়েছে সেটুকুই শুধু

অন্যভাবে করতে হবে, বাকী অংশে ঐ ২৩ নং সূত্র অনুযায়ীই থাকতে হবে। হোমের সময়ে তাই ডান হাতে স্রুক্ ধরে আহুতি দিতে হয় বলে ঐ হাত বুক বা কোলের কাছ থেকে সরে আসবে, বাঁ হাত কিন্তু ঐ বুক অথবা কোলের কাছেই থাকবে; 'এবা ন-' (আ. ৫/২০/৬) স্থলে ডান হাত দিয়ে ভূমি স্পর্শ করতে হলেও বাঁ হাত বুক অথবা কোলের কাছেই রাখতে হবে; 'শেষং নিধায়-' (১/১১/৯) স্থলেও চরণের অগ্রভাগ দিয়ে কুশস্পর্শ ইত্যাদি যা যা করা সম্ভব তা করতে হবে।

প্রেষিতো জপতি ।। ২৭।।

অনু.— (সামিধেনীর জন্য) নির্দিষ্ট (হয়ে হোতা) জপ করবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যু হোতাকে '(অগ্নয়ে) সমিধ্যমানায়ানুব্রূহি' (আপ. শ্রৌ. ২/১২/১; কা, শ্রৌ. ৩/১/১) এই মন্ত্র বলে 'সামিধেনী' নামে মন্ত্রগুলি পাঠ করার জন্য প্রৈষ বা নির্দেশ দিলে হোতা ১/২/১ সূত্রে উল্লিখিত মন্ত্রগুলি জপ করবেন। ২০ নং সূত্র অনুসারে তা উপাংশুস্বরেই পাঠ করতে হবে। "অগ্নয়ে সমিধ্যমানায়েতি সম্প্রেষিতঃ"— শা. ১/৪/৪।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা (১/২)

[সামিধেনী]

নমঃ প্রবক্ত্রে নম উপদ্রষ্ট্রে নমোঽনুখ্যাত্রে ক ইদমনুবক্ষ্যতি স ইদমনুবক্ষ্যতি যথোর্বীরংহসস্পান্তু দ্যৌশ্চ পৃথিবী চাহশ্চ রাত্রিশ্চাপশ্চৌষধয়শ্চ বাক্সমস্থিতযজ্ঞঃ সাধু চ্ছন্দাংসি প্রপদ্যেঽহমেব মাম্ অমুম্ ইতি স্বং নামাদিশেত, ভূতে ভবিষ্যতি জাতে জনিষ্যমাণ আভজাম্যপাব্যং বাচো অপাস্তিং বহ- ইত্যঙ্গুল্যগ্রাণ্যবকৃষ্য জাতবেদো রময়া পশূন্ ময়ি ইতি প্রতিসন্দধ্যাত্। বর্ম মে দ্যাবাপৃথিবী বর্মাগ্নির্বর্ম সূর্যো বর্ম মে সন্তু তিরশ্চিকাঃ। তদদ্য বাচঃ প্রথমং মসীয়েতি ।। ১।।

অনু.— 'নমঃ .... মাম্' (সূ.) এই (পর্যন্ত অংশ পাঠ করে হোতা সূত্রের) 'অমুম্' এই (শব্দের স্থানে দ্বিতীয়া বিভক্তিতে) নিজ নাম উল্লেখ করবেন। তার পরে 'ভূতে .... বহ' (সূ.) এই (মন্ত্রে ডান হাতের) আঙুলের প্রান্তগুলি (বাম হাত হতে) সরিয়ে নিয়ে 'জাত .... ময়ি' এই (মন্ত্রে) আবার (তা বাম হাতে) সংযুক্ত করবেন। (এর পর) 'তদদ্য-' (ঋ. ১০/৫৩/৪) এই (মন্ত্রটি) জপ করবেন।

ব্যাখ্যা— সূত্রে 'স্বং' পদটি থাকায় এই সময়ে হোতার পরিবর্তে সাময়িকভাবে অন্য কেউ প্রতিনিধিত্ব করলে তিনিও নিজের নামই উল্লেখ করবেন, মূল হোতার নাম নয়। সিদ্ধান্তীর মতে তাই 'আর্ষেয়াণি-' (৪/১/১৮) স্থলে 'স্বং' পদটি না থাকায় প্রতিনিধির নয়, বৃত মূল হোতারই প্রবর পাঠ করতে হবে। শাঙ্খায়নের মতে মন্ত্রের সমাপ্তি সূচনা করার জন্য সূত্রে 'ইতি ' শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে (শা. ১/২/২৫ দ্র.)। শা. ১/৪/৫ সূত্রে 'কং প্রপদ্যে তং প্রপদ্যে—' এই সম্পূর্ণ অন্য একটি জপমন্ত্রই বিহিত হয়েছে এবং আঙুল সরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি আনুষঙ্গিক কোন কর্মের উল্লেখ সেখানে নেই। 'যথো....... যধয়শ্চ' অংশটি সেখানে ১/৬/৪ সূত্রে অধ্বর্যু ও আগ্নীধ্রের স্পর্শ ত্যাগ করার সময়ে পাঠ করতে বলা হয়েছে।

সমাপ্য সমিধেনীর্ অন্বাহ ।। ২।।

অনু.— (ঐ জপ) শেষ করে সমিধেনীগুলি পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— 'নমঃ প্রবক্ত্রে .... মসীয়' পর্যন্ত মন্ত্র জপ করা শেষ হলে হোতা সামিধেনী মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন। 'সমাপ্য' শব্দটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, 'নমঃ প্রবক্ত্রে .... মসীয়' পর্যন্ত একটি অখণ্ড জপমন্ত্র। জপের মাঝে আঙুলগুলির প্রান্তভাগ গুটিয়ে নেওয়া (৮/২/২৯ সূত্র অনুযায়ী অবকৃষ্য = সরিয়ে নিয়ে) এবং পরে পূর্ব অবস্থায় তা আবার ফিরিয়ে আনা এই যে দুটি কাজ তা স্বতন্ত্র কোন কর্ম নয়, জপেরই অন্তর্ভুক্ত এবং জপকর্তার সংস্কারসাধক। ফলে পিত্র্যেষ্টিতে 'লুপ্তজপা-' (২/১৯/৩)

সূত্র অনুসারে সমস্ত জপমন্ত্র লোপ পায় বলে এই জপমন্ত্রও সেখানে লোপ পাবে এবং এই জপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে আঙুল সরিয়ে নেওয়া এবং আবার সেগুলি সংযুক্ত করার যে আনুষঙ্গিক কাজটি তাও বাদ যাবে। অষ্টম সূত্রে যে মন্ত্রগুলিকে উল্লেখ করা হয়েছে সপ্তম সূত্রে সেই মন্ত্রগুলিকেই সামিধেনী বলে নির্দেশ করা হয়েছে। এই সূত্রে তার আগে আবার 'সামিধেনী' বলার উদ্দেশ্য এই যে, ৩-৪নং সূত্রে যে অভিহিংকারের কথা বলা হয়েছে সেই অভিহিংকারই সামিধেনীর নিকটতর অঙ্গ; ঐ অভিহিংকারের ঠিক পরেই ৭নং সূত্র অনুযায়ী প্রকৃত সামিধেনীর পাঠ শুরু হয়, কিন্তু 'নমঃ প্রবক্ত্রে-' এই জপমন্ত্রটি তা নয়, সামিধেনীগুলির তা বহিরঙ্গ বা অভিহিংকারের অপেক্ষায় দূরবর্তী অঙ্গমাত্র এই কথা বোঝান। অভিহিংকার সামিধেনীর নিকটতর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই যখন সোমযাগে তৃতীয় সবনে বৈশ্বদেব শস্ত্রে ২৪নং সূত্র অনুযায়ী সামিধেনীর ধর্ম প্রয়োগ করা হবে তখন দিক্‌ধ্যানের (৫/১৮/৪) পরে প্রকৃত শস্ত্র আরম্ভ হওয়ার ঠিক আগে অভিহিংকার উচ্চারণ করতে হবে। 'এষে-' (৫/১০/২) স্থলেও তাই 'এষা' বলার পর অভিহিংকার করতে হবে, তার আগে নয়। অভিহিংকার সামিধেনীর পূর্ববর্তী নিকটতব অঙ্গ হলেও মূল সামিধেনীর অন্তর্গত নয় বলে 'উশন্ত—' (২/১৯/৬) স্থলে প্রকৃতিযাগের সামিধেনীগুলি বর্জিত হলেও সেই সাথে অভিহিংকার কিন্তু বাদ যাবে না।

হিং ৩ ইতি হিংকৃত্য ভূর্ভুবঃ স্বরোওম্ ইতি জপতি ।। ৩।।

অনু.— হি ৩ম্ এই হিঙ্কার (উচ্চারণ) করে 'ভূ-' (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

ব্যাখ্যা— হিংকার অনেকে নানাভাবে করে থাকেন। তার মধ্যে কোনটি সূত্রকারের নিজের অভিপ্রেত তা বোঝাবার জন্যই এই সূত্রের অবতারণা।

এষোঽভিহিঙ্কারঃ ।। ৪।।

অনু.— এই (হল) অভিহিঙ্কার।

ব্যাখ্যা— 'হিং .... স্বরোওম্' এই মন্ত্রকে (= হিঙ্কার + ব্যাহৃতি) 'অভিহিঙ্কার' বলে।

ভূর্ভুবঃ স্বর্ ইত্যেব জপিত্বা কৌত্সো হিং করোতি ।। ৫।।

অনু.— 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই (-টুকু)-ই জপ করে কৌত্স হিঙ্কার করেন।

ব্যাখ্যা— আচার্য কৌত্স আগে 'হিওম্' না বলে শেষে বলেন এবং 'স্বরোওম্' না বলে শুধু 'স্বঃ' বলেন অর্থাৎ সামিধেনীর পাঠ শুরু করার আগে তিনি 'হিওং ভূর্ভুবঃ স্বরোওম্' না বলে 'ভূর্ভুবঃ স্বর্ হিওম্' বলেন। শা. ১/৪/৫-৬ সূত্রে এই কৌত্সপক্ষই বিহিত হয়েছে এবং তিনবার হিঙ্কার করতে বলা হয়েছে "ভূর্ ভূবঃ স্বর্ ইতি জপিত্বা, ত্রির্ হিংকৃত্য"।

ন চ পূর্বং জপং জপতি ।। ৬।।

অনু.— এবং (তিনি) আগের জপটি করেন না।

ব্যাখ্যা— কৌত্স ১/২/১ সূত্রের 'নমঃ প্রবক্ত্রে-' মন্ত্রটি জপ করেন না। প্রৈষ পেয়ে তিনি সরাসরি 'ভূর্ ভুবঃ স্বর্ হিওম্' বলে সামিধেনীর পাঠ শুরু করে দেন।

অথ সামিধেন্যঃ ।। ৭।।

অনু.— এর পরে সামিধেনীগুলি (পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— অভিহিংকারের পরে সামিধেনী মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয়। সেই মন্ত্রগুলি পরের সূত্রে বলা হচ্ছে। ঐ মন্ত্রগুলিই সাক্ষাৎ সামিধেনী মন্ত্র এ-কথা বোঝাবার জন্যই এই সূত্রে 'অথ' শব্দ এবং 'সামিধেন্যঃ' পদটি উল্লেখ করা হয়েছে। এই

মন্ত্রগুলিই সাক্ষাৎ সামিধেনী বলে 'তাঃ সামিধেন্যঃ' (আ. ২/১৯/৭) স্থলে দর্শপূর্ণমাসের সামিধেনীগুলি বর্জন করা হলেও অভিহিংকার কিন্তু বাদ যাবে না।

প্র বো বাজা অভিদ্যবোঽগ্ন আ য়াহি বীতয়ে গৃণান ঈড়েঽন্যো নমস্যস্তিরোঽগ্নিং দূতং বৃণীমহে সমিধ্যমানো অধ্বরে সমিদ্ধো অগ্ন আহুতেতি দ্বে ।। ৮।।

অনু.— 'প্র-' (ঋ. ৩/২৭/১), 'অগ্ন-' (৬/১৬/১০-১২), 'ঈড়ে-' (৩/২৭/১৩-১৫), 'অগ্নিং-' (১/১২/১), 'সমিধ্য-' (৩/২৭/৪), 'সমিদ্ধো-' (৫/২৮/৫, ৬) এই দুটি মন্ত্র।

ব্যাখ্যা— মোট এগারটি মন্ত্রের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে। শা. ১/৪/৭-১৩ সূত্রে এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে সামিধেনী সতেরটি হলে কেবল 'সমিধ্য-' মন্ত্রটি নয়, সম্পূর্ণ তৃচটিই (ঋ. ৩/২৭/৪-৬) পাঠ করতে হবে।

তা একশ্রুতি সন্ততম্ অনুব্রূয়াত্ ।। ৯।।

অনু.— ঐগুলি একশ্রুতি (এবং) সন্তত (করে) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ব্যাকরণে 'যজ্ঞকর্মণ্য-' (পা. ১/২/৩৪) সূত্রে একশ্রুতির বিধান থাকলেও 'অম্বাহ্যোপাংশু' (আ. ২/১৭/৪) ইত্যাদি স্থলে উপাংশুধর্মী জপমন্ত্রের ক্ষেত্রেও যাতে একশ্রুতি হতে পারে সেই উদ্দেশে এখানে এই একশ্রুতির বিধান।

উদাত্তানুদাত্তস্বরিতানাং পরঃ সন্নিকর্ষ ঐকশ্রুত্যম্ ।। ১০।।

অনু.— উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিতের নিবিড় সান্নিধ্য (-কে) ঐকশ্রুত্য (বলে)।

ব্যাখ্যা— উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিতের মধ্যে কোন ভেদ না রেখে অর্থাৎ উদাত্তকে উচ্চ, অনুদাত্তকে নিম্ন ও স্বরিতকে মধ্যম স্বরসঞ্চারে উচ্চারণ না করে তিনটিকে একই স্বরে পাঠ করাকে একশ্রুতি বলে. "একা শ্রুতির্ যস্য তদ্ ইদম্ একশ্রুতি। .... স্বরাণাম্ উদাত্তাদীনাম্ অবিভাগো ভেদতিরোধানম্ একশ্রুতিঃ" (পা. ১/২/৩৩— কাশিকা)। 'ঐকস্বর্যম্ চ'— শা. ১/১/৩১।

স্বরাদিম্ ঋগন্তম্ ওকারং ত্রিমাত্রং মকারান্তং কৃত্বোত্তরস্যা অর্ধর্চেঽবস্যেত্। তত্ সন্ততম্ ।। ১১।। [১০]

অনু.— মন্ত্রের স্বরবর্ণ দিয়ে শুরু (এমন) শেষ অংশকে তিন মাত্রার মকারান্ত ওকার (করে) পরবর্তী (মন্ত্রের) অর্ধমন্ত্রে থামবেন। তা (হল) সন্তত।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক মন্ত্রের যেটি 'টি' অংশ অর্থাৎ শেষ স্বরাদি অক্ষর বা শেষ Syllable তার স্থানে আড়াই মাত্রার ওকার এবং আধমাত্রার মকার (ত্রিমাত্রং মকারান্তং = মকারান্তং ত্রিমাত্রম্) উচ্চারণ করে না থেমে পরবর্তী মন্ত্রের (মন্ত্রটি বর্তমান মন্ত্রেরই পুনরাবৃত্তিও হতে পারে) প্রথম অর্ধাংশের শেষ পর্যন্ত একনিঃশ্বাসে পড়ে থামার নাম 'সন্তত'। সিদ্ধান্তীর মতে ওকারের তিন মাত্রা এবং মকারের আধমাত্রা, প্রণবের এই মোট সাড়ে তিন মাত্রা। নারায়ণের মতে কিন্তু "উকারোঽর্ধতৃতীয়মাত্রো মকারোঽর্ধমাত্র ইতি ত্রিমাত্রত্বং প্রণবস্য"— উকারের আড়াই মাত্রা, মকারের আধ মাত্রা এইভাবে প্রণবের মোট তিন মাত্রা। প্রসঙ্গত 'প্রণবস্ টেঃ' (পা. ৮/২/৮৯) সূ. দ্র.। আ. ১/২/১৪, ২৪ অনুসারে যাতে নিগদের শেষেও প্রণবের ব্যবহার না হয় তাই সূত্রে 'ঋগন্তম্' বলা হয়েছে। কোন্ ছন্দের মন্ত্রে কতগুলি অর্ধর্চ বা অর্ধমন্ত্র তার জন্য ঋ. প্রা. ১৮/৪৬-৫৭ সূ. দ্র.। সাধারণত স্বাধ্যায়কালে ত্রিপদা থেকে অষ্টপদা পর্যন্ত মন্ত্রে যথাক্রমে ২/১, ২/২, ২/২/১, ২/২/২, ৩/২/২, ৩/২/৩ এইভাবে সেই সেই পাদের পরে অর্থাৎ দু-টি পাদ ও একটি পাদ, দু-টি পাদ ও আবার দু-টি পাদ ইত্যাদি ক্রমে থামতে হয়। "ষষ্ঠ্যাং ত্রির্ অবস্যেদ্ অর্ধর্চেঽর্ধর্চে" (আ. ৫/১০/৮) সূত্রে একই মন্ত্রে দুই-এর বেশী অর্ধর্চ (= অর্ধমন্ত্র = মন্ত্রার্ধ) স্বীকার করায় বুঝতে হবে যে, এখানে অর্ধর্চ বলতে গাণিতিক বিভাগ অনুযায়ী অর্ধমন্ত্র স্থির করা হয় না, হয় গুরু-

শিষ্যের মধ্যে প্রচলিত পাঠ-প্রথাকে অনুসরণ করে। একটি মন্ত্রে তাই দু-টি নয়, তার বেশীও অর্ধমন্ত্র থাকতে পারে এবং থাকেও। "উত্তমস্য চ্ছন্দোমানস্যোর্ধর্ম্ আদিব্যঞ্জনাত্ স্থান ওকারঃ প্লুতস্ ত্রিমাত্রঃ শুদ্ধঃ, মকারান্তো বা, তং প্রণব ইত্যাচক্ষতে .... তেনার্ধর্চম্ উত্তরস্যাঃ সন্ধায়াবস্যতি পাদং বা তত্ সন্ততম্ ইত্যাচক্ষতে"— শা. ১/১/১৯-২১, ২৩।

এতদ্ অবসানম্ ।। ১২।। [১১]

অনু.— এই (হল) অবসান।

ব্যাখ্যা— এই যে, 'অবস্যেত্' পদের দ্বারা বিরতির বিধান করা হল, এরই নাম 'অবসান'। সর্বত্র সূত্রে থামার নির্দেশ থাকলে তবেই থামতে হয়, নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী থামলে অথবা গুরুর কাছে বেদ কণ্ঠস্থ করার সময়ে মন্ত্রে যেখানে যেখানে থামা হত যজ্ঞস্থলে সর্বদা ঠিক সেখানে থামলে চলবে না। কেবল সামিধেনী ইত্যাদি মন্ত্রের ক্ষেত্রেই নয়, জপ প্রভৃতি মন্ত্রের ক্ষেত্রেও অব-√সো ধাতু দ্বারা যদি বিরতির বিধান করা হয় তাহলে সেখানে থামতে হবে। আগের সূত্র অনুযায়ীই পরবর্তী মন্ত্রের প্রথমার্ধের শেষে থামতে হয় এ-কথা জানা গেলেও এই সূত্রে আবার সেখানে বিরতি-বিধানের উদ্দেশ্য হল, প্রথম মন্ত্রের (পুনরাবৃত্তির) প্রথমার্ধের শেষেও (তা বিহিত পরবর্তী মন্ত্র না হলেও) থামতে হবে। সিদ্ধান্তীর মতে এটি পরবর্তী সূত্রের সঙ্গেই যুক্ত এবং তাই অর্থ হচ্ছে— পরবর্তী মন্ত্রের প্রথম অর্ধাংশ পর্যন্ত একটি অবসান। আগের অবসান-ভাগ নির্ভুলভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকলে তবেই পরবর্তী অবসান-ভাগ আরম্ভ করবেন, অন্যথায় নয়। অবসান বিহিত হলে শ্বাস ত্যাগ করে সেখানে দম নিতে হয়। প্রসঙ্গত ২/১৭/৫ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। কেউ কেউ মনে করেন, প্রথম মন্ত্রের প্রথম আবৃত্তির প্রথমার্ধের শেষেও এবং জপ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও যাতে থামা হয় সেই উদ্দেশেই এই সূত্রের অবতারণা।

উত্তরাদানম্ অবিপ্রমোহে ।। ১৩।। [১২]

অনু.— ত্রুটি না হলে পরবর্তী (অংশ) গ্রহণ (করবেন)।

ব্যাখ্যা— বিপ্রমোহ = ত্রুটি। যতটুকু অংশ সন্তত করে অর্থাৎ একনিঃশ্বাসে পাঠ করার কথা ততটুকু অংশ ত্রুটিশূন্যভাবে পাঠ করা হলে তবেই পরবর্তী যে অংশটি (ইউনিট) একনিঃশ্বাসে পাঠ করার কথা সেই অংশটি পাঠ করবেন। কোন ত্রুটি হয়ে থাকলে কিন্তু যতক্ষণ না তা সংশোধন করে ত্রুটিশূন্যভাবে পাঠ করা যায় ততক্ষণ একই অংশকে বারে বারে পাঠ করে যেতে হবে।

সমাপ্তৌ প্রণবেনাবসানম্ ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— সমাপ্তিতে প্রণব দিয়ে বিরতি (ঘটবে)।

ব্যাখ্যা— সামিধেনী মন্ত্রগুলির পাঠ শেষ হলে অন্তিম মন্ত্রের পরে আর কোন ঋক্‌মন্ত্র না থাকলেও প্রণব পাঠ করতে হবে। প্রণব দিয়ে শেষ করার নির্দেশ না থাকলে কিন্তু কোথাও মন্ত্রপাঠ শেষ হলেও মন্ত্রের শেষে 'ওম্' উচ্চরণ করতে হবে না। সাধারণত এক মন্ত্রের সঙ্গে অপর মন্ত্রের সন্তান বা সংযোগ ঘটাবার জন্যই প্রণব উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। এই জন্য 'উত্তমেন পদেন....... উপসন্তনুয়াত্' (আ. ৫/৯/১৫), 'অর্ধর্চান্তৈঃ সন্তানঃ' (আ. ৫/১৪/১৭) ইত্যাদি স্থলে বলা না থাকলেও প্রণব উচ্চারণ করেই সংযোগ ঘটাতে হবে। "অবসানে মকারান্তং সর্বেষ্বৃগ্‌গণেষু সপুরোঽনুবাক্যেষু"— শা. ১/১/২২।

চতুর্মাত্রোঽবসানে ।। ১৫।। [১৪]

অনু.— অবসানে (প্রণব হবে) চারমাত্রার।

ব্যাখ্যা— কোথাও প্রণব উচ্চারণের ক্ষেত্রে স্পষ্টত 'অবস্যেত্' এই নির্দেশবশত থামতে হলে সেই প্রণব হবে তিন মাত্রার নয়, চার মাত্রার। প্রসঙ্গত ২/১৭/৪ সূত্রের "সপ্রণবাম্ সমানপ্রণবাম্ ইত্যর্থঃ। প্রথমায়াস্ তৃতীয়প্রণবেঽবসানেঽপি ত্রিমাত্র এবেত্যর্থঃ", ৪/৮/৫ সূত্রের "তাসু সর্বে প্রণবাস্ ত্রিমাত্রা এব অবসানবিধ্যভাবাত্। বদ্ অত্রাবসানবত্ত্বম্ অস্তি তচ্ চার্থপ্রাপ্তম্",

৮/২/২৪ সূত্রের "ঋগন্তত্বাত্ প্রণবস্য প্রাপ্তির্ অস্তি। অবসানবিধ্যভাবাচ্ চতুর্মাত্রতা নাস্তীতি সিদ্ধম্", ৮/৩/১৯ সূত্রের "অত্র আর্থিকত্বাদ্ অবসানস্য ত্রিমাত্রা এব প্রণবা ভবেয়ুঃ", ৮/১৩/৮ সূত্রের "উত্তমে অর্ধর্চে যঃ প্রণবস্ তেন অবসানম্ অর্থাল্ লভ্যতে ..... তেনাসৌ ত্রিমাত্র এব ভবতি" এই বৃত্তিবাক্যগুলি উল্লেখ্য। অবসান যদি শব্দ দ্বারা বিহিত না হয়ে অর্থগম্য হয়, তাহলে প্রণব হবে কিন্তু তিনমাত্রারই।

তস্যান্ত্যাপত্তিঃ ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— ঐ (ঐ প্রণবের) শেষ (বর্ণের বর্ণান্তর-) প্রাপ্তি (ঘটে)।

ব্যাখ্যা— ঐ প্রণবের শেষ বর্ণ যে মকার তার স্থানে অন্য বর্ণ উচ্চারণ করতে হয়। ১৭-১৯ সূ. দ্র.।

স্পর্শেষু স্ববর্গ্যম্ উত্তমম্ ।। ১৭।। [১৬]

অনু.— স্পর্শ (বর্ণ পরে) থাকলে প্রণব নিজবর্ণগত শেষ (বর্ণকে প্রাপ্ত হয়)।

ব্যাখ্যা— যদি প্রণবের পরে স্পর্শবর্ণ থাকে অর্থাৎ পরবর্তী মন্ত্রটি স্পর্শবর্ণ দিয়ে শুরু হয় তাহলে ঐ স্পর্শবর্ণটি যে বর্গের অন্তর্গত, প্রণবের মকারের স্থানে সেই বর্গের শেষ বর্ণ উচ্চারণ করতে হয় অর্থাৎ ক-বর্গের কোন বর্ণ পরে থাকলে ঙ্, চ-বর্গের কোন বর্ণ থাকলে ঞ্, ত-বর্গের কোন বর্ণ থাকলে ন্ এবং প-বর্গের কোন বর্ণ থাকলে ম্ উচ্চারণ করতে হবে। যেমন— সমিদ্ধো৩ন্ তং মর্জয়ন্ত।

অন্তস্থাসু তাং তাম্ অনুনাসিকাম্ ।। ১৮।। [১৭]

অনু.— অন্তস্থ (বর্ণ পরে) থাকলে সেই সেই অনুনাসিক (বর্ণকে প্রাপ্ত হয়)।

ব্যাখ্যা— প্রণবের পরে অন্তস্থ বর্ণ থাকলে প্রণবের মকারের স্থানে আর একটি সেই অন্তস্থ বর্ণকেই অনুনাসিক করে উচ্চারণ করতে হয় অর্থাৎ য্ পরে থাকলে য়ঁ, ল্ থাকলে লঁ, ব্ পরে থাকলে বঁ উচ্চারণ করতে হয়। যেমন— প্রচোদয়োবঁ বাজী বাজেষু। প্রসঙ্গত ঋ. প্রা. ৪/৭ দ্র.।

রেফোষ্মস্বনুস্বারম্ ।। ১৯।। [১৮]

অনু.— রকার ও উষ্মবর্ণ থাকলে অনুস্বারকে (প্রাপ্ত হয়)।

ব্যাখ্যা— র্ অথবা শ্, ষ্, স্, হ্, পরে থাকলে প্রণবের মকারের স্থানে ং হয়। যেমন সুক্রতোং সমিধ্যমানো অধ্বরে। ঋ. প্রা. ৪/১৫ দ্র.।

ত্রিঃ প্রথমোত্তমে অন্বাহাধ্যর্ধকারম্ ।। ২০।। [১৯]

অনু.— প্রথম এবং শেষ (মন্ত্র) দেড় দেড় করে তিন বার উচ্চারণ করবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্যর্ধকারম্ = অধ্যর্ধ-√কৃ + ণমুল্ (= অম্)। সামিধেনী মন্ত্রগুলির প্রথম ও শেষ মন্ত্রটিকে তিনবার করে পাঠ করবেন এবং প্রত্যেক দেড় অংশের পরে থামবেন। পরবর্তী দুটি সূ. দ্র.।

অধ্যর্ধাম্ উক্ত্বাবস্যেদ্ অথ দ্বে ।। ২১।। [২০]

অনু.— দেড়খানি (মন্ত্র) বলে থামবেন। তার পর দুটি মন্ত্র পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্যর্ধ = 'অধ্যারূঢ়ম্ অর্ধং যস্মিন্......... সার্ধম্ ইত্যর্থঃ' (সি. কৌ. ১৬৯৩—বা. ম.)। প্রথম মন্ত্রের তিনবার আবৃত্তির বেলায় প্রথমে দেড় অংশ পড়ে থামবেন, তার পরে দুটি মন্ত্র অর্থাৎ প্রথম মন্ত্রের বাকী দেড় অংশ এবং 'অগ্ন আ য়াহি—' এই মূল দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম অর্ধাংশ একনিঃশ্বাসে পাঠ করবেন।

দ্বে প্রথমম্ উত্তমস্যাম্ অধ্যর্ধাম্ ।। ২২।। [২১]

অনু.— শেষ (মন্ত্রে) প্রথমে দুটি (মন্ত্র পাঠ করবেন), তার পরে দেড়খানি (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— সামিধেনী মন্ত্র পাঠ করার সময়ে ১১নং সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেক মন্ত্রের প্রথমার্ধের শেষে থামতে হয়। শেষ মন্ত্রের আগের মন্ত্রে অর্থাৎ মূল দশম মন্ত্রেও তাহলে প্রথম অর্ধাংশের শেষে থামতে হবে। তার পর ঐ দশম মন্ত্রের অবশিষ্ট অর্ধাংশ, শেষ (= মূল একাদশ) মন্ত্রের প্রথম আবৃত্তির সম্পূর্ণ এবং দ্বিতীয় আবৃত্তির প্রথম অর্ধাংশ এই মোট (১/২ + ১ + ১/২ =) দুটি মন্ত্র একনিঃশ্বাসে পাঠ করে তার পরে দ্বিতীয় আবৃত্তির দ্বিতীয় অর্ধাংশ এবং তৃতীয় আবৃত্তির সম্পূর্ণ মন্ত্র এই মোট (১/২ + ১ =) দেড়খানি মন্ত্র একনিঃশ্বাসে পাঠ করবেন। সূত্রে 'অধ্যর্ধাম্' না বললেও চলত, তবুও তা বলায় বুঝতে হবে অন্যত্রও স্পষ্টত কিছু বলা না থাকলে অবশিষ্ট অংশের অনুষ্ঠান স্বাভাবিকভাবেই হবে। ২/৮/৫ স্থলে তাই শেষ প্রযাজ ও অনুযাজের অনুষ্ঠান হবে দর্শপূর্ণমাসের মতোই।

তাঃ পঞ্চদশাভ্যস্তাভিঃ ।। ২৩।। [২২]

অনু.— ঐ (মূল এগারটি মন্ত্র) আবৃত্ত (মন্ত্রগুলির সঙ্গে সংখ্যায় মোট) পনের (হবে)।

ব্যাখ্যা— 'প্র বো—' ইত্যাদি এগারটি (৮নং সূ. দ্র.) সামিধেনীমন্ত্রের মধ্যে প্রথম ও শেষ মন্ত্রটিকে তিনবার আবৃত্তি করলে মোট মন্ত্রের সংখ্যা দাঁড়াবে পনের। ৩টি প্রথম মন্ত্র + ৯টি মন্ত্র + ৩টি শেষ মন্ত্র = ১৫টি মন্ত্র। প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণের সময়ে অধ্বর্যু অগ্নিতে একটি করে সমিৎ নিক্ষেপ করেন— 'প্রণবে প্রণবে সমিধম্ আদধাতি' (আপ. শ্রৌ. ২/১২/৪)। যদিও কোথাও সামিধেনীতে পনের থেকে বেশী মন্ত্র পাঠ করতে হয় তাহলে সেখানে 'ধায্যা' নামে অতিরিক্ত মন্ত্রগুলিকে 'সমিধ্য—' মন্ত্রের ঠিক পরে পাঠ করতে হবে। ২০নং সূত্র থাকা সত্ত্বেও এখানে সূত্রে আবার 'অভ্যস্তাভিঃ' বলায় যেখানেই কোন সূত্রে পাঠ্য মন্ত্রের মোট সংখ্যা উল্লেখ করে দেওয়া হবে সেখানেই মন্ত্রের পুনরাবৃত্তিকে ধরে ঐ বিশেষ সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। যেমন 'ত্রীণি—' (আ. ৬/৬/১০)। অথবা এর তাৎপর্য হচ্ছে কোন-কিছু বিধানের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি ঘটার পরে নয়, তার আগেই ঐ বিধিটি প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে। 'সামিধেন্যাব্—' (আ. ২/১/২৯), 'একভূয়সীঃ—' (আ. ৫/১৪/২২) ইত্যাদি স্থলে তাই ভাবী পুনরাবৃত্তিকে উপেক্ষা করেই বিহিত আবাপ ও নিবিদের স্থান আমাদের স্থির করতে হবে।

এতেন শস্ত্রযাজ্যানিগদানুবচনাভিষ্টবনসংস্তবনানি ।। ২৪।। [২৩]

অনু.— এই (নিয়মে) শস্ত্র, যাজ্যা, নিগদ, অনুবচন, অভিষ্টবন এবং সংস্তবন (মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— সামিধেনীর ক্ষেত্রে জপ, অভিহিংকার, প্রণবের মকারের পরিবর্তন এই যা যা হয়ে থাকে তা শস্ত্র, যাজ্যা, নিগদ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। শস্ত্র প্রভৃতি চেনার সহজ উপায় হল সূত্রে √শন্স্, √যজ্, অনু-√ব্রূ, অভি-√স্তু, সম্-√স্তু ধাতুর প্রয়োগ এবং নিগদশব্দের উল্লেখ। বৃত্তিকারের 'শংসত্যাদিচোদনাভাবেঽপি ঐকশ্রুত্যং ভবতি' (৫/১৩/২-না.) এই উক্তিটিও তার প্রমাণ। সূত্রে সরাসরি শস্ত্র, যাজ্যা এবং অনুবাক্যা শব্দের উল্লেখ থেকেও শস্ত্র প্রভৃতিকে চেনা যায়। কখন কখন নিগদ মন্ত্রকে তার লক্ষণ থেকে চিনে নিতে হয়। যে গদ্য মন্ত্র কর্মকরণ নয়, অথচ উচ্চস্বরে পড়া হয় তাকে নিগদ বলে। 'সংযাজ্যে অনিগদে' (২/১৮/১০) সূত্রে স্বিষ্টকৃতে যাজ্যার আগে নিগদমন্ত্রের পাঠ নিষিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু নিষিদ্ধ 'অয়াট্ .... জুষতাং হবিঃ' অংশটি যে নিগদ তা ১/৬/৬-৮ সূত্রে স্পষ্টত বলা নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, নিগদকে কখনও কখনও তার চিহ্ন দেখেও চিনে নিতে হয়।

ন ত্বন্যত্রাধ্যর্ধকারম্ ।। ২৫।। [২৪]

অনু.— অন্যত্র কিন্তু দেড় দেড় করে (পাঠ হবে) না।

ব্যাখ্যা— সামিধেনী ছাড়া শস্ত্র প্রভৃতি অন্য কোথাও কিন্তু ২০-২২ অনুযায়ী প্রথম এবং শেষ মন্ত্রকে দেড় দেড় করে পাঠ করতে নেই। 'তু' বলায় প্রসঙ্গ থাকলেও অধ্যর্ধকার করা চলবে না, করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

ন জপঃ প্রাগ্ অভিহিঙ্কারাত্ ।। ২৬।। [২৪]

অনু.— (অন্য কোথাও) অভিহিঙ্কারের আগে জপ (হবে) না।

ব্যাখ্যা— সামিধেনী ছাড়া অন্য কোথাও ১নং সূত্রে উল্লিখিত 'নমঃ প্রবক্ত্রে—' মন্ত্রটি জপ করতে হয় না। সূত্রে 'অভিহিঙ্কারাত্' না বলে শুধু 'হিঙ্কারাত্' বললে ১/২/৩ সূত্রের ক্ষেত্রে অভীষ্ট সিদ্ধ হলেও কৌত্সের ক্ষেত্রে (৫নং সূ. দ্র.) 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই ব্যাহৃতি অংশটিও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তাই 'অভিহিঙ্কারাত্' বলা হয়েছে।

নাভিহিঙ্কারাভ্যাসাব্ অবহুষু প্রকৃত্যা ।। ২৭।। [২৪]

অনু.— স্বাভাবিকভাবে বহু নয় (এমন মন্ত্রে, শস্ত্র প্রভৃতিতে) অভিহিঙ্কার এবং পুনরাবৃত্তি (হবে) না।

ব্যাখ্যা— অভ্যাস = পুনরাবৃত্তি। স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ কোন বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটার আগে বিহিত মূল মন্ত্রের সংখ্যা যদি বহু না হয় তাহলে কিন্তু শস্ত্র প্রভৃতি স্থলে অভিহিঙ্কার এবং প্রথম ও শেষ মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি করতে নেই। যেমন আ. ৪/৮/২৭; ৫/৩/৬ স্থলে। 'অন্যত্র' (২৫নং সূত্রে) বলায় সামিধেনীর ক্ষেত্রে কিন্তু মন্ত্রের সংখ্যা স্বভাবত (আবৃত্তি ছাড়াই) বহু না থাকলেও অর্থাৎ এক বা দুই হলেও অভিহিঙ্কার এবং আবৃত্তি হতে কোন বাধা নেই। যেমন 'উশন্ত—' (আ. ২/১৯/৬)। তবে সেখানে পুনরাবৃত্তির পরে প্রথম ও শেষ মন্ত্রের আবার পুনরাবৃত্তি হবে না, কারণ সূত্রেই বলা হয়েছে 'তাঃ সামিধেন্যঃ' অর্থাৎ ঐ একটি মন্ত্রকেই তিনবার পড়া হবে এবং ঐ তিনটি মন্ত্রই হবে সামিধেনী। যাজ্যা ও অনুবাক্যা মন্ত্র কোথাও কোথাও একাধিক থাকে। যেমন— ২/১৯/২৬; ৪/৭/৫; ৫/৫/২, ৪ ইত্যাদি সূ. দ্র.। 'প্রকৃত্যা' বলায় 'পরিব্যয়ণীয়াং ত্রিঃ' (আ. ৫/৩/৬) স্থলে বিকৃতি বা পুনরাবৃত্তির ফলে মোট সংখ্যা তিন অর্থাৎ বহু হওয়ায় প্রথম ও শেষ মন্ত্রের আবার পুনরাবৃত্তি হবে না। শা. বলেছেন "ত্রিপ্রভৃতিষ্বৃগ্গণেষু প্রথমোত্তময়োস্ ত্রির্ বচনম্ অন্যত্র জপেভ্যঃ"— ১/১/১৮।

নাবচ্ছেদাদৌ ।। ২৮।। [২৫]

অনু.— (বিচ্ছিন্ন) মন্ত্রগুচ্ছের আরম্ভে (অভিহিঙ্কার এবং অভ্যাস হবে) না।

ব্যাখ্যা— শস্ত্র, যাজ্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রে যদি কিছু মন্ত্র আগে পড়ে পরে অন্য কোন কাজ করে তার পরে আবার অবশিষ্ট মন্ত্রগুলি পাঠ করা হয়, তাহলে কিন্তু যে মন্ত্রগুলি পরে পাঠ করে হচ্ছে সেই বিচ্ছিন্ন মন্ত্রগুলি সংখ্যায় বহু হলেও ঐ বিচ্ছিন্ন মন্ত্রগুচ্ছের আরম্ভে অভিহিংকার এবং ঐ গুচ্ছের প্রথম মন্ত্রের তিন বার আবৃত্তি হবে না। যেমন ঘর্মানুষ্ঠানে অভিষ্টবনের উত্তর পটলের মন্ত্রগুচ্ছের মাঝে ৪/৭/৫ এবং ১৮নং সূত্র দ্বারা যাজ্যা এবং ভক্ষণ বিহিত হওয়ায় ঐ পটলের মন্ত্রগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে ৪/৭/১০ এবং ২১নং সূত্রে নির্দিষ্ট মন্ত্রের আগে অভিহিঙ্কার এবং প্রথম মন্ত্রের তিনবার আবৃত্তি হবে না। প্রশ্ন হতে পারে এখানে পূর্ব পটলের শেষ মন্ত্রের অথবা যাজ্যা এবং ঘর্মভক্ষণের পূর্ববর্তী মন্ত্রের অভ্যাস হতে পারে কি? না, তাও হবে না। মন্ত্রগুলি সমগ্র 'অভিষ্টবনের' শেষ মন্ত্র নয় বলে সেগুলির তিনবার আবৃত্তি হতে পারে না। তাছাড়া ৪/৭/২২ সূত্রে সূত্রকার 'পরিদধ্যাত্' শব্দ উল্লেখ করে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, প্রবর্গ্যের মন্ত্রগুলি দুই পটলে বিভক্ত হলেও এবং যাজ্যা ও ভক্ষণের দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও সমগ্র অভিষ্টবনের শেষ মন্ত্র (২/১৬/৮ সূ. দ্র.) হচ্ছে 'সূযবসাদ্—' এই মন্ত্রটি। ফলে অন্তিম মন্ত্রের যদি তিন বার আবৃত্তি করতে হয় তাহলে ঐ 'সূযবসাদ্—' মন্ত্রের ক্ষেত্রেই তা করতে হবে। বৃত্তিকারের মতে শস্ত্র প্রভৃতির ক্ষেত্রে 'সমাপ্য', 'অবস্যেত্' 'আরমেত্' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা মাঝখানে বিরতি বিহিত হয়ে থাকলে তাকে 'অবচ্ছেদ' বলা হয় এবং সেই সব স্থলে বিচ্ছিন্ন দ্বিতীয় ভাগের মন্ত্রগুলির আগে অভিহিঙ্কার এবং অভ্যাস হয় না। ৪/৭/৪ সূত্রে 'সমাপ্য' পদটি থাকায় অভিষ্টবনে 'স্বাহা-' এবং 'শ্যেনো—' মন্ত্রের (৪/৭/১০, ২১ সূ.দ্র.) অভ্যাস এবং তার আগে অভিহিঙ্কার তাই হবে না।

শস্ত্রেষ্বেব হোত্রকাণাম্ অভিহিঙ্কারঃ ।। ২৯।। [২৬]

অনু.— শস্ত্রেই হোত্রকদের অভিহিংকার (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— হোত্রক = হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্যু ও ব্রহ্মা ছাড়া অপর যে-কোন ঋত্বিক্— ৫/৬/১৮ সূ. দ্র.। এঁদের মধ্যে মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী এবং অচ্ছাবাকই যজ্ঞে শস্ত্র পাঠ করেন (৫/১০/১৪ সূ. দ্র.)। ঐ তিন হোত্রকের শুধু শস্ত্রেই অভিহিংকার করার অধিকার, যাজ্যা-নিগদ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের এবং অন্যান্য হোত্রকদের সেই অধিকার নেই। ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক্‌দের মধ্যে গ্রাবস্তুত্ নামে ঋত্বিক্ হোত্রক হলেও কোন যজ্ঞে তাঁর পাঠ্য কোন শস্ত্র না থাকায় তিনি তাই কখনই অভিহিঙ্কার করার সুযোগ পান না। প্রশ্ন জাগে, সূত্রে 'এব' শব্দটি না থাকলেও তো চলে। সূত্রে যে নির্দেশই দেওয়া হোক তা সূত্রে বিহিত হয়েছে বলেই তো অবশ্য পালনীয়, কোন অন্যথা তার করা চলবে না। তাহলে এখানে 'এব' বলার আর কি প্রয়োজন? এমন আশঙ্কা অমূলক যে, 'এব' না বললে সূত্রের অর্থ হবে— শস্ত্রে হোত্রকরাই অভিহিংকার করবেন (হোতা নয়), কারণ নানা শস্ত্রের মধ্যে কেবল আজ্যশস্ত্রেই 'অনভিহিঙ্কৃত্য' (৫/৯/১) সূত্রে হোতার অভিহিঙ্কার নিষেধ করা হয়েছে। ঐ নিষেধ-সূত্রটি দিয়ে সূত্রকার এই আভাসই দিয়েছেন যে, হোতাকে সর্বত্র অভিহিঙ্কার করতে হলেও কেবল আজ্যশস্ত্রে তিনি তা করবেন না। আবার এমন আশঙ্কাও এখানে করা চলে না যে, 'এব' না থাকলে সূত্রের এই অর্থ হতে পারে, শস্ত্রে হোত্রকদের অভিহিংকারই হবে (অভ্যাস হবে না), কারণ 'পঞ্চ সপ্তদশে—' (৭/৫/১১) সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, হোত্রকদের ক্ষেত্রেও শস্ত্রে অভ্যাস (= পুনরাবৃত্তি) হয়ে থাকে। অভ্যাস যদি না হয় তাহলে শস্ত্রে প্রকৃতিযাগ থেকে পাওয়া দশটি মন্ত্রে ঐ 'পঞ্চ-' সূত্র অনুসারে পাঁচটি অতিরিক্ত মন্ত্র সংযোজিত করলেও সপ্তদশ স্তোমের সপ্তদশ সংখ্যাকে অতিক্রম করা যায় না (কারণ ১০ + ৫ = ১৫)। যদি প্রথম ও শেষ মন্ত্রের অভ্যাস করা হয় তাহলে অবশ্য অতিক্রম করা সম্ভব হবে (কারণ ৩ + ৮ + ৫ + ৩ = ১৯) এবং ঐ সূত্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। এমন কথাও বলা যায় না যে, সূত্রে 'এব' না থাকলে আগের সূত্র থেকে 'ন' শব্দের অনুবৃত্তি এসে সূত্রের অবাঞ্ছিত অর্থ দাঁড়াবে— শস্ত্রে হোত্রকদের অভিহিঙ্কার করতে হবে না। সত্যই যদি এখানে নিষেধ অভিপ্রেত হত তাহলে আগের চারটি সূত্রের মতো এই সূত্রেও সূত্রকার একটি 'ন' শব্দ প্রয়োগ করতেন। তাহলে কি সূত্রে 'এব' শব্দটি একান্তই অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়? না। 'এব' না বললে সূত্রটির অর্থ নিয়ন্ত্রণমূলক (নিয়ম) না হয়ে নির্দেশমূলক (বিধি) হয়ে পড়বে এবং অর্থ দাঁড়াবে শস্ত্রে সর্বত্রই হোত্রকদের অভিহিঙ্কার করতে হয়। অভিহিঙ্কার তাঁদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হওয়ায় 'প্রাত—' (৬/১০/১২) এই নিষেধস্থলেও তাহলে তাঁদের তা করতে হত। কিন্তু তা মোটেই অভিপ্রেত নয়। এই অনিষ্ট যাতে না ঘটে তাই সূত্রে 'এব' শব্দ দ্বারা সূত্রকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বলতে চাইছেন যে, শস্ত্রেই হোত্রকেরা অভিহিঙ্কারের অধিকারী, অন্যত্র নয়। সিদ্ধান্তীর মতে কেউ কেউ বলেন সূত্রে 'এব' শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে যাঁরা শস্ত্রপাঠকারী হোত্রক তাঁরা কেবল শস্ত্রেই অভিহিঙ্কার করবেন, শস্ত্র ছাড়া অন্যত্র অভিহিঙ্কার করবেন না, কিন্তু যে হোত্রক শস্ত্রপাঠী নন তাঁর কোথাও অভিহিঙ্কারে কোন বাধা নেই এবং সেই কারণে গ্রাবস্তুত্ (৬/১০/১২ সূত্রের ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র) অভিষ্টবন মন্ত্রগুলির ক্ষেত্রে অভিহিঙ্কার করতেই পারেন এবং 'প্রাত—' (৬/১০/১২) সূত্রে ঐ বিশেষ অনুষ্ঠানের অভিষ্টবনে অভিহিঙ্কারের নিষেধও এ-ক্ষেত্রে প্রমাণ; কিন্তু তিনি নিজে মনে করেন যে এই ব্যাখ্যা তেমন যুক্তিপূর্ণ নয়, 'এব' শব্দের তাৎপর্য আগে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা-ই ঠিক।

সামিধেনীনাম্ উত্তমেন প্রণবেনাগ্নে মহাঁ অসি ব্রাহ্মণ ভারতেতি নিগদেঽবসায় ।। ৩০।। [২৭]

অনু.— সামিধেনীগুলির শেষ প্রণবের সঙ্গে 'অগ্নে' (মন্ত্র একসাথে পাঠ করে) এই নিগদে (মাঝখানে) থেমে (আর্যেয়বরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পনেরটি সামিধেনী মন্ত্রের শেষ মন্ত্রটির শেষে যে প্রণব উচ্চারণ করতে হয় (১৪নং সূ. দ্র.) সেই প্রণবে না থেমে তার সঙ্গে 'অগ্নে—' ইত্যাদি নিগদ একসঙ্গে জুড়ে নিয়ে পাঠ করে ঐ নিগদের মাঝে যে 'ভারত' পদটি আছে তার পরে থামতে হবে। এর পরে ১/৩/১ সূত্রে নির্দিষ্ট ঋষিবরণ কর্মটি করে যাগের দেবতাদের নাম উল্লেখ করে করে আবাহন করতে হয়। কিভাবে বংশজ ঋষিদের বরণ করতে হবে, কোন্ কোন্ দেবতাদের আবাহন করতে হয় এবং কিভাবে করতে হয় তা পরবর্তী খণ্ডে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। দ্র. বৌ, শা. ১/৪/১৪ সূত্রেও এই 'অগ্নে-' মন্ত্রটি বিহিত হয়েছে।

তৃতীয় কণ্ডিকা (১/৩)

[প্রবরপাঠ, আবাহন, উপবেশন]

যজমানস্যার্ষেয়ান্ প্রবৃণীতে যাবন্তঃ স্যুঃ ।। ১।।

অনু.— (বংশে মোট ঋষি) যতজন থাকতে পারেন যজমানের (বংশের ঠিক ততজন) ঋষিকে বরণ করেন।

ব্যাখ্যা— পূর্ববর্তী সূত্রের নিগদের 'ভারত' অংশ পর্যন্ত পাঠ করে থেমে হোতা যজমানের বংশে যতজন ঋষি জন্মেছেন ততজন ঋষির নাম সম্বোধনের একবচনে উল্লেখ করেন। কোন্ বংশের কে কে ঋষি তা ১২/১০-১৫ খণ্ডে বলা আছে। সূত্রে 'যাবন্তঃ' বলায় অন্য গ্রন্থে এক এবং চার জন ঋষির বরণ নিষিদ্ধ হলেও কোথাও আবার মাত্র তিন জনকে বরণ করতে বলা হয়ে থাকলেও সূত্রকারের মতে এখানে যাঁর বংশে যত জন ঋষি আছেন তাঁদের প্রত্যেককেই বরণ করতে হবে এবং এই গ্রন্থের প্রবরকাণ্ডে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়নি, প্রয়োজনে সেই কালেয় প্রভৃতি ঋষিকেও বরণ করতে হবে। প্রসঙ্গত 'ত্রীন্ যথর্ষি মন্ত্রকৃতো বৃণীতে। অপি বৈকং দ্বৌ ত্রীন্ পঞ্চ। ন চতুরো বৃণীতে, ন পঞ্চাতি প্রবৃণীতে' (আপ. শ্রৌ. ২/১৬/৬-৮) সূ. দ্র.। পদটির আর একটি তাৎপর্য এই যে, যিনি দ্ব্যামুষ্যায়ণ অর্থাৎ নিজ জননীতে অপর ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত বা দত্তক সন্তান তাঁর ক্ষেত্রে জন্মদাতা ও আশ্রয়দাতা দুই পিতৃবংশেরই সকল ঋষির নাম উল্লেখ করতে হবে।

পরং পরং প্রথমম্ ।। ২।।

অনু.— উর্ধ্বতন উর্ধ্বতনকে প্রথমে (বরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— হোতা প্রবরপাঠের সময়ে যিনি যত প্রাচীন অর্থাৎ প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা এই ক্রমে ঋষিদের নাম উল্লেখ করবেন। দ্বাদশ অধ্যায়ে সূত্রকার অবশ্য সেই ক্রমেই ঋষিদের নাম উল্লেখ করেছেন। যজ্ঞে প্রবর পাঠ করা হয় যজমানের গৃহস্থিত আহবনীয় অগ্নির সংস্কার সাধনের উদ্দেশেই। আর্ষেয়বরণ ও প্রবরপাঠ একই কর্ম— 'আর্ষেয়ঃ প্রবর ইতি পর্যায়ৌ' (১২/১০/১— না.)। "অমুতোঽর্বাঞ্চি যজমানস্য ত্রীণ্যার্ষেয়াণ্যভিব্যাহৃত্য; ষট্ তু দ্বিগোত্রস্য"— শা. ১/৪/১৫।

পৌরোহিত্যান্ রাজবিশাম্ ।। ৩।।

অনু.— রাজা এবং বৈশ্যদের (ক্ষেত্রে তাঁদের) পুরোহিত-সম্পর্কিত (ঋষিদের বরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যজমান যদি ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য হন তাহলে তাঁদের যিনি পুরোহিত সেই পুরোহিতের বংশের ঋষিদেরই বরণ করতে হয়। ১২/১৫/৭ সূ. দ্র.। 'রাজবিশোঃ' না বলে পদটিকে বহুবচনে উল্লেখ করায় অনুলোম বিবাহের ফলে উৎপন্ন বর্ণসঙ্কর যজমানের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। "পুরোহিতপ্রবরেণাব্রাহ্মণস্য"— শা. ১/৪/১৭।

রাজর্ষীন্ বা রাজ্ঞাম্ ।। ৪।।

অনু.— অথবা রাজাদের (ক্ষেত্রে) রাজর্ষিদের (বরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যজমান ক্ষত্রিয় হলে তাঁর পুরোহিতের বংশের ঋষিদের অথবা নিজ বংশের রাজর্ষিদের বরণ করতে হয়। যেমন— মানবৈল পৌরূরবস। ১২/১৫/৮ সূ. দ্র.।

সর্বেষাং মানবেতি সংশয়ে ।। ৫।।

অনু.— সন্দেহ হলে সকলের (ক্ষেত্রে) মানব এই (শব্দটি উচ্চারণ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যজমান যে বর্ণের লোকই হন, ঋষিবরণের সময়ে যদি তাঁর বংশের কোন ঋষির নাম জানা না থাকে অথবা

ঐ সময়ে স্মরণে না আসে তাহলে হোতা সেই ঋষির নাম 'মানব' বলে উল্লেখ করবেন। মতান্তরে সংশয় না থাকলেও বিকল্প। "মানবেতি বা সর্বেষাম্"— শা. ১/৪/১৮।

দেবেদ্ধো মন্বিদ্ধ ঋষিষ্টুতো বিপ্রানুমদিতঃ কবিশস্তো ব্রহ্মসংশিতো ঘৃতাহবনঃ প্রণীর্যজ্ঞানাং রথীরধ্বরাণামতূর্তো হোতা তূর্ণির্হব্যবাড্ ইত্যবসায়াস্পাত্রং জুহূর্দেবানাং চমসো দেবপানোঽরাঁ ইবাগ্নে নেমির্দেবাংস্ত্বং পরিভূরসি-আবহ দেবান্ যজমানায়েতি প্রতিপদ্য দেবতা দ্বিতীয়য়া বিভক্ত্যাদেশম্ আদেশম্ আবহেত্যাবাহয়ত্যাদিং প্লাবয়ন্ ।।৬।।

অনু.— 'দেবেদ্ধো .... হব্যবাড়্' (সূ.) এই (পর্যন্ত বলে) থেমে 'আস্পাত্রং .... যজমানায়' (সূ.) এই (অংশ) পাঠ করে (থেমে) দেবতাদের (নাম) দ্বিতীয়া বিভক্তি দিয়ে উল্লেখ করে করে 'আবহ' এই (শব্দের) প্রথম (স্বরকে) প্লুত করতে করতে আবাহন করবেন।

ব্যাখ্যা— 'অগ্নে মহাঁ অসি ...... সুযজা যজ' (১/২/৩০; ১/৩/৬, ২২ সূ. দ্র.) একটি নিগদ। তার মধ্যে আগে 'ভারত' অংশ পর্যন্ত বলে থেমে যজমানের বংশের ঋষিদের বরণ করা হয়েছে; বরণের পরে থেমে অসমাপ্ত নিগদের 'দেবেদ্ধো .... হব্যবাড়্' (সূ.) পর্যন্ত অংশ পাঠ করে হোতা আবার থামবেন। তার পর 'আস্পাত্রং .... যজমানায়' পর্যন্ত অংশ পাঠ করে আবার থেমে যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ দেবতাদের প্রত্যেকের নাম দ্বিতীয়া বিভক্তিতে উল্লেখ করে প্রত্যেকের নামের পরে 'আবহ' শব্দ উচ্চারণ করবেন। একে 'দেবতা-আবাহন' বলা হয়। 'কর্মণি দ্বিতীয়া' (পা. ২/৩/২) সূত্র থাকা সত্ত্বেও এবং ৮-১১ নং সূত্রে দেবতাদের নাম দ্বিতীয়া বিভক্তিতে উল্লেখ করা থাকলেও এই সূত্রে 'দ্বিতীয়য়া' বলায় বুঝতে হবে বিশেষ নির্দেশ না থাকলে সর্বত্র দ্বিতীয়া বিভক্তিতেই দেবতার নাম উল্লেখ করতে হয়। 'দেবতাম্ আদিশ্য-' (আ. ২/১৪/৩২) স্থলে তাই দ্বিতীয়াই হয়। আবাহন করা হয়ে থাকে যথাক্রমে আজ্যভাগ, প্রধানযাগ, প্রযাজ-অনুযাজ (= আজ্যপ) ও স্বিষ্টকৃত্ যাগের যাঁরা দেবতা তাঁদের। এই আবাহন দাঁড়িয়েই করতে হয়— 'উপোত্থায়াবাহয়েত্' (৩/১৩/২৩) এবং 'আবাহ্যোপবিশেত্' (৪/৮/৭) সূ. দ্র.। বর্তমান সূত্রে 'প্রতিপদ্য' শব্দটি থাকায় সিদ্ধান্তীর মতে 'অগ্নে মহাঁ অসি.... আবহ দেবান্ যজমানায়' পর্যন্ত অংশের (নারায়ণের মতে সম্ভবত শুধু 'আবহ দেবান্ যজমানায়' অংশের) পরিভাষিক নাম 'প্রতিপত্তি'। পিত্র্যেষ্টিতে অন্য 'প্রতিপত্তি' (২/১৯/৮ সূ. দ্র.) বিহিত হওয়ায় এই মন্ত্রটি সেখানে তাই বাদ যাবে। নিগদের মধ্যে 'দেবেদ্ধো..... পরিভূরসি' অংশে মোট চৌদ্দটি নিবিদ্ পদ আছে। তার মধ্যে শেষ নিবিদের 'পরিভূরসি' পদের ইকারের সঙ্গে 'আবহ' পদের আকারের সন্ধি করে উচ্চারণ করতে হবে। 'আবহ দেবান্' (আ. ১/৩/৬) থেকে 'সুযজা যজ' (আ. ১/৩/২২) পর্যন্ত অংশ হচ্ছে আবাহন-নিগদ। সূত্রে উল্লিখিত 'আবহ দেবান্,' 'অগ্নিং হোত্রায়াবহ' এবং 'আবহ জাতবেদঃ' স্থলে কোন প্লুতি হবে না। আবাহনে 'আবহ' শব্দের প্রথম অক্ষরে যে প্লুতি হয় তা ব্যাকরণগ্রন্থে 'ব্রূহিপ্রেষ্যশ্রৌষড়্বৌষডাবহানাম্ আদেঃ' (পা. ৮/২/৯১) সূত্রেও বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সোমযাগে 'যজমানায়' পদটির আগে ৫/৩/৭ অনুসারে 'সুন্বতে' এই অতিরিক্ত একটি পদ উচ্চারণ করতে হয়। আবাহনে কোন ত্রুটি হলে যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা ৩/১৩/২৩ সূত্রে বলা হবে। শাঙ্খায়নের মতে এই নিগদের 'ঘৃতাহবনঃ', 'হব্যবাড়্' এবং 'পরিভূরসি' পদের পরে এবং প্রত্যেক দেবতার আবাহনের পরে থামতে হয়— "ঘৃতাহবন ইত্যবসায়, হব্যবাড় ইত্যবসায়, পরিভূরসীত্যবসায়; ব্যবসন্ আবাহয়তি দেবতাঃ প্লাবয়েদ্ আকারম্"— শা. ১/৪/১৯-২২; ১/৫/১; ১/২/১।

অগ্ন আবহেতি তু প্রথমদেবতাম্ ।।৭।।

অনু.— প্রথম দেবতাকে কিন্তু 'অগ্ন আবহ' (বলে আবাহন করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রথম দেবতার আবাহনের বেলায় 'অগ্নিমাও বহ' না বলে 'অগ্নিমগ্ন আওবহ' বলতে হয়। বেদের 'অগ্নিম্ অগ্ন আবহ সোমম্ আবহ' (তৈ. ব্রা. ৩/৫/৩/২) এই নির্দেশের মধ্যেও আমরা তার স্পষ্ট প্রমাণ পাই। সূত্রে 'প্রথম' শব্দে যজ্ঞে যাঁদের আবাহন করতে হয় তাঁদের মধ্যে যিনি প্রথম তাঁকে অর্থাৎ আজ্যভাগের দেবতা অগ্নিকে বুঝান হয়েছে। পরের সূত্র থেকে তা আরও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। শা. ১/৫/১ অনুসারে প্রথমেই বলতে হয় "আবহ দেবান্ যজমানায়"।

অগ্নিং সোমম্ ইত্যাজ্যভাগৌ ।। ৮।।

অনু.— অগ্নিম্, সোমম্ এই (বলে) দুই আজ্যভাগ (দেবতাকে আবাহন করবেন)।

ব্যাখ্যা— আজ্যভাগৌ = দুই আজ্যভাগ, আজ্যভাগের দুই দেবতা। আজ্যভাগের দুই দেবতাকে যথাক্রমে 'অগ্নিম্ অগ্ন আ৩বহ' এবং 'সোমম্ আ৩বহ' বলে আবাহন করবেন। "অগ্নিম্ অগ্ন আবহ সোমম্ আবহে-ত্যাজ্যভাগৌ"— শা. ১/৫/২।

অগ্নিম্ অগ্নীষোমাব্ ইতি পৌর্ণমাস্যাম্ ।। ৯।।

অনু.— পৌর্ণমাস (যাগে প্রধানদেবতাদের) 'অগ্নিম্', 'অগ্নীষোমৌ', (বলে আবাহন করবেন)।

ব্যাখ্যা—পৌর্ণমাসে প্রধানযাগের দেবতাদের আবাহনের সময়ে বলতে হবে 'অগ্নিমা৩ বহ', অগ্নীষোমাবা ৩বহ'।

অগ্নীষোময়োঃ স্থান ইন্দ্রাগ্নী অমাবস্যায়াম্ অসন্নয়তঃ ।। ১০।।

অনু.— অমাবস্যা (যাগে যিনি) সন্নয়ন করেছেন না, তাঁর (যজ্ঞে) অগ্নি-সোমের স্থানে ' ইন্দ্রাগ্নী' (বলে আবাহন করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— দুধে দই মেশানকে বলে 'সন্নয়ন'। এই মিশ্রিত দুধ ও দই দিয়ে যে আহুতি দেওয়া হয় তাকে বলা হয় 'সান্নায্য যাগ'। যিনি অমাবস্যাযাগে তা করেন না তিনি অ-সন্নয়ত্ বা অসন্নয়ন্। তাঁর ক্ষেত্রে প্রধানদেবতার আবাহনে অগ্নি-সোমের স্থানে ইন্দ্র-অগ্নি দেবতার নাম উল্লেখ করে বলতে হবে 'ইন্দ্রাগ্নী আ ৩বহ'। সূত্রে 'স্থান' (= স্থানে) বলায় পৌর্ণমাসের অনুষ্ঠানপদ্ধতিই যে দর্শের অবলম্বন বা মূল কাঠামো (তন্ত্র) তা বোঝা যাচ্ছে। মনে হতে পারে পরবর্তী সূত্রে 'সন্নয়তঃ' বলা থাকায় এই সূত্রে 'অসন্নয়তঃ' পদটি না বললেই চলে। কিন্তু তাহলে সন্দেহ জাগতে পারে যে, এই সূত্রটি অমাবস্যা-সম্পর্কিত এবং পরবর্তী সূত্রটি দর্শ ও পূর্ণমাস দুই যাগেই প্রযোজ্য। সূত্রকার তাই এখানে অসন্নয়তঃ বলেছেন। পরবর্তী সূত্রটিও তাই দর্শেই প্রযোজ্য হবে। তবুও আবার সন্দেহ জাগে যে, পূর্ণমাসে তো কোথাও সান্নায্য আহুতি দেওয়ার কোন বিধানই নেই। সেখানে তাই ইন্দ্র বা মহেন্দ্র দেবতা হবেন কেন? উত্তর এই— 'সন্নয়তঃ' মানে সান্নায্যযাগকারী যজমানের। কেবল দর্শে সন্নয়ন করলেও এবং পৌর্ণমাসে তা না করলেও তিনি সান্নায্যকারী তো বটেই। এই সান্নায্যকারীর ক্ষেত্রে পৌর্ণমাসেও যাতে ইন্দ্র - মহেন্দ্রের আবাহন এবং যাগ না হয় সেই উদ্দেশে এখানে 'অসন্নয়তঃ' বলা হয়েছে।

ইন্দ্রং মহেন্দ্রং বা সন্নয়তঃ ।। ১১।।

অনু.— সন্নয়নকারীর (যজ্ঞে) 'ইন্দ্রম্' অথবা 'মহেন্দ্রম্' (বলে আবাহন হবে)।

ব্যাখ্যা— দর্শে সান্নায্যযাগ করলে অগ্নি-সোমের স্থানে ইন্দ্র অথবা মহেন্দ্রকে আবাহন করবেন। প্রসঙ্গত "আগ্নেয়োঽষ্টাকপালোঽগ্নীষোমীয় একাদশকপাল উপাংশুযাজশ্ চ পৌর্ণমাস্যাং প্রধানানি, তদঙ্গম্ ইতরে হোমাঃ, আগ্নেয়োঽষ্টাকপাল ঐন্দ্রাগ্ন একাদশকপালো দ্বাদশকপালো বামাবাস্যায়াম্ অসোমযাজিনঃ, সান্নায্যং দ্বিতীয়ং সোমযাজিনঃ, নাসোমযাজিনঃ ব্রাহ্মণস্যাগ্নীষোমীয়ঃ পুরোডাশো বিদ্যতে, নৈন্দ্রাগ্নঃ সন্নয়তো বর্ণাবিশেষণ" (আপ. যজ্ঞ ২/৩০-৩৫) সু. দ্র.। "অগ্নিম্ আবহাগ্নীষোমাব্ আবহ বিষ্ণুং বাগ্নীষোমাব্ আবহেন্দ্রাগ্নী আবহেন্দ্রম্ আবহ মহেন্দ্রং বা"— শা. ১/৫/৩।

অন্তরেণ হবিষী বিষ্ণুম্ উপাংশ্বৈতরেয়িণঃ ।। ১২।।

অনু.— ঐতরেয়ীরা দুই দেবতার মাঝে উপাংশু স্বরে 'বিষ্ণুম্' (বলে আবাহন করেন)।

ব্যাখ্যা— হবিঃ = আহুতিদ্রব্য, প্রধান আহুতিদ্রব্য। হবিষী = দুই প্রধান দেবতা, প্রধান আহুতির দুই দেবতা। সূত্রকার 'অগ্নীষোমা—' (২/১/৩২) সূত্রে দেবতার উদ্দেশে 'বৈষ্ণবিষ্কানি' এই ক্লীবলিঙ্গ পদটি প্রয়োগ করায় সূচনা পাওয়া যাচ্ছে যে, 'হবিঃ' শব্দে প্রধানযাগের দেবতাকেই তিনি বুঝিয়ে থাকেন। প্রসঙ্গত ২/১১/৬ সূত্রও দ্র.। ঐতরেয়শাখায় ঋত্বিকেরা পৌর্ণমাস

ও দর্শ দুই যাগেই প্রধান দেবতার আবাহনের সময়ে অগ্নি এবং অগ্নি-সোম (অথবা ইন্দ্র-অগ্নি, ইন্দ্র, বা মহেন্দ্র) এই দুই প্রধান দেবতার আবাহনের মাঝে বিষ্ণুকে উপাংশু স্বরে আবাহন করেন। তাঁদের তাহলে পৌর্ণমাসযাগে অগ্নি, বিষ্ণু (উপাংশু), অগ্নি-সোম এবং দর্শযাগে সান্নায্য না হলে অগ্নি, বিষ্ণু (উপাংশু), ইন্দ্র-অগ্নি, সান্নায্য হলে অগ্নি, বিষ্ণু (উপাংশু) এবং ইন্দ্র অথবা মহেন্দ্র প্রধানযাগের দেবতা। "অন্তরেণেতি মধ্যত ইত্যর্থঃ" এই বৃত্তি (আ. ৫/২/৫-বৃত্তি) এবং ৮/৭/১১ এবং ৯/২/২১ সূত্রের বৃত্তিও দ্র.।

অগ্নীষোমীয়ং পৌর্ণমাস্যাং বৈষ্ণবম্ অমাবাস্যায়াম্ একে ।। ১৩।।

অনু.— অন্যেরা পৌর্ণমাসযাগে অগ্নি-সোমকে (এবং) দর্শযাগে বিষ্ণুকে (উপাংশুদেবতা-রূপে আবাহন করেন)।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ আবার দুই প্রধানযাগের মাঝে পৌর্ণমাসযাগে অগ্নি-সোম এবং দর্শযাগে বিষ্ণুদেবতার উদ্দেশে উপাংশু স্বরে আহুতি দেন এবং সেই অনুযায়ী দেবতার আবাহন করেন। তাঁদের মতে পৌর্ণমাসযাগে প্রধান দেবতা অগ্নি, অগ্নি-সোম (উপাংশু), অগ্নি-সোম; দর্শযাগে সান্নায্য না হলে দেবতা অগ্নি, বিষ্ণু (উপাংশু), ইন্দ্র-অগ্নি; সান্নায্য হলে দেবতা অগ্নি, বিষ্ণু (উপাংশু) এবং ইন্দ্র বা মহেন্দ্র— বৌ. শ্রৌ. ২০/১৩; বা. শ্রৌ. ১/১/১/৬০; কা শ্রৌ. ৩/৩/২৩, ২৪ দ্র.)। শাঙ্খায়নের মতে পৌর্ণমাসে অগ্নি, অগ্নি-সোম, উপাংশু বিষ্ণু বা অগ্নি-সোম এবং দর্শে অগ্নি, ইন্দ্র-অগ্নি (সান্নায্যযাজীর ইন্দ্র বা মহেন্দ্র), উপাংশু বিষ্ণু বা অগ্নি-সোম (সান্নায্যযাজী না হলে উপাংশু বিষ্ণু) প্রধান দেবতা— ১/৩/১১-১৮ সূ. দ্র.।

নৈকে কঞ্চন ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— অপরেরা কাউকেই (আবাহন করেন) না।

ব্যাখ্যা— অপর কেউ কেউ পৌর্ণমাস এবং দর্শ দুই যাগেই কোন দেবতার উদ্দেশেই কোন উপাংশুযাগ করেন না। তাঁদের মতে তাহলে দুই যাগের প্রধান দেবতা মোট দু-জন। 'কঞ্চন' বলায় বুঝতে হবে শুধু আলোচ্য এই দুই দেবতারই নয়, অন্য গ্রন্থে প্রজাপতি প্রভৃতি অন্য কোন দেবতার উদ্দেশে কোন উপাংশুযাগ বিহিত হয়ে থাকলে তারও তাঁরা অনুষ্ঠান করেন না।

অন্যেষাম্ অপ্যুপাংশুনাম্ আবহস্বাহায়াট্প্রিয়াধামানীদংহবির্মহোজ্যায়
ইত্যুচ্চৈঃ ।। ১৫।। [১৪]

অনু.— অন্য উপাংশু-দেবতাদেরও আবহ, স্বাহা, অয়াট্, প্রিয়া ধামানি, ইদং হবিঃ, মহো জ্যায়ঃ (এই পদগুলি) উচ্চ (স্বরে পাঠ করবেন।)

ব্যাখ্যা— শুধু প্রধানযাগের উপাংশুদেবতাদের ক্ষেত্রেই নয়, অঙ্গযাগের উপাংশুদেবতাদের ক্ষেত্রেও আবাহন প্রভৃতি চারটি নিগদমন্ত্রে (আবাহনে, পঞ্চম প্রযাজে, স্বিষ্টকৃতের যাজ্যায়, সূক্তবাকে) আবহ, স্বাহা ইত্যাদি শব্দ উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে। উচ্চ বলতে কিন্তু এখানে তারস্বরকে বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে তন্ত্রস্বর অর্থাৎ ঐ সময়ে অন্যান্য মন্ত্রগুলি যে-স্বরে পাঠ্য সেই তাৎকালিক স্বর— ২/১৫/১৭ সূ. দ্র.। কোন্ যাগে কোন্ কোন্ অংশ উপাংশু হয় তার জন্য ২/১৫/৩-১৮ সূ. দ্র.। সূত্রে 'উচ্চৈঃ' শব্দটি একটি বিশেষ সংজ্ঞা বা নাম মাত্র। উপাংশুতন্ত্র যাগেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

যেঽন্যে তদ্বচনাঃ পরোক্ষাস্ তান্ উপাংশূচ্চৈর্ বা ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— অন্য যেগুলি তৎ-সম্পর্কিত পরোক্ষ (শব্দ) সেগুলি উপাংশু অথবা উচ্চ (স্বরে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— আবাহন, পঞ্চম প্রযাজ, স্বিষ্টকৃৎ এবং সূক্তবাকের নিগদমন্ত্রে আবহ, স্বাহা প্রভৃতি ঐ ছটি বিশেষ শব্দগুচ্ছ

ছাড়া উপাংশুদেবতা-সম্পর্কিত অন্যান্য যে-সব পরোক্ষ শব্দ আছে সেগুলি উপাংশু অথবা উচ্চ (অর্থাৎ তন্ত্র) স্বরে পাঠ করবেন। 'পরোক্ষ' শব্দ বলতে বোঝায় অজুষত, অবীবৃধত প্রভৃতি (আ. ১/৯/৫) সেই-সব ক্রিয়াপদ বা শব্দ যেগুলি যাগের সঙ্গে সাক্ষাৎ যুক্ত নয় বা স্বাধীন নয় অর্থাৎ দেবতার নাম (এবং অনুবাক্যা ও যাজ্যা) ছাড়া অন্য যাবতীয় শব্দ। সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রে 'অন্যে' বলা থাকায় আবাহন প্রভৃতি চারটি নিগদের পরোক্ষ শব্দগুলি ছাড়া অন্যত্র এই নিয়ম চলে না। পশুযাগে 'মেধপতি' শব্দে এই বিকল্প তাই প্রযোজ্য নয়।

প্রত্যক্ষম্ উপাংশু ।। ১৭।। [১৬]

অনু.— প্রত্যক্ষ (শব্দকে) উপাংশু (স্বরে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— গ্রন্থান্তরে 'উপাংশু যষ্টব্যম্' ইত্যাদি বাক্যে কোন কোন যাগের উপাংশুত্ব বিহিত হয়েছে। যাগের সঙ্গে যা সাক্ষাৎভাবে যুক্ত সেই দেবতার অর্থাৎ দেবতাবাচী শব্দের উপাংশুত্ব হবে। যাগ হল দেবতার উদ্দেশে আহুতিনিবেদন। দ্রব্যনিবেদন হচ্ছে ক্রিয়া এবং ক্রিয়া অমূর্ত পদার্থ। অমূর্ত পদার্থের উপাংশুধর্ম সম্ভব নয় বলে 'আনর্থক্যাত্ তদঙ্গেষু' অর্থাৎ প্রধানে যা অনর্থক বা অপ্রযোজ্য তা তার অঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ফলে প্রধান যে যাগক্রিয়া সেই যাগে উপাংশুত্ব অসম্ভব বা অনর্থক বলে যাগের অঙ্গ বা শব্দের, বিশেষত যে দেবতা (= প্রত্যক্ষ শব্দ) তারই উপাংশুত্ব হবে। এছাড়া উপাংশুদেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত ক্রিয়াবাচী এবং বিশেষণবাচী অন্যান্য শব্দ হচ্ছে পরোক্ষ। ঐ পরোক্ষ শব্দগুলির মধ্যে 'আবহ' প্রভৃতি শব্দ (১৫নং সূ.) প্রণব, আগূ, বষট্কার (আ. ২/১৫/১৩) এবং 'হোতা যক্ষত্' (আ. ৩/৮/২৬) তন্ত্রস্বরে, আদত্, ঘসত্ ও করত্ শব্দ (আ. ৩/৮/২৭) এবং দেবতার নাম, যাজ্যানুবাক্যা (১৭নং সূত্র) উপাংশু স্বরে এবং 'অজুষত' ইত্যাদি অন্যান্য ক্রিয়াবাচী শব্দ উপাংশু অথবা তন্ত্রস্বরে পাঠ করতে হয় (১৬নং সূত্র)। উচ্চস্বরে পাঠ্য আগূ প্রভৃতির সঙ্গে যাজ্যা ও অনুবাক্যার কেবল প্রাণসন্তান (= শ্বাসের অবিচ্ছেদ) বিহিত হওয়ায় (আ.২/১৫/১৫-১৬) ঐ দুই মন্ত্র উপাংশু স্বরেই পাঠ করতে হবে। সিদ্ধান্তীর মতে 'প্রত্যক্ষ' মানে পুরোডাশ প্রভৃতি দ্রব্য। হব্যদ্রব্যের উপাংশুত্ব সম্ভব নয় বলে হব্যদ্রব্যের প্রদানের সঙ্গে যুক্ত অনুবাক্যা ও যাজ্যামন্ত্রেরই উপাংশুত্ব হবে। এই সূত্রটি না থাকলে কেবল দেবতার নামটিরই উপাংশুত্ব হত। "দেবতানামধেয়ং চোপাংশু নিগমস্থানেষু"— শা. ১/১/৩৭।

প্রতিচোদনম্ আবাহনম্ ।। ১৮।। [১৭]

অনু.— প্রত্যেক দেবতার আবাহন (হবে)।

ব্যাখ্যা— চোদনা = বিধান, বিহিত দেবতা। যতগুলি দেবতা বিহিত হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ এবং থেমে থেমে আবাহন করতে হয়। অর্থাৎ এক দেবতার আবাহন হয়ে গেলে থেমে পরে অন্য দেবতার আবাহন করবেন। প্রত্যেক দেবতাকে আবাহন করে থামতে হয়— "ব্যবস্যন্‌ন্ আবাহয়তি দেবতাঃ"— শা. ১/৪/২২।

সর্বা আদিশ্য সকৃদ্ একপ্রদানাঃ ।। ১৯।। [১৮]

অনু.— সমস্ত একপ্রদানা দেবতাকে উল্লেখ করে (শেষে) একবার মাত্র ('আবহ' শব্দ উচ্চারণ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— বহু আহুতিদ্রব্য একসাথে পাত্রে নিয়ে একটিমাত্র যাজ্যামন্ত্রে একাধিক দেবতার উদ্দেশে একবার মাত্র যুগপৎ আহুতি দেওয়া হলে ঐ দেবতাদের 'একপ্রদানা' বলা হয়। প্রসঙ্গত ২/১১/২, ১১ ইঃ সূ. দ্র.। ঐ একপ্রদানা দেবতাদের পৃথক্ পৃথক্ আবাহন না করে প্রত্যেকের নাম পর পর উল্লেখ করে সবশেষে একবার মাত্র 'আওবহ' শব্দ বলতে হবে।

তথোত্তরেষু নিগমেষ্বেকাম্ ইব সংস্তুয়াত্ ।। ২০।। [১৯]

অনু.— তেমন (-ভাবে) পরবর্তী নিগমগুলিতে (-ও তাঁদের) একটি (দেবতার) মতো স্তুতি করবেন।

ব্যাখ্যা— নিগম = মন্ত্র, আবাহন প্রভৃতি মন্ত্রে দেবতার নামের উল্লেখ; "আবাহন উত্তমে প্রযাজে স্বিষ্টকৃন্‌নিগদে সূক্তবাকে চেজ্যমানা দেবতা নিগচ্ছন্তি তস্মান্ নিগমস্থানানি"— শা. ১/১৬/১০। শুধু আবাহনেই নয়, পরবর্তী পঞ্চম প্রযাজ, স্বিষ্টকৃত্ এবং সূক্তবাকের নিগদমন্ত্রেও একপ্রদানা দেবতাদের একটি মাত্র দেবতার মতো গণ্য করবেন। একটি দেবতার ক্ষেত্রে যেমন একবার মাত্র আ৩বহ, স্বাহা, অয়াট্ প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করা হয়, তেমন একপ্রদানা দেবতাদের ক্ষেত্রেও তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করে একবার মাত্র আবহ, স্বাহা, অয়াট্ প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করতে হয়। 'একাম্ ইব সংস্তরাত্' বলার উদ্দেশ্য একপ্রদানা-দেবতাদের বেলায় স্বাহা, অয়াট্ ইত্যাদি শব্দ একবার মাত্রই বলতে হবে, নামের শেষেই যে ঐ শব্দগুলি উল্লেখ করতে হবে এমন নয়। পঞ্চম প্রযাজে এবং স্বিষ্টকৃতে তাই স্বাহা এবং অয়াট্ শব্দ একপ্রদানা--দেবতাদের নামের শেষে নয়, আগেই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। 'তথা' না বললে একপ্রদানাদের মধ্যে যে-কোন একজনের নাম উল্লেখ করলেই চলত। 'তথা' বলায় আবাহনের মতো পরবর্তী নিগদগুলিতেও সকল একপ্রদানারই নাম উল্লেখ করতে হবে এবং ঐ 'আবহ' প্রভৃতি শব্দ একবারই উচ্চারণ করতে হবে।

সমানাং দেবতাং সমানার্থাম্। অব্যবহিতাং সকৃন্ নিগমেষু ।। ২১।। [২০-২১]

অনু.— নিগমগুলিতে সম-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট অব্যবহিত অভিন্ন দেবতাকে (একবার মাত্র উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি দেবতা অভিন্ন অর্থাৎ একই হন এবং আবাহন প্রভৃতি চারটি নিগদের যে-কোনটিতেই তাঁর নাম আজ্যভাগ, প্রধানযাগ, আজ্যপ ও স্বিষ্টকৃত্ দেবতাদের নাম ঘোষণার সময়ে অব্যবহিত হয়ে পাশাপাশি বর্তমান থাকে এবং ঐ অনুষ্ঠানগুলিতে একই অভিপ্রায়ে তাঁকে লক্ষ্য করে আহুতি নিবেদন করা হয়, তাহলে আবাহন, পঞ্চম প্রযাজ, স্বিষ্টকৃত্ ও সূক্তবাকের নিগদমন্ত্রে একবারই তাঁর নাম উল্লেখ করতে হবে, বারে বারে নয়। যেমন অশ্বগ্রহণ করলে যে বারুণী ইষ্টি করতে হয় সেই ইষ্টিতে 'যাবতোঽশ্বান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াত্ তাবতো বারুণাংশ্ চতুষ্কপালান্ নির্‌বপেত্' (তৈ. স. ২/৩/১২১) অনুসারে বরুণ দেবতার উদ্দেশে একাধিকবার আহুতি দিতে হলেও চারটি আহুতিরই দেবতা অভিন্ন এবং আহুতিদানের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যও অভিন্ন (= অশ্বগ্রহণ) হওয়ায় আবাহন প্রভৃতি স্থলে প্রধান দেবতার নাম উল্লেখের সময়ে চারবার নয়, একবারমাত্র বরুণের নাম উল্লেখ করতে হবে। আবার পৌর্ণমাসযাগে ১৩নং সূত্র অনুযায়ী প্রধানযাগের দেবতা অগ্নি, অগ্নি-সোম (উপাংশু) এবং অগ্নি-সোম। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দেবতা অভিন্ন এবং অব্যবহিত হলেও প্রথম অগ্নি-সোমের স্বর উপাংশু (১৭নং সূ. দ্র.) এবং দ্বিতীয় অগ্নি-সোমের স্বর তন্ত্রস্বর বলে এবং তাঁদের উদ্দেশে আহুতিপ্রদানও পৃথক্ পৃথক্ করা হয় বলে দুই দেবতার উদ্দেশ্য অভিন্ন না হওয়ায় আবাহন প্রভৃতি স্থলে একবার নয়, ঐ একই দেবতাকে পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করতে হবে— 'অগ্নীষোমাব্ (উপাংশু) আ৩বহ' 'অগ্নীষোমাব্ আ৩বহ'। অনুরূপভাবে দর্শযাগে একই তন্ত্রে অর্থাৎ যুগপৎ একই নিয়মের অধীনে যুগ্মভাবে আগ্রয়ণ ইষ্টিরও (আ. ২/৯ দ্র.) অনুষ্ঠান করা হলে যিনি সান্নায্যযাগ করছেন না এমন যজমানের ক্ষেত্রে প্রধানযাগের দেবতা হবেন অগ্নি, উপাংশু দেবতা, ইন্দ্র-অগ্নি (এঁরা দর্শের দেবতা) এবং ইন্দ্র-অগ্নি (ইনি আগ্রয়ণের দেবতা)। এখানে শেষ দুই দেবতা অভিন্ন এবং অব্যবহিত হলেও দর্শপূর্ণমাসযাগের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বর্গলাভ এবং আগ্রয়ণের উদ্দেশ্য হচ্ছে নবান্নের সংস্কার। উদ্দেশ্য তাই ভিন্ন হওয়ায় আবাহন প্রভৃতি স্থলে দুই ইন্দ্র-অগ্নির উল্লেখ পৃথক্ পৃথক্ই করতে হবে।

দেবতা এক হলেও কোথায় কোথায় ভিন্ন হয়ে যায় সে বিষয়ে একটি শ্লোকও প্রচলিত আছে— "অর্থান্যত্বাত্ স্বরান্যত্বাত্ গুণরূপাপি দেবতা। অন্যয়া দ্বন্দ্বাভাবাচ্ চ একা নানাত্বম্ ইচ্ছতি।।" — উদ্দেশ্য অথবা স্বর ভিন্ন হওয়ায় অথবা অন্য দেবতার সঙ্গে সমাসে আবদ্ধ না হয়ে পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হওয়ার কারণে (যেমন অগ্নি, ইন্দ্র-অগ্নি) একই দেবতা ভিন্ন ভিন্ন রূপে গণ্য হন। এই রকম 'কণ্ চক্ষুষ্কামঃ স্যাত্ তস্মা এতাম্ ইষ্টিং নির্‌বপেদ্ অগ্নয়ে ভ্রাজবতে পুরোডাশম্ অষ্টাকপালং সৌর্যং চরুম্ অগ্নয়ে ভ্রাজবতে পুরোডাশম অষ্টাকপালম্' (তৈ. স. ২/৩/৮/১; বৌ. শ্রৌ. ১৩/৩০) স্থলে প্রয়োজন দৃষ্টিশক্তিলাভ এবং দেবতা ভ্রাজবান্ অগ্নি এক বা অভিন্ন হলেও দুই ভ্রাজবানের মাঝে সূর্যের নাম এসে পড়ায় (অগ্নি ভ্রাজবান্, সূর্য, অগ্নি ভ্রাজবান্) ব্যবধান ঘটেছে বলে আবাহন প্রভৃতি স্থলে দুই ভ্রাজবানের একবার নয়, পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখই করতে হবে। এই সূত্রে আবার 'নিগমেষু' বলায় নিয়মটি আলোচ্য আবাহনের নিগমেও প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে।

ওভুহাম্বাবাপিকাসু দেবাঁ আজ্যপাঁ আবহাগ্নিং হোত্রায়াবহ স্বং মহিমানম্ আবহাবহ জাতবেদঃ সুযজা যজেতি ।। ২২।।

অনু.— প্রধান দেবতারা আবাহিত হলে (বলতে হবে) 'দেবাঁ—' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— ওভুহা = ওঢা = আ-বহ্ + ক্ত + স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ (= আ) = আবাহিতা। আবাপিকা = প্রধান দেবতা, আজ্যভাগ ও স্বিষ্টকৃতের মধ্যবর্তী দেবতা— "অন্তরেণাজ্যভাগৌ স্বিষ্টকৃতং চ যদ্ ইজ্যতে তম্ আবাপ ইত্যাচক্ষতে, তত্ প্রধানম্"— শা. ১/১৬/৩। যজ্ঞের যেটি মূল কাঠামো তা বিকৃতিযাগেও মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে, পরিবর্তন ঘটে মূলত প্রধানযাগে। ঐ প্রধানযাগে নূতন দেবতাদের আবাপ (= নিক্ষেপ, প্রবেশ) এবং প্রকৃতিযাগের দেবতাদের উদ্ধার (= বর্জন) করা হয়। আবাপ করা হয় বলেই প্রধানযাগের দেবতাদের 'আবাপিকা' বলা হয়। প্রধানযাগের দেবতাদের আবাহন করা হয়ে গেলে প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতাদের 'দেবাঁ আজ্যপাঁ আবহ' (মন্ত্রে নকারের স্থানে চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ লক্ষণীয়) এবং স্বিষ্টকৃতের দেবতাকে 'অগ্নিং হোত্রায়াবহ স্বং মহিমানমাবহ' মন্ত্রে আবাহন করবেন। যে যজ্ঞে প্রযাজ ও অনুযাজ বাদ যায় সেখানে তাঁদের সংশ্লিষ্ট আবাহনও বাদ যায়। স্বিষ্টকৃতের আবাহনের পর ১/৩/৬ সূত্রে 'আবহ দেবান্ যজমানায়' থেকে যে আবাহননিগদ শুরু হয়েছিল তা এখন 'আবহ জাতবেদঃ সুযজা যজ' বলে শেষ করতে হবে। ৫/৩/১০ সূত্র অনুসারে সোমযাগে কিন্তু আজ্যপদেবতাদের আগে সবনদেবতাদের আবাহন করতে হয়। শা. ১/৫/৪-৭ সূত্রেও 'দেবাঁ—' মন্ত্রটিই বিহিত হয়েছে তবে সেখানে শেষ আবহ-শব্দের 'আ' এবং 'সুযজা' পদের পরে একটি করে 'চ' শব্দ আছে।

আবাহ্য যথাস্থিতম্ ঊর্ধ্বজানুর্ উপবিশ্যোদগ্বেদের্ ব্যূহ্য তৃণানি ভূমৌ প্রাদেশং কুর্যাত্ ।। ২৩।। [২২]

অনু.— আবাহন করে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন (সেখানে) উবু হয়ে বসে বেদির উত্তর দিকে তৃণগুলিকে সরিয়ে দিয়ে মাটিতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী প্রসারিত করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রাদেশ = প্রসারিত অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী। আবাহন শেষ হলে বেদির যে উত্তর-পশ্চিম কোণে হোতা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে তিনি এখন উবু হয়ে বসে বেদির কিছু তৃণ উত্তর দিকে সরিয়ে সেই তৃণশূন্য স্থানে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী ছড়িয়ে রাখবেন। রাখার মন্ত্র পরের সূত্রে বলা হচ্ছে।

সিদ্ধান্তী এখানে প্রশ্ন তুলে বলেছেন— প্রাদেশস্থাপনের শেষে মন্ত্র অথবা মন্ত্রের শেষে প্রাদেশস্থাপন করা হবে? এ-বিষয়ে কেউ কেউ বলেন, যেহেতু প্রথমে কর্মই বিহিত হয়েছে, মন্ত্র বিহিত হয়েছে পরে তাই প্রথমে প্রাদেশস্থাপন করে পরে মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে। "উপবিশ্যোর্ধ্বজানুর্ দক্ষিণেন প্রাদেশেন ভূমিম্ অন্বারভ্য জপতি"— শা. ১/৫/৮।

অদিতির্মাতাস্যান্তরিক্ষাম্মা ছেত্সীরিদমহমগ্নিনা দেবেন দেবতয়া ত্রিবৃতা স্তোমেন রথন্তরেণ সাম্না গায়ত্রেণ চ্ছন্দসাগ্নিষ্টোমেন যজ্ঞেন বষট্কারেণ বজ্রেণ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তং হন্মীতি ।। ২৪।। [২২]

অনু.— 'অদিতি—' (সূ) এই (মন্ত্রে প্রাদেশ স্থাপন করবেন)।

ব্যাখ্যা— শা. ১/৫/৯ সূত্রে এই সময়ে "অস্যৈ প্রতিষ্ঠায়ৈ—" মন্ত্রটি জপ করতে বলা হয়েছে।

আশ্রাবয়িষ্যন্তম্ অনুমন্ত্রয়েতাশ্রাবয় যজ্ঞং দেবেষ্বাশ্রাবয় মাং মনুষ্যেষু কীর্ত্যৈ যশসে ব্রহ্মবর্চসায়েতি ।।২৫।। [২৩]

অনু.— ভাবী আশ্রাবণকারীকে 'আশ্রাবয়—' (সূ.) মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ করবেন।

ব্যাখ্যা— কিছু পরে অধ্বর্যু আশ্রাবণ করবেন (১/৪/১৩.সূ. দ্র.)। সেই অধ্বর্যুকে হোতা এখন 'আশ্রাবয়—' এই মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ করেন।

প্রবৃণানং দেব সবিতরেতং ত্বা বৃণতেঽগ্নিং হোত্রায় সহ পিত্রা বৈশ্বানরেণ দ্যাবাপৃথিবী মাং পাতামগ্নির্হোতাহং মানুষ ইতি ।।২৬।। [২৩]

অনু.— প্রবরণকারীকে 'দেব—' (সূ) এই (মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— আশ্রাবণের পর অধ্বর্যু 'অগ্নির্দেবা—' ইত্যাদি মন্ত্রে যজমানের প্রবর পাঠ করেন এবং হোতাকে বরণ করেন (কা. শ্রৌ. ৩/২/৭, আপ. শ্রৌ. ২/১৬/৫-৭ দ্র.)। সেই বরণের সময়ে হোতা অধ্বর্যুকে উদ্ধৃত মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ করবেন। শা. ১/৬/২ অনুযায়ী অধ্বর্যুর কণ্ঠে 'মানুষঃ' পদটির উচ্চারিত হতে শুনে এবং প্রবৃত হয়ে 'দেব—' মন্ত্রটি জপ করতে হয়; তা ছাড়া আশ্বলায়নের মন্ত্রপাঠের সঙ্গে শাঙ্খায়নের পাঠে অনেক পার্থক্যও আছে।

মানুষ ইত্যধ্বর্যোঃ শ্রুত্বোদায়ুষা স্বায়ুষোদোষধীনাং রসেনোত্পর্জন্যস্য ধামভিরুদস্থামমৃতাঁ অম্বিত্যুত্তিষ্ঠেত্ ।।২৭।। [২৩]

অনু.— অধ্বর্যুর কাছ থেকে 'মানুষ' এই (পদটি উচ্চারিত হতে শুনে) 'উদায়ুষা—' (সূ.) মন্ত্রে উঠে দাঁড়াবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যু হোতাকে ও যজমানের বংশের ঋষিদের বরণ করার পরে 'ব্রহ্মণ্বদা চ বক্ষদ্ ব্রাহ্মণা অস্য যজ্ঞস্য প্রাবিতারোঽসৌ মানুষ' মন্ত্র পাঠ করেন (কা. শ্রৌ. ৩/২/১৩ দ্র.)। ঐ মন্ত্রের 'মানুষঃ' পদটি উচ্চারিত হতে শুনে হোতা যেখানে এতক্ষণ উবু হয়ে বসেছিলেন সেখানেই এখন উঠে দাঁড়াবেন।

ষষ্টিশ্চাধ্বর্যো নবতিশ্চ পাশা অগ্নিং হোতারমন্তরা বিচৃত্তাঃ। সিনন্তি পাকমতি ধীর এতীত্যুত্থায় ।।২৮।। [২৪]

অনু.— উঠে 'ষষ্টিশ্চা-' (সূ.) এই (মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— হোতা উঠে দাঁড়িয়ে 'ষষ্টিশ্চা-' মন্ত্র পাঠ করবেন। বিশেষ উল্লেখ না থাকায় এটি কর্মনিরপেক্ষ একটি সাধারণ 'মন্ত্র' মাত্র। যদি এটিও উত্থানের মন্ত্র হত, তাহলে আগের সূত্রের পরিবর্তে সূত্রকার এই সূত্রের শেষেই 'উত্তিষ্ঠেত' বলতেন। স্কন্দস্বামী অবশ্য এই মন্ত্রটিকে উত্থানের মন্ত্র বলেই মনে করেন। তাঁর মতে যদি এটি উত্থানের মন্ত্র না হয় তাহলে কর্মকরণ মন্ত্র নয় বলে মন্ত্রটিকে উপাংশু স্বরে পাঠ করাও যাবে না। অতএব এটি উত্থানেরই মন্ত্র। আগের মন্ত্রটি উত্থানের আগে এবং এই মন্ত্রটি উত্থানের পরে পাঠ করতে হয়। সিদ্ধান্তীর মতে 'মন্ত্রাশ্ চ কর্মকরণাঃ' সূত্রের 'মন্ত্রাশ্ চ' অংশকে ভিন্ন একটি সূত্র ধরে এই 'মন্ত্র'টিকে উপাংশু পাঠ করতে কোন বাধা নেই। শা. ১/৬/৩ সূত্রে স্পর্শ করার পর মন্ত্রটি জপ করতে বলা হয়েছে।

ঋতস্য পন্থামন্বেমি হোত্রেত্যভিক্রম্যাংসেঽধ্বর্যুম্ অন্বারভেত পার্শ্বস্থেন পাণিনা ।। ২৯।। [২৫]

অনু.— 'ঋতস্য—' (সূ.) এই মন্ত্রে এগিয়ে গিয়ে পার্শ্বস্থ হাত দিয়ে অধ্বর্যুকে (তাঁর ডান) কাঁধে স্পর্শ করবেন।

ব্যাখ্যা— অংস = বাহু ও জত্রুর সংযোগস্থল, কাঁধের প্রান্তভাগ। অধ্বর্যুর ডান কাঁধ ৩১ নং সূত্রে উল্লিখিত মন্ত্রে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করবেন। হাত তাঁর উঠবে না, নিজের দেহের কটিস্থান প্রায় স্পর্শ করে লম্বমান অবস্থাতেই থাকবে। হাতের তালুও থাকবে কটিরই অভিমুখী। হাতের উপরের অংশ দিয়ে অধ্বর্যুর কাঁধ স্পর্শ করবেন। শাঙ্খায়নের মতে অধ্বর্যুকে ডান হাতের এবং আগ্নীধ্রকে বাঁ হাতের প্রাদেশ দিয়ে ডান কাঁধে স্পর্শ করতে হয়। "উপোত্থায়াধ্বর্যোর্ দক্ষিণেন প্রাদেশেন দক্ষিণম্ অংসম্ অন্বারভ্য জপতি সব্যেনাগ্নীধো দক্ষিণম্"— শা. ১/৬/৩।

আগ্নীধ্রম্ জঘনদেশেন সব্যেন বা ।। ৩০।। [২৬]

অনু.— আগ্নীধ্রকে কটি দিয়ে অথবা (পার্শ্বস্থ) বাঁ হাত দিয়ে (স্পর্শ করেন)।

ব্যাখ্যা— যদি হাত দিয়ে স্পর্শ করেন তাহলে লম্বমান বাঁ হাত দিয়ে আগ্নীধ্রের ডান কাঁধই তিনি স্পর্শ করবেন। বৃত্তির মতে অঙ্ক বলতে বোঝাচ্ছে উরু। বাঁ হাত দিয়ে আগ্নীধ্রকে স্পর্শ করায় বোঝা যাচ্ছে যে, দু-জনকে যুগপৎ স্পর্শ করতে হয়। একই সময়ে দু-জনকে স্পর্শ করা হচ্ছে বলে মন্ত্রটিও সিদ্ধান্তীর মতে একবারই পাঠ করতে হবে। স্পর্শের মন্ত্র ৩১নং সূত্রে দ্র.। কীথের মতে এই স্পর্শ নিঃসন্দেহে তাঁদের দু-জনের মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য। (RPVU. Pg. 320, Reprint).

ইন্দ্রমন্বারভামহে হোতৃবূর্যে পুরোহিতম্। যেনায়মুত্তমং স্বর্দেবা অঙ্গিরসো দিবম্ ইতি ।। ৩১।। [২৭]

অনু.— 'ইন্দ্র—' (সূ.) এই (মন্ত্রে স্পর্শ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রটি একবার পাঠ করলেই চলবে, দু-জনের জন্য পৃথক্ পৃথক্ পাঠ করতে হবে না। মন্ত্রে উহ করারও কোন প্রয়োজন নেই। শা. ১/৬/৩ সূত্রে দেখা যাচ্ছে মন্ত্রটি দীর্ঘতর এবং স্পর্শের পরে পাঠ্য। হাত তুলে নেওয়ার মন্ত্রও সেখানে বিহিত হয়েছে ১/৬/৪ দ্র.।

সংমার্গতৃণৈস্ ত্রির্ অভ্যাত্মং মুখং সংমৃজীত সংমার্গোঽসি সং মাং প্রজয়া পশুভির্মৃড়ীতি ।। ৩২।। [২৮]

অনু.— সংমার্গতৃণ দিয়ে হৃদয়ের অভিমুখী (করে) মুখকে 'সংমার্গো—' (সূ.) এই (মন্ত্রে) তিনবার মুছবেন।

ব্যাখ্যা— সংমার্গতৃণ = যে দড়ি দিয়ে যজ্ঞের কাঠগুলিকে বেঁধে মাঠ থেকে যজ্ঞভূমিতে নিয়ে আসা হয়েছে, বহুসংখ্যক তৃণ দিয়ে তৈরী সেই দড়ি। সূত্রে 'তৃণৈঃ' বলায় ঐ দড়ির গিঁট খুলে নিয়ে সেই বন্ধনহীন তৃণগুলি দিয়ে মুখ মুছতে হবে। মার্জনের সময়ে হাতের তালু থাকবে বুকের দিকে মুখ করে এবং মুখকে মার্জন করতে হবে উপর দিক থেকে নীচের দিকে। ১/৭/১ সূত্রেও 'অভ্যাত্মং' বলা থাকায় সেখানেও হাতের তালুকে রাখতে হবে নিজের বুকের দিকেই মুখ করে।

সকৃন্ মন্ত্রেণ দ্বিস্ তূষ্ণীম্ ।। ৩৩।। [২৯]

অনু.— একবার মন্ত্র দিয়ে (এবং) দু-বার নিঃশব্দে (মুখ মুছবেন)।

সর্বত্রৈবং কর্মাবৃত্তৌ ।। ৩৪।। [২৯]

অনু.— সর্বত্র কর্মের পুনরাবৃত্তিতে এইরকম (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— শুধু এখানেই নয়, সব-ক্ষেত্রেই কোন কাজ বারবার করতে হলে প্রথমবার মন্ত্রপাঠ করে এবং অন্যান্য বারে বিনা মন্ত্রে তা করতে হয়। যেমন আ. ২/৩/৭; ৪/৪/২ দ্র.। এই সূত্র থাকা সত্ত্বেও 'ত্রিঃ—' (২/৪/১৮, ১৯) সূত্রে প্রধানকর্মে একবার মন্ত্র পড়ে এবং দু-বার বিনা মন্ত্রে কাজ করার নির্দেশ দেওয়ায় বোঝা যাচ্ছে যে, আলোচ্য সূত্রটি গুণকর্ম বা সংস্কারকর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, মুখ্যকর্ম বা প্রধানকর্মের ক্ষেত্রে নয়। প্রধানকর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে এই সূত্রটি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ঐ সূত্রে 'প্রথমাং সমন্ত্রাম্' (১৯) এই কথা বলার প্রয়োজন হত না। 'ত্রিঃ—' (২/৪/১২) সূত্রের প্রধানকর্মের ক্ষেত্রে বর্তমান সূত্র তাই প্রযোজ্য নয় বলেই সেখানে তিনবারই মন্ত্রপাঠ করতে হবে। এখানে দ্র. যে, যাগীয় দ্রব্য এবং দেবতার নিষ্পাদন অথবা সংস্কারের উদ্দেশে যে কর্মগুলি বিহিত হয় সেই অবহনন, পেষণ, তক্ষণ, শ্রপণ, অনুবাক্যা, যাজ্যা প্রভৃতিকে 'সংস্কার কর্ম' বলে। এই কর্মের ফল প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। দ্রব্যসৃষ্টি বা দ্রব্যের সংস্কারসাধনই এখানে প্রধান, ক্রিয়া অপ্রধান। এছাড়া অন্যান্য কর্মগুলি হচ্ছে প্রধানকর্ম কারণ সেখানে দ্রব্যসৃষ্টি বা দ্রব্যের সংস্কারসাধন প্রধান নয়, ক্রিয়াটি নিষ্পাদন করাই মুখ্য, ঐ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হলে প্রত্যক্ষ নয়, অদৃশ্য কোন ফল ফলবে। সেই অদৃশ্য পুণ্যের ফলে আবার স্বর্গ প্রভৃতি অভীষ্ট লাভ করা যাবে। যেমন— প্রযাজ, আজ্যভাগ ইত্যাদি। এগুলির ফল অদৃশ্য বা ভবিষ্য-লভ্য। এখানে ক্রিয়াই প্রধান, দ্রব্য অপ্রধান। জৈমিনি তাই বলেছেন "তানি দ্বৈধং গুণপ্রধানভূতানি। 'যৈস্ তু দ্রব্যং ন চিকীর্ষ্যতে তানি প্রধানভূতানি দ্রব্যস্য গুণভূতত্বাত্। যৈস্ তু দ্রব্যং চিকীর্ষ্যতে গুণস্ তত্র প্রতীয়তে তস্য দ্রব্যপ্রধানত্বাত্" (পূ. মী. ২/১/৬-৮)। প্রসঙ্গত 'অপি সংখ্যাযুক্তচেষ্টাপৃথক্ত্বনির্বর্তীনি' এবং 'অসন্নিপাতিকর্মসু চ তদ্বত্' (আপ. যজ্ঞ. ১/৪২, ৪৫) সূ. দ্র.।

স্পৃষ্টোদকং হোতৃষদনম্ অভিমন্ত্রয়েতাহে দৈধিষব্যোদতস্তিষ্ঠান্যস্য সদনে সীদ যোঽস্মত্ পাকতর ইতি ।।৩৫।। [৩০]

অনু.— জল স্পর্শ করে 'অহে—' (সূ.) এই (মন্ত্রে) হোতৃষদনকে অভিমন্ত্রণ করবেন।

ব্যাখ্যা— হোতৃষদন = হোতৃ-সদন, বেদির উত্তর-পশ্চিম কোণে হোতার বসার স্থান, 'বেদিশ্রোণ্যাং বহির্বেদি হোতৃষদনম্' (আ. ৩/১/২৪-বৃত্তি)। মুখ মুছে জল দিয়ে হাত ধুয়ে হোতা যেখানে বসবেন সেই আসনকে তিনি নিজে উদ্ধৃত মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ করবেন। অভিমন্ত্রণ শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সিদ্ধান্তী তাঁর ভাষ্যে বলেছেন, "অভিমৃশ্য মন্ত্রণম্ অভিমন্ত্রণম্ ইতি। কস্মাত্? মন্ত্রাদৌ আলভ্য অভিমর্শনমন্ত্রস্য প্রবৃত্তির্ ভবতি। তস্য জ্ঞাপকং শ্রুতৌ 'আচ্য জানু-' (ঐ. ব্রা.) ইতি বচনাত্"— স্পর্শ করে মন্ত্র পাঠ করাকে অভিমন্ত্রণ বলে। মন্ত্রপাঠের শুরুতেই স্পর্শ করে পাঠ শুরু করা হয়। বেদের 'আচ্য—' এই বাক্যটিও এ-বিষয়ে সেই ইঙ্গিতই বহন করেছে। হোতৃষদনের পিছনে দাঁড়িয়ে পূর্বমুখ হয়ে অভিমন্ত্রণ করতে হবে।

অঙ্গুষ্ঠোপকনিষ্ঠিকাভ্যাং হোতৃষদনাত্ তৃণং প্রত্যগ্‌দক্ষিণা নিরসেন্ নিরস্তঃ পরাবসুর্ ইতি ।।৩৬।। [৩১]

অনু.— অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দিয়ে হোতৃষদন থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 'নিরস্তঃ—' (সূ.) এই (মন্ত্রে) একটি তৃণ ফেলে দেবেন।

ব্যাখ্যা— হোতৃষদন থেকে একটি তৃণ তুলে নিয়ে তা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 'নিরস্তঃ-' মন্ত্রে ফেলে দিতে হয়। আগের সূত্রে হোতৃষদনের কথা বলা থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার তা বলা হয়েছে এই অভিপ্রায়ে যে, এই যে তৃণনিক্ষেপ তার উদ্দেশ্য স্থানটির সংস্কার সাধন নয়, আসনেরই সংস্কারসাধন। সোমযাগে অপরাহ্নে প্রবর্গ্যের যখন পুনরনুষ্ঠান হয় তখন স্থান ঐ একই থাকলেও আসনটি আবার অন্য তৃণ দিয়ে প্রস্তুত করা হয় বলে সেখানে আবার তাই তৃণনিক্ষেপ ও সমন্ত্রক উপবেশন করতে হবে। শা. ১/৬/৬ মতে একটি শুষ্ক তৃণ তুলে নিয়ে তৃণটির আগা ও গোড়া ভেঙ্গে নিতে হয়— "হোতৃষদনাচ্ছুষ্কং তৃণম্ উভয়তঃ প্রতিচ্ছিদ্য দক্ষিণাপরম্, অবান্তরদেশং নিরস্য"। 'নিরস্তঃ—' মন্ত্রটি সেখানে একটু দীর্ঘ।

ইদমহমর্বাবসোঃ সদনে সীদামীত্যুপবিশেদ্ দক্ষিণোত্তরিণোপস্থেন ।।৩৭।। [৩১]

অনু.— 'ইদম—' এই (মন্ত্রে) ডান পা উপরে রেখে কোল পেতে বসবেন।

ব্যাখ্যা— দক্ষিণোত্তরিণোপস্থেন = দক্ষিণ-উত্তরিণা + উপস্থেন। উপস্থ = কোল। আগের সূত্র অনুযায়ী হোতৃষদন থেকে তৃণ ফেলে দেওয়ার পরে হোতা ঐ স্থানে এমনভাবে কোল পেতে বসবেন যেন তাঁর ডান পা বাঁ উরুর উপরে থাকে। শা. মতে জল স্পর্শ করে একটি অশুষ্ক তৃণ হোতৃষদনের উপরে উত্তরমুখ করে রেখে দক্ষিণোত্তরী-উপস্থ হয়ে এই মন্ত্রেই আসনে বসতে হয়। মন্ত্রে 'সদনে' পদের স্থানে সেখানে পাঠ হচ্ছে 'সদসি'— ১/৬/৯, ১০ দ্র.।

এতে নিরসনোপবেশনে সর্বাসনেষু সর্বেষাম্ অহর্-অহঃ প্রথমোপবেশনেঽপি সমানে ।।৩৮।। [৩২]

অনু.— সকল আসনে সকলের (ক্ষেত্রেই) প্রতিদিন প্রথম বসার সময়ে এবং একই (আসনে-)ও এই নিরসন ও উপবেশন (কর্তব্য)।

ব্যাখ্যা— ৩৬ নং সূত্রে যে মন্ত্রসমেত তৃণনিক্ষেপ এবং ৩৭নং সূত্রে যে মন্ত্রসমেত উপবেশন বা কোল পেতে বসার কথা বলা হয়েছে, তা শুধু হোতাকে হোতৃষদনে বসার সময়েই নয়, সব ঋত্বিক্‌কেই যে-কোন আসনেই প্রথমবার বসার সময়ে করতে হয়। বসার পরে ১/৪/৭ সূত্রে নির্দিষ্ট 'দেব-' মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। বহিষ্পবমান স্তোত্রের জন্য চাত্বালে গিয়ে সমন্ত্রক তৃণ নিক্ষেপ ও উপবেশন করার পরে প্রশাস্তা ও ব্রহ্মাকে তাই সদোমণ্ডপে এসে প্রথমবার বসার সময়েও এই দুটি কাজ আবার করতে হয়। 'অহর্-অহঃ' বলায় যদি কোন যজ্ঞ বহুদিন ধরে চলে, তাহলেও আগের দিন যে-আসনে বসার সময়ে তৃণ নিক্ষেপ ও উপবেশন করা হয়েছে আজও সেই আসনে প্রথমবার বসার সময়ে তা আবার করতে হবে। যেমন সোমযাগের

আগের দিন যূপাঞ্জনের সময়ে নিরসন-উপবেশন হয়ে থাকলেও ঐ একই স্থানে একই আসনে 'উপবিশ্যা-' (৫/৩/৬) স্থলেও আবার তা করতে হয়। সূত্রে 'সর্বেষু' না বলে 'সর্বাসনেষু' বলায় যেখানে যেখানে আসন অর্থাৎ উপবেশন স্পষ্টত বিহিত হয়েছে শুধু সেখানেই তৃণ-নিক্ষেপ ও মন্ত্রসমেত উপবেশন করতে হবে, অন্যত্র নয়। ফলে 'চাত্বালে মার্জয়ন্তে' (৩/৫/১) স্থলে আসন সাক্ষাৎ বিহিত না হওয়ায় মার্জনের জন্য বসার প্রয়োজন পড়লেও তৃণনিক্ষেপ এবং মন্ত্রপাঠ ছাড়াই বসবেন। 'এতে' বলায় এই তৃণ-নিক্ষেপ ও উপবেশনের এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বা নিত্য সাহচর্য আছে বুঝতে হবে (৫/১২/৩, ৪)। এই কারণে কোথাও এই দুটি কাজের একটি যদি নিষিদ্ধ হয়, অপরটিও তাহলে সেখানে নিষিদ্ধ হয়েছে বলে বুঝতে হবে। যেমন 'অনিরস্য তৃণম্' (৪/৭/৪; ৫/১/২১) স্থলে তৃণনিক্ষেপ নিষিদ্ধ হওয়ায় সেখানে মন্ত্রসমেত উপবেশনও তাই বাদ যাবে। একই দিনে একই অনুষ্ঠানের যদি ভিন্ন সময়ে পুনরাবৃত্তি হয় তাহলে সেখানেও এই দুটি কাজ আবার করতে হয়। সোমযাগে অপরাহ্ণের প্রবর্গ্যে তাই আবার তৃণ-নিক্ষেপ ও মন্ত্রসমেত উপবেশন করতে হবে। সিদ্ধান্তীর মতে অবশ্য তৃণনিক্ষেপ ও উপবেশন স্থানের নয়, আসনেরই সংস্কার বলে এবং অপরাহ্ণে অধ্বর্যুরা নূতন আসন স্থাপন করেন বলেই প্রবর্গ্যে এই নিরসন-উপবেশন আবার করতে হয়। দর্শপূর্ণমাসযাগের বৈশিষ্ট্যগুলি যে-সব যাগে অনুসরণ করা (অতিদেশ) হয় সেই ইষ্টিযাগ, পশুযাগ এবং সোমযাগেই এই তৃণনিক্ষেপ এবং মন্ত্রসমেত উপবেশন করতে হয়। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি স্থলে এই নিয়ম তাই প্রযোজ্য নয়। আরও দ্র. যে, তৃণ-নির্মিত আসনে বসার ক্ষেত্রেই এই নিয়ম, অন্য আসনের ক্ষেত্রে নয়। এই কারণে 'হিরণ্যকশিপা—' (৯/৩/৯, ১০) স্থলে আলোচ্য 'নিরসন-উপবেশন' হবে না। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, কোথাও উপবেশন নিষিদ্ধ হলে বুঝতে হবে আলোচ্য মন্ত্রসমেত উপবেশনই সেখানে নিষিদ্ধ হয়েছে, 'অক্ষধারণা চ' (১/১/৯) অনুযায়ী বিনা মন্ত্রে বসতে কিন্তু সেখানে কোন বাধা নেই।

দ্বির্ ইতি গৌতমঃ ।। ৩৯।। [৩৩]

অনু.— গৌতম (বলেন এই দুই কাজ) দু-বার (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— গৌতমের মতে কেবল প্রথমবার নয় একই আসনে দ্বিতীয়বার বসার সময়েও এই তৃণনিক্ষেপ এবং মন্ত্রসমেত উপবেশন করতে হয়। পরবর্তী চারটি সূত্রে 'দ্বিঃ' পদটি অনুবৃত্ত হয়েছে।

চতুর্থ কণ্ডিকা (১/৪)

[উপবেশন-সম্পর্কিত নিয়ম, স্রুক্-আদাপন]

ব্রহ্মৌদনে প্রাশিষ্যমাণেঽগ্ন্যাধেয়ে ব্রহ্মা ।। ১।।

অনু.— অগ্ন্যাধেয় যাগে পরে ব্রহ্মৌদন ভোজন করা হতে থাকলে ব্রহ্মা (আবার নিরসন-উপবেশন করবেন)।

ব্যাখ্যা— অগ্ন্যাধেয়ের আগের দিন অপরাহ্ণে সমিৎ-আধানের ঠিক আগে গৃহ্যাগ্নির অর্ধাংশ গার্হপত্য কুণ্ডের পিছনে এনে রেখে তাতে চার শরা চাল সিদ্ধ করা হয়। এই সিদ্ধ অন্নকে বলা হয় 'ব্রহ্মৌদন'। ঐ পাকের অগ্নিতেই ব্রহ্মৌদনের কিছু অন্ন আহুতি দেওয়ার পর অধ্বর্যু, হোতা, ব্রহ্মা এবং আগ্নীধ্রকে অবশিষ্ট অন্নের বহুলাংশ ভাগ করে খেতে দেওয়া হয়। অধ্বর্যু কর্তৃক তাঁর নিজের ভাগের অন্নে আজ্য মিশিয়ে তিনটি সমিৎ দিয়ে তা ঘেঁটে নিয়ে ঐ অগ্নিতেই সেই সমিৎগুলি নিক্ষেপ করার পরে ব্রহ্মৌদন ভক্ষণ করা হয়। অগ্ন্যাধেয়ে ঐ অন্ন ভক্ষণের সময়ে ব্রহ্মার নিজ আসনে আবার দ্বিতীয়বার বসার সময়েও তৃণ-নিক্ষেপ ও উপবেশন বিহিত হওয়ায় বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁকে ইষ্টি, পশু এবং সোমযাগ ছাড়া অন্যত্রও অর্থাৎ যেখানে দর্শপূর্ণমাসের বৈশিষ্ট্যের অতিদেশ হয় না সেখানেও আসনে বসার সময়ে এই দুটি কাজ অবশ্যই করতে হয়। 'অগ্ন্যাধেয়ে' বলায় অশ্বমেধের ব্রহ্মৌদনে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। 'ব্রহ্মা' পদটি পরবর্তী সূত্রে অনুবৃত্ত হয়েছে।

বহিষ্পবমানাৎ প্রত্যেত্য সোমে ।। ২।।

অনু.— সোমযাগে বহিষ্পবমান থেকে ফিরে এসে (ব্রহ্মা আবার নিরসন ও উপবেশন করবেন)।

ব্যাখ্যা— সোমযাগে প্রাতঃসবনে বহিষ্পবমান স্তোত্রের জন্য উদ্‌গাতাদের সঙ্গে ব্রহ্মা চাত্বালে যান। যাওয়ার আগে তিনি আহবনীয়ের ডান দিকে বসে থাকেন। চাত্বাল থেকে ফিরে এসে তাঁকে আবার ঐ একই স্থানে (আসনে) তৃণনিক্ষেপ ও মন্ত্রপাঠ করে উপবেশন করতে হয়। 'সোমে' বলায় শুধু 'অগ্ন্যাধেয়-' (কা. শ্রৌ. ২২/৭/২২) প্রভৃতি সূত্রে বিহিত অগ্ন্যাধেয় নামে বিশেষ সোমযাগে নয়, সকল সোমযাগেই এই নিয়ম পালন করতে হবে।

প্রসৃপ্য হোতা ।। ৩।।

অনু.— প্রসর্পণ করে হোতা (আবার তৃণনিক্ষেপ ও উপবেশন করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রসর্পণ = প্রবেশ। বৃত্তিকার নারায়ণের মতে সূত্রটি হচ্ছে 'প্রসৃপ্য হোতা' এবং সূত্রের অর্থ হল— সোমযাগের অন্তর্গত সবনীয় পশুযাগের জন্য হোতা প্রথমে যে স্থানে বসেন, মার্জনের জন্য চাত্বালে গিয়ে ফিরে এসে উপস্থান করে আবার ঐ একই আসনে বসার সময়ে আর একবার তাঁকে তৃণনিক্ষেপ এবং সমন্ত্রক উপবেশন করতে হয়। 'হোতা' শব্দটির উল্লেখ করায় বুঝতে হবে ব্রহ্মার প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে। সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রটি শুধুই 'প্রসৃপ্য'। প্রসর্পণের পরে সকল ঋত্বিক্‌কেই নিরসন ও উপবেশন করতে হয়। কোন কারণে সদোমণ্ডপ থেকে অন্য কাজের জন্য অন্যত্র চলে যেতে হলে আবার ঐ স্থানে (আ. ৫/৩/২২ দ্র.) ফিরে এলে আবার নিরসন-উপবেশন করতে হবে।

স্রুগ্-আদাপনে পশৌ ।।৪।।

অনু.— পশুযাগে স্রুক্-গ্রহণ করার সময়ে (আবার নিরসন ও উপবেশন করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রযাজের জন্য অধ্বর্যুকে হাতে জুহূ ও উপভৃত্ নামে দুটি স্রুক্ (হাতা) গ্রহণ করতে হয়। হোতা অনুকূল মন্ত্র পাঠ করলে তবেই অধ্বর্যু ঐ দুটি স্রুক্ হাতে ধরেন। হোতা 'অগ্নির্হোতা...... ঘৃতবতীম্ অধ্বর্যো স্রুচমাস্যস্ব—' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে অধ্বর্যুকে স্রুক্-গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। এই কর্মকে বলা হয় 'স্রুক্-আদাপন'। ইষ্টিযাগে মোট পাঁচটি প্রযাজ এবং সেগুলির উপর্যুপরি অনুষ্ঠানই সেখানে হয়ে থাকে, তাই স্রুক্-আদাপনও হয় সেখানে একবারই। পশুযাগে কিন্তু দশটি প্রযাজ হবার পরে মাঝে অন্য কর্ম করে তার পরে একাদশ অর্থাৎ অন্তিম প্রযাজের অনুষ্ঠান হয়। শেষ প্রযাজের আগে তাই আবার স্রুক্-আদাপনের প্রয়োজন। অন্য কর্মের জন্য অন্যত্র হোতা উঠে গিয়ে ঐ অন্তিম প্রযাজের জন্য আবার স্রুক্-আদাপনের সময়ে যখন পূর্ব আসনে ফিরে আসেন তখন তাঁকে আবার নিজ আসনে তৃণনিক্ষেপ ও সমন্ত্রক উপবেশন করতে হয়। কেউ কেউ এই সূত্রে ২নং সূত্র থেকে 'সোমে' পদটির অনুবৃত্তি এনে (জের টেনে) সবনীয় পশুযাগের স্রুক্-আদাপনের ক্ষেত্রেই আলোচ্য নিয়মটি প্রযোজ্য বলে মনে করেন।

ন পত্নীসংযাজিকে ।।৫।।

অনু.— পত্নীসংযাজ-সম্পর্কিত (উপবেশনের সময়ে নিরসন ও উপবেশন হবে) না।

ব্যাখ্যা— পত্নীসংযাজের জন্য হোতাকে হোতৃষদন ছেড়ে গার্হপত্যের কাছে এসে বসতে হয়। যদিও ঐ স্থানে তিনি প্রথম বসছেন, তবুও তাঁকে সেখানে বসার সময়ে ১/৩/৩৮ সূত্র অনুযায়ী তৃণ-নিক্ষেপ ও উপবেশন করতে হয় না।

নান্যত্র হোতুর্ ইতি কৌৎসঃ ।।৬।।

অনু.— কৌৎস (বলেন) হোতা ছাড়া অন্যত্র (নিরসন ও উপবেশন করতে হয়) না।

ব্যাখ্যা— কৌৎসের মতে হোতা ছাড়া অন্য কোন ঋত্বিক্‌কে কোথাও সমন্ত্রক তৃণ-নিক্ষেপ ও মন্ত্রসমেত উপবেশন করতে হয় না। নিরসন ও উপবেশন হোতারই করণীয় কাজ, অপরের নয়— এই হল তাঁর দৃঢ় অভিমত।

উপবিশ্য দেব বর্হিঃ স্বাসস্থং ত্বাধ্যাসদেয়ম্ ইতি ।। ৭।।

অনু.— (হোতা আসনে) বসে 'দেব-' (সূ.) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

অভিহিংষ হোতঃ প্রতরাং বর্হিষদ্ ভবেতি জানুশিরসা বর্হির্ উপস্পৃশ্যাত ঊর্ধ্বং জপেত্ ।। ৮।।

অনু.— 'অভি—' (সূ.) মন্ত্রে হাঁটুর মাথা দিয়ে তৃণ স্পর্শ করে তার পরে জপ করবেন।

ব্যাখ্যা— হাঁটুর মাথা বলতে হাঁটুর সামনের প্রান্তকে বুঝতে হবে। কোন্ মন্ত্র জপ করবেন তা পরের সূত্রে বলা হচ্ছে। সূত্রে 'অত ঊর্ধ্বং' বলায় তৃণ স্পর্শ করা হলে তবে জপ করবেন, স্পর্শ করে থেকে জপ করবেন না। অন্যত্র কিন্তু ধাতুতে 'ল্যপ্' (= য) প্রত্যয় থাকলে এবং 'অত ঊর্ধ্বং' বা এই ধরনের কোন নির্দেশ না থাকলে দুটি কাজ যুগপৎই করতে হবে। যেমন 'অরণী সংস্পৃশ্য মন্থয়েত্' (৩/১০/৮) স্থলে অরণিস্পর্শের পরে মন্থন করলে চলবে না; স্পর্শ এবং মন্থন এই দুটি কাজ একই সঙ্গে করতে হবে অর্থাৎ স্পর্শ করে থেকেই মন্থন করতে হবে। এই রকম 'অভিমৃশ্য বাচয়েত্' (১/১১/৫) স্থলেও স্পর্শ করে থেকেই মন্ত্রপাঠ করাতে হয়। 'পাণীংশ্চমসেষবধায়াপ্নু' (৬/১২/১১) স্থলেও তা-ই।

ভূপতয়ে নমো ভুবনপতয়ে নমো ভূতানাং পতয়ে নমো ভূতয়ে নমঃ প্রাণং প্রপদ্যেঽপানং প্রপদ্যে ব্যানং প্রপদ্যে বাচং প্রপদ্যে চক্ষুঃ প্রপদ্যে শ্রোত্রং প্রপদ্যে মনঃ প্রপদ্য আত্মানং প্রপদ্যে গায়ত্রীং প্রপদ্যে ত্রিষ্টুভং প্রপদ্যে জগতীং প্রপদ্যেঽনুষ্টুভং প্রপদ্যে ছন্দাংসি প্রপদ্যে সূর্যো নো দিবস্পাতু নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো বিশ্বে দেবাঃ শান্তন মা যথেহারাধি হোতা নিষদা যজ্ঞীয়াস্তদদ্য বাচঃ প্রথমং মসীয়েতি ।। ৯।।

অনু.— (এই মন্ত্রগুলি জপ করবেন—) 'ভূপতয়ে—' (সূ.), 'সূর্যো—' (ঋ. ১০/১৫৮/১), 'নমো—' (১/২৭/১৩), 'বিশ্বে—' (১০/৫২/১), 'অরাধি—' (১০/৫৩/২), 'তদদ্য—' (১০/৫৩/৪)।

ব্যাখ্যা— জপ শেষ করতে হবে কাঠ জ্বলে-ওঠার সময়েই। শা. অনুসারে পূর্ব দিকে হাতদুটি ছড়িয়ে দিয়ে, 'নমো দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং-' মন্ত্র জপ করে উত্তর দিকে এগিয়ে এসে 'এব বাম্ আব শঃ' বলে এই সূত্রে নির্দিষ্ট 'বিশ্বে-', 'তদদ্য-', 'নমো-' মন্ত্র জপ করেন— ১/৬/১০-১৩।

সমাপ্য প্রদীপ্ত ইধ্মে স্রুচাব্ আদাপয়েন্ নিগদেন ।। ১০।। [৯]

অনু.— (জপ) শেষ করে যজ্ঞকাষ্ঠ প্রজ্বলিত হলে (পরবর্তী সূত্রে উল্লিখিত) নিগদ দিয়ে (অধ্বর্যুকে) দুটি স্রুক্ নেওয়াবেন।

ব্যাখ্যা— স্রুচৌ = জুহূ ও উপভৃত্ নামে দুটি হাতা। ৯নং সূত্রের জপটি শেষ করে সামিধেনীর সময়ে আহবনীয় অগ্নিতে যে কাঠগুলি দেওয়া হয়েছিল সেই কাঠগুলি বেশ ভালমত জ্বলে ওঠার পরে ১১নং ও ১২নং সূত্রের নিগদমন্ত্রটি হোতা পাঠ করবেন। ঐ নিগদ-মন্ত্রের 'ঘৃতবতী' শব্দটি শুনে অধ্বর্যু প্রযাজের অনুষ্ঠানের জন্য জুহূ ও উপভৃত্ হাতে নিয়ে বেদির ডান দিকে চলে যান (আপ. শ্রৌ. ২/৫/১৭/১ দ্র.)। 'সমাপ্য' বলায় জপের পরে বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ নিগদটি শুরু করতে হবে। জপ শেষ করে ইধ্ম প্রদীপ্ত হওয়ার অপেক্ষায় থাকলে চলবে না। ইধ্মপ্রজ্বলন শুরু হওয়ার সময়েই তাই 'ভূপতয়ে-' মন্ত্রটির পাঠ শুরু করা উচিত, জপ শেষ হবে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠলে। স্রুক্ গ্রহণ করাবার (আ - √দা + ণিচ্ + অন) মন্ত্র বলে নিগদটিকে 'স্রুক্-আদাপন' নিগদ বলা হয়। প্রযাজের জন্য স্রুক্ নেওয়ার সময়েই এই নিগদ পাঠ করতে হয়, অন্যত্র নয়। পশুযাগে শেষ প্রযাজটি কিছু পরে অনুষ্ঠিত হয় বলে সেখানে তাই আর একবার এই নিগদটি পাঠ করতে হয়।

অগ্নির্হোতা বেত্ত্বগ্নের্হোত্রং বেত্তু প্রাবিত্রং সাধু তে যজমান দেবতা যো অগ্নিম্ ইত্যবসায় হোতারমবৃথা ইতি জপেত্ ।। ১১।। [১০]

অনু.— (স্রুক্-আদাপনের জন্য) 'অগ্নি... অগ্নিম্' (সূ.) এই (পর্যন্ত বলে) থেমে 'হোতারম্—' (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

ব্যাখ্যা— 'অগ্নির্হোতা—' এই নিগদমন্ত্রটি শেষ হয়েছে পরবর্তী সূত্রে উল্লিখিত 'যজাম যজ্ঞিয়ান্' অংশে। নিগদের 'অগ্নিম্' পর্যন্ত অংশ বলে থেমে 'হোতারম্ অবৃথাঃ' অংশটি জপ করবেন। নিগদের অংশ হলেও 'জপেত্' বলায় এই অংশটি উপাংশু স্বরেই পাঠ করতে হবে। পরবর্তী সূত্রে 'অথ' বলায় জপের শেষেও থামতে হবে। 'বেত্তু' স্থানে পাঠান্তর 'বেতু'। শা. ১/৬/১৪-১৫ অনুসারে 'দেবতা' পদটির পরে থামতে হয় এবং 'যোঽগ্নিং হোতারম্-' মন্ত্রটি উপাংশু পাঠ করতে হয়।

অথ সমাপয়েদ্ ঘৃতবতীমধ্বর্যো স্রুচমাস্যস্ব দেবযুবং বিশ্ববারে ঈড়ামহৈ দেবাঁ ঈড়েন্যান্ নমস্যাম নমস্যান্ যজাম যজ্ঞিয়ান্ ইতি ।। ১২।। [১১]

অনু.— এর পর 'ঘৃত-' (সূ.) এই (মন্ত্রটি বলে নিগদ) শেষ করবেন।

ব্যাখ্যা— জপের পরে 'ঘৃত-' অংশটি বলে নিগদমন্ত্রের পাঠ শেষ করবেন। 'নিগদ' বলায় এটি কর্মকরণ মন্ত্র হলেও উপাংশু পাঠ করা চলবে না, করতে হবে স্বাভাবিক স্বরে। 'অথ সমাপয়েদ্' বলায় উদ্দেশ্য হচ্ছে, মন্ত্রটি স্বতন্ত্র কোন মন্ত্র নয়, আগের সূত্রে উল্লিখিত নিগদেরই শেষাংশ। তাই 'হোতারম্ অবৃথাঃ' অংশ পর্যন্ত পাঠ করার পরে নয়, নিগদের অবশিষ্ট অংশের 'ঘৃতবতীম্' পদের উচ্চারণের পরে অধ্বর্যুকে স্রুক্ নিতে হয়। শা. ১/৬/১৬ সূত্রেও এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

সমাপ্তেঽস্মিন্ নিগদেঽধ্বর্যুর্ আশ্রাবয়তি ।। ১৩।। [১২]

অনু.— এই নিগদটি শেষ হলে অধ্বর্যু আশ্রাবণ করান।

ব্যাখ্যা— আশ্রাবণ = আ৩ শ্রা৩ বয়, ও৩ শ্রা৩ বয়, শ্রা৩ বয় অথবা ও৩ম্ আ৩ শ্রা৩বয় (আপ. শ্রৌ. ২/১৫/৩ দ্র.)। বৃত্তিকারের মতে সূত্রে 'সমাপ্তে' বলায় আশ্রাবণ আগে হয়ে গেলেও নিগদ শেষ না হলে প্রত্যাশ্রাবণ করা চলবে না। সিদ্ধান্তী বলছেন, 'অস্মিন্ নিগদে' বলায় বুঝতে হবে এই নিগদ ছাড়া অন্য নিগদও আছে। পরবর্তী সূত্রের 'অস্তু শ্রৌষট্' মন্ত্রটি তাই ঋক্‌সংহিতার ১/১৩৯ সূক্ত নয়, আর একটি ভিন্ন নিগদমন্ত্রই। এই নিগদ শেষ হলে অধ্বর্যু আশ্রাবণই করবেন, স্রুক্ নেবেন না। স্রুক্ নিতে হবে নিগদের মাঝেই 'ঘৃতবতীম্' অংশটি পাঠ করার সময়েই।

প্রত্যাশ্রাবয়েদ্ আগ্নীধ্র উত্‌করদেশে তিষ্ঠন্ স্ফ্যম্ ইধ্মসংনহনানীত্যাদায় দক্ষিণামুখ ইতি শাট্যায়নকম্ অস্তু শ্রৌ৩ষড় ইত্যৌকারং প্লাবয়ন্ ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— উত্‌কর অঞ্চলে দাঁড়িয়ে থেকে স্ফ্য (এবং) ইধ্মসংনহন (হাতে) নিয়ে, শাট্যায়নমতে ডান দিকে মুখ করে, আগ্নীধ্র 'অস্তু শ্রৌ৩ষট্' এই (বাক্যে) ঐকারকে প্লুত করতে করতে প্রত্যাশ্রাবণ করবেন।

ব্যাখ্যা— ইধ্মসংনহন = মাঠ থেকে যে দড়ি দিয়ে (ইধ্ম =) যজ্ঞের কাঠ বেঁধে যজ্ঞস্থলে আনা হয়েছে তৃণের তৈরী সেই দড়ি। স্ফ্য = কাঠের খড়্গ। অধ্বর্যু আশ্রাবণ করলে আগ্নীধ্র নামে ঋত্বিক্ এই প্রত্যাশ্রাবণ-মন্ত্রটি পাঠ করেন। ১/১/৮ সূত্র অনুসারে পূর্বাভিমুখী হয়ে এই প্রত্যাশ্রাবণ কর্তব্য। শাট্যায়নের মতে অবশ্য ডান দিকে মুখ করেই তা করতে হয়। আপস্তম্ব বলেছেন— 'অস্তু শ্রৌষডিত্যাগ্নীধ্রোঽপরেণোত্‌করং দক্ষিণামুখস্ তিষ্ঠন্ স্ফ্যং সংমোর্গাংশ্ চ ধারয়ন্ প্রত্যাশ্রাবয়তি' (আপ. শ্রৌ. ২/৪/১৫/৪ দ্র.)। উল্লেখ্য যে, এই প্রত্যাশ্রাবণ বাক্যটির সন্ধান ঋক্‌সংহিতারও পাওয়া যায় (১/১৩৯/১)। সূত্রে শাট্যায়নের নাম যে উল্লেখ করা হয়েছে তা নিজ মতের সমর্থনে বা তাঁর মতের বা নামের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধানিবেদন ও সমাদর-প্রকাশের জন্য নয়, আচারের বিকল্পতা বুঝাবার জন্যই। প্রত্যাশ্রাবণ তাই ১/১/৮ সূত্র অনুযায়ী পূর্বমুখ হয়েও করা চলে, বিকল্পে ডান দিকে মুখ করে করলেও হয়।

পঞ্চম কণ্ডিকা (১/৫)

[প্রযাজ, আজ্যভাগ, স্বরনিয়ম, বাক্-সংযম]

প্রযাজৈশ্ চরন্তি ।। ১।।

অনু.— প্রযাজগুলি দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা— প্রত্যাশ্রাবণের পরে প্রযাজের অনুষ্ঠান করতে হয়। তপঃ চরতি, ধর্মং চরতি ইত্যাদি স্থলের মতো এখানেও চর্-ধাতুর অর্থ অনুষ্ঠান করা। ঋত্বিকেরা প্রযাজের দ্বারা অনুষ্ঠানকর্ম করেন এই হল সূত্রের সরল অর্থ।

পঞ্চৈতে ভবন্তি ।। ২।।

অনু.— এই (প্রযাজগুলি) হচ্ছে (সংখ্যায়) পাঁচটি।

ব্যাখ্যা— প্রযাজ মোট পাঁচটি। 'পঞ্চ' বলায় যজমান যদি দ্ব্যামুষ্যায়ণ হন অর্থাৎ তাঁর জনক এবং পালক এই দুই পিতা থাকে এবং ঐ দুই পিতার গোত্র ভিন্ন হয় তাহলেও মোট পাঁচটি প্রযাজই করতে হবে, ছটি নয়। ঠিক তেমনই যাঁদের প্রবর কশ্যপ, অবত্সার ও বসিষ্ঠ তাঁদের গোত্রে ঋষি বসিষ্ঠ বলে নরাশংস এবং কশ্যপও ঋষি বলে তনূনপাত্ও যে দেবতা হবেন (২৪-২৫ নং সূ. দ্র.) তা নয়, হবেন এই দুই দেবতার কোন এক জনই। 'এতে' বলায় দ্বিতীয় প্রযাজে নরাশংস ও তনূনপাত্ এই দুই দেবতার উদ্দেশে যুগ্ম আহুতি দান করে মোট সংখ্যা পাঁচ রাখলে চলবে না, এখানে যে-ভাবে বলা হয়েছে ঠিক সেই ভাবে পৃথক্ পৃথক্ মোট পাঁচটি প্রযাজই হওয়া চাই।

একৈকং প্রেষিতো যজতি ।। ৩।।

অনু.— (অধ্বর্যু দ্বারা) প্রেরিত (হয়ে) এক একটি যাজ্যা পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যু যখনই হোতাকে 'যজ' এই বাক্য উচ্চারণ করে প্রৈষ (= নির্দেশ) দেবেন হোতা তখনই একটি করে প্রযাজের যাজ্যা পাঠ করবেন। এইভাবে মোট পাঁচটি প্রযাজের অনুষ্ঠান হবে। একটি মাত্র প্রৈষ পেয়ে পরপর পাঁচটি প্রযাজের যাজ্যা পাঠ করলে চলবে না। পাঁচটি প্রৈষ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'সমিধো যজেতি প্রথমং সংপ্রেষ্যতি। যজযজেতীতরান্'- আপ. শ্রৌ. ২/১৭/৪ সূ. দ্র.।

আগুর্ যাজ্যাদির্ অনুযাজবর্জম্ ।। ৪।।

অনু.— অনুযাজ ছাড়া (সর্বত্র) যাজ্যার আরম্ভে আগু (থাকবে)।

ব্যাখ্যা— যাজ্যার আগে 'আগূ' পাঠ করতে হয়। ''ভূর্ভুব ইতি পুরস্তাজ্ জপঃ, অনুযাজেষু তু যে যজামহো নাস্তি''— শা. ১/১/৩৮, ৪০।

যে ৩ যজামহ ইত্যাগূঃ ।। ৫।।

অনু.— 'যে যজামহে' এই (হল সেই) আগূ।

বষট্কারোঽন্ত্যঃ সর্বত্র ।। ৬।। [৫]

অনু.— সর্বত্র (যাজ্যার) শেষে (থাকে) বষট্কার।

ব্যাখ্যা— সর্বত্র অর্থাৎ অনুযাজেও যাজ্যার শেষে বষট্কার উচ্চারণ করতে হয়। বষট্কার কি, তা ১৮ নং সূত্রে বলা

হবে। উল্লেখ্য যে, বষট্‌কারের সময়ে সংশ্লিষ্ট দেবতাকে ধ্যান করতে হয়— ঐ. ব্রা. ১১/৮ দ্র.। "বৌষড়্..... উপরিষ্টাদ্..... ইতি সর্বাসু যাজ্যাসু"— শা. ১/১/৩৯।

উচ্চৈস্তরাং বলীয়ান্ যাজ্যায়াঃ ।। ৭।। [৬]

অনু.— যাজ্যার অপেক্ষায় (বষট্‌কার হবে) আরও উচ্চ (এবং) স্পষ্টতর।

ব্যাখ্যা— উচ্চৈস্তরাম্ = উচ্চৈঃ + তর + স্বার্থে আম্ (পা. ৫/৪/১১)। যাজ্যার অপেক্ষায় বষট্‌কার আরও উঁচু যমে এবং স্পষ্টতরভাবে উচ্চারণ করতে হয়। গাম্ভীর্য অনুযায়ী শব্দের তিনটি উচ্চারণস্থান— মন্দ্র, মধ্যম, উত্তম। এগুলি উৎপন্ন হয় যথাক্রমে বক্ষ, কণ্ঠ এবং মস্তক হতে। প্রত্যেক স্থানে আছে সাতটি করে যম (tone)— ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র এবং অতিস্বার্য অথবা স, রে, গ, ম, প ধ, নি ('ত্রীণি মন্দ্রং.... যে যমান্তে। পৃথগ্ বা'— ঋ. প্রা. ১৩/৪২-৪৫)। যে উচ্চারণস্থানের যে যমে যাজ্যামন্ত্র উচ্চারিত হবে, সেই উচ্চারণস্থানেরই ঠিক পরবর্তী যমে এবং আরও স্পষ্টভাবে বষট্‌কারের উচ্চারণ করতে হয়। পাণিনিও বলেছেন— 'উচ্চৈস্তরাং বা বষট্‌কারঃ' (পা. ১/২/৩৫)। 'উচ্চৈস্তরাং' শব্দের বিপরীত শব্দ হল 'শনৈস্তরাং' (আ. ৫/১/১)। 'শনৈস্তরাং নীচৈস্তরাম্ ইত্যর্থঃ' (নারায়ণ)। ৪/১/২৫-২৬ সূত্র থেকে বোঝা যায় যে, এই বষট্‌কার সপ্তম যমে উচ্চারণ করতে হয়। যাজ্যা তাহলে ষষ্ঠ যমেই পাঠ করতে হয়। 'উচ্চৈস্তরাং বষট্‌কারঃ; সমো বা'— শা. ১/১/৩৪-৫।

তয়োর্ আদী প্লাবয়েত্ ।। ৮।। [৭]

অনু.— ঐ দুটির প্রথম (স্বরকে) প্লুত করবেন।

ব্যাখ্যা— আগূ ও বষট্‌কারের প্রথম স্বরে প্লুতি হবে। প্রসঙ্গত 'যে যজ্ঞকর্মণি' এবং 'ব্রূহি—' (পা. ৮/২/৮৮, ৯১) সূ. দ্র.। "যে যজামহঃ প্লুতাদিঃ পুরস্তাদ্ যাজ্যানাম্; ঔকারো বষট্‌কারে চতুর্মাত্রঃ; ষকারাচ্ চোত্তরোঽকারঃ; প্রকৃত্যা বোভৌ; পূর্বো বা প্রকৃত্যা"— শা. ১/২/২, ১৩-১৬।

যাজ্যান্তং চ ।। ৯।। [৮]

অনু.— এবং যাজ্যার শেষ (অক্ষরকে প্লুত করবেন)।

ব্যাখ্যা— যাজ্যামন্ত্রে শেষ স্বরেরও প্লুতি হবে। প্রসঙ্গত 'যাজ্যান্তঃ' (পা. ৮/২/৯০) সূ. দ্র.। "প্লুতেন যাজ্যান্তেন বষট্‌কারস্য সন্ধানম্"— শা. ১/১/৪২।

বিবিচ্য সন্ধ্যক্ষরাণাম্ অকারম্ ।। ১০।। [৯]

অনু.— (যাজ্যার শেষে যে সন্ধ্যক্ষর তা) পৃথক্ করে (নিয়ে) সন্ধ্যক্ষরের অকারকে (প্লুত করবেন)।

ব্যাখ্যা— সন্ধ্যক্ষর = এ, ঐ, ও, ঔ। যাজ্যামন্ত্রের শেষে সন্ধ্যক্ষর থাকলে তাকে দুটি স্বরে বিভক্ত করে নিয়ে তার মধ্যে অকারকে প্লুত করবেন অর্থাৎ এ বা ঐ থাকলে অ৩ই এবং ও অথবা ঔ থাকলে অ৩উ এইভাবে উচ্চারণ করবেন। যেমন— বিশ্বচর্ষণ৩ই বৌ৩বট্। প্রসঙ্গত 'এচোঽপ্রগৃহ্যস্যাদূরাদ্ ধূতে পূর্বস্যার্ধস্যাদ্ উত্তরস্যেদুতৌ' (পা. ৮/২/১০৭) ও 'যাজ্যান্তেষ্বিতি বক্তব্যম্' (বা.) দ্র.। সূত্রে 'সন্ধ্যক্ষরাণি' না বলে ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'সন্ধ্যক্ষরাণাম্' বলা হয়েছে। এখানে নির্ধারণে ষষ্ঠী হয়েছে। অর্থ— সন্ধ্যক্ষরের মধ্যে অকারেরই প্লুতি করবেন, ইকার অথবা উকারের নয়। "সন্ধ্যক্ষারাণাং তালুস্থানে অ৩ইকারৌ ভবতঃ ওষ্ঠ্যস্থানে অ৩উকারৌ ভবতঃ"— শা. ১/২/৪, ৫।

ন চেদ্ দ্বৈবচনঃ ।। ১১।। [৯]

অনু.— যদি দ্বিবচন-সম্পর্কিত না (হয় তবেই বিভাগ ও প্লুতি করবেন)।

ব্যাখ্যা— সন্ধ্যক্ষর যদি দ্বৈবচন অর্থাৎ প্রগৃহ্য না হয় তবেই তাকে ভেঙে অকারের প্লুতি করবেন। যদি তা প্রগৃহ্য হয় তাহলে কিন্তু ভাঙবেন না, সরাসরি সন্ধ্যক্ষরেরই প্লুতি করবেন। যেমন— শুক্রপিশং দধানে৩ বৌ৩ষট্ (ঋ. ১০/১১০/৬)। বৃত্তিকারের মতে ওকার এবং ঔকার কখন কখন প্রগৃহ্য হলেও সর্বদা হয় না বলে ঐ দুই সন্ধ্যক্ষরের ক্ষেত্রে ভেঙেই প্লুতি করা হয়। যেমন— প্রযজ্যা৩ উ (প্রযজ্যো— ঋ. ৬/৪৯/৪), দ্ব ৩ উ (দ্বৌ— ঋ. ৫/৩২/৬)। সাধারণত দ্বিবচনের ঈ, ঊ, এ প্রগৃহ্য হয়। প্রগৃহ্যের বিস্তৃত বিবরণের জন্য ঋ. প্রা. ১/৬৮-৭৫ এবং পা. ১/১-১১— ১৯ দ্র.। বৃত্তিকারের মতে 'দ্বৈবচনঃ' পদটি অপপাঠ, শুদ্ধ পাঠ হওয়া উচিত 'প্রগৃহ্যঃ'। সিদ্ধান্তী অবশ্য বলেছেন "দ্বৌ অর্থৌ বচনে যস্য যাজ্যান্তস্য স দ্বিবচনঃ" এবং "দ্বিবচন ইতি বক্তব্যে দ্বৈবচন ইতি গুরুনির্দেশঃ ক্রিয়তে প্রগৃহ্যগ্রহণার্থম্। ন চেদ্ দ্বৈবচন ইতি ন চেত্ প্রগৃহ্য ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্ যুষ্মে ত্বে অমী ইত্যেতেষাম্ অপি প্রগৃহ্যত্বাদ্ বিবেকো ন কর্তব্যঃ। ঔকারস্য দ্বিবচনস্য সতোঽপ্যপ্রগৃহ্যত্বাদ্ বিবেকঃ কর্তব্য এব— দ্বিবচন (= দুটি বস্তু যার বক্তব্য অর্থ) না বলে সূত্রে দ্বৈবচন বলা হয়েছে প্রগৃহ্যকে বোঝাবার জন্য। অস্মে ইত্যাদি পদ দ্বিবচনান্ত না হলেও প্রগৃহ্য বলে সন্ধ্যক্ষরকে তাই ভাঙা চলবে না; আবার দ্বৌ ইত্যাদি পদে দ্বিবচন থাকলেও তা প্রগৃহ্য নয় বলে সন্ধ্যক্ষরকে ভেঙেই উচ্চারণ করতে হবে। "একারৌকারৌ চ প্রগৃহ্যৌ" শা. ১/২/৭।

ব্যঞ্জনান্তো বা ॥ ১২॥ [৯]

অনু.— অথবা (যদি) শেষে ব্যঞ্জন (না থাকে তবেই বিভাগ ও অকারের প্লুতি করবেন)।

ব্যাখ্যা— সন্ধ্যক্ষরের পরে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে এবং মন্ত্রটি ঐ ব্যঞ্জনবর্ণেই শেষ হলে সন্ধ্যক্ষরকে ভাঙবেন না, সরাসরি সন্ধ্যক্ষরেরই প্লুতি করবেন। ব্যঞ্জনবর্ণ পরে না থাকলে কিন্তু সন্ধ্যক্ষরটিকে ভেঙে অকারেরই প্লুতি করতে হবে। ব্যঞ্জনের প্লুতি সম্ভব নয় (পা. ১/২/২৮ দ্র.), আর তার পূর্ববর্তী অক্ষর যাজ্যার অন্তিম বর্ণ নয়। ব্যঞ্জনান্তের প্লুতির নিষেধ এখানে তাই না করলেও চলে, তবুও সূত্রে তা নিষিদ্ধ করায় বোঝা যাচ্ছে যে, শেষে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে পূর্ববর্তী স্বরেরই প্লুতি হবে। সূত্রে 'বা' শব্দের প্রকৃত অর্থ ও, এবং। "অন্যানি প্রকৃত্যাক্ষরাণি"— শা. ১/২/৬।

বিসর্জনীয়োঽনত্যক্ষরোপধো রিফ্যতে ॥ ১৩॥ [১০]

অনু.— (যাজ্যায়) অকার এবং আকার আগে নেই (এমন) বিসর্গ রকারে পরিণত হয়।

ব্যাখ্যা— বিসর্জনীয়ঃ = বিসর্গ। অনত্যক্ষরোপধঃ = ন-অত্যক্ষর-উপধঃ = যার উপধায় অর্থাৎ শেষ বর্ণের ঠিক আগে অত্যক্ষর অর্থাৎ অকার এবং আকার নেই। যাজ্যা মন্ত্রের শেষে যদি বিসর্গ থাকে এবং সেই বিসর্গের ঠিক আগে যদি অকার অথবা আকার ছাড়া অন্য কোন স্বরবর্ণ থাকে তাহলে ঐ বিসর্গের স্থানে র-কার উচ্চারণ করতে হয়। যেমন— শবোভি ৩র্ বৌ৩ষট্ (ঋ. ৬/১৭/১)। "বিসর্জনীয়ো রিফিতো রেফম্ আপদ্যতে") শা. ১/২/৯।

ইতরশ্ চ রেফী ॥ ১৪॥ [১১]

অনু.— অন্য (বিসর্গ)ও রেফী (হলে রকার হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি বিসর্গের আগে অকার অথবা আকার থাকে এবং প্রাতিশাখ্যে সেই বিসর্গের 'রেফী' নামকরণ করা হয়ে থাকে (ঋ. প্রা. ১/৭৬-১০৩ দ্র.) তাহলে ঐ বিসর্গের স্থানেও রকার উচ্চারণ করতে হবে। যেমন— পুনর্ বৌ৩ষট্।

লুপ্যতেঽরেফী ॥ ১৫॥ [১২]

অনু.— রেফী নয় (এমন বিসর্গ) লোপ পায়।

ব্যাখ্যা— যেমন— হূয়মান৩ বৌ৩ষট্। "লুপ্যতেঽরিফিতঃ"- শা. ১/২/১০।

প্রথমঃ স্বং তৃতীয়ম্ ।। ১৬।। [১৩]

অনু.— প্রথম (বর্ণ) নিজ তৃতীয় (বর্ণকে প্রাপ্ত হয়)।

ব্যাখ্যা— যাজ্যা-মন্ত্রের শেষে বর্গের প্রথম বর্ণ থাকলে ঐ প্রথম বর্ণের স্থানে ঐ বর্গেরই তৃতীয় বর্ণ উচ্চারণ করতে হয়। যেমন— আনুষক্ (> গ্) বৌষট্।

নিত্যং মকারে ।। ১৭।। [১৪]

অনু.— মকার থাকলে (আগে) যা বলা হয়েছে (তা-ই হবে)।

ব্যাখ্যা— নিত্য = আগের মতো, পূর্বোক্ত। যাজ্যা-মন্ত্রের শেষে মকার থাকলে আগে যেমন বলা হয়েছে তেমনই হবে অর্থাৎ ১/২/১৮ সূত্র অনুযায়ী মকারের স্থানে ঁ হবে। যেমন হব্যবাহম্ (>ঁ) বৌষট্। মকারের কথা আগে বলা হয়ে গেলেও এখানে আবার তা বলার অভিপ্রায় এই কথাই বোঝান যে, বিশেষ বলা না থাকলে এক প্রকরণের নিয়ম অন্য প্রকরণে খাটে না। খাটে না বলেই সূত্রকার 'তৃভ্যং-' (২/১০/১৫) এবং 'অষ্টৌ—' (২/১১/৫) সূত্রে কাম অগ্নির উদ্দিষ্ট ইষ্টিকে 'বৈরাজতন্ত্রা' বলে নির্দেশ করেও আবার 'অগ্নয়ে কামায়েষ্টির্ বৈরাজতন্ত্রা' (১২/৬/৩২) সূত্রে সেই কাম অগ্নির বেলায় আবার বৈরাজতন্ত্রের বিধান দিয়েছেন। তাই ৬/১৪/১৯ সূত্রে মিত্র-বরুণের পয়স্যাযাগে পৌর্ণমাসযাগের রীতি (তন্ত্র) অনুসৃত হলেও মিত্র-বরুণের সব পয়স্যাযাগেই যে তা হবে এমন নয়, প্রকরণভেদে ২/১৪/১৬ নিয়মে দর্শের তন্ত্রও অনুসৃত হতে পারে। "অনুস্বারং মকারঃ"— শা ১/২/১১।

যে৩ যজামহে সমিধঃ সমিধো অগ্ন আজ্যস্য ব্যন্তু৩ বৌ৩ষড় ইতি বষট্কারঃ ।। ১৮।। [১৫]

অনু.— (প্রথম প্রযাজের যাজ্যা) 'যে—' (সূ.); 'বৌ ৩ষট্' (হচ্ছে) বষট্কার।

ব্যাখ্যা— যাজ্যার শেষে যে 'বৌ৩ষট্' উচ্চারণ করা হল তাকেই বলা হয় 'বষট্কার'। শা. ১/৭/১ সূত্রে এই 'সমিধঃ—' মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

ইতি প্রথমঃ ।। ১৯।। [১৬]

অনু.— এই (হল) প্রথম (প্রযাজ)।

ব্যাখ্যা— প্রথম প্রযাজের যাজ্যাপাঠের রীতি হল এই।

বাগোজঃ সহ ওজো ময়ি প্রাণাপানাব্ ইতি বষট্কারম্ উক্তোক্তানুমন্ত্রয়তে ।। ২০।। [১৭]

অনু.— বষট্কার বলে বলে 'বাগোজঃ—' (সূ.) এই অনুমন্ত্রণ (পাঠ) করবেন।

ব্যাখ্যা— যখনই যাজ্যার শেষে যিনি বষট্কার উচ্চারণ করবেন তখনই তার পরে তিনি নিজেই এই 'বাগোজঃ—' মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ করবেন। 'উক্তা' পদটি দু-বার বলায় সর্বত্রই সকলের ক্ষেত্রেই এই অনুমন্ত্রণের নিয়মটি প্রযোজ্য এবং প্রত্যেক বষট্কারের পরেই অনুমন্ত্রণ পাঠ করা কর্তব্য।

দিবাকীর্ত্যো বষট্কারঃ ।। ২১।। [১৮]

অনু.— বষট্কার দিনে(-ই) উচ্চারণ করতে হয়।

ব্যাখ্যা— বিনা নির্দেশে কখনই রাত্রে বষট্কার উচ্চারণ করতে নেই।

তথানুমন্ত্রণম্ ।। ২২।। [১৯]

অনু.— অনুমন্ত্রণ (-ও) তেমন (-ই)।

ব্যাখ্যা— অনুমন্ত্রণও বষট্‌কারের মতো দিনের বেলাতেই উচ্চারণ করতে হয়, রাত্রে নয়। এই সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বষট্‌কার ও অনুমন্ত্রণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঐক্য আছে। 'বষট্‌কৃতে—' (আ. ৫/১৮/৩) স্থলে তাই শুধু 'বৌষট্' উচ্চারণের পরেই নয়, তার পরে অনুমন্ত্রণ পাঠ করে তবে বৈশ্বদেব শস্ত্র পাঠ করতে হবে।

এতদ্ যাজ্যানিদর্শনম্ ।। ২৩।। [২০]

অনু.— এই (হল) যাজ্যার নিদর্শন।

ব্যাখ্যা— যাজ্যাপাঠের নিদর্শন হল এই অর্থাৎ যাজ্যার প্রথমে যেও যজামহে, পরে মূল যাজ্যামন্ত্র, তার পরে বৌ৩ষট্ এবং শেষে অনুমন্ত্রণ উচ্চারণ করতে হয়। এছাড়া যাজ্যামন্ত্রের শেষ স্বরবর্ণের প্লুতি হয় এবং অন্তিম ব্যঞ্জনবর্ণের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। সূত্রে অনুমন্ত্রণকেও যাজ্যার অন্তর্ভুক্ত করায় যাজ্যা উপলক্ষে যে বাক্‌নিয়ন্ত্রণ করতে হয় (৪৬ সূ. দ্র.) তা অনুমন্ত্রণ পর্যন্ত বজায় রাখতে হয়।

তনূনপাদগ্ন আজ্যস্য বেত্বিতি দ্বিতীয়োঽন্যত্র বসিষ্ঠশুনকাত্রিবধ্র্যশ্বরাজন্যেভ্যঃ ।। ২৪।। [২১]

অনু.— বসিষ্ঠ, শুনক, অত্রি, বধ্র্যশ্ব এবং ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্যত্র দ্বিতীয় (প্রাযাজের যাজ্যা মন্ত্র হবে) 'তনূ—' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— রাজন্য = রাজন্ + সন্তান অর্থে যত্ (পা. ৪/১/১৩৭)। বসিষ্ঠ প্রভৃতি চার ঋষিবংশের যজমান এবং ক্ষত্রিয় বংশের যজমান ছাড়া অন্যান্য যজমানদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রযাজের যাজ্যা মন্ত্র হবে 'তনূ—'। শা. ১/৭/২ সূত্রে এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

নরাশংসো অগ্ন আজ্যস্য বেত্বিতি তেষাম্ ।। ২৫।। [২২]

অনু.— তাঁদের (প্রযাজ) 'নরা-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— ঐ বসিষ্ঠ প্রভৃতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রযাজের যাজ্যা-মন্ত্র হল 'নরা—'। শা. ১/৭/৩ সূত্রে বসিষ্ঠ প্রভৃতির, কণ্ব ও সংকৃতিদের এবং সন্তানার্থীদের ক্ষেত্রে এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

ইড়ো অগ্ন আজ্যস্য ব্যন্ত্বিতি তৃতীয়ঃ ।। ২৬।। [২৩]

অনু.— 'ইড়ো-' (সূ.) (হচ্ছে) তৃতীয় (প্রযাজ)।

ব্যাখ্যা— সব গোত্রেরই যজমানের ক্ষেত্রে 'ইড়ো-' হচ্ছে তৃতীয় প্রযাজের যাজ্যা। শা. ১/৭/৪ সূত্রেও এই মন্ত্রই আছে।

বর্হিরগ্ন আজ্যস বেত্বিতি চতুর্থঃ ।। ২৭।। [২৪]

অনু.— 'বর্হিঃ-' (সূ.) (হচ্ছে) চতুর্থ (প্রযাজ)।

আগূর্য পঞ্চমে স্বাহামুং স্বাহামুম্ ইতি যথাবাহিতম্ অনুক্রম্য দেবতা যথাচোদিতম্ অনাবাহিতাঃ স্বাহা দেবা আজ্যপা জুষাণা অগ্ন আজ্যস্য ব্যন্ত্বিতি ।। ২৮।। [২৪]

অনু.— পঞ্চম (প্রযাজে) আগূ পাঠ করে যেমনভাবে আবাহন করা হয়েছিল (তেমনভাবেই) দেবতাদের 'স্বাহা অমুককে' 'স্বাহা অমুককে' এই (-রূপে) উল্লেখ করে আবাহন করা হয় নি (এমন) যথাবিহিত (দেবতাদেরও উল্লেখ করে) 'স্বাহা-' (সূ.) এই (মন্ত্রাংশ পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যথাবাহিতম্ = আবাহন অনুসারে। যথাচোদিতম্ = যথাবিহিত। অনুক্রম্য = উল্লেখ করে। পঞ্চম প্রযাজে

যাজ্যাপাঠের জন্য প্রথমে আগূ পাঠ করে তার পরে যে দেবতাদের আগে আবাহন করা হয়েছিল তাঁদের প্রত্যেককে, এমন-কি 'যথাবাহিতম্' বলায় আবাহনের সময়ে ভুলবশত অতিরিক্ত কোন দেবতাকে আবাহন করা হয়ে থাকলে তাঁকেও (প্রসঙ্গত ৩/১৩/২৫ সূ. দ্র.) 'স্বাহা অমুককে'— স্বাহাগ্নিং স্বাহা সোমং স্বাহাগ্নিং স্বাহা বিষ্ণুম্ (বা স্বাহাগ্নীষোমৌ-উপাংশু) স্বাহাগ্নীষোমৌ (বা স্বাহেন্দ্রাগ্নী বা স্বাহেন্দ্রং বা স্বাহা মহেন্দ্রং)— এইভাবে উল্লেখ করে এবং 'অনাবাহিতাঃ' বলায় আবাহনযোগ্য যে-সব দেবতাদের আবাহনের সময়ে আবাহন করতে ভুল হয়ে গিয়েছিল, সেই সব দেবতাদেরও শাস্ত্রবিহিত ক্রমেই প্রত্যেককে (আবাহনের ভুলক্রমে নয়) 'স্বাহা অমুককে' বলে উল্লেখ করে সবশেষে 'স্বাহা দেবা আজ্যপা-' অংশটি বলবেন। সূত্রে দু-বার 'স্বাহামুম্' বলার উদ্দেশ্য প্রত্যেক দেবতার ক্ষেত্রেই স্বাহা-শব্দ উল্লেখ করতে হবে এবং বিরাম না নিয়ে দেবতাদের উল্লেখ করে যেতে হবে, আবাহনের মতো ১/৩/১৮ সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেকের নামের পরে থামলে চলবে না। সূত্রে 'যথাবাহিতম্' বলায় আবাহনের মতো এখানেও আজ্যভাগ, প্রধানযাগ, প্রযাজ, অনুযাজ এবং স্বিষ্টকৃতের দেবতাদের নাম উল্লেখ করা উচিত, কিন্তু সূক্তবাকের মতো ('আবাপিকান্তম্ অনুক্রম্য'— ১/৯/৫ সূ. দ্র.) এখানেও আবাপিকা (= প্রধানদেবতা) পর্যন্ত দেবতাদেরই নাম উল্লেখ করবেন। তার পরে করবেন 'স্বাহা দেবা আজ্যপা জুষাণা' মন্ত্রে আজ্যপ (= প্রযাজ ও অনুযাজের) দেবতাদের উল্লেখ। স্বিষ্টকৃতের দেবতার কোন উল্লেখ করতে হবে না। তাছাড়া আবাহনের সময়ে ভুলবশত কোন অতিরিক্ত দেবতাকে আবাহন করা হয়ে থাকলে এখানে তাঁর নামও স্বাহা-শব্দের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। 'যথাচোদিতম্ অনাবাহিতাঃ' বলায় কোন খণ্ডতন্ত্র যজ্ঞ অর্থাৎ পূর্ণাবয়ব নয় এমন কোন খণ্ডিত বা সংক্ষিপ্ত যজ্ঞ আবাহনের পর থেকে শুরু হলেও (যেমন 'প্রযাজাদ্যনুযাজান্তা'— ৬/১৩/৪ স্থলে) এবং তার ফলে আগে আবাহন না হয়ে থাকলেও সেখানে আজ্যভাগ ও প্রধানযাগের বিহিত দেবতাদের নাম 'স্বাহা' শব্দের সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে। 'আগূর্য' না বললে ৬/২/৬ সূত্রের ক্ষেত্রে যেমন যাজ্যার আগূর আগেই 'এবা—' মন্ত্রটি জপ করা হয়, এখানেও তেমন আগূর আগেই 'স্বাহা-' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতে হত। ৬/১০/১৮ সূত্রের বৃত্তিতে নারায়ণ বলেছেন ''ব্রূয়াদ্ ইতি বক্তব্যে অনুব্রবেদ্ ইতি অনুশব্দসম্বন্ধাত্ জ্ঞায়তে অনুমন্ত্রণপ্রকারোঽয়ম্ ইতি''— ব্রূয়াত্ না বলে অনুব্রবেত্ বলায় বুঝতে হবে এটি অনুমন্ত্রণের মতোই পাঠ্য। ''স্বাহাগ্নিং স্বাহা সোমং স্বাহাগ্নিং স্বাহাগ্নীষোমৌ বিষ্ণুং বা স্বাহাগ্নীষোমৌ স্বাহেন্দ্রাগ্নী স্বাহেন্দ্রং মহেন্দ্রং বা স্বাহা দেবা আজ্যপা জুষাণা অগ্ন আজ্যস্য হবিষো ব্যন্তু''— শা. ১/৭/৬।

আতো মন্দ্রেণ ।। ২৯।। [২৫]

অনু.— এই পর্যন্ত মন্দ্রস্বরে (সব মন্ত্র পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— শুরু থেকে পঞ্চম প্রযাজ পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্র মন্দ্র স্বরে অর্থাৎ শুধু খুব কাছের লোকই যাতে শুনতে পায় এমন স্বরে পাঠ করতে হবে। কাত্যায়নের মতে কিন্তু 'প্রথমস্থানেন প্রাক্ স্বিষ্টকৃতঃ' (কা. শ্রৌ. ৩/১/৩)— স্বিষ্টকৃতের আগে পর্যন্ত ঋক্‌মন্ত্র ও নিগদ মন্ত্র উপাংশুর অপেক্ষায় সামান্য উচ্চস্বরে পাঠ করতে হয়। ৪/১/২৫-৬ সূত্র থেকে বোঝা যায় যে, মন্দ্র, মধ্যম অথবা উত্তম যে স্বরেই মন্ত্র উচ্চারণ করা হোক তা কণ্ঠ যমে উচ্চারণ করতে হবে। ''স্রুগ্-আদাপনাদি মন্দ্রয়াজ্যভাগান্তম্''— শা. ১/১৪/২২।

উর্ধ্বং চ শংযুবাকাত্ ।। ৩০।। [২৬]

অনু.— এবং শংযুবাকের পরে (সব মন্ত্রও তা-ই)।

ব্যাখ্যা— শংযুবাকের (১/১০/১ সূ. দ্র.) পরেও যাবতীয় অনুষ্ঠানে মন্ত্রে মন্দ্রস্বর প্রয়োগ করতে হয়।

মধ্যমেন হবীংষ্যা স্বিষ্টকৃতঃ ।। ৩১।। [২৭]

অনু.— (প্রযাজের পর থেকে) স্বিষ্টকৃত্ পর্যন্ত (সব) অনুষ্ঠান (হবে) মধ্যম স্বরে।

ব্যাখ্যা— হবীংষি = (প্রধান) যাগ, অনুষ্ঠান। আ = আগে পর্যন্ত (মর্যাদা), এই পর্যন্ত (অভিবিধি)। স্বিষ্টকৃতের আগে বা স্বিষ্টকৃত্ পর্যন্ত সব অনুষ্ঠান হবে মধ্যম স্বরে অর্থাৎ একটু দূরের লোক শুনতে পায় এমন স্বরে। অন্যত্র 'আ' শব্দের অর্থ 'এই পর্যন্ত' হলেও এখানে তা মর্যাদা ও অভিবিধি দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই স্বিষ্টকৃতের মন্ত্র কোন্ স্বরে পড়া হবে

তা অধ্বর্যুর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করতে হয়। কাত্যায়নের মতে 'মধ্যমেনেডায়াঃ' (কা. শ্রৌ. ৩/১/৪) সূত্র অনুসারে স্বিষ্টকৃত্ থেকে ইড়াভক্ষণ পর্যন্ত অনুষ্ঠানে মধ্যম স্বরে মন্ত্র পাঠ করতে হয়। সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রে 'হবীংষি' বলায় দর্শপূর্ণমাসে না থাকলেও অন্য যাগে বাজিন, পৌর্ণদর্ব প্রভৃতি আহুতির এবং 'এতস্মিন্নেবা-' (আ. ৪/৮/৩৩) সূত্রের ক্ষেত্রেও মধ্যম স্বরেই মন্ত্র পাঠ করতে হবে। 'আ স্বিষ্টকৃতঃ' বলা থাকায় আজ্যভাগ, মনোতা প্রভৃতির মন্ত্র মধ্যমস্বরে পঠিত হবে। বৃত্তিকারের মতে— 'হবিঃ' পদটির উল্লেখ থাকায় স্থানের পরিবর্তন ঘটলেও প্রধানযাগের মন্ত্র মধ্যমস্বরেই পাঠ করতে হবে 'হবির্গ্রহণং স্থানান্তরেঽপি প্রধানহবিষাম্ মধ্যমস্বর এব' (না.)। প্রযাজের পর থেকে স্বিষ্টকৃত্ অথবা তার আগে পর্যন্ত সমস্ত প্রধানযাগের মন্ত্র মধ্যম স্বরে পাঠ করতে হয় এই হল সূত্রের সারার্থ। "পরং মধ্যময়া"— শা. ১/১৪/২৩।

উত্তমেন শেষঃ ।। ৩২।। [২৮]

অনু.— অবশিষ্ট (অনুষ্ঠান হবে) উত্তম (স্বরে)।

ব্যাখ্যা— অবশিষ্ট অর্থাৎ স্বিষ্টকৃত্ অথবা তার পর থেকে ইড়াভক্ষণ পর্যন্ত সব অনুষ্ঠান হবে 'তার' স্বরে অর্থাৎ দূরের লোক শুনতে পায় এমন স্বরে। প্রসঙ্গত 'শেষম্ উত্তমেন' (কা. শ্রৌ. ৩/১/৫) সূ. দ্র.। ২৯-৩২ নং পর্যন্ত চারটি সূত্রে যা বলা হল তা থেকে দাঁড়াচ্ছে এই যে, প্রথম (শুরু) থেকে পঞ্চম প্রযাজ পর্যন্ত সব মন্ত্র মন্দ্রস্বরে, প্রযাজের পর থেকে স্বিষ্টকৃত্ বা তার আগে পর্যন্ত মধ্যম স্বরে, স্বিষ্টকৃত্ বা তার পর (ইড়া-আহ্বান) থেকে শংযুবাক পর্যন্ত তার স্বরে এবং শংযুবাকের পর থেকে যাগের সমাপ্তি পর্যন্ত আবার মন্দ্রস্বরে সমস্ত মন্ত্র পাঠ করতে হয়। "অনুযাজাদ্যুত্তময়া"— শা. ১/১৪/২৪।

অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্ ইতি পূর্বস্যাজ্যভাগস্যানুবাক্যা ।। ৩৩।। [২৯]

অনু.— 'অগ্নি—' (৬/১৬/৩৪) প্রথম আজ্যভাগের অনুবাক্যা।

ব্যাখ্যা— এই মন্ত্রে 'জঙ্ঘনদ্' পদটি হন্-ধাতুঘটিত। শা. ১/৮/১ সূত্রে এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

ত্বং সোমাসি সত্পতির্ ইত্যুত্তরস্য ।। ৩৪।। [২৯]

অনু.— 'ত্বং-' (১/৯১/৫) পরবর্তী (আজ্যভাগের অনুবাক্যা)।

ব্যাখ্যা— এই মন্ত্রে 'বৃত্রহা' পদ বর্তমান। শা. ১/৮/১ সূত্রের বিধানও তা-ই।

জুষাণো অগ্নির্ আজ্যস্য বেত্বিতি পূর্বস্য যাজ্যা ।। ৩৫।। [২৯]

অনু.— 'জুষাণো-' (সূ.) প্রথম (আজ্যভাগের) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— শা. ১/৮/৩ সূত্রে 'আজ্যস্য' পদের পরে অতিরিক্ত 'হবিষো' পদটিও আছে।

জুষাণঃ সোম আজ্যস্য হবিষো বেত্বিত্যুত্তরস্য ।। ৩৬।। [২৯]

অনু.— 'জুষাণঃ-' (সূ.) পরবর্তী (আজ্যভাগের যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— শা. ১/৮/৩ সূত্রের বিধানও তা-ই।

তাব্ আগূর্যাদেশং যজতি ।। ৩৭।। [২৯]

অনু.— আগূ পাঠ করে (দেবতার) নাম উল্লেখ করে করে ঐ দুটি (মন্ত্র) যাজ্যারূপে পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— আদেশম্ = দেবতার নাম উল্লেখ করে করে। যজতি = যাজ্যা পাঠ করেন। আজ্যভাগের যাজ্যার আগে আগূ পাঠ করে, পরে দেবতার নাম দ্বিতীয়া বিভক্তিতে উল্লেখ করে তারপরে যাজ্যামন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। দেবতার নামের সঙ্গে

যাজ্যামন্ত্রটিকে জুড়ে নিয়ে পাঠ করতে হয়। ২/১১/৪ সূত্রে 'ত্বষ্টারং সরস্বতীম্' ইত্যাদি পদে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকায় বুঝতে হবে যে, দেবতার নাম এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তিতেই উল্লেখ করতে হয়।

সর্বাশ্ চানুবাক্যাবত্যোঽপ্রৈষা অন্যা অন্বায়াত্যাভ্যঃ ।। ৩৮।। [৩০]

অনু.— এবং অন্বায়াত্য ছাড়া অনুবাক্যাযুক্ত প্রৈষহীন সমস্ত (দেবতা নাম-সমেত যাজ্যায় উল্লিখিত হবেন)।

ব্যাখ্যা— অন্বায়াত্য ছাড়া অন্য যে-সব দেবতার ক্ষেত্রে যাজ্যার আগে অনুবাক্যা পাঠ করতে হয়, কিন্তু মৈত্রাবরুণকে ঋগ্বেদসংহিতার প্রৈষাধ্যায়ে সঙ্কলিত প্রৈষমন্ত্র পাঠ করতে হয় না অর্থাৎ অনুবাক্যার পরেই অধ্বর্যুর নির্দেশে সরাসরি যাজ্যামন্ত্র পাঠ করতে হয়, সেই-সব দেবতার বেলায় যাজ্যায় আগূ পাঠ করার পরে পৃথক্- ভাবে দেবতার নাম দ্বিতীয়া বিভক্তিতে উল্লেখ করে তবে যাজ্যামন্ত্র পাঠ করবেন। অনুবাক্যা না থাকলে অথবা মৈত্রাবরুণ-পাঠ্য প্রৈষ থাকলে যাজ্যায় দেবতার নাম উল্লেখ করতে নেই। অন্বায়াত্য দেবতাদের ক্ষেত্রে অনুবাক্যা থাকলেও এবং প্রৈষ পাঠ করতে না হলেও যাজ্যায় দেবতার নাম উল্লেখ করতে হয় না। 'অন্বায়াত্য' বলতে বোঝায় সেই-সব দেবতা যাঁদের নামের ক্ষেত্রে সূত্রে 'অন্বায়াত' বা 'অনুনির্বপেত্' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন— ৩/৫/৭; ৬/১৪/১৫ ইত্যাদি সূ. দ্র.। 'সর্বাঃ' বলায় আজ্যভাগের দেবতার ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। ফলে পশুযাগে আজ্যভাগে অনুবাক্যা মন্ত্র থাকলেও প্রৈষমন্ত্র পাঠ করতে হয় বলে (৩/১/১৫ দ্র.) সেখানে যাজ্যায় দেবতার নাম উল্লেখ করতে হবে না। প্রসঙ্গত ৩/৪/৮ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। 'অনুবাক্যাবত্যঃ' বলায় প্রযাজ ও অনুযাজে অনুবাক্যা না থাকায় যাজ্যায় আগূপাঠের পরে দেবতার নাম পৃথক্ করে উল্লেখ করতে হয় না।

সৌমিকীভ্যশ্ চ যা অন্তরেণ বৈশ্বানরীয়ং পত্নীসংযাজাংশ্ চ ।। ৩৯।। [৩১]

অনু.— এবং যাঁরা বৈশ্বানরীয় ও পত্নীসংযাজের মধ্যে (আছেন সেই) সৌমিকী দেবতা (ছাড়া অন্য দেবতাদের যাজ্যায় নাম উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— নারায়ণের মতে 'সৌমিকী' শব্দের অর্থ সোমযাগেই যাঁর আবির্ভাব ঘটেছে— সোমে উত্পন্না, ন সোমে প্রযোজ্যা অপি'। 'প্রায়শ্চিত্তিক্যঃ' (২/১৫/৫) সূত্রের 'প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণোত্পন্নাঃ' এই বৃত্তি থেকে মনে হচ্ছে এখানে 'সৌমিক্যঃ' বলতে বৃত্তিকার বোঝাতে চাইছেন অন্য যাগের প্রকরণ থেকে 'অতিদেশ'— বলে সোমযাগে যাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁরা নন, সোমযাগেই যাঁদের উদ্দেশে বিশেষ বিশেষ আহুতির বিধান দেওয়া হয়েছে, যাঁরা সোমযাগে উপদেশপ্রাপ্ত (প্রত্যক্ষবিহিত) তাঁরা। সোমযাগের আহুতির ক্ষেত্রেই তাই এই নিয়ম প্রযোজ্য। অপর পক্ষে সিদ্ধান্তীর মতে কিন্তু অন্য যাগে স্তুত হয়ে থাকলেও অথবা আহুতি প্রাপ্ত হলেও সোমযাগে আবার যাঁদের 'অতিদেশ'— বলে উপস্থিত ঘটে থাকে তাঁরাই (ও) সৌমিকী দেবতা। —"সোমে যাঃ প্রযুজ্যন্তে তাঃ সৌমিক্যঃ ন সোমোত্পন্না ইতি"। তাঁর যুক্তি হল— বাজী-দেবতাদের উল্লেখ সোমযাগের প্রকরণেই যে প্রথম পাওয়া যায় তা নয়। চাতুর্মাস্যের প্রকরণে ২/১৬/১৬ সূত্রেই আমরা তাঁদের প্রথম উল্লেখ বা সন্ধান পাই। বাজী-গণ তাই সোমে উৎপন্ন এই অর্থে সৌমিকী নন। আলোচ্য সূত্রে 'সৌমিকী' শব্দের অর্থ যদি সোম-প্রকরণে উৎপন্ন এ-ই মানা হয় তাহলে বাজীদের যাজ্যার 'আদেশ' বা নাম-উল্লেখে কোন বাধা থাকে না, কারণ সোমযাগে উৎপন্ন দেবতা ছাড়া অন্য সকল দেবতারই যাজ্যার নাম-উল্লেখের কথা এখানে এই সূত্রে বলা হয়েছে। আদেশে বাধা যখন নেই তাহলে চাতুর্মাস্যের যাজ্যায় বাজীদের অবশ্যই 'আদেশ' করার কথা। তবুও যখন সূত্রকার 'বাজিভ্যো বাজিনম্ অনাবাহ্যাদেশম্' (২/১৬/১৬) সূত্রে বাজীদের উদ্দেশে চাতুর্মাস্য-যাগে আদেশের আবার নির্দেশ দিয়েছেন তখন বুঝতে হবে আলোচ্য সূত্রে 'সৌমিকী' বলতে সোমপ্রকরণে উৎপন্ন দেবতাদের নয়, সোমে অতিদেশপ্রাপ্ত দেবতাদের কথাই(ও) বলা হয়েছে। বাজী-দেবতারা সোমে অতিদেশপ্রাপ্ত (সবনীয় হবির্যাগ ও ৬/১৪/২০, ২১ সূ. দ্র.) বলে তাঁরা সৌমিকী। এই সৌমিকীদের আদেশ আমাদের এই সূত্রে নিষিদ্ধ হয়েছে বলেই সূত্রকার বাজীদের আদেশের উদ্দেশে ঐ ২/১৬/১৬ সূত্রটিতে আদেশের কথা বলেছেন। সৌমিকী শব্দের তাই সোমযাগেও অতিদেশবলে প্রযোজ্য এই অর্থ স্বীকার

করলে সব-কিছুর সঙ্গে সঙ্গতি থাকে। আলোচ্য সূত্রে বৈশ্বানরীয় এবং পত্নীসংযাজ বলতে 'এতস্মিন্ এবাসনে বৈশ্বানরীয়স্য যজতি' (৪/৮/৩৩) এবং 'পত্নীসংযাজৈশ্ চরিত্বা-' (৬/১৩/১) এই দুটি বিশেষ সূত্রকেই বুঝতে হবে। আমাদের বর্তমান সূত্রের অর্থ তাই 'এতস্মিন্ এবা-' সূত্র থেকে 'পত্নী-' পর্যন্ত সূত্রের মাঝে যে-সব সোমযাগীয় (সোমযাগেই উপস্থিত, মতান্তরে সোমযাগেও উপস্থিত) দেবতা আছেন তাঁরা ছাড়া অন্য সকলের ক্ষেত্রে যাজ্যায় দেবতার নাম দ্বিতীয়া বিভক্তিতে উল্লেখ করতে হবে। অন্বারান্ত্য দেবতার এবং এই দুই সূত্রের মধ্যে অবস্থিত সৌমিকীদেবতাদের নাম যাজ্যায় উল্লেখ করতে নেই।

এতৌ বার্ত্রঘ্নৌ পৌর্ণমাস্যাম্ ।। ৪০।। [৩২]

অনু.— এই দুটি বৃত্রঘ্ন-ঘটিত (মন্ত্র) পূর্ণিমায় (প্রযোজ্য)।

ব্যাখ্যা— ৩৩ নং এবং ৩৪নং সূত্রে যে দুটি বৃত্রঘ্ন-মন্ত্র নির্দিষ্ট হয়েছে সেই দুটি মন্ত্র পৌর্ণমাস-যাগের আজ্যভাগের অনুবাক্যা হবে।

অনুবাক্যালিঙ্গবিশেষান্ নামধেয়ান্যত্বম্ ।। ৪১।। [৩৩]

অনু.— অনুবাক্যার বিশেষ চিহ্নের জন্য (মন্ত্রের) ভিন্ন নাম (দেওয়া হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— অনুবাক্যামন্ত্রের মধ্যে কোন বিশেষ চিহ্ন দেখে ঐ মন্ত্রের ভিন্ন নাম দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন এখানে দুটি মন্ত্রে বৃত্রহত্যার অনুকূল অর্থ প্রকাশিত হওয়ায় মন্ত্রদুটিকে 'বার্ত্রঘ্ন' বলা হল। অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা-ই। আজ্যভাগে মন্ত্রের মধ্যে বর্তমান বিশেষ কোন শব্দগত চিহ্ন দ্বারাই অনুবাক্যামন্ত্রের বিশেষ নামকরণ হয়ে থাকে। নামকরণের উদ্দেশ্য এই নয় যে, ঐ নামটি দেবতার কোন বিশেষ গুণ এবং পাঠ্যমন্ত্রে দেবতাকে ঐ বিশেষ গুণসমেত উল্লেখ করতে হবে।

ততো বিচারঃ ।। ৪২।। [৩৩]

অনু.— তা থেকে সিদ্ধান্ত (হয়)।

ব্যাখ্যা— অনুবাক্যামন্ত্রের বিশেষ চিহ্ন থেকে সেই মন্ত্রের বিশেষ নামকরণ করে সেই নামের মাধ্যমে এ-বার থেকে বিভিন্ন যাগে বিভিন্ন আজ্যভাগের অনুবাক্যামন্ত্র নির্দেশ করা হবে। যেখানেই পুংলিঙ্গের দ্বিবচনে কেবল কোন বিশেষ চিহ্নের উল্লেখ করা হবে সেখানেই ঐ বিশেষ চিহ্নযুক্ত মন্ত্রই আজ্যভাগের অনুবাক্যারূপে বিহিত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। যেমন— পুষ্টিমন্তৌ (আ. ২/১/৩১), জীবাতুমন্তৌ (আ. ২/১০/২) ইত্যাদি।

নিত্যে যাজ্যে ।। ৪৩।। [৩৪]

অনু.— পূর্বনির্দিষ্ট দুটি (মন্ত্র) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— পৌর্ণমাসযাগ এবং দর্শযাগে আজ্যভাগের অনুবাক্যায় পার্থক্য থাকলেও যাজ্যামন্ত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু কোন পরিবর্তন হবে না। ৩৫ নং এবং ৩৬ নং সূত্রে যে দুটি যাজ্যামন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে সেই পূর্বোক্ত দুটি মন্ত্রই দর্শ ও পৌর্ণমাস দুই যাগেরই যাজ্যা হবে।

বৃধন্বন্তাব্ অমাবাস্যায়াম্। অগ্নিঃ প্রত্নেন মন্মনা সোম গীর্ভিষ্ট্বা বয়ম্ ইতি ।। ৪৪।। [৩৫]

অনু.— অগ্নিঃ— (৮/৪৪/১২), 'সোম-' (১/৯১/১১) (এই দুটি বৃধবত্ মন্ত্র অমাবস্যায় (অনুবাক্যা)।

ব্যাখ্যা— 'অগ্নি-' এবং 'সোম-' এই দুটি বৃধন্বান্ অর্থাৎ বৃধ্-ধাতু-ঘটিত মন্ত্র হবে দর্শযাগে আজ্যভাগের অনুবাক্যা। প্রথম মন্ত্রে 'বাবৃধে' এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে 'বর্ধয়ামো' পদ আছে। শা. ১/৮/১ সূত্রে এই দুই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে এবং মন্ত্রদুটিকে 'বৃধন্বন্তৌ' বলে চিহ্নিতও করা হয়েছে।

আতো বাগ্‌যমনম্ ।। ৪৫।। [৩৫]

অনু.— এই পর্যন্ত বাক্-নিয়ন্ত্রণ (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— যজ্ঞের আরম্ভ থেকে এই আজ্যভাগ পর্যন্ত বাক্-নিয়ন্ত্রণ করে থাকতে হয়, মন্ত্র পাঠ করা ছাড়া আর কোন কথা এই সময়ের মধ্যে বলতে নেই।

অন্তরা চ যাজ্যানুবাক্যে ।। ৪৬।। [৩৬]

অনু.— অনুবাক্যা ও যাজ্যার মাঝেও (বাক্-নিয়ন্ত্রণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অনুবাক্যা থেকে যাজ্যার সমাপ্তিক্ষণ পর্যন্ত সময়ের মাঝে মুখে অন্য কোন কথা বলবেন না। এর আগে এবং পরে কথা বললে অবশ্য দোষ নেই। কাত্যায়ন বলেছেন প্রৈষের পরে অনুবাক্যার আশ্রাবণ পর্যন্ত এবং যাজ্যায় বষট্‌কার পর্যন্ত কথা বলতে নেই— কা. শ্রৌ. ৩/৩/১৩, ১৬।

নিগদানুবচনাভিষ্টবনশস্ত্রজপানাং চারভ্যা সমাপ্তেঃ ।। ৪৭।। [৩৬]

অনু.— এবং নিগদ, অনুবচন, অভিষ্টবন, শস্ত্র ও জপের আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত (বাক্‌সংযম করে থাকতে হবে)।

ব্যাখ্যা— নিগদ প্রভৃতি মন্ত্রের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের মাঝে মুখে মন্ত্র-উচ্চারণ ছাড়া আর অন্য কোন কথা বলতে নেই। এখানে সূত্রে অভিষ্টবনের পরে 'সংস্তবন' শব্দটি উহ্য আছে বলে ধরতে হবে। এ-বিষয়ে সিদ্ধান্তীর মতও তা-ই। এ ছাড়া তিনি যাজ্যা শব্দটিও এখানে উহ্য আছে বলে ধরছেন। তাহলে আগের সূত্রের অর্থ হতে পারে— অনুবাক্যা থেকে যাজ্যা মন্ত্র শুরু করার সময়ের মাঝে কোন কথা বলা যাবে না। বৃত্তির মতে 'আরভ্য' না বললেও চলত, তবুও তা বলায় বুঝতে হবে যাজ্যা, অনুবাক্যা, নিগদ ইত্যাদি ছাড়া অন্য মন্ত্রের ক্ষেত্রেও পাঠ আরম্ভ করার পরে এই নিয়ম প্রযোজ্য এবং শুধু হোতাকে নয়, মৈত্রাবরুণ প্রভৃতি অপর ঋত্বিক্‌দেরও বাক্‌সংযমের এই নিয়ম পালন করতে হবে। 'আ সমাপ্তেঃ' বলায় ঘর্মে অভিষ্টবনে পূর্বপটলের পাঠ শেষ হলেও অভিষ্টবন যতক্ষণ সমাপ্ত না হয় ততক্ষণ অর্থাৎ উত্তরপটলের শেষ পর্যন্ত বাক্-সংযত হয়ে থাকতে হবে।

অন্যদ্ যজ্ঞস্য সাধনাৎ ।। ৪৮।। [৩৭]

অনু.— যজ্ঞের সম্পাদন ছাড়া অন্য (কোন কথা বলবেন না)।

ব্যাখ্যা— বাক্-নিয়ন্ত্রণ করবেন মানে যজ্ঞের নির্বাহ ছাড়া অন্য কোন কথা বলবেন না। যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তাই কোন ত্রুটি ঘটলে সে-ক্ষেত্রে 'এই রকম করা ঠিক হয়নি', 'এই রকম করুন' ইত্যাদি বলা যেতে পারে, এতে কোন দোষ হয় না।

আপদ্যাতো দেবা অবন্তু ন ইতি জপেৎ ।। ৪৯।। [৩৮]

অনু.— নিয়ম অতিক্রম করে 'অতো—' (১/২২/১৬) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

ব্যাখ্যা— আপদ্য = নিয়ম লঙ্ঘন করে। নিয়ম লঙ্ঘন করে কথা বলে ফেললে 'অতো-' মন্ত্রটি জপ করবেন।

অপি বান্যাং বৈষ্ণবীম্ ।। ৫০।। [৩৯]

অনু.— অথবা অন্য (কোন) বিষ্ণুদেবতার (মন্ত্র জপ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'অন্যাম্' বলায় আগের সূত্রে নির্দিষ্ট মন্ত্রটিরও দেবতা বিষ্ণু বলে বুঝতে হবে। 'বৈষ্ণব্যা বা' (আ. ৬/৭/৫) হলেও তাই ঐ 'অতো-' মন্ত্রটি বলা হতে পারে।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা (১/৬)

[প্রধানযাগ, স্বিষ্টকৃত্]

উক্তা দেবতাস্ তাসাং যাজ্যানুবাক্যাঃ ।।১।।

অনু.— দেবতা বলা হয়ে গেছে। তাঁদের যাজ্যা ও অনুবাক্যাগুলি (এ-বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— প্রধানযাগের দেবতাদের নাম আবাহন-প্রসঙ্গে ১/৩/৯-১৩ সূত্রেই বলা হয়ে গেছে। এখন তাঁদের অনুবাক্যা ও যাজ্যা মন্ত্র বলা হচ্ছে। সূত্রে 'উক্তা দেবতাঃ' বলে সূত্রকার আবাহনের প্রসঙ্গে উল্লিখিত দেবতাদের নাম এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছেন। এ থেকে বুঝতে হবে যে, যেখানেই আগে দেবতাদের নাম উল্লেখ করে পরে মন্ত্র নির্দেশ করা হয় সেখানেই ঐ নির্দিষ্ট মন্ত্রগুলি পূর্বোক্ত দেবতাদেরই মন্ত্র।

অগ্নির্মূর্ধা ভুবো যজ্ঞস্যায়মগ্নিঃ সহস্রিণ ইতি বেদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতামগ্নীষোমা সবেদসা যুবমেতানি দিবি রোচনানীন্দ্রাগ্নী অবসা গতং গীর্ভির্বিপ্রঃ প্রমতিমিচ্ছমান এন্দ্র সানসিং রয়িং প্র সসাহিষে পুরুহূত শত্রূন্ মহাঁ ইন্দ্রো যো ওজসা ভুবস্ত্বমিন্দ্র ব্রহ্মণা মহান্ ইতি ।।২।। [১]

অনু.— ব্যাখ্যা দ্র.।

ব্যাখ্যা— 'অগ্নি—' (ঋ. ৮/৪৪/১৬), 'ভুবো—' (১০/৮/৬) অথবা 'অয়ম—' (৮/৭৫/৪) অগ্নির, ' ইদং—' (১/২২/১৭), 'ত্রি'— (৭/১০০/৩) বিষ্ণুর, 'অগ্নী—' (১/৯৩/৯), 'যুবমে—' (১/৯৩/৫) অগ্নি-সোমের, 'ইন্দ্রাগ্নী—' (৭/৯৪/৭), 'গীর্ভি—' (৭/৯৩/৪) ইন্দ্র-অগ্নির, 'এন্দ্র—' (১/৮/১), 'প্র—' (১০/১৮০/১) ইন্দ্রের, 'মহাঁ—' (৮/৬/১), 'ভুব—' (১০/৫০/৪) মহেন্দ্রের অনুবাক্যা ও যাজ্যা। কোন্ মন্ত্রটি কোন্ দেবতার অনুবাক্যা ও যাজ্যা তা বুঝতে হবে মন্ত্রে প্রকাশিত দেবতার নাম দেখে। প্রত্যেক দেবতার ক্ষেত্রে আবার প্রথম মন্ত্রটি অনুবাক্যা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে যাজ্যা। যাজ্যার ঠিক পরেই 'অয়মগ্নিঃ সহস্রিণ ইতি বা' বলায় এটিও একটি বিকল্প যাজ্যামন্ত্রই। যাতে কোন্‌টি স্বাভাবিক অগ্নি-সোম দেবতার মন্ত্র এবং কোন্‌টি উপাংশুস্বরে পাঠ্য দ্বিতীয় প্রধানদেবতা অগ্নি-সোমের মন্ত্র তা নিয়ে কোন সংশয় ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় সেই কারণে সূত্রকার উপাংশু-দেবতার মন্ত্র এই সূত্রে উল্লেখ না করে পরবর্তী সূত্রে তা নির্দেশ করছেন। যাজ্যা মন্ত্র সাধারণত ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের হয়ে থাকে (আ. ২/১৪/২২ দ্র.), কিন্তু 'অয়ম—' এই মন্ত্রটি গায়ত্রী ছন্দের। আধানে গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্রের বাহুল্য থাকায় সেখানেই তাই এটি প্রয়োগ করা সঙ্গত। শা. গ্রন্থে 'অয়ম—' মন্ত্রটির কোন উল্লেখ নেই। 'বষট্—' (ঋ. ৭/৯৯/৭) অথবা 'জুষাণো বিষ্ণুরাজ্যস্য হবিষো' বিষ্ণুর, 'প্র চর্ষণিভ্যঃ—' (১/১০৯/৬) ইন্দ্র-অগ্নির এবং 'মহাঁ ইন্দ্রো নৃবদা—' (৬/১৯/১) মহেন্দ্রের যাজ্যা — শা. ১/৮/৪-১৩ দ্র.।

যদ্যগ্নীষোমীয় উপাংশুযাজোঽগ্নীষোমা যো অদ্য বামান্যং দিবো মাতরিশ্বা জভারেতি ।।৩।। [১]

অনু.— যদি অগ্নি-সোম-সম্পর্কিত উপাংশুযাগ (হয় তাহলে অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'অগ্নী—' (ঋ. ১/৯৩/২), 'আন্যং—' (১/৯৩/৬)।

ব্যাখ্যা— 'অগ্নী—' অনুবাক্যা, 'আন্যং—' যাজ্যা। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, যদিও যাগটি দর্শপূর্ণমাস, তবুও প্রধানযাগে পূর্ণমাস অথবা অমাবস্যা কেউই দেবতা নন। শুধু তৈত্তিরীয়শাখার যজমানের ক্ষেত্রে প্রধানযাগের পরে স্রুব দ্বারা যে পার্বণহোম করা হয় সেখানেই তাঁরা দেবতা। শা. মতে দুটি মন্ত্রই ভিন্ন— "অগ্নীষোমাব্ ইমম্ ইত্যুপাংশুযাজস্য পুরোনুবাক্যা; জুষাণাব্ অগ্নীষোমাব্ আজ্যস্য হবিষো বীতাম্ ইতি যাজ্যা"— ১/৮/৬, ৭।

অথ স্বিষ্টকৃতঃ ।। ৪।। [২]

অনু.— এ-বার স্বিষ্টকৃতের (অনুবাক্যা ও যাজ্যা বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— 'অথ' বলার উদ্দেশ্য আবাহনের ক্রম অনুযায়ী এখানে প্রধানদেবতার পরে প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতার উল্লেখ ও অনুষ্ঠান করা হচ্ছে না, হচ্ছে স্বিষ্টকৃতের দেবতার অনুবাক্যা ও যাজ্যার উল্লেখ ও অনুষ্ঠান। 'স্বিষ্টকৃত্' বলতে বোঝায় যিনি যাগকে সুসম্পন্ন করেন বা করেছেন তিনি।

পিপ্রীহি দেবাঁ উশতো যবিষ্ঠেত্যনুবাক্যা ।। ৫।। [২]

অনু.— 'পিপ্রীহি—' (ঋ. ১০/২/১) অনুবাক্যা।

ব্যাখ্যা— এই মন্ত্রটি স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা। 'অনুবাক্যা' না বললেও বোঝা যেত যে এটি অনুবাক্যাই, তবুও তা স্পষ্টত উল্লেখ করায় বুঝতে হবে সর্বত্রই প্রথম মন্ত্রটি অনুবাক্যা এবং পরবর্তী মন্ত্রটি যাজ্যা। শা. ১/৯/১ সূত্রেও এই মন্ত্রটিই বিহিত হয়েছে।

যেও যজামহেঽগ্নিং স্বিষ্টকৃতম্ অয়াড়গ্নির্ ইত্যুক্ত্বা ষষ্ঠ্যা বিভক্ত্যা দেবতাম্ আদিশ্য প্রিয়া ধামান্যয়াড় ইত্যুপসনত্যনুয়াত্ ।। ৬।। [৩]

অনু.— (যাজ্যায়) 'যে—' (সূ.) এই (মন্ত্র) বলে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা দেবতাকে উল্লেখ করে 'প্রিয়া—' (সূ.) এই (মন্ত্র) জুড়ে দেবেন।

ব্যাখ্যা— দ্র. যে, সূত্রকার ১/৫/১৮ সূত্র ছাড়া অন্য কোথাও নিজে যাজ্যামন্ত্রে আগূ পাঠ করে দেখান নি, কিন্তু এখানে তা করেছেন। উদ্দেশ্য এই কথাই বোঝান যে, এখানেও পঞ্চম প্রযাজের মতোই যেটি যাজ্যামন্ত্র তার ঠিক আগে আগূ পাঠ করা হবে না, হবে দেবতাদের নাম-উল্লেখেরও আগে। দেবতাদের নাম উল্লেখ করতে হবে আবাহনের ক্রম অনুযায়ীই। তবে প্রথমেই স্বিষ্টকৃত্ দেবতার নাম উল্লেখ করতে হবে এবং আবাহনের মতো 'অগ্নিং হোত্রায়' না বলে বলতে হবে 'অগ্নিং স্বিষ্টকৃতম্'। যাজ্যায় আগূ ও স্বিষ্টকৃত্ অগ্নির নাম উল্লেখের পরে আবাহনের দেবতাদের নাম যখন হোতা একে একে উল্লেখ করবেন তখন তিনি প্রত্যেকের নামের আগে 'অয়াট্' এবং প্রত্যেকের নামের পরে 'প্রিয়া ধামানি' পদ উচ্চারণ করবেন। প্রথম দেবতার বেলায় শুধু কেবল অয়াড় না বলে বলবেন 'অয়াড়গ্নিঃ'। দেবতাদের নাম এখানে উল্লেখ করতে হবে দ্বিতীয়া বিভক্তিতে নয়, ষষ্ঠী বিভক্তিতে। এক দেবতার নামের শেষে যে 'প্রিয়া ধামানি' এবং পরবর্তী দেবতার নামের আগে যে 'অয়াট্' তা সন্ধি করে পাঠ করতে হবে অর্থাৎ বলতে হবে 'প্রিয়া ধামান্যয়াট্ (ড্)'। আবাহনের প্রত্যেক দেবতাকে আবাহন করার পরে যেমন থামা হয় এখানে কিন্তু তেমন প্রত্যেক দেবতার নামের পরে 'প্রিয়া ধামানি' বলে থেমে গেলে চলবে না, 'অয়াট্' পর্যন্ত একনিঃশ্বাসে পাঠ করে যেতে হবে। যদিও এক মন্ত্রের পদের সঙ্গে অন্য মন্ত্রের পদ যুক্ত (সন্তান) করতে হলে সাধারণত প্রণব ব্যবহার করতে হয়, এখানে কিন্তু তা করতে হবে না, কেবল সন্ধি করলেই চলবে। যাজ্যার আগে যেহেতু নিগদটিকে পাঠ করা হয়েছে তাই নিগদটি যাজ্যা নয়। এই কারণে যাজ্যা একনিঃশ্বাসে পাঠ করতে হলেও নিগদটি ইচ্ছামত থেমে অথবা একনিঃশ্বাসে পাঠ করা চলবে।

এবম্ উত্তরা অয়াট্ অয়াট্ ইতি ত্বেব তাসাং পুরস্তাত্ ।। ৭।। [৪]

অনু.— এইভাবে পরবর্তী (দেবতাদেরও উল্লেখ করবেন)। তাঁদের (নামের) আগে কিন্তু শুধু 'অয়াট্' 'অয়াট্' বলবেন।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী দেবতাদের নামও এইভাবেই আবাহনেরই ক্রমে 'অয়াট্ অমুকস্য প্রিয়া ধামানি, অয়াট্ অমুকস্য প্রিয়া ধামানি' বলে একে একে উল্লেখ করবেন। পার্থক্য শুধু এই যে, প্রথম দেবতার নামের আগে 'অয়াড়গ্নিঃ' (৬নং সূ. দ্র.) বলা

হলেও তাঁদের ক্ষেত্রে শুধুই 'অয়াট্' বলতে হবে। এই জন্যই সূত্রে 'এব' বলা হয়েছে। মন্ত্রাংশটির অর্থ হল, 'অগ্নি, তুমি অমুকের অমুকের প্রিয় আবাসস্থলগুলিকে যজন করেছ'। যদিও আপাতত মনে হতে পারে যে, প্রত্যেক দেবতার ক্ষেত্রে দু-বার অয়াট্ শব্দ উচ্চারণ করতে হয়, কিন্তু পশুযাগে স্বিষ্টকৃত্-এর প্রৈষে একটি অয়াট্ শব্দ আছে বলে একবারই 'অয়াট্' বলতে হয়। 'অয়াডগ্নিরগ্নেঃ প্রিয়া ধামান্যয়াট্ সোমস্য প্রিয়া ধামান্যয়াডগ্নেঃ প্রিয়া ধামান্যয়াডগ্নীষোময়োঃ প্রিয়া ধামানি বিষ্ণোর্ বা অয়াডগ্নীষোময়োঃ প্রিয়া ধামান্যয়াডিন্দ্রাগ্ন্যোঃ প্রিয়া ধামান্যয়াডিন্দ্রস্য প্রিয়া ধামানি মহেন্দ্রস্য বা"— শা. ১/৯/২।

আজ্যপান্তম্ অনুক্রম্য দেবানামাজ্যপানাং প্রিয়া ধামানি যক্ষদগ্নের্হোতুঃ প্রিয়া ধামানি যক্ষত্ স্বং মহিমানমাযজতামেজ্যা ইষঃ কৃণোতু সো অধ্বরা জাতবেদা জুষতাং হবিরগ্নে যদদ্য বিশো অধ্বরস্য হোতর্ ইত্যনবানং যজতি ।। ৮।। [৫]

অনু.— আজ্যপ দেবতা পর্যন্ত উল্লেখ করে 'দেবা..... হবির্' (সূ.), 'অগ্নে—' (ঋ. ৬/১৫/১৪) এই (মন্ত্র) একনিঃশ্বাসে যাজ্যারূপে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— আজ্যপান্তম্ = আজ্যপদের অর্থাৎ প্রযাজ-অনুযাজের দেবতাদের আগে পর্যন্ত। অনবানম্ = ন-অবানম্ = মাঝে শ্বাস না ফেলে, দম না নিয়ে। আজ্যভাগ ও প্রধানযাগের দেবতার নাম উল্লেখ করে তার পরে 'দেবা..... হবির্' (সূ.) পর্যন্ত নিগদমন্ত্র বলে তার পরে 'অগ্নে-' এই মূল যাজ্যামন্ত্র পাঠ করতে হবে। মন্ত্রটি একনিঃশ্বাসেই পাঠ করতে হয়। ৬নং সূত্রে উপসন্তানের এবং ৭নং সূত্রে 'অয়াট্' শব্দের উল্লেখ থাকলেও ৮নং সূত্রেও 'অয়াট্' শব্দের উল্লেখ করে সূত্রকার এই ইঙ্গিতই দিয়েছেন যে, যেখানেই 'প্রিয়া ধামানি' থাকবে সেখানেই 'অয়াট্' শব্দও পাঠ করতে হবে। এখানেও তাই আজ্যপদের আগে 'অয়াট্' বলতে হবে। শা. ১/৯/২ সূত্রেও এই মন্ত্রটিই বিহিত হয়েছে, তবে সেখানে শেষে হোতর্ পদটি উহ্য।

প্রকৃত্যা বা ।। ৯।। [৬]

অনু.— অথবা স্বাভাবিকভাবে (যাজ্যা পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যাজ্যামন্ত্র একনিঃশ্বাসে না পড়ে যথাস্থানে অর্থাৎ মূল যাজ্যামন্ত্রের প্রথমার্ধের শেষে শ্বাস নিয়েও পাঠ করা চলে। আগের সূত্রে 'বা' শব্দটি জুড়ে দিলে ('অনবানং বা যজতি') এই সূত্রটি সূত্রকারকে আর করতে হত না। তবুও পৃথক্ পৃথক্ সূত্র করায় বুঝতে হবে যে, এই বিকল্প পক্ষটি সমান শক্তিশালী।

সপ্তম কণ্ডিকা (১/৭)

[ইড়াভক্ষণ]

প্রদেশিন্যাঃ পর্বণী উত্তমে অজ্যলিপ্তে ... অভ্যাত্মং নিমার্ষ্টি ।। ১।।

অনু.— তর্জনীর উপরের দুটি পর্বকে (অধ্বর্যু দ্বারা) আজ্যলিপ্ত করিয়ে হৃদয়ের অভিমুখী করে (তা) দুই ওষ্ঠে ঘষবেন।

ব্যাখ্যা— প্রদেশিনী = তর্জনী। হোতা তর্জনীর তলার দিক থেকে যেটি তৃতীয় এবং দ্বিতীয় পর্ব সেই দুই পর্বে (পাঁটে) অধ্বর্যুকে দিয়ে আজ্য মাখিয়ে নিয়ে সেই আজ্য নিজের দুই ঠোঁটে লাগাবেন (আপ. শ্রৌ. ৩/২/৩, ৪ দ্র.)। আজ্য ঠোঁটে লাগাবার সময়ে তর্জনী এবং হাতের তল (চেটো) নিজের বুকের মুখোমুখি করে রাখতে হবে।

বাচস্পতিনা তে হুতস্যেষে প্রাণায় প্রাশ্নামীত্যুত্তরম্ উত্তরে ।। ২।।

অনু.— 'বাচ—' (সূ.) এই (মন্ত্রে) উপর (পর্বকে) উপর (ওষ্ঠে লাগাবেন)।

ব্যাখ্যা— তলা থেকে যেটি তৃতীয় পর্ব, সেই পর্বের আজ্য 'বাচ—' মন্ত্রে উপরের ঠোঁটে লাগাতে হবে। "বাচস্পতিনা তে হুতস্য প্রাশ্নামীষে প্রাণায়েতি পূর্বম্ অঞ্জনম্ অধরৌষ্ঠে নিলিম্পতি"— শা. ১/১০/২।

মনসস্পতিনা তে হুতস্যোর্জেঽপানায় প্রাশ্নামীত্যধরম্ অধরে ।। ৩।। [২]

অনু.— 'মন-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) নীচের (পর্বকে) নীচের (ওষ্ঠে লাগাবেন)।

ব্যাখ্যা— 'মন-' মন্ত্রে তর্জনীর দ্বিতীয় পর্বের আজ্য লাগাবেন নীচের ঠোঁটে। আগের সূত্রে 'উত্তরম্ উত্তরে' বলার পরে এই সূত্রে 'অধরম্ অধরে' না বললেও চলত, তবুও তা বলায় উত্তর শব্দে উত্তরতর এবং অধর শব্দে অধরতর স্থানকে বুঝতে হবে। উত্তরতর এবং অধরতর ওষ্ঠ মানে এই দুই ওষ্ঠের যে অংশে লোমের সারি আছে সেই অংশ। 'ওষ্ঠৌ—' স্থলে অবশ্য বিশেষ নির্দেশ থাকায় সেখানে ওষ্ঠের লোমশূন্য স্থানকেই বুঝতে হবে। "মনসস্পতিনা তে হুতস্য প্রাশ্নাম্যূর্জ উদানায়েত্যুত্তরৌষ্ঠ উত্তরম্"— শা. ১/১০/২।

স্পৃষ্টোদকম্ অঞ্জলিনেডাং প্রতিগৃহ্য সব্যে পাণৌ কৃত্বা পশ্চাদ্ অস্যা উদগ্-অঙ্গুলিং পাণিম্ উপধায়াবান্তরেডাম্ অবদাপয়ীত ।। ৪।। [৩]

অনু.— জল স্পর্শ করে অঞ্জলি দিয়ে ইড়াকে নিয়ে বাঁ হাতে রেখে এই (ইড়ার) পিছনে (ডান) হাতের আঙুলগুলি উত্তরমুখী (করে) রেখে (অধ্বর্যু দ্বারা) ইড়াখণ্ড নেওয়াবেন।

ব্যাখ্যা— অবদাপয়ীত = খণ্ডিত করাবেন, নেওয়াবেন। হোতা ইড়াপাত্রকে নিজের অঞ্জলিতে নিয়ে বাঁ হাতে পাত্রটি রেখে পাত্রের পিছন দিকে ডান হাতের আঙুলগুলি উত্তরমুখী করে রাখবেন। অধ্বর্যু তখন তাঁর ডান হাতে অবান্তরেড়া (= অবান্তর ইড়া) অর্থাৎ ইড়ার কিছু খণ্ডিত অংশ দেবেন। প্রসঙ্গত 'উপস্পৃষ্টোদকায়..... ইডায়া হোতুর্ হস্তেঽবান্তরেডাম্ অবদ্যতি' (আপ. শ্রৌ. ৩/২/৫) সূ. দ্র.। উপস্তরণ, প্রধানযাগের সব-কটি দ্রব্য থেকে দু-বার করে খণ্ডন এবং শেষে দু-বার অভিঘারণ করে এই অবান্তরেড়া নেওয়া হয়। পাত্রে আজ্যস্থাপনকে 'উপস্তরণ', আর পাত্রস্থিত দ্রব্যের উপরে আজ্যক্ষারণকে 'অভিঘারণ' বলে।

অন্তরেণাঙ্গুষ্ঠম্ অঙ্গুলীশ্ চ স্বয়ং দ্বিতীয়ম্ আদদীত ।। ৫।। [৪]

অনু.— অঙ্গুষ্ঠ ও আঙুলগুলির মাঝখান দিয়ে নিজে দ্বিতীয় (বার অবান্তরেড়া) গ্রহণ করবেন।

ব্যাখ্যা— এর পর হোতা অঙ্গুষ্ঠ ও অন্যান্য আঙুলের মাঝখান দিয়ে নিজে আর একখণ্ড ইড়া পাত্র থেকে তুলে নিজের হাতে রাখবেন. 'দ্বিতীয়ম্' বলায় এই খণ্ডটির নামও 'অবান্তরেড়া'। প্রসঙ্গত 'অধ্বর্যুঃ প্রথমম্ অবদানম্ অবদ্যতি স্বয়ং হোতোত্তরম্' (আপ. শ্রৌ. ৩/২/৬) সূ. দ্র.। কীথ বলেছেন অবান্তরেড়া থেকেই এই অংশটি ভেঙে নেওয়া হয় (ঐ. ব্রা. ১৫৬ পৃ. ২ নং টীকা, পুনর্মুদ্রণ দ্র.)।

প্রত্যালভ্যাম্ অঙ্গুষ্ঠেনাভিসংগৃহ্য প্রত্যাহৃত্যাঙ্গুলীর্ অমুষ্টিং কৃত্বা দক্ষিণত ইডাং পরিগৃহ্যাস্যসম্মিতাম্ উপহ্বয়েত প্রাণসম্মিতাং বা ।। ৬।। [৫, ৬]

অনু.— স্পৃষ্ট (ইড়াকে) অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে চেপে ধরে আঙুলগুলি গুটিয়ে নিয়ে (কিন্তু) মুঠা না করে (অবান্তরেড়ার) ডান দিকে (মূল) ইড়াকে (ডান হাতে) নিয়ে মুখের কাছে অথবা নাকের কাছে ধরে (-রাখা সেই ইড়াকে) আহ্বান করবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যু দ্বারা স্পৃষ্ট ইড়াকে মুখ বা নাকের (শাঙ্খায়নের মতে মুখ বা বুকের) কাছে ধরে তার উদ্দেশে মন্ত্রপাঠের নাম ইড়া-উপহ্বান। উপহ্বানের মন্ত্র ৭নং ও ৮নং সূত্রে বলা হয়েছে। বৈ. শ্রৌ. ৬/১২ অংশে বলা হয়েছে "অঙ্গুষ্ঠেনোপসন্ধায়ামুষ্টিং কৃত্বা..... ইডীভাম্ উপহ্বয়মানং হোতারম্ অধ্বর্যুর্ অগ্নীদ্ যজমানশ্চাধারয়ন্তে"। শা. গ্রন্থে বলা হয়েছে "উপস্পৃশ্য

দক্ষিণেনোত্তরেষ্ঠাং ধারয়ন্‌ন্; অপ্রসারিতাভির্ অঙ্গুলিভির্ অমুষ্টিকৃতাভিঃ; স্বয়ং পঞ্চমম্ আদায়; মুখসম্মিতাং ধারয়ন্ হৃদয়সম্মিতাং বা"— শা. ১/১০/৩-৭। অমুষ্টিং কৃত্বা = বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে অন্য আঙুলগুলির বাইরে এনে।

ইড়োপহূতা সহ দিবা বৃহতাদিত্যেনোপাস্মাঁ ইড়া হ্বয়তাং সহ দিবা বৃহতাদিত্যেনেড়োপহূতা সহান্তরিক্ষেণ
বামদেব্যেন বায়ুনোপাস্মাঁ ইড়া হ্বয়তাং সহান্তরিক্ষেণ বামদেব্যেন বায়ুনেড়োপহূতা সহ পৃথিব্যা
রথন্তরেণাগ্নিনোপাস্মাঁ ইড়া হ্বয়তাং সহ পৃথিব্যা রথন্তরেণাগ্নিনোপহূতা গাবঃ সহাশির উপ
মাং গাবঃ সহাশিরা হ্বয়ন্তামুপহূতা ধেনুঃ সহ ঋষভোপ মাং ধেনুঃ সহ ঋষভো
হ্বয়তামুপহূতা গৌর্ঘৃতপদ্যুপ মাং গৌর্ঘৃতপদী হ্বয়তামুপহূতা দিব্যাঃ সপ্ত
হোতার উপ মাং দিব্যা চ সপ্ত হোতারো হ্বয়ন্তামুপহূতঃ সখা ভক্ষ উপ মাং
সখা ভক্ষো হ্বয়তামুপহূতেড়া বৃষ্টিরুপ মামিড়া বৃষ্টির্হ্বয়তাম্ ইত্যুপাংশু ।। ৭।।

অনু.— 'ইড়ো—' (সূ.) এই (মন্ত্রটি) উপাংশু (স্বরে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রে প্রত্যেকটি বাক্য 'হ্বয়তাম্' অথবা 'হ্বয়ন্তাম্' পদে শেষ হয়েছে। নিগদমন্ত্র তন্ত্রস্বরে অর্থাৎ তৎকালীন স্বরেই পাঠ্য, কিন্তু এখানে 'উপাংশু' বলায় এই অংশটি উপাংশুস্বরেই পাঠ করতে হবে। শা. ১/১১ অংশে 'উপহূতং বৃহত্..... জুষস্ব মেন্তে' এই অন্য একটি মন্ত্র জপ করতে বলা হয়েছে।

অথোচ্চৈঃ। ইড়োপহূতোপহূতেড়োপাস্মাঁ ইড়া হ্বয়তামিড়োপহূতা, মানবী ঘৃতপদী মৈত্রাবরুণী, ব্রহ্ম
দেবকৃতমুপহূতং, দৈব্যা অধ্বর্যব উপহূতা উপহূতা মনুষ্যাঃ, য ইমং যজ্ঞমবান্যে চ যজ্ঞপতিং
বর্ধানুপহূতে দ্যাবাপৃথিবী পূর্বজে ঋতাবরী দেবী দেবপুত্রে, উপহূতোঽয়ং
যজমান উত্তরস্যাং দেবযজ্যায়ামুপহূতো ভূয়সি হবিষ্করণ, ইদং মে
দেবা হবির্জুষন্তাম্ ইতি তস্মিন্নুপহূত ইতি ।। ৮।। [৭]

অনু.— এর পর উচ্চস্বরে 'ইড়ো—' (সূ.) এই (মন্ত্রাংশটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'উচ্চৈঃ' বলতে এখানে নিগদমন্ত্রে প্রযোজ্য যে তন্ত্রস্বর সেই স্বরকেই বোঝান হয়েছে। এই মন্ত্রের 'ইড়োপহূতা', 'মনুষ্যাঃ' এবং 'দেবপুত্রে' পদের পরে থামতে হয়। মন্ত্রের বাক্যগুলি 'ইড়োপ', 'ব্রহ্ম', 'দৈব্যা', 'উপ', 'ইদং' এবং 'তস্মিন্' পদে আরম্ভ হয়েছে। 'হবির্জুষন্তাম্ ইতি' অংশে যে ইতি শব্দ আছে তা মন্ত্রের সমাপ্তিসূচক ইতি শব্দ নয়, মন্ত্রেরই অন্তর্গত পদবিশেষ। পরবর্তী যে 'ইতি' শব্দ তা অবশ্য সম্পূর্ণ নিগদ মন্ত্রের সমাপ্তিই সূচিত করেছে। সোমযাগে ৪/২/৮ অনুসারে দীক্ষণীয়া ইষ্টি থেকে শুরু করে সর্বত্র 'উত্তরস্যাং.... হবির্জুষন্তাম্' অংশের স্থানে 'আগু' এবং ৫/৩/৭ অনুসারে 'যজমানঃ' পদের আগে 'সুন্বন্' এই অতিরিক্ত একটি পদ পাঠ করতে হয়। শা. ১/১২ অংশেও এই মন্ত্রটিই বিহিত হয়েছে। আনর্তীয়-গোবিন্দের ভাষ্য অনুযায়ী মৈত্রাবরুণ, উপহূতং, বর্ধান্ এবং দেবপুত্রে পদের পরে এবং সব শেষে থামতে হয়। অত্রত্য ১/১২/২ সূত্র অনুযায়ী শেষে থামার সময়ে ইড়ার আঘ্রাণ নিতে হয়। বাক্যগুলি শেষ হয়েছে বস্তুত হ্বয়তাম্, মৈত্রাবরুণী, উপহূতং, বর্ধান্, দেবপুত্রে, হবিষ্করণ, ইতি, উপহূত পদে।

উপহূয়াবান্তরেড়াং প্রাশ্নীয়াদ্ ইড়ে ভাগং জুষস্ব নঃ পিন্বগা জিন্বার্বতো রায়স্পোষস্যেশিষে তস্য নো রাস্ব
তস্য নো দাস্তস্যাস্তে ভাগমশীমহি। সর্বাত্মানঃ সর্বতনবঃ সর্ববীরাঃ সর্বপূরুষাঃ সর্বপুরুষা ইতি বা ।। ৯।। [৮]

অনু.— উপহ্বান করে 'ইড়ে..... সর্বপূরুষাঃ অথবা সর্বপুরুষাঃ' (সূ.) মন্ত্রে অবান্তরেড়া ভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রের 'সর্বপূরুষাঃ' পদের প্রথম উকারের স্থানে হ্রস্ব উকারে 'সর্বপুরুষাঃ' উচ্চারণ করাও চলে। ইড়াভক্ষণের সময়ে আগে অবান্তরেড়া ভক্ষণ করতে হয়। 'ইড়া সর্বেষাম্', 'যজমানপঞ্চমা ইডাং ভক্ষয়েয়ুঃ' ইত্যাদি উক্তি অনুসারে যজমান ও ঋত্বিক্ সকলকেই ইড়া ভক্ষণ করতে হয়। ৫/৬/১৫ সূত্রের 'প্রকৃতৌ অবান্তরেডাপ্রাশনম্ ইডাপ্রাশনং চ কৃত্বা পশ্চাত্

শৌচার্থম্ আচমনং ভবতি, ন তয়োঃ মধ্যে অপি' এই বৃত্তি থেকেও বোঝা যাচ্ছে যে, উপহ্বান করে অবান্তরেড়া-ভক্ষণের পরে ইড়াভক্ষণও করতে হয়; আচমন করা হয় তার পরে। সিদ্ধান্তিভাষ্যেও বলা আছে 'উপহূয় তদনন্তরম্ এবাবান্তরেডাং প্রাশ্নীয়াত্ পশ্চাদ্ ইডাম্ ইত্যেতদর্থম্ উপহূয়েতি বচনম্।' বৈ. শ্রৌ. ৭/১ অংশেও কর্মের এই অনুক্রমের কথাই বলা হয়েছে। 'উপহূয়' পদটি না থাকলে সূত্রের অর্থ দাঁড়াত এই যে, পূর্ববর্তী সূত্রের 'হবির্জুষন্তাম্' অংশে নিগদমন্ত্র শেষ হয়ে গেছে এবং অবান্তরেড়া ঐ সূত্রের 'তস্মিন্ উপহূত' মন্ত্রে অথবা আলোচ্য সূত্রের 'ইড়ে ভাগং—' মন্ত্রে ভক্ষণ করা যেতে পারে। শা. ১/১২/৫, ৬ অনুযায়ী 'ইন্ত্রাসি স্যোনাসি—' মন্ত্রে উত্তর-ইড়া ভক্ষণ করে যজমানসমেত চার ঋত্বিক্ অপর অর্থাৎ পাত্রীর ইড়াও ভক্ষণ করেন।

অষ্টম কণ্ডিকা (১/৮)

[অনুযাজ]

মার্জয়িত্বানুযাজৈশ্ চরন্তি ।। ১।।

অনু.— মার্জন করে অনুযাজগুলি দিয়ে অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা— মার্জনের পর অনুযাজের অনুষ্ঠান করতে হয়। বৃত্তিকার নারায়ণের মতে মার্জন ইড়াভক্ষণেরই অঙ্গ, অনুযাজের অঙ্গ নয়। কোন অনুষ্ঠান ইড়ায় শেষ হলে সেখানে মার্জনও তাই করতে হয়। পিত্র্যেষ্টিতে ইড়াভক্ষণ নেই বলে সেখানে মার্জনও তাই করতে হয় না। মার্জন যদি অনুযাজের অঙ্গ হত তাহলে এই দুই কর্মের মাঝে চতুর্ধাকরণ ও দক্ষিণাদানের অনুষ্ঠান হতে পারত না, মার্জনের ঠিক পরেই অনুযাজের অনুষ্ঠান হত। তাছাড়া এটিও লক্ষ্য করার মতো যে, পিত্র্যেষ্টিতে অনুযাজ থাকায় মার্জনও সেখানে থাকা উচিত, কিন্তু 'ন মার্জনম্' (২/১৯/১৫) সূত্রে সেখানে বস্তুত মার্জন নিষিদ্ধই করা হয়েছে। আমাদের এই সূত্রটি থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, মার্জনের পরে সর্বত্রই যে চতুর্ধাকরণ এবং দক্ষিণাদানের অনুষ্ঠান হয় তা নয়, অনুযাজও হতে পারে। প্রধান আহুতির দেবতা অগ্নি না হলে চতুর্ধাকরণের অনুষ্ঠান হয় না এবং কোথাও ইষ্টিযাগ অন্য কোন যজ্ঞের অঙ্গযাগরূপে অনুষ্ঠিত হলে সেখানে ইষ্টির অন্তর্গত দক্ষিণাদানের অনুষ্ঠানও বাদ যায়। মার্জনের পরে ঐ দুই ক্ষেত্রে অনুযাজেরই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সিদ্ধান্তীর মতে যদিও ৩-৪নং সূত্র থেকে বোঝা যায় যে, মার্জনের পরে অনুযাজেরই অনুষ্ঠান হয়, তবুও এই সূত্রে তা বলার তাৎপর্য হল, যেখানে পরে অনুযাজের অনুষ্ঠান করণীয় সেখানেই ইড়ার পরে মার্জন কর্মটি করে তবেই তা করতে হয়। পত্নীসংযাজের ইড়াভক্ষণের পরে অনুযাজের অনুষ্ঠান হয় না। সেখানে তাই ভক্ষণের পরে এই মার্জন কর্মটি করার কোন প্রয়োজন নেই।

পরিস্তরণৈর্ অঞ্জলিম্ অন্তর্ধায়াপ আসেচয়তে তন্ মার্জনম্ ।। ২।।

অনু.— পরিস্তরণ দিয়ে অঞ্জলিকে ঢেকে (অধ্বর্যুকে দিয়ে) জল ঢালাবেন। এই (হল) মার্জন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিকুণ্ডের চারদিকেই চারটি করে দর্ভ ছড়ান হয়। ঐ দর্ভের নাম 'পরিস্তরণ'। হোতা নিজের অঞ্জলি ঐ দর্ভের তলায় প্রবেশ করিয়ে হাতটি ঢেকে রাখেন এবং অধ্বর্যু তার উপর জল ঢালেন। এরই নাম 'মার্জন'। সোমযাগে দীক্ষণীয়া থেকে শুরু করে উদয়নীয়া ইষ্টির আগে পর্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠানে কিন্তু ৪/২/৭ সূত্র অনুযায়ী এই মার্জন নিষিদ্ধ। "ইদমাপ ইতি তৃচেনান্তর্বেদি পবিত্রবতি মার্জয়ন্তে; পরিহৃতে ব্রহ্মভাগেঽন্বাহার্যম্ আহরন্তি; এষ দক্ষিণাকালঃ সর্বাসাম্ ইষ্টীনাম্,"— শা. ১/১২/৮-১০।

দেবাদয়োঽনুযাজাঃ ।। ৩।।

অনু.— অনুযাজ (মন্ত্র)গুলির আরম্ভ দেব (শব্দে)।

ব্যাখ্যা— অনুযাজে প্রত্যেক দেবতার নামের আগে 'দেব' শব্দ থাকবে। প্রসঙ্গত ৭নং সূ. দ্র.। ১নং সূত্রে 'অনুযাজ' শব্দটি থাকা সত্ত্বেও এখানে আবার তা বলায় বুঝতে হবে যে, আলোচ্য সূত্রটি শুধু অনুযাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কিন্তু পরবর্তী ৪নং সূত্রটি প্রযাজ ও অনুযাজ দুয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বীতবত্‌-পদান্তাঃ ।। ৪।।

অনু.— শেষ বী-ধাতু-বিশিষ্ট পদে।

ব্যাখ্যা— প্রযাজ ও অনুযাজের যাজ্যায় বী-ধাতু থেকে উৎপন্ন বীহি, বেতু অথবা ব্যন্ত পদ শেষে থাকে। ৭নং সূত্র এবং ১/৫/১৮, ২৪-২৮ সূ. দ্র.।

ত্রয়ঃ ।। ৫।।

অনু.— (অনুযাজ মোট) তিনটি।

ব্যাখ্যা— দ্র. যে, এখানে বিশেষ বিবরণের কিছুই নেই।

ঐকৈকং প্রেষিতো যজতি ।। ৬।।

অনু.— (অধ্বর্যু দ্বারা) নির্দিষ্ট হয়ে (হোতা) এক একটি যাজ্যা (মন্ত্র) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক দেবতার জন্য অধ্বর্যু হোতাকে পৃথক্ পৃথক্ 'প্রৈষ' অর্থাৎ নির্দেশ দেন। প্রত্যেক প্রৈষের পরে হোতা একটি করে যাজ্যা-মন্ত্র পাঠ করেন। সিদ্ধান্তীর ভাষ্য অনুযায়ী 'যজতি' স্থানে পাঠ হচ্ছে 'জপতি'।

দেবং বর্হির্বসুবনে বসুধেয়স্য বেতু। দেবো নরাশংসো বসুবনে বসুধেয়স্য বেতু। দেবো অগ্নিঃ স্বিষ্টকৃত্ সুদ্রবিণা মন্দ্রঃ কবিঃ সত্যমন্মাযজী হোতা হোতুর্হোতুরায়জীয়ানগ্নে যান্ দেবানয়াড্ যাঁ অপিপ্রের্যে তে হোত্রে অমত্সত তাং সসনুষীং হোত্রাং দেবজম্যাং দিবি দেবেষু যজ্ঞমেরয়েমং স্বিষ্টকৃচ্চাগ্নে হোতা ভূর্বসুবনে বসুধেয়স্য নমোবাকে বীহীত্যনবানং বা ।। ৭।।

অনু.— 'দেবং—' (সূ.), 'দেবো নরা —' (সূ.)। 'দেবো অগ্নিঃ..... বীহি' (সূ.) এই (মন্ত্রটি) বিকল্পে একনিঃশ্বাসে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— তিনটি অনুযাজের তিনটি পৃথক্ যাজ্যা মন্ত্র। শেষ মন্ত্রটি বিকল্পে আগাগোড়া একনিঃশ্বাসে পড়ে যেতে হবে। ইচ্ছা হলে অবশ্য 'অমত্সত' এই পদটিতে থামা যেতে পারে। এই মন্ত্রটি প্রৈষাধ্যায়ের অন্তর্গত (৩/১১)। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যেও মন্ত্রটির উল্লেখ পাওয়া যায়। শা. ১/১৩ অংশেও এই মন্ত্রগুলিই যাজ্যারূপে নির্দিষ্ট হয়েছে এবং 'অমত্সত' পদের পরে থামতে বলা হয়েছে।

নবম কণ্ডিকা (১/৯)

[সূক্তবাক]

সূক্তবাকায় সংপ্রেষিত ইদং দ্যাবাপৃথিবী ভদ্রমভূদার্ধ্ম সূক্তবাকমুত নমোবাকমৃধ্যাস্ম সূক্তোচ্যমগ্নে ত্বং সূক্তবাগসি। উপশ্রুতী দিবস্পৃথিব্যোরোমন্বতী তেঽস্মিন্ যজ্ঞে যজমান দ্যাবাপৃথিবী স্তাম্। শংগবী জীরদানু অত্রস্নূ অপ্রবেদে উরুগব্যূতী অভয়ংকৃতৌ। বৃষ্টিদ্যাবা রীত্যাপা শংভুবৌ ময়োভুবা ঊর্জস্বতী পয়স্বতী সূপচরণা চ স্বধিচরণা চ তয়োরাবিদীত্যবসায় প্রথময়া বিভক্ত্যাদিশ্য দেবতাম্ ইদং হবিরজুষতাবীবৃধত মহো জ্যায়োঽকৃতেত্যুপসন্তনুয়াত্ ।। ১।।

অনু.— সূক্তবাকের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে 'ইদং.... আবিদি' (সূ.) এই (পর্যন্ত বলে) থেমে প্রথমা বিভক্তি দ্বারা দেবতাকে উল্লেখ করে 'ইদং হবি—' (সূ.) এই (অংশটি) জুড়ে দেবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যু 'ইষিতা দৈব্যা..... সূক্তবাকায় সূক্তা ব্রূহি' (কা. শ্রৌ. ৩/৬/২; আপ. শ্রৌ. ৩/৬/৫) বাক্যে সূক্তবাক-পাঠের জন্য নির্দেশ দিলে হোতা 'ইদং..... আবিদি' পর্যন্ত অংশ পাঠ করে থামবেন। তার পর আবাহনে উচ্চারিত প্রত্যেক দেবতার নাম প্রথমা বিভক্তিতে উল্লেখ করে প্রত্যেকের নামের সঙ্গে ' ইদং—' বাক্যটি জুড়ে দেবেন। জুড়তে হলে প্রণব উচ্চারণ করা উচিত, কিন্তু সূত্রে 'প্রথময়া বিভক্ত্যা....' বলায় ১/৬/৬ সূত্রে মতোই প্রণবের পরিবর্তে প্রথমা বিভক্তি দিয়েই সরাসরি জুড়তে হবে। প্রসঙ্গত ১/৬/৬ সূ. দ্র.। সূক্তবাক মন্ত্রটি পাঠ করা হতে থাকলে অধ্বর্যু 'প্রস্তর' নামে যে একটি বিশেষ দর্ভগুচ্ছ আছে সেটিকে জুহূ, উপভৃৎ এবং ধ্রুবায় ঘষে নিয়ে আহবনীয়ে ফেলে দেন। দর্শযাগে সেই সঙ্গে পলাশশাখাও ফেলে দেওয়া হয়। বৃত্তিকারের মতে মন্ত্রের অসি, স্তাম্, অভয়ঙ্কৃতৌ, আবিদি, অকৃত (বা অক্রাতাম্ বা অক্রত) এই পদগুলির পরে থামতে হয়। শা. ১/১৪/২-৫ সূত্রে এই ' ইদং..... আবিদি' মন্ত্রই বিহিত হয়েছে এবং 'বাগসি', 'স্তাম্', 'কৃতৌ' ও 'অবিদি' পদের পর থামতে বলা হয় হয়েছে। ৬নং সূত্রে সেখানে আরও বলা হয়েছে— 'অগ্নির্হবিরজুষতাবীবৃধত মহো জ্যায়োঽকৃত'। দ্র. যে, দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী নয়, 'প্রাতি-' (পা. ২/৩/৪৬) অনুসারে প্রথমাই হবে।

এবম্ উত্তরাঃ ।। ২।।

অনু.— এইভাবে পরবর্তী (দেবতাদেরও উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শুধু প্রথম দেবতাকেই যে প্রথমা বিভক্তিতে উল্লেখ করে ' ইদং হবি—' বলতে হয় তা নয়, আবাহনের অন্তর্গত প্রত্যেক দেবতাকেই এখানে এইভাবে পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করতে হয়।

অক্রাতাম্ অক্রতেতি যথার্থম্ ।। ৩।।

অনু.— অর্থ অনুসারে অক্রাতাম্ (অথবা অক্রত বলবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রথম দেবতার ক্ষেত্রে 'অকৃত' বলা হলেও অর্থ (বচন) অনুসারে যুগ্মদেবতার ক্ষেত্রে 'অক্রাতাম্' এবং বহু-দেবতার ক্ষেত্রে 'অক্রত' বলবেন। অগ্নিরিদং হবিরজুষতাবীবৃধত মহো জ্যায়োঽকৃত। সোম ইদং... জ্যায়োঽকৃত। বিষ্ণুঃ (উপাংশু) ইদং..... জ্যায়োঽকৃত (উচ্চ), অগ্নীষোমাবিদং হবিরজুষেতাম্ অবীবৃধেতাং মহো জ্যায়োঽক্রাতাম্। 'অক্রত' পদের প্রয়োগের জন্য ৫নং সূ. দ্র.। বিশেষ নির্দেশ ছাড়া প্রকৃতিযাগে উহ হয় না। পত্নীসংযাজে তাই ইড়া-উপহ্বানের মন্ত্রে 'উপহূতেয়ং যজমানী' বলা হয় না। এই সূত্রে সেই কারণে 'যথার্থম্' বলা হয়েছে। যেহেতু উহ মন্ত্র নয়, তাই বৈদিক ব্যাকরণ অনুযায়ী প্রয়োগের পরিবর্তে 'অকৃষাতাম্', 'অকৃষত' এই রূপ লৌকিক বাকরণের অনুগামী প্রয়োগই হওয়া উচিত, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে বৈদিক প্রয়োগই অভিপ্রেত বলে সূত্রকার তা সূত্রে স্পষ্টত উল্লেখ করে দিয়েছেন। প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ৫নং সূত্র থেকেই তো বোঝা যাচ্ছে যে, বহুবচনে 'অক্রত' পদই ব্যবহার করতে হয়; এখানে তাই সূত্রে তার উল্লেখ তো আর না করলেও চলে। উত্তর এই যে, কোথাও যদি নিয়ম-বিরুদ্ধ কিছু প্রয়োগ দেখা যায় তাহলে তা সর্বত্র নয়, কেবল ঐ স্থানেই প্রযোজ্য। ৫নং সূত্রে উহস্থলে লৌকিক ব্যাকরণের নিয়মবিরুদ্ধ যে বৈদিক ব্যাকরণের অনুগামী পদের প্রয়োগ করা হয়েছে তা তাই সর্বত্র প্রযোজ্য নয়, কেবল আজ্যপদের বেলাতেই প্রযোজ্য। অন্য দেবতাদের বেলাতেও যাতে ঐ দুই পদের বৈদিক-ব্যাকরণ-সম্মত প্রয়োগই করা হয় তাই এই সূত্রের অবতারণা। " অগ্নির্হবিরজুষতাবীবৃধত মহো জ্যায়োঽকৃত..... সোমো হবিরজুষতাবীবৃধত ......; অগ্নির্হবিরজুষতাবীবৃধত.....; অগ্নীষোমৌ হবিরজুষেতাম্ অবীবৃধেতাং মহো জ্যায়োঽক্রাতাম্; বিষ্ণুর্ বা; অগ্নীষোমৌ.....; ইন্দ্রাগ্নী হবিরজুষেতাম্.....; ইন্দ্রো.....; মহেন্দ্রো বা"— শা. ১/১৪/৭-১৩।

উক্তম্ উপাংশোঃ ।। ৪।।

অনু.— উপাংশুর (কথা) বলা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা— উপাংশুদেবতার ক্ষেত্রে দেবতার নাম এবং ' ইদং হবিঃ', 'মহো জ্যায়ঃ' ইত্যাদি পরোক্ষ শব্দ কিভাবে উচ্চারণ করতে হয় এবং যেটি উপাংশু স্বরে পড়তে হয় তার সঙ্গে ভিন্ন স্বরে অন্য কোন শব্দ পড়তে হলে কিভাবে তা পড়তে হয় এ-সব অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে (১/৩/১৫, ১৬; ২/১৭/৫, ৬ ইত্যাদি সূ. দ্র.) এখানে সূক্তবাকের নিগদেও সেই সেই

নিয়ম অনুসরণ করেই ঠিক তেমনভাবেই সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি পাঠ করতে হবে। এক নিগদের নিয়ম অন্য নিগদেও প্রযোজ্য বলে সূক্তবাক-নিগদের এই নিয়ম স্বিষ্টকৃতের 'প্রিয়া ধামান্যয়াট্' (আ. ১/৬/৬) এই উপসন্তানের (= সংযোগের) স্থলেও খাটবে; 'আবাপিকান্তম্ অনুদ্রুত্য' (৫নং সূত্র) নিয়ম অন্তিম প্রযাজেও প্রযোজ্য। 'যথাবাহিতম্ অনুদ্রুত্য' (১/৫/২৮) বিধানটি স্বিষ্টকৃত্ এবং সূক্তবাকের নিগদেও খাটবে; 'প্রতিচোদনম্ আবাহনম্' (১/৩/১৮) সূত্রের নির্দেশ এই সূক্তবাকের নিগদেও পালিত হবে। যা বলা হয়ে গেছে তা আবার এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন এই যে, পশুযাগে সূক্তবাকের প্রৈষমন্ত্রে 'অজুষত' প্রভৃতি পদকে উপাংশু স্বরে পাঠ করতে হলেও সূক্তবাকের নিগদমন্ত্রে কিন্তু সেগুলিকে ঐ স্বরে পাঠ না করে ইষ্টিযাগের নিয়ম অনুযায়ী পাঠ করলেও চলবে। সিদ্ধান্তীর মতে 'প্রাণসন্ততং-' (২/১৭/৬) নিয়ম অনুসারে উপাংশুদেবতার নাম উপাংশু উচ্চারণ করে তন্ত্রস্বরে ' ইদং হবিরজুষত' বলার সময়ে শ্বাস অবিচ্ছিন্ন রাখতে হয়। ঐ ২/১৭/৬ সূত্রের স্থলে প্রণব থাকলেও এখানে তা নেই বলে প্রাণসন্তানে সংশয় জাগে। কিন্তু যাতে প্রাণসন্তান হয় তাই আলোচ্য সূত্রটি করা হয়েছে।

আবাপিকান্তম্ অনুদ্রুত্য দেবা আজ্যপা আজ্যমজুষন্তাবীবৃধন্ত মহো জ্যায়োঽক্রতাগ্নির্হোত্রেণেদং হবিরজুষতাবীবৃধত মহো জ্যায়োঽকৃত। অস্যামৃধেদ্ হোত্রায়াং দেবঙ্গমায়ামাশাস্তেঽয়ং যজমানোঽসাব্ অসাব্ ইত্যস্যাদিশ্য নামনী উপাংশু সন্নিধৌ গুরোঃ। আয়ুরাশাস্তে সুপ্রজাস্ত্বমাশাস্তে রায়স্পোষমাশাস্তে সজাতবনস্যামাশাস্ত উত্তরাং দেবযজ্যামাশাস্তে ভূয়ো হবিষ্করণমাশাস্তে দিব্যং ধামাশাস্তে বিশ্বং প্রিয়মাশাস্তে যদনেন হবিষাশাস্তে তদশ্যাত্ তদৃধ্যাত্ তদস্মৈ দেবা রাসন্তাং তদগ্নির্দেবো দেবেভ্যো বনতে বয়মগ্নের্মানুষাঃ। ইষ্টং চ বিত্তং চোভে চ নো দ্যাবাপৃথিবী অংহসস্পাতামেহ গতির্বামস্যেদং নমো দেবেভ্য ইতি ।। ৫।।

অনু.— (সূক্তবাকের মন্ত্রে) প্রধানযাগের দেবতা পর্যন্ত (দেবতাদের) উল্লেখ করে 'দেবা..... যজমানঃ' (সূ.) এই (পর্যন্ত বলে) 'অমুক' 'অমুক' (বলে) এঁর দুই নাম উল্লেখ করে (গুরুর নাম হলে) গুরুর কাছে উপাংশুস্বরে (তা উল্লেখ করে), 'আয়ু—' (সূ.) এই (মন্ত্রাংশটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— সূক্তবাকে আবাহনের ক্রম অনুসারেই আজ্যভাগ এবং প্রধানযাগের দেবতাদের নাম ১—৩নং সূত্র অনুযায়ী উল্লেখ করে তার পরে 'দেবা... যজমানঃ' পর্যন্ত মন্ত্রাংশ পাঠ করে যজমানের ব্যাবহারিক এবং নাক্ষত্র (অথবা গোপন) এই দুই নাম উল্লেখ করবেন। যে নামে যজমানকে সকলে ডাকেন, যে নামে তিনি সকলের কাছে পরিচিত তা হচ্ছে তাঁর ব্যাবহারিক নাম এবং যে নক্ষত্রে তিনি জন্মেছেন সেই রৌহিণ, শ্রাবণ ইত্যাদি হচ্ছে তাঁর নাক্ষত্র-নাম। দুই নামের মধ্যে ব্যাবহারিক নামই আগে উল্লেখ করতে হবে। যদি যজমান হোতার গুরু হন, তাহলে কিন্তু হোতা যজমানের নাম উপাংশুস্বরেই উচ্চারণ করবেন। যজমানের নাম উল্লেখের পরে 'আয়ু—' অংশটি পাঠ করতে হয়। এটি সম্পূর্ণ নিগদের শেষাংশ। ৪/২/৮ এবং ১১ সূত্র অনুযায়ী সোমযাগে দীক্ষণীয়া ইষ্টি থেকে শুরু করে যত অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানগুলিতে যজমানের নাম উল্লেখ করতে হয় না এবং 'আয়ু... . প্রিয়ম্' অংশের স্থানে আগু পাঠ করতে হয়। ২/১৯/১১ সূত্র থেকে বোঝা যায় যে, এখানে 'দেবা আজ্যপা....... অক্রত' অংশে প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতাদের এবং 'অগ্নির্হোত্রেণ.... অকৃত' অংশে স্বিষ্টকৃতের দেবতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সোমযাগে ৫/৩/১০ সূত্র অনুসারে আজ্যপদেবতাদের আগে সবনদেবতাদের নাম উল্লেখ করতে হয়। বৃত্তি অনুযায়ী যজমানের নাম উল্লেখ করার পরে এবং 'মানুষাঃ' পদের পরে থামতে হয়। সূত্রে 'অস্য' পদের দ্বিত্ব হয়েছে বলে ধরতে হবে। সত্রে তাই প্রবরের ক্রম অনুযায়ী সকল যজমানেরই নাম উল্লেখ করতে হয়। 'আবাপিকান্তম্' বলায় বুঝতে হবে যে, এখানেও আবাহনের দেবতাদের ক্রম অনুসরণ করা হয়ে থাকে। আবাহনে কোন দেবতাকে ভুলবশত আবাহন করা হয়ে থাকলে এখানেও তাই তাঁর নাম যথানিয়মে উল্লেখ করতে হবে। সূক্তবাক পাঠ করা হতে থাকলে অধ্বর্যু আহবনীয়ে 'প্রস্তর' নামে তৃণগুচ্ছটি নিক্ষেপ করেন। শা. ১/১৪/১৪-১৯ সূত্রে 'দেবা আজ্যপা' মন্ত্রটি উল্লিখিত হলেও মন্ত্রাংশের পৌর্বাপর্যে এবং পাঠে-কিছু পার্থক্য আছে।

দশম কণ্ডিকা (১/১০)

[শংযুবাক, পত্নীসংযাজ]

শংযুবাকায় সম্প্রেষিতস্ তচ্ছং যোরাবৃণীমহ ইত্যাহানুবাক্যাবদ্ অপ্রণবাম্ ।। ১।।

অনু.— শংযুবাকের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে 'তচ্ছং যো—' (খিল ৫/১/৫) এই মন্ত্রটি অনুবাক্যার মতো (কিন্তু) প্রণবশূন্য (করে) পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যু 'স্বগা..... শংযো ব্রূহি' (কা. শ্রৌ. ৩/৬/১৫) এই প্রৈষ দিলে হোতা 'তচ্ছং—' মন্ত্রটি অনুবাক্যার মতোই একশ্রুতিতে পাঠ করবেন, কিন্তু অনুবাক্যা-মন্ত্রের শেষে আ. ১/২/১৪, ২৪ অনুসারে যেমন প্রণব থাকে এখানে তা থাকবে না। প্রসঙ্গত ২/১৯/২১ সূত্রের "অত্র অনুবাক্যাকার্যস্য একত্বান্ মধ্যে প্রণবো নাস্তি" এই বৃত্তিবাক্যটিও দ্র.। অধ্বর্যু 'প্রস্তর' থেকে আগেই সরিয়ে রাখা একটি তৃণ আহবনীয়ে ফেলে দিয়ে এই শংযুবাক মন্ত্র পাঠ করার সময়ে তিনটি 'পরিধি' নামে কাঠ ঐ অগ্নিতেই নিক্ষেপ করে 'সংস্রাব' নামে হোমের অনুষ্ঠান করেন। সিদ্ধান্তীর ভাষ্য অনুসারে সূত্রে 'আহ' পদটি থাকায় বুঝতে হবে এটি একটি 'নিগদ'। নিগদের পাঠ ১/২/২৪ সূত্র অনুযায়ী অনুবাক্যার মতোই হওয়ার কথা। সূত্রে তাই 'অনুবাক্যাবদ্' পদটি অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়, কিন্তু পদটির ব্যবহার যখন করা হয়েছে তখন আমাদের বুঝতে হবে যে, ঋকেরই নিগদত্ব হয়, সূক্তের নয়। 'সোঽয়ম্ ইতি সূক্তং নিগদেত্' (১০/৭/১) স্থলে তাই সূক্তপাঠকে নিগদ বলে উল্লেখ করা হলেও নিগদের ধর্ম সেখানে অনুসৃত হবে না, একশ্রুতি এবং প্রণব বাদ দিয়েই উদাত্ত প্রভৃতি তিন স্বরেই ঐ সূক্তটি পাঠ করতে হবে। —শা. ১/১৪/২১ সূত্রেও এই মন্ত্রটিই পাঠ্যরূপে হয়েছে।

বেদম্ অস্মৈ প্রযচ্ছত্যধ্বর্যুঃ ।। ২।।

অনু.— অধ্বর্যু এঁকে বেদ দেন।

ব্যাখ্যা— সংস্রাবহোম হয়ে গেলে অধ্বর্যু হোতার হাতে 'বেদ' নামে একটি দর্ভগুচ্ছ দেন।

তং গৃহ্নীয়াদ্ বেদোঽসি বেদো বিদেয়েতি ।। ৩।।

অনু.— (হোতা) 'বেদো—' (সূ.) এই (মন্ত্রে) তা গ্রহণ করবেন।

ব্যাখ্যা— যখন দুটি 'বেদ' দেওয়া হবে তখন হোতা দুটি বেদই গ্রহণ করবেন এবং মন্ত্রে যথাস্থানে 'উহ' (অর্থ অনুযায়ী শব্দে লিঙ্গ ও বচনের পরিবর্তন) করবেন। বরুণপ্রঘাসে যুগপৎ দুটি বেদ দেওয়া হয় বলে সেখানে তাই মন্ত্রে উহ করা হয়। সিদ্ধান্তীর মতে আগের সূত্রে 'অধ্বর্যুঃ' বলা থাকায় হোতা ঐ যাগে অধ্বর্যুর হাত থেকেই বেদ নেবেন, প্রতিপ্রস্থাতার হাত থেকে নয়। কেউ কেউ অবশ্য বরুণপ্রঘাসে প্রতিপ্রস্থাতার হাত থেকেই একটি বেদ নেন এবং মন্ত্রে 'বেদৌ স্থো বেদৌ বিদেয়' এইভাবে দ্বিবচনে উহ করেন।

উদায়ুষেত্যেতেনোপোত্থায় পশ্চাদ্ গার্হপত্যস্যোপবিশ্য সোমং ত্বষ্টারং দেবানাং পত্নীরগ্নিং গৃহপতিম্ ইত্যাজ্যেন যজন্তি ।। ৪।।

অনু.— 'উদা—' (আ. ১/৩/২৭) এই (মন্ত্র) দ্বারা উঠে গার্হপত্যের পিছনে বসে সোম, ত্বষ্টা, দেবপত্নী, গৃহপতিকে আজ্য দিয়ে যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— আজ্য দিয়ে যাগ (আহুতি) অধ্বর্যুই করবেন। হোতা কেবল তার আগে যাজ্যা মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন। 'যজন্তি' বলায় এঁদের উদ্দেশে শুধু আহুতিই দেওয়া হবে, আবাহন প্রভৃতি চার নিগদে নাম উল্লেখ করতে হবে না। শা. ১/১৫/১, ২ সূত্রে এই দেবতাদেরই উদ্দেশে গার্হপত্যে উপাংশুস্বরে আহুতি দিতে বলা হয়েছে। 'এতেন' বলায় অনুষ্ঠানে কোন পরিবর্তন

ঘটলেও সমগ্র মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে। 'আজ্যেন' বলার তাৎপর্য হচ্ছে আহুতিদ্রব্য অন্য কিছু হলে (যেমন পশুযাগে পুচ্ছ) পরবর্তী সূত্রে উল্লিখিত মন্ত্রগুলির পরিবর্তে অন্য মন্ত্র পাঠ করতে হবে।

আ প্যায়স্ব সমেতু তে সং তে পয়াংসি সমু যন্তু বাজা ইহ ত্বষ্টারমগ্রিয়ং তন্নস্তুরীপমধ পোষয়িত্নু দেবানাং পত্নীরুশতীরবন্তু ন ইতি দ্বে অগ্নির্হোতা গৃহপতিঃ স রাজা হব্যবাড়গ্নিরজরঃ পিতা ন ইতি পত্নীসংযাজাঃ ।। ৫।।

অনু.— 'আ প্যায়—' (১/৯১/১৬), 'সং—' (১/৯১/১৮), ' ইহ—' (১/১৩/১০), 'তন্ন—' (৩/৪/৯), 'দেবানাং—' (৫/৪৬/৭, ৮) ইত্যাদি দুটি, 'অগ্নি—' (৬/১৫/১৩), 'হব্য—' (৫/৪/২) পত্নীসংযাজ।

ব্যাখ্যা— এই আটটি মন্ত্রের দুটি দুটি মন্ত্র যথাক্রমে সোম, ত্বষ্টা, দেবপত্নী ও গৃহপতির অনুবাক্যা ও যাজ্যা। শা. ১/১৫/৪ সূত্রে এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে, তবে সেখানে 'হব্য—' মন্ত্রটির স্থানে আছে 'বয়মু—' (৬/১৫/১৯) এই মন্ত্রটি।

অথ প্রজাকামো রাকাং সিনীবালীং কুহূম্ ইতি প্রাগ্ গৃহপতের্ যজেত ।। ৬।।

অনু.— আর (যজমান যদি) সন্তানপ্রার্থী (হন, তাহলে) গৃহপতির আগে রাকা, সিনীবালী (এবং) কুহূকে যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— যজেত = যাজ্যা পাঠ করবেন। আপস্তম্বের মতে পুত্রকামনায় রাকা, পশুকামনায় সিনীবালী এবং পুষ্টিকামনায় কুহূর যাগ করতে হয়। আপ. শ্রৌ. ৩/৯/৪, ৬ দ্র.। শা. ১/১৫/৩ সূত্রে কিন্তু কুহূর নাম নেই।

রাকামহং সিনীবালি কুহূমহমিতি দ্বে দ্বে যাজ্যানুবাক্যে ।। ৭।।

অনু.— 'রাকা—' (ঋ. ২/৩২/৪, ৫), 'সিনী—' (ঋ. ২/৩২/৬, ৭), 'কুহূ—' (৮ নং সূ.) এই দুটি দুটি মন্ত্র (রাকা, সিনীবালী ও কুহূর) অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— সূত্রে 'যাজ্যানুবাক্যে' পদটি না বললেও চলত, তবুও তা বলে সূত্রকার স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে চাইছেন যে রাকা, সিনীবালী ও কুহূ যখনই কোথাও প্রধান দেবতা হবেন, তখন সেখানে এই মন্ত্রগুলিই হবে তাঁদের অনুবাক্যা ও যাজ্যা। এ থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, এই তিন দেবতার ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র কোন দেবতার অঙ্গযাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা মন্ত্র প্রধানযাগে কখনও প্রয়োগ করা চলে না। চাতুর্মাস্যে বৈশ্বদেবপর্বের প্রধানযাগে (আ. ২/১৬/১২) সোম দেবতার অনুবাক্যা ও যাজ্যা মন্ত্র তাই দর্শপূর্ণমাসের আজ্যভাগ ও পত্নীসংযাজ থেকে গ্রহণ করলে চলবে না, নিতে হবে শ্যামাকের আগ্রয়ণ-ইষ্টির প্রধানযাগ থেকে। শা. ১/১৫/৪ সূত্রেও এই প্রথম চারটি মন্ত্রই বিহিত হয়েছে, কিন্তু কুহূর মন্ত্রের কোন উল্লেখ নেই।

কুহূমহং সুবৃতং বিদ্মনাপ সমস্মিন্ যজ্ঞে সুহবাং জোহবীমি। সা নো দদাতু শ্রবণং পিতৄণাং তস্যৈ তে দেবি হবিষা বিধেম।। কুহূর্দেবানামমৃতস্য পত্নী হব্যা নো অস্য হবিষঃ শৃণোতু। সং দাশুষে কিরতু ভূরি বামং রায়স্পোষং যজমানে দধাত্বিতি ।। ৮।।

অনু.— 'কুহূমহং—' (সূ.), 'কুহূর্দেবানাং—' (সূ.)

ব্যাখ্যা— এই দুই মন্ত্র কুহূদেবতার যথাক্রমে অনুবাক্যা ও যাজ্যা। এই মন্ত্রদুটি খিলের অন্তর্গত।

আজ্যং পাণিতলেঽবদাপয়ীত ।। ৯।। [৮]

অনু.— (হোতা অধ্বর্যুকে দিয়ে নিজের) হাতের তালুতে আজ্য রাখাবেন।

ব্যাখ্যা— হোতা ১/৭/১-৩ সূত্রে বিহিত নির্দেশগুলি এখানে পত্নীসংযাজের ইড়ায় ক্ষেত্রেও আবার পালন করলে অধ্বর্যু

পত্নীসংযাজের আহুতিদ্রব্যের আজ্য থেকে চার ফোঁটা আজ্য নিয়ে তাঁর হাতে দেন। আপ. শ্রৌ. ৩/৯/৭ দ্র.। সূত্রে অধ্বর্যু কি করবেন, অধ্বর্যুকে দিয়ে কি করাতে হবে, তা না বললেও চলত, তবুও তা বলার উদ্দেশ্য হল অধ্বর্যুকে দিয়ে শুধু আজ্যই নেওয়াবেন, পুরোডাশের ইড়ার মতো হোতা নিজে কোন অবান্তরেড়া গ্রহণ করবেন না। ১/৭/৪ সূত্রে অধ্বর্যুর যে কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে তা ১/৭/৫ সূত্রে দ্বিতীয় অবান্তরেড়া কিভাবে হোতা গ্রহণ করবেন তা বলার প্রয়োজনেই।

ইডাম্ উপহূয় সর্বাং প্রাশ্নীয়াত্ ।। ১০।। [৮]

অনু.— ইড়াকে উপহ্বান করে সবটুকু খেয়ে নেবেন।

ব্যাখ্যা— পত্নীসংযাজেও ইড়া ভক্ষণ করতে হয়। এই ইড়ার নাম 'আজ্যেড়া'। এখানে অবশ্য অবান্তরেড়া থাকে না। হাতের আজ্যেড়াকে হোতা ১/৭/৭, ৯ সূত্রের মন্ত্রে উপহ্বান করে নিঃশেষে পান করেন। তার আগে ১/৭/১-৩ সূত্র অনুযায়ী হাতের আঙুলের পর্বে এবং ঠোঁটে আজ্য লেপন করে হাত ধুয়ে নিতে হয়। "যথা হ ত্যদ্ বসব ইতি জপিত্বেডাম্ উপহ্বয়তে উপহূতেয়ং যজমানীতি বা বিকারঃ"— শা. ১/১৫/৫, ৬।

শংযুবাকো ভবেন্ ন বা ।। ১১।। [৯]

অনু.— (আজ্যেড়ায়) শংযুবাক হতে পারে অথবা না (হতেও পারে)।

ব্যাখ্যা— অনুযাজের পূর্ববর্তী ইড়ার মতো এই আজ্যেড়ায় পরেও আবার ১/১০/১ সূত্রে বিহিত শংযুবাক হতে পারে অথবা না হতেও পারে। কেউ কেউ অবশ্য এখানে শংযুবাক এবং সূক্তবাক দুয়েরই অনুষ্ঠান করে থাকেন। অধ্বর্যু যেমন চাইবেন তেমনই হবে। "ইডান্তাঃ পত্নীসংযাজাঃ শংয্বন্তা বা"— শা. ১/১৫/৭, ৮।

একাদশ কণ্ডিকা (১/১১)

[বেদ-স্তরণ, প্রায়শ্চিত্তহোম]

বেদং পত্ন্যৈ প্রদায় বাচয়েদ্ হোতাধ্বর্যুর্ বা বেদোঽসি বিত্তিরসি বিদেয়কর্মাসি করণমসি ক্রিয়াসংসেনিরসি সনিতাসি সনেয়ং ঘৃতবন্তং কুলায়িনং রায়স্পোষং সহস্রিণং বেদো দদাতু বাজিনং যং বহব উপজীবন্তি যো জনানামসন্নী। তং বিদেয় প্রজাং বিদেয় কামায় ত্বেতি ।। ১।।

অনু.— হোতা অথবা অধ্বর্যু পত্নীকে 'বেদ' দিয়ে 'বেদো—' (সূ.) এই মন্ত্রটি বলাবেন।

ব্যাখ্যা— ১/১০/২ সূত্রে অধ্বর্যু হোতাকে যে 'বেদ' দিয়েছিলেন হোতা এখন তা যজমানের পত্নীকে দেন এবং 'বেদো—' মন্ত্রটি তাঁকে উচ্চস্বরে পাঠ করান। হোতা অথবা অধ্বর্যু মন্ত্রটি পাঠ করেন, পত্নী তার পুনরুক্তি করেন। দুটি বেদ যদি দেওয়া হয় তাহলে (১/১০/৩ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.) মন্ত্রে উহ করতে হবে। উহ হবে এইভাবে— "বেদৌ স্থো বিত্তী স্থো বিদেয়কর্মণী স্থঃ করণে স্থঃ ক্রিয়াসংসেনী স্থঃ সনিতারৌ স্থঃ সনেয়ং..... বেদৌ দত্তাং বাজিনং যং বহব..... কামায় বাম্"। শা. ১/১৫/১০-১৩ সূত্রে অনেকাংশে এই বিধানই রয়েছে।

বেদশিরসা নাভিদেশম্ আলভেত প্রজাকামা চেত্ ।। ২।।

অনু.— (যদি সন্তানপ্রার্থী হন তাহলে পত্নী ঐ) বেদের মাথা দিয়ে নাভিস্থান স্পর্শ করবেন।

ব্যাখ্যা— বেদের যে অংশটি বাছুরের হাঁটুর মতো দেখতে, তাঁকের সেই অংশটি দিয়ে নিজের নাভির নিকটবর্তী স্থান স্পর্শ করতে হয়। সন্তানকামনা না থাকলেও আগের সূত্রে বিহিত 'বেদো'— মন্ত্রটি কিন্তু পাঠ করতেই হবে। সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রে 'দেশ' শব্দটি থাকায় 'নাভিদেশম্' পদের অর্থ হবে নাভির নিকটে। 'প্রজাকামা' বলার উদ্দেশ্য পতি সন্তানলাভে উদাসীন

হলেও পত্নীর নিজের সন্তান কামনা থাকলে তিনি অবশ্যই নাভিদেশ স্পর্শ করবেন। 'চেত্' শব্দের তাৎপর্য, সন্তানকামনা না থাকলেও গর্ভধারণসমর্থ হলেও নিজের নাভি স্পর্শ করতে হবে। নিজের নাভি হোতা নয়, পত্নী নিজেই স্পর্শ করবেন।

অথাস্যা যোক্ত্রং বিচৃতেত্ প্র ত্বা মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাদ্ ইতি ।।৩।।

অনু.— এ-বার এঁর মেখলা 'প্র—' (১০/৮৫/২৪) এই (মন্ত্রে) খুলে দেবেন।

ব্যাখ্যা— যোক্ত্র = তৃণের তৈরী মেখলা। বিচৃতেত্ = বি-√চৃত্ + বিধিলিঙ্ প্রথমপুরুষ একবচন— খুলে দেবেন। যিনি পত্নীর মেখলা খুলে দেন তিনিই এই মন্ত্রটি পাঠ করেন। সূত্রে 'অস্যাঃ' বলতে বুঝতে হবে 'অস্যাঃ অস্যাঃ' অর্থাৎ প্রত্যেক পত্নীরই মেখলা খুলতে হবে এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রে খোলার সময়ে মন্ত্রটি আবার পাঠ করতে হয়। 'অথ' বলায় কা. শ্রৌ. ৩/৮/২ অনুসারে পত্নী নিজেই নিজের যোক্ত্র খুলে নেন। শা. ১/১৫/৯ অনুসারে বেদ ও যোক্ত্র দুই-ই খুলতে হয় 'প্র—' এই মন্ত্রে।

তত্ প্রত্যগ্ গার্হপত্যাদ্ দ্বিগুণং প্রাক্‌পাশং নিধায়োপরিষ্টাদ্ অস্যোদগ্-অগ্রাণি বেদতৃণানি করোতি। পুরস্তাত্ পূর্ণপাত্রং সংশ্লিষ্টং বেদতৃণৈঃ ।। ৪।। [৪, ৫]

অনু.— ঐ (যোক্ত্রকে) গার্হপত্যের পশ্চিমে দু-ভাঁজ (করে এবং) পাশ পূর্বমুখী করে রেখে এর উপরে বেদের তৃণগুলিকে উত্তরমুখী করে রাখেন। সামনে পূর্ণপাত্র (রাখা হয় ঐ) বেদতৃণগুলির সঙ্গে সংলগ্ন (করে)।

ব্যাখ্যা— পত্নীর যোক্ত্রকে গার্হপত্যের পশ্চিম দিকে দ্বিগুণ অর্থাৎ দু-ভাঁজ করে নিয়ে যোক্ত্রের পাশ (মূল) অর্থাৎ পরস্পর মিলিত পূর্ব (আগা) ও পশ্চিম (গোড়া) প্রান্তকে পূর্বমুখী করে রেখে তার উপরে বেদের তৃণগুলিকে খুলে রেখে দেবেন। এই বেদের তৃণগুলির মিলিত মূল ও অগ্রভাগ (আগা) থাকবে উত্তরমুখী হয়ে। ঐ তৃণগুলির পূর্বপ্রান্তের সঙ্গে স্পর্শ করিয়ে একটি পূর্ণপাত্র আবার সামনে রেখে দিতে হবে। 'পূর্ণপাত্র' হচ্ছে জলপূর্ণ অথবা শস্যপূর্ণ একটি পাত্র। সূত্রে 'তত্' না বললেও চলত, কিন্তু বলা হয়েছে বীপ্সা (= ব্যাপ্তি) বোঝাতে অর্থাৎ 'তত্' মানে সেই সেই সব যোক্ত্র। একইভাবে 'অস্য' না বললেও চলে, কিন্তু পরবর্তী বাক্যের 'পুরস্তাত্' পদের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য তা বলা হয়েছে। ফলে পূর্ণপাত্রকে বেদতৃণের সামনে নয়, রাখতে হবে যোক্ত্রের সামনে। নারায়ণ অবশ্য বলেছেন 'তৃণেভ্যঃ পুরস্তাত্' অর্থাৎ (বেদ-) তৃণগুলির সামনে।

অভিমৃশ্য বাচয়েত্ পূর্ণমসি পূর্ণং মে ভূয়াঃ সুপূর্ণমসি সুপূর্ণং মে ভূয়াঃ সদসি সন্ মে ভূয়াঃ সর্বমসি সর্বং মে ভূয়া অক্ষিতিরসি মা মে ক্ষেষ্ঠা ইতি ।। ৫।। [৬]

অনু.— (পূর্ণপাত্রকে) স্পর্শ করে (পত্নীকে) বলাবেন 'পূর্ণ—' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— হোতা পূর্ণপাত্র স্পর্শ করে থেকে (১/৪/৮ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.) 'পূর্ণ—' মন্ত্রটি পাঠ করেন এবং পত্নীও তখন পাত্রটি স্পর্শ করে থেকেই ঐ মন্ত্রটি উচ্চারণ করেন। পত্নীও পাত্রটি স্পর্শ করে থাকবেন, কারণ এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হচ্ছে তাঁর নিজেরই কল্যাণে। এই সূত্রে এবং ৭নং সূত্রে যা বলা হয়েছে তা আত্ম-সংস্কারের বা আত্মকল্যাণের জন্য করা হয় বলে যজমানের প্রত্যেক পত্নীকেই করতে হবে, কিন্তু ৬নং সূত্রটির কাজ একজন পত্নী অথবা সকল পত্নীই করতে পারেন, কারণ তা করা হয় অন্য উদ্দেশে। অস্মদ্ শব্দ বা উত্তমপুরুষের প্রয়োগ দেখেই বোঝা যায় ৫নং এবং ৭নং সূত্রের মন্ত্র আত্মসম্পর্কিত।

অথৈনাং পূর্ণপাত্রাত্ প্রতিদিশম্ উদকম্ উৎসিঞ্চন্ উৎসিঞ্চন্তীং বাচয়তি প্রাচ্যাং দিশি দেবা ঋত্বিজো মার্জয়ন্তাং দক্ষিণস্যাং দিশি মাসাঃ পিতরো মার্জয়ন্তাং প্রতীচ্যাং দিশি গৃহাঃ পশবো মার্জয়ন্তাম্ উদীচ্যাং দিশ্যাপ ওষধয়ো বনস্পতয়ো মার্জয়ন্তাম্ ঊর্ধ্বায়াং দিশি যজ্ঞঃ সংবত্সরঃ প্রজাপতির্মার্জয়তাং মার্জয়ন্তাম্ ইতি বা ।। ৬।। [৭]

অনু.— এর পর পূর্ণপাত্র থেকে (হোতা) প্রতিদিকে জল ছিটোতে ছিটোতে জলপ্রোক্ষণে ব্যাপৃতা এই (পত্নীকে) 'প্রাচ্যাং.... মার্জয়তাম্ অথবা মার্জয়ন্তাম্' (সূ.) এই (মন্ত্রটি) পাঠ করাবেন।

ব্যাখ্যা— উদুক্ষন্ = উত্-√উক্ষ্ (জল ছিটান) + শতৃ, প্রথমার একবচন। উদুক্ষন্তীম্ = উত্-√উক্ষ্ + শতৃ + স্ত্রীলিঙ্গে দ্বিতীয়ার একবচন। হোতা ও পত্নী দু-জনেই পূর্ণপাত্র থেকে জল নিয়ে প্রতিদিকে জল ছিটান এবং 'প্রাচ্যাং—' মন্ত্রটি পাঠ করেন। এই মন্ত্রের শেষ পদটির স্থানে 'মার্জয়ন্তাম্' বললেও চলে। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, পূর্ববর্তী সূত্রে পত্নী স্পর্শ করে থাকলেও সেখানে 'অভিমৃশন্তীম্' বলা হয় নি, অথচ এখানে পত্নীও যাতে জল ছিটান সেই উদ্দেশে 'উদুক্ষন্তীম্' বলা হয়েছে। পূর্বসূত্রে মন্ত্র ও প্রার্থনা থেকেই স্পর্শ করতে হবে বলে বোঝা যাওয়ায় ঐ সূত্রে অভিমৃশন্তীম্' বলা হয়নি। কিন্তু এখানে মন্ত্র থেকে তেমন কোন সূচনা পাওয়া যাচ্ছে না বলেই সূত্রে 'উদুক্ষন্তীম্' বলা হয়েছে । আবার আগের সূত্রে 'এনাং' বলা হয় নি, কিন্তু এই সূত্রে তা বলা হয়েছে। এ থেকে বুঝতে হবে যে, দুটি কর্ম দুই ভিন্নপ্রকৃতির। আগের কর্মটি আত্মসংস্কারমূলক বলে সকল পত্নীকেই তা করতে হবে, আর এই কর্মটি পরার্থে বলে সকল পত্নীই অথবা একজন পত্নী তা করতে পারেন। যদিও সূত্রে স্পষ্টত বলা নেই, তবুও 'মার্জয়ন্তাম্' পদটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই কর্মটি মার্জনই। প্রসঙ্গত ৪/২/৭ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

অথাস্যা উত্তানম্ অঞ্জলিম্ অধস্তাদ্ যোক্ত্রস্য নিধায়াত্মনশ্ চ সব্যং পূর্ণপাত্রং নিনয়ন্ বাচয়েন্ মাহং প্রজাং পরাসিচং যা নঃ সযাবরী স্থন। সমুদ্রে বো নিনয়ানি স্বং পাথো অপীথেতি ।। ৭।। [৮]

অনু.— এর পর এঁর চিৎ(করা) অঞ্জলিকে মেখলার তলায় রেখে এবং নিজের বাঁ (হাতকে তলায় রেখে সেখানে) পূর্ণপাত্র ঢালতে ঢালতে 'মাহং—' (সূ.) এই (মন্ত্রটি) বলাবেন।

ব্যাখ্যা— নিনয়ন্ = নি-√নী + শতৃ প্রথমার একবচন— ঢালতে ঢালতে। পত্নীর অঞ্জলি এবং নিজের বাঁ হাত ৪নং সূত্রে নির্দিষ্ট ভাঁজ-করা মেখলার তলায় চিৎ করে রেখে হোতা ঐ মেখলার উপরে পূর্ণপাত্রের জল ঢালতে ঢালতে পত্নীকে 'মাহং—' মন্ত্র পাঠ করাবেন। প্রসঙ্গত 'তস্যাঃ সযোক্ত্রেঽঞ্জলৌ পূর্ণপাত্রম্ আনয়তি' (আপ. শ্রৌ. ৩/১০/৭) সূ. দ্র.। এমনভাবে পূর্ণপাত্রের জল ঢালবেন যাতে সেই জল তাঁদের নিজেদের হাতেই এসে পড়ে। যতজন পত্নী ততজনেরই যোক্ত্র খুলতে, ভাঁজ করতে এবং তাঁদের প্রত্যেকের হাতে জল ঢালতে হয়।

বেদতৃণান্যগ্রে গৃহীত্বাবিধুন্বন্ সন্ততং স্তৃণন্ন্ সব্যেন গার্হপত্যাদ্ আহবনীয়ম্ এতি তন্তুং তন্বন্ রজসো ভানুমন্বিহীতি ।। ৮।। [৯]

অনু.— (হোতা) বেদের তৃণগুলিকে সামনের অংশে ধরে (সেগুলি) না কাঁপাতে কাঁপাতে 'তন্তুং-'(১০/৫৩/৬) মন্ত্রে বাঁ হাত দিয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে (যজ্ঞভূমিতে) ছড়াতে ছড়াতে গার্হপত্য থেকে আহবনীয়ে যাবেন।

ব্যাখ্যা— 'বেদ' নামে দর্ভমুষ্টি আগেই ৪নং সূত্র অনুযায়ী খোলা হয়ে গেছে। হোতা সেই খোলা তৃণগুলির অগ্রভাগ ডান হাতে ধরে না নেড়ে বাঁ হাত দিয়ে 'তন্তুম্—' মন্ত্রে সেই তৃণগুলি অবিচ্ছিন্ন ধারায় বেদিতে ছড়াতে ছড়াতে গার্হপত্যের নিকট থেকে আহবনীয়ের কুণ্ডের দিকে এগিয়ে যাবেন। উদ্ধৃত মন্ত্রটি যাওয়ার মন্ত্র নয়, তৃণ-আস্তরণেরই মন্ত্র। হোতা তাই মন্ত্রটি পড়া শেষ হলে তবেই তৃণ ছড়াতে শুরু করবেন। শা. ১/১৫/১৫-১৭ সূ. দ্র.।

শেষং নিধায় প্রত্যগ্-উদগ্ আহবনীয়াদ্ অবস্থায় স্থাল্যাঃ স্রুবেণাদায় সর্বপ্রায়শ্চিত্তানি জুহুয়াৎ স্বাহাকারান্তৈর্ মন্ত্রৈর্ ন চেন্ মন্ত্রে পঠিতঃ ।। ৯।। [১০]

অনু.— অবশিষ্ট (তৃণ বেদিতে) রেখে দিয়ে আহবনীয়ের উত্তর-পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে (আজ্য-) স্থালী থেকে স্রুব দিয়ে (আজ্য) নিয়ে 'সর্বপ্রায়শ্চিত্ত' (নামে হোমের) আহুতি দেবেন। মন্ত্রে যদি পঠিত না থাকে (তাহলে) শেষে 'স্বাহা' দিয়ে (মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বেদের তৃণ ছড়াতে ছড়াতে আহবনীয়ের কাছে এসে হাতের অবশিষ্ট তৃণগুলি ভূমিতে রেখে দিয়ে আজ্যস্থালী থেকে স্রুবে আজ্য নিয়ে হোতা আহবনীয়ে 'সর্বপ্রায়শ্চিত্ত' নামে কতগুলি হোম করবেন। আহুতি দেবেন স্রুব দিয়েই। হোমের মন্ত্রগুলি ১২নং সূত্রে বলা হবে। যে মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' শব্দ নেই হোমের সময়ে সেই মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' শব্দ জুড়ে নিয়ে মন্ত্রটি পাঠ করবেন। সূত্রে 'শেষং' বলায় সব তৃণ না ছড়িয়ে কিছু তৃণ হাতে রেখে দিতে হয় আহবনীয়ের কাছে স্থাপন করার জন্য। 'মন্ত্রে' না বললেও চলত, কিন্তু তা বলায় সমগ্র মন্ত্রের প্রসঙ্গেই কথাটি বলা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। তাই সমগ্র মন্ত্রের প্রথমে, মধ্যে অথবা যে-কোন স্থানে যদি 'স্বাহা' শব্দ থাকে তাহলে আর শেষে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করতে হবে না।

যত্ কিঞ্চাপ্রেষিতো যজেদ্ অন্যত্রাপি ।। ১০।। [১১]

অনু.— অন্যত্রও (অধ্বর্যু দ্বারা) নির্দিষ্ট না হয়ে যা-কিছু যাগ করবেন (তা স্বাহান্ত মন্ত্রেই করবেন)।

ব্যাখ্যা— শুধু এখানে নয়, অন্যত্রও অর্থাৎ গৃহ্যকর্মেও যদি অধ্বর্যুর প্রৈষ ছাড়াই অগ্নিতে কোন আহুতি নিবেদন করতে হয়, তাহলে হোতা মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' শব্দ না থাকলে নিজেই তা জুড়ে নিয়ে মন্ত্রটি পাঠ করবেন। 'যজেত্' বলতে এখানে হোম, অভ্যাধান, বলিহরণ ইত্যাদি যে-কোন প্রকারের দ্রব্য-নিবেদনের অনুষ্ঠানকে বোঝান হয়েছে। 'অপ্রেষিতঃ' বলায় অধ্বর্যুর প্রৈষ পেয়ে যে আহুতি দেওয়া হয় সেখানে (যাজ্যায়) যথারীতি বৌষট্ শব্দই প্রয়োগ করা হবে, কিন্তু প্রৈষ না থাকলে শুধুই 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করতে হবে, সঙ্গে বৌষট্ শব্দ আর উচ্চারণ করতে হবে না। 'অন্যত্রাপি' বলায় কেবল ইষ্টি, পশু ও সোমযাগেই নয়, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাগেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

এবম্ভূতোঽব্যক্তহোমাভ্যাধানোপস্থানানি চ ।। ১১।। [১২]

অনু.— এই-রকম হয়ে বৈশিষ্ট্যবিহীন হোম, অভ্যাধান ও উপস্থান (করবেন)।

ব্যাখ্যা— অব্যক্ত = বৈশিষ্ট্যশূন্য। অভ্যাধান = অভি-√ধা ধাতু দ্বারা কোথাও কিছু স্থাপন করার নির্দেশ, যেমন— ২/৫/১২; ৩/৬/৩৪; ৬/১২/৩। সূত্রে কোন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা না হলে √হু, অভি-√ধা এবং উপ-√স্থা ধাতু দ্বারা বিহিত বৈশিষ্ট্যবিহীন সাধারণ হোম, অভ্যাধান ও উপস্থান একইভাবে অর্থাৎ আহবনীয়ের উত্তর-পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে (প্রয়োজন হলে আজ্যস্থালী থেকে স্রুবে আজ্য নিয়ে) মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করে করতে হয়। উদাহরণের জন্য পরবর্তী সূত্রগুলি দ্র.।

অয়াশ্চাগ্নেঽস্যনভিশস্তীশ্চ সত্যমিত্ত্বময়া অসি। অয়াসাবয়সা কৃতোঽয়াসন্ হব্যমূহিষে যা নো ধেহি ভেষজং স্বাহা। অতো দেবা অবন্তু ন ইতি দ্বাভ্যাং ব্যাহৃতিভিশ্ চ ভূঃ স্বাহা ভুবঃ স্বাহা স্বঃ স্বাহা ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহেতি ।। ১২।। [১৩]

অনু.— (সর্বপ্রায়শ্চিত্ত হোমে) 'অয়া—' (সূ.), 'অতো—' (১/২২/১৬, ১৭) এই দুটি মন্ত্র দ্বারা এবং 'ভূঃ—' (সূ.) ইত্যাদি ব্যাহৃতিগুলি দ্বারা (হোম করবেন)।

ব্যাখ্যা— ৯নং সূত্রে যে 'সর্বপ্রায়শ্চিত্ত' হোমের কথা বলা হয়েছিল তার মন্ত্রগুলি এই সূত্রে নির্দেশ করা হয়েছে। প্রথম তিনটি মন্ত্রে তিনটি এবং পরবর্তী চারটি ব্যাহৃতি দ্বারা চারটি এই মোট সাতটি হোম করতে হয়। 'একমন্ত্রাণি কর্মাণি' অর্থাৎ একটি মন্ত্রে একটি কর্ম এই নিয়মে সাতটি মন্ত্রে সাতটি পৃথক্ হোম করতে হবে। সাতটি হোমের দেবতা যথাক্রমে অয়স্ অগ্নি, দেবগণ, বিষ্ণু, অগ্নি, বায়ু, সূর্য ও প্রজাপতি। 'ব্যাহৃতিভিঃ' বলা সত্ত্বেও সূত্রকার যে ব্যাহৃতিগুলির উল্লেখ সূত্রে করে দিয়েছেন তার উদ্দেশ্য এই যে, ব্যাহৃতির উল্লেখ করা হলে যথাক্রমে এই চারটি মন্ত্রকেই বুঝতে হবে।

হুত্বা সংস্থাজপেনোপস্থায় তীর্থেন নিষ্ক্রম্যানিয়মঃ ।। ১৩।। [১৪]

অনু.— (সর্বপ্রায়শ্চিত্ত) হোম করে সংস্থাজপ দিয়ে উপস্থান করে তীর্থ দিয়ে (যজ্ঞভূমি থেকে) বাইরে গিয়ে (আর কোন) নিয়ম নেই।

ব্যাখ্যা— প্রায়শ্চিত্ত-হোমের পরে হোতা 'সংস্থাজপ' দিয়ে প্রণাম নিবেদন করে 'তীর্থ' পথ ধরে যজ্ঞভূমির বাইরে চলে যান। যাওয়ার পরে তাঁকে আর কোন নিয়ম পালন করতে হয় না। স্বতই অনিয়ম সিদ্ধ হলেও 'অনিয়মঃ' বলার তাৎপর্য এই যে, যজ্ঞের মাঝে যদি কেউ তীর্থপথ দিয়ে যজ্ঞভূমির বাইরে যান, তাহলে তাঁকেও ১/১/১১, ১২ ইত্যাদি সূত্রের নির্দেশ পালন করতে হবে না। কর্মের মাঝে অন্য পথ দিয়ে বাইরে গেলে কিন্তু ঐ নিয়মগুলি অনুসরণ করতে হবে। ৯নং সূত্রে 'জুহুয়াত্' বলার পরে এখানে আবার 'হুত্বা' বলায় বুঝতে হবে যে, 'সর্বপ্রায়শ্চিত্ত' হোমের সঙ্গে সংস্থাজপের বিশেষ সম্পর্ক আছে। সম্পর্কটি এই যে, যেখানেই সংস্থাজপ সেখানেই 'প্রায়শ্চিত্তহোম'ও থাকবে। যেখানেই কোন বিশেষ নির্দেশে অসম্পূর্ণ (খণ্ডতন্ত্র) ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান হয় সেখানেও 'সংস্থাজপ' থাকে বলে 'প্রায়শ্চিত্তহোম'ও তাই করতে হয়। সংস্থাজপ কি তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে। দীক্ষণীয়া প্রভৃতি ইষ্টিতে সংস্থাজপ নেই বলে সর্বপ্রায়শ্চিত্তহোমও সেখানে করতে হয় না। 'সংস্থাজপেনোপ—' (৬/১৩/২১) স্থলে সংস্থাজপের কথা বলা থাকায় সর্বপ্রায়শ্চিত্তহোম করে তবে অবভৃথে যাবেন। 'নিষ্ক্রম্য' বলায় নিষ্ক্রমণ করলে তবেই অনিয়ম, না করলে নিয়ম থেকে মুক্তি নেই। অনুষ্ঠানের মধ্যে জাতাশৌচ অথবা অন্য কোন অশৌচ ঘটলে কর্ম হতে নিবৃত্ত হওয়া চলবে না। যে কর্তব্য পালনের জন্য যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেছেন সেই কর্মের শেষ করা হলে অনিয়ম পালন করবেন, কর্মের মধ্যে স্বেচ্ছানুযায়ী নিয়ম ভঙ্গ করা চলবে না।

ওং চ মে স্বরশ্চ মে যজ্ঞোপ চ তে নমশ্চ। যত্ তে ন্যূনং তস্মৈ ত উপ যত্ তেঽতিরিক্তং তস্মৈ তে নম ইতি সংস্থাজপঃ ॥ ১৪॥ [১৫]

অনু.— 'ওঁ চ মে-' (সূ.) হচ্ছে 'সংস্থাজপ'।

ব্যাখ্যা— 'সংস্থাজপ' এই শব্দটি অর্থবহ (অন্বর্থ) একটি শাস্ত্রীয় নাম। কর্তব্য কর্ম শেষ হলে যজ্ঞভূমি থেকে বিদায় নেওয়ার জন্যই এই জপ করা হয়ে থাকে। ফলে কোন ইষ্টিযাগ যদি কোথাও অন্য যাগের অঙ্গযাগরূপে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে সেখানে তখনও মূল যাগ অসমাপ্ত থাকে বলে এই সংস্থাজপ করতে হয় না।

ইতি হোতুঃ ॥ ১৫॥ [১৬]

অনু.— এই (হল) হোতার (কাজ)।

ব্যাখ্যা— ১/১-১১ খণ্ড পর্যন্ত যা যা বলা হল ততটুকুই হচ্ছে দর্শপূর্ণমাসে হোতার করণীয় কর্ম। ১/১/৪ সূত্র থেকে শুরু করে হোতার যে যে কর্তব্য কর্মের বিবরণ এতক্ষণ দেওয়া হল তা এখানেই শেষ হল। হোতার কর্তব্যের নির্দেশ এখানে শেষ হলেও এ-বার ব্রহ্মার কি কি কর্তব্য সে-বিষয়ে সূত্রকার পরের দুটি কণ্ডিকায় কিছু নির্দেশ দেবেন। ঐ বিষয়ে পরবর্তী দুটি কণ্ডিকা (খণ্ড) তাই দ্র.।

দ্বাদশ কণ্ডিকা (১/১২)

[ব্রহ্মার কর্তব্য]

অথ ব্রহ্মণঃ ॥ ১॥

অনু.— এ-বার ব্রহ্মার (কর্তব্য কর্ম বলা হচ্ছে)।

হোত্রাচমনযজ্ঞোপবীতশৌচানি ॥ ২॥

অনু.— আচমন, যজ্ঞোপবীত এবং শৌচ হোতা দ্বারা (-ই বলা হয়ে গেছে)।

ব্যাখ্যা— ব্রহ্মাকে হোতার মতোই আচমন, যজ্ঞোপবীত ও শৌচের বিধি পালন করতে হয়— ১/১/৪, ১০ সূ. দ্র.।

যজ্ঞোপবীত এখানে দর্শপূর্ণমাসের অঙ্গরূপেই বিহিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১/১/৮-১৩ সূত্র ব্রহ্মার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। "সমানং হোত্রা তৃণনিরসনম্; তথোপবেশনম্"— শা. ৪/৬/৫, ৬।

নিত্যঃ সর্বকর্মণাং দক্ষিণতো ধ্রুবাণাং ব্রজতাং বা ।। ৩।।

অনু.— সর্বদা (তিনি) স্থির ও সচল (ব্যক্তিদের) সমস্ত কর্মের ডান দিকে (থাকবেন)

ব্যাখ্যা— বা = এবং। অন্য ঋত্বিকেরা বেদিতে স্থিরই থাকুন অথবা বেদির একস্থান থেকে অন্য স্থানে যান, ব্রহ্মাকে কিন্তু সেই সেই কর্মের আরম্ভ থেকে সমাপ্তিক্ষণ পর্যন্ত সর্বদাই তাঁদের ডান দিকে থাকতে হবে। অধিকাংশ ঋত্বিকেরা স্থির হয়ে থাকলে তিনিও তাঁদের ডান দিকে স্থির হয়ে থাকবেন, অধিকাংশই চলতে থাকলে তিনিও তাঁদের ডান দিক্ দিয়ে যাবেন। স্থির ব্যক্তিদের সর্বদাই ডান দিকে থাকা এবং সচল ব্যক্তিদের সর্বদাই ডান দিকে থাকা ব্রহ্মার পক্ষে এইভাবেই সম্ভব। প্রসঙ্গত ২৮ নং সূ. দ্র.। "দক্ষিণতোন্যায়ং ব্রহ্মকর্ম"— শা. ৪/৬/১।

বহির্বেদি যাং দিশং ব্রজেয়ুঃ সৈব তত্র প্রাচী ।। ৪।।

অনু.— বেদির বাইরে যে-দিকে (অপর ঋত্বিকেরা) যাবেন সেটাই (হবে তাঁর) পূর্ব দিক্।

ব্যাখ্যা— ঋত্বিকেরা বসতীবরী গ্রহণের জন্য, অবভৃথ ইষ্টির জন্য অথবা অন্য কোন কারণে যখন বেদির বা যজ্ঞভূমির বাইরে যান, তখন যে-দিকে তাঁরা যান সেই দিক্‌কেই পূর্ব দিক্ ধরে ব্রহ্মা সেই অনুযায়ী তাঁদের ডান দিক্ ধরে চলবেন। যেমন, অপরেরা দক্ষিণমুখে গেলে তিনি পশ্চিমে এবং অপরেরা পশ্চিমমুখ হয়ে গেলে তিনি উত্তর দিকে থাকবেন।

চেষ্টাস্বমন্ত্রাসু স্থানাসনয়োর্ বিকল্পঃ ।। ৫।।

অনু.— মন্ত্রবিহীন (দৈহিক আয়াস-সাপেক্ষ) কর্মগুলিতে স্থান ও আসনের বিকল্প (হবে)।

ব্যাখ্যা— যে-সব কর্মে কোন মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয় না, সেগুলির ক্ষেত্রে ব্রহ্মা দাঁড়িয়েও থাকতে পারেন অথবা বসেও থাকতে পারেন। সূত্রে 'বা' না বলে 'বিকল্পঃ' বলায় একই তন্ত্রের অধীনে করণীয় মন্ত্রবিহীন একাধিক কাজে তিনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কোন কাজ দাঁড়িয়ে এবং অপর কোন কাজ বসে করতে পারেন।

তিষ্ঠদ্ধোমাশ্ চ যেঽবষট্কারাঃ ।। ৬।।

অনু.— এবং বষট্‌কারবিহীন যে হোমগুলি দাঁড়িয়ে করতে হয় (সেখানেও বিকল্প)।

ব্যাখ্যা— সে-সব হোম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথচ বষট্‌কার উচ্চারণ না করে করতে হয় সেগুলির ক্ষেত্রেও ব্রহ্মা দাঁড়িয়ে অথবা বসে থাকতে পারেন।

আসীতান্যত্র ।। ৭।।

অনু.— অন্যত্র (তিনি) বসে থাকবেন।

ব্যাখ্যা— বষট্‌কারবিহীন হোম ও দৈহিক প্রয়াস-সাপেক্ষ মন্ত্রবিহীন কর্ম ছাড়া অন্যান্য সব-কিছু কাজ ব্রহ্মা বসে বসেই করবেন। বৃত্তি অনুযায়ী সূত্রটি শুধু 'আসীতান্যত্র', কিন্তু সিদ্ধান্তীর ভাষ্য অনুযায়ী 'সমস্তপাণ্যঙ্গুষ্ঠঃ' পদটিও এই সূত্রের অন্তর্গত। ভাষ্যের মতে সূত্রের অর্থ তাহলে— অন্যত্র ব্রহ্মা হাত ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জুড়ে বসে থাকবেন। সর্বত্র নয়, ডান হাত বাঁ হাতের উপরে রাখা হলে তবেই দুই অঙ্গুষ্ঠকেও যুক্ত করতে হবে। সিদ্ধান্তী আরও বলেছেন, যে স্থলে উপবেশন সাক্ষাৎ বিহিত হয় নি সেই উপবেশনের ক্ষেত্রেও তৃণনিক্ষেপ ও বসার সময়ে মন্ত্রপাঠ যাতে করা হয় সেই উদ্দেশেই 'আসনং বা-' (১/১/২৫) সূত্র সত্ত্বেও এই সূত্রে 'আসীত' বলা হয়েছে। অগ্ন্যাধেয়ে ব্রহ্মৌদন প্রস্তুত করার সময়ে, উখানির্মাণ, প্রবর্গ্যের উপকরণ-সংগ্রহ

এবং পশুযাগে সংস্থাজপের পরে প্রস্থান করে আবার পূর্ণাহুতির সময়ে উপবেশনের ক্ষেত্রে তাই তৃণনিক্ষেপ ও মন্ত্রসমেত উপবেশন করতে হবে। 'চাত্বালে মার্জয়ন্তে' (৩/৫/১) ইত্যাদি যে-সব উপবেশন সর্বসাধারণ সেগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু ব্রহ্মাবে তৃণনিক্ষেপ ও মন্ত্রসমেত উপবেশন করতে হয় না।

সমস্তপাণ্যঙ্গুষ্ঠঃ। অগ্রেণাহবনীয়ং পরীত্য দক্ষিণতঃ কুশেষূপবিশেত্ ।। ৮।।

অনু.— হাত ও অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করে রেখে আহবনীয়ের সামনের দিক্ দিয়ে পরিক্রমা করে (আহবনীয়ের) ডান দিকে কুশে বসবেন।

ব্যাখ্যা— সমস্তপাণ্যঙ্গুষ্ঠঃ = যিনি বাঁ হাতের তল দিয়ে ডান হাতের তল এবং ডান অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে বাঁ অঙ্গুষ্ঠ ধরে আছেন। ৩নং সূত্রে 'দক্ষিণতো' বলা থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার তা বলার প্রয়োজন— অনুষ্ঠীয়মান কর্মের নয়, আহবনীয়ের ডান দিকেই থাকতে হবে। সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রে 'দক্ষিণতঃ' বলায় দর্শপূর্ণমাসে ব্রহ্মাকে আহবনীয়েরই ডান দিকে বসতে হবে। পত্নীসংযাজেও তাই গার্হপত্যের নয়, আহবনীয়েরই ডান দিকে তিনি বসবেন। বসার সময়ে ১/৩/৩৮ সূত্র অনুযায়ী মন্ত্রসমেত তৃণনিক্ষেপ ও উপবেশন কিন্তু অবশ্যই করতে হবে।

বৃহস্পতির্ব্রহ্মা ব্রহ্মসদন আশিষ্যতে বৃহস্পতে যজ্ঞং গোপায়েত্যুপবিশ্য জপেত্ ।। ৯।।

অনু.— বসে 'বৃহ—' (সূ.) মন্ত্র জপ করবেন।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে এই সূত্রে আবার 'উপবিশ্য' বলায় একবার বসার পরে ব্রহ্মাকে আর ৩নং সূত্র অনুযায়ী অনুষ্ঠেয় কর্মের ডান দিকে থাকতে হয় না। তাছাড়া ঘর্মে ইষ্টিতন্ত্র অর্থাৎ ইষ্টিযাগের নিয়ম অনুসৃত হয় না বলে সেখানে কখন ব্রহ্মজপ করতে হবে তা নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। এই সূত্রে তাই সূচিত করা হল যে, বসার পরেই এই মন্ত্রটি সেখানে জপ করতে হবে। আবার অবভৃথ ইষ্টিতে বসতে হয় না বলে এই জপটিও সেখানে করতে হয় না। শা. ৪/৬/৯ অনুসারে মন্ত্রটি 'বৃহস্পতির্ব্রহ্মা স যজ্ঞং পাতু-'।

এষ ব্রহ্মজপঃ সর্বযজ্ঞতন্ত্রেষু ।। ১০।।

অনু.— এই ব্রহ্মজপ সকল যজ্ঞপদ্ধতিতে (-ই করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— সমস্ত যজ্ঞে, এমনকি গৃহ্য পাকযজ্ঞেও আসনে বসার পরে ব্রহ্মাকে 'বৃহ-' (সূ.) এই 'ব্রহ্মজপ' নামে মন্ত্রটি জপ করতে হয়। যজ্ঞতন্ত্র = যেখানে যজ্ঞের সকল ধারা বা নিয়ম অনুসৃত হয় অর্থাৎ অঙ্গ ও প্রধান দুয়েরই অনুষ্ঠান হয় সেই যাগে, হোমে নয়। কিন্তু ২/১৮/১৮ স্থলে কর্মটি যাগ হলেও যজ্ঞতন্ত্র সেখানে থাকে না বলে ব্রহ্মজপ করতে হয় না। ঘর্মে প্রধান ও অঙ্গের সমাবেশ ঘটে বলে সেখানে তন্ত্রত্ব থাকায় ব্রহ্মজপ করা হয়। 'সর্ব' বলায় কেবল ১/১/৩; ৩/৬/৩৬ প্রভৃতি যে-সব স্থলে 'তন্ত্র' শব্দের উল্লেখ আছে সেই সব স্থলেই নয়, সকল যজ্ঞেই এবং সকল তন্ত্রেই ('তন্ত্র' শব্দের উল্লেখ না থাকলেও) এই জপ কর্তব্য। গৃহ্য পাকযজ্ঞের ক্ষেত্রেও তাই এই ব্রহ্মজপ করতে হবে, কারণ তাকে লক্ষ্য করে গৃহ্যসূত্রে 'তন্ত্র' শব্দই প্রয়োগ করা হয়েছে (আ. গৃ. ১/১০/২৫)। 'তন্ত্র' শব্দ উল্লিখিত না হলেও ঘর্মে অঙ্গযাগ ও প্রধানযাগের সমাবেশ থাকায় তা যজ্ঞতন্ত্রই। সেখানেও তাই এই ব্রহ্মজপ হবে। পৌর্ণদর্বে 'যদি হোতারং-' (২/১৮/১৮) স্থলে যদিও কর্মটি যাগ, তাহলেও অঙ্গ ও প্রধানের সমাবেশ সেখানে নেই বলে যজ্ঞতন্ত্র না থাকায় ব্রহ্মজপ করতে হবে না। সূত্রে 'যজ্ঞ' বলায় হোমতন্ত্রের অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ হোমের ক্ষেত্রেও এই জপ হবে না।

সাগ্নৌ যত্রোপবেশনম্ ।। ১১।। [১০]

অনু.— অগ্নিসমেত যেখানে উপবেশন করতে হয় (সেখানেও ব্রহ্মজপ কর্তব্য)।

ব্যাখ্যা— যে পশুযাগ প্রভৃতি যজ্ঞে অগ্নি-প্রণয়নের অনুষ্ঠান হয় (সাগ্নি) সেই যজ্ঞে প্রণয়নের পরে যখন ব্রহ্মা বসবেন তখনই তাঁকে ব্রহ্মজপ করতে হবে, তার আগে ৮নং সূত্র অনুযায়ী প্রথমবার বসার সময়ে নয়। প্রসঙ্গত ২৯নং সূ.দ্র.। যজ্ঞে

অগ্নি-প্রণয়নের অনুষ্ঠান না থাকলে যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেই পরে এবং অগ্নি-প্রণয়নযুক্ত কর্মে প্রণয়নের পরে উপবেশনকালে এই ব্রহ্মজপ করতে হয়।

উপবিষ্টম্ অতিসর্জয়তে ।। ১২।। [১১]

অনু.— উপবিষ্ট (ব্রহ্মাকে অধ্বর্যু) অনুমতি দেওয়াবেন।

ব্যাখ্যা— অতিসর্জয়তে = অতিসর্জন করবেন, অনুমতি দেওয়াবেন। পাঠান্তর 'অতিসৃজেত্'। ব্রহ্মা এমন সময়ে যজ্ঞভূমিতে এসে নিজ আসনে বসবেন যাতে বসার পরই অধ্বর্যু অপ্-প্রণয়নের জন্য তাঁর কাছে অনুমতি চাইতে পারেন। অনুমতি-প্রার্থনার বাক্যটি পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে। অনুমতি-প্রার্থনার সময়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেও অনুমতি দেবেন কিন্তু বসার পরে।

ব্রহ্মন্নপঃ প্রণেষ্যামীতি শ্রুত্বা ভূর্ভুবঃ স্বঃ বৃহস্পতিপ্রসূত ইতি জপিত্বোং প্রণয়েত্যতিসৃজেত্ সর্বত্র ।। ১৩।। [১২]

অনু.— সর্বত্র 'ব্রহ্ম-' (সূ.) এই বাক্যে শুনে 'ভূ..... প্রসূত' (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করে 'ওঁ প্রণয়' এই (মন্ত্রে ব্রহ্মা) অনুমতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— কেবল অপ্-প্রণয়নের ক্ষেত্রেই নয়, অন্য স্থলেও 'ব্রহ্মন্' বলে কেউ সম্বোধন করে ব্রহ্মার কাছে কোন কর্মের জন্য অনুমতি চাইলে ব্রহ্মা প্রথমে 'ভূ-' মন্ত্র জপ করে তার পরে যে কর্মের জন্য অনুমতি চাওয়া হচ্ছে সেই কর্মের জন্য তন্ত্রস্বরে 'ওঁ প্রোক্ষ', 'ওঁ স্তুধ্বম্' ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বাক্যে প্রয়োজনীয় অনুমতি দেবেন। 'শ্রুত্বা' বলায় আগে অধ্বর্যু তাঁর আবেদন শেষ করবেন, পরে ব্রহ্মা অনুমতি দান করবেন। 'জপিত্বা' বলা হয়েছে এ-কথা বোঝাবার জন্য যে, প্রথম অংশটি উপাংশুস্বরে এবং পরবর্তী অংশটি তন্ত্রস্বরে পাঠ করতে হবে।

যথাকর্ম ত্বাদেশাঃ ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— নির্দেশগুলি কিন্তু কর্ম অনুযায়ী (হয়)।

ব্যাখ্যা— যে কাজের জন্য অনুমতি চাওয়া হবে সেই কাজের জন্যই ব্রহ্মা অনুমতি দেবেন। ফলে ১৩নং সূত্র অনুযায়ী সর্বত্র জপের পর 'ওঁ প্রণয়' বললে চলবে না, সংশ্লিষ্ট কর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এমন 'ওঁ প্রোক্ষ', 'ওঁ স্তুধ্বম্' ইত্যাদি বাক্যেই অনুমতি দিতে হবে। শা. ৪/৬/১৭ সূত্রেও এই বিধানই দেওয়া হয়েছে।

প্রণবাদ্যুচ্চৈঃ ।। ১৫।। [১৪]

অনু.— প্রণব থেকে আরম্ভ (করে সব-কিছু তিনি) উচ্চস্বরে (বলবেন)।

ব্যাখ্যা— ১৩ নং সূত্রে এবং ১৪নং সূত্রের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত প্রণব থেকে শুরু করে সমগ্র মন্ত্রটি ব্রহ্মা উচ্চ (= তন্ত্র) স্বরে পাঠ করবেন।

ঊর্ধ্বং বা প্রণবাত্ ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— অথবা প্রণবের পরে (সব-কিছু তিনি উচ্চস্বরে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে 'প্রণয়', 'প্রোক্ষ', 'স্তুধ্বম্' ইত্যাদি অংশটুকুই উচ্চ (= তন্ত্র) স্বরে পাঠ করা চলে।

অত ঊর্ধ্বং বাগ্‌যত আস্ত আ হবিষ্কৃত উদ্‌বাদনাত্ ।। ১৭।। [১৬]

অনু.— এর পর হবিষ্কৃত্-বাদন পর্যন্ত বাক্‌সংযমী (হয়ে) বসে থাকবেন।

ব্যাখ্যা— অপ্-প্রণয়নের পরে 'হবিষ্কৃদেহি' বাক্যে ধান-কোটা এবং 'শম্যা' নামে একখণ্ড ছোট কাঠ দিয়ে শিল ও নোড়া বাজান হয়। অপ্-প্রণয়নের অনুমতি-দেওয়া বা অপ্-প্রণয়নের নিকটবর্তী সময়ের পর থেকে শুরু করে এই শিল-নোড়া বাজান পর্যন্ত ব্রহ্মা বাক্-নিয়ন্ত্রণ করে বসে থাকবেন। 'আস্তে' বলায় এই সময়ের মধ্যে বিনামন্ত্রে কোন কাজ করতে হলে তা তিনি বসে থেকেই করবেন, ৫নং সূত্র অনুযায়ী বিকল্পে দাঁড়িয়ে নয়। "প্রণীতাকালে বাগ্‌যমনম্, হবিষ্কৃতা বিসর্গঃ"— শা. ৪/৭/১,২।

আ মার্জনাত্ পশৌ ।। ১৮।। [১৭]

অনু.— পশুযাগে মার্জন পর্যন্ত (বাক্‌সংযমী থাকবেন)।

ব্যাখ্যা— পশুযাগে অগ্নি-প্রণয়ন (৩/১/৭ সূত্র) থেকে শুরু করে চাত্বালে মার্জন (৩/৫/১ সূত্র) পর্যন্ত বাক্‌সংযমী হয়ে থাকতে হয়। ২৭নং সূ. দ্র.।

সোমে ঘর্মাদি চাতিপ্রৈষাদি চাসুব্রহ্মণ্যায়াঃ ।। ১৯।। [১৮]

অনু.— সোমযাগে ঘর্ম এবং অতিপ্রৈষ থেকে শুরু করে সুব্রহ্মণ্যের আহ্বান পর্যন্ত (বাক্‌সংযমী হতে হয়)।

ব্যাখ্যা— সোমযাগে যে দিনগুলিতে উপসদ্-ইষ্টি হয় সেই দিনগুলিতে প্রত্যহ সকালে ও বিকালে উপসদের পরে এবং সুত্যাদিনে প্রাতরনুবাক আরম্ভের সময়ে সুব্রহ্মণ্য নামে সামবেদীয় ঋত্বিক্‌কে 'সুব্রহ্মণ্যো৩ম্... আগচ্ছতাগচ্ছত' এই নিগদমন্ত্রে ইন্দ্রকে আহ্বান জানাতে হয়। এই আহ্বানের নাম 'সুব্রহ্মণ্যাহ্বান'। প্রসঙ্গত "আতিথ্যায়াং সংস্থিতায়াং দক্ষিণস্য দ্বারবাহোঃ পুরস্তাত্ তিষ্ঠন্নন্তর্বেদিদেশেঽন্বারব্ধে যজমানে পত্ন্যাঞ্চ 'সুব্রহ্মণ্যোম্' ইতি ত্রির্ উক্ত্বা নিগদং ব্রূয়াদ্ ইন্দ্রাগচ্ছ হরিব আগচ্ছ মেধাতিথের্মেষ বৃষণশ্বস্য মেনে গৌরাবস্কন্দিন্নহল্যায়ৈ জার কৌশিক ব্রাহ্মণ গৌতম ব্রুবাণৈতাবদ্-অহে সুত্যাম্ ইতি যাবদ্-অহে স্যাত্" (লা. শ্রৌ. ১/৩/১ সূ. দ্র.)। এখানে 'সুত্যাম্' শব্দের আগে যতদিন অতিক্রান্ত হলে সুত্যা হবে সেই দিনসংখ্যার উল্লেখ করতে হয়, কিন্তু সুত্যার আগের দিন 'শ্বঃ' ও সুত্যার দিন 'অদ্য' বলতে হয়। কেউ কেউ শেষে 'আগচ্ছ মঘবন্ দেবা ব্রাহ্মণ আগচ্ছতাগচ্ছতাগচ্ছত' অংশ সংযোজিত করে নিয়ে নিগদটি পাঠ করেন। অহর্গণে সব-কটি সুত্যাদিনের পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না, শুধু প্রথম সুত্যাদিনটিরই উল্লেখ করতে হয় (কা. শ্রৌ. ১/৭/৭)। ঘর্ম (আ. ৪/৬/১) থেকে ও অতিপ্রৈষ (আ. ৬/১১/১৩) থেকে শুরু করে এই সুব্রহ্মণ্যাহ্বান পর্যন্ত ব্রহ্মাকে বাক্‌সংযমী হয়ে থাকতে হয়। যদিও সুব্রহ্মণ্যাহ্বান সোমযাগেই হয়, তবুও সূত্রে 'সোমে' বলা হয়েছে এই কারণে যে, সমস্ত সোমযাগেই এই নিয়ম, কেবল 'পশু' (আগের সূ. দ্র.)- যুক্ত বা পশুনামক সোমযাগে নয়। অথবা তা বলা হয়েছে ২৪নং সূত্রটিও যে সোমসম্পর্কিত এ-কথা বোঝাবার জন্য।

প্রাতরনুবাকাদ্যান্তর্যামাত্ ।। ২০।। [১৯]

অনু.— প্রাতরনুবাক থেকে শুরু করে অন্তর্যাম গ্রহ পর্যন্ত (বাক্‌সংযমী থাকবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রাতরনুবাক থেকে 'অন্তর্যাম' নামে গ্রহের আহুতি পর্যন্ত ব্রহ্মাকে বাক্‌নিয়ন্ত্রণ করে থাকতে হবে। ঐ. ব্রা. ২৫/৮ অংশেও এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে।

হরিবতোঽনুসবনম্ এডায়াঃ ।। ২১।। [২০]

অনু.— প্রত্যেক সবনে হরিবান্ (ইন্দ্রের পুরোডাশ) থেকে ইড়া পর্যন্ত (বাক্‌সংযমী থাকবেন)।

ব্যাখ্যা— অনুসবনম্ = সবনে সবনে। এডায়াঃ = আ ইডায়াঃ। তিন সবনেই হরিবান্ ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট সবনীয় পুরোডাশযাগের শুরু থেকে ইড়াভক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্মা বাক্‌সংযমী হয়ে থাকবেন।

স্তোত্রেষ্বতিসর্জনাদ্যা বষট্‌কারাত্ ।। ২২।। [২১]

অনু.— স্তোত্রে অনুজ্ঞা-মন্ত্র থেকে শুরু করে (শস্ত্রের) বষট্‌কার পর্যন্ত (তিনি বাক্‌সংযমী থাকবেন)।

ব্যাখ্যা— অতিসর্জন = অনুজ্ঞা। স্তোত্রের জন্য 'স্তুধ্বম্' এই অনুমতিদান (৫/২/১২) থেকে শুরু করে শস্ত্রের শেষে যাজ্যায় বষট্‌কার-উচ্চারণ পর্যন্ত ব্রহ্মাকে বাক্‌সংযমী হয়ে থাকতে হয়। ঐ. ব্রা. ২৫/৮ অংশেও এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। 'স্তুধ্বম্' বাক্যটিকে স্তোত্রের 'উপাকরণ' বলা হয়।

ওদৃচঃ পবমানেষু ।। ২৩।। [২২]

অনু.— পবমানস্তোত্রগুলিতে শেষ মন্ত্র পর্যন্ত (বাক্‌সংযমী থাকবেন)।

ব্যাখ্যা— ওদৃচঃ = আ-উদ্ (উত্তম, অন্তিম)-ঋচঃ = অন্তিম মন্ত্র পর্যন্ত। তিন সবনেই পবমানস্তোত্রের জন্য 'স্তুধ্বম্' এই অনুমতি-দান থেকে শুরু করে স্তোত্রের অন্তিম মন্ত্র অর্থাৎ সমাপ্তিক্ষণ পর্যন্ত বাক্-নিয়ন্ত্রণ করবেন। ঐ. ব্রা. ২৫/৮ অংশেও এই বিধানই পাওয়া যায়।

যচ্ চ কিঞ্চ্ চ মন্ত্রবত্ ।। ২৪।। [২৩]

অনু.— এবং যা-কিছু মন্ত্রযুক্ত (কর্ম সে-সব স্থলেও তিনি বাক্-সংযমী থাকবেন)।

ব্যাখ্যা— যে-সব কর্মে মন্ত্র পাঠ করতে হয় সেখানেই ব্রহ্মাকে (মন্ত্রপাঠ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত) বাক্-সংযমী হতে হয়।

হোত্রা শেষঃ ।। ২৫।। [[২৪]

অনু.— অবশিষ্ট (সব-কিছু) হোতার দ্বারা (বলা হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— অবশিষ্ট স্থলগুলিতে ব্রহ্মাকে হোতার মতোই ১/৫/৪৫ ইত্যাদি নিয়ম অনুসারে বাক্‌সংযমী হয়ে থাকতে হয়। ১৭নং সূত্র থেকে যে বাক্-যমনের প্রসঙ্গ শুরু হয়েছিল তা এখানে শেষ হল।

আপত্তিশ্ চ ।। ২৬।। [২৫]

অনু.— নিয়ম-উল্লঙ্ঘনও (হোতারই মতো হবে)।

ব্যাখ্যা— আপত্তি = নিয়মের উল্লঙ্ঘন। উক্ত স্থলগুলিতে (১৭-২৫ নং সূত্র) বাক্‌সংযমের নিয়ম লঙ্ঘন করলে প্রায়শ্চিত্তের জন্য হোতার মতোই তাঁকে বিষ্ণুমন্ত্র জপ করতে হয় (১/৫/৪৯, ৫০ সূ. দ্র.)। অন্যত্র প্রায়শ্চিত্ত হবে ৩৩নং সূত্র অনুযায়ী। সূত্রটি না থাকলেও প্রায়শ্চিত্তকর্ম বলে ঐ 'অতো-' অথবা অন্য কোন বিষ্ণু-মন্ত্রই ব্রহ্মার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই সূত্রটি তাই না করলেও চলত। তবুও সূত্রটি রচনা করায় আমাদের বুঝতে হবে যে, প্রায়শ্চিত্তকর্ম হলেও বিশেষ নির্দেশ না থাকলে প্রায়শ্চিত্তের জন্য সর্বত্র বিষ্ণুমন্ত্র জপ করা চলে না। 'আতো বাগ্‌যমনম্' (১/৫/৪৫-৪৭) ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্গত নয় এমন 'বাগ্‌যতো—' (২/৫/১০), 'প্রাতরনু—' (৪/১৩/১) ইত্যাদি স্থলে তাই বাক্‌সংযমের নিয়ম লঙ্ঘন করে ফেললে বিষ্ণুমন্ত্র জপ করলে চলবে না, 'ঋক্‌তঃ—' (৩৩নং) ইত্যাদি সূত্র অনুযায়ী হোমই করতে হবে। ১৭ নং সূত্রে যেখানে যেখানে বাক্‌সংযম বিহিত হয়েছে সেখানে সেখানে নিয়মভঙ্গে অবশ্য বিষ্ণুমন্ত্রই জপ করতে হবে। অন্যত্র 'ঔদুম্বরীং-' (আ. ৮/১৩/২৪) ইত্যাদি স্থলে ৩৩ নং সূত্র অনুযায়ীই প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হবে।

যত্র ত্বগ্নিঃ প্রণীয়তেঽপি সসোমে তদ্-আদি তত্র বাগ্‌যমনম্ ।। ২৭।। [২৬]

অনু.— কিন্তু যেখানে সোমের সঙ্গেও অগ্নি প্রণয়ন করা হয়, সেখানে ঐ (স্থল থেকে) আরম্ভ (করে) বাক্‌সংযম (অবলম্বন করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি কোথাও সোম-সমেতও অগ্নি-প্রণয়ন করা হয় অর্থাৎ শুধু অগ্নি-প্রণয়ন করা হয় অথবা অগ্নি ও সোম দুয়েরই প্রণয়ন করা হয় তাহলে সেই অগ্নি অথবা অগ্নি-সোমের প্রণয়ন থেকে শুরু করে ব্রহ্মাকে বাক্-নিয়ন্ত্রণ করে থাকতে

হয়। সোমযাগে অগ্নি-সোম-প্রণয়নের সময়ে ব্রহ্মা নিজেই অথবা যজমান হবির্ধান-মণ্ডপে সোম নিয়ে যান (কা. শ্রৌ. ১১/১/১৩, ১৪ দ্র.)। সেই সময়ে ব্রহ্মাকে এই বাক্‌সংযমের নিয়ম পালন করতে হয়। 'তত্র' বলায় যে-দিন প্রণয়ন করতে হয় সেই দিনই অনুষ্ঠান হলে এই নিয়ম। যদি পরের দিন অনুষ্ঠান হয় তাহলে কিন্তু পূর্ব দিন থেকে বাক্‌সংযমী হতে হবে না। এই জন্য বরুণপ্রঘাস প্রভৃতি যাগ 'সাদ্যস্ক্র' বা সদ্যস্কাল হলে অর্থাৎ আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত সব-কিছু একই দিনে (সদ্য) অনুষ্ঠিত হলে অগ্নিপ্রণয়ন থেকে শুরু করে বাক্-সংযম অবলম্বন করতে হবে, কিন্তু সাদ্যস্ক্র না হলে তা করতে হবে না, কারণ সে-ক্ষেত্রে অগ্নিপ্রণয়ন আগের দিনেই হয়ে যায়।

দক্ষিণতশ্ চ ব্রজঞ্ জপত্যাশুঃ শিশান ইতি সূক্তম্ ।। ২৮।। [২৭]

অনু.— এবং ডান দিক্ দিয়ে যেতে যেতে 'আশু-' (১০/১০৩) সূক্তটি জপ করেন।

ব্যাখ্যা— ডান দিক্ দিয়ে যেতে যেতে ব্রহ্মা 'আশু—' সূক্তটি জপ করবেন। 'সূক্তম্' বলায় সূক্তটি একবারই সমগ্ররূপেই পাঠ করতে হবে। যাওয়া শেষ হলেও সূক্তটি তাই অসমাপ্ত রাখা চলবে না, সম্পূর্ণ সূক্তটি পড়তে হবে এবং যাওয়া শেষ না হলেও সূক্তটির পুনরাবৃত্তি করা চলবে না। এই সূক্তটিকে 'অপ্রতিরথ' সূক্ত বলে। 'দক্ষিণতঃ' বলায় ডান দিকে যাওয়ার সময়েই এই মন্ত্র জপ করতে হয়, ৪/১০/৯ সূত্র অনুসারে সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে নয়।

সমাপ্যোপবেশনাদ্যুক্তম্ ।। ২৯।। [২৮]

অনু.— (ঐ জপ) শেষ করে উপবেশন প্রভৃতি (যা যা) বলা হয়েছে (তা তা তাঁকে করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— 'আশুঃ—' সূক্তটি জপ করা শেষ হলে উপবেশন প্রভৃতি যা যা বিহিত হয়েছে (৮, ৯নং সূ. দ্র.) অর্থাৎ তৃণনিক্ষেপ, উপবেশন ও ব্রহ্মজপ তা তা তাঁকে করতে হবে। অগ্নি-প্রণয়ন এবং অগ্নি-সোম-প্রণয়ন শেষ হলে তবেই এই তৃণনিক্ষেপ, উপবেশন ও ব্রহ্মজপ করতে হয়, তার আগে নয়। প্রসঙ্গত ১১নং সূ. দ্র.।

ন তু সৌমিকে প্রণয়নে ব্রহ্মজপঃ ।। ৩০।। [২৯]

অনু.— সোম-সম্পর্কিত অগ্নি-প্রণয়নে কিন্তু ব্রহ্মজপ (করতে হবে) না।

ব্যাখ্যা— সোমযাগে অগ্নি-প্রণয়নের পরে তৃণনিক্ষেপ ও সমন্ত্রক উপবেশন করতে হয়, কিন্তু ব্রহ্মজপ করতে হয় না। সিদ্ধান্তীর ভাষ্য অনুযায়ী 'সসোমে' না বলে 'সৌমিকে' বলায় সোমযাগে কেবল অগ্নির যে প্রণয়ন তার পরে এই ব্রহ্মজপ নিষিদ্ধ। অগ্নি-প্রণয়নের শেষে সেখানে তাই ব্রহ্মজপ (৯, ১০ সূ. দ্র.) করতে হয় না, শুধু তৃণনিক্ষেপ ও মন্ত্রসমেত উপবেশনই করতে হয় (১/৩/৩৬, ৩৭ সূ. দ্র.), কিন্তু অগ্নি-সোমের প্রণয়নের পরে ব্রহ্মজপ করতে কোন বাধা নেই।

অন্যত্র বিসৃষ্টবাগ্ অবহুভাষী যজ্ঞমনাঃ ।। ৩১।। [৩০]

অনু.— অন্য স্থলে বাক্-বিসর্জন (করলেও) যজ্ঞের দিকে মন (থাকবে এবং) বহুভাষী (হবেন) না।

ব্যাখ্যা— বিসৃষ্টবাক্ = যিনি বাক্-সংযম ত্যাগ করেছেন। যেখানে বাক্‌সংযমী হতে বলা হয়েছে সেখানে ছাড়া অন্যত্র ব্রহ্মা কথা বলতে পারেন, কিন্তু বেশী কথা যেন তিনি না বলেন এবং যজ্ঞের দিকেই যেন তাঁর আসল মনটি থাকে।

বিপর্যাসেঽন্তরয়-ইতে মন্ত্রে কর্মণি ব্যাখ্যাতে যোগলক্ষ্য বা জান্বাচ্যাহুতিং জুহুয়াত্ ।। ৩২।। [৩১]

অনু.— মন্ত্র অথবা কর্ম বিপর্যস্ত (অথবা) লুপ্ত হলে (কেউ তা) বলে দিলে অথবা (নিজেই তা) লক্ষ্য করে হাঁটু পেতে অগ্নিতে আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— যজ্ঞে যদি কোন মন্ত্র অথবা কর্মের পৌর্বাপর্য ভঙ্গ হয় (পরপর দুটি মন্ত্র অথবা কর্মের মধ্যে বিনা নির্দেশে স্থান-পরিবর্তন বা বিপর্যয়কে 'বিপর্যাস' বলে) অথবা ভুলক্রমে কোন মন্ত্র পাঠ বা কর্ম যদি মোটেই করা না হয়ে থাকে

এবং তা যদি অপর কেউ ধরিয়ে দেন অথবা ব্রহ্মা নিজেই যদি সেই ত্রুটি লক্ষ্য করে থাকেন, তাহলে তিনি ডান হাঁটু মাটিতে পেতে অগ্নিতে আহুতি দেবেন। সূত্রে 'আহুতিং' পদটিতে একবচন থাকায় যুগপৎ বহু ত্রুটি ধরা পড়লেও একটি আহুতিই দিতে হবে, যতগুলি ত্রুটি ঘটে গেছে ততগুলি আহুতি নয়। দ্বিতীয় 'বা' শব্দটি থাকায় ('আখ্যাতে বা উপলক্ষ্য বা') সর্বপ্রায়শ্চিত্ত হোমের মতো ত্রুটি অজ্ঞাত থাকলেও নয়, ত্রুটির কথা নিজে জানতে পারলে অথবা অপরে বলে দিলে তবেই এই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। ত্রুটি ধরা পড়ার পরেই যতশীঘ্র সম্ভব এই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। হাঁটু পাতবার সময়ে কোল পেতে বসে বাঁ পায়ের উপরে ডান পা রেখেই তা করতে হবে। যে-কোন ত্রুটির ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে এই প্রায়শ্চিত্ত। যেখানে বিশেষ কোন প্রায়শ্চিত্তের কথা বিহিত হবে সেখানে অবশ্য সেই প্রায়শ্চিত্তই করতে হবে। সিদ্ধান্তীর মতে যেহেতু যে-কোন কারণেই ত্রুটি ঘটলে এই প্রায়শ্চিত্তটি করতে হয়, তাই সূত্রে 'বিপর্যাসে-অন্তরিতে' অংশটি না বললেও চলত, কিন্তু তবুও তা বলায় ৩/১৩/২২ স্থলেও বিশেষ প্রায়শ্চিত্তের পরে এই ব্যাহৃতিহোমের (পরবর্তী সূ. দ্র.) সাধারণ প্রায়শ্চিত্তটিও করতে হবে।

ঋক্তশ্ চেদ্ ভূর্ ইতি গার্হপত্যে। যজুষ্টো ভুব ইতি দক্ষিণে। আগ্নীধ্রীয়ে সোমেষু ।। ৩৩।। [৩২]

অনু.— যদি ঋক্ থেকে (কোন ত্রুটি হয় তাহলে) গার্হপত্যে 'ভূঃ' এই (মন্ত্রে এবং) যজুঃ থেকে (হলে) দক্ষিণ (অগ্নিতে) 'ভুবঃ' এই (মন্ত্রে আহুতি দেবেন)। সোমযাগে (আহুতি দেবেন) আগ্নীধ্রীয়ে।

ব্যাখ্যা— ঋগ্‌বেদীয় মন্ত্রে বা কর্মে কোন ত্রুটি ঘটলে গার্হপত্যে এবং যজুর্বেদীয় মন্ত্রে অথবা কর্মে ত্রুটি হলে দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি দেবেন। সোমযাগে ধিষ্ণ্যে অগ্নিস্থাপনের আগে পর্যন্ত দক্ষিণাগ্নিতে এবং তার পরে আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যে এই আহুতি দিতে হয়, কারণ ঐ ধিষ্ণ্যই সেখানে দক্ষিণাগ্নির কাজ করে। সূত্রে 'ঋচঃ' না বলে 'ঋক্তঃ' বলায় শুধু পদ্যবদ্ধ নয়, ঋগ্‌বেদীয় ঋত্বিকের পাঠ্য যে-কোন মন্ত্রের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযুক্ত হবে। 'নমঃ প্রবক্ত্রে-' (আ. ১/২/১) মন্ত্রটি গদ্যবদ্ধ বলে স্বরূপের দিক থেকে যজুর্মন্ত্র হলেও তাই তার প্রয়োগে কোন ত্রুটি হলে 'ভূঃ' মন্ত্রেই আহুতি দিতে হবে। এই সূত্রে যা বলা হয়েছে ঐ. ব্রা. ২৫/৭, ৯ অংশের বিধানও ঠিক তা-ই।

সামতঃ স্বর্ ইত্যাহবনীয়ে ।। ৩৪।। [৩৩]

অনু.— সাম থেকে (ত্রুটি হলে) আহবনীয়ে 'স্বঃ' এই (মন্ত্রে আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— সামবেদীয় মন্ত্রে অথবা কর্মে কোন ত্রুটি হলে 'স্বঃ' এই মন্ত্রে আহবনীয়ে আহুতি দিতে হয়। ঐ. ব্রা. ২৫/৭, ৯ অংশেও এই বিধানই পাওয়া যায়।

সর্বতোঽবিজ্ঞাতে বা ভূর্ভুবঃ স্বর্ ইত্যাহবনীয় এব ।। ৩৫।। [৩৩]

অনু.— সব (বেদ) থেকে (ত্রুটি হলে) অথবা জানা না গেলে আহবনীয়েই 'ভূ-' (সূ.) এই (মন্ত্রে আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— যুগপৎ সব বেদ থেকেই ত্রুটি ঘটে গেলে (যেমন— স্তোত্র, শস্ত্র ও প্রতিগর এই তিনটিতেই ত্রুটি) বা কোন্ বেদের কোন্ মন্ত্রে বা কর্মে ত্রুটি হয়েছে তা ঠিক ঠিক জানা না গেলে 'ভূ-' মন্ত্রে আহবনীয়েই একটি মাত্র আহুতি দিতে হয়। 'এব' বলা হয়েছে সামবেদীয় মন্ত্রের ত্রুটিতে যেমন আহবনীয়ে আহুতি দেওয়া হয়, এ-ক্ষেত্রেও তেমনই হবে এবং তিনটি ব্যাহৃতি মিলিয়ে একটিই আহুতি হবে এ-কথা বোঝানোর জন্য। 'অবিজ্ঞাতে' বলায় উদ্দেশ্য গৃহ্য বা স্মৃতিশাস্ত্রে বিহিত শৌচ, আচমন ইত্যাদি বিষয়ে ত্রুটি হলেও এ-ই প্রায়শ্চিত্ত। ঐ. ব্রা. ২৫/৭, ৯ অংশের বিধানও এই সূত্রে যা বলা হয়েছে তা-ই।

প্রাক্ প্রযাজেভ্যোঽঙ্গারং বহিষ্পরিধি নির্বৃত্তং স্রুবদণ্ডেনাভিনিদধ্যান্ মা তপো মা যজ্ঞস্তপন্ মা যজ্ঞপতিস্তপত্। নমস্তে অস্ত্বায়তে নমো রুদ্র পরায়তে। নমো যত্র নিষীদসীতি ।। ৩৬।। [৩৪]

অনু. — প্রযাজগুলির (অনুষ্ঠানের) আগে পরিধির বাইরে পড়ে-যাওয়া অঙ্গারকে স্রুবের হাতল দিয়ে 'মা-' (সূ.) এই মন্ত্রে নিজের কাছে এনে (কুণ্ডে) রাখবেন।

ব্যাখ্যা— প্রযাজের আগে মানে স্রুক্-আদাপন অর্থাৎ প্রযাজের জন্য অধ্বর্যুকে জুহূ ও উপভৃত্ গ্রহণ করাবার আগে পর্যন্ত। পরিধি = আহবনীয়ের পশ্চিমদিকে উত্তরমুখী করে এবং দক্ষিণ ও উত্তর দিকে পূর্বমুখী করে রাখা তিনটি কাঠ। প্রসঙ্গত আপ. শ্রৌ ৯/২/৪৩; ভা. শ্রৌ. ৯/৪/১, ২ দ্র.। মতান্তরে 'অভিনিদধ্যাত্' শব্দের অর্থ কুণ্ডের মধ্যে এনে রাখবেন।

অমুং মা হিংসীর্ অমুং মা হিংসীর্ ইতি চ প্রতিদিশম্। অধ্বর্যুযজমানৌ পুরস্তাচ্ চেত্। ব্রহ্মযজমানৌ দক্ষিণতঃ। হোতৃপত্নী যজমানাত্ পশ্চাত্। আগ্নীধ্রযজমানা উত্তরতঃ ।। ৩৭।। [৩৫]

অনু.— এবং প্রত্যেক দিকে 'অমুং-' (সূ.) এই (মন্ত্রে)ও (বাইরে) পড়ে-যাওয়া অঙ্গারকে ধরে রাখবেন। যদি সামনে (এসে পড়ে তাহলে মন্ত্রে) অধ্বর্যু ও যজমানকে (উল্লেখ করবেন)। ডান দিকে (পড়লে) ব্রহ্মা এবং যজমানকে (উল্লেখ করবেন)। যজমানের পিছনে (অঙ্গার এসে পড়লে) হোতা এবং (যজমান-) পত্নীকে উল্লেখ করবেন)। উত্তর দিকে (পড়লে উল্লেখ করবেন) আগ্নীধ্র ও যজমানকে।

ব্যাখ্যা— যে দিকেই অঙ্গার এসে পড়ুক, প্রথমে 'মা-' (৩৬ সূ. দ্র) এবং পরে 'অমুম্-' (সূ.) মন্ত্র পাঠ করে তা স্রুবদণ্ড দিয়ে নিজের দিকে ধরে (বা কুণ্ডে) রাখতে হয়। যে দিকে অঙ্গার এসে পড়ে সেই দিক্ অনুযায়ী দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম 'অমুম্' পদের স্থানে একজন ঋত্বিকের ও দ্বিতীয় 'অমুম্' পদের স্থানে যজমান অথবা তাঁর পত্নীর নাম দ্বিতীয়া বিভক্তিতে উল্লেখ করবেন। সূত্রে 'প্রতিদিশং' না বললেও চলত, কারণ দিক্‌গুলির উল্লেখ সূত্রের মধ্যেই পরে করা হয়েছে। তবুও ঐ পদটির উল্লেখ থাকায় বুঝতে হবে যে প্রতিদিকে কোন-কিছু কাজ করতে হলে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর এই ক্রমেই তা করতে হয়, সিদ্ধান্তীর ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, কেউ কেউ 'অধ্বর্যুযজমানৌ মা হিংসীঃ ব্রহ্মযজমানৌ মা হিংসীঃ' এইভাবেও মন্ত্রটি পাঠ করে থাকেন, কারণ তাঁদের যুক্তি হল সূত্রে সমাসবদ্ধরূপেই অধ্বর্যু প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যেরা বলেন, সমাস করা হয়েছে সূত্রকে সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজনে, তাই 'অধ্বর্যুং মা হিংসীর্ যজমানং মা হিংসীঃ' এইভাবেই মন্ত্র পাঠ করা উচিত। সূত্রে হোতৃপত্নীযজমানান্' পাঠও পাওয়া যায়। সে-ক্ষেত্রে অঙ্গার পিছনে এসে পড়লে হোতা, যজমান ও তাঁর পত্নী এই তিন জনের নাম মন্ত্রে উল্লেখ করতে হবে।

অথৈনম্ অনুপ্রহরেদ্ আহং যজ্ঞং দধে নির্ঋতেরুপস্থাত্ তং দেবেষু পরিদদামি বিদ্বান্। সুপ্রজাস্ত্বং শতং হিমা মদন্ত ইহ নো দেবা ময়ি শর্ম যচ্ছতেতি ।। ৩৮।। [৩৬]

অনু.— এর পর এই (বহির্গত অঙ্গারকে) 'আহং-' (সূ.) এই মন্ত্রে কুণ্ডে নিক্ষেপ করবেন।

ব্যাখ্যা— এখানে মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণের কোন প্রয়োজন নেই।

তম্ অভিজুহোত্ সহস্রশৃঙ্গো বৃষভো জাতবেদাঃ স্তোমপৃষ্ঠো ঘৃতবান্ সুপ্রতীকঃ। মা নো হিংসীদ্ হিংসিতো দধামি ন ত্বা জহামি গোপোষং চ নো বীরপোষং চ যচ্ছ স্বাহেতি ।। ৩৯।। [৩৭]

অনু.— ঐ (নিক্ষিপ্ত অঙ্গারকে) লক্ষ্য করে অঙ্গারের উপর 'সহস্র-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) হোম করবেন।

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা (১/১৩)

[ব্রহ্মার কর্তব্য]

প্রাশিত্রম্ আহ্রিয়মাণম্ ঈক্ষতে মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষ ইতি ।। ১।।

অনু.— প্রাশিত্র আনা হতে থাকলে 'মিত্রস্য-' (এই মন্ত্রে তা) দেখবেন।

ব্যাখ্যা— স্বিষ্টকৃৎ যাগের পরে ব্রহ্মাকে দেওয়ার জন্য প্রধানযাগের দ্রব্যের মাথার দিক থেকে যব-পরিমাণ অথবা ব্রীহি-পরিমাণ যে অংশ ভেঙে নেওয়া হয় তার নাম 'প্রাশিত্র' বা 'প্রাশিত্রহরণ'। ঐ অংশ যে পাত্রে রাখা হয় তার নাম প্রাশিত্রহরণ (-পাত্র)। স্বিষ্টকৃতের অনুষ্ঠানের পরে ঐ পাত্র ব্রহ্মার কাছে আনা হতে থাকলে ব্রহ্মা উদ্ধৃত মন্ত্রে তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন। শা. ৪/৭/৪ সূত্রেও এই মন্ত্রটিই বিহিত হয়েছে।

দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং প্রতিগৃহ্ণামীতি তদ্ অঞ্জলিনা প্রতিগৃহ্য পৃথিব্যাস্ত্বা নাভৌ সাদয়াম্যদিত্যা উপস্থ ইতি কুশেষু প্রাগ্দণ্ডং নিধায়াঙ্গুষ্ঠোপকনিষ্ঠিকাভ্যাম্ অসংখাদন্ প্রাশ্নীয়াৎ। অগ্নেষ্ট্বাস্যেন প্রাশ্নামি বৃহস্পতের্মুখেনেতি ।। ২।। [১]

অনু.— ঐ (আনীত প্রাশিত্রহরণপাত্র) 'দেবস্য-' এই (সূত্রোক্ত মন্ত্রে) অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করে 'পৃথিব্যা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) পাত্রের হাতলটি পূর্বমুখী করে কুশে রেখে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা (প্রাশিত্রকে গ্রহণ করে দাঁত দিয়ে) না ভেঙে 'অগ্নে-' (সূ.) এই মন্ত্রে (তা) ভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা— অসংখাদন্ = দাঁত দিয়ে না ভাঙতে ভাঙতে। শা. ৪/৭/৫-৮ সূত্রে এই মন্ত্রগুলিই নির্দিষ্ট হয়েছে, তবে সেখানে অঞ্জলি দিয়ে গ্রহণের নির্দেশ নেই এবং প্রাশিত্রহরণকে কুশের পরিবর্তে স্থণ্ডিলে রাখতে বলা হয়েছে। এ-ছাড়া 'বৃহ-' অংশটি মন্ত্রের মধ্যে পঠিত হয় নি।

আচম্যাম্বাচামেৎ সত্যেন ত্বাভিজিঘর্মি যা অপস্ব অন্তর্দেবতাস্তা ইদং শময়ন্তু চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রাণান্ মে মা হিংসীর্ ইতি ।। ৩।। [১]

অনু.— (ভক্ষণের পরে) আচমন করে 'সত্যেন-' (সূ.) এই (মন্ত্রে জল পান করে পরে আবার) আচমন করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রথমে শৌচের জন্য হাত ধোবেন, পরে মন্ত্র পাঠ করে জল পান করবেন, তার পরে আবার আগের মতোই শৌচের জন্য আচমন করবেন। শা. ৪/৭/৯-১৩ সূত্রে 'শান্তিরসি' মন্ত্রে আচমন এবং 'প্রাণপা-' ইত্যাদি মন্ত্রে নাক, মুখ, চোখ ও কাণ স্পর্শ করতে বলা হয়েছে।

ইন্দ্রস্য ত্বা জঠরে দধামীতি নাভিম্ আলভেত ।। ৪।। [১]

অনু.— 'ইন্দ্রস্য-' (সূ.) এই (মন্ত্রে নিজের) নাভি স্পর্শ করবেন।

ব্যাখ্যা— শা. ৪/৭/১৪ সূত্রের নির্দেশও তা-ই। সেখানে 'দধামি' স্থানে পাঠ হচ্ছে 'সাদয়ামি'।

প্রক্ষাল্য প্রাশিত্রহরণং ত্রির্ অনেনাভ্যাত্মম্ অপো নিনয়তে ।। ৫।। [১]

অনু.— প্রাশিত্রহরণ ধুয়ে এই (পাত্র) দ্বারা নিজের অভিমুখে তিনবার জল ঢালবেন।

ব্যাখ্যা— পাত্রের মুখ এবং হাতের তালু যেন নিজের বুকের দিকে থাকে।

মার্জয়িত্বাস্মিন্ ব্রহ্মভাগং নিদধ্যাত্ ।। ৬।। [২]

অনু.— মার্জন করে এই (পাত্রে) ব্রহ্মার অংশ রেখে দেবেন।

ব্যাখ্যা— প্রাশিত্রের ভক্ষণের পর ইড়াভক্ষণ। ইড়াভক্ষণের পরে ব্রহ্মা মার্জন করে ঐ প্রাশিত্রহরণপাত্রে নিজের প্রাপ্য চতুর্ধাকরণের অংশ রেখে দেন। অগ্নিদেবতার পুরোডাশটিকে চার খণ্ড করে চার ঋত্বিক্‌কে এক এক খণ্ড দেওয়া হয়। এই বিভাগকে 'চতুর্ধাকরণ' বলে। আগ্নীধ্রের অংশটি দু-বার উপস্তরণ, দু-বার খণ্ডন (= অবদান) ও দু-বার অভিঘারণ করে নেওয়া হয় বলে ঐ অংশকে (ষট্ + অবত্ত =) 'ষড়বত্ত' বলা হয়।

পশ্চাত্ কুশেষু যজমানভাগম্ ।। ৭।। [৩]

অনু.— পিছনে কুশে যজমানের অংশ (রাখবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রাশিত্রহরণপাত্রের পিছনে কুশের উপরে যজমানের প্রাপ্য অংশ রেখে দেবেন।

অন্বাহার্যম্ অবেক্ষেত প্রজাপতের্ভাগোঽস্যূর্জস্বান্ পয়স্বানক্ষিতিরসি মা মে ক্ষেষ্ঠাঃ অস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ ।। ৮।। [৪]

অনু.— 'প্রজা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) অন্বাহার্যকে দেখবেন।

ব্যাখ্যা— দক্ষিণারূপে যে সিদ্ধ অন্ন ঋত্বিক্‌দের দেওয়া হয়, তাকে 'অন্বাহার্য' বলে। সেই অন্বাহার্যের দিকে এই মন্ত্রে তাকাতে হয়। এখানে মন্ত্রের শেষে একটি অনুক্ত 'ইতি' শব্দ আছে বলে ধরে নিয়ে পরবর্তী 'প্রাণাপানৌ-' মন্ত্রটি একটি ভিন্ন মন্ত্র বলে বুঝতে হবে। সিদ্ধান্তীর মতে 'অস্মিংশ্চ-' ইত্যাদি হচ্ছে অবঘ্রাণের মন্ত্র; মন্ত্রের শেষাংশ রয়েছে পরবর্তী সূত্রে।

প্রাণাপানৌ মে পাহি কামায় ত্বেতি। অস্পৃশন্ অবঘ্রায়াঙ্গুষ্ঠোপকনিষ্ঠিকাভ্যাং শিষ্টং গৃহীত্বা ব্রহ্মভাগে নিদধ্যাত্ ।। ৯।। [৫]

অনু.— 'প্রাণা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে ঐ অন্বাহার্যকে নাক দিয়ে) না-ছুঁয়ে থেকে আঘ্রাণ করে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা অবশিষ্ট অংশ নিয়ে ব্রহ্মার অংশে রেখে দেবেন।

ব্যাখ্যা— শিষ্ট = অংশ। অন্য কোন অঙ্গ দিয়ে স্পর্শ না করে 'প্রাণা-' মন্ত্রে অন্বাহার্যকে আঘ্রাণ করবেন। তার পর ঐ চরু থেকে সামান্য অংশ তুলে নিয়ে তা ব্রহ্মভাগে রাখবেন। সিদ্ধান্তীর মতে চরু থেকে একাংশ হাতে নিয়ে আঘ্রাণ করে অবশিষ্ট চরুর একাংশ ব্রহ্মভাগে রাখতে হবে।

ব্রহ্মন্ প্রস্থাস্যাম ইতি শ্রুত্বা বৃহস্পতির্ব্রহ্মা ব্রহ্মসদন আসিষ্ট বৃহস্পতে যজ্ঞমজুগুপঃ স যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি স মাং পাহি। ভূর্ভুবঃ স্বর্বৃহস্পতিপ্রসূত ইতি জপিত্বোওং প্রতিষ্ঠেতি সমিধম্ অনুজানীয়াত্ ।।১০।। [৬, ৭]

অনু.— (অধ্বর্যুর) 'ব্রহ্মন্-' (সূ.) এই (বাক্য) শুনে 'বৃহ-' (সূ.) এই (মন্ত্র) বলে 'ভূ-' (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করে 'ওঁ প্রতিষ্ঠ' (সূ.) এই (মন্ত্রে ব্রহ্মা অধ্বর্যুকে প্রস্থানের ও আগ্নীধ্রকে অনুযাজের) সমিৎ (-স্থাপনের) অনুমতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— অনুযাজের অনুষ্ঠানের জন্য অধ্বর্যু ব্রহ্মাকে 'ব্রহ্মন্ প্রস্থাস্যামঃ' (বা প্রস্থাস্যামি) এবং আগ্নীধ্রকে 'সমিধমাধায়াগ্নীত্ পরিধীংশ্চাগ্নিং চ সকৃত্ সকৃত্ সংমৃড্ঢি' বললে ব্রহ্মা জপমন্ত্র পাঠ করে 'ওম্ প্রতিষ্ঠ' বলে অনুমতি দিলে আগ্নীধ্র অগ্নিতে অনুযাজের সমিধটি স্থাপন করেন। সমিৎ-স্থাপনের অনুমতি-বাক্য হলেও এখানে কিন্তু 'ওম্ আধেহি' না বলে 'ওঁ প্রতিষ্ঠ' এই বাক্যটিই বলতে হয়। শা. ৪/৭/১৭ সূত্রে 'দেব সবিতরেতৎ-' মন্ত্রটি জপ করতে বলা হয়েছে। সমিধের জন্য অনুজ্ঞামন্ত্রটি অবশ্য অভিন্নই। পাঠান্তর 'স যজ্ঞপতিং'।

সংস্থিতে জঘন্য ঋত্বিজাং সর্বপ্রায়শ্চিত্তানি জুহুয়াত্ তম্ ইতরেঽন্বালভেরন্ ।। ১১।। [৭]

অনু.— (অনুষ্ঠান) শেষ হলে ঋত্বিক্‌দের (মধ্যে) সর্বশেষে (হয়ে ব্রহ্মা) সর্বপ্রায়শ্চিত্ত হোম করবেন (এবং) তাঁকে অপরেরা স্পর্শ করে থাকবেন।

ব্যাখ্যা— সংস্থিত = সমাপ্ত। জঘন্য = অন্তিম। আগ্নীধ্র ছাড়া অন্য তিন ঋত্বিক্‌কেই যজ্ঞে 'সর্বপ্রায়শ্চিত্ত' হোম করতে হয়। তার মধ্যে অন্য ঋত্বিক্‌দের কাজ শেষ হয়ে গেলে যজমানের কাজ অবশিষ্ট থাকতে সর্বশেষে যজ্ঞের অন্তিম পর্বে ব্রহ্মা প্রায়শ্চিত্তহোম করেন। তখন আগ্নীধ্র তাঁকে স্পর্শ করে থাকবেন। বিকৃতিযাগে তাঁকে আরও অনেকে স্পর্শ করে থাকেন বলে সূত্রে বহুবচনে 'ইতরে' এবং 'অন্বালভেরন্' বলা হয়েছে।

হোতারং বা ।। ১২।। [৮]

অনু.— অথবা হোতাকে (সকলে স্পর্শ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ব্রহ্মার পরিবর্তে সকলে হোতাকেও স্পর্শ করে থাকতে পারেন।

এতয়োর্ নিত্যহোমঃ ।। ১৩।। [৯]

অনু.— এই দু-জনের সর্বদা হোম (-ই করণীয়)।

ব্যাখ্যা— হোতা ও ব্রহ্মাকে সর্বপ্রায়শ্চিত্তহোমই করতে হয়, পরস্পরকে স্পর্শ করতে হয় না এবং হোম না করে অপরদের স্পর্শ করে থাকলেও চলে না।

সর্বে সংস্থাজপেনোপতিষ্ঠন্ত উপতিষ্ঠন্তে ।। ১৪।। [১০]

অনু.— সকলে সংস্থাজপ দ্বারা উপস্থান করেন।

ব্যাখ্যা— সংস্থাজপের কথা ১/১১/১৪ সূত্রে বলা হয়েছে। হোমই করুন অথবা স্পর্শই করুন, যজ্ঞভূমি থেকে বিদায় নেওয়ার সময়ে সকল ঋত্বিক্‌কেই পূর্বোক্ত ঐ সংস্থাজপটি করতে হয়। পাকযজ্ঞসমূহেও এই সংস্থাজপ করতে হয়। সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রে শেষ পদটির পুনরুক্তি হয়েছে আনন্দে। যেমন লোকে আনন্দে বলে ওঠে— সাধু সাধু, ভাল ভাল। সূত্রকারের এখানে এই কারণে আনন্দ যে, তিনি নির্বিঘ্নে গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় এবং দর্শপূর্ণমাসের বিবরণ শেষ করতে পেরেছেন। অথবা হয়তো ব্রাহ্মণগ্রন্থের অনুকরণেই তিনি এখানে পদটির দ্বিরুক্তি করেছেন। অভিপ্রায় তাঁর এই যে, ব্রাহ্মণগ্রন্থের পাঠ যেমন নিষিদ্ধ দিনে বর্জনীয়, তাঁর এই সূত্রগ্রন্থের ক্ষেত্রেও যেন পাঠের সেই নিয়ম পালন করা হয়। ব্রাহ্মণগ্রন্থের মতোই যেহেতু এখানে অন্তিম পদের দ্বিরুক্তি হয়েছে তাই যেন তাঁর এই গ্রন্থকে ব্রাহ্মণগ্রন্থের মতোই মর্যাদা দেওয়া হয়। এই হল সম্ভবত গ্রন্থকারের অভিপ্রায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম কণ্ডিকা (২/১)

[সাধারণ নিয়ম, অগ্ন্যাধেয়, পবমানেষ্টি]

পৌর্ণমাসেনেষ্টিপশুসোমা উপদিষ্টাঃ ।। ১।।

অনু.— পৌর্ণমাস (যাগের) দ্বারা ইষ্টি, পশু ও সোম (যাগ) নির্দেশ করা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা— ইষ্টি, পশু এবং সোমযাগের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি পৌর্ণমাসযাগের মাধ্যমেই বলা হয়ে গেছে, কারণ সেগুলির অনুষ্ঠান হয় দর্শপূর্ণমাসের মতোই। দর্শপূর্ণমাস-ইষ্টি সমস্ত ইষ্টিযাগের প্রকৃতি (= আদল) বলে সমস্ত ইষ্টিযাগ পৌর্ণমাসের অনুকরণেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পশুযাগ এবং সোমযাগের মধ্যে যেটুকু ইষ্টি-সম্পর্কিত অংশ তারও অনুষ্ঠান হয় পৌর্ণমাস যাগকে অনুসরণ করেই। ফলে পৌর্ণমাসযাগের মাধ্যমেই ঐ তিন প্রকার যাগের মোটামুটি আলোচনা হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। সূত্রে 'দর্শপূর্ণমাস' না বলে শুধু 'পৌর্ণমাসেন' বলায় বুঝতে হবে যে, ইষ্টি, পশু ও সোমযাগের অনুষ্ঠান পৌর্ণমাসযাগের মতোই হবে, দর্শযাগের মতো হবে না। পৌর্ণমাসযাগই মূল। দর্শযাগও অনুষ্ঠিত হয় ঐ পৌর্ণমাস যাগকেই অনুসরণ করে। এই প্রসঙ্গে 'অগ্নীষোময়োঃ স্থান ইন্দ্রাগ্নী অমাবাস্যায়াম্-' (১/৩/১০) সূত্র ও তার বৃত্তিও স্মরণ করা যেতে পারে। দর্শ এবং পৌর্ণমাসের মধ্যে পার্থক্য কেবল প্রধানযাগের দেবতায় এবং দুই আজ্যভাগের অনুবাক্যায়। পৌর্ণমাসে 'বার্ত্রঘ্ন' মন্ত্র অনুবাক্যা, কিন্তু দর্শে অনুবাক্যা দুই 'বৃধন্বত্' মন্ত্র। পৌর্ণমাসের মতো অনুষ্ঠান হলে তাই সাধারণত আজ্যভাগে বার্ত্রঘ্ন মন্ত্রই হবে অনুবাক্যা। এই যে, একের ধর্মের অন্যত্র উপস্থিতি তাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় বলে 'অতিদেশ'— "প্রাকৃতাত্ কর্মণো যস্মাত্ তত্সমানেষু কর্মসু। ধর্মপ্রদেশো যেন স্যাত্ সোঽতিদেশ ইতি স্মৃতঃ।।" "কার্যরূপনিমিত্তার্থশাস্ত্রতাদাত্ম্যশব্দিতাঃ। ব্যপদেশশ্ চ সপ্তৈতান্ অতিদেশান্ প্রচক্ষতে।।" সিদ্ধান্তী তাঁর ভাষ্যে বলেছেন যে, এক জননীর দুটি সন্তান থাকলে একটি সন্তানের নাম উল্লেখ করে তার জননীকে ডেকে পাঠালে যেমন কোন দোষ হয় না, তেমন পৌর্ণমাসের মতো অনুষ্ঠান হবে বললে দর্শযাগ ও পৌর্ণমাসযাগের যেগুলি সাধারণ ধর্ম সেই সাধারণ ধর্মগুলির উপস্থিতি ঘটতে কোন বাধা নেই। 'সোম' বলায় সোমযাগের অন্তর্গত 'ত্রৈধাতবীয়া' ইষ্টির দেবতা ইন্দ্র-বিষ্ণু হলেও সেখানে দর্শের মতো অনুষ্ঠান না হয়ে পৌর্ণমাসের মতোই অনুষ্ঠান হবে। তাছাড়া পৌর্ণমাসে পাঠ্য মন্ত্রগুলি যেমন মন্দ্র প্রভৃতি বিশেষ স্বরের ষষ্ঠ যমে এবং বষট্কার সপ্তম যমে উচ্চারিত হয় সোমযাগেও তা তেমনই হবে।

তৈর্ অমাবাস্যায়াং পৌর্ণমাস্যাং বা যজেত ।। ২।।

অনু.— ঐ (ইষ্টি, পশু ও সোম) দ্বারা অমাবস্যায় অথবা পূর্ণিমায় যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— ইষ্টি, পশু এবং সোম-যাগ পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যায় করতে হয়। দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠান দু-দিন ধরে হলেও, দর্শের অনুষ্ঠান অমাবস্যায় ও পূর্ণমাসের অনুষ্ঠান পূর্ণিমায় শুরু হলেও এবং প্রকৃতি দর্শ অথবা পৌর্ণমাস হলেও এই যাগগুলির প্রধান অনুষ্ঠান হবে কিন্তু নির্বিশেষে পূর্ণিমার অথবা অমাবস্যায়। 'যজতি' বলায় মূল যাগটিই পর্বদিনে হবে, দীক্ষণীয়া ইষ্টি ইত্যাদি অঙ্গযাগ ঐ দিনে হবে না। বৃত্তিকার আরও বলেছেন যে, দিনের প্রথমার্ধে পর্ব (অমাবস্যা, পূর্ণিমা) হলে আগে প্রকৃতিযাগ করে পরে বিকৃতিযাগ করাতে হবে। অপরাহ্ণে অথবা রাত্রে পর্ব পড়লে কিন্তু আগে হবে বিকৃতিযাগ, পরে প্রকৃতিযাগ। সিদ্ধান্তীর মতে এখানে অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসী বলতে পর্ব ও প্রতিপদ্ দুটি দিনকেই বুঝতে হবে। ইষ্টিযাগ ও পশুযাগের অনুষ্ঠান সাধারণত প্রতিপদেই হয়ে থাকে এবং সোমযাগের আরম্ভ অথবা সুত্যা হয়ে থাকে পর্বে অথবা প্রতিপদে। প্রসঙ্গত আপ. শ্রৌ. ১০/১৫/৩৬, ৩৭ দ্র.। সূত্রে আগে 'অমাবাস্যায়াং' বলায় অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ শুক্লপক্ষেও যে-কোন দিনে অনুষ্ঠান হতে পারে। কেউ কেউ তাই প্রতিপদ্, দ্বিতীয়া অথবা তৃতীয়ায় দীক্ষণীয়া ইত্যাদি ইষ্টি করে পঞ্চমী, ষষ্ঠী, অথবা সপ্তমীতে সুত্যার অনুষ্ঠান করেন।

রাজন্যশ্ চাগ্নিহোত্রং জুহুয়াত্ ।। ৩।।

অনু.— ক্ষত্রিয় ও (বৈশ্য যজমান ঐ সময়ে) অগ্নিহোত্র হোম করবেন।

ব্যাখ্যা— 'চ' শব্দ থেকে বোঝা যাচ্ছে নিয়মটি বৈশ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যজমানকে এই অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতেই করতে হয়, অন্য সময়ে নয়। সিদ্ধান্তীর মতে এই সূত্রে অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসী বলতে প্রতিপদ্‌কে নয়, পর্ব দিনকেই বুঝতে হবে। যেমন সৈন্যসামন্ত রাজ্য জয় করলেও বলা হয় রাজা রাজ্য জয় করেছেন, এখানেও তেমন ঋত্বিকেরা যজমানের হয়ে আহুতি দিলেও সূত্রে 'জুহুয়াত্' বলা হয়েছে। যজমান নিজে আহুতি দিলে সূত্রকার 'স্বয়ং' শব্দ উল্লেখ করতেন, যেমন তিনি তা-ই করেছেন ২/৪/২ সূত্রে।

তপস্বিনে ব্রাহ্মণায়েতরং কালং ভক্তম্ উপহরেত্ ।। ৪।।

অনু.— অন্য সময়ে তাঁরা (কোন) কর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করবেন।

ব্যাখ্যা— ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যজমান প্রতিদিন দিবারাত্র তাঁদের কুণ্ডস্থ অগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখবেন, কিন্তু অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করবেন শুধু অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতেই। অন্য দিনগুলিতে তাঁরা অগ্নিহোত্রের পরিবর্তে কোন আচারনিষ্ঠ সৎ ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে তাঁকে অন্ন দান করবেন। তপস্বী কোন ব্রাহ্মণকে একান্তই না পেলে যে ব্রাহ্মণকে পাওয়া যাচ্ছে সেই ব্রাহ্মণকেই আহার করাবেন। 'দদ্যাত্' না বলে 'উপহরেত্' বলায় মতান্তরে ডেকে এনে নয়, ঐ ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে অন্নদান করতে হবে।

ঋতসত্যশীলঃ সোমসুত্ সদা জুহুয়াত্ ।। ৫।।

অনু.— সত্যচিন্তারত সত্যভাষী সোমযাগকারী (ব্যক্তি) সর্বদা অগ্নিহোত্র হোম করবেন।

ব্যাখ্যা— ঋত = মনে মনে সত্য চিন্তা করা ও মুখে সত্য কথা বলা। সত্য = শুধু মুখে সত্য কথা বলা। সোম-সুত্ = যিনি সোমরস নিষ্কাসন করেন অর্থাৎ সোমযাগকারী। সত্যচিন্তায় ব্যাপৃত সত্যভাষণে ব্রতী সোমযাগকারী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যজমান কিন্তু কেবল অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতেই নয়, প্রতিদিনই অগ্নিহোত্র করবেন। সূত্রে 'সত্য' শব্দটিরও উল্লেখ থাকায় মনে মিথ্যা চিন্তা করলেও মুখে যিনি সত্যই বলেন তিনিও সোমযাগ করে থাকলে প্রত্যহই অগ্নিহোত্রে অধিকারী, কেবল অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমায় নয়।

বহুষু বহুনাম্ অনুদেশ আনন্তর্যযোগঃ ।। ৬।।

অনু.— বহু বিষয়ে পরে (সমসংখ্যক) বহুর উল্লেখ থাকলে (সেখানে) ক্রমিক সম্বন্ধ (আছে বলে বুঝতে হবে)।

ব্যাখ্যা— অনুদেশ = পশ্চাৎ-উল্লেখ। সূত্রে একাধিক যাগ, দেবতা ইত্যাদির উল্লেখ করে পরে যদি বহু দেবতা, মন্ত্র ইত্যাদির উল্লেখ করা হয় তাহলে পূর্বোক্ত ঐ যাগ, দেবতা ইত্যাদির সঙ্গে পরে উল্লিখিত ঐ দেবতা, মন্ত্র প্রভৃতির ক্রমিক সম্বন্ধ রয়েছে বলে বুঝতে হবে। যতগুলি উদ্দেশ্য, বিধেয়ও যদি ঠিক ততগুলিই থাকে, তাহলে সেখানে উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিধেয়ের ক্রমিক সম্বন্ধ আছে বলে বুঝতে হবে। যেমন— ১/৬/২, ৩/১৩/১৪ ইত্যাদি সূ. দ্র.। এই সূত্রটি না থাকলে ২/১/১৩ সূত্রে যে-কোন বর্ণের যজমান উল্লিখিত ঋতুগুলির মধ্যে যে-কোন একটি ঋতুতে অগ্ন্যাধান (আধান) করে ফেলতেন, কিন্তু তা অভিপ্রেত নয়। 'বহুষু' বলায় ২/৩/১২ সূত্রে চারটি মন্ত্রের উল্লেখ থাকায় স্রুবের সংখ্যার নয়, বারের বহুত্ব বুঝতে হবে। যেহেতু স্রুব সেখানে একটি কিন্তু মন্ত্র চারটি (বহু) তাই বুঝতে হবে বারের উদ্দেশেই অর্থাৎ চার বার স্রুব পূর্ণ করার উদ্দেশেই তা বলা হয়েছে। প্রত্যেক বারে স্রুব পূর্ণ করার সময়ে তাই যথাক্রমে একটি করে মন্ত্র পাঠ করতে হবে। 'বহুনাম্' (সমসংখ্যকের) বলায় ৫/৬/২৮ সূত্রে চমস বহু কিন্তু মন্ত্র দুটি থাকার প্রত্যেকটি চমসকেই দুটি মন্ত্রে বারে বারে আপ্যায়ন করতে হবে। 'অনুদেশে' বলায় ঐ ৫/৬/২৮ সূত্রেই প্রথম মন্ত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে দ্বিতীয় চমসগুলির আপ্যায়ন হবে না, কারণ আপ্যায়নে চমসে চমসে ব্যবধান ঘটে যাচ্ছে, আপ্যায়ন শেষ হয়ে যাচ্ছে না।

যে দ্বে তু যাজ্যানুবাক্যে ।। ৭।।

অনু.— যাজ্যা এবং অনুবাক্যা কিন্তু দুটি দুটি (হবে)।

ব্যাখ্যা— দেবতার উদ্দেশে বিহিত অনুবাক্যা ও যাজ্যার বেলায় কিন্তু যতগুলি দেবতা তার দ্বিগুণ-সংখ্যক মন্ত্রের উল্লেখ থাকলে এক দেবতার সঙ্গে একটি করে মন্ত্রের নয়, প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশে দুটি করে মন্ত্রের যোগ রয়েছে বলে বুঝতে হবে। ঐ দুটি মন্ত্রের মধ্যে আবার প্রথমটি হচ্ছে অনুবাক্যা এবং দ্বিতীয়টি যাজ্যা। যেমন ১/৬/২ স্থলে।

অদৃষ্টাদেশে নিত্যে ।। ৮।।

অনু.— (সূত্রে পৃথক্) নির্দেশ দেখা না গেলে পূর্বনির্দিষ্ট দুটি মন্ত্রই অনুবাক্যা ও যাজ্যা হবে।

ব্যাখ্যা— আদেশ = উল্লেখ, নির্দেশ, বিধি। নিত্য = স্থির, অপরিবর্তিত, পূর্বোক্ত। যদি কোন সূত্রে কোন দেবতার অনুবাক্যা এবং যাজ্যার উল্লেখ করা না হয়, তাহলে পূর্বে অন্য কোন সূত্রে ঐ দেবতার উদ্দেশে যে অনুবাক্যা ও যাজ্যা বিহিত হয়েছে সেটিই সেখানেও প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে। ফলে কোন সূত্রে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে সংখ্যার সমতা যদি দেখা না যায়, তাহলে উহ্য বিধেয়টি অন্য কোন সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে বলে ধরে নিয়ে ৬নং সূত্র অনুযায়ী সংখ্যার সমতা ও ক্রমান্বয় স্থাপন করতে হবে। যেমন ২/১/২০; ৬/১৪/১৬ সূ. দ্র.।

অগ্ন্যাধেয়ম্ ।। ৯।।

অনু.— (এ-বার) অগ্ন্যাধেয় (অনুষ্ঠান বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— অগ্ন্যাধেয় = অগ্নি + আধেয় = তিন কুণ্ডে তিন অগ্নির স্থাপন।

কৃত্তিকাসু রোহিণ্যাং মৃগশিরসি ফল্গুনীষু বিশাখয়োর্ উত্তরয়োঃ প্রোষ্ঠপদয়োঃ ।। ১০।।

অনু.— কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, ফল্গুনী, দুই বিশাখা এবং দুই উত্তর ভাদ্রপদে (অগ্ন্যাধেয় করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ফল্গুনীষু = পূর্বফল্গুনী, উত্তর ফল্গুনী। প্রোষ্ঠপদা = ভাদ্রপদা। এই নক্ষত্রগুলির যে-কোন একটিতে চন্দ্রের অবস্থান ঘটলে অগ্ন্যাধেয় অর্থাৎ কুণ্ডে প্রথম অগ্নি-স্থাপনের অনুষ্ঠান করতে হয়। "কৃত্তিকাপ্রভৃতীনি ত্রীণি ফল্গুনীপ্রভৃতীনি চ"— শা. ২/১/৯— কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, ফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা এই ছয় নক্ষত্রের যে-কোন একটিতে।

এতেষাং কস্মিংশ্চিত্ ।। ১১।।

অনু.— (অথবা) এগুলির কোন একটি (পর্বে অগ্ন্যাধেয় করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই কৃত্তিকা প্রভৃতির যে-কোন একটি নক্ষত্রে যে দিন পর্ব (পরবর্তী সূত্রে 'পর্বণি' পদটি থাকায় পর্বের কথাই এখানেও বলা হয়েছে বলে বুঝতে হবে) হয় সেই দিন অগ্ন্যাধেয় করবেন। একান্ত অসম্ভব হলে পর্বের অপেক্ষায় না থেকে শুধু এই নক্ষত্রগুলির যে-কোন একটিতে চন্দ্রের অবস্থান ঘটলেই সেই দিনে অগ্নিস্থাপন করবেন। আগের সূত্রে শুধু নক্ষত্রে কথাই বলা হয়েছে। এই সূত্রে নক্ষত্র ও পর্বের সমাবেশ ঘটলে যাগ করতে বলা হচ্ছে। বৃত্তিকারের মতে সোমযাগের উদ্দেশে যে আধান হয় তা ছাড়া অন্য সব আধানেই এই দুটি পক্ষ গ্রহণযোগ্য।

বসন্তে পর্বণি ব্রাহ্মণ আদধীত ।। ১২।।

অনু.— ব্রাহ্মণ বসন্ত ঋতুতে অগ্নিস্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— পর্ব = দুই তিথির সন্ধি, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা। ব্রাহ্মণ বসন্ত ঋতুর পর্বদিনে ১০ নং সূত্রে নির্দিষ্ট কোন এক নক্ষত্রে অগ্নি-প্রতিষ্ঠা করবেন। বিহিত নক্ষত্র এবং পর্বের সমাবেশ ঘটেছে এমন বসন্ত ঋতুতেই তাঁকে আধানের চেষ্টা করতে হবে।

গ্রীষ্মবর্ষাশরত্‌সু ক্ষত্রিয়বৈশ্যোপক্রুষ্টাঃ ।। ১৩।।

অনু.— গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরতে (যথাক্রমে) ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ছুতার (অগ্নি প্রতিষ্ঠা করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঋতুগুলির সঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মনের সাদৃশ্য ও বৈভবপ্রাপ্তির যোগ সম্ভাব্য। বৃত্তিকারের মতে বসন্ত ঋতুর শুরু চৈত্রে। সিদ্ধান্তীর মতে যে নিন্দিত উপায়ে জীবন যাপন করে তাকে 'উপক্রুষ্ট' বলে— "নিন্দিতেন কর্মণা য উপজীবতি তম্ উপক্রুষ্টম্ ইত্যাচক্ষতে"। "বসন্তে ব্রাহ্মণস্যাগ্ন্যাধেয়ম্, গ্রীষ্মে ক্ষত্রিয়স্য, বর্ষাসু বৈশ্যস্য, শরদি বা, শিশিরঃ সর্ববর্ণানাম্" শা. ২/১/১-৪।

যস্মিন্ কস্মিংশ্চিদ্ ঋতাব্ আদধীত ।। ১৪।।

অনু.— যে-কোনও ঋতুতে (অগ্নি) স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— ১২ নং সূত্রে 'আদধীত' থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার তা বলার তাৎপর্য হল অগ্নি-প্রতিষ্ঠা না করে মৃত্যু হওয়ার থেকে অসময়ে অগ্নিপ্রতিষ্ঠা করাও ভাল। তা-ই যাঁর পক্ষে যে ঋতু বিহিত হয়েছে তা-ছাড়া অন্য ঋতুতেও আপৎকালে অগ্ন্যাধেয় করা চলে। বৃত্তি অনুযায়ী আগের চারটি সূত্রেই পর্ব ও নক্ষত্রের (ঋতুর) সমাবেশের কথা বলা হয়েছে— "ইদএ্ চাপরম্ আধানং, পূর্বোক্তানি চত্বারি। তেষু সর্বেষু পর্বনক্ষত্রবিধয় উপসংহর্তব্যাঃ, ন পর্বর্তুস্বাতন্ত্র্যেণ আধানস্য কালবিধয়ো ভবেয়ুঃ। অতএব সূত্রকারঃ পর্বনক্ষত্রবিধীনাম্ ঋতুবিধিভিঃ সম্বদ্ধানাম্ এব আধানক্যলতা-প্রদর্শনার্থম্ এব এতেষাং কস্মিংশ্চিদ্ বসন্তে ইতি পর্বনক্ষত্রসমুচ্চয়-বিধিপরে সূত্রে উত্তরসূত্রায় পঠিতব্যম্ ঋতুশব্দং ব্যতিষজ্য পঠিতবান্"। সিদ্ধান্তীর মতে পূর্বসূত্রে বিশেষ বর্ণের ক্ষেত্রে বিশেষ ঋতুতে অগ্ন্যাধেয় বিধানের পরে এই সূত্রে বর্ণনির্বিশেষে এবং ঋতুনির্বিশেষে আধান বিধান করায় বুঝতে হবে আলোচ্য নিয়মটি বিকল্প মাত্র। সূত্রের শেষে তাই একটি 'বা' শব্দ আছে বলে ধরে নিতে হবে। 'আদধীত' না বললে অর্থ হতে পারত পূর্বসূত্রে উল্লিখিত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও উপক্রুষ্টের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য, ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে নয়।

সোমেন যক্ষ্যমাণো নর্ত্তুং পৃচ্ছেন্ ন নক্ষত্রম্ ।। ১৫।।

অনু.— সোম দ্বারা যাগ করবেন (এমন ব্যক্তি) ঋতু জিজ্ঞাসা করবেন না, নক্ষত্র (জিজ্ঞাসা করবেন) না।

ব্যাখ্যা— নর্ত্তুম্ = ন + ঋতুম্। আজই সোমযাগে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তি বিহিত ঋতু, নক্ষত্র এবং পর্বের বিচার না করে অবিলম্বে অগ্নি স্থাপন করবেন। সিদ্ধান্তীর মতে আগের সূত্রে যে-কোন ঋতুতে আধান করার কথা বলা হলেও তা ১২-১৩ নং সূত্র অনুযায়ী বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই সূত্রে আবার ঋতুর কথা বলায় সোমযাগে অভিলাষী ব্যক্তি হেমন্ত এবং শিশির ঋতুতেও আধান করতে পারেন। 'যাথাকাম্যম্ ঋতূনাং সোমেন যক্ষ্যমাণস্য'— শা. ২/১/৬।

অশ্বত্থাচ্ ছমীগর্ভাদ্ অরণী আহরেদ্ অনবেক্ষমাণঃ ।। ১৬।।

অনু.— শমীর উপরে উৎপন্ন অশ্বত্থ (গাছ) থেকে না দেখতে দেখতে দুটি অরণি সংগ্রহ করবেন।

ব্যাখ্যা— শমীগর্ভ = শমীর গর্ভ বা সন্তান (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) অর্থাৎ শমী বা শাঁই গাছের গোড়া থেকে উৎপন্ন এবং শমী গর্ভ যার অর্থাৎ যে গাছের গোড়া থেকে শমী গাছ উৎপন্ন হয়েছে (বহুব্রীহি) এই দুই অর্থই সম্ভব হলেও শব্দটির শেষ অক্ষর সাধারণত উদাত্ত বলে শমীগর্ভ বলতে শমীগাছের ভিতরে উৎপন্ন অশ্বত্থ গাছকেই বুঝতে হবে— 'শমীকোটরজোঽশ্বত্থঃ শমীগর্ভো নিগদ্যতে। শম্যা সংসক্তমূলো বা শমীচ্ছায়াং গতোঽপি বা' (হরদত্ত)। অনবেক্ষমাণঃ = না দেখতে দেখতে, পিছনে না তাকাতে তাকাতে, করব অথবা করব না এই দ্বিধা না করে। অধ্বর্যু যখন অরণি আহরণ করবেন তখন যজমানও মন্ত্রপাঠ করে তা আহরণ করবেন। সিদ্ধান্তীর মতে অরণিসংগ্রহ যজমানকেই করতে হয়।

যো অশ্বত্থঃ শমীগর্ভ আরুরোহ ত্বে সচা। তং ত্বা হরামি ব্রহ্মণা যজ্ঞিয়ৈঃ কেতুভিঃ সহেতি পূর্ণাহুত্যন্তম্ অগ্ন্যাধেয়ম্ ।। ১৭।।

অনু.— অগ্ন্যাধেয় 'যো—' (সু.) এই পূর্ণাহুতিতে শেষ (হয়)।

ব্যাখ্যা— অগ্ন্যাধেয়ের আরম্ভ অরণি-সংগ্রহে এবং শেষ পূর্ণাহুতিতে। পূর্ণাহুতির মন্ত্র 'যো—' (সু.)। যদিও পবমান-ইষ্টি আধানের অঙ্গ এবং ঐ ইষ্টির অনুষ্ঠান না হলে আধান অসমাপ্ত থেকে যায়, তবুও সূত্রে পূর্ণাহুতিতে অগ্ন্যাধেয়ের সমাপ্তি এই কথা বলায় পূর্ণাহুতির পরেই সোমযাগের জন্য দীক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। তা ছাড়া পূর্ণাহুতিতে অগ্ন্যাধেয় শেষ হয়েছে বলে ধরলে পূর্ণাহুতির পরেই যজমান আহিতাগ্নিরূপে গণ্য হবেন। আহিতাগ্নির পালনীয় মিথ্যাবর্জন ইত্যাদি ব্রতগুলি তাই পূর্ণাহুতির পর থেকেই যজমানকে মেনে চলতে হবে।

যদি ত্বিষ্টীস্ তনুয়ুঃ ।। ১৮।।

অনু.— কিন্তু যদি ইষ্টিগুলি (অগ্নিগুলিকে) সিদ্ধ করে।

ব্যাখ্যা— তনুয়ুঃ = যদি প্রসারিত করে, সাধন করে। অগ্ন্যাধেয়ের শেষ আগের সূত্র অনুযায়ী পূর্ণাহুতিতে। কিন্তু যদি ধরা হয় অগ্ন্যাধেয়ের পরিসমাপ্তি 'পবমান-ইষ্টি' নামে তিন ইষ্টিতে তাহলে অগ্ন্যাধেয়ের অনুষ্ঠান হবে পরবর্তী সূত্রগুলি অনুযায়ী। শা. ২/২/২ অনুযায়ী ঐ অগ্ন্যাধেয়ের দিনেই অথবা বারো দিন, এক মাস, একটি ঋতু অথবা এক বছর অতিক্রান্ত হলে তবেই এই ইষ্টিযাগগুলি করা চলে।

প্রথমায়াম্ অগ্নির্ অগ্নিঃ পবমানঃ ।। ১৯।।

অনু.— প্রথম (ইষ্টিতে) অগ্নি (এবং) পবমান অগ্নি (প্রধানযাগের দেবতা)।

ব্যাখ্যা— শা. মতে (ক) অগ্নি-বৈকল্পিক (খ) পবমান অগ্নি (গ) পাবক অগ্নি, শুচি অগ্নি (ঘ) অদিতি— এই মোট চারটি ইষ্টি। (ক) এবং (খ) অথবা (খ) এবং (গ) ইষ্টির সমান তন্ত্রে অর্থাৎ যৌথভাবে অনুষ্ঠান হতে পারে। অথবা চারটি ইষ্টির মধ্যে শুধুই (ঘ) ইষ্টির অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। সে-ক্ষেত্রে অদিতির আগে অগ্নি, অথবা পরে ইন্দ্র-অগ্নি, অগ্নি-সোম, ইন্দ্র, বা বিশ্বেদেবাঃ-র উদ্দেশে একটি ইষ্টিযাগ করতে হবে এবং প্রধানযাগের আগে ও পরে (খ) ও (গ)-চিহ্নিত তিন দেবতার উদ্দেশে আজ্য আহুতি দিতে হবে— ২/২/৩, ৭, ১২, ১৬; ২/৩/১-৭, ১০ দ্র.। এখানে আ. ২/১/২৩, ৩৮-৩৯ সূত্রের বিধানও দ্র.।

অগ্ন আয়ূংষি পবসেঽগ্নে পবস্ব স্বপাঃ ।। ২০।।

অনু.— 'অগ্ন—' (৯/৬৬/১৯), 'অগ্নে—' (৯/৬৬/২১)।

ব্যাখ্যা— প্রথম পবমান-ইষ্টিতে অগ্নির অনুবাক্যা ও যাজ্যা দর্শপূর্ণমাসের মতোই - ১/৬/২ এবং ২/১/৮ সূ. দ্র.। পবমান অগ্নির মন্ত্র এই সূত্রে যেমন নির্দেশ করা হয়েছে তেমনই। প্রথমটি অনুবাক্যা, পরেরটি যাজ্যা। শা. ২/২/৫ অনুসারেও এই দুটি মন্ত্র পবমান অগ্নির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

স হব্যবাডমর্ত্যোঽগ্নির্হোতা পুরোহিত ইতি স্বিষ্টকৃতঃ ।। ২১।।

অনু.— 'স—' (৩/১১/২), 'অগ্নি—' (৩/১১/১) স্বিষ্টকৃতের (অনুবাক্যা এবং যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রে 'সংযাজ্যা' শব্দটি উহ্য নয়, উপস্থিত থাকলেই পরবর্তী সূত্রের 'সংযাজ্যে' পদের সঙ্গে যেন তার সঙ্গতি বজায় থাকে বলে মনে হয়। সে-ক্ষেত্রে সূত্রে 'স্বিষ্টকৃতঃ' পদটি না থাকলেও চলত। শা. ২/২/৬ অনুসারে সংযাজ্যা হচ্ছে 'তং-' (৫/১৪/৩), 'তে-' (৪/৮/৫)।

সংযাজ্যে ইত্যুক্তে সৌবিষ্টকৃতী প্রতীয়াত্ ।। ২২।। [২১]

অনু.— 'সংযাজ্যে' এই (কথা) বলা হলে (উদ্ধৃত মন্ত্রদুটিকে) স্বিষ্টকৃত্-সম্পর্কিত (মন্ত্র বলে) জানবেন।

ব্যাখ্যা— কোন সূত্রে 'সংযাজ্যে' শব্দের উল্লেখ থাকলে বুঝতে হবে যে, সেখানে উদ্ধৃত মন্ত্রদুটি স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা এবং যাজ্যা।

সর্বত্র দেবতাগমে নিত্যানাম্ অপায়ঃ ।। ২৩।। [২২]

অনু.— সর্বত্র (নূতন) দেবতার উপস্থিতি ঘটলে পূর্ব-নির্দিষ্ট দেবতাদের (সেখানে) বিদায় (ঘটেছে বলে বুঝতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যে-কোন বিকৃতিযাগে এক বা একাধিক কোন নূতন দেবতার নাম উল্লেখ করা হলে প্রকৃতিযাগের সংশ্লিষ্ট সকল দেবতাকে সেখানে বর্জন করে ঐ নূতন দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিতে হবে। বিশেষ উল্লেখ না থাকলে অবশ্য বিকৃতিযাগে প্রকৃতিযাগের দেবতারাই আহুতি গ্রহণ করবেন। সিদ্ধান্তীর মতে এই সূত্রটি না থাকলে বিকৃতিযাগে প্রকৃতিযাগের সব দেবতাকেই বিদায় নিতে হত অথবা প্রকৃতিযাগের দেবতাদেরও (সমুচ্চয়) উদ্দেশে আহুতি দিতে হত। 'দেবতাগমে' না বললে বিকৃতিযাগে নূতন দেবতার উল্লেখ না থাকলেও প্রকৃতিযাগের দেবতাদের বিদায় নিতে হত। এই পদটি থেকে আরও সূচনা পাওয়া যাচ্ছে যে, 'মাসং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং—' (১২/৪/৬) সূত্রে যে দর্শপূর্ণমাসের কথা বলা হয়েছে তা বিকৃতিরূপ দর্শপূর্ণমাস। বিকৃতিযাগ বলে সেখানে মন্ত্রে যজমান-সম্পর্কিত পদগুলিতে উহ করতে হবে। কিন্তু সেখানে দেবতার আগম না-হওয়ায় অর্থাৎ নূতন কোন দেবতার নামের উল্লেখ না থাকায় প্রকৃতিযাগের দেবতারা ঐ যাগে বিদায় নেবেন না।

যাঃ স্বিষ্টকৃতম্ অন্তরাজ্যভাগৌ চ তাস্ তত্স্থানে ।। ২৪।। [২৩]

অনু.— যাঁরা স্বিষ্টকৃত্ এবং দুই আজ্যভাগের মাঝে (আছেন, শুধু) তাঁরা সেই স্থানে (আসবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিযাগে আজ্যভাগ ও স্বিষ্টকৃতের মাঝে যে-সব দেবতাদের উদ্দেশে যাগ করা হয় বিকৃতিযাগে তাঁদের বাদ দিয়ে সেই স্থানে ঐ নূতন দেবতাদের উদ্দেশে আহুতি দিতে হয়। প্রকৃতিযাগের অন্যান্য দেবতারা কিন্তু বিকৃতিযাগে অপরিবর্তিতই থাকেন।

এষ সমানজাতিধর্মঃ ।। ২৫।। [২৪]

অনু.— এই (হচ্ছে) সমানজাতীয় ধর্ম।

ব্যাখ্যা— কেবল দেবতার ক্ষেত্রে নয়, যে বিষয়ে বিকৃতিযাগে নূতন বিধান দেওয়া হবে প্রকৃতিযাগের সেই বিষয়ের বিধানগুলিই সেখানে বাদ যাবে। সমসংজ্ঞক অথবা সমজাতীয় (সমকার্যকারী) বিধান না হলে কিন্তু বাদ যাবে না। 'উশন্তস্ত্বা—' (আ. ২/১৯/৬) স্থলে তাই প্রকৃতিযাগের সামিধেনীগুলি বাদ যাবে, কিন্তু 'প্রতিপ্রস্থাতা বাজিনে তৃতীয়ঃ' (২/১৭/১৭) স্থলে আগ্নীধ্র বাদ যাবেন না, তিনি কেবল চতুর্থ স্থানে নেমে আসবেন, কারণ কোন সূত্রে তাঁকে 'তৃতীয়' এই বিশেষণে বা বিশেষ নামে চিহ্নিত করা হয় নি। তৃতীয় বলে চিহ্নিত হলে উভয়ে সমজাতীয় হতেন এবং সে-ক্ষেত্রে আগ্নীধ্রকে সম্পূর্ণ বর্জন করে প্রতিপ্রস্থাতাকে তৃতীয় স্থান দিতে হত।

দ্বিতীয়স্যাং বৃধন্বন্তৌ ।। ২৬।। [২৫]

অনু.— দ্বিতীয় (পবমান-ইষ্টিতে) দুই 'বৃধন্বান্' মন্ত্র (হবে দুই আজ্যভাগের অনুবাক্যা)।

অগ্নিঃ পাবকোঽগ্নিঃ শুচিঃ স নঃ পাবক দীদিবোঽগ্নে পাবক রোচিষাগ্নিঃ শুচিব্রততম উদগ্নে শুচয়ন্তব ।। ২৭।। [২৫]

অনু.— (দ্বিতীয় পবমান-ইষ্টিতে প্রধানযাগের দেবতা) পাবক অগ্নি, শুচি অগ্নি। 'স—' (১/১২/১০), 'অগ্নে—' (৫/২৬/১), 'অগ্নিঃ—' (৮/৪৪/২১), 'উদগ্নে—' (৮/৪৪/১৭) (অনুবাক্যা ও যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— প্রথম দুটি মন্ত্র পাবক অগ্নির এবং অপর দুটি মন্ত্র শুচি অগ্নির অনুবাক্যা ও যাজ্যা। শা. ২/২/৯ অনুসারে পাবকের অনুবাক্যা 'অগ্নে-' (৫/২৬/১) এবং যাজ্যা 'স-' (১/১২/১০)।

সাহ্বান্ বিশ্বা অভিযুজোঽগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্ ইতি সংযাজ্যে ।। ২৮।। [২৬]

অনু.— 'সাহ্বান্—' (৩/১১/৬), 'অগ্নি—' (১/১/১) স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— শা. ২/২/১১ অনুসারে সংযাজ্যা 'অগ্নি'—, 'অগ্নিনা—' (১/১২/২, ৬)।

তৃতীয়স্যাং সামিধেন্যাব্ আবপতে প্রাগ্ উপোত্তমায়াঃ পৃথুপাজা অমর্ত্য ইতি দ্বে ।। ২৯।। [২৬]

অনু.— তৃতীয় (পবমান-ইষ্টিতে সামিধেনীতে) শেষের আগের মন্ত্রের আগে 'পৃথু-' (৩/২৭/৫, ৬) এই দুটি সামিধেনী (মন্ত্র) সংযোজিত করবেন।

ব্যাখ্যা— আবপতে = অন্তর্ভুক্ত বা সংযোজিত করেন। তৃতীয় পবমানেষ্টিতে প্রকৃতিযাগ থেকে উপস্থিত মূল এগারটি সামিধেনী মন্ত্রের মধ্যে দশম মন্ত্রের আগে অর্থাৎ নবম মন্ত্রের পরে এই সূত্রে নির্দিষ্ট 'পৃথু-' ইত্যাদি দুটি অতিরিক্ত মন্ত্র পাঠ করতে হবে। 'সাপ্তদশ্যং চ সামিধেনীনাম্, ইষ্টিপশুবন্ধেষু বচনাদ্ অন্যত্'— শা. ১/১৬/১৯, ২০।

ধায্যে ইত্যুক্ত এতে প্রতীয়াত্ ।। ৩০।। [২৭]

অনু.— ধায্যা বলা হলে এই দুটি (মন্ত্রকেই) বুঝবেন।

ব্যাখ্যা— কোন সূত্রে 'ধায্যা' শব্দের উল্লেখ থাকলে সেখানে এই দুটি মন্ত্রের কথাই বলা হচ্ছে বলে বুঝবেন।

পুষ্টিমন্তাব্ অগ্নিনা রয়িমশ্নবদ্ গয়স্ফানো অমীবহেতি ।। ৩১।। [২৭]

অনু.— 'অগ্নিনা—' (১/১/৩), 'গয়—' (১/৯১/১২) এই দুই পুষ্টিমান্ (মন্ত্র তৃতীয় পবমানেষ্টির দুই আজ্যভাগের অনুবাক্যা)।

ব্যাখ্যা— কা. শ্রৌ. ৫/১২/১০ সূত্রেও এই দুটি মন্ত্রকে 'পুষ্টিমান্' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অগ্নীষোমাব্ ইন্দ্রাগ্নী বিষ্ণুর্ ইতি বৈকল্পিকানি ।। ৩২।। [২৭]

অনু.— অগ্নি-সোম, ইন্দ্র-অগ্নি, বিষ্ণু বৈকল্পিক (প্রধান দেবতা)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয় পবমানেষ্টিতে এই তিনজনের যে-কোন একজন হবেন প্রধানযাগের প্রথম দেবতা।

অদিতিঃ ।। ৩৩।। [২৮]

অনু.— অদিতি (হবেন তৃতীয় পবমান-ইষ্টির দ্বিতীয় প্রধান দেবতা)।

উত ত্বামদিতে মহি মহীমূ ষু মাতরং সুব্রতানামৃতস্য পত্নীমবসে হুবেম। তুবিক্ষত্রামজরন্তীমুরূচীং সুশর্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্ ।। ৩৪।। [২৯]

অনু.— 'উত-' (৮/৬৭/১০) 'মহী-' (সূ.) (অদিতির অনুবাক্যা ও যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— এই দুই মন্ত্র শা. ২/২/১৪ সূত্রেও স্বীকৃত হয়েছে।

প্রেদ্ধো অগ্ন ইমো অগ্ন ইতি সংযাজ্যে ।।৩৫।। [৩০]

অনু.— 'প্রেদ্ধো-' (৭/১/৩), 'ইমো-' (৭/১/১৮) স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— শা. ২/২/১৫ সূত্রের অভিমতও তা-ই।

বিরাজাব্ ইত্যুক্ত এতে প্রতীয়াত্ ।।৩৬।। [৩০]

অনু.— 'বিরাজৌ' বললে এই দুটি (মন্ত্রকে) বুঝবেন।

ইতি তিস্রঃ ।।৩৭।। [৩০]

অনু.— এই তিনটি (হল পবমান ইষ্টি)।

আদ্যোত্তমে বৈব স্যাতাম্ ।।৩৮।। [৩১]

অনু.— অথবা শুধু প্রথম ও শেষ (ইষ্টিটিই)-ই হবে।

ব্যাখ্যা— তিনটি পবমান ইষ্টির (১৯, ২৬, ২৯ নং সূ. দ্র.) মধ্যে বিকল্পে প্রথম ও তৃতীয় ইষ্টিটি করলেই চলে। সে-ক্ষেত্রে প্রথম ইষ্টিতেই দ্বিতীয় ইষ্টির দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিতে হয়।

আদ্যা বা ।।৩৯।। [৩২]

অনু.— অথবা প্রথম ইষ্টি (-ই অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে, কেবল প্রথম ইষ্টির অনুষ্ঠান করলেই চলে। সে-ক্ষেত্রে প্রথম ইষ্টিতেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইষ্টির দেবতাদেরও উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে।

তথা সতি তস্যাম্ এব ধায্যে বিরাজৌ ।।৪০।। [৩৩]

অনু.— তেমন হলে সেখানেই দুই ধায্যা (এবং) দুই বিরাজ (মন্ত্র প্রয়োগ করা হবে)।

ব্যাখ্যা— দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইষ্টির দেবতাদের প্রথম ইষ্টিতে অন্তর্ভুক্ত করা হল তৃতীয় ইষ্টির ধায্যা (৩০ নং সূ.) এবং বিরাজ্ (৩৬ নং সূ.) মন্ত্র প্রথম ইষ্টিতেই পাঠ করতে হবে।

ইতিমাত্রে বিকারে বৈরাজতন্ত্রেতি প্রতীয়াত্ ।।৪১।। [৩৪]

অনু.— এইটুকু মাত্র পরিবর্তন হলে বৈরাজতন্ত্রা (বলে) জানবেন।

ব্যাখ্যা— যদি কোন যাগের ক্ষেত্রে 'বৈরাজতন্ত্র' শব্দের উল্লেখ থাকে (২/১১/৫; ২/১৪/১৮ ইত্যাদি সূ. দ্র.) তাহলে বুঝতে হবে যে, সেই যাগের অনুষ্ঠান পৌর্ণমাস যাগের মতোই হবে এবং তাছাড়া কেবল এই দুই ধায্যা ও দুই বিরাজ্ (টি) মন্ত্র সেখানে পাঠ করতে হবে।

আধানাদ্ দ্বাদশরাত্রম্ অজস্রাঃ ।। ৪২।। [৩৫]

অনু.— আধান থেকে বারো রাত্রি অবিরাম (তিন অগ্নি জ্বলবে)।

ব্যাখ্যা— কুণ্ডে অগ্নিস্থাপনের এবং পবমানেষ্টির পর বারো রাত্রি ধরে (২/২/১ সূত্রের ক্ষেত্রেও) অজস্র অর্থাৎ অবিরাম তিন অগ্নিকে জ্বালিয়ে রাখতে হবে। পরে অগ্নিহোত্রের আলোচনা থাকায় বুঝতে হবে যে, অগ্নিহোত্রের উদ্দেশে অগ্ন্যাধেয় বা অগ্নি-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেই এই নিয়ম। পবমানেষ্টির আলোচনার পরে এই সূত্রে 'আধানাত্' বলার উদ্দেশ্য, অগ্ন্যাধেয় ও পবমানেষ্টি এই দুই মিলে আধানকর্ম সম্পূর্ণ হয় এ-কথাই বোঝান। এই জন্য অগ্ন্যাধেয়ে এবং পুনরাধেয়ে পবমানেষ্টির অনুষ্ঠানও করতে হয়।

অত্যন্তং তু গতশ্রিয়ঃ ।। ৪৩।। [৩৬]

অনু.— সম্পৎশালী ব্যক্তিরা কিন্তু সারাজীবন (তিন অগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখবেন)।

ব্যাখ্যা— অত্যন্তম্ = সারা-জীবন। গতশ্রী = প্রাপ্তশ্রী, শ্রীসম্পন্ন, ধনী। শা. গ্রন্থের মতে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ এবং গ্রামণী ও ক্ষত্রিয় হচ্ছেন গতশ্রী— ২/৬/৫ দ্র.। এঁদের ক্ষেত্রে তিন অগ্নিকেই আমরণ অনির্বাপিত রাখতে হয়।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা (২/২)

[সান্ধ্য অগ্নিহোত্র — অগ্নিপ্রণয়ন, তিন কুণ্ডের পর্যুক্ষণ, আহুতিদ্রব্যের পাক]

উত্সর্গেঽপরাহ্নে গার্হপত্যং প্রজ্বল্য দক্ষিণাগ্নিম্ আনীয় বিট্কুলাদ্ বিত্তবতো বৈকযোনয় ইত্যেকে ধ্রিয়মাণং বা প্রজ্বল্যারণিমন্তং বা মথিত্বা গার্হপত্যাদ্ আহবনীয়ং জ্বলন্তম্ উদ্ধরেত্ ।। ১।।

অনু.— (অগ্নিকে) পরিত্যাগ করা হলে অপরাহ্নে গার্হপত্যকে প্রজ্বলিত করে বৈশ্যদের কাছে থেকে অথবা কোন ধনী ব্যক্তির কাছে থেকে, অন্যেরা এই বলেন যে, তিন অগ্নিই হবে সম-উৎস-সম্পন্ন অথবা (আমরণ) ধারণ করা হতে থাকলে (শুধু সেই) দক্ষিণাগ্নিকে প্রজ্বলিত করে অথবা অরণিসংসৃষ্ট (দক্ষিণাগ্নিকে) মন্থন করে (দক্ষিণাগ্নির কুণ্ডে) নিয়ে এসে গার্হপত্য থেকে জ্বলন্ত আহবনীয়কে উপরে তুলবেন।

ব্যাখ্যা— উত্সর্গ = অগ্নিত্যাগ, নিত্যপ্রজ্বলিত না রেখে অগ্নিকে নির্বাপিত করা। অপরাহ্ণ = দিনের চতুর্থ অংশ। একযোনয়ঃ = সম-উৎসে সম্পন্ন; যে গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ এই তিন অগ্নি আধানের সময়ে একই স্থান থেকে অর্থাৎ গার্হপত্যের কুণ্ড থেকেই উৎপন্ন। ২/১/৪২ সূত্র-অনুযায়ী বারো দিন ধরে তিন অগ্নিকে নিত্য প্রজ্বলিত রাখার পর দক্ষিণ ও আহবনীয় অগ্নিকে নিবিয়ে দেওয়া হয়। তার পরে অগ্নিহোত্রের প্রয়োজনে কোন বৈশ্যগৃহ থেকে অথবা কোন ধনী ব্যক্তির বাড়ী থেকে দক্ষিণাগ্নি সংগ্রহ করে আনতে হয়। সম-উৎস-সম্পন্ন হলে দক্ষিণাগ্নিকে অপরের গৃহ থেকে নয়, গার্হপত্য কুণ্ড থেকেই আহরণ করতে হবে। যিনি অগ্নিগুলিকে নির্বাপিত করেন নি, ২/১/৪৩ সূত্র অনুযায়ী আমরণ প্রজ্বলিত রাখার সঙ্কল্পই নিয়েছেন, তাঁর গৃহে দক্ষিণাগ্নি অনির্বাপিতই রয়েছে। সেই অগ্নিকে তিনি এখন কাঠ দিয়ে প্রজ্বলিত করবেন অর্থাৎ জাগিয়ে তুলবেন অথবা অগ্ন্যাধেয়ে মন্থনের দ্বারা দক্ষিণাগ্নি উৎপন্ন করা হয়ে থাকলে অরণি মন্থন করে মন্থনজাত সেই অগ্নিকে দক্ষিণাগ্নির কুণ্ডে রেখে দেবেন। আধানের সময়ে দক্ষিণাগ্নিকে যে-ভাবে উৎপন্ন করা হয়েছিল এখানেও সেইভাবেই তাকে পুনরুৎপন্ন করা হবে। এর পরে তিনি আহবনীয় অগ্নির প্রয়োজনে গার্হপত্যের কুণ্ড থেকে একটি জ্বলন্ত অঙ্গার কোন পাত্রে তুলে নেবেন। এই উপরে (উৎ) তুলে নেওয়াকে (হরণ) 'উদ্ধরণ' বলে। যেখানে যে অগ্নির প্রয়োজন সেখানেই এই উপায়ে অঙ্গার উদ্ধরণ করে অন্য কুণ্ডে তা রাখতে হয়।

দেবং ত্বা দেবেভ্যঃ শ্রিয়া উদ্ধরামীত্যুদ্ধরেত্ ।। ২।।

অনু.— 'দেবং—' (সূ.) এই মন্ত্রে (গার্হপত্য থেকে আহবনীয়ের জন্য কিছু অঙ্গার) তুলে নেবেন।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রে আবার 'উদ্‌ধরেত্' বলায় অগ্নিহোত্রের প্রয়োজনে অঙ্গার-উদ্ধরণের ক্ষেত্রেই এই মন্ত্র পাঠ করতে হবে, অন্যত্র নয়। যেখানে যে অগ্নির প্রয়োজন সেখানে সেই অগ্নির উদ্ধরণ করা হয় এবং অগ্নিহোত্র ছাড়া অন্যত্র বিনা মন্ত্রেই তা করা হয়। সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রে আবার 'উদ্‌ধরেত্' বলায় আগের সূত্রে যা যা বলা হয়েছে সেই সবই অগ্নিহোত্র ছাড়া অন্যত্রও উদ্ধরণের (অগ্নি-উত্তোলনের) ক্ষেত্রে করতে হবে, তবে তা করতে হবে বিনা মন্ত্রে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আধানের সময়ে প্রথমে অরণিমন্থন করে মন্থনজাত অগ্নিকে গার্হপত্যের কুণ্ডে স্থাপন করা হয়। এর পর যে-কোন স্থান থেকে লোকব্যবহৃত অগ্নি এনে অথবা গার্হপত্য থেকে অগ্নি নিয়ে এসে অথবা অরণি মন্থন করে দক্ষিণাগ্নিকে কুণ্ডে স্থাপন করা হয়। আহবনীয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয় গার্হপত্য থেকে অঙ্গার নিয়ে। অগ্নি-উদ্ধরণের কাল সম্পর্কে বলা হয়েছে "পুরা ছায়ানাং সংসর্গাদ্ গার্হপত্যাদ্ আহবনীয়ম্ উদ্‌ধরতি প্রভাত্যাং রাত্র্যাম্"— শা. ২/৬/২, ৩।

উদ্‌ধ্রিয়মাণ উদ্ধর পাপ্মনো মা যদবিদ্বান্ যচ্চ বিদ্বাংশ্চকার। অহ্না যদেনঃ কৃতমস্তি কিঞ্চিত্ সর্বস্মান্ মোদ্‌ধৃতঃ পাহি তস্মাদ্ ইতি প্রণয়েত্ ।। ৩।।

অনু.— 'উদ্‌ধ্রিয়-' (সূ.) এই (মন্ত্রে অঙ্গারকে) প্রণয়ন করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রণয়ন = পূর্ব দিকে আহবনীয় কুণ্ডে নিয়ে যাওয়া। গার্হপত্য থেকে তুলে-নেওয়া অঙ্গারকে নিয়ে পূর্ব দিকে আহবনীয় কুণ্ডের অভিমুখে যাবেন। শা. ২/৬/৬ সূত্রেও এই মন্ত্র বিহিত হয়েছে, তবে সেখানে 'কৃতমস্তি' স্থানে পাঠ হচ্ছে 'চকৃমেহ'।

অমৃতাহুতিমমৃতায়াং জুহোম্যগ্নিং পৃথিব্যামমৃতস্য যোনৌ। তয়ানন্তং কামমহং জয়ানি প্রজাপতিঃ প্রথমোঽয়ং জিগায়াগ্নাবগ্নিঃ স্বাহেতি নিদধ্যাদ্ আদিত্যম্ অভিমুখঃ ।। ৪।।

অনু.— সূর্যের দিকে মুখ করে 'অমৃতা—' (সূ.) এই (মন্ত্রে সেই অঙ্গারকে আহবনীয়ের কুণ্ডে) স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— শা. ২/৬/৭ সূত্রে এই মন্ত্রটি পাই, তবে সেখানে পাঠ একটু ভিন্ন।

এবং প্রাতর্ ব্যুষ্টায়াং তম্ এবাভিমুখঃ ।। ৫।।

অনু.— এইভাবে সকালে উষার আবির্ভাব ঘটলে ঐ দিকেই মুখ করে (কুণ্ডে অঙ্গার রাখবেন)।

ব্যাখ্যা— ব্যুষ্ট = উষার উদয়। সন্ধ্যার মতো সকালের অগ্নিহোত্রেও ১-৪নং সূত্র অনুযায়ী সব-কিছু করে সূর্যের দিকেই মুখ করে অঙ্গারকে আহবনীয়ের কুণ্ডে স্থাপন করতে হয়। সিদ্ধান্তীর মতে অনুদিতহোমীর ক্ষেত্রে অগ্নিহোত্রের হোম সূর্যোদয়ের আগে করণীয় হলেও পূর্বমুখ হয়েই তাঁকে কাজটি করতে হবে।

রাত্র্যা যদেন ইতি তু প্রণয়েত্ ।। ৬।।

অনু.— (সকালে) 'রাত্র্যা যদেনঃ' এই (বলে) কিন্তু প্রণয়ন করবেন।

ব্যাখ্যা— সকালের অগ্নিহোত্রে কিন্তু আহবনীয় কুণ্ডে অগ্নি-প্রণয়নের সময়ে ৩নং মন্ত্রের 'অহ্না' পদের স্থানে 'রাত্র্যা' বলতে হবে। শা. ২/৬/৮ সূত্রের নির্দেশও তা-ই।

অত ঊর্ধ্বম্ আহিতাগ্নির্ ব্রতচারী হোমাত্।। ৭।।

অনু.— এর পর আহিতাগ্নি হোম (-সমাপ্তি) পর্যন্ত ব্রতচারী (হয়ে থাকবেন)।

ব্যাখ্যা— আহিতাগ্নি = আহিত + অগ্নি = যিনি অগ্নি-প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ অগ্ন্যাধেয়ের অনুষ্ঠান করেছেন। আহবনীয়ের কুণ্ডে অঙ্গার-স্থাপনের পর থেকে অগ্নিহোত্রের হোম শেষ না-হওয়া পর্যন্ত যজমানকে ব্রত পালন করে থাকতে হয়। কি কি ব্রত তাঁকে পালন করতে হয় তা ২/১৬/২৭-৩১ এবং ১২/৮/২-৩৯ সূত্রে বলা হবে।

অনুদিতহোমী চোদয়াত্ ।। ৮।।

অনু.— এবং যিনি সূর্য-ওঠার আগে হোম করেন তিনি সূর্যোদয় পর্যন্ত (ব্রত পালন করবেন)।

ব্যাখ্যা— চোদয়াত্ = চ + আ-উদয়াত্। সকালে কেউ সূর্য ওঠার আগে, কেউ বা পরে অগ্নিহোত্র-হোমের অনুষ্ঠান করেন। যিনি সূর্য-ওঠার আগে হোম করেন তাঁকে বলা হয় 'অনুদিতহোমী' এবং যিনি সূর্যোদয়ের পরে হোম করেন তাঁকে বলা হয়ে থাকে 'উদিতহোমী'। অনুদিতহোমী যতক্ষণ না সূর্য ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত চাতুর্মাস্য এবং সত্রের প্রসঙ্গে উল্লিখিত ব্রতগুলি যথাযথ পালন করবেন। প্রসঙ্গত ৩/১২/২ সূ. দ্র.। উল্লেখ্য যে, আধুনিকদের দৃষ্টিতে অনুদিতহোমীরা যে হোম করেন তা হচ্ছে সূর্যকে উঠতে সাহায্য করার জন্য এক জাদু (ম্যাজিক) মাত্র।

অস্তম্-ইতে হোমঃ।। ৯।।

অনু. —(সন্ধ্যায়) সূর্য অস্ত গেলে হোম (হবে)।

ব্যাখ্যা— সন্ধ্যায় অগ্নিহোত্রের হোম হবে সূর্যাস্তের পরে এবং হোমের আনুষঙ্গিক কর্মগুলিও অনুষ্ঠিত হবে সেই সময়েই। কোন বিশেষ নিয়ম থাকলে অবশ্য বিহরণের মতো তা অন্য সময়েই করতে হবে। প্রসঙ্গত ৩/১২/১ সূ. দ্র.। সিদ্ধান্তীর মতে যদি কেবল হোমটুকুই সূর্যাস্তের পরে করতে হত তাহলে 'প্রদীপ্তাং—' (২/৩/১৬) হলেই সূত্রকার 'অস্তম্-ইতে' বলতে পারতেন, কিন্তু এখানে সূত্রটির উল্লেখ করায় বুঝতে হবে হোমের পর্যুক্ষণ ইত্যাদি অঙ্গগুলিরও অনুষ্ঠান হবে সূর্যাস্তের পরে। 'তত্কালাশ্ চৈব তদ্গুণাঃ' (১২/৪/১৫) সূত্রের বক্তব্যও তা-ই। ঐ. ব্রা. ২৫/৪, ৬ অংশেও সূর্যাস্তের পরে হোম করতে বলা হয়েছে। শা. ২/৭/১, ২ অনুযায়ী সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরেই অথবা প্রথম নক্ষত্র দেখতে পেলেই আহুতি দিতে হয়— "প্রথমাস্তমিতে জুহোতি দৃশ্যমানে বা নক্ষত্রে"।

নিত্যম্ আচমনম্ ।। ১০।।

অনু.— আচমন স্থির (থাকবে)।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসে যে আচমনের কথা বলা হয়েছে (১/১/৪ সূ. দ্র.) তা এখানে অগ্নিস্থাপনের পরেও করতে হয়। অগ্নির বিহরণের অর্থাৎ কুণ্ডগুলিতে নিয়ে যাওয়ার সময়ে যজমান, তাঁর পত্নী এবং অধ্বর্যু যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেন। হোমের সময় আসন্ন হলে অধ্বর্যু বাইরে চলে আসেন। তার পর পূর্বমুখী অথবা উত্তরমুখী হয়ে আচমন করে আবার তীর্থপথ দিয়ে প্রবেশ করে পর্যুক্ষণ প্রভৃতি বিহিত কর্মগুলি করেন।

ঋতসত্যাভ্যাং ত্বা পর্যুক্ষামীতি জপিত্বা পর্যুক্ষেত্ ত্রিস্ ত্রির্ একৈকং পুনঃ পুনর্ উদকম্ আদায় ।। ১১।।

অনু.— 'ঋত—' (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করে বারে বারে জল নিয়ে এক একটি (কুণ্ডে) তিনবার করে জল ছিটাবেন।

ব্যাখ্যা — প্রত্যেক বারই জল ছিটাবার সময়ে পাত্র থেকে নূতন করে জল নিতে এবং উদ্ধৃত মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে। 'জপিত্বা পর্যুক্ষেত্' বলায় পর্যুক্ষণের ক্ষেত্রেই এই জপমন্ত্র পাঠ করতে হয়, পরিসমূহনের ক্ষেত্রে নয়। উল্লেখ্য যে, ২/৪/২৩ সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেক কুণ্ডেই পর্যুক্ষণের অর্থাৎ জল ছিটাবার আগে পরিসমূহন করে নিতে হয়। সাধারণত প্রত্যেক কুণ্ডে অগ্নিস্থাপনের আগে পরিসমূহন অর্থাৎ ঈশান কোণ থেকে প্রদক্ষিণক্রমে বৃত্তাকারে জল-হাত বুলিয়ে নেওয়া, উপলেপন (গোবর লেপা), রেখাকরণ (পূর্ব হতে উত্তর দিক পর্যন্ত তিনটি রেখা টানা), ধূলি-নিষ্কাসন এবং প্রোক্ষণ এই পাঁচটি 'ভূসংস্কার' নামে কর্ম করে নিতে হয়। সূত্রে 'ঐকৈকং' বলায় একটি অগ্নিকে তিনবার পর্যুক্ষণ করা হলে তবে অপর অগ্নিকে তিনবার পর্যুক্ষণ করবেন। "পরিসমূহ্য হোষ্যন্, ঋতং ত্বা সত্যেন পরিষিঞ্চামীতি ত্রিস্ ত্রির্ একৈকং পর্যুক্ষ্য"— শা. ২/৬/৯,১০।

আনন্তর্যে বিকল্পঃ ।। ১২।।

অনু.— পৌর্বাপর্যে বিকল্প।

ব্যাখ্যা— কোন্ কুণ্ডে আগে এবং কোন্ কুণ্ডে পরে পর্যুক্ষণ প্রভৃতি করতে হবে সে-বিষয়ে কোন নির্বন্ধ নেই, বিকল্পই বিহিত আছে। সাধারণত কুণ্ডগুলিতে যে ক্রমে অগ্নি স্থাপন করা হবে সেই ক্রমে (= উৎপত্তিক্রমে) অথবা হোমের ক্রম (= প্রধানক্রম) অনুযায়ী জল ছিটাতে হয়।

দক্ষিণং ত্বেব প্রথমং বিজ্ঞায়তে পিতা বা এষোঽগ্নীনাং যদ্ দক্ষিণঃ পুত্রো গার্হপত্যঃ পৌত্র আহবনীয়স্ তস্মাদ্ এবং পর্যুক্ষেত্ ।। ১৩।।

অনু.— (বেদ থেকে) জানা যায় দক্ষিণ অগ্নিকেই কিন্তু প্রথম (প্রোক্ষণ করবেন)। এই যে দক্ষিণ (অগ্নি তা) অগ্নিসমূহের পিতা, পুত্র (হচ্ছে) গার্হপত্য, পৌত্র আহবনীয়। অতএব এই (ক্রমে) জল ছিটাবেন।

ব্যাখ্যা— পিতা-পুত্রক্রমে প্রথমে দক্ষিণ, পরে গার্হপত্য, তার পরে আহবনীয় অগ্নির কুণ্ডে জল ছিটাতে হয়। পর্যুক্ষণের সঙ্গে যুক্ত পরিসমূহনেও এই ক্রম অনুসরণ করতে হবে। পরিসমূহন ও পর্যুক্ষণ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে আগের সূত্র অনুযায়ী বিকল্প। হোমের আগে উৎপত্তিক্রম এবং হোমের পরে প্রধানক্রম বা হোমক্রম অনুযায়ী পৌর্বাপর্য স্থির করতে হবে।

গার্হপত্যাদ্ অবিচ্ছিন্নাম্ উদকধারাং হরেত্ তন্তুং তন্বন্ রজসো ভানুমন্বিহী-ত্যাহবনীয়াত্ ।। ১৪।।

অনু.— (এর পর) 'তন্তুং—' (১০/৫৩/৬) এই (মন্ত্রে) গার্হপত্য থেকে আহবনীয় পর্যন্ত অবিরাম (ধারায়) জল ফেলবেন।

ব্যাখ্যা— সাক্ষাৎ আহবনীয়ে জল ছিটাবেন না। শা. ২/৬/১২ সূত্রে 'যজ্ঞস্য-' এই অন্য একটি মন্ত্র বিহিত হয়েছে।

পশ্চাদ্ গার্হপত্যস্যোপবিশ্যোদগ্ অঙ্গারান্ অপোহেত্ সুহুতকৃতঃ স্থ সুহুতং করিষ্যথেতি ।। ১৫।।

অনু.— গার্হপত্যের পিছনে বসে 'সুহুত-' (সূ.) এই (মন্ত্রে গার্হপত্যের কুণ্ড থেকে) উত্তর দিকে (কিছু) অঙ্গার সরিয়ে নেবেন।

ব্যাখ্যা— বিনা মন্ত্রে ডান পা বাঁ উরুর উপরে রেখে গার্হপত্যের পশ্চিম দিকে বসে আহুতিদ্রব্য পাক করার জন্য গার্হপত্যের অঙ্গার উত্তর দিকে সরিয়ে আনতে হয়। যজমান ঋত্বিক্ নন বলেই তাঁকে তৃণনিক্ষেপ ও সমন্ত্রক উপবেশন করতে হয় না, বিনা মন্ত্রেই 'অঙ্কধারণা' করে বসতে হয়।

তেষ্বগ্নিহোত্রম্ অধিশ্রয়েদ্ অধিশ্রিতমধ্যধিশ্রিতমধিশ্রিতং হিংও ইতি ।। ১৬।।

অনু.— ঐ (অঙ্গারগুলিতে) অগ্নিহোত্রকে 'অধি-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) পাক করবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্র = অগ্নিহোত্রের আহুতিদ্রব্য। 'অগ্নিহোত্র' শব্দের অর্থ একাধিক— আবৃত স্থান (শালা), কর্মবিশেষ, অগ্নি, হব্যদ্রব্য। এখানে শব্দটি হব্যদ্রব্য অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 'তেষু' বলায় ঐ অঙ্গারগুলির অগ্নিতেই পাক করতে হবে, কিন্তু অবজ্বলন ও পর্যগ্নিকরণ ঐ অগ্নিতে হবে না, হবে গার্হপত্য থেকেই নেওয়া অন্য এক অঙ্গারে। ২/৩/৭ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

ইন্ডারাম্পদং ঘৃতবচ্চরাচরং জাতবেদো হবিরিদং জুষস্ব। যে গ্রাম্যাঃ পশবো বিশ্বরূপাস্তেষাং সপ্তানাং ময়ি পুষ্টিরস্ত্বিতি বা ।। ১৭।।

অনু.— অথবা 'ইন্ডারা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে তা পাক করবেন)।

ন দধ্যধিশ্রয়েদ্ অধিশ্রয়েদ্ ইত্যেকে ।। ১৮।।

অনু.— দইকে পাক করবেন না। কেউ কেউ বলেন পাক করবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্রের দ্রব্য দুধ, দই অথবা যবাগূ। আহুতির দ্রব্য দই হলে অগ্নিতে তা পাক (গরম) করতে নেই। কেউ কেউ অবশ্য তা পাক করেন। সূত্রটি 'দধি-অধিশ্রয়েন্ না বা' এই ভাবে করা যেতে পারত, কিন্তু তা না করায় বুঝতে হবে দুটি পক্ষেই উচিত যুক্তি আছে বলে এই বিকল্প। পাক না করলে দ্রব্যটি সংস্কারবিহীন হয়ে পড়ে বলে কেউ কেউ পাক করতে চান, কেউ কেউ আবার পাক করলে তা অন্য দ্রব্যে পরিণত হয়ে যাবে বলে পাক করার বিরোধী। বৃত্তিকারের মতে সূত্রকার অবশ্য দইকে অগ্নি দ্বারা সংস্কৃত করার বিরোধী। সিদ্ধান্তীর মতে দইকে সংস্কারের প্রয়োজনে তাপ লাগিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিতে হবে।

তৃতীয় কণ্ডিকা (২/৩)

[অগ্নিহোত্র-দ্রব্য, আহুতিদ্রব্যের পাক, পাত্রে আহুতিদ্রব্যের গ্রহণ,
আহবনীয়ে সমিৎ-স্থাপন, আহুতিপ্রদান, অনুমন্ত্রণ]

পয়সা নিত্যহোমঃ ।। ১।।

অনু.— আবশ্যিক হোম দুধ দিয়ে (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্র আবশ্যিক এবং কাম্য বা ঐচ্ছিক দুই-ই হতে পারে। আবশ্যিক অগ্নিহোত্রে আহুতি দিতে হয় দুধ। 'নিত্য' বলায় বিনা কামনাতেও পরবর্তী সূত্রে উল্লিখিত যবাগূ প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা আহুতি দেওয়া যাবে। এ-ছাড়া অন্য দ্রব্য দ্বারা আহুতি দিতে ইচ্ছা হলেও কিছুদিন নিত্য অর্থাৎ আবশ্যিক দ্রব্য দুধই দিয়ে আহুতি দিতে হবে। শা. ২/৭/৯ সূত্রেও দুধের বিধান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, গ্রাম ইত্যাদির কামনা অন্তরে থাকলেও হোমটি কিন্তু নিত্যই।

যবাগূর্ ওদনো দধি সর্পির্ গ্রামকামান্নাদ্যকামেন্দ্রিয়কামতেজস্কামানাম্ ।। ২।।

অনু.— গ্রামপ্রার্থী, ভোজ্য-অন্ন-প্রার্থী, ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিপ্রার্থী এবং শক্তিকামী ব্যক্তিদের (অগ্নিহোত্রের আহুতিদ্রব্য হল) যথাক্রমে যবাগূ, অন্ন, দই, দুধ।

ব্যাখ্যা— অন্নাদ্য = খাদ্য অন্ন। তেজ = শক্তি, দেহের লাবণ্য বা শোভা। যবাগূ = ফেন-ভাত, যে-কোন দ্রব্যকে তার ষোল গুণ জলে ফুটিয়ে মোট পরিমাণ অর্ধেক করে নেওয়া। শা. ২/৭/৯ সূত্রেও এই দ্রব্যগুলির নির্দেশ পাওয়া যায়।

অধিশ্রিতম্ অবজ্বলয়েত্ ।। ৩।।

অনু.— অঙ্গারের উপরে স্থাপিত (অগ্নিহোত্রের দ্রব্যকে) প্রজ্বলিত করবেন।

ব্যাখ্যা— আহুতিদ্রব্যকে পাক করার জন্য পাত্রের তলায় রাখা অঙ্গারগুলিকে তুষ, কাঠ, উল্মুক ইত্যাদি দিয়ে জাগিয়ে তুলবেন। ২/২/১৮ সূত্রে অধিশ্রয়ণের কথা বলা থাকলেও এখানে আবার তা বলায় অঙ্গারের উপরে পাত্রটি রাখার পরেই অবিলম্বে অবজ্বলন অর্থাৎ আহুতিদ্রব্যের তলায় রাখা আগুনকে উল্মুক দিয়ে প্রজ্বলিত করতে হয়।

অনধিশ্রয়ং দধ্যগ্নিষ্টে তেজো মা হার্ষীর্ ইতি ।। ৪।।

অনু.— (আগুনে) না-চাপান (পাকবিহীন) দইকে 'অগ্নি-' (সূ.) এই (মন্ত্রে উত্তপ্ত করবেন)।

ব্যাখ্যা— ২/২/১৮ সূত্র অনুসারে দইকে আগুনে পাক না করলেও চলে। সূত্রে দধি-র কথা বলা হলেও 'অপি' শব্দ উহ্য আছে ধরে নিয়ে শুধু পাক করা দই নয়, পাক-করার জন্য অঙ্গারের উপরে চাপান হয়নি এমন দইকেও 'অগ্নি-' মন্ত্রে

তপ্ত করে নেবেন। কেবল দই নয়, আগুনে চাপান বা সিদ্ধ হয়নি এমন যে-কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। সূত্রে তাই সংক্ষেপে 'দধি চ' না বলে অভিপ্রেত বক্তব্য একটু দীর্ঘতর করে বর্তমান আকৃতিতেই বলা হয়েছে। শা. ২/৭/১০ সূত্রে দইকে পাক করতে নিষেধ করা হয়েছে।

স্রুবেণ প্রতিষিঞ্চ্যান্ ন বা শান্তিরস্যমৃতমসীতি ।। ৫।।

অনু.— স্রুব দ্বারা 'শান্তি-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) জল ঢালবেন অথবা (ঢালবেন) না।

ব্যাখ্যা— দুধ দিয়ে হোম করলে যে পাত্রে দুধ দোহা হয়েছে সেই পাত্র জল দিয়ে ধুয়ে স্রুব নামে পাত্রে ঐ দুধ-ধোওয়া জল রেখে দিতে হয়। স্রুব থেকে ঐ জল আবার যে-পাত্রে দুধ গরম করা হচ্ছে, সেই পাত্রে 'শান্তি-' মন্ত্রে ঢেলে দিতে হবে, তবে তা না ঢাললেও চলে।

তয়োর্ অব্যতিচারঃ ।। ৬।।

অনু.— ঐ দুয়ের সংমিশ্রণ (কিন্তু হবে) না।

ব্যাখ্যা— ব্যতিচার = অবৈধ সংমিশ্রণ। একই যজমানের ক্ষেত্রে কোন অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানে দুধ-ধোওয়া জল পাকের পাত্রে ঢালা এবং অন্য অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানে তা না-ঢালা এই দু-রকম করা চলবে না। প্রথম অগ্নিহোত্রে যা করা হবে পরবর্তী অগ্নিহোত্রগুলিতেও সারা জীবন ধরে তা-ই করে যেতে হবে।

পুনর্ জ্বলতা পরিহরেত্ ত্রির্ অন্তরিতং রক্ষোঽন্তরিতা অরাতয় ইতি ।। ৭।।

অনু.— আবার জ্বলন্ত (অঙ্গার) দিয়ে তিন বার 'অন্ত-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) পরিহরণ করবেন।

ব্যাখ্যা— পরিহরেত্ = কোন বস্তুর উপরে চারপাশে কিছু ঘোরান। 'পুনঃ-' বলায় ৩নং সূত্রে যে উল্মুকের কথা বলা হয়েছে সেই জ্বলন্ত উল্মুক বা অঙ্গারকেই যে কলশীতে দুধ গরম করা হচ্ছে সেই কলশীর উপরে চারপাশে তিনবার ঘোরাবেন। এই অঙ্গার গার্হপত্য থেকেই নিতে হয়, ২/২/১৫, ১৬ সূত্রে যে অঙ্গারগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি থেকে নয়। অবজ্বলন বা তলায় তাপ দিয়ে গরম করার পরে ঐ অঙ্গার সরিয়ে নিতে হয়। সেই অঙ্গার দিয়েই দুধের আরতি করতে হয়। আরতির (পরিহরণের) পরে তা ফেলে দিতে হবে। সর্বত্র কোন কাজের জন্য কিছু সরিয়ে রাখলে কাজ শেষ হয়ে গেলে তা ফেলে দিতেই হয়। ব্যতিক্রম শুধু 'শ্রপণ' বা পাকের জন্য গৃহীত অঙ্গারের। এই অঙ্গার পাকের পরে কুণ্ডেই আবার রেখে দিতে হয় (৯নং সূ. দ্র.)।

সম্-উদ্-অন্তং কর্ষন্ন্ ইবোদগ্ উদ্বাসয়েদ্ দিবে ত্বান্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বেতি নিদধত্ ।। ৮।।

অনু.— উছলে-ওঠা (পাকদ্রব্যকে) টেনে নেওয়ার মতো 'দিবে—' (সূ.) মন্ত্রে রাখতে রাখতে উত্তর দিকে নামিয়ে রাখবেন।

ব্যাখ্যা— কর্ষন্ = ধীরে ধীরে নামাতে নামাতে। নামাবার সময়ে 'দিবে ত্বা' বলে উপরে, 'অন্তরিক্ষায় ত্বা' বলে অন্তরিক্ষে (শূন্যে) এবং 'পৃথিব্যৈ ত্বা' বলে মাটিতে পাত্রটি ধীরে ধীরে রাখবেন ও ধীরে ধীরে নামাবেন। "ত্রির্ উপসাদম্ উদগ্ উদ্বাস্য, অনুচ্ছিন্দন্ন্ ইব"— শা. ২/৮/১২, ১৩— তিনবার বিচ্ছেদবিহীনভাবে নামিয়ে নিতে থাকবেন।

সুহুতকৃতঃ স্থ সুহুতমকার্ষ্টেত্যঙ্গারান্ অতিসৃজ্য স্রুক্স্রুবং প্রতিতপেত্ প্রত্যুষ্টং রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়ো নিষ্টপ্তং রক্ষো নিষ্টপ্তা অরাতয় ইতি ।। ৯।।

অনু.— 'সুহুত—' (সূ.) এই (মন্ত্রে) অঙ্গারগুলিকে (গার্হপত্যে) ফেলে দিয়ে 'প্রত্যুষ্টং—' (সূ.) মন্ত্রে স্রুক্ ও স্রুবকে গরম করে নেবেন।

ব্যাখ্যা— অতিসৃজ্য = ত্যাগ করে, ফেলে দিয়ে। ২/২/১৫, ১৬ সূত্রে যে অঙ্গারগুলিতে আহুতিদ্রব্য পাক করার কথা বলা হয়েছিল সেই অঙ্গারগুলিকে গার্হপত্যের কুণ্ডেই আবার রেখে দিয়ে স্রুক্ এবং স্রুবকে আগুনে গরম করে নিতে হয়। যদিও 'প্রত্যুষ্টং—' এবং 'নিষ্টপ্তং—' দুটি মন্ত্র এবং স্রুক্ ও স্রুব দুটি পাত্র, তবুও সূত্রে একবচনে 'স্রুক্স্রুবম্' বলায় ২/১/৬ সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেকটি পাত্রকে পৃথক্ পৃথক্ একটি করে মন্ত্রে নয়, দুটি পাত্রকে একই সঙ্গে দুটি মন্ত্রে তপ্ত করতে হবে। শা. ২/৮/১৫ সূত্রে 'সুভূতায় বঃ' মন্ত্রে অঙ্গারকে রেখে দিতে বলা হয়েছে।

উত্তরতঃ স্থাল্যাঃ স্রুচম্ আসাদ্যোম্ উন্নয়ানীত্যতিসর্জয়ীত ।। ১০।।

অনু.— (অগ্নিহোত্র) স্থালীর উত্তর দিকে স্রুক্‌টি রেখে 'ওম্ উন্নয়ানি' এই মন্ত্রে (আহিতাগ্নিকে) অনুমতি দেওয়াবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্রস্থালী থেকে স্রুবের সাহায্যে অগ্নিহোত্রহবণী নামে স্রুকে আহুতিদ্রব্য উন্নয়নের (= গ্রহণের, পূরণের) জন্য অধ্বর্যু যজমানের কাছে অনুমতি চান। সূত্রে সাদয়িত্বা না বলে 'আসাদ্য' বলায় অনুমতি চাইবার সময়ে স্রুক্‌টি কিন্তু অধ্বর্যুর হাতেই থাকবে। সূত্রে 'স্রুচম্' স্থানে পাঠান্তর পাওয়া যায় 'স্রুবম্'।

আহিতাগ্নির্ আচম্যাপরেণ বেদিম্ অতিব্রজ্য দক্ষিণত উপবিশ্যৈতচ্ছ্রুত্বোম্ উন্নয়েত্যতিসৃজেত্ ।। ১১।।

অনু.— অগ্নিস্থাপনাকারী (যজমান) আচমন করে পিছন দিক্ দিয়ে বেদি অতিক্রম করে গিয়ে ডান দিকে বসে (এই 'ওম্ উন্নয়ানি' বাক্য) শুনে 'ওম্ উন্নয়' এই (বাক্যে) অনুমতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যুর মতো (২/২/১০ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.) যজমানও বিহরণের সময়ে যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করে হোমের সময় আসন্ন হলে বাইরে চলে আসেন। পত্নী অবশ্য যজ্ঞভূমিতে থেকে যান। তার পর হোমের সময়ে তিনি পূর্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হয়ে আচমন করে তীর্থ দিয়ে আবার যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেন। প্রবেশের পর বেদির পশ্চিম দিক্ এবং গার্হপত্য ও দক্ষিণ অগ্নির পূর্ব দিক্ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আহবনীয়ের দক্ষিণ দিকে এসে বসেন। সেখানে বসে তিনি অধ্বর্যুর 'ওম্ উন্নয়ানি' এই বাক্য শুনে 'ওম্ উন্নয়' বাক্যে অনুমতি দেন। প্রয়োগদীপিকার মতে এই ওঙ্কার হবে তিন মাত্রার।

অতিসৃষ্টো ভূরিস্থা ভুব ইস্থা স্বরিস্থা বৃধ ইস্থেতি স্রুবপূরম্ উন্নয়েত্ ।। ১২।।

অনু.—অনুমতি পেয়ে 'ভূ-' (সূ.) মন্ত্রে স্রুবকে পূর্ণ করে (অগ্নিহোত্রহবণী) ভর্তি করবেন।

ব্যাখ্যা— উন্নয়েত্ = ঢেলে রাখবেন, পূরণ করবেন। অগ্নিহোত্রের কলশী বা পাকপাত্র থেকে 'ভূরিস্থা', 'ভুব ইস্থা', 'স্বরিস্থা', 'বৃধ ইস্থা' এই চার মন্ত্রে চার বার স্রুব ভর্তি করে করে দুধ নিয়ে অগ্নিহোত্রহবণীতে তা ঢেলে রাখবেন। প্রত্যেকবারে একটি করে মন্ত্র। পঞ্চাবত্তীদের অর্থাৎ প্রধানযাগের আহুতির জন্য যাঁদের পাঁচবার আহুতিদ্রব্য গ্রহণ করতে হয় তাঁদের ক্ষেত্রে আর একবার বিনা মন্ত্রে অগ্নিহোত্রহবণীতে দুধ ঢালতে হবে। যাঁরা জামদগ্ন্য গোত্রের যজমান তাঁরা 'পঞ্চাবত্তী'— "জামদগ্ন্যা বত্সাবিদাব্ আর্ষ্টিষেণাস্ তথৈব চ। ভার্গবাশ্ চ্যাবনা ঔর্বাঃ পঞ্চাবত্তিন ঈরিতাঃ।।" সূত্রে প্রসঙ্গলভ্য হলেও আবার 'অতিসৃষ্টঃ' বলায় যজমান প্রবাসী হলে তাঁর পুত্র অথবা শিষ্য অনুমতি দেবেন অথবা প্রতিনিধি হয়ে অধ্বর্যু নিজেই নিজেকে 'ওম্ উন্নয়' বলে অনুমতি দিয়ে তবে পাত্রে দুধ ঢালবেন। শা. ২/৮/১৬-১৮ অনুযায়ী 'অশনায়াপিপাসে-' (শা. ২/৮/৬) মন্ত্রে তিন-চারবার দুধ ঢালতে হয় এবং প্রতিবারেই মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়।

অগ্রিয়ম্ অগ্রিয়ং পূর্ণতমং যোঽনুজ্যেষ্ঠম্ ঋদ্ধিম্ ইচ্ছেত্ পুত্রাণাম্ ।। ১৩।।

অনু.— যিনি পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব অনুযায়ী সমৃদ্ধি কামনা করেন (তিনি) আগেরটি আগেরটি বেশী করে পূর্ণ (করবেন)।

ব্যাখ্যা— যিনি নিজের পুত্রদের মধ্যে বয়সের তারতম্য অনুযায়ী সমৃদ্ধির তারতম্য বা পৌর্বাপর্য কামনা করেন, তিনি

চতুর্থবারের অপেক্ষায় তৃতীয়বারে, তৃতীয়বারের অপেক্ষায় দ্বিতীয়বারে এবং দ্বিতীবারের অপেক্ষায় প্রথমবারে অগ্নিহোত্রহবণীতে দুধ ঢালার সময়ে স্রুবে আরও বেশী করে দুধ নেবেন। পুত্র চারটি না হয়ে দু-তিনটি বা পাঁচ-ছটি হলেও তা-ই।

যোঽস্য পুত্রঃ প্রিয়ঃ স্যাত্ তং প্রতি পূর্ণম্ উন্নয়েত্ ।। ১৪।।

অনু.— এঁর যে প্রিয় পুত্র আছে তার উদ্দেশে সব থেকে বেশি (দুধ তিনি স্রুবে) তুলে নেবেন।

ব্যাখ্যা— একটি পুত্র থাকলেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। সিদ্ধান্তীর মতে 'বা' শব্দ উহ্য আছে বলে নিয়মটি বিকল্পে প্রযোজ্য।

স্থালীম্ অভিমৃশ্য সমিধং স্রুচং চাধ্যধি গার্হপত্যং হৃত্বা প্রাণসম্মিতাম্ আহবনীয়সমীপে কুশেষূপসাদ্য জান্বাচ্য সমিধম্ আদধ্যাদ্ রজতাং ত্বাগ্নিজ্যোতিষং রাত্রিমিষ্টকামুপদধে স্বাহেতি ।। ১৫।।

অনু.— পাত্রটিকে স্পর্শ করে সমিৎ এবং স্রুক্ গার্হপত্যের ঠিক উপরে নাকের সমতলে ধরে আহবনীয়ের কাছে নিয়ে এসে কুশে (তা) রেখে মাটিতে (ডান) হাঁটু পেতে 'রজতাং-' (সূ.) মন্ত্রে (আহবনীয়ে) সমিৎ স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্যধি = কাছে; পা. ৮/১/৭ দ্র.। যে পাত্রী থেকে স্রুবের সাহায্যে অগ্নিহোত্রহবণীতে দুধ ঢালা হল সেই পাত্রীকে স্পর্শ করে একটি সমিৎ এবং অগ্নিহোত্রহবণী নিজের নাকের সমতলে ধরে আহবনীয়ের কাছে নিয়ে এসে সমিৎ ও পাত্রটি আহবনীয়ের পিছনে অদূরে কুশের উপরে রেখে ডান হাঁটু পেতে বসে সমিৎটিকে 'রজতাং-' মন্ত্রে ঐ আহবনীয়ের অগ্নিতে স্থাপন করবেন। এই সময়ে যজমানকে অনুমন্ত্রণ করতে হয় (২৫ নং সূ. দ্র.)। পরের সূত্রে 'সমিধম্ আধায়' বলা থাকা সত্ত্বেও এখানে 'সমিধম্ আদধ্যাত্' বলার অভিপ্রায় এই যে, সর্বত্রই সমিৎ স্থাপন করতে গেলে হাঁটু পেতেই তা করতে হবে। ২৫ নং সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এই 'রজতাং-' মন্ত্রটি অনুমন্ত্রণেরও মন্ত্র। শা. ২/৮/২২ সূত্রে প্রায় একই কথা বলা হয়েছে, তবে সেখানে আবার ঐ 'অশনায়া-' মন্ত্রটিই (১২নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.) পাঠ্যরূপে বিহিত হয়েছে।

সমিধম্ আধায় বিদ্যুদসি বিদ্য মে পাপ্মানমৃতাৎ সত্যমুপৈমি ... শ্রদ্ধেত্যপ উপস্পৃশ্য প্রদীপ্তাং দ্ব্যঙ্গুলমাত্রেঽভিজুহুয়াদ্ ভূর্ভুবঃ স্বরোঽমগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহেতি ।। ১৬।।

অনু.— সমিৎ স্থাপন করে 'বিদ্যু-' (সূ.) মন্ত্রে জল স্পর্শ করে জ্বলন্ত সমিধের অভিমুখে (মূল থেকে) দু-আঙুল দূরে 'ভূর্ভুবঃ-' (সূ.) মন্ত্রে (অগ্নিহোত্রের প্রথম) হোম করবেন।

ব্যাখ্যা— এই হোম করা হয় অগ্নিদেবতার উদ্দেশে। আগের সূত্রে বলা থাকলেও এই সূত্রে আবার 'সমিধম্ আধায়' বলায় আগের সূত্রের মতো এই সূত্রে বিহিত কাজগুলিও হাঁটু পেতেই করতে হবে। সিদ্ধান্তীর মতে অবশ্য সমিৎ-স্থাপনের ঠিক পরেই যাতে জল স্পর্শ করা হয় সেই উদ্দেশে এখানে 'আধায়' বলা হয়েছে। এছাড়া তিনি আরও বলেছেন যে, আগের সূত্রের মতো এই সূত্রের এবং পরবর্তী সূত্রের কাজটি যাতে হাঁটু পেতেই করা হয়, ১/১১/১১ সূত্র অনুযায়ী দাঁড়িয়ে না করা হয়, সেই অভিপ্রায়েই সূত্রে আপাতপ্রয়োজন না থাকলেও 'সমিধম্' বলা হয়েছে। অগ্নিহোত্রের এই প্রথম আহুতিকে 'পূর্বাহুতি' বলে। আহুতিদানের সময়ে ২৬নং সূত্র অনুযায়ী যজমানকে অনুমন্ত্রণ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ২৫/৬ অংশেও 'ভূর্ভুবঃ-' মন্ত্রটি বিহিত হয়েছে। "দ্ব্যঙ্গুলং সমিধোঽতিহৃত্যাভিজুহোতি"— শা. ২/৮/২৩। শা. ২/৯/১ অনুযায়ী আহুতিদানের মন্ত্রটিও এইটিই।

পূর্বাম্ আহুতিং হুত্বা কুশেষু সাদয়িত্বা গার্হপত্যম্ অবেক্ষেত পশূন্ মে যচ্ছেতি ।। ১৭।।

অনু.— প্রথম আহুতি প্রদান করে কুশে (অগ্নিহোত্রহবণীটি) রেখে 'পশূন্-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) গার্হপত্যকে দেখবেন।

ব্যাখ্যা— হাঁটু-পাতা অবস্থাতেই 'পশূন্-' মন্ত্রে গার্হপত্যের দিকে তাকাতে হয়। 'পূর্বাম্' বলায় পূর্বাহুতির পরে করণীয়

কর্ম বেদিতে অগ্নিহোত্রহবণী রেখে এবং উত্তরাহুতির পরে করণীয় কর্ম ঐ স্রুক্‌টি হাতে নিয়েই করতে হয়। 'হুত্বা' বলায় আহুতির পরে করণীয় কাজটি হাঁটু পেতে রেখেই করতে হবে।

অথোত্তরাং তূষ্ণীং ভূয়সীম্ অসংসৃষ্টাং প্রাগ্-উদগ্ উত্তরতো বা ।। ১৮।।

অনু.— এর পর নিঃশব্দে উত্তর দিকে (পূর্বাহুতির সঙ্গে) সংস্পর্শ না ঘটিয়ে ঐ (আহুতির অপেক্ষায়) বেশী পরিমাণে পরবর্তী আহুতি (প্রদান করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই দ্বিতীয় আহুতির নাম 'উত্তরাহুতি'। উত্তরাহুতির আহুতিদ্রব্যের পরিমাণ পূর্বাহুতির তুলনায় বেশী হবে এবং দেখতে হবে যে, দুই আহুতিদ্রব্যের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সংস্পর্শ যেন না ঘটে অর্থাৎ অগ্নিতে যে দিকে পূর্বাহুতি দেবেন সে-দিকে উত্তরাহুতি দেবেন না। পূর্বাহুতির মতো এই আহুতিও হাঁটু পেতেই দিতে হয়, তবে এই আহুতিতে কোন মন্ত্র লাগে না। 'অথ' বলায় দুই আহুতিরই সমপ্রাধান্য সূচিত হচ্ছে। উত্তর-আহুতির আগে আহুতিদ্রব্য নষ্ট বা দূষিত হলে তাই আবার এই আহুতির জন্য দ্রব্য প্রস্তুত করতে হবে। শা. ২/৯/৪ সূত্রে বিধানও এ-ই, তবে সেখানে দিকের কথা কিছু বলা নেই।

প্রজাপতিং মনসা ধ্যায়াত্ তূষ্ণীংহোমেষু সর্বত্র ।। ১৯।।

অনু.— সর্বত্র মন্ত্রবিহীন হোমে প্রজাপতিকে মনে মনে ধ্যান করবেন।

ব্যাখ্যা— শুধু অগ্নিহোত্রেই নয়, যেখানেই বিনা মন্ত্রে কোন আহুতি দেওয়া হয় সেখানেই প্রজাপতিকে মনে ধ্যান করতে হয়। ধ্যানমাত্রই মানসিক ব্যাপার, মনে মনেই তা করতে হয়, তবুও সূত্রে 'মনসা' বলায় (মানস ব্যাপার বলেই ৫/১৪/২৭ এবং ৫/১৮/৪ সূত্রে 'মনসা' বলা হয়নি) 'প্রজাপতি' শব্দে চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত করে শব্দটিকে মনে মনে ধ্যান করবেন এবং শেষে উপাংশু স্বরে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করবেন ('প্রজাপতয়ে স্বাহা')। এই আহুতির সময়ে ২৭-২৯ নং সূত্র অনুযায়ী অনুমন্ত্রণ করতে হয়। '-হোমেষু' পদে বহুবচন থাকলেও 'সর্বত্র' বলা হয়েছে এই নিয়মটি গৃহ্য অনুষ্ঠানেও যে প্রযোজ্য এ-কথা বোঝাবার জন্য।

ভূয়িষ্ঠং স্রুচি শিষ্ট্বা ত্রির্ অনুপ্রকম্প্যাবমৃজ্য কুশমূলেষু নিমার্ষ্টি পশুভ্যস্ ত্বেতি ।। ২০।।

অনু.— বহুপরিমাণ (আহুতিদ্রব্য ভক্ষণের জন্য) হাতায় অবশিষ্ট রেখে (পাত্রটি আহুতিস্থানে) তিনবার কাঁপিয়ে নিয়ে মেজে কুশের গোড়ায় 'পশুভ্য-' (সূ.) মন্ত্রে (হাত) ঘষবেন।

ব্যাখ্যা— হবনীকে তিনবার কাঁপিয়ে নিয়ে ঐ পাত্রে যে দুধ লেগে আছে তা উপুড় হাতে মেজে 'পশুভ্যস্ত্বা' মন্ত্রে দুধ-লেপা হাতটি কুশের গোড়ায় ঘষে নিতে হয়। যজমান এই সময়ে অনুমন্ত্রণ করেন। পূর্বাহুতিতে যতটা দ্রব্য আহুতি দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে উত্তরাহুতিতে বেশী পরিমাণ দ্রব্য আহুতি দিতে হবে এবং তার চাইতেও বেশী পরিমাণ হাতায় অবশিষ্ট রাখতে হবে ভক্ষণের জন্য। সূত্রে 'স্রুচি' না বললেও আপাতগ্রাহ্য অর্থটি সিদ্ধ হত, কিন্তু অনুকম্পন ও মার্জন স্রুকেরই হবে এ-কথা বোঝাবার জন্যই পদটির উল্লেখ করা হয়েছে। "স্রুচি ভূয়িষ্ঠং কুর্যাত্"— শা. ২/৯/৫।

তেষাং দক্ষিণত উত্তানা অঙ্গুলীঃ করোতি প্রাচীনাবীতী তূষ্ণীং স্বধা পিতৃভ্য ইতি বা ।। ২১।।

অনু.— প্রাচীনাবীতী হয়ে ঐ (কুশমূলগুলির) ডান দিকে আঙুলগুলি নিঃশব্দে অথবা 'স্বধা পিতৃভ্যঃ' মন্ত্রে চিৎ করে রাখবেন।

ব্যাখ্যা— প্রয়োগদীপিকার মতে 'তেষাং দক্ষিণতঃ' বলতে কুশের ডান দিকে, কুশের গোড়ার ডান দিকে নয়— 'কুশানাং দক্ষিণতো, ন কুশমূলানাম্'। বৃত্তিকার কিন্তু বলেছেন 'তেষাং কুশমূলানাং দক্ষিণতঃ'। সিদ্ধান্তীর মতেও 'তেষাম্ ইতি কুশমূলানাম্ ইত্যর্থঃ'। অগ্নিহোত্রহবণী হাতে ধরে রেখেই এই কাজ করতে হয়। সিদ্ধান্তীর ভাষ্য থেকে জানা যায় ভিন্ন মতে প্রাচীনবীতী হয়ে 'স্বধা পিতৃভ্যঃ' মন্ত্রে আঙুলগুলি চিৎ করে রাখতে হয় এবং তার পরে যজ্ঞোপবীতী হয়ে ঐ স্থানেই শান্তির জন্য জল

ঢেলে দিতে হয়। অপর এক মতে আঙুল চিৎ করে রাখার আগেই জল ঢেলে আবার ঐ স্থানেই প্রাচীনবীতী হয়ে 'স্বধা পিতৃভ্যঃ' মন্ত্রে আঙুলগুলি চিৎ করে রাখতে হবে। এই মতে 'অপোঽবনিনীয়' অংশটি যথাস্থানে পঠিত হয়নি, আগে এই সূত্র বা অংশটি পাঠ করে পরে 'তেষাং-' সূত্রটি পাঠ করা উচিত ছিল।

অপোঽবনিনীয় ।। ২২।।

অনু.— জল ঢেলে।

ব্যাখ্যা— হাতে হবনী নিয়ে কুশের গোড়ার ডান দিকে উপুড় হাত দিয়ে জল ঢেলে তার পরে ২৩ নং সূত্র অনুযায়ী কাজ করবেন।

বৃষ্টিরসি বৃশ্চ মে পাপ্মানমৃতাদ্ সত্যমুপাগামিতি উপস্পৃশ্য ।। ২৩।।

অনু.— 'বৃষ্টি-' (সূ.) এই (মন্ত্রে সেই) জল স্পর্শ করে।

ব্যাখ্যা— হাত থেকে অগ্নিহোত্রহবণী বেদিতে রেখে দিয়ে উদ্ধৃত মন্ত্রে জল স্পর্শ করতে হয়। প্রসঙ্গত ২/৪/৫ সূ. দ্র.।

আহিতাগ্নির্ অনুমন্ত্রয়েত ।। ২৪।।

অনু.— অগ্নিস্থাপনকারী (যজমান) অনুমন্ত্রণ করবেন।

ব্যাখ্যা— এটি একটি অধিকার-সূত্র। এর পর আহিতাগ্নিকে অগ্নিহোত্রে কোন্ কর্মে কি অনুমন্ত্রণ করতে হয় তা বলা হচ্ছে।

আধানম্ উক্ত্বা তেন ঋষিণা তেন ব্রহ্মণা তয়া দেবতয়াঙ্গিরস্বদ্ ধ্রুবাসীদেতি সমিধম্ ।। ২৫।।

অনু.— সমিৎ-স্থাপনের মন্ত্র বলে 'তেন-' (সূ.) এই মন্ত্রে সমিৎকে (অনুমন্ত্রণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— আধান = স্থাপন, স্থাপনের মন্ত্র। আহবনীয় অগ্নিতে যখন সমিৎ স্থাপন করা হয় তখন 'রজতাং-' (১৫ নং সূ.) এবং 'তেন-' মন্ত্রে তার অনুমন্ত্রণ করবেন। আগের সূত্রে 'অনুমন্ত্রয়েত' বলে পরে এখানে 'আধানম্ উক্ত্বা' বলায় বুঝতে হবে সমিৎ-স্থাপনের মন্ত্রটিও এই স্থলে অনুমন্ত্রণের মন্ত্রই। কেবল এই 'তেন-' মন্ত্রটিই যদি অনুমন্ত্রণের মন্ত্র হত তাহলে আগের সূত্রে 'অনুমন্ত্রয়েত' না বলে এখানেই 'আধানম্ উক্ত্বা....... সমিধম্ অনুমন্ত্রয়েত' বলা হত।

তা অস্য সূদদোহস ইতি পূর্বাম্ আহুতিম্ ।। ২৬।।

অনু.— 'তা-' (৮/৬৯/৩) এই (মন্ত্রে) পূর্বাহুতিকে (অনুমন্ত্রণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পূর্বাহুতির জন্য ১৬নং সূ. দ্র.। সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রে 'আহুতিম্' বললেই চলত, কিন্তু 'পূর্বাম্' বলায় পূর্বাহুতিকেই অনুমন্ত্রণ করতে হয়, পরবর্তী সূত্রে নির্দিষ্ট উত্তরাহুতিকে নয়।

উপোত্থায়োত্তরাং কাঙ্ক্ষেতেক্ষমাণো ভূর্ভুবঃ স্বঃ সুপ্রজাঃ প্রজাভিঃ স্যাং সুবীরো বীরৈঃ সুপোষঃ পোষৈঃ ।। ২৭।।

অনু.— কাছে দাঁড়িয়ে উত্তরাহুতির দিকে কটাক্ষপাত করে তাকাতে তাকাতে 'ভূ-' (সূ.) এই (মন্ত্রে ঐ আহুতির অনুমন্ত্রণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— উপোত্থায় = উপ + উত্থায় = সময় ও স্থানের দিক্ থেকে কাছে উঠে দাঁড়িয়ে। কাঙ্ক্ষেত = কটাক্ষপাত কামনা করবেন, আড়চোখে তাকাবেন। যে সময়ে যে দিকে উত্তরাহুতি দেওয়া হয় (১৮নং সূ. দ্র.) সেই সময়ে এবং সেই

দিকে কাছে দাঁড়িয়ে বক্রদৃষ্টিতে উত্তরাহুতিকে দেখতে দেখতে 'ভূ-' মন্ত্রে ঐ আহুতির অনুমন্ত্রণ করবেন। বৃত্তিকার বলেছেন, এই সূত্রের কেউ কেউ এ-রকম অর্থ করেন— উত্তরাহুতির দিকে তাকিয়ে অনুমন্ত্রণ করবেন এবং মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি কামনা করবেন। সিদ্ধান্তী 'কাঙ্ক্ষণ' পাঠই ঠিক বলে মনে করেন। তাঁর মতে অগ্নির দিকেই বক্রদৃষ্টিতে তাকাতে হয় এবং 'উপতিষ্ঠতে' পদটি সূত্রের শেষে উহ্য আছে ধরে 'ভূর্ভুবঃ-' মন্ত্রে অগ্নিকে অনুমন্ত্রণ নয়, উপস্থানই করতে হয়।

আগ্নেয়ীভিশ্ চ ।। ২৮।।

অনু.— অগ্নিদেবতার মন্ত্রগুলি দ্বারাও (অনুমন্ত্রণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পূর্বসূত্রে নির্দিষ্ট 'ভূ-' (২৭ নং সূত্র) মন্ত্র ছাড়াও কমপক্ষে অগ্নিদেবতার যে-কোন তিনটি মন্ত্র দ্বারা উত্তরাহুতির অনুমন্ত্রণ করতে হবে। সিদ্ধান্তীর মতে অগ্নির উপস্থান করতে হয়।

অগ্ন আয়ূংষি পবস ইতি তিসৃভিঃ ।। ২৯।।

অনু.— 'অগ্ন-' (৯/৬৬/১৯-২১) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র দ্বারাও অনুমন্ত্রণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'অগ্ন-' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রেও উত্তরাহুতির অনুমন্ত্রণ করতে হবে। এই সূত্রের অর্থ পরবর্তী সূত্রের সঙ্গে যুক্ত। সিদ্ধান্তীর ভাষ্য অনুযায়ী অনুমন্ত্রণ নয়, অগ্নির উপস্থান করতে হয়। তিনি আরও মনে করেন যে, পূর্বোক্ত 'আগ্নেয়ীভিশ্ চ' সূত্রটি এই সূত্রের সঙ্গেই যুক্ত। সূত্রের অর্থ তাই প্রত্যেক বর্ষপূর্তির পরে 'অগ্ন-' ইত্যাদি অগ্নিদেবতার তিনটি মন্ত্র দিয়ে অগ্নির উপস্থান করতে হয়। 'আগ্নেয়ীভিশ্ চ' পৃথক্ সূত্র হলে কতগুলি মন্ত্র পাঠ করতে হবে তা ঐ সূত্রে বলা না থাকায় চতুঃষষ্টীতে (= চৌষট্টি অধ্যায়ের ঋক্‌সংহিতায়) অগ্নি দেবতার যত মন্ত্র আছে ততগুলি মন্ত্র পাঠ করতে হত, কিন্তু তা কার্যত অসম্ভব। এই বিকল্প অর্থ তাই দোষদুষ্ট বলে গ্রহণীয় নয়।

চতুর্থ কণ্ডিকা (২/৪)

[অগ্নিহোত্র — স্বয়ংহোম, আহুতির অবশিষ্ট অংশের ভক্ষণ, গার্হপত্যে সমিৎ-স্থাপন, আহুতির প্রদান, দক্ষিণাগ্নিতে সমিৎ-স্থাপন ও আহুতিদান, অবশিষ্টভক্ষণ, সমিৎ-স্থাপন, পরিসমূহন, পর্যুক্ষণ, প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্রে বৈশিষ্ট্য]

সংবৎসরে সংবৎসরে ।। ১।।

অনু.— বছরে বছরে।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক বৎসর পূর্ণ হলে পূর্বোক্ত 'অগ্ন-' ইত্যাদি তিনটি অতিরিক্ত মন্ত্র দ্বারাও উত্তরাহুতির অনুমন্ত্রণ করতে হয়। সিদ্ধান্তীর মতে উপস্থান করতে হয়।

যবাগ্বা পয়সা বা স্বয়ং পর্বণি জুহুয়াত্ ।। ২।।

অনু.— পর্বদিনে (যজমান) নিজে যবাগূ অথবা দুধ দিয়ে আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— যবাগূ = এই বস্তুটি যে ঠিক কি তা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে— 'যবাগূঃ ষড়্গুণেঽম্ভসি,' তণ্ডুলৈঃ শিথিলপক্বা যবাগূর্ ইতি কর্কঃ। যবাগূর্বিরলদ্রবা ইত্যপরে। যবাগূস্তণ্ডুলচূর্ণমিশ্রং দ্রবরূপম্ অন্নম্ ইতি স্মৃতিচন্দ্রিকাকারঃ'। যজমান নিজে আহুতি দেন বলে এই আহুতিকে 'স্বয়ংহোম' বলা হয়। এই স্বয়ংহোমে প্রথমে 'তেন-' মন্ত্রে সমিধের অনুমন্ত্রণ, পরে 'বিদ্যুৎ-' মন্ত্রে পূর্বাহুতির এবং 'পশূন্-' মন্ত্রে উত্তরাহুতির অনুমন্ত্রণ করতে হয়। অন্যান্য অংশ কিন্তু একই।

ঋত্বিজাম্ এক ইতরং কালম্ ।। ৩।।

অনু.— অন্য সময়ে ঋত্বিক্‌দের (কোন) একজন (আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা ছাড়া অন্য সময়ে ঋত্বিক্‌দের মধ্যে কোন একজন যজমানের হয়ে অগ্নিহোত্র করবেন।

অন্তেবাসী বা ।। ৪।।

অনু.— অথবা শিষ্য (আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— অন্তেবাসী = নিকটে বাসকারী পুত্র অথবা শিষ্য। বৃত্তিকারের মতে ঋত্বিক্ তিন শ্রেণীর— দেবভৃত, পিতৃভৃত এবং মনুষ্যভৃত। যাঁদের প্রত্যেক কর্ম উপলক্ষে পৃথক্ বরণ করা হয় তাঁরা 'দেবভৃত'। যাঁরা যজমানের বংশে কুলপরম্পরায় নিযুক্ত রয়েছেন তাঁরা 'পিতৃভৃত'। যাঁকে কোন এক ব্যক্তির যাবতীয় অনুষ্ঠানের জন্য বরণ করা হয়েছে তিনি 'মনুষ্যভৃত'। পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা ছাড়া অন্য সময়ে পিতৃভৃত অথবা মনুষ্যভৃত ঋত্বিকেরা এবং যাঁদের দেবভৃত ঋত্বিক্ আছেন তাঁদের ক্ষেত্রে পুত্র অথবা শিষ্যই যজমানের প্রতিনিধি হয়ে অগ্নিহোত্রে আহুতি দেন।

স্পৃষ্টোদকম্ উদঙ্ঙ্ আবৃত্য ভক্ষয়েত্ ।। ৫।।

অনু.— জল স্পর্শ করে উত্তর দিকে ঘুরে (আহুতির অবশেষ) ভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্রে আহুতির পরে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তা আগে অগ্নিহোত্রহবণীটি ২/৩/২৩ সূত্রানুসারে বেদিতে রেখে জল স্পর্শ করে তার পরে ভক্ষণ করতে হয়। ২/৩/২৩ সূত্রে জল স্পর্শ করার কথা বলা থাকলেও এই সূত্রে 'স্পৃষ্টোদকম্' বলার তাৎপর্য এই যে, যিনি আহুতি দেন তিনিই অর্থাৎ যজমান অথবা তাঁর পুত্র অথবা শিষ্য এই কাজটি করবেন।

অপরয়োর্ বা হুত্বা ।। ৬।।

অনু.— অথবা অপর দুটি (অগ্নি)-তে আহুতি দিয়ে (তবে তা ভক্ষণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এখনই আহবনীয়ে প্রদত্ত অগ্নিহোত্রের অবশিষ্ট আহুতিদ্রব্য ৫নং সূত্রানুসারে ভক্ষণ না করে ১২নং সূত্রানুযায়ী অপর দুই অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার পরে ভক্ষণ করা যেতে পারে।

আয়ুষে ত্বা প্রাশ্নামীতি প্রথমম্। অন্নাদ্যায় ত্বেত্যুত্তরম্ ।। ৭।।

অনু.— (আহবনীয়ে প্রদত্ত) প্রথম (আহুতির অবশিষ্ট অন্ন) 'আয়ুষে-' (সূ.) এই (মন্ত্রে এবং) দ্বিতীয় আহুতির (অবশিষ্ট অন্ন 'অন্না-' (সূ.) এই মন্ত্রে ভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা— দ্বিতীয় মন্ত্রেও 'প্রাশ্নামি' পদটি পাঠ করতে হবে।

তূষ্ণীং সমিধম্ আধায়াগ্নয়ে গৃহপতয়ে স্বাহেতি গার্হপত্যে ।। ৮।।

অনু.— গার্হপত্যে নিঃশব্দে সমিৎ রেখে 'অগ্নয়ে-' (সূ.) এই (মন্ত্রে আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— আহবনীয়ের মতো গার্হপত্যেও আহুতিদানের আগে সমিৎ স্থাপন করা হয়, তবে এ-ক্ষেত্রে বিনা মন্ত্রে তা করতে হবে। মন্ত্রের উল্লেখ না থাকায় 'তূষ্ণীং' না বললেও চলত, তবুও তা বলায় বুঝতে হবে ২/৩/১৫, ১৬ সূত্রে যা যা বলা হয়েছে সেই খড়-পাতা ও সমিৎ প্রজ্বলিত হওয়ার পরে মূল থেকে দুই আঙুল দূরে আহুতিনিক্ষেপ তা এখানেও করতে হয়। শুধু সেখানে মন্ত্র পাঠ করে, আর এখানে বিনা মন্ত্রে মুখে সমিৎ স্থাপন করা হয়েছে এইটুকুই যা পার্থক্য। শা. ২/১০/১ অনুযায়ী মোট চারটি আহুতি; প্রথম তিনটিতে মন্ত্র হল সূত্রপঠিত 'ইহ পুষ্টিং', 'অগ্নয়ে গৃহপতয়ে স্বাহা', 'অগ্নয়ে স্বাহা' এবং চতুর্থবারে আহুতি দেওয়া হয় বিনা মন্ত্রেই।

নিত্যোত্তরা ।। ৯।।

অনু.— পরবর্তী (আহুতিটি) আগে বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— নিত্যা = পূর্বনির্দিষ্ট। গার্হপত্যে দ্বিতীয়বার যে আহুতি দেওয়া হবে তা আহবনীয়ে প্রদত্ত উত্তরাহুতির মতোই।

তূষ্ণীং সমিধম্ আধায়াগ্নয়ে সংবেশপতয়ে স্বাহেতি দক্ষিণে অগ্নয়েঽন্নাদায়ান্নপতয়ে স্বাহেতি বা ।। ১০।।

অনু.— দক্ষিণ (অগ্নিতে) বিনামন্ত্রে সমিৎ রেখে 'অগ্নয়ে সংবে-' (সূ.) অথবা 'অগ্নয়েঽন্না-' (সূ.) এই (মন্ত্রে আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— শা. ২/১০/২ অনুসারে মোট চারটি আহুতি। আহুতির মন্ত্রগুলি যথাক্রমে সূত্রপঠিত 'তত্-', 'ভর্গো-', 'ধিয়ো-', 'অগ্নয়েঽন্নাদায়ান্নপতয়ে স্বাহা'।

নিত্যোত্তরা ।। ১১।।

অনু.— পরবর্তী আহুতি (হবে) আগের মতো।

ব্যাখ্যা— দক্ষিণাগ্নিতে দ্বিতীয়বার যে হোম হয় তা আহবনীয়ে প্রদত্ত উত্তরাহুতিরই মতো। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, তিন কুণ্ডে আহুতিদানের রীতি প্রায় একই, তবে গার্হপত্যে ও দক্ষিণাগ্নিতে আহুতিদানের রীতি আরও বেশী অভিন্ন।

ভক্ষয়িত্বাভ্যাত্মম্ অপঃ স্রুচা নিনয়তে ত্রিঃ সর্পদেবজনেভ্যঃ স্বাহেতি ।। ১২।।

অনু.— (আহুতির অবশিষ্ট অংশ) ভক্ষণ করে নিজের অভিমুখে হাতা দিয়ে 'সর্প—' (সূ.) এই (মন্ত্রে) তিনবার জল ঢালবেন।

ব্যাখ্যা— যেহেতু এটি সংস্কারকর্ম নয়, তাই এখানে তিনবারই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে। প্রসঙ্গত ২/৩/৭ এবং ১/৩/৩৪ সূ. দ্র.। জল ঢালতে হবে অগ্নিহোত্রহবণী নামে হাতা দিয়ে।

অথৈনাং কুশৈঃ প্রক্ষাল্য চতস্রঃ পূর্ণাঃ প্রাগ্-উদীচ্যোর্ নিনয়েদ্ ঋতুভ্যঃ স্বাহা দিগ্ভ্যঃ স্বাহা সপ্তর্ষিভ্যঃ স্বাহেতরজনেভ্যঃ স্বাহেতি ।। ১৩।।

অনু.— এর পর এই (স্রুক্‌কে) কুশ দিয়ে ধুয়ে চার (জল-) পূর্ণ হাতা 'ঋতুভ্যঃ'- (সূ.) মন্ত্রে আহবনীয়ের উত্তর-পূর্ব দিকে ঢেলে দেবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্রহবণীতে ভর্তি করে জল নিয়ে সেই জল ঢালতে হয়। প্রত্যেক বারেই হাতা পূর্ণ করে জল নিতে হয়। প্রথম দু-বার জল নিয়ে পূর্ব দিকে এবং পরের দু-বার জল নিয়ে উত্তর দিকে ঢালতে হয়। সূত্রে মন্ত্র আছে মোট চারটি। প্রত্যেকবার 'স্বাহা' শব্দে শেষ একটি করে সূত্রনির্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করতে হবে।

পঞ্চমীং কুশদেশে পৃথিব্যামমৃতং জুহোম্যগ্নয়ে বৈশ্বানরায় স্বাহেতি ।। ১৪।।

অনু.— পঞ্চম (স্রুক্‌কে) 'পৃথিব্যাম-' (সূ.) মন্ত্রে কুশের জায়গায় (ঢালবেন)।

ব্যাখ্যা— পঞ্চম বার হবনীতে জল নিয়ে সেই জল যেখানে কুশ রাখা হয়েছে সেখানে ঢেলে দিতে হয়।

ষষ্ঠীং পশ্চাদ্ গার্হপত্যস্য প্রাণমমৃতে জুহোম্যমৃতং প্রাণে জুহোমি স্বাহেতি ।। ১৫।। [১৪]

অনু.— ষষ্ঠ (স্রুক্‌কে)'প্রাণম-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) গার্হপত্যের পিছনে (ঢালবেন)।

ব্যাখ্যা— ষষ্ঠ বারে হবনীতে জল নিয়ে সেই জল গার্হপত্যের পিছনে ঢালবেন।

প্রতাপ্যান্তর্বেদি নিদধ্যাত্ ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— স্রুক্‌কে (আহবনীয়ে) উত্তপ্ত করে বেদির মধ্যে রেখে দেবেন।

ব্যাখ্যা— ৫নং সূত্রানুযায়ী অন্য দুই অগ্নিতে আহুতিদানের আগে আহবনীয়ের হোমাবশেষ ভক্ষণ করলে এই পর্যন্ত সব-কিছু করে তার পরে ঐ দুই অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়।

পরিকর্মিণে বা প্রযচ্ছেত্ ।। ১৭।। [১৬]

অনু.— অথবা (কোন) পরিচারককে (তা) দিয়ে দেবেন।

অগ্রেণাহবনীয়ং পরীত্য সমিধ আদধ্যাত্ তিস্রস্ তিস্র উদঙ্মুখস্ তিষ্ঠন্ ।। ১৮।। [১৭]

অনু.— আহবনীয়ের সামনে দিয়ে গিয়ে উত্তরমুখী (হয়ে) দাঁড়িয়ে (প্রত্যেক কুণ্ডে) তিনটি তিনটি করে সমিৎ স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— আহবনীয়ের পূর্ব দিক্ দিয়ে যজ্ঞভূমির দক্ষিণে গিয়ে সেই সেই অগ্নির ডান দিকে উত্তরমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তিনটি তিনটি সমিৎ অগ্নিতে স্থাপন করতে হয়। সমিৎস্থাপনের মন্ত্র ২০নং সূত্রে বলা হবে। সমিৎস্থাপনের পরে আবার ফিরে এসে পর্যুক্ষণ (২/২/১১) প্রভৃতি করতে হয়।

প্রথমাং সমন্ত্রাম্ ।। ১৯।। [১৮]

অনু.— প্রথম (সমিৎ)কে মন্ত্রসমেত (স্থাপন করবেন)।

ব্যাখ্যা— তিনটি সমিধের মধ্যে প্রথম সমিৎটির স্থাপনের ক্ষেত্রেই মন্ত্র পাঠ করতে হয়, অন্য দু-বার কোন মন্ত্র লাগে না। ১/৩/৩৪ সূত্রটি প্রধানকর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে এখানে তিনবারই মন্ত্র পাঠ করার কথা, কিন্তু আলোচ্য সূত্রের নির্দেশ অনুযায়ী শুধু প্রথমবারই মন্ত্রপাঠ করতে হবে। কোন্ কুণ্ডে কোন্ মন্ত্রে সমিৎ স্থাপন করতে হবে তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

আহবনীয়ে দীদিহীতি গার্হপত্যে দীদায়েতি দক্ষিণে দীদিদায়েতি ।। ২০।। [১৯]

অনু.— আহবনীয়ে 'দীদিহি', গার্হপত্যে 'দীদায়', দক্ষিণ (অগ্নিতে) 'দীদিদায়' (মন্ত্রে প্রথম সমিৎটি স্থাপন করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করতে হবে।

উক্তং পর্যুক্ষণম্ ।। ২১।। [২০]

অনু.— উক্ত পর্যুক্ষণ (এখানেও করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যে পর্যুক্ষণের কথা ২/২/১১ সূত্রে বলা হয়েছে তা এখানেও সমিৎস্থাপনের পরে আবার করতে হবে।

তাভ্যাং পরিসমূহনে ।। ২২।। [২১]

অনু.— ঐ দুই পর্যুক্ষণ দ্বারা দুই পরিসমূহন (বলা হয়ে গেছে)।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে এবং ২/২/১১-১৩ সূত্রে যে পর্যুক্ষণের কথা বলা হয়েছে সেই দুই পর্যুক্ষণ দ্বারা দুই পরিসমূহনের কথাও বলা হয়ে গেল। দুই পর্যুক্ষণেরই আগে পরিসমূহন করতে হয় এবং ঐ পরিসমূহন করতে হয় পর্যুক্ষণেরই মতো। জপের পরে পর্যুক্ষণের বিধান থাকায় এবং মন্ত্রে 'পর্যুক্ষামি' পদটি থাকায় (২/২/১১ সূ. দ্র.) পর্যুক্ষণের 'ঋত-' মন্ত্রটি অবশ্য

পরিসমূহনে জপ করতে হয় না। তা ছাড়া পরিসমূহনে কুণ্ডের মুখে উত্তর-পূর্ব দিক্ থেকে প্রদক্ষিণক্রমে জল হাত বুলিয়ে নিতে হয়, কিন্তু পর্যুক্ষণে তা করতে হয় না, কেবল জল ছিটিয়ে দিতে হয়।

পূর্বে তু পর্যুক্ষণাত্ ।। ২৩।। [২২]

অনু.— পরিসমূহন কিন্তু পর্যুক্ষণের আগে (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— (দুই) পরিসমূহন পর্যুক্ষণের মতো হলেও আগে পরিসমূহন করে পরে পর্যুক্ষণ করতে হয়।

এবং প্রাতঃ ।। ২৪।। [২৩]

অনু.— এই রকম সকালে (-ও হবে)।

ব্যাখ্যা— এতক্ষণ সান্ধ্য অগ্নিহোত্রের কথা বলা হল। সকালের অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানও হবে এই রকমই, তবে সেখানে যেটুকু পার্থক্য আছে তা পরবর্তী দুটি সূত্রে বলা হচ্ছে।

উপোদয়ং ব্যুষিত উদিতে ।। ২৫।। [২৪]

অনু.— সূর্য-উদয়ের নিকটবর্তী সময়ে, উষার আবির্ভাবে অথবা সূর্যের উদয়ে (প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান হয়)।

ব্যাখ্যা— উপোদয়ম্ = উপ-উদয়ম্ = সূর্যোদয়ের কাছাকাছি সময়। ব্যুষিত = বি + বস্ = ক্ত = উষার আবির্ভাব। উদিত = সূর্যের সমগ্র মণ্ডলটি দৃষ্টিগোচর হওয়া। কাত্যায়নের মতে প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান সূর্যোদয়ের আগেই হয়— 'প্রাতর্ জুহোত্যনুদিতে'— কা. শ্রৌ. ৪/১৫/১। সিদ্ধান্তীর মতে কালের ক্রম অনুযায়ী 'উপোদয়ং' পদটি মাঝখানে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু সূর্যোদয়ের নিকটবর্তী সময়টিই সূত্রকারের বিশেষ অভীষ্ট বলে তার কথা সূত্রে আগে বলা হয়েছে। ঐ. ব্রা. ২৫/৪, ৬ অংশে কিন্তু সূর্যোদয়ের পরে প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করতে বলা হয়েছে। দ্র. যে, শা. ২/৭/৩, ৪ এবং আমাদের এই সূত্রটি আক্ষরিকভাবে অভিন্ন।

সত্যর্তাভ্যাং ত্বেতি পর্যুক্ষণম্ ওম্ উন্নেষ্যামীত্যতিসর্জনং হরিণীং ত্বা সূর্যজ্যোতিষমহরিষ্টকামুপদধে স্বাহেতি সমিদ্-আধানং ভূর্ভুবঃ স্বরোং সূর্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্যঃ স্বাহেতি হোম উন্মার্জনং চ ।। ২৬।। [২৫]

অনু.— (প্রাতঃকালে) 'সত্য-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) পর্যুক্ষণ। 'ওম্ উন্নে-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) অনুমতি, 'হরিণীং-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) সমিৎস্থাপন, 'ভূ-' (সূ.) এই (মন্ত্রে প্রথম) হোম ও উন্মার্জন (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— সান্ধ্য অগ্নিহোত্রের অপেক্ষায় প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্রে পর্যুক্ষণ, অতিসর্জন অর্থাৎ অনুমতিদান, সমিৎ-স্থাপন, প্রথম হোম (পূর্বাহুতি) ও উন্মার্জনের মন্ত্রেই যা পার্থক্য, তা-ছাড়া অন্য সব কর্ম একই। প্রসঙ্গত ২/২/১১; ২/৩/১০, ১৫, ১৬, ২০ সূ. দ্র.। সন্ধ্যায় উপুড় হাতে স্রুকের লেপ মুছে নিতে হয়, কিন্তু প্রাতঃকালে চিৎ-করা হাতে স্রুকের মুখের পিছন থেকে সামনে পর্যন্ত মুছে নিতে হয়। উল্লেখ্য যে, এই অগ্নিহোত্র আমৃত্যু কর্তব্য— 'এতদ্ বৈ জরামর্যং সত্রং যদ্ অগ্নিহোত্রং জরয়া বা হ্যেবাস্মান্ মুচ্যতে মৃত্যুনা বা' (শ ব্রা. ১২/৪/১/১)। ঐ. ব্রা. ২৫/৬ অংশেও 'ভূর্ভুবঃ-' মন্ত্রটি বিহিত হয়েছে। শা. ২/৯/২ সূত্র অনুসারেও পূর্বাহুতির মন্ত্র 'সূর্যো-'।

পঞ্চম কণ্ডিকা (২/৫)
[প্রবাসগামীর কর্তব্য]

প্রবৎস্যন্ন্ অগ্নীন্ প্রজ্বল্যাচম্যাতিক্রম্যোপতিষ্ঠতে ।। ১।।

অনু.—প্রবাসগামী (যজমান তাঁর) অগ্নিগুলিকে প্রজ্বলিত করে, আচমন করে (ও) অতিক্রমণ করে উপস্থান করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রবাস = অন্য গ্রামে গিয়ে অন্তত একরাত্রি বাস করা। অতিক্রম = যে স্থান থেকে কুণ্ডস্থ অগ্নি দেখা যায় না সেই স্থান অতিক্রম করে উপস্থান বা প্রণতি নিবেদন করার উপযুক্ত স্থানের কাছে আসা। উপস্থান = প্রণাম নিবেদন করা। প্রবাসে যাওয়ার আগে যজমান তিন (বস্তুত দুই) অগ্নিকেই বিহরণ করেন অর্থাৎ নিজে নিজ কুণ্ডে নিয়ে যান এবং তার পরে সেগুলিকে প্রজ্বলিত করেন। প্রজ্বলিত করার পরে আচমন করে অতিক্রম করেন অর্থাৎ তীর্থ পথ দিয়ে প্রবেশ করে প্রথমে আহবনীয়ের খুব কাছে আসেন। তার পর এই অগ্নির উপস্থান করে বেদির উত্তর দিক্ দিয়ে গার্হপত্যের উত্তর-পশ্চিম দিকে এসে খুব কাছে দাঁড়িয়ে গার্হপত্য অগ্নির উপস্থান করেন। ঐভাবেই দাঁড়িয়ে ('তদ্বৎ স্থিত্বা'— বৃত্তি) দক্ষিণাগ্নিরও উপস্থান করতে হয় — ২-৩ নং সূ. দ্র.।

আহবনীয়ং শংস্য পশূন্মে পাহীতি। গার্হপত্যং নর্য প্রজাং মে পাহীতি। দক্ষিণমথর্ব পিতুং মে পাহীতি ।। ২।।

অনু.— আহবনীয়কে 'শংস্য-' (সূ.), গার্হপত্যকে 'নর্য-' (সূ.), দক্ষিণ অগ্নিকে 'অথর্ব-" (সূ.) এই (মন্ত্রে উপস্থান করবেন)।

ব্যাখ্যা— শা. ২/১৪/২-৪ সূত্র অনুযায়ী এই তিন মন্ত্রে দৃষ্টিপাত করতে হয় এবং মন্ত্রগুলি সেখানে সামান্য দীর্ঘ।

গার্হপত্যাহবনীয়াব্ ঈক্ষেতেমান্ মে মিত্রাবরুণৌ গৃহান্ গোপায়তং যুবম্। অবিনষ্টানবিহ্রুতান্ পূষৈনানভিরক্ষত্বাকং পুনরায়নাদ্ ইতি ।। ৩।। [২]

অনু.— গার্হপত্য ও আহবনীয়কে 'ইমান্-' (সূ.) মন্ত্রে দেখবেন।

ব্যাখ্যা— দক্ষিণ অগ্নির উপস্থানের পরে যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানেই দাঁড়িয়ে যুগপৎ গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নির দিকে 'ইমান্-' মন্ত্রে দৃষ্টিপাত করেন। দ্র. যে, এই মন্ত্রটিকে আবার আমরা সামান্য পরিবর্তিত আকারে ১৪নং সূত্রে দেখতে পাব।

যথেতং প্রত্যেত্য প্রদক্ষিণং পর্যেত্যাহবনীয়ম্ উপতিষ্ঠতে। মম নাম প্রথমং জাতবেদঃ পিতা মাতা চ দধতুর্যদগ্রে। তত্ ত্বং বিভৃহি পুনরামদৈতোস্তবাহং নাম বিভরাণ্যগ্ন ইতি ।। ৪।। [৩]

অনু.— যেমনভাবে যাওয়া হয়েছে (তেমনভাবে) ফিরে এসে প্রদক্ষিণভাবে পরিক্রম করে 'মম-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) আহবনীয়কে উপস্থান করবেন।

ব্যাখ্যা— যথেতম্ = যথা ইতম্— যেমনভাবে গেছেন। আহবনীয়ের উপস্থানের পরে বেদির উত্তর দিক্ দিয়ে এসে গার্হপত্যের উত্তর-পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন সেই পথ ধরেই অর্থাৎ গার্হপত্যের উত্তর-পশ্চিম দিক্ থেকে বেদির উত্তর দিক্ দিয়েই আহবনীয়র কাছে এসে প্রস্থানের জন্য প্রদক্ষিণ ক্রমে ঘুরতে ঘুরতে আহবনীয়ের উপস্থান করবেন।

প্রব্রজেদ্ অনপে(বে)ক্ষমাণো মা প্র গামেতি জপন্ ।। ৫।। [৪]

অনু.— (পিছনে ফিরে অগ্নিগুলির দিকে) না তাকাতে তাকাতে 'মা-' (১০/৫৭) এই সূক্ত জপ করতে করতে চলে যাবেন।

ব্যাখ্যা— 'সূক্তম্' পদটি থাকায় প্রথম ও শেষ মন্ত্রকে সামিধেনীর মতো তিনবার আবৃত্তি করতে হবে না। সিদ্ধান্তীর মতে 'সূক্তং' বলা হয়েছে সূক্তটিকে একবার মাত্র পাঠ করার জন্য, যেতে যেতে বারে বারে সূক্তটি পড়তে হবে না।

আরাদ্ অগ্নিভ্যো বাচং বিসৃজেত ।। ৬।। [৫]

অনু.— অগ্নিগুলি থেকে অদূরে (চলে গিয়ে) বাক্ (-সংযম) ত্যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— যতদূর চলে গেলে নিজের অগ্নিগৃহের ছাদ আর দেখা যায় না ততদূরে গিয়ে বাক্-সংযম ত্যাগ করবেন। এখানে বাক্-সংযম ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়ায় বুঝতে হবে যে, এতক্ষণ তিনি বাক্-সংযম অবলম্বন করেই ছিলেন। সিদ্ধান্তীর মতে এখানে 'আরাত্' মানে দূরে। প্রসঙ্গত ১৮নং সূত্রের ব্যাখ্যার শেষাংশ এবং শা. ২/১৪/৫ দ্র.।

সদা সুগঃ পিতুমাঁ অস্তু পন্থা ইতি পন্থানম্ অবরুহ্য ।। ৭।। [৬]

অনু.— (গন্তব্য স্থানে যাওয়ার) রাস্তায় নেমে 'সদা-' (৩/৫৪/২১) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

অনুপস্থিতাগ্নিশ্ চেত্ প্রবাসম্ আপদ্যেত। ইহৈব সন্ তত্র সন্তং ত্বাগ্নে হৃদা বাচা মনসা বা বিভর্মি। তিরো মা সন্তং মা প্রহাসীর্জ্যোতিষা ত্বা বৈশ্বানরেণোপতিষ্ঠ (-ন্ত) ইতি প্রতিদিশম্ অগ্নীন্ উপস্থায় ।। ৮।। [৭]

অনু.— যদি অগ্নিকে (পূর্বোক্ত) প্রণতি না জানিয়ে প্রবাসে যান (তাহলে) 'ইহৈব-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) প্রতিদিকে অগ্নিগুলিকে উপস্থান করে (প্রবাসে যাবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি কোন আকস্মিক কারণে সত্বর প্রবাসে যেতে হয় ('আপদ্যেত') এবং পূর্ব-নির্দিষ্ট উপস্থান করার সময় হাতে না থাকে, তাহলে পথে দাঁড়িয়েই অগ্ন্যাধেয়ের সময়ে যে ক্রমে তিন অগ্নিকে নিজ নিজ কুণ্ডে স্থাপন করা হয়েছিল সেই ক্রমেই অগ্নিগুলিকে মনে মনে ধ্যান করে যে যে দিকে সেই সেই অগ্নি অবস্থিত সেই সেই দিকে মুখ করে 'ইহৈব-' মন্ত্রে উপস্থান করে গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ যাত্রা করবেন। যাওয়ার সময়ে 'মা-' (৫নং সূত্র) সূক্ত জপ এবং 'সদা-' (৭নং) মন্ত্র পাঠ করতে হবে, কিন্তু ৬নং সূত্রের কাজটি করতে হবে না।

অপি পন্থামগন্মহীতি প্রত্যেত্য ।। ৯।। [৮]

অনু.— (প্রবাস থেকে নিজ গ্রামে) ফিরে এসে 'অপি-' (৬/৫১/১৬) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— গ্রামের কাছাকাছি এসে এই মন্ত্র পাঠ করতে হয়।

সমিত্পাণির্ বাগ্যতোঽগ্নীন্ জ্বলতঃ শ্রুত্বাভিক্রম্যাহবনীয়ম্ ঈক্ষেত। বিশ্বদানীমাভরন্তোঽশ্বায়েব তিষ্ঠতে ঘাসমস্মা অগ্নে মা তে প্রতিবেশা রিষাম। নমস্তে অস্তু মীঢুষে নমস্ত উপসদনে। অগ্নে তত্ত্ব তত্র সং মা রুষ্যা সৃজেতি ।। ১০।। [৯]

অনু.— হাতে সমিৎ (নিয়ে) বাক্-সংযত (হয়ে) অগ্নিগুলি প্রজ্বলিত হয়েছে শুনে কাছে এসে 'বিশ্ব-' (সূ.), 'নমস্তে-' (সূ.) এই (দুই মন্ত্রে) আহবনীয়কে দেখবেন।

ব্যাখ্যা— প্রবাস থেকে ফিরে যজমান নিজগৃহের অদূরে অবস্থান করার সময়ে তাঁর পুত্র বা শিষ্য সেই সংবাদ পেয়ে কাছে এসে খবর দেন যে, অগ্নিগুলিকে বিহরণ অর্থাৎ নিজ নিজ কুণ্ডে এনে স্থাপন এবং প্রজ্বলন করা হয়েছে। প্রবাস-প্রত্যাগত যজমান তখন আচমন করে শুদ্ধ হয়ে তীর্থ দিয়ে যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করে যেখান থেকে কুণ্ডের অগ্নিকে স্পষ্ট দেখা যায় না সেই 'অন্তর' স্থান থেকে আরও কাছে গিয়ে আহবনীয়ের দিকে 'বিশ্ব-' ও 'নমঃ-' মন্ত্রে দৃষ্টিপাত করেন।

অগ্নিষু সমিধ উপনিধায়াহবনীয়ম্ উপতিষ্ঠতে। মম নাম তব চ জাতবেদো বাসসী ইব বিবসানৌ চরাবঃ। তে বিভৃবো দক্ষসে জীবসে চ যথাযথং নৌ তন্বৌ জাতবেদ ইতি।। ১১।। [১০]

অনু.— অগ্নিগুলির কাছে সমিৎ রেখে আহবনীয়কে 'মম—' (সূ.) মন্ত্রে উপস্থান করবেন।

ব্যাখ্যা— হাতে যত সমিৎ ছিল সেগুলি সমান ভাগে ভাগ করে এক এক কুণ্ডের অগ্নির কাছে রাখতে হয়। তার পরে আহবনীয়কে উপস্থান করা হয়।

ততঃ সমিধোঽভ্যাদধ্যাত্ ।। ১২।। [১১]

অনু.— তার পর (প্রত্যেক কুণ্ডে ঐ) সমিৎগুলি স্থাপন করবেন।

আহবনীয়ে অগন্ম বিশ্ববেদসমস্মভ্যং বসুবিত্তমম্ অগ্নে সম্রাড়ভিদ্যুম্নমভিসহ আযচ্ছস্ব স্বাহেতি, গার্হপত্যেঽয়মগ্নির্গৃহপতির্গার্হপত্যঃ প্রজায়া বসুবিত্তমঃ। অগ্নে গৃহপতেঽভিদ্যুম্নমভি সহ আযচ্ছস্ব স্বাহেতি, দক্ষিণেঽয়মগ্নিঃ পুরীষ্যো রয়িমান্ পুষ্টিবর্ধনঃ, অগ্নে পুরীষ্যাভিদ্যুম্নমভি সহ আযচ্ছস্ব স্বাহেতি।। ১৩।। [১২]

অনু.— আহবনীয়ে 'অগন্ম-' (সূ.), গার্হপত্যে 'অয়ম—' (সূ.), দক্ষিণ অগ্নিতে 'অয়মগ্নিঃ পুরীষ্যো-' (সূ.) এই (মন্ত্রে সমিৎ স্থাপন করবেন)।

গার্হপত্যাহবনীয়াব্ ঈক্ষেতেমান্ মে মিত্রাবরুণৌ গৃহানজুগুপতং যুবম্। অবিনষ্টানবিহ্রুতান্ পূষৈনানভ্যরাক্ষীদাস্মাকং পুনরায়নাদ্ ইতি ।। ১৪।। [১২]

অনু.— গার্হপত্য ও আহবনীয়কে 'ইমান্—' (সূ.) এই (মন্ত্রে) দেখবেন।

ব্যাখ্যা— উদ্ধৃত মন্ত্রটি সামান্য পরিবর্তিত আকারে ৩নং সূত্রে আগেই পাওয়া গেছে। আগের মন্ত্রে ক্রিয়াপদে ছিল প্রার্থনার কারণে লোট্, আর এখানে অতীত ঘটনার বিবৃতি বলে লঙ্— এইটুকুই শুধু পার্থক্য। আস্মাকং = পাঠান্তরে 'অস্মাকং'।

যথেতং প্রত্যেত্য। পরিসমূহ্যোদগ্ বিহারাদ্ উপবিশ্য ভূর্ভুবঃ স্বর্ ইতি বাচং বিসৃজেত ।। ১৫।। [১৩]

অনু.— যেমনভাবে যাওয়া হয়েছে (ঠিক তেমনভাবে) ফিরে এসে পরিসমূহন করে যজ্ঞভূমির উত্তর দিকে বসে 'ভূ-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) বাক্ (-সংযম) ত্যাগ করবেন।

প্রোষ্য ভূয়ো দশরাত্রাচ্ চতুর্গৃহীতম্ আজ্যং জুহুয়াত্। মনো জ্যোতির্জুষতামাজ্যং মে বিচ্ছিন্নং যজ্ঞং সমিমং দধাতু, যা ইষ্টা উষসো যা অনিষ্টাস্তাঃ সংতনোমি হবিষা ঘৃতেন স্বাহেতি ।। ১৬।। [১৪]

অনু.— দশরাত্রের বেশী প্রবাসে থেকে চার-বার নেওয়া আজ্য 'মনো-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— 'চতুর্গৃহীতং' বলা সত্ত্বে ও আবার 'আজ্যং' বলায় এখানে বিনা মন্ত্রে আজ্যের উত্পবন করতে হবে। 'উত্পবন' হচ্ছে কোন পাত্রে রাখা তরল দ্রব্যের উপর দিক্‌কে 'পবিত্র' নামে দুটি কুশ দিয়ে নেড়ে নেওয়া। ডান হাত বাঁ হাতের উপরে রেখে কুশ-দুটিকে পরস্পরের সঙ্গে না স্পর্শ করিয়ে এই উত্পবন করতে হয়। 'পবিত্র' বলতে বোঝায় নখ দিয়ে ছেঁড়া হয় নি এমন এক বিঘত লম্বা দুটি কুশ। দশ রাত্রের বেশী প্রবাসে কাটালে ফিরে এসে তিনবার আজ্যকে উত্পবন করে উদ্ধৃত মন্ত্রে আহবনীয়ের উত্তর-পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে জুহুর চতুর্গৃহীত আজ্য অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। 'চতুর্গৃহীত' মানে আজ্যপাত্র থেকে আহুতিদানের হাতায় চারবার যে আজ্য নেওয়া হয়েছে।

অগ্নিহোত্রাহোমে চ ।। ১৭।। [১৫]

অনু.— অগ্নিহোত্রের হোম না করা হয়ে থাকলেও (এই আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রবাসে থাকার জন্য মোট যত দিন বা যতগুলি অগ্নিহোত্র বাদ গেছে তার সবগুলিরই জন্য প্রায়শ্চিত্তরূপে এই চতুর্গৃহীত আজ্যের আহুতি। 'সমারোপণ' এবং অগ্নিহোত্র দুইই না হয়ে থাকলে এই প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু যদি সমারোপণের পরে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান না হয়ে থাকে তাহলে প্রায়শ্চিত্ত হবে অগ্ন্যাধেয়।

প্রতিহোমম্ একে ।। ১৮।। [১৬]

অনু.— অন্যেরা (বলেন) প্রত্যেক হোমে (একটি আহুতি)।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ বলেন, প্রায়শ্চিত্তরূপে 'মনো-' মন্ত্রে আজ্য আহুতি দেওয়ার পর যত দিন অগ্নিহোত্র করা হয় নি তার প্রত্যেকটি দিনের জন্য একটি করে চতুর্গৃহীত আজ্য আহুতি দিতে হবে। সিদ্ধান্তীর ভাষ্য অনুযায়ী এই সূত্রের এবং পরবর্তী সূত্রের মাঝে 'পরিসমূহ্যোদগ্ বিহারাদ্ উপবিশ্য ভূর্ভুবঃ স্বর্ ইতি বাচং বিসৃজেত' এই অতিরিক্ত একটি সূত্র (১৫নং সূ. দ্র.) আছে। সূত্রের অর্থ— পরিসমূহনের পরে যজ্ঞভূমির বাইরে উত্তর দিকে বসে 'ভূ-' মন্ত্রে বাক্নিয়ন্ত্রণ ত্যাগ করবেন। এখানে বাক্সংযম ত্যাগ করার জন্য মন্ত্র বিহিত হয়েছে। ৬নং সূত্রের ক্ষেত্রে কোন মন্ত্রের উল্লেখ না থাকায় বিনা মন্ত্রেই তা করতে হবে। 'যাবন্তঃ কালা হোমেন বিচ্ছিন্নাস্ তাবতাম্ ঐকৈকং কালং প্রত্যেকৈকো হোমঃ' (না.), 'যাবন্ত্যগ্নিহোত্রাণি অতিক্রান্তানি' (সিদ্ধান্তী)।

গৃহান্ ঈক্ষেতাপ্যনাহিতাগ্নির্ গৃহা মা বিভীতোপ বঃ স্বস্ত্যেবোঽস্মাসু চ প্র জায়ধ্বং মা চ বো গোপতী রিষদ্ ইতি। প্রপদ্যেত গৃহানহং সুমনসঃ প্রপদ্যে বীরঘ্নো বীরবতঃ সুবীরান্। ইরাং বহন্তো ঘৃতমুক্ষমাণাস্তেষ্বহং সুমনাঃ সংবিশানী (তীতি) শিবং শগ্মং শংযোঃ শংযোর্ ইতি ত্রির্ অনুবীক্ষমাণঃ ।। ১৯।। [১৭]

অনু.— অগ্নি-স্থাপনা না করে থাকলেও (প্রবাস-প্রত্যাগত ব্যক্তি) 'গৃহা-' (সূ.) এই মন্ত্রে গৃহের দিকে তাকাবেন। 'শিবং-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) তিন বার (প্রবেশের কথা) ব্যক্ত করতে করতে 'গৃহানহং-' (সূ.) মন্ত্রে গৃহের ভিতরে প্রবেশ করবেন।

ব্যাখ্যা— অনুবীক্ষমাণঃ = অনুমন্ত্রণ অর্থাৎ মন্ত্র দ্বারা প্রকাশ করতে করতে, দৃষ্টিপাত করতে করতে। যে-ব্যক্তি আহিতাগ্নি নন তাঁকেও 'গৃহা-' মন্ত্রে গৃহের দিকে তাকাতে হয় এবং 'শিবং-' মন্ত্রে গৃহপ্রবেশের কথা ব্যক্ত করতে করতে 'গৃহানহং-' মন্ত্রে গৃহের ভিতর প্রবেশ করতে হয়। গৃহপ্রবেশের কথা মন্ত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করার সময়ে তিনবারই মন্ত্রপাঠ করতে হবে।

বিদিতম্ অপ্যলীকং ন তদ্-অহর্ জ্ঞাপয়েয়ুঃ ।। ২০।। [১৮]

অনু.— অপ্রিয় (ঘটনা) জানা থাকলেও ঐ দিন (প্রবাস-প্রত্যাগত ব্যক্তিকে কেউ তা) জানাবেন না।

ব্যাখ্যা— গৃহে কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটে থাকলেও যে-দিন যজমান প্রবাস থেকে ফেরেন সে-দিন তাঁকে তা জানাতে নেই। প্রসঙ্গত পাঠকদের হয়তো মনে পড়ে যেতে পারে শকুন্তলা-নাটকে অনসূয়ার 'সখিগামী দোষ ইতি ব্যবসিতাপি ন পারয়ামি প্রবাস-প্রতিনিবৃত্তস্য তাতকাশ্যপস্য দুষ্যন্তপরিণীতাম্ আপন্নসত্ত্বাং শকুন্তলাং নিবেদয়িতুম্' এই উক্তিটি (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্— চতুর্থ অঙ্ক)।

বিজ্ঞায়তেঽভয়ং বোঽভয়ং মেঽস্ত্বিত্যেবোপতিষ্ঠেত প্রবসন্ প্রত্যেত্যাহর্-অহর্ বেতি ।। ২১।। [১৯]

অনু.— (বেদ থেকে) জানা যায় প্রবাসে থাকার সময়ে (এবং) ফিরে এসে প্রতিদিন 'অভয়ং-' (সূ.) এই (মন্ত্রে তিন অগ্নিকে) উপস্থান করতে হয়।

ব্যাখ্যা— প্রবসন্ (প্রবৎস্যন্?) = যিনি প্রবাসে আছেন (যাবেন)। বা = এবং। প্রবাসে থাকার (যাওয়ার) সময়ে, প্রবাস থেকে ফিরে এসে এবং অগ্নিহোত্রে দক্ষিণাগ্নিতে আহুতিদানের পরে এই মন্ত্রে উপস্থান করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৩২/১১ অংশেও

এই বিধান দেওয়া হয়েছে। প্রবাসে থাকলে ৪, ৭, ৯, ২১ নং সূত্রের মন্ত্র পাঠ্য। অতিপ্রবাসে নৈমিত্তিকও করণীয়। অগ্নিহোত্রাভাবে এই মন্ত্রও পাঠ্য। শা. ২/১৪/১ সূত্রেও প্রবাসে যাওয়ার সময়ে এই মন্ত্রে অগ্নিগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করতে বলা হয়েছে।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা (২/৬)

[পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ]

অমাবাস্যায়াম্ অপরাহ্ণে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞঃ ।। ১।।

অনু.— অমাবস্যায় অপরাহ্ণে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— অমাবাস্যা = পঞ্চদশী ও প্রতিপদের সন্ধি যে-দিন হয় সেই দিনের সমগ্র দিন-রাত্রি। অপরাহ্ণ = দিনের চতুর্থ ভাগ। তিথির সন্ধি সন্ধ্যাবেলায় হলে আগের দিন অপরাহ্ণেই যাগ হবে। সিদ্ধান্তী বলেছেন 'অমাবাস্যায়াম্' স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির পরিবর্তে সপ্তমীর প্রয়োগ করায় যে-দিন অমাবস্যার তিথি অবশিষ্ট থাকে সেই দিনের অপরাহ্ণে যাগ হবে। শা. ৪/৩/১ সূত্রের বিধানও তা-ই।

দক্ষিণাগ্নের্ একোল্মুকং প্রাগ্‌দক্ষিণা প্রণয়েদ্ যে রূপাণি প্রতিমুঞ্চমানা অসুরাঃ সন্তঃ স্বধয়া চরন্তি। পরাপুরো নিপুরো যে ভরন্ত্যগ্নিষ্টাল্ লোকাত্ প্রণুদাত্বস্মাদ্ ইতি ।। ২।।

অনু.— দক্ষিণাগ্নি থেকে একটি উল্মুককে 'যে-' এই (মন্ত্রে) দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নিয়ে যাবেন।

ব্যাখ্যা — একোল্মুক = দুই প্রান্তে নয়, এক প্রান্তে আগুন জ্বলছে এমন একটি উল্মুক। এই উল্মুককে এর পর 'অতিপ্রণীত' অগ্নি বলা হবে। সিদ্ধান্তীর মতে 'এক' বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এক প্রান্তে আগুন জ্বলছে এমন, উপশাখা (Y আকৃতি) নেই এমন। 'তস্য-' (আ. গৃ. ১/১১/৬) স্থলে 'এক' শব্দের উল্লেখ নেই বলে একাধিক উল্মুক নেওয়া চলবে।

সর্বকর্মাণি তাং দিশম্ ।। ৩।।

অনু.—সমস্ত কাজ ঐ দিক্‌কে (লক্ষ্য করেই করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে দিকের সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ না থাকলে দক্ষিণ-পূর্ব দিকেই মুখ করে সব কাজ করতে হয়। 'সর্ব' বলায় চরুস্থালী ইত্যাদি সব উপকরণসামগ্রীকেও ঐ দিকের অভিমুখী করেই রাখতে হয়।

উপসমাধায়োভৌ পরিস্তীর্য দক্ষিণাগ্নেঃ প্রাগ্-উদক্ প্রত্যগ্-উদগ্ বৈকৈকশঃ পাত্রাণি সাদয়েচ্ চরুস্থালিশূর্প-স্ফ্যোলূখলমুসল-স্রুবধ্রুবকৃষ্ণাজিন-সকৃদাচ্ছিন্নেধ্মমেক্ষণ-কমণ্ডলূন্ ।। ৪।।

অনু.— দুটি অগ্নিকেই ইন্ধন দিয়ে প্রজ্বলিত করে (এবং) চার পাশে কুশ ছড়িয়ে দক্ষিণ অগ্নির উত্তর-পূর্ব অথবা উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি একটি করে চরুস্থালী, শূর্প, স্ফ্য, উলূখল, মুসল, স্রুব, ধ্রুব, কৃষ্ণাজিন, এক-কোপে কাটা কুশ, যজ্ঞকাষ্ঠ, মেক্ষণ, কমণ্ডলু (এই) পাত্রগুলি রাখবেন।

ব্যাখ্যা— উপসমাধায় = 'সমিধং প্রক্ষিপ্য প্রজ্বলয়তীত্যর্থঃ' (আ. গৃ. ১/৮/৯ - না.)। দক্ষিণাগ্নি এবং অতিপ্রণীত অগ্নি এই দুটি অগ্নিকেই প্রজ্বলিত করে চার পাশে কুশ ছড়িয়ে দক্ষিণাগ্নির উত্তর-পূর্ব বা উত্তর-পশ্চিম দিকে এই বারোটি জিনিষ একে একে রেখে দিতে হয়। লক্ষণীয় যে, সূত্রে স্থালী এবং ধ্রুবা শব্দের শেষে দীর্ঘস্বরের স্থানে সূত্রকার হ্রস্বস্বর প্রয়োগ করেছেন। 'পাত্রাণি' পদটি প্রয়োগ করে বোঝান হয়েছে যে, 'দ্বিবত্ পাত্রাণাম্ উত্সর্গঃ' (আ. ২/৭/২০) স্থলের লক্ষ্যও এই পাত্রগুলি। "দক্ষিণাগ্নেঃ পুরস্তাচ্ ছূর্পং স্থালীং স্ফ্যং পাত্রীম্ উলূখলমুসলে চ সংসাদ্য, গার্হপত্যস্য পশ্চাদ্ দক্ষিণাগ্রেষু কুশেষু স্ফ্যং নিধায়, উপরিষ্টাদ্ ব্রীহীন্ পাত্র্যাম্, পুরস্তাচ্ ছূর্পে স্থালীম্"— শা. ৪/৩/২-৫।

দক্ষিণতোঽগ্নিষ্ঠম্ আরুহ্য চরুস্থালীং ব্রীহীণাং পূর্ণাং নিমৃজেত্ ।। ৫।।

অনু.— অগ্নির নিকটে অবস্থিত শকটে ডান দিক্ দিয়ে উঠে ব্রীহিপূর্ণ চরুস্থালীকে মুছবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিষ্ঠ = অগ্নি-স্থ = দক্ষিণাগ্নির কাছেই ডান দিকে অবস্থিত শকট। শূর্পের উপর চরুস্থালী রেখে সেই স্থালীকে শকটের ধান দিয়ে ভর্তি করতে হয়। তার পর স্থালীর মুখ এমনভাবে মুছতে হয় যাতে কিছু ধান স্থালী থেকে শূর্পে এসে পড়ে। দ্র. যে, সূত্রে 'নিমৃজ্যাত্' শব্দের স্থানে 'নিমৃজেত্' প্রয়োগ করা হয়েছে।

পরিসমান্ নিদধ্যাত্ ।। ৬।।

অনু.— (শূর্পে) পড়ে-যাওয়া (ধানগুলিকে শকটে) রেখে দেবেন।

কৃষ্ণাজিন উলূখলং কৃত্বেতরান্ পত্ন্যবহন্যাদ্ অবিবেচম্ ।। ৭।।

অনু.— (যজমানের) স্ত্রী কৃষ্ণাজিনে উলূখল রেখে অন্য (ধানগুলিকে) না বেছে বেছে কুটবেন।

ব্যাখ্যা— ইতর = অন্য অর্থাৎ যেগুলি চরুস্থালী থেকে শূর্পে পড়ে যায় নি সেই ধানগুলি। যজমানের স্ত্রী তুষ, কাঁকর ইত্যাদি না বেছেই কৃষ্ণাজিনের উপরে হামানদিস্তায় চরুস্থালীর ধানগুলি রেখে সেগুলিকে কুটতে থাকেন।

অবহতানত্ সকৃত্ প্রক্ষাল্য দক্ষিণাগ্নৌ শ্রপয়েত্ ।। ৮।।

অনু.— কুটে-রাখা (ধানগুলিকে) একবার মাত্র ধুয়ে দক্ষিণাগ্নিতে পাক করবেন।

ব্যাখ্যা— ৪নং সূত্রে দক্ষিণাগ্নির উল্লেখ থাকলেও এখানে আবার 'দক্ষিণাগ্নৌ' বলায় বুঝতে হবে যে, বিশেষ উল্লেখ না থাকলে গার্হপত্যেই সব জিনিষ পাক করতে হয়। পূর্ববর্তী সূত্রে 'অবহন্যাত্' থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে 'অবহতান্' বলায় এখানে ধানের ফলীকরণ করতে হবে না। ফলীকরণ হচ্ছে একবার কোটার পর আরও একবার কোটা। এই দ্বিতীয়বার কোটার সময়ে চালের উপরের সূক্ষ্ম সাদা আস্তরণ কিছুটা খসে পড়ে। "সকৃত্ ফলীকৃতান্ দক্ষিণাগ্নৌ শ্রপয়িত্বা"— শা. ৪/৩/৭।

অর্বাগ্ অতিপ্রণীতাত্ স্ফ্যেন লেখাম্ উল্লিখেদ্ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদ ইতি ।। ৯।।

অনু.— অতিপ্রণীত অগ্নির নীচে স্ফ্য দিয়ে 'অপ—' (সূ.) এই (মন্ত্রে) রেখা টানবেন।

ব্যাখ্যা— দক্ষিণাগ্নি এবং অতিপ্রণীত অগ্নির মাঝখানে স্ফ্য দিয়ে একটি রেখা টানতে হয়। সূত্রে 'উল্লিখেত্' পদটি থাকায় 'লেখাম্' না বললেও চলত, কিন্তু যাগটি তিন পিতৃপুরুষের উদ্দেশে হলেও রেখা একটিই এ-কথা বোঝানোর জন্যই তা বলা হয়েছে। 'লেখাম্' বলার আর একটি প্রয়োজন হল রেখাটি দীর্ঘ এবং সুস্পষ্ট করে টানতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে, রেখা যে একটিই তা পরবর্তী সূত্রের 'তাম্' পদটি থেকেই তো বোঝা যাচ্ছে। তাহলে এখানে আর রেখা একটিই এ-কথা বোঝাবার জন্য 'লেখাম্' বলার কি সার্থকতা? উত্তর হল, সন্দেহ জাগতে পারে যে, পদটিতে জাতি বা শ্রেণী বোঝাতে একবচন অথবা বীপ্সা অর্থে পদটির একবার মাত্র উল্লেখ হয়তো এখানে হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সূত্রে স্পষ্টত 'লেখাম্' বলে সেই-সব সন্দেহ দূর করা হয়েছে। শা. ৪/৪/২ দ্র.।

তাম্ অভ্যুক্ষ্য সকৃদ্-আচ্ছিন্নৈর্ অবস্তীর্য আসাদয়েদ্ অভিঘার্য স্থালীপাকম্ আজ্যং সর্পির্ অনুত্পূতং নবনীতং বোত্পূতং ধ্রুবায়াম্ আজ্যং কৃত্বা দক্ষিণতঃ ।। ১০।।

অনু.— ঐ রেখাকে জল ছিটিয়ে এক-কোপে কাটা কুশ দিয়ে ঢেকে রেখে উত্পবন না-করা তরল আজ্য অথবা উত্পবন-করা মাখন আজ্য ধ্রুবায় (নিয়ে) (দক্ষিণাগ্নির) ডান দিকে রেখে (সেই আজ্য দিয়ে) স্থালীপাককে অভিঘারণ করে (দক্ষিণাগ্নির পিছনে) রেখে দেবেন।

ব্যাখ্যা—সূত্রের পদগুলির অন্বয় হচ্ছে এইরকম— 'তাম্.... অবস্তীর্য আজ্যং সর্পির্... (দক্ষিণাগ্নেঃ) দক্ষিণতঃ কৃত্বা (তেন আজ্যেন) স্থালীপাকম্ অভিঘার্য (দক্ষিণাগ্নেঃ পশ্চাত্) আসাদয়েত্। স্থালীপাক = চরুস্থালীতে পাক করা চাল বা যব। কৃত্বা = নিয়ে। উৎপূত = যা পবিত্র নামে কুশ দিয়ে নেড়ে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় 'আজ্য' শব্দটি থাকায় মাখনকে একটু গলিয়ে

ব্যাখ্যা— জীবান্ত = ১৫নং সূত্রে উল্লিখিত শেষ জন অর্থাৎ প্রপিতামহ যাঁর জীবিত। অর্থকারিতা = অর্থের দ্বারা কারিত অর্থাৎ উদ্দেশ্যবশত অনুষ্ঠিত। গৌতমের মতে যদি কোন যজমানের পিতা, পিতামহ অথবা শেষ জনও অর্থাৎ প্রপিতামহও জীবিত থাকেন, এমন-কি এই তিনজনই যদি জীবিত থাকেন (সূত্রে 'অপি' বলায় এতগুলি অর্থ সম্ভব হচ্ছে) তা হলে যাঁরা প্রয়াত এমন তিন উর্ধ্ববর্তী পুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করতে হবে, কারণ মৃত ব্যক্তির উদ্দেশেই এই পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। পিতা থেকে শুরু করে তাই দেখতে হবে কোন্ তিন জন প্রয়াত হয়েছেন। যত উর্ধ্বেই উঠতে হোক, দেখতে হবে তিন প্রয়াত পূর্বপুরুষেরই উদ্দেশে যেন পিণ্ড অর্পণ করা হয়।

উপায়বিশেষো জীবমৃতানাম্ ।। ১৯।।

অনু.— জীবিত ও মৃতদের (পিণ্ডদানের) বিশেষ উপায় (এ-বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— এ-বার আশ্বলায়ন এই বিষয়ে তাঁর নিজের মত বলবেন।

ন পরেভ্যোঽনধিকারাত্। ন প্রত্যক্ষম্। ন জীবেভ্যো নিপৃণীয়াত্ ।। ২০।।

অনু.— অধিকার নেই বলে (প্রপিতামহের) উর্ধ্বতন (ব্যক্তিদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করবেন) না। সাক্ষাৎ (পূজা কারও করবেন) না (এবং) জীবিতদের উদ্দেশে পিণ্ডদান (-ও) করবেন না।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রে আশ্বলায়ন যথাক্রমে গৌতম, গাণগারি এবং তৌল্বলির মতের সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে 'পিত্রে দদাতি পিতামহায় দদাতি প্রপিতামহায় দদাতি' এই প্রত্যক্ষ শ্রুতিবাক্য থাকায় প্রপিতামহের উর্ধ্ববর্তী পুরুষের পিণ্ডগ্রহণে কোনও অধিকার নেই। ১৮নং সূত্রে উল্লিখিত মত তাই গ্রহণযোগ্য নয়। ১৬ নং সূত্রে জীবিত পিতৃপুরুষের পূজা করার যে কথা বলা হয়েছে তাও অযৌক্তিকই, কারণ এ-ক্ষেত্রেও শ্রুতিবাক্য আছে 'প্রেতেভ্যো দদাতি' এবং ১৭নং সূত্রে জীবিত পিতৃপুরুষেরও উদ্দেশে পিণ্ডদানের যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে তাও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। সর্বত্রই 'অনধিকারাত্' অর্থাৎ (পিণ্ডগ্রহণে) অধিকার নেই এটাই হচ্ছে মূল কারণ। "ন জীবিতপিতুর্ অস্তি"— শা. ৪/৪/৭।

ন জীবান্তরহিতেভ্যঃ ।। ২১।।

অনু.— জীবিত ব্যক্তি দ্বারা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের উদ্দেশে (পিণ্ডদান করবেন) না।

ব্যাখ্যা — এই সূত্রে তিন আচার্যেরই মতের সমালোচনা করা হচ্ছে। অন্যত্র 'ন জীবন্তম্ অতি দদ্যাত্' (বা. শ্রৌ., বৌ. শ্রৌ., ভা. শ্রৌ., হি. শ্রৌ. ইত্যাদিতে) এই নিষেধ থাকায় জীবিত পিতৃপুরুষদের অতিক্রম করে তাঁদের দ্বারা ব্যবহিত আরও উর্ধ্বতন পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করা সঙ্গত নয়। ব্যবহিতদের উদ্দেশে পিণ্ডদানের কোন প্রামাণ্য নির্দেশও কোথাও পাওয়া যায় না। যাঁর পিতামহ জীবিত তিনি তাঁর মৃত পিতার উদ্দেশেই পিণ্ড দেবেন, মৃত প্রপিতামহের উদ্দেশ্যে দেবেন না। যাঁর প্রপিতামহ জীবিত, তিনি মৃত পিতা ও মৃত পিতামহের উদ্দেশেই পিণ্ড দান করবেন। "ন জীবান্তরহিতায়"— শা. ৪/৪/৮।

জুহুয়াজ্ জীবেভ্যঃ ।। ২২।।

অনু.— জীবিতদের উদ্দেশে আহুতি দেবেন (এবং প্রয়াতদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করবেন)।

ব্যাখ্যা — এখানে সূত্রকার তাঁর নিজের মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর অভিমত হল, প্রপিতামহ পর্যন্ত তিনপুরুষের মধ্যে যিনি বা যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের উদ্দেশে আহুতি এবং যিনি বা যাঁরা প্রয়াত তাঁদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করবেন। এ-ক্ষেত্রেও 'ন জীবন্তমতি-' এই নিষেধ প্রযোজ্য বলে পিতা অথবা পিতামহ অথবা তাঁরা দু-জনেই জীবিত থাকলে পরবর্তী প্রয়াত পুরুষকে পিণ্ডদান করা চলবে না। সে-ক্ষেত্রে হয় ১২নং সূত্রানুযায়ী অগ্নিতে (পিণ্ড) আহুতি দিয়ে থেমে থাকেন অথবা পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করবেনই না। সিদ্ধান্তীর মতে এখানে 'বা' শব্দ উহ্য আছে। সূত্রে তাই পঞ্চম বিকল্পের কথাই বলা হয়েছে। সূত্রের বক্তব্য হচ্ছে জীবিত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ডদানের মন্ত্রেই শেষে 'স্বাহা' শব্দ জুড়ে হাত দিয়ে আহুতি দিতে হয়। "যেভ্যো

বা পিতা তেভ্যঃ পুত্রঃ (দদাতি), হোমান্তং বা"— শা. ৪/৪/৯-১০। 'হোমান্ত' বলতে আমাদের গ্রন্থের ১২ নং সূত্রকে বুঝতে হবে।

সর্বহুতং সর্বজীবিনঃ ।। ২৩।।

অনু.— সকলে জীবিত থাকলে সব(-ই) আহুতি দেওয়া (হবে)।

ব্যাখ্যা— পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ তিন জনই জীবিত থাকলে সব পিণ্ডই অগ্নিতে আহুতি দিতে হবে। আহুতি দেওয়া হবে পিণ্ডদানের মন্ত্রেই, তবে শেষে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করতে হবে। পিতামহ জীবিত থাকতে পিতা মারা গেলে সপিণ্ডীকরণের সময়ে এই ভিন্নমতগুলি কাজে লাগবে বলে সূত্রকার অন্য আচার্যদের মতও এখানে উল্লেখ করেছেন। শা. মতে পিতা জীবিত থাকলে পিণ্ডদান নিষিদ্ধ। জীবিত ব্যক্তি দ্বারা ব্যবহিত মৃত ব্যক্তিকেও পিণ্ডদান করতে নেই। জীবিত পিতা যাঁদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করেন পুত্র তাঁদের পিণ্ডদান করতে পারেন— ৪/৪/৭-৯ দ্র.। সর্বজীবিনঃ = যাঁর বা যাঁরা সকলেই জীবিত।

আমাদের এই আলোচ্য সূত্রের ক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আগের সূত্রে জীবিত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ড আহুতি দেওয়ার কথা বলাই হয়েছে। এই সূত্রের তাই আর কি প্রয়োজন? প্রয়োজন এই যে, ঐ সূত্রে জীবিত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে আহুতি দিয়ে ঊর্ধ্ববর্তী মৃত পুরুষকে পিণ্ডদান করার কথাই বলা হয়েছে, কারণ ২১নং সূত্র অনুযায়ী ঐ ঊর্ধ্বতন পুরুষরা পিণ্ডলাভে বঞ্চিত। আলোচ্য সূত্রে কিন্তু নির্বিশেষে তিন জীবিত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে আহুতি দিতে বলা হয়েছে। ১৫ নং সূ. দ্র.।

নামান্যবিদ্বান্ ততপিতামহপ্রপিতামহেতি ।। ২৪।।

অনু.— (আহুতির ও পিণ্ডদানের সময়ে) নাম না জানলে (নামের স্থানে) ততপিতামহ, ততপ্রপিতামহ (বলবেন)।

সপ্তম কণ্ডিকা (২/৭)

[পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ— অনুবৃত্ত]

নিপৃতান্ অনুমন্ত্রয়েতাত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বম্ ইতি ।। ১।।

অনু.— প্রদত্ত পিণ্ডগুলিকে 'অত্র—' (সূ.) এই (মন্ত্রে) অনুমন্ত্রণ করবেন।

ব্যাখ্যা — রেখাতে পিণ্ডদানের ক্ষেত্রেই এই অনুমন্ত্রণ মন্ত্র, অগ্নিতে পিণ্ডহোমের ক্ষেত্রে নয়। দ্র. যে, সূত্রে 'নিপূর্ত' স্থানে 'নিপৃতা' বলা হয়েছে। শা. ৪/৪/১১ সূত্রের বিধানও তা-ই, তবে সেখানে মন্ত্রে 'যথাভাগম্' পদের পরে অতিরিক্ত 'পিতরঃ' এই পদটি রয়েছে।

সব্যাবৃদ্ উদঙ্ঙ্ আবৃত্য যথাশক্ত্যপ্রাণন্ নাসিত্বাভিপর্যাবৃত্যামীমদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষতেতি ।। ২।।

অনু.— বাঁ দিকে ঘুরে উত্তর দিকে ফিরে সাধ্যমত শ্বাস না নিয়ে (পরে) শ্বাস নিয়ে (পিণ্ডের দিকে) ঘুরে 'অমী-' (সূ.) এই (মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— উদঙ্ঙ্ আবৃত্য = উত্তর দিকে ফিরে অর্থাৎ উত্তরমুখ হয়ে। 'সব্যাবৃত্' বলা থাকা সত্ত্বেও 'আবৃত্য' বলায় ঘুরে উত্তর দিকে মুখ করার পরে শ্বাস নেবেন, তার আগে নয়। বৃত্তির 'আবৃষায়িষত' ইতি যকারঃ পঠিতব্যঃ। বিবৃত্তিস্ তু প্রমাদজা' এই মন্তব্য থেকে মনে হয়, নারায়ণ 'আবৃষা ঈষত' পাঠ পেয়েছিলেন। গ্রন্থান্তরে 'আবৃষায়িষত' পাঠও পাওয়া যায়। সূত্রে সন্ধিযুক্ত পদটিকে 'আসিত্বা' ধরলে অর্থ হবে বসে। শা. ৪/৪/১২-১৪ সূত্রের বিধানও এই সূত্রের সঙ্গে প্রায় অভিন্নই।

চরোঃ প্রাণভক্ষং ভক্ষয়েত্ ।। ৩।।

অনু.— চরুর প্রাণভক্ষ ভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রাণভক্ষ = আঘ্রাণ। আহুতির পরে প্রকৃত ভক্ষণ না করে, ঘ্রাণের সাহায্যে চরুস্থালীর চরু বিনামন্ত্রে ভক্ষণ করতে হয়।

নিত্যং নিনয়নম্ ।। ৪।।

অনু.— পূর্বোক্ত জলক্ষারণ (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— আগে যে জল-ঢালার কথা বলা হয়েছে (২/৬/১৪) তা এখানেও করতে হবে।

অসাব্ অভ্যঙ্‌ক্ষ্বাসাব্ অঙ্‌ক্ষ্বেতি পিণ্ডেষ্বভ্যঞ্জনাঞ্জনে ।। ৫।।

অনু.— 'অসা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) পিণ্ডগুলিতে অনুলেপনদ্রব্য এবং কাজল (দেবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক পিণ্ডে 'অসা-' মন্ত্রে অনুলেপন-দ্রব্য এবং 'অসাবঙ্‌ক্ষ্ব' মন্ত্রে কাজল দেবেন। 'অসৌ' শব্দের স্থানে যার উদ্দেশে দেওয়া হচ্ছে সেই প্রয়াত পুরুষের নাম বলতে হবে। ২/৬/১২ সূত্রে কাজলের উল্লেখ আগে থাকলেও এখানে তার উল্লেখ করা হয়েছে পরে। এ থেকে বুঝতে হবে আগে কাজলও দেওয়া যেতে পারে, অনুলেপন (= প্রসাধন)ও দেওয়া যেতে পারে। 'অভ্যঞ্জনাঞ্জনে' এই দ্বিবচন থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, ২/৬/১১ সূত্র অনুযায়ী সামগ্রীগুলি রাখার সময়ে তিন পুরুষের উদ্দেশে একসঙ্গে কাজল অথবা প্রসাধন না রেখে প্রত্যেকের জন্য পৃথক্ পৃথক্ রাখতে হয়। একসঙ্গে রেখে পরে দেওয়ার সময় তিনভাগ করে দান করলে চলবে না। যদি তা চলত তাহলে সূত্রে দ্বিবচনের পরিবর্তে বহুবচনই প্রয়োগ করা হত। আসন ও বালিশের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম।

বাসো দদ্যাদ্ দশাম্ ঊর্ণাস্তুকাং বা পঞ্চাশদ্বর্ষতায়া ঊর্ধ্বং স্বং লোমৈতদ্ বঃ পিতরো বাসো মা নোঽতোঽন্যত্ পিতরো যুঙ্‌গ্‌ধ্বম্ ইতি ।। ৬।।

অনু.— 'এতদ্-' (সূ.) এই মন্ত্রে পিণ্ডে বস্ত্র (অর্থাৎ) কাপড়ের আঁচল অথবা ভেড়ার লোম (অথবা নিজের বয়স) পঞ্চাশ বছরের উপরে (হলে) নিজের (গায়ের) লোম দান করবেন।

ব্যাখ্যা— দশা = আঁচল। ঊর্ণাস্তুকা = ভেড়ার লোম। যজমানকে পিণ্ডে বস্ত্ররূপে আঁচল, ভেড়ার লোম অথবা নিজের গায়ের লোম দান করতে হয়। সিদ্ধান্তীর মতে 'বা' শব্দের পরে 'দদ্যাত্' না বলে 'বাসো' শব্দের ঠিক পরে তা বলায় বস্ত্র দিতে হবে না, আঁচল ও লোম বস্ত্রেরই কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে বুঝতে হবে। 'বা' শব্দের পরে 'দদ্যাত্' বললে বস্ত্র অথবা আঁচল অথবা লোম দিতে হত। 'স্বং' বলায় যখন যজমান কাজটি নিজেই করেন তখনই নিজ লোম দান করতে হয়। সিদ্ধান্তী আরও বলেছেন যে, মন্ত্র যেহেতু একটিই, তিন পিণ্ডে তাই একটি আঁচলই দিতে হবে। মন্ত্রে 'পিতরঃ' বলতে তিন পুরুষকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। পিতার সঙ্গে যোগ থাকায় ছত্রী-ন্যায়ে ঊর্ধ্বতন দুই পুরুষও পিতাই। "এতদ্ বঃ পিতরো বাসো বধবং পিতর ইতি ত্রীণি সূত্রাণ্যুপন্যস্য"— শা. ৪/৫/২।

অথৈনান্ উপতিষ্ঠেত নমো বঃ পিতর ইষে নমো বঃ পিতর ঊর্জে নমো বঃ পিতরঃ শুষ্মায় নমো বঃ পিতরোঽঘোরায় নমো বঃ পিতরো জীবায় নমো বঃ পিতরো রসায়। স্বধা বঃ পিতরো নমো বঃ পিতরো নম এতা যুষ্মাকং পিতর ইমা অস্মাকং জীবা বো জীবন্ত ইহ সন্তঃ স্যাম ।। ৭।।

অনু.— এর পর এই (পিণ্ড-)গুলিকে 'নমো-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) উপস্থান করবেন।

ব্যাখ্যা— শেষে একটি 'ইতি' শব্দ উহ্য আছে ধরে পরবর্তী অংশ থেকে এই অংশকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে একটি পৃথক্ সূত্র বলে গণ্য করতে হবে। শা. ৪/৫/১ সূত্রেও এই মন্ত্রটিই আছে, তবে সেখানে পাঠে বেশ ভেদ দেখা যায়।

মনো ন্বা হুবামহ ইতি চ তিসৃভিঃ ।। ৮।।

অনু.— 'মনো—' (১০/৫৭/৩-৫) এই তিনটি মন্ত্র দ্বারাও (উপস্থান করবেন)।

ব্যাখ্যা— সূত্রে 'চ' বলায় বুঝতে হবে যেখানে 'চ' শব্দ থাকবে না সেখানে 'কল্পজ' অর্থাৎ সূত্রজাত (সূত্রলভ্য) মন্ত্রের পাশে কোন ঋগ্‌বেদীয় মন্ত্রের প্রতীক বা অংশ গ্রহণ করা হলে তা কোন ঋগ্‌বেদীয় স্বতন্ত্র মন্ত্র নয়, সূত্রোক্ত মন্ত্রেরই অংশবিশেষ। সেখানে তাই ঋক্‌মন্ত্রের যতটুকু অংশ উদ্ধৃত হয়েছে ততটুকু অংশই পাঠ করতে হবে, সমগ্র মন্ত্রটি নয়। যেমন ১/৯/১ সূত্রে 'বৃষ্টি দ্যাবা-' অংশটি 'ইদং দ্যাবা-' এই সূত্রজ মন্ত্রেরই অংশ, ঋ. ৫/৬৮/৫ মন্ত্রের প্রতীক নয়। এখানে কিন্তু 'চ' থাকায় 'মনো-' পূর্বোক্ত 'নমো-' এই কল্পজ মন্ত্রের অংশ নয়, ঋগ্‌বেদীয় মন্ত্রেরই প্রতীক। সংহিতার সংশ্লিষ্ট অংশের সমগ্র তিনটি মন্ত্রই তাই এ-স্থলে পাঠ করতে হবে।

অথৈনান্ প্রবাহয়েত্ পরেতন পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্বিণেভিঃ, দত্ত্বায়াস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িং চ নঃ সর্ববীরং নিযচ্ছতেতি ।। ৯।।

অনু.— এর পর এগুলিকে 'পরে-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) বিদায় দেবেন।

ব্যাখ্যা— এনান্ = এই পিণ্ডগুলিকে অর্থাৎ পিণ্ডস্থ প্রয়াত পিতৃপুরুষগণকে। সিদ্ধান্তীর মতে 'এনান্' সরাসরি পিতৃপুরুষগণকেই বোঝাচ্ছে। প্রবাহয়েত্ = প্রবাহণ করবেন অর্থাৎ বিদায় দেবেন।

অগ্নিং প্রত্যেয়াদ্ অগ্নে তমদ্যাশ্বং ন স্তোমৈর্ ইতি ।। ১০।।

অনু.— 'অগ্নে-' (৪/১০/১) এই (মন্ত্রে দক্ষিণ) অগ্নির দিকে ফিরে যাবেন।

ব্যাখ্যা— 'প্রত্যেয়াত্' বলায় বুঝতে হবে প্রবাহণের জন্য দক্ষিণ দিকে আগেই গিয়েছেন এবং (নারায়ণের মতে) ডান দিকে কিছুটা গিয়ে তার পরে দক্ষিণাগ্নির দিকে ফিরে আসতে হয়।

গার্হপত্যং যদন্তরিক্ষং পৃথিবীমুত দ্যাং যন্ মাতরং পিতরং বা জিহিংসিম। অগ্নির্মা তস্মাদেনসো গার্হপত্যঃ প্রমুঞ্চতু করোতু মামনেনসম্ ইতি ।। ১১।।

অনু.— গার্হপত্যের (দিকে যাবেন) 'যদ-' (সূ.) এই (মন্ত্রে)।

বীরং মে দত্ত পিতর ইতি পিণ্ডানাং মধ্যমম্ ।। ১২।।

অনু.— 'বীরং-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) পিণ্ডগুলির মাঝেরটিকে (গ্রহণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— তিনটি পিণ্ডের মধ্যে পিতামহের পিণ্ডটি 'বীরং-' মন্ত্রে গ্রহণ করতে হয়। সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রটি শুধু 'বীরং মে দত্ত পিতর ইতি' এবং এটি বাচ্এলার মন্ত্র।

পত্নীং প্রাশয়েদ্ আধত্ত পিতরো গর্ভং কুমারং পুষ্করস্রজম্ যথায়মরপা অসদ্ ইতি ।। ১৩।।

অনু.— পত্নীকে 'আধত্ত-' (সূ.) এই (মন্ত্রে ঐ পিণ্ডটি) খাওয়াবেন।

ব্যাখ্যা— খাওয়ার সময়ে পত্নী নিজেই এই মন্ত্রটি পাঠ করেন। সিদ্ধান্তী পূর্বসূত্রের 'পিণ্ডানাং মধ্যমম্' অংশটিকে এই সূত্রেরই অংশ বলে মনে করেন। তাঁর মতে 'মধ্যমং পিণ্ডম্' না বলে 'পিণ্ডানাং মধ্যমম্' বলায় যদি তিনটি পিণ্ডই দান করার প্রসঙ্গ থাকে তবেই মাঝেরটি খাওয়াবেন, নতুবা নয়। শা. ৪/৫/৮ সূত্রেও এই বিধানই রয়েছে।

অপ্স্বিতরৌ ।। ১৪।।

অনু.— অপর দুটি (পিণ্ড) জলে (ফেলে দেবেন)।

ব্যাখ্যা— "অবঘ্রায় পিণ্ডান্; অবধায় প্রাশ্নীয়াত্; ব্রাহ্মণায় বা দদ্যাত্; অপো বাভ্যবহরেত্"— শা. ৪/৫/৪-৭।

অতিপ্রণীতে বা ।। ১৫।।

অনু.— অথবা অতিপ্রণীত (অগ্নিতে তা ফেলে দেবেন)।

যস্য বাগন্তর্ অন্নকাম্যাভাবঃ স প্রাশ্নীয়াত্ ।। ১৬।।

অনু.— অথবা যাঁর হঠাৎ অন্নলাভের ইচ্ছা চলে গিয়েছে তিনি (ঐ পিণ্ড-দুটি) খাবেন।

মহারোগেণ বাভিতপ্তঃ প্রাশ্নীয়াদ্ অন্যতরাং গতিং গচ্ছতি ।। ১৭।।

অনু.— অথবা মহাব্যাধিতে আক্রান্ত যজমান (পিণ্ডদুটি) ভক্ষণ করবেন (এবং তার ফলে তিনি) অন্যতর গতি লাভ করবেন।

ব্যাখ্যা— মহারোগ = ক্ষয়, কুষ্ঠ প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি— "বাতব্যাধিঃ প্রমেহশ্ চ কুষ্ঠশ্ চার্শভগন্দরঃ। অশ্মরী মূঢগর্ভো বা ভবত্যুদরম্ অষ্টমম্।।" অভিতপ্ত = পীড়িত, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। যজমান ঐ দুটি পিণ্ড খেলে তিনি হয় দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন, না হয় রোগযন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে শীঘ্র মারা যাবেন। আগের সূত্রে 'প্রাশ্নীয়াত্' পদটি থাকলেও এই সূত্রে আবার তার উল্লেখ করা হয়েছে যাতে সাথে সাথে 'আগন্তু' পদটির এখানে অনুবৃত্তি না ঘটে সেই উদ্দেশে।

এবম্ অনাহিতাগ্নির্ নিত্যে ।। ১৮।।

অনু.— যিনি আহিতাগ্নি নন তিনি এইভাবে নিত্য (অগ্নিতে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ করবেন)।

ব্যাখ্যা— নিত্য = ঔপাসন (গৃহ্য) অগ্নি। আহিতাগ্নি না হলে ঔপাসন অগ্নিতে এই একই নিয়মে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ করতে হয়। ১১নং সূত্রের 'যদ-' মন্ত্রটি অবশ্য তাঁর ক্ষেত্রে পাঠ করতে হয় না। কেউ কেউ আবার বলেন ঐ মন্ত্রের 'গার্হপত্যঃ' পদের স্থানে পাঠ করতে হয় 'ঔপাসনঃ'।

শ্রপয়িত্বাতিপ্রণীয় জুহুয়াত্ ।। ১৯।।

অনু.— (অনাহিতাগ্নি ব্যক্তি আহুতিদ্রব্য) পাক করে অতিপ্রণয়ন করে আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— যিনি আহিতাগ্নি নন তিনি ঔপাসন অগ্নিতে আহুতিদ্রব্য পাক করে সেই অগ্নির অঙ্গার অতিপ্রণয়ন (২/৬/২ সূ. দ্র.) করবেন। তার পর সেই অতিপ্রণীত অগ্নিরই প্রজ্বলন, পরিস্তরণ ইত্যাদি থেকে শুরু করে রেখা-টানা পর্যন্ত (২/৬/৪-৯ সূ. দ্র.) সব-কিছু পরপর করে যেতে হয়। 'যদ-' (১১নং সূ. দ্র.) মন্ত্রটিও তাঁকে 'গার্হপত্য' শব্দ বাদ দিয়ে পাঠ করতে হবে। ২/১৯/১ সূত্রে বৃত্তিকার 'অতিপ্রণীয়' পদটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন- "অতীত্য তং দেশম্ অন্যত্র নিধায়"— সেই স্থান ছাড়িয়ে অন্য স্থানে রেখে।

দ্বিবদ্ পাত্রাণাম্ উত্সর্গঃ ।। ২০।।

অনু.— পাত্রগুলির দুটি দুটি করে পরিত্যাগ (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যে পাত্রগুলি এই যজ্ঞে ব্যবহৃত হয়েছে সেই চরুস্থালী, শূর্প প্রভৃতি পাত্রগুলিকে (২/৬/৪ সূ. দ্র.) দুটি দুটি করে সরিয়ে নিতে হবে।

তৃণং দ্বিতীয়ম্ উদ্‌রিক্তে ।। ২১।।

অনু.— (শেষে একটি মাত্র পাত্র) পড়ে থাকলে তৃণকে দ্বিতীয় (ধরবেন)।

ব্যাখ্যা— দুটি দুটি করে পাত্র সরাতে গিয়ে শেষে একটিমাত্র পড়ে থাকলে তৃণকে দ্বিতীয় একটি পাত্র ধরে ঐ পাত্র এবং তৃণকে একসাথে সরিয়ে রাখবেন। ২/৬/৪ সূত্রে বারোটি পাত্রের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে ইধ্ম, মেক্ষণ ও সকৃদাচ্ছিন্ন কুশের ব্যবহার আগেই হয়ে গেছে। অবশিষ্ট ন-টি পাত্রকে পরিত্যাগ করার সময়ে শেষে কমণ্ডলু ও তৃণ একসাথে সরিয়ে দেবেন।

অষ্টম কণ্ডিকা (২/৮)

[অন্বারম্ভণীয়া, পুনরাধেয়া ইষ্টি]

দর্শপূর্ণমাসাব্ আরপ্স্যমানোঽন্বারম্ভণীয়াম্ ।। ১।।

অনু.— (যিনি) দর্শপূর্ণমাস আরম্ভ করবেন (তিনি তার আগে) অন্বারম্ভণীয়া (ইষ্টি করবেন)।

ব্যাখ্যা— সূত্রগুলির ক্রম থেকে বৃত্তিকার এখানে এই অনুমান করেছেন যে, কোন এক পূর্ণিমায় আধান এবং পবমানেষ্টির অনুষ্ঠান করে তার পরে বারো দিন ধরে তিন অগ্নিকে দিবা-রাত্র প্রজ্বলিত রাখতে হয়। তের দিনের দিন হয় অগ্নিহোত্রের শুরু এবং আগামী অমাবস্যায় হয় পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান, পরবর্তী পূর্ণিমায় করতে হয় দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠান। সেই প্রথম দর্শপূর্ণমাসের আগে অন্বারম্ভণীয়া নামে একটি ইষ্টিযাগ করতে হবে। "পূর্বা দর্শপূর্ণমাসাভ্যাম্ অন্বারম্ভণীয়েষ্টিঃ"— শা. ২/৪/১।

অগ্নাবিষ্ণূ সরস্বতী সরস্বান্ অগ্নির্ ভগী ।। ২।।

অনু.— (এই যাগের প্রধান দেবতা) অগ্নি-বিষ্ণু, সরস্বতী, সরস্বান্, ভগী অগ্নি।

ব্যাখ্যা— ভগী অগ্নি কোন স্বতন্ত্র দেবতা নয়, ভগী অগ্নিরই গুণ বা বিশেষণ। কা. শ্রৌ. ৪/৫/২১ সূত্রে অবশ্য এই ভগী অগ্নির কোন উল্লেখ নেই। অপর তিন দেবতার উদ্দেশে সেখানে যথাক্রমে এগার কপালের পুরোডাশ, চরু এবং বারো কপালের পুরোডাশ বিহিত হয়েছে। শা. ২/৪/২ সূত্রে ভগী অগ্নির কোনও উল্লেখ নেই বটে, তবে ৬নং সূত্রে বলা হয়েছে "পঞ্চহবিষম্ একোঽগ্নয়ে ভগিনে ব্রতপতয়ে চ"।

অগ্নাবিষ্ণূ সজোষসে মা বর্ধন্তু বাং গিরঃ। দ্যুম্নৈর্বাজেভিরাগতম্। অগ্নাবিষ্ণূ মহি ধাম প্রিয়ং বাং বীথো ঘৃতস্য গুহ্যা জুষাণা। দমে দমে সুষ্টুতির্বাবৃধানা প্রতি বাং জিহ্বা ঘৃতমুচ্চরণ্যত্। পাবকা নঃ সরস্বতী পাবীরবী কন্যা চিত্রায়ুঃ পীপিবাংসং সরস্বতো দিব্যং সুপর্ণং বায়সং বৃহন্তমা সবং সবিতুর্যথা স নো রাধাংস্যা ভরেতি ।। ৩।।

অনু.— 'অগ্না-' (সূ.), 'অগ্না-' (সূ.); 'পাবকা-' (ঋ. ১/৩/১০), 'পাবী-' (৬/৪৯/৭); 'পীপি-' (৭/৯৬/৬), 'দিব্যং-' (১/১৬৪/৫২); 'আ সবং-' (৮/১০২/৬), 'স-' (৭/১৫/১১) (যথাক্রমে ঐ চার দেবতার অনুবাক্যা এবং যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক দুটি দুটি মন্ত্রের প্রথমটি হচ্ছে অনুবাক্যা এবং দ্বিতীয়টি যাজ্যা। শা. মতে 'অগ্না-' (সূ.), 'অগ্না-' (সূ.); 'পাবকা-' (ঋ. ১/৩/১০), 'ইমা-' (৭/৯৫/৫); 'জনী-' (৭/৯৬/৪), 'স-' (৭/৯৫/৩); 'ত্বম-' (৭/১৫/১২), 'ত্বং-' (৬/১৩/২) অনুবাক্যা ও যাজ্যা। ব্রতপতির অনুবাক্যা 'ত্বম-' (৮/১১/১) এবং যাজ্যা 'যদো-' (১০/২/৪)— ২/৪/৩-১০।

আধানাদ্ যদ্যাময়াবী যদি বার্ত্যা ব্যথেরন্ পুনরাধেয় ইষ্টিঃ ।। ৪।।

অনু.— আধানের পরে যদি (যজমান) অসুস্থ হন, যদি সম্পদ্ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে পুনরাধেয়া ইষ্টি (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— আময়াবী = আময় + বিন্ ('সর্বত্রাময়স্যোপসংখ্যানম্'— পা. ৫/২/১২২-বা.) পীড়িত, উদরপীড়াগ্রস্ত। 'অর্থা ব্যথেরন্' বা সম্পদ্ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বলতে বৃত্তিকার মনে করেন ধনহানি, পুত্র-পশু প্রভৃতির মৃত্যু। আধানের পরে এক্বছরের মধ্যে এই-সব অনর্থ ঘটলে 'পুনরাধেয়া' ইষ্টিযাগ করতে হয়। শা. মতে যাঁর কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে তাঁকে এই পুনরাধেয়া করতে হবে। বর্ষা ঋতুর মাঝামাঝি সময়ে চন্দ্রের পুনর্বসু নক্ষত্রে অবস্থিতির সময়ে অথবা আষাঢ়ী পূর্ণিমার পরবর্তী অমাবস্যায় মধ্যাহ্নে এই ইষ্টি কর্তব্য— শা. ২/৫/১, ৪-৭ দ্র.।

তস্যাং প্রযাজানুযাজান্ বিভক্তিভির্ যজেত্ ।। ৫।।

অনু.— ঐ (ইষ্টিতে) প্রযাজ ও অনুযাজগুলিকে বিভক্তি দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— পুনরাধেয়া ইষ্টিতে প্রযাজ ও অনুযাজের যাজ্যায় দেবতার নাম বিভক্তিযুক্ত করে পাঠ করবেন। কিভাবে করবেন তা পরবর্তী সূত্রে এবং ১৬নং সূত্রে বলা হবে। কীথের মতে বিভক্তি প্রয়োগ করা হয় "doubtless to secure the special attention of the god to the new fires" (RPVU, 317 pg, Reprint)— নব-প্রতিষ্ঠিত অগ্নিগুলির প্রতি দেবতার বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্য। "ত্রিষু চ প্রযাজেষ্বগ্নিশব্দো বিকৃতঃ; তনূনপাদ্ অগ্নিম্ ইন্ঠো অগ্নিনা বর্হির্ অগ্নিঃ"— শা. ২/৫/১০, ১১; "অগ্নিশব্দং চতুর্ষু পূর্বেষু প্রযাজেষ্বনুযাজয়োশ্ চ বিভক্তয় ইত্যাচক্ষতে"— শা. ২/৫/২০।

সমিধঃ সমিধোঽগ্নেঽগ্ন আজ্যস্য ব্যন্তু। তনূনপাদগ্নিমগ্ন আজ্যস্য বেতু। ইন্ঠো অগ্নিনাগ্ন আজ্যস্য ব্যন্তু। বর্হিরগ্নিরগ্ন আজ্যস্য বেত্বিতি ।। ৬।।

অনু.— 'সমিধঃ-' (সূ.), 'তনূনপাদ-' (সূ.), 'ইন্ঠো-' (সূ.), 'বর্হিঃ-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এখানে চার প্রযাজের যাজ্যামন্ত্র বিভক্তিযুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে। চার প্রযাজে 'অগ্ন' পদের আগে দর্শপূর্ণমাসের যাজ্যামন্ত্রের অপেক্ষায় (১/৫/১৮, ২৪-২৬ সূ. দ্র.) যথাক্রমে অগ্নে, অগ্নিম্, অগ্নিনা এবং অগ্নিঃ এই অতিরিক্ত পদগুলি প্রয়োগ করা হয়েছে। নরাশংস দেবতা হলে যাজ্যা হবে 'নরাশংসো (২)অগ্নিমগ্ন আজ্যস্য বেতু'। পঞ্চম প্রযাজের মন্ত্রটি অবশ্য প্রকৃতিযাগের মতোই।

সমিধাগ্নিং দুবস্যতেহ্যু ষু ব্রবাণি ত ইত্যাগ্নেয়াব্ আজ্যভাগৌ ।। ৭।।

অনু.— 'সমিধা-' (৮/৪৪/১), 'এহ্যু-' (৬/১৬/১৬) এই (দুই মন্ত্র) অগ্নিদেবতার দুই আজ্যভাগ।

ব্যাখ্যা— দুটি আজ্যভাগেরই দেবতা এখানে অগ্নি এবং এই দুটি মন্ত্র সেই দুই আজ্যভাগের অনুবাক্যা।

বৃদ্ধিমদ্-ইন্দুমন্তাব্ ইত্যাচক্ষতে ।। ৮।।

অনু.— (যাজ্ঞিকেরা ঐ দুই মন্ত্রকে ও দেবতাকে) বৃদ্ধিমান্ এবং ইন্দুমান্ বলেন।

ব্যাখ্যা— প্রথমটি 'বৃদ্ধিমান্' এবং দ্বিতীয়টি 'ইন্দুমান্' মন্ত্র। শা. ২/৫/১২, ১৩ সূত্রে প্রথম আজ্যভাগে বার্ত্রঘ্ন মন্ত্র এবং বিকল্পে বৃদ্ধিমান্ অগ্নির উদ্দেশে 'অগ্নিং-' (৫/১৪/১) মন্ত্র অনুবাক্যারূপে বিহিত হয়েছে। দ্বিতীয় আজ্যভাগের দেবতা সেখানে ১৪-১৬নং সূত্র অনুযায়ী পবমান, ইন্দুমান্ অথবা রেতস্বান্ অগ্নি। মন্ত্র যথাক্রমে 'অগ্ন-' (৯/৬৬/১৯), 'এহ্যু-' (৬/১৬/১৬-উপরে ৭নং সূ. দ্র.), 'অগ্নি-' (৮/৪৪/১৬)।

তথানুবৃত্তিঃ ।। ৯।।

অনু.— (নিগদগুলিতে) সেইভাবে অনুবৃত্তি (হবে)।

ব্যাখ্যা— অনুবৃত্তি = পিছনে থাকা বা যাওয়া, জের, প্রবাহ। আবাহন প্রভৃতি চারটি নিগদে আজ্যভাগের দুই অগ্নিদেবতাকে ঐ বৃদ্ধিমান্ এবং ইন্দুমান্ বিশেষণে বিশেষিত করেই উল্লেখ করতে হবে।

ইজ্যা চ ।। ১০।।

অনু.— যাজ্যাও (তেমনই হবে)।

ব্যাখ্যা— ইজ্যা = যাজ্যা, যাজ্যায় দেবতার নামের উল্লেখ। আজ্যভাগের যাজ্যামন্ত্রেও ঐ দুই বিশেষণ যোগ করেই দুই অগ্নিদেবতার নাম উল্লেখ করতে হবে— যে৩যজামহে ঽগ্নিং বৃদ্ধিমন্তং জুষাণো অগ্নিবৃদ্ধিমান্ আজ্যস্য বেতু, যে৩ যজামহে৷ঽগ্নিম্ ইন্দুমন্তং জুষাণো অগ্নিরিন্দুমান্ আজ্যস্য হবিষো বেতু।

নিত্যং পূর্বম্ অনুব্রাহ্মণিনঃ ।। ১১।।

অনু.— অনুব্রাহ্মণীরা (বলেন) প্রথম (আজ্যভাগ হবে) পূর্বোক্ত।

ব্যাখ্যা— ব্রাহ্মণবাদী অনুব্রাহ্মণী আচার্যেরা বলেন দর্শপূর্ণমাসের প্রথম আজ্যভাগের 'অগ্নির্বৃত্রাণি-' মন্ত্রটিই এখানেও প্রথম আজ্যভাগের অনুবাক্যা হবে (১/৫/৩৩ সূ. দ্র.) এবং 'অগ্নি' শব্দে কোন বিশেষণ যোগ করতে হবে না।

অগ্ন আয়ূংষি পবস ইত্যুত্তরম্ ।। ১২।।

অনু.— 'অগ্ন-' (৯/৬৬/১৯) পরবর্তী (আজ্যভাগের অনুবাক্যা)।

ব্যাখ্যা— এটিও অনুব্রাহ্মণীদের মত। তাঁদের মতে প্রথম আজ্যভাগের অনুবাক্যা দর্শপূর্ণমাসের মতো হলেও দ্বিতীয় আজ্যভাগের অনুবাক্যা হবে 'অগ্ন-'। এখানেও 'ইন্দুমান্' বিশেষণ যোগ করতে হবে না। বিশেষণবর্জিত অগ্নি দেবতা হলে এই নিয়ম। যদি অধ্বর্যু পবমান অগ্নির উদ্দেশে দ্বিতীয় আজ্যভাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা পাঠ করার জন্য প্রৈষ দেন তাহলে আবাহন প্রভৃতি স্থলে এবং যাজ্যায় অগ্নি পবমানের নাম উল্লেখ করতে হবে।

নিত্যস্ তূত্তরে হবিঃশব্দঃ ।। ১৩।।

অনু.— পরবর্তী (যাজ্যামন্ত্রে) 'হবিঃ' শব্দ কিন্তু অপরিবর্তিত (থাকবে)।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসের আজ্যভাগের যাজ্যামন্ত্রই এখানে যাজ্যা। সেখানে প্রথম যাজ্যামন্ত্রে না থাকলেও দ্বিতীয় যাজ্যা মন্ত্রে যে হবিঃ' শব্দ আছে তা সোমদেবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও (১/৫/৩৬ সূ. দ্র.) এখানে ইন্দুমান্ অগ্নিদেবতার ক্ষেত্রেও তা অপরিবর্তিতই থাকবে, বাদ দিতে হবে না।

আগ্নেয়ং হবির্ অধা হ্যগ্নে ক্রতোর্ভদ্রস্যাভিষ্টে অদ্য গীর্ভির্গৃণন্তঃ ।। ১৪।।

অনু.— (এই ইষ্টিতে প্রধান) দেবতা অগ্নি। (অনুবাক্যা ও যাজ্যা যথাক্রমে) 'অধা-' (৪/১০/২), 'অভি-' (৪/১০/৪)।

ব্যাখ্যা— হবিঃ = প্রধান আহুতিদ্রব্য, প্রধান আহুতিদ্রব্যের দেবতা। শা. ২/৫/১৮ অনুসারে কিন্তু অনুবাক্যা 'অগ্নে-' এবং যাজ্যা 'এভি-' (৪/১০/১, ৩)। সংযাজ্যা ঐ 'অধা-' এবং 'অভি-'।

এভির্নো অর্কৈরগ্নে তমদ্যাশ্বং ন স্তোমৈর্ ইতি সংযাজ্যে ।। ১৫।। [১৪]

অনু.— 'এভি-' (৪/১০/৩), 'অগ্নে-' (৪/১০/১) স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

দেবং বর্হিরগ্নের্বসুবনে বসুধেয়স্য বেতু দেবো নরাশংসোঽগ্নৌ বসুবনে বসুধেয়স্য বেত্বিতি ।।১৬।। [১৪]

অনু.— 'দেবং-' (সূ.), 'দেবো-' (সূ.) এই (দুই অনুযাজের যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রদুটি দর্শপূর্ণমাসেরই মতোই, কেবল 'অগ্নেঃ' এবং 'অগ্নৌ' এই দুই অতিরিক্ত পদের আগমন ঘটেছে। তৃতীয় অনুযাজের যাজ্যা দর্শপূর্ণমাসেরই মতো।

নবম কণ্ডিকা (২/৯)

[আগ্রয়ণ ইষ্টি]

আগ্রয়ণং ব্রীহিশ্যামাকযবানাম্ ।। ১।।

অনু.— (এ-বার) ব্রীহি, শ্যামাক এবং যবের আগ্রয়ণ (ইষ্টি বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— অগ্র + অয়ন = সন্ধিতে অগ্রায়ণ হওয়াই উচিত, কিন্তু প্রাচীন লোকপরম্পরায় আগ্রয়ণ শব্দটিই চলে আসছে। মাঠে নূতন ধান, শ্যামাক অথবা যব উঠলে সেই সেই সময়ে নূতন শস্যে 'আগ্রয়ণ' নামে নবান্ন-ইষ্টি করতে হয়। এই নবান্নযাগই আগ্রয়ণ। শ্যামাক = শ্যামা চাল, Echinochloa Frumentaceai; জানা যায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশে এই চাল পাওয়া যায়। এর পুষ্পদণ্ড ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা এবং গোলাকার ফলের মধ্যে সুজির মতো দানা থাকে। বর্ষায় শ্যামাক, শরদে ব্রীহি এবং বসন্তে যবের আগ্রয়ণ করতে হয়। ব্রীহির আগ্রয়ণই প্রধান বলে প্রথমে ব্রীহির উল্লেখ করা হয়েছে। ৩নং সূত্রে তাই ব্রীহিযাগের কথাই বুঝতে হবে। 'অল্পাচ্তরম্' (পা. ২/২/৩৪) নিয়ম অনুসারে যব-শব্দটিকে শ্যামাক-শব্দের আগে বসান উচিত, কিন্তু ১৩নং সূত্রে ব্রীহি ও যবের আগ্রয়ণের কথা একসঙ্গে বলা থাকলেও ব্রীহির আগ্রয়ণের সময় যবের আগ্রয়ণের সময় থেকে যে ভিন্ন এ-কথা বোঝাবার জন্যই 'শ্যামাক' শব্দটিকে আগে রাখা হয়েছে।

সস্যং নাশ্নীয়াদ্ অগ্নিহোত্রম্ অহুত্বা ।। ২।।

অনু.— অগ্নিহোত্র হোম না করে (নূতন) শস্য খাবেন না।

ব্যাখ্যা— আগ্রয়ণ ইষ্টি করে তবে নূতন শস্য খেতে হয়। যদি হাতে সময় না থাকে তাহলে অগত্যা অন্তত নূতন শস্য দিয়ে অগ্নিহোত্র করে তবে সেই নূতন শস্য খাবেন, তার আগে নয়।

যদা বর্ষস্য তৃপ্তঃ স্যাদ্ অথাগ্রয়ণেন যজেত ।। ৩।।

অনু.— যখন (লোক) বর্ষণতুষ্ট হয় তখন আগ্রয়ণ দিয়ে যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— বর্ষার পরে শরৎ ঋতুতে এই ইষ্টিযাগ করতে হয়। ১নং সূত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এখানে ব্রীহির আগ্রয়ণের কথাই বুঝতে হবে।

অপি হি দেবা আহুস্ তৃপ্তো নূনং বর্ষস্যাগ্রয়ণেন হি যজত ইতি।
অগ্নিহোত্রীং বৈনান্ আদয়িত্বা তস্যাঃ পয়সা জুহুয়াত্ ।। ৪।।

অনু.— দেবতারাও বলেন, বর্ষণের দ্বারা তৃপ্ত হয়ে অবশ্যই আগ্রয়ণের দ্বারা যাগ করবেন। (অথবা) অগ্নিহোত্রের গাভীকে এই (শস্য)-গুলি খাইয়ে তার দুধ দিয়ে আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্রী = যে গরুর দুধ দিয়ে অগ্নিহোত্র করা হয়। এনান্ = এই ধান, শ্যামাক, যব। আদয়িত্বা = খাইয়ে। বর্ষণের ফলে নূতন শস্য জন্মায় এবং তার পরেই এই আগ্রয়ণ ইষ্টি করতে হয়। আগ্রয়ণ ইষ্টির পক্ষটিই মুখ্য, সাক্ষাৎ আগ্রয়ণের অনুষ্ঠান করাই উচিত, কিন্তু কোন কারণে তা সম্ভব না হলে গাভীকে নূতন শস্য খাইয়ে সেই গাভীর দুধ দিয়ে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করতে হবে। এই দ্বিতীয় পক্ষটি অনুকল্প বা গৌণ বিকল্প। "অগ্নিহোত্রীং বা নবান্ আদয়িত্বা তস্যৈ দুগ্ধেন সায়ং প্রাতর্ অগ্নিহোত্রং জুহুয়াত্"— শা. ৩/১২/১৬।

অপি বা ক্রিয়া যবেষু ।। ৫।।

অনু.— যবে অনুষ্ঠান (হবে) অথবা (হবে না)।

ব্যাখ্যা— যবের আগ্রয়ণ ইষ্টি না করলেও চলে।

ইষ্টিস্ তু রাজ্ঞঃ ।। ৬।।

অনু.— রাজার কিন্তু (এই) ইষ্টি (অবশ্যকরণীয়)।

ব্যাখ্যা— রাজার ক্ষেত্রে কোন বিকল্প নেই, তাঁকে যবের আগ্রয়ণ করতেই হয়।

সর্বেষাং চৈকে ।। ৭।।

অনু.— অন্যেরা (বলেন) সকলের (ক্ষেত্রেই বিকল্প)।

ব্যাখ্যা— কোন কোন মতে রাজার ক্ষেত্রেই নয়, সকলের ক্ষেত্রেই যবের আগ্রয়ণ অবশ্যই অনুষ্ঠেয়।

শ্যামাকেষ্ট্যাং সৌম্যশ্ চরুঃ ।। ৮।।

অনু.— শ্যামাকের ইষ্টিতে সোমদেবতার (উদ্দেশে) চরু (আহুতি দিতে হয়)।

ব্যাখ্যা— শ্যামাকের আগ্রয়ণ ইষ্টি বর্ষা ঋতুতে হয় এবং এই ইষ্টিতে দেবতা সোমের উদ্দেশে চরু আহুতি দিতে হয়। 'চরুঃ' বলায় পরবর্তী সূত্রে যে অনুবাক্যা ও যাজ্যা বিহিত হয়েছে তা সোমের উদ্দেশে চরুপ্রদানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, কিন্তু অন্য দ্রব্য আহুতি দেওয়া হলে ৪/৩/৩ সূত্রে বিহিত মন্ত্রই প্রয়োগ করতে হবে। "সৌমী শ্যামাকেষ্টিঃ বৈণুযবী চ"— শা. ৩/১২/১,২।

সোম যাস্তে ময়োভুবো যা তে ধামানি দিবি যা পৃথিব্যাম্ ইতি ।। ৯।।

অনু.— (প্রধানযাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'সোম-' (১/৯১/৯), 'যা-' (১/৯১/৪)।

ব্যাখ্যা— শা. ৩/১২/৫ অনুসারে 'ইমং-' (১/৯১/১০) হচ্ছে অনুবাক্যা।

অবান্তরেডায়া নিত্যং জপম্ উক্ত্বা সব্যে পাণৌ কৃত্বেতরেণাভিমৃশেত্। প্রজাপতয়ে ত্বা গ্রহং গৃহ্ণামি মহ্যং শ্রিয়ৈ মহ্যং যশসে মহ্যমন্নাদ্যায় ।। ১০।। [৯]

অনু.— অবান্তরেড়ার পূর্বোক্ত জপটি করে বাঁ হাতে (ইড়াপাত্র) রেখে অপর (হাত) দিয়ে 'প্রজা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) তা স্পর্শ করবেন।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসের 'ইডে-' (১/৭/৯ সূ. দ্র.) মন্ত্রটিই এখানে অবান্তরেড়ায় পাঠ করে তার পরে উদ্ধৃত মন্ত্রে ডান হাতে ইড়াপাত্রটি স্পর্শ করতে হয়। সূত্রটির শেষে একটি 'ইতি' শব্দ উহ্য আছে বলে ধরে নিতে হবে। ফলে 'অন্নান্ নঃ'

একটি অন্য মন্ত্র ও পরবর্তী সূত্রের অন্তর্গত। সূত্রে 'নিত্যং' বলার তাৎপর্য হল 'এতেন' পদের বলে ১২নং সূত্রের নিয়ম যখন অন্যত্র প্রযুক্ত হবে তখন 'সব্যে পাণৌ কৃত্বা-' ইত্যাদি অংশেরই 'অতিদেশ' হচ্ছে বলে বুঝতে হবে, তার পূর্ববর্তী 'ইড়ে-' এই নিত্যজপ অংশের নয়, কারণ সেটি নিত্য অর্থাৎ পূর্বে দর্শপূর্ণমাসের প্রকরণে পঠিত ও প্রযোজ্য, সর্বত্র প্রযোজ্য কোন ধর্ম বা সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়।

ভদ্রান্ নঃ শ্রেয়ঃ সমনৈষ্ট দেবাস্ত্বয়াবসেন সমশীমহি ত্বা। স নো ময়োভূঃ পিতেবাবিশেহ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদ ইতি প্রাশ্যাচম্য নাভিম্ আলভেতামোঽসি প্রাণ তদৃতং ব্রবীম্যমাসি সর্বানসি প্রবিষ্টঃ। স মে জরাং রোগমপনুদ্য শরীরাদমা ম এধি মা মৃধাম ইন্দ্রেতি ।। ১১।। [১০]

অনু.— 'ভদ্রান্-' (সূ.) এই মন্ত্রে (ইড়াকে) ভক্ষণ করে আচমন করে 'অমোঽসি-' (সূ.) এই (মন্ত্রে নিজের) নাভি স্পর্শ করবেন।

ব্যাখ্যা— ভক্ষণের পরে আচমনের প্রাপ্তি এখানে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ীই সিদ্ধ হতে পারে, তবুও সূত্রে তা বলার তাৎপর্য হল যেখানে দাঁড়িয়ে আচমন করেছেন সেখানে থেকেই তাঁকে নাভি স্পর্শ করতে হবে।

এতেন ভক্ষিণো ভক্ষান্ সর্বত্র নবভোজনে ।। ১২।। [১১]

অনু.— এই (নিয়মের) দ্বারা ভক্ষকর্তারা সর্বত্র নবান্নভোজনে ভক্ষ্য (দ্রব্য ভক্ষণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'নবেষু' না বলে 'নবান্নভোজনে' বলায় যে-কোন নবান্নভোজনে, এমন-কি লৌকিক নবান্নভোজনেও এই নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। 'সর্বত্র' বলায় 'আগ্রয়ণকালে-' (১২/৮/২৪) স্থলেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। 'ভক্ষিণঃ' বলায় কেবল হোতাকে নয়, সকলকেই এই নিয়মে ভক্ষণ করতে হয়।

অথ ব্রীহিযবানাং ধায্যে বিরাজৌ ।। ১৩।। [১২]

অনু.— এর পর ব্রীহি ও যবের (আগ্রয়ণের কথা বলা হচ্ছে)। দুটি ধায্যা এবং দুটি বিরাজ্ (এই দুটি ইষ্টিতে পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ব্রীহি ও যবের আগ্রয়ণে সমিধেনীতে দুটি ধায্যা (আ. ২/১/৩০) এবং স্বিষ্টকৃতে দুটি বিরাজ্ (আ. ২/১/৩৬) মন্ত্র পাঠ করতে হয়। সূত্রটি 'ইতরত্ (পৌর্ণমাসং তন্ত্রং) বৈরাজম্' বা 'বৈরাজতন্ত্রম্' এইভাবে বললেই চলত, তবুও অন্যভাবে বলায় বুঝতে হবে যে, আজ্যভাগের অনুবাক্যায় বিকল্পে দর্শযাগের মতো 'বৃধন্বান্' (আ. ১/৫/৪৪) মন্ত্রদুটিও পাঠ করা চলে। বস্তুত একই তন্ত্রে দর্শযাগ ও আগ্রয়ণের অনুষ্ঠান হলে তা-ই হয়। 'বৈরাজম্' বললে, সে-ক্ষেত্রে বৃধন্বান্ মন্ত্র প্রযুক্ত হতে পারত না, 'ইতিমাত্রে-' (২/১/৪১) অনুসারে বার্ত্রঘ্ন মন্ত্রই পাঠ করতে হত। দ্র. যে, যবাগ্রয়ণের অনুষ্ঠান হয় বসন্ত ঋতুতে, আর ব্রীহির আগ্রয়ণের সময় যে শরৎকাল তা আগেই ৩নং সূত্রে বলা হয়েছে।

অগ্নীন্দ্রাব্ ইন্দ্রাগ্নী বা বিশ্বে দেবাঃ সোমো যদি তত্র শ্যামাকো দ্যাবাপৃথিবী ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— (ব্রীহির ও যবের আগ্রয়ণে) অগ্নি-ইন্দ্র অথবা ইন্দ্র-অগ্নি (এবং) বিশ্বে দেবাঃ (দেবতা)। যদি সেখানে শ্যামাক (দিয়ে একই সঙ্গে আগ্রয়ণ ইষ্টি করা হয় তাহলে তৃতীয় দেবতা হবেন) সোম। (সব-শেষে) দ্যাবাপৃথিবী।

ব্যাখ্যা— ব্রীহি ও যবের আগ্রয়ণে তিন প্রধান দেবতা— অগ্নি-ইন্দ্র অথবা ইন্দ্র-অগ্নি, বিশ্বে দেবাঃ এবং দ্যাবাপৃথিবী। যদি ব্রীহির সঙ্গে শ্যামাকের আগ্রয়ণও সমানতন্ত্রে অনুষ্ঠিত (সহানুষ্ঠান) হয় তাহলে বিশ্বে দেবাঃ এবং দ্যাবাপৃথিবীর মাঝে শ্যামাকের জন্য অতিরিক্ত সোমদেবতার উদ্দেশেও আহুতি হবে। শরতে ব্রীহি ও শ্যামাকের সহানুষ্ঠান না করে বর্ষায় শ্যামাকের পৃথক্ অনুষ্ঠান করলে কেবল সোমের উদ্দেশেই চরু-আহুতি দিতে হয় (৮নং সূ. দ্র.)।

আ ঘা যে অগ্নিমিন্ধতে সুকর্মাণঃ সুরুচো দেবয়ন্তো বিশ্বে দেবাস আ গত যে কে চ জ্মা মহিনো অহিমায়া মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নঃ প্র পূর্বজে পিতরা নব্যসীভির্ ইতি ।। ১৫।। [১৪]

অনু.— 'আ-' (৮/৪৫/১), 'সু-' (৪/২/১৭); 'বিশ্বে-' (২/৪১/১৩), 'যে-' (৬/৫২/১৫); 'মহী-' (১/২২/১৩), 'প্র-' (৭/৫৩/২)।

ব্যাখ্যা— এই মন্ত্রগুলি যথাক্রমে অগ্নি-ইন্দ্র, বিশ্বেদেবাঃ এবং দ্যাবা-পৃথিবীর অনুবাক্যা ও যাজ্যা। ইন্দ্র-অগ্নি এবং সোমের অনুবাক্যা ও যাজ্যার জন্য ১/৬/২ এবং ২/৯/৯ সূ. দ্র.। শা. ২/৩/৮ এবং ৩/১২/৯ অনুসারে 'স্তীর্ণে-' (ঋ. ৬/৫২/১৭) ও 'উর্বী-' (১/১৮৫/৭) যথাক্রমে বিশ্বেদেবাঃ ও দ্যাবা-পৃথিবীর যাজ্যা। ৩/১২/৮ অনুসারে অগ্নি-ইন্দ্রের মন্ত্রে অভিন্ন।

দশম কণ্ডিকা (২/১০)

[কাম্য ইষ্টি— আয়ুষ্কাম, স্বস্ত্যয়নী, পুত্রকাম, আগ্নেয়ী, বৈমৃধী, দাতৃ-ইষ্টি, আশাপালেষ্টি, লোকেষ্টি]

অথ কাম্যাঃ ।। ১।।

অনু.— এর পর কাম্য (ইষ্টিগুলি বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— এ-বার যে যাগগুলির কথা বলা হচ্ছে সেগুলি বিশেষ বিশেষ কামনায় অনুষ্ঠিত হয়। কোন্ যাগ কোন্ বিশেষ কামনায় অনুষ্ঠিত হয় তা সেই সেই সূত্রে বলা হবে। যদি কোথাও সূত্রে কোন কামনার কথা বলা না থাকে তাহলে অন্য গ্রন্থ থেকে ঐ যাগের উদ্দিষ্ট কাম্য ফলটি কি তা জেনে নিতে হবে। সূত্রে কামনাবিশেষের উল্লেখ না থাকলেও ঐ যাগ নিত্য অর্থাৎ অবশ্যকর্তব্য নয়, যজমানের ইচ্ছারই অধীন।

আয়ুষ্কামেষ্ট্যাং জীবাতুমন্তৌ। আ নো অগ্নে সুচেতুনা ত্বং সোম মহে ভগম্ ইতি ।। ২।। [২, ৩]

অনু.— আয়ুষ্কাম ইষ্টিতে দুই 'জীবাতুমান্' (মন্ত্র হবে দুই আজ্যভাগের অনুবাক্যা)। 'আ-' (১/৭৯/৯), 'ত্বং-' (১/৯১/৭) এই (দুটি হচ্ছে সেই জীবাতুমান্ নামে দুই মন্ত্র)।

অগ্নির্ আয়ুষ্মান্ ইন্দ্রস্ ত্রাতা ।। ৩।।

অনু.— (এই ইষ্টিযাগে প্রধান দেবতা) আয়ুষ্মান্ অগ্নি (এবং) ত্রাতা ইন্দ্র।

আয়ুষ্টে বিশ্বতো দধদয়মগ্নির্বরেণ্যঃ পুনস্তে প্রাণ আযাতু পরা যক্ষ্মং সুবামি তে। আয়ুর্দা অগ্নে হবিষো জুষাণো ঘৃতপ্রতীকো ঘৃতযোনিরেধি ঘৃতং পীত্বা মধু চারু গব্যং পিতেব পুত্রমভি রক্ষতাদিমম্। ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং মা তে অস্যাং সহসাবন্ পরিষ্টৌ। ।। ৪।।

অনু.— (অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'আয়ুষ্টে-' (সূ.), 'আয়ুর্দা-' (সূ.); 'ত্রাতার-' (ঋ. ৬/৪৭/১১), 'মা-' (৭/১৯/৭)।

ব্যাখ্যা— প্রথম দুটি মন্ত্র আয়ুষ্মান্ অগ্নির এবং পরের দুটি মন্ত্র ত্রাতা ইন্দ্রের যথাক্রমে অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

পাহি নো অগ্নে পায়ুভিরজস্রৈরয়ে ত্বং পারয়া নব্যো অস্মান্ ইতি সংযাজ্যে ।। ৫।। [৪]

অনু.— 'পাহি-' (১/১৮৯/৪), 'অগ্নে-' (১/১৮৯/২) এই দুই মন্ত্র স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

স্বস্ত্যয়ন্যাং রক্ষিতবন্তৌ। অগ্নে রক্ষা ণো অংহসস্ত্বং নঃ সোম বিশ্বত ইতি ।। ৬।। [৫, ৬]

অনু.— স্বস্ত্যয়নী (ইষ্টিতে) দুটি রক্ষিতবান্ (মন্ত্র দুই আজ্যভাগের অনুবাক্যা। ঐ মন্ত্র দুটি হল) 'অগ্নে-' (৭/১৫/১৩), 'ত্বং-' (১/৯১/৮)।

ব্যাখ্যা— যেহেতু 'রক্ষিতবান্' মন্ত্র পাঠ করতে বলা হয়েছে তাই এখানে 'ত্বং-' এই প্রথম মণ্ডলের মন্ত্রটিকেই গ্রহণ করতে হবে, কারণ এই মন্ত্রেই 'রক্ষা' পদ আছে, ঋ. ১০/২৫/৭ মন্ত্রটি গ্রহণ করা চলবে না, কারণ ঐ মন্ত্রে রক্ষা-সম্পর্কিত কোন পদ নেই।

অগ্নিঃ স্বস্তিমান্ ।। ৭।।

অনু.— (প্রধানযাগের দেবতা) স্বস্তিমান্ অগ্নি।

স্বস্তি নো দিবো অগ্নে পৃথিব্যা আরে অস্মদমতিমারে অংহ ইতি।। ৮।। [৭]

অনু.— 'স্বস্তি-' (১০/৭/১), 'আরে-' (৪/১১/৬)।

ব্যাখ্যা— এই দুই মন্ত্র স্বস্ত্যয়নী ইষ্টির প্রধানযাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

পূর্বয়োক্তে সংযাজ্যে ।। ৯।। [৭]

অনু.— স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা ও যাজ্যা আগের (ইষ্টি) দ্বারা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— ৫নং সূ. দ্র.।

পুত্রকামেষ্ট্যাম্ অগ্নিঃ পুত্রী ।। ১০।। [৮]

অনু.— পুত্রকাম ইষ্টিতে পুত্রী অগ্নি (প্রধানযাগের দেবতা)।

যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদো যস্ত্বা হৃদা কীরিণা মন্যমানঃ ।। ১১।। [৯]

অনু.— (প্রধানযাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'যস্মৈ-' (৫/৪/১১), 'যস্ত্বা-' (৫/৪/১০)।

অগ্নিস্তুবিশ্রবস্তমম্ ইতি দ্বে সংযাজ্যে ।। ১২।। [৯]

অনু.— 'অগ্নি-' (৫/২৫/৫, ৬) এই দুই (মন্ত্র) স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

আগ্নেয্যা উত্তরে ।। ১৩।। [১০]

অনু.— পরবর্তী দুটি (ইষ্টি) অগ্নিদেবতার।

ব্যাখ্যা— আগ্নেয্যৌ + উত্তরে = আগ্নেয্যা উত্তরে। প্রথম আগ্নেয়ী ইষ্টির প্রধান দেবতা মূর্ধন্বান্ অগ্নি এবং দ্বিতীয় ইষ্টির কাম অগ্নি। দ্র. যে, এখান থেকে ২/১১/১ সূত্র পর্যন্ত যে আটটি কাম্য ইষ্টির বিধান দেওয়া হচ্ছে সেগুলি ২/১১/৫ সূত্র অনুযায়ী বৈরাজতন্ত্র ইষ্টি।

নিত্যে মূর্ধন্বতঃ ।। ১৪।। [১১]

অনু.— মূর্ধন্বান্ (অগ্নির) পূর্বোক্ত দুটি (মন্ত্র অনুবাক্যা ও যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিযাগে ১/৬/২ সূত্রে যে দুটি মন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে সেই দুটিই (ঋ. ৮/৪৪/১৬; ১০/৮/৬) মূর্ধন্বতী ইষ্টির প্রধানযাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা। বিশেষণশূন্য দেবতার যাজ্যা-অনুবাক্যা বিশেষণবিশিষ্ট দেবতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে এখানে সূত্রটি করতে হয়েছে। প্রসঙ্গত ২/১/৮ এবং ৪/২/৬ সূ. দ্র.।

তুভ্যং তা অঙ্গিরস্তমাশ্যাম তং কামমগ্নে তবোতীতি কামায় ।। ১৫।। [১২]

অনু.— কাম (অগ্নির) উদ্দেশে (অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'তুভ্যং-' (৮/৪৩/১৮), 'অশ্যাম-' (৬/৫/৭)।

বৈমৃধ্যা উত্তরে ।। ১৬।। [১৩]

অনু.— পরবর্তী দুটি (হচ্ছে) বৈমৃধী (ইষ্টি)।

ব্যাখ্যা— এই দুটি ইষ্টিতেই বিমৃৎ বা বৈমৃধ ইন্দ্র প্রধানযাগের দেবতা। পুষ্টি-কামনায় এই দুটি ইষ্টিযাগ করতে হয়।

বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ সদ্ যুক্তিমিন্দ্র সচ্যুতিং প্রচ্যুতিং জঘনচ্যুতিম্, প্রনাকাফান আভর প্রমন্দ্যামিব সক্থ্যৌ বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি। জ(চ)নীখুদদ্ যথাসকমন্তি নঃ সুষ্টুতিং নয়েতি ।। ১৭।। [১৪]

অনু.— 'বি-' (১০/১৫২/৪), 'মৃগো-' (১০/১৮০/২); 'সদ্-' (সু.), 'বি-' (সু.)।

ব্যাখ্যা— প্রথম বৈমৃধী ইষ্টিতে প্রথম দুটি এবং দ্বিতীয়টিতে পরের দুটি মন্ত্র অনুবাক্যা ও যাজ্যা। শা. ৩/১/১-৪ সূত্রে বিমৃধ্ ইন্দ্রের উদ্দেশে একটি ইষ্টিই বিহিত হয়েছে এবং সেই ইষ্টির অনুবাক্যা 'ইন্দ্র-' (ঋ. ১০/১৮০/৩) এবং যাজ্যা এখানের এই 'মৃগো-' মন্ত্রটিই।

ইন্দ্রায় দাত্রে পুনর্দাত্রে বা ।। ১৮।। [১৫]

অনু.— দাতা অথবা পুনর্দাতা ইন্দ্রের উদ্দেশে (পরবর্তী কাম্য যাগটি করতে হয়)।

যানি নো ধনানি ক্রুদ্ধো জিনাসি মন্যুনা। ইন্দ্রানুবিদ্ধি নস্তান্যনেন হবিষা পুনঃ। পুনর্ন ইন্দ্রো মঘবা দদাতু ধনানি শক্রো ধনীঃ সুরাধাঃ। অস্মদ্র্যক্কৃণুতাং যাচিতো মনঃ শ্রুষ্টী ন ইন্দ্রো হবিষা মৃধাতীতি ।। ১৯।। [১৬]

অনু.— 'যানি-' (সু.), 'পুন-' (সু.) (ঐ ইষ্টির প্রধানযাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— দাতা ও পুনর্দাতা ইন্দ্রের অনুবাক্যা একই, যাজ্যাও এক।

আশানাম্ আশাপালেভ্যো বা ।। ২০।। [১৭]

অনু.— আশাদের অথবা আশাপালদের উদ্দেশে (কাম্য যাগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— এই কাম্য যাগের নাম 'আশাপালেষ্টি'।

আশানামাশাপালেভ্যশ্চতুর্ভ্যো অমৃতেভ্যঃ। ইদং ভূতস্যাধ্যক্ষেভ্যো বিধেম হবিষা বয়ম্। বিশ্বা আশা মধুনা সংসৃজাম্যনমীবা আপ ওষধয়ঃ সন্তু সর্বাঃ। অয়ং যজমানো মৃধো ব্যস্যত্বগৃভীতাঃ পশবঃ সন্তু সর্ব ইতি ।। ২১।। [১৮]

অনু.— (প্রধানযাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'আশা-' (সু.), 'বিশ্বা-' (সু.)।

ব্যাখ্যা— এখানেও দেবতাভেদে অনুবাক্যার ও যাজ্যার কোন ভেদ নেই।

লোকেষ্টিঃ। পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌর্ ইতি দেবতাঃ ।। ২২।। [১৯, ২০]

অনু.— (এ-বার) 'লোকেষ্টি'। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যৌ (এই যাগের প্রধান) দেবতা।

ব্যাখ্যা— 'দেবতাঃ' পদটি সূত্রে না বললেও চলত, তবুও তা বলার উদ্দেশ্য হল এঁরা তিন জনেই পৃথক্ পৃথক্ দেবতা, অনুবাক্যায় ও যাজ্যায় তিন জনেরই নাম আছে বলে এঁরা যে মিলিতভাবে একটি দেবতা, তা নয়। এ থেকে আরও বুঝতে হবে যে, অনুবাক্যা ও যাজ্যায় যাঁর নাম থাকে তিনিই প্রদেয় আহুতির দেবতা হন।

পৃথিবীং মাতরং মহীমন্তরিক্ষমুপব্রুবে। বৃহতীমূতয়ে দিবম্।।
বিশ্বং বিভর্তি পৃথিব্যন্তরিক্ষং বিপপ্রথে। দুহে দ্যৌর্বৃহতী পয়ঃ।।
বর্ম মে পৃথিবী মহ্যন্তরিক্ষং স্বস্তয়ে। দ্যৌর্মে শর্ম মহি শ্রব।। ইতি তিস্রস্ ত্রয়াণাম্ ।। ২৩।। [২১]

অনু.— 'পৃথিবীং-' (সূ.), 'বিশ্বং-' (সূ.), 'বর্ম-' (সূ.) এই তিনটি (মন্ত্র) তিন (প্রধানযাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— ছটি মন্ত্রের স্থানে তিনটি মন্ত্র কিভাবে তিন দেবতার অনুবাক্যা ও যাজ্যা হতে পারে তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে। পরবর্তী সূত্রটি থেকে বোঝা গেলেও 'তিস্রস্ ত্রয়াণাম্' বলার কারণ পরবর্তী সূত্রের ব্যাখ্যায় দ্র.।

প্রথমে প্রথমস্যোত্তমে মধ্যমস্যোত্তমা প্রথমা চোত্তমস্য ।। ২৪।। [২২]

অনু.— প্রথম দুটি (মন্ত্র) প্রথম (প্রধানযাগের), শেষ দুটি (মন্ত্র) মধ্যবর্তী (প্রধানযাগের এবং) শেষ ও প্রথম (মন্ত্র) শেষ (প্রধানযাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— প্রথম দুটি মন্ত্র পৃথিবীর, শেষ দুটি অন্তরিক্ষের এবং শেষ ও প্রথম মন্ত্রটি দ্যৌ দেবতার অনুবাক্যা ও যাজ্যা। শুধু এখানে নয়, যেখানেই তিন দেবতার উদ্দেশে তিনটি মাত্র মন্ত্র অনুবাক্যা এবং যাজ্যা হিসাবে বিহিত হবে সেখানেই কোন্ দুই মন্ত্র কোন্ দেবতার উদ্দিষ্ট তা এই নিয়মেই স্থির করতে হবে। পূর্বসূত্রের 'তিস্রস্-' এই বক্তব্যেরই ভূমিকা।

একাদশ কণ্ডিকা (২/১১)

[কাম্য ইষ্টি— মিত্রবিন্দা, সুষাশ্বগুরীয়া, সংজ্ঞানী, ঐন্দ্রামারুতী, ঐন্দ্রাবার্হস্পত্য]

মিত্রবিন্দা মহাবৈরাজী ।। ১।।

অনু.— (এ-বার) মিত্রবিন্দা মহাবৈরাজী (ইষ্টি বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— বন্ধুপ্রাপ্তি অথবা পারস্পরিক সৌহার্দ্য-স্থাপনের জন্য এই যাগটি করা হয়ে থাকে।

অগ্নিঃ সোমো বরুণো মিত্র ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ সবিতা পূষা সরস্বতী ত্বষ্টেত্যেকপ্রদানাঃ ।। ২।।

অনু.— (এই ইষ্টির প্রধান যাগে রয়েছেন) অগ্নি, সোম, বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, সবিতা, পূষা, সরস্বতী, ত্বষ্টা— এই একপ্রদান দেবতারা।

ব্যাখ্যা— এঁদের সকলের উদ্দেশে একসাথে সব দ্রব্য নিয়ে একটিমাত্র আহুতি দিতে হয়।

অগ্নিঃ সোমো বরুণো মিত্র ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ সবিতা যঃ সহস্রী। পূষা নো গোভিরবসা সরস্বতী ত্বষ্টা রূপেণ সমনক্তু যজ্ঞম্ ।। ৩।।

অনু.— (প্রধানযাগে অনুবাক্যা হচ্ছে) 'অগ্নিঃ-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— শা. ৩/৭/৪ অনুসারে অনুবাক্যা সূত্রপঠিত এই মন্ত্রটিই, তবে 'রূপাণি', 'যজ্ঞৈঃ' এই দুটি পাঠান্তর আছে।

প্রতিলোমম্ আদিশ্য যজেদ্ যে৩ যজামহে ত্বষ্টারং সরস্বতীং পূষণং সবিতারং বৃহস্পতিমিন্দ্রং মিত্রং বরুণং সোমমগ্নিং ত্বষ্টা রূপাণি দধতী সরস্বতী ভগং পূষা সবিতা নো দদাতু। বৃহস্পতির্দদদিন্দ্রঃ সহস্রং মিত্রো দাতা বরুণঃ সোমো অগ্নির্ ইতি ।। ৪।।

অনু.— (যাজ্যায় ঐ দেবতাদের নাম) বিপরীতক্রমে উল্লেখ করে যাজ্যাপাঠ করবেন— 'যে৩-' (সু.)।

ব্যাখ্যা— ২ নং সূত্রে যে ক্রমে দেবতাদের নাম রয়েছে যাজ্যায় তার বিপরীত ক্রমে তাঁদের নাম উল্লেখ করতে হয়। ঐন্দ্রামারুতী ইষ্টির যাজ্যা-প্রসঙ্গে (আ. ২/১১/১৫-১৭) বলা হয়েছে যে, 'উত্পত্তিক্রম' (যাগের বিধানের সময় যে ক্রমে শাস্ত্রে দেবতাদের উল্লেখ থাকে) এবং 'যাগক্রমে'র (যে ক্রমে আহুতির বিধান হয়) মধ্যে বিরোধ ঘটলে যাগক্রমের আগে পর্যন্ত উত্পত্তিক্রম অনুযায়ী এবং তার পরে যাগক্রম অনুযায়ী অনুষ্ঠান হবে। এখানে তাই ঐ নিয়ম অনুসারে এবং এই সূত্রের 'প্রতিলোমম্ আদিশ্য' এই নির্দেশ অনুযায়ী যাগক্রমই অনুসৃত হবে, তবুও আবার সূত্রের মধ্যেই যাজ্যা-মন্ত্রের আগে বিপরীতক্রমে দেবতাদের নাম উল্লেখ করায় এবং 'যজেত্' পদটি থাকা সত্ত্বেও 'যে৩ যজামহে' বলার তাৎপর্য হল এই যে, প্রধানযাগের যাজ্যাতেই এই বিপরীতক্রম অনুসরণ করতে হবে, অন্যত্র (আবাহন ও প্রযাজ ছাড়াও) স্বিষ্টকৃত্ এবং সূক্তবাকের নিগদের ক্ষেত্রে ক্রম কিন্তু স্বাভাবিকই থাকবে। সূত্রটি করার আর একটি অভিপ্রায় হল ২/১৫/৭ সূত্রকে উপেক্ষা করে এখানে বরুণ দেবতারও উপাংশুত্ব সিদ্ধ করা। কা. শ্রৌ. ৫/১২/১১, ১২ সূত্রে এই অনুবাক্যা ও যাজ্যা মন্ত্রই পাওয়া যায়, তবে সেখানে পাঠ একটু ভিন্ন। শা. ৩/৭/৪ অনুসারে সূত্রপঠিত 'ত্বষ্টা-' মন্ত্রটিই যাজ্যা, তবে পাঠে কিছুটা পার্থক্য আছে।

অষ্টৌ বৈরাজতন্ত্রাঃ ।। ৫।।

অনু.— (এই) আটটি হচ্ছে বৈরাজতন্ত্র (যাগ)।

ব্যাখ্যা— ২/১০/১৩-২/১১/১ পর্যন্ত যে আটটি কাম্য ইষ্টির কথা বলা হল সেগুলি 'বৈরাজতন্ত্র' ইষ্টি অর্থাৎ এই ইষ্টিগুলিতে সামিধেনীতে ধায্যা এবং স্বিষ্টকৃতে বিরাজ্ মন্ত্র পাঠ করতে হবে (২/১/৪১ সূ. দ্র.)।

তাসাম্ আদ্যাঃ ষড্ একহবিষঃ ।। ৬।।

অনু.— ঐগুলির (মধ্যে) প্রথম ছটি একদেবতা (-সম্পর্কিত)।

ব্যাখ্যা— আটটি ইষ্টির মধ্যে প্রথম ছটিতে প্রধানযাগে একজন করে দেবতা। পূর্ববর্তী সূত্রগুলি থেকেই এ-কথা বোঝা গেলেও 'হবিঃ' বলতে যে প্রধানযাগের দেবতাকেই বোঝায় তা সূচিত করার উদ্দেশেই এই সূত্র।

স্নুষাশ্বশুরীয়য়াভিচরন্ যজেত ।। ৭।।

অনু.— শত্রুহত্যার সঙ্কল্প করে স্নুষাশ্বশুরীয়া (ইষ্টি দ্বারা) যাগ করবেন।

ইন্দ্রঃ সূরো অতরদ্ রজাংসি স্নুষা সপত্না শ্বশুরোঽহমস্মি। অহং শত্রূন্ জয়ামি জর্হৃষাণোঽহং বাজং জয়ামি বাজসাতৌ।। ইন্দ্রঃ সূরঃ প্রথমো বিশ্বকর্মা মরুত্বাঁ অস্তু গণবান্ সজাতৈঃ মম স্নুষা শ্বশুরস্য প্রবি(শি)ষ্টৌ সপত্না বাচং মনস উপাসতাম্ ।। ৮।।

অনু.— (এই ইষ্টিতে প্রধানযাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'ইন্দ্রঃ সূরো-' (সূ.), 'ইন্দ্রঃ সূরঃ—' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— মন্ত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ইন্দ্র অথবা সূর ইন্দ্র এই ইষ্টির প্রধান দেবতা।

জুষ্টো দমূনা অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায়েতি সংযাজ্যে ।। ৯।।

অনু.— 'জুষ্টো-' (৫/৪/৫), 'অগ্নে-' (৫/২৮/৩) স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

বিমতানাং সংমত্যর্থে সংজ্ঞানী ।। ১০।।

অনু.— বিরুদ্ধ মতবাদীদের (মধ্যে) ঐকমত্যের উদ্দেশে সংজ্ঞানী (ইষ্টি করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে এই ইষ্টির অনুষ্ঠান হয় প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের উদ্দেশে। 'যঃ সমানৈর্ মিথো বিপ্রিয়ঃ স্যাত্ তম্ এতয়া যাজয়ত্' এই শ্রুতিবাক্যই প্রমাণরূপে তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন। শা. ৩/৬/১ সূত্রেও বলা হয়েছে "জ্ঞাতয়োঽ-সংবিদানা বহুদেবতাম্ ইষ্টিং নির্বপেরন্"।

অগ্নির্ বসুমান্ সোমো রুদ্রবান্ ইন্দ্রো মরুত্বান্ বরুণ আদিত্যবান্ ইত্যেকপ্রদানাঃ ।। ১১।।

অনু.— (এই ইষ্টিতে প্রধানযাগে আছেন) বসুমান্ অগ্নি, রুদ্রবান্ সোম, মরুত্বান্ ইন্দ্র, আদিত্যবান্ বরুণ (এই) একপ্রদানা দেবতারা।

অগ্নিঃ প্রথমো বসুভির্নো অব্যাত্ সোমো রুদ্রৈর্ অভি রক্ষতু ত্মনা। ইন্দ্রো মরুদ্ভির্ঋতুথা কৃণোত্বাদিত্যৈর্নো বরুণঃ শর্ম যংসত্।। সমগ্নির্বসুভির্নো অব্যাত্ সং সোমো রুদ্রিয়াভিস্তনূভিঃ। সমিন্দ্রো রাতহব্যো মরুদ্ভিঃ সমাদিত্যৈর্বরুণো বিশ্ববেদা ইতি ।। ১২।।

অনু.— (প্রধানযাগে অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'অগ্নিঃ-' (সূ.), 'সমগ্নি-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— শা. ৩/৬/২ সূত্রে ঠিক এই দুটি মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

ঐন্দ্রামারুতীং ভেদকামাঃ ।। ১৩।।

অনু.— বিভেদকামীরা ঐন্দ্রামারুতী (ইষ্টি করবেন)।

ব্যাখ্যা— রাজায়-প্রজায় বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে আহিতাগ্নিদের এই ইষ্টিযাগ করতে হয়। প্রধানযাগের দেবতা ইন্দ্র এবং মরুত্। পরবর্তী সূত্রে কেবল মরুতের মন্ত্র বিহিত হওয়ায় বুঝতে হবে এঁরা যুগ্ম দেবতা নন, প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ দেবতা। যদিও বৃত্তিকার বলেছেন— 'তেষাম্ অস্যাম্ অধিকার একৈকস্যৈব', কিন্তু সিদ্ধান্তীর মতে "অত্র ভেদকামা ইতি বহুবচনং সমেত্য বহবঃ কুর্যুঃ"— 'ভেদকামাঃ' পদে বহুবচন থাকায় যজমানেরা পৃথক্ পৃথক্ নন, অনেকে সমবেত হয়েই এই যাগটি করবেন।

মরুতো যস্য হি ক্ষয়ে প্র শর্ধায় মারুতায় স্বভানব ইতি ।। ১৪।।

অনু.— (মরুতের অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'মরুতো-' (১/৮৬/১), 'প্র-' (৫/৫৪/১)।

ব্যাখ্যা— ইন্দ্রের অনুবাক্যা ও যাজ্যা ১/৬/২ সূত্র অনুযায়ীই হবে।

ঐন্দ্রীম্ অনূচ্য মারুত্যা যজেন্ মারুতীম্ অনূচ্যৈন্দ্র্যা যজেত্ ।। ১৫।।

অনু.— ইন্দ্র দেবতার (মন্ত্র) অনুবাক্যা-রূপে পাঠ করে মরুত্দেবতার (মন্ত্র) দ্বারা যাজ্যা পাঠ করবেন। মরুত্ দেবতার (মন্ত্র) অনুবাক্যা-রূপে পাঠ করে ইন্দ্রদেবতার (মন্ত্র) দ্বারা যাজ্যা পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— অনূচ্য = অনু-বচ্ + ল্যপ্; অধ্বর্যুর নির্দেশের পরে (অনু) অনুবাক্যা-রূপে পাঠ করে। অধ্বর্যুর নির্দেশ মানে অধ্বর্যুকর্তৃক 'প্রৈষ' (= নির্দেশ) মন্ত্রের পাঠ।

ইন্দ্রং পূর্বং নিগমেষু মরুতো বা ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— (নিগদমন্ত্রগুলিতে দেবতার) নাম-উল্লেখের ক্ষেত্রে ইন্দ্রকে অথবা মরুত্গণকে আগে (উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যাগের উত্পত্তিক্রম না থাকলে প্রধানের ক্রমই অনুষ্ঠানের সর্বত্র অনুসৃত হয়ে থাকে। এখানে কিন্তু প্রধানযাগের কোনও ক্রম নেই, কারণ ইন্দ্র ও মরুত্ পরস্পর নিবিড়ভাবে মিশে রয়েছেন এবং তাঁদের একের অনুবাক্যা ও অপরের যাজ্যা ক্রমে মিলিত হলেই ইন্দ্র-মরুত্ ইষ্টি নির্বাহিত হতে পারে। আবাহন প্রভৃতি নিগদে (অঙ্গে) তাই এই দুই দেবতার মধ্যে যে-কোন একজনের নাম যথেচ্ছভাবে আগে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সূত্রে যা বলা হয়েছে তা অবশ্য সূত্রকারের নিজের মত নয়। তিনি এই মতের বিরোধী এবং তাঁর নিজের অভিমত কি তা তিনি পরবর্তী সূত্রে বলছেন।

ইন্দ্রং বা প্রধানাদ্ ঊর্ধ্বং মরুতঃ ।। ১৭।। [১৬]

অনু.— ইন্দ্রকেই প্রধানের (ক্রম) হেতু মরুতের পরে (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— আশ্বলায়নের মতে ১৫নং সূত্রে আগে মরুতের উদ্দেশে যাজ্যার বিধান থাকায় আবাহন প্রভৃতি সমস্ত নিগদেই মরুতের নামের পরে ইন্দ্রের নাম উল্লেখ করতে হবে। উত্পত্তিক্রম না থাকলে প্রধানযাগের ক্রমই অঙ্গসমূহে অনুসরণ করতে হয়। যদি কোথাও উত্পত্তিক্রম এবং প্রধানক্রম দুইই ভিন্ন থাকে এবং এই দুই ক্রমে বিরোধ হয় তাহলে প্রধানক্রমের আগে পর্যন্ত উত্পত্তিক্রম এবং তার পরে প্রধানযাগের ক্রম অনুসরণ করতে হয়। এখানে যাজ্যা থেকে প্রধানযাগের ক্রম বোঝা যাচ্ছে বলে মরুতের নামই নিগদগুলিতে (অঙ্গে) আগে উল্লেখ করতে হবে। সূত্রে 'বা' = নিশ্চিতই, অবশ্যই। সূত্রটির আক্ষরিক অর্থ অবশ্য এইরকম— অথবা (নিগদে ইন্দ্রের নাম আগে উল্লেখ করবেন এবং) ইন্দ্রকে (উদ্দিষ্ট করেই আগে আহুতি দেবেন)। প্রধানযাগের পরে মরুত্গণকে (নিগদে আগে উল্লেখ করবেন)। "যাজ্যায়া এবোদ্দেশতায়াঃ প্রতিপাদকত্বাত্, আবাহনাদিবদ্ অনুবাক্যায়া দেবতাদ্রব্যস্বরূপপ্রতিপাদকত্বাত্ মারুত এবাত্র যাগঃ পূর্বং ক্রিয়তে পশ্চাদ্ ঐন্দ্রঃ" (না.)।

প্রকৃত্যা সম্পত্তিকামাঃ সংজ্ঞানীং চ ।। ১৮।। [১৭]

অনু.— সম্পত্কামী (ব্যক্তি)-রা (এই ঐন্দ্রামারুতী ইষ্টির) স্বাভাবিকভাবে (অনুষ্ঠান করবেন) এবং সংজ্ঞানী (ইষ্টিও করবেন)।

ব্যাখ্যা— সম্পত্কামীরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রাপ্য সম্পদের কামনায় মরুত্ ও ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশে প্রকৃতিযাগের মতোই এই যাগের অনুষ্ঠান করে তার পরে সংজ্ঞানী ইষ্টিরও (১০নং সূ. দ্র.) অনুষ্ঠান করবেন। এই যাগও মিলিতভাবে নয়, প্রত্যেক যজমানকে পৃথক্‌ভাবে করতে হয়।

ঐন্দ্রাবার্হস্পত্যাং প্রধৃষ্যমাণাঃ ।। ১৯।। [১৮]

অনু.— শত্রুদের দ্বারা অভিভূত (ব্যক্তিরা) ঐন্দ্রাবার্হস্পত্য ইষ্টি করবেন।

আ ন ইন্দ্রাবৃহস্পতী অস্মে ইন্দ্রাবৃহস্পতী ইতি যদ্যপীন্দ্রায় চোদয়েয়ুঃ ।। ২০।। [১৯]

অনু.— যদিও (অধ্বর্যু) ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রৈষ দেন (তাহলেও অনুবাক্যা এবং যাজ্যা হবে) 'আ-' (৪/৪৯/৩), 'অস্মে-' (৪/৪৯/৪)।

ব্যাখ্যা— হবির্নির্বাপের সময়ে ইন্দ্র-বৃহস্পতি অথবা বৃহস্পতির উদ্দেশে নির্বাপ করে প্রৈষদানের সময়ে অধ্বর্যুরা যদি ইন্দ্রেরই উদ্দেশে প্রৈষ দেন তাহলেও হোতা কিন্তু অনুবাক্যা ও যাজ্যা পাঠ করবেন ইন্দ্র-বৃহস্পতিরই উদ্দেশে এবং এই দুই মন্ত্রেই। এখানে সূত্রে 'আ ন ইন্দ্রাবৃহস্পতী ইতি দ্বে' না বলে দ্বিতীয় মন্ত্রটিও কেন উদ্ধৃত করা হল তা স্পষ্ট নয়।

দ্বাদশ কণ্ডিকা (২/১২)
[পবিত্র-ইষ্টি]

পবিত্রেষ্ট্যাম্ ।। ১।।

অনু.— পবিত্র-ইষ্টিতে।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে পবিত্র-ইষ্টির সূত্রগুলি আশ্বলায়নের নিজের রচনা নয়, অন্য গ্রন্থ থেকে তুলে এনে এখানে সেগুলি প্রক্ষেপ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আশ্বলায়ন-গৃহ্যপরিশিষ্টেও এই ইষ্টির আলোচনা আছে। যদি বর্তমান সূত্রগুলি সত্যই এই গ্রন্থের অন্তর্গত হয়, তাহলে পরিশিষ্ট অংশে আবার পবিত্রেষ্টির আলোচনা করার কোন প্রয়োজনই পড়ে না। সিদ্ধান্তীও এই সূত্রগুলির সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী দ্বাদশ কণ্ডিকার শুরু 'বর্ষকামেষ্টিঃ কারীরী' সূত্র দিয়ে।

অপামিদং ন্যয়নং সমুদ্রস্য নিবেশনম্। অন্যাস্তে অস্মত্ তপন্তু হেতয়ঃ পাবকো অস্মভ্যং শিবো ভব। নমস্তে হরসে শোচিষে নমস্তে অস্ত্বর্চিষে। অন্যাস্তে অস্মত্তপন্তু হেতয়ঃ পাবকো অস্মভ্যং শিবো ভবেতি পাবকবত্যৌ ধায্যে ।। ২।।

অনু.— (এই ইষ্টিতে) 'অপা-' (সূ.), 'নম-' (সূ.) এই দুই পাবকবতী (মন্ত্র) ধায্যা।

ব্যাখ্যা— পবিত্র-ইষ্টিতে এই দুটি মন্ত্র প্রকৃতিযাগের অপেক্ষায় সামিধেনীর অন্তর্গত দুই অতিরিক্ত মন্ত্র। 'পাবকবতী' মানে পাবক-শব্দবিশিষ্ট।

পাবকবন্তাব্ আজ্যভাগৌ ।। ৩।।

অনু.— দু-টি পাবকবান্ (মন্ত্র হবে) দুই আজ্যভাগ।

ব্যাখ্যা— দুই আজ্যভাগের অনুবাক্যা হবে দুই পাবকবান্ মন্ত্র। মন্ত্রদু'টি পরবর্তী সূত্রে উল্লেখ করা হচ্ছে। বৃত্তিকারের মতে ১/৫/৪১ সূত্র অনুযায়ী 'আজ্যভাগৌ' শব্দটি এখানে না থাকলেও চলত, তবুও তা উল্লেখ করায় স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এই সূত্রটি প্রক্ষিপ্ত।

অগ্নী রক্ষাংসি সেধতি। যো ধারয়া পাবকয়েতি ।। ৪।।

অনু.— 'অগ্নী-' (৭/১৫/১০), 'যো-' (৯/১০১/২) এই (দুটি ঋক্ আজ্যভাগের অনুবাক্যা)।

ব্যাখ্যা— প্রথমটি অগ্নির এবং দ্বিতীয়টি সোমের অনুবাক্যা।

ঋচৌ যাজ্যে। যত্ তে পবিত্রমর্চিষ্যা কলশেষু ধাবতীতি। পবিত্র ইত্যেতে ।। ৫।।

অনু.— 'যত্-' (৯/৬৭/২৩), 'আ-' (৯/১৭/৪) এই দুটি ঋক্‌মন্ত্র যাজ্যা। এই দুটি (ঋক্‌মন্ত্র) 'পবিত্র' (নামে চিহ্নিত)।

ব্যাখ্যা— পবিত্র-শব্দযুক্ত এই দুটি মন্ত্র দুই আজ্যভাগের যাজ্যা। লক্ষণীয় যে, এখানে প্রকৃতিযাগের যজুর্মন্ত্র যাজ্যা নয়, উল্লিখিত ঋক্‌মন্ত্রই যাজ্যা।

অগ্নিঃ পবমানঃ সরস্বতী প্রিয়া অগ্নিঃ পাবকঃ সবিতা সত্যপ্রসবোঽগ্নিঃ শুচির্ বায়ুর্ নিযুত্বান্ অগ্নির্ ব্রতপতির্ দধিক্রাবাগ্নির্ বৈশ্বানরো বিষ্ণুঃ শিপিবিষ্টঃ ।। ৬।।

অনু.— (প্রধানযাগের দেবতা) পবমান অগ্নি, প্রিয়া সরস্বতী, পাবক অগ্নি, সত্যপ্রসব সবিতা, শুচি অগ্নি, নিযুত্বান্ বায়ু, ব্রতপতি অগ্নি, দধিক্রাবা, বৈশ্বানর অগ্নি, শিপিবিষ্ট বিষ্ণু।

উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াস্বিমা জুহ্বানা যুষ্মদা নমোক্তিঃ ।। ৭।।

অনু.— (সরস্বতীর অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'উত-' (৬/৬১/১০), 'ইমা-' (৭/৯৫/৫)।

বায়ুরগ্রেগা যজ্ঞপ্রীর্বায়ো শুক্রো অয়ামি তে ।। ৮।।

অনু.— (নিযুত্বান্ বায়ুর) 'বায়ু-' (খিল ৫/৬/১), 'বায়ো-' (৪/৪৭/১)।

দধিক্রাব্ণো অকারিষম্ আ দধিক্রাঃ শবসা কৃষ্টীঃ ।। ৯।।

অনু.— (দধিক্রাবার) 'দধি-' (৪/৩৯/৬), 'আ দধিক্রাঃ-' (৪/৩৮/১০)।

জুষ্টো দমূনা অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায়েতি সংযাজ্যে ।। ১০।।

অনু.— স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা ও যাজ্যা 'জুষ্টো-' (৫/৪/৫), 'অগ্নে-' (৫/২৮/৩)।

সৈষা সংবৎসরম্ অতিপ্রবসতঃ ।। ১১।।

অনু.— এই সেই (পবিত্র ইষ্টি যা) একবছরের বেশী প্রবাসে বাসকারীর (পক্ষে কর্তব্য)।

শুদ্ধিকামো বা ।। ১২।।

অনু.— অথবা শুদ্ধিপ্রার্থী (ব্যক্তি এই পবিত্র ইষ্টির অনুষ্ঠান করবেন)।

তদ্ এষাভি যজ্ঞগাথা গীয়তে— বৈশ্বানরীং ব্রাতপতিং পবিত্রেষ্টিং তথৈব চ। ঋতাবৃতৌ প্রযুঞ্জানঃ পুনাতি দশপৌরুষম্ ইতি ।। ১৩।।

অনু.— ঐ বিষয়ে এই যজ্ঞগাথা প্রচলিত (আছে)— বৈশ্বানরী, ব্রাতপতি এবং পবিত্রেষ্টি প্রত্যেক ঋতুতে অনুষ্ঠিত হলে বংশের দশ পুরুষকে তা পবিত্র করে।

ব্যাখ্যা— যজ্ঞগাথা মানে যজ্ঞের বিষয়ে রচিত শ্লোক।

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা (২/১৩)
[কারীরী ইষ্টি]

বর্ষকামেষ্টিঃ কারীরী ।। ১।।

অনু.— বর্ষণপ্রার্থীর ইষ্টি (হচ্ছে) কারীরী।

ব্যাখ্যা— বৃষ্টির কামনায় এই যাগ করতে হয়। বৃষ্টির পূর্বাভাস পাওয়ার জন্য এই ইষ্টিতে একটি কালো ঘোড়াকে পূর্ব দিকে পশ্চিমমুখী করে রেখে শব্দ করাতে হয়— হি. গৃ. ২২/১৩ দ্র.।

তস্যাং প্রতি ত্যং চারুমধ্বরমীন্তে অগ্নিং স্ববসং নমোক্তির্ ইতি ধায্যে ।। ২।।

অনু.— (ঐ ইষ্টিতে) 'প্রতি-' (১/১৯/১), 'ঈড়ে-' (৫/৬০/১) ধায্যা।

ব্যাখ্যা— সামিধেনীর মধ্যে যথাস্থানে এই দুই মন্ত্রকে নিবিষ্ট করাতে হবে। 'তস্যাং' বলার অভিপ্রায় হচ্ছে, বর্ষণকামনায় অনেক ইষ্টিরই বিধান শাস্ত্রে আছে, কিন্তু কেবল কারীরী ইষ্টিতেই এই দুটি মন্ত্র ধায্যা হবে।

যাঃ কাশ্ চ বর্ষকামেষ্টয়োঽব্জুমন্তৌ ।। ৩।।

অনু.— বর্ষণপ্রার্থীর (করণীয়) যা-কিছু ইষ্টি (তা-তে) দুই অব্জুমান্ (মন্ত্র হবে দুই আজ্যভাগের অনুবাক্যা)।

ব্যাখ্যা— জলের উল্লেখ থাকায় এই মন্ত্রদুটিকে বোধ হয় শুভলক্ষণসম্পন্ন বলে মনে করে বর্ষণযজ্ঞেও প্রয়োগ করা হয়। দ্র. যে, গ্রন্থান্তরে 'বর্ষকামেষ্ট্যাঃ' পাঠও পাওয়া যায়।

অপ্স্বগ্নে সধিষ্টবাপ্সু মে সোমো অব্রবীদ্ ইতি ।। ৪।।

অনু.— ('অব্জুমান্' মন্ত্রদুটি হল) 'অপ্স্ব-' (৮/৪৩/৯), অপ্সু-' (১০/৯/৬)।

ব্যাখ্যা— ৬/১৩/৭ সূত্র অনুযায়ী 'অব্জুমান্' মন্ত্র বলতে অব্জু-শব্দযুক্ত গায়ত্রীছন্দের মন্ত্রকেই বুঝতে হবে। ঐ একই প্রতীকে ('অপ্সু মে-') শুরু অনুষ্টুপ্ ছন্দের ঋ. ১/২৩/২০ মন্ত্রটিকে এখানে তাই গ্রহণ করলে চলবে না।

অগ্নির্ ধামচ্ছন্ মরুতঃ সূর্যঃ ।। ৫।।

অনু.— (প্রধানদেবতা) ধামচ্ছদ্ অগ্নি, মরুত্, সূর্য।

তিস্রশ্ চ পিণ্ড্য উত্তরাঃ ।। ৬।।

অনু.— (এ-ছাড়া এই ইষ্টিতে) পরবর্তী তিনটি পিণ্ডীও (আহুতি দিতে হবে)।

ব্যাখ্যা— পিণ্ডী : পিণ্ড দ্বারা অনুষ্ঠেয় যাগ। 'তিস্রশ্' বলায় যদিও দেবতা অভিন্ন তবুও 'সমানাং-' (১/৩/২১) সূত্র অনুসারে নিগমে একবার নয়, তিনবারই নাম উল্লেখ করতে হবে। এ-ছাড়া অনুবাক্যা এবং যাজ্যাও ভিন্ন বলে পৃথক্ উল্লেখই করণীয়।

হিরণ্যকেশো রজসো বিসার ইতি যে ত্বন্ত্যা চিদচ্যুতা ধামন্ তে বিশ্বং ভুবনমধি শ্রিতমিতি বা বাশ্রেব বিদ্যুন্ মিমাতি পর্বতশ্চিন্ মহি বৃদ্ধো বিভায় সৃজন্তি রশ্মিমোজসা বহ্নিভৈর্বিহরন্ যাসি তন্তুমুদীরয়থা মরুতঃ সমুদ্রতঃ প্র বো মরুতস্তবিষা উদন্যব আ যং নরঃ সুদানবো দদাশুষে বিদ্যুন্ মহসো নরো অশ্মদিদ্যবঃ কৃষ্ণং নিয়ানং হরয়ঃ সুপর্ণা নিযুত্বন্তো গ্রামজিতো যথা নরঃ ।। ৭।।

অনু.— (প্রধানযাগে অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'হিরণ্য-' (১/৭৯/১, ২) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্র) অথবা 'ত্বন্ত্যা-' (৬/২/৯) এবং 'ধামন্-' (৪/৫৮/১১); 'বাশ্রেব-' (১/৩৮/৮), 'পর্বত-' (৫/৬০/৩); 'সৃজন্তি-' (৮/৭/৮), 'বহ্নি-' (৪/১৩/৪); 'উদী-' (৫/৫৫/৫), 'প্র-' (৫/৫৪/২); 'আ যং-' (৫/৫৩/৬), 'বিদ্যু-' (৫/৫৪/৩); 'কৃষ্ণ-' (১/১৬৪/৪৭), 'নিযু-' (৫/৫৪/৮)।

ব্যাখ্যা— দুটি দুটি মন্ত্র যথাক্রমে অগ্নি, মরুত্, সূর্য, প্রথম পিণ্ড, দ্বিতীয় পিণ্ড এবং তৃতীয় পিণ্ডের অনুবাক্যা ও যাজ্যা। যদি বিশেষণবিহীন অগ্নি দেবতা হন তাহলে 'হিরণ্য-' ইত্যাদি দুটি মন্ত্র এবং যদি ধামচ্ছদ্ অগ্নি দেবতা হন তাহলে 'ত্বং ত্যা-' ও 'ধাম-' অনুবাক্যা ও যাজ্যা হবে।

অগ্নে বাধস্ব বি মৃধো বি দুর্গহা যং ত্বা দেবাপিঃ শুশুচানো অগ্ন ইতি সংযাজ্যে ।। ৮।।

অনু.— 'অগ্নে-' (১০/৯৮/১২), 'যং-' (১০/৯৮/৮) স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

ঋচোঽনূচ্য যজুর্ভির্ একে যজন্তি ।। ৯।।

অনু.— অন্যেরা (পিণ্ডযাগে) ঋক্‌মন্ত্রগুলি অনুবাক্যারূপে পাঠ করে যজুর্মন্ত্রগুলি দ্বারা যাজ্যাপাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— ঋক্‌মন্ত্রগুলি ৭নং সূত্রেই উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু যজুর্মন্ত্রগুলি যে কি তা সূত্রকার এবং বৃত্তিকার কেউই নির্দেশ করেন নি। সিদ্ধান্তীর ভাষ্য অনুযায়ী 'ঋচোঽনূচ্য' না বললে অর্থ হত অনুবাক্যা ও যাজ্যা দুই ক্ষেত্রেই যজুর্মন্ত্র পাঠ করতে হবে। যজ্-ধাতু দ্বারা কোন নির্দেশ দিলে অনুবাক্যা ও যাজ্যা দুই-এর ক্ষেত্রেই যে সেই বিধান প্রযোজ্য হয় তা 'বৈশ্বানরস্য যজতি' (৪/৮/৩৩) সূত্র থেকেও বোঝা যায়। ঐ সূত্রের ক্ষেত্রে দেখতে পাই অগ্নিপুচ্ছের পিছনে থেকেই অনুবাক্যা ও যাজ্যা দুইই পাঠ করতে হয়।

সংস্থিতায়াং সর্বা দিশ উপতিষ্ঠেতাচ্ছা বদ তবসং গীর্ভিরাভির্ ইতি চতসৃভিঃ প্রত্যৃচং সূক্তেন সূক্তেন বা ।। ১০।। [৯]

অনু.— (যাগ) শেষ হলে সমস্ত দিক্‌কে 'অচ্ছা-' (৫/৮৩/১-৪) এই চার (মন্ত্র) দ্বারা প্রতিমন্ত্রে অথবা সূক্তে সূক্তে উপস্থান করবেন।

ব্যাখ্যা— 'সর্বা দিশ..... চতসৃভিঃ প্রত্যৃচং' বলায় সর্বত্রই সমস্ত দিকের কথা বলা থাকলে চারটি দিক্‌কেই বুঝতে হবে। 'সর্বা দিশো ধ্যায়েচ্ ছংসিষ্যন্' (আ. ৫/১৮/৪) স্থলেও তাই চারটি দিক্‌কে ধ্যান করতে হবে। কেউ কেউ বলেন, উত্তর-পূর্ব প্রভৃতি অন্তর্বর্তী দিক্‌গুলিকেও বোঝাবার জন্য সূত্রে 'সর্বাঃ' বলা হয়েছে। সংস্থাজপের আগেই এই উপস্থানমন্ত্র পাঠ করতে হবে। সিদ্ধান্তীর পাঠ অনুযায়ী 'প্রত্যৃচং-' একটি ভিন্ন সূত্র।

চতুর্দশ কণ্ডিকা (২/১৪)

[ইষ্ট্যয়ন, প্রকৃতি-বিকৃতি, যাজ্যা-অনুবাক্যার লক্ষণ]

অত ঊর্ধ্বম্ ইষ্ট্যয়নানি ।। ১।।

অনু.— এর পর ইষ্ট্যয়নগুলি (বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— সোমযাগে অয়ন হয় বর্ষব্যাপী সোমরসের আহুতি দিয়ে। এই আলোচ্য ইষ্টিগুলির অনুষ্ঠানও বর্ষব্যাপী বলে এগুলিকে 'ইষ্টি-অয়ন' বলা হয়। 'অত ঊর্ধ্বম্' বলার অভিপ্রায় এই যে, দর্শপূর্ণমাসের পরে অন্য কোন ইষ্টিযাগ করে তবে ইষ্ট্যয়নের অনুষ্ঠান করতে হবে। মতান্তরে এগুলি যে কাম্যযাগ নয় তা বোঝাবার জন্যই সূত্রে 'অত ঊর্ধ্বম্' বলা হয়েছে।

সাংবৎসরিকাণি ।। ২।।

অনু.— এগুলি সংবৎসর-নিষ্পাদ্য (যাগ)।

ব্যাখ্যা— সংবৎসরব্যাপী যাগ মানে এগুলি এক অথবা একাধিক বছর ধরে চলে। তার মধ্যে দাক্ষায়ণ, চাতুর্মাস্য ইত্যাদি যাগ অনেক বছর ধরেই চলে।

তেষাং ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যাং চৈত্র্যাং বা প্রয়োগঃ ।। ৩।।

অনু.— ঐ (বর্ষব্যাপী যাগ-) গুলির অনুষ্ঠান (আরম্ভ হয়) ফাল্গুনী অথবা চৈত্রী পূর্ণিমায়।

ব্যাখ্যা— 'তেষাং' বলায় যে অয়নগুলি দর্শপূর্ণমাসেরই ভিন্ন রূপ সেই দাক্ষায়ণ প্রভৃতি অয়নের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। ঐ যাগগুলির আরম্ভের কাল নিয়ে কোন নির্বন্ধ নেই। শা. ৩/৮/১ সূ. দ্র.।

তুরায়ণম্ ।। ৪।।

অনু.— (প্রথমে) তুরায়ণ (নামে ইষ্টি-অয়নের কথা বলা হচ্ছে)।

অগ্নির্ ইন্দ্রো বিশ্বে দেবা ইতি পৃথগ্ ইষ্টয়োঽনুসবনম্ অহর্-অহঃ ।। ৫।।

অনু.— এই যাগে প্রতিদিন প্রত্যেক সবনে অগ্নি, ইন্দ্র, বিশ্বদেব (এই দেবতাদের উদ্দেশে পৃথক্) পৃথক্ ইষ্টিযাগ (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— এই যাগে প্রাতঃসবনের সময়ে অগ্নির, মাধ্যন্দিন সবনের সময়ে ইন্দ্রের এবং তৃতীয় সবনের সময়ে বিশ্বেদেবাঃ-র উদ্দেশে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সোমযাগের সবনের অনুক্রমেই এই যাগগুলি হয়। 'অহর্-অহঃ' বলায় প্রতিদিনই যাগটি করতে হবে, কেবল পর্বদিনেই নয়। 'পৃথক্' বলায় অভিন্ন অঙ্গপরম্পরায় (সমানতন্ত্রে) অনুষ্ঠান করা চলবে না, সবনে সবনে পৃথক্ অঙ্গপরম্পরারই অনুষ্ঠান করতে হবে। কার্যবশে সকালের অনুষ্ঠানটি করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি বলে মধ্যাহ্নে সমানতন্ত্রে দুটি অনুষ্ঠান তাই করা চলবে না। শা. ৩/১১/১১-১৬ সূত্রে এই তিন দেবতারই উদ্দেশে পর্ব ছাড়া প্রতিদিন একবছর ধরে যাগটি করে যেতে বলা হয়েছে।

একা বা ত্রিহবিঃ ।। ৬।।

অনু.— অথবা (প্রতিদিন) তিন-হবি-বিশিষ্ট একটি (যাগই করবেন)।

ব্যাখ্যা— অথবা প্রতিদিন প্রত্যেক সবনে একটি করে ইষ্টি না করে প্রাতঃসবনেই অগ্নি, ইন্দ্র ও বিশ্বেদেবাঃ এই তিন দেবতার উদ্দেশে একটি মাত্র ইষ্টিযাগ করবেন। তিন দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিতে হবে অবশ্য পৃথক্ পৃথক্।

দাক্ষায়ণযজ্ঞে দ্বে পৌর্ণমাস্যৌ দ্বে অমাবাস্যে যজেত ।। ৭।।

অনু.— দাক্ষায়ণ যজ্ঞে দুটি পৌর্ণমাস (এবং) দুটি অমাবস্যা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— এই যজ্ঞে পূর্ণিমায় একই দিনে দু-বার পৌর্ণমাসযাগ এবং অমাবস্যায় একই দিনে দু-বার দর্শযাগ করতে হয়। শা. ৩/৮/৩, ৭-১০ সূ.।

নিত্যে পূর্বে যথাসংনয়তোঽমাবাস্যায়াম্ ।। ৮।।

অনু.— প্রথম দুটি (যাগ হবে) পূর্বোক্ত, (তবে) অমাবস্যায় (যাগ হয় যিনি) সান্নায্য যাগ করছেন না তাঁর মতো।

ব্যাখ্যা— দাক্ষায়ণে দুটি পৌর্ণমাস এবং দুটি দর্শ যাগ। তার মধ্যে প্রথম পৌর্ণমাস ও প্রথম দর্শ যাগ হয় প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত দর্শপূর্ণমাসেরই মতো। এর মধ্যে দর্শযাগটি হবে যিনি সান্নায্যযাগ করছেন না তাঁর মতো অর্থাৎ সেখানে প্রধানযাগের শেষ দেবতা হবেন ইন্দ্র-অগ্নি। সিদ্ধান্তীর ভাষ্য অনুযায়ী প্রথম পৌর্ণমাস ও প্রথম দর্শ যাগ দ্বারা পর্বে নিত্যকরণীয় দর্শপূর্ণমাসের ফল পাওয়া যায় বলে নিত্যকরণীয় দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠান আর এ-ক্ষেত্রে পৃথক্ করে করতে হবে না। কেউ কেউ আবার বলেন, এই সূত্রের অর্থ— আগের দিন নিত্য দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠান করতে হয়।

উত্তরয়োর্ ঐন্দ্রং পৌর্ণমাস্যাং দ্বিতীয়ম্ ।। ৯।।

অনু.— পরবর্তী দুটি (যাগের মধ্যে) পৌর্ণমাসযাগে ইন্দ্র (হবেন প্রধানযাগের) দ্বিতীয় দেবতা।

ব্যাখ্যা— দ্বিতীয় পৌর্ণমাস ও দ্বিতীয় দর্শের মধ্যে দ্বিতীয় পৌর্ণমাসে প্রধানযাগের দ্বিতীয় দেবতা হবেন ইন্দ্র।

মৈত্রাবরুণম্ অমাবাস্যায়াম্ ।। ১০।।

অনু.— অমাবস্যায় (দ্বিতীয় প্রধান) দেবতা মিত্র-বরুণ।

ব্যাখ্যা— ৯নং এবং ১০নং এই দুটি পৃথক্ সূত্রের পরিবর্তে 'উত্তরয়োর্ ঐন্দ্রমৈত্রাবরুণে' এই একটি সূত্র করলে মিতভাষী

হওয়া যেত, সংক্ষেপে কার্যসিদ্ধিও ঘটত, কিন্তু তাহলে 'অগ্ন্যাধেয়-' (২/১৫/৩) সূত্রের নির্দেশ অনুসারে পাঠ্য মন্ত্রগুলি উপাংশুস্বরে পাঠ করতে হত। যাতে উচ্চস্বরেই অনুষ্ঠান হয় সেই উদ্দেশে সূত্রকার সংক্ষেপের পথে না গিয়ে দুটি পৃথক্ সূত্রই করেছেন এবং তার ফলে অনুপায়ে বাক্যের কিছুটা বাহুল্যও ঘটে গেছে। শা. ৩/৮/১৬-১৮ দ্র.।

আ নো মিত্রাবরুণা যদ্ বংহিষ্ঠং নাভিবিধে সুদানূ ইতি ।। ১১।।

অনু.— 'আ-' (৩/৬২/১৬), 'যদ্-' (৫/৬২/৯)।

ব্যাখ্যা— এই দুটি মন্ত্র দ্বিতীয় দর্শযাগে মিত্র-বরুণের অনুবাক্যা ও যাজ্যা। শা. ৩/৮/১৯ অনুসারে মন্ত্র দুটি হল 'ঋতেন-' ১/২৩/৫), 'উত-' (১/১৫৩/৪)।

প্রাজাপত্য ইড়াদধঃ ।। ১২।। [১১]

অনু.— ইড়াদধ যাগের (প্রধান) দেবতা প্রজাপতি।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে বিশেষ বিধান না থাকায় তুরায়ণের মতো এই যাগ প্রতিদিন নয়, কেবল প্রত্যেক পর্বেই অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধান্তীর মতে কিন্তু যাগটি প্রতিদিনই করণীয়। শা. মতে ইড়াদধে পূর্ণিমার দিন অগ্নি, সরস্বতী (চরু), অগ্নি-সোম, ইন্দ্র (সান্নায্য) এবং অমাবস্যার দিন অগ্নি, সরস্বতী (চরু), ইন্দ্র-অগ্নি, মিত্র-বরুণ (আমিক্ষা) দেবতা। এ ছাড়া বাজিনের অনুষ্ঠানও করতে হয়— ৩/৯ অংশ দ্র.।

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যস্তবেমে লোকাঃ প্রদিশো দিশশ্চ পরাবতো নিবত উদ্বতশ্চ। প্রজাপতে বিশ্বসৃজ্জীব ধন্য ইদং নো দেব প্রতিহর্য হব্যম্ ইতি ।। ১৩।। [১২]

অনু.— (প্রজাপতির অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'প্রজা-' (১০/১২১/১০), 'তবে-' (সু.)।

দ্যাবাপৃথিব্যোর্ অয়নম্ ।। ১৪।। [১২]

অনু.— (এ-বার) দ্যাবাপৃথিবী-অয়ন (বলা হচ্ছে)।

পৌর্ণমাসেনামাবাস্যাদ্ আমাবাস্যেনা পৌর্ণমাসাত্ ।। ১৫।। [১৩]

অনু.— অমাবস্যার আগে পর্যন্ত পৌর্ণমাস দ্বারা (এবং) পূর্ণিমার আগে পর্যন্ত অমাবস্যা দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই অয়নযাগে পৌর্ণমাসযাগের নির্ধারিত সময় (পূর্ণিমা) থেকে দর্শযাগের আগের দিন পর্যন্ত সমগ্র কৃষ্ণপক্ষে প্রত্যহ পৌর্ণমাসযাগ এবং দর্শযাগের নির্ধারিত সময় (অমাবস্যা) থেকে পরবর্তী পৌর্ণমাসযাগের আগের দিন পর্যন্ত সমগ্র শুক্লপক্ষে প্রত্যহ দর্শযাগ এইভাবে একবছর ধরে পর্যায়ক্রমে পৌর্ণমাস ও দর্শের অনুষ্ঠান করে চলতে হয়। এ-ক্ষেত্রে অবশ্যকরণীয় যে দর্শপূর্ণমাসযাগ তা বন্ধ থাকে।

অসমাম্নাতাস্বর্থাত্ তন্ত্রবিকারঃ ।। ১৬।। [১৪]

অনু.— (পূর্ণ) বিবৃতিবিহীন (উল্লেখহীন ইষ্টিগুলির) ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে পূর্ণবিবৃত অনুষ্ঠানের রূপান্তর (ঘটে থাকে)।

ব্যাখ্যা— অসমাম্নাত = অনুপদিষ্ট, উল্লেখহীন। অর্থ = যোগ্যতা অর্থাৎ দ্রব্য, দেবতা ও বর্ণনের সাদৃশ্য। তন্ত্র-বিকার = তন্ত্রের অর্থাৎ পূর্ণবিবৃত অনুষ্ঠানের বিকার বা রূপান্তর। কোন্ ইষ্টির কি বিকৃতি ঘটে তা সেই সেই সূত্রে বলা হয়েছে। যে যে ইষ্টির কথা এখানে (পূর্ণরূপে) বিবৃত হয় নি, সেগুলির ক্ষেত্রে দ্রব্য, দেবতা প্রভৃতির সাদৃশ্য ও ঐক্য দেখে

বুঝে নিতে হবে কোন্‌টি কার বিকৃতি, মূল পৌর্ণমাসযাগের অপেক্ষায় সেখানে কি কি পরিবর্তন ঘটবে। বিকৃতিযাগে দেবতা যেখানে একজন অর্থাৎ সূর্য, মিত্র ইত্যাদি, সেখানে কোন বিকার বা পরিবর্তন হবে না, পূর্ণমাসের অগ্নিদেবতার মতোই সেখানে অনুষ্ঠান হবে। দর্শ ও পূর্ণমাস উভয় স্থলেই অগ্নি আছেন বলে যাঁরা অগ্নির অনুসারী তাঁদের ক্ষেত্রে দর্শ অথবা পূর্ণমাস হচ্ছে তন্ত্র। অগ্নি-সোম ও ইন্দ্র-অগ্নির মধ্যে সোম ও ইন্দ্রের নামও আছে বলে তাঁদের অনুষ্ঠান কিন্তু অগ্নির মতো হবে না। সোমের তন্ত্র পূর্ণমাসই। ইন্দ্রের তন্ত্র দর্শ। যাঁদের নামে তিনের অধিক স্বরবর্ণ, যাঁরা বিশেষণযুক্ত এবং সোমসংযুক্ত হয়ে যাঁদের নামে দুই-তিনটি স্বরবর্ণ তাঁদের তন্ত্র পৌর্ণমাস— অগ্নি-সোম, মিত্র-বরুণ, অগ্নি-বিষ্ণু, বিশ্বে দেবাঃ, সান্তপন মরুত্, সোমাগ্নি। দুই-তিন স্বরবর্ণের হলেও যাঁদের নামের সঙ্গে সোম জড়িত নন এবং চার-পাঁচ স্বরবর্ণের মধ্যে যাঁদের নামের সঙ্গে ইন্দ্র যুক্ত তাঁদের তন্ত্র দর্শ— ইন্দ্রাগ্নি, অশ্বিদ্বয়, মরুত্, ইন্দ্র-বিষ্ণু, ইন্দ্র-বরুণ। সোমেন্দ্রের (সোম-ইন্দ্র) ক্ষেত্রে সোম প্রধান বলে তন্ত্র পূর্ণমাস; মতান্তরে তাঁর তন্ত্র দর্শ। ইন্দ্র-সোম পৌর্ণমাসের অগ্নি-সোমের অনুসারী। ইন্দ্রাগ্নি-সোমের তন্ত্র দর্শ। যেখানে দুধ, দুই, ছানা ইত্যাদি দ্রব্য আহুতি দেওয়া হয় সেখানেও দর্শযাগই তন্ত্র। যদিও এই বক্তব্যটি যুক্তি দ্বারাই সিদ্ধ হতে পারে, তবুও আলোচ্য সূত্রটি উপস্থাপিত করায় আমাদের বুঝতে হবে যে, সূত্রকার এ-কথাই বোঝাতে চাইছেন যে, পশুযাগেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। ১৬-১৯ নং সূত্রে সূত্রকার অনুক্ত যাগের তন্ত্র অর্থাৎ পূর্ণাবয়ব বা অনুষ্ঠান-পরম্পরা কি তা বলছেন। সিদ্ধান্তীর মতে তন্ত্রবিকার = তন্ত্রবিশেষ, কোন্ বিশেষ তন্ত্রটি কার। আপ. যজ্ঞ. ৩/৩১, ৪০-৪৪ সূ. দ্র.।

অধ্বর্যুর্ বা যথা স্মরেত্ ।। ১৭।। [১৫]

অনু.— অধ্বর্যু যেমন স্মরণ করেন (তেমনই হবে)।

ব্যাখ্যা— 'অধ্বর্যু' বলতে এখানে শুধু যজুর্বেদকে বুঝতে হবে। প্রকৃতি-বিকৃতির বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর না করে যজুর্বেদে যে যাগকে যার বিকৃতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেই যাগকে তারই বিকৃতি বলে মেনে নিয়ে অনুষ্ঠান করতে হবে। সামিধেনী, আজ্যভাগ, সংযাজ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অধ্বর্যুদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়ে তাঁদের মত অনুসারেই কাজ করতে হবে। বা = -ই।

বৈরাজং ত্বগ্নিমন্থনে ।। ১৮।। [১৬]

অনু.— অগ্নিমন্থনে বৈরাজতন্ত্রই (অনুসৃত হবে)।

ব্যাখ্যা— তু = -ই। অগ্নিমন্থন-সংযুক্ত ইষ্টিতে বৈরাজতন্ত্রই (২/১/৪১) অনুসৃত হবে।

ধায্যে দ্বৈবৈকে ।। ১৯।। [১৭]

অনু.— অন্যেরা (বলেন) শুধু দুটি ধায্যাই (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অপরেরা বলেন, অগ্নিমন্থনযুক্ত ইষ্টিতে দুটি ধায্যা মন্ত্র (২/১/৩০) ছাড়া আর অন্য কোন পরিবর্তন কিন্তু ঘটবে না।

দেবতলক্ষণা যাজ্যানুবাক্যাঃ ।। ২০।। [১৮]

অনু.— যাজ্যা এবং অনুবাক্যাগুলি (বিহিত) দেবতার চিহ্নযুক্ত।

ব্যাখ্যা— যাজ্যা ও অনুবাক্যায় বিহিত বা উদ্দিষ্ট দেবতার নাম অথবা চিহ্ন থাকে। সূত্রে উদ্ধৃত যে অনুবাক্যা ও যাজ্যা মন্ত্রে যে দেবতার চিহ্ন বা নাম থাকে সেই মন্ত্র সেই দেবতারই অনুবাক্যা এবং যাজ্যা বলে বুঝতে হবে। ২১-২২ নং সূত্রে 'পুরস্তাদ্-দেবতালক্ষণা,' 'উপরিষ্টাদ্-দেবতালক্ষণা' বললে এই সূত্রটি আর করতে হত না। তবুও সূত্রটি যখন করা হয়েছে তখন বুঝতে হবে যাজ্যা ও অনুবাক্যা-মন্ত্রের চিহ্ন (শব্দবিশেষ) থেকে যাগের দেবতা কে তা স্থির করতে হয়। বৈমৃধ ইষ্টিতে (২/১০/১৬-৭) তাই বৈমৃধ ইন্দ্র দেবতা। সুবাশ্বগুরীয়াতেও (২/১১/৭,৮) তাই ইন্দ্র সূর দেবতা। দ্র. যে, সূত্রে দেবতা শব্দের স্থানে 'দেবত' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

গায়ত্র্যাবতী হূতবত্যুপোক্তবতী পুরস্তাল্লক্ষণানুবাক্যা ।। ২১।। [১৯]

অনু.— গায়ত্রীছন্দ-বিশিষ্ট, আ-যুক্ত, হূত-যুক্ত, উপোক্ত-যুক্ত, মন্ত্রের প্রথমাংশে দেবতার চিহ্নযুক্ত (এমন মন্ত্রই হয়) অনুবাক্যা।

ব্যাখ্যা— হূত = √হ্বে + ক্ত = হ্বে-ধাতু। উপোক্ত = উপ-√বচ্(ব্রূ) + ক্ত = উপ-বচ্(ব্রূ) ধাতু অথবা 'উপ' এই উপসর্গযুক্ত যে-কোন ধাতু। যে মন্ত্রে গায়ত্রী ছন্দ, 'আ' এই পদ, হ্বে ধাতু, উপ-বচ্ (ব্রূ) ধাতু অথবা মন্ত্রের প্রথমার্ধে দেবতাবাচী পদ থাকে যাগে সেই মন্ত্রই হয় অনুবাক্যা। দ্র. যে, বৃত্তিকারের এবং সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রের 'উপোক্ত' পদের স্থানে 'উপোপ্ত' পাঠও পাওয়া যায়, তবে তা অশুদ্ধ পাঠ। "যাজ্যাপুরোঽনুবাক্যাসু গায়ত্রীত্রিষ্টুভৌ তদ্দেবতে পরীচ্ছেত্, হুবে হুবামহে প্রধ্যাগহ্যেদং বর্হির্নিষীদ দেবতানামেতি পুরোঽনুবাক্যালক্ষণানি পুরস্তাল্লক্ষণা পুরোঽনুবাক্যা"— শা. ১/১৭/৯, ১৪, ১৬।

ত্রিষ্টুব্বতী বীতবতী জুষ্টবত্যুপরিষ্টাল্লক্ষণা যাজ্যা ।। ২২।। [২০]

অনু.— ত্রিষ্টুপ্-যুক্ত, বীত-যুক্ত, জুষ্ট-যুক্ত, অপরাংশে চিহ্নযুক্ত মন্ত্র (হয়) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— যে মন্ত্রে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, বী-ধাতু, জুষ্ ধাতু অথবা মন্ত্রের শেষার্ধে দেবতাবাচী পদ থাকে সেই মন্ত্রই হয় যাজ্যা। "গায়ত্রীত্রিষ্টুভৌ তদ্দেবতে পরীচ্ছেত্, অদ্ধি পিব জুষস্ব মত্স্বাবৃধায়স্ব, উপরিষ্টাল্লক্ষণা যাজ্যা"— শা. ১/১৭/৯, ১৫,১৭।

অপি বান্যস্য চ্ছন্দসঃ ।। ২৩।। [২০]

অনু.— অথবা (যাজ্যা ও অনুবাক্যা) অন্য ছন্দের (হবে)।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে 'যাজ্যা' শব্দটি থাকলেও পরবর্তী (২৪ নং) সূত্রে যখন আবার ঐ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে তখন বুঝতে হবে আলোচ্য সূত্রটি যাজ্যা ও অনুবাক্যা দুই প্রকার মন্ত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। স্থলবিশেষে যাজ্যা এবং অনুবাক্যা ত্রিষ্টুপ্ ও গায়ত্রী ছাড়া অন্য কোন ছন্দেরও হতে পারে। প্রসঙ্গত ২৫ নং সূ. দ্র.।

ন তু যাজ্যা হ্রসীয়সী ।। ২৪।। [২১]

অনু.— যাজ্যা কিন্তু আরও কম (হবে না)।

ব্যাখ্যা— অনুবাক্যার অপেক্ষায় যাজ্যার দৈর্ঘ্য অর্থাৎ অক্ষরসংখ্যা কম হলে চলবে না। যেমন— অনুবাক্যা বৃহতী ছন্দের হলে যাজ্যা অনুষ্টুপ্ অথবা গায়ত্রী ছন্দের হতে পারবে না। "বর্ষীয়সী তু যাজ্যা; সমে বা"— শা. ১/১৭/১১, ১২।

নোষ্ণিহ্ ন বৃহতী ।। ২৫।। [২২]

অনু.— (যাজ্যামন্ত্র) উষ্ণিক্ (হবে) না, বৃহতী (হবে) না।

ব্যাখ্যা— ২৩ নং সূত্রে যা-ই বলা থাক, যাজ্যার ছন্দ উষ্ণিক্ অথবা বৃহতী হলে চলবে না। "উষ্ণিগ্বৃহত্যৌ বা পরিহাপ্য"— শা. ১/১৭/১০।

ক্ষামনষ্টহতদগ্ধবতীস্ তু বর্জয়েত্ ।। ২৬।। [২৩]

অনু.— ক্ষাম, নষ্ট, হত, দগ্ধ শব্দ (-যুক্ত ঋক্‌কে) কিন্তু (যাজ্যায় এবং অনুবাক্যায়) বর্জন করবেন।

ব্যাখ্যা— ২১-২৫ নং সূত্রে একবচন ও প্রথমা বিভক্তি থাকলেও এখানে বহুবচন ও দ্বিতীয়া বিভক্তি প্রয়োগ করায় বুঝিতে হবে যে, এই নিয়মটি যাজ্যা ও অনুবাক্যা দুই-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ব্যক্তে তু দৈবতে তথৈব ।। ২৭।। [২৪]

অনু.— দেবতাবাচী পদটি স্পষ্ট (উল্লিখিত) থাকলে কিন্তু ঐভাবেই (মন্ত্রটিকে প্রয়োগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বিহিত সব-কটি চিহ্ন মন্ত্রে থাক বা না থাক, যদি দেবতাবাচী পদদুটির সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকে এবং করণীয় কাজটি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়, তাহলেই ঐ মন্ত্রকে অনুবাক্যারূপে এবং যাজ্যারূপে প্রয়োগ করবেন। সিদ্ধান্তীর মতে 'স্তুতির্নাম্না বান্ধবকর্মরূপৈঃ' অর্থাৎ দেবতার স্তুতি নাম, পরিবার, কর্ম ও রূপ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। যদি কোন মন্ত্রে দেবতার নাম না থাকে কেবল পরিবার প্রভৃতি দ্বারা স্তুতিই থাকে এবং অন্য এক মন্ত্রে পরিকর প্রভৃতি দ্বারা স্তুতি না থেকে কেবল আনুষঙ্গিক (নিপাতভাক্)-রূপে দেবতার নাম থাকে, তাহলে যে মন্ত্রে পরিকর প্রভৃতি দ্বারা স্তুতি আছে সেই মন্ত্রটিকেই সংশ্লিষ্ট কর্মে অনুবাক্যারূপে অথবা যাজ্যারূপে গ্রহণ করতে হয়, ঐ অন্য মন্ত্রটিকে নয়।

লক্ষণম্ অপি বাব্যক্তে ।। ২৮।। [২৫]

অনু.— অথবা (দেবতার নাম) অস্পষ্ট থাকলে লক্ষণও (বিচার করবেন)।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রে দেবতার নাম থাকলেও যথাস্থানে এবং স্পষ্টত তা উল্লিখিত না থাকলে ২১ নং ও ২২ নং সূত্রে নির্দিষ্ট অন্যান্য চিহ্ন অনুযায়ীই কোন্ মন্ত্র অনুবাক্যা এবং কোন্ মন্ত্র যাজ্যা হবে তা স্থির করবেন। 'অব্যক্ত' বলতে বিহিত দেবতার যে নাম সেই নামের পরিবর্তে ঐ দেবতার কোন প্রসিদ্ধ (বজ্রহস্ত, ধূমকেতু ইত্যাদি) বিশেষণ অথবা সমার্থক কোন শব্দ অথবা নামটির কোন গৌণ উল্লেখকে বুঝতে হবে। সিদ্ধান্তীর মতে মন্ত্রে পরিকর প্রভৃতি দ্বারাও যদি মুখ্য স্তুতি না থাকে তাহলে গৌণ (= নিপাতভাক্ = মন্ত্রে প্রধানত নয়, প্রসঙ্গত যাঁর উল্লেখ রয়েছে) স্তুতি হলেও উদ্দিষ্ট দেবতার নামযুক্ত সেই মন্ত্রটিকেই অনুপায়ে সেখানে অনুবাক্যা অথবা যাজ্যারূপে গ্রহণ করতে হবে।

অনধিগচ্ছন্ সর্বশঃ ।। ২৯।। [২৬]

অনু.— (খুঁজে) না পেতে থাকলে সর্বপ্রকারে (স্থির করবেন)।

ব্যাখ্যা— কোন মন্ত্রেই তেমন কোন বিহিত বা অনুকূল চিহ্ন খুঁজে না পেলে সর্বতোভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে বেদের সব শাখা খুঁজে স্থির করবেন ঐ যাগে অনুবাক্যা এবং যাজ্যা মন্ত্রটি ঠিক কি হতে পারে। সিদ্ধান্তীর ভাষ্য অনুযায়ী ঋগ্বেদের মধ্যে গৌণরূপেও ঐ দেবতার উল্লেখ কোন মন্ত্রে না পাওয়া গেলে যে-কোন বেদ থেকে উপযুক্ত মন্ত্র খুঁজে বার করতে হবে।

অনধিগম আগ্নেয্যৌ ।। ৩০।। [২৭]

অনু.— (তবুও খুঁজে) না পেলে অগ্নিদেবতার (যে-কোন) দুটি মন্ত্র দ্বারা (যাজ্যা ও অনুবাক্যার কাজ চালাবেন)।

ব্যাহৃতিভির্ বা ।। ৩১।। [২৮]

অনু.— অথবা ব্যাহৃতিগুলি দ্বারা (কাজ চালাবেন)।

ব্যাখ্যা— ব্যাহৃতি = ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ। এগুলি কিভাবে পাঠ করবেন তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

দেবতাম্ আদিশ্য প্রণুয়াদ্ যজেচ্ চ ।। ৩২।। [২৯]

অনু.— দেবতাকে উল্লেখ করে প্রণব উচ্চারণ করবেন এবং যাজ্যাপাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— অনুবাক্যার দ্বিতীয়া (সিদ্ধান্তীর মতে প্রথমা) বিভক্তিতে দেবতার নাম উল্লেখ করে ভূর্ভুবঃ স্বরোওম্ এবং যাজ্যার আগু, দ্বিতীয়া বিভক্তিতে দেবতার নাম, ভূর্ভুবঃ স্বঃ, আবার প্রথমা বিভক্তিতে দেবতার নাম এবং তার পরে বৌগুষট্ বলবেন। এইভাবে বললে ২১নং ও ২২নং সূত্রের নির্দেশ অনুযায়ী দেবতার নাম যথাস্থানেই রাখা হয়।

নম্রাভ্যাং বা ।। ৩৩।। [৩০]

অনু.— অথবা দুটি নম্র (মন্ত্র) দ্বারা (অনুবাক্যা ও যাজ্যার কাজ চালাবেন)।

ব্যাখ্যা— 'নম্র' মন্ত্র কি তা পরের সূত্রে বলা হচ্ছে। "অনধিগচ্ছংস্ তদ্দেবতে নম্রাভ্যাং যজেত্"— শা. ১/১৭/১৮।

ইমমাশৃণুষী হবং যৎ ত্বা গীর্ভির্হবামহে। এদং বর্হির্নিষীদ নঃ। স্তীর্ণং বর্হিরানুষগা সদেতদুপেস্থানা ইহ নো অদ্য গচ্ছ। অহেস্তত্বা মনসেদং জুষম বীহি, হব্যং প্রযতমাহুতং ম ইতি নম্রে।। ৩৪।। [৩১]

অনু.— 'ইমমা-' (সূ.), 'স্তীর্ণং-' (সূ.) এই (হল সেই) দুটি 'নম্র' (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে নম্র শব্দটি থাকায় এই সূত্রে আবার তা না বললেও চলত। বলার অর্থ যুগ্ম-দেবতা ও গণদেবতার ক্ষেত্রে এই দুই মন্ত্র অর্থবশত নত হয় অর্থাৎ মন্ত্রের বচনে উচিত পরিবর্তন ঘটে — শৃণুতম্, শৃণুত। বাম্, বঃ। নিষীদতম্, নিষীদত। উপেস্থানে, উপেস্থানাঃ। গচ্ছতম্, গচ্ছত। জুষেথাম, জুষধম্। বীতম্, বীত। মন্ত্রে 'আসদেতদ্ উপেস্থানা' স্থলে 'আসদে ত উপেস্থান' পাঠটি সঙ্গত হতে পারে। সে-ক্ষেত্রে 'ত' (তে) স্থানে পরিবর্তন হবে বাম্, বঃ। শা—১/১৭/১৯ অংশেও এই দুটি মন্ত্রকেই 'নম্র' বলা হয়েছে। সেখান 'ম' স্থানে 'নঃ' এই পাঠ পাই।

আগ্নেয্যাব্ অনিরুক্তে ।। ৩৫।। [৩২]

অনু.— (দেবতার নামের) উল্লেখবিহীন (এই) দুটি (নম্র মন্ত্র হচ্ছে) অগ্নি-দেবতা-সম্পর্কিত (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— অনিরুক্ত = অ-নিঃ + উক্ত = উল্লেখ-বিহীন। 'নম্র' মন্ত্র দুটিতে দেবতার নাম উল্লিখিত না হয়ে থাকলেও অগ্নি হচ্ছেন এই দুই মন্ত্রের দেবতা। এই দুই মন্ত্রকে অনুবাক্যা- ও যাজ্যা-রূপে প্রয়োগ করলে ৩০ নং সূত্রের সঙ্গে সঙ্গতিও থাকে। মন্ত্রদুটিতে দেবতার নাম যে নেই তা মন্ত্র দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তবুও 'অনিরুক্তে' বলায় 'আগ্নেয়ীভ্যাম্' (৩০ নং সূত্র) স্থলে নিরুক্ত বা দেবতার নাম-বিশিষ্ট মন্ত্রকেই গ্রহণ করতে হবে।

পঞ্চদশ কণ্ডিকা (২/১৫)

[বৈশ্বানর-পার্জন্য ইষ্টি, উপাংশু-সম্পর্কিত নিয়ম]

চাতুর্মাস্যানি প্রযোক্ষ্যমাণঃ পূর্বেদ্যুর্ বৈশ্বানরপার্জন্যাম্ ।। ১।।

অনু.— (যিনি) চাতুর্মাস্য অনুষ্ঠান করবেন (তিনি) আগের দিন বৈশ্বানর-পার্জন্য (ইষ্টি করবেন)।

ব্যাখ্যা— চাতুর্মাস্যও একটি ইষ্ট্যয়ন। যে-দিন সেই ইষ্ট্যয়নের অনুষ্ঠান শুরু হবে তার আগের দিন বৈশ্বানর-পার্জন্য নামে একটি ইষ্টিযাগ করতে হয়। "ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যাং প্রয়োগশ্ চাতুর্মাস্যানাম্, চৈত্র্যাং বা, বৈশ্বানরপার্জন্যেষ্টিঃ পূর্বস্যাং পৌর্ণমাস্যাম্"— শা. ৩/১৩/১-৩।

বৈশ্বানরো অজীজনদগ্নির্নো নব্যসীং মতিম্। স্তুরা বৃধান ওজসা। পৃষ্টো দিবি পৃষ্টো অগ্নিঃ পৃথিব্যাম্। পর্জন্যায় প্র গায়ত প্র বাতা বান্তি পতয়ন্তি বিদ্যুত ইতি ।। ২।।

অনু.— (বৈশ্বানরের) 'বৈশ্বা-' (সূ.), 'পৃষ্টো-' (১/৯৮/২); (পর্জন্যের) 'পর্জ-' (৭/১০২/১), 'প্র-' (৫/৮৩/৪) এই (মন্ত্র অনুবাক্যা ও যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— শা. ৩/৩/৫ এবং ৩/১৩/৪ অনুসারে 'ঋতাবানং বৈশ্বানরম্ ঋতস্য জ্যোতিষস্পতিম্। অজস্রং ঘর্মমীমহে।।' ও 'সাক্তিং-' (৬/৭/২) বৈশ্বানরের অনুবাক্যা ও যাজ্যা; পর্জন্যের যাজ্যা 'কন্দ-' (৫/৮৩/৫)।

অগ্ন্যাধেয়প্রভৃত্যা ত উপাংশুহবিষঃ ।। ৩।। [২]

অনু— অগ্ন্যাধেয় থেকে (এই) পর্যন্ত (সমস্ত যাগের) প্রধান দেবতারা উপাংশু।

ব্যাখ্যা— অগ্ন্যাধেয় (২/১/৯ সূ. দ্র.) থেকে শুরু করে এই বৈশ্বানর-পার্জন্য (২/১৫/১ সূ. দ্র.) ইষ্টি পর্যন্ত যত যাগের কথা বলা হল সেগুলির প্রত্যেকটির প্রধানযাগের দেবতারা উপাংশু। এইজন্য এই যাগগুলি ও তাদের দেবতাদের বলা হয় 'প্রধানোপাংশু'। 'ত' স্থানে পাঠান্তর 'তা(ঃ)'। তাঃ = ঐ ইষ্টিগুলি।

সৌমিক্যঃ ।। ৪।। [৩]

অনু.— সৌমিক দেবতারা (-ও) উপাংশু।

ব্যাখ্যা— সৌমিকী = সোমযাগে উৎপন্ন অর্থাৎ যাঁদের উদ্দেশে সোমযাগেই শুধু আহুতি দেওয়া হয়, অন্য স্থান বা যাগ থেকে যাঁদের অতিদেশ (= অনুবৃত্তি) বা আগমন ঘটে না, সেই উখাসম্ভরণীয়া প্রভৃতি ইষ্টির দেবতারা।

প্রায়শ্চিত্তিক্যঃ ।। ৫।। [৪]

অনু.— প্রায়শ্চিত্ত-সম্পর্কিত দেবতারা (-ও উপাংশু)।

ব্যাখ্যা— প্রায়শ্চিত্তিকী = প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে উৎপন্ন, প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনে করণীয় ইষ্টি। আগের সূত্রে এবং এই সূত্রে সিদ্ধান্তী ইষ্টিযাগেরই উপাংশুত্ব বিহিত হয়েছে বলে মনে করেন। তাঁর মতে সৌমিকী এবং প্রায়শ্চিত্তিকী শব্দ দেবতাকে বোঝালে অগ্নীষোমীয়, সবনীয় এবং আনূবন্ধ্য পশুযাগের দেবতাদেরও উপাংশুত্ব হয়ে পড়ত, কিন্তু তা কাম্য নয়। প্রায়শ্চিত্তের দেবতাদের জন্য কণ্ডিকা ৩/১০-১৪ দ্র.।

অন্বায়াত্যৈককপালাঃ ।। ৬।। [৫]

অনু.— অন্বায়াত্য এবং এককপাল (দেবতারাও উপাংশু)।

ব্যাখ্যা— এককপাল বলতে বোঝাচ্ছে যাঁদের উদ্দেশে একটিমাত্র কপালে পুরোডাশ সেঁকে আহুতি দিতে হয় সেই দেবতারা। যেমন চাতুর্মাস্যে দ্যাবা-পৃথিবী দেবতা। সিদ্ধান্তীর মতে এখানে দুই পদকে সমাসবদ্ধ অবস্থায় উল্লেখ করায় বুঝতে হবে আগের দুই সূত্রে ইষ্টিযাগের কথাই বলা হয়েছে, এখানে বলা হয়েছে দেবতার কথা।

সর্বত্র বারুণবর্জম্ ।। ৭।। [৬]

অনু.— সর্বত্র বরুণ ছাড়া (অন্য দেবতারা উপাংশু)।

ব্যাখ্যা— এতক্ষণ যে-সব ইষ্টি ও দেবতার উপাংশুত্ব বিহিত হল তাঁদের মধ্যে বরুণ ছাড়া অন্য-সব দেবতারাই উপাংশুত্ব হবে, কেবল বরুণদেবতার উপাংশুত্ব হবে না। ৩/১২/৬; ৪/১১/৫; ৬/১৩/৮ ইত্যাদি সূ. দ্র.।

সাবিত্রশ্ চাতুর্মাস্যেষু ।। ৮।। [৭]

অনু.— চাতুর্মাস্যে সবিতার যাগ (উপাংশু হবে)।

প্রধানহবীংষি চৈকে ।। ৯।। [৮]

অনু.— অন্যেরা (বলেন) প্রধান দেবতারাও (উপাংশু)।

ব্যাখ্যা— একদলের মতে চাতুর্মাস্যের প্রধানদেবতারাও উপাংশু। সূত্রে 'হবিঃ' শব্দ থাকা সত্ত্বেও 'প্রধান' বলায় এখানে চাতুর্মাস্যের শুধু চারটি পর্বের প্রধানতম দেবতাদেরই বুঝতে হবে। ফলে পর্বের অন্তর্ভুক্ত অন্যযাগের প্রধানদেবতাদের অনুষ্ঠান উপাংশুস্বরে করা চলবে না। সিদ্ধান্তীর মতে প্রধানতম দেবতা বলতে যাঁর নামে পর্বের নাম হয়েছে, সেই বৈশ্বদেব, বরুণ,

ইন্দ্র, শুনাসীর। ৭ নং সূত্রটি যেহেতু ৯ নং সূত্রের পরে করা হয় নি তাই বরুণপ্রঘাসে বরুণের উপাংশুত্ব হবে বিকল্পে। 'একে' বলতে বিকল্পই বুঝতে হবে।

পিত্র্যোপসদঃ সতন্ত্রাঃ ।। ১০।। [৯]

অনু.— পিত্র্যা (ইষ্টি) এবং উপসদ্ (ইষ্টি) তন্ত্রসমেত (উপাংশু হবে)।

ব্যাখ্যা— এই দুই ইষ্টিতে শুধু প্রধান দেবতা বা প্রধানযাগের অনুষ্ঠানই নয়, তন্ত্র অর্থাৎ অঙ্গ-প্রধান-সমেত আগাগোড়া সমগ্র অনুষ্ঠানই হবে উপাংশু স্বরে। একেই বলে 'তন্ত্রোপাংশু'। পরবর্তী সূত্র থেকে তন্ত্রোপাংশুত্বের এই অর্থ আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হবে। সিদ্ধান্তীর মতে এই দুই ইষ্টিযাগ তন্ত্রোপাংশু হলেও আবাহনে 'আবহ দেবান্ যজমানায়' (আ. ১/৩/৬), 'আবহ জাতবেদঃ সুযজা যজ' (আ. ১/৩/২২) এই দুই স্থলে যে 'আবহ' শব্দ তা যাগীয় কোন বিশেষ দেবতার সঙ্গে যুক্ত নয় বলে 'অন্যেষাম্ অপ্যুপাংশুনাং-' (১/৩/১৫) সূত্র অনুসারে উচ্চস্বরে নয়, উপাংশুস্বরেই উচ্চারণ করতে হবে, কারণ ঐ সূত্রে 'আবহ' প্রভৃতি শব্দের যে উচ্চস্বর বিহিত হয়েছে তা যাগীয় দেবতা-সম্পর্কিত শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। স্বিষ্টকৃতে 'যক্ষদ্ অগ্নের্হোতু-' (আ. ১/৬/৮), 'যক্ষত্ স্বং মহিমানম্-' (আ. ১/৬/৮) স্থলে 'যক্ষত্' শব্দ 'অয়াট্' শব্দের স্থানে প্রযুক্ত হয়েছে বলে তা উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে। পিত্র্যা ইষ্টিতে সূক্তবাকের নিগদে 'আজ্যম্ অজুষন্ত' (আ. ১/৯/৫) স্থলে 'আজ্য' শব্দ 'ইদং হবিঃ' অংশের স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে বলে তাও উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে।

পৌনরাধেয়িকী চ প্রাগ্ উত্তমাদ্ অনুযাজাত্ ।। ১১।। [১০]

অনু.— পুনরাধেয়া (ইষ্টি)ও শেষ অনুযাজের আগে পর্যন্ত (আগাগোড়া উপাংশু হবে)।

ব্যাখ্যা— পুনরাধেয়া ইষ্টিও (২/৮/৪ সূ. দ্র.) শেষ অনুযাজের আগে পর্যন্ত সমস্ত অংশে তন্ত্রসমেত উপাংশু হবে। প্রসঙ্গত ১৮ নং সূ. দ্র.। সূক্তবাকের নিগদ পাঠ করতে হয় অনুযাজের পরে। অন্তিম অনুযাজের আগে পর্যন্ত যে যে নিগদ পাঠ্য সেগুলিতে কোন দেবতার নাম উপাংশু পাঠ করা হয়ে থাকলেও সূক্তবাকের নিগদে কিন্তু তাঁর নাম উচ্চস্বরেই পাঠ করতে হবে।

অপি বা সুমন্দ্রতন্ত্রাঃ ।। ১২।। [১১]

অনু.— অথবা সুমন্দ্রতন্ত্র (হবে)।

ব্যাখ্যা— ১০ নং এবং ১১ নং সূত্রে দেবতা এবং যাগের যে তন্ত্রসমেত উপাংশুত্ব বিহিত হয়েছে, সেখানে বিকল্পে 'তন্ত্র' অর্থাৎ সমগ্র অনুষ্ঠানপরম্পরা খুব মন্দ্র স্বরে নির্বাহিত হতে পারে। প্রধানযাগ অনুষ্ঠিত হবে কিন্তু উপাংশু স্বরেই। সুমন্দ্র মানে মন্দ্র স্বরের প্রথম দিকের কোন যম।

আগূঃ-প্রণব-বষট্কারা উচ্চৈঃ সর্বত্র ।। ১৩।। [১২]

অনু.— সর্বত্র আগূ, প্রণব এবং বষট্কার উচ্চ (হবে)।

ব্যাখ্যা— আগূ ও বষট্কারের সঙ্গে উল্লিখিত হওয়ার সংসর্গগুণে (দোষে?) প্রণব বলতে এখানে অনুবাক্যার প্রণবকেই বুঝতে হবে। যাগ প্রধানোপাংশুই হোক অথবা তন্ত্রোপাংশুই হোক, সর্বত্র আগূ, অনুবাক্যার প্রণব এবং যাজ্যার বষট্কার কিন্তু 'উচ্চ' স্বরেই (১৭ সূ. দ্র.) উচ্চারণ করতে হবে, উপাংশু স্বরে নয়। কেউ কেউ বলেন 'সর্বত্র' বলায় তন্ত্রোপাংশু হলেও সামিধেনীর প্রণবগুলিকে উচ্চস্বরেই পাঠ করতে হবে। 'আসীন-' (আ. ২/১৭/৪) স্থলে তাই প্রণবের উচ্চস্বর যাতে না হয় সেই উদ্দেশে সূত্রে বিশেষ করে উপাংশুত্ব বিহিত হয়েছে। আগূঃ— 'বৌক্ষণ-' (পা. ৮/২/৭৬)।

তথাগ্রয়ণেঽগ্রাম্ ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— আগ্রয়ণে প্রথম (যাগটিও) তেমনই (হবে)।

ব্যাখ্যা— আগ্রয়ণ ইষ্টিতে প্রথম প্রধান দেবতা (= যাগ) অগ্নি-ইন্দ্র অথবা ইন্দ্র-অগ্নির মন্ত্র উচ্চস্বরে উচ্চারিত হয়।

আহার্যস্ তু প্রাণসন্ততঃ প্রণবঃ পুরোঽনুবাক্যায়াঃ ।। ১৫।। [১৪]

অনু.— পুরোনুবাক্যার প্রণব কিন্তু এক-নিঃশ্বাসে (পাঠ) করতে হবে।

ব্যাখ্যা— আহার্য = কর্তব্য। প্রাণসন্তত = শ্বাসের নিরবচ্ছিন্নতা। উপাংশুস্বরে (১/৩/১৭ সু. দ্র.) পাঠ্য অনুবাক্যার সঙ্গে অনুবাক্যার শেষে উচ্চস্বরে উচ্চার্য (১৩ নং. সূ. দ্র.) প্রণব এক-নিঃশ্বাসে পড়ে যেতে হবে। সিদ্ধান্তী এখানে উদাহরণ দিয়েছেন এইভাবে— 'বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্। ওঁ।" তাঁর মতে আহার্যঃ = অধিকম্ আহর্তব্য ঋগন্তবিকারে = ঋক্‌মন্ত্রের শেষে কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে ঐ স্থানে অতিরিক্ত আনতে হবে, 'স্বরাদিম্ ঋগন্তম্-' (১/২/১১) সূত্র অনুসারে মন্ত্রের শেষ বর্ণে যে পরিবর্তন হওয়ার কথা তা এখানে হবে না।

তথাগূর্‌বষট্‌কারৌ যাজ্যায়াঃ ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— যাজ্যার আগূ এবং বষট্‌কার (-ও) তেমন (-ই হবে)।

ব্যাখ্যা— ১৩ নং সূত্র অনুযায়ী অনুবাক্যার শেষে পাঠ্য প্রণব (ওম্) এবং যাজ্যার প্রথমে ও শেষে পাঠ্য আগূ ও বষট্‌কার (= বৌষট্) উচ্চস্বরে পাঠ করতে হয়। ১/৩/১৭ সূত্রানুসারে উপাংশুযাগের ক্ষেত্রে অনুবাক্যা ও যাজ্যা মন্ত্র উপাংশুস্বরে পাঠ্য। এখানে ১৫-১৬ নং সূত্রে উপাংশুস্বরে পাঠ্য অনুবাক্যার সঙ্গে অনুবাক্যার শেষে উচ্চস্বরে পাঠ্য প্রণবের এবং যাজ্যার শুরুতে উচ্চস্বরে পাঠ্য আগূর সঙ্গে উপাংশুস্বরে পাঠ্য যাজ্যার এবং এই উপাংশুপাঠ্য যাজ্যার সঙ্গে যাজ্যার শেষে উচ্চস্বরে পঠনীয় বষট্‌কারের একযোগে একনিঃশ্বাসে পাঠ করে যাওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। শেষ-দুটি (১৫-১৬ নং) সূত্রের পরিবর্তে 'প্রাণসন্ততঃ প্রণবস্, তথাগূর্‌বষট্‌কারৌ' এই একটিমাত্র অথবা এইভাবে দুটি সূত্র করলেও যাজ্যা ও অনুবাক্যার উপাংশুস্বর এবং প্রাণসন্তান অর্থাৎ শ্বাসের অবিচ্ছিন্নতা সিদ্ধ হত, তবুও ঐভাবে একটি সূত্র অথবা দুটি সূত্র না করার এবং সূত্রে 'পুরোঽনুবাক্যায়াঃ' ও 'যাজ্যায়াঃ' বলার তাৎপর্য এই যে, অনুবাক্যা থেকে প্রণবকে এবং যাজ্যা থেকে আগূ ও বষট্‌কারকে বিচ্ছিন্ন করে অর্থাৎ সন্ধিবর্জন করে পাঠ করতে হবে। তবে শ্বাসের বা দমের অবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে হবে।

তন্ত্রস্বরাণ্যুপাংশোর্ উচ্চানি ।। ১৭।। [১৬]

অনু.— উপাংশুর উচ্চস্বরগুলি তন্ত্রস্বর (হবে)।

ব্যাখ্যা— ১/৩/১৫, ১৬ নং এবং ২/১৫/১৩, ১৪ নং সূত্রে উপাংশুযাগের ক্ষেত্রে যে যে শব্দের 'উচ্চ' স্বর বিহিত হয়েছে সেগুলির উচ্চারণ হবে তারস্বরে নয়, তন্ত্রস্বরে অর্থাৎ ১/৫/২৯-৩২ ইত্যাদি সূত্রে অনুষ্ঠানের যে যে অংশ পর্যন্ত যে যে স্বর বিহিত হয়েছে সেই সেই তৎকালীন স্বরে। তন্ত্রেরই সেই সেই অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে এগুলিকে 'তন্ত্রস্বর' বলে।

মন্দ্রাণ্যুপাংশুতন্ত্রাণাম্ ।। ১৮।। [১৭]

অনু.— উপাংশুতন্ত্রগুলির (ক্ষেত্রে উচ্চস্বর) মন্দ্র (স্বর হবে)।

ব্যাখ্যা— ১০ নং, ১১ নং প্রভৃতি সূত্রে যে-সব ক্ষেত্রে 'তন্ত্রোপাংশু' অর্থাৎ আগাগোড়া সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের উপাংশুত্ব বিহিত হয়েছে সেখানে প্রযোজ্য 'উচ্চ' স্বর বলতে বুঝতে হবে মন্দ্রস্বর।

ষোড়শ কণ্ডিকা (২/১৬)

[অগ্নিমন্থনীয়া, বৈশ্বদেব পর্ব, চাতুর্মাস্যব্রত]

প্রাতর্ বৈশ্বদেব্যাং প্রেষিতোঽগ্নিমন্থনীয়া অন্বাহ পশ্চাত্ সামিধেনীস্থানস্য পদমাত্রেঽবস্থায়াভিহিঙ্কৃত্য ।। ১।।

অনু.— প্রাতঃকালে বৈশ্বদেবী (ইষ্টিতে অধ্বর্যু কর্তৃক) নির্দিষ্ট (হয়ে হোতা) সামিধেনী স্থানের মাত্র এক পা (দূরে) দাঁড়িয়ে অভিহিঙ্কার করে অগ্নিমন্থনীয়া (মন্ত্রগুলি) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— বৈশ্বদেব পর্বের অনুষ্ঠানের দিন সকালে হোতা যেখানে দাঁড়িয়ে সামিধেনী মন্ত্র পাঠ করতে হয় সেই স্থানের অর্থাৎ বেদির উত্তরকোণের (১/১/২৩ সূ. দ্র.) এক পা পিছনে দাঁড়িয়ে অধ্বর্যুর কাছ থেকে 'অগ্নয়ে মথ্যমানায়ানুব্রূহি' (কা. শ্রৌ. ৫/২/১) এই প্রৈষ পেয়ে অভিহিঙ্কার করে অগ্নিমন্থনীয়া নামে মন্ত্রগুলি (২, ৪, ৭ নং সূ. দ্র.) পাঠ করবেন। অনু-√ব্রূ ধাতু দ্বারা বিহিত বলে অগ্নিমন্থনীয়া মন্ত্রগুলি অনুবচন-মন্ত্র। এগুলি তাই সামিধেনীর মতো অভিহিঙ্কার করেই পাঠ করার কথা (১/২/২৪ সূ. দ্র.), তবুও সূত্রে অভিহিঙ্কার-এর বিধান দেওয়ায় বুঝতে হবে যে, 'প্রাতরন-' (৬/১০/১২ সূ. দ্র.) ইত্যাদি স্থলে অভিহিঙ্কার নিষিদ্ধ হলেও সেখানে অগ্নিমন্থনীয়া মন্ত্রের ক্ষেত্রে অভিহিঙ্কার হতে কিন্তু কোনও বাধা থাকবে না। 'পদমাত্রে' না বললেও চলত, তবুও তা বলা হয়েছে এ-কথাই বোঝাতে যে, মাত্র এক-পা পরিমাণ দূরত্ব ছেড়ে দাঁড়াতে হবে— 'পদমাত্রে অতীতে'। সিদ্ধান্তীর মতে অবশ্য 'মাত্র' শব্দটি নিকট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দূরত্ব এক পা থেকে তাই সামান্য কম অথবা বেশী হলে কোন দোষ নেই 'পদাদ্ ঈষন্ ন্যূনে অধিকে বা নাস্তি দোষ ইতি'। মূল বক্তব্য হচ্ছে এক-পা দূরত্বে অর্থাৎ তার কাছাকাছি দাঁড়াতে হবে। ২/১৫/১ সূত্রে 'পূর্বেদ্যুঃ' বলার পরে এখানে আর 'প্রাতঃ' না বললেও চলত, তবুও তা বলায় বুঝতে হবে দর্শপূর্ণমাসের ও অন্যান্য কিছু ইষ্টির মতো পর্ব ও প্রতিপদ্ এই দু-দিন ধরে নয়, প্রতিপদেরই প্রাতঃকালে বৈশ্বদেব পর্বের সকল অনুষ্ঠান হবে, বৈশ্বানর-পার্জন্য ইষ্টির অনুষ্ঠান হবে তার আগে পর্বদিনে। "পশ্চাদ্ বেদের্ অবস্থায়াগ্নয়ে মথ্যমানায়েতি সম্প্রেষিতঃ"— শা. ৩/১৩/১৬।

অভি ত্বা দেব সবিতর্মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নস্ত্বামগ্নে পুষ্করাদধীতি তিসৃণাম্ অর্ধর্চং
শিষ্ট্বারমেদ্ আ সংপ্রৈষাত্ ।। ২।।

অনু.— (অগ্নিমন্থনীয়া ঋকমন্ত্রগুলি হচ্ছে) 'অভি-' (১/২৪/৩), 'মহী-' (১/২২/১৩), 'ত্বাম-' (৬/১৬/১৩-১৫) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের (শেষ) অর্ধমন্ত্র বাকী রেখে প্রৈষ (না পাওয়া) পর্যন্ত থেমে থাকবেন।

ব্যাখা— শেষ তৃচের 'তমু-' (৬/১৬/১৫) মন্ত্রের প্রথম অর্ধাংশ পর্যন্ত পড়ে শেষ অর্ধাংশ বাকী রেখে থেমে যাবেন। পরে আবার নূতন প্রৈষ পেলে তবে ঐ বাকী অংশ পাঠ করবেন।

অন্যত্রাপ্যন্তরৃখচোঽবসানে ।। ৩।।

অনু.— অন্যত্রও মন্ত্রের মাঝে থামলে (এই নিয়ম)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিমন্থনীয়া ছাড়া অন্য মন্ত্রের ক্ষেত্রেও যদি কোন মন্ত্রের মাঝে 'আরমেত্' (ইত্যাদি) পদ দ্বারা থেমে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় তাহলে আবার প্রৈষ না পাওয়া পর্যন্ত থেমে থাকতে হয়। ঋকের মাঝে থামতে হলেই এই নিয়ম। 'ঋচমৃচ' (৪/৬/২) স্থলে ঋকের শেষে থামতে বলায় এই নিয়ম তাই খাটবে না।

অজায়মানে ঽেতস্মিন্ন্ এবাবসানেঽগ্নে হংসি ন্যত্রিণ' ইতি সূক্তম্ আবপেত
পুনঃ পুনর্ আ জননঃ ।। ৪।। [৩, ৪]

অনু.— (মন্থন করা সত্ত্বেও আগুন) না জন্মাতে থাকলে কিন্তু এই (অর্ধমন্ত্রের) বিরতিস্থলেই আগুন না-জন্মান পর্যন্ত 'অগ্নে-' (১০/১১৮) সূক্তটি বারে বারে অতিরিক্ত (মন্ত্ররূপে পাঠ) করবেন।

ব্যাখ্যা— আবপেত = সংযোজন করবেন, অতিরিক্তরূপে পাঠ করবেন। অরণি ঘর্ষণ করা সত্ত্বেও এবং ২ নং সূত্রে নির্দিষ্ট 'তমু-' মন্ত্রের প্রথম অর্ধাংশে পর্যন্ত পাঠ হয়ে গেলেও যদি আগুন না জন্মায় তাহলে যতক্ষণ না আগুন জন্মায় ততক্ষণ ধরে 'অগ্নে-' এই সূক্তটি বারবার পাঠ করবেন। আগুন জন্মালেই নূতন প্রৈষ না পাওয়া সত্ত্বেও এই সূক্তের অবশিষ্ট মন্ত্রগুলি আর না পড়ে পরবর্তী সূত্র অনুযায়ী কাজ করবেন। দ্র. যে, সূত্রে 'অগ্নে-' এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রের সম্পূর্ণ প্রথম পাদটি উদ্ধৃত হয়েছে (প্রসঙ্গত ১/১/১৭ সূ. দ্র.), আবার পরে 'সূক্তম্' শব্দটিও উল্লিখিত হয়েছে। আ. ৪/১৩/৭ স্থলে কিন্তু এই একই

মন্ত্রে সূক্ত বোঝাতে চরণের অপেক্ষায় কম অংশই গ্রহণ করা হয়েছে এবং 'সূক্ত' শব্দেরও উল্লেখ করা হয় নি। অভিপ্রায় এখানে এই যে, একবার সূক্তটির পাঠ শুরু করা হয়ে গেলে মধ্যে আগুন জন্মালেও প্রথম মন্ত্রটির পাঠ শেষ করতেই হবে। সম্পূর্ণ চরণের উল্লেখ না করলে কেবল সূক্তকেই বুঝতে হত এবং সেই কারণে আগুন জন্মালেও একবার অন্তত সমগ্র সূক্তটির পাঠ শেষ করতে হত। সমগ্র চরণ ও সূক্ত দু-এরই উল্লেখ থাকায় আগুন জন্মালেই সূক্তটির পাঠ শেষ না হলেও থেমে যেতে হবে। 'আ জন্মনঃ' বলায় অধ্বর্যু ব্যস্ততাবশত প্রৈষ দিতে ভুলে গেলেও আগুন জন্মে গেলে সূক্তটি অসমাপ্ত রেখেই হোতা ৫ নং সূত্রানুযায়ী কাজ করবেন। 'আ জন্মনঃ' বলা সত্ত্বেও 'পুনঃ পুনঃ' বলার উদ্দেশ্য অগ্নি উৎপন্ন হচ্ছে না দেখে সূক্তটিকে ধীরে ধীরে থেমে থেমে একবার মাত্র পাঠ করলে চলবে না, বার বারই পাঠ করতে হবে। বেশ, যদি তা-ই হয়, তাহলে আ. ৪/১৫/১৭ স্থলে যেমন 'আবর্তয়েত্' বলা হয়েছে এখানেও তেমন 'সূক্তম্ আবপেত পুনঃ পুনঃ' না বলে 'সূক্তম্ আবর্তয়েত্' বললেই তো চলে। না, তা চলে না। 'ঈড়ে-' সূক্তটি সেখানে আগে (আ. ৪/১৫/৭) থেকেই বর্তমান বলে শুধু 'আবর্তয়েত্' বলা হয়েছে। এখানে আবাপ ও পুনরাবৃত্তি দুটিই একই সাথে বিধান করতে হচ্ছে বলে 'আবর্তয়েত্' বলা গেল না। সূত্রে 'এতস্মিন্নেবাবসানে' বলায় কেবল এই ক্ষেত্রেই অর্ধর্চের (= অর্ধমন্ত্রের) পরে সংযোজন (আবাপ) করতে হয়, অন্যত্র সংযোজন ঘটাতে গেলে তা করতে হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রটির পাঠ শেষ করার পরে। পশুযাগে তাই অনেক পশু ও অনেক যূপ থাকলে যূপের অঞ্জন, উচ্ছ্রয়ণ ও পরিব্যয়ণের সময়ে নির্ধারিত মন্ত্রটির পাঠ শেষ করে তবে অন্য মন্ত্র সংযোজিত করতে হয়। বৃত্তিকার এই প্রসঙ্গে পদার্থানুসময়ের কথা বলেছেন। কাণ্ডানুসময় (কাণ্ড = সমুদায়। অনুসময় = অনুষ্ঠান) হচ্ছে কোথাও একাধিক প্রধান দেবতা থাকলে একটি দেবতার যাবতীয় অঙ্গযাগের অনুষ্ঠান শেষ করে তবে অন্য দেবতার উদ্দেশে আবার ঐ অঙ্গগুলিরই আবর্তন। অপর পক্ষে পদার্থানুসময় হচ্ছে প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশে একটি অঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠান শেষ করে, পরে সেইভাবেই অন্য অন্য অঙ্গেরও একে একে পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠান। বহু যূপের ক্ষেত্রে এই পদার্থানুসময় করা হয়ে থাকে। এখানে আর একটি কথা উল্লেখ্য যে, সূক্তটি যদি বারে বারে পড়তে হয়, তাহলে সূক্তের সব-কটি মন্ত্রের পাঠ শেষ করে তবে আবার সূক্তটির প্রথম মন্ত্র থেকে পুনরাবৃত্তি শুরু করতে হবে, সূক্তের একটি মন্ত্রকে কয়েকবার আবৃত্তি করে পরে অন্য একটি মন্ত্রের আবৃত্তি করলে চলবে না।

জাতং শ্রুত্বানন্তরেণ প্রণবেন শিষ্টম্ উপসনতনুয়াত্ ।। ৫।।

অনু.— (আগুন) জন্মেছে শুনে পরবর্তী প্রণবের সঙ্গে (অগ্নিমন্থনীয়ার) অবশিষ্ট (অংশকে) সংযোজিত করবেন।

ব্যাখ্যা— 'অগ্নে-' সূক্তের যে মন্ত্রটি পাঠ করার সময়ে হোতা শুনবেন যে, আগুন জন্মেছে ('অগ্নয়ে জাতায়ানুব্রূহি'- কা. শ্রৌ. ৫/২/৩) সেই মন্ত্রের যথাস্থানে সামিধেনীর মতো প্রণব উচ্চারণ করা হয়ে গেলে ঐ সূক্তের আর কোন মন্ত্র না পড়ে ঐ প্রণবের সঙ্গে ২ নং সূত্রে নির্দিষ্ট 'তমু-' (৬/১৬/১৫) মন্ত্রের অবশিষ্ট অর্ধাংশ জুড়ে নিয়ে তা একনিঃশ্বাসে পড়ে যাবেন।

শিষ্টেনোত্তরাম্ ।। ৬।।

অনু.— অবশিষ্ট (অংশের) সঙ্গে পরবর্তী (মন্ত্রকে জুড়ে নিয়ে পড়বেন)।

ব্যাখ্যা— যদি আগুন সহজেই জন্মে যায় তাহলে ৪ নং সূত্রের 'অগ্নে-' সূক্তটি না পড়েই এবং জন্মাতে দেরী হলে তা পড়েই অধ্বর্যুর 'অগ্নয়ে জাতায়ানুব্রূহি' এই প্রৈষ পেয়ে 'তমু-' (২নং সূ. দ্র.) মন্ত্রের অবশিষ্ট অর্ধাংশের সঙ্গে পরবর্তী সূত্রে নির্দিষ্ট 'উত-' (৭ নং সূ. দ্র.) মন্ত্রটি জুড়ে নিয়ে পাঠ করবেন। সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রটি না করলেও চলত, তবুও তা করা হয়েছে একটি বিশেষ শৈলী অনুসরণ করে। সূত্রকারের সেই বিশেষ শৈলীটি হল এই যে, যেখানেই একটি মন্ত্রাংশের সঙ্গে আর একটি এবং তার সঙ্গে আবার অপর একটি মন্ত্রাংশ জুড়তে হয় অথচ মাঝে থামার কোন অবকাশ থাকে না, তখনই তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য পৃথক্ একটি সূত্র করেন। যেমন তিনি তা করেছেন 'উপসনতনুয়াদ্ একপদাঃ। তাভ্যাং চোত্তরাঃ' (৬/৫/১২, ১৩) সূত্রে। এইরকম সূত্রকারের আর একটি বিশেষ রীতি হল, যখন কোথাও পাশাপাশি দুটি অবসান (= বিরতি) থাকে, কিন্তু তার মাঝে কোথাও প্রণব-উচ্চারণের কোন সুযোগ থাকে না, তখনও তিনি তা স্পষ্ট করার জন্য পৃথক্ একটি সূত্র করেন। যেমন 'ষষ্ঠ্যাং-' (৫/১০/৮) স্থলে তিনি তা-ই করেছেন।

উত ব্রুবন্তু জন্তব আ যং হস্তেন খাদিনম্ ইত্যর্ধর্চ আরমেত্। প্র দেবং দেববীতয় ইতি দ্বে অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে ত্বং হ্যগ্নে অগ্নিনা তং মর্জয়ন্ত সুক্রতুং যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা ইতি পরিদধ্যাত্ ।। ৭।।

অনু.— (অবশিষ্ট পরবর্তী অগ্নিমন্থনীয়া মন্ত্রগুলি হল) 'উত-' (১/৭৪/৩), 'আ-' (৬/১৬/৪০) এই (মন্ত্রের প্রথম) অর্ধাংশে থামবেন। 'প্র-' (৬/১৬/৪১, ৪২) ইত্যাদি দুটি মন্ত্র, 'অগ্নিনা-' (১/১২/৬), 'ত্বং-' (৮/৪৩/১৪), 'তং-' (৮/৮৪/৮)। 'যজ্ঞেন-' (১/১৬৪/৫০) এই (মন্ত্রে অগ্নিমন্থনীয়ার পাঠ) শেষ করবেন।

ব্যাখ্যা— উত্তর বেদির কুণ্ডে মথিত অগ্নিকে রাখার জন্য 'অগ্নয়ে প্রহ্রিয়মাণায়ানুব্রূহি' এই প্রৈষ দিলে হোতা 'আ-' এই দ্বিতীয় মন্ত্রটির দ্বিতীয়ার্ধ পাঠ করবেন। শা. মতে অগ্নি উৎপন্ন হলে 'উত-', অগ্নিকে হাতের উপর রেখে 'আ-' এবং মন্থন-উৎপন্ন অগ্নিকে আহবনীয়ে রাখার সময়ে 'প্র-' ইত্যাদি দুটি মন্ত্র পাঠ করতে হয়— ৩/১৩/১৭ সূ. দ্র.। ঐ ব্রা. ৩/৫ অংশে ২-৭ সূত্রে নির্দিষ্ট সব-কটি মন্ত্রেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। শা. ৩/১৩/১৭ সূত্রেও তা-ই, কেবল 'যজ্ঞেন-' মন্ত্রটির কোন উল্লেখ সেখানে নেই।

সর্বত্রোত্তমাং পরিধানীয়েতি বিদ্যাত্ ।। ৮।।

অনু.— সর্বত্র শেষ (মন্ত্র)কে পরিধানীয়া বলে জানবেন।

ব্যাখ্যা— শস্ত্র প্রভৃতি সর্বস্থলেই পাঠ্য শেষ মন্ত্রটিকে 'পরিধানীয়া' বলে। 'পরিধানীয়া' বললেই বুঝতে হবে সেটিই শেষ মন্ত্র।

ধায্যে বিরাজৌ ।। ৯।।

অনু.— (এই ইষ্টিতে) দুই ধায্যা এবং দুই বিরাজ্ (মন্ত্র পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— এই বৈশ্বদেবপর্বে সামিধেনীতে ধায্যা এবং স্বিষ্টকৃতে বিরাজ্ মন্ত্র পাঠ করতে হবে।

নব প্রযাজাঃ ।। ১০।। [৯]

অনু.— (এই ইষ্টিতে) নটি প্রযাজ।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্রটি থেকেই বোঝা যায় যে, এই যাগে মোট নটি প্রযাজ। বর্তমান সূত্রটি তাই আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়, তবুও সূত্রটি করায় বুঝতে হবে যে, অন্যত্র বরুণপ্রঘাস প্রভৃতি স্থলে প্রযাজ ও অনুযাজ নটি না হয়ে বিকল্পে পাঁচটিও হতে পারে। শা. ৩/১৩/১৮ সূত্রে ন-টি প্রযাজই বিহিত হয়েছে।

প্রাগ্ উত্তমাত্ চতুর আবপেত। দুরো অগ্ন আজ্যস্য ব্যন্ত্বোষাসানক্তাগ্ন আজ্যস্য বীতাং দৈব্যা হোতারাগ্ন আজ্যস্য বীতাং তিস্রো দেবীর্ অগ্ন আজ্যস্য ব্যন্ত্বিতি ।। ১১।। [৯]

অনু.— অন্তিম (প্রযাজের) আগে চারটি (অতিরিক্ত প্রযাজ) সংযোজন করবেন— 'দুরো-' (সূ.), 'উষাসা-' (সূ.), 'দৈব্যা-' (সূ.), 'তিস্রো-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসের পাঁচটি প্রযাজ এখানেও আছে। তার মধ্যে শেষ প্রযাজের আগে অর্থাৎ চতুর্থ প্রযাজের পরে এখানে আরও চারটি প্রযাজের অনুষ্ঠান করতে হয় এবং সেই চার প্রযাজের যাজ্যা হচ্ছে সূত্রে উল্লিখিত এই চারটি মন্ত্র। শা. ৩/১৩/১৯, ২০ সূত্রেরও এই একই বক্তব্য।

অগ্নিঃ সোমঃ সবিতা সরস্বতী পূষা মরুতঃ স্বতবসো বিশ্বেদেবা দ্যাবাপৃথিবী ।। ১২।। [১০]

অনু.— (এই ইষ্টির প্রধান দেবতা) অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূষা, স্বতবস্ মরুত্‌গণ, বিশ্বেদেবাঃ, দ্যাবা-পৃথিবী।

ব্যাখ্যা— দ্র. যে, প্রথম পাঁচ দেবতা চারটি পর্বের প্রতিপর্বেই আছেন— 'এতানি সর্বত্র' (কা. শ্রৌ. ৫/১/১০)। 'স্বতবস্' শব্দের অর্থ নিজ শক্তিতে শক্তিমান। শা. ৩/১৩/৬-১১ সূত্রেও এই দেবতাদেরই নাম পাই, তবে সরস্বতীর পরিবর্তে সেখানে সরস্বানের নির্দেশ রয়েছে।

আ বিশ্বদেবং সৎপতিং বামমদ্য সবিতর্বামমু শ্বঃ পূষন্ তব ব্রতে বয়ং শুক্রং তে অন্যদ্ যজতং তে অন্যদিহেহ বঃ স্বতবসঃ প্র চিত্রমর্কং গৃণতে তুরায়েতি ।। ১৩।। [১১]

অনু.— (সবিতার অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'আ-' (৫/৮২/৭), 'বাম-' (৬/৭১/৬); (পূষার) 'পূষন্-' (৬/৫৪/৯), 'শুক্রং-' (৬/৫৮/১); (মরুদ্‌গণের) 'ইহে-' (৭/৫৯/১১), 'প্র-' (৬/৬৬/৯)।

ব্যাখ্যা— যাঁদের মন্ত্র এখানে উল্লিখিত হয় নি তাঁদের মন্ত্র আগে অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে তেমনই হবে। শা. ৩/১৩/১২-১৪ সূত্রেও শেষ চারটি মন্ত্রই পাই, তবে প্রথম দুটি অর্থাৎ সবিতার মন্ত্র সেখানে 'হিরণ্য-' (১/২২/৫) এবং 'উদী-' (৫/৪২/৩)।

নবানুযাজাঃ ।। ১৪।। [১২]

অনু.— (এই ইষ্টিতে মোট) নটি অনুযাজ।

ষড় ঊর্ধ্বং প্রথমাদ্। দেবীর্দ্বারো বসুবনে বসুধেয়স্য ব্যন্তু। দেবী উষাসানক্তা বসুবনে বসুধেয়স্য বীতাম্। দেবী জোষ্ট্রী বসুবনে বসুধেয়স্য বীতাম্। দেবী ঊর্জাহুতী বসুবনে বসুধেয়স্য বীতাম্। দেবা দৈব্যা হোতারা বসুবনে বসুধেয়স্য বীতাম্। দেবীস্তিস্রস্তিস্রো দেবীর্বসুবনে বসুধেয়স্য ব্যন্ত্বিতি ।। ১৫।। [১২]

অনু.— প্রথম (অনুযাজের) পরে ছটি (অনুযাজ সংযোজিত হয়)— 'দেবী-' (সূ.), 'দেবী উষাসা-' (সূ.), 'দেবী জোষ্ট্রী-' (সূ.), 'দেবী ঊর্জাহুতী-' (সূ.), 'দেবা দৈব্যা-' (সূ.), 'দেবীস্তিস্র-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসের তিন অনুযাজের এখানেও অনুষ্ঠান হয়, তবে প্রথম অনুযাজের পরে এখানে অতিরিক্ত ছটি অনুযাজের অনুষ্ঠান হয় এবং উল্লিখিত ছটি মন্ত্র হচ্ছে সেই অনুযাজগুলির যাজ্যা। এই অতিরিক্ত ছটির পরে আবার দর্শপূর্ণমাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুযাজের অনুষ্ঠান এখানে করতে হবে। শা. ৩/১৩/২৬, ২৭ সূত্রও আমাদের ১৪, ১৫ নং সূত্রের সঙ্গে অভিন্ন।

অনুযাজানাং সূক্তবাকস্য শংযুবাকস্য বোপরিষ্টাদ্ বাজিভ্যো বাজিনম্ অনাবাহ্যাদেশম্ ।। ১৬।। [১৩]

অনু.— (এই ইষ্টিতে) অনুযাজ, সূক্তবাক অথবা শংযুবাকের পরে আবাহন না করে (যাজ্যায়) নাম-উল্লেখ করে বাজী (দেবতাদের) উদ্দেশে ছানার জল (আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— বাজিন = ছানার বা দই-এর জল। আদেশ = দেবতার নাম-উল্লেখ। দর্শপূর্ণমাসের মতো 'নির্বপেত্' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা এই বাজী-যাগ বিহিত হয় নি এবং এই যাগকে দর্শপূর্ণমাসের মতো ইষ্টি নামেও চিহ্নিত করা হয়নি। ফলে দর্শপূর্ণমাস এই যাগের প্রকৃতি ("নির্বপেত্ তদ্ধিতম্ চাজ্যম্ ঔষধঞ্চ পয়ো দধি। কপালানি চ তৎসংখ্যা দেবতা শব্দ এব চ। তদ্দিব্য অক্ষরসংখ্যা চ তদ্‌বাচ্যে ষোডশস্বপি। দ্রব্যস্য প্রাকৃতঃ শব্দো হবিষঃ প্রস্তবাদি চ।। এতদ্ব্রাহ্মণশব্দশ্ চ তদ্বদ্ ইষ্ট্যপদেশনম্। নামধেয়ং তথাব্যক্তচোদনা চান্যদ্ ঈদৃশম্।। লিঙ্গান্যেতানি চান্যানি গুরূণি চ লঘূনি চ। সম্-ঈক্ষ্য প্রকৃতিম্ চৈবং বিকৃতিম্ চেতি কল্পনা।। দ্রব্য-দেবতয়োর্ যত্র বিরোধস্ তত্র নিশ্চয়ে। তত্র দ্রব্যং বলীয়স্ স্যাৎ দেবতায়া ইতি স্থিতিঃ।।" — ২/১/১ সূত্রের বৃত্তিতে বৃত্তিকার নারায়ণ কর্তৃক উদ্ধৃত শ্লোক) হতে পারে না এবং সেইকারণে দর্শপূর্ণমাসের মতো এখানে আবাহনও হতে পারে না। তা হলেও এই সূত্রে 'অনাবাহ্য' বলে যে আবাহন নিষেধ করা হয়েছে তা হচ্ছে 'অনুবাদ' অর্থাৎ জ্ঞাত বিষয়ের

পুনরুক্তিমাত্র। পুনরুক্তি বর্জন করাই উচিত, তবুও এখানে তা করা হয়েছে বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য। ফলে বাজীদের আবাহন করতে হবে না এবং পরে সূক্তবাক প্রভৃতি নিগদেও তাঁদের নাম-উল্লেখ করতে হবে না। ১/৫/৩৮ সূত্র অনুযায়ী যাজ্যায় বাজীদেবতাদের আদেশ অর্থাৎ নাম-উল্লেখ করারই কথা, তবুও এখানে 'আদেশম্' বলার কারণ হল— যাজ্ঞিকেরা কোন কোন দেবতাকে 'অন্বায়াত্য' নামে চিহ্নিত করেছেন। এই অন্বায়াত্য দেবতাদের অনুষ্ঠান হয় প্রধানযাগের পরে। এখানেও বাজী দেবতাদের অনুষ্ঠান হচ্ছে পর্বের প্রধানযাগের পরে। ফলে মনে হতে পারে যে, বাজী দেবতারা অন্বায়াত্য এবং সেই কারণে 'অন্যা অন্বায়াত্যাভ্যঃ' (১/৫/৩৮) সূত্র অনুসারে যাজ্যায় তাঁদের নাম উল্লেখ করা উচিত নয়, কিন্তু এই ভুল ধারণা যাতে না হয় সেই উদ্দেশে সূত্রে 'আদেশম্' পদটি নেওয়া হয়েছে। ঐ পদটি নেওয়ার ফলে অর্থাৎ যাজ্যায় বাজীদের আদেশ বিধান করায় বোঝা যাচ্ছে যে, কোন যজ্ঞে প্রধানযাগের পরে (অনু) নূতন কিছু যাগ অনুষ্ঠিত, অনুপ্রবিষ্ট বা সংযোজিত (আয়াত) হলেই যে সেই অনুষ্ঠানের দেবতাকে 'অন্বায়াত্য' বলা হবে তা নয়, সূত্রে 'অন্বায়াত' শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ থাকলে তবেই সেই দেবতার আখ্যা হবে অন্বায়াত্য। বাজীদেবতারা এখানে সূত্রে সেইভাবে উল্লিখিত হন নি বলে তাঁরা অন্বায়াত্য নন এবং সেই কারণেই যাজ্যায় তাঁদের নাম-উল্লেখে কোন বাধা নেই। 'বাজিনম্' বলা হয়েছে নামকরণের জন্য।

শং নো ভবন্তু বাজিনো হবেষু বাজে বাজেঽবত বাজিনো ন ইত্যূর্ধ্বজ্ঞুর্ অনবানং যাজ্যাম্ ।। ১৭।। [১৪]

অনু.— (বাজীদের অনুবাক্যা) 'শং-' (৭/৩৮/৭)। 'বাজে-' (৭/৩৮/৮) এই যাজ্যা (মন্ত্রটি) ঊর্ধ্বজানু (হয়ে) একনিঃশ্বাসে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যাজ্যা মন্ত্রটি উবু হয়ে বসে একনিঃশ্বাসে পাঠ করতে হয়। দ্র. যে, সূত্রকার এখানে 'যজতি' না বলে (বলার প্রয়োজনও নেই) 'যাজ্যাম্' বললেন। উদ্দেশ্য অবশ্য এই যে, অনুবষট্কারের সময়ে উবু হয়ে থাকতে হবে না, মূল যাজ্যামন্ত্রের সময়েই উবু হয়ে বসবেন। ২/১৮/২৩ সূত্রে বাজিনযাগ নিষিদ্ধ হওয়ায় বুঝতে হবে এই যাগটি প্রধানযাগের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সেই কারণে মধ্যমস্বরেই বাজীদের অনুবাক্যা ও যাজ্যা পাঠ করতে হবে— "আমিক্ষাভাবাদ্ এব বাজিনাভাবে সিদ্ধে বাজিনপ্রতিষেধং কুর্বন্ বাজিনস্য প্রধানসম্বন্ধং দর্শয়তি। তেন বাজিনস্য মধ্যমঃ স্বরঃ সাধিতো ভবতি" (আ. ২/১৮/২৩- না.)। শা. ৩/৮/২৩ এবং ৩/১৩/২৮ অনুযায়ী এই দুই মন্ত্রই প্রয়োগ করতে হয়।

অগ্নে বীহীত্যনুবষট্কারো বাজিনস্যাগ্নে বীহীতি বা ।। ১৮।। [১৫]

অনু.— 'অগ্নে বীহি' অথবা 'বাজিনস্যাগ্নে বীহি' (হবে) অনুবষট্কার।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রের শেষে 'বৌঔষট্' শব্দ জুড়ে নিয়ে পাঠ করতে হবে। অনুবষট্কারে ঊর্ধ্বজানু হতে এবং মন্ত্র একনিঃশ্বাসে পাঠ করতে হবে না। যদি হত তাহলে সূত্রকার আগের সূত্রের শেষে না বলে এই সূত্রের শেষেই 'ঊর্ধ্বজ্ঞুরনবানম্' বলতেন।

যত্র ক্ব চ চৈকসংপ্রৈষে দ্বৌ বষট্কারৌ সমস্তাব্ এব তত্র দ্বির্ অনুমন্ত্রয়েত ।। ১৯।। [১৫]

অনু.— যেখানেই কোন স্থলে একটি প্রৈষে দুটি বষট্কার সংহতই (হয়ে রয়েছে) সেখানে দু-বার অনুমন্ত্রণ করবেন।

ব্যাখ্যা— একটি প্রৈষ পেয়ে হোতা যদি দুটি যাজ্যা পাঠ করেন এবং দু-বার বৌঔষট্ উচ্চারণ করেন, তাহলে অনুমন্ত্রণ মন্ত্রও (১/৫/২০ সূ. দ্র.) দু-বার পাঠ করতে হবে।

ন চাপূর্ উত্তরস্মিন্ ।। ২০।। [১৬]

অনু.— এবং পরবর্তী (যাজ্যামন্ত্রে) আগূ (হবে) না।

ব্যাখ্যা— দ্বিতীয় যাজ্যায় অর্থাৎ অনুবষট্কারে আগূ পাঠ করতে হবে না। শুধু 'অগ্নে বীহি৩ বৌঔষট্' বললেই হবে।

বাজিনভক্ষম্ ইডাম্ ইব প্রতিগৃহ্যোপহবম্ ইচ্ছেত ।। ২১।। [১৭]

অনু.— বাজিন-এর ভক্ষ্য (দ্রব্য)-কে ইড়ার মতো গ্রহণ করে উপহব ইচ্ছা করবেন।

ব্যাখ্যা— আহুতির পরে অবশিষ্ট বাজিনকে একটি পাত্রে নিয়ে ইড়ার মতো অঞ্জলিতে ধরে অন্য ঋত্বিক্‌দের কাছে 'উপহব' অর্থাৎ অনুমতি চাইবেন। পরস্পরের অনুরোধ বা অনুমতিকে 'সমুপহব' বলে। পরবর্তী সূত্র এবং ২/১৭/১৭ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

অধ্বর্য উপহ্বয়স্ব ব্রহ্মন্নুপহ্বয়স্বাগ্নীদুপহ্বয়স্বেতি ।। ২২।। [১৮]

অনু.— উপহবের মন্ত্র 'অধ্বর্য-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— এখানে যে ক্রমে নামগুলি বলা আছে সেই ক্রমেই হোতা অধ্বর্যু প্রভৃতি তিন ঋত্বিকের কাছে ভক্ষণের জন্য অনুমতি চাইবেন। আগে এই তিন ঋত্বিকের কাছে, পরে অপরদের কাছে অনুমতি চাইতে হয়। শেষে তাই যজমানের কাছেও তিনি যজমানোপহ্বয়স্ব' বলে অনুমতি-প্রার্থনা করবেন। তাঁরা আবার সেই অনুমতি-প্রার্থনার উত্তরে বলবেন 'উপহূতঃ'।

যন্ মে রেতঃ প্রসিচ্যতে যদ্ বা মে অপি গচ্ছতি যদ্ বা জায়তে পুনঃ। তেন মা শিবমাবিশ তেন মা বাজিনং কুরু। তস্য তে বাজিপীতস্যোপহূতস্যোপহূতো ভক্ষয়ামীতি প্রাণভক্ষং ভক্ষয়েত্ ।। ২৩।। [১৯]

অনু.— 'যন্ মে-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) প্রাণভক্ষ ভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রাণভক্ষ = ঘ্রাণ দ্বারা ভক্ষণ। বাজিনকে আঘ্রাণ করবেন। বাজিন থেকে কিছুটা অংশ তুলে নিয়ে আঘ্রাণ করতে হয়। আঘ্রাণই এখানে ভক্ষণ। শা. ৩/৮/২৭ এবং ৩/১৩/২৮ অনুযায়ী ভক্ষণমন্ত্রটি হল— "যন্ মে রেতঃ প্র ধাবতি যদ্ বা সিক্তং প্র জায়তে। রাজা সোমেন তদ্ বয়মস্মাসু ধারয়ামসি।। বাজোঽসি বাজিনমসি বাজো ময়ি থেহি"।

এবম্ অধ্বর্যুর্ ব্রহ্মাগ্নীধ্রঃ ।। ২৪'। [২০]

অনু.— অধ্বর্যু, ব্রহ্মা, আগ্নীধ্র (নামে ঋত্বিক্‌ও) এইভাবে (প্রাণভক্ষ ভক্ষণ করেন)।

ব্যাখ্যা— ভক্ষণের ক্রম হল তাহলে— হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা এবং অগ্নীত্। প্রসঙ্গত ২/১৭/১৭ সূত্রের ব্যাখ্যা এবং আপ. শ্রৌ. ৮/৩/১২-১৬ দ্র.।

যজমানঃ প্রত্যক্ষম্ ইতরে চ দীক্ষিতাঃ ।। ২৫।। [২১]

অনু.— যজমান এবং অপর দীক্ষিতরা সাক্ষাৎ (ভক্ষণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অগ্নীৎ বা আগ্নীধ্রের আঘ্রাণের পরে ভক্ষণ করবেন যজমান। সত্রে যাঁরা দীক্ষিত হন তাঁরাও ভক্ষণ করেন। সত্রে যিনি যজমান বা গৃহপতি তিনি ছাড়া অপরেরাও দীক্ষিত হন। সেখানে তাই গৃহপতি এবং ঋত্বিকেরাও প্রাণভক্ষ নয়, সাক্ষাৎ বাজিন ভক্ষণ করবেন। সেখানে প্রথমে চার বেদের প্রথম সারির চার ঋত্বিক্, পরে দ্বিতীয়, তার পর তৃতীয় এবং শেষে চতুর্থ সারির চার ঋত্বিক্— এই ক্রমে ভক্ষণ করবেন। সবার শেষে ভক্ষণ করবেন স্বয়ং 'গৃহপতি' অর্থাৎ দীক্ষিতদের মধ্যে যিনি ঋত্বিক্ নন, কেবল যজমানের ভূমিকাই পালন করছেন তিনি। সিদ্ধান্তীর মতে 'ইতরে চ দীক্ষিতাঃ' সম্ভবত একটি পৃথক্ সূত্র। যাঁরা দীক্ষিত তাঁরা যজমানই। যজ্ঞে যজমানকেই দীক্ষিত হতে হয়। দীক্ষিতের ভক্ষণবিধানের জন্য তাই 'ইতরে চ দীক্ষিতাঃ' না বললেই চলত, তবুও সূত্রটি করে বোঝান হয়েছে যে, সত্রে ঋত্বিক্ হওয়ার জন্য দীক্ষিতদের আর প্রাণভক্ষ করতে হবে না, সাক্ষাৎ ভক্ষণই তাঁরা করবেন। এ থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, দীক্ষিতদের ক্ষেত্রে ঋত্বিক্‌ধর্ম ও যজমানধর্মের মধ্যে কোন্‌টি করা উচিত তা নিয়ে বিরোধ অথবা সংশয় দেখা দিলে তাঁদের ভূমিকাই করা উচিত।

পৌর্ণমাসেনেষ্ট্বা চাতুর্মাস্যব্রতান্যুপেয়াত্ ।। ২৬।। [২২]

অনু.— পৌর্ণমাস দ্বারা যাগ করে চাতুর্মাস্য ব্রত গ্রহণ করবেন।

ব্যাখ্যা— বৈশ্বদেবী ইষ্টির পরের দিন পৌর্ণমাসযাগ করে চাতুর্মাস্যের ব্রত পালন করতে হয়। চাতুর্মাস্যব্রতানি' বলায় কেবল বৈশ্বদেবপর্বেই নয়, সব পর্বেই এই ব্রতগুলি পালনীয়। ব্রত মানে মনের মধ্যে বরণ, মনের সঙ্কল্প। মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করতে হবে, আমি যা যা বিহিত সেগুলি করবই, অন্যগুলি কিছুতেই করব না। শুধু মনে ভাবা নয়, কাজেও ঠিক তা-ই করতে হবে। ব্রতগুলি কি কি তা পরবর্তী সূত্রগুলিতে বলা হচ্ছে। সিদ্ধান্তীর মতে এই ব্রতগুলি চাতুর্মাস্যেই পালনীয় বলে 'অত ঊর্ধ্বম্-' (২/২/৭) স্থলে কেশনির্বর্তন প্রভৃতি করতে হবে না। শা ৩/১৩/২৯, ৩০ সূত্রেও এই বিধানই পাই। ৩০ নং সূত্র অনুযায়ী সেখানে ব্রতগুলি হল— "মাংসানশনং ব্রহ্মচর্যং প্রাগ্ অধঃ শেত ঋতুকালে বা জায়াম্ উপেয়াত্ সত্যবদনম্"।

কেশান্ নিবর্তয়ীত ।। ২৭।। [২৩]

অনু.— চুল সরিয়ে দেবেন।

ব্যাখ্যা— সিদ্ধান্তীর মতে তামার ক্ষুর দিয়ে চুল সরাতে ('ব্যূহন' বলেছেন) হয়।

শ্মশ্রূণি বাপয়ীতাধঃ শয়ীত মধুমাংসলবণস্ত্র্যবলেখনানি বর্জয়েত্।। ২৮।। [২৪]

অনু.— দাড়ি কামাবেন, নীচে শোবেন। মধু, মাংস, লবণ, নারী এবং কেশচর্চা বর্জন করবেন।

ব্যাখ্যা— অধঃ = নীচে, মাটিতে। অবলেখন = (সিদ্ধান্তীর মতে) দাড়ি-কামান, দাঁত-মাজা, কাপড়-কাচা, গাত্রমার্জন ইত্যাদি, (নারায়ণের মতে) কেশচর্চা প্রভৃতি প্রসাধন-কর্ম। শা. শুধু নীচে শোওয়া ও মাংস না-খাওয়ার কথাই বলেছেন— ৩/১৩/৩০ দ্র.।

ঋতৌ জায়াম্ উপেয়াত্ ।। ২৯।। [২৫]

অনু.— (কেবল) ঋতুকালে(-ই) পত্নীর কাছে যাবেন।

ব্যাখ্যা— পত্নীর মাসিক শোণিতস্রাব শেষ হলে স্ত্রী-সম্ভোগ করবেন। আগের সূত্রে 'স্ত্রী' শব্দটি থাকলেও এখানে সময়বিশেষে 'প্রতিপ্রসব' অর্থাৎ সেই নিষেধের আবার নিষেধ করা হচ্ছে।

বাপনং সর্বেষু পর্বসু ।। ৩০।। [২৬]

অনু.— সব পর্বে (-ই) চুল কাটবেন।

ব্যাখ্যা— বাপন = মুণ্ডন। ২৮ নং সূত্রে বলা থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী সূত্রের প্রয়োজনে এখানে আবার মুণ্ডনের কথা বলা হল। সূত্রকার যদি চুল-কাটাকেই ২৭ নং সূত্রে 'নিবর্তয়ীত' অর্থাৎ নিবর্তন বলে উল্লেখ করে থাকেন তাহলে এখানে 'বাপন' বলতে ২৮ নং সূত্রের দাড়ি-কামানোকেই বুঝতে হয়। সিদ্ধান্তী কিন্তু বলেছেন যে, যদি দাড়ি-কামাবার কথাই এখানে অভিপ্রেত হত তা হলে ২৮ নং সূত্রে 'শ্মশ্রূণি বাপয়ীত' না বলে সূত্রকার এখানেই 'বাপনং' শব্দের স্থানে তা বলতেন। যেহেতু তা বলেন নি, তাই এখানে 'বাপন' শব্দে চুল-কাটাকেই বুঝতে হবে। প্রশ্ন, দাড়িও তো চুলই। তাহলে ২৮ নং সূত্রে দাড়ি-কামাবার কথা না বললেও তো চলত। উত্তর এই যে, মাঝের দুই পর্বে ৩১ নং সূত্র অনুযায়ী চুল না কাটলেও ২৮ নং সূত্র অনুযায়ী দাড়ি কিন্তু কামাতেই হবে। এই কথাই বোঝাবার জন্য সূত্রকার দাড়ির জন্য পৃথক্ সূত্র করেছেন।

আদ্যন্তয়োর্ বা ।। ৩১।। [২৭]

অনু.— অথবা প্রথম ও শেষ পর্বে (-ই চুল কাটবেন)।

ব্যাখ্যা— মাঝের দুই পর্বে চুল না কাটতেও পারেন। সূত্রের অর্থ এখানে এই নয় যে, প্রথম ও শেষ পর্বে বিকল্পে চুল কাটবেন, মাঝের দুই পর্বে মোটেই কাটবেন না। প্রথম ও শেষ পর্বে অবশ্যই চুল কাটবেন, অন্য দুই পর্বে তা না কাটলেও চলবে— এ-ই হল সূত্রের প্রকৃত অভিপ্রেত অর্থ। পূর্ববর্তী সূত্রের অনুবাদ এখানে করা হয়েছে এই অভিপ্রায়েই।

সপ্তদশ কণ্ডিকা (২/১৭)

[অগ্নিপ্রণয়নীয়া, বরুণপ্রঘাস]

পঞ্চম্যাং পৌর্ণমাস্যাং বরুণপ্রঘাসৈঃ ।। ১।।

অনু.— পঞ্চম পূর্ণিমায় বরুণপ্রঘাস দ্বারা (অনুষ্ঠান হবে)।

ব্যাখ্যা— যে পূর্ণিমায় বৈশ্বদেব পর্ব সেই পূর্ণিমা ধরে পরে যেটি পঞ্চম পূর্ণিমা সেই পূর্ণিমায় বরুণপ্রঘাসের অনুষ্ঠান হয়। এই বরুণপ্রঘাসের প্রযাজে স্রুক্-আদাপনের মন্ত্রে উহ করে বলতে হয়— অধ্বর্যু স্রুচম্ আস্যেথাং দেবযুবং বিশ্ববারা'। পত্নীর হাতে বেদ দিয়ে 'বেদোঽসি'- ইত্যাদি বলাবার সময়েও বেদ-বিষয়ক পদে উহ করতে হয়। অগ্নি স্বরূপত এক বলে অগ্নিবাচী পদে কিন্তু কোন উহই হবে না— ২/২০/৭ (না.) দ্র.। "আষাঢ্যাং বরুণপ্রঘাসাঃ ফাল্গুনীপ্রয়োগস্য, চৈত্রীপ্রয়োগস্য শ্রবণায়াম্"— শা. ৩/১৪/১, ২।

পশ্চাদ্ দার্শপৌর্ণমাসিকায়া বেদের্ উপবিশ্য প্রেষিতোঽগ্নিপ্রণয়নীয়াঃ প্রতিপদ্যতে ।। ২।।

অনু.— দর্শপূর্ণমাসের বেদির পিছনে বসে (অধ্বর্যু কর্তৃক) নির্দিষ্ট হয়ে (হোতা) অগ্নিপ্রণয়নীয়া (মন্ত্রগুলির পাঠ) আরম্ভ করেন।

ব্যাখ্যা— প্রতিপদ্যতে = আরম্ভ করেন। এই বরুণপ্রঘাস পর্বে দুটি বেদি থাকে। বাঁ দিকের বেদির নাম 'উত্তরা বেদি', এবং ডান দিকে ঐ একই আকৃতির যে বেদি তার নাম 'দক্ষিণা বেদি'। উত্তরা বেদিতে তিনটি অগ্নিই থাকে। দক্ষিণা বেদিতে থাকে শুধু আহবনীয় অগ্নি। উত্তরা বেদি স্বতন্ত্র বা দার্শপৌর্ণমাসিকী বেদিই। সেই বেদির পিছনে অর্থাৎ যে অগ্নিকে দক্ষিণা বেদিতে প্রণয়ন করা হচ্ছে সেই অগ্নির পিছনে বসে অধ্বর্যুর কাছ থেকে 'অগ্নয়ে প্রণীয়মানায়ানুব্রূহি' এই প্রৈষ পেয়ে হোতা অগ্নিপ্রণয়নীয়া নামে ঋকমন্ত্রগুলির (৩, ৮, ১১ নং সূ. দ্র.) পাঠ আরম্ভ করবেন। যদিও সূত্রে অনু- √ব্রূ ধাতুর উল্লেখ নেই, তবুও অধ্বর্যুর প্রৈষে অনুব্রূহি' শব্দটি থাকায় এগুলি অনুবচনমন্ত্রই। সূত্রে 'প্রেষিতঃ' পদটি থাকায় কেবল এখানে নয়, বৈশ্বদেব পর্বেও যদি সংশ্লিষ্ট অনুকূল প্রৈষ দেওয়া হয় তাহলে সেখানেও হোতাকে অগ্নিপ্রণয়নীয় মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হবে। বেদির সম্পর্কে সিদ্ধান্তীর ভাষ্য থেকে আমরা এখানে একটি প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পাই— "যেষাং পুনর্ অধ্বর্যূণাম্ আধানাত্ প্রভৃতি সকৃত্কৃতৈব বেদির্ অত্যন্তং ধার্যতে, ন পুনঃ পুনঃ প্রতিতন্ত্রং ধার্যতে, তত্র স্বয়ংসম্পান্না এব বেদির্ ভবতি"— কেউ কেউ আধানের্ জন্য নির্মিত বেদিই প্রতিদিন সংরক্ষণ করে চলেন বারে বারে প্রতিযাগে নূতন করে তা নির্মাণ করেন না। বেদি তাই সেখানে পূর্ব হতে প্রস্তুতই থাকে। "আহবনীয়াচ্ চাগ্নী প্রণয়ন্তি"— শা. ৩/১৪/৮- দুটি বেদির জন্য অগ্নি নিয়ে যেতে হয়।

প্র দেবং দেব্যা ধিয়েতি তিস্র ইডায়াস্ত্বা পদে বয়মগ্নে বিশ্বেভিঃ স্বনীক দেবৈর্ ইত্যর্ধর্চ আরমেত্ ।। ৩।।

অনু.— 'প্র'— (১০/১৭৬/২-৪) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র, 'ইলায়া-' (৩/২৯/৪)। 'অগ্নে-' (৬/১৫/১৬) এই (মন্ত্রের) প্রথম অর্ধাংশে থামবেন।

ব্যাখ্যা— এই মন্ত্রগুলি হচ্ছে অগ্নিপ্রণয়নীয়া অর্থাৎ অগ্নি-প্রণয়ন উপলক্ষে পাঠ্য মন্ত্র। 'অগ্নে-' মন্ত্রটির শেষার্ধটি পাঠ করবেন উত্তরা বেদির আহবনীয়ের কাছে এসে (৯ নং সূ. দ্র.)। 'তিস্রঃ' না বলে সূত্রে চরণের অপেক্ষায় আর একটু অংশ বেশী গ্রহণ করলেই চলত, কিন্তু তা না করায় বুঝতে হবে সকলের ক্ষেত্রেই যে তিনটি মন্ত্র পাঠ্য তা নয়, কারও কারও ক্ষেত্রে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ক্ষেত্রে তাই প্রথম মন্ত্রটি বাদ দিতে হয় (৮ নং সূ. দ্র.)। শা. মতে প্রথম মন্ত্রটি অগ্নিহ্রাপনের সময়ে পাঠ করতে হয়। সেখানে ৩/১৪/৯-১২ সূত্রে এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে।

আসীনঃ প্রথমাম্ অন্বাহোপাংশু সপ্রণবাম্ ।। ৪।। [৩]

অনু.— বসে থেকে প্রথম (মন্ত্রটি)-কে সমান প্রণবযুক্ত করে উপাংশুস্বরে তিনবার পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— অন্বাহ = অধ্বর্যুর প্রৈষ পাওয়ার (অনু =) পরে বলবেন (= আহ) অর্থাৎ পাঠ করবেন। সপ্রণব = সমান প্রণববিশিষ্ট, প্রত্যেকটি প্রণবেরই সমান মাত্রা। ২ নং সূত্রে 'উপবিশ্য' বলা থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার 'আসীনঃ' বলার উদ্দেশ্য এই যে, ৭ নং সূত্রে যে অনুগমনের কথা বলা হবে সেই অনুযায়ী অপর ঋত্বিকেরা চলা শুরু করলেও হোতা প্রথম মন্ত্রের পাঠ শেষ না করে তাঁদের অনুগমনের জন্য আসন ছেড়ে উঠবেন না। তিনি আগে এই প্রথম মন্ত্রটি বসে পাঠ করবেন, তার পরে অনুগমন করবেন। অগ্নিপ্রণয়নীয়া ঋক্‌মন্ত্রগুলির মধ্যে 'প্র-' (১০/১৭৬/২) এই প্রথম মন্ত্রটিকে ১/২/২০, ২৪ সূত্র অনুযায়ী সামিধেনী মন্ত্রের মতো তিনবার পাঠ করতে হবে। ১/২/১১ সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেকবারই মন্ত্রের শেষে তিনমাত্রার প্রণব উচ্চারণ করার কথা, কিন্তু তৃতীয়বারে মন্ত্রের শেষে ৫ নং সূত্রের 'অবসায়' এই নির্দেশ অনুসারে থামতে হবে। তাই 'চতুরমাত্রোঽবসানে' (১/২/১৫) সূত্রানুসারে সেই প্রণব চারমাত্রা হওয়ার কথা, তথাপি এই সূত্রানুযায়ী তা চারমাত্রার হবে না, হবে তিনমাত্রারই। তিন আবৃত্তির তিনটি প্রণবই তাহলে সমান অর্থাৎ তিনমাত্রারই হচ্ছে— 'প্রথমায়াস্তৃতীয়প্রণবেঽবসানেঽপি ত্রিমাত্র এবেত্যর্থঃ' (না.)। বলা যেতে পারে যে, তিনটি প্রণবকেই একই মাত্রার হতে হলে সবগুলি শেষেরটির মতো চারমাত্রারই হোক, কিন্তু দুটি প্রণবই তিনমাত্রার বলে এবং তিন মাত্রাই প্রণবের স্বাভাবিক বা প্রধান মাত্রা বলে চারমাত্রার নয়, তিনটি প্রণবই হবে তিনমাত্রার— "মুখ্যত্বাদ্ ভূয়স্ত্বাচ্ চ পূর্বাভ্যাম্ এব তৃতীয়স্য সমানত্বম্" (সিদ্ধান্তী)। ঐ. ব্রা. ৫/২ অংশে এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে। "আসীনঃ প্রথমাম্"— শা. ৩/১৪/৯।

তত্র স্থানাত্ স্থানসংক্রমণে প্রণবেনাবসায়ানুচ্ছ্বস্যোত্তরাং প্রতিপদ্যতে ।। ৫।। [৪]

অনু.— সেখানে এক স্থান থেকে (অন্য) স্থানে গেলে প্রণব দিয়ে থেমে শ্বাস না ফেলে পরবর্তী (মন্ত্রটি) শুরু করবেন।

ব্যাখ্যা— স্থানসংক্রমণ = এক উচ্চারণস্থান থেকে অন্য উচ্চারণস্থানে যাওয়া, উচ্চারণে স্বরের পরিবর্তন ঘটান। অবসায় = অবসান করে অর্থাৎ থেমে। অনুচ্ছ্বস্য = দম না ফেলে। ৪ নং সূত্রে প্রথম মন্ত্রটিকে তিনবারই উপাংশুস্বরে পাঠ করতে বলা হয়েছে। পরবর্তী অন্যান্য মন্ত্রগুলি পাঠ করা হবে কিন্তু মন্দ্রস্বরে। উচ্চারণে স্বরের মধ্যে তাহলে পরিবর্তন ঘটছে। উচ্চারণে স্বরের মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটলে অর্থাৎ উপাংশু স্বর থেকে অন্য স্বরে যেতে গেলে আগে প্রণব দিয়ে থেমে, কিন্তু দম না ফেলে, তবে অন্য স্বরে পাঠ্য পরবর্তী মন্ত্রটি পাঠ করবেন। সামিধেনীর মতোই মন্ত্রের শেষে থামার প্রসঙ্গ এখানে না থাকলেও সূত্রে 'অনুচ্ছ্বস্য' বলায় বোঝা যাচ্ছে যে, অন্যত্র 'অবসান' অর্থাৎ বিরতির বিধান থাকলে সেখানে শ্বাস ত্যাগ করে আবার শ্বাস নিতে হয়। আবার যদি কোথাও শ্বাস নিতে নিষেধ করা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, সেখানে থামতেও হবে না। 'ঋগাবান' প্রভৃতি স্থলে তাই থামতে নেই। ঘটনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে বলে সূত্রে 'স্থানাত্ স্থানসংক্রমণে' না বললেও চলত, তবুও তা বলায় বুঝতে হবে যে, শুধু অগ্নিপ্রণয়নীয়া মন্ত্রের ক্ষেত্রেই নয়, সব মন্ত্রেই স্বরের পরিবর্তন ঘটাতে হলে প্রণব দিয়ে থেমে শ্বাস (= দম) না ফেলে ভিন্ন স্বরে পাঠ্য পরবর্তী মন্ত্রটি একনিঃশ্বাসে পাঠ করতে হয়। 'শোংসোবোম্-' (আ. ৫/৯/১) স্থলেও তাই উপাংশু স্থান থেকে উচ্চস্থানে উচ্চারণ করতে গিয়ে শ্বাসের অবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে হবে। কোন কোন মতে কেবল উপাংশু ও উচ্চ স্বরের নয়, সর্বত্রই এক স্বর থেকে অন্য স্বরে মন্ত্র পাঠ করতে গেলে শ্বাস ফেলতে নেই। সিদ্ধান্তী বলেন, পরবর্তী সূত্র থেকেই শ্বাস ফেলতে নেই এ-কথা বোঝা গেলেও এই সূত্রে 'অনুচ্ছ্বস্য' বলায় বুঝতে হবে যে, যেখানেই অবসান করতে অর্থাৎ থামতে হয় সেখানেই দম নেওয়ার জন্যই তা করতে হয়, ব্যতিক্রম শুধু এই স্থলে।

প্রাণসন্তত্বং জ্ঞবীতি বিজ্ঞায়তে ।। ৬।। [৫]

অনু.— (বেদ থেকে) জানা যায় (যে এখানে) প্রাণের অবিচ্ছিন্নতা ঘটে।

ব্যাখ্যা— বেদমতে প্রণবের পরে থেমে দম না ফেলে পরের মন্ত্র পাঠ করে শ্বাসের অবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে হয় এবং

তার ফলে প্রাণের অবিচ্ছিন্নতাই সাধিত হয়। এখানে তাই দুটি অংশে একনিঃশ্বাসে পাঠ করবেন। এই যে এক স্বর থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে অন্য স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করা হচ্ছে তা একনিঃশ্বাসেই করতে হয়। সিদ্ধান্তীর মতে যেখানে এক মন্ত্রের শেষ অক্ষরের সঙ্গে অপর মন্ত্রের প্রথম অক্ষরের সন্ধি করা যায় না সেখানেই এই নিয়ম। সন্ধি করা গেলে স্বরের ভেদ (স্থান-সংক্রমণ) থাকলেও প্রাণসন্তান হবে না। 'মধ্যমস্থানেন..... উপসনত্তনুয়াত্। পুনর্ উত্সৃপ্যোত্তমযোত্তমস্থানেন পরিদধ্যাদ্' (আ. ৪/১৫/১৯) স্থলে তাই নিঃশ্বাসের অবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে হবে না। যাঁরা উপাংশু ছাড়া অন্য স্বরের ভেদেও এই ৬ নং সূত্র খাটে বলে মনে করেন তাঁরা বলেন, তৃতীয়া বিভক্তি থেকেই (উপসন্তান ÷) সংযোগের কথা বোঝা গেলেও (যেমন ১/২/৩০ সূত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়) ঐ সূত্রে যখন আবার 'উপসনত্তনুয়াত্' বলা হয়েছে তখন ঐ (৪/১৫/১৯) স্থলে অক্ষরের সন্ধিই করতে হবে।

উত্তরম্ অগ্নিম্ অনুব্রজনন্ উত্তরাঃ ।। ৭।। [৬]

অনু.— উত্তর অগ্নিকে অনুগমন করতে করতে পরবর্তী (মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রথম অগ্নিপ্রণয়নীয়া মন্ত্রটি তিন বার পড়া হয়ে গেলে উত্তরা বেদির আহবনীয় কুণ্ডে যে অগ্নিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই অগ্নির অনুগমন করতে করতে পরবর্তী অগ্নিপ্রণয়নীয়া মন্ত্রগুলি (৩ নং সূ. দ্র.) পাঠ করবেন। উত্তরা বেদির গার্হপত্য কুণ্ড থেকে পৃথক্ পৃথক্ দুই আহবনীয়কুণ্ডে তা স্থাপনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। দুটি অগ্নি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে এখানে উত্তর বেদির অগ্নিকে বোঝাবার জন্য 'উত্তরম্ অগ্নিম্' বলা হয়েছে।

ইমং মহে বিদথ্যায় শূষময়মিহ প্রথমো ধায়ি ধাতৃভির্ ইতি তু রাজন্যবৈশ্যয়োর্ আদ্যে ।। ৮।। [৭]

অনু.— ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কিন্তু (যথাক্রমে) 'ইমং-' (৩/৫৪/১), 'অয়-' (৪/৭/১) প্রথম (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— ৩ নং সূত্রের 'প্র-' মন্ত্রের পরিবর্তে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যজমানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে এই দুটির মধ্যে একটি মন্ত্র পাঠ করবেন। ঐ 'প্র-' মন্ত্রটি তাহলে পাঠ করতে হয় ব্রাহ্মণ যজমানের ক্ষেত্রেই। ঐ. ব্রা. ৫/২ অংশেও এই বিধানই দেওয়া হয়েছে।

পশ্চাদ্ উত্তরস্যা বেদের্ অবস্থায় ।। ৯।। [৮]

অনু.— উত্তর বেদির পিছনে দাঁড়িয়ে (অবশিষ্ট অংশ পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ৩ নং সূত্রে 'অগ্নে-' মন্ত্রের প্রথমার্ধে থামতে বলা হয়েছে। এখন হোতা উত্তরা বেদির পিছনে দাঁড়িয়ে ঐ মন্ত্রের বাকী অর্ধাংশ পাঠ করবেন। ৭ নং সূত্রে 'উত্তরম্' বলা থাকায় এই সূত্রে 'উত্তরস্যাঃ' না বললেও চলত, কিন্তু তবুও তা বলে সূত্রকার বোঝাতে চাইছেন যে, উত্তর বেদির সঙ্গে সম্পর্কিত কাজগুলির ক্ষেত্রেই হোতাকে মন্ত্র পাঠ করতে হয়। দক্ষিণ বেদিতে অধ্বর্যুর পরিবর্তে প্রতিপ্রস্থাতা যে কাজগুলি করেন সেগুলির ক্ষেত্রে হোতাকে কোন মন্ত্র পাঠ করতে হবে না। প্রতিপ্রস্থাতাকে স্রুক্-গ্রহণ (আদাপন) করাবার জন্য হোতাকে তাই পৃথক্ মন্ত্র পাঠ করতে হয় না এবং অধ্বর্যুর জন্য পাঠ্য মন্ত্রে অধ্বর্যু ও স্রুক এই দুই শব্দে কোন ঊহ করতেও হয় না। নারায়ণের মতে বেদি দুটি বলে সূত্রে 'উত্তরস্যাঃ' বলা হয়েছে।

উত্তরবেদেস্ তু সোমেষু ।। ১০।। [৯]

অনু.— সোমযাগে কিন্তু উত্তর বেদির (পিছনে দাঁড়িয়ে তা পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'সোমেষু' পদে বহুবচন থাকায় পশুযাগেও ঐষ্টিক বেদির ঠিক সামনে যে পাশুক উত্তর বেদি থাকে তার পিছনে দাঁড়াতে হয়।

নিহিতেঽগ্নৌ সীদ হোতঃ স্ব উ লোকে চিকিত্বান্ নি হোতা হোতৃষদনে বিদান ইতি দ্বে পরিধায় তস্মিন্নেবাসন উপবিশ্য ভূর্ ভুবঃ স্বর্ ইতি বাচং বিসৃজেত ॥ ১১॥ [১০]

অনু.— (উত্তর বেদির কুণ্ডে) অগ্নি স্থাপিত হলে 'সীদ-' (৩/২৯/৮) (এবং) 'নি-' (২/৯/১, ২) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্র পাঠ করবেন এবং অগ্নিপ্রণয়নীয়ার পাঠ) শেষ করে ঐ আসনেই বসে 'ভূ-' (সূ.) এই মন্ত্রে বাক্ (-সংযম) ত্যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিপ্রণয়নের পর গার্হপত্য থেকে নিয়ে-আসা সেই অগ্নিকে উত্তরা বেদির আহবনীয়ের কুণ্ডে রাখা হলে (বিনা প্রৈষে) সূত্রে উদ্ধৃত তিনটি মন্ত্রে অগ্নিপ্রণয়নীয়া মন্ত্রগুলির পাঠ শেষ করে যে আসনে বসে অগ্নিপ্রণয়নীয়ার পাঠ শুরু করেছিলেন (২ নং সূ. দ্র.) সেই আসনেই আবার ফিরে গিয়ে বসে 'ভূ-' মন্ত্রটি বলে বাক্-সংযম ত্যাগ করবেন। প্রসঙ্গত শা. ৩/১৪/১৩, ১৪ দ্র., তবে সেখানে দাঁড়িয়ে বাক্‌বিসর্জন করতে বলা হয়েছে। সিদ্ধান্তীর ভাষ্য অনুযায়ী 'পরিধায়-' একটি পৃথক্ সূত্র। তিনি তাঁর ভাষ্যে আরও বলেছেন যে, 'ভূ-' মন্ত্রটি উপাংশুস্বরেই পাঠ করতে হবে। ঐ. ব্রা. ৫/২ অংশে 'সীদ-' এবং 'নি-' মন্ত্রের বিধান আমরা পাই। শা. ৩/১৪/১২ সূত্রেও এই তিনটি মন্ত্রের বিধান রয়েছে। যেখানে বসে প্রথম মন্ত্র পাঠ করেছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে বাক্‌সংযম ত্যাগ করেন— "যত্র চাসীনঃ প্রথমাম্ অন্ববোচত্ তত্স্থিত্বোত্সৃজ্যতে"- শা. ৩/১৪/১৪।

অন্যত্রাপি যত্রানুব্রুবন্ন্ অনুব্রজেত্ ॥ ১২॥ [১১]

অনু.— অন্যত্রও যেখানে পাঠ করতে করতে অনুগমন করবেন (সেখানেও এই নিয়ম)।

ব্যাখ্যা— শুধু এখানে নয়, যেখানেই অনুবচন করতে করতে কোন-কিছুর অনুগমন করতে হয় সেখানেই নিজ আসনে ফিরে এসে বসে 'ভূ-' মন্ত্রে বাক্-সংযম ত্যাগ করতে হবে। 'অনুব্রুবন্' (অনু-উপসর্গটি থাকায়) বলায় অনুবচনের ক্ষেত্রেই বাক্‌সংযম-ত্যাগে এই নিয়ম, অভিষ্টবন প্রভৃতি স্থলে নয়। 'প্রৈতু-' (আ. ৪/৭/৪) স্থলে তাই বর্তমান সূত্রটি প্রযুক্ত হবে না।

তিষ্ঠত্সম্প্রৈষেষু তথৈব বাগ্‌বিসর্গঃ ॥ ১৩॥ [১২]

অনু.— দণ্ডায়মানপ্রৈষগুলিতে সেই ভাবেই বাক্-বিসর্জন (হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যু দাঁড়িয়ে প্রৈষ দিলে অথবা কোথাও দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রৈষ পেলে সেইভাবেই অর্থাৎ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বাক্-সংযম ত্যাগ করতে হয়, ১১ নং সূত্র অনুযায়ী বসে বসে নয়। সোমপ্রবহণ প্রভৃতি স্থলে তাই দাঁড়িয়ে বাক্‌সংযম ত্যাগ করা হয়। দ্র. তিষ্ঠন্ সম্প্রৈষম্ আহ' (বৌ. শ্রৌ. ৬/৩০; ৭/১)।

অগ্নিমন্থনাদিসমানা বৈশ্বদেব্যা ॥ ১৪॥ [১৩]

অনু.— এই পর্বে অগ্নিমন্থন থেকে (আরম্ভ করে সব-কিছু) বৈশ্বদেবী (ইষ্টি)-র সঙ্গে সমান।

ব্যাখ্যা— বরুণপ্রঘাসে অগ্নিমন্থন (২/১৬/১ সূ. দ্র.) থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সমগ্র অনুষ্ঠান বৈশ্বদেবপর্বের মতোই হয়ে থাকে। 'অগ্নিমন্থনাদিঃ' স্বতন্ত্র পদ হলেই অন্বয়ে সুবিধা হয়— ২/২০/৩ সূ. দ্র.।

হবিষাং তু স্থানে ষষ্ঠপ্রভৃতীনাম্ ইন্দ্রাগ্নী মরুতো বরুণঃ কঃ ॥ ১৫॥ [১৪]

অনু.— ষষ্ঠ প্রভৃতি প্রধান দেবতার স্থানে কিন্তু (এখানে) ইন্দ্র-অগ্নি, মরুত্, বরুণ, ক (দেবতা)।

ব্যাখ্যা— এই বরুণপ্রঘাসে কিন্তু বৈশ্বদেবের ষষ্ঠ প্রধান দেবতা (২/১৬/১২) থেকে শুরু করে অন্যান্য দেবতাদের স্থানে বা পরিবর্তে এই চার দেবতার যাগ করতে হয়। এই পর্বে তাহলে অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূষা, ইন্দ্র-অগ্নি, মরুত্, বরুণ এবং ক (প্রজাপতি) এই নয় জন প্রধানযাগের দেবতা। শা. ৩/১৪/৩, ৪ অনুযায়ীও এঁরাই দেবতা, তবে সেখানে বরুণের নাম মরুতের পরে নয়, আগে।

ইন্দ্রাগ্নী অবসা গতং প্রথদ্ বৃত্রমুত সনোতি বাজং মরুতো যস্য হি ক্ষয়েঽরা ইবেদ চরমা অহেবেমং মে বরুণ শ্রুধি তত্ ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানঃ কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদ্ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্র ইতি ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— (ইন্দ্র-অগ্নির অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'ইন্দ্রাগ্নী-' (৭/৯৪/৭), 'শ্নথদ্-' (৬/৬০/১); (মরুত্‌গণের) 'মরুতো-' (১/৮৬/১), 'অরা-' (৫/৫৮/৫); (বরুণের) 'ইমং-' (১/২৫/১৯), 'তত্-' (১/২৪/১১); (ক-দেবতার) 'কয়া-' (৪/৩১/১), 'হিরণ্য-' (১০/১২১/১)।

ব্যাখ্যা— শা. ১/৮/১১ এবং ৩/১৪/৭ অনুযায়ী 'প্র-' (১/১০৯/৬) ইন্দ্র-অগ্নির যাজ্যা, 'মরুতো-' (১/৩৭/১২), 'যূয়ম-' (৫/৫৫/১০) মরুতের এবং 'হিরণ্য-' (১০/১২১/১), 'যঃ-' (১০/১২১/৩) ক-দেবতার অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

প্রতিপ্রস্থাতা বাজিনে তৃতীয়ঃ ।। ১৭।। [১৫]

অনু.— বাজিনে (উপহবের সময়ে) প্রতিপ্রস্থাতা (হবেন) তৃতীয়।

ব্যাখ্যা— বরুণপ্রঘাসপর্ব বৈশ্বদেবপর্বের অপেক্ষায় প্রতিপ্রস্থাতা নামে একজন অতিরিক্ত ঋত্বিক্ থাকেন। বাজিন-ভক্ষণের উপহবে অর্থাৎ অনুমতি চাইবার সময়ে এই প্রতিপ্রস্থাতার স্থান হবে তৃতীয় অর্থাৎ উপহবে হোতা যথাক্রমে অধ্বর্যু, ব্রহ্মা, প্রতিপ্রস্থাতা, অগ্নীত্ এবং যজমানের কাছে ভক্ষণের জন্য অনুমতি চাইবেন। একে একে প্রত্যেকে নিজেকে বাদ দিয়ে বাকী সকলকে এই ক্রমে অনুরোধ জানান। ভক্ষণের ক্রম হল এখানে— হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা, প্রতিপ্রস্থাতা, অগ্নীত্ এবং যজমান। বৈশ্বদেবপর্বেও এই নিয়ম, তবে সেখানে কেবল প্রতিপ্রস্থাতা নেই। নিয়মটি যদি ভক্ষ-সম্পর্কিত হত তাহলে 'সর্বেষু-' (৪/৭/২০) সূত্রের মতো এখানেও 'প্রতিপ্রস্থাতুস্ তৃতীয়ো ভক্ষঃ' বলা হত। এটি তাই উপহব-সম্পর্কিত নিয়ম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাজিনযাগের মন্ত্র প্রধানযাগের মতোই মধ্যমস্বরে পাঠ করতে হয়।

সংস্থিতায়াম্ অবভৃথং ব্রজন্তি ।। ১৮।। [১৬]

অনু.— যাগ শেষ হলে (সকলে) অবভৃথে যান।

ব্যাখ্যা— বরুণপ্রঘাসের শেষে ঋত্বিকেরা কোন জলাশয়ে গিয়ে স্নান ও আনুষঙ্গিক একটি ইষ্টিযাগ করেন। এই অনুষ্ঠানের নাম 'অবভৃথ'।

তত্রাবভৃথেষ্টিঃ কৃতাকৃতা ।। ১৯।। [১৭]

অনু.— সেখানে অবভৃথ ইষ্টি করা এবং না-করা (সমান)।

ব্যাখ্যা— বরুণপ্রঘাসে অবভৃথ ইষ্টির অনুষ্ঠান না করলেও চলে। শা. ২/১/৬০ দ্র.।

তাম্ উপরিষ্টাদ্ ব্যাখ্যাস্যামঃ ।। ২০।। [১৮]

অনু.— ঐ (অবভৃথ ইষ্টিকে) পরে ব্যাখ্যা করব।

ব্যাখ্যা— ব্যাখ্যা = খুলে বলা। সূত্রকার এই অবভৃথের সম্পর্কে পরে ৬/১৩ অংশে বিস্তৃত বিবরণ দেবেন।

দ্বয়োর্ মাসয়োর্ ঐন্দ্রাগ্নঃ পশুঃ ।। ২১।। [১৮]

অনু.— দু-মাস হলে ইন্দ্র-অগ্নি দেবতার (উদ্দেশে) পশু (আহুতি দেওয়া হয়)।

ব্যাখ্যা— বরুণপ্রঘাসের পূর্ণিমা থেকে শুরু করে দু-মাস পরে তৃতীয় পূর্ণিমায় চাতুর্মাস্যের অন্তরালে ঐন্দ্রাগ্ন অর্থাৎ ইন্দ্র-অগ্নির উদ্দেশে একটি পশুযাগ করতে হয়। এটি কিন্তু সেই প্রসিদ্ধ নিরূঢ় পশুবন্ধ যাগ নয়।

অষ্টাদশ কণ্ডিকা (২/১৮)

[সাকমেধ]

তথা ততঃ সাকমেধাঃ ।। ১।।

অনু.— তার পর তেমনভাবে (-ই অনুষ্ঠিত হয় সাকমেধ)।

ব্যাখ্যা— যেমন বরুণপ্রঘাসের দু-মাস পরে ইন্দ্র-অগ্নির উদ্দেশ্যে পশুযাগ, তেমন ঐন্দ্রাগ্ন পশুযাগের দু-মাস পরে হয় সাকমেধের অনুষ্ঠান। "কার্তিক্যাং সাকমেধাঃ ফাল্গুনীপ্রয়োগস্য; আগ্রহায়ণ্যাং চৈত্রীপ্রয়োগস্য"- শা. ৩/১৫/১, ২।

পূর্বেদ্যুস্ তিস্র ইষ্টয়োঽনুসবনম্ ।। ২।।

অনু.— আগের দিন সবনক্রমে (একটি করে মোট) তিনটি ইষ্টি (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— কার্তিকী পূর্ণিমায় সাকমেধের অনুষ্ঠান। তার অগের দিন সবনের ক্রম অনুযায়ী পূর্বাহ্ণে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্ণে যথাক্রমে অনীকবতী, সান্তপনী এবং গৃহমেধীয়া নামে একটি করে ইষ্টিযাগ করতে হয়।

প্রথমায়াম্ অগ্নির্ অনীকবান্। অনীকবন্তমূতয়েঽগ্নিং গীর্ভির্হবামহে স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ সৈনানীকেন সুবিদত্রো অস্মে ইতি ।। ৩।।

অনু.— প্রথম (ইষ্টিতে) অনীকবান্ অগ্নি (প্রধান দেবতা)। 'অনীক-' (সূ.), 'সৈনা-' (২/৯/৬) (ঐ ইষ্টির অনুবাক্যা ও যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— শা. ৩/১৫/৪ অনুযায়ী অনুবাক্যা হচ্ছে সূত্রপঠিত 'অনীকে-' মন্ত্র।

উত্তরস্যাং বৃধন্বন্তৌ ।। ৪।। [৩]

অনু.— পরবর্তী (সান্তপনী ইষ্টিতে) দুটি বৃধন্বান্ মন্ত্র হবে দুই আজ্যভাগের অনুবাক্যা।

মরুতঃ সান্তপনাঃ ।। ৫।। [৩]

অনু.— সান্তপন মরুত্‌গণ (সেই দ্বিতীয় ইষ্টির প্রধান দেবতা)।

ব্যাখ্যা— সান্তপন শব্দের অর্থ সন্তাপ- বা উত্তাপ-সৃষ্টিকারী।

সান্তপনা ইদং হবি র্যো নো মরুতো অভি দুর্হণায়ুর্ ইতি ।। ৬।। [৩]

অনু.— 'সান্ত-' (৭/৫৯/৯), 'যো-' (৭/৫৯/৮)।

ব্যাখ্যা— এই দুই মন্ত্র প্রধানযাগের যথাক্রমে অনুবাক্যা ও যাজ্যা। শা. ৩/১৫/৬ সূত্রের বিধান এই সূত্রের সঙ্গে অভিন্নই।

মরুদ্ভ্যো গৃহমেধেভ্য উত্তরাজ্যভাগপ্রকৃতীডান্তা ।। ৭।। [৩]

অনু.— গৃহমেধ মরুদ্‌গণের উদ্দেশে পরবর্তী (ইষ্টিটি অনুষ্ঠিত হয়)। (এই ইষ্টি) আজ্যভাগে শুরু, ইড়ায় শেষ।

ব্যাখ্যা— গৃহমেধ = গৃহী। শা. ৩/১৫/৭ অনুসারে এই যাগ হয় সায়াহ্নে।

গৃহমেধাস আ গত প্র বুধ্ন্যা ব ঈরতে মহাংসীতি ।। ৮।। [৪]

অনু.— 'গৃহ-' (৭/৫৯/১০), 'প্র-' (৭/৫৬/১৪)।

ব্যাখ্যা— এই দুটি মন্ত্র ঐ ইষ্টির প্রধানযাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা। শা. ৩/১৫/৯ সূত্রের বিধানও তা-ই।

পুষ্টিমন্তৌ ।। ৯।। [৫]

অনু.— দুই পুষ্টিমান্ (মন্ত্র ঐ ইষ্টিতে দুই আজ্যভাগের অনুবাক্যা)।

ব্যাখ্যা— শা. ৩/১৫/৮ সূত্রের বিধানও তা-ই।

বিরাজৌ সংযাজ্যে অনিগদে ।। ১০।। [৫]

অনু.— নিগদবিহীন দুই বিরাজ্ মন্ত্র (হবে) স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— বিরাজ্— ২/১/৩৬ সু. দ্র.। এখানে যাজ্যামন্ত্রের আগে 'অয়াড়গ্নির্..... জুষতাং হবিঃ' (১/৬/৬ সু. দ্র.) এই নিগদটি পাঠ করতে হয় না। শা. ৩/১৫/১১ অনুযায়ী নিগদ থাকবে না, কিন্তু ১০নং সূত্র অনুসারে সংযাজ্যা হবে 'ত্বাং-' (১/৪৫/৬) এবং 'যদ্-' (৫/২৫/৭)।

অন্যত্রাপ্যনাবাহনে ।। ১১।। [৬]

অনু.— অন্যত্রও আবাহন না থাকলে (স্বিষ্টকৃতে নিগদ পাঠ করতে হবে না)।

ব্যাখ্যা— এই গৃহমেধীয়া ইষ্টিতে এবং অন্যত্রও আগে যদি দেবতাদের আবাহন করা না হয়ে থাকে, তাহলে স্বিষ্টকৃতের সময়ে যাজ্যায় নিগদমন্ত্রও ('অয়াড়গ্নিঃ..... জুষতাং হবিঃ') পাঠ করতে হবে না। দ্র. যে, স্বিষ্টকৃতের নিগদে আবাহনের দেবতাদেরই উল্লেখ করতে হয়, কিন্তু ৭ নং সূত্রানুসারে এই ইষ্টির শুরু আজ্যভাগে হয় বলে এখানে আবাহনের কোন সুযোগই নেই। নিগদে তাই কোন্ দেবতাকে উল্লেখ করবেন? সূত্রে 'অপি' বলায় এই ইষ্টিতে আগে আবাহন করা হয়ে থাকলেও স্বিষ্টকৃতে কিন্তু নিগদ পাঠ করতে হবে না। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, গৃহমেধীয়া ইষ্টিতে বিকল্পে আবাহন হতেও পারে। অন্যত্র অবশ্য আবাহন না হয়ে থাকলে তবেই স্বিষ্টকৃতে নিগদ বাদ যাবে। প্রসঙ্গত ১/৬/৬,৮ সু.। সিদ্ধান্তী কিন্তু বলেছেন "অন্যত্রাপিবচনং গৃহমেধীয়ায়াম্ অপি অনাবাহনপক্ষে এব অনিগদত্বম্ ইত্যেতদর্থম্"।

আবাহনেঽপি পিত্র্যায়াং পশৌ চ ।। ১২।। [৭]

অনু.— আবাহন করতে হলেও পিত্র্যা (ইষ্টিতে) এবং পশুযাগে (কিন্তু স্বিষ্টকৃতে নিগদ পাঠ করতে হবে না)।

বহু চৈতস্যাং রাত্র্যাম্ অন্নং প্রসুবীরন্ ।। ১৩।। [৮]

অনু.— এই (দিনের) রাত্রে (যজমান) বহু অন্নও দান করবেন।

ব্যাখ্যা— 'রাত্র্যাম্' বলায় বুঝতে হবে যাগটি রাত্রিতেই শেষ হয়। 'প্রসুবীরন্' পদে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে এইজন্য যে, বৈদিক সমাজে অনেকেই এই যাগটি করে থাকেন। সিদ্ধান্তীর মতে সূত্রে 'চ' শব্দ থাকায় নৃত্য, গীত ইত্যাদির অনুষ্ঠানও এই দিন রাত্রে হয়ে থাকে।

তস্যা বিবাসে পৌর্ণদর্বং জুহুয়ুঃ ।। ১৪।। [৯]

অনু.— ঐ রাত্রের শেষ ভাগে পৌর্ণদর্ব হোম করবেন।

ব্যাখ্যা— বিবাস = রাত্রির শেষভাগ বা সমাপ্তি। শেষ রাত্রে কখন হোম হবে তা পরের তিনটি সূত্রে বলা হচ্ছে। পৌর্ণদর্ব-হোমে দর্বী দিয়ে চরুস্থালী থেকে 'পূর্ণা দর্বী-' (১৮ নং সূ.) এই মন্ত্রে আজ্য নিয়ে 'দেহি মে-' (১৮ নং সূ.) মন্ত্রে অধ্বর্যুকে সেই আজ্য আহুতি দিতে হয়। দর্বীহোম বা পৌর্ণদর্বহোমে দর্বী বা স্রুবে আজ্য পূর্ণ করে নিয়ে অগ্নির পিছনে ডান হাঁটু পেতে অথবা না পেতে 'স্বাহা' শব্দে শেষ এমন কোন মন্ত্রে একটু একটু করে বারে বারে সেই আজ্য অগ্নিতে আহুতি দিয়ে হয়— আপ. যজ্ঞ. ৩/৪-৮, ১০ এবং আপ. শ্রৌ. ৮/১১/১৮-২১ দ্র.। "প্রাতঃ পূর্ণদর্ব্যং হুত্বা"— শা. ৩/১৫/১৪।

ঋষভে রবাণে ।। ১৫।। [১০]

অনু.— ষাঁড় ডাকতে থাকলে (এই হোম করবেন)।

ব্যাখ্যা— ষাঁড় না ডাকলে ব্রহ্মা 'জুহুধি' শব্দে হোমের অনুমতি দেন— কা. শ্রৌ. ৫/৭/৩২, ৩৩ দ্র.।

স্তনয়িত্নৌ বা ।। ১৬।। [১১]

অনু.— অথবা মেঘ ডাকলে (হোম করবেন)।

ব্যাখ্যা— কার্তিক অথবা অগ্রহায়ণে মেঘ-ডাকার সম্ভাবনা হয় তো সে-যুগে ছিল, তাই এই সূত্র।

আগ্নীধ্রং হৈকে রাবয়ন্তি ব্রহ্মপুত্রং বদন্তঃ ।। ১৭।। [১২]

অনু.— অন্যেরা আগ্নীধ্রকে ব্রহ্মপুত্র বলতে বলতে শব্দ করান।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ বলেন, আগ্নীধ্রের কাছে অনুমতি পাওয়ার জন্য ব্রহ্মপুত্র (রোরুহি) অথবা (ব্রূহি) বলে তাঁকে অনুরোধ করতে হবে। বৃত্তিকারের মতে মেঘও যদি না ডাকে তাহলে এই বিকল্প। আপস্তম্ব বলেছেন যদ্যবভো ন রায়াদ্ ব্রহ্মা ব্রুয়াজ্ জুহুধীতি' (আপ. শ্রৌ. ৮/১১/২০)।

যদি হোতারং চোদয়েয়ুস্ তস্য যাজ্যানুবাক্যে পূর্ণা দর্বি পরা পত সুপূর্ণা পুনরাপত। বস্নেব বিক্রীণাবহা ইষমূর্জং শতক্রতো। দেহি মে দদামি তে নি মে ধেহি নি তে দধে অপামিত্যমিব সংহর কোংস্বা দদতে দদদিতি ।। ১৮।। [১৩]

অনু.— যদি হোতাকে (সকলে) অনুপ্রেরিত করেন (তাহলে) 'পূর্ণা-' (সূ.), 'দেহি-' (সূ.) এই (দুই মন্ত্রে হবে) তাঁর অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— হোতাকে অনুবাক্যা এবং যাজ্যাপাঠের জন্য প্রৈষ দিলে পৌর্ণদর্ব হোম না হয়ে যাগই হবে এবং সে-ক্ষেত্রে এই দুটি মন্ত্র হবে হোতার অনুবাক্যা ও যাজ্যা। অনুবাক্যায় 'শতক্রতো' পদটি থাকায় বোঝা যাচ্ছে যে, এই পৌর্ণদর্ব যাগে ইন্দ্র দেবতা।

মরুদ্ভ্যঃ ক্রীড়িভ্য উত্তরা ।। ১৯।। [১৪]

অনু.— পরবর্তী ইষ্টি (হয়) ক্রীড়ী মরুত্গণের উদ্দেশে।

ব্যাখ্যা— সাকমেধ পর্বের পূর্ণিমার দিন সকালে ক্রীড়ী মরুত্গণের উদ্দেশে একটি ইষ্টিযাগ করতে হয়। এই ইষ্টির নাম 'ক্রীড়িনেষ্টি'।

উত ব্রুবন্তু জন্তবোঽয়ং কৃণুরগৃভীত ইতি পরোক্ষবার্ত্রঘ্নৌ ।। ২০।। [১৫]

অনু.— 'উত-' (১/৭৪/৩), 'অয়ং-' (৮/৭৯/১) এই দুই পরোক্ষ বার্ত্রঘ্ন (মন্ত্র দুই আজ্যভাগের অনুবাক্যা)।

ক্রীড়ং বঃ শর্ধো মারুতমত্যাসো ন যে মরুতঃ স্বক্ষঃ ।। ২১।। [১৬]

অনু.— 'ক্রীড়ং-' (১/৩৭/১), 'অত্যাসো-' (৭/৫৬/১৬) (এই দুই মন্ত্র প্রধানযাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— ক্রীড়ী মরুত্ দেবতা না হয়ে কেবল মরুত্ দেবতা হলেও এই দুই মন্ত্রই প্রযোজ্য। শা. ৩/১৫/১৫ অনুসারে যাজ্যামন্ত্র হচ্ছে 'পর্বত-' (৫/৬০/৩)।

জুষ্টো দমূনা অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায়েতি সংযাজ্যে ।। ২২।। [১৭]

অনু.— 'জুষ্টো-' (৫/৪/৫), 'অগ্নে-' (৫/২৮/৩) স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

বাজিনাবভৃথবর্জং মাহেন্দ্র্যুক্তা বরুণপ্রঘাসৈঃ ।। ২৩।। [১৭]

অনু.— বাজিন এবং অবভৃথ ছাড়া মাহেন্দ্রী (ইষ্টি) বরুণপ্রঘাস দ্বারা (-ই) বলা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা— মাহেন্দ্রী ইষ্টি বা মহাহবিঃ মানে সাকমেধ পর্বের প্রধান যাগ। এই যাগের অনুষ্ঠান বরুণপ্রঘাসের মতোই, তবে এখানে বাজিনহোম এবং অবভৃথকর্ম করতে হয় না। ছানা তৈরী করতে হলে তবেই বাজিন বা ছানার জল পাওয়া যায়। এই ইষ্টিতে কাউকে ছানা দিতে হয় না। বাজিন তাই এখানে স্বতঃই থাকবে না। তবুও অতিদেশবশত যদি কেউ বাজিন অথবা বাজিনের পরিবর্তে আজ্য আহুতি দিতে যান তা-ই এই সূত্রে তা নিষেধ করে দেওয়া হল। শা. ৩/১৫/২৩, ২৪ সূত্রেও এই একই বিধান দেওয়া হয়েছে।

হবিষাং তু সপ্তমাদীনাং স্থান ইন্দ্রো বৃত্রহেন্দ্রো মহেন্দ্রো বা বিশ্বকর্মা ।। ২৪।। [১৮]

অনু.— সপ্তম প্রভৃতি প্রধান দেবতাদের স্থানে কিন্তু এখানে ইন্দ্র অথবা বৃত্রহা ইন্দ্র অথবা মহেন্দ্র (এবং) বিশ্বকর্মা (প্রধান দেবতা)।

ব্যাখ্যা— সাকমেধের প্রধানযাগের অনুষ্ঠান বরুণপ্রঘাসের মতো হলেও বরুণপ্রঘাসের সপ্তম প্রভৃতি দেবতার (২/১৭/১৫ দ্র.) স্থানে এখানে কিন্তু দেবতা হবেন ইন্দ্র বা বৃহত্রা ইন্দ্র অথবা মহেন্দ্র এবং বিশ্বকর্মা। এখানে প্রধান দেবতা তাহলে মোট আট জন— অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূষা, ইন্দ্র-অগ্নি, ইন্দ্র (অথবা বৃত্রহা ইন্দ্র অথবা মহেন্দ্র) এবং বিশ্বকর্মা। শা. ৩/১৫/১৬-১৮ সূত্রেও তা-ই পাই।

আ তূ ন ইন্দ্র বৃত্রহন্নন্ তে দায়ি মহ ইন্দ্রিয়ায় বিশ্বকর্মন্ হবিষা বাবৃধানো যা তে ধামানি পরমাণি যাবমেতি ।। ২৫।। [১৯]

অনু.— (বৃত্রহা-র) 'আ-' (৪/৩২/১), 'অনু-' (৬/২৫/৮) (এবং বিশ্বকর্মার) 'বিশ্ব-' (১০/৮১/৬), 'যা-' (১০/৮১/৫) (হচ্ছে অনুবাক্যা ও যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— ইন্দ্র ও মহেন্দ্রের মন্ত্রের জন্য ১/৬/২ সূ. দ্র.। শা. ৩/১৫/১৯ অনুযায়ী মহেন্দ্রের মন্ত্র দর্শপূর্ণমাসের মতোই এবং বিশ্বকর্মার অনুবাক্যা-মন্ত্র 'বাচ-' (১০/৮১/৭)।

ঊনবিংশ কণ্ডিকা (২/১৯)

[পিত্র্যা-ইষ্টি, ত্র্যম্বকযাগ, আদিত্যেষ্টি]

দক্ষিণাগ্নের্ অগ্নিম্ অতিপ্রণীয় পিত্র্যা ।। ১।।

অনু.— দক্ষিণাগ্নি থেকে অগ্নি অতিপ্রণয়ন করে পিত্র্যা (ইষ্টি অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— দক্ষিণাগ্নি থেকে অগ্নিকে 'অতিপ্রণয়ন' করে অর্থাৎ ঐ কুণ্ডস্থান অতিক্রম করে অন্য স্থানে নিয়ে গিয়ে সেখানে রেখে সেই অগ্নিতে পিত্র্যেষ্টি করতে হয়। সিদ্ধান্তীও বলেছেন— 'অতিপ্রণীতম্ আহবনীয়ং কৃত্বা তস্যাম্ এব বেদ্যাং কথং পিত্র্যা স্যাত্, ন প্রাকৃতবেদ্যাম্ ইতি এতদ্-অর্থম্'। অতিপ্রণয়ন অধ্বর্যুরই কাজ। প্রসঙ্গত ৩৬ নং সূ. দ্র.। শা. মতে দক্ষিণাগ্নির দক্ষিণ দিকে একটা ঘেরা জায়গায় এই ইষ্টি করতে হয়— ৩/১৬/১৬ দ্র.। "আহবনীয়োঽপ্যত্র বিহরণীয় উত্তরত্রোপস্থানদর্শনাত্" (না.)।

সা শংয্বন্তা।। ২।।

অনু.— ঐ (ইষ্টি) শংযুবাকে শেষ।

ব্যাখ্যা— শংয্বন্তা = শংযু + অন্তা। পিত্র্যা ইষ্টি শংযুবাকেই শেষ হয়। শা. ৩/১৭/৯ অনুসারেও তা-ই।

লুপ্তজপা হোতারমবৃথাবষট্কারানুমন্ত্রণাভিহিংকারবর্জম্ ।। ৩।।

অনু.— ঐ (পিত্র্যা ইষ্টিতে) 'হোতারম্ অবৃথা', বষট্কারের অনুমন্ত্রণ এবং অভিহিঙ্কার ছাড়া (অন্য সব) জপ (লোপ পায়)।

ব্যাখ্যা— ইষ্টিটি লুপ্তজপা— দর্শপূর্ণমাসের 'হোতারম্ অবৃথাঃ' (আ. ১/৪/১১), বষট্কারের অনুমন্ত্রণ (আ. ১/৫/২০) এবং অভিহিঙ্কার (আ. ১/২/৪) এই তিনটি জপ ছাড়া অন্য জপগুলি এখানে বাদ দিতে হয়। যদিও অনুমন্ত্রণ কর্মটি জপ্-ধাতু দ্বারা বিহিত হয় নি বলে জপ নয়, তবুও এই সূত্রে তাকে জপের মধ্যে গণ্য করায় বুঝতে হবে যে, জপ বলতে এখানে শুধু জপ্-ধাতু দ্বারা নির্দিষ্ট মন্ত্রগুলিকেই ধরা হচ্ছে না, উপাংশুস্বরে উচ্চার্য অনুমন্ত্রণ, আপ্যায়ন ইত্যাদি ছয়প্রকারের মন্ত্রকেই (১/১/২০, ২১ সূ. দ্র.) লক্ষ্য করা হচ্ছে। ১/১/১৬ সূত্রের ক্ষেত্রেও তাই 'জপতি' স্থলে এই ছয় শ্রেণীর মন্ত্রকেই বুঝতে হবে। তাহলে দেখা গেল যে, যা-কিছু উপাংশু স্বরে পড়া হয়, তা-ই জপ নয়, এখানে 'জপ' শব্দের অর্থ উপাংশুপাঠ্য কেবল ঐ ছয়শ্রেণীর মন্ত্রই। ইড়ার আহ্বানে তাই 'ইন্দ্রোপহূতা..... বৃষ্টির্দ্যুমতাম্' (আ. ১/৭/৭) অংশটি উপাংশুস্বরে পাঠ করতে হলেও এই দৃষ্টিতে তা জপমন্ত্র নয় বলে পিত্র্যেষ্টিতে ঐ অংশটি লুপ্ত হবে না। "উত্সর্গো জপানাম্"— শা. ৩/১৬/১৯।

তস্যাং প্রাঞ্চি কর্মাণি দক্ষিণা ।। ৪।।

অনু.— ঐ (ইষ্টি)-তে পূর্ব দিকের কর্মগুলি দক্ষিণ (দিকে হবে)।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসে যে যে কাজ পূর্ব দিকে মুখ করে করতে হয়, এই পিত্র্যা ইষ্টিতে সেগুলি সবই দক্ষিণ দিকে মুখ করে করতে হবে। ২/১৯/৩০ সূত্রের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

ইতরাণি তথান্বয়ম্ ।। ৫।।

অনু.— অন্যগুলি সেইরূপ সম্বন্ধযুক্ত (হবে)।

ব্যাখ্যা— এখানে দক্ষিণ দিক্‌কে পূর্ব দিক্ ধরে অনুষ্ঠান হয় বলে সেই অনুযায়ী অন্য অন্য (সূত্রে নির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট) দিকের কাজ অপর অপর দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকের কাজ উত্তর দিকে, উত্তর দিকের কাজ পূর্ব দিকে এবং দক্ষিণ দিকের কাজ পশ্চিম দিকে করতে হবে।

উশন্তস্ত্বা নি ধীমহীত্যেতাং ত্রির্ অনবানম্ ।। ৬।।

অনু.— 'উশন্ত—' (১০/১৬/১২) এই (মন্ত্রটি) নিঃশ্বাস না ফেলে তিন বার (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শা. ৩/১৬/২৩ সূত্রেও এই একটি মন্ত্রকেই তিন বার পাঠ করতে বলা হয়েছে।

তাঃ সামিধেন্যঃ ।। ৭।। [৬]

অনু.— (ঐ মন্ত্রগুলিই এখানে) সামিধেনী।

ব্যাখ্যা— ঐ তিন বার আবৃত্তি-করা মন্ত্রটিই এখানে সামিধেনী। অন্য কোন মন্ত্র আর সামিধেনীরূপে পড়তে হবে না।

তাসাম্ উত্তমেন প্রণবেনাবহ দেবান্ পিতৃন্ যজমানায়েতি প্রতিপত্তিঃ ।। ৮।। [৭]

অনু.— ঐগুলির শেষ প্রণবের সঙ্গে 'আবহ-' (সূ.) এই প্রতিপত্তি (মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ৬ নং সূত্রের সামিধেনী মন্ত্রের অন্তিম আবৃত্তির শেষ প্রণবের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে একনিঃশ্বাসে 'আবহ-' এই প্রতিপত্তি মন্ত্রটি পাঠ করবেন। ফলে প্রকৃতিযাগের 'অগ্নে মহাঁ অসি ব্রাহ্মণ ভারত', আর্ষেয়বরণ, 'দেবেদ্ধো মন্বিদ্ধ-' এই নিগদ এবং 'আবহ দেবান্ যজমানায়' (১/৩/৬ সূ. দ্র.) এই মূল প্রতিপত্তি মন্ত্রটি এখানে বাদ যাব। বস্তুত এখানে দেবতা ও পিতৃগণ উভয়েরই উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয় বলে প্রতিপত্তিমন্ত্রে 'দেবান্' পদের পরে 'পিতৃন্' পদটিও উল্লেখ করতে হয়। "নার্ষেয়ম্ আহ"— শা. ৩/১৬/২৩।

অগ্নিং হোত্রায়াবহ স্বং মহিমানমাবহেত্যেতস্য স্থানেঽগ্নিং কব্যবাহনম্ আবাহয়েত্ ।। ৯।। (৮)

অনু.— 'অগ্নিং-' (সূ.) এই (মন্ত্রের) স্থানে কব্যবাহন অগ্নিকে আবাহন করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রতিপত্তি পাঠের পরে আবাহনে দর্শপূর্ণমাসের মতো আজ্যপ পর্যন্ত দেবতাদের আবাহন করে স্বিষ্টকৃতের দেবতার আবাহনের জন্য 'অগ্নিং-' (১/৩/২২ সূ. দ্র.) না বলে এখানে 'অগ্নিং কব্যবাহনম্ আ৩বহ' বলবেন।

উত্তমে চৈনং প্রযাজে প্রাগ্ আজ্যপেভ্যো নিগময়েত্ ।। ১০।। [৯]

অনু.— এবং শেষ প্রযাজে আজ্যপদের আগে এই (কব্যবাহনকে মন্ত্রে) উল্লেখ করবেন।

ব্যাখ্যা— পঞ্চম প্রযাজের যাজ্যাতেও আজ্যপদের অর্থাৎ প্রযাজ-অনুযাজের দেবতাদের (১/৫/২৮ সূ. দ্র.) আগে এই কাব্যবাহন দেবতার নাম উল্লেখ করবেন।

সূক্তবাকে চাগ্নির্হোত্রেণেত্যেতস্য স্থানে ।। ১১।। [১০]

অনু.— এবং সূক্তবাকে 'অগ্নির্হোত্রেণ-' (আ. ১/৯/৫) এই (মন্ত্রে দেবতা- নামের) স্থানে (কব্যবাহনের নাম উল্লেখ করবেন)।

নেহ প্রাদেশঃ ।। ১২।। [১১]

অনু.— এখানে প্রাদেশ (করতে হবে) না।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসে যে প্রাদেশ (১/৩/২৩ সূ. দ্র.) করতে হয়, এখানে তা করতে হবে না। প্রাদেশের মন্ত্রটি 'মন্ত্র' বলে 'মন্ত্রাশ্ চ কর্মকরণাঃ' সূত্রানুসারে উপাংশুস্বরে পাঠ্য। ৩ নং সূত্রানুযায়ী তা তাই লোপ পাওয়ারই কথা, তবুও এই সূত্রে আবার লোপের বিধান দেওয়ায় বুঝতে হবে, অন্যত্র মন্ত্র নিষিদ্ধ হলেও আনুষঙ্গিক কর্মটি নিষিদ্ধ হয় না, বিনা মন্ত্রেই ঐ কর্মটি করতে হয়। হোমমন্ত্রের ক্ষেত্রে অবশ্য মন্ত্র নিষিদ্ধ হলে কর্মটিও নিষিদ্ধ হবে। প্রসঙ্গত ১/১/১৬ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

ন বর্হিষ্মন্তৌ প্রযাজানুযাজৌ ।। ১৩।। [১২]

অনু.— বর্হিযুক্ত প্রযাজ ও অনুযাজ (হবে) না।

ব্যাখ্যা— এখানে কিন্তু প্রযাজ ও অনুযাজে দর্শপূর্ণমাসের মতো বর্হির্দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিতে হবে না। "অপবর্হিষঃ প্রযাজান্ ইষ্ট্বা"— শা. ৩/১৬/২৪; "অপবর্হিষাব্ অনুযাজব্ ইষ্ট্বা"— শা. ৩/১৭/৭।

নেডায়াং ভক্ষভক্ষণম্ ।। ১৪।। [১২]

অনু.— ইড়ায় ভক্ষ্য-ভক্ষণ (হবে) না।

ব্যাখ্যা— এখানে ইড়াভক্ষণ করতে হবে না। সূত্রে 'ইডায়াম্' এইভাবে সমাসশূন্য করে এবং বিষয়াধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি প্রয়োগ করে উল্লেখ করায় বুঝতে হবে ইড়াসম্পর্কিত অবান্তরেড়া এবং মূল ইড়া দুই-এর ভক্ষণই এখানে নিষিদ্ধ হচ্ছে। শা. ৩/১৬/২৫ সূত্রেও বলা হয়েছে "ইডাং ন প্রাশ্নন্তি"।

ন মার্জনম্ ।। ১৫।। [১৩]

অনু.— মার্জন (হবে) না।

ব্যাখ্যা— এখানে ইড়াভক্ষণ নেই বলে ভক্ষণের আনুষঙ্গিক মার্জনও (১/৮/১ সূ. দ্র.) বাদ দিতে হবে। সূত্রটি না করলেও চলত, তবুও সূত্রটি করে সূত্রকার বুঝিয়ে দিলেন যে, মার্জন ইড়াভক্ষণেরই অঙ্গ। এখানে ইড়াভক্ষণ নেই, তাই আনুষঙ্গিক মার্জনও নেই।

ন সূক্তবাকে নামাদেশঃ ।। ১৬।। [১৪]

অনু.— সূক্তবাকে (যজমানের) নামের উল্লেখ (করতে হবে) না।

ব্যাখ্যা— ১/৯/৫ সূ. দ্র.। 'সূক্তবাকে' বলায় ১/৪/১২ ইত্যাদি স্থলে 'অধ্বর্যু' প্রভৃতি শব্দ বাদ যাবে না। শা. ৩/১৭/৮ সূত্রেও এই নিষেধ আছে।

ঈক্ষিতঃ সীদ হোতর্ ইতি বোক্ত উপবিশেত্ ।। ১৭।। [১৫]

অনু.— নিরীক্ষিত (হয়ে) অথবা 'সীদ হোতঃ' বলা হলে বসবেন।

ব্যাখ্যা— আবাহনের পরে অধ্বর্যু হোতার দিকে তাকালে অথবা 'সীদ হোতঃ' (কা. শ্রৌ. ৫/৮/৩৪ দ্র.) অর্থাৎ হোতা, তুমি বস এ-কথা বললে হোতা বিনামন্ত্রে তৃণ নিক্ষেপ করে নিজে আসনে কোল পেতে বসবেন। দর্শপূর্ণমাসে আবাহনের পরে প্রথমে উবু হয়ে (১/৩/২৩ সূ. দ্র.) এবং তার কিছু পরে বাঁ উরুর উপর ডান পা রেখে বসতে (১/৩/৩৭ সূ. দ্র.) বলা হয়েছে। সেখানে উবু হয়ে বসতে হয় প্রাদেশের কারণে। এখানে পিত্র্যেষ্টিতে কিন্তু প্রাদেশকর্মটি নেই (১২ নং সূ. দ্র.)। প্রকৃতিযাগে উবু হয়ে বসার পরে আশ্রাবণের আগে অধ্বর্যুর উদ্দেশে হোতাকে যে অনুমন্ত্রণ করতে হয় (১/৩/২৫ সূ. দ্র.)। তাও জপমন্ত্র বলে 'জুগুজপা-' (৩নং) সূত্রানুসারে বাদ যাবে। ফলে এখানে উবু হয়ে বসতে হবে না। এখানে উল্লেখ্য যে, অনুমন্ত্রণ, আপ্যায়ন ও উপস্থানের স্বরূপ একান্তভাবেই মন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। মন্ত্র নিষিদ্ধ হলে তাই এই ক্রিয়াগুলিও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত ১২ নং সূত্রের ব্যাখ্যাও দ্র.। নিরীক্ষিত হলে বসবেন বলায় প্রকৃতিযাগের অতিক্রমণ প্রভৃতি (১/৩/২৯-৩৭ সূত্রের) নির্দেশগুলিও এখানে বাদ যাবে। তবে ১/৩/৩৫-৩৬ এবং ৩৭ নং সূত্রে যে অভিমন্ত্রণ, তৃণনিক্ষেপ এবং বাঁ উরুর উপর ডান পা রেখে বসার কথা বলা হয়েছে তা এখানে বিনা মন্ত্রে করতে হবে। ১/৪/৮ সূত্রে হাঁটুর মাথা (অগ্রভাগ) দিয়ে যে তৃণস্পর্শের কথা বলে হয়েছে তাও এখানে মন্ত্র ছাড়াই করতে হবে। সিদ্ধান্তী সংক্ষেপে বলেছেন ১/৩/২৩-৩৫ পর্যন্ত অংশগুলি এখানে বাদ যাবে। ১/৩/৩৭ সূত্রে বিহিত উপবেশনের প্রসঙ্গেই এই সূত্র।

জীবাতুমন্তৌ ।। ১৮।। [১৬]

অনু.— দুইটি জীবাতুমান্ মন্ত্র (এখানে দুই আজ্যভাগের অনুবাক্যা)।

ব্যাখ্যা— ২/১০/২ সূ. দ্র.। শা. ৩/১৬/২৪ সূত্রের বিধানও তা-ই।

সব্যোত্তর্যুপস্থঃ প্রাচীনাবীতিনো হবির্ভিশ্ চরন্তি ।। ১৯।। [১৬]

অনু.— বাঁ পা (ডান উরুর) উপরে রেখে উপস্থ (হয়ে বসে) প্রাচীনাবীতী (হয়ে) প্রধানযাগগুলির দ্বারা অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— উপস্থ = কোল-পাতা। 'হবির্ভিঃ' বলায় সূত্রোক্ত নিয়মটি প্রধানযাগেই প্রযোজ্য, প্রধানযাগের মাঝে কোন প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করতে হলেও সেখানে কিন্তু এই নিয়ম অনুসৃত হবে না। "প্রাচীনাবীত্যেতা দেবতা যজতি"— শা. ৩/১৬/১১।

দক্ষিণ আগ্নীধ্র উত্তরোঽধ্বর্যুঃ ।। ২০।। [১৭]

অনু.— (প্রধানযাগে) আগ্নীধ্র দক্ষিণ (-মুখী এবং) অধ্বর্যু উত্তর (-মুখী হবেন)।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রের প্রকৃত অর্থ আমাদের কাছে ঠিক পরিস্ফুট নয়, প্রদত্ত অর্থ সম্ভাব্য অর্থ মাত্র। ৬/১০/১৫ সূত্র থেকে মনে হয় এই সূত্রের অন্য এক অর্থ হতে পারে যে, দুই ঋত্বিক্ দুই দিকে থাকবেন।

দ্বে দ্বে অনুবাক্যে অধ্যর্ধাম্ অনবানম্ ।। ২১।। [১৭]

অনু.— (এই ইষ্টিতে) দুটি দুটি অনুবাক্যা একনিঃশ্বাসে দেড় দেড় (করে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই পিত্র্যেষ্টিতে প্রধানযাগে প্রত্যেক দেবতার দুটি করে অনুবাক্যা মন্ত্র। মন্ত্রদুটিকে দেড় দেড় করে একনিঃশ্বাসে পড়তে হবে। মন্ত্র দুটি হলেও অনুবাক্যা-রূপ একটি কার্যই সাধিত হচ্ছে বলে ১/২/১৪ সূত্রানুসারে প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে প্রণব হবে না, হবে শুধু দ্বিতীয় মন্ত্রেরই শেষে। "দ্বে দ্বে পূর্বে পুরোঽনুবাক্যে; অসন্ততে নানাপ্রণবে"— শা. ৩/১৬/৮, ৯। প্রত্যেক মন্ত্রের শেষ প্রণব থাকবে, কিন্তু মন্ত্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হবে না।

ওং স্বধেত্যাশ্রাবণম্। অস্তু স্বধেতি প্রত্যাশ্রাবণম্। অনুস্বধা স্বধেতি সংপ্রৈষঃ ।। ২২।। [১৮]

অনু.— (এখানে) 'ওং স্বধা' (হচ্ছে) আশ্রাবণ, 'অস্তু স্বধা' প্রত্যাশ্রাবণ, 'অনু স্বধা' (এবং) 'স্বধা' প্রৈষ।

ব্যাখ্যা— প্রৈষে কেউ বলেন, 'অনু স্বধা', কেউ আবার বলেন শুধু 'স্বধা'। এখানে প্রৈষে আকারের প্লুতি হবে না, দীর্ঘত্বই থাকবে। সিদ্ধান্তীর মতে 'অনুব্রূহি' না বলে 'অনুস্বধা', 'যজ' না বলে 'স্বধা' বলতে হয়। আপ. শ্রৌ. ৮/১৫/৮, ১১ দ্র.।

যে স্বধেত্যাগূর্ যে স্বধামহ ইতি বা। স্বধা নম ইতি বষট্‌কারঃ ।। ২৩।। [১৯]

অনু.— (এখানে যাজ্যায়) 'যে স্বধা' অথবা 'যে স্বধামহে' (হচ্ছে) আগূ। 'স্বধা নমঃ' (হচ্ছে যাজ্যার) বষট্‌কার।

ব্যাখ্যা— এখানেও স্বধা শব্দের আকার দীর্ঘই থাকবে, প্লুত হবে না। শা. ৩/১৬/১৫ সূত্রেও 'যে স্বধামহে', 'স্বধা নমঃ' বিহিত হয়েছে।

নিত্যাঃ প্লুতয়ঃ ।। ২৪।। [২০]

অনু.— পূর্বোক্ত প্লুতিগুলি (এখানেও করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসে আশ্রাবণ, প্রত্যাশ্রাবণ, আগূ (ও) বষট্‌কারে যে অক্ষরের প্লুতি বিহিত হয়েছে এখানেও সেই অক্ষরের প্লুতি হবে।

পিতরঃ সোমবন্তঃ সোমো বা পিতৃমান্ পিতরো বর্হিষদঃ পিতরোঽগ্নিষ্বাত্তা যমঃ ।। ২৫।। [২১]

অনু.— সোমবান্ পিতৃগণ অথবা পিতৃমান্ সোম, বর্হিষদ্ পিতৃগণ, অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ, যম (এই ইষ্টির প্রধান দেবতা)।

ব্যাখ্যা— সোমবান্ = সোমের সাহচর্যযুক্ত। পিতৃমান্ = প্রয়াত পিতৃগণের সাহচর্যযুক্ত। বর্হিষদ্ = বর্হিতে উপবিষ্ট। অগ্নিষ্বাত্ত = অগ্নিষু + আত্ত = অগ্নিদগ্ধ।

উদীরতামবর উত্ পরাসস্ত্বয়া হি নঃ পিতরঃ সোম পূর্ব উপহূতাঃ পিতরঃ সোম্যাসস্ত্বং সোম প্র চিকিতো মনীষা সোমো ধেনুং সোমো অর্বন্তমাশুং ত্বং সোম পিতৃভিঃ সংবিদানো বর্হিষদঃ পিতর উত্যর্বাগাহং পিতৃন্ সুবিদত্রাঁ অবিত্সীদং পিতৃভ্যো নমো অস্ত্বদ্যাগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত যে চেহ পিতরো যে চ নেহ যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধা ইমং যম প্রস্তরমা হি সীদেতি

পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু ।। ২৬।। [২২]

অনু.— (সোমবানের) 'উদী-' (১০/১৫/১), 'ত্বয়া-' (৯/৯৬/১১), 'উপ-' (১০/১৫/৫); (পিতৃমানের) 'ত্বং-' (১/৯১/১), 'সোমো-' (১/৯১/২০), 'ত্বং-' (৮/৪৮/১৩); (বর্হিষদের) 'বর্হি-' (১০/১৫/৪), 'আহং-' (১০/১৫/৩), 'ইদং-' (১০/১৫/২); (অগ্নিষ্বাত্তের) 'অগ্নি-' (১০/১৫/১১), 'যে-' (১০/১৫/১৩), 'যে-' (১০/১৫/১৪); (যমের) 'ইমং-' (১০/১৪/৪, ৫) এই দুটি, 'পরে-' (১০/১৪/১) এই (মন্ত্রগুলি অনুবাক্যা ও যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক দেবতার দুটি করে অনুবাক্যা এবং একটি করে যাজ্যা। প্রসঙ্গত ২১ নং সূ. দ্র.। দ্র. যে, এখানে মন্ত্র দুটি হলেও অনুবাক্যা একটিই বলে দ্বিতীয় মন্ত্রের শেষেই শুধু প্রণব উচ্চারণ করতে হবে— ৫/৫/২ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। শা. ৩/১৬/৫-৮ অনুযায়ী সোমবান্ পিতার দ্বিতীয় অনুবাক্যা 'অঙ্গি-' (১০/১৪/৬) এবং যাজ্যা 'যে-' (১০/১৫/৮), বর্হিষদ্ পিতার প্রথম অনুবাক্যা 'উপ-' (১০/১৫/৫), যাজ্যা 'বর্হি-' (১০/১৫/৪) এবং অগ্নিষ্বাত্ত পিতার প্রথম অনুবাক্যা 'অব-' (১০/১৬/৫), যাজ্যা 'অগ্নি-' (১০/১৫/১১)।

বৈবস্বতায় চেন্ মধ্যমা যাজ্যা ।। ২৭।। [২৩]

অনু.— যদি বৈবস্বতের উদ্দেশে (প্রধানযাগ হয় তাহলে) মাঝের (মন্ত্রটি হবে) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— যদি প্রধানযাগে অন্তিম দেবতা যম না হয়ে বৈবস্বত যম হন, তাহলে 'অঙ্গি-' (১০/১৪/৫) মন্ত্রটি হবে যাজ্যা এবং 'ইমং-' (১০/১৪/৪) ও 'পরে-' (১০/১৪/১) মন্ত্রদুটি হবে অনুবাক্যা।

যে তাতৃষুর্দেবত্রা জেহমানাস্ত্বদগ্নে কাব্যা ত্বন্ মনীষাঃ স প্রত্নথা সহসা জায়মান ইতি ।। ২৮।। [২৪]

অনু.— স্বিষ্টকৃতের (অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'যে-' (১০/১৫/৯), 'ত্বদ-' (৪/১১/৩), 'স প্রত্ন-' (১/৯৬/১)।

ব্যাখ্যা— প্রথম দুটি মন্ত্র অনুবাক্যা এবং তৃতীয়টি যাজ্যা। শা. ৩/১৬/১০ অনুসারে যাজ্যামন্ত্র 'ত্বমগ্ন-' (১০/১৫/১২)।

অগ্নিঃ স্বিষ্টকৃত্ কব্যবাহনঃ ।। ২৯।। [২৫]

অনু.— অগ্নি স্বিষ্টকৃত্ (এখানে) কব্যবাহন।

ব্যাখ্যা— দেবত্রাতের মতে স্বিষ্টকৃতের দেবতা এখানে অগ্নি স্বিষ্টকৃত্ কব্যবাহন। নারায়ণের মতে দেবতা এখানে অগ্নি

কব্যবাহন। প্রকৃতিযাগে যেখানে দেবতা অগ্নি স্বিষ্টকৃত্ এখানে তিনি অগ্নি কব্যবাহন এবং সেই কারণে মন্ত্রে স্বিষ্টকৃত্ শব্দ প্রয়োগ করতে নেই। শা. ৩/১৬/৩ সূত্রের বিধানও তা-ই।

প্রকৃত্যাত ঊর্ধ্বম্ ।। ৩০।। [২৬]

অনু.— এর পর স্বাভাবিকভাবে (অনুষ্ঠান হবে)।

ব্যাখ্যা— স্বিষ্টকৃতের পর থেকে সব-কিছু অনুষ্ঠান স্বাভাবিক অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসের মতোই হবে। বাঁ পা উপরে রেখে বসা (২/১৯/১৯ সূ. দ্র.) ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি আর অনুসৃত হবে না। বৃত্তিকারের মতে স্বিষ্টকৃতেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

বষট্কারক্রিয়ায়াং চোর্ধ্বম্ আজ্যভাগাভ্যাম্ অন্যন্ মন্ত্রলোপাত্ ।। ৩১।। [২৭]

অনু.— এবং বষট্কার দিয়ে (অনুষ্ঠান-) ক্রিয়া হলে আজ্যভাগের পর থেকে (স্বিষ্টকৃত্ পর্যন্ত অনুষ্ঠান) মন্ত্রলোপ ছাড়া অন্য (সব-কিছু প্রকৃতিযাগের মতোই হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি 'স্বধা নমঃ' (২৩ নং সূ. দ্র.) শব্দের পরিবর্তে 'বৌষট্ ' শব্দেই আহুতি দেওয়া হয় তাহলে অবশ্য আজ্যভাগের পর থেকে স্বিষ্টকৃত্ পর্যন্ত সকল অনুষ্ঠান দর্শপূর্ণমাসের মতোই হবে। তবে সে-ক্ষেত্রেও জপমন্ত্রের লোপ (৩ নং সূ. দ্র.) ইত্যাদি মন্ত্র-সম্পর্কিত পিত্র্যেষ্টির যে যে বৈশিষ্ট্য সেগুলি কিন্তু পালন করতেই হবে, মন্ত্র ছাড়া বাঁ পা উপরে রাখা (১৯ নং সূ. দ্র.) ইত্যাদি অন্য নিয়মগুলি বাদ যাবে।

একৈকা চানুবাক্যা ।। ৩২।। [২৮]

অনু.— এবং অনুবাক্যা (হবে) একটি একটি (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিযাগের মতো অনুষ্ঠান হলে দুটি নয়, একটি করেই অনুবাক্যা পাঠ করতে হবে। সূত্রে এই কথা বলার তাৎপর্য হল, এখানে যে দুটি দুটি অনুবাক্যা বিহিত হয়েছে সেগুলি থেকে যে-কোন একটি মন্ত্র প্রয়োগ করলে চলবে না, দর্শপূর্ণমাসের অনুবাক্যা মন্ত্রই প্রয়োগ করতে হবে। দেবত্রাতের এবং সিদ্ধান্তীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী কিন্তু এই ইষ্টিতে উদ্ধৃত মন্ত্রগুলিরই দ্বিতীয় (মতান্তরে প্রথম) মন্ত্র হবে অনুবাক্যা।

যো অগ্নিঃ কব্যবাহনস্ত্বমগ্ন ঈড়িতো জাতবেদ ইতি সংযাজ্যে ।। ৩৩।। [২৯]

অনু.—(বষট্কার দ্বারা অনুষ্ঠানে) 'যো-' (১০/১৬/১১), 'ত্বম-' (১০/১৫/১২) স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

ভক্ষেষু প্রাণভক্ষান্ ভক্ষয়িত্বা বর্হিষ্যনুপ্রহরেয়ুঃ ।। ৩৪।। [৩০]

অনু.— ভক্ষ্যের ক্ষেত্রে প্রাণভক্ষ ভক্ষণ করে (দ্রব্যটি) কুশে ফেলে দেবেন।

ব্যাখ্যা— পিত্র্যেষ্টিতে ইড়াভক্ষণ নিষিদ্ধ বলে (১৪ নং সূ. দ্র.) শুধু আঘ্রাণ করে ইড়াকে কুশের উপর রেখে দেবেন। "অবঘ্রায় ভাগান্ প্রাস্যন্তি"- শা. ৩/১৬/২৬।

সংস্থিতায়াং প্রাগ্ বানুযাজাভ্যাং দক্ষিণাবৃতো দক্ষিণাগ্নিম্ উপতিষ্ঠন্তে ।। ৩৫।। [৩০]

অনু.— (ইষ্টি) শেষ হলে অথবা দুই অনুযাজের আগে ডান দিকে ঘুরে দক্ষিণাগ্নিকে উপস্থান করবেন।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্রটি অনতিপ্রণীতচর্যার ক্ষেত্রে বিহিত হয়েছে বলে বর্তমান সূত্রে বিহিত নিয়মটি অতিপ্রণীতচর্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে। অতিপ্রণীতচর্যা হল দক্ষিণাগ্নি থেকে কয়েকটি জ্বলন্ত অঙ্গার অন্যত্র নিয়ে গিয়ে (২/১৯/১

সূ. দ্র.) সেই অগ্নিতে ইষ্টির অনুষ্ঠান। সে-ক্ষেত্রে এই নিয়মে দক্ষিণাগ্নির উপস্থান করতে হয়। "উভয়তো বিহারাদ্ অনিয়মে প্রাপ্তে নিয়মার্থম্ দক্ষিণাবৃদ্বচনম্" (না.)।

অনাবৃত্যানতিপ্রণীতচর্যায়াম্ ।। ৩৬।। [৩১]

অনু.— অতিপ্রণীতচর্যা না হলে না ঘুরে (উপস্থান করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি অতিপ্রণীতচর্যা না হয় অর্থাৎ দক্ষিণ অগ্নির সমস্ত অঙ্গারকে নিঃশেষে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে সেখানে পিত্র্যা ইষ্টির অনুষ্ঠান হয় তাহলে ডান দিকে না ঘুরেই (৩৫ নং সূ. দ্র.) অগ্নির অভিমুখী হওয়া যায় বলে না ঘুরেই দক্ষিণাগ্নির উপস্থান করবেন। কুণ্ড থেকে নিঃশেষে অগ্নি নিয়ে গিয়ে অনুষ্ঠান করাই হল অনতিপ্রণীতচর্যা। সাধারণ অর্থ দাঁড়ায় অবশ্য— অতিপ্রণয়ন না করে দক্ষিণাগ্নিতেই অনুষ্ঠান হলে ডান দিকে না ঘুরে উপস্থান করতে হবে।

অযাবিষ্ঠা জনয়ন্ কর্বরাণি স হি ঘৃণিরুরুর্বরায় গাতুঃ। স প্রত্যুদৈদ্ধরুণং মধ্বো অগ্রং স্বাং যত্ তনূং তন্বামৈরয়তেতি ।। ৩৭।। [৩২]

অনু.— (উপস্থানের মন্ত্র হচ্ছে) 'অযা-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— শা. ৩/১৭/১ সূত্রে এই মন্ত্র জপ করতে করতে দক্ষিণাগ্নির উত্তর দিকে যেতে বলা হয়েছে। উপস্থান করতে বলা হয়েছে 'মনো-' (১০/৫৭/৩-৫) এই তিন মন্ত্রে।

আবৃত্য যেবেতরৌ ।। ৩৮।। [৩৩]

অনু.— অপর দুটি (অগ্নিকে) কিন্তু ঘুরেই (উপস্থান করবেন)।

ব্যাখ্যা— অতিপ্রণীতচর্যাই হোক, আর অনতিপ্রণীতচর্যাই হোক, আহবনীয় ও গার্হপত্য অগ্নির উপস্থান করতে হবে কিন্তু ডান দিকে ঘুরে।

আহবনীয়ং সুসংদৃশং ত্বেতি পঙ্ক্ত্যা ।। ৩৯।। [৩৪]

অনু.— আহবনীয়কে 'সু-' (১/৮২/৩) এই পংক্তি (মন্ত্র দ্বারা উপস্থান করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'পঙ্ক্ত্যা' বলায় ঐ একই শব্দে শুরু গায়ত্রী ছন্দের ১০/১৫৮/৫ মন্ত্রটি কিন্তু এখানে পাঠ করলে চলবে না। শা. ৩/১৭/২ সূত্রে ১/৮২/৩, ২, ১ এই তিনটি মন্ত্রে উপস্থান করতে বলা হয়েছে।

গার্হপত্যম্ অগ্নিং তং মন্য ইতি ।। ৪০।। [৩৫]

অনু.— গার্হপত্যকে 'অগ্নিং-' (৫/৬/১) এই (মন্ত্রে উপস্থান করবেন)।

ব্যাখ্যা— এখানে সম্পূর্ণ পাদ উদ্ধৃত হয় নি বলে ১/১/১৮ সূত্র অনুযায়ী সমগ্র সূক্তটি পাঠ করলে কিন্তু চলবে না, শুধু সংশ্লিষ্ট একটি মন্ত্রটিই পাঠ করতে হবে, কারণ ৪২নং সূত্রে 'সূক্তে' শব্দটি উল্লেখ করে এ-কথাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, এই ৪০ নং সূত্রে উদ্ধৃত প্রতীকটি মন্ত্রেরই প্রতীক এবং ৪১নং সূত্রে উদ্ধৃত প্রতীকদুটি সূক্তেরই প্রতীক। শা. ৩/১৭/৫ সূত্রে 'অগ্নিং-' এই একটি নয়, পরপর তিনটি মন্ত্র পাঠ করতে বলা হয়েছে। সিদ্ধান্তীর মতে এখানে 'পঙ্ক্ত্যা' পদটি অনুবৃত্ত হচ্ছে বলে উদ্ধৃতিটি মন্ত্রেরই প্রতীক, সূক্তের নয়।

অথৈনম্ অভিসমাবর্ত্তি মা প্র গামাগ্নে ত্বং ন ইতি জপন্তঃ ।। ৪১।। [৩৬]

অনু.— এর পর মা- (১০/৫৭), 'অগ্নে-' (৫/২৪) এই (দুই সূক্ত) জপ করতে করতে (প্রদক্ষিণক্রমে) এই (অগ্নির) দিকে এগিয়ে যাবেন।

ব্যাখ্যা— উদ্ধৃত দুটি সূক্ত জপ করতে করতে গার্হপত্যের দু-পাশে সমবেতভাবে প্রদক্ষিণ করবেন। আচার্য সায়ণ কিন্তু বলেছেন "মহাপিতৃযজ্ঞে আহবনীয়ং প্রতি গচ্ছন্তো ঋত্বিজ ইদং সূক্তং জপেয়ুঃ" (ঋ. ৫/২৪/১- ভাষ্য)। শা. মতে 'অগ্নে' (৫/২৪/১-৩) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রে অগ্নিকে উপস্থান করতে হয়- ৩/১৭/৫।

পূর্বেণ গার্হপত্যং সূক্তে সমাপ্য সব্যাবৃতস্ ত্র্যম্বকান্ ব্রজন্তি ।। ৪২।। [৩৭]

অনু.— সূক্তদুটি গার্হপত্যের পূর্ব দিকে (এসে) শেষ করে বাঁ-দিকে ঘুরে ত্র্যম্বকে যাবেন।

ব্যাখ্যা— ৪১ নং সূত্রে উল্লিখিত দুটি সূক্তের সর্ব শেষ মন্ত্রটির পাঠ গার্হপত্যের পূর্ব দিকে এসে শেষ করে বাঁ দিকে ঘুরে ত্র্যম্বকযাগের অনুষ্ঠান করার জন্য যজ্ঞভূমির বাইরে চলে যাবেন। উপস্থান যখনই হোক (৩৫ নং সূ. দ্র.) পিত্র্যা ইষ্টি শেষ হলে ত্র্যম্বকযাগের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। সূত্রে 'সূক্তে' বলায় বুঝতে হবে যে, ৪০ নং সূত্রের উদ্ধৃত অংশটি সূক্তের প্রতীক নয়, মন্ত্রেরই প্রতীক। ত্র্যম্বকযাগে গৃহের লোকসংখ্যার অপেক্ষায় একটি বেশী পুরোডাশ তৈরী করে রুদ্রের উদ্দেশে আহুতি দিতে হয়। তার মধ্যে একটি পুরোডাশ আহুতি দেওয়া হয় ইঁদুরে-ঘাঁটা ধূলাতে; অন্যগুলি থেকে একবার করে কিছু অংশ নিয়ে তা আহুতি দেওয়া হয় দক্ষিণাগ্নি থেকে অঙ্গার নিয়ে ঈশান দিকে গিয়ে চতুষ্পথে রাখা ঐ অঙ্গারে। আহুতির পরে পুরোডাশের অবশিষ্ট অংশগুলিকে আকাশে ছুঁড়ে ছুঁড়ে লুফে নিতে হয়। তার পর সেগুলি একটি সাজিতে রেখে ঐ সাজিটি কোন নেড়া গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে অথবা উইঢিবিতে রেখে দিয়ে ফিরে আসতে হয়।

তত্রাধ্বর্যবঃ কর্মাধীয়তে ।। ৪৩।। [৩৮]

অনু.— ঐ বিষয়ে অধ্বর্যুরা (কর্তব্য-) কর্ম পড়ে দেন।

ব্যাখ্যা— ত্র্যম্বকযাগের অনুষ্ঠানে কি কি করতে হয় তা যজুর্বেদেই বলা আছে। সেখানে যেমন বলা আছে ঠিক তেমনভাবেই সব কাজ করতে হবে। অধ্বর্যু যা যা করবেন হোতাদেরও তা-ই করতে হবে।

প্রত্যেত্যাদিত্যয়া চরন্তি ।। ৪৪।। [৩৯]

অনু.— ফিরে এসে আদিত্যা ইষ্টি দ্বারা অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— ত্র্যম্বকযাগ সেরে যজ্ঞভূমিতে ফিরে এসে আদিত্যা ইষ্টি করবেন। এই ইষ্টির দেবতা অবশ্য আদিত্য নন, অদিতি। "মৈত্রশ্ চরুঃ অদিতয়ে বা"- শা. ৩/১৭/১০, ১১।

পুষ্টিমন্তৌ ধায্যে বিরাজৌ ।। ৪৫।। [৪০]

অনু.— (এই ইষ্টিতে আজ্যভাগে) দুটি পুষ্টিমান্, (সামিধেনীতে) দুটি ধায্যা (এবং স্বিষ্টকৃতে) দুটি বিরাজ্ (মন্ত্র পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ২/১/৩০, ৩১, ৩৬ নং সূ. দ্র.।

বিংশ কণ্ডিকা (২/২০)

[শুনাসীরীয় পর্ব]

পঞ্চম্যাং পৌর্ণমাস্যাং শুনাসীরীয়রা ।। ১।।

অনু.— পঞ্চম পূর্ণিমায় শুনাসীরীয় দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— সাকমেধের পূর্ণিমাকে ধরে যেটি আগামী পঞ্চম পূর্ণিমা সেই পূর্ণিমায় শুনাসীরীয়ের অনুষ্ঠান হয়। এই শুনাসীর সম্পর্কে কীথের মন্তব্য হল— "an agricultural rite for Ploughing, addressed to two parts or deities of the Plough" (RPVU, Pg. 323, Reprint)– এটি হলকর্ষণের উদ্দেশে করণীয় এক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে হলের দুটি অংশের অথবা দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়ে থাকে।

অর্বাগ্ যথোপপত্তি বা ।। ২।।

অনু.— অথবা সামর্থ্য অনুসারে আগে (অনুষ্ঠান হতে পারে)।

ব্যাখ্যা— যথোপপত্তি = যেমন সম্ভব, জোগাড় অনুযায়ী। সম্ভব হলে, জোগাড় থাকলে পঞ্চম পূর্ণিমার আগেও শুনাসীরীয়ের অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

বাজিনবর্জং সমানা বৈশ্বদেব্যা ।। ৩।।

অনু.— বাজিন ছাড়া (বাকী সব অংশে এই ইষ্টি) বৈশ্বদেবীর সঙ্গে সমান।

ব্যাখ্যা— শুনাসীরীয়ে বাজিনযাগের অনুষ্ঠান হয় না। এছাড়া অন্যান্য সব অংশের অনুষ্ঠান বৈশ্বদেব পর্বের মতোই হয়ে থাকে। শা. ৩/১৮/১১, ১২ সূত্রেও এই কথাই বলা হয়েছে।

হবিষাং তু স্থানে ষষ্ঠপ্রভৃতীনাং বায়ুর্ নিযুত্বান্ বায়ুর্ বা শুনাসীরাব্ ইন্দ্রো বা শুনাসীর ইন্দ্রো বা শুনঃ সূর্য উত্তমঃ ।। ৪।। [৩]

অনু.— (বৈশ্বদেবের) ষষ্ঠ প্রভৃতি প্রধানদেবতার স্থানে কিন্তু (এখানে) নিযুত্বান্ বায়ু বা বায়ু, শুনা-সীর বা শুনাসীর ইন্দ্র অথবা শুন ইন্দ্র (দেবতা এবং) অন্তিম (দেবতা) সূর্য।

ব্যাখ্যা— বৈশ্বদেবের মতো অনুষ্ঠান হলেও শুনাসীরীয়া ইষ্টিতে বৈশ্বদেবের ষষ্ঠ প্রভৃতি দেবতার (২/১৬/১২ সূ. দ্র.) পরিবর্তে এই তিন দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিতে হয়। এখানে তাহলে আট জন দেবতা হলেন— অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূষা, বায়ু (অথবা নিযুত্বান্ বায়ু, শুনা-সীর) (ইন্দ্র অথবা শুন ইন্দ্র) এবং সূর্য। শা. ৩/১৮/১-৩ সূত্রেও এই দেবতাদের উদ্দেশেই আহুতি দিতে বলে হয়েছে, তবে সেখানে বায়ুর নাম শুনাসীর্যের পরে এবং নিযুত্বানের কোন উল্লেখ নেই।

আ বায়ো ভূষ শুচিপা উপ নঃ প্র যাভির্যাসি দাশ্বাংসমচ্ছা স ত্বং নো দেব মনসেশানায় প্রহুতিং যস্ত আনট্ শুনাসীরাব্ ইমাং বাচং জুষেথাং শুনং নঃ ফালা বি কৃষন্তু ভূমিমিন্দ্রং বয়ং শুনাসীরমস্মিন্ যজ্ঞে হবামহে। স বাজেষু প্র নোঽবিষত্। অশ্বায়ন্তো গব্যন্তো বাজয়ন্তঃ শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমশ্বায়ন্তো গব্যন্তো বাজয়ন্তস্তরণি-র্বিশ্বদর্শতশ্চিত্রং দেবানামুদগাদনীকম্ ইতি যাজ্যানুবাক্যাঃ ।। ৫।। [৪]

অনু.— (নিযুত্বানের) 'আ-' (৭/৯২/১), 'প্র-' (৭/৯২/৩); (বায়ুর) 'স-' (৮/২৬/২৫), 'ঈশা-' (৭/৯০/২); (শুনা-সীরের) 'শুনা-' (৪/৫৭/৫), 'শুনং নঃ-' (৪/৫৭/৮); (শুনাসীর ইন্দ্রের) 'ইন্দ্রং-' (সূ.), 'অশ্বা-' (১০/১৬০/৫); (শুন ইন্দ্রের) 'শুনং হুবেম-' (৩/৩০/২২), 'অশ্বা-' (১০/১৬০/৫); (সূর্যের) 'তরণি-' (১/৫০/৪), 'চিত্রং-' (১/১১৫/১) অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— 'যাজ্যানুবাক্যাঃ' বলার তাৎপর্য এই যে, যদি ভিন্ন কোন গ্রন্থের মত অনুসরণ করে চাতুর্মাস্যে অন্য দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয় তাহলেও যতটা সম্ভব এই তালিকাগুলি থেকেই সেই দেবতার অনুবাক্যা ও যাজ্যা নির্বাচন করতে

হবে। শা. মতে শুনা-সীরের মন্ত্রে কোন ভেদ নেই, তবে বায়ুর অনুবাক্যা ও যাজ্যা 'তব-' (৮/২৬/২১), 'অধ্ব-' (৫/৪৩/৩) এবং সূর্যের যাজ্যা 'দিবো-' (৭/৬৩/৪)— ৩/১৮/৪-৬ সু. দ্র.। শুনাসীর ইন্দ্রের ক্ষেত্রে বিকল্প-সমেত মোট চারটি মন্ত্র ৩/১৮/১৫, ১৬ সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার মধ্যে আমাদের 'অশ্বা-' মন্ত্রটিও আছে। যথাসম্ভব এক পর্বের যাজ্যানুবাক্যা অপর পর্ব থেকেই সংগ্রহ করতে হয় বলে শুনাসীরে ইন্দ্র-অগ্নি অথবা মরুত্‌গণ দেবতা হলে বরুণপ্রঘাস থেকেই অনুবাক্যা ও যাজ্যা সংগ্রহ করতে হবে, প্রকৃতিযাগ বা ঐন্দ্রামারুতী ইষ্টি থেকে নয়। পাশুক চাতুর্মাস্যেও ঐষ্টিক অংশগুলির অনুষ্ঠান হবে দর্শপূর্ণমাসের মতো নয়, এই চাতুর্মাস্যের মতোই।

সমাপ্য সোমেন যজেতাশক্তৌ পশুনা ।। ৬।। [৫]

অনু.— (শুনাসীরীয় পর্ব) শেষ করে সোম দ্বারা যাগ করবেন। সামর্থ্য না থাকলে পশু দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শুনাসীরীয় পর্ব শেষ হলে চাতুর্মাস্যেরই অঙ্গ হিসাবে একটি সোমযাগ অথবা সামর্থ্য না থাকলে একটি পশুযাগের অনুষ্ঠান করবেন। চাতুর্মাস্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঐ সোমযাগের এবং পশুযাগের প্রকৃতি হবে যথাক্রমে জ্যোতিষ্টোম এবং নিরূঢ় পশুযাগ।

চাতুর্মাস্যানি বা পুনশ্ চাতুর্মাস্যানি বা পুনঃ ।। ৭।। [৬]

অনু.— অথবা আবার চাতুর্মাস্য (করবেন)।

ব্যাখ্যা— শুনাসীরীয় পর্বের পরে সোমযাগ, পশুযাগ অথবা আবার একটি চাতুর্মাস্যের অনুষ্ঠান করবেন। বৃত্তিকার মনে করেন আগের সূত্রের 'সোমেন' ও 'পশুনা' পদের মতো তৃতীয়া বিভক্তি দিয়ে ('চাতুর্মাস্যৈঃ') উল্লেখ না করে 'চাতুর্মাস্যানি' বলায় বুঝতে হবে যে, এই যে দ্বিতীয় চাতুর্মাস্য তা প্রথম চাতুর্মাস্যের অঙ্গ নয়। এই দ্বিতীয় চাতুর্মাস্যের পরে তাই আবার সোমযাগ অথবা পশুযাগ করতে হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম কণ্ডিকা (৩/১)

[অগ্নি-প্রণয়ন, যূপাঞ্জন, যূপস্তুতি, অগ্নিমন্থন, প্রবৃতাহুতি, মৈত্রাবরুণের প্রবেশ এবং তাঁকে দণ্ডপ্রদান, মৈত্রাবরুণের কর্তব্য]

পশৌ ।। ১।।

অনু.— পশু (-যাগে)।

ব্যাখ্যা— পশুযাগে যা যা করতে হয় তা এ-বার বলা হচ্ছে। এই পশুযাগ ছ-মাস অন্তর অথবা বছরে একবার মাত্র করতে হয়। ৩/৮/২২ সূ. দ্র.।

ইষ্টির্ উভয়তোঽন্যতরতো বা ।। ২।।

অনু.— পশুযাগের দু-পাশে অথবা এক পাশে ইষ্টি (-যাগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— পশুযাগের আগে এবং পরে অথবা শুধু আগে অথবা শুধু পরে একটি ইষ্টিযাগ করতে হয়। স্বতন্ত্র পশুযাগেই এই ইষ্টির অনুষ্ঠান, অন্য যাগের অঙ্গরূপে পশুযাগের অনুষ্ঠান হলে কিন্তু সেখানে এই ইষ্টিযাগ করতে হয় না। দু-দিকে ইষ্টির জন্য ৫-৬ নং সূত্র এবং একদিকে ইষ্টি জন্য ৩, ৪ নং সূ. দ্র.।

আগ্নেয়ী বা ।। ৩।।

অনু.— অথবা অগ্নি দেবতার (ইষ্টিযাগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— পশুযাগের আগে অথবা পরে অথবা আগে-পরে দু-পাশেই ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করবেন এবং সেই ইষ্টির দেবতা হবেন বিকল্পে অগ্নি। 'বা' শব্দটি থাকায় আরও একটি অর্থ দাঁড়াচ্ছে— এই ইষ্টিযাগটি না করলেও চলে। স্বতন্ত্র পশুযাগে তাই আগে, পরে অথবা আগে-পরে এই ইষ্টিযাগ করতে হবে, কিন্তু পশুযাগটি অন্য যাগের অঙ্গ হলে তা করতে হবে না।

আগ্নাবৈষ্ণবী বা ।। ৪।।

অনু.— অথবা অগ্নি-বিষ্ণু দেবতার (ইষ্টি হবে)।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে আগে অথবা পরে অথবা আগে-পরে করণীয় ঐ ইষ্টির দেবতা হবেন অগ্নি-বিষ্ণু। দু-পাশেই যাগটি করা হলেও দুই ক্ষেত্রেই অগ্নি অথবা অগ্নি-বিষ্ণু দেবতা হবেন। "আগ্নাবৈষ্ণবী চ যক্ষ্যমাণস্য"— শা. ৬/১/২২।

উভে বা ।। ৫।।

অনু.— অথবা দুই দেবতার-ই উদ্দেশে ইষ্টিযাগ করতে হবে।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে অগ্নি ও অগ্নি-বিষ্ণু দুই দেবতারই উদ্দেশে যাগ হতে পারে। একটি যাগ হবে অগ্নির এবং অপরটি অগ্নি-বিষ্ণুর উদ্দেশে।

অন্যতরা পুরস্তাৎ ।। ৬।।

অনু.— দুই-এর (যে-কোন) একটি আগে (হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি ৫ নং সূত্র অনুযায়ী দুটি ইষ্টিযাগই করা হয় তাহলে পশুযাগের আগে অগ্নির এবং পরে অগ্নি-বিষ্ণুর অথবা আগে অগ্নি-বিষ্ণুর এবং পরে অগ্নির উদ্দেশে এইভাবে যাগদুটি করতে হয়।

উক্তম্ অগ্নিপ্রণয়নম্ ।। ৭।।

অনু.— অগ্নি-প্রণয়ন (আগে) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— বরুণপ্রঘাসে যে অগ্নিপ্রণয়নের কথা বলা হয়েছে (২/১৭/২-১১ সূ. দ্র.) তা এই পশুযাগেও করতে হয়। "অগ্নিপ্রণয়নাদয়ো হৃদয়শূলান্তাঃ পশবোঽগ্নীষোমীয়-সবনীয়ৌ পরিহাপ্য"— শা. ৬/১/২১।

পশ্চাত্ পাশুবন্ধিকায়া বেদের্ উপবিশ্য প্রেষিতো যূপায়াজ্যমানায়াঞ্জন্তি ত্বামধ্বরে দেবয়ন্ত ইত্যুত্তমেন বচনেনার্ধর্চ আরমেত্ ।। ৮।।

অনু.— পশুবন্ধ-সম্পর্কিত বেদির পিছনে বসে (অধ্বর্যু দ্বারা) প্রেরিত (হয়ে) আজ্য লেপন করা হচ্ছে (এমন) যূপের উদ্দেশে 'অঞ্জন্তি-' (৩/৮/১) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন এবং এই মন্ত্রের) শেষ আবৃত্তির (প্রথম) অর্ধাংশে থামবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যুর কাছ থেকে 'যূপায়াজ্যমানায়ানুব্রূহি' (কা. শ্রৌ. ৬/৩/১) এই প্রৈষ পেয়ে হোতা 'অঞ্জন্তি-' এই মন্ত্রে অনুবচন আরম্ভ করেন এবং সামিধেনীর মতো এই মন্ত্রের তিনবার আবৃত্তি করেন। তৃতীয়বার আবৃত্তির সময়ে মন্ত্রের প্রথম অর্ধাংশ পর্যন্ত পড়ে থেমে যাবেন। এই মন্ত্রটি যূপে আজ্যলেপনের সময়ে পাঠ করতে হয়। সূত্রে 'প্রেষিতো' বলায় যে যাগে অনেক যূপ থাকে সেখানে 'পদার্থানুসময়' অনুসরণ করে প্রত্যেক যূপের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রৈষ দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক প্রৈষের পরেই যূপাঞ্জন-সম্পর্কিত এই মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয়। 'বহুযূপকে কর্মণ্যঞ্জনাদীনাং পদার্থানুসময়ে ক্রিয়মাণে প্রেষিতঃ প্রোষিতোঽনুব্রূয়াদ্' (না.)। ঐ. ব্রা. ৬/২ অংশে ও এই 'অঞ্জন্তি-' মন্ত্রের উল্লেখ আছে। শা. ৫/১৫/২ সূত্রের বিধানও এই একই।

উচ্ছ্রয়স্ব বনস্পতে সমিদ্ধস্য শ্রয়মাণঃ পুরস্তাদূর্ধ্ব উ ষু ণ উতয় ইতি দ্বে। জাতো জায়তে সুদিনত্বে অহ্নাম্ ইত্যর্ধর্চ আরমেত্। যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাদ্ ইতি পরিদধ্যাত্ ।। ৯।।

অনু.— 'উচ্ছ্র'- (৩/৮/৩), 'সমি-' (৩/৮/২); 'ঊর্ধ্ব-' (১/৩৬/১৩, ১৪) ইত্যাদি দুটি মন্ত্র। 'জাতো-' (৩/৮/৫) এই মন্ত্রের অর্ধাংশে থামবেন। 'যুবা-' (৩/৮/৪) এই (মন্ত্রে অনুবচন) শেষ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রথম পাঁচটি মন্ত্র যূপ-উচ্ছ্রয়ণ অর্থাৎ গর্তে যূপ-স্থাপনের সময়ে এবং ষষ্ঠ মন্ত্রটি যূপ-পরিব্যয়ণ অর্থাৎ যূপকে দড়ি দিয়ে বেষ্টন করার সময়ে পাঠ করতে হয়। 'পরিদধ্যাত্' বলায় পদার্থানুসময়ে সব যূপের জন্য একবারই মন্ত্রগুলির পাঠ উক্ত মন্ত্রে শেষ করতে হয়। —'পরিদধ্যাত্' ইতি বচনং পদার্থানুসময়ে প্রতিপদার্থানুবচনস্য ভেদ ইতি জ্ঞাপনার্থম্' (না.)। ঐ. ব্রা. ৬/২ অংশেও যূপসম্পর্কিত এই মন্ত্রগুলির উল্লেখ রয়েছে। শা. ৫/১৫/৪ অনুসারে 'জাতো-' মন্ত্রটি 'সমি-' মন্ত্রের ঠিক পরেই পাঠ করতে হয়। অন্য মন্ত্রগুলিরও উল্লেখ এই সূত্রে রয়েছে, তবে অর্ধাংশে থামার কোন নির্দেশ নেই।

যত্রৈকতন্ত্রে বহবঃ সপশবোঽন্ত্যং পরিধায় সংস্তুয়াদ্ অনভিহিংকৃত্য যান্ বো নরো দেবয়ন্তো নিমিম্যুর্ ইতি ষড্ভিঃ ।। ১০।।

অনু.— যে সত্রানুষ্ঠানে পশুসমেত বহু যূপ রয়েছে, (সেখানে যূপাঞ্জন-সম্পর্কিত) শেষ (অনুবচন) শেষ করে অভিহিঙ্কার না করে 'যান্'- (৩/৮/৬-১১) ইত্যাদি ছটি মন্ত্র দ্বারা (যূপগুলির) স্তুতি করবেন।

ব্যাখ্যা— ঐকাদশিন এবং অন্যান্য যে-সব পশুযাগে একই তন্ত্রে অর্থাৎ এক অনুষ্ঠান- তন্ত্রের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার যাগ অনুষ্ঠিত হয় সেই-সব স্থলে বহু পশুকে বহু যূপে বেঁধে রেখে অনুষ্ঠানগুলি করা হয়ে থাকে। ঐ ঐ স্থলে কাণ্ডানুসময়

অনুসারে শেষ যূপের অঞ্জন, উচ্ছ্রয়ণ এবং পরিব্যয়ণের জন্য মন্ত্রপাঠ শেষ হয়ে গেলে (কা. শ্রৌ. ৮/৮/১৩ দ্র.) তবেই সূত্রনির্দিষ্ট 'যান্-' ইত্যাদি (পাঁচটি অথবা) ছ-টি মন্ত্র দ্বারা হোতা যূপগুলির স্তুতি করবেন। 'বহবঃ' বলায় দুটি পশুর সহানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। 'সপশবঃ' বলা থাকায় পশু ছাড়া অন্যত্র এই নিয়ম চলবে না। 'কাণ্ডানুসময়াভিপ্রায়েণেদম্ উচ্যতে, পদার্থানুসময়ে হ্যেকম্ এবানুবচনং ভবতি' (না.)।

পঞ্চভির্ বা ।। ১১।।

অনু.— অথবা পাঁচটি (মন্ত্র) দ্বারা (যূপের স্তুতি করবেন)।

অনভ্যাসম্ একে ।। ১২।। [১১]

অনু.— অন্যেরা (বলেন) আবৃত্তি (হবে) না।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ বলেন, যূপস্তুতিতে পাঠ্য মন্ত্রগুলির মধ্যে প্রথম ও শেষ মন্ত্রে সামিধেনীর মতো তিনবার করে আবৃত্তি করতে হয় না।

উক্তম্ অগ্নিমন্থনম্ ।। ১৩।। [১২]

অনু.— (পূর্ব-) কথিত অগ্নিমন্থন (এখানেও করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— বৈশ্বদেব-পর্বে যে অগ্নিমন্থনের কথা বলা হয়েছে (২/১৬/১-৭ সূ. দ্র.) তা এখানেও যূপস্তুতির পরে করতে হয়। "তিষ্ঠন্ ন্ অন্বাহাগ্নিমন্থনীয়াঃ" শা. ৫/১৫/৪।

তথা ধায্যে ।। ১৪।। [১২]

অনু.— দুই ধায্যা তেমন (হবে)।

ব্যাখ্যা— বৈশ্বদেব-পর্বে সামিধেনীতে যে ধায্যার কথা বলা হয়েছে তা এখানেও অগ্নিমন্থনে পাঠ করতে হবে।

কৃতাকৃতাব্ আজ্যভাগৌ ।। ১৫।। [১২]

অনু.— (পশুযাগে) দুই আজ্যভাগ করা না-করা (সমান)।

ব্যাখ্যা— কৃতাকৃত = করা এবং না-করা (পা. ২/১/৬০), বিকল্প। পশুযাগে আজ্যভাগ না করলেও চলে। করলে দুই আজ্যভাগের প্রৈষমন্ত্র হবে যথাক্রমে 'হোতা যক্ষদগ্নিমাজ্যস্য জুষতাং হবির্হোতর্যজ' 'হোতা যক্ষত্ সোমমাজ্যস্য জুষতাং হবির্হোতর্যজ' (প্রৈষাধ্যায় ২/২, ৩)। প্রসঙ্গত শা. ৫/১৮/৫, ৬ সূ. দ্র.।

আবাহনে পশুদেবতাভ্যো বনস্পতিম্ অনন্তরম্ ।। ১৬।। [১২]

অনু.— আবাহনে পশুদেবতাদের পরে বনস্পতিকে (আবাহন করবেন)।

ব্যাখ্যা— আবাহনের সময়ে পশুদেবতার নাম উল্লেখ করার পরেই বনস্পতি-দেবতার নাম উল্লেখ করতে হয়। 'আবাহনে' বলায় দর্শপূর্ণমাস-যাগ থেকে যে যে মন্ত্রগুলি এখানে আসছে সেই আবাহন প্রভৃতি নিগদমন্ত্রগুলিতে নাম-উল্লেখের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম, অন্যত্র নয়। ফলে এই পশুযাগে পাঠ্য যে প্রৈষাধ্যায়ের সূক্তবাকপ্রৈষ তা দর্শপূর্ণমাস থেকে গৃহীত হয় নি বলে ঐ সূক্তবাকপ্রৈষে বনস্পতিদেবতার নাম উল্লেখ করতে হবে না। এই বনস্পতিদেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয় স্বিষ্টকৃতের ঠিক আগে। শা. ৫/১৫/৬ সূত্রের নির্দেশও তা-ই।

সংমার্গৈঃ সংমৃজ্য প্রবৃত্তাহুতীর্ জুহুয়াত্ ।। ১৭।। [১৩]

অনু.— সংমার্গতৃণগুলি দিয়ে (মুখ) মুছে প্রবৃত্তহোমগুলি করবেন।

ব্যাখ্যা— 'সংমার্গ' নামে একগুচ্ছ তৃণ দিয়ে মুখ মুছে (১/৩/৩২ সু. দ্র.) 'প্রবৃতাহুতি' নামে ছটি হোম করতে হয়। এই হোমের জন্য পরবর্তী সু. দ্র.।

জুষ্টো বাচে ভূয়াসং জুষ্টো বাচস্পতয়ে দেবি বাক্। যদ্ বাচো মধুমত্তমং তস্মিন্ মা ধাঃ সরস্বত্যৈ বাচে স্বাহা। পুনর্ আদায় পঞ্চবিগ্রাহং স্বাহা বাচে স্বাহা বাচস্পতয়ে স্বাহা সরস্বত্যৈ স্বাহা সরস্বতে মহোভ্যঃ সংমহোভ্যঃ স্বাহেতি ।। ১৮।। [১৪]

অনু.— প্রথমে 'জুষ্টো'- (সু.) এই (মন্ত্রে একটি হোম করবেন), আবার (আজ্যস্থালী থেকে স্রুবে আজ্য) নিয়ে পাঁচভাগ করে 'স্বাহা বাচে', স্বাহা বাচস্পতয়ে', 'স্বাহা সরস্বত্যৈ', 'স্বাহা সরস্বতে', 'মহোভ্যঃ সংমহোভ্যঃ স্বাহা' (মন্ত্রে পাঁচটি হোম হবে)।

ব্যাখ্যা— বিগ্রাহ = ভাগ করে নেওয়া। আহবনীয়ের উত্তর-পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে আজ্যস্থালী থেকে একবার স্রুবে আজ্য নিয়ে প্রথমে 'জুষ্টো'-মন্ত্রে একটি এবং তার পর আবার আজ্য নিয়ে 'স্বাহা বাচে-' ইত্যাদি এক একটি মন্ত্রে ঐ আজ্যের এক-পঞ্চমাংশ করে অংশ আহুতি দেবেন। এই আহুতির নাম 'প্রবৃতাহুতি'।

সোম এবৈকে ।। ১৯।। [১৫]

অনু.— অন্যেরা (বলেন) শুধু সোমযাগেই (প্রবৃতাহুতি করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— 'সোম' বলায় কেবল সুত্যাদিনেই এই হোম হবে, অন্য দিনে নয়।

প্রশাস্তারং তীর্থেন প্রপাদ্য দণ্ডম্ অস্মৈ প্রযচ্ছেদ্ দক্ষিণোত্তরাভ্যাং পাণিভ্যাং মিত্রাবরুণয়োস্ত্বা বাহুভ্যাং প্রশাস্ত্রোঃ প্রশিষা প্রযচ্ছামীতি ।। ২০।। [১৬]

অনু.— প্রশাস্তাকে তীর্থ দিয়ে (যজ্ঞভূমিতে) প্রবেশ করিয়ে ডান হাত উপরে আছে (এমনভাবে) দুই হাত দিয়ে এঁকে 'মিত্রা'-(সু.) এই (মন্ত্রে) একটি দণ্ড দান করবেন।

ব্যাখ্যা— 'প্রশাস্তস্তীর্থেন প্রপদ্যস্ব' বলে প্রৈষ দিলে প্রশাস্তা অর্থাৎ মৈত্রাবরুণ 'তীর্থ'-পথ যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেন এবং তার পরে হোতা একটি লাঠি নিয়ে নিজের বাঁ হাতের উপরে ডান হাত রেখে সেই লাঠিটি তাঁকে 'মিত্রা-' মন্ত্রে দিয়ে দেন। তীর্থ দিয়েই যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করতে হয়, তবুও সূত্রে 'তীর্থেন' বলায় প্রৈষ পেলে তবে মৈত্রাবরুণ তীর্থ দিয়ে প্রবেশ করবেন, তার আগে নয়। "যজমানো মৈত্রাবরুণায় দণ্ডং প্রযচ্ছতি"— শা. ৫/১৫/৮; মন্ত্র সেখানে একই, তবে পাঠে একটু ভেদ আছে।

তথাযুক্তাভ্যাম্ এবেতরো মিত্রাবরুণয়োস্ত্বা বাহুভ্যাং প্রশাস্ত্রোঃ প্রশিষা প্রতিগৃহ্ণাম্যবক্রো বিথুরো ভূয়াসম্ ইতি ।। ২১।। [১৭]

অনু.— তেমনভাবে সংযুক্ত দুই (হাত) দিয়েই অপরে 'মিত্রা-' (সু.) এই (মন্ত্রে তা গ্রহণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণও বাঁ হাতের উপরে ডান হাত রেখে ঐ লাঠিটি নেবেন। লাঠির উপর দিক্‌টা ডান হাত দিয়ে ধরে তার নীচে বাঁ হাত রাখতে হবে। শা. ৫/১৫/৮, ৯ অনুসারে ঐ 'মিত্রা-' মন্ত্রেই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে দণ্ডটি গ্রহণ করতে হয়— "তেনৈব মন্ত্রেণ যথার্থং প্রতিগৃহ্য"— শা. ৫/১৫/৯।

প্রতিগৃহ্যোত্তরেণ হোতারম্ অতিব্রজেদ্ দক্ষিণেন দণ্ডং হরেন্ ন চালেন সংস্পৃশেদ্ আত্মানং বান্যং বা প্রৈষবচনাত্ ।। ২২।। [১৮]

অনু.— (মৈত্রাবরুণ তা) গ্রহণ করে উত্তর দিক্ দিয়ে হোতাকে অতিক্রম করে যাবেন। (কিন্তু) দণ্ডটি নিয়ে

যাবেন (তাঁর) ডান দিকে দিয়ে। (প্রথম) প্রৈষপাঠ না হওয়া পর্যন্ত এই দণ্ড দিয়ে নিজেকে অথবা অন্য (কাউকে) স্পর্শ করবেন না।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণ হোতার উত্তর দিক্ দিয়ে পাশুক উত্তর বেদির উত্তর শ্রোণির পিছনে হোতৃষদনের ডান দিকে নিজের বসার স্থানে যান। নিজে হোতার বাঁ দিক্ দিয়ে গেলেও দণ্ডটিকে কিন্তু নিয়ে যান হোতার ডান দিক্ দিয়ে এবং যতক্ষণ না প্রথম প্রৈষমন্ত্র তিনি নিজে পাঠ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ দণ্ড নিজের এবং অন্য কোন ঋত্বিকের গায়ে স্পর্শ করাতে নেই।

অন্যান্যপি যজ্ঞাঙ্গান্যুপযুক্তানি ন বিহারেণ ব্যবেয়াত্ ।। ২৩।। [১৯]

অনু.— যজ্ঞের অন্য ব্যবহৃত অঙ্গগুলিকেও যজ্ঞভূমি দ্বারা ব্যবধানগ্রস্ত করবেন না।

ব্যাখ্যা— উপযুক্ত = ব্যবহৃত। বিহার = যজ্ঞভূমি অথবা গমনাগমন। ব্যবেয়াত্ = ব্যবধান করবেন, আড়াল করবেন। যজ্ঞভূমিতে প্রথমে অগ্নি, পরে আহুতি-দ্রব্য ও স্রুক্ প্রভৃতি উপকরণ এবং তার পরে ঋত্বিকের স্থান। আহুতিদ্রব্য ও উপকরণের ক্ষেত্রে আবার যেটি মুখ্য সেটি সামনে এবং যেটি গৌণ সেটি পিছনে থাকবে। ঋত্বিক্দের ক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই। শুধু মৈত্রাবরুণ, হোতা এবং দণ্ডের ক্ষেত্রেই নয়, যজ্ঞে ব্যবহৃত সমস্ত ব্যক্তি ও পদার্থের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম পালন করলে বিহারের সঙ্গে ব্যবধান ঘটে না। যাতে ব্যবধান না ঘটে তার জন্য সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। এই প্রসঙ্গে 'হবিষ্পাত্র-স্বাম্যৃত্বিজাং পূর্বম্ পূর্বম্ অন্তরম্, ঋত্বিজাং চ যথাপূর্বম্' (কা. শ্রৌ. ১/৮/৩১, ৩২) 'অন্তরাণি যজ্ঞাঙ্গানি বাহ্যাঃ কর্তারঃ', 'ন মন্ত্রবতা যজ্ঞাঙ্গেনাত্মানম্ অভিপরিহরেত্' (আপ. যজ্ঞ. ২/১৩, ১৪) সূ. দ্র.। সূত্রে 'অপি' বলায় আগের সূত্রে যা করতে বলা হয়েছে তা ব্যবধান পরিহার করার জন্যই বলা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। 'উপযুক্ত' বলায় যাঁদের বা যেগুলির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁদের বা সেগুলির ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

দক্ষিণো হোতৃষদনাত্ প্রহ্বোঽবস্থায় বেদ্যাং দণ্ডম্ অবষ্টভ্য ব্রূয়াত্ প্রৈষাংশ্ চাদেশম্ ।। ২৪।। [২০]

অনু.— এবং হোতৃ-সদনের ডান দিকে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে বেদিতে দণ্ডটি দৃঢ়ভাবে ধরে (মৈত্রাবরুণ অধ্বর্যুর) নির্দেশে প্রৈষ পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— আদেশ = অধ্বর্যুর প্রৈষ। নিজ বেদির বাইরে দাঁড়িয়ে দণ্ডটি দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবেন বেদির উপরেই। হোতৃষদন অবস্থিত বেদির বাইরেই। অধ্বর্যু মৈত্রাবরুণকে যখনই প্রৈষ দেবেন মৈত্রাবরুণও তখনই ঋক্-সংহিতার প্রৈষাধ্যায় থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্র পাঠ করে হোতাকে প্রৈষ দেবেন (৩/২/৪ সূ. দ্র.)। "প্রৈষা মৈত্রাবরুণস্য, সপ্রৈষে চ পুরোঽনুবাক্যাঃ, তথানুবচনানি, প্রহ্বণস্ তিষ্ঠন্ দণ্ডে পরাক্রম্য"- শা. ৫/১৬/১-৪— প্রৈষ, প্রৈষের পূর্ববর্তী অনুবাক্যা ও অনুবচন মৈত্রাবরুণকে পাঠ করতে হয় এবং দণ্ডের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ঝুঁকেই তা করতে হবে।

অনুবাক্যাং চ সপ্রৈষে পূর্বাং প্রৈষাত্ ।। ২৫।। [২১]

অনু.— প্রৈষ-সমেত কর্মে প্রৈষের আগে অনুবাক্যাও (তিনিই দাঁড়িয়ে পাঠ করেন)।

ব্যাখ্যা— যেখানেই মৈত্রাবরুণকে আহুতির আগে প্রৈষাধ্যায়ের প্রৈষ পাঠ করতে হয়, সেখানেই তাঁকে তার আগে অনুবাক্যাও এইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পাঠ করতে হয়। প্রসঙ্গত ৩/২/৪ সূ. দ্র.।

পর্যগ্নিস্তোকমনোতোন্নীয়মানসূক্তানি চ ।। ২৬।। [২২]

অনু.— এবং পর্যগ্নিকরণ, স্তোকানুবচন, মনোতা, উন্নীয়মান (সূক্তও তিনিই দাঁড়িয়ে পাঠ করেন)।

সোম আসীনোঽন্যত্ ।। ২৭।। [২৩]

অনু.— অন্য (সব কাজ) সোমযাগে তিনি বসে থেকেই (করেন)।

ব্যাখ্যা— সোমযাগেও ঐ প্রৈষ, অনুবাক্যা, পর্যগ্নিকরণ ইত্যাদি কাজগুলি তাঁকে দাঁড়িয়েই করতে হয়। এ ছাড়া অন্যান্য করণীয় কাজগুলি তিনি সেখানে বসে বসেই করে থাকেন।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা (৩/২)

[প্রযাজ, পর্যগ্নিকরণ, উহ]

একাদশ প্রযাজাঃ ।। ১।।

অনু.— (পশুযাগে) এগারটি প্রযাজ।

ব্যাখ্যা— কা. শ্রৌ. ৬/৭/২৬-২৮ অংশে বলা হয়েছে পশুযাগের অন্তর্গত পুরোডাশযাগের জন্য প্রযাজ প্রভৃতি অঙ্গের স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান না করলেও চলে। স্বিষ্টকৃত্, ইড়াভক্ষণ প্রভৃতি অঙ্গের কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ই অনুষ্ঠান হবে।

তেষাং প্রৈষাঃ প্রথমং প্রৈষসূক্তম্ ।। ২।।

অনু.— ঐ (প্রযাজ-)গুলির প্রৈষ (হচ্ছে প্রৈষাধ্যায়ের) প্রথম প্রৈষসূক্ত।

ব্যাখ্যা— এগারটি প্রযাজের প্রৈষ হচ্ছে সংহিতার প্রৈষাধ্যায়-এর অন্তর্গত প্রথম প্রৈষসূক্তের 'হোতা যক্ষদগ্নিং-' ইত্যাদি বারোটি মন্ত্র। ঐ মন্ত্রগুলি হল— (১) "হোতা যক্ষদ্ অগ্নিং সমিধা সুষমিধা সমিদ্ধং নাভা পৃথিব্যাঃ সংগথে বামস্য। বর্ষ্মন্ দিব ইড়স্পদে বেত্বাজ্যস্য হোতর্যজ।। (২) হোতা যক্ষত্ তনূনপাতম্ অদিতের্গর্ভং ভুবনস্য গোপাম্। মধ্বাদ্য দেবো দেবেভ্যো দেবযানান্ পথো অনক্তু বেত্বাজ্যস্য হোতর্যজ।। (৩) হোতা যক্ষন্নরাশংসং নৃশস্তং নৄঃ প্রণেত্রম্। গোভির্বপাবান্ স্যাদ্ বীরৈঃ শক্তীবান্ রথৈঃ প্রথমযাবা হিরণ্যৈশ্চন্দ্রী বেত্বাজ্যস্য হোতর্যজ।। (৪) হোতা যক্ষদ্ অগ্নিমীড় ঈড়িতো দেবো দেবাঁ আ বক্ষদ্ দূতো হব্যবাডমূরঃ। উপেমং যজ্ঞম্ উপেমাং দেবো দেবহূতিম্ অবতু বেত্বাজ্যস্য হোতর্যজ।। (৫) হোতা যক্ষদ্ বর্হিঃ সুষ্টরীমোর্ণম্রদা অস্মিন্ যজ্ঞে বি চ প্র চ প্রথতাং স্বাসস্থং দেবেভ্যঃ। এমেনদ্ অদ্য বসবো রুদ্রা আদিত্যাঃ সদন্তু প্রিয়ম্ ইন্দ্রস্যাস্তু বেত্বাজ্যস্য হোতর্যজ।। (৬) হোতা যক্ষদ্ দুর ঋষ্বাঃ কবষ্যো কোষধাবনীরুদাতাভির্জিহতাং বি পক্ষোভিঃ শ্রয়ন্তাম্। সুপ্রায়ণা অস্মিন্ যজ্ঞে বি শ্রয়ন্তাম্ ঋতাবৃধো ব্যন্ত্বাজ্যস্য হোতর্যজ।। (৭) হোতা যক্ষদ্ উষাসানক্তা বৃহতী সুপেশসা নৄঃ পতিভ্যো যোনিং কৃণ্বানে। সংস্ময়মানে ইন্দ্রেণ দেবৈরেদং বর্হিঃ সীদতাং বীতাম্ আজ্যস্য হোতর্যজ।। (৮) হোতা যক্ষদ্ দৈব্যা হোতারা মন্দ্রা পোতারা কবী প্রচেতসা। স্বিষ্টমদ্যান্যঃ করদ্ ইষা স্বভিগূর্তমন্য ঊর্জা স্বতবসেমং যজ্ঞং দিবি দেবেষু ধত্তাং বীতাম্ আজ্যস্য হোতর্যজ।। (৯) হোতা যক্ষত্ তিস্রো দেবীরপসাম্ অপস্তমা অচ্ছিদ্রম্ অদ্যেদম্ অপস্তন্বতাম্। দেবেভ্যো দেবীর্দেবম্ অপো ব্যন্ত্বাজ্যস্য হোতর্যজ।। (১০) হোতা যক্ষত্ ত্বষ্টারম্ অচিষ্টম্ অপাকং শ্রেতোধাং বিশ্রবসং যশোধাম্। পুরুরূপম্ অকামকর্শনং সুপোষঃ পোষৈঃ স্যাত্ সুবীরো বীরৈর্বেত্বাজ্যস্য হোতর্যজ।। (১১) হোতা যক্ষদ্ বনস্পতিম্ উপাব স্রক্ষদ্ ধিয়ো জোষ্টারং শশমন্নরঃ। স্বদাত্ স্বধিতির্ ঋতুথাদ্য দেবো দেবেভ্যো হব্যব্যাড় বেত্বাজ্যস্য হোতর্যজ।। (১২) হোতা যক্ষদ্ অগ্নিং স্বাহাজ্যস্য স্বাহা মেদসঃ স্বাহা স্তোকানাং স্বাহা স্বাহাকৃতীনাং স্বাহা হব্যসূক্তীনাম্। স্বাহা দেবা আজ্যপা জুষাণা অগ্ন আজ্যস্য ব্যন্তু হোতর্যজ।।" প্রযাজ মোট এগারটি, প্রৈষমন্ত্র তাহলে বারোটি কেন? এখানেও দর্শপূর্ণমাসের মতোই দ্বিতীয় প্রযাজের ক্ষেত্রে দেবতার বিকল্প আছে বলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রৈষমন্ত্রের মধ্যে গোত্র অনুযায়ী যে-কোন একটি মন্ত্র পাঠ করতে হয়। মোট তাই বারোটি মন্ত্র।

উক্তং দ্বিতীয়ে ।। ৩।।

অনু.— দ্বিতীয় (প্রযাজে আগে যা) বলা হয়েছে (তা এখানেও করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসের মতোই দ্বিতীয় প্রযাজে গোত্রভেদে তনূনপাত্ অথবা নরাশংস হবেন দেবতা (১/৫/২৪, ২৫ সূ. দ্র.)।

অধ্বর্যুপ্রেষিতো মৈত্রাবরুণঃ প্রেষ্যতি প্রৈষৈর্ হোতারম্ ।। ৪।।

অনু.— অধ্বর্যু কর্তৃক প্রেরিত (হয়ে) মৈত্রাবরুণ (হোতাকে প্রৈষসূক্তের) প্রৈষ দ্বারা নির্দেশ দেন।

ব্যাখ্যা— প্রথমে অধ্বর্যু মৈত্রাবরুণকে প্রৈষ দেন। সেই প্রৈষ (নির্দেশ) পেয়ে মৈত্রাবরুণ আবার হোতাকে প্রৈষ দেন। হোতা তখন ঐ প্রৈষ পেয়ে তাঁর যা করণীয় তা করেন। কি তাঁর করণীয় তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

হোতা যজত্যাপ্রীভিঃ প্রৈষসলিঙ্গাভিঃ ।। ৫।।

অনু.— হোতা প্রৈষের সমচিহ্নযুক্ত আপ্রী (মন্ত্র-)গুলি দ্বারা যাজ্যা পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণ যখন তাঁর প্রৈষে (২নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.) যে দেবতার নাম উল্লেখ করেন হোতা তখন আপ্রীসূক্তে সেই বিশেষ দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত ঋক্‌মন্ত্রটিকে প্রযাজের যাজ্যারূপে পাঠ করেন।

সমিদ্ধো অগ্নির্ ইতি শুনকানাং জুষস্ব নঃ সমিধম্ ইতি বসিষ্ঠানাং সমিদ্ধো অদ্যেতি সর্বেষাম্ ।। ৬।।

অনু.— 'সমিদ্ধো অগ্নির্-' (২/৩) শুনকদের, 'জুষস্ব-' (৭/২) বসিষ্ঠদের, 'সমিদ্ধো অদ্য-' (১০/১১০) সকলের (আপ্রীসূক্ত)।

ব্যাখ্যা— যজমানের গোত্র অনুযায়ী এই তিন আপ্রীসূক্তের কোন একটি সূক্ত থেকে মন্ত্র নিয়ে যাজ্যা পাঠ করতে হয়। প্রত্যেকটি সূক্তেই এগারটি করে মন্ত্র আছে। এক একটি মন্ত্র এক একটি প্রযাজের যাজ্যা। তৃতীয় সূক্তটিতে নরাশংস দেবতার মন্ত্র নেই বলে যজমানের ঋষিবংশ অনুযায়ী অন্য আপ্রীসূক্ত থেকে সেই মন্ত্র ধার নিতে হবে। অত্রি প্রভৃতির ক্ষেত্রে ধার নিতে হয় 'জুষস্ব-' সূক্ত থেকেই। এখানে 'সর্বেষাম্' বলতে শুনক ও বসিষ্ঠদের ছাড়া অন্য সকলকে বুঝতে হবে। শা. ৫/১৬/৬, ৭ অনুযায়ী অবশ্য নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রেই এই সূক্তটি বিকল্পে প্রযোজ্য, তবে যাঁদের ক্ষেত্রে নরাশংস দেবতা তাঁদের ক্ষেত্রে নিজ গোত্রের নরাশংস মন্ত্রটিই পাঠ করতে হয়।

যথ (থা) ঋষি বা ।। ৭।।

অনু.— অথবা ঋষি অনুযায়ী (আপ্রী হবে)।

ব্যাখ্যা— ৬ নং সূত্রে বলা হয়েছে শুনক ও বসিষ্ঠ ছাড়া অন্য-সব গোত্রের যজমানের ক্ষেত্রে আপ্রী হচ্ছে ১০/১১০ সূক্ত, কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে, তা না হয়ে যজমানের বংশের ঋষি অনুযায়ীও আপ্রী হতে পারে। ঋক্‌সংহিতার মোট দশটি আপ্রীসূক্ত আছে। এক একটি সূক্ত এক একটি বিশেষ ঋষিবংশের যজমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ-বিষয়ে একটি শ্লোকও প্রচলিত আছে— "কণ্বাঙ্গিরোঽগস্ত্যশুনকা বিশ্বামিত্রোঽত্রিরেব চ। বসিষ্ঠঃ কশ্যপো বাধ্র্যশ্বো জমদগ্নির্ অথোত্তমঃ।।" সংহিতায় যে ক্রমে দশটি আপ্রীসূক্ত আছে, এই উদ্ধৃত শ্লোকে ঠিক সেই ক্রমেই ঋষিদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই এই ঋষিবংশের যজমানের ক্ষেত্রে তাই সেই সেই আপ্রীসূক্ত পাঠ করতে হবে অর্থাৎ কণ্বদের ক্ষেত্রে 'সুসমিদ্ধো'-(১/১৩), কণ্ববর্জিত অঙ্গিরসদের 'সমিদ্ধো অগ্ন-' (১/১৪২), অগস্ত্যদের 'সমিদ্ধো অদ্য-' (১/১৮৮), শুনকদের 'সমিদ্ধো অগ্নি-' (২/৩), বিশ্বামিত্রদের 'সমিৎ-' (৩/৪), অত্রিদের 'সুসমিদ্ধায়-' (৫/৫), বসিষ্ঠদের 'জুষস্ব-' (৭/২), কশ্যপদের 'সমিদ্ধো বিশ্বত-' (৯/৫), বাধ্র্যশ্বদের 'ইমাং-' (১০/৭০) এবং শুনক ও বাধ্র্যশ্ব ছাড়া অন্য জমদগ্নিদের অর্থাৎ ভৃগুদের ক্ষেত্রে (১২/১০/১২, ১৩ সু. দ্র.) 'সমিদ্ধো অদ্য-' (১০/১১০) হবে আপ্রীসূক্ত। এই আপ্রীসূক্তগুলি সম্বন্ধে কীথ মন্তব্য করেছেন— "an invaluable proof of the difference of family tradition, which is obscured in the ritual text-books which we have." (R.P.V.U, pg-255, Reprint)- যাগযজ্ঞের ব্যাপারে যে পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রভেদ বর্তমান ছিল, যে-সব যজ্ঞিয় গ্রন্থ আমরা পাই তার মধ্যে যা আচ্ছন্ন হয়েই রয়েছে, এই আপ্রীসূক্তগুলি হচ্ছে তারই এক অমূল্য নিদর্শন। ঐ. ব্রা. ৬/৪ অংশেও ঋষি অনুযায়ী আপ্রী পাঠ করার বিধান দেওয়া হয়েছে। "আর্ষিরো প্রযাজযাজ্যা যদ্-আর্ষেয়ো যজমানঃ"— শা. ৫/১৬/৫। প্রসঙ্গত নি. ৮/৪/১ থেকে ৮/২২/১৪ পর্যন্ত অংশ দ্র.।

প্রাজাপত্যে তু জামদগ্ন্যঃ সর্বেষাম্ ।। ৮।।

অনু.— প্রজাপতি-দেবতার (পশুযাগে) কিন্তু সব (যজমানেরই ক্ষেত্রে) জমদগ্নির (সূক্তই হবে আপ্রী)।

ব্যাখ্যা— জমদগ্নির সূক্ত হচ্ছে ঐ 'সমিদ্ধো-' (১০/১১০) সূক্ত। চয়ন এবং অন্যান্য যে-সব যাগে প্রজাপতির উদ্দেশে পশু আহুতি দেওয়া হয় সে-সব স্থলে সকলের ক্ষেত্রেই ঐ সূক্তটি হবে আপ্রী। 'তু' বলায় বসিষ্ঠ ও শুনকদের ক্ষেত্রেও এ-ই নিয়ম।

দশসূক্তেষু প্রেষিতো মৈত্রাবরুণোঽগ্নির্হোতা ন ইতি তৃচং পর্যগ্নয়েঽন্বাহ ।। ৯।।

অনু.— দশটি (যাজ্যামন্ত্র পাঠ করা) হলে মৈত্রাবরুণ (অধ্বর্যুর দ্বারা) প্রেরিত (হয়ে) পর্যগ্নির জন্য 'অগ্নি-' (৪/১৫/১-৩) এই তৃচটি পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— দশসূক্তেষু = দশসু + উক্তেষু। আহবনীয় থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে পশুর চার দিকে সেই অঙ্গারটিকে ঘোরানোর নাম 'পর্যগ্নিকরণ'। পশুযাগে প্রযাজ মোট এগারটি। আপ্রীসূক্তে মন্ত্রও আছে সাধারণত এগারটি। এগারটি মন্ত্র থাকলেও আপাতত দশ প্রযাজের দশটি যাজ্যামন্ত্র পড়া হলে এবং অধ্বর্যু 'পর্যগ্নয়ে ক্রিয়মাণায়ানুব্রূহি' এই প্রৈষ দিলে মৈত্রাবরুণ দণ্ডহাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্দিষ্ট তৃচটি পাঠ করেন। যদিও তৃচটি অনুবচন মন্ত্র, তবুও ১/২/২৯ সূত্রে হোত্রকদের ক্ষেত্রে শুধু শস্ত্রেই অভিহিঙ্কারের প্রয়োগ সীমিত করে দেওয়ার ফলে এখানে অভিহিঙ্কার হবে না। 'মৈত্রাবরুণো' পদটি গ্রহণ করা হয়েছে পরবর্তী সূত্রের প্রয়োজনে। সেখানে যদিও অধ্বর্যুর প্রৈষে বলা হয় 'উপপ্রেষ্য হোতর্' তবুও প্রৈষটি পাঠ করবেন হোতা নয়, মৈত্রাবরুণই। ঐ. ব্রা. ৬/৫ অংশেও পর্যগ্নিকরণের জন্য এই তিনটি মন্ত্রই বিহিত হয়েছে। "দশভিশ্ চরিত্বা পর্যগ্নয় ইত্যুক্তোঽগ্নির্ হোতা নো অধ্বর ইতি তিস্রোঽন্বাহ"- শা. ৫/১৬/৮।

অধ্রিগবে প্রেষ্যোপপ্রেষ্য হোতর্ ইতি বোক্তোঽজৈদগ্নিরসনদ্ বাজম্ ইতি
প্রৈষম্ উক্ত্বান্তর্বেদি দণ্ডং নিদধ্যাত্ ।। ১০।।

অনু.— (অধ্বর্যু কর্তৃক) 'অধ্রিগবে প্রেষ্য' অথবা 'উপপ্রেষ্য হোতঃ' বলা হলে 'অজৈদ-' (সূ.) এই প্রৈষ (মন্ত্র) পাঠ করে (মৈত্রাবরুণ) বেদির মধ্যে দণ্ডটি রেখে দেবেন।

ব্যাখ্যা— 'অজৈদ-' মন্ত্রটিকে 'অধ্রিগুপ্রৈষের প্রৈষ' বা 'উপপ্রৈষ' বলা হয়। সম্পূর্ণ মন্ত্রটি হল— 'অজৈদগ্নিরসনদ্ বাজং নি দেবো দেবেভ্যো হব্যবাট্। প্রাঞ্জোভির্হিন্বানো ধেনাভিঃ কল্পমানো, যজ্ঞস্যায়ুঃ। প্রতিরন্নুপপ্রেষ হোতর্হব্যা দেবেভ্যঃ' (প্রৈষসূক্ত ২/১)। প্রৈষম্' পদে একবচন থাকায় এটি একটি অখণ্ড প্রৈষ এবং একনিঃশ্বাসেই মন্ত্রটি পড়তে হবে। ঐ. ব্রা. ৬/৫ অংশেও 'অজৈদ-' মন্ত্রটি পাঠ করতে বলা হয়েছে। 'উপপ্রেষ্য হোতর্ ইত্যুক্তোঽজৈদগ্নির্ ইত্যুপপ্রৈষম্ আহ"- শা. ৫/১৬/৯। কেউ কেউ অধ্বর্যুর প্রৈষকে 'অধ্রিগুপ্রৈষ' এবং মৈত্রবরুণের প্রৈষকে 'উপপ্রৈষ' বলেন।

অধ্রিগুং হোতোহম্ অঙ্গানি দৈবতং পশুম্ ইতি যথার্থম্ ।। ১১।।

অনু.— (মৈত্রাবরুণের প্রৈষ পেয়ে) হোতা অঙ্গ, দেবতা (এবং) পশুকে অর্থ অনুসারে পরিবর্তন করতে করতে অধ্রিগু (মন্ত্রটিকে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণের প্রৈষ পেয়ে হোতা 'দৈব্যাঃ—' (৩/৩/১ সূ. দ্র.) এই 'অধ্রিগুপ্রৈষ' নামে মন্ত্র পাঠ করেন। মন্ত্রটির শেষে 'অধ্রিগু' শব্দটি আছে বলে মন্ত্রটি ঐ নামেই পরিচিত। শব্দটি অগ্নিরই এক আখ্যা। ঐ মন্ত্রে বিভিন্ন যজ্ঞে প্রয়োজনমত অর্থানুসারে পশুর অঙ্গবাচী শরীর, ত্বচ্, বপা, বক্ষস্, প্রশস্, বাহু, দোষন্, অংস, অচ্ছিদ্রা, শ্রোণি, ঊরু, অষ্ঠীবান্ এবং বনিষ্ঠু

শব্দে, দেবতাবাচী মেধপতি শব্দে এবং পশুবাচী মেধ ও ইদম্ (অস্মৈ, এনম্, অস্য এই তিন পদে) শব্দে লিঙ্গ ও বচন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে নিতে হয়। পশু দুই অথবা বহু হলে প্রশস্, বাহু, দোষন্, অংস, অচ্ছিদ্রা, শ্রোণি, উরু ও অষ্ঠীবৎ শব্দে অবশ্য বহুবচনই হবে। প্রৈষাধ্যায়ে সঙ্কলিত এই মন্ত্রটি বস্তুত অগ্নীষোমীয় পশুযাগের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে দেবতা দু-জন এবং পশু মাত্র একটি বলে দেবতাবাচী শব্দে দ্বিবচন এবং পশুর বিভিন্ন অঙ্গবাচী শব্দে সেই সেই অঙ্গ অনুযায়ী উপযুক্ত বচন প্রয়োগ করা হয়েছে। অন্য যাগে মন্ত্রটি পাঠ করতে হলে কিন্তু দেবতা ও পশুর সংখ্যা অনুযায়ী সেখানে মন্ত্রে ঐ ঐ শব্দে উচিত পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আগের দুটি সূত্র মৈত্রাবরুণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে ১/১/১৪ সূত্র থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার 'হোতা' পদটির উল্লেখ করা হল। 'উহন্' বলার পরে 'যথার্থম্' না বললেও চলে, তবুও তা বলে সূত্রকার বোঝাতে চাইছেন যে, অর্থানুসারী যে পরিবর্তন তারই একটি প্রচলিত নাম হচ্ছে 'উহ'। "উক্ত (= উক্তে) উপপ্রৈষেঽধ্রিগুং হোতা"— শা. ৫/১৬/১০। কেউ কেউ হোতার মন্ত্রটিকে কেবল 'অধ্রিগু' নামেই চিহ্নিত করেন।

পুংবন্ মিথুনে ।। ১২।।

অনু.— স্ত্রী-পুরুষে পুংলিঙ্গের মতো (উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— কোন যজ্ঞে স্ত্রী এবং পুরুষ দু-রকম পশুই আহুতি দিতে হলে অধ্রিগুমন্ত্রে পশুবাচী শব্দগুলিকে পুংলিঙ্গেই উহ করে পাঠ করবেন। উহ হবে প্রয়োজন অনুযায়ী দ্বিবচনে অথবা বহুবচনে। "পুংবন্ মিথুনেষু সমান্যাম্"— শা. ৬/১/১৩।

মেধপতীম্ ।। ১৩।।

অনু.— স্ত্রী-দেবতাকে (পুংলিঙ্গের মতো উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অধ্রিগুপ্রৈষ-মন্ত্রে 'মেধপতি' শব্দটি দেবতাবাচী বলে মেধপতী বলতে এখানে স্ত্রীদেবতাকে বুঝতে হবে। পশুযাগে স্ত্রী দেবতা হলেও মূলে যেমন আছে তেমনই অর্থাৎ তাঁকে 'মেধপতি' শব্দ (৩/৩/১ সূ. দ্র.) দ্বারাই উল্লেখ করবেন।

মেধায়াং বিকল্পঃ ।। ১৪।।

অনু.— স্ত্রী-পশুতে বিকল্প।

ব্যাখ্যা— যজ্ঞে স্ত্রী-পশু আহুতি দিতে হলে অধ্রিগুপ্রৈষে 'মেধ' শব্দে নিজের ইচ্ছামত পুংলিঙ্গ অথবা স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগ করবেন। স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগ করলে বলতে হবে 'মেধা'। শব্দটি পশুকেই বোঝাচ্ছে।

যথার্থম্ উর্ধ্বম্ অধ্রিগোর্ অন্যন্ মিথুনেভ্যঃ ।। ১৫।।

অনু.— 'অধ্রিগু (মন্ত্রের) পরে স্ত্রী-পুরুষ পশু ছাড়া অন্যত্র অর্থানুসারে (উহ হবে)।

ব্যাখ্যা— অধ্রিগুমন্ত্রের পরে পাঠ্য অন্যান্য মন্ত্রের ক্ষেত্রেও সব শব্দে প্রয়োজনমত অর্থানুসারে উহ অর্থাৎ পরিবর্তন ঘটাতে হয়, শুধু অঙ্গবাচী, দেবতাবাচী এবং পশুবাচী শব্দেই উহ করলে চলে না। স্ত্রী ও পুরুষ দু-রকম পশু থাকলে কিন্তু সর্বত্রই ১২ নং সূত্রানুসারে সংশ্লিষ্ট শব্দটিকে পুংলিঙ্গেই উল্লেখ করতে হবে।

সর্বেষু যজুর্নিগদেষু ।। ১৬।।

অনু.— সমস্ত গদ্য (-বদ্ধ) নিগদে (-ও উহ হবে)।

ব্যাখ্যা— শুধু পশুযাগেই নয়, সর্বত্রই উচ্চস্বরে পাঠ্য সমস্ত গদ্যাত্মক নিগদমন্ত্রে অর্থানুসারে শব্দের পরিবর্তন ঘটাতে হয়।

প্রকৃতৌ সমর্থনিগমেষু ।। ১৭।।

অনু.— প্রকৃতিতে সঙ্গত মন্ত্রের (-ই বিকৃতিস্থলে উহ হবে)।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতি = মন্ত্রের উৎপত্তিস্থল। সমর্থ = সঙ্গতিপূর্ণ, অর্থবহ। নিগম = মন্ত্র। বেদে যে কর্ম উপলক্ষে যে মন্ত্রের উৎপত্তি, মন্ত্রের অর্থ যদি সেই কর্মের অনুষ্ঠেয় বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে বিকৃতিযাগে ভিন্ন পরিস্থিতিতে ঐ মন্ত্রের সংশ্লিষ্ট শব্দগুলিতে অনুষ্ঠীয়মান কর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনমত লিঙ্গ, বিভক্তি এবং বচনের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। যদি উৎপত্তিস্থলেই অনুষ্ঠীয়মান কর্মের সঙ্গে পাঠ্য মন্ত্রের অর্থের কোন সঙ্গতি খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে প্রকৃতি এবং বিকৃতি কোন যাগেই সেই মন্ত্রে কোন উহ করতে হবে না। এই-সব ক্ষেত্রে লক্ষণা বা গৌণী বৃত্তি দ্বারা শব্দের সঙ্গে অভিপ্রেত অর্থের সঙ্গতি রক্ষা করতে হয়।

প্রাকৃতাস্ ত্বেব মন্ত্রাণাং শব্দাঃ ।। ১৮।।

অনু.— মন্ত্রের শব্দগুলি কিন্তু প্রকৃতিগতই (হবে)।

ব্যাখ্যা— মূলমন্ত্রে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে বিকৃতিযাগে উহস্থলেও তা ব্যবহার করতে হবে, পরিবর্তন ঘটবে শুধু শব্দটির লিঙ্গে ও বচনে। 'তু' বলায় বোঝা যাচ্ছে উহের প্রয়োগ আমাদের অধীন হলেও এবং মূল মন্ত্রের কোন প্রাতিপদিক যদি একান্তই বৈদিক প্রয়োগ বলে ব্যাকরণসম্মত না হয় তাহলে বিকৃতিযাগে তার সংস্কারসাধন উচিত হলেও যুক্তিবিরুদ্ধ কাজটিই আমাদের করতে হবে, ঐ ব্যাকরণবিরুদ্ধ বৈদিক শব্দটিই সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতিনিধিষ্বপি ।। ১৯।।

অনু.— প্রতিনিধিতেও।

ব্যাখ্যা— প্রতিনিধির স্থলেও প্রকৃতিযাগ থেকে নেওয়া কোন মন্ত্রের মূল শব্দে কোন পরিবর্তন করা চলবে না। প্রতিনিধি হচ্ছে এক বস্তুর স্থানে অন্য বস্তুর ব্যবহার। সে-ক্ষেত্রেও প্রতিনিধির নাম উল্লেখ করলে চলবে না, মূল মন্ত্রের শব্দটিই প্রয়োগ করতে হবে।

নাক্তির্ উপমা মেঽদো হবির্ ইত্যনূহ্যানি ।। ২০।।

অনু.— নাক্তি, উপমাবাচী শব্দ, মে, অদো হবিঃ এই (শব্দগুলি) উহযোগ্য নয়।

ব্যাখ্যা— অগ্নিগুপ্রৈষের উপমাবাচী শব্দগুলি হল 'শ্যেনম্', 'শলা', 'কশ্যপা', 'কবষা', 'স্রেকপর্ণা' এবং 'উরূকম্'। পশু যতগুলিই হোক, বিকৃতিযাগে প্রকৃতিযাগ থেকে নেওয়া কোন মন্ত্রে নাক্তি, উপমাবাচী শ্যেনম্ ইত্যাদি শব্দে, মে এবং অদো হবিঃ পদে কোন পরিবর্তন ঘটাতে হয় না।

তৃতীয় কণ্ডিকা (৩/৩)

[অধ্রিগুপ্রৈষ পাঠ করার নিয়ম]

দৈব্যাঃ শমিতার আরভধ্বমুত মনুষ্যা উপনয়ত মেধ্যা দুর আশাসানা মেধপতিভ্যাং মেধম্। প্রাস্মা অগ্নিং
ভরত স্তৃণীত বর্হিরন্বেনং মাতা মন্যতামনু পিতানু ভ্রাতা সগর্ভ্যোঽনু সখা সযূথ্যঃ। উদীচীনাঁ অস্য
পদো নিধত্তাত্ সূর্যং চক্ষুর্গময়তাদ্ বাতং প্রাণমন্ববসৃজতাদন্তরিক্ষমসুং দিশঃ শ্রোত্রং পৃথিবীং
শরীরম্। একধাস্য ত্বচমাচ্ছ্যতাত্ পুরা নাভ্যা অপি শসো বপামুত্খিদতাদন্তরেবোষ্মাণং
বারয়ধ্বাত্। শ্যেনমস্য বক্ষঃ কৃণুতাত্ প্রশসা বাহূ শলা দোষণী কশ্যপেবাংসাচ্ছিদ্রে
শ্রোণী কবষোরূ স্রেকপর্ণাষ্ঠীবন্তা ষড়্বিংশতিরস্য বঙ্ক্রয়স্তা অনুষ্ঠ্যোচ্চ্যাবয়তাদ্
গাত্রং গাত্রমস্যানূনং কৃণুতাত্। ঊবধ্যগোহং পার্থিবং খনতাত্। অস্না রক্ষঃ
সংসৃজতাত্। বনিষ্ঠুমস্য মা রাবিষ্টোরূকম্ মন্যমানা নেদ্ বস্তোকে তনয়ে
রবিতা রবচ্ছমিতারঃ। অধ্রিগো শমীধ্বং সুশমি শমীধ্বং
শমীধ্বম্ অধ্রিগাও উ অপাপ ।। ১।।

অনু.— 'দৈব্যাঃ'- (সূ.) (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এটি হচ্ছে অধ্রিগু বা অধ্রিগুপ্রৈষ মন্ত্র। এই মন্ত্রে মেধম্ প্রভৃতি শব্দের পরবর্তী ছেদচিহ্নিত (।) মোট ন-টি স্থলে অল্পক্ষণের জন্য থামতে হয়। দ্র. যে, মন্ত্রে 'মেধপতি' দেবতাকে এবং 'মেধ' ও 'ইদম্' (এনম্, অস্য) শব্দ পশুকে বোঝাচ্ছে। ঐ. ব্রা. ৬/৬, ৭ অংশেও এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে। এখানে আরও দ্র. যে, অধ্বর্যু মৈত্রাবরুণকে প্রৈষ দেন, মৈত্রাবরুণ দেন হোতাকে, হোতা আবার প্রৈষ দেন শমিতা বা পশুঘাতককে। শা. ৬/১/৫, ৬ অনুযায়ী 'মেধাপতিভ্যাং', ও 'মেধম্' পদে প্রয়োজন অনুসারে উহ হবে, কিন্তু বর্হিঃ, চক্ষুঃ ইত্যাদি পদের ক্ষেত্রে কোন উহ হবে না। শা. ৫/১৭/১-১০ সূত্রেও উদ্ধৃত মন্ত্রটি পাওয়া যায়।

অস্না রক্ষঃ সংসৃজতাচ্ছমিতারোঽপাপেত্যুপাংশু ।। ২।।

অনু.— (অধ্রিগুপ্রৈষের) 'অস্না রক্ষঃ সংসৃজতাত্', 'শমিতারঃ', 'অপাপ' (শব্দগুলি) উপাংশু (স্বরে উচ্চারণ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— অধ্রিগুপ্রৈষের সমগ্র সপ্তম অংশটি, অষ্টম অংশে যে 'শমিতারঃ' পদ আছে সেইটি এবং নবম বা শেষ অংশের শেষ পদটি উপাংশু স্বরে পাঠ করতে হয়।

একধা ষড়্বিংশতির্ ইতি দ্বির্ দ্বিবহুনাম্ ।। ৩।।

অনু.— দুই ও বহু (পশুর ক্ষেত্রে অধ্রিগুপ্রৈষের) 'একধা', 'ষড়্বিংশতিঃ' (এই দুটি পদ) দু-বার (উচ্চারণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— একাধিক পশুর ক্ষেত্রে প্রৈষের চতুর্থ ও পঞ্চম অংশের এই দুটি পদকে দু-বার করে পাঠ করতে হয়। "একধৈকধা ষড়্বিংশতিঃ ষড়্বিংশতির্ ইতি, সমাসেন বা"— শা. ৬/১/১০। পদ-দুটি রয়েছে চতুর্থ ও পঞ্চম অংশে।

পুরান্তর্ ইতি চৈকে ।। ৪।।

অনু.— এবং অন্যেরা (বলেন) 'পুরা', 'অন্তঃ' (এই দুই শব্দও প্রৈষে দু-বার পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— একাধিক পশুর ক্ষেত্রে কোন কোন মতে অধ্রিগুপ্রৈষের এই দুটি শব্দকেও দু-বার পাঠ করতে হয়। এই শব্দদুটি রয়েছে মন্ত্রের 'একধাস্য ত্বচম্—' এই চতুর্থ অংশে।

অধ্রিগ্বাদি ত্রির্ উক্ত্বা শমিতারো যদত্র সুকৃতং কৃণবথাস্মাসু তদ্ যদ্ দুষ্কৃতমন্যত্র তদ্ ইতি জপিত্বা দক্ষিণাবৃদ্ আবর্ততে ।। ৫।।

অনু.— (অধ্রিগুমন্ত্রের) অধ্রিগু প্রভৃতি (বাকী অংশটুকু) তিনবার বলে 'শমিতারো—' (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করে ডান দিকে ঘুরবেন (এবং শামিত্রভূমির দিকে পিঠ করে থাকবেন)।

ব্যাখ্যা— অধ্রিগুপ্রৈষের 'অধ্রিগো শমীধ্বং..... অপাপ' পর্যন্ত নবম অংশটুকু তিনবার উচ্চারণ করে হোতা 'শমিতারো—' মন্ত্রটি জপ করবেন। তার পরে তিনি ডান দিকে ঘুরে শামিত্রভূমির দিকে পিঠ করে থাকবেন। ১/১/১১ সূত্রে ব্যাবৃত্তি নিষিদ্ধ হয়েছে বলেই এখানে ডান দিকে ঘুরতে বলা হয়েছে। "অধ্রিগো..... অধ্রিগো৩ ইতি ত্রিঃ পরিধায়োপাংশু জপত্যুভাব-পাপশ্ চেত্তি"— শা. ৫/১৭/১০।

মৈত্রাবরুণশ্ চ ।। ৬।। [৫]

অনু.— এবং মৈত্রাবরুণ (-ও ডান দিকে ঘুরবেন)।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণ ঋত্বিক্‌ও ডান দিকে ঘুরে শামিত্রভূমির দিকে পিঠ করে থাকবেন।

সব্যাবৃতৌ ব্রহ্মযজমানৌ; সংজ্ঞপ্তে পশাব্ আবর্তেরন্ ।। ৭।। [৬]

অনু.— ব্রহ্মা এবং যজমান বাঁ দিকে ঘুরে থাকবেন; পশু নিহত হলে (চার জনেই পূর্বাবস্থায়) ঘুরবেন।

ব্যাখ্যা— এতক্ষণ তাঁরা শামিত্রভূমির দিকে পিঠ করেছিলেন। পশুর মুখ বন্ধ করে দুই অণ্ডকোষে দশ-বারো বার সজোরে আঘাত করে অথবা শ্বাস রুদ্ধ করে পশুকে হত্যা করা হয়। এই কর্মের নাম 'সংজ্ঞপন'। সংজ্ঞপনের পরে সকলেই আবার ঘুরে আগের অবস্থায় ফিরে যাবেন।

চতুর্থ কণ্ডিকা (৩/৪)

[স্তোকানুবচন, অন্তিম প্রযাজ, উহের বিচার]

বপায়াং শ্রপ্যমাণায়াং প্রেষিতঃ স্তোকেভ্যোঽন্বাহ জুষস্ব সপ্রথস্তমমিমং নো যজ্ঞম্ ইতি ।। ১।।

অনু.— বপা পাক করা হতে থাকলে (অধ্বর্যু দ্বারা) নির্দিষ্ট (হয়ে) স্তোকের উদ্দেশে 'জুষস্ব-' (১/৭৫/১), 'ইমং-' (৩/২১) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— আগুনে বপা (নাভির প্রায় চার আঙুল নীচের অংশবিশেষ) পাক করা হতে থাকলে আগুনের তাপে বপা থেকে যে বিন্দু ক্ষরিত হতে থাকে তার নাম 'স্তোক'। অধ্বর্যু 'স্তোকেভ্যোঽনুব্রূহি' মন্ত্রে প্রৈষ দিলে মৈত্রাবরুণ দণ্ড হাতে দাঁড়িয়ে উদ্ধৃত মন্ত্র এবং সূক্তটি পাঠ করেন। এই পাঠের নাম 'স্তোকানুবচন'। ঐ. ব্রা. ৭/২ অংশে এই একই মন্ত্র ও সূক্ত বিহিত হয়েছে। শা. ৫/১৮/১ সূত্রেও 'জুষস্ব-' মন্ত্র ও 'ইমং-' সূক্ত বিহিত হয়েছে।

উক্তম্ আপ্যায়নং স্বাহাকৃতিভ্যঃ ।। ২।।

অনু.— (আগে যে স্রুক্-) আপ্যায়ন কথিত হয়েছে (তা এখন) স্বাহাকৃতিদের উদ্দেশে (-ও) করতে হবে।

ব্যাখ্যা— শেষ প্রযাজের দেবতা স্বাহাকার। দর্শপূর্ণমাসে প্রযাজ উপলক্ষে যে স্রুক্-আদাপন অর্থাৎ অধ্বর্যুকে জুহূ ও উপভৃত্ গ্রহণ করাবার কথা বলা হয়েছে (১/৪/১০ সূ. দ্র.) তা এখানে প্রথম প্রযাজের আগে করা হয়েছে। এখন আবার তা শেষ প্রযাজের আগেও করতে হবে। স্রুক্-আদাপন প্রযাজের জন্যই করতে হয় বলে আজ্যভাগ বা অন্য কোন আহুতির ক্ষেত্রে তা করা হয় না।

হোতা যক্ষদগ্নিং স্বাহাজ্যস্য স্বাহা মেদস ইতি প্রৈষঃ।
উত্তমাপ্রী যাজ্যা ।। ৩।।

অনু.— (এই অন্তিম প্রযাজে) 'হোতা যক্ষদ্-' প্রৈষ (এবং) শেষ আপ্রী (মন্ত্র হচ্ছে) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— শেষ প্রযাজে মৈত্রাবরুণের পাঠ্য প্রৈষ হল 'হোতা-' (৩/২/২ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.) এবং হোতার যাজ্যা হল আপ্রীসূক্তের শেষ মন্ত্রটি। আপ্রী মন্ত্রটি যাজ্যা বলে দর্শপূর্ণমাসের 'স্বাহামুং-' (আ. ১/৫/২৮) মন্ত্রটি এখানে পাঠ করতে হবে না। "স্বাহাকৃতিভ্য ইত্যুক্তো হোতা যক্ষদগ্নিং স্বাহাজ্যস্যেতি প্রেষ্যতি: আপ্রীণাম্ উত্তমা যাজ্যা" — শা. ৫/১৮/২, ৩।

বপা পুরোডাশো হবির্ ইতি পশোঃ প্রধানানি ।। ৪।।

অনু.— বপা, পুরোডাশ, পশু-অঙ্গ এই (হচ্ছে) পশু (-যাগের) প্রধান (-দ্রব্য)।

ব্যাখ্যা— হবিঃ = পশুযাগের প্রধান আহুতিদ্রব্য (৩/৬/২ সূ. দ্র.)। পশুযাগে বপা, পুরোডাশ ও পশু-অঙ্গ একসাথে নিয়ে একটি মাত্র আহুতি দেওয়া হয় না, এই দ্রব্যগুলি দিয়ে তিনটি পৃথক্ পৃথক্ যাগ করা হয়। এই যাগগুলিকে বলা হয় 'প্রধান'। পশুর যে অঙ্গগুলি আহুতি দেওয়া হয় সেগুলি হল হৃৎপিণ্ড, জিভ, বুক, যকৃত্, দুটি মূত্রাশয় (বৃক্ক), সামনের দিকের বাঁ পায়ের সব থেকে উপরের অংশ, দেহের দুই পার্শ্ব, ডান দিকের শ্রোণি (পিছনের স্ফীত অংশ) এবং গুহ্যের এক-তৃতীয়াংশ। বৃত্তিকার মনে করেন, ৩/১/১ সূত্রে 'পশৌ' পদটি থাকলেও এখানে আবার 'পশোঃ' বলার অর্থ হবে পশুতে পশুতে। একই দেবতার উদ্দেশে একাধিক পশু আহুতি দিতে হলে তাই নিবেদনযোগ্য প্রত্যেক পশুর জন্যই পৃথক্ পৃথক্ বপা, পুরোডাশ এবং পশু অঙ্গ দিয়ে আহুতি দিতে হবে। পশুযাগের স্থূল অনুষ্ঠানক্রম হচ্ছে এইরকম— দশ প্রযাজ, অগ্নিশুপ্রৈষ, অন্তিম প্রযাজ, আজ্যভাগ (বিকল্পিত), বপাযাগ, মার্জন, পশুপুরোডাশ, পুরোডাশের স্বিষ্টকৃত্, ইড়াভক্ষণ, মার্জন, মনোতাপাঠ, প্রধান-যাগ বা পশু-অঙ্গের মূল আহুতি, বসাহোম, বনস্পতিযাগ, পশুর স্বিষ্টকৃত্, পশুর ইড়াভক্ষণ, মার্জন, অনুযাজ, সূক্তবাক, সংস্থাজপ। পশুপুরোডাশযাগের জন্য স্বিষ্টকৃত্, ইড়াভক্ষণ প্রভৃতি অন্তিমপর্বের অনুষ্ঠানগুলিই পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠিত হয়, প্রযাজ প্রভৃতির পৃথক্ অনুষ্ঠান না করলেও চলে, কারণ সেগুলি প্রধানযাগের অঙ্গের জন্য করা হলেও পুরোডাশেও কাজে লাগে— কা. শ্রৌ. ৬/৭/২৬ দ্র.। 'প্রধান' শব্দটির জন্য ৩/৭/১ সূ. দ্র.।

তানি পৃথঙ্ নানাদেবতেষু ।। ৫।।

অনু.— ঐ (প্রধান)গুলি নানা দেবতার (পশুর) ক্ষেত্রে পৃথক্ (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— একটিমাত্র দেবতার উদ্দেশে একটিমাত্র পশু আহুতি দিতে হলে বপা প্রভৃতির নিজ নিজ ভিন্ন ভিন্ন অনুবাক্যা এবং যাজ্যা থাকায় বপা, পুরোডাশ এবং পশু-অঙ্গের একসঙ্গে নয়, পৃথক্ পৃথক্ই অনুষ্ঠান হবে। অনেক দেবতার উদ্দেশে অনেক পশু আহুতি দিতে হলে, সেখানেও দেবতা পৃথক্ বলে এক দেবতার যাজ্যা ও অনুবাক্যা অপর দেবতার যাজ্যা ও অনুবাক্যার অপেক্ষায় পৃথক্ এবং সেই কারণে কেবল বপাযাগ, পুরোডাশযাগ এবং পশু-অঙ্গের পৃথক্ অনুষ্ঠানই হবে তাই নয়, প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশে একটি করে পৃথক্ পৃথক্ বপাযাগ, পুরোডাশযাগ ও হবির্যাগের (= পশু-অঙ্গের) অনুষ্ঠান করতে হবে। অনুবাক্যা ও যাজ্যার পার্থক্যের কারণে সাধারণ যুক্তিতেই এই নীতি অনুসরণ করা হবে। এ-বিষয়ে সূত্ররচনার তাই কোন প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু তবুও সূত্র করার সূত্র তো নিষ্ফল হতে পারে না। ফলে আমাদের বুঝতে হবে যে, দেবতা ভিন্ন হলে তবেই প্রত্যেক দেবতার জন্য বপা, পুরোডাশ ও পশু-অঙ্গের পৃথক্ অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু দেবতা যদি এক

অর্থাৎ অভিন্ন হন এবং যদি তাঁর উদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন পশু আহুতি দিতে হয়, তাহলে কিন্তু প্রত্যেক পশুর প্রৈষ, অনুবাক্যা এবং যাজ্যা এক বলে সব-কটি পশুর বপার জন্য একটিমাত্র বপাযাগ, সব-কটি পশুর পুরোডাশের জন্য একটিমাত্র পশু পুরোডাশযাগ এবং সব-কটি পশু-অঙ্গের জন্য একটিমাত্র পশু-অঙ্গের যাগই (= প্রধানযাগ) হয়; নিবেদনযোগ্য প্রত্যেকটি পশুর জন্য পৃথক্ পৃথক্ বপাযাগ, পৃথক্ পৃথক্ পশুপুরোডাশযাগ এবং ভিন্ন ভিন্ন পশু-অঙ্গের যাগ করার প্রয়োজন পড়ে না। বৃত্তিকারের মতে সূত্রের এই ব্যতিরেকী বা পরোক্ষ অর্থই আমাদের এখানে গ্রহণ করতে হবে।

মনোতাং চ ।। ৬।।

অনু.— এবং মনোতা (পৃথক্) হবে।

ব্যাখ্যা— ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন পশু অর্থাৎ একাধিক দেবতার উদ্দেশে একটি করে পশু আহুতি দেওয়া হলে পশু-অঙ্গ খণ্ডিত করার সময়ে পাঠ্য (৩/৬/১ সূ. দ্র.) মনোতা-মন্ত্রও বারে বারে পড়তে হবে। এই মনোতার প্রৈষবাক্যের অর্থ মন (= জীব, অগ্নি)-কে হবিঃ-র সঙ্গে যুক্ত করার জন্য মন্ত্র পাঠ কর। মনোতা তাহলে কার্যত হবির্দ্রব্যেরই বোধক। ৫নং সূত্র অনুযায়ী বহুদেবতার পশুযাগে পৃথক্ পৃথক্ পশু-অঙ্গের আহুতি দান করতে হয়। এক দেবতার উদ্দেশে একটি পশুর মনোতামন্ত্র ও পশু-অঙ্গের আহুতি হয়ে গেলে তাই অপর এক দেবতার উদ্দিষ্ট পশুর জন্য আবার তা করতে হবে। দ্র. যে, 'মনো জগাম দূরকম্' (ঋ. ১০/৫৮/১) মন্ত্রে জীব বা প্রাণকে মন বলা হয়েছে, 'অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা-' (গীতা ১৫/১৪) শ্লোকে প্রাণ অগ্নিরূপে বর্ণিত হয়েছে এবং 'অয়ং হোতা-' (ঋ. ৬/৯/৪-৬) তৃচে অগ্নি, প্রাণ এবং মন সমার্থক। সংজ্ঞপনের সময়ে পশুর মন (= প্রাণ) বিলুপ্ত বা অন্তর্হিত হয়। সেই মনের সঙ্গে হবির্দ্রব্য পশুর যোগ আছে বলে মনোতামন্ত্রের মন = অগ্নি = পশুর প্রাণ বা জীব = হবিঃ। পশু পৃথক্ পৃথক্, তাই মনোতাও পৃথক্ পৃথক্।

ন মনোতাবর্তেতেত্যেকে ।। ৭।।

অনু.— অন্যেরা (বলেন) মনোতা আবৃত্ত হবে না।

ব্যাখ্যা— এই মতে মনোতা শব্দের অর্থ আহবনীয় অগ্নি, কারণ 'ত্বং হ্যগ্নে প্রথমো মনোতা' এই মনোতামন্ত্রে এবং 'অগ্নির্বৈ দেবানাং মনোতা' এই শ্রুতিবাক্যে মনোতার সেই অর্থই দেখা যাচ্ছে। মনোতার প্রৈষবাক্যে যে 'হবিঃ' শব্দ আছে তাও মনোতার কালকে বোঝাতে পারে। মনোতা শব্দের অর্থ অগ্নি বলে যাগের আবৃত্তি হলেও মনোতামন্ত্রের আবৃত্তি হবে না, কারণ আহবনীয় অগ্নি একাধিক নয়, সেই একই। আগের পক্ষের মতো এই পক্ষেও যুক্তির ধার সমান বলে, 'মনোতা বা' এই একটি সূত্র না করে সমান গুরুত্ব বজায় রাখার জন্য দুটি পৃথক্ সূত্র করা হয়েছে।

তেষাং সলিঙ্গাঃ প্রৈষাঃ ।। ৮।।

অনু.— ঐ (প্রদান-)গুলির প্রৈষ (দ্রব্য এবং দেবতার) চিহ্নসমেত বর্তমান।

ব্যাখ্যা— প্রৈষাধ্যায়ের দ্বিতীয় প্রৈষসূক্তে বপা, পুরোডাশ ও পশু-অঙ্গের যে প্রৈষগুলি পঠিত রয়েছে সেগুলি একই চিহ্নযুক্ত, একই দেবতার নাম-বিশিষ্ট। প্রদেয় দ্রব্যের নামও সেখানে উল্লিখিত হয়েছে। সেই উল্লেখ থেকে বোঝা যায় কোন্ মন্ত্র বপা, পুরোডাশ ও হবিঃ এই তিন কর্মের মধ্যে কোন্ বিশেষ কর্মের প্রৈষ। যে দেবতার উদ্দেশে বপা, পুরোডাশ এবং পশু-অঙ্গ আহুতি দেওয়া হবে, প্রৈষগুলিতেও সেই দেবতারই নাম উল্লেখ করতে হবে, প্রকৃতিযাগের মতো অগ্নি-সোমের নাম উল্লেখ করলে চলবে না। 'তেষাং' বলায় ৪নং সূত্রে উল্লিখিত বপা, পুরোডাশ এবং (হবিঃ-র =) পশু-অঙ্গের আহুতির ক্ষেত্রেই মৈত্রাবরুণ-সম্পর্কিত প্রৈষ পাঠ করতে হয়, আজ্যভাগের ক্ষেত্রে নয়। কেউ কেউ অবশ্য আজ্যভাগের ক্ষেত্রেও প্রৈষ পাঠ করেন। এই সূত্র থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রৈষগুলি সমচিহ্নযুক্ত হওয়ায় যে দেবতার উদ্দেশে (হবিঃ = প্রধানযাগের দ্রব্য =) পশু-অঙ্গ আহুতি দেওয়া হয় সেই দেবতার উদ্দেশেই পুরোডাশ আহুতি দিতে হয়।

তেম্বগ্নীষোময়োঃ স্থানে যা যা পশুদেবতা ।। ৯।।

অনু.— ঐ (প্রদান-সম্পর্কিত প্রৈষ-)গুলিতে অগ্নি-সোমের স্থানে যে যে পশুদেবতা (আছেন তাঁকে তাঁকে উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিযাগে পশুযাগের দেবতা অগ্নি-সোম। প্রৈষমন্ত্রে তাই অগ্নি-সোমের নাম রয়েছে। বিকৃতিযাগে যিনি বা যাঁরা পশুযাগের দেবতা হন, তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশে বপা, পুরোডাশ ও পশু-অঙ্গের আহুতিতে পৃথক্ পৃথক্ প্রৈষ পাঠ করতে হবে এবং ঐ প্রৈষে অগ্নি-সোমের নামের স্থানে বিকৃতিযাগের সেই সেই দেবতার নাম উল্লেখ করতে হবে। যতগুলি দেবতা ততবার প্রৈষমন্ত্রটি পাঠ করতে হবে, একটি প্রৈষেই সকলের নাম উল্লেখ করলে চলবে না। 'অগ্নীষোময়োঃ স্থানে' বলে সূত্রকার বোঝাতে চাইছেন যে, অগ্নীষোমীয় পশুযাগই হচ্ছে সকল পশুযাগের প্রকৃতি।

ছাগস্থান উস্রো গৌর্ মেষোঽবিকো হয়োঽশ্বোঽন্বাদেশে ব্যক্তচোদনাম্ ।। ১০।।

অনু.— বিকৃতিযাগে উল্লেখের ক্ষেত্রে (বিহিত পশুর) স্পষ্ট উল্লেখ (করবেন)— ছাগ (শব্দের) স্থানে উস্র, গো, মেষ, অবিক, হয়, অশ্ব (শব্দ উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অন্বাদেশ = অনু + আদেশ = পরে উল্লেখ, বিকৃতিযাগে প্রকৃতিযাগে বিহিত (আদেশ) মন্ত্রের আবার (অনু) পাঠ। ব্যক্তচোদনা = প্রকৃতিযাগে বিহিত মন্ত্রের বিকৃতিযাগে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-সমেত কর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে পাঠ। প্রকৃতিযাগ থেকে আগত বপা, পুরোডাশ এবং পশু-অঙ্গের প্রৈষমন্ত্র বিকৃতিযাগে বিকৃতিযাগের নির্দেশমতই পাঠ করতে হয়। যদি বিকৃতিযাগে বিশেষ কোন নির্দেশ দেওয়া না থাকে এবং সেখানে গো, মেষ বা অশ্ব আহুতি দেওয়া হয় তা হলে প্রকৃতিযাগের মন্ত্রে যেখানে ছাগ শব্দ আছে বিকৃতিযাগে সেখানে যে পশু আহুতি দেওয়া হচ্ছে সেই পশু অনুযায়ী উস্র বা গো, মেষ বা অবিক, হয় অথবা অশ্ব শব্দের উল্লেখ করতে হয়।

এবং বনস্পতিস্বিষ্টকৃত্সূক্তবাকপ্রৈষেষু ।। ১১।।

অনু.— বনস্পতিপ্রৈষ, স্বিষ্টকৃত্প্রৈষ এবং সূক্তবাকের প্রৈষে (-ও) এই-প্রকার (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— বপা, পুরোডাশ এবং পশু-অঙ্গের আহুতি ক্ষেত্রে যেমন প্রত্যেক দেবতা ও পশুর জন্য পৃথক্ পৃথক্ প্রৈষ পাঠ করতে হয় (৯নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.), বনস্পতিপ্রৈষ, স্বিষ্টকৃত্প্রৈষ এবং সূক্তবাকপ্রৈষের ক্ষেত্রেও তেমনই বারে বারে প্রৈষ পাঠ করতে হবে। তবে বৈশিষ্ট্য এই যে, এই তিন প্রৈষে আগাগোড়া সম্পূর্ণ প্রৈষ বারে বারে পড়তে হবে না, দেবতা ভিন্ন ভিন্ন হলেও বনস্পতির প্রৈষে 'যত্রাগ্নেঃ..... প্রিয়া ধামানি', স্বিষ্টকৃতের প্রৈষে 'অয়াট্..... অয়াট্' এবং সূক্তবাকের প্রৈষে 'অগ্নমমুষ্য অমুম্' অংশটুকুর কেবল পুনরাবৃত্তি করতে হয়।

প্রাজাপত্যে ত্বগ্নিচিত্যা-সংযুক্তে বায়ব্যং পশুপুরোডাশম্। একে বায়ব্যে প্রাজাপত্যং তেন পশুদেবতা বর্ধত ইত্যাচার্যাঃ পুরোডাশতত্প্রধানত্বাত্ ।। ১২।।

অনু.— অগ্নিচয়নের সঙ্গে সংযুক্ত প্রজাপতি-দেবতার (পশুযাগে) কিন্তু বায়ুদেবতার (উদ্দেশে) পশুপুরোডাশযাগ (করবেন)। অন্যেরা বলেন (অগ্নিচয়নে) বায়ুদেবতার (পশুযাগে) প্রজাপতি-দেবতার (উদ্দেশে পশুপুরোডাশযাগ করবেন)। পুরোডাশের পশুপ্রধানতা হেতু আচার্যেরা (বলেন সূক্তবাকপ্রৈষে পুরোডাশের দেবতা দ্বারা) পশুদেবতার পরিবর্ধন (ঘটে)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিচয়নে দীক্ষণীয়েষ্টির প্রায় এক বছর আগে একটি পশুযাগ করতে হয়। সেই পশুযাগে পশু-অঙ্গের আহুতির

দেবতা প্রজাপতি অথবা বায়ু (শা. ৯/২৩/১, ২ দ্র.)। ঐ পশুযাগে আনুষঙ্গিক পশুপুরোডাশযাগের দেবতা কিন্তু যথাক্রমে বায়ু অথবা প্রজাপতি (শা. ৯/২৩/৬, ৭ দ্র.)। প্রকৃতিযাগে পশু-অঙ্গের আহুতির এবং আনুষঙ্গিক পশুপুরোডাশযাগের দেবতা অভিন্ন এবং তিনি হলেন অগ্নি-সোম ('যদ্দেবত্যঃ পশুস্ তদ্দেবত্যং পুরোডাশম্'— শ. ব্রা. ৩/৮/৩/১)। ফলে সেখানে সূক্তবাকে পুরোডাশের দেবতার নাম-উল্লেখ দ্বারা পশুযাগের দেবতারই নাম স্মরণে আসে, পশুদেবতারই সম্মানবৃদ্ধি ঘটে, সংস্কার সাধিত হয়। অগ্নিচয়নে কিন্তু পশুর দেবতা প্রজাপতি অথবা বায়ু এবং পুরোডাশের দেবতা তার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ যথাক্রমে বায়ু অথবা প্রজাপতি। সূক্তবাকপ্রৈষে পুরোডাশের দেবতার নাম-উল্লেখে পশুযাগের দেবতার নাম তাই স্মরণে আসছে না, মূল পশু-অঙ্গের দেবতার পুষ্টি বা সম্মানবৃদ্ধিও ঘটান যাচ্ছে না, কোন সংস্কারও তাই সাধিত হচ্ছে না— এই কথা ভেবে কেউ যেন পুরোডাশদেবতার নাম সূক্তবাকপ্রৈষে বাদ না দেন। পুরোডাশের দেবতা যিনিই হন, পুরোডাশযাগ পশুযাগেরই অধীন বলে পুরোডাশদেবতার নাম প্রৈষে উল্লেখ করলে পশুদেবতার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ স্মরণ ও সম্মানবৃদ্ধি ঠিকই ঘটবে। অঙ্গের সম্মান অঙ্গীরই সম্মান। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও বলা হয়েছে যে, বায়ুই প্রজাপতি বলে বায়ুর উদ্দেশে প্রদত্ত পুরোডাশ প্রজাপতির অলভ্য হয় না ('যদ্ অন্যদেবত্য উত পশুর্ ভবতি..... পবমানঃ প্রজাপতিঃ'— ঐ. ব্রা. ১৯/৪)।

পুরোডাশনিগমেষু পুরোডাশবদ্ ধবীংষ্যাজ্যবর্জ্জং যেষাং তেন সমবত্তহোমঃ ।। ১৩।।

অনু.— যে (আহুতিদ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে) ঐ (পুরোডাশদ্রব্যের) সঙ্গে সম্মিলিত গ্রহণ (ও) হোম (হয় সেগুলির বেলায় মন্ত্রে) পুরোডাশের উল্লেখের ক্ষেত্রে আজ্য ছাড়া (ঐ) আহুতিদ্রব্যগুলিকে পুরোডাশের মতো (-ই) উল্লেখ করবেন।

ব্যাখ্যা— সমবত্তহোম = ভেঙে নিয়ে একসঙ্গে আহুতি। যদি কোন পশুযাগে একই সাথে বহু পশুর আহুতি অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে পশুভেদে পশুপুরোডাশের দ্রব্য পুরোডাশ, চরু, আজ্য, ধানা, করম্ভ, পরিবাপ, আমিক্ষা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলেও স্বিষ্টকৃতে ঐ পুরোডাশ, চরু, আজ্য ইত্যাদি দ্রব্য একসাথে নিয়ে আহুতি দিতে হয়। সে-ক্ষেত্রে পশুপুরোডাশের 'হোতা যক্ষদ্ অগ্নিং পুরোডাশস্য জুষতাং হবির্হোতর্যজ' (৩/৫/১০ সূ. দ্র.) এই স্বিষ্টকৃৎপ্রৈষে এবং সূক্তবাকপ্রৈষে 'পুরোডাশ' শব্দটিকে প্রকৃতিযাগের মতোই পুরোডাশ শব্দ দ্বারাই উল্লেখ করবেন, চরু, আজ্য, ধানা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা উল্লেখ করবেন না। আজ্যের ক্ষেত্রে অবশ্য আজ্য-শব্দ-সমেত পুরোডাশ-শব্দের উল্লেখ করতে হয়— আজ্য-পুরোডাশৈঃ। সবনীয় হবির্যাগের স্বিষ্টকৃৎপ্রৈষে এবং সৌমিক দেবতাদের সূক্তবাকপ্রৈষে এই 'ছত্রিন্যায়' দেখা গেছে বলে সূত্রকার এখানেও সেই নিয়ম অনুসরণ করতে বলেছেন। সেখানে (আজ্যভাগের) কোন প্রসঙ্গ নেই বলে আজ্যের সম্পর্কে সূচনা যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে না, তাই সমবত্তহোমের ক্ষেত্রে আজ্যকে সাক্ষাৎ আজ্য শব্দ দ্বারাই উল্লেখ করতে হবে।

মেধো রভীয়ান্ ইতি পশ্বভিধানে ।। ১৪।।

অনু.— (মন্ত্রে) মেধ (এবং) রভীয়ান্ (হচ্ছে) পশুবাচী (শব্দ)।

ব্যাখ্যা— পশু বোঝাতে মেধ, অন্ধে, এনম্ ইত্যাদি এবং রভীয়স্ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। ৩/৬/৯ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

আদদ্ ঘসদ্ করদ্ জুষতাম্ অঘদ্ অগ্রভীদ্ অবীবৃধতেতি দেবতানাম্ ।। ১৫।।

অনু.— দেবতাদের (ক্ষেত্রে বচন অনুযায়ী বলতে হবে) আদন্, ঘসন্, করন্, জুষন্তাম্, অঘন্, অগ্রভীষ্, অবীবৃধন্ত।

ব্যাখ্যা— পশুবিষয়ক প্রকৃতিযাগে দেবতা অগ্নি-সোম বলে প্রধানযাগ, বনস্পতিযাগ এবং সূক্তবাকের প্রৈষে দ্বিবচনে আত্তাম্, ঘত্তাম্, করতাম্, জুষেতাম্, অঘত্তাম্, অগ্রভীষ্টাম্ এবং অবীবৃধেতাম্ এই পদগুলি উল্লেখ করা হয়। বিকৃতিযাগে দেবতা

একজন হলে একবচনে আদত্, ঘসত্, করত্, জুষতাং, অষত্, অগ্রভীত্, অবীবৃধত বলতে হবে। গণদেবতা হলে বলতে হবে আদন্, ঘসন্ জুষন্তাম্, অষন্, অগ্রভীষুঃ, অবীবৃধন্ত।

পঞ্চম কণ্ডিকা (৩/৫)

[বপা-মার্জন, পুরোডাশযাগ, অন্বায়াত্যযাগ]

হুতায়াং বপায়াং সব্রহ্মকাশ্ চাত্বালে মার্জয়ন্তে ।। ১।।

অনু.— বপা আহুতি দেওয়া হলে ব্রহ্মাসমেত (সকলে) চাত্বালে মার্জন করবেন।

ব্যাখ্যা— বপা প্রভৃতির অনুবাক্যা এবং যাজ্যার মন্ত্রগুলি পরে ৩/৭/১ সূত্র থেকে বলা হবে। বপার প্রৈষ হল প্রৈষাধ্যায়ের দ্বিতীয় প্রৈষসূক্তের 'হোতা যক্ষদশ্বীবোমৌ, ছাগস্য বপায়া মেদসো জুষেতাং হবির্হোতর্যজ' এই চতুর্থ মন্ত্রটি। সূত্রে 'মার্জয়ন্তে' পদে বহুবচন থাকা সত্ত্বেও 'সব্রহ্মকাশ্' বলায় ঋগ্বেদীয় সব ঋত্বিক্‌কে একসাথে মার্জন করতে হবে, পৃথক্ পৃথক্ মার্জন করলে চলবে না। সোমযাগে দীক্ষণীয়া ইষ্টি থেকে শুরু করে উদয়নীয়া ইষ্টির আগে পর্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠানে কিন্তু ৪/২/৭ সূত্র অনুযায়ী এই মার্জন নিষিদ্ধ। শা. ৫/১৮/১২ অনুসারেও চাত্বালেই মার্জন করতে হয়।

নিধায় দণ্ডং মৈত্রাবরুণঃ ।। ২।। [১]

অনু.— মৈত্রাবরুণ (মার্জন করবেন তাঁর হাতের) দণ্ডটি (বেদিতে) রেখে দিয়ে।

ব্যাখ্যা— স্তোকানুবচনের সময়ে মৈত্রাবরুণ হাতে দণ্ড নিয়েছিলেন। এখন তিনি দণ্ডটি বেদিতে রেখে দিয়ে মার্জন করেন।

ইদমাপঃ প্র বহত সুমিত্র্যা ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্মিত্র্যাস্তস্মৈ সন্তু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইতি ।। ৩।। [২]

অনু.— 'ইদমা-' (১/২৩/২২), 'সুমিত্র্যা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে মার্জন করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— কা. শ্রৌ. ৬/৬/২৭ দ্র.। শা. ৫/১৮/১২ সূত্র অনুযায়ী 'ইদমা-' এই তৃচে মার্জন করতে হয়। তবে ঐ সূত্রে 'সুমিত্র্যা-' মন্ত্রের কোন উল্লেখ নেই।

এতাবন্ মার্জনং পশৌ ।। ৪।। [৩]

অনু.— এতটা (-ই) পশুযাগে মার্জন।

ব্যাখ্যা— পশুযাগে মার্জন বলতে এইটুকুই বুঝতে হবে অর্থাৎ উদ্ধৃত দুই মন্ত্রে হাত ধুয়ে ফেলাই এখানে মার্জন। দর্শপূর্ণমাসে যে মার্জনের কথা বলা হয়েছে তা এখানে করতে হয় না। পশুপ্রকরণ সত্ত্বেও সূত্রে 'পশৌ' বলায় পশুযাগেই এই মার্জন, পশুযাগের অন্তর্গত পুরোডাশযাগে কিন্তু দর্শপূর্ণমাসের মতোই মার্জন করতে হবে।

তীর্থেন নিষ্ক্রম্যাসীতাম্ আপুরোডাশশ্রপণাত্ ।। ৫।। [৪]

অনু.— (বপাযাগের পরে ঋত্বিকেরা) তীর্থ দিয়ে বাইরে গিয়ে পুরোডাশের পাক না-হওয়া পর্যন্ত (বেদির বাইরে) থাকবেন।

তেন চরিত্বা স্বিষ্টকৃতা চরেয়ুঃ ।। ৬।। [৫]

অনু.— ঐ (পুরোডাশ) দ্বারা অনুষ্ঠান করে স্বিষ্টকৃত্ দ্বারা অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— পুরোডাশ দিয়ে পশুপুরোডাশ যাগ করা হয়ে গেলে পুরোডাশের স্বিষ্টকৃত্ যাগ করতে হয়। সূত্রে 'চরিত্বা' পদটি থাকা সত্ত্বেও আবার 'চরেয়ুঃ' বলায় প্রধানযাগের সঙ্গে স্বিষ্টকৃতের পার্থক্য বা ব্যবধানই সূচিত হচ্ছে। ফলে অন্বায়াত্য (আগন্তু) দেবতাদের প্রবেশ ঘটাতে হলে প্রধানযাগ ও স্বিষ্টকৃতের মাঝেই তা ঘটাতে হয় বলে বুঝতে হবে। দ্র. যে, পুরোডাশযাগের অনুবাক্যা এবং যাজ্যা মন্ত্র ৩/৭/২ সূত্র থেকে বলা হবে। পুরোডাশযাগের যাজ্যার আগে মৈত্রাবরুণের পাঠ্য প্রৈষ হল— "হোতা যক্ষদগ্নীষোমৌ পুরোড়াশস্য জুষেতাং হবির্হোতর্যজ" (প্রৈষাধ্যায় ২/৫)। উল্লেখ্য যে, পুরোডাশ ও পশুর অঙ্গযাগগুলির পুনরাবৃত্তি করতে হয় না— "পশ্বর্থানি বিভবাদ্ অর্থং সাধয়ন্তি, পুরোডাশঃ স্বিষ্টকৃত্সমবায়েঽপি"— শা. ৫/১৯/২, ৩।

যদি ত্বন্বায়াত্যানি তৈর্ অগ্রে চরেয়ুঃ ।। ৭।। [৬]

অনু.— কিন্তু যদি অন্বায়াত্য (দেবতারা থাকেন, তাহলে) তাঁদের (উদ্দিষ্ট দ্রব্যগুলি) দ্বারা (স্বিষ্টকৃতের) আগে আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— পশুপুরোডাশের প্রধানযাগ হয়ে গেলে অন্বায়াত্য (আগন্তু) দেবতা থাকলে তাঁদের উদ্দেশে আগে আহুতি দিয়ে পরে পশুপুরোডাশযাগের স্বিষ্টকৃত্ অংশের অনুষ্ঠান করবেন। এই সূত্রে আবার 'চরেয়ুঃ' বলায় অন্বায়াত্য দেবতাদের উদ্দেশে শুধু আহুতিই দিতে হয়, কিন্তু নিগমন অর্থাৎ আবাহন, প্রযাজ প্রভৃতি নিগদ মন্ত্রে তাঁদের নাম-উল্লেখ ইত্যাদি করতে হয় না। এখানে এই যে আভাসটি পাওয়া যাচ্ছে পরবর্তী সূত্রে তা আরও স্পষ্ট করে তোলা হবে। অন্বায়াতের জন্য ৬/১৪/১৫ ইত্যাদি সূ. দ্র.।

ন তু তেষাং নিগমেষ্বনুবৃত্তিঃ ।। ৮।। [৭]

অনু.— মন্ত্রগুলিতে কিন্তু তাঁদের অনুবৃত্তি (হবে) না।

ব্যাখ্যা— অন্বায়াত দেবতাদের নাম ও দ্রব্যের কোন উল্লেখ কিন্তু আবাহন প্রভৃতি নিগদে করতে হয় না।

নান্যেষাম্ ঊর্ধ্বম্ আবাহনাদ্ উত্পন্নানাম্ ।। ৯।। [৮]

অনু.— আবাহনের পরে আবির্ভূত অন্যদের নাম (-ও কোন নিগদে উল্লেখ করতে হয় (না)।

ব্যাখ্যা— অন্বায়াত ছাড়া অন্য যে-সব দেবতাদেরও আবাহনের পরে আবির্ভাব ঘটে তাঁদেরও নাম (আবাহন এবং) আবাহন-পরবর্তী কোন নিগদে উল্লেখ করতে নেই।

ইত্থাম্ অগ্নে পুরুদংসং সনিং গোর্হোতা যক্ষদগ্নিং পুরোড়াশস্য স্বদস্ব হব্যা সমিষো দিদীহীতি পুরোডাশস্বিষ্টকৃতঃ ।। ১০।। [৯]

অনু.— 'ইত্থাম্-' (৩/১/২৩), 'হোতা-' (সু.), 'স্বদস্ব-' (৩/৫৪/২২) পুরোডাশযাগের স্বিষ্টকৃতের (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— এই তিনটি মন্ত্র স্বিষ্টকৃতের যথাক্রমে অনুবাক্যা, প্রৈষ এবং যাজ্যা। ঐ. ব্রা. ৬/৯ অংশেও এই যাজ্যামন্ত্রটির উল্লেখ রয়েছে। শা. ৫/১৯/৯, ১০ অনুসারে অনুবাক্যা ও প্রৈষ এই সূত্রের নির্দেশের সঙ্গে অভিন্ন, কিন্তু যাজ্যা ১১ নং সূত্র অনুযায়ী 'অগ্নিং-' (৩/১৭/৪)। প্রৈষমন্ত্রটি এখানে অসম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত হয়েছে। সম্পূর্ণ মন্ত্রটি হচ্ছে 'হোতা যক্ষদ্ অগ্নিং পুরোড়াশস্য জুষতাং হবির্হোতর্যজ'। 'পুরোড়াশস্য' পদের স্থানে প্রয়োজন অনুযায়ী বিকৃতিযাগে 'পুরোড়াশয়োঃ' অথবা 'পুরোড়াশানাম্' বলতে হয়।

ঊর্ধ্বম্ ইডায়াঃ ।। ১১।। [১০]

অনু.— ইড়ার পরে।

ব্যাখ্যা— পশুপুরোডাশের ইড়া-উপহ্বানের পরে পরবর্তী সূত্রে যা বলা হচ্ছে তা করতে হবে। "ইডাম্ উপহূয় পশুনা চরন্তি"— শা. ৫/১৯/১২।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা (৩/৬)

[মনোতা, প্রধানযাগ, বসাহোম, বনস্পতিযাগ, স্বিষ্টকৃত্, ইড়াভক্ষণ, অনুযাজ, সূক্তবাকপ্রৈষ, প্রৈষে উহ, মৈত্রাবরুণের দণ্ডপরিত্যাগ, হৃদয়শূলের অনুমন্ত্রণ, সমিৎস্থাপন]

মনোতায়ৈ সংপ্রেষিতস্ ত্বং হ্যগ্নে প্রথম ইত্যন্বাহ ।। ১।।

অনু.— মনোতার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে 'ত্বং-' (৬/১) এই (সূক্ত) পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— পশুপুরোডাশের ইড়া-উপহ্বানের পরে মৈত্রাবরুণ 'মনোতায়ৈ হবিষোঽবদীয়মানস্যানুব্রূহি (কা. শ্রৌ. ৬/৮/৮ দ্র.) এই প্রৈষ পেয়ে হাতে দণ্ড ধরে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'ত্বং-' এই মনোতা-সূক্ত পাঠ করেন। পশুর বিশেষ বিশেষ অঙ্গগুলি আহুতির জন্য যখন অবদান (= খণ্ডিত) করা হতে থাকে তখন এই সূক্তটি পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৬/১০ অংশেও এই সূক্তটিই বিহিত হয়েছে। শা. ৫/১৯/১৩ সূত্রের বিধানও তা-ই।

হবিষা চরন্তি ।। ২।।

অনু.— প্রধান আহুতিদ্রব্য দ্বারা যাগ করেন।

ব্যাখ্যা— হবিঃ = প্রধান আহুতিদ্রব্য— এখানে তা পশুর বিভিন্ন অঙ্গ। প্রধান আহুতির অনুবাক্যা ও যাজ্যা ৩/৭,৮ খণ্ডে উল্লেখ করা হবে। প্রৈষের জন্য পরবর্তী সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

তত্র প্রৈষে করত এবাগ্নীষোমাবেবম্ ইত্যৈতরেয়িণঃ ।। ৩।।

অনু.— ঐতরেয়ীরা (বলেন) মৈত্রাবরুণকে সেখানে প্রৈষে 'করত এবাগ্নীষোমৌ' (স্থানে) 'এবম্' (বলতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ঐতরেয়ীদের মতে প্রধানযাগের যাজ্যার প্রৈষে 'এব' শব্দের স্থানে 'এবম্' বলতে হবে। ঐ প্রৈষমন্ত্রটি হল 'হোতা যক্ষদগ্নীষোমৌ ছাগস্য হবিষা আত্তাম্ অদ্য মধ্যতো মেদ উদ্ভৃতং পুরা দ্বেষোভ্যঃ পুরা পৌরুষেয্যা গৃভো ঘস্তাং নূনং ঘাসে অজ্রাণাং যবসপ্রথমানাম্ সুমত্ক্ষরাণাম্ শতরুদ্রিয়াণাম্ অগ্নিষ্বাত্তানাং পীবোপবসনানাং পার্শ্বতঃ শ্রোণিতঃ শিতামত উত্সাদতোঽঙ্গাদঙ্গাদ্ অবত্তানাং করত এবাগ্নীষোমৌ জুষেতাং হবির্হোতর্যজ' (প্রৈষাধ্যায় ২/৬)। শা. ৬/১/৫ অনুযায়ী প্রয়োজন অনুসারে 'আত্তাম্' ও 'ঘস্তাং' পদে উহ করে বলতে হয় 'আদত্', 'আদন্', 'ঘস্ত', 'ঘসন্ত'।

অন্যত্র দ্বিদেবত্যান্ মৈত্রাবরুণদেবত্যে চ ।। ৪।।

অনু.— যুগ্মদেবতা (-বিশিষ্ট পশুযাগ) ছাড়া অন্যত্র এবং মিত্র-বরুণ দেবতা (এমন পশুযাগে) যাগে (এই নিয়ম)।

ব্যাখ্যা— ঐতরেয়ীদের মতে এককদেবতা, মিত্র-বরুণ এই বিশেষ যুগ্ম দেবতা এবং সকল গণদেবতার ক্ষেত্রে যাজ্যার প্রৈষে 'এব' না বলে 'এবম্' বলতে হয়। মৈত্রাবরুণ বলতে এখানে মিত্র-বরুণ এই যুগ্মদেবতার উদ্দিষ্ট পশুযাগকেই বুঝতে হবে। পরবর্তী সূত্রের বৃত্তি থেকে অবশ্য আমরা জানতে পারি যে, এখানে মৈত্রাবরুণ মানে ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে যাঁর নাম শুরু হয়েছে এমন যে-কোন যুগ্মদেবতা- 'একদেবত্যেষু বহুদেবত্যেষু চ ব্যঞ্জনাদিদ্বিদেবত্যে চ'। উদাহরণ— এবেন্দ্রাগ্নী, কিন্তু এবম্ অগ্নিঃ, এবং মিত্রাবরুণৌ, এবং মরুতঃ। "এবেত্যকারেণ সন্ধানং দেবতানামধেয়স্য স্বরাদের্ দ্বিদেবত্যস্য"— শা. ৬/১/১৫।

তথা দৃষ্টত্বাত্ ।। ৫।।

অনু.— যে-হেতু (প্রৈষে) তেমন দেখা গেছে (সে-হেতু এই নিয়ম)।

ব্যাখ্যা— যে-হেতু যাগের সময়ে ঐ দেবতাদের ক্ষেত্রে প্রৈষে 'এবম্' বলারই রীতি আছে, সে-হেতু তা-ই বলতে হবে এই হল ঐতরেয়ীদের যুক্তি।

প্রকৃত্যা গাণগারিঃ ।। ৬।।

অনু.— গাণগারি (বলেন প্রৈষটি) স্বাভাবিকভাবে (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— গাণগারির মতে কিন্তু প্রৈষাধ্যায়ে যেমন পঠিত আছে তেমনভাবেই 'এব' শব্দের উল্লেখ করেই প্রৈষটি পাঠ করতে হবে। কি তাঁদের যুক্তি তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

উত্পন্নানাং স্মৃত আম্নায়েঽনর্থভেদে নিরর্থো বিকারঃ ।। ৭।।

অনু.— বেদে উৎপন্ন (মন্ত্রগুলির) অর্থভেদ না (থাকলে) পরিবর্তন (ঘটান) নিরর্থক (বলেই) স্বীকৃত।

ব্যাখ্যা— গাণগারির মতে বিকৃতিযাগে অর্থের কোন পরিবর্তন না ঘটা সত্ত্বেও চিরপ্রচলিত নিত্যপঠিত ঋষিদৃষ্ট মূল মন্ত্রের কোন শব্দে কোন পরিবর্তন ঘটান নিরর্থক বলে বিকৃতিযাগে 'এব' শব্দের স্থানে অকারণে 'এবম্' বলা উচিত নয়। প্রসঙ্গত শা. ৫/১৯/৪ দ্র.।

যাজ্যায়া অন্তরার্ধর্চৌ বসাহোম আরমেত্ ।। ৮।।

অনু.— (প্রধানযাগের) যাজ্যার দুই মন্ত্রার্ধের মাঝে বসাহোমের সময়ে থামবেন।

ব্যাখ্যা— প্রধানযাগের যাজ্যামন্ত্রের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পড়ে থেমে যেতে হয় এবং বসাহোম হয়ে গেলে মন্ত্রের বাকী অর্ধাংশটি পড়তে হয়। পশু-অঙ্গের আহুতির অনুবাক্যা এবং যাজ্যা মন্ত্র ৩/৭/২ সূত্র থেকে বলা হবে। শা. ৫/১৯/১৬ সূত্রেও বসাহোম না-হওয়া পর্যন্ত যাজ্যার মাঝে থামতে বলা হয়েছে।

বনস্পতিনা চরন্তি। প্রৈষম্ অভিতো যাজ্যানুবাক্যে ।। ৯।।

অনু.— বনস্পতি (দেবতার) দ্বারা যাগ করবেন। (প্রৈষসূক্তে ঐ) প্রৈষের দু-পাশে অনুবাক্যা ও যাজ্যা (মন্ত্র পঠিত রয়েছে)।

ব্যাখ্যা— প্রধানযাগের পরে হয় বনস্পতিযাগ। প্রৈষাধ্যায়ের দ্বিতীয় প্রৈষসূক্তে বনস্পতিদেবতার যে প্রৈষ মন্ত্র আছে সেই মন্ত্রেরই আগে ও পরে ঐ যাগের অনুবাক্যা এবং যাজ্যা মন্ত্রও সেখানে উল্লিখিত হয়েছে। ঐ দুটিমন্ত্র এখানে যথাসময়ে পাঠ করতে হবে। (ক) অনুবাক্যা মন্ত্রটি হল 'দেবেভ্যো বনস্পতে হবীংষি হিরণ্যপর্ণ প্রদিবস্তে অর্থম্। প্রদক্ষিণিদ্ রশনয়া নিযূয় ঋতস্য বক্ষি পথিভী রজিষ্ঠৈঃ।।' (খ) যাজ্যার প্রৈষমন্ত্র হল— 'হোতা যক্ষদ্ বনস্পতিম্ অভি হি পিষ্টতময়া রভিষ্টয়া রশনয়াধিত। (যত্রাগ্নেরাজ্যস্য হবিষঃ প্রিয়া ধামানি যত্র সোমস্যাজ্যস্য হবিষঃ প্রিয়া ধামানি) যত্রাগ্নীষোময়োশ্ছাগস্য হবিষঃ প্রিয়া ধামানি যত্র বনস্পতেঃ প্রিয়া পাথাংসি যত্র দেবানাম্ আজ্যপানাং প্রিয়া ধামানি যত্রাগ্নের্হোতুঃ প্রিয়া ধামানি তত্রৈতং প্রস্তুত্যেবোপস্তুত্যেবোপাবস্রক্ষদ্ রভীয়াংসম্ ইব কৃত্বী করদ্ এবং দেবো বনস্পতির্জুষতাং হবির্হোতর্যজ'। (গ) যাজ্যামন্ত্র হচ্ছে 'বনস্পতে রশনয়া নিযূয় পিষ্টতময়া বয়ুনানি বিদ্বান্। বহা দেবত্রা দধিষো হবীংষি প্র চ দাতারম্ অমৃতেষু বোচঃ।' (প্রৈষাধ্যায় ২/৭-৯)। প্রৈষের অন্তর্ভুক্ত হলেও যাজ্যা নামে প্রসিদ্ধ বলে এই যাজ্যাটিকে হোতাই পাঠ করবেন, মৈত্রাবরুণ নয়। শা. ৬/১/৫ অনুসারে 'রভীয়াংসম্' পদে প্রয়োজনমত উহ করে বলতে হবে 'রভীয়াংসাব্ ইব' অথবা 'রভীয়াস ইব'। শা. ৫/১৯/১৮-২০ সূত্রেও মন্ত্রগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে বৃত্তিকারও 'এতং' এবং 'রভীয়াংসম্' পদের স্থানে প্রয়োজন অনুসারে লিঙ্গে ও বচনে পরিবর্তন করতে বলেছেন— এতৌ, এতান্, এতে, এতাঃ, রভীয়সীং, রভীয়সৌ ইত্যাদি।

যত্রাগ্নেরাজ্যস্য হবিষ ইত্যত্রাজ্যভাগৌ ।। ১০।।

অনু.— 'যত্র-' (সূ.) এই স্থলে দুই আজ্যভাগ (উল্লিখিত হয়েছে)

ব্যাখ্যা— নিরূঢ়পশুবন্ধ যাগে আজ্যভাগ না করলেও চলে (৩/১/১৫ সূ. দ্র.)। যদি আজ্যভাগের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, তাহলে বনস্পতি-দেবতার যাজ্যার প্রৈষে প্রধান দেবতার নামের আগে আজ্যভাগের দুই দেবতার নামও 'যত্র-' মন্ত্রে উল্লেখ করতে হয়। যে-স্থানে যেভাবে উল্লেখ করতে হয় তা আগের সূত্রের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত প্রৈষমন্ত্রে বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশ করা হয়েছে।

অয়াড্‌ অগ্নির্‌ অগ্নের্‌ আজ্যস্য হবিষ ইতি স্বিষ্টকৃতি ।। ১১।।

অনু.— স্বিষ্টকৃতে (প্রৈষে) 'অয়াড্‌—' (সূ.) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— আজ্যভাগের অনুষ্ঠান হয়ে থাকলে মৈত্রাবরুণ পশু-অঙ্গের স্বিষ্টকৃত্‌প্রৈষে 'অয়াড্‌-' এই মন্ত্রে আজ্যভাগের দুই দেবতার নামও উল্লেখ করবেন। ফলে স্বিষ্টকৃতের সম্পূর্ণ প্রৈষমন্ত্র হবে— 'হোতা যক্ষদ্‌ অগ্নিং স্বিষ্টকৃতম্‌ (অয়াড্‌ অগ্নিরগ্নেরাজ্যস্য হবিষঃ প্রিয়া ধামান্যয়াট্‌ সোমস্যাজ্যস্য হবিষঃ প্রিয়া ধামান্য) য়াড্‌ অগ্নীষোময়োশ্‌ ছাগস্য হবিষঃ প্রিয়া ধামান্যয়াড্‌ বনস্পতেঃ প্রিয়া পাথাংস্যয়াড্‌ দেবানাম্‌ আজ্যপানাং প্রিয়া ধামানি যক্ষদ্‌ অগ্নের্হোতুঃ প্রিয়া ধামানি যক্ষত্‌ স্বং মহিমানম্‌ আযজতাম্‌ এজ্যা ইষঃ কৃণোতু সো অধ্বরা জাতবেদা জুষতাং হবির্হোতর্যজ' (প্রৈষাধ্যায় ২/১০)। শা ৫/১৯/২২ দ্র.।

ইডাম্‌ উপহূয়ানুযাজৈশ্চরন্তি ।। ১২।। [১১]

অনু.— ইড়াকে উপহ্বান করে অনুযাজ দিয়ে অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা— পশু-অঙ্গের ইড়ার উপহ্বানের (১/৭/৬ সূ. দ্র.) পর দর্শপূর্ণমাসের অনুকরণে দক্ষিণাগ্রহণ ইত্যাদির অনুষ্ঠান না করে অনুযাজের অনুষ্ঠান করতে হবে। শা. ৫/১৯/২৪ সূত্রের বিধান ও তা-ই।

তেষাং প্রৈষাস্‌ তৃতীয়ং প্রৈষসূক্তম্‌ ।। ১৩।। [১২]

অনু.— ঐ (অনুযাজ)গুলির প্রৈষ (হচ্ছে) তৃতীয় প্রৈষসূক্ত।

ব্যাখ্যা— প্রৈষাধ্যায়ের তৃতীয় প্রৈষসূক্তটি হল ঐ অনুযাজগুলির প্রৈষ। প্রৈষমন্ত্রগুলি হল যথাক্রমে— (১) "দেবং বর্হিঃ সুদেবং দেবৈঃ স্যাত্‌ সুবীরং বীরৈর্বস্তোর্বৃজ্যেতাক্তোঃ প্রভ্রিয়েতাত্যন্যান্‌ রায়া বর্হিষ্মতো মদেম বসুবনে বসুধেয়স্য বেতু যজ। (২) দেবীর্দ্বারঃ সংঘাতে বিড্বীর্যামঞ্ছ্রিথিরা ধ্রুবা দেবহূতৌ বত্স ঈমেনাস্তরুণা আমিমীয়াত্‌ কুমারো বা নবজাতো মৈনা অর্বা রেণুককাটঃ প্রণগ্‌ বসুবনে বসুধেয়স্য ব্যন্তু যজ। (৩) দেবী উষাসানক্তা ব্যস্মিন্‌ যজ্ঞে প্রযত্যহ্বেতাম্‌ অপি নূনং দৈবীর্বিশঃ প্রায়াসিষ্টাং সুপ্রীতে সুধিতে বসুবনে বসুধেয়স্য বীতাং যজ। (৪) দেবী জোষ্ট্রী বসুধিতী যয়োরন্যাঘা দ্বেষাংসি যূয়বদান্যাবক্ষদ্বসু বার্যাণি যজমানায় বসুবনে.....। (৫) দেবী ঊর্জাহুতী ইষম্‌ ঊর্জম্‌ অন্যাবক্ষত্‌ সগ্ধিং সপীতিম্‌ অন্যা নবেন পূর্বং দয়মানা স্যাম পুরাণেন নবং তাম্‌ ঊর্জম্‌ ঊর্জাহুতী ঊর্জয়মানে অধাতাং বসু...। (৬) দেবা দৈব্যা হোতারা পোতারা নেষ্টারা হতাঘশংসাবাভরদ্বসু বসু.....। (৭) দেবীস্তিস্রস্তিস্রো দেবীরিড়া সরস্বতী ভারতী দ্যাং ভারত্যাদিত্যৈরস্পৃক্ষত্‌ সরস্বতীমং রুদ্রৈর্যজ্ঞম্‌ আবীদ্‌ ইহৈবেড়য়া বসুমত্যা সধমাদং মদেম বসু....। (৮) দেবো নরাশংসস্ত্রিশীর্ষা ষড়ক্ষঃ শতম্‌ ইদ্‌ এনং শিতিপৃষ্ঠা আদধতি সহস্রমীম্‌ প্রবহন্তি মিত্রাবরুণেদ্‌ অস্য হোত্রম্‌ অর্হতো বৃহস্পতিস্তোত্রম্‌ অশ্বিনাধ্বর্যবং বসু.....। (৯) দেবো বনস্পতির্বর্ষপ্রাবা ঘৃতনির্ণিগ্‌ দ্যাম্‌ অগ্রেণাস্পৃক্ষদ্‌ আন্তরিক্ষং মধ্যেনাপ্রাঃ পৃথিবীম্‌ উপরেণাদৃংহীদ্‌ বসু.....। (১০) দেবং বর্হির্বারিতীনাং নিবেধাসি প্রচ্যুতীনাম্‌ অপ্রচ্যুতং নিকামধরণং পুরুস্পার্হং যশস্বদ্‌ এনা বর্হিষাণ্যা বর্হীংষ্যভিষ্যাম বসু.....। (১১) দেবো অগ্নিঃ স্বিষ্টকৃত্‌সুদ্রবিণা মন্দ্রঃ কবিঃ সত্যমন্মাযজী হোতা হোতুর্হোতুরায়জীয়ান্‌ অগ্নে যান্‌ দেবান্‌ অযাড্‌ যাঁ অপিপ্রের্যে তে হোত্রে অমত্সত। তাং সসনুষীং হোত্রাং দেবংগমাং দিবি দেবেষু যজ্ঞম্‌ এরয়েমং স্বিষ্টকৃচ্চাগ্নে হোতাভূর্বসুবনে বসুধেয়স্য নমোবাকে বীহি যজ।"

একাদশেহ ।। ১৪।। [১২]

অনু.— এখানে এগারটি (অনুযাজ অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— শা. ৫/১৯/২৪ সূত্রেও এগারটি অনুযাজের কথাই বলা হয়েছে।

প্রাগ্ উত্তমাদ্ দ্বাব্ আবপেত ।। ১৫।। [১৩]

অনু.— (বৈশ্বদেব পর্বের) শেষ (অনুযাজের) আগে দুটি (অতিরিক্ত অনুযাজ এখানে) অন্তর্ভুক্ত করবেন।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাস ও বৈশ্বদেব পর্বের অনুযাজগুলিই এখানে অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে নবম অনুযাজের আগে এখানে আরও দুটি অনুযাজের অনুষ্ঠান করতে হয়। প্রসঙ্গত ২/১৬/১৪, ১৫ সূ. দ্র.। "অষ্টমনবমাব্ অন্তরেণাগন্তু"— শা. ৫/২০/৩।

দেবো বনস্পতির্বসুবনে বসুধেয়স্য বেতু। দেবং বর্হির্বারিতীনাং বসুবনে বসুধেয়স্য বেত্বিতি ।। ১৬।। [১৩]

অনু.— (ঐ দুই অনুযাজের যাজ্যা) 'দেবো-' (সূ.), 'দেবং-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— এই দুটি মন্ত্র হচ্ছে ঐ অতিরিক্ত দুটি অনুযাজের যাজ্যা। শা. ৫/২০/৪ সূত্রেও ঠিক এই দুটি মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

অনবানং প্রৈষ্যতি। অনবানং যজতি ।। ১৭।। [১৪]

অনু.— (মৈত্রাবরুণ) শ্বাস না নিয়ে প্রৈষ দেবেন। (হোতা) শ্বাস না নিয়ে যাজ্যাপাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— অনুযাজের প্রৈষ এবং যাজ্যা দুইই একনিঃশ্বাসে পাঠ করতে হয়। দু-বার 'অনবানম্' বলা হল এই কারণে যে, পরবর্তী ১৮ নং সূত্রটি প্রৈষের ক্ষেত্রে নয়, যাজ্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্তিম অনুযাজের প্রৈষটি তাই দর্শপূর্ণমাসের যাজ্যার মতো নয়, একনিঃশ্বাসেই পাঠ করতে হবে। "অনবানং প্রৈষ্যতি"— শা. ৫/২০/১।

উক্তম্ উত্তমে ।। ১৮।। [১৫]

অনু.— শেষ অনুযাজে (যা আগে) বলা হয়েছে (তা-ই করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসের মতো শেষ অনুযাজের যাজ্যা একনিঃশ্বাসে পড়লে চলে, আবার মাঝে 'অমৃত্সত' পদের পরে শ্বাস নেওয়াও যেতে পারে (১/৮/৭ সূ. দ্র.)। পূর্বসূত্রের 'অনবানং যজতি' যেন একটি পৃথক্ সূত্র। সেখান থেকে 'যজতি' পদটি এখানে অনুবৃত্ত হচ্ছে। তাই প্রৈষ একনিঃশ্বাসে পড়তে হলেও যাজ্যাটি সে-ভাবে না পড়ে যথাস্থানে থামলেও চলে। উল্লেখ্য যে, বৃত্তিকার এখানে সূত্রটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দর্শপূর্ণমাসের অনুযাজের সংশ্লিষ্ট সূত্রটি উদ্ধৃত না করে বিস্মৃতিবশত (?) স্বিষ্টকৃতের সূত্র (১/৬/৮,৯) উল্লেখ করেছেন।

সূক্তবাকপ্রৈষে পূর্বস্মিন্ নিগমে গৃহ্ণন্নিত্যত্রাজ্যভাগৌ ।। ১৯।। [১৬]

অনু.— সূক্তবাকের প্রৈষে প্রথম মন্ত্রাংশে 'গৃহ্ণন্' এই (অংশে) দুই আজ্যভাগ (উল্লিখিত হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— পশুযাগে আজ্যভাগের অনুষ্ঠান বিকল্পিত। যদি আজ্যভাগের অনুষ্ঠান হয় তাহলে সূক্তবাকের প্রৈষে দুই স্থানে আজ্যভাগের দেবতার নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে প্রথম বারে 'গৃহ্ণন্নগ্নয় আজ্যং গৃহ্ণন্ সোমায়াজ্যম্' অংশে তাঁদের উল্লেখ করা হয়। সূক্তবাকপ্রৈষটি হল— "অগ্নিম্ অদ্য হোতারম্ অবৃণীতায়ং যজমানঃ পচন্ পক্তীঃ পচন্ পুরোডাশং (গৃহ্ণন্নগ্নয় আজ্যং গৃহ্ণন্ সোমায়াজ্যং) বধ্নন্নগ্নীষোমাভ্যাং ছাগং সুপস্থাদ্ অদ্য দেবো বনস্পতিরভবদ্ (অগ্নয় আজ্যেন সোমায়াজ্যেনা-) গ্নীষোমাভ্যাং ছাগেনাঘস্তাং তং মেদস্তঃ প্রতি পচতাগ্রভীষ্টাম্ অবীবৃধেতাং পুরোডাশেন ত্বাম্ অদ্য ঋষ আর্ষেয় ঋষীণাং নপাদ্ অবৃণীতায়ং যজমানো বহুভ্য আ সংগতেভ্যঃ। এষ মে দেবেষু বসু বার্যাযক্ষত ইতি তা যা দেবা দেবদানান্যদুস্তান্যস্মা আ চ

শাস্ত্বা চ গুরবেবিতশ্চ হোতরসি ভদ্রবাচ্যায় প্রেষিতো মানুষঃ সূক্তবাকায় সূক্তা ব্রূহি।" (প্রৈষাধ্যায় ২/১১)। বিকৃতিযাগে 'পুরোল্ডাশং', 'তং' ও 'পুরোল্ডাশেন' পদে প্রয়োজন অনুযায়ী লিঙ্গ ও বচনে উচিত পরিবর্তন ঘটাতে হয়। পুরোডাশ শব্দে অবশ্য বচনেরই পরিবর্তন ঘটে। শা. ৬/১/৫ অনুযায়ী 'অঘস্তাং', 'অগ্রভীষ্টাম্' এবং 'অবীবৃধেতাং' পদের স্থানে উহ করে বলতে হয় 'অঘসত্' বা 'অঘত্', 'অঘসন্' বা 'অক্ষন্', 'অগ্রভীত্' বা 'অগ্রভীষুঃ' এবং 'অবীবৃধত' বা 'অবীবৃধন্ত'।

বধ্নন্নমুষ্মা অমুং বধ্নন্নমুষ্মা অমুম্ ইতি পশূংশ্ চ দেবতাশ্ চ ।। ২০।। [১৭]

অনু.— (সূক্তবাকপ্রৈষে) পশুদের এবং দেবতাদের (বারে বারে) 'বধ্নন্ অমুকের উদ্দেশে অমুককে', 'বধ্নন্ অমুকের উদ্দেশে অমুককে' (বলে নির্দেশ করতে হবে।)

ব্যাখ্যা— বিকৃতিযাগে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতের ভিন্ন ভিন্ন পশু আহুতি দিতে হলে ঐ যাগে মোট যত জন দেবতা, প্রৈষে তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশে সূক্তবাকপ্রৈষের শুধু 'বধ্নন্ অমুকের উদ্দেশে অমুককে' অংশটি পৃথক্ পৃথক্ আবৃত্তি করতে হবে। দেবতার নামটি চতুর্থী এবং পশুর জাতিটিকে দ্বিতীয়া বিভক্তিতে উল্লেখ করতে হয়। যেমন — বধ্নন্ প্রজাপতয়ে ছাগং, বধ্নন্ বায়বে মেষম্ ইত্যাদি। প্রসঙ্গত শা. ৬/১/১৬-১৭ দ্র.।

দেবতাশ্ চৈবৈকপশুকাঃ ।। ২১।। [১৮]

অনু.— এক (-জাতীয়) পশুযুক্ত দেবতাদেরই (নাম সূক্তবাকপ্রৈষে বারে বারে উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে একই জাতের ভিন্ন ভিন্ন পশু আহুতি দেওয়া হয় তাহলে সূক্তবাকপ্রৈষে বার বার 'বধ্নন্ অমুকের উদ্দেশে অমুককে' না বলে শুধু 'অমুকের উদ্দেশে' (অমুষ্মৈ) অংশটিই অর্থাৎ দেবতার নামই বারে বারে উল্লেখ করতে হবে। তবে মোট যতগুলি পশু আহুতি দেওয়া হচ্ছে সেই অনুযায়ী পশুবাচী শব্দটিতে দ্বিবচন অথবা বহুবচন হবে। যেমন— বধ্নন্নগ্নয়, ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং ছাগৌ।

পশূংশ্ চৈবৈকদেবতান্ ।। ২২।। [১৯]

অনু.— একদেবতার পশুগুলিকেই (সেখানে বাবে বারে উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি একই দেবতার উদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতের ভিন্ন ভিন্ন পশু আহুতি দেওয়া হয় তাহলেও সূক্তবাকপ্রৈষে বার বার 'বধ্নন্ অমুকের উদ্দেশে অমুককে' না বলে শুধু 'অমুককে' অংশটিই অর্থাৎ শুধু পশুগুলির জাতিগত নামই পৃথক্ পৃথক্ দ্বিতীয় বিভক্তিতে উল্লেখ করবেন। যেমন— বধ্নন্ প্রজাপতয়েঽশ্বম্ অজং তূপরং গোমৃগম্। একই দেবতা, কিন্তু একই জাতের ভিন্ন ভিন্ন পশু হলে কোন শব্দই সূক্তবাকপ্রৈষে বারে বারে পাঠ করতে হবে না, শুধু পশুবাচী শব্দে বচনের পরিবর্তন ঘটালেই চলবে। যেমন— বধ্নন্ প্রজাপতয়ে ছাগৌ। ২০-২২ নং সূত্র পর্যন্ত যা বলা হল তার সার দাঁড়াচ্ছে তাহলে এই যে, সূক্তবাকের প্রৈষমন্ত্রে দেবতা ভিন্ন হলে পৃথক্ পৃথক্ দেবতার নাম, দ্রব্য (পশু) ভিন্নজাতীয় হলে বার বার দ্রব্যের নাম, দুইই ভিন্ন হলে বধ্নন্-সমেত দুয়েরই নাম ('বধ্নন্ অমুকের উদ্দেশে অমুককে') পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করতে হয়। একই জাতের একাধিক পশু হলে অবশ্য শুধু বচনের পরিবর্তন ঘটালেই চলে।

উত্তর আজ্যেনেত্যাজ্যভাগৌ ।। ২৩।। [২০]

অনু.— (সূক্তবাকপ্রৈষের) পরবর্তী (অংশে) 'আজ্যেন' স্থলে দুই আজ্যভাগ (উল্লিখিত হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— সূক্তবাক-প্রৈষের দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ 'অগ্নয় আজ্যেন সোমায়াজ্যেন' স্থলে আজ্যভাগের দেবতার নাম উল্লিখিত হয়েছে। যদি আজ্যভাগের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তাহলে সূক্তবাকে ঐ অংশটি পাঠ করবেন, নতুবা তা বাদ দিতে হবে। প্রসঙ্গত ১৯ নং সূ. দ্র.।

অমুষ্মা অমুনেতি পূর্বেণোক্তম্ ।। ২৪।। [২০]

অনু.— (সূক্তবাকপ্রৈষে) অমুকের উদ্দেশে অমুক দ্বারা (এই অংশের পাঠ-প্রক্রিয়া) পূর্ববর্তী (সূত্র) দ্বারা বলা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা— সূক্তবাকপ্রৈষে 'অগ্নীষোমাভ্যাং ছাগেন' বা 'অমুকের উদ্দেশে অমুক দ্বারা' অংশে ২০নং সূত্রে যেমন বলা হয়েছে সেইভাবে দেবতা এবং দ্রব্যের নাম উল্লেখ করতে হয়। প্রসঙ্গত ১৯ নং সূ. দ্র.।

সমাপ্য প্রৈষম্ অগ্নৌ দণ্ডম্ অনুপ্রহরেদ্ অনবভৃথে ।। ২৫।। [২১]

অনু.— অবভৃথবিহীন (অনুষ্ঠানে মৈত্রাবরুণ সূক্তবাকের) প্রৈষ শেষ করে (-ই আহবনীয়) অগ্নিতে দণ্ড ফেলে দেবেন।

অবভৃথেঽন্যত্র ।। ২৬।। [২২]

অনু.— অন্যত্র অবভৃথে (ফেলে দেবেন)।

ব্যাখ্যা— যে যাগে অবভৃথ অনুষ্ঠিত হয় সেই যাগে তিনি দণ্ড অগ্নিতে না ফেলে অবভৃথ অনুষ্ঠানের জায়গায় ফেলে দেবেন।

কৃতাকৃতং বেদস্তরণম্ ।। ২৭।। [২৩]

অনু.— (বেদিতে) বেদ-স্তরণ করা এবং না-করা (সমান)।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসে সংস্থাজপের কিছু আগে হোতাকে বেদস্তরণ অর্থাৎ 'বেদ' নামে একগুচ্ছ তৃণ থেকে তৃণ নিয়ে গার্হপত্য থেকে আহবনীয় পর্যন্ত তা ছড়াতে হয় (১/১১/৮ সূ. দ্র)। এখানে কিন্তু তা না করলেও চলে। পা. ২/১/৬০ দ্র.।

তীর্থেন নিষ্ক্রম্যাগ্নিপশুকেতনান্যব্যবয়ন্তো হৃদয়শূলম্ উপোহ্যমানম্ অনুমন্ত্রয়েরঞ্ শুগসি
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমভি শোচেতি ।। ২৮।। [২৩]

অনু.— (সংস্থাজপের আগে শামিত্র) অগ্নি ও পশুচিহ্নগুলির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি না করতে করতে তীর্থ দিয়ে বাইরে গিয়ে (অধ্বর্যু দ্বারা) প্রোথিতপ্রায় হৃদয়শূলকে 'শুগসি-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) অনুমন্ত্রণ করবেন।

ব্যাখ্যা— পশুকেতন = পশুচ্ছেদন এবং পশুপাকের চিহ্ন বা উপকরণ। উপোহ্যমান = যা চালিত বা পরিত্যাগ করা হচ্ছে। পশুর হৃৎপিণ্ড বরুণকাঠের তৈরী চব্বিশ আঙুল লম্বা একটি শিকে গেঁথে নিয়ে তা শামিত্র অগ্নিতে পাক করা হয়। এই শিকটির নাম 'হৃদয়শূল'। পত্নীসংযাজের কিছু পরে অধ্বর্যু যজ্ঞভূমির বাইরে পূর্ব দিকে গিয়ে ঐ হৃদয়শূলটির মুখ নীচু দিকে রেখে তা নরম মাটিতে পুঁতে দেন। হোতা সংস্থাজপের আগেই আহবনীয় অথবা শামিত্র অগ্নি এবং পশুযাগের উপকরণগুলির মাঝখান দিয়ে না গিয়ে পাশ দিয়ে তীর্থের পথ ধরে যজ্ঞভূমির বাইরে চলে যান এবং অধ্বর্যু যখন নরম মাটিতে ঐ হৃদয়শূলটি পুঁতে ফেলতে থাকেন তখন তিনি (হোতা) 'শুগসি-' মন্ত্রে ঐ শূলের উদ্দেশ্যে অনুমন্ত্রণ করেন। বৃত্তিকারের মতে ক্রিয়াপদে বহুবচন থাকায় সকল ঋত্বিক্‌কেই এই অনুমন্ত্রণ করতে হয়।

তস্যোপরিষ্টাদ্ অপ উপস্পৃশন্তি দ্বীপে রাজ্ঞো বরুণস্য গৃহো মিতো হিরণ্যয়ঃ স নো ধৃতব্রতো রাজা ধাম্নো ধাম ইহ মুঞ্চতু। ধাম্নো ধাম্নো রাজন্নিতো বরুণ নো মুঞ্চ। যদাপো অঘ্ন্যা ইতি বরুণেতি শপামহে ততো বরুণ নো মুঞ্চ। ময়ি বাপো মোষধীর্হিংসীরতো বিশ্বব্যচাঃভৃষ্টেতো বরুণ নো মুঞ্চ। সুমিত্র্যা ন আপ ওষধয়ঃ সন্ত্বিতি চ ।। ২৯।। [২৪]

অনু.— তার উপরে 'দ্বীপে-' (সূ.), 'ধাম্নো-' (সূ.), 'ময়ি-' (সূ.) এবং 'সুমিত্র্যা-' (৩/৫/৩ সূ.) এই (মন্ত্রে) জল স্পর্শ করবেন।

ব্যাখ্যা— হৃদয়শূলের উপরে হাত ধুয়ে নিতে হয়।

অস্পৃষ্টানবেক্ষমাণা অসংস্পৃশন্তঃ প্রত্যায়ন্তঃ সমিধঃ কুর্বতে ।। ৩০।। [২৫]

অনু.— (সকলে শূলকে) স্পর্শ না করে (শূলের দিকে) না তাকাতে তাকাতে (পরস্পরকে) স্পর্শ না করে থেকে (যজ্ঞভূমিতে) ফিরে আসতে আসতে সমিৎ (গ্রহণ) করবেন।

ব্যাখ্যা— হোতা, মৈত্রাবরুণ এবং ব্রহ্মা হৃদয়শূলকে না স্পর্শ করে, শূলের দিকে না তাকিয়ে এবং নিজেরাও পরস্পরকে স্পর্শ না করে থেকে যজ্ঞভূমিতে আবার ফিরে আসবেন। ফিরে আসার সময়ে সকলেই হাতে সমিৎ নেবেন।

তিস্রস্ তিস্র একৈকঃ ।। ৩১।। [২৫]

অনু.— এক এক জন তিনটি তিনটি (সমিৎ গ্রহণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'একৈকঃ' বলা থাকায় সকলে একসঙ্গে সমিৎ নেবেন না, একজনের নেওয়া শেষ হলে তবে অপরে নেবেন।

অগ্নেঃ সমিদসি তেজোঽসি তেজো মে দেহীতি প্রথমাম্। এধোঽস্যেধিষীমহীতি দ্বিতীয়াম্। সমিদসি সমেধিষীমহীতি তৃতীয়াম্ ।। ৩২।। [২৬]

অনু.— 'অগ্নেঃ-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) প্রথম, 'এধো-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) দ্বিতীয়, 'সমি-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) তৃতীয় (সমিৎকে গ্রহণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এখন যে ক্রমে সমিৎগুলি নেওয়া হচ্ছে অভ্যাধানের সময়ে ঠিক সেই ক্রমেই সেগুলিকে অগ্নিতে স্থাপন করতে হবে— ৩৪ নং সূ. দ্র.।

এত্যোপতিষ্ঠন্ত আপো অদ্যান্বচারিষম্ ইতি ।। ৩৩।। [২৭]

অনু.— (যজ্ঞভূমিতে ফিরে) এসে 'আপো-' (১/২৩/২৩) এই (মন্ত্রে আহবনীয় অগ্নিকে) উপস্থান করবেন।

ব্যাখ্যা— তিন জনকেই উপস্থান করতে হবে।

ততঃ সমিধোঽভ্যাদধতি যথাগৃহীতম্ অগ্নেঃ সমিদসি তেজোঽসি তেজো মেঽদাঃ স্বাহা সোমস্য সমিদসি দুরিষ্টের্মা পাহি স্বাহা। পিতৄণাং সমিদসি মৃত্যোর্মা পাহি স্বাহেতি ।। ৩৪।। [২৭]

অনু.— তার পর যেমন (ক্রমে সমিৎ) নেওয়া হয়েছে (ঠিক তেমন ক্রমেই) 'অগ্নেঃ-' (সূ.), 'সোমস্য-' (সূ.), 'পিতৄণাং-' (সূ.) এই মন্ত্রে সমিৎগুলিকে (আহবনীয় অগ্নিতে) স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— তিন জনেরই উপস্থান শেষ হলে তবে সমিৎ-স্থাপন শুরু করতে হয়। তিন জনে একসঙ্গে অগ্নিতে সমিৎ স্থাপন করবেন না। যিনি আগে সমিৎ নিয়েছেন তিনি আগে, যিনি পরে নিয়েছেন তিনি পরে সমিৎ স্থাপন করবেন। তা ছাড়া প্রত্যেকে যে সমিৎটি আগে হাতে নিয়েছিলেন সেটিকে আগে, যেটিকে পরে নিয়েছিলেন সেটিকে পরে অগ্নিতে স্থাপন করবেন। প্রত্যেকটি সমিৎ ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে স্থাপন করতে হয়। এই কর্মের নাম 'পাশুক সমিদাধান' বা 'অভ্যাধান'।

ততঃ সংহোত্রজপঃ ।। ৩৫।। [২৮]

অনু.— তার পর (হবে) সংহোত্রজপ।

ইতি পশুতন্ত্রম্ ।। ৩৬।। [২৮]

অনু.— এই (হল) পশুযাগের অনুষ্ঠানপদ্ধতি।

ব্যাখ্যা— এটি কোন এক বিশেষ পশুযাগের নয়, সকল পশুযাগের সাধারণ সমগ্র অনুষ্ঠান-পরম্পরা।

সপ্তম কণ্ডিকা (৩/৭)

[ঐকাদশিন পশুযাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা]

প্রদানানাম্ উক্তাঃ প্রৈষাঃ ।। ১।।

অনু.— প্রদানগুলির প্রৈষ (আগে) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— বপা, পুরোডাশ এবং পশু-অঙ্গের আহুতিতে কি কি প্রৈষ মৈত্রাবরুণকে পাঠ করতে হয় তা আগেই বলা হয়েছে। বিকৃতিযাগে কোথাও বিশেষ প্রৈষ, অনুবাক্যা এবং যাজ্যার উল্লেখ থাকলেও প্রদানের ক্ষেত্রে প্রৈষ হবে কিন্তু ঐ পূর্বোক্ত মন্ত্রগুলিই।

তেষাং যাজ্যানুবাক্যাঃ ।। ২।।

অনু.— ঐ (প্রদানগুলির) অনুবাক্যা এবং যাজ্যা (এ-বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— 'ইতি পশবঃ' (৩/৮/১৯ সূ. দ্র.) সূত্র পর্যন্ত যে যে পশুযাগের উল্লেখ করা হয়েছে সেই সেই পশুযাগেরই বপা, পুরোডাশ ও পশু-অঙ্গের আহুতির অনুবাক্যা এবং যাজ্যা মন্ত্র এ-বার বলা হচ্ছে।

সর্বেষাম্ অগ্রেঽগ্রেঽনুবাক্যাস্ ততো যাজ্যাঃ ।। ৩।।

অনু.— সব (প্রদানগুলিরই) আগে আগে অনুবাক্যা, তার পরে যাজ্যা (মন্ত্র বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— 'ততো যাজ্যাঃ' না বললেও চলত, তবুও তা বলায় বুঝতে হবে যে কেবল এখানে নয়, সর্বত্রই যেগুলি আগে বলা হয়েছে সেগুলি অনুবাক্যা এবং যেগুলির উল্লেখ পরে করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে যাজ্যা। "তিস্রস্ তিস্রঃ পূর্বাঃ পুরোঽনুবাক্যা বপায়াঃ পুরোডাশস্য পশোস্ তিস্রস্ তিস্র উত্তরা যাজ্যাঃ"— শা. ৬/১১/১২।

দৈবতেন পশুনানাত্বম্ ।। ৪।।

অনু.— দেবতা দ্বারা পশুর বিভিন্নতা (বুঝতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যে যে অনুবাক্যা ও যাজ্যা মন্ত্রের উল্লেখ করা হচ্ছে সেগুলিব দেবতা ভিন্ন ভিন্ন। দেবতার ভিন্নত্ব দেখেই বুঝতে হবে যে ঐ মন্ত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন পশুযাগের মন্ত্র। ভিন্ন ভিন্ন পশুযাগে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বলে অনুবাক্যা এবং যাজ্যাও ভিন্ন ভিন্ন।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ ইতি দ্বে পাহি নো অগ্নে পায়ুভিরজস্রৈঃ প্র বঃ শুক্রায় ভানবে ভরধ্বং যথা বিপ্রস্য মনুষো হবির্ভিঃ প্র কারবো মননা বচ্যমানাঃ ।। ৫।।

অনু.— (অগ্নিদেবতার পশুযাগে অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'অগ্নে-' (১/১৮৯/১,২) ইত্যাদি দুটি মন্ত্র, 'পাহি-' (১/১৮৯/৪), 'প্র-' (৭/৪/১), 'যথা-' (১/৭৬/৫), 'প্র কারবো-' (৩/৬/১)।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি মন্ত্র যথাক্রমে বপা, পুরোডাশ এবং পশু-অঙ্গের আহুতির অনুবাক্যা এবং পরবর্তী তিনটি মন্ত্র যথাক্রমে ঐ তিনটি আহুতিরই যাজ্যা। পরবর্তী সূত্রগুলির ক্ষেত্রেও এই একই ক্রম অনুসরণ করা হচ্ছে বলে বুঝতে হবে। শা. ৬/১০/১ সূত্রের সঙ্গে আংশিক মিল রয়েছে। বিহিত মন্ত্রগুলি সেখানে ১/১৮৯/১-৩; ১০/৮/৬; ৭/৪/১; ৩/৬/১।

একা চেতত্ সরস্বতী নদীনামুত স্যা নঃ সরস্বতী জুষাণা সরস্বত্যভি নো নেষি বস্যঃ প্র ক্ষোদসা ধায়সা সস্র এষা পাবীরবী কন্যা চিত্রায়ুর্যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূঃ ।। ৬।।

অনু.— (সরস্বতী-দেবতার পশুযাগে অনুবাক্যা এবং যাজ্যা) 'একা-' (৭/৯৫/২), 'উত-' (৭/৯৫/৪), 'সর-' (৬/৬১/১৪); 'প্র-' (৭/৯৫/১), 'পাবী-' (৬/৪৯/৭), 'যস্তে-' (১/১৬৪/৪৯)।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/১০/২ অনুযায়ী ঋ. ৫/৪৩/১১; ১০/১৭/৭; ৬/৬১/১৪; ৬/৪৯/৭; ৭/৯৫/১,৭।

ত্বং সোম প্র চিকিতো মনীষেতি দ্বে ত্বং নঃ সোম বিশ্বতো বয়োধা যা তে ধামানি দিবি যা পৃথিব্যামষাল্‌হং যুত্সু পৃতনাসু পপ্রিং যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি ।। ৭।।

অনু.— (সোমদেবতার পশুযাগে) 'ত্বং সোম-' (১/৯১/১,২) ইত্যাদি দুটি, 'ত্বং নঃ-' (৮/৪৮/১৫); 'যা-' (১/৯১/৪), 'অষাল্‌হং-' (১/৯১/২১), 'যা-' (১/৯১/১৯)।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/১০/৩ অনুসারে ঋ. ১/৯১/১, ২২, ২০, ৪, ২১, ১৯।

যাস্তে পূষন্নাবো অন্তঃ সমুদ্র ইতি দ্বে পূষেমা আশা অনু বেদ সর্বাঃ শুক্রং তে অন্যদ্ যজতং তে অন্যত্ প্রপথে পথামজনিষ্ট পূষা পথস্পথঃ পরিপতিং বচস্যা ।। ৮।।

অনু.— (পূষাদেবতার যাগে) 'যাস্তে-' (৬/৫৮/৩, ৪) ইত্যাদি দুটি, 'পূষেমা-' (১০/১৭/৫); 'শুক্রং-' (৬/৫৮/১), 'প্র-' (১০/১৭/৬), 'পথ-' (৬/৪৯/৮)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ১০/১৭/৫, ৬; ৬/৪৯/৮; ৬/৫৮/১, ৩, ৪— শা. ৬/১০/৪।

বৃহস্পতে যা পরমা পরাবদ্ ইতি দ্বে বৃহস্পতে অতি যদর্যো অর্হাত্ তমৃত্বিয়া উপ বাচঃ সচন্তে সং যং স্তুভোঽবনয়ো নয়ন্ত্যেবা পিত্রে বিশ্বদেবায় বৃষ্ণে ।। ৯।।

অনু.— (বৃহস্পতির যাগে) 'বৃহ-' (৪/৫০/৩,৪) ইত্যাদি দুটি, 'বৃহ-' (২/২৩/১৫); 'তমৃ-' (১/১৯০/২), 'সং-' (১/১৯০/৭), 'এবা-' (৪/৫০/৬)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ৭/৯৭/২; ৫/৪৩/১২; ৭/৯৭/৭; ৬/৭৩/৩; ৪/৫০/৫; ৭/৯৭/৪— শা. ৬/১০/৫।

বিশ্বে অদ্য মরুতো বিশ্ব উত্যা নো দেবানামুপ বেতু শংস আ নো বিশ্ব আস্ক্রা গমন্ত দেবা বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমং হবং মে যে কে চ জ্মা মহিনো অহিমায়া অগ্নে যাহি দূত্যং মা রিষণ্যঃ ।। ১০।।

অনু.— (বিশ্বদেবগণের যাগে) 'বিশ্বে-' (১০/৩৫/১৩), 'আ নো দেবা-' (১০/৩১/১), 'আ নো বিশ্ব-' (১/১৮৬/২); 'বিশ্বে-' (৬/৫২/১৩), 'যে-' (৬/৫২/১৫), 'অগ্নে'- (৭/৯/৫)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ১০/৩৫/১৩, ১৪; ৬/৫২/১৩, ১৫; ৭/৩৯/৪; ৬/৫২/১৭— শা. ৬/১০/৬।

ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্ত ইতি তিস্র উরুং নো লোকমনু নেষি বিদ্বান্
প্র সসাহিষে পুরুহূত শত্রূন্ স্বস্তয়ে বাজিভিশ্চ প্রণেতঃ ।। ১১।।

অনু.— (ইন্দ্রের যাগে) 'ইন্দ্রং-' (৭/২৭/১-৩) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র); 'উরুং-' (৬/৪৭/৮), 'প্র-' (১০/১৮০/১), 'স্বস্তয়ে-' (৩/৩০/১৮)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ৭/২৭/১, ৩; ১০/১৮০/৩; ৬/৪৭/৮; ৭/২৪/৪; ৬/১৯/৯— শা. ৬/১০/৭।

শুচী বো হব্যা মরুতঃ শুচীনাং নূ ষ্ঠিরং মরুতো বীরবন্তমা বো হোতা জোহবীতি সত্তঃ প্র
চিত্রমর্কং গৃণতে তুরায়ারা ইবেদচরমা অহেব যা বঃ শর্ম শশমানায় সন্তি ।। ১২।।

অনু.— (মরুত্গণের যাগে) 'শুচী-' (৭/৫৬/১২), 'নূ-' (১/৬৪/১৫), 'আ-' (৭/৫৬/১৮); 'প্র-' (৬/৬৬/৯), 'অরা-' (৫/৫৮/৫), 'যা-' (১/৮৫/১২)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ৫/৫৭/৭, ৮; ৭/৫৬/১২; ৫/৫৮/৫; ১/৮৫/১২; ৫/৫৫/১০— শা. ৬/১০/৮।

আ বৃত্রহণা বৃত্রহভিঃ শুষ্মৈরা ভরতং শিক্ষতং বজ্রবাহূ উভা বামিন্দ্রাগ্নী আহুবধ্যৈ শুচিং নু স্তোমং
নবজাতমদ্য গীর্ভির্বিপ্রঃ প্রমতিমিচ্ছমানঃ প্র চর্ষণিভ্যঃ পৃতনাহবেষু ।। ১৩।।

অনু.— (ইন্দ্র-অগ্নির যাগে) 'আ-' (৬/৬০/৩), 'আ-' (১/১০৯/৭), 'উভা-' (৬/৬০/১৩); 'শুচিং-' (৭/৯৩/১), 'গীর্ভি-' (৭/৯৩/৪), 'প্র-' (১/১০৯/৬)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ৬/৬০/১৩, ৩,২; ৭/৯৩/১, ৪; ১/১০৯/৬— শা. ৬/১০/৯।

আ দেবো যাতু সবিতা সুরত্নঃ স ঘা নো দেবঃ সবিতা সহাবেতি দ্বে উদীরয় কবিতমং
কবীনাং ভগং ধিয়ং বাজয়ন্তঃ পুরন্ধিম্ ইতি দ্বে ।। ১৪।।

অনু.— (সবিতার যাগে) 'আ-' (৭/৪৫/১), 'স-' (৭/৪৫/৩, ৪) ইত্যাদি দুটি; 'উদী-' (৫/৪২/৩), 'ভগং-' (২/৩৮/১০, ১১) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ৬/৫০/৮; ৭/৪৫/১; ১০/১৪৯/১; ৬/৭১/৬; ১/৩৫/১১; ২/৩৮/১১— শা. ৬/১০/১০।

অব সিন্ধুং বরুণো দ্যৌরিব স্থাদয়ং সু তুভ্যং বরুণ স্বধাব এবা বন্দস্ব বরুণং বৃহন্তং তত্ ত্বা যামি ব্রহ্মণা
বন্দমান ইতি দ্বে অস্তভ্নাদ্ দ্যামসুরো বিশ্ববেদাঃ ।। ১৫।।

অনু.— (বরুণের যাগে) 'অব-' (৭/৮৭/৬), 'অয়ং-' (৭/৮৬/৮), 'এবা-' (৮/৪২/২); 'তত্-' (১/২৪/১১, ১২) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্র), 'অস্ত-' (৮/৪২/১)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ৮/৪২/১; ১/২৪/১১, ১৪; ৮/৪২/২, ৩; ১/২৪/১৫— শা. ৬/১০/১১।

ঐন্দ্র্যৈকাদশিনাঃ ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— এই (হল) এগারটি পশুযাগের মন্ত্র।

ব্যাখ্যা— ৫-১৫ নং সূত্রে অগ্নি, সরস্বতী, সোম, পূষা, বৃহস্পতি, বিশ্বদেবাঃ, ইন্দ্র, মরুত্গণ, ইন্দ্র-অগ্নি, সবিতা এবং বরুণ এই এগার দেবতার উদ্দেশে বপা, পুরোডাশ এবং পশু-অঙ্গের আহুতির অনুবাক্যা ও যাজ্যা মন্ত্র নির্দেশ করা হল। এগারটি পশুযাগকে একত্র 'একাদশিনী' বলা হয়। একাদশিনী-সম্পর্কিত মন্ত্র বলে উদ্ধৃত মন্ত্রগুলিকে বলা হয় 'ঐকাদশিন'। 'ইত্যৈকাদশিনাম্, যে চৈবংদেবতা পশবঃ"— শা. ৬/১০/১২, ১৩।

অষ্টম কণ্ডিকা (৩/৮)

[বিভিন্ন পশুযাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা]

অগ্নীষোমাবিমং সু মে যুবমেতানি দিবি রোচনানীতি তৃচৌ ।। ১।।

অনু.— (অগ্নি-সোমের পশু যাগে) 'অগ্নী-' (১/৯৩/১-৩), 'যুব-' (১/৯৩/৫-৭) এই দুটি তৃচ (বপা, পুরোডাশ ও পশু-অঙ্গের অনুবাক্যা এবং যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি মন্ত্র যথাক্রমে বপা, পুরোড়াশ ও পশু-অঙ্গের অনুবাক্যা এবং পরবর্তী তিনটি মন্ত্র ঐ তিন আহুতিরই যাজ্যা। পরবর্তী সূত্রগুলির ক্ষেত্রেও এই একই ক্রম। ঐ. ব্রা. ৬/৮ অংশেও 'যুব-' এই তৃচটির বিধান রয়েছে। শা. ৫/১৮/৯, ১১ সূত্রেও বপার ক্ষেত্রে এই বিধানই পাই। শা. ৫/১৯/৮ অনুসারে পুরোডাশের যাজ্যামন্ত্র 'অগ্নী-' (১/৯৩/১২)। শা. ৫/১৯/১৪, ১৬ অনুযায়ী প্রধানযাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা এই সূত্রে যা বলা হয়েছে তা-ই।

আ বাং মিত্রাবরুণা হব্যজুষ্টিমা যাতং মিত্রাবরুণা সুশস্ত্যা নো মিত্রাবরুণা হব্যজুষ্টিং যুবং বস্ত্রাণি পীবসা বসাথে প্র বাহবা সিসৃতং জীবসে নো যদ্ বংহিষ্ঠং নাতিবিধে সুদানূ। ।। ২।। [১]

অনু.— (মিত্র-বরুণের যাগে) 'আ বাং-' (১/১৫২/৭), 'আ যাতং-' (৬/৬৭/৩), 'আ নো-' (৭/৬৫/৪); 'যুবং-' (১/১৫২/১), 'প্র-' (৭/৬২/৫), 'যদ্-' (৫/৬২/৯)।

ব্যাখ্যা— শা. ৮/১২/৭ অনুসারে মন্ত্রগুলি হল 'আ-' (১/১৫২/৭), 'তত্-' (৫/৬২/২), 'আ নো-' (৭/৬৫/৪), 'যুবং-' (১/১৫২/১), 'যদ্-' (৫/৬২/৯), 'প্র-' (৭/৬২/৫)।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্র ইতি ষট্ প্রাজাপত্যাঃ ।। ৩।। [১]

অনু.— 'হিরণ্য-' (১০/১২১/১-৬) এই ছটি প্রজাপতি-দেবতার মন্ত্র।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রে প্রজাপতির পরিবর্তে হিরণ্যগর্ভের নাম থাকায় সূত্রে এই পশু-যাগের দেবতার নাম পৃথক্ উল্লেখ করে দেওয়া হল। মন্ত্রে যদি উদ্দিষ্ট দেবতার নাম থাকত তাহলে পূর্ববর্তী সূত্রগুলির মতো এখানেও দেবতার উল্লেখ করা হত না।

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকম্ ইতি পঞ্চ শং নো ভব চক্ষসা শং নো অহ্না ।। ৪।। [১]

অনু.— (সূর্যের যাগে) 'চিত্রং-' (১/১১৫/১-৫) ইত্যাদি পাঁচটি (মন্ত্র), 'শং-' (১০/৩৭/১০)।

আ বায়ো ভূষ শুচিপা উপ নঃ প্র যাভির্যাসি দাশ্বাংসমচ্ছা নো নিযুদ্ভিঃ শতিনীভিরধ্বরং পীবো অন্নাঁ রয়িবৃধঃ সুমেধা রায়ে নু যং জজ্ঞতূ রোদসীমে প্র বায়ুমচ্ছা বৃহতী মনীষা ।। ৫।। [১]

অনু.— (নিযুত্বান্ বায়ুর যাগে) 'আ বায়ো-' (৭/৯২/১), 'প্র-' (৭/৯২/৩), 'আ নো-' (১/১৩৫/৩), 'পীবো-' (৭/৯১/৩), 'রায়ে-' (৭/৯০/৩), 'প্র-' (৬/৪৯/৪)।

তব বায়বৃতস্পতে ত্বাং হি সুপ্সরস্তমম্ ইতি দ্বে কুবিদঙ্গ নমসা যে বৃধাস ঈশানায় প্রহুতিং যস্ত আনট্ প্র বো বায়ুং রথযুজং কৃণুধ্বম্ ।। ৬।। [১]

অনু.— (বায়ুর যাগে) 'তব-' (৮/২৬/২১), 'ত্বাং-' (৮/২৬/২৪, ২৫) ইত্যাদি দুটি; 'কুবিদ-' (৭/৯১/১), 'ঈশা-' (৭/৯০/২), 'প্র-' (৫/৪১/৬)।

উত ত্বামদিতে মহ্যনেহো ন উরুব্রজেঽদিতির্হ্যজনিষ্ট সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং মহীমূ ষু মাতরং সুব্রতানামদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষম্ ।। ৭।। [১]

অনু.— (অদিতির যাগে) 'উত-' (৮/৬৭/১০), 'অনেহো-' (৮/৬৭/১২), 'অদিতি-' (১০/৭২/৫); 'সুত্রা-' (১০/৬৩/১০), 'মহী-' (আ. ২/১/৩৪), 'অদিতি-' (১/৮৯/১০)।

ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতত্বং বিষ্ণো সুমতিং বিশ্বজন্যাং বি চক্রমে পৃথিবীমেষ এতাং ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং পরো মাত্রয়া তন্বা বৃধানেরাবতী ধেনুমতী হি ভূতম্ ।। ৮।। [১]

অনু.— (বিষ্ণুর যাগে) 'ন-' (৭/৯৯/২), 'ত্বং-' (৭/১০০/২), 'বি-' (৭/১০০/৪), 'ত্রি-' (৭/১০০/৩), 'পরো-' (৭/৯৯/১), 'ইরা-' (৭/৯৯/৩)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ১/১৫৪/১-৬— শা. ৬/১১/৫।

বিশ্বকর্মন্ হবিষা বাবৃধান ইতি দ্বে বিশ্বকর্মা বিমনা আদ্বিহায়াঃ কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানং যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা যা তে ধামানি পরমাণি যাবমা ।। ৯।। [১]

অনু.— (বিশ্বকর্মার যাগে) 'বিশ্ব-' (১০/৮১/৬, ৭) ইত্যাদি দুটি, 'বিশ্ব-' (১০/৮২/২); 'কিং-' (১০/৮১/২), 'যো-' (১০/৮২/৩), 'যা-' (১০/৮১/৫)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ১০/৮১/১-৩, ৫-৭— শা. ৬/১১/৯।

য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী তমন্তরীপমধ পোষয়িত্নু দেবত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপো দেব ত্বষ্টর্যদ্ধ চারুত্বমানট্ পিশঙ্গরূপঃ সুভরো বয়োধাঃ প্রথমভাজং যশসং বয়োধাম্ ।। ১০।। [১]

অনু.— (ত্বষ্টার যাগে) 'য-' (১০/১১০/৯), 'তম-' (৩/৪/৯), 'দেব-' (৩/৫৫/১৯); 'দেব-' (১০/৭০/৯), 'পিশঙ্গ-' (২/৩/৯), 'প্রথম-' (৬/৪৯/৯)।

সোমাপূষণা জননা রয়ীণাম্ ইতি সূক্তম্ ।। ১১।। [১]

অনু.— (সোম-পূষার যাগে) 'সোমা-' (২/৪০/১-৬) এই সূক্ত।

ব্যাখ্যা— এই সূক্তটিতে মোট ছটি মন্ত্র আছে। শা. ৬/১১/২ সূত্রে মতেও তা-ই।

আদিত্যানামবসা নূতনেনেমা গির আদিত্যেভ্যো ঘৃতস্নূস্ ত আদিত্যাস উরবো গভীরা ইমং স্তোমং সক্রতবো মে অদ্য তিস্রো ভূমীর্ধারয়ন্ ত্রীরুত দ্যূন্ ন দক্ষিণা বি চিকিতে ন সব্যা ।। ১২।। [১]

অনু.— (আদিত্যের যাগে) 'আদি-' (৭/৫১/১), 'ইমা-' (২/২৭/১), 'ত-' (২/২৭/৩); 'ইমং-' (২/২৭/২), 'তিস্রো-' (২/২৭/৮), 'ন-' (২/২৭/১১)।

মহী দ্যাবাপৃথিবী ইহ জ্যেষ্ঠে ঋতং দিবে তদবোচং পৃথিব্যা ইতি দ্বে প্র দ্যাবা যজ্ঞৈঃ পৃথিবী নমোভির্ ইতি দ্বে প্র দ্যাবা যজ্ঞৈঃ পৃথিবী ঋতাবৃধা ।। ১৩।। [১]

অনু.— (দ্যাবা-পৃথিবীর যাগে) 'মহী-' (৪/৫৬/১), 'ঋতং-' (১/১৮৫/১০, ১১) ইত্যাদি দুটি; 'প্র-' (৭/৫৩/১, ২) ইত্যাদি দুটি, 'প্র-' (১/১৫৯/১)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ১/১৮৫/২-৭— শা. ৬/১১/৭।

মৃন্তা নো রুদ্রোত নো ময়স্কৃধীতি দ্বে আ তে পিতর্মরুতাং সুম্নমেতু প্র বভ্রবে বৃষভায় শ্বিতীচ ইতি তিস্রঃ ।। ১৪।। [১]

অনু.— (রুদ্রের যাগে) 'মৃন্তা-' (১/১১৪/২, ৩) ইত্যাদি দুটি, 'আ-' (২/৩৩/১); 'প্র-' (২/৩৩/৮-১০) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ২/৩৩/১-৬— শা. ৬/১১/১০।

আ পশ্চাতান্ নাসত্যা পুরস্তাদা গোমতা নাসত্যা রথেনেতি চতস্রো হিরণ্যত্বঙ্ মধুবর্ণো ঘৃতস্নুঃ ।। ১৫।। [১]

অনু.— (দুই অশ্বিন্-এর যাগে) 'আ পশ্চা-' (৭/৭২/৫), 'আ গোমতা-' (৭/৭২/১-৪) ইত্যাদি চারটি, 'হিরণ্য-' (৫/৭৭/৩)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ১/১১৬/১-৬— শা. ৬/১১/৪।

অভি ক্রত্বেন্দ্র ভূরধ জ্মন্ ত্বং মহাঁ ইন্দ্র তুভ্যং হ ক্ষাঃ সত্রাহণং দাধৃষিং তুম্রমিন্দ্রং সহদানুং পুরুহূত ক্ষিয়ন্তং স্তুত ইন্দ্রো মঘবা যদ্ধ বৃত্রৈবা বস্ব ইন্দ্রঃ সত্যঃ সম্রাড্ ।। ১৬।। [১]

অনু.— (বৃত্রহা ইন্দ্রের যাগে) 'অভি-' (৭/২১/৬), 'ত্বং-' (৪/১৭/১), 'সত্রা-' (৪/১৭/৮), 'সহ-' (৩/৩০/৮), 'স্তুত-' (৪/১৭/১৯), 'এবা-' (৪/২১/১০)।

যদ্ বাগ্ বদন্ত্যবিচেতনানি পতঙ্গো বাচং মনসা বিভর্তি চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্নিতি দ্বে দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাঃ ।। ১৭।। [১]

অনু.— (বাক্-এর যাগে) 'যদ্-' (৮/১০০/১০), 'পতঙ্গো-' (১০/১৭৭/২), 'চত্বারি-' (১/১৬৪/৪৫); 'যজ্ঞেন-' (১০/৭১/৩, ৪) ইত্যাদি দুটি, 'দেবীং-' (৮/১০০/১১)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ১০/১২৫/১-৬— শা. ৬/১১/১১।

জনীয়ন্তো ন্বগ্রব ইতি তিস্রো দিব্যং সুপর্ণং বায়সং বৃহন্তং স বাবৃধে নর্যো যোষণাসু যস্য ব্রতং পশবো যন্তি সর্বে যস্য ব্রতমুপতিষ্ঠন্ত আপঃ। যস্য ব্রতে পুষ্টিপতির্নিবিষ্টস্তং সরস্বন্তমবসে হুবেম ।। ১৮।। [১]

অনু.— (সরস্বানের যাগে) 'জনী-' (৭/৯৬/৪-৬) ইত্যাদি তিনটি; 'দিব্যং-' (১/১৬৪/৫২), 'স বাবৃধে-' (৭/৯৫/৩), 'যস্য-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— ঋ. ৭/৯৬/৪-৬; ৭/৯৫/৩; ১/১৬৪/৫২; 'যস্য-' অর্থাৎ আমাদের এই সূত্রনির্দিষ্ট এবং সূত্রপঠিত মন্ত্রগুলিই পাঠ্য, কিন্তু ক্রম ও প্রয়োগ ভিন্ন— শা. ৬/১১/৮।

ইতি পশবঃ ।। ১৯।। [২]

অনু.— এই (হল) পশুযাগ।

ব্যাখ্যা— ৩/৭/৫-১৫ সূত্রে বিহিত এগারটি ঐকাদশিন যাগ এবং তার পর এই আঠারটি সূত্রে বিহিত আঠারটি বিভিন্ন দেবতার যাগ এবং পরে ২১ নং সূত্রে উল্লিখিত ইন্দ্র-অগ্নির উদ্দেশে বিহিত নিরূঢ় পশুবন্ধযাগ এই মোট ত্রিশটি পশুযাগের

বিভিন্ন মন্ত্র বলা হল। বৃত্তিকারের মতে এই ত্রিশটি যাগের এবং অন্য অধ্যায়ে অন্যান্য যে পশুযাগ বিহিত হয়েছে সেগুলির ঐষ্টিক অংশের অনুষ্ঠান হবে পৌর্ণমাসযাগেরই মতো। যে পশুযাগগুলির কথা এই শ্রৌতসূত্রে বলা নেই সেগুলির অনুষ্ঠানরীতি যথাসাধ্য অনুমান করে নিতে হবে।

সৌম্যাশ্ চ নির্মিতাশ্ চ ।। ২০।। [৩]

অনু.— (এই পশুযাগগুলি) সোমযাগের অঙ্গ এবং স্বতন্ত্র (যাগ)।

ব্যাখ্যা— নির্মিত = স্বতন্ত্র। যে পশুযাগগুলির কথা এতক্ষণ দুই খণ্ডে বা কণ্ডিকায় বলা হল সেগুলির কোনটি সোমযাগের অঙ্গ, কোনটি আবার কোন যাগেরই অধীন অঙ্গযাগ নয়, স্বতন্ত্র পশুযাগ। সোমযাগের অঙ্গভূত পশুযাগের প্রকৃতি অগ্নীষোমীয় পশুযাগ ('স সবনীয়স্য'- আপ.যজ্ঞ. ৩।৩৩)। অঙ্গভূত যাগে কিন্তু ঐষ্টিক অংশের অনুষ্ঠান করতে হয় না। অপরপক্ষে স্বতন্ত্র পশুযাগগুলির প্রকৃতি নিরূঢ় পশুবন্ধ। স্বতন্ত্র পশুযাগেই ঐষ্টিক অংশগুলির অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। শা. মতে অগ্নীষোমীয় এবং সৌত্য পশুযাগ ছাড়া অন্যান্য পশুযাগ অগ্নিপ্রণয়নে শুরু এবং হৃদয়শূলের উদ্বাসনে শেষ— ৬/১/২১ সূ. দ্র.।

নির্মিত ঐন্দ্রাগ্নঃ ।। ২১।। [৪]

অনু.— ইন্দ্র-অগ্নির (যাগ) স্বতন্ত্র (পশুযাগ)।

ব্যাখ্যা— ইন্দ্র-অগ্নির উদ্দেশে যে পশুযাগ হয় সেটি স্বতন্ত্র পশুযাগ এবং ঐ যাগকে নিরূঢ় পশুবন্ধ বলা হয়। এই পশুযাগই সমস্ত স্বতন্ত্র পশুযাগের প্রকৃতি। যে পশুযাগ সোমযাগের অঙ্গ-যাগরূপে অনুষ্ঠিত হয় তার প্রকৃতি বা আদর্শ হচ্ছে অগ্নি-সোম দেবতার পশুযাগ, আর যে পশুযাগ স্বতন্ত্র তার প্রকৃতি এই ইন্দ্র-অগ্নি দেবতার উদ্দিষ্ট 'নিরূঢ়' নামে পশুযাগ।

ষাণ্মাস্যঃ সাংবত্সরো বা ।। ২২।। [৫]

অনু.— (এটি) ষাণ্মাসিক অথবা বাৎসরিক (যাগ)।

ব্যাখ্যা— এই নিরূঢ় পশুবন্ধ ছ-মাস অন্তর অথবা প্রত্যেক বছরে একবার করে করতে হয়। শা. মতে উত্তরায়ণের আরম্ভে ও শেষে অথবা বছরে একবার এই যাগ করতে হয়— "উদগ্-অয়নস্যাদ্যন্তয়োর্ ঐন্দ্রাগ্নো নিরূঢ় পশুবন্ধঃ সাংবত্সরো বা"— ৬/১/১৮, ১৯ সূ. দ্র.।

প্রাজাপত্য উপাংশু ।। ২৩।। [৬]

অনু.— প্রজাপতি-দেবতার (পশুযাগ) উপাংশু (স্বরে করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ৩/৮/৩ সূত্রে যে পশুযাগ বিহিত হয়েছে তার অনুষ্ঠান উপাংশু স্বরে করতে হয়।

সাবিত্রসৌর্যবৈষ্ণববৈশ্বকর্মণাশ্ চৈতেষাম্ ।। ২৪।। [৬]

অনু.— এবং সবিতা, সূর্য, বিষ্ণু, বিশ্বকর্মার যাগ (উপাংশু)।

ব্যাখ্যা— ৩/৭/১৪ এবং ৩/৮/৪, ৮, ৯ সূত্রে বিহিত পশুযাগগুলি উপাংশু স্বরে সম্পন্ন করতে হয়।

তত্রোপাংশুযাজবিকারান্ বক্ষ্যামঃ ।। ২৫।। [৬]

অনু.— ঐ (পশুযাগে) উপাংশুযাগের পরিবর্তনগুলি বলব।

ব্যাখ্যা— উপাংশু পশুযাগে কি কি পরিবর্তন হয় সূত্রকার এ-বার তা বলবেন। ইষ্টিযাগে উপাংশুজনিত যে যে পরিবর্তন ঘটে তার কথা দর্শপূর্ণমাসের প্রকরণেই বলা হয়ে গিয়েছে।

প্রৈষাদির্ আগুরঃ স্থানে ।। ২৬।। [৭]

অনু.— প্রৈষের প্রথম (অংশ) আগুর স্থানে (উচ্চারিত হবে)।

ব্যাখ্যা— যাগ উপাংশু হলেও ২/১৫/১৩ সূত্র অনুযায়ী আগূ কিন্তু উচ্চস্বরে অর্থাৎ তন্ত্রস্বরে পাঠ করতে হয়। প্রৈষের প্রারম্ভিক অংশও পাঠ করতে হবে সেই স্বরেই। 'প্রৈষাদির্ উচ্চৈঃ' না বলে প্রৈষাদির্ আগুরঃ স্থানে' বলায় বুঝতে হবে যে, উপাংশু পশুযাগে আগূ-র দুটি পদ যে-স্বরে উচ্চারিত হবে, যাজ্যার পূর্ববর্তী প্রৈষের কেবল সেই পরিমাণ অংশকে অর্থাৎ প্রথম দুটি পদকেও সেই স্বরেই উচ্চারণ করতে হবে।

আদদ্ ঘসত্ করদ্ ইতি চৈতানি যথাস্থানম্ উপাংশু ।। ২৭।। [৮]

অনু.— এবং আদত্, ঘসত্, করত্ এই (পদগুলিও) যথাস্থানে উপাংশু (স্বরে উচ্চারিত হবে)।

ব্যাখ্যা— 'এতানি' বলায় শুধু এই তিনটি পদ নয়, ৩/৪/১৫ সূত্রে 'আদত্' প্রভৃতি যে সাতটি পদের কথা বলা হয়েছে সেই সাতটি পদকেই যথাস্থানে উপাংশু স্বরে উচ্চারণ করতে হবে। 'যথাস্থানম্' বলায় সব প্রৈষেই এই নিয়ম। 'চ' বলা থাকায় প্রধানযাগ যখন উপাংশু তখন আদত্ প্রভৃতি ছাড়া অন্যান্য পদকে তন্ত্রস্বরে (উচ্চৈঃ) এবং সমগ্র অনুষ্ঠান (তন্ত্র) যখন উপাংশু তখন প্রৈষের প্রথম অংশ ছাড়া অন্য-সব পদ উপাংশু স্বরে পাঠ করতে হবে।

নবম কণ্ডিকা (৩/৯)

[সৌত্রামণী]

সৌত্রামণ্যাম্ ।। ১।।

অনু.— সৌত্রামণীতে (কি করতে হয় তা এ-বার বলা হচ্ছে)।

আশ্বিনসারস্বতৈন্দ্রাঃ পশবো বার্হস্পত্যো বা চতুর্থঃ ।। ২।।

অনু.— (সৌত্রামণীতে) অশ্বিদ্বয়, সরস্বতী (এবং) ইন্দ্রদেবতার সম্পর্কিত পশু (আহুতি দেওয়া হয়)। বিকল্পে বৃহস্পতি দেবতার (উদ্দেশে) চতুর্থ (একটি পশু আহুতি দিতে হয়)।

ব্যাখ্যা— সৌত্রামণী যাগের দেবতা তিন জন অথবা চার জন। "আশ্বিনো লোহোঽজঃ সারস্বতী মেষী ইন্দ্রায় সুত্রাম্ন ঋষভঃ"— শা. ১৫/১৫/২-৪।

ঐন্দ্রসাবিত্রবারুণাঃ পশুপুরোডাশাঃ ।। ৩।। [২]

অনু.— ইন্দ্র, সবিতা এবং বরুণ দেবতার পশুপুরোডাশ (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— সৌত্রামণীতে অশ্বিদ্বয়, সরস্বতী ও ইন্দ্রের পশুযাগে যথাক্রমে ইন্দ্র, সবিতা এবং বরুণের উদ্দেশে পশুপুরোডাশযাগ হয়। বৃহস্পতি দেবতার পশুযাগে বৃহস্পতিই পশুপুরোডাশের দেবতা বলে সূত্রে তাঁর সম্পর্কে পৃথক্ করে কিছু বলা হয় নি।

মার্জয়িত্বা যুবং সুরামমশ্বিনেতি গ্রহাণাং পুরোঽনুবাক্যা ।। ৪।। [৩]

অনু.— (সৌত্রামণীতে চাত্বালে) মার্জন করে গ্রহগুলির (জন্য) 'যুবং-' (১০/১৩১/৪) এই অনুবাক্যা (মন্ত্র পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— সৌত্রামণীতে একই সাথে তিনটি গ্রহে (কাপে) সুরা নিয়ে অশ্বিদ্বয়, সরস্বতী ও ইন্দ্রের উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। একই সাথে আহুতি (সহপ্রচার) দেওয়া হয় বলে তিন দেবতার উদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন নয়, একটি করেই অনুবাক্যা, প্রৈষ এবং যাজ্যা মন্ত্র পাঠ করতে হয়। তার মধ্যে চাত্বালে মার্জন (৩/৫/১ সূ. দ্র.) করা হয়ে গেলে আহুতির জন্য গ্রহে সুরা নেওয়ার সময়ে 'যুবা-' এই মন্ত্রটি অনুবাক্যারূপে পাঠ করতে হয়। শা. ১৫/১৫/৮ সূত্র অনুসারেও এই মন্ত্রই অনুবাক্যা।

হোতা যক্ষদশ্বিনা সরস্বতীমিন্দ্রং সুত্রামাণং সোমানাং সুরাম্ণাং জুষন্তাং ব্যন্তু পিবন্তু মদন্তু সোমান্ সুরাম্ণো হোতর্যজেতি প্রৈষঃ ।। ৫।। [৩]

অনু.— 'হোতা-' (সূ.) প্রৈষ।

ব্যাখ্যা— শা. ১৫/১৫/৯ সূত্রে প্রৈষটি সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যাচ্ছে।

পুত্রমিব পিতরাবশ্বিনোভে ইতি যাজ্যা ।। ৬।। [৩]

অনু.— 'পুত্র-' (১০/১৩১/৫) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— শা. ১৫/১৫/১২ সূত্রেরও নির্দেশ এ-ই।

অগ্নে বীহীত্যনুবষট্কারঃ সুরাসুতস্যাগ্নে বীহীতি বা ।। ৭।। [৪]

অনু.— 'অগ্নে বীহি' অথবা 'সুরাসুতস্যাগ্নে বীহি' (হবে) অনুবষট্কার।

নানা হি বাং দেবহিতং সদস্কৃতং মা সংসৃক্ষাথাং পরমে ব্যোমনি। সুরা ত্বমসি শুষ্মিণীতি সুরাম্ অবেক্ষ্যাথো বাহূ সোম এষ ইতি সোমম্ ।। ৮।। [৪]

অনু.— 'নানা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) সুরাকে দেখে দুই হাত নীচু (ক'রে রেখে) 'সোম এষঃ' এই (মন্ত্রে) সোমকে (দেখবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রথমে 'নানা-' মন্ত্রে কলশীর সুরার দিকে তাকাবেন। পরে 'সোম এষঃ' মন্ত্রে গ্রহের সোমকে অর্থাৎ সুরাকে তিনি দেখবেন। দেখার সময়ে হাত দুটি নীচু করে রাখতে হবে। 'ক্রয়ণ-ত্রিরাত্রবাসন-প্রবীকরণ-পাবন-শ্রয়ণ-ঊর্ধ্বপাত্রসম্বন্ধাৎ সুরৈব সোমশব্দেনোক্তা' (না.)।

যদত্র শিষ্টং রসিনঃ সুতস্য যদিন্দ্রো অপিবচ্ছচীভিঃ। ইদং তদস্য মনসা শিবেন সোমং রাজানমিহ ভক্ষয়ামীতি ভক্ষজপঃ ।। ৯।। [৫]

অনু.— 'যদত্র-' (সূ.) (হচ্ছে) ভক্ষণের জপ (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— আহুতির পর গ্রহের অবশিষ্ট সুরা পান করার সময়ে 'যদত্র-' মন্ত্র জপ করতে হয়। সুরার পরিবর্তে দুধও আহুতি দেওয়া যেতে পারে। 'ভক্ষয়েৎ' না বলে 'ভক্ষজপঃ' বলায় পয়োগ্রহ বা দুধের ক্ষেত্রেও এই মন্ত্র প্রযোজ্য। শা. ১৫/১৫/১৩ অনুযায়ী ভক্ষণের মন্ত্র হচ্ছে সূত্রপঠিত 'যমশ্বিনা-'।

প্রাণভক্ষোঽত্র ।। ১০।। [৬]

অনু.— এখানে আঘ্রাণ দ্বারা ভক্ষণ (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— সুরা পান করতে নেই, আঘ্রাণ করে কাপটি রেখে দিতে হয়। 'অত্র' বলায় সুরা আহুতি দিলে তবেই প্রাণভক্ষ, দুধ আহুতি দিলে কিন্তু সাক্ষাৎ ভক্ষণ করতে হবে।

দশম কণ্ডিকা (৩/১০)

[গ্রামত্যাগে বাধ্য হলে, অগ্নির কুণ্ডচ্যুতিতে, যজ্ঞভূমিতে অনভিপ্রেত প্রাণীর উপস্থিতিতে, যজমানের মৃত্যুতে, আহুতিদ্রব্যের ও সান্নায্যের দূষণে করণীয় প্রায়শ্চিত্ত]

বিধ্যপরাধে প্রায়শ্চিত্তিঃ ।। ১।।

অনু.— নিয়ম-লঙ্ঘনে প্রায়শ্চিত্ত (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— প্রায়ঃ = বিনাশ। চিত্ত = পূরণ। কোন বিহিত কর্ম মোটেই না করা হলে অথবা ঠিক ঠিক না করা হলে প্রায়শ্চিত্ত (ক্ষতিপূরণ, অনুতাপ) করতে হয়। যে অপরাধে যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয়েছে সেখানে সেই প্রায়শ্চিত্তই করতে হবে, যেখানে কিছুই বিহিত হয় নি সেখানে ব্যাহৃতিহোমই হবে প্রায়শ্চিত্ত। উল্লেখ্য যে, আপ. শ্রৌ. এবং ভা. শ্রৌ. গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণের সঙ্গে এই প্রকরণের বহু মিল লক্ষ্য করা যায়।

শিষ্টাভাবে প্রতিনিধিঃ ।। ২।।

অনু.— বিহিত (বস্তুর) অভাবে প্রতিনিধি (গ্রহণ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— শিষ্ট = বিহিত যজ্ঞে যে বস্তুটি আহুতিদানের জন্য বিহিত হয়েছে যদি সেই বস্তুটি মোটেই অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া না যায় তাহলে তার প্রতিনিধি অর্থাৎ পরিবর্তী অন্য তুল্য কোন বস্তু দিয়ে যাগ করতে হয়। সাধারণ যুক্তিতেই এই সূত্রের যা বক্তব্য তা সিদ্ধ হলেও সূত্রটি করা হয়েছে এই উদ্দেশে যে, প্রতিনিধি দিয়ে যাগ করলে কোন অপরাধ হয় না, কোন প্রায়শ্চিত্ত তাই সে-ক্ষেত্রে করতে হয় না। প্রসঙ্গত কা. শ্রৌ. ১/৪/২-১৭; ১/৬/৬-১২; আপ. যজ্ঞ. ৩/৫১, ৫২ সূ. দ্র.।

অন্বাহিতাগ্নেঃ প্রয়াণোপপত্তৌ পৃথগ্ অগ্নীন্ নয়েয়ুঃ ।। ৩।।

অনু.— অন্বাধানকারী (ব্যক্তিকে) বাধ্য হয়ে (অন্যত্র) চলে যেতে হলে অগ্নিগুলিকে (তিনি যাওয়ার সময়ে সঙ্গে করে পৃথক্) পৃথক্ নিয়ে যাবেন।

ব্যাখ্যা— তিন কুণ্ডের অগ্নিতে তিনটি করে সমিৎ স্থাপন করাকে 'অন্বাধান' বলে। যদি যাগের মাঝে অন্বাধান করার পরে চোর-ডাকাত অথবা কোন হিংস্র প্রাণীর ভয়ে যজমানকে যজ্ঞস্থল ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হতে হয়, তাহলে তিনি তিন অগ্নিকেই পরস্পরের সঙ্গে না মিশিয়ে সাক্ষাৎ পৃথক্ পৃথক্ অবস্থায় সঙ্গে করে গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাবেন। এ-ক্ষেত্রে পরবর্তী সূত্রে বিহিত হোমটি করতে হয় না। 'উপপত্তৌ' বলায় স্বেচ্ছায় যাগ ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া চলবে না।

তুভ্যং তা অঙ্গিরস্তমেতি বাজ্যাহুতিং হুত্বা সমারোপয়েত্ ।। ৪।।

অনু.— অথবা 'তুভ্যং-' (৮/৪৩/১৮) এই (মন্ত্রে) আজ্য আহুতি দিয়ে সমারোপণ করবেন।

ব্যাখ্যা— সমারোপণ = দুটি অরণিকে অথবা দুই হাতকে কুণ্ডের অগ্নিতে উত্তপ্ত করে নিয়ে মনে মনে ভাবা যে, কুণ্ডের অগ্নি এ বার অরণিতে বা হাতে এসে প্রবেশ করেছে। যজমানকে বাধ্য হয়ে গৃহত্যাগী হতে হলে সাক্ষাৎ অগ্নিগুলিকে সঙ্গে না নিয়ে গিয়ে বিকল্পে প্রথমে 'তুভ্যং-' মন্ত্রে অগ্নিতে আজ্য আহুতি দিয়ে তার পরে সেই অগ্নিকে অরণিতে সমারোপণ করে গন্তব্য স্থানে যাওয়া যেতে পারে।

অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয় ইত্যরণী গার্হপত্যে প্রতিতপেত্ ।। ৫।।

অনু.— (সমারোপণের উদ্দেশে) দু-টি অরণিকে 'অয়ং-' (৩/২৯/১০) এই (মন্ত্রে) গার্হপত্যে উত্তপ্ত করবেন।

ব্যাখ্যা— যদি অগ্নিস্থাপনের সময়ে অগ্নিকে গার্হপত্য থেকে সংগ্রহ না করে এনে অন্য কোন স্থান থেকে এনে দক্ষিণাগ্নির কুণ্ডে স্থাপন করা হয়ে থাকে, তাহলে এই 'অয়ং-' মন্ত্রেই অন্য দুই অরণিতে সেই দক্ষিণ অগ্নিকেও সমারোপণ করতে হয়। গার্হপত্যকে সমারোপণ করতে হয় পূর্বব্যবহৃত দুই অরণিতেই।

পাণী বা যা তে অগ্নে যজ্ঞিয়া তনূস্তয়েহ্যারোহাত্মাত্মানমচ্ছা বসূনি কৃণ্বন্ নর্যা পুরূণি যজ্ঞো ভূত্বা যজ্ঞমাসীদ যোনিং জাতবেদো ভুব আজায়মান ইতি ।। ৬।।

অনু.— অথবা (নিজের) দুটি হাতকে 'যা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে গার্হপত্যে উত্তপ্ত করবেন)।

এবম্ অনন্বাহিতাগ্নির্ অহুত্বা। ।। ৭।।

অনু.— যিনি অন্বাধান করেন নি তিনি (স্থানত্যাগের জন্য) হোম না করে এইভাবে (সমারোপণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যাগের জন্য তখনও অন্বাধান না হয়ে থাকলে ৩ নং এবং ৪ নং নিয়ম প্রযোজ্য নয়। সে-ক্ষেত্রে তিনি হোম না করেই দুই অরণিতে অথবা নিজের দুই হাতে অগ্নিকে সমারোপণ করে গন্তব্য স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করবেন। বিহারে যাতায়াতের সময়ে শ্বাস নেওয়া চলবে না। শকটে নিয়ে গেলে অবশ্য শ্বাস নেওয়া যাবে।

যদি পাণ্যোর্ অরণী সংস্পৃশ্য মন্থয়েত্ প্রত্যবরোহ জাতবেদঃ পুনস্ত্বং দেবেভ্যো হব্যং বহ নঃ প্রজানন্। প্রজাং পুষ্টিং রয়িমস্মাসু ধেহ্যথা ভব যজমানায় শংযোর্ ইতি ।। ৮।।

অনু.— যদি দুই হাতে (সমারোপণ করা হয়ে থাকে তাহলে) 'প্রত্য-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) দুটি অরণিকে স্পর্শ করে (অগ্নিকে) মন্থন করাবেন।

ব্যাখ্যা— যদি অগ্নিকে দুই অরণিতে সমারোপণ করা হয়ে থাকে তাহলে যজমান গন্তব্য স্থানে গিয়ে উপাবরোহণ বা অবরোহণের সময়ে 'প্রত্য-' মন্ত্রের পাঠ শেষ করে অগ্নিসৃষ্টির জন্য ঐ দুই অরণিকে নিজেই অথবা অপর কোন ব্যক্তিকে দিয়ে মন্থন করাবেন। যদি দুই হাতে অগ্নিকে সমারোপণ করা হয়ে থাকে তাহলে এই মন্ত্রেই দুই অরণিকে স্পর্শ করে থেকে মন্থন করতে বা করাতে হয়। অগ্নি উৎপন্ন না-হওয়া পর্যন্ত যজমানকে অরণি-দুটিকে স্পর্শ করে থাকতে হবে। একবার মন্থনের পরে অগ্নি উৎপন্ন না হলে আবার মন্থন করবেন এবং মন্থন শুরু করার আগে মন্ত্রটিও আবার পাঠ করতে হবে। এইভাবে যতক্ষণ না অগ্নি উৎপন্ন হয় ততক্ষণ মন্ত্র ও মন্থন চালিয়ে যেতে হবে। দুই অরণিতে অথবা দুই হাতে যে অগ্নিকে আগে মনে মনে সমারোপণ করা হয়েছিল এখন সেই অগ্নিকে আবার মন্ত্রপাঠ করে মন্থনজাত অগ্নিতে অথবা যে-কোন সাধারণ অগ্নিতে মনে মনে নামিয়ে নেওয়ার নাম 'উপাবরোহণ' বা 'অবরোহণ'।

আহবনীয়ম্ অবদীপ্যমানম্ অর্বাক্ শম্যাপরাসাদ্ ইদং ত একং পর উ ত একম্ ইতি সংবপেত্ ।। ৯।।

অনু.— কাঠি-ছোঁড়ার (দূরত্বের) আগে (অঙ্গার কুণ্ডের বাইরে গিয়ে পড়লে) প্রজ্বলনরত আহবনীয় অগ্নিকে 'ইদং-' (১০/৫৬/১) এই (মন্ত্রে কুণ্ডে আবার) ঢেলে রাখবেন।

ব্যাখ্যা— খয়ের কাঠের তৈরী সামনের দিকে ছুঁচাল এবং পিছন দিকে মোটা এমন এক হাত লম্বা একটি কাঠিকে বলে 'শম্যা'। সেই শম্যা ছুঁড়লে যত দূরে গিয়ে পড়ে যদি সেই দূরত্বের মধ্যে প্রজ্বলিত আহবনীয়ের একাংশ অথবা সম্পূর্ণ অগ্নি অগ্নিকুণ্ডের বাইরে গিয়ে পড়ে তাহলে ঐ অগ্নিকে কুড়িয়ে এনে 'ইদং-' মন্ত্রে কুণ্ডের মধ্যে আবার রেখে দিতে হয়। তারপরে সব-কটি ব্যাহৃতি দিয়ে একটি হোম করতে হয়। নষ্টের উদ্ধার দু-রকমের— সেন্দ্রিয় বা সাক্ষাৎ এবং অতীন্দ্রিয় বা পরোক্ষ। কুণ্ডে সরাসরি তুলে আনা হল সেন্দ্রিয় এবং বিহিত যাগ, হোম, জপ, দান অথবা দক্ষিণা দ্বারা উদ্ধার অতীন্দ্রিয়। যেখানে যাগ ইত্যাদির উল্লেখ থাকে না সেখানে ব্যাহৃতি দ্বারা হোম করতে হয়। 'আহবনীয়ম্' বলায় অন্য অগ্নির ক্ষেত্রে বিনা মন্ত্রে সেন্দ্রিয় উদ্ধার করে ব্যাহৃতিহোম করতে হয়। 'অবদীপ্যমানং' বলায় অগ্নি জ্বলন্ত অবস্থায় থাকলে তবেই এই প্রায়শ্চিত্ত, স্ফুলিঙ্গমাত্র হয়ে গেলে কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না। প্রসঙ্গত আপ. শ্রৌ. ৯/১/১৭; ভা. শ্রৌ. ৯/১/১৭ দ্র.।

যদি ত্বতীয়াদ্ যদ্যমাবাস্যাং পৌর্ণমাসীং বাতীয়াদ্ যদি বান্যস্যাগ্নিষু যজেত যদি বাস্যান্যোঽগ্নিষু যজেত যদি বাস্যান্যোঽগ্নির্ অগ্নীন্ ব্যবেয়াদ্ যদি বাস্যাগ্নিহোত্র উপসন্নে হবিষি বা নিরুপ্তে চক্রীবচ্ ছ্বা পুরুষো বা বিহারম্ অন্তরইয়াদ্ যদি বাধ্বে প্রমীয়েতেষ্টিঃ ।। ১০।।

অনু.— কিন্তু যদি (অগ্নি শম্যা-পতনের স্থানকে) ছাড়িয়ে যায়, অথবা যদি (দর্শপূর্ণমাসযাগে সময়) অমাবস্যা ও পূর্ণিমাকে অতিক্রম করে অথবা যদি (যজমান) অপরের অগ্নিগুলিতে যাগ করেন, অথবা যদি এঁর অগ্নিগুলিতে অপর (ব্যক্তি) যাগ করেন, অথবা যদি এঁর (তিন) অগ্নিকে অন্য (অগ্নি) আড়াল করে, অথবা যদি অগ্নিহোত্র (-যাগের দ্রব্য কুশে এনে) কাছে রাখা হলে অথবা আহুতি-দ্রব্যের নির্বাপ করা হলে চক্রযুক্ত (রথ, শকট ইত্যাদি যান-বাহন), কুকুর অথবা মানুষ যজ্ঞভূমির মাঝখান দিয়ে চলে যায় অথবা যদি (যজমান) পথে মারা যান (তাহলে পথিকৃত্ নামে একটি) ইষ্টিযাগ (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— আপ. শ্রৌ. ৯/১/১৮; ৯/১৪/৪ এবং ভা. শ্রৌ. ৯/২/১ দ্র.। ঐ. ব্রা. ৩২/৭ অংশে অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় যাগ করতে ব্যর্থ হলে এই ইষ্টিযাগটি করতে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত ঐ. ব্রা. ৩২/১১ অংশও দ্র.।

অগ্নিঃ পথিকৃত্ ।। ১১।।

অনু.— (এই ইষ্টিতে দেবতা) পথিকৃত্ অগ্নি।

ব্যাখ্যা— এই ইষ্টির দ্রব্য আটকপাল-পুরোডাশ—আপ. শ্রৌ. ৯/১/১৯; ৯/২/২ দ্র.।

বেত্থা হি বেধো অধ্বন আ দেবানামপি পন্থামগন্মেতি। ।। ১২।।

অনু.— (ঐ ইষ্টিতে অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'বেত্থা-' (৬/১৬/৩), 'আ-' (১০/২/৩)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৩২/৭ অংশেও এই দুটি মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

অনড্বান্ দক্ষিণা। ।। ১৩।। [১২]

অনু.— দক্ষিণা গাড়ী-টানা গরু।

ব্যবায়ে ত্বনগ্নিনা প্রাগ্ ইষ্টের্ গাম্ অন্তরেণাতিক্রময়েত্। ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— (লৌকিক) অগ্নি ছাড়া অন্য-কিছু দ্বারা কিন্তু (যজ্ঞিয় অগ্নিগুলির) ব্যবধান ঘটলে (পথিকৃত্) ইষ্টির আগে (বেদির) মাঝখান দিয়ে কোন গরুকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ব্যাখ্যা— দর্বীহোমের ক্ষেত্রে ১০ নং সূত্রে নির্দিষ্ট অগ্নি ছাড়া অন্যগুলির অর্থাৎ যান, কুকুর অথবা মানুষের দ্বারা ব্যবধান ঘটলে গরু নিয়ে যাওয়ার পরে ১৬ নং ও ১৭ নং সূত্রে বিহিত কাজটি করতে হয়। তার পরে আরব্ধ মূল অনুষ্ঠানটি শেষ করে পথিকৃত্ ইষ্টি করতে হয়। ইষ্টিযাগের ক্ষেত্রে কিন্তু ১৬-১৭ নং সূত্রের কাজটি করে যে ইষ্টিযাগটি শুরু করা হয়েছে সেই ইষ্টির সঙ্গেই পথিকৃত্ ইষ্টির একই তন্ত্রে অনুষ্টান হয়।

ভস্মনা শুনঃ পদং প্রতিবপেদ্ ইদং বিষ্ণু র্বি চক্রম ইতি ।। ১৫।। [১৪]

অনু.— 'ইদং-' (১/২২/১৭) এই (মন্ত্রে) ছাই দিয়ে কুকুরের পা চাপা দেবেন।

ব্যাখ্যা— ১০ নং সূত্রে যজ্ঞভূমির মাঝখান দিয়ে কুকুর চলে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কুকুর চলে গেলে যজ্ঞভূমিতে যেখানে যেখানে কুকুরের পায়ের ছাপ পড়েছে সেখানে সেখানে ছাই ঢেলে ছাপ ঢেকে দিতে হয়। প্রত্যেক পায়ের ছাপে মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি হবে। এখানে ১৪, ১৬, ১৭ নং সূত্র অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

গার্হপত্যাহবনীয়য়োর্ অন্তরং ভস্মরাজ্যোদকরাজ্যা চ সন্তনুয়াত্ তন্তুং তন্বন্ রজসো ভানুমন্বিহীতি ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— গার্হপত্য ও আহবনীয়ের মাঝে 'তন্তুং-' (১০/৫৩/৬) এই (মন্ত্রে) একটানা ছাই ও জল ছড়িয়ে দেবেন।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রটি ছাই ছড়াবার সময়েও পাঠ করতে হয়, জল ছড়াবার সময়েও পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৩২/১১ অনুযায়ী কুণ্ডের মাঝে শকট, রথ অথবা কুকুর চলে গেলে কোন দোষ নেই, তবে উদ্ধৃত মন্ত্রে অবিচ্ছিন্ন জল ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। শকট, কুকুর ইত্যাদি গেছে বলে কেন ক্ষোভ করতে নেই, কারণ এগুলি আমাদের অন্তরেই রয়েছে— "নৈনন্ মনসি কুর্যাদ্ আত্মন্যস্য হি তা ভবন্তি"।

অনুগময়িত্বা চাহবনীয়ং পুনঃ প্রণীয়োপতিষ্ঠেত। যদগ্নে পূর্বং প্রহিতং পদং হি তে সূর্যস্য রশ্মীনন্বাততান। তত্র রয়িষ্ঠামনুসংভবৈতাং সং নঃ সৃজ সুমত্যা বাজবত্যা। ত্বমগ্নে সপ্রথা অসীতি চ ।। ১৭।। [১৬]

অনু.— এবং (আহবনীয়কে) নিবিয়ে দিয়ে আবার প্রণয়ন করে 'যদগ্নে-' (সূ.) এবং 'ত্বমগ্নে-' (৫/১৩/৪) এই (মন্ত্রে ঐ অগ্নির) উপস্থান করবেন।

ব্যাখ্যা— অনুগময়িত্বা = নিবিয়ে দিয়ে। প্রণীয় = প্রণয়ন করে। গার্হপত্য কুণ্ড থেকে সামনের দিকে অন্য কুণ্ডে অগ্নিকে নিয়ে যাওয়াকে 'প্রণয়ন' বলে। ছাই ও জল ছড়াবার পরে আহবনীয় অগ্নিকে নিবিয়ে দিয়ে গার্হপত্য কুণ্ড থেকে আবার অগ্নি নিয়ে গিয়ে ঐ আহবনীয়ের কুণ্ডে তা রেখে দিতে হয়। সূত্রে সূত্রকার অন্তিম 'চ' শব্দটি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন এইটি পূর্বমন্ত্রের শেষ অংশ নয়, অন্য একটি মন্ত্র।

অধ্বে প্রমীতস্যাভিবান্যবত্সায়াঃ পয়সাগ্নিহোত্রং তূষ্ণীং সর্বহুতং জুহুয়ুর্ আ সমবায়াত্ ।। ১৮।। [১৭]

অনু.— পথে মৃত (যজমানের দেহে) অগ্নিসংযোগের আগে পর্যন্ত বাছুরের সঙ্গে যুক্ত গরুর দুধ দিয়ে নিঃশব্দে নিঃশেষে অগ্নিহোত্র হোম করবেন।

ব্যাখ্যা— অভিবান্য = প্রার্থনীয়। যে গরুর নিজের বাছুর নেই, কিন্তু বাছুর চায়, সেই বন্ধ্যা বা মৃতবৎসা গরু হল অভিবান্যবৎসা। সমবায় = দেহে অগ্নিসংযোগ, দাহ। যজমান পথে মারা গেলে 'পথিকৃৎ' ইষ্টি করে ঐ দিন সন্ধ্যায় ও পরদিন সকালে বিনা-মন্ত্রে নিঃশেষে অগ্নিহোত্রহোম করতে হয় এবং তার পর তাঁর দাহ করা হয়। 'সর্বহুতং' বলায় সবটাই অগ্নিতে আহুতি দিতে হবে, ভক্ষণের জন্য কিছু রেখে দেওয়া চলবে না। বৃত্তিকারের মতে এই অগ্নিহোত্র একটি ভিন্ন অগ্নিহোত্র। অগ্নিহোত্রের মতোই এর অনুষ্ঠান হয়, তবে হব্যদ্রব্য নিঃশেষে আহুতি দেওয়া হয় বলে ভক্ষণকর্ম এখানে অনুষ্ঠিত হয় না।

যদ্যাহিতাগ্নির্ অপরপক্ষে প্রমীয়েতাহুতিভির্ এনং পূর্বপক্ষং হরেয়ুঃ ।। ১৯।। [১৮]

অনু.— যদি অগ্নিস্থাপনকারী (ব্যক্তি) কৃষ্ণপক্ষে মারা যান তাহলে এঁকে আহুতি দ্বারা শুক্লপক্ষে নিয়ে যাবেন।

ব্যাখ্যা— অপরপক্ষ = কৃষ্ণপক্ষ। পূর্বপক্ষ = শুক্লপক্ষ। আহিতাগ্নি ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষে মারা যাবেন এই আশঙ্কা থাকলে প্রতিদিন অধ্বর্যু অথবা অন্য কেউ তাঁর প্রতিনিধি হয়ে আহুতি দিয়ে যাবেন। এইভাবে মৃত যজমানকে শুক্লপক্ষ পর্যন্ত যেন বাঁচিয়ে রাখা হল। জীবিত ব্যক্তির মরণের আশঙ্কায় এই বিধান, মারা গেলে নয়।

হবিষাং ব্যাপত্তাব্ ওঢাসু দেবতাস্বাজ্যেনেষ্টিং সমাপ্য পুনর্ ইজ্যা ।। ২০।। [১৯]

অনু.— দেবতারা আবাহিত হলে (তার পরে) আহুতিদ্রব্য দুষ্ট হলে আজ্য দ্বারা ইষ্টিটি শেষ করে আবার যাগ (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ব্যাপত্তি = দোষদুষ্টতা। ওঢা = আবাহিতা, যে দেবতাকে আবাহন করা হয়েছে। যে যাগ শুরু করা হয়েছে সেই যাগের আবাহনের পর থেকে প্রধানযাগের আগে পর্যন্ত যদি এক বা একাধিক আহুতিদ্রব্য দূষিত হয় তাহলে ঐ দূষিত আহুতিদ্রব্যের পরিবর্তে আজ্য দিয়ে যাগটি শেষ করে আবার নূতন আহুতিদ্রব্য তৈরী করে অন্বাধান থেকে শুরু করে আর একবার শেষ পর্যন্ত ঐ যাগটির অনুষ্ঠান করতে হবে। শুধু যে আহুতিদ্রব্যটি দূষিত হয়েছে তার জন্যই দ্বিতীয়বার আবার যাগ করতে হয়, যেটি দূষিত হয় নি তার আর দ্বিতীয়যাগে আবৃত্তি হয় না। প্রধানযাগের পরে আহুতিদ্রব্য দূষিত হলে কিন্তু অবশিষ্ট অনুষ্ঠান আজ্য দিয়েই শেষ করতে হবে, সে-ক্ষেত্রে যাগটির পুনরনুষ্ঠান করতে হবে না। ৩/১৪/৬ সূত্র অনুসারে স্বিষ্টকৃতের আগে পর্যন্ত প্রধানযাগের আহুতিদ্রব্য দূষিত হলেই এই প্রায়শ্চিত্ত। 'পুনরাবৃত্তি' এবং 'পুনরিজ্যা' এই দুই এর পার্থক্যের জন্য ৩/১৪/৩ সূ. দ্র.।

ব্যাপন্নানি হবীংষি কেশনখকীটপতঙ্গৈর্ অন্যৈর্ বা বীভৎসৈঃ ।। ২১।। [২০]

অনু.— আহুতিদ্রব্যগুলি দূষিত (হয়) চুল, নখ, কীট, পতঙ্গ অথবা অন্য (কোন) বীভৎস (বস্তু) দ্বারা।

ব্যাখ্যা— অন্য জায়গা থেকে উড়ে এসে না পড়লে কিন্তু আহুতিদ্রব্য বীভৎস ও দূষিত হয় না। ফলে নিজের দেহলগ্ন চুল বা নখ আহুতিদ্রব্যে লেগে গেলে কোন দোষ নেই। সূত্রে 'ব্যাপন্নানি বীভৎসৈঃ' বললেই চলত, তবুও বিস্তৃত সূত্র করায় বুঝতে হবে যে, চুল প্রভৃতির সংস্পর্শে শুদ্ধির যে উপায় স্মৃতিশাস্ত্রে বিহিত আছে তা এখানে প্রযোজ্য নয়।

ভিন্নসিক্তানি চ ।। ২২।। [২১]

অনু.— এবং ভগ্ন ও ক্ষরিত (আহুতিদ্রব্যগুলিও দূষিত হয়)।

ব্যাখ্যা— কঠিন আহুতিদ্রব্য ভেঙে গেলে এবং তরল আহুতিদ্রব্য ছড়িয়ে পড়লেও তা দূষিত বলে গণ্য হয়। ৩/১১/৬ সূত্র অনুসারে 'সমুদ্রং-' মন্ত্রে ভগ্ন ও ক্ষরিত দ্রব্যকে অভিমন্ত্রণ করে পরবর্তী সূত্র অনুযায়ী তা জলে ফেলে দিতে হয়।

অপোঽভ্যবহরেয়ুঃ ।। ২৩।। [২২]

অনু.— (দূষিত আহুতিদ্রব্যকে) জলে ফেলে দেবেন।

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্য ইতি চ বল্মীকবপায়াং বা সান্নায্যং
মধ্যমেন পলাশপর্ণেন জুহুয়াত্ ।। ২৪।। [২৩]

অনু.— অথবা (দূষিত) সান্নায্যকে মাঝের পলাশপাতা দিয়ে 'প্রজা-' (১০/১২১/১০) এই (মন্ত্রে) উইঢিবিতে আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— সান্নায্য = দুধ-মেশান দই। যে পলাশের ডালে বিজোড়-সংখ্যক পাতা আছে এমন ডাল দিয়েই উইঢিবির উপরে স্বাহান্ত মন্ত্রে এই দূষিত সান্নায্যকে আহুতি দিতে হয়। বিনা-মন্ত্রে জলেও তা ফেলে দেওয়া যায়।

বিষ্যন্দমানং মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইত্যন্তঃ-পরিধিদেশে নিবপেয়ুঃ ।। ২৫।। [২৪]

অনু.— উছলে-উঠা (দূষিত তরল দ্রব্যকে) 'মহী-' (১/২২/১৩) এই (মন্ত্রে) পরিধিস্থানের মাঝে ঢেলে দেবেন।

ব্যাখ্যা— আহবনীয়ের কুণ্ডের পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে একটি করে কাঠ পুঁতে রাখা হয়। এই তিনটি কাঠকে বলে 'পরিধি'। অপদেবতাদের হাত থেকে অগ্নিকে রক্ষার জন্যই এই পরিধির ব্যবস্থা বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করে থাকেন। তাপে দুধ বা ফেন পাত্র থেকে উছলে উঠতে থাকলে তা 'মহী-' মন্ত্রে এই তিন কাঠির মাঝে ঢেলে দেবেন। উছলে উঠে তরল দ্রব্য আগুনে বা মাটিতে পড়ে না গিয়ে যে পাত্রে পাক করা হচ্ছে সেই পাত্রের গায়ে লেগে থাকলে কিন্তু কোন দোষ হয় না। 'দেশে' বলায় পরিধি না থাকলেও ঐ সম্ভাব্য স্থানেই তা ঢেলে দিতে হয়।

অন্যতরাদোষে ব্যাসিচ্য প্রচরেয়ুঃ ।। ২৬।। [২৫]

অনু.— (রাত্রি ও সকালের দুধ এই) দুটির কোন একটি দূষিত না হলে ভাগ করে দই পেতে অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— ব্যাসিচ্য = একভাগে দম্বল ঢেলে। দর্শযাগে শুক্ল প্রতিপদে ইন্দ্র অথবা মহেন্দ্রের উদ্দেশে দুধ ও দই মিশিয়ে একসঙ্গে আহুতি দিতে হয়। তার আগের দিন রাত্রে কমপক্ষে তিনটি গরুর দুধ দুহে কলসীতে রেখে আহবনীয়ের অঙ্গারে তা গরম করে নিতে হয়। তার পরে ঐ দুধ কিছুটা ঠাণ্ডা হলে তা-তে দম্বল মিশিয়ে দই পাততে হয়। পরের দিন সকালেও আবার ঐভাবে দুধ দোহা হয়, তবে সেই দুধে দই পাতা হয় না। রাত্রের দুধকে বলে 'সায়ংদোহ' এবং সকালের দুধকে বলা হয় 'প্রাতর্দোহ'। সূত্রটি সায়ংদোহ দূষিত হওয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যদি কোন কারণে রাত্রের দুধ বা দই নষ্ট হয়, তাহলে অদুষ্ট প্রাতর্দোহকেই দু-ভাগে ভাগ করে দুটি পাত্রে রেখে এক পাত্রের দুধে দই পেতে সেই দই এবং অপর পাত্রের দুধ মিশিয়ে নিয়ে তা দিয়ে যাগ করতে হয়। প্রসঙ্গত আপ. শ্রৌ ৯/১/২৩-৩৪ এবং ভা. শ্রৌ. ৯/২/৬-১৯ দ্র.।

পুরোডাশং বা তত্স্থানে ।। ২৭।। [২৬]

অনু.— অথবা (প্রাতর্দোহ নষ্ট হলে) তার জায়গায় পুরোডাশ (আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— দই নয়, দুধ নষ্ট হলেই এই নিয়ম। সূত্রে বিহিত বিকল্পটি তাই 'ব্যবস্থিত বিভাষা' অর্থাৎ দুটি পক্ষের মধ্যে কোন্‌টি কোথায় হবে তা স্থির করাই আছে।

উভয়দোষ ঐন্দ্রাগ্নং পঞ্চশরাবম্ ওদনম্ ।। ২৮।। [২৭]

অনু.— দুটিই দূষিত হলে ইন্দ্র-অগ্নির (উদ্দেশে) পাঁচ-শরা ভাত (আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— রাত্রের দই এবং সকালের নূতন দই বা দুধ দুইই নষ্ট হলে এই ব্যবস্থা। ঐ ব্রা. মতে পূর্ববর্তী এবং বর্তমান সূত্রের ক্ষেত্রে ইন্দ্র অথবা মহেন্দ্রের উদ্দেশে পুরোডাশ আহুতি দিতে হয়— ৩২/৩ দ্র.।

তয়োঃ পৃথক্ প্রচর্যা ।। ২৯।। [২৮]

অনু— ঐ দুই (দেবতার) পৃথক্ অনুষ্ঠান (হয়)।

ব্যাখ্যা— যদিও নির্বাপের সময়ে ইন্দ্র ও অগ্নির একসাথে নির্বপ হয়, তবুও আহুতির সময়ে পাঁচ-শরা চালের অন্ন থেকেই তাঁদের উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ আহুতি দিতে হয়। তার মধ্যে 'অগ্নিং দেবতানাং প্রথমং যজেত্' এই শ্রুতি অনুসারে অগ্নির উদ্দেশেই প্রথমে আহুতি অর্পণ করা হয়, পরে ইন্দ্রের উদ্দেশে।

ঐন্দ্রম্ এবেত্যেকে ।। ৩০।। [২৯]

অনু.— (অপরের বেলেন) ইন্দ্রেরই উদ্দেশে (নির্বাপ করবেন)।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ বলেন, নির্বাপের সময়ে শুধু ইন্দ্রেরই উদ্দেশে নির্বাপ করে আহুতিদানের সময় অগ্নি এবং ইন্দ্রের উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ আহুতি দিতে হবে। এ-ক্ষেত্রেও প্রথম আহুতি পাবেন অগ্নি। আবার কেউ কেউ বলেন, নির্বাপ এবং আহুতি দুইই শুধু ইন্দ্রেরই উদ্দেশে করতে হবে।

বত্সানাং পানে বায়বে যবাগূম্ ।। ৩১ ।। [৩০]

অনু.— বাছুরেরা দুধ পান করে ফেললে বায়ুদেবতার উদ্দেশে যবাগূ (আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— সান্নায্যের জন্য দুধ দোহার আগেই বাছুরেরা গরুর সমস্ত দুধ খেয়ে নিলে যবাগূ দিয়ে বায়ুদেবতার উদ্দেশে যাগ করে আবার প্রথম থেকে স্বাভাবিকভাবে যাগটি করবেন। যদি বাছুরেরা পান করার পরেও যাগের পক্ষে যতটা প্রয়োজন ততটা দুধ দোহা সম্ভব হয় তাহলে কিন্তু যবাগূ দিয়ে নয়, ঐ অবশিষ্ট দুধ দিয়েই সান্নায্য যাগ করতে হবে। সে-ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের জন্য শুধু ব্যাহৃতিহোম করলেই চলবে। আপ. শ্রৌ. ৯/১/২৩; ভা. শ্রৌ. ৯/২/৬ দ্র.।

অগ্নিহোত্রম্ অধিশ্রিতং স্রবদ্ অভিমন্ত্রয়েত গর্ভং স্রবন্তমগদমকর্মাগ্নির্হোতা পৃথিব্যন্তরিক্ষম্। যতশ্চ্যুতদয়াবেব তন্নাভিপ্রাপ্নোতি নির্ঋতিং পরস্তাদ্ ইতি ।। ৩২।। [৩১]

অনু.— আগুনে-চাপান (পাত্রের তলা থেকে) চুইয়ে-পড়া অগ্নিহোত্রদ্রব্যকে 'গর্ভং-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) অভিমন্ত্রণ করবেন।

একাদশ কণ্ডিকা (৩/১১)

[অগ্নিহোত্রে করণীয় প্রায়শ্চিত্ত]

যস্যাগ্নিহোত্র্যুপাবসৃষ্টা দুহ্যমানোপবিশেত্ তাম্ অভিমন্ত্রয়েত যস্মাদ্ ভীষা নিষীদসি ততো নো অভয়ং কৃধি পশূন্ নঃ সর্বান্ গোপায় নমো রুদ্রায় মীঢুষে ইতি ।। ১।।

অনু.— যাঁর অগ্নিহোত্রের গরু বাছুরের সঙ্গে যুক্ত (হওয়ার পর) দোহনরত অবস্থায় বসে পড়ে সেই (গরুকে) 'যস্মাদ্-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) অভিমন্ত্রণ করবেন।

ব্যাখ্যা — অগ্নিহোত্রী = যে গরুর দুধ দুহে অগ্নিহোত্র করা হয়। উপাবসৃষ্টা = দুধ দোহার সময়ে যে গরুর কাছে বাছুর রাখা হয়েছে। ঐ. ব্রা. ২৫/২ এবং ৩২/২ অংশেও বৎসসংযোগের পরে গাভী বসে পড়লে এই মন্ত্র পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অথৈনাম্ উত্থাপয়েদ্ উদস্থাদ্ দেব্যদিতিরায়ুর্যজ্ঞপতাবধাত্। ইন্দ্রায় কৃণ্বতী ভাগং মিত্রায় বরুণায় চেতি। ।। ২।।

অনু.— তার পর এই (উপবিষ্ট গরুকে) 'উদস্থাদ্-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) ওঠাবেন।

ব্যাখ্যা— 'অথ' বলায় যিনি অভিমন্ত্রণ করবেন তিনিই অর্থাৎ যজমান বা আহুতিদাতাই ওঠাবেন। ঐ. ব্রা. ২৫/২ এবং ৩২/২ অংশেও এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

অথাস্যা ঊধসি চ মুখে চোদপাত্রম্ উপোদ্গৃহ্য দুগ্ধ্বা ব্রাহ্মণং পায়য়েদ্ যস্যান্নোক্ষ্যন্ স্যাদ্ যাবজ্জীবং সংবত্সরং বা। ।। ৩।।

অনু.— এর পর এই (গরুর) স্তন ও মুখের নিকটে জলের পাত্র তুলে ধরে (দুধ) দুহে (এমন) ব্রাহ্মণকে (তা) পান করাবেন যাঁর (অন্ন যজমানকে) সারা জীবন অথবা সারা বছর (নিজেকে) আর খেতে হবে না।

ব্যাখ্যা— গরুর স্তন ও মুখ জল দিয়ে ধুয়ে এই কাজটি করতে হয়। এখানেও 'অথ' শব্দের প্রয়োজন আগের সূত্রেরই মতো। ঐ. ব্রা. ২৫/২ অংশে এবং ৩২/২ অংশে গাভীদানের এবং এই একই মন্ত্র পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাশ্যমানায়ৈ যবসং প্রযচ্ছেত্ সূযবসাদ্ ভগবতী হি ভূয়া ইতি ।। ৪।।

অনু.— শব্দরত (গরুকে) 'সূয-' (১/১৬৪/৪০) এই (মন্ত্রে) খাদ্য দেবেন।

ব্যাখ্যা — দুধ দোহার সময়ে বাছুরকে গরুর কাছ ছেড়ে-দেওয়া থেকে শুরু করে দুধ-দোহা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গরু হাম্বারব করতে থাকলে তাকে কিছু খেতে দিয়ে তার পরে দুধ দুইতে হবে। ঐ. ব্রা. ২৫/২ এবং ৩২/২ অংশেও এই একই বিধান দেওয়া হয়েছে।

শোণিতং দুগ্ধং গার্হপত্যে সংক্ষাপ্যান্যেন জুহুয়াত্ ।। ৫।।

অনু. — রক্তাক্ত দুধ গার্হপত্যে শুষে নিয়ে অন্য দ্রব্য দিয়ে আহুতি দেবেন।

ভিন্নং সিক্তং বাভিমন্ত্রয়েত সমুদ্রং বঃ প্রহিণোমি স্বাং যোনিমপি গচ্ছত। অরিষ্টা অস্মাকং বীরা ময়ি গাবঃ সন্তু গোপতাব্ ইতি ।। ৬।।

অনু. — (পাত্র ভেঙে গিয়ে) ছড়িয়ে-পড়া অথবা (ছিদ্র দিয়ে) ক্ষরে-পড়া (আহুতিদ্রব্যকে) 'সমুদ্রং-' (সু.) এই (মন্ত্রে) অভিমন্ত্রণ করবেন।

ব্যাখ্যা — ছড়িয়ে-পড়া ও ক্ষরে-পড়া যে-কোন আহুতিদ্রব্যকে স্পর্শ ও অভিমন্ত্রণ করে ৩/১০/২৩ সূত্র অনুসারে জলে ফেলে দিতে হয়। দুধ ক্ষরে পড়লে অবশ্য এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ না করে পরবর্তী সূত্র অনুযায়ী তা করতে হয়।

যস্যাগ্নিহোত্র্যুপাবসৃষ্টা দুহ্যমানা স্পন্দেত সা যত্ তত্র স্কন্দয়েত্ তদ্ অভিমৃশ্য জপেদ্ যদদ্য দুগ্ধং পৃথিবীমসৃপ্ত যদোষধীরত্যসৃপদ্ যদাপঃ। পয়ো গৃহেষু পয়ো অঘ্ন্যায়াং পয়ো বত্সেষু পয়ো অস্তু তন্ময়ীতি ।। ৭।।

অনু.— যাঁর অগ্নিহোত্রের গরু বাছুরের সঙ্গে যুক্ত (হওয়ার পর) দোহনরত (অবস্থায়) নড়ে যায় সেই (গরু) যে (দুধ) সেখানে (সেই অবস্থায় মাটিতে) ছড়িয়ে ফেলে সেই (দুধকে) স্পর্শ করে 'যদদ্য-' (সু.) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

ব্যাখ্যা — দুধকে স্পর্শ করে থেকে অভিমন্ত্রণ করবেন। মন্ত্রে 'পয়ঃ' শব্দ আছে বলে দুধ ক্ষরিত হলেই এই মন্ত্র জপ করবেন। এই মন্ত্র এবং পূর্ববর্তী 'সমুদ্রং-' মন্ত্রের উদ্দেশ্য একই বলে দুটি মন্ত্রের ক্ষেত্রেই অভিমর্শন ও অভিমন্ত্রণ প্রযোজ্য হবে। ঐ. ব্রা. ২৫/২ এবং ৩২/২ অংশেও এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

তত্র যত্ পরিশিষ্টং স্যাত্ তেন জুহুয়াত্ ।। ৮।।

অনু.— যে দুধ (পাত্রে) পড়ে থাকে তা দিয়ে হোম করবেন।

ব্যাখ্যা —মাটিতে পড়ে যাওয়ার পরে পাত্রে যেটুকু দুধ থেকে যায় সেই অপর্যাপ্ত দুধ দিয়েই আহুতি দিতে হয়। আহুতির পরে দুধ আর অবশিষ্ট থাকে না বলে ইড়াভক্ষণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান বাদ দেওয়া হয়। বৃত্তিকারের মতে অন্য আহুতিদ্রব্যের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য— 'তত্র যত্ পরিশিষ্টম্ ইত্যাদি দ্রব্যান্তরেষ্বপি সাধারণম্ অন্যস্যানাম্নানাত্'। ঐ. ব্রা. ২৫/২ এবং ৩২/২ অংশের নির্দেশও তা-ই, তবে অবশিষ্ট দুধ হোমের পক্ষে পর্যাপ্ত হওয়া চাই।

অন্যেন বাভ্যানীয় ।। ৯।।

অনু.— অথবা (কোন স্থান থেকে) নিয়ে এসে অন্য (দ্রব্য) দ্বারা (আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— অথবা অপর্যাপ্ত দুধ দিয়ে আহুতি না দিয়ে অন্য জায়গা থেকে দুধ নিয়ে এসে আহুতি দেবেন। বৃত্তিকারের মতে অন্য দ্রব্যের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। আগের সূত্রে হোমের পরবর্তী কর্মগুলির পক্ষে আহুতিদ্রব্য অপর্যাপ্ত হলে কি করণীয় তা বলা হয়েছে। এই সূত্রে বলা হয়েছে হোমের পক্ষেই অবশিষ্ট আহুতিদ্রব্য যদি পর্যাপ্ত না হয় তা হলে কি করতে হবে। ঐ. ব্রা. ২৫/২ অংশে বলা হয়েছে সমস্ত দুধ পড়ে গেলে এই প্রায়শ্চিত্ত। অন্য গাভী না পেলে শ্রদ্ধা দ্বারা হোম করতে হবে। 'দোহনবচনং (১০নং সূত্র) পূর্বসূত্রে স্কন্দননিমিত্তবিশেষস্যাবিবক্ষিতত্বসূচনার্থম্' (না.)।

এতদ্ দোহনাদ্যা প্রাচীনহরণাত্ ।। ১০।।

অনু.— দোহন থেকে শুরু করে প্রাচীনহরণ পর্যন্ত (সময়ের মধ্যে) এই (প্রায়শ্চিত্ত)।

ব্যাখ্যা— প্রাচীনহরণ = স্রুকে আহুতিদ্রব্য গ্রহণ করে তা পূর্ব দিকে আহবনীয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া। দুধ-দোহা থেকে

শুরু করে আহুতির জন্য দুধকে পূর্ব দিকে নিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দুধ মাটিতে ছড়িয়ে পড়লে বা ক্ষরে পড়লে এই ৬-৮ সূত্রে বিহিত প্রায়শ্চিত্তগুলি করতে হয়। 'আদি' বলায় দুধ গরম করার পরে পড়ে গেলেও এই নিয়ম। অন্য বিধান না থাকায় দুধ উছলে পড়লেও এ-ই প্রায়শ্চিত্ত।

প্রজাপতের্বিশ্বভৃতি তন্বং হুতমসীতি তত্র স্কন্নাভিমর্শনম্ ।। ১১।।

অনু. — ঐ (প্রাচীনহরণে) 'প্রজা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) ছড়িয়ে-পড়া (দুধকে) স্পর্শ (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— দুধকে প্রাচীনহরণের অর্থাৎ আহবনীয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময়ে স্রুক্ থেকে সম্পূর্ণ অথবা চারভাগের তিনভাগ দুধ মাটিতে পড়ে গেলে এই মন্ত্রে তা স্পর্শ করতে হয়।

শেষেণ জুহুয়াত্ ।। ১২।।

অনু.— (তার পরে স্রুবের) অবশিষ্ট (দুধ) দিয়ে আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— সূত্রটি না করলেও চলত, তবুও তা করার অর্থ— অবশিষ্ট দুধ-দুটি হোমের পক্ষে পর্যাপ্ত না হলেও ঐ অল্প পরিমাণ অবশিষ্ট অপর্যাপ্ত দুধ দিয়েই আহুতি দিতে হবে। সঙ্গে ১৬ নং ও ১৭নং সূত্রের নির্দেশও পালন করতে হবে।

পুনর্ উন্নীয়াশেষে ।। ১৩।।

অনু.— (স্রুকের দুধ) নিঃশেষিত হলে আবার (স্রুক্‌টি দুধ দিয়ে) পূর্ণ করে (আহুতি দিতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি স্রুক্ থেকে নিঃশেষে সমস্ত দুধ মাটিতে পড়ে যায় তাহলে আবার স্রুকে দুধ নিয়ে আহুতি দিতে হবে। আহুতি দেওয়ার জন্য আহবনীয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে যেখানে স্রুক্ থেকে দুধ মাটিতে পড়ে যায় সেখানেই বসে পড়ে অন্য কাউকে দুধের পাত্রটি নিজের কাছে নিয়ে আসার জন্য পাঠাতে হয় (ঐ. ব্রা. ৩২/৪ দ্র.)। পাত্রটি কাছে আনা হলে স্রুকে আবার দুধ নিয়ে আহুতি দিতে হয়। স্রুকে দুধ ভর্তি করার জন্য নিজেও পাত্রীর কাছে ফিরে যাবেন না, স্রুক্‌টিকেও কারও হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন না। সঙ্গে ১৬নং ও ১৭ নং সূত্রের নির্দেশও পালন করতে হবে।

আজ্যম্ অশেষে ।। ১৪।।

অনু.— (দুগ্ধপাত্রের দুধও) নিঃশেষিত হলে আজ্য (আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— পাত্রের দুধও ফুরিয়ে গেলে আজ্য দিয়েই অগ্নিহোত্রের আহুতি দিতে হয়। তার আগে আজ্যের সংস্কার করে সেই আজ্য স্রুকে গ্রহণ করতে হয়। সঙ্গে ১৬নং ১৭নং সূত্রের নির্দেশও পালন করতে হবে।

এতদ্ আ হোমাত্ ।। ১৫।।

অনু.— (অগ্নিহোত্রের) আহুতি পর্যন্ত এই (প্রায়শ্চিত্ত)।

ব্যাখ্যা— প্রাচীনহরণ থেকে অগ্নিহোত্রের দ্বিতীয় আহুতির প্রদান পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আহুতিদ্রব্যের অপচয়ে এই প্রায়শ্চিত্ত।

বারুণীং জপিত্বা বারুণ্যা জুহুয়াত্ ।। ১৬।।

অনু.— বরুণদেবতার (যে-কোন) মন্ত্র জপ করে বরুণ দেবতার (যে-কোন) মন্ত্র দ্বারা আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্রের প্রথম দেবতার বেলায় ১২-১৪ নং সূত্রের ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে-কোন বারুণী ঋক্‌মন্ত্র জপ করে যে-কোন বারুণী ঋক্‌মন্ত্রে প্রথম আহুতি দিতে হয়। দ্বিতীয় আহুতির দেবতা প্রজাপতি বলে সেখানে কোন মন্ত্রই লাগে না, নিঃশব্দে আহুতি দেওয়া হয়।

অনশনম্ আন্যস্মাদ্ হোমকালাত্ ।। ১৭।।

অনু.— অন্য (অগ্নিহোত্র-) হোমের সময় পর্যন্ত অনশন (করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১২-১৪ নং সূত্রের ক্ষেত্রে সান্ধ্য অগ্নিহোত্রের স্থলে সকালের হোম পর্যন্ত এবং প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্রের বেলায় সান্ধ্য হোম না-হওয়া পর্যন্ত যজমানকে না খেয়ে থাকতে হয়। বরুণমন্ত্রের জপ, বরুণমন্ত্রে আহুতিপ্রদান এবং অনশন এই তিনটি কর্ম ঐ ১২-১৪ নং পর্যন্ত তিনটি পক্ষেই করণীয়।

পুনর্হোমং চ গাণগারিঃ ।। ১৮।।

অনু.— গাণগারি (বলেন) এবং আবার হোম (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— গাণগারির মতে ১২-১৪ নং সূত্রের ক্ষেত্রে ১৬-১৭ নং সূত্রে বিহিত প্রায়শ্চিত্তের পরে আবার যথানিয়মে পরিচিত অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করতে হয়। ঐ অনুষ্ঠানে অগ্নিবিহরণ ইত্যাদি করণীয় সব-কিছুই আবার করা হয়ে থাকে।

অগ্নিহোত্রং শরশরায়ত্ সমোষামুম্ ইতি দ্বেষ্টারম্ উদ্-আহরেত্ ।। ১৯।।

অনু.— অগ্নিহোত্র (দ্রব্য আগুনে গরম করার সময়ে) শরশর করে শব্দ করতে থাকলে 'সমো-' (সূ.) এই (মন্ত্রে আহুতিদ্রব্যকে অভিমন্ত্রণ করবেন এবং মন্ত্রের) 'অমুম্' এই (শব্দের স্থানে দ্বিতীয়া বিভক্তিতে নিজের) বিদ্বেষী (ব্যক্তির নাম) উল্লেখ করবেন।

বিষ্যন্দমানং মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইত্যাহবনীয়স্য ভস্মান্তে নিনয়েত্ ।। ২০।।

অনু.— (আগুন থেকে নামাবার পর পাত্র থেকে আহুতিদ্রব্যের) উছলে-উঠা (অংশকে) 'মহী-' (১/২২/১৩) এই (মন্ত্রে) আহবনীয়ে ছাই-এর ধারে ঢেলে দেবেন।

ব্যাখ্যা— আগুনে গরম করে নামিয়ে নেওয়ার পরে আহুতিদ্রব্য উছলে উঠলে এই নিয়ম। আগুনে পাক করার সময়ে উছলে উঠলে ব্রাহ্মণগ্রন্থে (ঐ. ব্রা. ৩২/৪) যা নির্দিষ্ট হয়েছে সেই প্রায়শ্চিত্তই অর্থাৎ পাত্রে জল ছিটাতে এবং 'দিবং তৃতীয়ং-' ও 'বয়োরোজসা-' মন্ত্র জপ করতে হবে।

সান্নায্যবদ্ বীভত্সে ।। ২১।।

অনু.— (আহুতিদ্রব্য) বীভৎস হলে সান্নায্যের মতো (অনুষ্ঠান হবে)।

ব্যাখ্যা— সান্নায্য দূষিত হলে ৩/১০/২৩, ২৪ সূত্রে যা করতে বলা হয়েছে অগ্নিহোত্রের আহুতিদ্রব্য বীভৎস অর্থাৎ দূষিত হলেও তা-ই করতে হবে।

অভিবৃষ্টে মিত্রো জনান্ যাতয়তি ব্রুবাণ ইতি সমিদ্-আধানম্ ।। ২২।।

অনু.— (আহুতিকে) লক্ষ্য করে বর্ষণ হলে 'মিত্রো-' (৩/৫৯/১) এই (মন্ত্রে) অগ্নিতে একটি সমিৎ স্থাপন (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্রের আহুতির সময়ে বৃষ্টির জল পড়লে এই প্রায়শ্চিত্ত। বৃত্তিকারের মতে এটি অতিরিক্ত একটি সমিৎ (২/৩/১৬ সূ.দ্র.)। পূর্বাহুতির আগে বৃষ্টি পড়লেও তাই এই নিয়মে একটি অন্য একটি সমিৎ স্থাপন করতে হয়।

যত্র বেত্থ বনস্পত ইত্যুত্তরস্যা আহুত্যাঃ স্কন্দনে ।। ২৩।।

অনু.— (অগ্নিহোত্রে) পরবর্তী আহুতি (-দ্রব্য মাটিতে) পড়ে বিনষ্ট হলে 'যত্র-' (৫/৫/১০) এই (মন্ত্রে অগ্নিতে অতিরিক্ত একটি সমিৎ স্থাপন করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্রের উত্তরাহুতির দ্রব্য মাটিতে পড়ে গেলে এই প্রায়শ্চিত্ত।

দ্বাদশ কণ্ডিকা (৩/১২)

[অগ্নিহোত্রে সময় অতিক্রান্ত হলে, অগ্নির নির্বাপণে, যথাসময়ে অগ্নিপ্রণয়ন না করা হলে করণীয় প্রায়শ্চিত্ত]

প্রদোষান্তো হোমকালঃ ।। ১ ।।

অনু.— (সন্ধ্যায় অগ্নিহোত্রের) হোমের সময় প্রদোষের শেষ পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা— প্রদোষ হচ্ছে রাত্রির প্রথম চতুর্থ অংশ অর্থাৎ প্রথম তিন ঘন্টা। ভিন্ন মতে তা হচ্ছে পঞ্চম ও ষষ্ঠ নাড়িকা অর্থাৎ (সূর্যাস্তের পরে) রাত্রের প্রায় ৯৭ মি. - ১৪৪মি. পর্যন্ত সময়। এই সময়ের মধ্যে সান্ধ্য অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করতে হয়। সান্ধ্য অগ্নিহোত্রের শেষ সময়সীমা হচ্ছে প্রদোষের শেষ। ২ নাড়িকা = ১ মুহূর্ত অর্থাৎ প্রায় ৪৮ মি.; ১৫ মুহূর্ত = ১ দিবা। ৩০ মুহূর্ত বা ৬০ নাড়িকা = ১ সম্পূর্ণ দিন-রাত্রি।

সংগবান্তঃ প্রাতঃ ।। ২ ।।

অনু.— সকালে অগ্নিহোত্রের সময় সংগব পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা— সংগব মানে যে-সময়ে বাছুরের সঙ্গে গরুরা একত্র থাকে অর্থাৎ দিনের প্রথম তৃতীয় অংশ বা প্রথম চার ঘন্টা অথবা খুব সকাল থেকে প্রায় আড়াই ঘন্টা পরে। প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্র সকালে প্রথম চার ঘন্টার মধ্যে করতে হয়। সকালে কেউ সূর্যোদয়ের আগে, কেউ বা সূর্যোদয়ের পরে অগ্নিহোত্র করেন। আগে করুন অথবা পরেই করুন, এই সময়ের মধ্যে করা হলে কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না।

তম্ অতিনীয় চতুর্গৃহীতম্ আজ্যং জুহুয়াত্ ।। ৩।।

অনু.— (হোমের) সেই (সময়) অতিক্রম করলে (পাত্র থেকে স্রুকে) চার-বার নেওয়া আজ্য (অগ্নিতে) আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— ১-২ নং সূত্রে যে সময়সীমা নির্দেশ করা হয়েছে তা লঙ্ঘন করলে আজ্য আহুতি দিতে হয়। আহুতির মন্ত্র পরবর্তী সূত্রে বলা হয়েছে।

যদি সায়ং দোষা বস্তর্নমঃ স্বাহেতি যদি প্রাতঃ প্রাতর্বস্তর্নমঃ স্বাহেতি ।। ৪।।

অনু.— যদি সন্ধ্যায় (হোমের সময় অতিক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে) 'দোষা-' (সূ.), যদি সকালে (সময় অতিক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে) 'প্রাত-' (সূ.) এই (মন্ত্রে ঐ চতুর্গৃহীত আজ্য অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়)।

অগ্নিহোত্রম্ উপসাদ্য ভূর্ভুবঃ স্বর্ ইতি জপিত্বা বরং দত্ত্বা জুহুয়াত্ ।। ৫।। [৪]

অনু.— অগ্নিহোত্র (-দ্রব্য বেদিতে) রেখে 'ভূ-' (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করে বর দান করে (অগ্নিহোত্রের আহুতি-দ্রব্য) আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্রের স্রুক্‌টি বেদিতে কুশের উপর রেখে (২/৩/১৫ সূ. দ্র.) 'ভূ-' এই মন্ত্রটি জপ করে, তার পরে একটি বর অর্থাৎ গরু দান করে ২/৩/১৫ ইত্যাদি সূত্র অনুযায়ী সমিৎ-স্থাপন প্রভৃতি কর্ম করে মূল অগ্নিহোত্রহোমটি করতে হয়। সূত্রে যে ক্ত্বাচ্ এবং ল্যপ্ প্রত্যয় আছে তা কেবল কাজগুলির ক্রম বোঝাচ্ছে; একটির ঠিক অব্যবহিত পরেই যে অপর কাজটি করতে হবে এবং কাজগুলি যে একজনকেই করতে হবে তা নয়।

ইষ্টিশ্ চ বারুণী ।। ৬।। [৫]

অনু.— এবং বারুণী ইষ্টি (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্র শেষ করে প্রায়শ্চিত্তের জন্য এই ইষ্টিটিও করতে হয়। আহুতি দেওয়া হবে অগ্নিহোত্রের জন্য বিহৃত (= স্থাপিত, নিয়ে-আসা) অগ্নিগুলিতেই।

হুত্বা প্রাতর্ বরদানম্ ।। ৭।। [৬]

অনু.— সকালে (অগ্নিহোত্র) হোম করে বরদান (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ৫নং সূত্রে যে গরু দেওয়ার কথা আছে সকালের অগ্নিহোত্রের সময় লঙ্ঘন করলে অগ্নিহোত্রহোম ও বারুণী ইষ্টি শেষ করে তবে তা দিতে হয়। সন্ধ্যায় বরদান, হোম, ইষ্টি এবং প্রাতে হোম, ইষ্টি, বরদান— এই হল প্রায়শ্চিত্তে ক্রম।

অনুগময়িত্বা চাহবনীয়ং পুনঃ প্রণয়েদ্ ইহৈব ক্ষেত্য্ এধি মা প্রহাসীরমুং মামুং মামুষ্যায়ণম্ ইতি ।। ৮।। [৭]

অনু.— এবং (কুণ্ডের আগুন) নিবিয়ে দিয়ে আহবনীয়কে আবার 'ইহৈব-' (সূ.) এই (মন্ত্রে গার্হপত্য থেকে) প্রণয়ন করবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিহোত্র এবং বারুণী ইষ্টির পর আহবনীয়কে নিবিয়ে দিয়ে 'ইহৈব-' মন্ত্রের 'অমুম্' শব্দের স্থানে যজমানের নাম এবং 'আমুষ্যায়ণম্' শব্দের স্থানে যজমানের গোত্রের নাম দ্বিতীয়া বিভক্তিতে উল্লেখ করে গার্হপত্য থেকে ঐ কুণ্ডে আবার অগ্নি-প্রণয়ন করতে হয়। পিতা প্রভৃতি পূর্বপুরুষ জীবিত থাকলে মন্ত্রে গোত্রের নামে আয়ন-প্রত্যয় যোগ করতে হয়, কিন্তু যদি জীবিত না থাকেন তাহলে অণ্-প্রত্যয় যোগ করবেন। বৃত্তি অনুযায়ী সূত্রের (অমুং) 'মামুং' এই পাঠান্তর অবান্তর। অগ্নিহোত্রের সমাপ্তির পরে আহবনীয় আর আহবনীয় থাকে না, লৌকিক অগ্নি হয়ে যায়। সূত্রে তবুও 'আহবনীয়ম্' বলায় বুঝতে হবে যে, নৈমিত্তক কর্মও পূর্ববিহৃত অগ্নিতেই করতে হয়।

তত ইষ্টির্ মিত্রঃ সূর্যঃ ।। ৯।। [৮]

অনু.— তার পর (একটি) ইষ্টিযাগ (করা হয়)। মিত্র (এবং) সূর্য (সেই ইষ্টির দেবতা)।

ব্যাখ্যা— আহবনীয়ে অগ্নি-প্রণয়নের পরে মিত্র ও সূর্যের উদ্দেশে একটি ইষ্টিযাগ করতে হয়।

অভি যো মহিনা দিবং প্র স মিত্র মর্তো অস্তু প্রয়স্বান্ ইতি ।। ১০।। [৯]

অনু.— (মিত্রের অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'অভি-' (৩/৫৯/৭), 'প্র-' (৩/৫৯/২)।

সংস্থিতায়াং পত্ন্যা সহ বাগ্‌যতোঽহ্নীঞ্জ্ জ্বলতোঽহর্ অনশ্নন্ উপাসীত ।। ১১।। [৯]

অনু.— (এই ইষ্টি) শেষ হলে বাক্-সংযমী (হয়ে) স্ত্রীর সঙ্গে সারা দিন না খেয়ে জ্বলন্ত অগ্নিগুলির কাছে বসে থাকবেন।

ব্যাখ্যা— অহরনশ্নন্নুপাসীত = অহঃ + অনশ্নন্ + উপাসীত। উপাসীত = 'সমীপে আসীত ইত্যর্থঃ' (না.)। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস করে থেকে পরবর্তী সূত্র অনুযায়ী সন্ধ্যায় যথাসময়ে অগ্নিহোত্র করতে হয়। তিন অগ্নিকে তাঁরাই দু-জনে জ্বালিয়ে রাখেন।

দ্বয়োর্ দুগ্ধেন বাসেঽগ্নিহোত্রং জুহুয়াত্ ।। ১২।। [১০]

অনু.— রাত্রের প্রথম চতুর্থ ভাগে দুটি (গরুর) দুধ দিয়ে অগ্নিহোত্রের আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— বাস = রাত্রের প্রথম চতুর্থ অংশ। এটি যথাসময়ে অনুষ্ঠেয় প্রাত্যহিক স্বাভাবিক সান্ধ্য অগ্নিহোত্রই।

অধিশ্রিতেঽন্যস্মিন্ দ্বিতীয়ম্ অবনয়েত্ ।। ১৩।। [১১]

অনু.— একটি (গরুর দুধ আগুনে) চাপান হলে (তা-তে) দ্বিতীয় (গরুর দুধ) ঢেলে দেবেন।

ব্যাখ্যা— সান্ধ্য অগ্নিহোত্রের সময়ে এইরকম করতে হয়। দুই গরুর মিশ্রিত দুধ আহুতি দিয়ে কর্ম শেষ করা হয়। এর পর আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নিকে পরিত্যাগ করতে হয়।

।। ১৪।। [১২]

অনু.— সকালে ইষ্টি (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— পরের দিন সকালে 'ব্রতভৃত্' নামে একটি ইষ্টিযাগ করতে হবে। ৩-৬ নং সূত্রের নিয়ম সন্ধ্যা ও সকাল দু-বেলার অগ্নিহোত্রেই প্রযোজ্য। ৭-১৪ নং সূত্র পর্যন্ত যা যা বলা হল তা শুধু সকালের অগ্নিহোত্রের সময় উত্তীর্ণ হলেই প্রযোজ্য। এই সূত্রের যে 'প্রাতঃ' তা পরবর্তী দিনেরই প্রাতঃকাল। কালের বিধান করায় বুঝাতে হবে এটি একটি ভিন্ন অনুষ্ঠান। আগের দিনে যে আহবনীয় ও দক্ষিণ অগ্নির বিহরণ হয়েছে সেই দুই অগ্নি পরিত্যাগ করে এই ইষ্টির জন্য তাই আবার গার্হপত্য থেকে অপর দুই কুণ্ডে অগ্নির বিহরণ করতে হবে।

অগ্নির্ ব্রতভৃত্ ।। ১৫।। [১৩]

অনু.— (এই ইষ্টিতে) ব্রতভৃত্ অগ্নি (দেবতা)।

ত্বমগ্নে ব্রতভৃচ্ছুচিরগ্নে দেবাঁ ইহাবহ। উপ যজ্ঞং হবিশ্চ নঃ। ব্রতানি বিভ্রদ্ ব্রতপা অদব্ধো যজা নো দেবাঁ অজরঃ সুবীরঃ। দধদ্ রত্নানি সুমৃড়ীকো অগ্নে গোপায় নো জীবসে জাতবেদ ইতি ।। ১৬।। [১৪]

অনু.— (অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'ত্বমগ্নে-' (সূ.), 'ব্রতানি-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— এই দুটি মন্ত্র ব্রতভৃত্ ইষ্টির যথাক্রমে অনুবাক্যা ও যাজ্যা। যথাসময়ে অগ্নিপ্রণয়ন করা হলেও হোমের সময় অতিক্রান্ত হলে এই প্রায়শ্চিত্ত। অগ্নির প্রণয়নও হয় নি, হোমের সময়ও উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এমন হলে অত্যন্ত বিপদের ক্ষেত্রে অনুদ্ধৃত প্রায়শ্চিত্তের পরে হোম এবং বিনা বিপদের ক্ষেত্রে মনস্বতীহোম ও অনুদ্ধৃত প্রায়শ্চিত্ত করে হোম করতে হয়। প্রায়শ্চিত্তের এই রকম নানা ভেদ আছে। ঐ. ব্রা. ৩২/৭ অংশেও এই দুটি মন্ত্রই বিহিত ও সংক্ষেপে উদ্ধৃত হয়েছে।

এষৈবার্ত্যাশ্রুপাতে ।। ১৭।। [১৫]

অনু.— দুঃখে অশ্রুপাত হলে এই (ইষ্টি-) ই (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসে এবং তার যে-কোন বিকৃতিযাগে ধূম প্রভৃতি কারণে নয়, দুঃখে যজমান তাঁর চোখের জল ফেললে সেখানে প্রায়শ্চিত্তের জন্য এই ব্রতভৃত্ ইষ্টিটি করতে হয়। প্রসঙ্গত ৩/১৩/১৮ সূ. দ্র.।

যদ্যাহবনীয়ম্ অপ্রণীতম্ অভ্যস্তমিয়াদ্ বহুবিদ্ ব্রাহ্মণোঽগ্নিং প্রণয়েদ্ দর্ভৈর্ হিরণ্যেঽগ্রতো হ্রিয়মাণে ।। ১৮।। [১৬]

অনু.— (সন্ধ্যায়) যদি প্রণয়ন-শূন্য আহবনীয়কে লক্ষ্য করে (সূর্য) অস্ত যায় (তাহলে) দর্ভ দ্বারা সুবর্ণকে সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হতে থাকলে বহুজ্ঞানী (কোন) ব্রাহ্মণ অগ্নিকে প্রণয়ন করবেন।

ব্যাখ্যা— সন্ধ্যায় অগ্নিহোত্রের জন্য গার্হপত্যকুণ্ড থেকে আহবনীয়কুণ্ডে অগ্নিকে নিয়ে যাওয়ার আগেই যদি সূর্য অস্ত যায় তাহলে যাঁরা তখন সহজলভ্য তাঁদের মধ্যে যিনি বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সেই ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে অগ্নি প্রণয়ন করাতে হয়। সামনে একজন কুশের উপর স্বর্ণখণ্ড নিয়ে এগিয়ে চলবেন; তাঁর পিছন পিছন যাবেন ঐ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ। গার্হপত্য

থেকে অগ্নি নিয়ে এসে আহবনীয়ের কুণ্ডে তা রেখে দিতে। ঐ ব্রা. ৩২/১১ অংশেও সম্মুখে সুবর্ণ-ধারণের কথা বলা হয়েছে। এই হিরণ্য আদিত্যেরই প্রতীক।

অভ্যুদিতে চতুর্গৃহীতম্ আজ্যং রজতং চ হিরণ্যবদ্ অগ্রতো হরেয়ুঃ ।। ১৯।। [১৭]

অনু.— (সকালে প্রণয়ন-শূন্য আহবনীয়কে লক্ষ্য করে সূর্য) উঠে পড়লে চারবার-নেওয়া আজ্য এবং রজতকে সুবর্ণের মতোই সামনে নিয়ে এগিয়ে যাবেন।

ব্যাখ্যা— সকালে অগ্নি-প্রণয়নের আগেই সূর্য উঠে পড়লে একজন স্রুকে চারবার আজ্য গ্রহণ করে সেই আজ্য ও রজত (রূপা) নিয়ে আগে আগে যাবেন, পিছন পিছন যাবেন এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ অগ্নিপ্রণয়ন করতে করতে। এই সূত্রে আবার 'অগ্রতো' বলায় আজ্য ও রজতকে আগে আগে নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু রজতকে সুবর্ণের মতো কুশের উপর ধরে রাখতে হবে না। 'হিরণ্যবদ্' বলায় বহুবিদ্ ব্রাহ্মণই অগ্নি নিয়ে যাবেন এবং 'অগ্রতো' বলায় দর্ভের প্রাপ্তি ঘটবে না। ঐ. ব্রা. ৩২/১১ অংশেও রজত উপরে রেখে অগ্নি-উদ্ধরণ করতে (অর্থাৎ কুণ্ড থেকে আগুন তুলতে) বলা হয়েছে। রজত এখানে রাত্রির প্রতীক।

অথৈতদ্ আজ্যং জুহুয়াত্ পুরস্তাত্ প্রত্যঙ্মুখ উপবিশ্যোষাঃ কেতুনা জুষতাং স্বাহেতি ।। ২০।। [১৮]

অনু.— এর পর এই (চারবার-নেওয়া) আজ্য আহবনীয়ের পূর্ব দিকে পশ্চিমমুখী (হয়ে) বসে 'উষাঃ-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) আহুতি দেবেন।

কালাত্যয়েন শেষঃ ।। ২১।। [১৯]

অনু.— (প্রণয়নের প্রায়শ্চিত্তে পালনীয়) অবশিষ্ট (নিয়ম) সময়-অতিক্রমের (নিয়মের) দ্বারা (বলা হয়ে গেছে)।

ব্যাখ্যা— সকালের ও সন্ধ্যার অগ্নিহোত্রে উদ্ধরণ (= গার্হপত্য থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার তুলে নেওয়া) ও প্রণয়নের সময় অতিক্রান্ত হলে অন্যান্য যে যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা অগ্নিহোত্রহোমের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার প্রায়শ্চিত্তের মতোই (৩-১৬ নং সূ. দ্র.)। সান্ধ্য অগ্নিহোত্রে প্রণয়নের সময় অতিক্রান্ত হলে ৩-৬ নং সূত্র অনুযায়ী এবং প্রাতঃকালীন অগ্নিহোত্রে প্রণয়নের সময় অতিক্রান্ত হলে ৩-১৬ নং (কার্যত ৫-১৬ নং) সূত্র অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত কর্ম করতে হয়। এছাড়া এখন যা বলা হল সেই ১৮-২০ নং সূত্রের নির্দেশগুলিও পালন করতে হবে।

ন ত্বিহাগ্নির্ অনুগম্যঃ ।। ২২।। [২০]

অনু.— এখানে (উদ্ধরণ ও প্রণয়নে) কিন্তু (আহবনীয়) অগ্নি নেবাতে হয় না।

ব্যাখ্যা— প্রণয়নের সময় অতিক্রান্ত হলে হোমের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার নিয়মগুলি মানতে হলেও আহবনীয় অগ্নিকে কিন্তু ৮ নং সূত্র অনুযায়ী নিবিয়ে দিতে নেই। অগ্নিহোত্রের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিতেই ১২ নং সূত্র পর্যন্ত নির্দিষ্ট কাজগুলি করে যেতে হয়।

আহবনীয়ে চেদ্ ধ্রিয়মাণে গার্হপত্যোঽনুগচ্ছেত্ স্বেভ্য এনম্ অবক্ষামেভ্যো মন্থেয়ুর্ অনুগময়েত্ ত্বিতরম্ ।। ২৩।। [২১]

অনু.— আহবনীয় (জ্বলিত) রাখতে রাখতে যদি গার্হপত্য নিবে যায় (তাহলে) নিজ মন্থনযোগ্য কাঠ থেকে (গার্হপত্যের জন্য) এই (অগ্নিকে) মন্থন করবেন (এবং) অপর (অগ্নিটিকে) কিন্তু নিবিয়ে দেবেন।

ব্যাখ্যা—অবক্ষাম = মন্থনযোগ্য কাঠ। আহবনীয় অগ্নি জ্বলিত থাকা অবস্থায় গার্হপত্য অগ্নি যদি নিবে যায় তাহলে যজমান নিজের মন্থন-উপযোগী কাঠ দিয়ে বিনামন্ত্রে অগ্নি উৎপাদন করে গার্হপত্যের কুণ্ডে তা রেখে দেবেন এবং আহবনীয়ের জ্বলিত

অগ্নিকে নিবিয়ে দেবেন। 'এনম্' এবং 'তু' বলায় সকল অবস্থাতেই গার্হপত্য নিবে গেলে সর্বদা মন্থন করেই সেই অগ্নি উৎপন্ন করতে হয়, তবে আহবনীয় জ্বলন্ত থাকা অবস্থায় গার্হপত্য নিবে গেলে কিন্তু মন্থন করার পরে আহবনীয়কে নিবিয়ে দিয়ে হয়। প্রসঙ্গত ঐ. ব্রা. ৩২/৪ দ্র.।

ক্ষামাভাবে ভস্মনারণী সংস্পৃশ্য মন্থয়েদ্ ইতো জজ্ঞে প্রথমমেভ্যো যোনিভ্যো অধি জাতবেদাঃ। স গায়ত্র্যা ত্রিষ্টুভা জগত্যানুষ্টুভা চ দেবেভ্যো হব্যং বহ নঃ প্রজানন্নিতি ।। ২৪।। [২২]

অনু.— মন্থনকাষ্ঠের অভাবে ছাই দিয়ে দুই অরণিকে স্পর্শ করে 'ইতো-' (সূ.) এই (মন্ত্রে গার্হপত্যের জন্য অগ্নিকে) মন্থন করাবেন।

ব্যাখ্যা— দুই অরণিতে ছাই মাখিয়ে মন্থন করতে হয়। অরণিমন্থনের সময়েই মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়, পূর্বোক্ত অবক্ষামের মন্থনের সময়ে নয়। দুই ক্ষেত্রেই পাঠ্য হলে সূত্রকার পূর্বসূত্রেই মন্ত্রটিকে উল্লেখ করতেন। 'মন্থয়েত্' পদে পিচ্-প্রত্যয় থাকায় একজন মন্ত্র পাঠ করবেন, আর যাঁরা শারীরিক দিক্ থেকে সমর্থ তাঁরা মন্থন করবেন। ঐ. ব্রা. ৩২/৪ দ্র.।

মথিত্বা প্রণীয়াহবনীয়ম্ উপতিষ্ঠেতাগ্নে সম্রাড়সি বে রায়ে রমস্ব সহসে দ্যুম্নায়োর্জেঽপত্যায়। সম্রাড়সি স্বরাড়সি সারস্বতৌ ত্বোত্সৌ প্রাবতামন্নাদং ত্বান্নপত্যায়াদধ ইতি ।। ২৫।। [২৩]

অনু.— মন্থন করে (এবং অগ্নিকে) প্রণয়ন করে আহবনীয়কে 'অগ্নে-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) উপস্থান করবেন।

ব্যাখ্যা— ২৩ নং সূত্র অনুযায়ী মন্থন করে জ্বলন্ত আহবনীয়কে নিবিয়ে দিতে হয়। মন্থনের পর গার্হপত্য থেকে আহবনীয়ের কুণ্ডে আবার অগ্নি-প্রণয়ন করে সেই প্রণীত অগ্নির উপস্থান করতে হয়। আগের সূত্রে 'মন্থয়েত্' বলা সত্ত্বেও এই সূত্রে 'মথিত্বা' বলা হয়েছে 'ইতো জজ্ঞে-' যে প্রণয়নমন্ত্র নয় (সূত্রের 'প্রণীয়' পদটি দ্র.) এ-কথাই বোঝাতে।

অত এবৈক প্রণয়ন্ত্যাহৃত্য দক্ষিণম্ ।। ২৬।। [২৪]

অনু.— অন্যেরা দক্ষিণ (অগ্নিকে কুণ্ডে নূতন করে) রেখে এই (জ্বলন্ত আহবনীয়) থেকেই (নূতন আহবনীয়ে অগ্নিকে) প্রণয়ন করেন।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ গার্হপত্য অগ্নি নিবে গেলে জ্বলন্ত আহবনীয়কে গার্হপত্য ধরে নিয়ে ঐ কুণ্ড থেকে পূর্বদিকে আট প্রক্রম (২-৩ পা × ৮) দূরে অপর এক স্থানে অগ্নি-প্রণয়ন করে নূতন আহবনীয় স্থাপন করেন। তার আগে তাঁরা ঐ নূতন গার্হপত্য থেকে দক্ষিণাগ্নির কুণ্ডেও কিছু অঙ্গার নিয়ে গিয়ে রেখে দেন।

সহভস্মানং বা গার্হপত্যায়তনে নিধায়াথ প্রাঞ্চম্ আহবনীয়ম্ উদ্ধরেত্ ।। ২৭।। [২৫]

অনু.— অথবা ছাইসমেত (জ্বলন্ত সমগ্র আহবনীয় অগ্নিকে কুণ্ড থেকে তুলে) গার্হপত্যের কুণ্ডে রেখে তারপর (ঐ গার্হপত্য থেকে প্রণয়নের উদ্দেশে) পূর্ব দিকে আহবনীয়কে তুলে নেবেন।

ব্যাখ্যা— উদ্ধরেত্ = উপরে তুলে নেবেন। আহবনীয় থেকে ছাই-সমেত আগুন যজ্ঞভূমির ডান দিক্ দিয়ে গার্হপত্যে নিয়ে গিয়ে রেখে দিয়ে সেখান থেকে আবার কিছু অঙ্গার আহবনীয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তুলে নেবেন। বৃত্তিকারের মতে সূত্রে 'প্রাঞ্চম্' বলায় আহবনীয় থেকে অঙ্গার নিয়ে তা গার্হপত্যে রেখে দিলেও চলে। এই সূত্রের বিধান ঐ. ব্রা. ৩২/৪ অংশেরই অনুগামী।

তত ইষ্টির্ অগ্নিস্ তপস্বাঞ্ জনদ্বান্ পাবকবান্ ।। ২৮।। [২৬]

অনু.— তার পর ইষ্টি (-যাগ করতে হবে)। (ঐ ইষ্টির দেবতা) তপস্বান্ জনদ্বান্ পাবকবান্ অগ্নি।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত ৩/১৩/১৮ সূ. দ্র.। ঐ. ব্রা. ৩২/৭ অংশে বলা হয়েছে সব আগুনই নিবে গেলে এই বিশেষ দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিতে হয়। তপস্বান্ ইত্যাদি তিনটি শব্দ অগ্নিরই বিশেষণ।

আয়াহি তপসা জনেষ্বগ্নে পাবকো অর্চিষা। উপেমাং সুষ্টুতিং মম। আ নো যাহি তপসা জনেষ্বগ্নে পাবক দীদ্যত্। হব্যা দেবেষু নো দধদ্ ইতি ।। ২৯।। [২৭]

অনু.— (ঐ ইষ্টির অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'আয়াহি-' (সূ.), 'আ নো-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৩২/৭ অংশেও এই দুটি মন্ত্রই বিহিত ও সংক্ষেপে উদ্ধৃত হয়েছে।

প্রণীতেঽনুগতে প্রাগ্ হোমাদ্ ইষ্টিঃ ।। ৩০।। [২৭]

অনু.— প্রণয়ন-করা (আহবনীয় অগ্নি হোমের আগে নিবে গেলে অগ্নিহোত্রের) হোমের আগে একটি ইষ্টি (-যাগ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— পূর্বাহুতির আগে পর্যন্ত এই প্রায়শ্চিত্ত।

অগ্নির্ জ্যোতিষ্মান্ বরুণঃ ।। ৩১ ।। [২৮]

অনু.— (ঐ ইষ্টির দেবতা) জ্যোতিষ্মান্ অগ্নি, বরুণ।

উদগ্নে শুচয়স্তবাগ্নে বৃহদ্বয়সামুর্ধ্বো অস্থাদ্ ইতি ।। ৩২।। [২৯]

অনু.— (অগ্নির অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'উদগ্নে-' (৮/৪৪/১৭), 'অগ্নে-' (১০/১/১)।

সর্বাংশ্ চেদ্ অনুগতান্ আদিত্যোঽভ্যুদিয়াদ্ বাভ্যস্তম্-ইয়াদ্ বাগ্ন্যাধেয়ং পুনর্-আধেয়ং বা। ।। ৩৩।। [২৯]

অনু.— নিবে গেছে (এমন) সব (ক-টি অগ্নিকে) লক্ষ্য করে যদি সূর্য ওঠে বা অস্ত যায় (তাহলে) অগ্ন্যাধেয় অথবা পুনরাধেয় (করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই অগ্ন্যাধেয় ও পুনরাধেয় করতে হয় পবমান-ইষ্টিযাগ-সমেত। 'আধানাদ্ দ্বাদশ-' (২/১/৪২) সূত্রে আধান বলতে পবমানেষ্টি-সমেত অগ্ন্যাধেয়কেই বোঝান হয়েছে। দক্ষিণাগ্নি যদি 'ভিন্নযোনি' হয় অর্থাৎ গার্হপত্যের অঙ্গার থেকে নেওয়া না হয়ে থাকে তাহলে আহবনীয় ও গার্হপত্য এই দুটি অগ্নি নিবে গেলেও কথিত প্রায়শ্চিত্তটি করতে হয়। 'একযোনি' হলে সব কুণ্ডেরই আগুন নিবে গেলে আলোচ্য প্রায়শ্চিত্ত। কেবল গার্হপত্য নিবে গেলে অরণিমন্থন ও তপস্বতী ইষ্টি (২৮ নং সূ. দ্র.) করতে হয়। কেবল আহবনীয় নিবে গেলে বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয়েছে। কেবল দক্ষিণাগ্নি নিবে গেলে স্বযোনি থেকে বিহরণ (= আহরণ) এবং তপস্বতী ইষ্টি করতে হয়। যে-কোন দুটি অগ্নি নিবে গেলে সেই অনুযায়ী এই এই প্রায়শ্চিত্তই করতে হয়। আলোচ্য সূত্রটি তাই (একযোনির ক্ষেত্রে) তিন অগ্নিই নিবে গেলে প্রযোজ্য হয়। গার্হপত্য থেকে অগ্নি যদি অপর, দুই কুণ্ডে বিহৃত হওয়ার পর নিবে যায় তবেই এই নিয়ম। গার্হপত্য থেকেই অপর দুই কুণ্ডে অগ্নির উদ্ধরণ হয়, গার্হপত্যেই তাই অপর দুই অগ্নি অদৃশ্যভাবে বর্তমান— এই যুক্তিতে অবিহৃত অবস্থায় গার্হপত্য নিবে গেলে সব অগ্নিই নিবে গেছে ধরে নিয়ে অগ্ন্যাধেয় বা পুনরাধেয় কিন্তু করা হয় না।

সমারূঢেষু চারণীনাশে ।। ৩৪।। [৩০]

অনু.— (অগ্নিগুলি অরণিতে) সমারোহণ করার পরে (সেই) অরণি নষ্ট হলেও (এ-ই প্রায়শ্চিত্ত)।

ব্যাখ্যা— চারণীনাশে = চ + অরণীনাশে। দুই অরণিতে অগ্নিকে সমারোহণ করাবার পর দুটি অথবা যে-কোন একটি অরণি যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে-ক্ষেত্রেও অগ্ন্যাধেয় অথবা পুনরাধেয় ইষ্টি করতে হয়। প্রশ্ন জাগতে পারে যে, 'অরণীনাশ' বলা থাকায় একটি মাত্র অরণি নষ্ট হলে এই প্রায়শ্চিত্ত কেন করা হবে? উত্তর এই যে, যেহেতু মন্থনের জন্য একটি অরণি দিয়ে ঘর্ষণ করা যায় না, তাই অপরটি নষ্ট না হলেও তাকে নষ্ট হয়েছে বলেই ধরে নিতে হবে। দুটিকেই নষ্ট ধরে নিয়ে তাই সূত্রে 'অরণীনাশে' বলা হয়েছে। প্রত্যেকটি অরণিরই বিশেষ কার্য আছে এবং প্রত্যেকটিই পৃথক্‌ভাবে সংস্কৃত— "ঐকৈকস্যা কার্যবিশেষে নিয়মাজ্ জায়াপতি-সংস্কৃতত্বাচ্ চ" (না.)।

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা (৩/১৩)

[ব্রতভঙ্গে, অগ্নিপ্রণয়নে নিয়মভঙ্গে, গৃহদাহে, এক অগ্নির সঙ্গে অন্য অগ্নির সংস্পর্শে, শত্রুপ্রদত্ত অন্নের ভোজনে, কপালভঙ্গে, মিথ্যা মৃত্যুরটনায়, যমজপ্রসবে, অকালে দর্শযাগে, মন্ত্রপ্রভৃতির বিপর্যাসে এবং আবাহনে নিয়মভঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত]

অথাগ্নেয্য ইষ্টয়ঃ ।। ১।।

অনু.— এর পর আগ্নেয়ী ইষ্টিগুলি (বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— এ-বার যে ইষ্টিগুলির কথা বলা হচ্ছে সেগুলির দেবতা বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন অগ্নি। এই ইষ্টিগুলির অনুবাক্যা এবং যাজ্যা ১৪ নং সূত্রে বলা হবে।

ব্রতাতিপত্তৌ ব্রতপতয়ে ।। ২।।

অনু.— ব্রতভঙ্গে ব্রতপতির উদ্দেশে (ইষ্টিযাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'ব্রত' (২/১৬/২৬-৩১ সূ. দ্র.) অথবা 'ধর্ম' (১২/৮ সূ. দ্র.) শব্দ দ্বারা যেখানে যা বিহিত হয়েছে সেখানে সেই নির্দেশগুলি যদি লঙ্ঘন করা হয় তাহলে ব্রতপতি অগ্নির উদ্দেশে একটি ইষ্টিযাগ করতে হবে। ঐ ইষ্টির অনুবাক্যা ও যাজ্যার জন্য ১৪ নং সূ. দ্র.। ঐ. ব্রা. ৩২/৭ অংশে এই দেবতার উদ্দেশে আট-কপালের পুরোডাশ বিহিত হয়েছে। অনুবাক্যা ও যাজ্যা মন্ত্রে ব্রাহ্মণের সঙ্গে সূত্রের কোন ভেদ নেই।

সাগ্নাব্ অগ্নিপ্রণয়নেঽগ্নিবতে। ।। ৩।।

অনু.— অগ্নিযুক্ত (আহবনীয়ের কুণ্ডে) অগ্নি-প্রণয়ন হলে অগ্নিবানের উদ্দেশে (ইষ্টিযাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— আহবনীয়ের কুণ্ডে অগ্নি থাকা সত্ত্বেও যদি ভুলবশত গার্হপত্য কুণ্ড থেকে আবার অগ্নি তুলে এনে ঐ কুণ্ডে তা রাখা হয় তাহলে অগ্নিবান্ অগ্নির উদ্দেশে ইষ্টিযাগ করতে হবে। গার্হপত্য থেকে অঙ্গার তোলার পরেও অথবা আহবনীয়ের কুণ্ডে তা রাখার সময়েও ভুলের কথা মনে না পড়লে তবেই এই ইষ্টি। তোলার পরে অথবা আহবনীয়ের কুণ্ডে অগ্নি রাখতে গিয়ে যদি ভুলের কথা মনে পড়ে যায় তাহলে ঐ কুণ্ডের বর্তমান অগ্নিকে সরিয়ে ফেলে এই নূতন অগ্নি সেখানে রাখতে হয় এবং ব্যাহৃতি দ্বারা একটি হোমও করতে হয়। যদি এমন হয় যে, যজ্ঞে আহবনীয়ের আর কোন প্রয়োজন নেই অথচ অগ্নিপ্রণয়ন করা হয়েছে তাহলে কিন্তু গার্হপত্য থেকে অগ্নি এনে আহবনীয়ে রাখলেও কোন দোষ হয় না। এই ইষ্টির অনুবাক্যা ও যাজ্যার জন্য ১৪ নং সূ. দ্র.। এই সূত্রে এবং ১৪ নং ও ১৮ সূত্রে যা বলা হয়েছে ঐ. ব্রা. ৩২/৫ অংশেও তা-ই বলা আছে।

ক্ষামায়াগারদাহে ।। ৪।।

অনু.— গৃহদাহ হলে ক্ষাম (অগ্নির) উদ্দেশে (ইষ্টিযাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১৪ নং ও ১৮ নং সূ. দ্র.। এই সূত্রে ১৩নং সূত্রের মতো 'এব' না থাকায় ক্ষামবান্‌ও দেবতা হতে পারেন।

শুচয়ে সংসর্জনেঽগ্নিনান্যেন। ।। ৫।। [৪]

অনু.— অন্য অগ্নির সঙ্গে (যজ্ঞিয় অগ্নির) সংস্পর্শ ঘটলে শুচি (অগ্নির) উদ্দেশে (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৩২/৫ অনুযায়ী অন্য অগ্নির সঙ্গে যজ্ঞিয় অগ্নির সংস্পর্শ ঘটলে ক্ষামবান্ অগ্নির উদ্দেশে এবং ৩২/৬ অনুসারে শবাগ্নির সঙ্গে স্পর্শ ঘটলে শুচি অগ্নির উদ্দেশে আটকপালের পুরোডাশ যাগ করতে হয়। ক্ষামের উদ্দেশে ব্রাহ্মণে বিহিত 'অক্রন্দ-' (১০/৪৫/৪) এই অনুবাক্যা এবং 'অধা-' (৪/২/১৬) এই যাজ্যামন্ত্র আলোচ্য সূত্রগ্রন্থের ১৪ নং সূত্রের

নির্দেশের সঙ্গে ঠিক মেলে না। শুচির উদ্দেশে ৩২/৬ অংশে বিহিত অনুবাক্যা ও যাজ্যা অবশ্য ২/১/২৭ সূত্রের বিধানের সঙ্গে অভিন্ন। ১৮ নং সূত্রের নির্দেশও ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বৃত্তি অনুসারে অন্য অগ্নি মানে শবাগ্নি।

মিথশ্ চেদ্ বিবিচয়ে ।। ৬।। [৫]

অনু.— (যজ্ঞিয় অগ্নিগুলির) যদি পরস্পর (সংস্পর্শ ঘটে তাহলে) বিবিচির উদ্দেশে (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১৪ নং ও ১৮ নং সূ. দ্র.। ঐ. ব্রা. ৩২/৫ অংশে এই একই বিধান থাকলেও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল ব্রাহ্মণে নির্দিষ্ট 'স্বর্ণ বস্তো-' (ঋ. ৭/১০/২) এই অনুবাক্যা-মন্ত্রটি ১৪ নং সূত্রে পরিত্যক্ত হয়েছে, পরিবর্তে বিহিত হয়েছে 'বি তে বিষ্বগ্-' এই মন্ত্র। দুই বা তিন অগ্নির পারস্পরিক মিশ্রণে এই যাগ। পরবর্তী সূত্রটি অপবাদবিধি।

গার্হপত্যাহবনীয়য়োর্ বীতয়ে ।। ৭।। [৬]

অনু.— গার্হপত্য ও আহবনীয়ের (পরস্পর সংস্পর্শ ঘটলে কিন্তু) বীতির উদ্দেশে (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১৪ নং ও ১৮ নং সূ. দ্র.। ঐ. ব্রা. ৩২/৫ অংশেও এই বিধানই পাওয়া যায়। সেখানে অগ্নি বীতির উদ্দেশে আট কপালে সেঁকা পুরোডাশ আহুতি দিতে বলা হয়েছে। যাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা ১৪ নং সূত্রে যা নির্দেশ করা হয়েছে ব্রাহ্মণেও তা-ই বলা আছে। ১৮ নং সূত্রে ইষ্টির পরিবর্তে যে আজ্যহোমের কথা বলা হয়েছে তাও ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণই।

গ্রাম্যেণ সংবর্গায় ।। ৮।। [৭]

অনু.— গ্রাম্য (অগ্নির) সঙ্গে (স্পর্শ ঘটলে) সংবর্গের উদ্দেশে (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১৪ নং সূ. দ্র.। গ্রাম্য = উনানের আগুন। উনানের আগুনে অথবা অন্য কোন আগুনে অগ্নিহোত্র-গৃহ দগ্ধ হলে এই প্রায়শ্চিত্ত। ঐ. ব্রা. ৩২/৬ অংশেও এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। ১৪ নং ও ১৮ নং সূত্রের নির্দেশও ব্রাহ্মণের সঙ্গে অভিন্ন। অরণ্যজাত অগ্নির সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটলেও ব্রাহ্মণে এই সংবর্গ অগ্নির উদ্দেশেই আহুতি দিতে বলা হয়েছে। বিকল্পে অরণিতে অগ্নির সমারোপণ অথবা কুণ্ড (আহবনীয় অথবা গার্হপত্য) থেকে উল্মুক সংগ্রহ করাও চলে।

বৈদ্যুতেনাপ্সুমতে ।। ৯।। [৮]

অনু.— বৈদ্যুত (অগ্নির) সঙ্গে (সংস্পর্শ ঘটলে) অপ্সুমানের উদ্দেশে (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১৪ নং ও ১৮ নং সূ. দ্র.। ঐ. ব্রা. ৩২/৬ অংশে 'বৈদ্যুত' না বলে 'দিব্য' বলা হয়েছে। বিশেষ দ্র. যে, ব্রাহ্মণ অনুসারে ১৪ নং সূত্রে নির্দিষ্ট 'যদগ্নে-' মন্ত্রটি যাজ্যা নয়, যাজ্যা হচ্ছে 'ময়ো-' (৩/১/৩) মন্ত্র।

বৈশ্বানরায় বিমতানাম্ অন্নভোজনে ।। ১০।। [৮]

অনু.— শত্রুদের অন্ন ভক্ষণ করলে বৈশ্বানরের উদ্দেশে (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ২/১৫/২ সূ. দ্র.। বিমত = শত্রু।

এষৈব কপালে নষ্টেঽনুদ্বাসিতে ।। ১১।। [৯]

অনু.— না-সরান কপাল নষ্ট হলে এই (ইষ্টিই করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— সাধারণ নিয়ম এই যে, কপালে পুরোডাশ সেঁকে তখনই অথবা যাগের শেষে ঐ কপালগুলিকে উদ্বাসন করতে অর্থাৎ সরিয়ে দিতে হয়। যদি সঠিক সময়ে তা করা না হয় এবং সরাবার আগেই কপালগুলি ভেঙে যায় তাহলে বৈশ্বানর অগ্নির উদ্দেশে ইষ্টিযাগ করতে হয়। কোন কোন সম্প্রদায় আবার কপাল সরানই না, তাঁদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের

আগে কপাল ভেঙে গেলে এই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কপাল ভেঙে গেলে ঐ. ব্রা. ৩২/৮ অংশে অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে যাগ করতে বলা হয়েছে।

অভ্যাশ্রাবিতে বা ।। ১২।। [১০]

অনু.— অথবা আশ্রাবণ করা হলে (-ও কপাল সরান না হয়ে থাকলে বৈশ্বানরের উদ্দেশে যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পুরোডাশ পাক করার পরেই যাঁরা কপাল সরিয়ে দেন তাঁরা যদি তা না করে থাকেন অথচ আশ্রাবণ করা হয়ে যায় তাহলেও প্রায়শ্চিত্তের জন্য এই ইষ্টিটি করতে হয়।

সুরভয় এব যস্মিঞ্জ্ জীবে মৃতশব্দঃ ।। ১৩।। [১১]

অনু.— যে (যজমান) বেঁচে থাকতে থাকতে (তাঁর নামে) 'মারা গিয়েছেন' এই শব্দ (রটে যায়, তিনি) সুরভিরই উদ্‌দেশে (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূ. দ্র.। বেঁচে থাকা সত্ত্বেও যদি নিজের নামে 'উনি মারা গেছেন' এই মিথ্যা সংবাদ রটে যায় তাহলে লোকে ভুল রটনা করলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে নিজেকেই। সুরভির উদ্দেশে যাগই হচ্ছে সেই প্রায়শ্চিত্ত।

ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি যদ্ বো বয়ং প্রমিনাম ব্রতান্যগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে ত্বং হ্যগ্নে অগ্নিনাগ্নে ত্বমস্মদ্ যুযোধ্যমীবা অক্রন্দদগ্নিঃ স্তনয়ন্নিব দ্যৌর্বি তে বিষ্বগ্ বাতজূতাসো অগ্নে ত্বামগ্নে মানুষীরীড়তে বিশোঽগ্ন আ যাহি বীতয়ে যো অগ্নিং দেববীতয়ে কুবিত্ সু নো গবিষ্টয়ে মা নো অস্মিন্ মহাধনেঽপ্স্বগ্নে সধিষ্টব যদগ্নে দিবিজা অস্যগ্নির্হোতা ন্যসীদদ্ যজীয়ান্ত্সাধ্বীমকর্দেববীতিং নো অদ্যেতি। ।। ১৪।। [১২]

অনু.— (ব্রতপতির) 'ত্বম-' (৮/১১/১), 'যদ্-' (১০/২/৪); (অগ্নিবানের) 'অগ্নিনা-' (১/১২/৬), 'ত্বং-' (৮/৪৩/১৪); (ক্ষামের) 'অগ্নে-' (১/১৮৯/৩), 'অক্রন্দ-' (১০/৪৫/৪); (বিবিচির) 'বি-' (৬/৬/৩), 'ত্বাম-' (৫/৮/৩); (বীতির) 'অগ্ন-' (৬/১৬/১০), 'যো-' (১/১২/৯); (সংবর্গের) 'কুবিত্-' (৮/৭৫/১১), 'মা-' (৮/৭৫/১২); (অপ্‌সুমানের) 'অপ্স্ব-' (৮/৪৩/৯), 'যদগ্নে-' (৮/৪৩/২৮); (সুরভির) 'অগ্নি-' (৫/১/৬), 'সাধ্বী-' (১০/৫৩/৩) (অনুবাক্যা ও যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত ১৮ নং সূ. দ্র.।

যস্য ভার্যা গৌর্ বা যমৌ জনয়েদ্ ইষ্টির্ মরুতঃ ।। ১৫।। [১২]

অনু.— যাঁর স্ত্রী বা গাভী যমজ (সন্তান) প্রসব করে (তাঁকে) মরুতের ইষ্টি (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৩২/৮ অনুযায়ী মরুত্বান্ অগ্নির উদ্দেশে তের কপালের পুরোডাশ আহুতি দিতে হয়। অনুবাক্যা ও যাজ্যার অবশ্য ব্রাহ্মণে ও সূত্রে (২/১৭/১৬ সূ. দ্র.) কোন ভেদ নেই।

সান্নায্যে পুরস্তাচ্ চন্দ্রমসাভ্যুদিতেঽগ্নির্দাতেন্দ্রঃ প্রদাতা বিষ্ণুঃ শিপিবিষ্টঃ ।। ১৬।। [১৩]

অনু.— দর্শযাগে (যদি) আগে চাঁদ ওঠে (তাহলে) দাতা অগ্নি, প্রদাতা ইন্দ্র, শিপিবিষ্ট বিষ্ণু (এই তিন দেবতার উদ্দেশে একটি ইষ্টিযাগ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— এখানে সান্নায্য = দর্শযাগ। যে তিথিতে অর্থাৎ চান্দ্র দিবসে পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যা হয় সেই তিথিকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়। ত্রিশ মুহূর্তে এক তিথি। পূর্ণিমার দিন পূর্ণচন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্রের ত্রিশ মুহূর্ত শেষ না হলেও সম্পূর্ণ কলা

দেখা যাওয়া মাত্র চতুর্দশী তিথি শেষ হয়েছে বলে ধরা হয়। এই ভগ্ন তিথির নাম 'অনুমতি'। চন্দ্রাস্ত পর্যন্ত অবশিষ্ট সময়কে বলা হয় 'রাকা'। কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চদশী তিথি শেষ হবে অনুরূপভাবে অমাবস্যার চন্দ্রের কলা দেখা না-যাওয়া মাত্র। ত্রিশ মুহূর্ত পূর্ণ না হলেও চতুর্দশী তিথি শেষ হয়েছে বলে ধরা হয় এবং এই ভগ্ন চতুর্দশীকে 'সিনীবালী' বলা হয়। চন্দ্রাস্ত পর্যন্ত অবশিষ্ট তিথি অর্থাৎ চতুর্দশীকে বলা হয় 'কুহূ'। দর্শযাগের নিয়ম হল, সিনীবালীতে অর্থাৎ যে দিন পূর্বাহ্ণে পঞ্চদশী ও প্রতিপদের সন্ধিতে চন্দ্রের ষোল কলাই বিলুপ্ত হয়ে অমাবস্যা হয় সে-দিনই যাগ করতে হয়, আগের দিন হয় উপবাস। যদি কুহূতে অর্থাৎ অপরাহ্ণ, সন্ধ্যা অথবা রাত্রে এ দুই তিথির সন্ধি এবং চন্দ্রের সকল কলা বিলুপ্ত হয় তাহলে সেইদিন উপবাস এবং পরের দিন যাগ। প্রসঙ্গত ঐ. ব্রা. ৩২/১০ দ্র.। যদি যাগ আরম্ভ হওয়ার পরে তখনও অমাবস্যা না-হওয়ায় চাঁদ উঠে যায় তাহলে দর্শযাগই করবেন, তবে সেখানে অগ্নি এবং ইন্দ্র (বা মহেন্দ্র) দেবতা হবেন না, হবেন দাতা অগ্নি, প্রদাতা ইন্দ্র এবং শিপিবিষ্ট। যদিও প্রায়শ্চিত্ত- ইষ্টিতে আজ্যভাগে 'বার্ত্রঘ্ন' মন্ত্র পাঠ করতে হয় এবং যাগের মন্ত্রগুলি উপাংশুস্বরে উচ্চার্য, তবুও এই বিকৃত দর্শযাগের অনুষ্ঠান হবে প্রকৃত দর্শযাগের মতোই। প্রসঙ্গত ভিন্নভাবে বলা যেতে পারে যে, যদি পূর্বাহ্ণে পঞ্চদশী ও প্রতিপদের সন্ধি হয় এবং চন্দ্রের ষোল কলা পূর্ণ হয় তাহলে সেই অনুমতি তিথিতে পূর্ণমাস বা পৌর্ণমাসী যাগের অনুষ্ঠান এবং তার আগের দিন উপবাস হয়ে থাকে। যদি পূর্বাহ্ণের পরে (রাকায়) অথবা রাত্রের শেষ দিকে অন্তিম দ্বাদশতমভাগে (খর্বিকায়) কলা পূর্ণ হয় তাহলে এই দিনই উপবাস ও পরের দিন যাগ হয়-আপ. যজ্ঞ. ২/১৯-২৫ দ্র.।

অগ্নে দা দাশুষে রয়িং স যন্তা বিপ্র এষাং দীর্ঘস্তে অস্কুশো ভদ্রা তে হস্তা সুকৃতোত পাণী বষট্ তে বিষ্ণবাস আ কৃণোমি প্র তত্ তে অদ্য শিপিবিষ্ট নামেতি ।। ১৭।। [১৪]

অনু.— (দাতা অগ্নির অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'অগ্নে-' (৩/২৪/৫), 'স-' (৩/১৩/৩); (প্রদাতা ইন্দ্রের) 'দীর্ঘ-' (৮/১৭/১০), 'ভদ্রা-' (৪/২১/৯); (শিপিবিষ্ট বিষ্ণুর) 'বষট্-' (৭/৯৯/৭), 'প্র-' (৭/১০০/৫)।

অপি বা প্রায়শ্চিত্তেষ্টীনাং স্থানে তস্যৈ তস্যৈ দেবতায়ৈ পূর্ণাহুতিং জুহুয়াদ্ ইতি বিজ্ঞায়তে ।। ১৮।। [১৪]

অনু.— অথবা (এই) প্রায়শ্চিত্ত ইষ্টিগুলির স্থানে সেই সেই দেবতার উদ্দেশে পূর্ণাহুতি আহুতি দেবেন (এ-কথা বেদ থেকে) জানা যায়।

ব্যাখ্যা— প্রায়শ্চিত্তের প্রকরণে (context-এ) যেখানে যে ইষ্টির বিধান করা হয়েছে সেখানে তার পরিবর্তে ইষ্টির নির্দিষ্ট প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশে বিকল্পে একটি করে পূর্ণাহুতি দেওয়া চলে। স্রুকে বারো বার আজ্য নিয়ে সেই দ্বাদশগৃহীত আজ্য আহুতি দেওয়ার নাম পূর্ণাহুতি। দর্শপূর্ণমাস যিনি করেন নি তাঁর ক্ষেত্রেই এই বিকল্প। ঐ. ব্রা. ৩২/৫-৮ অংশেও তা-ই আছে।

হবিষাং স্কন্নম্ অভিমৃশেদ্ দেবাঞ্জনমগন্ যজ্ঞস্তস্য মাশীরবতু বর্ধতাম্। ভূতির্ঘৃতেন মুঞ্চতু যজ্ঞো যজ্ঞপতিমংহসঃ। ভূপতয়ে স্বাহা ভুবনপতয়ে স্বাহা ভূতানাং পতয়ে স্বাহা। যজ্ঞস্য ত্বা প্র ময়োন্নয়াতি ময়া প্রতিময়া ব্রহ্মণশ্চক্ষদেতি ।। ১৯।। [১৫]

অনু.— আহুতিদ্রব্যের (মধ্যে যা মাটিতে) পড়ে গেছে (তাকে) 'দেবা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) স্পর্শ করবেন।

আহুতিশ্ চেদ্ বহির্পরিধ্যাগ্নীধ্র এনাং জুহুয়াত্ ।। ২০।। [১৬]

অনু.— যদি (আহুতি-প্রদানের সময়ে) আহুতি পরিধির বাইরে (পড়ে যায় তাহলে) এই (আহুতিদ্রব্যকে) আগ্নীধ্র আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— আগ্নীধ্র প্রথমে 'দেবা-' (১৯ নং সূ.) মন্ত্রে আহুতিদ্রব্যকে স্পর্শ করে তার পরে বিনা-মন্ত্রে ঐ বাইরে পড়ে-যাওয়া আহুতিদ্রব্যকে অগ্নিতে আহুতি দেবেন।

হুতবতে পূর্ণপাত্রং দদ্যাত্ ।। ২১।। [১৭]

অনু.— আহুতিদাতা (আগ্নীধ্রকে) পূর্ণপাত্র দান করবেন।

দেবতে অনুবাক্যে যাজ্যে বা বিপরিহৃত্যাজ্যে অবদানে হবিষী বা যদ্ বো দেবা অতিপাতয়ানি বাচা চ প্রযুতী দেবহেড়নম্। অরায়ো অস্মাঁ অভিদুচ্ছুনায়তেঽন্যত্রাস্মন্ মরুতস্তন্নিধেতন স্বাহেত্যাজ্যাহুতিং হুত্বা মুখ্যং ধনং দদ্যাত্ ।। ২২।। [১৮]

অনু.— দুই দেবতাকে, অনুবাক্যা অথবা যাজ্যাকে, দুই আজ্য, অবদান অথবা আহুতিদ্রব্যকে বিপর্যস্ত করে ফেলে 'যদ্-' (সু.) এই (মন্ত্রে) আজ্য আহুতি দিয়ে (গৃহের) সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ (ব্রহ্মাকে) দান করবেন।

ব্যাখ্যা— বিপরিহৃত্য = বিপর্যস্ত করে ফেলে, পৌর্বাপর্য নষ্ট করে। অনুষ্ঠানের সময়ে দেবতা প্রভৃতির পৌর্বাপর্য ভঙ্গ করে ফেললে 'যদ্-' মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্তহোম করতে হয় এবং হোমের পর গৃহের শ্রেষ্ঠ বস্তুটি ব্রহ্মাকে দান করতে হয়। হোম করবেন ব্রহ্মা, দান করবেন যজমান। সূত্রে দুই ক্রিয়ার কর্তা এক না হলেও 'হুত্বা' পদে ক্ত্বা(-চ্) প্রত্যয় হয়েছে। বৈদিক গ্রন্থের প্রয়োগ বলে এতে কোন দোষ হয় নি। দেবতার বিপর্যাস বা ক্রমভঙ্গ হচ্ছে আবাহন প্রভৃতির ক্ষেত্রে পরবর্তী দেবতাকে আগে এবং পূর্ববর্তী দেবতাকে পরে উল্লেখ করা। অনুবাক্যার বিপর্যাস হল এক দেবতার নির্দিষ্ট অনুবাক্যা মন্ত্রের স্থানে অন্য কোন মন্ত্র অথবা অপর দেবতার কোন অনুবাক্যা মন্ত্র পাঠ করা। যাজ্যার বিপর্যাসও তা-ই। আজ্যের বিপর্যাস হচ্ছে এক পাত্রের আজ্যের স্থানে অন্য পাত্রের আজ্য ব্যবহার করা। অবদানের বিপর্যাস বলতে বোঝায় চরু, পুরোডাশ প্রভৃতির আহুতির সময়ে যে-ক্রমে আহুতিদ্রব্যের যে অংশ ভেঙে নেওয়ার কথা সেইক্রমে তা না ভেঙে অন্য ক্রমে অন্য অংশ থেকে ভেঙে নেওয়া। নিয়ম হল এই যে, প্রধানযাগে চরু, পুরোডাশ প্রভৃতি কঠিন দ্রব্যের আহুতির সময়ে প্রথমে মাঝখান থেকে এবং পরে পূর্বার্ধ থেকে অঙ্গুষ্ঠের পর্বপরিমাণ অংশ অবদান (অব- √দো + অন = অবদান = খণ্ডীকরণ) করতে হয়। স্বিষ্টকৃতের আহুতির সময়ে উত্তরার্ধ থেকে একই পরিমাণ অংশ ভেঙে নিতে হয়। এই নিয়মে হব্যদ্রব্য গ্রহণ না করলেই অবদানের বিপর্যাস হয়। আহুতিদ্রব্যের বিপর্যাস হচ্ছে নির্বাপ প্রভৃতির ক্রমভঙ্গ। এই-সব ক্ষেত্রে ক্রমভঙ্গ হলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। বৃত্তিকার এই প্রসঙ্গে যাগের বিপর্যয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন— 'যাগে চান্যদীয়স্যান্যেন যাগঃ'। আহুতি দেওয়ার আগেই যদি মনে পড়ে যায় যে, যে অনুবাক্যা ও যাজ্যা পাঠ করা হয়েছে তা বর্তমান স্থলে বিহিত নয় অথবা তা অন্য দেবতার মন্ত্র, তা হলে প্রায়শ্চিত্ত করে এবং বিহিত মন্ত্রটি পাঠ করে আহুতি দিতে হবে। আহুতিদানের পরে অনুবাক্যার ভুল ধরা পড়লে প্রায়শ্চিত্তই করতে হবে, পরে নির্ভুল আহুতি আর দেওয়া যাবে না। অবিহিত যাজ্যামন্ত্র বিহিত দেবতার উদ্দেশে বিহিত দেবতার নাম উচ্চারণ, ধ্যানও বষট্কার সমেত পাঠ করা হলে যাগের আবৃত্তি হবে না। অন্য দেবতার যাজ্যাকেও যদি বিহিত দেবতার নাম উল্লেখ করে ও ধ্যান করে পাঠ করা হয়ে থাকে তাহলেও আহুতির পুনরাবৃত্তি করতে হয় না। অন্য-সব স্থলে আহুতির পুনরাবৃত্তি হবে। অন্য এক দেবতার দ্রব্য অপর এক দেবতার উদ্দেশে ভুলবশে আহুতি দিয়ে ফেললে ঐ অপর দেবতার দ্রব্য অন্য দেবতাকে প্রদান করে প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যাহৃতিহোম করতে হয়।

স্থানিনীম্ অনাবাহ্য দেবতাম্ উপোত্থায়াবাহয়েত্ ।। ২৩ ।। [১৯]

অনু.— প্রাসঙ্গিক দেবতাকে আবাহন না করে (পরে তাঁকে) দাঁড়িয়ে উঠে আবাহন করবেন।

ব্যাখ্যা— যাঁকে যাঁকে আবাহন করার কথা তাঁদের কাউকে যথাকালে আবাহন করতে ভুলে গেলে, পরে যখন সেই ভুলের কথা মনে পড়বে তখন দাঁড়িয়ে উঠে তৎকালীন স্বরেই (আবাহনে প্রযোজ্য মন্দ্রস্বরে নয়) সেই দেবতাকে আবাহন করতে হয়। উপোত্থান বা দাঁড়ান আবাহনেরই ধর্ম বা অঙ্গ।

মনসেত্যেকে ।। ২৪ ।। [২০]

অনু.— অন্যেরা (বলেন, ঐ দেবতাকে) মনে মনে (আবাহন করবেন)।

ব্যাখ্যা— কোন কোন মতে ভুলে গেলে পরে আর সাক্ষাৎ আবাহন করতে হবে না, মনে মনে আবাহন করলেই চলবে।

আজ্যেনাস্থানিনীঃ যজেত্ ।। ২৫।। [২০]

অনু.— অপ্রাসঙ্গিক (দেবতাকে ভুলবশত আবাহন করা হলে তাঁর উদ্দেশে) আজ্য দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— অপ্রাসঙ্গিক দেবতাকে যে-ক্রমে আবাহন করা হয়েছে যাগের সময়ে ঠিক সেই ক্রমেই তাঁকে আজ্য দ্বারা যাগ (হোম নয়) করবেন এবং পঞ্চম প্রযাজের স্বিষ্টকৃতের এবং সূক্তবাকের নিগদে সেই ক্রমেই তাঁর নাম উল্লেখ করবেন। 'যজেত্' বলায় ১৮নং সূত্র অনুযায়ী হোম করলে চলবে না, যাগই করতে হবে।

চতুর্দশ কণ্ডিকা (৩/১৪)

[আহুতিদ্রব্যে, কপালে, পুরোডাশ-স্ফুটনে, অগ্নিহোত্রে যথাসময়ে অগ্নির অনুৎপত্তিতে করণীয় প্রায়শ্চিত্ত]

হবিষি দুঃশৃতে চতুঃশরাবম্ ওদনং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ ।। ১।।

অনু.— আহুতিদ্রব্য খারাপ (-ভাবে) পাক-করা হয়ে থাকলে ব্রাহ্মণদের চার শরা (ভাত) খাওয়াবেন।

ব্যাখ্যা— আহুতিদ্রব্য আধ-কাঁচা বা আধ-সিদ্ধ হয়ে থাকলে ঐ দ্রব্য দিয়েই যাগ শেষ করবেন এবং তার পরে চার শরা চাল সিদ্ধ করে চার ঋত্বিক্‌কে তা খেতে দেবেন।

ক্ষামে শিষ্টেনেষ্ট্বা পুনর্ যজেত ।। ২।।

অনু.— (আহুতিদ্রব্য বহুলাংশে) পুড়ে গেলে অবশিষ্ট (অংশটুকু) দিয়ে আহুতি দিয়ে আবার (গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত) যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— সামান্য একটু পুড়ে গেলে কোন দোষ নেই, কিন্তু যদি এতটা পুড়ে যায় যে যেটুকু অংশ না-পোড়া আছে তা থেকে অবদান করা সম্ভব নয়, তাহলেই এই প্রায়শ্চিত্ত।

অশেষে পুনর্ আবৃত্তিঃ ।। ৩ ।।

অনু.— নিঃশেষে (পুড়ে গেলে সংশ্লিষ্ট অংশের) পুনরাবৃত্তি হবে।

ব্যাখ্যা— পুনরাবৃত্তি মানে যে যাগ চলছে সেই যাগেই নষ্ট আহুতিদ্রব্যের কারণে আবার দ্রব্য তৈরী করে সেই সংশ্লিষ্ট অংশটুকু যথাযথ শেষ করা। অপর পক্ষে 'পুনর্যাগ' বা 'পুনরিজ্যা' (৩/১০/২০ সূ. দ্র.) হল বর্তমান যাগ শেষ করে আবার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেই যাগটির অনুষ্ঠান করা।

প্রাগ্ আবাহনাচ্ চ দোষে ।। ৪ ।।

অনু.— এবং আবাহনের আগে (প্রধানযাগের আহুতি দ্রব্য) দূষিত হলে (ঐ আহুতিদ্রব্যের পুনরাবৃত্তি হবে)।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত ৩/১০/২০ সূ. দ্র.।

অপ্যত্যন্তং গুণভূতানাম্ ।। ৫ ।।

অনু.— গৌণ (আহুতিদ্রব্যের দোষের ক্ষেত্রে যাগের) শেষ পর্যন্তও (পুনরাবৃত্তি হবে)।

ব্যাখ্যা— যাগ শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত যে-কোন সময়ের মধ্যে গৌণ অর্থাৎ অঙ্গযাগের কোন আহুতিদ্রব্য যদি দূষিত হয় তাহলেও সেখানে 'পুনরাবৃত্তি' করতে হয়। "অত্যন্তম্ আ কর্মপরিসমাপ্তের্ ইত্যর্থঃ" (না.)।

প্রাক্ স্বিষ্টকৃত উক্তং প্রধানভূতানাম্ ।। ৬।।

অনু.— (আগে যা) বলা হয়েছে (তা) স্বিষ্টকৃতের আগে (এবং) প্রধানযাগের (আহুতিদ্রব্য দূষিত হলেই করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ৩/১০/২০ সূত্রে যা বলা হয়েছে তা প্রধানযাগের আহুতিদ্রব্যের ক্ষেত্রেই এবং স্বিষ্টকৃত্ অনুষ্ঠানের আগে পর্যন্তই প্রযোজ্য। অঙ্গযাগের দ্রব্য দূষিত হলে তাই পুনরাবৃত্তিই হবে। বৃত্তিকার ৩/১০/২০ সূত্রের বৃত্তিতে কিন্তু বলেছেন 'আবাহনাদ্ উর্ধ্বং প্রধানযাগাদ্ অর্বাগ্ যদি হবির্ ব্যাপদ্যেত' ।

অবদানদোষে পুনর্ আয়তনাদ্ অবদানম্ ।। ৭।।

অনু.— অবদানের দোষ হলে আবার (প্রকৃত) স্থানে থেকে অবদান (করবেন)।

ব্যাখ্যা— অবদান দূষিত হলে আবার ঐ চরু, পুরোডাশ প্রভৃতির নির্দিষ্ট স্থান থেকে অবদান করে যাগ করবেন। এখানে এই বিরুদ্ধ ভাবনা করা ঠিক নয় যে, অবদানের (= খণ্ডনের) পরে আহুতিদ্রব্যের মধ্য ও পূর্ব অংশে বলে কিছু যখন থাকে না তখন ৩/১০/২০ সূত্রের নিয়মই অনুসরণ করা উচিত। অবদান দূষিত হলেও মূল আহুতিদ্রব্যটি যখন শুদ্ধ, তখন তা থেকেই আবার অবদান করতে হবে। অবশিষ্ট দ্রব্যের যেটি মধ্য ও পূর্ব অংশ সেটিই মধ্য ও পূর্ব। তা ছাড়া দ্রব্যটি তো অবদানের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে। অবদান করার যোগ্যতা তার এখনও নষ্ট হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ৩/১৩/২২ সূত্রে উল্লিখিত অবদানের বিপর্যাস হচ্ছে অবদানে ক্রমভঙ্গ এবং এই সূত্রের 'অবদানদোষ' হচ্ছে অবদানের পর গৃহীত অংশ দূষিত হওয়া।

দ্বেষ্ট্রে ত্বিহ দক্ষিণাং দদ্যাত্ ।। ৮।।

অনু.— এখানে কিন্তু বিদ্বেষকারীকে দক্ষিণা দেবেন।

ব্যাখ্যা— ২নং সূত্রে যে যাগের কথা বলা হয়েছে তার দক্ষিণা ঋত্বিক্‌কে না দিয়ে এখানে শত্রুকে দিতে হয়।

দক্ষিণাদান উর্বরাং দদ্যাত্ ।। ৯।।

অনু.— (সমস্ত কর্মে) দক্ষিণাদানের সময়ে শস্যসমৃদ্ধ ভূমি (দক্ষিণা দেবেন)।

কপালং ভিন্নম্ অনপবৃত্তকর্ম গায়ত্র্যা ত্বা শতাক্ষরয়া সন্দধামীতি সন্ধায়াপোঽভ্যবহরেয়ুর্ অভিন্নো ঘর্মো জীরদানুর্যত আর্ত্তস্তদগন্ পুনঃ। ইধ্মো বেদিঃ পরিধয়শ্চ সর্বে যজ্ঞস্যায়ুরনুসন্তরন্তু। ত্রয়স্ত্রিংশত্ তন্তবো যান্ বিতত্নিরে ইমং যজ্ঞং স্বধয়া যে যজন্তে। তেঽচ্ছিন্ন্ ছিদ্রং প্রতিদধ্মো যজত্র স্বাহা যজ্ঞো অপ্যেতু দেবান্ ইতি ।। ১০।।

অনু.— কর্ম অসমাপ্ত (এমন অবস্থায়) ভাঙা কপালকে 'গায়ত্র্যা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) জুড়ে দিয়ে 'অভিন্নো-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) জলে (নিয়ে গিয়ে) ফেলে দেবেন।

ব্যাখ্যা— পুরোডাশ সেঁকার আগে কপাল ভেঙে গেলে এই প্রায়শ্চিত্ত। সেঁকার পর ভেঙে গেলে কিন্তু কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। ঐ. ব্রা. ৩২/৮ অনুযায়ী কপাল ভেঙে ফেললে অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে দুই-কপালের পুরোডাশ আহুতি দিতে হয়।

এবম্ অবলীঢাভিক্ষিপ্তেষু ।। ১১।।

অনু.— এইরকম (কপাল) চাটা এবং ছোঁড়ার ক্ষেত্রে (-ও করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— যদি কুকুরে বা অন্য প্রাণীতে কপাল চাটে এবং চারদিকে ছড়িয়ে দেয় অথবা তাদের দেখে সেগুলি ছোঁড়া বা ছড়িয়ে ফেলা হয় অথবা অন্য কোন প্রকারে সেগুলি অপবিত্র হয়ে পড়ে তাহলে ঐ 'অভিন্নো-' মন্ত্রে কপালগুলি জলে ফেলে

দেবেন। কপাল ভাঙেনি বলে ১০ নং সূত্রের 'গায়ত্র্যা-' মন্ত্রে তা জোড়ার কথা এখানে ওঠে না। কোথাও কোথাও সূত্রে 'ভিঃ' এই বিসর্গসমেত পাঠ পাওয়া যায়, কিন্তু তা অপপাঠ বলেই আমাদের মনে হয়।

অপ এবান্যানি মৃন্ময়ানি ভূমির্ভূমিমগান্ মাতা মাতরমপ্যগাত্। ভূয়াস্ম পুত্রৈঃ পশুভির্যো নো দ্বেষ্টি স ভিদ্যতাম্ ইতি ।। ১২ ।।

অনু.— (ভাঙা ও না-ভাঙা) অন্য মাটির পাত্রগুলি 'ভূমি-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) জলেই (নিয়ে গিয়ে না জুড়ে ফেলে দিতে হয়)।

যদি পুরোডাশঃ স্ফুটেদ্ বোত্পতেত বা বর্হিষ্যেনং নিধায়াভিমন্ত্রয়েত কিমুত্পতসি কিমুত্প্রোষ্ঠাঃ শান্তঃ শান্তেরিহাগহি। অঘোরা যজ্ঞিয়ো ভূত্বাসীদ সদনং স্বমাসীদ সদনং স্বম্ ইতি মা হিংসীর্দেবপ্রেরিত আজ্যেন তেজসাজ্যস্ব মা নঃ কিঞ্চন রীরিষঃ। যোগক্ষেমস্য শান্ত্যা অস্মিন্নাসীদ বর্হিষীতি ।।১৩।।

অনু.— পুরোডাশ যদি ফেটে যায় বা উড়ে যায় (তাহলে) এই (পুরোডাশকে) 'কিমুত্-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) কুশে রেখে 'মা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) অভিমন্ত্রণ করবেন।

অগ্নিহোত্রায় কালেঽগ্নাব্ অজায়মানেঽপ্যন্যম্ আনীয় জুহুয়ুঃ ।। ১৪ ।।

অনু.— অগ্নিহোত্রের জন্য (অগ্নিমন্থন সত্ত্বেও ঠিক) সময়ে অগ্নি উৎপন্ন না হতে থাকলে অন্য (সাধারণ অগ্নি)ও এনে আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— মন্থন সত্ত্বেও সময়মত অগ্নি না জন্মালে উনানের আগুনে অথবা অগ্নির প্রতিনিধিরূপে ১৬নং সূত্রে বিহিত কোন একটি স্থানে অগ্নিহোত্রহোম করতে হয়। ৩/১২/২৩ সূত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়, সেখানে ৩/১২/২৫-২৮ সূত্র পর্যন্ত বিহিত নিয়ম অনুসারেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এবং অগ্নি যতক্ষণ না উৎপন্ন হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দুই অরণিকে মন্থন করে যেতে হবে।

পূর্বালাভ উত্তরোত্তরম্ ।। ১৫ ।।

অনু.— আগেরটি পাওয়া না গেলে পরেরটি (নিতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ১৪ নং এবং ১৬ নং সূত্রে বিহিত বস্তুগুলির মধ্যে আগেরটি না পাওয়া গেলে পরেরটিকে অগ্নিরূপে ভাবনা করে নিয়ে সেই স্থানেই অগ্নিহোত্রের আহুতি প্রদান করতে হয়। সূত্রে 'অলাভে' বলায় একটি অপরটির প্রতিনিধি হতে পারবে না। প্রসঙ্গত আপ. শ্রৌ. ৯/৩/৪৭-৫৯; এবং ভা. শ্রৌ. ৯/৪/৭-৯/৫/৩ দ্র.।

ব্রাহ্মণপাণ্যজকর্ণদর্ভস্তম্বাপ্সু কাষ্ঠেষু পৃথিব্যাম্ ।। ১৬ ।।

অনু.— ব্রাহ্মণের (ডান) হাত, ছাগের (ডান) কাণ, তৃণগুচ্ছ, (বা) জলে, কাঠে, (অথবা) মাটিতে (আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— সময়মত অগ্নি উৎপন্ন না হলে লৌকিক অগ্নিতে অথবা এই ছয়টির কোন একটিতে অগ্নিহোত্রের হোম করতে হয়। লৌকিক অগ্নি ও মাটি ছাড়া অপর পাঁচটির ক্ষেত্রে প্রদত্ত আহুতিদ্রব্য ধারণের জন্য একটি সমিৎ রেখে তার উপর আহুতি দিতে হয়। ১৪ নং সূত্রটিকে পৃথক্ রাখা হয়েছে, কারণ লৌকিক অগ্নিও অগ্নি বলে তার মধ্যে আহবনীয় অগ্নির সব ধর্মই প্রায় আছে। এই সূত্রে ব্রাহ্মণপাণি ইত্যাদি চারটি শব্দকে একত্র সমাসবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, কারণ এগুলিতে ইন্ধনদান ও দ্রব্যের পাক ছাড়া আর সব অগ্নিসাধ্য কর্মই করা চলে। জলেরও অভাবে বিহিত বলে কাঠে জলকার্যও করা চলে না। কাঠের উল্লেখ তাই পরে। ব্রাহ্মণপাণি প্রভৃতি পাঁচটির ক্ষেত্রে ইন্ধনের জন্য না হলেও আহুতি-ধারণের জন্য পবিত্র সমিৎ লাগে, কিন্তু পৃথিবীতে তাও লাগে না বলে তার উল্লেখ করা হয়েছে সবশেষে।

হুত্বা ত্বপি মন্থনম্। ।। ১৭।।

অনু.— হোমের পরে কিন্তু মন্থনই (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— তু = ই। অগ্নিমন্থন সত্ত্বেও সময়মত অগ্নি উৎপন্ন না হলে ১৪-১৬ নং সূত্রে অনুযায়ী অগ্নিহোত্রের হোম করে তার পরে আবার অগ্নিমন্থন করতে হয়, কিন্তু ঐ মথিত অগ্নিতে অগ্নিহোত্রের কোন অনুষ্ঠান করতে হয় না।

পাণৌ চেদ্ বাসেঽনবরোধঃ ।। ১৮।।

অনু.— যদি হাতে (আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে ব্রাহ্মণকে) থাকতে বাধা (দেওয়া উচিত হবে) না।

ব্যাখ্যা— যে ব্রাহ্মণের হাতকে অগ্নিরূপে কল্পনা করে সেখানে আহুতি দেওয়া হয় সেই ব্রাহ্মণ যজমানের বাড়ীতে থাকতে চাইলে তিনি তাঁকে অসম্মতি জানাবেন না।

কর্ণে চেন্ মাংসবর্জনম্ ।। ১৯।।

অনু.— যদি কাণে (আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে ভক্ষণের সময়ে ছাগ-) মাংস ত্যাগ করবেন।

স্তম্বে চেন্ নাধিশয়ীত ।। ২০।।

অনু.— তৃণগুচ্ছে যদি (আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে ঘাসের উপর) শোবেন না।

অপ্সু চেদ্ অবিবেকঃ ।। ২১।।

অনু.— যদি জলে (আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে জল খাওয়ার সময়ে জলের ভাল-মন্দ) বিচার (করবেন) না।

এতত্ সাংবত্সরং ব্রতং যাবজ্জীবিকং বা ।। ২২।।

অনু.— এই (হল) এক বৎসরের অথবা সারা জীবনের ব্রত।

ব্যাখ্যা— ১৮-২১ নং সূত্র পর্যন্ত যা যা বলা হল তা একবছর অথবা সারাজীবন ধরে মেনে চলতে হয়।

অগ্নাব্ অনুগতেঽন্তরাহুতী হিরণ্য উত্তরাং জুহুয়াদ্ ধিরণ্য উত্তরাং জুহুয়াত্ ।। ২৩।।

অনু.— (অগ্নিহোত্রে পূর্বাহুতি ও উত্তরাহুতি এই) দুই আহুতির মাঝে আগুন নিবে গেলে স্বর্ণে উত্তর (আহুতির) হোম করবেন।

ব্যাখ্যা— সোনাকে অগ্নিরূপে কল্পনা করে তার উপর উত্তরাহুতি দিতে হয়। সূত্রে শেষ তিনটি পদের পুনরুক্তি করা হয়েছে অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচিত করার জন্য।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম কণ্ডিকা (৪/১)

[সোমযাগের সময়, ঋত্বিক্‌সংখ্যা, উহ, সত্রে ঋত্বিক্ এবং উখাসন্তরণীয়া ইষ্টি, মন্ত্রের স্থান ও যম]

দর্শপূর্ণমাসাভ্যাম্ ইষ্ট্বেষ্টিপশুচাতুর্মাস্যৈর্ অথ সোমেন ।। ১।।

অনু.— দর্শপূর্ণমাস দ্বারা যাগ করে (আগ্রয়ণ) ইষ্টি, (নিরূঢ়) পশু এবং চাতুর্মাস্য দ্বারা (যাগ করবেন)। তার পর সোম দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাস, আগ্রয়ণ ইষ্টি, নিরূঢ় পশুবন্ধ এবং চাতুর্মাস্যের পরে সোমযাগ করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই সোমযাগকে কেউ কেউ বর্ষণসৃষ্টির উদ্দেশে অনুষ্ঠেয় জাদু বা ম্যাজিক অনুষ্ঠান বলে মনে করেন। হিলেব্রান্ত মনে করেন চন্দ্র অমৃতময় এবং সোমলতা সেই চন্দ্রেরই প্রতীক। সোমের আহুতি দেবতাদের উদ্দেশে অমৃতেরই আহুতি। ঋক্‌সংহিতায় সোম যে চাঁদই এমন কোন উল্লেখ না থাকায় কীথ অবশ্য এই মত স্বীকার করেন না। বন স্রোডারের মতে সুপ্রাচীন কাল থেকেই চন্দ্রের সঙ্গে সোমের সম্বন্ধ কল্পনা করা হয়েছিল। সোমপান বস্তুত দেবতা চন্দ্রের অন্তর্নিহিত নির্যাস বা শক্তিরই আত্মস্থীকরণ (RPVU, Pg. 332, Reprint)।

ঊর্ধ্বং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যথোপপত্ত্যেকে ।। ২।।

অনু.— অন্যেরা (বলেন) সামর্থ্যমত দর্শপূর্ণমাসের (ঠিক) পরে (সোম দ্বারা যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— উপকরণসামগ্রী জোগাড় করতে পারলে দর্শপূর্ণমাসের ঠিক পরেই সোমযাগ করা যেতে পারে।

প্রাগ্ অপি সোমেনৈকে ।। ৩।। [২]

অনু.— অপরেরা (বলেন সম্ভব হলে দর্শপূর্ণমাসের) আগেও সোম দ্বারা (যাগ করতে পারেন)।

ব্যাখ্যা— ২/১/১৫ সূত্র থেকেই এই সূত্রের যা বক্তব্য তা বোঝা গেলেও সূত্রটি যখন করা হয়েছে তখন অভিপ্রায় এই যে, আধানের পরে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানকারী যজমান দর্শপূর্ণমাসের আগেও সোমযাগের অনুষ্ঠান করতে পারেন।

তস্যর্ত্বিজঃ ।। ৪।। [৩]

অনু.— ঐ (সোমযাগের ঋত্বিকেরা হচ্ছেন)।

চত্বারস্ ত্রিপুরুষাঃ ।। ৫।। [৪]

অনু.— তিন জন (তিন জন সহায়ক-বিশিষ্ট) চার (জন)।

ব্যাখ্যা— চার জন মুখ্য ঋত্বিক্। তাঁদের প্রত্যেকের আবার তিন জন করে সহযোগী।

তস্য তস্যোত্তরে ত্রয়ঃ ।। ৬।। [৫]

অনু.— সেই সেই (ঋত্বিকের) পরে (উল্লিখিত) তিন (জন ঐ প্রধান ঋত্বিকেরই দলের লোক)।

হোতা মৈত্রাবরুণোঽচ্ছাবাকো গ্রাবস্তুদ্ অধ্বর্যুঃ প্রতিপ্রস্থাতা নেষ্টোন্নেতা ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাচ্ছংস্যাগ্নীধ্রঃ পোতোদ্গাতা প্রস্তোতা প্রতিহর্তা সুব্রহ্মণ্য ইতি ।। ৭ ।। [৬]

ব্যাখ্যা— সোমযাগে হোতা, মৈত্রাবরুণ ইত্যাদি মোট ষোল জন ঋত্বিক্। তার মধ্যে হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা এবং উদ্গাতা হচ্ছেন প্রধান। তাঁদের প্রত্যেকের নামের পাশে যে অপর তিন জন করে ঋত্বিকের নাম আছে তাঁরা তাঁদেরই সহকারী। দ্র. যে, এই ষোল জনের মধ্যে হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা, ব্রহ্মা, নেষ্টা, অগ্নীত্ এবং পোতার উল্লেখ ঋক্-সংহিতায় পাওয়া যায়। এ ছাড়া প্রশাস্তা, গ্রাবগ্রাভ এবং বহুবচনে সামগ শব্দের উল্লেখও ঐ সংহিতায় আছে। অন্যান্য ঋত্বিকের নাম সেখানে মোটেই পাওয়া যায় না। আবার আবযাঃ, উপবক্তা এবং উদ্গ্রাভের নাম সংহিতায় থাকলেও এখানে নেই। হোতা নামটি খুবই প্রাচীন। অবেস্তায় এই ঋত্বিকের নাম জওতার। ব্যুৎপত্তির দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় প্রাচীনতর কালে হোতাই নিজে আহুতি দিতেন, কিন্তু ঋক্সংহিতার যুগেই সেই কাজের ভার ন্যস্ত হয়েছিল অধ্বর্যুর উপর।

এতেঽহীনৈকাহৈর্ যাজয়ন্তি ।। ৮ ।। [৭]

অনু.— এই (ষোল জন ঋত্বিক্ই) অহীন (এবং) একাহ দ্বারা (যজমানকে) যাগ করান।

ব্যাখ্যা— একাহে এবং অহীনেও এই ষোলজন ঋত্বিক্ লাগে। শমিতা, সদস্য এবং চমসাধ্বর্যুদের বরণ করা হলেও তাঁরা কিন্তু যাগ করান না বলে ঋত্বিক্রূপে গণ্য হন না। 'অহীনৈকাহৈঃ' বলায় ঋত্বিক্ হলেও সত্রে কিন্তু এই ষোল জনকে বরণ করতে হয় না, কারণ তাঁরা সেখানে নিজেরাই যজমানও বটে।

এত এবাহিতাগ্নয় ইষ্টপ্রথমযজ্ঞা গৃহপতিসপ্তদশা দীক্ষিত্বা সমোপ্যাগ্নীংস্ তন্মুখাঃ সত্রাণ্যাসতে ।। ৯।। [৮]

অনু.— প্রথমযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী অগ্ন্যাধানকারী এঁরাই গৃহপতিকে সপ্তদশ (ব্যক্তি ধরে) দীক্ষা গ্রহণ করে (নিজ নিজ) অগ্নিগুলিকে একত্র মিলিত করে তাঁকে প্রধান (ধরে) সত্রগুলির অনুষ্ঠান করনে।

ব্যাখ্যা— এই ষোল জন ঋত্বিক্ই যদি আগে অগ্ন্যাধান এবং প্রথমযজ্ঞ অর্থাৎ অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান করে থাকেন তাহলে নিজ নিজ অগ্নিগুলিকে একত্রিত করে (মিশিয়ে) 'গৃহপতি' নামে আর এক জনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে মুখ্য করে নিজেরাই সত্রযাগের অনুষ্ঠান করতে পারেন। সত্রে যাঁরা ঋত্বিক্ তাঁরাই যজমান। তবুও যিনি সেখানে কেবল যজমানের পালনীয় কর্মগুলিই করেন তিনি অতিরিক্ত এক জন। তাঁকে বলে 'গৃহপতি'। যাঁরা অগ্ন্যাধান করেছেন তাঁদেরই কেবল সত্রযাগের জন্য প্রথম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন। যদি সত্রে অংশগ্রহণকারী কোন ব্যক্তি অগ্ন্যাধান না করে থাকেন অর্থাৎ আহিতাগ্নি না হন, তাহলে প্রথমযজ্ঞ তিনি আগে না করে থাকলেও সত্রে যোগ দিতে তাঁর ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই (প্রসঙ্গত ৬/১০/৯ সু. দ্র.)। 'এব' বলায় সদস্য, শমিতা ও চমসাধ্বর্যুদের সত্রের অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হল। 'গৃহপতিপ্রধানাঃ' বলায় কোনও কোন বিষয়ে বিকল্প অথবা বিরোধ থাকলে সেই অংশের অনুষ্ঠান হবে গৃহপতিরই অভিপ্রায় অনুযায়ী।

তেষাং সমাবাপাদি যথার্থম্ অভিধানম্ ঐষ্টিকে তন্ত্রে ।। ১০।। [৯]

অনু.— অগ্নিসমাবেশ (থেকে) শুরু করে ঐষ্টিক তন্ত্রে (সব মন্ত্রে) অর্থ অনুযায়ী তাঁদের (নাম) উল্লেখ (করা হয়)।

ব্যাখ্যা— সমাবাপ = পরস্পরের সব অগ্নিকে একত্র রাখা। যথার্থম্ = অর্থ অনুসারে, প্রয়োজনমত। আহিতাগ্নি এবং যাঁরা আহিতাগ্নি নন তাঁরা মিলিত হয়ে সত্রযাগ করলে ঐ যাগে (আহিতাগ্নিদের) নিজ নিজ গার্হপত্য অগ্নির একত্রীকরণ থেকে শুরু করে ইষ্টির তন্ত্র অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠানপরম্পরা অনুসরণ করে যে যে অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠানগুলিতে 'সর্বেষু-' (আ. ৩/২/১৬) অনুসারে সব মন্ত্রে নয়, কেবল যজমানবাচী শব্দগুলিতেই আহিতাগ্নিদের সংখ্যা (এক, দুই বা বহু) অনুসারে মন্ত্রে উহ অর্থাৎ পরিবর্তন করতে হবে। দর্শপূর্ণমাসের তন্ত্র অনুসৃত না হলে কিন্তু কোন উহ করতে হয় না। বনস্পতিযাগ, পশুসম্পর্কিত সূক্তবাক প্রভৃতি মন্ত্রের স্থলে তাই কোন উহ হবে না। প্রথম অধ্যায়ের প্রায়শ্চিত্তগুলি দর্শপূর্ণমাসের তন্ত্রের অধিকারে বা অধীনে থাকায়

সেগুলির ক্ষেত্রে উহ হবে, কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে বিহিত প্রায়শ্চিত্তগুলি ঐ ঐষ্টিক তন্ত্রের বা নিয়মের অধীনে নেই বলে উক্ত প্রায়শ্চিত্তগুলি ঐষ্টিক হলেও সেগুলির ক্ষেত্রে তাই কোন উহ হবে না। পরবর্তী সূত্রের ব্যাখ্যাও দ্র.।

দীক্ষণাদ্যনগ্নীনাম্ ।। ১১।। [১০]

অনু.— অগ্নিবিহীন (যজমানদের) দীক্ষা থেকে শুরু (করে সমস্ত কর্মে যজমানবাচী শব্দে বচনের উহ হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি যাঁরা আহিতাগ্নি নন অর্থাৎ অগ্ন্যাধান করেন নি তাঁরা এক অথবা একাধিক আহিতাগ্নির সঙ্গে মিলে সত্রযাগ করেন অথবা সকলেই যদি আহিতাগ্নি হন, তাহলে দীক্ষণীয়া ইষ্টির আগে উখাসন্তরণীয়া প্রভৃতি যে-সব কর্মে ইষ্টি-তন্ত্র অনুযায়ী অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসের পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠান হয় সেই-সব কর্মের ক্ষেত্রে সমস্ত মন্ত্রে প্রকৃত আহিতাগ্নির সংখ্যা অনুযায়ী যজমানবাচী শব্দে একবচন, দ্বিবচন বা বহুবচনে আহিতাগ্নিদের উল্লেখ করতে হবে। কিন্তু তার পরে দীক্ষণীয়া ইষ্টি থেকে শুরু করে ঐষ্টিক তন্ত্রের সমস্ত মন্ত্রে আহিতাগ্নির সংখ্যা বিচার না করে, যজমানের মোট সংখ্যা অনুযায়ী বহুবচনই প্রয়োগ করতে হবে। যেহেতু অগ্নি ছাড়া যজ্ঞ হয় না, তাই সত্রে অন্তত এক জন সাগ্নিক অর্থাৎ আহিতাগ্নি থাকবেন।

অগ্নির্মুখম্ ইতি চ যাজ্যানুবাক্যয়োঃ ।। ১২।। [১১]

অনু.— এবং 'অগ্নির্মুখম্-' (৪/২/৩ সূ. দ্র.) এই অনুবাক্যা ও যাজ্যা মন্ত্রে (উহ হবে)।

ব্যাখ্যা— 'সর্বেষু যজুর্নিগদেষু' (৩/২/১৬ সূ.দ্র.) নিয়ম অনুসারে শুধু নিগদেই উহ হওয়ার কথা। অনুবাক্যা ও যাজ্যা নিগদ নয়, ঋক্‌মন্ত্র। এই দুই মন্ত্রে তাই উহ হতে পারে না বলে আলোচ্য সূত্রের অবতারণা। ঐ দুই মন্ত্রে 'যজমানায়' ও 'অস্মৈ' পদে তাই উহ করতে হবে।

দণ্ডপ্রদানে ।। ১৩।। [১২]

অনু.— দণ্ডপ্রদানে (উহ হবে)।

ব্যাখ্যা— দণ্ডপ্রদানের যে মন্ত্র (৩/১/২০ সূ. দ্র.) তা দর্শপূর্ণমাসের তন্ত্রের অন্তর্গত না হলেও সত্রে সেই মন্ত্রে উহ করতে হবে। যদিও দণ্ডপ্রদানের মন্ত্রে যজমানবাচী কোন শব্দ নেই, তবুও দণ্ডের সংখ্যা অনুযায়ী 'ত্বা' এই পদেই উহ করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মৈত্রাবরুণ দীক্ষিত সব ঋত্বিকের দণ্ডই গ্রহণ করে শেষে নিজের পছন্দমত একটি দণ্ডই হাতে রেখে দেন।

প্রৈষেষু নিবিত্সু চ ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— প্রৈষগুলিতে এবং নিবিদ্‌গুলিতে (-ও উহ হবে)।

ঘৃতযাজ্যায়াম্ ।। ১৫।। [১৪]

অনু.— ঘৃতযাজ্যায় (যজমানবাচী শব্দে উহ হবে)।

ব্যাখ্যা— ৫/১৯/২, ৩ সূ. দ্র.। ঐষ্টিক তন্ত্র নয়, নিগদও নয়; তাই এই স্বতন্ত্র সূত্র।

কুহ্বাং চ ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— এবং কুহূ (মন্ত্রে উহ হবে)।

ব্যাখ্যা— ১/১০/৮ সূ. দ্র.। ঋক্‌মন্ত্র বলেই ১২ নং সূত্রের মতো এ-ক্ষেত্রেও উহের জন্য স্বতন্ত্র সূত্র করতে হয়েছে।

অচ্ছাবাকনিগদোপহবপ্রত্যুপহবে চ ।। ১৭।। [১৬]

অনু.— অচ্ছাবাকের নিগদ, উপহব (এবং) প্রত্যুপহবেও (উহ হবে)।

ব্যাখ্যা— ৫/৭/৩-৬ সূ. দ্র.।

আর্ষেয়াণি গৃহপতেঃ প্রবরিত্বাত্মাদীনাং মুখ্যানাম্ ।। ১৮।। [১৭]

অনু.— গৃহপতির (বংশের) ঋষিদের বরণ করে (হোতা) নিজেকে থেকে শুরু করে প্রধান (চার ঋত্বিকের ঋষিদের বরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— গৃহপতির আর্ষেয়বরণের পর হোতা প্রথমে নিজের এবং তার পরে অধ্বর্যু, ব্রহ্মা ও উদ্‌গাতা এই মুখ্য ঋত্বিক্‌দের বংশের ঋষিদের বরণ করেন। 'গৃহপতেঃ' বলায় ২০ নং সূত্রের ক্ষেত্রেও গৃহপতির জন্য পৃথক্ ঋষিবরণ করতে হবে। 'আত্মাদীনাং' বলায় বোঝা যাচ্ছে যে, সত্রীদের ঋষিবংশ ভিন্ন হতে পারে। এ-ছাড়া যে ক্রমে ঋত্বিকেরা দীক্ষিত হয়েছেন সেই ক্রমে নয়, এই ক্রমেই তাঁদের ঋষিবরণ করতে হবে। সূক্তবাকনিগদ প্রভৃতি স্থলে অবশ্য দীক্ষাক্রমে অথবা এই সূত্রে নির্দিষ্ট ক্রমে নাম-উল্লেখ করা চলবে।

এবং দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থানাম্ ।। ১৯।। [১৮]

অনু.— এইভাবে (প্রত্যেক শ্রেণীর) দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ (স্থানাধিকারী ঋত্বিকের ঋষিদের বরণ হবে)।

ব্যাখ্যা— অন্যান্য ঋত্বিক্‌দের ক্ষেত্রে যথাক্রমে মৈত্রাবরুণ, প্রতিপ্রস্থাতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, প্রস্তোতা, তার পরে অচ্ছাবাক, নেষ্টা, আগ্নীধ্র, প্রতিহর্তা এবং সব শেষে গ্রাবস্তুত্, উন্নেতা, পোতা এবং সুব্রহ্মণ্যের আর্ষেয়বরণ করা হয়।

যাবন্তোঽনন্তরহিতাঃ সমানগোত্রাস্ তাবতাং সকৃত্ ।। ২০।। [১৯]

অনু.— একই গোত্রে যত (জন ঋত্বিক্) অব্যবহিত (হয়ে রয়েছেন) তাঁদের একবার (মাত্র আর্ষেয়বরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— সমানগোত্র = যাঁদের একই ঋষিবংশ। ১৮-১৯ নং সূত্রে উল্লিখিত ক্রম অনুযায়ী বরণের সময়ে যদি দেখা যায় যে, পাশাপাশি একই ঋষিবংশের নাম এসে উপস্থিত হচ্ছে তাহলে সেই ঋত্বিক্‌দের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা আর্ষেয়বরণ না করে একবারই ঐ ঋষির বংশকে বরণ করবেন। ১৮ নং সূত্রে গৃহপতির কথা পৃথক্‌ভাবে বলা থাকায় তাঁর আর্ষেয়বরণ পৃথক্‌ই হবে। গোত্র এক হলেও ঋষি ভিন্ন হতে পারে। 'সমানগোত্র' বলতে এখানে তাই বুঝতে হবে সমানার্ষেয় অর্থাৎ যাঁদের বংশের ঋষিপরম্পরা এক। আর্ষেয়বরণ করা হয় আহবনীয় অগ্নির সংস্কারের জন্য। আহবনীয় প্রত্যেকের এখন সংমিশ্রিত থাকলেও আগে ভিন্নই ছিল। তবুও ঋষিবংশ এক এবং বরণকালও এক বলে এখানে সমান ঋষিদের একবারই বরণ করতে হবে, বারে বারে নয়।

আবর্তয়েদ্ বা দ্রব্যাশ্রয়াঃ সংস্কারাঃ ।। ২১।। [২০]

অনু.— (অথবা আর্ষেয়বরণের) আবৃত্তিই করবেন, (কারণ) সংস্কারগুলি (সর্বদা) দ্রব্যের (-ই) সম্পর্কিত।

ব্যাখ্যা— বা = -ই। অথবা গোত্র এক হলেও সমগোত্রীয় ঋত্বিক্‌দের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্‌ই আর্ষেয়বরণ করবেন, কারণ বরণ হচ্ছে সংস্কার এবং ঋত্বিকেরা হচ্ছেন সেই বরণ দ্বারা সংস্কার্য দ্রব্য বা বিষয়। মুখ্যের কারণে গৌণের, প্রধান যে দ্রব্য তার প্রয়োজনে অপ্রধান সংস্কারের পুনরাবৃত্তি করাই সঙ্গত। এছাড়া ১০ নং সূত্রে যজমানবাচী শব্দেই উহ বিহিত হওয়ায় আর্ষেয়বাচী শব্দে উহের সুযোগ নেই বলে আর্ষেয়বরণে উহ করাও চলে না। ফলে এ-ক্ষেত্রে আর্ষেয়বরণের পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া আর অন্য উপায় কি? একবচনে উচ্চারিত আর্ষেয় কখনও বহু যজমানের ক্ষেত্রে তো যুক্ত হতে পারে না।

সাগ্নিচিত্যেষু ক্রতুমুখাসম্ভরণীয়াম্ ইষ্টিম্ একে ।। ২২।। [২১]

অনু.— অন্যেরা অগ্নিচয়ন-সমেত যাগে উখাসম্ভরণীয়া ইষ্টি (করেন)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিচিত্যা = অগ্নিচয়ন (পা. ৩/১/১৩২ দ্র.)। ইচ্ছা হলে সোমযাগে উত্তরবেদির উপরে বহু ইট সাজিয়ে উঁচু জায়গা তৈরী করে সেই স্থানে আহবনীয় অগ্নি স্থাপন করে যাগ করা যায়। ঐ উঁচু জায়গাকে বলে চিতি এবং সেখানে অগ্নিস্থাপনকে বলা হয় অগ্নিচিত্যা। অগ্নিচিত্যা করতে হলে সোমযাগ আরম্ভের এক বছর আগে কোন পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যায় উখা নামে একটি পাত্র তৈরী করতে হয়। এই পাত্রটি চতুষ্কোণ অথবা গোল, লম্বায় বারো আঙুল এবং মুখটি চব্বিশ আঙুল চওড়া। মুখ থেকে

বাইরের অথবা ভিতরের দিকে এক-তৃতীয়াংশ অথবা দু-আঙুল নীচে মাটির তৈরী একটি বেড় থাকে। ঐ বেড়ের মাঝে মাঝে আবার দু-একটি করে মাটির গুলি থাকে। এই উখা-সম্ভরণ অর্থাৎ উখা-তৈরী উপলক্ষে এই দিন কেউ কেউ 'উখাসম্ভরণীয়া' নামে একটি ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করেন।

অগ্নির্ব্রহ্মণ্বান্ অগ্নিঃ ক্ষত্রবান্ অগ্নিঃ ক্ষত্রভৃত্ ।। ২৩।। [২২]

অনু.— (ঐ ইষ্টির দেবতা) ব্রহ্মণ্বান্ অগ্নি, ক্ষত্রবান্ অগ্নি, ক্ষত্রভৃত্ অগ্নি।

এতেনাগ্নে ব্রহ্মণা বাবৃধস্ব ব্রহ্ম চ তে জাতবেদো নমশ্চ পুরূণ্যগ্নে পুরুধা ত্বায়া স চিত্র চিত্রং চিতয়ন্তমস্মে অগ্নিরীশে বৃহতঃ ক্ষত্রিয়স্যার্চামি তে সুমতিং ঘোষ্যর্বাগ্ ইতি ।। ২৪।। [২৩]

অনু.— (ব্রহ্মণ্বানের অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'এতেন-' (১/৩১/১৮), 'ব্রহ্ম-' (১০/৪/৭); (ক্ষত্রবানের) 'পুরূণ্য-' (৬/১/১৩), 'স-' (৬/৬/৭); (ক্ষত্রভৃতের) 'অগ্নি-' (৪/১২/৩), 'অর্চামি-' (৪/৪/৮)।

ইদং-প্রভৃতি কর্মণাং শনৈস্তরাম্ উত্তরোত্তরম্ ।। ২৫।। [২৩]

অনু.— এখান থেকে শুরু করে সমস্ত (অনুষ্ঠান-) ক্রিয়ার পর পর (প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান) আরও ধীরে ধীরে (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— উখাসম্ভরণীয়া থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি পরবর্তী অনুষ্ঠান পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানের অপেক্ষায় ধীরে ধীরে মৃদুভাবে করতে হয়। ফলে উখাসম্ভরণীয়ার মন্ত্র পঞ্চম যমে, প্রাজাপত্যের মন্ত্র চতুর্থ যমে, দীক্ষণীয়ার মন্ত্র তৃতীয় যমে, প্রায়ণীয়ার মন্ত্র দ্বিতীয় যমে এবং আতিথ্যেষ্টির মন্ত্র প্রথম যমে উচ্চারণ করতে হবে। বষট্কার হবে অবশ্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ যমে।

এতত্ ত্বপি পৌর্ণমাসাত্ ।। ২৬।। [২৪]

অনু.— এই (উখাসম্ভরণীয়া) কিন্তু পৌর্ণমাস (ইষ্টি) থেকেও (ধীরে ধীরে হবে)।

ব্যাখ্যা— যেহেতু দর্শপূর্ণমাসের মন্ত্রগুলি মন্দ্র, মধ্যম অথবা উত্তম স্থানের (Pitch) ষষ্ঠ যমে (যাজ্যার বষট্কার অবশ্য ১/৫/৭ সূত্র অনুসারে সপ্তম যমে) উচ্চারণ করা হয়, উখাসম্ভরণীয়া তাই ঐ প্রকৃতিযাগের অপেক্ষায় আরও ধীরে মৃদুভাবে অর্থাৎ পঞ্চম যমে পাঠ করতে হবে।

প্রায়ণীয়াবত্ সোমপ্রবহণম্ ।। ২৭।। [২৫]

অনু.— সোমপ্রবহণ (কর্মের মন্ত্র) প্রায়ণীয়ার মতো (উচ্চারণ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— সোমপ্রবহণের মন্ত্র (৪/৪/২-৭ সূ. দ্র.) প্রায়ণীয়ার মতো মন্দ্র-স্থানের দ্বিতীয় যমে উচ্চারণ করতে হবে। ২৫ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

ঊর্ধ্বং প্রথমায়া অগ্নিপ্রণয়নীয়ায়া ঔপবসথ্যেঽনিয়মঃ ।। ২৮।। [২৬]

অনু.— সোমরস-আহুতির আগের দিনে প্রথম অগ্নিপ্রণয়নীয়া মন্ত্রের পরে (স্থানের বিষয়ে কোন) নিয়ম নেই।

ব্যাখ্যা— যে-দিন সোমরস-আহুতি দেওয়া হয় তার ঠিক আগের দিনের নাম 'ঔপবসথ্য'। ঐ দিন অগ্নিপ্রণয়নীয়া (২/১৭/২ সূ. দ্র.) নামে অনেকগুলি মন্ত্র পাঠ করতে হয়। তার মধ্যে প্রথম অগ্নিপ্রণয়নীয়া মন্ত্রটি পড়া হয়ে গেলে সমস্ত অনুষ্ঠানেরই অবশিষ্ট মন্ত্রগুলি কোন্ বিশেষ উচ্চারণস্থানে (Pitch-এ) পড়তে হবে সে-বিষয়ে কোন নির্বন্ধ নেই, মন্ত্রগুলি যে-কোন স্থানেই পড়া চলে। যদি মন্দ্র, মধ্যম ও উত্তম (বা তার) এই তিন উচ্চারণস্থানই ব্যবহার করার ইচ্ছা হয়, তাহলে অবশ্য ক্রমশ আরোহক্রমে পরপর ঐ স্থানগুলি ব্যবহার করে যেতে হবে। যদি কোন একটি বিশেষ উচ্চারণস্থানই ব্যবহার করা হয়, তাহলে কিন্তু মন্ত্রগুলিকে ক্রমশ ঐ উচ্চারণস্থানেরই উচ্চ থেকে উচ্চতর যমে পাঠ করে যেতে হবে।

মধ্যমাদি ঘর্মে ।। ২৯।। [২৭]

অনু.— ঘর্মে মধ্যম (স্থান) থেকে (এই অনিয়ম)।

ব্যাখ্যা— ঘর্ম (৪/৬, ৭ সূ. দ্র.) অনুষ্ঠানে মন্ত্র-স্থানে মন্ত্রপাঠ করলে চলবে না। সেখানে মধ্য থেকে অর্থাৎ মধ্যম ও উত্তম এই দুই স্থানের কোন এক স্থানে মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হবে এবং সেই উচ্চারণস্থানে ক্রমশ যমের আরোহ ঘটাতে হবে।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা (৪/২)

[দীক্ষণীয়েষ্টি, অঙ্গযাগের অংশবিশেষের বর্জন, বিভিন্ন যাগে দীক্ষার সংখ্যা, একাহযাগের মোট দীক্ষা ও উপসদের দিনসংখ্যা।]

দীক্ষণীয়ায়াং ধায্যে বিরাজৌ ।। ১।।

অনু.— দীক্ষণীয়া (ইষ্টিতে দুটি) ধায্যা (এবং দুটি) বিরাজ্ (মন্ত্র পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— এই ইষ্টিতে সামিধেনীতে দুই ধায্যা (২/১/৩০ সূ. দ্র.) এবং স্বিষ্টকৃতে দুই বিরাজ্ (২/১/৩৬ সূ. দ্র.) মন্ত্র পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ১/১ অংশে সতেরটি সামিধেনীর কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু অতিরিক্ত মন্ত্রদুটির কোন স্পষ্ট উল্লেখ সেখানে নেই। ১/৪ অংশে আজ্যভাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা সম্পর্কে মতান্তরের উল্লেখ করে শেষে প্রকৃতিযাগের মন্ত্রই বিহিত হয়েছে। ১/৫, ৬ অংশে স্বিষ্টকৃতে ভিন্ন ভিন্ন কামনায় ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের মন্ত্র এবং বিরাজ্ মন্ত্রও বিহিত হয়েছে। ১/৩ অংশে দীক্ষিতের যে-সব সংস্কারের কথা— জলে স্নান, দেহে নবনীত লেপন, চক্ষুতে অঞ্জনলেপন, একুশটি কুশমুষ্টি দ্বারা শোধন, প্রাচীনবংশে প্রবেশ করান, ঐ মণ্ডপেই অবস্থান, বস্ত্র দ্বারা দেহের আচ্ছাদন, কৃষ্ণাজিন দ্বারা বেষ্টন ও মুষ্টিধারণ— ইত্যাদি বলা হয়েছে, সে-বিষয়েরও কোন-কিছুই সূত্রকার এখানে বলেন নি। শা. মতে সামিধেনী মন্ত্র এখানে পনেরটিই এবং স্বিষ্টকৃতে প্রকৃতিযাগের মন্ত্র অথবা বিরাজ্ মন্ত্র পাঠ করতে হয়। এছাড়া তাঁর মতে এই যাগটি পত্নীসংযাজে শেষ হয়— "পঞ্চদশসামিধেনীকা, বিরাজৌ স্বিষ্টকৃতঃ, নিত্যে বা, পত্নীসংযাজান্তা চ"— শা. ৫/৩/৩, ৫, ৬, ৯।

অগ্নাবিষ্ণূ ।। ২।।

অনু.— (প্রধানযাগের দেবতা) অগ্নি-বিষ্ণু।

ব্যাখ্যা— "অপরাহ্নে দীক্ষণীয়াগ্নাবৈষ্ণবীষ্টিঃ"— শা. ৫/৩/১।

অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানাং সংগতানামুত্তমো বিষ্ণুরাসীত্। যজমানায় পরিগৃহ্য দেবান্ দীক্ষয়েদং হবিরাগচ্ছতং নঃ। অগ্নিশ্চ বিষ্ণো তপ উত্তমং মহো দীক্ষাপালায় বনতং হি শক্রা। বিশ্বৈর্দেবৈর্যজ্ঞিয়ৈঃ সংবিদানৌ দীক্ষামস্মৈ যজমানায় ধত্তম্ ইতি ।। ৩।।

অনু.— (প্রধানযাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'অগ্নি-' (সূ.), 'অগ্নিশ্চ-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত আচার্য যাস্কের 'আগ্নাবৈষ্ণবএ্চ চ হবির্ নত্বৃক সংস্তবিকী দশতয়ীষু বিদ্যতে' (নি. ৭/৮/৫) এই উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে। ঐ. ব্রা. ১/৪ অংশে এই মন্ত্র-দুটি প্রতীকে (= অংশত) উদ্ধৃত হয়েছে।

সাগ্নিচিত্যে ত্রীণ্যন্যানি বৈশ্বানর আদিত্যাঃ সরস্বত্যদিতির্ বা ।। ৪।। [৩]

অনু.— অগ্নিচয়নসমেত সোমযাগে (দীক্ষণীয়ার প্রধানযাগে এ-ছাড়া) অন্য তিন দেবতা (হলেন)— বৈশ্বানর, আদিত্যগণ (এবং) সরস্বতী অথবা অদিতি।

ব্যাখ্যা— শা. অনুসারে অগ্নি-বিষ্ণু, অগ্নি বৈশ্বানর, আদিত্য এই তিন অথবা অতিরিক্ত অদিতি ও সরস্বতী এই মোট পাঁচ দেবতা— ৯/২৪/২, ৫ সূ. দ্র.।

ধারয়ন্ত আদিত্যাসো জগৎ স্থা ইতি দ্বে ।। ৫।। [৪]

অনু.— 'ধার-' (২/২৭/৪, ৫) এই দুটি (মন্ত্র আদিত্যের অনুবাক্যা ও যাজ্যা)।

এতে এব ভুবদ্বদ্ভ্যো ভুবনপতিভ্যো বা ।। ৬।। [৫]

অনু.— এই (মন্ত্র-) দুটিই ভুবত্-বত্ অথবা ভুবনপতি (আদিত্যগণেরও অনুবাক্যা ও যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— যদি আদিত্যের পরিবর্তে ভুবদ্বান্ বা ভুবনপতি আদিত্য দেবতা হন তাহলেও ঐ মন্ত্র দুটিই পাঠ করতে হবে।

নেদম্-আদিষু মার্জনম্ অর্বাগ্ উদয়নীয়ায়াঃ ।। ৭।। [৬]

অনু.— এই (দীক্ষণীয়েষ্টি) থেকে শুরু করে উদয়নীয়ার আগে পর্যন্ত (সমস্ত কর্মেই) মার্জন (করতে হয়) না।

ব্যাখ্যা— দীক্ষণীয়েষ্টি থেকে উদয়নীয়েষ্টির আগে পর্যন্ত সমস্ত কর্মেই প্রত্যক্ষবিহিত মার্জন (যেমন— ১/৮/১; ৩/৫/১ ইঃ সূ. দ্র.) এবং অনুমানলভ্য বা পরোক্ষবিহিত মার্জন (যেমন ১/১১/৭ সূত্রে) দু-রকম মার্জনই করতে হয় না। দীক্ষণীয় প্রভৃতি ইষ্টিযাগে যোক্ত্রমোচন করতে নেই বলে পরোক্ষ মার্জনও নিষিদ্ধ বলেই বুঝতে হবে। তবে এই সূত্রে নিষেধ থাকলেও 'অগ্নী-' (৫/৩/৫) এবং 'চাত্বালে-' (৫/৩/১৩) সূত্রে আবার মার্জনের বিধান থাকায় অগ্নীষোমীয় পশুযাগে এবং সবনীয় পশুযাগে কিন্তু মার্জন করতে কোন বাধা নেই।

ইদম্- আদীডায়াং সূক্তবাকে চাগূর্ আশীঃস্থানে ।। ৮।। [৭]

অনু.— এই (দীক্ষণীয়েষ্টি) থেকে শুরু করে ইড়া এবং সূক্তবাকে আশীর্বচনের স্থানে আগূ (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— শা. ৫/৩/৭ সূ. দ্র.।

উপহূতোঽয়ং যজমানোঽস্য যজ্ঞস্যাগুর উদৃচমশীয়েতি তস্মিন্নুপহূতঃ ।। ৯।। [৮]

অনু.— 'উপ-' (সূ.) (হচ্ছে ইড়া-উপহ্বানের সেই আগূ)।

ব্যাখ্যা— ইড়ার উপহ্বান-মন্ত্রে প্রকৃতিযাগে 'উপহূতোঽয়ং যজমানঃ' অংশের পরে এবং 'তস্মিন্নুপহূত' অংশের আগে যে 'উত্তরস্যাং..... হবির্জুষতাম্' (১/৭/৮ সূ. দ্র.) অংশ আছে সেই আশীর্বচনের স্থানে এখানে 'অস্য যজ্ঞস্যাগুর উদৃচম্ অশীয়' এই আগূ পাঠ করতে হবে। শা. ৫/৩/৭ সূত্রেরও এই একই নির্দেশ।

আশাস্তেঽয়ং যজমানোঽস্য যজ্ঞস্যাগুর উদৃচমশীয়েত্যাশাস্তে ।। ১০।। [৯]

অনু.— 'আশাস্তে-' (সূ.) (হচ্ছে সূক্তবাকের সেই আগূ)।

ব্যাখ্যা— সূক্তবাকের নিগদমন্ত্রে প্রকৃতিযাগে 'আশাস্তেঽয়ং যজমানঃ' অংশের পর থেকে 'আশাস্তে যদনেন হবিষা' অংশের আগে পর্যন্ত যে 'আয়ুরাশাস্তে বিশ্বং প্রিয়ম্' অংশ (১/৯/৫ সূ. দ্র.) পঠিত আছে তার স্থানে এখানে 'অস্য যজ্ঞস্যাগুর উদৃচম্ অশীয়' এই আগূ পাঠ করতে হয়। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, আগের সূত্রে এবং এই সূত্রে একই আগূ বিহিত হয়েছে। শা. ৫।৩/৭ সূত্রেও তা-ই বলা হয়েছে।

ন চাত্র নামাদেশঃ ।। ১১।। [১০]

অনু.— এখানে (যজমানের) নাম উল্লেখ (করতে হবে) না।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিযাগে সূক্তবাকে যজমানের পরিচিত এবং নাক্ষত্র এই দুই নাম উল্লেখ করতে হলেও দীক্ষণীয়া থেকে উদয়নীয়া ইষ্টির আগে পর্যন্ত সূক্তবাকে তা করতে হয় না। যদিও ১০ নং সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সূক্তবাকে যজমানের নাম-উল্লেখের স্থানটি বাদ দেওয়া হয়েছে, তবুও এখানে আবার তা বলে সূত্রকার বোঝাতে চাইছেন যে, যা বলা হল তা ছাড়া অন্যান্য অংশের অনুষ্ঠান প্রকৃতিযাগেরই মতো হবে। শা. ৫/৩/৮ সূত্রেও এই নির্দেশই পাই।

প্রকৃত্যাস্ত্য ঊর্ধ্বং পশ্বিডায়াঃ ।। ১২।। [১১]

অনু.— শেষ (দিনে সবনীয়) পশু (-যাগের) ইড়ার পরে প্রকৃতি (-যাগের মতোই অনুষ্ঠান হয়)।

ব্যাখ্যা— অহর্গণে শেষ দিনে সবনীয় পশুযাগের ইড়াভক্ষণের পরে প্রকৃতিযাগের মতোই সব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

দীক্ষিতানাং সঞ্চরো গার্হপত্যাহবনীয়াব্ অন্তরাগ্নেঃ প্রণয়নাত্ ।। ১৩।। [১২]

অনু.— অন্তরা = মধ্যে, সমীপে। অগ্নি-প্রণয়ন পর্যন্ত দীক্ষিতদের যাতায়াত (করতে হয়) গার্হপত্য এবং আহবনীয়ের মাঝখান দিয়ে।

ব্যাখ্যা— অগ্নি-প্রণয়নের পরে কোন্ পথে যাতায়াত করতে হয় সূত্রকার তা কিন্তু বলেন নি। বৃত্তিকারের মতে এখানে সঞ্চর মানে শোওয়া-বসা, যাতায়াত ইত্যাদি।

দীক্ষণাদিরাত্রিসংখ্যানেন দীক্ষা অপরিমিতাঃ ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— সোমযাগে দীক্ষার প্রথম (দিন) থেকে রাত্রি গণনা দ্বারা অপরিমিত দীক্ষা (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— যে-দিন দীক্ষণীয়া ইষ্টি শুরু হয় সে-দিন থেকে রাত্রি হিসাব করে অনেক দিন ধরে ঐ ইষ্টি চলতে পারে। ঠিক কতদিন ধরে দীক্ষণীয়েষ্টি করতে হবে তার কোন একটি নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। যাঁদের যেমন রীতি তাঁরা ততদিন ধরে এই ইষ্টি করে থাকেন। কাত্যায়নও বলেছেন 'দ্বাদশ দীক্ষা অপরিমিতা বা' (কা. শ্রৌ. ৭/১/২৪)। একটি দীক্ষা মানে এক দিন দীক্ষা, দ্বাদশ দীক্ষা মানে বারো দিন ধরে দীক্ষা ইত্যাদি। এই সূত্রের বৃত্তিতে নারায়ণ বলেছেন— 'প্রকৃতের্ ইদং দীক্ষাবিধানম্'— দীক্ষার এই বিধান আলোচ্য প্রকৃতিযাগ-সম্পর্কিত। ''অপরিমিতা দীক্ষাস্''— শা. ৫/৪/৭।

একাহপ্রভৃত্যা সংবত্সরাত্ ।। ১৫।। [১৪]

অনু.— (সত্রে) এক দিন থেকে এক বছর পর্যন্ত (দীক্ষণীয়েষ্টি চলতে পারে)।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকার আগের সূত্রের শেষে বৃত্তিতে বলেছেন— 'সত্রাণাং দীক্ষাবিধানম্ অত্রোচ্যতে'- এখানে (পরবর্তী সূত্রে-!) সত্রের দীক্ষার বিধান দেওয়া হচ্ছে। গ্রন্থান্তরে পংক্তিটি এই সূত্রের অধীনেই পাওয়া যায়।

সংবত্সরং ত্বেব সব্রতে ।। ১৬।। [১৪]

অনু.— মহাব্রতসমেত (সত্রযাগে) কিন্তু একবছর ধরেই (দীক্ষণীয়া ইষ্টি হবে)।

ব্যাখ্যা— ব্রত = মহাব্রত।

দ্বাদশাহতাপশ্চিতেষু যথা সুত্যোপসদঃ ।। ১৭।। [১৫]

অনু.— দ্বাদশাহ এবং তাপশ্চিত (সত্রগুলিতে) যেমন সুত্যা এবং উপসদ্ (হয়, দীক্ষাও হবে ঠিক তেমন)।

ব্যাখ্যা— দ্বাদশাহ এবং তাপশ্চিত যাগে যত দিন সোমরস-আহুতি এবং যত দিন উপসদ্ ইষ্টি হয়, দীক্ষণীয়েষ্টিও হবে ঠিক তত দিন ধরেই। বৃত্তিকারের মতে এখানে প্রকারান্তরে উপসদের দিনসংখ্যাও বিহিত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। দ্বাদশাহ যাগে এবং তাপশ্চিত সত্রগুলিতে যতদিন ধরে সুত্যা হয় দীক্ষণীয়া ও উপসদ্ ইষ্টিও হবে পৃথক্ পৃথক্ ঠিক তত দিন ধরেই। ঐ. ব্রা. ১৯/২ অংশে দ্বাদশাহে বারো দিন দীক্ষার কথাই বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত ১০/৫ এবং ১২/৫/৮ সূ. দ্র.।

কর্মাচারস্ ত্বেকাহানাম্ ।। ১৮।। [১৬]

অনু.— (বিকৃতিরূপ) একাহ (-যাগ)গুলির কর্মের অনুষ্ঠান (-কাল) কিন্তু (এ-বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— 'তু' বলার উদ্দেশ্য এই যে, কেবল প্রাসঙ্গিক দীক্ষার কথাই নয়, বিকৃতি একাহের উপসদ্ এবং সুত্যার প্রয়োগকালের কথাও সূত্রকার এ-বার পরবর্তী সূত্রে বলবেন। 'একাহ' শব্দে বহুবচন থাকায় এবং ১৪নং সূত্র সত্ত্বেও বিধান করায় বিকৃতি একাহযাগই এখানে অভিপ্রেত বলে বুঝতে হবে। প্রসঙ্গত ৪/৮/২০ সূ. দ্র.।

একা তিস্রো বা দীক্ষাস্ তিস্র উপসদঃ সুত্যম্ অহর্ উত্তমম্ ।। ১৯।। [১৭]

অনু.— (বিকৃতিরূপ সমস্ত একাহযাগে) একটি অথবা তিনটি দীক্ষা, তিনটি উপসদ্ (এবং) শেষ দিন সোমরস-আহুতি-সম্পর্কিত।

ব্যাখ্যা— সমস্ত বিকৃতিরূপ একাহে তিন দিন দীক্ষণীয়া ইষ্টি, তিন দিন উপসদ্ ইষ্টি এবং শেষে এক দিন সুত্যা হয়। সূত্রে তিনটিকে একত্র উল্লেখ করার এই তিনটিই সৌমিকী এবং সেই কারণে 'সৌমিক্যঃ' (২/১৫/৪) সূত্রটি দীক্ষণীয়ার পূর্ববর্তী উখাসম্ভরণীয়া প্রভৃতি স্থলে প্রযোজ্য নয়। 'উত্তমম্' বলায় বুঝতে হবে প্রাতরনুবাক থেকে শুরু করে উদবসানীয়া ইষ্টি পর্যন্ত অনুষ্ঠানগুলি একই দিনের অন্তর্গত এবং ঐ দিনকে 'সুত্যা' বলা হয়।

দীক্ষান্তে রাজক্রয়ঃ ।। ২০।। [১৮]

অনু.— দীক্ষার শেষে সোমক্রয়।

ব্যাখ্যা— রাজা = সোম। যে-দিন দীক্ষণীয়া ইষ্টি শেষ হয় তার পরের দিন সোমলতা কিনতে হয়। সোম কেনা হয় এক বৎসর বয়সের গাভী, স্বর্ণ, ছাগ, বৎসযুক্ত গাভী, ষাঁড়, শকটবহনে সমর্থ বলদ, দুগ্ধপানে নিবৃত্ত পুরুষ ও স্ত্রী গাভী এবং বস্ত্র এই মোট দশটি দ্রব্য দিয়ে। কেনার সময়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কিছুক্ষণ কৃত্রিম দর-কষাকষি চলে।

তৃতীয় কণ্ডিকা (৪/৩)

[প্রায়ণীয়েষ্টি]

তদ্-অহঃ প্রায়ণীয়েষ্টিঃ ।। ১।।

অনু.— সেই দিন প্রায়ণীয়েষ্টি।

ব্যাখ্যা— যে-দিন সোমক্রয় হয় সেই দিন প্রায়ণীয়েষ্টিও হয়। 'তদহঃ' বলায় বুঝতে হবে দীক্ষার পরের ঐ দিনটিকে 'রাজক্রয়' দিবস বলে।

পথ্যা স্বস্তির্ অগ্নিঃ সোমঃ সবিতাদিতিঃ ।। ২।।

অনু.— (এই ইষ্টির প্রধান দেবতারা হলেন) পথ্যা স্বস্তি, অগ্নি, সোম, সবিতা, অদিতি।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২/১ অংশে এবং শা. ৫/৫/১ সূত্রেও এই পাঁচ দেবতারই বিধান আছে।

স্বস্তি নঃ পথ্যাসু ধন্বস্বিতি যে অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মানা দেবানামপি পন্থামগন্ম ত্বং সোম প্র চিকিতো মনীষা যা তে ধামানি দিবি যা পৃথিব্যামা বিশ্বদেবং সত্পতিং য ইমা বিশ্বা জাতানি সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং মহীমূ ষু মাতরং সুব্রতানাম্ ।। ৩।। [২]

অনু.— (পথ্যার) 'স্বস্তি-' (১০/৬৩/১৫, ১৬) এই দুটি (মন্ত্র); (অগ্নির) 'অগ্নে-' (১/১৮৯/১), 'আ-' (১০/২/৩);

(সোমের) 'ত্বং-' (১/৯১/১), 'যা-' (১/৯১/৪); (সবিতার) 'আ-' (৫/৮২/৭), 'য-' (৫/৮২/৯); (অদিতির) 'সুত্রা-' (১০/৬৩/১০), 'মহী-' (আ. ২/১/৩৪) এই (মন্ত্র অনুবাক্যা ও যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২/৩ অংশেও এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে। প্রযাজের ক্ষেত্রে ২/২ অংশে কামনাভেদে ভিন্ন ভিন্ন দিকে আহুতিক্রিয়া সমাপ্ত করতে বলা হয়েছে। শা. ৫/৫/২ অনুসারে 'অগ্নে-' (১/১৮৯/২) অগ্নির ও 'যা-' (১/৯১/১৯) সোমের যাজ্যা এবং 'তত্-' (৩/৬২/১০) সবিতার অনুবাক্যা।

সেদগ্নিরগ্নীঁরত্যস্ত্বন্যান্ ইতি দ্বে সংযাজ্যে ।। ৪।। [২]

অনু.— 'সেদগ্নি-' (৭/১/১৪, ১৫) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্র) স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২/৪ অংশেও তা-ই বলা আছে। শা. ৫/৫/৬ অনুসারে 'ত্বাং-' (১/৪৫/৬) ও 'যদ্-' (৫/২৫/২৭) সংযাজ্যা।

শংয্বন্তেয়ম্ ।। ৫।। [২]

অনু.— এই (প্রায়ণীয়েষ্টি) শংযুবাকে শেষ (হয়)।

ব্যাখ্যা— শংয্বন্তেয়ম্ = শংযু + অন্তা + ইয়ম্। শংযু = শংযুবাক। 'ইয়ম্' বলায় উদয়নীয়া ইষ্টি প্রায়ণীয়ার মতো হলেও তা শংযুবাকে শেষ হবে না। ঐ. ব্রা. ২/৫ অংশে এই ইষ্টিতে পত্নীসংযাজ এবং সমিষ্টযজুঃ নিষিদ্ধ হয়েছে। "শংয্বন্তা চ"- শা. ৫/৫/৭।

অনাজ্যভাগা ।। ৬।। [৩]

অনু.— (এই প্রায়ণীয়েষ্টি) আজ্যভাগবিহীন।

ব্যাখ্যা— প্রায়ণীয়ায় আজ্যভাগের অনুষ্ঠান করতে নেই। উদয়নীয়ায় কিন্তু আজ্যভাগ অনুষ্ঠিত হবে। শা. ৫/৫/৫ সূত্রের বিধান এই সূত্রের সঙ্গে অভিন্নই।

সংস্থিতায়াম্ ।। ৭।। [৪]

অনু.— (প্রায়ণীয়া ইষ্টি) শেষ হলে।

ব্যাখ্যা— প্রায়ণয়েষ্টি শেষ হলে পরবর্তী সূত্রে বিহিত সোমক্রয় করতে হয়। 'সংস্থিতায়াম্' বলায় অহর্গণে প্রতিদিন সোমক্রয় হবে না, হবে শুধু শেষ প্রায়ণীয়েষ্টির দিনেই।

চতুর্থ কণ্ডিকা (৪/৪)

[সোমপ্রবর্তন বা সোম-প্রবহণ]

রাজানং ক্রীণন্তি ।। ১।।

অনু.— রাজাকে ক্রয় করেন।

ব্যাখ্যা— রাজা = সোম।

তং প্রবক্ষ্যৎসু পশ্চাদ্ অনসস্ ত্রিপদমাত্রেঽন্তরেণ বর্ত্মনী অবস্থায় প্রেষিতোঽগ্রেঽভিহিংকারাত্ ত্বং বিপ্রত্বং কবিত্বং বিশ্বানি ধারয়ন্। অথ জন্যং ভয়ং নুদেত্যন্‌পন্দয়ন্ পার্ষ্ণীং প্রপদেন দক্ষিণা পাংসূংস্ ত্রির্ উদুপ্যানুব্রূয়াদ্ ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুর এতা তে অস্তু। অথেমবস্যবর আ পৃথিব্যা আরে শত্রূন্ কৃণুহি সর্ববীর ইতি তিষ্ঠন্ ।। ২।।

অনু.— (সকলে) সেই (সোমকে) বহন করতে থাকলে শকটের পিছনে মাত্র তিন পা ছাড়িয়ে (দুই চাকার) দুই

পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে (অধ্বর্যু দ্বারা) নির্দিষ্ট হয়ে অভিহিঙ্কারের আগে গোড়ালিকে না নাড়িয়ে পায়ের সামনের দিক্ দিয়ে ডান দিকে 'ত্বং-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) তিন বার ধূলা খুঁটে সরিয়ে দিয়ে (তার পর অভিহিঙ্কার করে) দাঁড়িয়ে থেকে 'ভদ্রা-' (সূ.) এই (মন্ত্র) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— সোমলতা ক্রয় করার পর শকটে সেই সোম চাপিয়ে প্রবহণ অর্থাৎ সম্মুখে ঐষ্টিক বেদির কাছে তা নিয়ে যেতে হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম 'সোমপ্রবহণ'। নিয়ে যাওয়ার সময়ে হোতা শকটের পিছন দিকে মাত্র তিন পা ছাড়িয়ে গিয়ে দুই চাকার সমান্তরাল স্থানে চাকা-দুটির মাঝ বরাবর জায়গায় দাঁড়াবেন। তার পর অধ্বর্যু যখন 'সোমায় ক্রীতায় প্রোহ্য (বা পর্যূহ্য)- মানায়ানুব্রূহি' এই প্রৈষ দেবেন তখন তিনি অভিহিঙ্কার করার আগে 'ত্বং-' মন্ত্রে পায়ের পাতার সামনের অংশ দিয়ে ডান দিকে তিন বার ধূলা সরিয়ে দিয়ে তার পরে অভিহিঙ্কার করে 'ভদ্রা-' মন্ত্রটি পাঠ করবেন। সূত্রে 'অবস্থায়' পদটি থাকা সত্ত্বেও আবার শেষে 'তিষ্ঠন্' বলায় শকট বেদির দিকে চলতে শুরু করলেও হোতা 'ভদ্রা-' মন্ত্রটি দাঁড়িয়ে থেকেই পাঠ করবেন। পাঠ শেষ হলে তবে তিনি শকটের পিছন পিছন যাবেন। ঐ. ব্রা. ৩/২ অংশে 'ত্বং-' মন্ত্রটির কোন উল্লেখ নেই। "ভদ্রাদভি..... সর্ববীর ইত্যন্তরেণ বর্ত্মনী তিষ্ঠন্ ন্ অনূচ্য"— শা. ৫/৬/২।

অনুব্রজনন্ উত্তরা অন্তরেণৈব বর্ত্মনী ।। ৩।।

অনু.— (দুই চাকার সমান্তরালে) পিছনে দুই আবর্তনপথের মাঝখান দিয়েই যেতে যেতে পরবর্তী (মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূ. দ্র.। শা. ৫/৬/৩ সূত্রেও বলা হয়েছে "ইমাং ধিয়ং... অনুসংযন্ নন্তরেণ বর্ত্মনী"।

সোম যাস্তে ময়োভুব ইতি তিস্রঃ সর্বে নন্দন্তি যশসাগতেনাগন্ দেব ঋতুভির্বর্ধতু ক্ষয়মিত্যর্ধর্চ আরমেত্ ।। ৪।।

অনু.— (পাঠ্য মন্ত্রগুলি হল) 'সোম-' (১/৯১/৯-১১) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), 'সর্বে-' (১০/৭১/১০)। 'আগন্-' (৪/৫৩/৭) এই (মন্ত্রের) অর্ধাংশে থামবেন।

ব্যাখ্যা— শা. ৫/৬/৩ অনুসারে 'ইমাং-' (৮/৪২/৩), 'বনেষু-' (৫/৮৫/২), 'সোম-' (১/৯১/৯-১২) মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয়।

অবস্থিতেঽনসি দক্ষিণাত্ পশ্চাদ্ অভিক্রম্য রাজানম্ অভিমুখোঽবতিষ্ঠতে ।। ৫।। [৪]

অনু.— শকট দাঁড়ালে (শকটের) ডান পাশ দিয়ে (ঘুরে) এগিয়ে গিয়ে (শকটস্থ) সোমের (দিকে তাকিয়ে) মুখোমুখি দাঁড়াবেন।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত "অগ্রেণ প্রাগ্‌বংশম্ প্রাগীষম্ উদগীষং বা শকটম্ অবস্থাপ্য" (আপ. শ্রৌ. ১০/২৯/১৫) সূ. দ্র.।

প্রপাদ্যমানে রাজন্যগ্রেণানোঽনুসংব্রজেত্ ।। ৬।। [৫]

অনু.— (আহবনীয়ের সামনের দিকে ঐষ্টিক বেদিতে) সোমকে প্রবেশ করান হতে থাকলে (শকটের) সামনে দিয়ে (এসে ঠিক ঐ সোমের অব্যবহিত) পিছন পিছন যাবেন।

ব্যাখ্যা— ৩ নং সূত্রে মন্ত্র পাঠ করার সময়ে পিছন পিছন যাওয়ার কথা বলা থাকলেও এই সূত্রে আবার তা বলা হয়েছে কোন ব্যবধান না রেখে সোমের ঠিক পিছনে যাওয়ার জন্য।

যা তে ধামানি হবিষা যজন্তীমাং ধিয়ং শিক্ষমাণস্য দেবেতি নিহিতে পরিদধ্যাদ্ রাজানম্ উপস্পৃশন্ ।। ৭।। [৬]

অনু.— (যাওয়ার সময়ে বলবেন) 'যা-' (১/৯১/১৯)। (সোমকে রাজাসন্দীতে) রাখা হলে সোমকে স্পর্শ করে থেকে 'ইমাং-' (৮/৪২/৩) এই (মন্ত্রে পাঠ) শেষ করবেন।

ব্যাখ্যা— সোমকে শকট থেকে তুলে ঐষ্টিক বেদিতে আহবনীয়ের সামনের দিকে ডান পাশে রাখা 'রাজাসন্দী' নামে কাঠের টেবিলে রেখে দিতে হয়। এই রাখার নাম 'উপাবহরণ'। রাজাসন্দীতে রাখার পর দাঁড়িয়ে থেকেই 'ইমাং-' মন্ত্রে সোমপ্রবহণের মন্ত্রপাঠ শেষ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৩/২ অংশে 'ভদ্রা-' ইত্যাদি আটটি মন্ত্রেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু আনুষঙ্গিক কর্মগুলির নির্দেশ সেখানে নেই। আবার ৩/৩ অংশে সোমের উপাবহরণ বা যজ্ঞভূমিতে এনে নামাবার সময়ে কি করণীয় তা বলা থাকলেও এই সূত্রগ্রন্থে তার কোন উল্লেখ নেই। ব্রাহ্মণে সোমকে 'অপরাজিতা' অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব দিকে নামাতে বলা হয়েছে। নামাবার সময়ে একটি বলদকে শকটে যুক্তই রাখতে হয়। "যা তে ধামানি হবিষেত্যনুপ্রপদ্য, অগ্রেণাহবনীয়ং দক্ষিণা তিষ্ঠন্ আগন্ দেব ইতি পরিধায়, উপস্পৃশ্যোত্সৃজ্যতে"- শা. ৫/৬/৬-৮।

বসনেঽংশুষু বা ।। ৮।। [৭]

অনু.— (সোমের) কাপড় বা ডাঁটা (স্পর্শ করে থেকে ঐ শেষ মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শকটে সোম কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল। এখনও তা-ই আছে। যদি কাপড় খুলে সোমের ডাঁটা স্পর্শ করেন তাহলে আবার তা কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে।

পঞ্চম কণ্ডিকা (৪/৫)

[আতিথ্যেষ্টি, তানূনপত্র, আপ্যায়ন, নিহ্নব]

অথাতিথ্যেডান্তা ।। ১।।

অনু.— এর পর ইড়ায় শেষ (এমন) আতিথ্যা (ইষ্টির অনুষ্ঠান হয়)।

ব্যাখ্যা— আতিথ্যা ইষ্টি বা আতিথ্যেষ্টির শেষ ইড়াভক্ষণে। ঐ. ব্রা. ৩/৪ অংশে এই ইষ্টিতে নয়-কপালের পুরোডাশ বিহিত হয়েছে এবং ৩/৬ অংশে ইষ্টিটি ইড়ায় শেষ করার কথাই বলা হয়েছে। অনুযাজ এখানে নিষিদ্ধ বলে এই ইড়াভক্ষণ অনুযাজের পূর্ববর্তী ইড়াভক্ষণ বলেই বুঝতে হবে। শা. ৫/৭/৭ সূত্রেও যাগটিকে ইড়ায় শেষ করতে বলা হয়েছে।

তস্যা অগ্নিমন্থনম্ ।। ২।।

অনু.— ঐ (ইষ্টির একটি অঙ্গ) অগ্নিমন্থন।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৩/৪, ৫ অংশেও তা-ই বলা হয়েছে। মন্থনের মন্ত্রগুলিও (আ. ২/১৬/২-৮ দ্র.) এক। বেদিতে আহুতিদ্রব্য রাখা হলে অগ্নিমন্থনের মন্ত্র পাঠ করতে হয়—শা. ৫/৭/৫ দ্র.।

ধায্যে অতিথিমত্যৌ সমিধাগ্নিং দুবস্যতা প্যায়স্ব সমেতু ত ইতি ।। ৩।।

অনু.— (সামিধেনীতে) দুটি ধায্যা (মন্ত্র পাঠ করতে হবে)। 'সমিধা-' (৮/৪৪/১), 'আপ্যায়স্ব-' (১/৯১/১৬) এই দুটি অতিথিমত্ (মন্ত্র হবে দুই আজ্যভাগের অনুবাক্যা)।

বিষ্ণুঃ ।। ৪।। [৩]

অনু.— (এই ইষ্টিতে প্রধানযাগের দেবতা) বিষ্ণু।

ব্যাখ্যা— শা. ৫/৭/১ সূত্রেও তা-ই বলা হয়েছে।

ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাম্ ।। ৫।। [৩]

অনু.— (প্রধানযাগে অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'ইদং-' (১/২২/১৭), 'তদস্য-' (১/১৫৪/৫)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৩/৬ অংশেও তা-ই বলা হয়েছে। শা. ৫/৭/৩ অনুসারে 'বিষ্ণোর্নু-' (১/১৫৪/১, ২) অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

হোতারং চিত্ররথমধ্বরস্য প্র প্রায়মগ্নির্ভরতস্য শৃণ্বে ইতি সংযাজ্যে ।। ৬।। [৩]

অনু.— 'হোতারং-' (১০/১/৫), 'প্র-' (৭/৮/৪) স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৩/৬ অংশেও তা-ই আছে। শা. ৫/৭/৪ অনুসারে 'যন্ত্বা-' (৪/৪/১০) যাজ্যা।

সংস্থিতায়াম্ আজ্যং তানূনপত্রং করিষ্যন্তোঽভিমৃশন্ত্যনাধৃষ্টমস্যনাধৃষ্যং দেবানামোজো অভিশস্তিপাঃ। অনভিশস্ত্যঞ্জসা সত্যমুপগেষাং স্বিতে মা ধা ইতি ।। ৭।। [৩]

অনু.— (আতিথ্যেষ্টি) শেষ হলে তানূনপত্র করতে থাকবেন (বলে) আজ্যকে 'অনা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) স্পর্শ করবেন।

ব্যাখ্যা— 'সংস্থিতায়াম্' বলায় আতিথ্যেষ্টি শেষ হলে তবে তানূনপত্র স্পর্শ করতে হয়। তবে অহর্গণে প্রতিদিন নয়, শেষ আতিথ্যেষ্টি শেষ হলে তবেই তানূনপত্রের অনুষ্ঠান হবে। বৃত্তিকারের মতে 'করিষ্যন্তঃ' মানে যাঁরা ঋত্বিক্‌কর্ম করতে থাকবেন। শা. ৫/৮/২ সূত্রেও এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে, তবে সেখানে সামান্য পাঠভেদ রয়েছে। সূত্রের শেষে বলা হয়েছে "ইতি সহিরণ্যং ধ্রৌবম্ আজ্যং পাত্রীস্থং বর্হিষ্যাসন্নং তানূনপত্রং সম্-অবমৃশ্য"।

স্পৃষ্টোদকং রাজানম্ আপ্যায়য়ন্তি ।। ৮।। [৪]

অনু.— জল স্পর্শ করে সোমকে আপ্যায়ন করবেন।

ব্যাখ্যা— আপ্যায়ন হচ্ছে জল ছিটিয়ে দিয়ে সরসতা বৃদ্ধি করা। আপ্যায়নের মন্ত্র ১০ নং সূত্রে বলা হয়েছে। "অগ্রেণাহবনীয়ং পরীত্যাংশূন্ উপস্পৃশন্তো রাজানম্ আপ্যায়য়ন্তে"- শা. ৫/৮/৩।

ইদম্-আদি মদন্তীর্ অব্-অর্থ উপসত্সু ।। ৯।। [৫]

অনু.— এই (আপ্যায়ন থেকে) শুরু (করে) উপসদ্ (ইষ্টি-) গুলিতে জলের প্রয়োজনে মদন্তী (ব্যবহার করবেন)।

ব্যাখ্যা— মদন্তী = গরম জল। পূর্ববর্তী সূত্রের প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যাচ্ছে উপস্পর্শনের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম, আচমন প্রভৃতির ক্ষেত্রে নয়। আপ্যায়নের মন্ত্র পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে। সূত্রে 'অর্থ' বলায় কোথাও জলস্পর্শের কথা সরাসরি বলা না থাকলেও প্রয়োজনবশত জল স্পর্শ করতে হলেও এই নিয়মটি সেখানে সমানভাবেই প্রযোজ্য হবে। শা. ৫/৬/৯ সূত্রে সোমপ্রবহণের পর থেকে অগ্নীষোম-প্রণয়নের আগে পর্যন্ত জলের প্রয়োজনে মদন্তী ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

অংশুরংশুষ্টে দেব সোমাপ্যায়তামিন্দ্রায়ৈকধনবিদ আ তুভ্যমিন্দ্রঃ প্যায়তামা ত্বমিন্দ্রায় প্যায়স্বাপ্যায়য়াস্মান্ ত্সখীন্ত্সন্যা মেধয়া স্বস্তি তে দেব সোম সুত্যামুদৃচমশীয়েতি ।। ১০।। [৬]

অনু.— 'অংশু-' (সূ.) এই (মন্ত্রে আপ্যায়ন করবেন)।

ব্যাখ্যা— শা. ৫/৮/৩ সূত্রে এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে। এর পর সেখানে 'যমা-' এই সূত্রপঠিত মন্ত্রে বক্ষ স্পর্শ করতে বলা হয়েছে।

স্পৃষ্ট্বোদকং নিহ্নবন্তে প্রস্তরে পাণীন্ নিধায়োত্তানান্ দক্ষিণান্ত্ সব্যান্ নীচ এষ্টা রায় এষ্টা বামানি প্রেষে ভগায়। ঋতমৃতবাদিভ্যো নমো দিবে নমঃ পৃথিব্যা ইতি ।। ১১।। [৭]

অনু.— জল স্পর্শ করে প্রস্তরে হাতগুলি— ডান (হাত)গুলি চিৎ (করে এবং) বাঁ (হাত)গুলি নীচে রেখে 'এষ্টা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) নিহ্নব করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রস্তর = কুশ-সংগ্রহের সময়ে চার মুঠি কুশের মধ্যে প্রথমে যে কুশের মুঠিটি ছেঁড়া হয়েছিল। নিহ্নব = নমস্কার। নমস্কারের সময়ে ডান হাতের তালু ঊর্ধ্বমুখী এবং বাঁ হাতের তালু নিম্নমুখী করে রাখতে হয়। বাঁ হাত থাকে ডান হাতের তলায়। এখানে নারায়ণ তাঁর বৃত্তিতে বলেছেন— 'পাণিনিধানং নমস্কারাঞ্জলিরূপেণ কর্তব্যম্'। ''দক্ষিণোত্তানান্ পাণীন্ প্রস্তরে নিধায় নিহ্নুবতে সব্যোত্তানান্ অপরাহ্ণে''- শা. ৫/৮/৫। 'এষ্টা-' মন্ত্রটি সেখানে বিহিত হলেও আশ্বলায়নে প্রদত্ত পাঠের সঙ্গে তার বেশ পার্থক্য আছে।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা (৪/৬)

[প্রবর্গ্যে পূর্বপটল দ্বারা অভিষ্টবন]

স্পৃষ্ট্বোদকং প্রবর্গ্যেণ চরিষ্যত্সূত্তরেণ খরং পরিব্রজ্য পশ্চাদ্ অস্যোপবিশ্য প্রেষিতোঽভিষ্টুয়াদ্ ঋগাবানম্ ।। ১।।

অনু.— জল স্পর্শ করে প্রবর্গ্য দ্বারা (যখন) অনুষ্ঠান করতে থাকবেন (তখন ঐষ্টিক বেদির) উত্তর (দিক্) দিয়ে খরকে পরিক্রমা করে এই (খরের) পিছনে বসে (অধ্বর্যু দ্বারা) নির্দিষ্ট (হয়ে) ঋগাবান করে (ঘর্মের) অভিষ্টবন করবেন।

ব্যাখ্যা— ঐষ্টিক বেদির ভিতর গার্হপত্যের উত্তর-পশ্চিম দিকে বালি অথবা চাত্বালের মাটি দিয়ে বারো আঙুল চাওড়া গোলাকার একটি ঢিবি তৈরী করতে হয়। এই ঢিবিকে বলে 'খর'। মতান্তরে এই খর আঠার আঙুল লম্বা ও চওড়া এবং এক আঙুল উঁচু। খরের উপরে মহাবীর নামে একটি মাটির পাত্র রেখে গার্হপত্য থেকে মুঞ্জতৃণের গুচ্ছ জ্বালিয়ে এনে ঐ আগুনে ঘি (আজ্য) গরম করতে হয়। এই গরম ঘি পরে আহবনীয়ের সামনে ডান পাশে 'সম্রাডাসন্দী' নামে একটি কাঠের টেবিলে রেখে (রাখেন প্রতিপ্রস্থাতা) ঐ পাত্রে গরু ও ছাগলের দুধ ঢেলে দিতে হয়। ঘিয়ে এই দুধ-মেশানর নাম 'প্রবৃঞ্জন' এবং ঘি-মেশানো দুধকে বলে 'ঘর্ম' বা 'সম্রাট্'। প্রবর্গ্যে ঘর্মই হল আহুতির দ্রব্য। অধ্বর্যুর কাছ থেকে হোতা 'হোতর্ ঘর্মম্ অভিষ্টুহি' এই প্রৈষ পেয়ে 'ব্রহ্ম-' ইত্যাদি মন্ত্রে ঘর্মকে স্তুতি করবেন এবং প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে থামবেন। কেউ কেউ মনে করেন এই প্রবর্গ্য বা ঘর্ম Sun-spell অর্থাৎ সূর্যে শক্তি-সঞ্চারের উদ্দেশে রাহস্যিক এক অনুষ্ঠান। যে সোনার থালা ঘর্মপাত্রে ঢাকা দেওয়া হয় সেই থালা এবং ঘর্মপাত্রে যে শুভ্রবর্ণের দুধ তা সূর্যেরই প্রতীক। অশ্বিদ্বয় শুচিশুভ্র প্রাতঃকালের অগ্রদূত বলে তাঁদের উদ্দেশেই এই শ্বেতবর্ণের দুধ আহুতি দেওয়া হয়। ''মহাবীরপাত্রেষু সাদ্যমানেষু পূর্বয়া দ্বারা শালাং প্রপদ্য উত্তরেণাহবনীয়ং খরৌ পাত্রাণি চ গত্বা পশ্চাদ্ উপোবিশ্য হোতর্ অভিষ্টুহীত্যুক্তঃ অনবানম্ একৈকাং সপ্রণবাম্ অভিষ্টৌতি''— শা. ৫/৯/৪।

ঋচম্ ঋচম্ অনবানম্ উক্ত্বা প্রণুত্যাবস্যেত্ ।। ২।।

অনু.— প্রতিমন্ত্র একনিঃশ্বাসে পাঠ করে প্রণব উচ্চারণ করে থামবেন।

ব্যাখ্যা— 'ঋগাবান' হচ্ছে প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে প্রণব পাঠ করে দম নেওয়া। পাঠের সময়ে সম্ভব হলে প্রত্যেক মন্ত্রের প্রথমার্ধের শেষ বর্ণের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম বর্ণের বৈদিক নিয়মে নয়, ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ীই সন্ধি করে নিতে হবে।

ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্ বি সীমতঃ সুরুচো বেন আ বঃ। স বুধ্ন্যা উপ মা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ। ইয়ং পিত্রে রাষ্ট্র্যেত্যগ্রে প্রথমায় জনুষে ভূম নেষ্ঠাঃ। তস্মা এতং সুরুচং হ্বারমহ্যং ঘর্মং শ্রীণন্তি প্রথমস্য ধাসেঃ। মহান্ মহী অস্তভায়দ্ বিজাতো দ্যাং পিতা সদ্ম পার্থিবঞ্চ রজঃ। সবুধ্নাদাষ্ট জনুষাভ্যুগ্রং বৃহস্পতি দেবতা তস্য সম্রাট্। অভি ত্যং দেবং সবিতারমোণ্যোঃ কবিক্রতুমর্চামি সত্যসবং রত্নধামভি প্রিয়ং মতিং কবিম্। ঊর্ধ্বা যস্যা মতির্ভা অদিদ্যুতত্ সবীমনি হিরণ্যপাণিরমিমীত সুক্রতুঃ কৃপা স্বঃ কৃপা স্বর ইতি বা ।। ৩।।

অনু.— (অভিষ্টবনের মন্ত্রগুলি হল) 'ব্রহ্ম-' (সূ.), 'ইয়ং-' (সূ.), 'মহান্-' (সূ.), 'অভি-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— চতুর্থ মন্ত্রের 'কৃপা স্বঃ' স্থানে 'তৃপা স্বঃ' বললেও চলবে। ঐ. ব্রা. ৪/২ অংশে এই মন্ত্রগুলিই এবং এই ক্রমেই বিহিত হয়েছে। শা. ৫/৯/৫-৭ সূত্রে 'মহান্..... সম্রাট্' অংশটি বিহিত হয় নি।

সং সীদস্ব মহাঁ অসীতি সংসাদ্যমানে ।। ৪।। [৩]

অনু.— (খরে মহাবীর) রাখা হতে থাকলে 'সং-' (১/৩৬/৯) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শা. ৫/৯/৯ সূত্রের বিধানও তা-ই, তবে ক্রম অনুযায়ী স্থান 'অঞ্জন্তি-' মন্ত্রের পরে।

অঞ্জন্তি যং প্রথয়ন্তো ন বিপ্রা ইত্যজ্যমানে ।। ৫।। [৩]

অনু.— (মহাবীরে ঘি) মাখান হতে থাকলে 'অঞ্জন্তি-' (৫/৪৩/৭) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শা. ৫/৯/৮ সূত্রেও তা-ই বলা হয়েছে।

পতঙ্গমক্তমসুরস্য মায়য়া যো নঃ সনুত্যো অভিদাসদগ্নে ভবা নো অগ্নে সুমনা উপেতাব্ ইতি দ্বৃচাঃ। কৃণুষ্ব পাজঃ প্রসিতিং ন পৃথ্বীম্ ইতি পঞ্চ। পরি ত্বা গির্বণো গিরোঽধি দ্বয়োরদধা উক্থ্যং বচঃ। শুক্রং তে অন্যদ্ যজতং তে অন্যদ্। অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানং স্রক্কে দ্রপ্সস্যায়ং বেনশ্চোদয়ত্ পৃশ্নিগর্ভাঃ পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পত ইতি দ্বে বি যত্ পবিত্রং ধিষণা অতন্বত ঘর্মং শোচন্তং প্রণবেষু বিভ্রতঃ সমুদ্রে অন্তরায় বো বিচক্ষণং ত্রিরহ্নো নাম সূর্যস্য মন্বত। গণানাং ত্বা প্রথশ্চ যস্য ।। ৬।। [৩]

অনু.— 'পতঙ্গ-' (১০/১৭৭/১, ২), 'যো-' (৬/৫/৪, ৫), 'ভবা-' (৩/১৮/১, ২) এই দুটি (দুটি মন্ত্র), 'কৃণুষ্ব-' (৪/৪/১-৫) ইত্যাদি পাঁচটি, 'পরি-' (১/১০/১২), 'অধি-' (১/৮৩/৩), 'শুক্রং-' (৬/৫৮/১), 'অপশ্যং-' (১/১৬৪/৩১), 'স্রক্কে-' (৯/৭৩), 'অয়ং-' (১০/১২৩/১), 'পবিত্রং-' (৯/৮৩/১, ২) এই দুটি, 'বিয়ত্-' (সূ.), 'গণানাং-' (২/২৩), 'প্রথশ্চ-' (১০/১৮১) (মন্ত্র পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৪/৩, ৪ অংশেও এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে।

অপশ্যং ত্বেত্যেতস্যাদ্যয়া যজমানম্ ঈক্ষতে দ্বিতীয়য়া পত্নীম্ তৃতীয়য়াত্মানম্ ।। ৭।। [৩]

অনু.— 'অপশ্যং-' (১০/১৮৩) এই (সূক্তের) প্রথম (মন্ত্র) দ্বারা যজমানকে দেখবেন। দ্বিতীয় (মন্ত্র) দ্বারা (যজমানের) পত্নীকে (এবং) তৃতীয় (মন্ত্র) দ্বারা নিজেকে (দেখবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৪/৪ অংশেও এই সূক্তটি বিহিত হয়েছে, কিন্তু আনুষঙ্গিক কর্মটি সেখানে নির্দিষ্ট হয় নি।

কা রাধদ্ ধোত্রাশ্বিনা বাম্ ইতি নবা ভাত্যগ্নি গ্রাবাণেবেন্তে দ্যাবাপৃথিবী ইতি ।। ৮।। [৩]

অনু.— 'কা-' (১/১২০/১-৯) ইত্যাদি নটি (মন্ত্র), 'আ বাম্-' (৫/৭৬), 'গ্রাবা-' (২/৩৯), 'ঈন্তে-' (১/১১২) (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৪/৪ অংশেও তা-ই বলা আছে।

প্রাগ্ উত্তমায়া অরারুচদুষসঃ পৃশ্নিরগ্রিয় ইত্যাবপেত ।। ৯।। [৩]

অনু.— (শেষ সূক্তের) শেষ (মন্ত্রের) আগে 'অরা-' (৯/৮৩/৩) এই (মন্ত্রটি) অন্তর্ভুক্ত করবেন।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রটি ঐ. ব্রা. ৪/৪ অংশেও বিহিত হয়েছে। ১/১১২/২৪ মন্ত্রের পরে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে।

উত্তরেণার্ধর্চেন পত্নীম্ ঈক্ষেত ।। ১০।। [৩]

অনু.— (ঐ মন্ত্রের) শেষার্ধ দিয়ে (যজমানের) পত্নীকে দেখবেন।

উত্তময়া পরিহিতে সমুত্থাপ্যোনান্ অধ্বর্যবো বাচয়ন্তি ।। ১১।। [৩]

অনু.— শেষ (মন্ত্র) দ্বারা (পাঠ) শেষ করা হলে অধ্বর্যুরা এঁদের উঠিয়ে নিয়ে (কতকগুলি মন্ত্র) পাঠ করান।

ব্যাখ্যা— ৮ নং সূত্রে উল্লিখিত 'ঈন্তে-' সূক্তের 'দ্যুভি-' (১/১১২/২৫) এই শেষ মন্ত্রে প্রবর্গ্যের পূর্বপটল শেষ করতে হয়। তার পর মহাবীরের উপস্থানের জন্য 'গর্ভো দেবানাং-' (বা. স. ৩৭/১৪-২০; তৈ. আ. ৪/৭) ইত্যাদি মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয়— প্রসঙ্গত শা. ৫/৯/২৭ দ্র.। ৪/৭/২ সূত্রে 'উপবিষ্টেষু' বলায় বুঝতে হবে অধ্বর্যুরা হোতাদের না উঠালেও তাঁরা নিজেরাই উঠে পড়বেন।

ইতি নু পূর্বং পটলম্ ।। ১২।। [৩]

অনু.— এই (হল) পূর্বপটল।

ব্যাখ্যা— পূর্বপটল = অভিষ্টবনে পাঠ্য মন্ত্রের পূর্বভাগ বা প্রথম মন্ত্রগুচ্ছ। মহাবীর-পাত্রকে 'খর' নামে স্থানে আগুনে গরম করার সময়ে এই মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয়। সূত্রে 'নু' স্থানে পাঠান্তর পাওয়া যাচ্ছে 'তু'। এই 'নু' (তু) শব্দ দ্বারা সূচিত করা হচ্ছে যে, পরে আর একটি পটল বলা হবে। শা. ৫/৯/১০-২৬ সূত্র অনুযায়ী আ. ৬-১১ নং সূত্রের ক্ষেত্রে মন্ত্রক্রম হচ্ছে কিন্তু ৩/১৮/১, ২; ৬/৫/৪; ৪/৪/১-৫; ১/১০/১২; ১/৮৩/৩; ৬/৫৮/১; ২/৩৩/১০; ১০/১৭৭; ৯/৭৩; ৯/৮৩/১, ২; 'বি যত-' (আ. ৪/৬/৬ সূ. দ্র.); ১০/১২৩/১-৮ (ষষ্ঠটি বাদ), ২/২৩; ১/১২০/১-৯; ৮/৮/১-৩; ৫/৭৭ (কেবল প্রাতে), ৫/৭৬ (কেবল অপরাহ্ণে) ১/১১২; ৯/৮৩/৩ (পূর্ববর্তী সূক্তের শেষ মন্ত্রের আগে পাঠ্য)। প্রথম তিনটি মন্ত্র পাঠ করতে হয় মহাবীরের কাছে অঙ্গার নিয়ে আসা হতে থাকলে। এখানে দ্র. যে, অভিষ্টবন হচ্ছে স্তুতির মাধ্যমে ঘর্মের সংস্কার। যজমান, তাঁর পত্নী ইত্যাদির দিকে দৃষ্টিপাত ইত্যাদি অন্য যে-সব কর্ম সূত্রে করতে বলা হয়েছে সেগুলি ঘর্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ যুক্ত নয়, আনুষঙ্গিক কর্ম মাত্র। তাহলেও নির্দেশ আছে বলে সেগুলিও করতে হবে। তাৎপর্য হল, এই কর্মগুলি করতে করতে অভিষ্টবন করবেন।

সপ্তম কণ্ডিকা (৪/৭)

[প্রবর্গ্যে উত্তর পটল দ্বারা অভিষ্টবন]

অথোত্তরম্ ।। ১।।

অনু.— এর পর উত্তর (পটল শুরু হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— উত্তর পটল = দ্বিতীয়ভাগ বা পরবর্তী মন্ত্রগুচ্ছ। এই পটলের মন্ত্রগুলি গোদোহন, উত্তপ্ত মহাবীরপাত্রে দুধ-ঢালা ইত্যাদির সময়ে পাঠ করতে হয়। 'উত্তরম্' বলায় দুটি পটল সমগ্র অভিষ্টবনেরই দুটি অংশ মাত্র। মাঝে মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি হলেও তাই অভিষ্টবন এখনও সম্পূর্ণ হয় নি বলে বুঝতে হবে। 'অথ' শব্দে দুটি পটলের মধ্যে সম্বন্ধ সূচিত করা হয়েছে। ৪/৬/২ সূত্রে বিহিত ঋগাবানম্ব তাই উত্তর পটলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

উপবিষ্টেষ্বধ্বর্যুর্ ঘর্মদুঘাম্ আহ্বয়তি স সংপ্রৈষ উত্তরস্য ।। ২।।

অনু.— (হোতারা) স্বস্থানে বসলে অধ্বর্যু ঘর্মের গাভীকে আহ্বান করেন। ঐ (আহ্বানই) পরবর্তী (পটলের) প্রৈষ।

ব্যাখ্যা— যে গরুর দুধ দিয়ে ঘর্ম প্রস্তুত করা হয়েছে সেই গরুকে বলে 'ঘর্মদুহ্' বা 'ঘর্মধুক্'। ৪/৬/১১ সূত্র অনুযায়ী উঠার পরে হোতারা আবার বসে পড়েন। অধ্বর্যু তখন ঘর্মধুক্ গরুর নাম ধরে 'অমুক এস' বলে তিনবার ডাকেন। এই আহ্বানই এখানে উত্তর পটল শুরু করার প্রৈষ বলে গণ্য হয়।

অনভিহিংকৃত্য ।। ৩।।

অনু.— অভিহিঙ্কার না করে (উত্তর পটলের মন্ত্র শুরু করবেন)।

উপ হ্বয়ে সুদুঘাং ধেনুমেতাম্ ইতি দ্বে অভি ত্বা দেব সবিতঃ সমী বত্সং ন মাতৃভিঃ সং বত্স ইব মাতৃভির্যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্গৌরমীমেদনু বত্সং মিষন্তং নমসেদুপ সীদত সংজানানা উপ সীদন্নভিজ্ঞু দশভির্বিবস্বতো দুহন্তি সপ্তৈকাং সমিদ্ধো অগ্নিরশ্বিনা তপ্তো বাং ঘর্ম আগতম্। দুহ্যন্তে গাবো বৃষণেহ ধেনবো দস্রা মদন্তি কারবঃ। সমিদ্ধো অগ্নির্বৃষণা রতির্দিবস্তপ্তো ঘর্মো দুহ্যতে বামিষে মধু। বয়ং হি বাং পুরুতমাসো অশ্বিনা হবামহে সধমাদেষু কারবঃ। তদু প্রযক্ষতমমস্য কর্মাত্ম্বয়ভো দুহ্যতে ঘৃতং পয় উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পত ইত্যেতাম্ উত্থাবতিষ্ঠতে। দুহ্যায়ামধুক্ষত্ পিপ্যুষীমিষম্ ইত্যাহ্রিয়মাণ উপদ্রব পয়সা গোধুগোষুমা ঘর্মে সিঞ্চ পয় উস্রিয়ায়াঃ। বি নাকমখ্যত্ সবিতা বরেণ্যো নু দ্যাবাপৃথিবী সুপ্রণীতির্ ইত্যাসিচ্যমান আ নূনমশ্বিনো ঋষির্ ইতি গব্য আ সুতে সিঞ্চত শ্রিয়ম্ ইত্যাজ আসিক্তয়োঃ সমু ত্যে মহতীরপ ইতি মহাবীরম্ আদায়োত্তিষ্ঠত্সুদু ষ্য দেবঃ সবিতা হিরণ্যয়েত্যানূত্তিষ্ঠেত্ প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতির্ ইত্যনুব্রজেদ্ গন্ধর্ব ইত্থা পদমস্য রক্ষতীতি খরম্ অবেক্ষ্য তম্ অতিক্রম্য নাকে সুপর্ণমুপ যত্ পতন্তম্ ইতি সমাপ্য প্রণবেনোপবিশেদ্ অনিরস্য তৃণম্ ।। ৪।।

অনু.— 'উপ-' (১/১৬৪/২৬, ২৭) ইত্যাদি দু-টি, 'অভি-' (১/২৪/৩), 'সমী-' (৯/১০৪/২), 'সং-' (৯/১০৫/২), 'যস্তে-' (১/১৬৪/৪৯), 'গৌ-' (১/১৬৪/২৮), 'নম-' (৯/১১/৬), 'সং-' (১/৭২/৫), 'আ-' (৮/৭২/৮), 'দুহন্তি-' (৮/৭২/৭), 'সমিদ্ধো-' (সূ.), 'সমিদ্ধো-' (সূ.), 'তদু-' (১/৬২/৬), 'আত্ম্ব-' (৯/৭৪/৪)। 'উত্তিষ্ঠ-' (১/৪০/১)— এই মন্ত্রটি বলে উঠে দাঁড়াবেন। (ঘর্মের দুধ) দোহা হলে 'অধুক্ষত্-' (৮/৭২/১৬), (দুধ মহাবীরের কাছে) নিয়ে যাওয়া হতে থাকলে 'উপ-' (সূ.), গরুর (দুধ মহাবীরে) ঢালা হতে থাকলে 'আ নূন-' (৮/৯/৭), ছাগের দুধ (ঢালা হতে থাকলে) 'আ সুতে-' (৮/৭২/১৩)। দুই (দুধ) ঢালা হয়ে গেলে 'সমু-' (৮/৭/২২)। (ঋত্বিকেরা) মহাবীর নিয়ে উঠতে থাকলে 'উদু-' (৬/৭১/১) এই (মন্ত্রে হোতা) উঠে পড়বেন। 'প্রৈতু-' (১/৪০/৩) (মন্ত্র দাঁড়িয়ে পাঠ করার পরে মহাবীরকে নিয়ে যাঁরা আহবনীয়ের দিকে যাচ্ছেন

তাঁদের) পিছন পিছন যাবেন। 'গন্ধর্ব-' (৯/৮৩/৪) এই (মন্ত্রে খরের পিছনে পূর্বমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে) খরকে দেখে তাকে অতিক্রম করে (চলে যাবেন)। (তার পর বেদির উত্তর-পশ্চিম কোণে এসে) 'নাকে-' (১০/১২৩/৬) এই (মন্ত্র) শেষ করে তৃণ না ফেলে (মন্ত্রের শেষে উচ্চারিত) প্রণবের সঙ্গে (নিজ আসনে) বসবেন।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. গ্রন্থের (৪/৫) মতে এই মন্ত্রগুলিই পাঠ্য, তবে আগে আ সুতে-' ও পরে আ নূনম-' মন্ত্র পাঠ করতে হয়। "উপ-'ইত্যাদি মন্ত্রের ক্ষেত্রে অবশ্য সংশ্লিষ্ট কর্মের কোন নির্দেশ সেখানে নেই, তবে 'উদু-'ইত্যাদি মন্ত্রের ক্ষেত্রে সূত্র ও ব্রাহ্মণের নির্দেশ প্রায় অভিন্নই। শা. মতে গাভীকে কাছে ডাকা হতে থাকলে 'উপ-', গাভী নিকটে এলে পরবর্তী মন্ত্র (১/১৬৪/২৭), শৃঙ্গে রজ্জু বাঁধা হলে 'অভি-', বাছুরকে গাভীর সঙ্গে সংযুক্ত করা হলে 'সমী-' এবং 'সং-', বাছুর স্তনে মুখ দিলে 'যস্তে-', বাছুরকে গাভীর কাছ থেকে সরিয়ে আনা হতে থাকলে 'গৌ-', দোহনকর্তা গাভীর কাছে বসলে 'নম-' এবং 'সং-', দোহনের সময়ে 'দোহেন-' 'দুহন্তি-', 'আ-', 'আত্মন্-', 'সমিদ্ধো-', 'সমিদ্ধো-' এবং 'তদু-', দোহনকর্তা উঠে পড়লে 'অধুক্ষত্-' এবং 'উত্তিষ্ঠ-', গরু ও ছাগের দুধ কাছে আনা হলে 'উপ-', দুই দুধ মহাবীর-পাত্রে ঢালার সময়ে 'আ সুতে-' ও 'আ নূনং-', মহাবীর পাত্রটি তোলার সময়ে 'উদু-', আহবনীয়ের কাছে সকলে যেতে থাকলে 'প্রৈতু-' এবং খরে মহাবীর রাখা হলে 'গন্ধর্ব-' মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। তাঁদের সঙ্গে যেতে যেতে পাঠ করতে হবে 'নাকে-' শা. ৫/১০ দ্র.।

প্রেষিতো যজতি তপ্তো বাং ঘর্মো নক্ষতি স্বহোতা প্র বামধ্বর্যুশ্চরতি প্রয়স্বান্। মধোর্দুগ্ধস্যাশ্বিনা তনায়া বীতং পাতং পয়স উস্রিয়ায়াঃ। উভা পিবতমশ্বিনেতি চোভাভ্যাম্ অনবানম্। ।। ৫।। [৪]

অনু.— (অধ্বর্যুকর্তৃক) নির্দিষ্ট (হয়ে হোতা) 'তপ্তো- (সূ.) এবং উভা-' (১/৪৬/১৫) এই দুই মন্ত্র দ্বারা একনিঃশ্বাসে (ঘর্ম-আহুতির) যাজ্যা পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— মন্ত্র দুটি হলেও যাজ্যা একটিই। যাজ্যা একটি বলেই আগূ এবং বষট্কারও একবারই পাঠ করতে হবে (৫/৫/৪ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.)। অপরাহ্নেও তা-ই। অধ্বর্যু 'ঘর্মস্য যজ' বলে প্রৈষ দিলে এই দুই যাজ্যা-মন্ত্র পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৪/৫ এবং শা. ৫/১০/১৮ অনুসারেও এই দুই মন্ত্রই পাঠ্য।

অগ্নে বীহীত্যনুবষট্কারো ঘর্মস্যাগ্নে বীহীতি বা ।। ৬।। [৪]

অনু.— 'অগ্নে বীহি (বৌ৩ষট্)' অথবা 'ঘর্মস্যাগ্নে বীহি (বৌ৩ষট্)' এই (মন্ত্র হবে এখানে) অনুবষট্কার।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৪/৫ অনুসারে 'অগ্নে বীহি'। শা. ৫/১০/১৯ অনুসারে 'ঘর্মস্যাগ্নে বীহি'।

ব্রহ্মা বষট্কৃতে জপত্যনুবষট্কৃতে চ বিশ্বা আশা দক্ষিণসাদ্ বিশ্বান্ দেবানয়াড়িহ। স্বাহাকৃতস্য ঘর্মস্য মধবঃ পিবতমশ্বিনেতি ।। ৭।। [৪]

অনু.— (দু-বেলাই) বষট্কার এবং অনুবষট্কার করা হলে ব্রহ্মা 'বিশ্বা-' (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করেন।

ব্যাখ্যা— বষট্কার ও অনুবষট্কার দুটিরই পরে এই জপটি করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৪/৫ অংশেও এই ব্রহ্মজপটির উল্লেখ রয়েছে।

এবম্ এবাপরাহ্লিকে ।। ৮।। [৪]

অনু.— এইভাবেই অপরাহ্নের ঘর্মেও অভিষ্টবন হবে।

ব্যাখ্যা— একাহবাগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে সকালে এবং বিকালে দু-বেলাই একবার করে এবং চতুর্থ দিনে সকালেই দু-বার প্রবর্গ্যের অনুষ্ঠান করতে হয়। বিকালের অনুষ্ঠান হয় সকালের মতোই।

যদুস্রিয়াস্বাহুতং ঘৃতং পয়োঽয়ং স বামশ্বিনা ভাগ আগতম্। মাধ্বী ধর্তারা বিদথস্য সত্পতী তপ্তং ঘর্মং পিবতং সোম্যং মধু। অস্য পিবতমশ্বিনেতি চ ।। ৯।। [৪]

অনু.— (তবে অপরাহ্ণের ঘর্মের দুটি যাজ্যা মন্ত্র হল) 'যদু-' (সূ.) এবং 'অস্য-' (৮/৫/১৪)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্রে 'অপ্রেষিতো' বলায় বোঝা যাচ্ছে যে, এই সূত্রের নির্দেশটি প্রৈষ পাওয়ার পরেই পালন করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৪/৫ অংশেও আমরা এই দুই মন্ত্র পাই।

অপ্রেষিতো হোতানুবষট্কৃতে স্বাহাকৃতঃ শুচির্দেবেষু ঘর্মো যো অশ্বিনোশ্চমসো দেবপানঃ। তমীং বিশ্বে অমৃতাসো জুষাণা গন্ধর্বস্য প্রত্যাস্না রিহন্তি। সমুদ্রাদূর্মিমুদিয়র্তি বেনো দ্রপ্সঃ সমুদ্রমভি যজ্জিগাতি। সখে সখায়মভ্যা ববৃত্স্বোর্ধ্ব উ ষু ণ ঊতয় ইতি দ্বে ।। ১০।। [৪]

অনু.— অনুবষট্কার করা হলে (অধ্বর্যু দ্বারা) নির্দিষ্ট না হয়ে (-ই) হোতা 'স্বাহা-' (সূ.), 'সমু-' (১০/১২৩/২), 'দ্রপ্সঃ-' (১০/১২৩/৮), 'সখে-' (৪/১/৩), 'ঊর্ধ্ব-' (১/৩৬/১৩, ১৪) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্র অভিষ্টবনে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৪/৫ অনুসারেও এই মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয়। শা. মতে অধ্বর্যু অথবা অন্য কেউ ফিরে আসার সময়ে 'সখে-' মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। এছাড়া মহাবীর পাত্র উপুড় করে রাখার সময়ে ১/৩৬/৭, ৮ অথবা ৮/৬৯/১৭, ১৮ মন্ত্রদুটি পড়তে হবে। সূত্রে 'হোতা' পদের উল্লেখ করা হয়েছে 'ব্রহ্মা' পদের অনুবৃত্তি যাতে না হয় সেই অভিপ্রায়ে। এর দ্বারা এই কথাই সূচিত হল যে, অপরাহ্ণেও বষট্কার ও অনুবষট্কারের পরে ব্রহ্মাকে ৭ নং সূত্রের জপটি করতে হয়।

তং ঘেমিত্থা নমস্বিন ইতি প্রাগাথীং পূর্বাহ্ণে ।। ১১।। [৪]

অনু.— (তার পর) 'তং-' (৮/৬৯/১৭) এই প্রগাথ (মন্ত্র) সকালে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১০ নং সূত্রে নির্দিষ্ট মন্ত্রগুলি পাঠ করার পরে পাঠ্য।

কাণ্বীম্ অপরাহ্ণে ।। ১২।। [৪]

অনু.— বিকালে কণ্ব-দৃষ্ট ('তং ঘেমি-' প্রগাথমন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঋক্‌সংহিতায় 'তং ঘেমিত্থা-' শব্দ দিয়ে শুরু এমন দুটি মন্ত্র আছে। তার মধ্যে অষ্টম মণ্ডলের অন্তর্গত মন্ত্রের ঋষি প্রিয়মেধ ও ছন্দ বৃহতী এবং প্রথম মণ্ডলের অন্তর্গত মন্ত্রটির (১/৩৬/৭) ঋষি কণ্ব ও ছন্দ প্রগাথ। তাহলে দেখা যাচ্ছে কাণ্বী ও প্রাগাথী মন্ত্র ভিন্ন নয় এবং যেটি কণ্বঋষির মন্ত্র নয় সেটি প্রাগাথীও নয়। সূত্রকার কিন্তু এখানে কাণ্বী ও প্রাগাথীকে ভিন্নরূপে উল্লেখ করায় বিচার্য বিষয়টি নিয়ে কিছু সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। ঐ. ব্রা. ৪/৫ অংশে 'তং-' মন্ত্রটি বিহিত হয়ে থাকলেও ঠিক কোন্ মন্ত্রটি অভিপ্রেত তা কিন্তু বলা হয় নি।

অন্যতরাং বাত্যন্তম্ ।। ১৩।। [৪]

অনু.— অথবা একান্তভাবে দুটির কোন একটি (দু-বেলাই পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে, সব প্রবর্গ্যেই দু-বেলাই হয় প্রিয়মেধ ঋষির 'তং-' এই মন্ত্রটি, না হয় কণ্ব ঋষির 'তং-' এই মন্ত্রটি পাঠ করবেন।

কাণ্বীং ত্বেবোত্তমে ।। ১৪।। [৪]

অনু.— কণ্বদৃষ্ট (মন্ত্র)-ই কিন্তু শেষ (প্রবর্গ্যে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পূর্ববর্তী সূত্র অনুযায়ী হলেও শেষ দিনের শেষ প্রবর্গ্যে কিন্তু কণ্ব ঋষির মন্ত্রটিই পাঠ করতে হবে।

পাবকশোচে তব হি ক্ষয়ং পরীত্যুক্ত্বা ভক্ষম্ আকাঙ্ক্ষেত্ ।। ১৫।। [৪]

অনু.— (দু-বেলাই) 'পাবক-' (৩/২/৬) এই (মন্ত্র) বলে (ঘর্মের আহুতিশিষ্ট) ভক্ষ্যদ্রব্য প্রতীক্ষা করবেন।

ব্যাখ্যা— ঘর্মভক্ষণের আগে উদ্ধৃত মন্ত্রটি পাঠ করে থেকে ঘর্মের প্রতীক্ষায় থাকবেন। ঘর্ম ভক্ষণ করবেন কিন্তু ১৮ নং সূত্রের মন্ত্রে। ঐ. ব্রা. ৪/৫ অংশের অভিমত ও তা-ই।

বাজিনেন ভক্ষোপায়ঃ ।। ১৬।। [৪]

অনু.— বাজিন দ্বারা (ঘর্ম) ভক্ষণের উপায় (বলা হয়ে গেছে)।

ব্যাখ্যা— বাজিন যাগে যে নিয়মে আহুতিশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করতে হয় (২/১৬/২১-২৫ সু. দ্র.) এখানেও সেই নিয়মে সকলে আহুতিশিষ্ট ঘর্ম ভক্ষণ করবেন। ২/১৬/২৩ সূত্র অনুসারে যজমান ছাড়া বাকী সবাই ঘর্মকে প্রাণভক্ষ অর্থাৎ আঘ্রাণের দ্বারা ভক্ষণ করবেন। প্রসঙ্গত "সর্বে সম্-উপহূয় ভক্ষয়ন্তি হোতাগ্রেঽথাধ্বর্যুর্ অথ ব্রহ্মাথ প্রতিপ্রস্থাতাথাগ্নীধ্রোঽথ যজমানঃ। সর্বে প্রত্যক্ষম্। অপি বা যজমান এব প্রত্যক্ষম্ অবঘ্রেণেতরে" (ভা. শ্রৌ. ১১/১১/১২, ১৩) সু. দ্র.।

হুতং হবির্মধু হবিরিন্দ্রতমেঽগ্নাবশ্যাম তে দেব ঘর্ম। মধুমতঃ পিতুমতো বাজবতোঽঙ্গিরস্বতো নমস্তে অস্তু মা মা হিংসীর্ ইতি ভক্ষজপঃ ।। ১৭।। [৪]

অনু.— 'হুতং-' (সু.) এই (হবে ঘর্ম-) ভক্ষণের জপ (-মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— এখানে 'যম্মে-' (২/১৬/২৩) মন্ত্রে নয়, 'হুতং-' মন্ত্রে ঘর্মভক্ষণ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৪/৫ অংশে এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

কর্মিণো ঘর্মং ভক্ষয়েয়ুঃ ।। ১৮।। [৪]

অনু.— (সকল) কর্মী ঘর্ম ভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা— ১৬ নং সূত্রে বাজিনের ভক্ষণের মতো ভক্ষণ করতে বলা হয়েছে। বৈশ্বদেব পর্বেই বাজিনের প্রথম উপস্থিতি। ঐ পর্বে প্রতিপ্রস্থাতা থাকেন না বলে তাঁর ভক্ষণের প্রসঙ্গও সেখানে ওঠে না, এখানে কিন্তু তিনিও ভক্ষণ করবেন। 'কর্মিণো' বলায় ভক্ষণের ক্রম হবে অবশ্য বরুণপ্রঘাসের ভক্ষণের মতোই।

সর্বে তু দীক্ষিতাঃ ।। ১৯।। [৪]

অনু.— দীক্ষিত সকল (যজমানই ঘর্মভক্ষণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— সত্রে সকলেই যজমান। অতএব সকলেরই ২/১৬/২৫ সূত্র অনুসারে ভক্ষণের সুযোগ থাকলেও এই সূত্র করায় বুঝতে হবে যে, ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক্দের ঋগ্বেদীয় নিয়মেই ঘর্ম ভক্ষণ করতে হয়।

সর্বেষু দীক্ষিতেষু গৃহপতেস্ তৃতীয়োত্তমৌ ভক্ষৌ ।। ২০।। [৪]

অনু.— সকল দীক্ষিত (ব্যক্তিদের) মধ্যে গৃহপতির তৃতীয় এবং শেষ ভক্ষণ (কর্তব্য)।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে 'সর্বে' পদটি থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার 'সর্বেষু' বলায় বোঝা যাচ্ছে যে, কখনও কখনও সত্র ছাড়াও অন্যত্র যজমানকে 'গৃহপতি' শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন 'হোতাধ্বর্যুগৃহপতিভ্যাম্' (৫/৮/৫) সূত্রে। সেখানে তাই গৃহপতি বলতে যজমানকেই বুঝতে হবে। উপহবে অর্থাৎ অনুমতি চাইবার সময়েও যথারীতি তাঁর নাম ভক্ষণের ক্রম অনুযায়ীই

তৃতীয় (অধ্বর্যুর পরে) স্থানে ও শেষে উল্লেখ করতে হয়। 'গৃহপতি' অথবা 'যজমান' যে-কোন শব্দেই তাঁকে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সম্প্রেষিতঃ শ্যেনো ন যোনিং সদনং ধিয়া কৃতমা যস্মিন্ত্ সপ্ত বাসবা রোহন্তু পূর্ব্যা রুহঃ। ঋষির্হ দীর্ঘশ্রুত্তম ইন্দ্রস্য ঘর্মো অতিথিঃ ।। ২১।। [৪]

অনু.— (অধ্বর্যু কর্তৃক) নির্দিষ্ট (হয়ে) 'শ্যেনো-' (৯/৭১/৬), 'আ যস্মিন্-' (সু.) (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা—অধ্বর্যুর 'ঘর্মায় সংসাদ্যমানায়ানব্রূহি' এই প্রৈষের পর উদ্ধৃত দুই মন্ত্র পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৪/৫ অংশেও প্রবর্গ্যপাত্র নামাবার সময়ে এই মন্ত্রদুটি পাঠ করতে বলা হয়েছে।

সূযবসাদ্ ভগবতী হি ভূয়া ইতি পরিদধ্যাত্ ।। ২২।। [৪]

অনু.— 'সূয-' (১/১৬৪/৪০) এই (মন্ত্রে অভিষ্টবন) শেষ করবেন।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৪/৫ অংশেও তা-ই দেখা যায়। শা. ৫/১০ অনুযায়ী উত্তর পটলে পাঠ্য মন্ত্রগুলি হল— ১/১৬৪/২৬, ২৭; ১/২৪/৩; ৯/১০৪/২; ৯/১০৫/২; ১/১৬৪/৪৯, ২৮; ৯/১১/৬; ১/৭২/৫; ১০/৪২/২; ৮/৭২/৭, ৮; ৯/৭৪/৪; সূত্রোক্ত 'সমিদ্ধো অগ্নিরশ্বিনা-', 'সমিদ্ধো অগ্নির্বৃষণা-'; ১/৬২/৬; ৮/৭২/১৬; ১/৪০/১; সূত্রোক্ত 'উপ-'; ৮/৭২/১৩; ৮/৯/৭; ৬/৭১/১; ১/৪০/৩; ৯/৮৫/১১; ১/৪৬/১৫ এবং সূত্রোক্ত 'তপ্তো-' সকালের যাজ্যা; ৮/৫/১৪ এবং সূত্রোক্ত 'যদু-' অপরাহ্ণের যাজ্যা; সূত্রোক্ত 'স্বাহা-'; ৪/১/৩; ৯/৮৩/৪; ১/৩৬/৭ অথবা ৮/৬৯/১৭; ৯/৮৩/৫; সূত্রোক্ত 'হুতং-'; সূত্রোক্ত 'আ-'; ১/১৬৪/৪০।

উত্তমে প্রাগ্ উত্তমায়া হবির্হবিষ্মো মহি সদ্ম দৈব্যম্ ইত্যাবপেত ।। ২৩।। [৫]

অনু.— (শেষ দিনের) শেষ (প্রবর্গ্যে) শেষ (মন্ত্রের) আগে 'হবি-' (৯/৮৩/৫) এই (অতিরিক্ত মন্ত্রটি) অন্তর্ভুক্ত করবেন।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৪/৫ অংশেও এই মন্ত্রটি শেষ দিনে পাঠ করতে বলা হয়েছে।

অষ্টম কণ্ডিকা (৪/৮)

[উপসদ্, উপসদের সংখ্যা, অগ্নিচয়নে বৈশিষ্ট্য]

অথোপসদ্ ।। ১।।

অনু.— এর পর উপসদ্।

ব্যাখ্যা— প্রবর্গ্যের মতো উপসদ্ও সকাল এবং বিকাল দু-বেলাই করতে হয়। 'অথ' বলায় বুঝতে হবে প্রবর্গ্যের সঙ্গে উপসদের সম্পর্ক আছে, প্রবর্গ্যযুক্ত অনুষ্ঠানে প্রবর্গ্যের পরে উপসদ্ ইষ্টি করতে হয়। উপসদে তাই আলাদা করে আচমন, যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ, বেদির উত্তরকোণে দাঁড়ান ইত্যাদি কর্মগুলি করতে হয় না, কারণ প্রবর্গ্যের সময়েই তা করা হয়ে গেছে। যে যাগে প্রবর্গ্যের অনুষ্ঠান হয় না সেই প্রবর্গ্যবিহীন যাগে অবশ্য উপসদের সময়ে এই কর্মগুলি করতেই হবে।

তস্যাং পিত্র্যয়া জপাঃ ।। ২।।

অনু.— ঐ (উপসদে) পিত্র্যা (ইষ্টি) দ্বারা জপ (-সম্বন্ধে কি কি করণীয় তা বলা হয়ে গেছে)।

ব্যাখ্যা— পিত্র্যেষ্টিতে যেমন সমস্ত জপ লোপ পায় (২/১৯/৩ সূ. দ্র.) এই উপসদেও তেমন সমস্ত জপমন্ত্র লোপ পাবে।

প্রাদেশোপবেশনে চ ।। ৩।।

অনু.— প্রাদেশ এবং উপবেশনও (পিত্র্যেষ্টি দ্বারা বলা হয়ে গেছে)।

ব্যাখ্যা— ২/১৯/১২, ১৭ সূ. দ্র.।

প্রকৃত্যেহোপস্থঃ ।। ৪।।

অনু.— এখানে প্রকৃতি (-যাগের মতো) কোল (পাতা হয়)।

ব্যাখ্যা— প্রকৃত্যেহোপস্থঃ = প্রকৃত্যা + ইহ + উপস্থঃ। এই উপসদ্-ইষ্টিতে আগের সূত্র অনুসারে পিত্র্যেষ্টির মতো বসতে হলেও ডান উরুর উপর বাঁ পা রাখলে (২/১৯/১৯ দ্র.) চলবে না, দর্শপূর্ণমাসের মতো বাঁ উরুর উপরই ডান পা (১/৩/৩৭ সূ. দ্র.) রাখতে হবে।

উপসদ্যায় মীঢ়ুষ ইতি তিস্র একৈকাং ত্রির্ অনবানম্ ।। ৫।।

অনু.— 'উপ-' (৭/১৫/১-৩) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র এখানে সামিধেনী)। প্রত্যেকটি (মন্ত্রকে) দম না ফেলে তিনবার করে (পড়তে হবে)।

ব্যাখ্যা— 'একৈকাম্' বলায় প্রত্যেক মন্ত্রের এক আবৃত্তির প্রণবের সঙ্গে অপর আবৃত্তির সংযোগ ঘটবে (১/২/১১ সূ. দ্র.), কিন্তু ঐ মন্ত্রের তৃতীয় আবৃত্তির শেষের যে প্রণব তার সঙ্গে অপর মন্ত্রের প্রথম আবৃত্তির কোন সংযোগ ঘটান যাবে না। এখানে প্রথম এবং দ্বিতীয় মন্ত্রের তৃতীয় আবৃত্তির শেষে প্রণবের পরে থামতে হলেও সেই থামা বা বিরতি সূত্রে 'অবসানম্' পদ দ্বারা বিহিত হয় নি, থামতে হয় 'একৈকাম্' পদের অর্থ বিচার করে। ফলে ঐ দুই মন্ত্রের তৃতীয় আবৃত্তির শেষে যে প্রণব, তার কিন্তু 'চতুর্মাত্রোঽ- বসানে' (১/২/১৫) সূত্র অনুসারে চার মাত্রা হবে না, হবে তিন মাত্রা। "আসু সর্বে প্রণবাস্ ত্রিমাত্রা এব, অবসানবিধ্যভাবাত্। যদ্ অত্রাবসানদ্বয়ম্ অস্তি তচ্চার্থপ্রাপ্তম্" (নারায়ণ-বৃত্তি)। ঐ. ব্রা. ৪/৮ অংশেও এই তিনটি মন্ত্রই বিহিত হয়েছে। "উপসদ্যায়েতি পূর্বাহ্ণে তিস্রঃ সামিধেনীর্ অনবানম্ একৈকাং সপ্রণবাং ত্রিস্ ত্রির্ আহ"— শা. ৫/১১/১।

তাঃ সামিধেন্যঃ ।। ৬।। [৫]

অনু.— ঐ (আবৃত্তিসমেত নটি মন্ত্রই হল এখানে) সামিধেনী।

তাসাম্ উত্তমেন প্রণবেনাগ্নিং সোমং বিষ্ণুম্ ইত্যাবাহ্যোপবিশেত্ ।। ৭।। [৬]

অনু.— ঐ (সামিধেনী) গুলির শেষ প্রণবের সঙ্গে (জুড়ে) অগ্নি, সোম, বিষ্ণুকে আবাহন করে (বসে পড়বেন)।

ব্যাখ্যা— এই সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, 'অগ্নে-' (আ. ১/২/৩০) থেকে আজ্যভাগের দেবতার আবাহন (আ. ১/৩/৮) পর্যন্ত অংশ, প্রযাজ-অনুযাজ - স্বিষ্টকৃতের দেবতাদের আবাহন (আ. ১/৩/২২) এবং 'আবহ জাতবেদঃ সুযজা যজ' (ঐ) অংশ এখানে বাদ দেওয়া হয়। সামিধেনীর পরে প্রধানযাগের তিন দেবতাকে আবাহন করে ১/৩/২৩ সূত্রানুসারে উবু হয়ে বসে পড়তে হয়। আবাহনের পরে বসতে বলায় বোঝা যাচ্ছে যে, আবাহন দাঁড়িয়েই করতে হয়।

নাবাহয়েদ্ ইত্যেকে ।। ৮।। [৭]

অনু.— অন্যেরা (বলেন, প্রধানযাগের দেবতাদেরও এখানে) আবাহন করবেন না।

ব্যাখ্যা— শা. ৫/১১/৪ সূত্রে আবাহন বিহিত হয়েছে।

অনাবাহনেঽপ্যেতা এব দেবতাঃ ।। ৯।। [৭]

অনু.— আবাহন না হলেও এঁরাই (হবেন প্রধানযাগের) দেবতা।

ব্যাখ্যা— আবাহন হচ্ছে যাগের দেবতারূপে মুখে ঘোষণা করা ও তাঁদের বরণ করে নেওয়া। এখানে অগ্নি, বিষ্ণু ও সোমকে আবাহন না করলেও অর্থাৎ তাঁদের নাম মুখে ঘোষণা না করলেও তাঁরাই হচ্ছেন প্রধানযাগের দেবতা।

অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্ য উগ্র ইব শর্যহা ত্বং সোমাসি সত্পতি র্গয়স্ফানো অমীবহেদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রীণি পদা বি চক্রম ইতি ।। ১০।। [৮]

অনু.— (সকালে উপসদে অগ্নির) 'অগ্নি-' (৬/১৬/৩৪), 'য-' (৬/১৬/৩৯); (সোমের) 'ত্বং-' (১/৯১/৫), 'গয়-' (১/৯১/১২); (বিষ্ণুর) 'ইদং-' (১/২২/১৭), 'ত্রীণি-' (১/২২/১৮) (অনুবাক্যা ও যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৪/৮ অংশে এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে। শা. ৫/১১/৭ অনুযায়ী 'ত্বং-', অষাল্হং-' (১/৯১/২, ২১) সোমের এবং 'যঃ-', 'তমু-' (১/১৫৬/২, ৩) বিষ্ণুর অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

স্বিষ্টকৃদ্-আদি লুপ্যতে ।। ১১।। [৮]

অনু.— স্বিষ্টকৃত্ থেকে আরম্ভ (করে সব-কিছু অংশই এই উপসদে) লোপ পায়।

প্রযাজা আজ্যভাগৌ চ ।। ১২।। [৮]

অনু.— প্রযাজ সমূহ এবং আজ্যভাগও (লোপ পায়)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. গ্রন্থের ৪/৯ অংশেও প্রযাজ এবং অনুযাজ দুইই নিষিদ্ধ হয়েছে। শা. ৫/১১/৮ সূত্রে বলা হয়েছে "যাবদ্ আদিষ্টং কুর্যাত্"। সামিধেনী, আবাহন, স্রুক্-আদাপন এবং প্রধানযাগ ছাড়া অন্য সব তাই লোপ পাবে।

নিত্যম্ আপ্যায়নং নিহ্নবশ্ চ ।। ১৩।। [৯]

অনু.— আপ্যায়ন এবং নিহ্নব অপরিবর্তিত (থাকে)।

ব্যাখ্যা— আপ্যায়ন (৪/৫/৮ সূ. দ্র.) এবং নিহ্নব (৪/৫/১১ সূ. দ্র.) আগে যেমন বলা হয়েছে এখানেও তেমনই করতে হবে।

ঐবেবাপরাহ্নে ।। ১৪।। [১০]

অনু.— বিকালে এই (উপসদ)-ই (হয়)।

ব্যাখ্যা— বিকালে উপসদের অনুষ্ঠান হয় সকালের মতোই।

ইমাং মে অগ্নে সমিধমিমাম্ ইতি তু সামিধেন্যঃ ।। ১৫।। [১১]

অনু.— বিকালে কিন্তু 'ইমাং-' (২/৬/১-৩) সামিধেনী।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৪/৮ অংশে এবং শা. ৫/১১/২ সূত্রেও এই তৃচই বিহিত হয়েছে।

বিপর্যাসো যাজ্যানুবাক্যানাম্ ।। ১৬।। [১১]

অনু.— (বিকালে) যাজ্যা ও অনুবাক্যার বিপর্যাস (হবে)।

ব্যাখ্যা— সকালের অনুবাক্যা বিকালে যাজ্যা এবং সকালের যাজ্যা বিকালে অনুবাক্যা হয়। ঐ. ব্রা. ৪/৮ অংশে এবং শা. ৫/১১/৯ সূত্রেও এই কথাই বলা আছে।

পাণ্যোশ্ চ নিহ্নবে ।। ১৭।। [১১]

অনু.— এবং নমস্কারে দুই হাতের (-ও বিপর্যাস হবে)।

ব্যাখ্যা— বিকালে নিহ্নবে (৪/৫/১১ সূ. দ্র.) বাঁ হাত উপরে এবং ডান হাত নীচে রাখবেন অথবা ডান হাত নিম্নমুখী করে তার তলায় বাঁ হাত উর্ধ্বমুখী করে রাখবেন (?)।

ইত্যুপসদঃ ।। ১৮।। [১১]

অনু.— এই (হল) উপসদ্‌সমূহ।

ব্যাখ্যা— ১নং সূ. দ্র.। সূত্রে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে ২০-২২ নং সূত্রের কথা মনে রেখে।

সুপূর্বাহ্ণে স্বপরাহ্ণে চ ।। ১৯।। [১২]

অনু.— খুব সকালে এবং খুব বিকালে (উপসদ্ ইষ্টি করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রতিদিন সকালের উপসদ্ খুব সকাল এবং বিকালের উপসদ্ খুব বিকাল থাকতে থাকতে করবেন।

রাজক্রয়াদ্যহঃসংখ্যানৈকাহানাং তিস্রঃ। ষড় বা ।। ২০।। [১৩, ১৪]

অনু.— সোমক্রয় থেকে শুরু (করে) দিন গণনা করে একাহযাগের (মোট) তিনটি অথবা ছটি (উপসদ্) হয়।

ব্যাখ্যা— যে-দিন সোমক্রয় করা হয় সে-দিন থেকে শুরু করে একাহযাগে অধ্বর্যুদের মত অনুযায়ী পর পর তিন দিন অথবা ছ-দিন দু-বেলা উপসদ্ ইষ্টি করতে হয়। 'একাহানাং' পদে বহুবচন থাকায় বুঝতে হবে যে, এই বিধানটি প্রকৃতি ও বিকৃতি দুই রকমেরই একাহযাগে প্রযোজ্য। শুধু প্রকৃতিযাগে প্রযোজ্য হলে বহুবচন হত না, কারণ প্রকৃতিযাগ একটিই। তাছাড়া প্রকৃতিযাগের জন্য স্বতন্ত্র কোন বিধান না থাকায় এবং 'কর্মা-' (৪/২/১৮) সূত্রে বিকৃতি একাহের প্রস্তাব থাকায় বোঝা যায় যে, প্রকৃতি ও বিকৃতি দুই একাহযাগেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। দ্র. যে, সকাল ও বিকালের অনুষ্ঠানকে মিলিতভাবে একটি উপসদ্ই ধরতে হবে।

অহীনানাং দ্বাদশ ।। ২১।। [১৫]

অনু.— অহীনযাগের (মোট) বারোটি (উপসদ্)।

ব্যাখ্যা— অহীনযাগে মোট বারো দিন ধরে উপসদ্ হয়। ঐ. ব্রা. ১৯/২ অংশেও দ্বাদশাহে বারোটি উপসদ্ই বিহিত হয়েছে।

চতুর্বিংশতিঃ সংবত্সর ইতি সত্রাণাম্ ।। ২২।। [১৫]

অনু.— সত্রের (মোট) চব্বিশ (দিন অথবা) এক বছর (উপসদ্ হয়)।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যুরা যেমন স্থির করবেন উপসদের দিনসংখ্যা তেমনই হবে।

প্রথমযজ্ঞে নৈকে ঘর্মম্ ।। ২৩।। [১৬]

অনু.— অন্যেরা প্রথম (জ্যোতিষ্টোম) যজ্ঞে ঘর্মের (অনুষ্ঠান করেন) না।

ব্যাখ্যা— জ্যোতিষ্টোমের প্রথম প্রয়োগে কেউ কেউ ঘর্মের অনুষ্ঠান করেন না।

উপবসথ্য উভে পূর্বাহ্ণে ।। ২৪।। [১৭]

অনু.— সোমরস-আহুতির আগের দিনে দুটি উপসদ্ (-ই) সকালে (করবেন)।

ব্যাখ্যা— উপসদের 'অপকর্ষ' হলে অর্থাৎ উপসদ্ এগিয়ে এলে প্রবর্গ্যও এগিয়ে আসবে। বিকালের উপসদ্ সকালে করতে হলে বিকালের প্রবর্গ্যও সকালেই করতে হবে।

প্রথমস্যাম্ উপসদি বৃত্তায়াং প্রেষিতঃ পুরীষ্যচিতয়েঽন্বাহ হোতা দীক্ষিতশ্ চেত্ ।। ২৫।। [১৮]

অনু.— (চয়নযাগে ঔপবসথ্যের দিন) প্রথম উপসদ্ (অনুষ্ঠিত) হলে হোতা যদি দীক্ষিত (হন তাহলে তিনি অধ্বর্যু দ্বারা) নির্দিষ্ট (হয়ে) পুরীষ্যচিতির জন্য (মন্ত্র) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— পুরীষ্যচিতি = ভূমির উপরে ইট সাজিয়ে মাটি লেপে যে চয়ন। চয়নযাগে তিন দিন দীক্ষণীয়া এবং ছ-দিন উপসদ্ ইষ্টি। তার মধ্যে উপসদের অনুষ্ঠান হয় যাগের চতুর্থ থেকে নবম দিন পর্যন্ত প্রতিদিন দু-বেলা। প্রথম উপসদের দিন সকালে প্রবর্গ্য ও উপসদের আগে উত্তরবেদিতে গরু দিয়ে অধ্বর্যু হলচালনা করেন। মাটিতে যেখানে যেখানে হলের রেখা পড়ে তেমন বারোটি জায়গায় তিল, মাষ, চাল, যব, প্রিয়ঙ্গু, অনু ও গোধূম বপন করা হয়। এছাড়া যেখানে হলের রেখা পড়ে নি সেই জায়গায় পুঁততে হয় বেণু, শ্যামাক, নীবার, বন্য তিল, বন্য গোধূম, মর্কটক এবং বন্য মুগ (গার্মুত)। এরপর উত্তরবেদিতে বালি ঢেকে দিতে হয় এবং বেদির চার প্রান্তে ছোট ছোট পাথর ছড়িয়ে দিতে হয়। তানূনপত্র, সোমের আপ্যায়ন, নিহ্নব, প্রবর্গ্য, উপসদ্ ও সুব্রহ্মণ্য-আহ্বান হয় তার পরে। এগুলির পরে উত্তর বেদিতে দর্ভগুচ্ছ, পদ্মপত্র, রুক্ম, সুবর্ণনির্মিত পুরুষপ্রতিমা, দুটি আজ্যপূর্ণ জুহূ, নিহত ছাগের শির, কচ্ছপ এবং উলূখল রেখে প্রকৃত চয়ন (= ইট-সাজান) শুরু হয়। প্রতিদিন এইভাবে এক থাক (প্রস্তার) করে পাঁচ উপসদে মোট পাঁচ থাক ইট সাজাতে হয়। পঞ্চম উপসদের দিনে অবশ্য পঞ্চম থাকের জন্য অর্ধেক ইট সাজান হয়, বাকী অর্ধেক সাজাতে হয় ষষ্ঠ উপসদের দিনে। সে-দিনে ইট-সাজান শেষ হলে দ্বিতীয় প্রবর্গ্য ও উপসদের অনুষ্ঠান এবং সুব্রহ্মণ্যাহ্বান। এরপরে পদ্মের পাতায় ছাগীর অথবা হরিণীর দুধ নিয়ে চিতির উত্তর-পশ্চিম কোণে রাখা একটি ইটের উপরে শতরুদ্রিয় হোম এবং তার পরে একটি বাঁশে বেত, শেওলা (অবকা) ও ব্যাঙ বেঁধে তা সাজান ইটের উপরে টেনে নিয়ে যেতে হয়। পরে যজমান অথবা অধ্বর্যু অথবা প্রস্তোতা সামগান করেন। এগুলির পর ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ে বৈশ্বকর্ম নামে ষোলটি আহুতি প্রদান করে এবং ঐ অগ্নিতেই ঘৃতসিক্ত তিনটি সমিৎ নিক্ষেপ করে ঐ কুণ্ড থেকে কিছু অগ্নি নিয়ে এসে উত্তর বেদিতে সাজান ইটের বিছানার (= চিতির) উপর যথাস্থানে তা রাখা হয়। এই উত্তরবেদির অগ্নিই এখন থেকে আহবনীয় এবং ঐষ্টিক বেদির যে আহবনীয় তা হয়ে যায় গার্হপত্য। নূতন আহবনীয়ে কিছু হোম, পূর্ণাহুতি, বৈশ্বানর নামে ইষ্টিযাগ, মরুত্গণের উদ্দেশে সাতটি যাগ, বসুধারা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। যে-দিন সাক্ষাৎ সোমরস অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় (সুত্যাদিন) ঠিক তার আগের দিন প্রথম উপসদ্ শেষ হলে অধ্বর্যু হোতাকে 'পুরীষ্যচিতয়েঽনুব্রূহি' (কা. শ্রৌ. ১৮/৩/১৭; আপ. শ্রৌ. ১৬/২১/৩ দ্র.) এই প্রৈষ দিলে হোতা ২৭ নং সূত্রের মন্ত্রটি পাঠ করবেন। তিনি নিজে দীক্ষিত (= যজমান) না হলে কিন্তু ঐ মন্ত্র পাঠ করবেন না।

যজমানোঽদীক্ষিতে ।। ২৬।। [১৯]

অনু.— (হোতা নিজে) দীক্ষিত না হলে, যজমান (পুরীষ্যচিতির মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রটি থাকায় আগের সূত্রে 'হোতা দীক্ষিতশ্ চেত্' অংশটি না বললেও চলত, কিন্তু তবুও তা বলায় এই বুঝতে হবে যে, কেবল পুরীষ্যচিতির মন্ত্র পাঠ করার ক্ষেত্রেই নয়, হোতার দীক্ষণীয় সংস্কার সম্পন্ন না হলে তাঁর (দীক্ষিত হোতার) করণীয় অন্য কাজগুলিও যজমানই করবেন।

পশ্চাত্ পদমাত্রেঽবস্থায়াভিহিংকৃত্য পুরীষ্যাসো অগ্নয় ইতি ত্রির্ উপাংশু সপ্রণবাম্ ।। ২৭।। [২০]

অনু.— মাত্র এক-পা পিছনে দাঁড়িয়ে অভিহিঙ্কার করে 'পুরী-' (৩/২২/৪) এই (পুরীষ্যচিতির মন্ত্রকে) তিনবার সমানপ্রণববিশিষ্ট (অবস্থায়) উপাংশু (স্বরে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পদমাত্র = এক-পা পরিমাণ, মাত্র এক পা। সপ্রণবাম্ = প্রত্যেক আবৃত্তিরই শেষে সমান অর্থাৎ তিন মাত্রার প্রণব উচ্চারণ করতে হবে।

অপি বা সুমন্দ্রম্ ।। ২৮।। [২১]

অনু.— অথবা অত্যন্ত মন্দ্রস্বরে (পুরীষ্যচিতির মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— খুব মন্দ্র অর্থাৎ মন্দ্রস্বরের প্রথম অথবা দ্বিতীয় যম। উপাংশুস্বরে পাঠ না করে খুব মন্দ্রস্বরেও ঐ মন্ত্রটি পাঠ করা চলে।

ব্রজত্স্বনুব্রজেত্ ।। ২৯।। [২২]

অনু.— (অধ্বর্যুরা উত্তরবেদির দিকে) যেতে থাকলে (হোতাও মন্ত্রপাঠ করতে করতে তাঁদের) পিছন পিছন যাবেন।

ব্যাখ্যা— ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্যু, প্রতিপ্রস্থাতা এবং যজমানকে মন্ত্র পাঠ করতে করতে অগ্নির পিছন পিছন চিতির কাছে যেতে হয়। প্রসঙ্গত কা. শ্রৌ. ১৮/৩/১৯ দ্র.।

তিষ্ঠত্সু বিসৃষ্টবাক্ প্রণয়তেতি ব্রূয়াত্ ।। ৩০।। [২৩]

অনু.— (অধ্বর্যুরা) দাঁড়িয়ে থাকলে (হোতা) বাক্-সংযম ত্যাগ করে 'প্রণয়ত' বলবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যুরা দাঁড়িয়ে পড়লে হোতাকে 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' মন্ত্রে বাক্সংযম ত্যাগ করে 'প্রণয়ত' বলে প্রৈষ দিতে হয়। এই প্রৈষ দিতে হয় যে স্থানে দাঁড়িয়ে (২৭ নং সূ. দ্র.) 'পুরী-' মন্ত্রের পাঠ আরম্ভ করেছিলেন সেই স্থানেই থেকে।

অথাগ্নিং সঞ্চিতম্ অনুগীতম্ অনুশংসেত্ ।। ৩১।। [২৪]

অনু.— এর পর (উপসদের ষষ্ঠ দিনে উত্তর বেদিতে পঞ্চম থাকের উপর) স্থাপিত অগ্নিকে (লক্ষ্য করে) গান করার পরে (হোতা মন্ত্র) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— সঞ্চিত = সম্ (সমস্ত) + চিত, সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত। ঐষ্টিক বেদির অগ্নিকে এনে চিতির উপরে রাখা হলে ঐ চিত্য বা সঞ্চিত অগ্নির উদ্দেশে প্রস্তোতা সামগান করেন— লা. শ্রৌ. ১/৫/১১ দ্র.। প্রস্তোতার সেই সামগানের পর হোতা পরবর্তী সূত্রে উল্লিখিত মন্ত্রটি পাঠ করেন। কাত্যায়নের মতে উত্তরবেদিতে ঐষ্টিক বেদির অগ্নি নিয়ে যাওয়ার আগেই অধ্বর্যুকে সামগান গাইতে হয় এবং হোতাকে উদ্দেশ্য করে অগ্ন্যুক্থং শংস' এই প্রৈষ দিতে হয়। এর পর হয় অগ্নিপ্রণয়ন— কা. শ্রৌ. ১৮/৩/১, ২, ১৫, ১৭ দ্র.। 'অথ' এই পদটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, হোতা দীক্ষিত হলে তবেই তিনি এই মন্ত্রপাঠ করবেন, নতুবা নয়।

পশ্চাদ্ অগ্নিপুচ্ছস্যোপবিশ্যাভিহিংকৃত্যাগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা ইতি ত্রির্ মধ্যময়া বাচা ।। ৩২।। [২৫]

অনু.— অগ্নিপুচ্ছের পিছনে বসে অভিহিঙ্কার করে অগ্নি-' (৩/২৬/৭) এই (মন্ত্রটি) তিনবার মধ্যম স্বরে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিপুচ্ছ = চয়নে উত্তরবেদিতে সাজিয়ে রাখা ইটগুলির পশ্চিম প্রান্ত। সূত্রে 'বাচা' বলায় শুধু কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্যে নয়, উচ্চারণের গতিতেও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

এতস্মিনন্ এবাসনে বৈশ্বানরীয়স্য যজতি ।। ৩৩।। [২৬]

অনু.— এই আসনেই (বসে) বৈশ্বানর দেবতার (যাগের উদ্দেশে) যাজ্যা পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ঐষ্টিক বেদির আহবনীয় থেকে উত্তরবেদিতে পঞ্চম থাকের উপরে অগ্নি-প্রণয়নের পরে এই উত্তরবেদির আহবনীয়ে 'বৈশ্বানরেষ্টি' নামে একটি ইষ্টিযাগ করতে হয় (২৫ নং সূত্রের ব্যাখ্যা এবং কা. শ্রৌ. ১৮/৪/১৬ দ্র.)। এই ইষ্টিযাগে যাজ্যাপাঠের সময়ে হোতা অগ্নিপুচ্ছেরই পিছনে বসে থাকবেন।

ত্রয়ম্ এতত্ সাগ্নিচিত্যে ।। ৩৪।। [২৭]

অনু.— এই তিনটি অগ্নিচয়ন-সমেত (সোমযাগেই করা হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা— পুরীষ্যচিতির জন্য মন্ত্রপাঠ (২৫-২৮ সূ.), সঞ্চিত অগ্নির অনুশংসন (৩১ সূ.) এবং বৈশ্বানরেষ্টি (৩৩ সূ.) এই তিনটি কাজ অগ্নিচয়নসংযুক্ত সোমযাগেই অর্থাৎ ইট সাজিয়ে সোমযাগ করলে তবেই করতে হয়, সাধারণ সোমযাগে করতে হয় না। পূর্ববর্তী সূত্রগুলিতে পুরীষ্যচিতি, সঞ্চিত অগ্নি ও অগ্নিপুচ্ছ শব্দের উল্লেখ থাকায় এই সূত্রটি না করলেও চলত, তবুও সূত্রটি করায় এই আভাসই পাওয়া যাচ্ছে যে, কোন কোন চয়নযাগে পুচ্ছ থাকে না। পুচ্ছ না থাকলেও পুরীষ্যচিতির মন্ত্রপাঠ, অনুশংসন ও বৈশ্বানরযাগ সেখানে করতে হবে।

ব্রহ্মাপ্রতিরথং জপিত্বা দক্ষিণতোঽগ্নের্ বহির্বেদ্যাস্ত ঔদুম্বর্যাভিহবনাত্ ।। ৩৫।। [২৮]

অনু.— ব্রহ্মা অপ্রতিরথ (মন্ত্র) জপ করে (উত্তরবেদির অগ্নিতে) ডুমুরের ডাল আহুতি দেওয়া পর্যন্ত অগ্নির ডান দিকে বেদির বাইরে বসে থাকেন।

ব্যাখ্যা— ঔদুম্বর্যাভিহবন = ঔদুম্বরী + আ-অভি-হবন। অপ্রতিরথ = অপ্রতিরথ ঐন্দ্র ঋষির 'আশুঃ-' (১০/১০৩) এই সূক্ত। উত্তরবেদিতে অগ্নিপ্রণয়নের আগে ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ে সারা রাত ঘিয়ে ডুবিয়ে-রাখা তিনটি ডুমুরের ডাল আহুতি দিতে হয় (কা. শ্রৌ. ১৮/৩/১৪ দ্র.)। একেই বলে ঔদুম্বরীর অভিহবন। প্রতিপ্রস্থাতা অগ্নিপ্রণয়নের সময়ে 'ব্রহ্মন্নপ্রতিরথং জপ' এই প্রৈষ দিলে ব্রহ্মা উত্তরবেদির দিকে যেতে যেতে 'অপ্রতিরথ' সূক্ত জপ করেন (১/১২/২৮ সূ. দ্র.)। এর পর ঔদুম্বরীর অভিহবন পর্যন্ত তিনি অগ্নির ডান দিকে বেদির বাইরে বসে থাকেন। কাত্যায়নের সূত্রক্রম থেকে কিন্তু মনে হচ্ছে আগে অভিহবন এবং পরে অপ্রতিরথ-জপ (কা. শ্রৌ. ১৮/৩/১৪, ১৭ দ্র.)।

উক্তম্ অগ্নিপ্রণয়নম্ ।। ৩৬।। [২৯]

অনু.— (আগে যে) অগ্নিপ্রণয়ন বলা হয়েছে (তা এই যাগেও করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— আগে যে অগ্নিপ্রণয়নের কথা বলা হয়েছে (২/১৭/২ সূ. দ্র.) তা এখানেও করতে হয়।

দীক্ষিতস্ তু বসোর্ধারাম্ উপসর্পেত্ ।। ৩৭।। [৩০]

অনু.— দীক্ষিত (ব্রহ্মা) কিন্তু বসুধারার কাছে যাবেন।

ব্যাখ্যা— ৩৫ নং সূত্রটিকে এই ৩৭ নং সূত্রের ঠিক আগে রাখাই উচিত ছিল, কিন্তু ৩৪ নং সূত্রের পরেই ঐ সূত্রটিকে রাখায় সূত্রটি অগ্নিচয়নের সঙ্গে যুক্ত বলেই বুঝতে হবে। বর্তমান সূত্রটির তাই অর্থ দাঁড়াচ্ছে— সোমযাগে ব্রহ্মা অগ্নি-প্রণয়নের সময়ে অপ্রতিরথ ঋষির সূক্ত জপ করে ডুমুরের ডাল আহুতি দেওয়ার আগে পর্যন্ত বেদিতে অথবা বেদির বাইরে অগ্নির ডান দিকে বসে থাকেন। অগ্নিচয়নযুক্ত সোমযাগে অবশ্য তিনি বেদির বাইরেই বসেন এবং নিজে দীক্ষিত হলে বসার পরে যথাসময়ে উঠে এসে তাঁকে আবার বসুধারার কাছেও যেতে হয়। বৈশ্বানর ইষ্টির পরে ছোট একটি হাতল-লাগান পিছনের দিকে (= তলায়) গর্ত-করা এবং ভিজে মাটি দিয়ে লেপা চার হাত লম্বা জুহূ নামে এক বিরাট হাতার মতো পাত্রে ঘি নিয়ে উত্তর বেদির আহবনীয়ে ঐ ঘি আহুতি দিতে হয়। 'বাজশ্চ মে-' (বা. স. ১৮/১-২৯) ইত্যাদি উনত্রিশটি মন্ত্রে এই আহুতি দেওয়া হয় এবং যতক্ষণ না মন্ত্রপাঠ শেষ হয় ততক্ষণ অপর একজন ঐ জুহূতে অবিরাম ঘি ঢেলে চলেন। এই আহুতির নাম 'বসুধারা'।

নবম কণ্ডিকা (৪/৯)

[হবির্ধান-প্রবর্তন]

হবির্‌ধানে প্রবর্তয়ন্তি ।। ১।।

অনু.— (অধ্বর্যুরা এর পর) দুটি সোম-শকট নিয়ে যাওয়াবেন।

ব্যাখ্যা— ঐষ্টিক বেদিতে রাজাসন্দীতে সোমকে রেখে দেওয়া হয়েছিল। সোমরস-আহুতির আগের দিন উপসদ্‌-ইষ্টির সমাপ্তির পর অধ্বর্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা ঐষ্টিক বেদির পূর্ব দিকের দ্বার থেকে হবির্ধান-মণ্ডপে দুটি শকট চালিয়ে নিয়ে যান। ঐ শকট-দুটির নাম 'হবির্ধান' (হবিঃ-√ধা + অন) এবং হবির্ধান-মণ্ডপে ঐ দুই শকট নিয়ে যাওয়াকে বলা হয় 'হবির্ধান-প্রবর্তন'। একটি শকটকে মণ্ডপের মধ্যে বাঁ পাশে এবং অপরটিকে ডান পাশে রাখা হয়।

তদ্‌ উক্তং সোমপ্রবহণেন ।। ২।।

অনু.— ঐ (হবির্ধান নিয়ে যাওয়ার রীতি) সোমপ্রবহণ (কর্ম) দ্বারা (-ই) বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা— হবির্ধান-প্রবর্তন সোমপ্রবহণের মতোই (৪/৪ সূ. দ্র.)।

দক্ষিণস্য তু হবির্‌ধানস্যোত্তরস্য চক্রস্যান্তরা বর্ত্ম পাদয়োঃ ।। ৩।।

অনু.— দক্ষিণ হবির্ধানের বাঁ চাকার আবর্তন-পথ অবশ্য (নিজের) দু-পায়ের মাঝে (যাতে থাকে এমনভাবে শকটের তিন পা পিছনে দাঁড়িয়ে এবং পরে যেতে যেতে মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— সোমপ্রবহণে একটি শকট, এখানে কিন্তু দুটি। লক্ষ্য রাখতে হবে, এখানে ৪/৪/২, ৩ সূত্রানুসারে দাঁড়াবার এবং যাওয়ার সময়ে ডান দিকের শকটের বাঁ দিকের চাকার যে আবর্তন-পথ তা যেন নিজের দু-পায়ের মাঝ বরাবর সমান্তরালে থাকে অর্থাৎ ঐ আবর্তনপথের দু-পাশে তাঁর একটি করে পা থাকবে। "হবির্‌ধানপ্রবর্তনায়ামন্ত্রিতঃ, দক্ষিণস্য হবির্‌ধানস্যোত্তরং বর্ত্মোত্তরস্য চ দক্ষিণম্‌ অন্তরেণ তিষ্ঠন্‌ হবির্‌ধানাভ্যাং প্রবর্ত্যমানাভ্যাম্‌ ইত্যুক্তঃ, অপেতো জন্যং ভয়মন্যজন্যং চ বৃত্রহন্‌। অপ চক্রা অবৃত্সত।। ইতি দক্ষিণেন প্রপদেন প্রত্যঞ্চং লোগম্‌ অপাস্য"- শা ৫/১৩/১-৩।

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভিঃ প্রেতাং যজ্ঞস্য শংভুবা যুবাং যমে ইব যতমানে যদৈতমধি দ্বয়োরদধা উকথ্যং বচ ইত্যর্ধর্চ আরমেদ্‌ অব্যবস্তা চেদ্‌ররাটী ।। ৪।।

অনু.— (হবির্ধান-প্রবর্তনে পাঠ্য মন্ত্র হল) 'যুজে-' (১০/১৩/১), 'প্রেতাং-' (২/৪১/১৯-২১), 'যমে-' (১০/১৩/২), 'অধি-' (১/৮৩/৩)। যদি ররাটী না-বাঁধা (থাকে তাহলে শেষ মন্ত্রের) প্রথম অর্ধাংশে থামবেন।

ব্যাখ্যা— ররাটী = ললাটী = হবির্ধান-মণ্ডপের পূর্ব দিকের দ্বারে কুশের অথবা কাশের তৈরী যে মালা লাগান থাকে, সেই মালা। ঐ. ব্রা. ৫/৩ অংশে এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে। শা. ৫/১৩/৪-১০ সূত্রে ২/৪১/১৯, ২০; ১/২২/১৪; ১০/১৩/২; ১/৮৩/৩; ৫/৮১/২; ২/৪১/২১; ১/১০/১২ মন্ত্র বিশেষ কার্যে বিহিত হয়েছে।

বিশ্বা রূপাণি প্রতি মুঞ্চতে কবির্‌ ইতি ব্যবস্তায়াম্‌ ।। ৫।।

অনু.— (ররাটী) বাঁধা হলে (ররাটীর দিকে তাকিয়ে) 'বিশ্বা-' (৫/৮১/২) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি তখনও মেথী স্থাপন করা না হয়ে থাকে তাহলে এই 'বিশ্বা-' মন্ত্রের প্রথম অর্ধাংশ পর্যন্ত পড়ে থেমে যাবেন। মেথী হচ্ছে স্থির শকটকে মাটির উপর ধরে রাখার জন্য ঠেকা দেওয়ার উদ্দেশে শকটের সামনের দিকে মাটির উপর লম্বভাবে রাখা কাঠ। শকট দুটি বলে মেথীও দুটি। ঐ. ব্রা. ৫/৩ অংশেও এই মন্ত্রে ররাটীর দিকে দৃষ্টিপাত করতে বলা হয়েছে।

মেথ্যোর্ উপনিহৃতয়োঃ পরি ত্বা গির্বণো গির ইতি পরিদধ্যাত্ ।।৬।।

অনু.— দুই মেথী স্থাপন করা হলে 'পরি-' (১/১০/১২) এই (মন্ত্রে হবির্ধান-প্রবর্তনের মন্ত্রপাঠ) শেষ করবেন।

ব্যাখ্যা— শকট দুটি বলে মেথীও এখানে দুটি। কেউ কেউ আগে মেথী স্থাপন করে পরে ররাটী বাঁধেন। তাহলেও হোতা সূত্রে বিহিত ক্রম অনুযায়ীই মন্ত্র পাঠ করবেন। ঐ. ব্রা. ৫/৩ অংশেও বলা হয়েছে যে, এই মন্ত্রটিতেই পাঠ সমাপ্ত করতে হবে। মেথী-স্থাপন ও দুই শকটকে আচ্ছাদিত করার পরে মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। শা. ৫/১৩/১০ অনুসারেও এইটি শেষ মন্ত্র।

দশম কণ্ডিকা (৪/১০)

[অগ্নি-সোম-প্রণয়ন, ব্রহ্মার আসনগ্রহণ]

অগ্নীষোমৌ প্রণেষ্যত্সু তীর্থেন প্রপদ্যোত্তরেণাগ্নীধ্রীয়ায়তনং সদশ্ চ পূর্বয়া দ্বারা পত্নীশালাং প্রপদ্যোত্তরেণ শালামুখীয়ম্ অতিব্রজ্য পশ্চাদ্ অস্যোপবিশ্য প্রেষিতোঽনুব্রূয়াত্ সাবীর্হি দেব প্রথমায় পিত্রে বর্ষ্মাণমস্মৈ বরিমাণমস্মৈ। অথাস্মভ্যং সবিতঃ সর্বতাতা দিবে দিব আ সুবা ভূরি পশ্ব ইত্যাসীনঃ ।। ১।।

অনু.— (ঋত্বিকেরা) অগ্নি এবং সোমকে নিয়ে যেতে থাকবেন বলে (হোতা) তীর্থ দিয়ে প্রবেশ করে আগ্নীধ্রীয়-মণ্ডপের এবং সদোমণ্ডপের উত্তর দিক্ দিয়ে (এসে ঐষ্টিক বেদির) পূর্ব দিকের দ্বার দিয়ে পত্নীশালায় প্রবেশ করে প্রাচীনবংশশালার মুখে অবস্থিত আহবনীয়ের উত্তর দিক্ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে এই (অগ্নির) পিছনে বসে (অধ্বর্যু দ্বারা) নির্দিষ্ট হয়ে বসে বসে 'সাবী-' (সূ.) এই (মন্ত্রটি) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— শালামুখীয় = প্রাগ্‌বংশশালার মুখে অবস্থিত আহবনীয় অগ্নি। সোমক্রয়ের পর সোমকে ঐষ্টিক বেদিতে রাজাসন্দীতে রেখে দেওয়া হয়। উপবসথ্য দিনে ঐ সোমকে হবির্ধান-মণ্ডপে এবং ঐষ্টিক বেদির আহবনীয় অগ্নিকে আগ্নীধ্র-আগারের ধিষ্ণ্যে নিয়ে যেতে হয়। এই কর্মের নাম 'অগ্নীষোম-প্রণয়ন'। অগ্নীষোম-প্রণয়নের আগে হোতাকে আবার তীর্থ পথ ধরে এসে আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্য এবং সদোমণ্ডপের উত্তর দিক্ দিয়ে গিয়ে ঐষ্টিক বেদির পূর্বদ্বার দিয়ে ঐ বেদিতে প্রবেশ করতে হয়। তার পর ঐ মণ্ডপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে পত্নীশালা আছে সেখানে এসে সেখান (থেকে) উত্তর দিক্ দিয়ে আহবনীয় কুণ্ডকে অতিক্রম করে গিয়ে ঐ অগ্নিকুণ্ডের পিছনে এসে তিনি বসেন। এর পর অধ্বর্যুর কাছ থেকে 'অগ্নীষোমাভ্যাং প্রণীয়মানাভ্যাম্ অনুব্রূহি' (আপ. শ্রৌ. ১১/১৭/২) এই প্রৈষ পেয়ে বসে বসে তিনি 'সাবী-' মন্ত্রটি পাঠ করেন। 'তীর্থেন প্রপদ্য' বলার তাৎপর্য এই যে, যজ্ঞভূমিতে আগে তীর্থপথ ধরে প্রবেশ করে থাকলেও এখন আবার এই নিয়মটি অবশ্যই পালন করতে হবে। 'উপবিশ্য' বলার পর আবার 'আসীনঃ' বলায় অধ্বর্যুরা যেতে থাকলেও হোতাকে এই মন্ত্রটি বসে বসেই পাঠ করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অগ্নি-সোম প্রণয়নের ঠিক আগে ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ে পলাশ কাঠের তৈরী প্রচরণী নামে একটি হাতা দিয়ে প্রথমে সোম এবং পরে অগ্নি দেবতার উদ্দেশে হোম করতে হয়। এই হোমের নাম 'বৈসর্জন হোম' (কা. শ্রৌ. ৮/৭/১, ২ দ্র.)। ঐ. ব্রা. ৫/৪ অংশে আনুষঙ্গিক কর্মের কথা বলা না থাকলেও 'সাবী-' মন্ত্রটির উল্লেখ কিন্তু সেখানে আছে। ''মিতেষু যজ্ঞাগারেষ্বগ্নীষোমৌ প্রণয়ন্তি; তত্প্রভৃত্যানুবন্ধ্যায়াঃ সংস্থানাদ্ অন্তরেণ চাত্বালোত্করৌ তীর্থম্; তেন প্রপদ্য; উত্তরেণাগ্নীধ্রীয়ং ধিষ্ণ্যং সদশ্ চ গত্বা; উত্তরেণাধ্বর্যু যজ্ঞপাত্রাণি চ পূর্বয়া দ্বারা শালাং প্রপদ্য; শালামুখীয়স্য পশ্চাদ্ উপবিশ্য; অগ্নীষোমাভ্যাং প্রণীয়মানাভ্যাম ইত্যুক্তঃ; সাবীর্হি ..... পশ্বঃ ইত্যাসীনোঽনূচ্য''— শা. ৫/১৪/১-৮। অতিব্রজ্য = অতিক্রম করে।

অনুব্রজনন্ উত্তরাঃ ।। ২।।

অনু.— (অগ্নি ও সোমের) পিছনে যেতে যেতে পরবর্তী (মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন)।

প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতির্হোতা দেবো অমর্ত্যঃ পুরস্তাদুপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তরুপ প্রিয়ং পনিপ্নতম্ ইত্যর্ধর্চ আরমেত্ ।। ৩।।

অনু.— (ঐ পরবর্তী) মন্ত্রগুলি হচ্ছে 'প্রৈতু-' (১/৪০/৩), 'হোতা-' (৩/২৭/৭-৯), 'উপ ত্বাগ্নে-' (১/১/৭-৯)। 'উপ প্রিয়ং-' (৯/৬৭/২৯) এই (মন্ত্রের) অর্ধাংশে থামবেন।

ব্যাখ্যা— শা. ৫/১৪/৯-১১ সূত্রেও এই মন্ত্রগুলি বিহিত হয়েছে, কিন্তু সেখানে প্রথমে 'উত্তিষ্ঠ-' (১/৪০/১) এই অতিরিক্ত একটি মন্ত্র আছে এবং শেষ 'উপ-' মন্ত্রটি নেই। ঐ. ব্রা. ৫/৪ অংশে এই মন্ত্রগুলির উল্লেখ রয়েছে।

আগ্নীধ্রীয়ে নিহিতেঽভিহূয়মানেঽগ্নে জুষস্ব প্রতিহর্য তদ্ বচ ইতি সমাপ্য প্রণবেনোপরমেত্ ।। ৪।। [৩]

অনু.— আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যে স্থাপিত (ঐ অগ্নিতে) আহুতি দেওয়া হতে থাকলে 'অগ্নে-' (১/১৪৪/৭) এই (মন্ত্রের পাঠ) শেষ করে (যথারীতি) প্রণব দিয়ে থামবেন।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত শ. ব্রা. ৩/৬/৩/১২ এবং আপ. শ্রৌ. ১১/১৭/৪ দ্র.। শা. ৫/১৪/১৪ সূত্রেও অধ্বর্যু আহুতি দিতে থাকলে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে বলা হয়েছে।

উত্তরেণাগ্নীধ্রীয়ম্ অতিব্রজত্স্বতিব্রজ্য সোমো জিগাতি গাতুবিদ্ দেবানাং তমস্য রাজা বরুণস্তমশ্বিনেত্যর্ধর্চ আরমেত্ ।। ৫।। [৪]

অনু.— আগ্নীধ্রীয় (ধিষ্ণ্যের) উত্তর দিক্ দিয়ে (ঋত্বিকেরা সোম নিয়ে) এগিয়ে যেতে থাকলে (হোতাও সেইভাবে) এগিয়ে গিয়ে 'সোমো-' (৩/৬২/১৩-১৫) (মন্ত্রটি পাঠ করবেন)। 'তমস্য-' (১/১৫৬/৪) এই (মন্ত্রের প্রথম) অর্ধাংশে থামবেন।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৫/৪ অংশেও এই মন্ত্রগুলি পাই। শা. ৫/১৪ ১৫-১৭ অনুসারে আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যের অগ্নির উত্তর দিকে সহযাত্রীদের পিছনে যেতে যেতে 'সোমো-', আহবনীয়ে আহুতিদানের সময়ে 'উপ-' (৯/৬৭/২৯) এবং হবির্ধানমণ্ডপের পূর্ব দ্বার দিয়ে সোমকে আনা হতে থাকলে 'তম-' মন্ত্র পাঠ করতে হয়। দ্র. যে, আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যকে উত্তর দিক্ দিয়ে (অন্যরা) অতিক্রম করে যেতে থাকলে (হোতা নিজেও সেই স্থান) অতিক্রম করে গিয়ে 'সোমো-' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করবেন— এই অর্থও সঙ্গত।

প্রপাদ্যমানং রাজানম্ অনুপ্রপদ্যেত অন্তশ্চ প্রাগা অদিতির্ভবাসি শ্যেনো ন যোনিং সদনং ধিয়া কৃতম্ ।। ৬।। [৫]

অনু.— সোমকে (পূর্বদ্বার দিয়ে হবির্ধান-মণ্ডপে) প্রবেশ করান হতে থাকলে পিছন পিছন 'অন্ত-' (৮/৪৮/২), 'শ্যেনো-' (৯/৭১/৬) (মন্ত্রে তিনিও ঐ মণ্ডপে) প্রবেশ করবেন।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৫/৪ অংশেও এই মন্ত্রদুটি পাওয়া যায়, তবে সেখানে সোম মণ্ডপস্থ শকটের নিকটবর্তী হলে 'শ্যেনো-' মন্ত্রটি পাঠ করতে বলা হয়েছে। শা. ৫/১৪/১৮, ১৯ অনুযায়ী অপরেরা হবির্ধানমণ্ডপে প্রবেশ করলে 'অন্ত-' মন্ত্রে হোতাকে সেখানে প্রবেশ করতে হয় এবং দক্ষিণ হবির্ধান-শকটে সোম রাখা হলে উত্তর দিকে দক্ষিণমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে 'শ্যেনো-' মন্ত্রটি তিনি পাঠ করেন।

অন্তস্ত্বাদ্ দ্যামসুরো বিশ্ববেদা ইতি পরিদধ্যাদ্ উত্তরয়া বা ক্ষেমাচারে ।। ৭।। [৫]

অনু.— 'অস্ত-' (৮/৪২/১) এই (মন্ত্রে পাঠ) শেষ করবেন। মঙ্গল-অনুষ্ঠানে পরের (মন্ত্র) দ্বারাই (পাঠ শেষ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বা = -ই। মঙ্গলার্থে অর্থাৎ মনের মধ্যে কোন ভয় বাসা বেঁধে থাকলে সেই ভয় দূর করার প্রয়োজনে 'অস্ত-' মন্ত্রে

নয়, পরবর্তী 'এবা-' (৮/৪২/২) মন্ত্রেই অগ্নি-সোম-প্রণয়নের মন্ত্রপাঠ শেষ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৫/৪ অংশে বলা হয়েছে— 'তং যদ্যুপ বা ধাবেয়ুর্ অভয়ং বেচ্ছেরন্নেবা বন্দস্ব বরুণং বৃহস্পতিম্ ইত্যেতয়া পরিদধ্যাত্। শা. ৫/১৪/২০ অনুযায়ী 'এবা-' মন্ত্রেই পাঠের সমাপ্তি ঘটাতে হয়।

ব্রহ্মৈবম্ এব প্রপদ্যাপরেণ বেদিম্ অতিব্রজ্য দক্ষিণত শালামুখীয়স্যোপবিশেত্ ।। ৮।। [৬]

অনু.— ব্রহ্মা এইভাবেই (আহবনীয়ের উত্তর দিক্ দিয়ে) এগিয়ে গিয়ে বেদির পশ্চিম দিক্ দিয়ে এগিয়ে এসে ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ের ডান দিকে বসবেন।

ব্যাখ্যা— ব্রহ্মা ১ নং সূত্রের 'অতিব্রজ্য' পর্যন্ত সব নিয়ম অনুসরণ করে তার পরে বেদির পশ্চিম দিক্ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আহবনীয়ের অদূরে ডান পাশে বসেন। ব্রহ্মা এইভাবেই প্রবেশ করে পশ্চিম দিক্ দিয়ে বেদিকে অতিক্রম করে প্রাচীনবংশশালার মুখে অবস্থিত আহবনীয়ের ডান গিয়ে বসবেন— এই অর্থও সম্ভব।

স হোতারম্ অনূত্থায় যথেতম্ অগ্রতো ব্রজেদ্ যদি রাজানং প্রণয়েত্ ।। ৯।। [৭]

অনু.— তিনি যদি সোম-প্রণয়ন করেন তাহলে হোতার (ওঠার) পরে উঠে দাঁড়িয়ে যেমনভাবে এসেছিলেন (তেমনভাবে) সামনে এগিয়ে যাবেন।

ব্যাখ্যা— ব্রহ্মা নিজেই অথবা যজমান হবির্ধান-মণ্ডপে সোম নিয়ে যেতে পারেন (কা. শ্রৌ. ১১/১/১৩, ১৪ দ্র.)। যদি ব্রহ্মা সোম-প্রণয়ন করেন তাহলে ২ নং সূত্র অনুযায়ী হোতার উঠে-পড়ার পর ৮ নং সূত্রানুসারে তীর্থ ইত্যাদি যে পথ ধরে তিনি (= ব্রহ্মা) নিজে এসেছিলেন ঠিক সেই পথ ধরেই এখন ফিরে গিয়ে তার পরে হবির্ধান-মণ্ডপের দিকে এগিয়ে যাবেন।

উক্তম্ অপ্রণয়তঃ ।। ১০।। [৮]

অনু.— অ-প্রণয়নকারীর (কর্তব্য আগে) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— ব্রহ্মা সোম-প্রণয়ন না করলে ১/১২/৮, ২৮ অংশে যেমন বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী কাজ করবেন। যদি সোম-প্রণয়ন করেন তাহলে পরবর্তী সূত্র অনুযায়ী তাঁকে বসতে হবে।

প্রাপ্য হবির্ধানে গৃহপতয়ে রাজানং প্রদায় হবির্ধানে অগ্রেণাপরেণ
বাতিব্রজ্য দক্ষিণত আহবনীয়স্যোপবিশেত্ ।। ১১।। [৯]

অনু.— দুই হবির্ধান-শকটের কাছে এসে যজমানকে সোমলতা প্রদান করে দুই শকটের (অথবা সোমের) সামনে অথবা পিছন দিয়ে অতিক্রম করে এসে আহবনীয়ের ডান দিকে বসবেন।

ব্যাখ্যা— সূত্রে দ্বিতীয় বার 'হবির্ধানে' বলায় কেবল সোমের নয়, শকটেরও সামনে অথবা পিছন দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। 'হবির্ধানে' না বললে (রাজার =) সোমলতারই সামনে অথবা পিছন দিয়ে যেতে হত। ব্রহ্মা যদি সোমকে প্রণয়ন করেন তবেই এই নিয়ম। কর্মের ক্রম হবে ৮, ৯, ১১ নং সূত্র অনুযায়ী। প্রসঙ্গত ১৫ নং সূত্রও দ্র.।

অগ্নিপুচ্ছস্য সাগ্নিচিত্যায়াম্ ।। ১২।। [১০]

অনু.— অগ্নিচয়ন-সমেত (সোমযাগক্রিয়ায় ব্রহ্মা) অগ্নিপুচ্ছের (ডান দিকে বসবেন)।

ব্যাখ্যা— চয়নযাগে অগ্নি-প্রণয়ন না করলেও ব্রহ্মাকে অগ্নিপুচ্ছের পিছনে গিয়ে বসতে হয়।

এতদ্ ব্রহ্মাসনং পশৌ ।। ১৩।। [১১]

অনু.— (অগ্নীষোমীয়) পশুযাগে এই (স্থানই হল) ব্রহ্মার বসার জায়গা।

ব্যাখ্যা— অগ্নীষোমীয় পশুযাগেও ব্রহ্মা উত্তরবেদির আহবনীয়েরই ডান দিকে বসবেন। ইষ্টিগুলির ক্ষেত্রে তিনি বসবেন ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ের ডান দিকে। যা ঠিক ইষ্টিযাগও নয়, পশুযাগও নয়, সেই ঘর্ম প্রভৃতি অন্যান্য অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কিন্তু আহবনীয়ের নয়, ঐ ঐ ঘর্ম প্রভৃতিরই ডান দিকে তাঁকে বসতে হয়।

প্রাতশ্ চা বপাহোমাত্ ।। ১৪।। [১২]

অনু.— এবং (সোমরস-আহুতির দিনে) সকালে (সবনীয় পশুযাগের) বপাহোম পর্যন্ত (ব্রহ্মা আহবনীয়ের ডান দিকে বসবেন)।

ব্যাখ্যা— সোমযাগের দিনে যে পশুযাগ হয় তার নাম 'সবনীয় পশুযাগ'। সেই সবনীয় পশুযাগে সকালে ঐ যাগের উপাকরণ থেকে বপাহোম পর্যন্ত অংশগুলির অনুষ্ঠান হয়। তার পর ব্রহ্মা, অধ্বর্যু এবং যজমান সদোমণ্ডপে প্রবেশ করে সোমযাগের যাবতীয় আহুতিদ্রব্য ও পাত্রকে উপস্থান করেন। সদোমণ্ডপে প্রবেশের আগে পর্যন্ত ব্রহ্মা আহবনীয়ের ডান দিকে বসবেন। তার পরে তাঁকে সদোমণ্ডপেই বসে থাকতে হয়। বিশেষ বিধান থাকলে অবশ্য অন্যত্র তিনি বসতে পারেন।

যদি ত্বগ্রেণ প্রত্যেয়াত্ প্রপাদ্যমানে ।। ১৫।। [১৩]

অনু.— কিন্তু যদি সামনে দিয়ে (গিয়ে থাকেন তাহলে সোমলতাকে হবির্ধান মণ্ডপে) প্রবেশ করান হতে থাকলে ফিরে আসবেন।

ব্যাখ্যা— ১১ নং সূত্র অনুযায়ী ব্রহ্মা যজমানের হাতে সোমলতা দিয়ে যদি হবির্ধান-শকট ও সোমলতার সামনে দিয়ে গিয়ে আহবনীয়ের ডান দিকে বসে থাকেন (কা. শ্রৌ. ৮/৭/১, ২; আপ. শ্রৌ. ১১/১৭/১৫ দ্র.) তাহলে সোমকে হবির্ধান-মণ্ডপে প্রবেশ করাবার সময়ে (৬ নং সূ. দ্র.) তিনি আবার ফিরে আসবেন। আসবেন ঐ সোম এবং আহবনীয়ের মাঝে যাতে নিজের দ্বারা কোন ব্যবধান না ঘটে সেই উদ্দেশেই। আসার পর হবির্ধান-মণ্ডপে সোমলতা নিয়ে যাওয়া হয়ে গেলে আবার আহবনীয়ের ডান দিকে গিয়ে বসবেন। প্রশ্ন জাগে যে, যদি আহবনীয়ের দিকে গিয়ে তখনই আবার তাঁকে ফিরে আসতে হয় তাহলে তিনি আহবনীয়ের দিকে যাচ্ছেন কেন? তিন অগ্নিতেই 'বৈসর্জন হোম' নামে হোম করতে হয়। আহবনীয়ে ঐ হোমের সময়ে ডান দিকে (কা. শ্রৌ. ৮/৭/১, ২: আপ. শ্রৌ. ১১/১৭/১৫ দ্র.) বসতে হয় বলেই তিনি আহবনীয়ের দিকে যাচ্ছেন। শকট ও সোমলতার পিছন দিয়ে গিয়ে থাকলে অবশ্য ফিরে আসতে হয় না, কারণ সে-ক্ষেত্রে ব্যবধানের কোন আশঙ্কা থাকে না।

একাদশ কণ্ডিকা (৪/১১)

[অগ্নীষোমীয় পশুযাগ, দেবসূযাগ]

অথাগ্নীষোমীয়েণ চরন্তি ।। ১।।

অনু.— এর পর অগ্নীষোমীয় (পশু) দ্বারা অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— যদিও সোমযাগে অগ্নীষোমীয়, সবনীয় এবং অনুবন্ধ্য এই তিনটি পশুযাগ হয়, তাহলেও প্রথম যাগের যূপটিই অপর দুটি যাগেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কা. শ্রৌ. ১/৭/১৫ দ্র.।

উত্তরবেদ্যাম্ আ দণ্ডপ্রদানাত্ ।। ২।।

অনু.— দণ্ডপ্রদান পর্যন্ত (সব কাজ) উত্তর বেদিতে (করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত ৩/১/২০ সূ. দ্র.। পরবর্তী সূত্রে দণ্ডপ্রদানের পরে সদোমণ্ডপে প্রবেশের কথা বলা থাকলেও এবং তা থেকে

পূর্ববর্তী কাজগুলি উত্তরবেদির কাছে করতে হয় বলে বোঝা গেলেও আলোচ্য সূত্রটি করা হয়েছে এই কথা বুঝাতে যে, আনুবন্ধ্য পশুযাগে সংশ্লিষ্ট কর্মগুলি সদোমণ্ডপে করতে হলেও দণ্ডপ্রদান পর্যন্ত সব কাজ উত্তরবেদির কাছেই করতে হবে।

দণ্ডং প্রদায় মৈত্রাবরুণম্ অগ্রতঃ কৃত্বোত্তরেণ হবির্ধানে অতিব্রজ্য পূর্বয়া দ্বারা সদঃ প্রপদ্যোত্তরেণ যথাস্বং ধিষ্ণ্যাব্ অতিব্রজ্য পশ্চাত্ স্বস্য ধিষ্ণ্যস্যোপবিশতি হোতা ।। ৩।।

অনু.— দণ্ডপ্রদান করে মৈত্রাবরুণকে সামনে রেখে দুই হবির্ধান-শকটের উত্তর দিক্ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে পূর্ব দিকের দ্বার দিয়ে সদোমণ্ডপে প্রবেশ করে উত্তর দিক্ দিয়ে (তাঁরা) নিজ নিজ দুটি ধিষ্ণ্যকে ছাড়িয়ে গিয়ে (তার পরে শুধু) হোতা নিজ ধিষ্ণ্যের পিছনে বসেন।

ব্যাখ্যা— সূত্রে দ্বিতীয়বার 'ধিষ্ণ্যস্য' বলায় পশুযাগের মাঝে কোন আগন্তুক ইষ্টিকর্ম অনুষ্ঠিত হলে সে-ক্ষেত্রেও হোতা ঐষ্টিক বেদির উত্তর শ্রোণিতে নয়, নিজ ধিষ্ণ্যেরই পিছনে বসে থাকবেন। 'যথাস্বং' বলায় যাঁর যেটি নিজ ধিষ্ণ্য তিনি শুধু সেই নিজ ধিষ্ণ্যেরই উত্তর দিকে এগিয়ে যাবেন, দুটি ধিষ্ণ্যই তাঁকে অতিক্রম করতে হবে না।

অবতিষ্ঠত ইতরঃ ।। ৪।।

অনু.— অপর (জন) দাঁড়িয়ে থাকবেন।

ব্যাখ্যা— হোতা এবং মৈত্রাবরুণ দু-জনেই সদোমণ্ডপে প্রবেশ করলেও হোতাই বসবেন, মৈত্রাবরুণ কিন্তু নিজ ধিষ্ণ্যের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

যদি দেবসূনাং হবীংষ্যন্বায়াতয়েয়ুর্ অগ্নির্ গৃহপতিঃ সোমো বনস্পতিঃ সবিতা সত্যপ্রসবো বৃহস্পতির্ বাচস্পতির্ ইন্দ্রো জ্যেষ্ঠো মিত্রঃ সত্যো বরুণো ধর্মপতী রুদ্রঃ পশুমান্ পশুপতির্ বা ।। ৫।।

অনু.— যদি দেবসূদের যাগ অন্তর্ভুক্ত করেন তাহলে গৃহপতি অগ্নি, বনস্পতি সোম, সত্যপ্রসব সবিতা, বাচস্পতি বৃহস্পতি, জ্যেষ্ঠ ইন্দ্র, সত্য মিত্র, ধর্মপতি বরুণ, পশুমান্ বা পশুপতি রুদ্র (হবেন ঐ দেবসূ-যাগের দেবতা)।

ব্যাখ্যা— এঁরা 'অন্বায়াত' দেবতা। এঁদের বিশেষণগুলি লক্ষণীয়। ঐ. ব্রা. গ্রন্থে কিন্তু এই যাগগুলির কোন উল্লেখ নেই। সূত্রে 'যদি' বলায় বোঝা যাচ্ছে এই দেবসূ-হবির্যাগ আবশ্যিক নয়, না করলেও চলে।

ত্বমগ্নে বৃহদ্বয়ো হব্যবাড়গ্নিরজরঃ পিতা নস্ত্বং চ সোম নো বশো ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনামা বিশ্বদেবং সত্পতিং ন প্রমিয়ে সবিতুর্দৈব্যস্য তদ্ বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্রং হংসৈরিব সখিভির্বাবদদ্ভিঃ প্র সসাহিষে পুরুহূত শত্রূন্ ভুবস্ত্বমিন্দ্র ব্রহ্মণা মহানলমীবাস ইন্দ্রো মদন্তঃ প্র স মিত্র মর্তো অস্তু প্রয়স্বাংস্ত্বাং নষ্টবান্ মহিমায় পৃচ্ছন্তে ত্বয়া বন্ধো মুমুক্ততে। ত্বং বিশ্বস্মাদ্ ভুবনাত্ পাসি ধর্মণা। সূর্যাত্ পাসি ধর্মণা। যত্ কিঞ্চেদং বরুণ দৈব্যে জন উপ তে স্তোমান্ পশুপা ইবাকরম্ ইতি দ্বে ।। ৬।।

অনু.— (ঐ যাগে অগ্নির অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'ত্বম-' (৮/১০২/১), 'হব্য-' (৫/৪/২); (সোমের) 'ত্বং-' (১/৯১/৬), 'ব্রহ্মা-' (৯/৯৬/৬); (সত্যপ্রসব সবিতার) 'আ-' (৫/৮২/৭), 'ন-' (৪/৫৪/৪); (বৃহস্পতির) 'বৃহ-' (১০/৭১/১), 'হংসৈ-' (১০/৬৭/৩); (ইন্দ্রের) 'প্র স-' (১০/১৮০/১), 'ভুব-' (১০/৫০/৪); (মিত্রের) 'অন-' (৩/৫৯/৩), 'প্র স-' (৩/৫৯/২); (বরুণের) 'ত্বাং-' (সূ.), 'যত্-' (৭/৮৯/৫); (রুদ্রের) 'উপ-' (১/১১৪/৯) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্র)।

দ্বাদশ কণ্ডিকা (৪/১২)

[সর্বপৃষ্ঠ, উপযজ্ অগ্নির নিয়ম, বসতবরী]

যদ্যু বৈ সর্বপৃষ্ঠান্যগ্নির্গায়ত্রস্ত্রিবৃদ্ রাথন্তরো বাসন্তিক ইন্দ্রস্ত্রৈষ্টুভঃ পঞ্চদশো বার্হতো গ্রৈষ্মো বিশ্বে দেবা জাগতাঃ সপ্তদশা বৈরূপা বার্ষিকা মিত্রাবরুণাবানুষ্টুভাবেকবিংশৌ বৈরাজৌ শারদৌ বৃহস্পতিঃ পাঙ্‌ক্তস্ত্রিণবঃ শাক্বরো হৈমন্তিকঃ সবিতাতিচ্ছন্দাস্ত্রয়স্ত্রিংশো রৈবতঃ শৈশিরোঽদিতির্বিষ্ণুপত্ন্যনুমতিঃ ।। ১।।

অনু.— আর যদি সর্বপৃষ্ঠ যাগ করেন তাহলে দেবসূযাগের (দেবতা হন) অগ্নি, ইন্দ্র, বিশ্বে দেবাঃ, মিত্র-বরুণ, বৃহস্পতি, সবিতা, অদিতি, অনুমতি।

ব্যাখ্যা— গায়ত্র, ত্রিবৃত্, রাথন্তর, বাসন্তিক ইত্যাদি পদগুলি দেবতারই বিশেষ্য। প্রথম ছয় দেবতার চারটি করে বিশেষণ। অদিতির বিশেষণ শুধু বিষ্ণুপত্নী। অনুমতির কোন বিশেষণ নেই। দেবসূযাগের বিকল্প হচ্ছে এই সর্বপৃষ্ঠ যাগ। দুটিই অম্নায়াত। 'সর্বপৃষ্ঠানীতি বক্ষ্যমাণানাং হবিষাং সংজ্ঞা' (বৃত্তি)— 'সর্বপৃষ্ঠ' হচ্ছে এই আহুতিগুলির নাম মাত্র।

সমিদ্দিশামাশয়া নঃ স্বর্বিন্ মধুরেতো মাধবঃ পাত্বস্মান্। অগ্নির্দেবো দুষ্টরীতুরদাভ্য ইদং ক্ষত্রং রক্ষতু পাত্বস্মান্। রথন্তরং সামভিঃ পাত্বস্মান্ গায়ত্রী ছন্দসাং বিশ্বরূপা। ত্রিবৃন্ নো বিষ্টয়া স্তোমো অহ্নাং সমুদ্রো বাত ইদমোজঃ পিপর্তু। উগ্রা দিশামভিভূতির্বয়োধাঃ শুচিঃ শুক্রে অহন্যোজসীনাম্। ইন্দ্রাধিপতিঃ পিপৃতাদতো নো মহি ক্ষত্রং বিশ্বতো ধারয়েদম্। বৃহত্সাম ক্ষত্রভৃদ্ বৃদ্ধবৃষ্ণ্যং ত্রিষ্টুভৌজঃ শুভিতমুগ্রবীরম্। ইন্দ্রস্তোমেন পঞ্চদশেন মধ্যমিদং বাতেন সগরেণ রক্ষ। প্রাচী দিশাং সহযশা যশস্বতী বিশ্বে দেবাঃ প্রাবৃষাহ্নাং স্বর্বতী। ইদং ক্ষত্রং দুষ্টরমস্ত্বোজোঽনাধৃষ্যং সহস্যং সহস্বত্। বৈরূপে সামন্নিহ তচ্ছকেয়ং জগত্যেনং বিক্ষ্বাবেশয়ানি। বিশ্বে দেবাঃ সপ্তদশেন বর্চ ইদং ক্ষত্রং সলিলবাতমুগ্রম্। ধর্ত্রী দিশাং ক্ষত্রমিদং দাধারোপস্থাশানাং মিত্রবদস্ত্বোজঃ। মিত্রাবরুণা শরদাহ্নাং চিকিত্নমস্মৈ রাষ্ট্রায় মহি শর্ম যচ্ছতম্। বৈরাজে সামন্নধি মে মনীষানুষ্টুভা সংভৃতং বীর্যং সহঃ। ইদং ক্ষত্রং মিত্রবদার্দ্রদানুং মিত্রাবরুণা রক্ষতমাধিপত্যে। সম্রাড্ দিশাং সহসাম্নী সহস্বত্যৃতুর্হেমন্তো বিষ্টয়া নঃ পিপর্তু। অবস্যু বাতা বৃহতী নু (তু) শক্বরীমং যজ্ঞমবতু নো ঘৃতাচী। স্বর্বতী সুদুঘা নঃ পয়স্বতী দিশাং দেব্যবতু নো ঘৃতাচী। ত্বং গোপাঃ পুর এতোত পশ্চাদ্ বৃহস্পতে যাম্যাং যুঙ্‌ধি বাচম্। ঊর্ধ্বাং দিশাং রন্তিরাশৌষধীনাং সংবত্সরেণ সবিতা নো অহ্নাম্। রৈবত্ সামাতিচ্ছন্দা উচ্ছন্দোঽজাতশত্রুঃ স্যোনা নো অস্তু। স্তোমত্রয়স্ত্রিংশে ভুবনস্য পত্নী (ত্নি) বিবস্বদ্বাতে অভি নো গৃণীহি। ঘৃতবতী সবিতরাধিপত্যে পয়স্বতী রন্তিরাশা নো অস্তু। ধ্রুবা দিশাং বিষ্ণুপত্ন্যঘোরাস্যেশানা সহসো যা মনোতা। বৃহস্পতির্মাতরিশ্বোত বায়ুঃ সংধ্বানা বাতা অভি নো গৃণন্তু বিষ্টম্ভো দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যা অস্যেশানা জগতো বিষ্ণুপত্নী। ব্যচস্বতীষয়ন্তী সুভূতিঃ শিবা নো অস্ত্বদিতেরুপস্থে। অনু নোঽদ্যানুমতির্যজ্ঞং দেবেষু মন্যতাম্। অগ্নিশ্চ হব্যবাহনো ভবতং দাশুষে ময়ঃ। অন্বিদনুমতে ত্বং মন্যাসৈ শং চ নস্কৃধি। ক্রত্বে দক্ষায় নো হিনু প্র ণ আয়ূংষি তারিষদ্ ইতি ।। ২।।

অনু.— (সর্বপৃষ্ঠে অগ্নির) 'সমিদ্-' (সূ.), 'রথ-' (সূ.); (ইন্দ্রের) 'উগ্রা-' (সূ.), 'বৃহত্-' (সূ.); (বিশ্বদেবগণের)

'প্রাচী-' (সু.), 'বৈরাপে-' (সু.); (মিত্র-বরুণের) 'ধর্ত্রী-' (সু.), 'বৈরাজে-' (সু.); (বৃহস্পতির) 'সম্রাড়্-' (সু.), 'স্বর্বতী-' (সু.); (সবিতার) 'উধর্বাং-' (সু.), 'স্তোম-' (সু.); (অদিতির) 'ধ্রুবা-' (সু.), বিষ্টম্ভো-' (সু.); (অনুমতির) 'অনু-' (সু.), 'অম্বি-' (সু.) (অনুবাক্যা ও যাজ্যা)।

বৈশ্বানরীয়ং নবমং কায়ং দশমম্ ।। ৩।। [২]

অনু.— (সর্বপৃষ্ঠে) নবম (প্রধান যাগ) বৈশ্বানর দেবতার (এবং) দশম (যাগ) ক-দেবতার।

ব্যাখ্যা— ১ নং সূত্রে সর্বপৃষ্ঠের প্রথম আট দেবতার নাম বলা হয়েছে। এঁরা তাঁদের অতিরিক্ত অপর দুই দেবতা।

কো অদ্য যুঙ্‌ক্তে ধুরি গা ঋতস্যেতি দ্বে ।। ৪।। [৩]

অনু.— (ক-দেবতার অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'কো-' (১/৮৪/১৬, ১৭) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্র)।

ঔপযজৈর্ অঙ্গারৈর্ অনন্তিপরিহারে প্রযতেরন্ ।। ৫।। [৪]

অনু.— উপযজ হোমের অঙ্গার দিয়ে (নিজেদের) ব্যবধান (যাতে) না ঘটে (তার জন্য) বিশেষ চেষ্টা করবেন।

ব্যাখ্যা— অন্তিপরিহার = ব্যবধান, বেষ্টন। শামিত্র অগ্নি অথবা আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্য থেকে কিছু অঙ্গার নিয়ে তা হোতৃধিষ্ণ্যে রেখে (আগ্নীধ্রীয়াদ্ বা সোমে হোতৃধিষ্ণ্যে— কা. শ্রৌ. ৬/৯/৯), সেই অঙ্গারে নিহত পশুর এক-তৃতীয়াংশে অন্ত্রকে এগার খণ্ড করে অনুযাজের সময়ে আহুতি দিতে হয়। এই আহুতিকে বলা 'উপযজহোম'। অঙ্গারগুলিকে বলা হয় 'ঔপযজ' অগ্নি। নিরূঢ় পশুবন্ধে অবশ্য এই অগ্নি রাখা হয় বেদির উত্তর কোণে হোতার আসনের সামনে।

আগ্নীধ্রীয়াচ্ চেদ্ উত্তরেণ হোতারম্ ।। ৬।। [৪]

অনু.— যদি আগ্নীধ্রীয় থেকে (উপযজের অঙ্গারগুলি নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে হোতার উত্তর দিক্ দিয়ে সেই অঙ্গারগুলিকে পিছনে নিয়ে গিয়ে তার পরে হোতারই ডান দিক্ দিয়ে নিয়ে এসে হোতৃধিষ্ণ্যে তা রেখে দেবেন।

শামিত্রাচ্ চেদ্ দক্ষিণেন মৈত্রাবরুণম্ ।। ৭।। [৫]

অনু.— যদি শামিত্র থেকে (উপযজের অঙ্গারগুলিকে নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে) মৈত্রাবরুণের ডান দিক্ দিয়ে (সেগুলি হোতৃধিষ্ণ্যে নিয়ে যাবেন)।

ব্যাখ্যা— যূপ এবং আহবনীয়ের মাঝখান দিয়ে উপযজের অঙ্গারগুলিকে ডান দিকে নিয়ে এসে যজ্ঞভূমি ও মৈত্রাবরুণ ধিষ্ণ্যের ডান দিক্ দিয়ে পিছনে নিয়ে এসে মৈত্রাবরুণের বাঁ দিক্ দিয়ে ঐ হোতার ধিষ্ণ্যেই তা রেখে দেবেন। উপযজের অঙ্গার দ্বারা ব্যবধান যাতে না ঘটে সেই উদ্দেশেই এই দুই সূত্র। সবনীয় পশুযাগ প্রভৃতির স্থলে কিন্তু এই দুই নিয়মে চললে ব্যবধান ঘটে যায় বলে সে-সব ক্ষেত্রে এই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে না। ৫/৩/১৮ সু. দ্র.।

উপোত্থানম্ অগ্রে কৃত্বা নিষ্ক্রম্য বেদং গৃহ্ণীয়াত্ ।। ৮।। [৬]

অনু.— আগে উঠে বেরিয়ে গিয়ে বেদ নেবেন।

ব্যাখ্যা— দর্শপূর্ণমাসে পত্নীসংযাজের আগে প্রথমে বেদ নিয়ে তারপর হোতা গার্হপত্যের কাছে যাওয়ার জন্য 'উদায়ুষা-' মন্ত্রে উঠে পড়েন (১/১০/২-৪ সু. দ্র.)। এখানে কিন্তু আগে উঠে পড়ে তারপরে তিনি অধ্বর্যুর কাছ থেকে বেদ নেবেন। সূত্রে 'উপোত্থানম্ অগ্রে কৃত্বা' অংশটি বলা হয়েছে এই কথাই বোঝাবার জন্য যে, ক্রম এখানে বিপরীত হলেও উপোত্থানটি প্রকৃতিযাগের অনুযায়ীই হবে এবং সেই কারণে মন্ত্র পাঠ করেই তা করতে হবে। ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় থাকায় 'অগ্রে' পদটি না বললেও চলত। বলার

উদ্দেশ্য এই যে, যদি আগে উপোত্থান করা হয় পত্নীসংযাজে যাওয়ার জন্যই, তবেই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে। 'যথাপ্রসৃপ্তম্' (আ. ৬/১২/২) হলেও তাই 'উদায়ুষা-' মন্ত্রটি পঠিত হবে। বেদ গ্রহণ করতে হয় তানূনপত্রের সময়ে মিত্রতারক্ষার জন্য যে শপথ নেওয়া হয়েছিল তা বিসর্জন করার পরে।

নেদম্-আদিষু হৃদয়শূলম্ অর্বাগ্ অনুবন্ধ্যায়াঃ ।। ৯।। [৭]

অনু.— এখান থেকে আরম্ভ করে অনুবন্ধ্যাযাগের আগে পর্যন্ত হৃদয়শূল (ফেলে দিতে) নেই।

ব্যাখ্যা— ৩/৬/২৮ সূ. দ্র.।

সংস্থিতে বসতীবরীঃ পরিহরন্তি। দীক্ষিতা অন্তিপরিহারয়েরন্ ।। ১০।। [৮]

অনু.— (অগ্নীষোমীয় পশুযাগ) শেষ হলে (ঋত্বিকেরা) জলাশয় থেকে বসতবরী নিয়ে আসেন। দীক্ষিত (ঋত্বিকেরা তখন নিজেদের মিছিলের) মাঝে রাখবেন।

ব্যাখ্যা— জলাশয় থেকে মিছিল করে কলশীতে বসতীবরী নামে জল নিয়ে যজ্ঞভূমিতে তা আনা হতে থাকলে যাঁরা দীক্ষিত ঋত্বিক্ তাঁরা মিছিলের মাঝে এবং যাঁরা দীক্ষিত নন তাঁরা মিছিলের দুই প্রান্তে থাকবেন।

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা (৪/১৩)

[আহুতি, হবির্ধান-মণ্ডপে প্রবেশ, প্রাতরনুবাক— আগ্নেয়ক্রতু]

অথৈতস্যা রাত্রের্ বিবাসকালে প্রাগ্ বয়সাং প্রবাদাত্ প্রাতরনুবাকায়ামন্ত্রিতো বাগ্যতস্ তীর্থেন প্রপদ্যাগ্নীধ্রীয়ে জান্বাচ্যাহুতিং জুহুয়াত্ আসন্যান্ মা মন্ত্রাত্ পাহি কস্যাশ্চিদভিশস্ত্যৈ স্বাহেতি ।। ১।।

অনু.— এর পর এই রাত্রির শেষ চতুর্থ ভাগে পাখীদের ডাকের আগে প্রাতরনুবাকের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে বাক্-সংযমী (হয়ে) তীর্থ দিয়ে (যজ্ঞভূমিতে) এসে হাঁটু পেতে আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যে 'আসন্যা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— বিবাস = রাত্রির শেষ চতুর্থ ভাগ। যে রাত্রে অগ্নীষোমীয় পশুযাগ শেষ হয় সেই রাত্রেরই শেষ তিন ঘন্টা সময়ে পাখী-ডাকার আগেই অধ্বর্যুর কাছ থেকে আহ্বান পেয়ে হোতা আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যের কাছে এসে 'আসন্যা-' মন্ত্রে একটি আহুতি দেন। সূত্রে 'প্রাতরনুবাকায়' এবং 'আমন্ত্রিতঃ' এই পদদুটি থাকায় বুঝতে হবে এই আহুতিটি প্রাতরনুবাকেরই অঙ্গ। ফলে অহীন প্রভৃতি সোমযাগে প্রত্যহ প্রাতরনুবাকের আবৃত্তি (৭/১/৪, ৫ সূ. দ্র.) হয় বলে এই আহুতিরও পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ প্রত্যহ আবার অনুষ্ঠান হবে। 'এতস্যা রাত্রেঃ' বলায় বুঝতে হবে যে, অগ্নীষোমীয় পশুযাগটি রাত্রেই শেষ হয়। ৫/২/৩ সূত্রানুযায়ী অন্তর্যাম-গ্রহের আহুতির অনুমন্ত্রণের পরে এই বাক্‌সংযম ত্যাগ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৭/৫ অনুযায়ী সূর্যোদয়ের বহু আগে রাত্রিকালের অনেকখানি অবশিষ্ট থাকতেই পাখী-ডাকার আগে এই প্রাতরনুবাক পাঠ করতে হয়। "মহারাত্রে প্রাতরনুবাকায়ামন্ত্রিতোঽগ্রেণাগ্নীধ্রীয়ং তিষ্ঠন্ প্রপদো জপতি; ভূঃ প্রপদ্যে..... নমঃ; দিশো যথারূপম্ উপতিষ্ঠতে; অস্যাং মে..... জপিত্বা দক্ষিণাবৃদ্ আগ্নীধ্রীয়ে ভূর্ভুবঃ..... ইতি স্রুবেণ হুত্বা সব্যাবৃদ্ হবির্ধানয়োঃ পূর্বস্যাং দ্বার্যুপবিশতি"— শা. ৬/২, ৩।

আহবনীয়ে বাগগ্রেগা অগ্র এতু সরস্বত্যৈ বাচে স্বাহা। বাচং দেবীং মনোনেত্রাং বিরাজমুগ্রাং জৈত্রীমুত্তমামেহ অকাম্। তামাদিত্যা নাবমিবারুহেমানুমতাং পথিভিঃ পারয়ন্তীং স্বাহেতি দ্বিতীয়াম্ ।। ২।।

অনু.— আহবনীয়ে 'বাগ-' (সূ.) এই (মন্ত্রে একটি এবং) 'বাচং-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) দ্বিতীয় (একটি আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে 'আহুতিং' এবং এই সূত্রে 'দ্বিতীয়াম্' পদটি না থাকলেও চলত, তবুও তা বলে সূত্রকার এই ইঙ্গিতই দিয়েছেন যে, আগ্নীধ্রীয়ে একটিই আহুতি দিতে হয়, কিন্তু আহবনীয়ে দিতে হয় একাধিক (= দুটি) এবং আহবনীয়েও এই দুই আহুতি হাঁটু পেতেই দিতে হবে।

আতঃ সমানং ব্রহ্মণশ্ চ ।। ৩।।

অনু.— এই পর্যন্ত (যা যা বলা হল তা) ব্রহ্মা এবং (হোতার পক্ষে) সমান।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে প্রথমে ব্রহ্মা এবং পরে হোতা যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেন (১নং সূ.দ্র.)। তার পরে দু-জনকেই আগ্নীধ্রীয়ে এবং আহবনীয়ে উপরি-বর্ণিত আহুতি দিতে হয়।

প্রাপ্য হবির্ধানে ররাটীম্ অভিমৃশত্যূর্বন্তরিক্ষং বীহীতি ।। ৪।।

অনু.— দুই হবির্ধান-শকটের কাছে এসে 'উর্ব-' (সূ.) এই (মন্ত্রে হোতা) ররাটীকে স্পর্শ করেন।

ব্যাখ্যা— সূত্রে 'হবির্ধান' শব্দে দুই হবির্ধানশকটের সঙ্গে সম্পর্কিত মণ্ডপটিকেই বোঝান হয়েছে। এখানে 'ররাটীম্' পদটি থাকায় মণ্ডপের পূর্ব দিকের দ্বারকেই বুঝতে হবে।

দ্বার্যে স্থূণে দেবী দ্বারৌ মা মা সন্তাপ্তং লোকং মে লোককৃতৌ কৃণুতম্ ইতি ।। ৫।।

অনু.— হবির্ধান-মণ্ডপের (পূর্ব দিকের) দ্বারের দুটি খুঁটিকে 'দেবী-' (সূ.) এই (মন্ত্রে স্পর্শ করেন)।

ব্যাখ্যা— দুটি খুঁটিকে ডান হাত দিয়ে পৃথক্ পৃথক্ স্পর্শ করবেন, তবে মন্ত্র একবারই পাঠ করতে হবে, দু-বার নয়। মন্ত্রে দ্বিবচনের প্রয়োগও এ-বিষয়ে লক্ষণীয়।

প্রপদ্যান্তরেণ যুগধুরা উপবিশ্য প্রেষিতঃ প্রাতরনুবাকম্ অনুব্রূয়ান্ মন্দ্রেণ ।। ৬।।

অনু.— (হবির্ধানমণ্ডপে দুই শকটের মাঝামাঝি জায়গায়) প্রবেশ করে দুই জোয়ালের খিলের মাঝে বসে (অধ্বর্যুকর্তৃক) নির্দিষ্ট (হয়ে হোতা) মন্দ্র স্বরে 'প্রাতরনুবাক' বলবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যু 'দেবেভ্যঃ প্রাতর্যাবভ্যোঽনুব্রূ৩ হি' (কা. শ্রৌ. ৯/১/১০) এই প্রৈষ দিলে হোতা প্রাতরনুবাকের মন্ত্রগুলি পাঠ করেন। এই মন্ত্রগুলি পরবর্তী কয়েকটি সূত্রে উল্লেখ করা হচ্ছে। 'প্রেষিতঃ' বলায় হোতা অন্যত্র ব্যস্ত থাকলে অধ্বর্যু যাঁকে প্রৈষ দেবেন তিনিই প্রাতরনুবাক পাঠ করবেন। "দেবেভ্যঃ প্রাতির্যাবভ্য ইত্যুক্তো হিংকৃত্য মধ্যময়া বাচা প্রাতরনুবাকম্ অন্বাহ; ত্রীণি পদানি সমস্য পঙ্‌ক্তীনাম্ অবস্যেদ্ দ্বাভ্যাং প্রণুয়াত্; আপো রেবতীম্ অনূচ্য; আগ্নেয়ং গায়ত্রং ক্রতুম্"— শা. ৬/৩/৯, ১০; ৬/৪/১। এখানে মন্দ্রস্বরের যে বিধান তা অপ্রাপ্তের বিধান। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যেগুলি কার্যের সঙ্গে সম্বদ্ধ সেগুলিরই অতিদেশের দ্বারা প্রাপ্তি হয়, যেগুলি বিধির সঙ্গে সম্বদ্ধ সেগুলির অতিদেশ হয় না।

আপো রেবতীঃ ক্ষয়থা হি বস্ব উপপ্রয়ন্ত ইতি সূক্তে অবা নো অগ্ন ইতি ষড় অগ্নিমীড়ে অগ্নিং দূতং বসিষ্বা ইতি সূক্তয়োর্ উত্তমাম্ উদ্ধরেত্ ত্বমগ্নে ব্রতপা ইত্যুত্তমাম্ উদ্ধরেত্ ত্বং নো অগ্নে মহোভির্ ইতি নবেমে বিপ্রস্যেতি সূক্তে যুক্ষ্বা হি প্রেষ্ঠং বস্বমগ্নে বৃহদ্ বয় ইত্যষ্টাদশার্চন্তন্বেতি সূক্তে অগ্নে পাবক দূতং ব ইতি সূক্তে অগ্নির্হোতা নো অধ্বর ইতি তিস্রোঽগ্নির্হোতাঽগ্ন ইন্তেতি চতস্রঃ প্র বো বাজা উপসদ্যায় ত্বমগ্নে যজ্ঞানাম্ ইতি তিস্র উত্তমা উদ্ধরেদ্ অগ্নে হংস্যগ্নিং হিন্বন্তু নঃ প্রাগ্নয়ে বাচম্ ইতি সূক্ত ইমাং মে অগ্নে সমিধমিমাম্ ইতি ত্রয়াণাম্ উত্তমাম্ উদ্ধরেদ্ ইতি গায়ত্রম্ ।। ৭।।

অনু.— 'আপো-' (১০/৩০/১২), 'উপ-' (১/৭৪, ৭৫) ইত্যাদি দুটি (সূক্ত), 'অবা-' (১/৭৯/৭-১২) ইত্যাদি ছটি (মন্ত্র), 'অগ্নিমীড়ে-' (১/১), 'অগ্নিং-' (১/১২)। 'বসি-' (১/২৬, ২৭) ইত্যাদি দুটি সূক্তের শেষ (মন্ত্রটি) বাদ দেবেন। 'ত্বম-' (৮/১১) এই (সূক্তের) শেষ (মন্ত্রটি) বাদ দেবেন। 'ত্বং-' (৮/৭১/১-৯) ইত্যাদি নটি (মন্ত্র), 'ইমে-' (৮/৪৩, ৪৪) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, 'যুক্ষ্বা-' (৮/৭৫), 'প্রেষ্ঠং-' (৮/৮৪)। 'ত্বম-' (৮/১০২/১-১৮) ইত্যাদি আঠারটি (মন্ত্র), 'অর্চন্ত-' (৫/১৩, ১৪) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, 'অগ্নে-' (৫/২৬)। 'দূতং-' (৪/৮, ৯) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, 'অগ্নি-'

(৪/১৫/১-৩) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), 'অগ্নি-' (৩/১১)। 'অগ্ন-' (৩/২৪/২-৫) ইত্যাদি চারটি মন্ত্র, 'প্র-' (৩/২৭), 'উপ-' (৭/১৫)। 'ত্বম-' (৬/১৬) এই (সূক্তের) শেষ তিনটি (মন্ত্র) বাদ দেবেন। 'অগ্নে-' (১০/১১৮), 'অগ্নিং-' (১০/১৫৬)। 'প্রাগ্নয়ে-' (১০/১৮৭, ১৮৮) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, 'ইমাং-' (২/৬-৮) ইত্যাটি তিনটি (সূক্তের) শেষ (মন্ত্রটি) বাদ দেবেন। এই (হল) গায়ত্রী-সম্পর্কিত মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৭/৬ অংশে 'আপো-' মন্ত্র দিয়েই প্রাতরনুবাক শুরু করতে বলা হয়েছে। শা. ৬/৪/১ সূত্রে নির্দিষ্ট ১/৭৮ সূক্ত এখানে নেই, কিন্তু অনেক অতিরিক্ত মন্ত্রই এই সূত্রে বিহিত হয়েছে যা শা. গ্রন্থে নেই।

ত্বমগ্নে বসূংস্ত্বং হি ক্ষৈতবদগ্না যো হোতাজনিষ্ট প্র বো দেবায়াগ্নে কদা ত ইতি পঞ্চ সখায়ঃ সং বস্ত্বামগ্নে হবিষ্মন্ত ইতি সূক্তে। বৃহদ্ বয় ইতি দশানাং চতুর্থনবমে উদ্ধরেদ্ উত্তমাম্ উত্তমাং চাদিতস্ ত্রয়াণাম্ ইত্যানুষ্টুভম্ ।। ৮।। [৭]

অনু.— 'ত্বম-' (১/৪৫), 'ত্বং-' (৬/২), 'অগ্না-' (৬/১৪), 'হোতা-' (২/৫), 'প্র-' (৩/১৩)। 'অগ্নে-' (৪/৭/২-৬) ইত্যাদি পাঁচটি (মন্ত্র), 'সখায়ঃ-' (৫/৭)। 'ত্বাম-' (৫/৯, ১০) ইত্যাদি দুটি সূক্ত। 'বৃহদ্-' (৫/১৬-২৫) ইত্যাদি দশটি (সূক্তের) চতুর্থ ও নবম (সূক্ত) বাদ দেবেন এবং প্রথম তিন (সূক্তের) শেষ শেষ (মন্ত্রটিও) বাদ দেবেন। এই (হল) অনুষ্টুপ্-মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৪/২, ৩ অংশে কেবল ৬/১৬/২৭; ২/৫; ৬/২/১-৯; ৪/৭/২-৬ মন্ত্র বিহিত হয়েছে।

অবোধ্যগ্নিঃ সমিধেতি চত্বারি প্রাগ্নয়ে বৃহতে প্র বেধসে কবয়ে ত্বং নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ ইত্যেতত্প্রভৃতীনি চত্বার্যূর্ধ্ব উ ষু ণঃ সসস্য যদ্ বিযুতেতি পঞ্চ ভদ্রং তে অগ্ন ইতি সূক্তে সোমস্য মা তবসং প্রত্যগ্নিরুষস ইতি ত্রীণ্যা হোতেতি দশানাং তৃতীয়াষ্টমে উদ্ধরেদ্ দিবস্পরীতি সূক্তয়োঃ পূর্বস্যোত্তমাম্ উদ্ধরেত্ ত্বং হ্যগ্নে প্রথম ইতি ষণ্ণাং দ্বিতীয়ম্ উদ্ধরেত্ পুরো বো মন্দ্রম্ ইতি চত্বারি তং সুপ্রতীকম্ ইতি ষড় হুবে বঃ সুদ্যোত্মানং নি হোতা হোতৃষদন ইতি সূক্তে ত্রিমূর্ধানম্ ইতি ত্রীণি বর্হিং যশসমুপ প্র জিন্বন্ ইতি ত্রীণি কা ত উপেতির্ ইতি সূক্তে হিরণ্যকেশ ইতি তিস্রোঽপশ্যমস্য মহত ইতি সূক্তে দ্বে বিরূপে ইতি সূক্তে অগ্নে নয়াগ্রে বৃহন্ন্ ইত্যষ্টানাম্ উত্তমাদ্ উত্তমাস্ তিস্র উদ্ধরেত্ ত্বমগ্নে সুহবো রণ্বসন্দৃগ্ ইতি পঞ্চাগ্নিং বো দেবম্ ইতি দশানাং তৃতীয়চতুর্থে উদ্ধরেদ্ ইতি ত্রৈষ্টুভম্ ।। ৯।। [৭]

অনু.— 'অবোধ্য-' (৫/১-৪) ইত্যাদি চারটি (সূক্ত), 'প্রা-' (৫/১২), 'প্র-' (৫/১৫), 'ত্বং-' (৪/১/৪) এই (মন্ত্র) থেকে শুরু করে চারটি (সূক্ত- ৪/১-৪), 'উর্ধ্ব-' (৪/৬), 'সসস্য-' (৪/৭/৭-১১) ইত্যাদি পাঁচটি (মন্ত্র), 'ভদ্রং-' (৪/১১, ১২) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, 'সোমস্য-' (৩/১)। 'প্রত্য-' (৩/৫-৭) ইত্যাদি তিনটি (সূক্ত)। 'আ-' (৩/১৪-২৩) ইত্যাদি দশটি সূক্তের তৃতীয় ও অষ্টম (সূক্ত) বাদ দেবেন। দিব-' (১০/৪৫, ৪৬) ইত্যাদি দুটি সূক্তের প্রথমটির শেষ মন্ত্রটি বাদ দেবেন। 'ত্বং-' (৬/১-৬) ইত্যাদি ছটি (সূক্তের) দ্বিতীয়টি বাদ দেবেন। 'পুরো-' (৬/১০-১৩) ইত্যাদি চারটি (সূক্ত), 'তং-' (৬/১৫/১০-১৫) ইত্যাদি ছটি (মন্ত্র), 'হুবে-' (২/৪)। 'নি-' (২/৯, ১০) ইত্যাদি দুটি (সূক্ত), 'ত্রি-' (১/১৪৬-১৪৮) ইত্যাদি তিনটি (সূক্ত), 'বহ্নিং-' (১/৬০), 'উপ-' (১/৭১-৭৩) ইত্যাদি তিনটি (সূক্ত), 'কা-' (১/৭৬, ৭৭) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, 'হিরণ্য-' (১/৭৯/১-৩) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), 'অপ-' (১/৭৯, ৮০) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, 'দ্বে-' (১/৯৫, ৯৬) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, 'অগ্নে-' (১/১৮৯)। 'অগ্রে-' (১০/১-৮) ইত্যাদি আটটি (সূক্তের) শেষেরটি থেকে শেষ তিনটি (মন্ত্র) বাদ দেবেন। 'ত্বম-' (৭/১/২১-২৫) ইত্যাদি পাঁচটি (মন্ত্র)। 'অগ্নিং-' (৭/৩-১২) ইত্যাদি দশটি (সূক্তের) তৃতীয় ও চতুর্থ (সূক্ত) বাদ দেবেন। এই (হল) ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৪/৪, ৫ সূত্রে কেবল ঋ. ৪/৭/৭-১১; ৪/২-৪; ৭/৭-১১; ১০/১-৭; ৭/১২ বিহিত হয়েছে।

এনা বো অগ্নিং প্র বো যহুময়ে বিবস্বত্ সখায়স্ত্বায়মগ্নিরগ্ন আ যাহ্যচ্ছা নঃ শীরশোচিষম্ ইতি ষড্ অদর্শি গাতুবিত্তম ইতি সপ্তেতি বার্হতম্ ।। ১০।। [৭]

অনু.— 'এনা-' (৭/১৬), 'প্র-' (১/৩৬), 'অগ্নে-' (১/৪৪), 'সখায়ঃ-' (৩/৯), 'অয়ম্-' (৩/১৬), 'অগ্ন-' (৮/৬০)। 'অচ্ছা-' (৮/৭১/১০-১৫) ইত্যাদি ছটি (মন্ত্র), 'অদর্শি-' (৮/১০৩/১-৭) ইত্যাদি সাতটি (মন্ত্র)। এই (হল) বৃহতী ছন্দের মন্ত্রে সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৪/৬, ৭ সূত্রের সঙ্গে অনেকাংশে মিল আছে।

অগ্নে বাজস্যেতি তিস্রঃ। পুরু ত্বা ত্বামগ্ন ঈড়িষ্বা হীত্যৌষ্ণিহম্ ।। ১১।। [৭]

অনু.— 'অগ্নে-' (১/৭৯/৪-৬) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), 'পুরু-' (১/১৫০), 'ত্বাম-' (৩/১০), 'ঈড়িষ্বা-' (৮/২৩)। এই (হল) উষ্ণিক্ ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৪/৮, ৯ সূত্রে কেবল 'অগ্নে-' এই প্রতীকের মন্ত্রগুলি নেই।

জনস্য গোপাস্ত্বামগ্ন ঋতায়ব ইমমূ ষু বো অতিথিমুষর্বুধম্ ইতি নব। ত্বময়ে দ্যুভির্ ইতি সূক্তে ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা নূ চিত্ সহোজা অমৃতো নি তুন্দত ইতি পঞ্চ বেদিষদ ইতি যল্লাং তৃতীয়ম্ উদ্ধরেদ্ ইমং স্তোমমর্হতে সং জাগৃবদ্ভিশ্চিত্র ইচ্ছিশোর্বসুং ন চিত্রমহসম্ ইতি জাগতম্ ।। ১২।। [৭]

অনু.— 'জনস্য-' (৫/১১), 'ত্বাম-' (৫/৮), 'ইমমূ-' (৬/১৫/১-৯) ইত্যাদি নটি (মন্ত্র), 'ত্বম-' (২/১, ২) ইত্যাদি দুটি (সূক্ত), 'ত্বম-' (১/৩১), 'নূ চিত্-' (১/৫৮/১-৫) ইত্যাদি পাঁচটি (মন্ত্র)। 'বেদি-' (১/১৪০-১৪৫) ইত্যাদি ছ-টি (সূক্তের) তৃতীয়টি বাদ দেবেন। 'ইমং-' (১/৯৪), 'সং-' (১০/৯১), 'চিত্র-' (১০/১১৫), 'বসুং-' (১০/১২২)। এই (হল) জগতী ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৪/১০, ১১ সূত্রের সঙ্গে আংশিক মিলই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

অগ্নিং তং মন্য ইতি পাঙ্‌ক্তম্ ।। ১৩।। [৭]

অনু.— 'অগ্নিং-' (৫/৬) (হচ্ছে) পংক্তি ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৪/১২, ১৩ সূত্রে এই সূক্তটিই বিহিত হয়েছে।

ইত্যাগ্নেয়ঃ ক্রতুঃ ।। ১৪।। [৮]

অনু.— এই (হল) আগ্নেয় ক্রতু।

ব্যাখ্যা— ৭-১৩ নং সূত্র পর্যন্ত যতগুলি মন্ত্র উল্লেখ করা হল সেগুলি অগ্নিদেবতার মন্ত্র এবং এই মন্ত্রসমষ্টিকে বলে 'ক্রতু'। এই মন্ত্রগুলির মধ্যে কোথাও কোন এক ছন্দের মন্ত্রের তালিকার মধ্যে অন্য এক ছন্দের মন্ত্র অথবা অগ্নি ছাড়া অন্য কোন এক দেবতার মন্ত্র থেকে গিয়েছে। সূত্রকার তাই 'উদ্ধরেত্' বলে পাঠের সময়ে সেই ভিন্ন ছন্দ ও ভিন্ন দেবতার মন্ত্র অথবা সূক্তকে বাদ দিতে বলেছেন। অনুষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্রগুলির মধ্যে (৮ নং সূ. দ্র.) অবশ্য ৫/১৬-১৮, ২০-২৩ সূক্তে শেষে একটি করে পংক্তি ছন্দের মন্ত্র থাকলেও তা বাদ দিতে নেই। ৮ নং সূত্রে 'উত্তমাম্-' অংশে যে প্রথম তিনটি সূক্তের শেষ মন্ত্রকে বর্জন করতে বলা হয়েছে তা তাই ঐ সাতটি সূক্তের প্রথম তিনটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, অনুষ্টুপ্ ছন্দের সমগ্র তালিকার মধ্যে যে প্রথম তিনটি সূক্ত (১/৪৫; ৬/২; ৬/১৪) সেগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেউ কেউ বলেন, স্বরূপের দ্বারাই গায়ত্রী ইত্যাদি সিদ্ধ হলেও সূত্রে ছন্দের নাম উল্লেখ করায় আশ্বিনশস্ত্রে গায়ত্রী ইত্যাদি গুচ্ছের মধ্যে অন্য ছন্দের মন্ত্র থাকলে সেগুলিকে বর্জন করতে হবে। অন্যেরা বলেন, বর্জনের নির্দেশ না থাকায় ৬/৫/১৫, ১৬ অনুযায়ী পাঠ হবে।

চতুর্দশ কণ্ডিকা (৪/১৪)

[প্রাতরনুবাক—উষস্য ক্রতু]

অথোষস্যঃ ।। ১।।

অনু.— এ-বার উষা-দেবতার (মন্ত্রসমূহ নির্দেশ করা হচ্ছে)।

প্রতি ষ্যা সূনরী কস্ত উষ ইতি তিস্র ইতি গায়ত্রম্ ।। ২।।

অনু.— 'প্রতি-' (৪/৫২), 'কস্ত-' (১/৩০/২০-২২) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র)। এই (হল) গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৫/১, ২ সূত্রেরও বিধান এ-ই।

উষো ভদ্রেভির্ ইত্যানুষ্টুভম্ ।। ৩।। [২]

অনু.— 'উষো-' (১/৪৯) (হচ্ছে) অনুষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৫/৩, ৪ সূত্রেও তা-ই পাই।

ইদং শ্রেষ্ঠং পৃথূ রথ ইতি সূক্তে প্রত্যর্চির্ ইত্যষ্টৌ দ্যুতদ্যামানমুষো বাজেনেদমু ত্যদুদু শ্রিয় ইতি সূক্তে। ব্যুষা আ বো দিবিজা ইতি ষড্ ইতি ত্রৈষ্টুভম্ ।। ৪।। [২]

অনু.— 'ইদং-' (১/১১৩), 'পৃথূ-' (১/১২৩, ১২৪) ইত্যাদি দুটি (সূক্ত), 'প্রত্যর্চিঃ-' (১/৯২/৫-১২) ইত্যাদি আটটি (মন্ত্র), 'দ্যুত-' (৫/৮০), 'উষো-' (৩/৬১), 'ইদ-' (৪/৫১), 'উদু-' (৬/৬৪, ৬৫) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, 'ব্যুষা-' (৭/৭৫-৮০) ইত্যাদি ছটি (সূক্ত)। এই (হল) ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৫/৫, ৬ অনুসারে কেবল ৭/৭৭-৮০ সূক্তই বিহিত।

প্রত্যু অদর্শি সহ বামেনেতি বার্হতম্ ।। ৫।। [২]

অনু.— 'প্রত্যু-' (৭/৮১), 'সহ-' (১/৪৮) এই (হল) বৃহতী ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৫/৭, ৮ সূত্রেও তা-ই বলা আছে।

উষস্তচ্চিত্রমা ভরেতি তিস্র ঔষ্ণিহম্ ।। ৬।। [২]

অনু.— 'উষ-' (১/৯২/১৩-১৫) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র হল) উষ্ণিক্ ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৫/৯, ১০ সূত্রেও তা-ই আছে।

এতা উ ত্যা ইতি চতস্রো জাগতম্ ।। ৭।। [২]

অনু.— 'এতা-' (১/৯২/১-৪) এই চারটি (মন্ত্র) জগতী ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৫/১১, ১২ সূত্রেও তা-ই দেখা যায়।

মহে নো অদ্যেতি পাঙ্ক্তম্ ।। ৮।। [২]

অনু.— 'মহে-' (৫/৭৯) (হচ্ছে) পংক্তি ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৫/১৩, ১৪ সূত্রে তা-ই পাই।

ইত্যুষস্যঃ ক্রতুঃ ।। ৯।। [২]

অনু.— এই (হল) উষস্য ক্রতু।

ব্যাখ্যা— ১ নং সূত্রে 'উষস্যঃ' পদটি থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার তা বলায় বুঝতে হবে, এই ক্রতুর সব মন্ত্রই পাঠ করতে হয়, কোন মন্ত্রকে বাদ দিলে চলে না। আগ্নেয় ক্রতু ও আশ্বিন ক্রতুর সব মন্ত্র তাহলে পাঠ্য নয়, কিছু মন্ত্রই পাঠ্য।

পঞ্চদশ কণ্ডিকা (৪/১৫)

[প্রাতরনুবাক — আশ্বিনক্রতু]

অথাশ্বিনঃ ।। ১।।

অনু.— এর পর আশ্বিন (ক্রতু)।

এষো উষাঃ প্রাতর্যুজেতি চতস্রোঽশ্বিনা যজ্বরীরিষ আশ্বিনাবশ্বাবত্যা গোমদূ ষু নাসত্যেতি তৃচা দূরাদিহেবেতি তিস্র উত্তমা উদ্‌ধরেদ্ বাহিষ্ঠো বাং হবানাম্ ইতি চতস্র উদীরাথামা মে হবম্ ইতি গায়ত্রম্। ।। ২।।

অনু.— 'এষো-' (১/৪৬), 'প্রাতঃ-' (১/২২/১-৪) ইত্যাদি চারটি (মন্ত্র), 'অশ্বিনা-' (১/৩/১-৩), 'আশ্বিনা-' (১/৩০/১৭-১৯), 'গোমদূ-' (২/৪১/৭-৯) এই তিনটি (করে) মন্ত্র। 'দূরা-' (৮/৫) এই (সূক্তের) শেষ তিনটি (মন্ত্র) বাদ দেবেন। 'বাহি-' (৮/২৬/১৬-১৯) ইত্যাদি চারটি (মন্ত্র), 'উদী-' (৮/৭৩), 'আ মে-' (৮/৮৫)। এই (হল) গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— দ্র. যে, সূত্রে পাদের অপেক্ষায় অধিক অংশের উল্লেখ না থাকলেও 'তৃচাঃ' বলায় তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম প্রতীকটি তৃচেরই প্রতীক। অন্যত্রও মন্ত্রের কোন চরণের যতটুকু অংশই উদ্ধৃত হোক, সূত্রে কোন বিশেষ নির্দেশ দেওয়া থাকলে উদ্ধৃত অংশটিকে সেই বিশেষ নির্দেশ অনুযায়ীই মন্ত্র, তৃচ (= মন্ত্রত্রয়) অথবা সূক্তের প্রতীকরূপে গ্রহণ করতে হবে। শা. ৬/৬/১, ২ সূত্রের সঙ্গে এই সূত্রের অনেকাংশেই মিল আছে।

যদদ্য স্থ ইতি সূক্তে। আ নো বিশ্বাভিস্ত্যং চিদত্রিম্ ইত্যানুষ্টুভম্ ।। ৩।। [২]

অনু.— 'যদ-' (৫/৭৩, ৭৪) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, 'আ-' (৮/৮), 'ত্যং-' (১০/১৪৩)। এই (হল) অনুষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৬/৩, ৪ সূত্রে শেষ সূক্তটি বিহিত হয় নি।

আ ভাত্যগ্নির্ ইতি সূক্তে। গ্রাবাণেব নাসত্যাভ্যাম্ ইতি ত্রীণি। ধেনুঃ প্রত্নস্য ক উ শ্রবদ্ ইতি সূক্তে। স্তুষে নরেতি সূক্তে। যুবো রজাংসীতি পঞ্চানাং তৃতীয়ম্ উদ্‌ধরেত্। প্রতি বাং রথম্ ইতি সপ্তানাং দ্বিতীয়ম্ উদ্‌ধরেদ্ ইতি ত্রৈষ্টুভম্ ।। ৪।। [২]

অনু.— 'আ-' (৫/৭৬, ৭৭) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, 'গ্রাবা-' (২/৩৯), 'নাসত্যা-' (১/১১৬-১১৮) ইত্যাদি তিনটি সূক্ত, 'ধেনুঃ-' (৩/৫৮), 'ক উ-' (৪/৪৩, ৪৪) ইত্যাদি দুটি সূক্ত, 'স্তুষে-' (৬/৬২, ৬৩) ইত্যাদি দুটি সূক্ত। 'যুবো-' (১/১৮০-১৮৪) ইত্যাদি পাঁচটি (সূক্তের) তৃতীয়টি বাদ দেবেন। 'প্রতি-' (৭/৬৭-৭৩) ইত্যাদি সাতটি (সূক্তের) দ্বিতীয়টি বাদ দেবেন। এই (হল) ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৬/৫, ৬ সূত্রে, 'বসু-' (১/১৫৮/১-৩) তৃচটি বিহিত হলেও এখানে তা নেই, আবার 'প্রতি-' (৭/৬৭) ইত্যাদি ছ-টি সূক্ত এখানে বিহিত হলেও ঐ গ্রন্থে তা বিহিত হয় নি, হয়েছে 'আ-' (৭/৬৯-৭৩) ইত্যাদি পাঁচটি সূক্ত।

ইমা উ বাময়ং বায়ো ত্যমহু আ রথম্ ইতি সপ্ত। দ্যুম্নী বাং যত্ স্থ ইতি বার্হতম্ ।। ৫।। [২]

অনু.— 'ইমা-' (৭/৭৪), 'অয়ং-' (১/৪৭)। 'ও ত্যম-' (৮/২২/১-৭) ইত্যাদি সাতটি (মন্ত্র), 'দ্যুম্নী-' (৮/৮৭), 'যত্ স্থো-' (৮/১০)। এই (হল) বৃহতী ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৬/৭, ৮ সূত্রে বিহিত হয়েছে ৭/৭৪ সূক্ত এবং ১/৪৭/১, ৩, ৫ মন্ত্র।

অশ্বিনা বর্তিরস্মদাশ্বিনাবেহ গচ্ছতম্ ইতি তৃচৌ। যুবোরু ষু রথং হুব ইতি পঞ্চদশেত্যৌষ্ণিহম্ ।। ৬।। [২]

অনু.— 'অশ্বিনা-' (১/৯২/১৬-১৮) 'অশ্বিনাবেহ-' (৫/৭৮/১-৩) এই দুটি তৃচ, 'যুবো-' (৮/২৬/১-১৫) ইত্যাদি পনেরটি (মন্ত্র)। এই (হচ্ছে) উষ্ণিক্ ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৬/৯, ১০ সূত্রে বিহিত হয়েছে কেবল 'যুবো-' ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্র।

অবোধ্যগ্নির্জ্মা এষ স্য ভানুরা বাং রথমভূদিদং যো বাং পরিজ্মেতি ত্রীণি। ত্রিশ্চিন্ নো অদ্যেন্ডে দ্যাবাপৃথিবী ইতি জাগতম্ ।। ৭।। [২]

অনু.— 'অবোধ্য-' (১/১৫৭), 'এষ-' (৪/৪৫), 'আ বাং-' (১/১১৯), 'অভূ-' (১/১৮২)। 'যো-' (১০/৩৯-৪১) ইত্যাদি তিনটি (সূক্ত), 'ত্রি-' (১/৩৪), 'ঈল্তে-' (১/১১২)। এই (হল) জগতী ছন্দের মন্ত্রের সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— শা. ৬/৬/১১, ১২ সূত্রে কেবল 'ত্রি-', 'ঈলে-' এবং 'যো-' ইত্যাদি তিনটি এই মোট পাঁচটি সূক্ত বিহিত হয়েছে।

প্রতি প্রিয়তমম্ ইতি পাঙ্‌ক্তম্ ।। ৮।। [২]

অনু.— 'প্রতি-' (৫/৭৫)। এই (হল) পংক্তি ছন্দের (মন্ত্রের) সমষ্টি।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. গ্রন্থেও এই সূক্তের শেষ মন্ত্রেই প্রাতরনুবাক শেষ করতে বলা হয়েছে (৭/৮ দ্র.)। শা. ৬/৬/১৩-১৫ সূত্রেরও এ-ই বিধান এবং সেখানে এই সূক্তেরই শেষ মন্ত্রে পাঠ শেষ করতে বলা হয়েছে। পরে অবশ্য 'অয়া-' (৬/১৭/১৫) মন্ত্রটি জপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইত্যেতেষাং ছন্দসাং পৃথক্‌সূক্তানি প্রাতরনুবাকঃ ।। ৯।। [২]

অনু.— এই ছন্দগুলির (পৃথক্) পৃথক্ সূক্ত (নিয়ে) প্রাতরনুবাক (পাঠ করা হয়)।

ব্যাখ্যা— আগ্নেয়, উষস্য এবং আশ্বিন এই তিন ক্রতুতেই গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী এবং পংক্তি এই সাত ছন্দেরই একটি করে অখণ্ড সূক্ত প্রাতরনুবাকে পাঠ করতে হয়। তিন ক্রতু মিলিয়ে প্রাতরনুবাকে তাহলে মোট একুশটি সূক্ত অবশ্যই পাঠ্য। সব মন্ত্র পাঠ করতে গেলে প্রায় দু-হাজার মন্ত্র দাঁড়াবে। ঐ. ব্রা. ৭/৭ অংশেও তিন দেবতার প্রত্যেকেরই উদ্দেশে সাত ছন্দের মন্ত্র পাঠ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শতপ্রভৃত্যপরিমিতঃ ।। ১০।। [৩]

অনু.— (অন্যত্র) একশ থেকে অপরিমিত (মন্ত্র প্রাতরনুবাকে পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— সাদ্যস্ক্র এবং সংসব যাগে দ্রুত অনুষ্ঠান শেষ করতে হয় বলে সেখানে কমপক্ষে একশ এবং উর্ধ্বপক্ষে দু-শোর কম মন্ত্র প্রাতরনুবাকে পাঠ করতে হয়। এর মধ্যে ১৫ নং সূত্রে উল্লিখিত তিনটি মাঙ্গল সূক্তও অবশ্যই থাকা চাই। সে-ক্ষেত্রে ঐ

অবশ্যপাঠ্য একুশটি সূক্তকে অখণ্ডিত অবস্থায় না পড়ে প্রত্যেক সূক্তের কিছু কিছু মন্ত্র পাঠ করলেও চলবে। তবে পঠিত মন্ত্রের মোট সংখ্যা কমপক্ষে একশ হওয়া চাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৭/৭ অংশে ভিন্ন ভিন্ন কামনায় পাঠ্য মন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা বিহিত হয়েছে। আয়ু প্রার্থনা করলে একশ, যজ্ঞের কামনায় তিনশ ষাট, প্রজা ও পশুর প্রার্থনায় সাতশ বিশ, অপবাদমুক্তির জন্য আটশ, স্বর্গকামনায় হাজার এবং সকল কামনা পূরণের জন্য অপরিমিত অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আগে যতগুলি পারা যায় ততগুলি মন্ত্র পাঠ করতে হয়। "ইতি সাহস্রঃ প্রাতরনুবাকঃ; ছন্দোঽনন্তরেণ বা প্রতিপত্সমারোহণীয়ানাং চৈতস্য সমাম্নায়স্য ত্রীণি ষষ্টি-শতানি; ঊর্ধ্বং বা শতাদ্ যথাকামী; পাঙ্ক্তানি নান্তর্-ইয়াত্; পুরোদয়াদ্ উপাংশুং হোষ্যন্তীতি স কালঃ পরিধানস্য"- শা. ৬/৬/১৬-২০।

নাগ্নেয়র্ আগ্নেয়ং গায়ত্রম্ অত্যাবপেদ্ ব্রাহ্মণস্য ।। ১১।। [৪]

অনু.— ব্রাহ্মণ (যজমানের ক্ষেত্রে) অন্য (ছন্দ) দিয়ে অগ্নিদেবতার গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্রগুলিকে অতিক্রম করবেন না।

ব্যাখ্যা— অগ্নিদেবতার উদ্দেশে গায়ত্রী ছন্দের মোট যতগুলি মন্ত্র পাঠ করবেন, অন্য ছন্দে পঠিত মন্ত্রের সংখ্যা যেন সেই মন্ত্রসংখ্যার অপেক্ষায় বেশী না হয়। 'অন্যৈঃ' পদে বহুবচন রয়েছে। সংখ্যা তিন হলেই সংস্কৃতে বহুবচন হতে পারে। তাই তিন ছন্দের অপেক্ষায় অধিক ছন্দের মোট মন্ত্রসংখ্যা গায়ত্রী ছন্দে পঠিত মন্ত্রের সংখ্যার অপেক্ষায় বেশী হলে কোন দোষ নেই। যেমন গায়ত্রী ছন্দের ত্রিশটি মন্ত্র পড়া হলে বৃহতী, উষ্ণিক্ ও অনুষ্টুপ্ ছন্দের মোট মন্ত্রসংখ্যা ত্রিশের বেশী হলে চলবে না, কিন্তু বৃহতী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্ ও ত্রিষ্টুপ্ মিলিয়ে মোট পঠিত মন্ত্রের সংখ্যা ত্রিশের বেশী হলে কোন দোষ হবে না।

ন ত্রৈষ্টুভং রাজন্যস্য ।। ১২।। [৫]

অনু.— ক্ষত্রিয় (যজমানের ক্ষেত্রে) অন্য ছন্দ দিয়ে (অগ্নি-দেবতার) ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্রসমষ্টিকে (অতিক্রম করবেন না)।

ন জাগতং বৈশ্যস্য ।। ১৩।। [৫]

অনু.— বৈশ্যের (ক্ষেত্রে) জগতী ছন্দের মন্ত্রগুলিকে (অন্য ছন্দ দিয়ে অতিক্রম করবেন না)।

অধ্যাসবদ্ একপদদ্বিপদাঃ ।। ১৪।। [৬]

অনু.— (প্রাতরনুবাকে) একপদা এবং দ্বিপদা (মন্ত্রগুলিকে) অধ্যাসের মতো (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'অধ্যাস' হচ্ছে একপদা অথবা দ্বিপদা মন্ত্রকে পূর্ববর্তী মন্ত্রের শেষাংশরূপে গণ্য করা (ঋ. প্রা. ১৭/৪৩ দ্র.)। অধ্যাসের ক্ষেত্রে যেমন উপসমাস করা হয়, প্রাতরনুবাকেও তেমন পূর্ববর্তী মন্ত্রের সঙ্গে একপদা ও দ্বিপদা মন্ত্রকে উপসমাস করতে হবে। 'উপসমাস' হচ্ছে পূর্ববর্তী মন্ত্রের শেষে সামিধেনীর মতো প্রণব উচ্চারণ না করে কেবল পরবর্তী মন্ত্রের প্রথম বর্ণের সঙ্গে সন্ধি করে ঐ পরবর্তী (একপদা ও দ্বিপদা) মন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ করা। প্রাতরনুবাকের তালিকায় 'আ বাং-' (৬/৬৩/১১) এই একটিমাত্র একপদা (দেবতা-অশ্বিদ্বয়) এবং 'বি শ্রেবাংসী-' (৬/১০/৭) এই একটি মাত্র দ্বিপদা (দেবতা-অগ্নি) থাকা সত্ত্বেও সূত্রে বহুবচনে 'একপদ-দ্বিপদাঃ' বলায় গ্রাবস্তোত্রের একপদা ও দ্বিপদার ক্ষেত্রেও (৫/১২ সূ. দ্র.) এই নিয়ম প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে। বৃত্তিকারের মতে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বিপদার ক্ষেত্রেই এই নিয়ম, অনেক দ্বিপদা মন্ত্র পাশাপাশি থাকলে কিন্তু উপসমাস হবে না, প্রত্যেকটিকেই স্বতন্ত্র মন্ত্র ধরে পাদে পাদে থেমে পড়তে হবে (৬/৫/১১ সূ. দ্র.)। বৃত্তি অনুযায়ী মনে হয় প্রাতরনুবাক এবং গ্রাবস্তোত্র ছাড়া সর্বত্র ৬/৫/১১, ১২ সূত্রই প্রযোজ্য।

যথাস্থানং ধ্রুবাণি মাঙ্গল্যান্যগন্ম মহাভারিষ্মেন্তে দ্যাবাপৃথিবী ইতি ।। ১৫।। [৭]

অনু.— 'অগন্ম-' (৭/১২), 'অভা-' (৭/৭৩), 'ঈস্তে-' (১/১১২) এই মাঙ্গল (সূক্তগুলিকে) যথাস্থানে অবশ্যই (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— এই সূক্তগুলি ৪/১৩/৯; ৪/১৫/৪, ৭ সূত্রে বিহিতই হয়েছে। প্রথম দুটি সূক্তের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্, তৃতীয়টির মোটামুটি জগতী। প্রথম সূক্তের দেবতা অগ্নি এবং অপর দু-টি সূক্তের দেবতা অশ্বিদ্বয়। প্রাতরনুবাকে প্রত্যেক ছন্দের একটি করে সূক্ত ছাড়াও ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দের এই তিনটি মাঙ্গল সূক্তকেও যথাস্থানে বিহিত দেবতার বিহিত ছন্দের বিহিত স্থানে পাঠ করতে হবে, যে-কোন স্থানে এবং পাশাপাশি এই তিনটি সূক্তকে পাঠ করলে চলবে না। 'ধ্রুবাণি' বলায় ১০ নং সূত্রের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য এবং এই তিন সূক্তকে অখণ্ডিত অবস্থাতেই অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপেই সেখানে পাঠ করতে হবে।

সং জাগৃবদ্ভির্ ইতি চ যঃ প্রেষ্যন্ স্বর্গকামঃ ।। ১৬।। [৮]

অনু.— যে মুমূর্ষু (ব্যক্তি) স্বর্গকামী (তিনি মঙ্গলসূক্তরূপে) 'সং-' (১০/৯১) এই (সূক্ত)ও (পাঠ করবেন)।

ঈড়ে দ্যাবীয়ম্ আবর্তয়েদ্ আ তমসোঽপঘাতাত্ ।। ১৭।। [৯]

অনু.— 'ঈড়ে-' (১/১১২) এই সূক্তটি আঁধার না-কাটা পর্যন্ত বারে-বারে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— যতক্ষণ না আকাশে আলো ফোটে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রাতরনুবাকের শেষ সূক্তটি (৮ নং সূত্রে নির্দিষ্ট 'প্রতি-') শুরু না করে ৭ নং এবং ১৫ নং সূত্রে বিহিত 'ঈড়ে-' সূক্তটি বারে বারে পড়ে যেতে হবে।

কাল উত্তময়োত্সৃপ্যাসনান্ মধ্যমস্থানেন প্রতিপ্রিয়তমম্ ইত্যুপসন্তনুয়াত্ ।। ১৮।। [১০]

অনু.— সময় হলে আসন থেকে উঠে এসে (ঐ সূক্তের) শেষ মন্ত্রের সঙ্গে মধ্যম স্বরে 'প্রতি-' (৮ নং সূ.) এই (সূক্তটি) জুড়ে নেবেন।

ব্যাখ্যা— আঁধার কেটে গেলে 'ঈড়ে-' সূক্তের শেষ আবৃত্তির শেষ মন্ত্রের সমাপ্তিক্ষণে দুই জোয়ালের মাঝখান থেকে না উঠে দাঁড়িয়ে আসনবদ্ধ অবস্থাতেই (৪/১৩/৬ সূ. দ্র.) সামনে এগিয়ে এসে হোতা মধ্যম স্বরের প্রথম যমে 'প্রতি-' সূক্তের পাঠ শুরু করেন। 'ঈড়ে-' সূক্তের শেষ মন্ত্রটির সঙ্গে এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি জুড়ে নিয়ে অবিচ্ছেদেই পাঠ করতে হয়। প্রাতরনুবাকের প্রথম মন্ত্র থেকে 'ঈড়ে-' সূক্তের শেষ পর্যন্ত সব মন্ত্র মন্দ্রস্বরে পাঠ করতে হয়। স্বরে যমেরও আরোহক্রমে পরিবর্তন অর্থাৎ ক্রমিক উত্থান ঘটাতে হয়। ফলে 'ঈড়ে-' সূক্তের শেষ মন্ত্র পাঠ করতে হয় মন্দ্রস্বরের উত্তম যমে এবং পরবর্তী 'প্রতি-' সূক্তের প্রথম মন্ত্র পাঠ করতে হয় মধ্যম স্বরের প্রথম যমে। এই দ্বিতীয় সূক্তটিকেও উপান্তিম মন্ত্র পর্যন্ত আরোহক্রমে মধ্যম স্বরে পাঠ করা হয়। শেষ মন্ত্রটি পাঠ করতে হয় উত্তম বা তার স্বরে আরোহক্রমে।

**পুনর্ উত্সৃপ্যোত্তময়োত্তমস্থানেন পরিদধ্যাদ্ অন্তরেণ দ্বার্যে স্থূণে অনভ্যাহতম্
আশ্রাবয়ন্ ইবাশ্রাবয়ন্ ইব ।। ১৯।। [১১]**

অনু.— আবার (ঐ আসন থেকে আসনবদ্ধ হয়েই সামনে) উঠে এসে (হবির্ধান- মণ্ডপের পূর্ব দিকের) দুই দ্বারের দুই খুঁটির মাঝে (বসে) উত্তম স্বরে শেষ মন্ত্রে আশ্রাবণ করার মতো অবিচ্ছিন্নভাবে (প্রাতরনুবাক) শেষ করবেন।

ব্যাখ্যা— অভ্যাহত = বিচ্ছেদ। অনভ্যাহত = অবিচ্ছেদে স্বরের স্থানসংক্রমণ। 'প্রতি-' সূক্তের উপান্তিম অর্থাৎ শেষের আগের মন্ত্রটির পাঠ শেষ হওয়ার সময়ে আগের স্থান থেকে সামনে বদ্ধাসন হয়েই উঠে এসে হবির্ধান-মণ্ডপের পূর্ব দিকের দ্বারের দুই খুঁটির মাঝে মাটিতে বসে বসে ঐ সূক্তেরই শেষ মন্ত্র উত্তমস্বরে পাঠ করবেন। পাঠ শুরু হবে আশ্রাবণের (এবং প্রত্যাশ্রাবণের) মতো প্রথম যমে এবং শেষ হবে উত্তম যমে। ঐ. ব্রা. ৭/৮ অংশেও 'প্রতি-' সূক্তের 'অভূদুষা-' এই অন্তিম মন্ত্রে প্রাতরনুবাকের পাঠ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম কণ্ডিকা (৫/১)

[অপোনপ্ত্রীয়া]

পরিহিতেঽপ ইষ্য হোতর্ ইত্যুক্তোঽনভিহিংকৃত্যাপোনপ্ত্রীয়া অন্বাহেষচ্ ছনৈস্তরাং পরিধানীয়ায়াঃ ।। ১।।

অনু.— (প্রাতরনুবাক) শেষ হলে 'অপ ইষ্য হোতঃ' এই (বাক্য) বলা হলে (হোতা) অভিহিঙ্কার না করে (প্রাতরনুবাকের) শেষ মন্ত্রের থেকে আরও সামান্য ধীর গতিতে অপোনপ্ত্রীয়া (মন্ত্রগুলি) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রাতরনুবাকের শেষ মন্ত্র যে-আসনে বসে পড়া হয়েছিল সেই আসনেই বসে অধ্বর্যুর কাছ থেকে 'অপ ইষ্য হোতঃ' (কা. শ্রৌ. ৯/৩/২; আপ. শ্রৌ. ১২/৫/২) এই প্রৈষ পেয়ে হোতা একটু নীচু করে অর্থাৎ উত্তম স্বরের চতুর্থ যমে অপোনপ্ত্রীয়া মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন। চতুর্থ দিনে 'বসতীবরী' নামে যে জল আনা হয়েছে তার সঙ্গে এই সুত্যাদিনে জলাশয় থেকে 'একধনা' নামে কলশীতে করে আনা জল মেশান হয়। নুতন জল আনা ও মেশাবার সময়ে যে মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয় (৮-২০ নং সু. দ্র.) সেগুলিকে 'অপোনপ্ত্রীয়া' বলে। সূত্রে 'পরিহিতে' বলা থাকা সত্ত্বেও সূত্রকার আবার 'পরিধানীয়ায়াঃ' বলেছেন এই অভিপ্রায়ে যে, প্রযুক্ত শেষেরও শেষ থেকে, প্রাতরনুবাকের শেষ মন্ত্রের শেষ অংশে প্রযুক্ত যম থেকেই অল্প নীচে অর্থাৎ উত্তম স্থানের চতুর্থ যমে এই মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হবে। শেষ মন্ত্রটি শেষ হয়েছে উত্তম স্থানের অন্তিম (= সপ্তম) যমে। সেই যম থেকেই অল্প নিম্ন যম হচ্ছে ষষ্ঠ ও পঞ্চম যম। কিন্তু ঐ দুই যমে পার্থক্য স্পষ্ট হয় না বলে চতুর্থ যমেই পাঠ করা উচিত। আগের সূত্রে 'পরিদধ্যাত্' বলা সত্ত্বেও এই সূত্রে 'পরিহিতে' বলায় বুঝতে হবে অপোনপ্ত্রীয়া-পাঠের কর্তা, স্থান ও উপবেশন প্রাতরনুবাকের অন্তিম মন্ত্রের পাঠের সঙ্গে এক অর্থাৎ অভিন্ন। সূত্রে 'অপ ইষ্য-' এই প্রৈষটির উল্লেখ না করলেও চলত, করা হয়েছে এই কথাই বোঝাবার জন্য যে, প্রৈষ ও সূত্রোক্ত বিধানের মধ্যে কোথাও সময়ের কোন ভেদ দেখা গেলে সেখানে যে-কোন একটিকে অনুসরণ করলেই চলবে। "অপ ইষ্য হোতর্ ইত্যুক্তঃ প্র দেবত্রেতি দ্বাদশীং পরিহাপ্য"— শা. ৬/৭/১।

তাসাং নিগদাদি শনৈস্তরাং তাভ্যশ্ চাপ্রসর্পণাত্ ।। ২।।

অনু.— ঐ (অপোনপ্ত্রীয়াগুলির) নিগদ থেকে শুরু করে প্রসর্পণ পর্যন্ত (মন্ত্রগুলি) ঐ (পূর্ববর্তী অপোনপ্ত্রীয়াগুলির) অপেক্ষায় আরও ধীরে (ধীরে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অপোনপ্ত্রীয়ার নিগদ (১৫ নং সূ. দ্র.) থেকে শুরু করে প্রসর্পণ (১৯ সূ. দ্র.) পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্র নিগদের পূর্ববর্তী মন্ত্রগুলির অপেক্ষায় আরও তিন-চার যম নীচুতে অর্থাৎ মধ্যম স্বরে পাঠ করবেন। এই সূত্রে আগের সূত্রের মতো 'ঈষত্' শব্দ নেই বলে উত্তম স্বরের চতুর্থ যম থেকে কমপক্ষে তিনটি যমের পার্থক্য বজায় রেখে মধ্যম স্বরে পাঠ করতে হবে।

পরং মন্দ্রেণ ।। ৩।।

অনু.— (প্রসর্পণের) পর (অপোনপ্ত্রীয়ার অবশিষ্ট মন্ত্র) মন্দ্রস্বরে (পাঠ করতে হবে)।

প্রাতঃসবনং চ ।। ৪।।

অনু.— প্রাতঃসবনও (মন্দ্রস্বরে পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— প্রাতঃসবনে অর্থাৎ উপাংশুগ্রহ থেকে অচ্ছাবাকশস্ত্র পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্র মন্দ্রস্বরে পড়তে হয়। "মন্দ্রয়া বাচা প্রাতঃসবনম্ উচ্চৈস্তরাম্ আজ্যাত্ প্রউগম্"— শা. ৮/১৪/১, ২।

অধ্যর্ধকারং প্রথমাম্ ঋগাবানম্ উত্তরাঃ ।। ৫।।

অনু.— (অপোনপ্ত্রীয়ার) প্রথম (মন্ত্রকে) দেড় দেড় করে (এবং) পরবর্তী মন্ত্রগুলিকে ঋগাবান (করে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রথম মন্ত্রকে সামিধেনীর মতো দেড় দেড় করে পাঠ করতে হয়। অন্য মন্ত্রগুলিকে ঋগাবান করে অর্থাৎ প্রত্যেক ঋক্ (মন্ত্র)-এর শেষে থেমে পাঠ করতে হয়। ফলে প্রথম মন্ত্রে দেড় অংশ বলে থেমে তার পর বাকী দেড় অংশ এবং সম্পূর্ণ মূল দ্বিতীয় মন্ত্রটি অর্থাৎ মোট পাঁচটি অর্ধমন্ত্র একনিঃশ্বাসে পড়তে হয়।

বৃষ্টিকামস্য প্রকৃত্যা বা ।। ৬।।

অনু.— অথবা বৃষ্টিকামনাকারী (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) প্রকৃতিযাগের মতো (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বৃষ্টিপ্রার্থী যজমানের ক্ষেত্রে বিকল্পে পরবর্তী অপোনপ্ত্রীয়া মন্ত্রগুলিকে সামিধেনীর মতো প্রত্যেক মন্ত্রের প্রথমার্ধে থেমে থেমে পাঠ করা যেতে পারে।

প্রকৃতিভাবে পূর্বেষ্বাসাম্ অর্ধর্চেষু লিঙ্গানি কাঙ্ক্ষেত্ ।। ৭।।

অনু.— প্রকৃতিযাগের মতো হলে এই (অপোনপ্ত্রীয়াগুলির) পূর্ববর্তী অর্ধমন্ত্রে (পরবর্তী মন্ত্রের আরম্ভ-) সূচক শব্দ আকাঙ্ক্ষা করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক মন্ত্রের প্রথমার্ধের শেষে পরবর্তী মন্ত্রের প্রারম্ভিক শব্দের কথা মনে মনে স্মরণ করবেন।

প্র দেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেত্বিতি নব হিনোতা নো দেবযজ্যেতি দশমীম্ ।। ৮।।

অনু.— (অপোনপ্ত্রীয়া মন্ত্রগুলি হল) 'প্র-' (১০/৩০/১-৯) ইত্যাদি ন-টি (মন্ত্র); 'হিনোতা-' (১০/৩০/১১) এই (মন্ত্রটি হবে) দশম (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৮/১ অংশেও এই সূক্তটিই বিহিত হয়েছে এবং ৮/২ অংশে সূক্তের দশম মন্ত্রটি ত্যাগ করে 'হিনোতা-' মন্ত্রটি পাঠ করতে বলা হয়েছে। শা. ৬/৭/২ সূত্রে এই 'হিনোতা-' মন্ত্রটিকে জলে আহুতিদানের সময়ে পাঠ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আবর্বৃততীরধ নু দ্বিধারা ইত্যাবৃত্তাস্বেকধনাসু ।। ৯।।

অনু.— একধনাগুলি (জলাশয় থেকে যজ্ঞভূমিতে) ফিরে এলে 'আব-' (১০/৩০/১০) এই (মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে জলাশয় থেকে যজ্ঞভূমিতে একধনা নিয়ে আসা হতে থাকলে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৮/২ অংশেও তা-ই বলা হয়েছে। শা. ৬/৭/৩ সূত্রের বিধানও তা-ই।

প্রতি যদাপো অদৃশ্রমায়তীর্ ইতি প্রতিদৃশ্যমানাসু ।। ১০।।

অনু.— (একধনা নিজের অদূরে) দেখা যেতে থাকলে 'প্রতি-' (১০/৩০/১৩) এই (মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— নিজ স্থানে বসে থেকেই জলপূর্ণ ঘটগুলিকে দৃষ্টিপথে আসতে দেখলে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৮/২ অংশেও এই বিধান পাই। শা. ৬/৭/৪ সূত্রের নির্দেশও তা-ই।

আ ধেনবঃ পয়সা তূর্ণ্যর্থাঃ ।। ১১।।

অনু.— (একধনা চাত্বালের বা তীর্থের কাছাকাছি এলে) 'আ-' (৫/৪৩/১) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৮/২ অংশেও এই বিধানই দেওয়া হয়েছে। শা. গ্রন্থের মতের জন্য ১৩ নং সূত্রের ব্যাখ্যার শেষাংশ দ্র.।

সমন্যা যন্ত্যপ যন্ত্যন্যা ইতি ।। ১২।।

অনু.— 'সমন্যা-' (২/৩৫/৩) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বসতীবরীর সঙ্গে একধনা সংযুক্ত হতে থাকলে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৮/২ অংশেও বসতীবরীপূর্ণ হোতৃচমস ও একধনার জলে পূর্ণ মৈত্রাবরুণ-চমসকে পরস্পর সংলগ্ন করার ক্ষেত্রে এই মন্ত্র বিহিত হয়েছে। শা. ৬/৭/৫ অনুসারেও বসতীবরীর জল মৈত্রাবরুণচমসের জলের সঙ্গে মেশান হতে থাকলে মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়।

তীর্থদেশে হোতৃচমসেঽপাং পূর্যমাণ আপো ন দেবীরুপ যন্তি হোত্রিয়ম্
ইতি সমাপ্য প্রণবেনোপরমেত্ ।। ১৩।।

অনু.— তীর্থের স্থানে হোতৃচমসে (একধনার কিছু) জল পূর্ণ করা হতে থাকলে 'আপো-' (১/৮৩/২) এই (মন্ত্রটি) শেষ করে প্রণব দিয়ে থামবেন।

ব্যাখ্যা— ৬ নং সূত্র অনুযায়ী মন্ত্র পাঠ করা হলেও এই মন্ত্রের শেষে থামতে হয়। সাধারণত মৈত্রাবরুণচমসে এবং একধনা নামে কতকগুলি কলশীতে জল এনে চাত্বালের কাছে রেখে মৈত্রাবরুণচমসের জলের সঙ্গে বসতীবরীর জল মিশিয়ে বসতীবরীর জল হোতৃচমসে রাখা হয়। হোতৃচমসের এই জলকে এর পর 'নিগ্রাভ্যা' নাম দেওয়া হয়। মার্টিন হউগের বিবরণ অনুযায়ী অধ্বর্যু হোতৃচমস এবং একধনাপূর্ণ মৈত্রাবরুণ-চমসকে প্রথমে পাশাপাশি সংলগ্ন করে রাখেন এবং বসতীবরীর কলশীটিও নিয়ে আসেন। তার পর ঐ কলশীর জল হোতৃচমসে নিয়ে হোতৃচমসের জল মৈত্রাবরুণচমসে এবং মৈত্রাবরুণচমসের জল হোতৃচমসে ঢালাঢালি করেন। তার পর সেই জল হোতার কাছে নিয়ে যান (ঐ. ব্রা. ২/৩/২- হউগ)। ভিন্ন বিবরণ অনুযায়ী বসতীবরীর জল হোতৃচমসে এবং একধনার জল মৈত্রাবরুণচমসে রাখা হয়। তার পরে প্রথমে দুটি চমসকে সংযুক্ত করে রেখে পরে ঐ দুই জল মিশ্রিত করে তা হোতৃচমসে রেখে দেওয়া হয়। ঐ. ব্রা. ৮/২ অনুসারে বসতীবরী ও একধনার জল হোতৃচমসে ঢেলে মেশাবার সময়ে এই 'আপো-' মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়। শা. ৬/৭/৬ সূত্র অনুসারে মন্ত্রটি হোতৃচমসে জল ঢালার সময়ে পাঠ্য। এর পর সেখানে ৭ নং সূত্রে বলা হয়েছে জল হবির্ধান-মণ্ডপে আনা হলে 'আ-' (৫/৪৩/১) মন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ করে থামবেন। অপাং = অদ্ভিঃ।

আগতম্ অধ্বর্যুম্ অবেরপো ঽধ্বর্যা ৩ উ ইতি পৃচ্ছতি ।। ১৪।।

অনু.— (নিকটে) উপস্থিত অধ্বর্যুকে জিজ্ঞাসা করবেন 'অবে-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যু হবির্ধানমণ্ডপের দ্বারে উপবিষ্ট হোতার কাছে এলে তাঁকে এই প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নটির অর্থ— অধ্বর্যু, তুমি দু-রকমের জল পেয়েছ তো? ঐ. ব্রা. ৮/২ অংশেও এই বিধানই আছে। "অধ্বর্যবেবীরপা৩ ইত্যধ্বর্যুং পৃচ্ছতি"— শা. ৬/৭/৮।

উতেমনন্নমুর্ ইতি প্রত্যুক্তো নিগদং ব্রুবন্ প্রতিনিষ্ক্রামেত্ ।। ১৫।। [১৪]

অনু.— (অধ্বর্যু) 'উতে-' (সূ.) এই উত্তর দিলে (হোতা) নিগদ বলতে বলতে (হবির্ধান-মণ্ডপের দ্বার থেকে) বেরিয়ে যাবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যুর উত্তরের অর্থ— হ্যাঁ, দু-রকমের জলই পাওয়া গেছে (অথবা জলেরা নিজেরাই আনত হয়েছে), তুমি দেখ। হোতা এই উত্তর শুনে মাননীয় অতিথি-স্বরূপ দুই জলের সম্মানের উদ্দেশে নিগদ (১৬, ১৮ নং সূ. দ্র.) পাঠ করতে করতে এগিয়ে যান। ঐ. ব্রা. ৮/২ অংশে প্রত্যুত্থানের জন্য এই একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। " উতেব নংনমুর্ ইতি প্রত্যাহ"— শা. ৬/৭/৯।

তাস্বধ্বর্যো ইন্দ্রায় সোমং সোতা মধুমন্তং বৃষ্টিবনিং তীব্রান্তং বহুরমধ্যং বসুমতে রুদ্রবত আদিত্যবত
ঋভুমতে বিভুমতে বাজবতে বৃহস্পতিবতে বিশ্বদেব্যাবত ইত্যন্তম্ অনবানম্
উক্ত্বোদগ্ আসাং পথোঽবতিষ্ঠেত ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— (নিগদের) 'তাস্ব .... বিশ্বদেব্যাবতঃ' (সূ.) পর্যন্ত একনিঃশ্বাসে বলার পর এই একধনাগুলির পথের উত্তর দিকে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

ব্যাখ্যা— একধনার সামনে এগিয়ে গিয়ে ঐ একধনার পিছন দিক্ দিয়ে অতিক্রম করে গিয়ে উত্তর দিকে দাঁড়াবেন। শা. ৬/৭/১০ সূত্রেও এই মন্ত্রটি আছে, কিন্তু পাঠে বেশ পার্থক্য রয়েছে। সূত্রে 'উদগ্' ও 'পথঃ' পদের বিভক্তি লক্ষণীয়।

উপাতীতাস্বাবর্তেত ।। ১৭।। [১৬]

অনু.— (জল) নিজের কাছ থেকে (অল্প কিছুটা দূরে) চলে গেলে (হোতা) ঘুরে দাঁড়াবেন।

ব্যাখ্যা— আগে একধনার উত্তর দিকে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন তিনি জলের অনুগমন করবেন বলে ঘুরে দাঁড়াবেন।

যস্যোজঃ পীত্বা বৃত্রাণি জঙ্ঘনত্ প্র স জন্যানি তারিষোঽ অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভির্ ইতি তিস্রঃ ।। ১৮।। [১৭]

অনু.— (নিগদের অবশিষ্ট অংশ) 'যস্যো-' (সূ.) (এবং) 'অম্ব-' (১/২৩/১৬-১৮) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র (পাঠ করতে করতে জলের পিছন পিছন যাবেন)।

ব্যাখ্যা— নিগদের শেষ অংশের সঙ্গে ঋক্-মন্ত্রের প্রথম অংশ জুড়ে নিয়ে পাঠ করতে হয়। ৫ নং সূত্র অনুযায়ী পাঠ করলেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। ঐ. ব্রা. ৮/২ অংশেও 'অম্ব-' মন্ত্রে দুই জলের অনুগমন করতে বলা হয়েছে। 'যস্যে-' মন্ত্রটি শা. গ্রন্থেও পঠিত হয়েছে, তবে সেখানের পাঠ কিছুটা ভিন্ন; 'অম্ব-' ইত্যাদি দুটি মন্ত্রও সেখানে বিহিত হয়েছে— "অম্বয় ইত্যধ্যর্ধাম্ অনূচ্য; উপোত্থায়াধ্বর্যুম্ অন্বাবৃত্যোত্তরাম্ অধ্যর্ধাম্ অনূচ্য; উপোত্তমাং চ সূক্তস্য; উত্তময়া পরিধায়; পর্যাবৃত্যোপবিশতি"- শা. ৬/৭/১০।

উত্তময়ানুপ্রপদ্যেত ।। ১৯।। [১৮]

অনু.— শেষ মন্ত্র দ্বারা (হবির্ধান-মণ্ডপে জলের) পিছন পিছন প্রবেশ করবেন।

ব্যাখ্যা— জল হবির্ধান-মণ্ডপে প্রবেশ করান হতে থাকলে হোতা ঐ তিন ঋক্-মন্ত্রের শেষ মন্ত্র 'অপো—' এই মন্ত্রে (১/২৩/১৮) জলের পিছন পিছন প্রবেশ করবেন।

এমা অগ্মন্ রেবতীর্জীবধন্যা ইতি দ্বে ।। ২০।। [১৯]

অনু.— 'এমা-' (১০/৩০/১৪, ১৫) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্র পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৮/২ অনুযায়ী প্রথম মন্ত্রটি পাঠ করতে হয় হবির্ধান-মণ্ডপের উত্তর-পশ্চিম দিকে একধনা ও বসতীবরীকে রাখার সময়ে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটি পাঠ করতে হয় দুই জল বেদিতে রেখে দেওয়ার পরে। অন্যত্র দেখা যায় মৈত্রাবরুণচমসের জল এবং বসতীবরী ও একধনার এক-তৃতীয়াংশে জল উত্তর হবির্ধানশকটে স্থাপিত আধবনীয় কলশে ঢেলে রাখার পর ঐ পাত্রগুলি অবশিষ্ট জলসমেত উত্তর দিকের শকটের পিছনে রেখে দেওয়া হয়। উত্তর-শকটের বাঁ পাশে পূর্ব দিক্ হতে পশ্চিমে থাকে যথাক্রমে পূতভৃত্, আধবনীয় ও বসতীবরী এবং শকটের পিছনে রাখা হয় একধনা নামে জলের কয়েকটিপাত্র। উল্লেখ্য যে, 'এমা-' ৮ নং সূত্রে বিহিত 'প্র-' সূক্তেরই শেষ দুই মন্ত্র। শা. ৬/৭/১০ সূত্রেও এই মন্ত্র-দুটি বিহিত হয়েছে।

সন্নাসূত্তরয়া পরিধায়োত্তরাং দ্বার্যাম্ আসাদ্য রাজানম্ অভিমুখ উপবিশেদ্ অনিরস্য তৃণম্ ।। ২১।। [১৯]

অনু.— (হবির্ধান-মণ্ডপে জল) রাখা হয়ে গেলে পরবর্তী (মন্ত্রটি) দ্বারা (অপোনপ্ত্রীয়ার পাঠ) শেষ করে (পূর্ব দিকের দ্বারের) উত্তর দিকের খুঁটিতে এসে তৃণ না ফেলে সোমলতার দিকে মুখ করে বসে পড়বেন।

ব্যাখ্যা— 'আগ্ম-' (১০/৩০/১৫) মন্ত্রে অপোনপ্ত্রীয়ার পাঠ শেষ করে মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার ঐ মণ্ডপের পূর্বদিকের দ্বারের কাছে এসে ১/৩/৩৬, ৩৭ সূত্রে বিহিত তৃণনিক্ষেপ এবং মন্ত্রপাঠ না করেই সোমলতার দিকে মুখ করে বাঁ দিকের খুঁটির কাছে বসতে হবে। 'অকৃত্বৈব নিরসনং নিরসনমন্ত্রম্ উপবেশনমন্ত্রম্ অনুক্ত্বৈব' (বৃত্তি)। ঐ. ব্রা. ৮/২ অংশে এই মন্ত্রেই অনুবচন সমাপ্ত করার কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা (৫/২)

[উপাংশু ও অন্তর্যাম গ্রহের অনুমন্ত্রণ, বিপ্রুষ্‌-হোম, প্রসর্পণ, স্তোত্রের জন্য অতিসর্জন]

উপাংশুং হূয়মানং প্রাণং যচ্ছ স্বাহা ত্বা সুহব সূর্যায় প্রাণ প্রাণং মে যচ্ছেত্যনুমন্ত্র্য উঃ ইত্যনুপ্রাণ্যাত্ ।। ১।।

অনু.— উপাংশু (গ্রহ) আহুতি দেওয়া হতে থাকলে তাকে 'প্রাণং-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) অনুমন্ত্রণ করে 'উঃ' বলে নিঃশ্বাস ছেড়ে দেবেন।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৮/৩ অংশেও 'প্রাণং-' মন্ত্রটি পাওয়া যায়। শা. ৬/৮/১ অনুসারে সূত্রপঠিত 'প্রাণং মে পাহি' মন্ত্রে শ্বাস ত্যাগ করতে হয়।

অন্তর্যামম্ অপানং যচ্ছ স্বাহা ত্বা সুহব সূর্যায়াপানাপানং মে যচ্ছেত্যনুমন্ত্র্য উং ইতি চাভ্যপান্যাত্ ।। ২।।

অনু.— অন্তর্যাম (গ্রহকে আহুতি দেওয়া হতে থাকলে) 'অপানং-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) অনুমন্ত্রণ করে 'উম্' বলে শ্বাস টেনে নেবেন।

ব্যাখ্যা— সূত্রে 'চ' শব্দটি দ্বারা ব্রাহ্মণের বিধানটিকেও অনুকর্ষণ করা (টেনে আনা) হচ্ছে। তাই ১নং ও ২ নং সূত্রের ক্ষেত্রে বিকল্পে '.... সূর্যায়' পর্যন্ত পড়ে শ্বাস ত্যাগ করে মন্ত্রের অবশিষ্ট অংশ দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করা যেতে পারে। ঐ. ব্রা. ৮/৩ অংশেও 'অপানং-' মন্ত্রটি পাওয়া যায়। শা. ৬/৮/২ সূত্র অনুযায়ী সূত্রপঠিত 'অপানং মে-' মন্ত্রে শ্বাস গ্রহণ করতে হয়।

উপাংশুসবনং গ্রাবাণং ব্যানায় ত্বেত্যভিমৃশ্য বাচং বিসৃজেত ।। ৩।।

অনু.— উপাংশুসবন (নামে) নুড়িকে 'ব্যানায় ত্বা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) স্পর্শ করে বাক্‌-সংযম ত্যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— উপাংশুগ্রহের জন্য যে নুড়ি দিয়ে সোমরস নিষ্কাশন করা হয় তার নাম 'উপাংশুসবন'। প্রাতরনুবাকের জন্য আমন্ত্রিত হওয়ার পর হোতা যে বাক্‌-সংযম অবলম্বন করেছিলেন (৪/১৩/১ সূ. দ্র.) এখন 'ব্যানায়-' মন্ত্রে উপাংশুসবন স্পর্শ করে তা 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' মন্ত্রে ত্যাগ করবেন। অপোনপ্ত্রীয়া নামে মন্ত্রগুলির পাঠ যেখানে থেকে করছিলেন সেই স্থানেই বসে বাক্‌সংযম বিসর্জন দিতে হয়। ঐ. ব্রা. ৮/৩ অংশেও সূত্রপঠিত মন্ত্রটি পাওয়া যায়।

পবমানায় সর্পণেঽন্বক্ ছন্দোগান্ মৈত্রাবরুণো ব্রহ্মা চ নিত্যৌ ।। ৪।।

অনু.— পবমান (স্তোত্রের) জন্য (চাত্বালের কাছে) যাওয়ার সময়ে সর্বদা মৈত্রাবরণ এবং ব্রহ্মা সামবেদীদের পিছন (পিছন যাবেন)।

ব্যাখ্যা— অন্বক্ = পিছনে। উপাংশুগ্রহ এবং অন্তর্যাম গ্রহের আহুতির পর নানা গ্রহপাত্রে সোমরস ভর্তি করে রেখে দেওয়া হয়। তার পর বহিষ্পবমান-স্তোত্রের জন্য অধ্বর্যু, প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা (অথবা উদ্‌গাতা), উদ্‌গাতা (অথবা প্রতিহর্তা), মৈত্রাবরুণ, ব্রহ্মা এবং যজমান সারিবদ্ধ হয়ে চাত্বালের বা তীর্থের দিকে প্রসর্পণ করেন অর্থাৎ এগিয়ে যান। যাওয়ার সময়ে পিছনের জন সামনের জনের কাছা ডান হাতে ধরেন এবং টানে যাতে খুলে না যায় সেইজন্য বাঁ হাতে নিজের কাছাটিও ধারে রাখেন। সামবেদীয় এবং যজুর্বেদীয় শ্রৌতসূত্রগুলিতে (আপ. শ্রৌ. ১২/২৭/১; ভা. শ্রৌ. ১৩/১৬/১৬; বৌ. শ্রৌ. ৯/৬/২৫; লা. শ্রৌ. ১/১১; সত্যা. শ্রৌ. ইত্যাদি দ্র.) প্রসর্পণে মৈত্রাবরুণের নামের উল্লেখ না থাকলেও শাঙ্খায়ন (৬/৮/৪ দ্র.) এবং আশ্বলায়নের মতে কিন্তু মৈত্রাবরুণকেও সর্পণে অংশগ্রহণ করতে হয়। সূত্রে 'পবমানায়' বলায় উদ্‌গাতারা পবমানের জন্য যখন প্রসর্পণ করবেন তখনই এই দু-জনও প্রসর্পণ করবেন, বিপ্রুষ্‌হোমের পরেই নয়। এই সূত্রে 'নিত্যৌ' পদটি থাকায় শতাতিরাত্র (কা. শ্রৌ ২৪/৩/৩৩) প্রভৃতি যাগে প্রত্যেক শ্রেণীর ঋত্বিকের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় জনের কাজ যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ জনে করলেও চাত্বালে প্রসর্পণের সময়ে কিন্তু মৈত্রাবরুণ এবং ব্রহ্মাকে নিজেই ঐ কাজটি করতে হবে। শতপথ ব্রাহ্মণ (১৪/১/১/৩০,৩১) এবং শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্র (৬/৮/৯) অনুযায়ী পবমানস্তোত্রের আগে যজমানকে 'অসতো মা সদ্ গময় তমসো মা জ্যোতির্ গময়

অন্তান্ মানন্তং গময়, মৃত্যোর্ মামৃতং গময়' মন্ত্রটি জপ করতে হয়। "উত্তরেণাহবনীয়ং বহিষ্পবমানেন স্তবতে; দক্ষিণতো ব্রহ্মা মৈত্রাবরুণশ্ চোপবিশ্য; ব্রহ্মন্ স্তোষ্যামঃ প্রশাস্তর্ ইত্যুক্তৌ; আয়ুষ্মত্য..... ইতি জপিত্বা; ওং স্তুতেতি; প্রসবঃ সর্বেষাং স্তোত্রাণাম্"— শা. ৬/৮/৩-৮।

তাব্ অন্তরেণেতরে দীক্ষিতাশ্ চেত্ ।। ৫।।

অনু.— অপর (ঋত্বিকেরা) যদি দীক্ষিত হন (তাহলে তাঁরা প্রসর্পণের মিছিলে) ঐ দু-জনের মাঝে (থাকবেন)।

ব্যাখ্যা— অন্তরেণ = মাঝে; 'অন্তরেণ ইতি মধ্যত ইত্যর্থঃ' (না.)। যদি অন্যান্য ঋত্বিকেরা অর্থাৎ ব্রহ্মা এবং হোতার দলের লোকেরা দীক্ষিত হন তাহলে তাঁরাও মৈত্রাবরুণ এবং ব্রহ্মার মাঝে প্রবেশ করে প্রসর্পণের জন্য মিছিলে অংশ নেবেন। যদিও দীক্ষিতেরা যজমান বলেই তাঁদের প্রসর্পণ করতে হবে, তবুও যাতে এই গ্রন্থের নির্দেশই তাঁরা অনুসরণ করেন সেই উদ্দেশে এখানে তাঁদের প্রসর্পণ বিহিত হয়েছে।

দ্রপ্সশ্চস্কন্দেতি দ্বাভ্যাং বিপ্রুড়্ঢোমৌ হুত্বাধ্বর্যুমুখাঃ সমন্বারব্ধাঃ সর্পন্ত্যা তীর্থদেশাত্ ।। ৬।।

অনু.— 'দ্রপ্স-' (১০/১৭/১১, ১২) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্রে) দুই বিপ্রুষ্হোম আহুতি দিয়ে অধ্বর্যুকে সামনে রেখে (পরস্পর) স্পর্শরত (হয়ে ঋত্বিকেরা) তীর্থ-স্থান পর্যন্ত প্রসর্পণ করবেন।

ব্যাখ্যা— 'হুত্বা সর্পন্তি' বলায় বুঝতে হবে এই হোম প্রসর্পণেরই অঙ্গ। তাই যাঁরা প্রসর্পণ করেন, তাঁদের সকলকেই এই হোম করতে হয়। অভিষব এবং গ্রহে সোমরস গ্রহণের সময়ে সোমবিন্দু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। সেই বিক্ষেপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই এই হোম। তীর্থ পর্যন্ত যাওয়ার সময়ে সকলে অধ্বর্যুর নির্দেশ ('অধ্বর্যুমুখাঃ') অনুযায়ী যাবেন। যাওয়ার পর উপবেশন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ রীতি অনুযায়ীই চলবেন।

তত্স্তোত্রায়োপবিশন্ত্যুদ্গাতারম্ অভিমুখাঃ ।। ৭।।

অনু.— ঐ (বহিষ্পবমান) স্তোত্রের জন্য (মৈত্রাবরুণ ও ব্রহ্মা) উদ্গাতার দিকে মুখ করে বসবেন।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণ উদ্গাতার পিছনে পূর্বমুখ হয়ে এবং ব্রহ্মা ডান দিকে উত্তরমুখ হয়ে বসেন। সূত্রে দ্বিবচনের স্থানে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে সত্রযাগের কথা মনে রেখে, কারণ সত্রে ব্রহ্মবর্গের ও প্রশাস্তৃবর্গের ঋত্বিকেরাও প্রসর্পণে অংশ নেন।

তান্ হোতানুমন্ত্রয়তে ঽত্রৈবাসীনো যো দেবানামিহ সোমপীথো যজ্ঞে বর্হিষি বেদ্যাম্।
তস্যাপি ভক্ষয়ামসি মুখমসি মুখং ভূয়াসম্ ইতি ।। ৮।।

অনু.— এখানেই বসে থেকে হোতা তাঁদের 'যো-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) অনুমন্ত্রণ করবেন।

ব্যাখ্যা— হোতা যেখানে বসে (৫/১/২১ সূ. দ্র.) বাক্-সংযম ত্যাগ করেছিলেন (৩ নং সূ. দ্র.) সেখানেই বসে থেকে স্তোত্রের জন্য উপবিষ্ট ঋত্বিক্দের 'যো-' মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ করবেন। সূত্রে 'হোতা' পদটি থাকায় হোতাই অর্থাৎ যিনি কেবল হোতাই, কেবল হোতার কাজই করছেন তিনিই এখানে বসে অনুমন্ত্রণ করবেন; যজমান নিজেই হোতার কাজও করলে কিন্তু যজমান হিসাবে প্রসর্পণ করে চাত্বালে গিয়ে (৪ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.) সেখানেই তিনি হোতা হিসাবে অনুমন্ত্রণও করবেন। এই দ্বিতীয় নিয়মটি একাহ, অহীন এবং সত্রযাগে যজমান বা গৃহপতিই হোতা হলে প্রযোজ্য। সত্রে হোতাই আগে অনুমন্ত্রণ করে পরে যজমানত্বের কারণে চাত্বালে যাবেন- পরবর্তী সূ.দ্র.। ঐ. ব্রা. ৮/৪ অংশেও এই মন্ত্রটি বিহিত হয়েছে।

দীক্ষিতশ্ চেদ্ ব্রজেত্ স্তোত্রোপস্থানায় ।। ৯।।

অনু.— যদি (তিনি) দীক্ষিত হন (তাহলে) স্তোত্রের উপস্থানের জন্য (চাত্বালে) যাবেন।

ব্যাখ্যা— সত্রযাগে হোতা আগে মণ্ডপের দ্বারে বসে স্তোত্রের জন্য উপবিষ্ট ব্যক্তিদের হোতৃরূপে অনুমন্ত্রণ করে তারপরে (নিজে যজমানও বলে) যজমানরূপে বহিষ্পবমান স্তোত্রের উপস্থানের অর্থাৎ অংশগ্রহণের জন্য চাত্বালে যাবেন। হোতা নিজে

যজমান বা গৃহপতি না হলে অনুমন্ত্রণের পরে চাত্বালে যেতে হয় না। চাত্বালে গিয়ে অথবা হবির্ধান-মণ্ডপের খুঁটির সামনে বসে অনুমন্ত্রণ করতে হবে তা নির্ভর করে তিনি মূলত হোতা অথবা যজমান তার উপর। মূলত যজমান হয়ে প্রসঙ্গত হোতার কাজও করলে তাঁকে চাত্বালে গিয়ে অনুমন্ত্রণ করতে হবে, কিন্তু মূলত হোতা হয়েও দীক্ষিত হওয়ার কারণে প্রসঙ্গত কিছু যজমান-কর্মও করলে আগে খুঁটির সামনে থেকে অনুমন্ত্রণরূপ হোতৃকর্মটি করে তার পরে যজমানের কর্তব্য পালন করার জন্য তিনি চাত্বালে যাবেন। কেবল যদি হোতাই হন তাহলে চাত্বালে যেতেই হবে না, খুঁটির সামনে থেকেই অনুমন্ত্রণ করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যজমানকে গানের সময়ে আগাগোড়া 'ওম্' বা 'হো' বলে যেতে হয় (লা. শ্রৌ ১/১১/২৬ এবং দ্রা. শ্রৌ. ৩/৪/৬ দ্র.)।

সর্পেচ্ চোত্তরয়োঃ ।। ১০।।

অনু.— (দীক্ষিত হোতা) পরের দুই সবনে প্রসর্পণও করবেন।

ব্যাখ্যা— সত্রযাগে দীক্ষিত হোতাকে অপর দুই সবনে স্তোত্রে প্রসর্পণ থেকে শুরু করে যজমানের পক্ষে করণীয় সব-কিছু কাজই করতে হয়। বহিষ্পবমানে কিন্তু এখানেই বসে অনুমন্ত্রণ করে তবে প্রসর্পণ করেন।

ব্রহ্মন্ স্তোষ্যামঃ প্রশাস্তর্ ইতি স্তোত্রায়াতিসর্জিতাব্ অতিসৃজতঃ ।। ১১।।

অনু.— স্তোত্রের জন্য (প্রস্তোতাকর্তৃক) 'ব্রহ্মন্ স্তোষ্যামঃ প্রশাস্তঃ' এই (বাক্যে) অনুরুদ্ধ (হয়ে ব্রহ্মা ও মৈত্রাবরুণ স্তোত্রগান করার জন্য) অনুমতি দেন।

ব্যাখ্যা— কি অতিসর্জন বা অনুমতি তাঁরা দেন তা পরবর্তী পাঁচটি সূত্রে বলা হচ্ছে। 'ব্রহ্মন্-' এই বাক্যটির উল্লেখ ঐ. ব্রা. ২৫/৯ অংশেও পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ৪ নং সূত্রের ব্যাখ্যার শেষাংশও দ্র.।

ভূরিন্দ্রবন্তঃ সবিতৃপ্রসূতা ইতি জপিত্বোং স্তুধ্বম্ ইতি ব্রহ্মা প্রাতঃসবনে ।। ১২।।

অনু.— ব্রহ্মা প্রাতঃসবনে 'ভূ-' (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করে 'ওং স্তুধ্বম্' (এই বাক্যে অনুমতি দেন)।

ব্যাখ্যা— 'প্রাতঃসবনে' বলায় 'মানস' (৮/১৩/৪ সূ. দ্র.) প্রভৃতি স্তোত্রে এই নিয়ম চলে না। এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, অনুমতি প্রার্থনা করা হয়েছিল 'স্তোষ্যামঃ' এই পদে পরস্মৈপদ প্রয়োগ করে, কিন্তু অনুমতি দান করা হচ্ছে আত্মনেপদে 'স্তুধ্বম্' বলে। ১৬ নং সূত্র ও তার ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিকল্পে কেবল 'স্তুধ্বম্' অংশটি উচ্চস্বরে উচ্চারণ করা যেতে পারে। ঐ. ব্রা. ২৫/৯ অনুযায়ী 'ভূরিন্দ্রবন্তঃ স্তুধ্বম্' বলতে হয়। দ্র. যে, ১২-১৫ নং সূত্র ব্রহ্মার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ভুব ইতি মাধ্যন্দিনে ।। ১৩।।

অনু.— মাধ্যন্দিন সবনে 'ভুব ইন্দ্রবন্তঃ সবিতৃপ্রসূতাঃ' (এই মন্ত্র জপ করে 'ওঁ স্তুধ্বম্' বাক্যে অনুমতি দেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২৫/৯ অনুযায়ী বলতে হয় 'ভুব ইন্দ্রবন্তঃ স্তুধ্বম্'।

স্বর্ ইতি তৃতীয়সবনে ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— তৃতীয়সবনে 'স্বরিন্দ্রবন্তঃ সবিতৃপ্রসূতাঃ' (মন্ত্র জপ করে 'ওঁ স্তুধ্বম্' এই বাক্যে অনুমতি দেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২৫/৯ অনুযায়ী বলতে হয় 'স্বরিন্দ্রবন্তঃ স্তুধ্বম্'।

ভূর্ভুবঃ স্বরিন্দ্রবন্তঃ সবিতৃপ্রসূতা ইত্যূর্ধ্বম্ আগ্নিমারুতাত্ ।। ১৫।। [১৩]

অনু.— আগ্নিমারুত (শস্ত্রের) পরে (সমস্ত স্তোত্রে) 'ভূ-' (সূ.) (এই মন্ত্র জপ করে অনুমতি দেন)।

ব্যাখ্যা— 'উক্থ্যাদিষু' না বলে 'ঊর্ধ্বম্ আগ্নিমারুতাত্' বলায় মানসস্তোত্র (৮/১৩/৩ সূ. দ্র.) এবং অত্যগ্নিষ্টোমস্তোত্রেও এই

নিয়ম প্রযোজ্য হবে। ঐ. ব্রা. ২৫/৯ অনুযায়ী উক্থ্যে ও অতিরাত্রেই এই অতিসর্জনবাক্যটি বলতে হয় এবং 'সবিতৃপ্রসূতাঃ' অংশটি কোন অতিসর্জনেই থাকে না। সূত্রে কেবল 'ভূর্ভুবঃ স্বরিতি উর্ধ্বম্ আগ্নিমারুতাত্' না বলে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি উল্লেখ করা হয়েছে এই কথাই বোঝাতে যে, ১২-১৪ নং সূত্রের মন্ত্রগুলি একত্রিত করে প্রয়োগ করলে চলবে না।

স্তুত দেবেন সবিত্রা প্রসূতা ঋতং চ সত্যং চ বদত। আয়ুষ্মত্য ঋচো মা গাত তনূপাত্ সাম্ন ওম্ ইতি জপিত্বা মৈত্রাবরুণ স্তুধ্বম্ ইত্যুচ্চৈঃ ।। ১৬।। [১৪]

অনু.— মৈত্রাবরুণ 'স্তুত-' (সু.) এই মন্ত্র জপ করে উচ্চস্বরে 'স্তুধ্বম্' (এই বাক্য উচ্চারণ করে স্তোত্রের জন্য অনুমতি দেন)।

ব্যাখ্যা— 'জপিত্বা' বলার পরে 'উচ্চৈঃ' না বললেও বোঝা যায় যে, জপের পরে যে অংশ তা উচ্চ স্বরে পাঠ করতে হবে। সূত্রে তবুও 'উচ্চৈঃ' বলায় এই ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে যে, মৈত্রাবরুণের ক্ষেত্রে এ-ই, কিন্তু ব্রহ্মার ক্ষেত্রে এই স্থলে ১/১২/১৬ সূত্র অনুযায়ী ওঙ্কার থেকে অথবা বিকল্পে ওঙ্কারের পরে উচ্চস্বর প্রয়োগ করা চলে।

তৃতীয় কণ্ডিকা (৫/৩)

[সবনীয় পশুযাগ, প্রবৃতাহুতি, ধিষ্ণ্য-যূপ-শামিত্র প্রভৃতির উপস্থান, সদোমণ্ডপে প্রসর্পণ বা প্রবেশ]

অথ সবনীয়েন পশুনা চরন্তি ।। ১।।

অনু.— এর পর সবনীয় পশু দ্বারা অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— সবনীয় পশুযাগে প্রাতঃসবনে বপাহোম, মাধ্যন্দিন সবনে পশুপুরোডাশ এবং তৃতীয়সবনে পশু-অঙ্গের আহুতি দান পর্যন্ত অংশ অনুষ্ঠিত হয়। শাখাভেদে সামান্য ব্যতিক্রমও অবশ্য ঘটতে পারে।

যদ্দেবতো ভবতি ।। ২।।

অনু.— যে দেবতার উদ্দেশে (বিহিত সেই দেবতার উদ্দেশেই এই পশুযাগ করা) হয়।

ব্যাখ্যা— অন্য গ্রন্থে ৩ নং সূত্রে বিহিত দেবতার পরিবর্তে অন্য কোন দেবতার উদ্দেশে সবনীয় পশুযাগ বিহিত হয়ে থাকলে সেই দেবতার উদ্দেশেই পশুযাগ করা যেতে পারে এবং এতে কোন দোষ হয় না।

আগ্নেয়োঽগ্নিষ্টোম ঐন্দ্রাগ্ন উক্থ্যে দ্বিতীয় ঐন্দ্রো বৃষ্ণিঃ ষোডশিনি তৃতীয়ঃ সারস্বতী মেষ্যতিরাত্রে চতুর্থী ।।৩।।

অনু.— অগ্নিষ্টোমে অগ্নিদেবতার (উদ্দিষ্ট একটি পশু), উক্থ্যে ইন্দ্র-অগ্নির (উদ্দিষ্ট) দ্বিতীয় (একটি পশু), ষোড়শীতে ইন্দ্রের (উদ্দিষ্ট) মেষ তৃতীয় (একটি পশু), অতিরাত্রে সরস্বতীর (উদ্দিষ্ট) স্ত্রী মেষ চতুর্থ (একটি পশু আহুতি দেওয়া দেওয়া হয়)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী এবং অতিরাত্রে যথাক্রমে একটি, দুটি, তিনটি এবং চারটি পশু আহুতি দিতে হয়। আহুতি দেওয়া হয় নির্দিষ্ট দেবতার উদ্দেশে। প্রথম দুটি পশু হচ্ছে ছাগ এবং পরের দুটি পশু যথাক্রমে মেষ ও মেষী। সূত্রে 'চ' না বলে 'দ্বিতীয়ঃ', 'তৃতীয়ঃ', 'চতুর্থী' বলায় বুঝতে হবে এই নিয়মটি সার্বত্রিক না হলেও প্রায়িক অর্থাৎ বহু স্থলেই দেখা যায়।

ইতি ক্রতুপশবঃ ।। ৪।।

অনু.— এই (হল) ক্রতুপশু।

ব্যাখ্যা— এই করণীয় পশুগুলিকে 'ক্রতুপশু' বলা হয়। কাত্যায়ন এগুলির নাম দিয়েছেন 'স্তোমায়ন'- কা. শ্রৌ. ৯/৮/২-৬ দ্র.।

পরিব্যয়ণাদ্যুক্তম্ অগ্নীষোমীয়েণা চাত্বালমার্জনাদ্ দণ্ডপ্রদানবর্জম্ ।। ৫।।

অনু.— দণ্ডপ্রদান ছাড়া পরিব্যয়ণ থেকে চাত্বালে মার্জন পর্যন্ত (যা যা এখানে করতে হয় তা) অগ্নি-সোম দেবতার উদ্দিষ্ট (পশুযাগ) দ্বারা বলা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা— সবনীয় পশুযাগে দণ্ডপ্রদান (৩/১/২০ সূ. দ্র.) বাদ দেওয়া হয়। এ-ছাড়া পরিব্যয়ণ (৩/১/৯ সূ. দ্র.) থেকে চাত্বাল-মার্জন (৩/৫/১ সূ. দ্র.) পর্যন্ত অন্যান্য অংশের অনুষ্ঠান হয় অগ্নীষোমীয় পশুযাগের মতোই। সূত্রে 'আ চাত্বালমার্জনাদ্' বলায় ৪/২/৭ সূত্রে যে মার্জন নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা অগ্নীষোমীয় পশুযাগে ও এই সবনীয় পশুযাগে প্রযোজ্য নয় বলে বুঝতে হবে। এখানে 'দণ্ডপ্রদান'-ই (৩/১/২০) নিষিদ্ধ হয়েছে, দণ্ডগ্রহণ নয়। ৩/১/২১, ২২ সূত্র অনুযায়ী মৈত্রাবরুণ তাই নিজেই বিনা মন্ত্রে দণ্ড নিয়ে হোতাকে যথানিয়মে অতিক্রম করে এগিয়ে যাবেন।

উপবিশ্যাভিহিংকৃত্য পরিব্যয়ণীয়াং ত্রিঃ ।। ৬।।

অনু.— বসে অভিহিঙ্কার করে পরিব্যয়ণের মন্ত্র তিন বার (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বসে পূর্ববর্তী মন্ত্রের শেষার্ধ নয়, অভিহিঙ্কার করে পরিব্যয়ণের মন্ত্রটিই (৩/১/৯ সূ. দ্র.) তিনবার পাঠ করতে হয়।

আবহ দেবান্ সুন্বতে যজমানায়েত্যাবাহনাদি সুন্বচ্ছব্দোঽগ্রে যজমানশব্দাদ্ ঐষ্টিকেষু নিগমেষু ।। ৭।।

অনু.— আবাহন প্রভৃতিতে 'আবহ-' (সূ.) এই ঐষ্টিক মন্ত্রগুলিতে যজমান শব্দের আগে 'সুন্বত্' শব্দ (উচ্চারণ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— সোমযাগে যেখানে যেখানে ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয় সেখানে সেখানে দর্শপূর্ণমাস ইষ্টি থেকে গৃহীত আবাহন প্রভৃতি মন্ত্রে যজমান-শব্দের আগে ঐ একই বিভক্তিতে 'সুন্বত্' শব্দ উচ্চারণ করতে হবে। যেমন— 'আবহ-' (সূ.)। প্রসঙ্গত ১/৩/৬ এবং ১/৭/৮ সূ. দ্র.। 'অগ্রে যজমানশব্দাদ্' বলা থাকা সত্ত্বেও সূত্রে মন্ত্রটি পাঠ করে দেখিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য হল 'যজমান' শব্দের আগেই এবং একই বিভক্তিতে 'সুন্বত্' শব্দ প্রয়োগ করতে হয়, যজমানের সমার্থক 'যজ্ঞপতি' প্রভৃতি কোন শব্দ থাকলে কিন্তু তা হয় না।

নান্ত্যাদ্ হারিযোজনাদ্ ঊর্ধ্বম্ ।। ৮।।

অনু.— শেষ হারিযোজনের পরে (সুন্বত্ শব্দ পাঠ করতে হয়) না।

ব্যাখ্যা— সোমযাগে সোমরস-আহুতির দিন (= সুত্যাদিন) তৃতীয়সবনে ধ্রুবগ্রহের আহুতির পরে আগ্রয়ণপাত্রের সোমরস দ্রোণকলশে নিয়ে তার সঙ্গে ভাজা যব মিশিয়ে অগ্নিতে সেই যবমিশ্রিত সোমরস আহুতি দিতে হয়। এই গ্রহের (গ্রহ = পাত্র, পাত্রের সোমরস, সোমের আহুতি) নাম 'হারিযোজন' গ্রহ। অহর্গণে অর্থাৎ যে যাগে বহুদিনব্যাপী প্রত্যহ সোমরস আহুতি দেওয়া হয় সেই যাগে প্রতিদিনই তৃতীয়সবনে হারিযোজন গ্রহ আহুতি দিতে হয়। সেখানে শেষ সুত্যাদিনে হারিযোজনের আহুতির পরে দর্শপূর্ণমাস ইষ্টি থেকে নেওয়া কোন মন্ত্রেই কিন্তু 'সুন্বত্' শব্দ উচ্চারণ করতে হয় না।

ন প্রাবিত্রং সাধু তে যজমান দেবতা ওমন্বতী তেঽস্মিন্ যজ্ঞে যজমানেতি চ ।। ৯।।

অনু.— 'প্রাবিত্রং-' (সূ.) এবং 'ওম-' (সূ.) (এই দুই মন্ত্রে 'যজমান' শব্দের আগে 'সুন্বত্' শব্দ উচ্চারণ করতে হয়) না।

ব্যাখ্যা— স্রুক্-গ্রহণের নিগদমন্ত্রে (১/৪/১১ সূ. দ্র.) এবং সূক্তবাকের নিগদমন্ত্রে (১/৯/১ সূ. দ্র.) ৭ নং নিয়ম অনুযায়ী সুহৃত্ শব্দ উচ্চারণের কোন প্রয়োজন নেই।

প্রাগ্ আজ্যপেভ্যঃ সবনদেবতা আবাহয়েদ্ ইন্দ্রং বসুমন্তমাবহেন্দ্রং রুদ্রবন্তমাবহেন্দ্রমাদিত্যবন্তমৃভুমন্তং বিভুমন্তং বাজবন্তং বৃহস্পতিবন্তং বিশ্বদেব্যাবন্তমাবহেতি ।। ১০।।

অনু.— আজ্যপদের আগে 'ইন্দ্রং-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) সবনের দেবতার আবাহন করবেন।

ব্যাখ্যা— আবাহনের সময়ে আজ্যপ দেবতাদের আবাহনের (১/৩/২২ সূ. দ্র.) আগে সবনের দেবতাদের সূত্রে উদ্ধৃত মন্ত্রে আবাহন করতে হয়। প্রত্যেক সবনে যে সোমরসের আহুতির ক্ষেত্রে কোন বিশেষ দেবতা নির্দেশ করা হয় নি সেই অনির্দিষ্ট দেবতারা হচ্ছেন সবনদেবতা। তাঁদের উদ্দেশে প্রত্যেক সবনের আরম্ভে হোতার বষট্‌কার উচ্চারণের পর আহুতি দেওয়া হয়। সবন দেবতা কারা তা এখানে মন্ত্রের মধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। শা. ৬/৯/১৩ সূত্রেও এই মন্ত্রটিই পাই।

তাঃ সূক্তবাকে এবানুবর্তয়েত্ ।। ১১।।

অনু.— ঐ (সবনদেবতাদের) সূক্তবাকেই শুধু অনুবৃত্তি ঘটাবেন।

ব্যাখ্যা— সবনদেবতাদের নাম আবাহন ছাড়া শুধু সূক্তবাকেই আবার উল্লেখ করতে হয়, পঞ্চম প্রযাজে ও স্বিষ্টকৃতে তাঁদের নাম উল্লেখ করতে নেই। শা. ৬/৯/১৪, ১৫ দ্র.।

প্রবৃতাহুতীর্ জুহ্বতি বষট্‌কর্তারোঽন্যেঽচ্ছাবাকাত্ ।। ১২।।

অনু.— অচ্ছাবাক ছাড়া অপর বৌষট্-উচ্চারণকারী (ঋত্বিকেরা) প্রবৃতাহুতি-হোমগুলি করেন।

ব্যাখ্যা— যাঁদের বিভিন্ন আহুতিতে বষট্‌কার উচ্চারণ করতে হয়, তাঁদের মধ্যে অচ্ছাবাক ছাড়া বাকী সবাইকে আহবনীয়ে আজ্য দিয়ে প্রবৃতাহুতি নামে ছটি ছটি করে হোম করতে হয়। প্রযাজের আগে ঋত্বিক্‌দের বরণ করতে হয়। সবনীয় পশুযাগেও প্রযাজ আছে। তাই তার আগে ঋত্বিক্‌বরণ করতে হবে। বরণ করা হয় হোতা, অধ্বর্যু, প্রতিপ্রস্থাতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা, আগ্নীধ্র ও যজমানকে (কা. শ্রৌ ৯/৮/৭-১৪ দ্র.)। যদি বৃত হওয়ার জন্যই এই 'প্রবৃতহোম' করতে হত তাহলে 'অন্যেঽচ্ছাবাকাত্' বলার প্রয়োজন ছিল না, কারণ অচ্ছাবাককে বরণ করাই হয় না। হোমটির সঙ্গে বরণের কোন যোগ নেই বলেই অগ্নীষোমীয় পশুযাগের দিন হোতা ছাড়া অপরেরা বৃত হওয়া সত্ত্বেও এই হোম করেন না। হোতার ক্ষেত্রেও এই হোম সেখানে বৈকল্পিক (৩/১/১৭-১৯ সূ. দ্র.)। বস্তুত যাঁদের কোন প্রসঙ্গে এই দিন যাজ্যাপাঠ করতে হয় তাঁদের পক্ষেই আলোচ্য হোমটি করণীয়। আহবনীয়ে 'প্রচরণী' নামে এক স্রুতা দিয়ে এই হোমটি (ছটি) করতে হয়।

চাত্বালে মার্জয়িত্বাধ্বর্যুপথ উপতিষ্ঠন্ত আদিত্যপ্রভৃতীন্ ধিষ্ণ্যান্ ।। ১৩।।

অনু.— চাত্বালে মার্জন করে অধ্বর্যুর পথে (দাঁড়িয়ে ঋত্বিকেরা) আদিত্য প্রভৃতি ধিষ্ণ্যকে উপস্থান করেন।

ব্যাখ্যা— সদোমণ্ডপে বাঁ দিক্ থেকে ডান দিকে যথাক্রমে অচ্ছাবাক, নেষ্টা, পোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, হোতা, প্রশাস্তা (বা মৈত্রাবরুণ) এই ছয় ঋত্বিকের একটি করে মোট ছটি ধিষ্ণ্য, আগ্নীধ্র-আগারে আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্য এবং দক্ষিণ দিকে মার্জালীয় ধিষ্ণ্য এই মোট আটটি ধিষ্ণ্য থাকে। ধিষ্ণ্য হচ্ছে বালি দিয়ে তৈরী অগ্নিকুণ্ড। আদিত্য অর্থাৎ সূর্যকেও অগ্নিরূপে কল্পনা করলে ধিষ্ণ্য হয় মোট ন-টি। সবনীয় পশুযাগের অনুষ্ঠান আপাতত মার্জনেই শেষ হয় (৫ নং সূ. দ্র.)। মার্জনের পর অধ্বর্যুপথে অর্থাৎ হবির্ধানমণ্ডপ এবং আগ্নীধ্রীয়মণ্ডপের মাঝে দাঁড়িয়ে এই আদিত্য প্রভৃতি ধিষ্ণ্যকে উপস্থান করতে হয়। সৌমিক কর্মের শুরু এই উপস্থান থেকেই। মার্জন তাই তাঁরাই করেন যাঁরা পশুযাগের ঋত্বিক্, অন্যেরা নয়। প্রসঙ্গত শা. ৬/১২, ১৩ দ্র.।

আদিত্যম্ অগ্রেঽধ্বনাম্ অধ্বপতে শ্রেষ্ঠঃ স্বস্ত্যস্যাধ্বনঃ পারমশীয়েতি ।। ১৪।।

অনু.— আগে আদিত্যকে 'অধ্ব-' (সূ.) এই (মন্ত্রে উপস্থান করেন)।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে 'আদিত্যপ্রভৃতীন্' বলা থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার 'আদিত্যম্ অগ্রে' বলার তাৎপর্য হল সব ক-টি উপস্থানের আগে একবার মাত্র আদিত্যের উপস্থান হবে, প্রত্যেক ধিষ্ণ্যের বা প্রত্যেক উপস্থানেব আগে পৃথক্ পৃথক্ আদিত্যের উপস্থান করতে হবে না। শা. ৬/১৩/২ সূত্রে সূত্রপঠিত 'অধ্বনো-' এই ভিন্ন এক মন্ত্রে আদিত্যকে উপস্থান করতে বলা হয়েছে।

যূপাদিত্যাহবনীয়নির্মন্থ্যান্ অগ্নয়ঃ সগরাঃ সগরা অগ্নয়ঃ সগরা স্থ সগরেণ নাম্না পাত মাগ্নয়ঃ পিপৃত মাগ্নয়ো নমো বো অস্তু মা মা হিংসিষ্টেতি ।। ১৫।।

অনু.— যূপ, আদিত্য, আহবনীয়, অগ্নিমন্থনের স্থানকে 'অগ্নয়ঃ-' (সূ.) এই (মন্ত্রে উপস্থান করেন)।

ব্যাখ্যা— নির্মন্থ্য = যে স্থানে অগ্নিমন্থন করা হয়। আদিত্যধিষ্ণ্যকে আগে উপস্থান করা হয়ে থাকলেও যূপের উপস্থানের পর আবার তার উপস্থান করতে হবে। "অগ্নয়ঃ সগরাঃ..... ইতি সর্বান্"— শা. ৬/১৩/১।

সব্যাবৃতঃ শামিত্রোবধ্যগোহচাত্বালোত্করাস্তাবান্ ।। ১৬।।

অনু.— বাঁ দিকে আবর্তনকারী (ঋত্বিকেরা) শামিত্র, অন্ত্র-আচ্ছাদনের স্থান, চাত্বাল, উত্কর এবং বহিষ্পবমান-স্তোত্রের স্থানকে (ঐ মন্ত্রেই উপস্থান করেন)।

ব্যাখ্যা— উবধ্যগোহ = উবধ্য-√গুহ্ + অধিকরণবাচ্যে ঘঞ্ = শামিত্রের ডান পাশে যে স্থানে পশুর অন্ত্র বা বিষ্ঠা ঢেকে রাখা হয়। আস্তাব = চাত্বালের দক্ষিণ দিকে যেখানে বহিষ্পবমান স্তোত্র গাওয়া হয়। বাঁ দিকে ঘুরে শামিত্র প্রভৃতির উপস্থান করতে হয়। পরবর্তী সূত্রের 'এবম্ এব' অংশটি এখানেও অন্বিত হচ্ছে। তাই ১৫ নং সূত্রের 'অগ্নয়ঃ-' মন্ত্রটি এখানেও প্রযোজ্য। প্রসঙ্গত শা. ৬/১২ দ্র.।

এবম্ এব দক্ষিণাবৃত আগ্নীধ্রীয়ম্ অচ্ছাবাকস্য বাদং দক্ষিণং মার্জালীয়ং খরম্ ইতি ।। ১৭।।

অনু.— ডান দিকে আবর্তনকারী (ঋত্বিকেরা) এইভাবেই আগ্নীধ্রীয়, অচ্ছাবাক-বাদ, দক্ষিণ মার্জালীয় (এবং গ্রহচমসের) খরকে (উপস্থান করেন)।

ব্যাখ্যা— ডানদিকে ঘুরে ঐ 'অগ্নয়ঃ—' মন্ত্রেই আগ্নীধ্রীয় প্রভৃতিকে উপস্থান করবেন। প্রত্যেকটির জন্য মন্ত্রটি বারে বারে পাঠ করতে হবে না, একবার পাঠ করলেই চলবে। 'অচ্ছাবাক বদস্ব' এই প্রৈষ পেয়ে যে-স্থানে বসে অচ্ছাবাক 'অচ্ছা-' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র পাঠ করেন (৫/৭/১, ২ সূ. দ্র.) সেই স্থানের নাম 'অচ্ছাবাক-বাদ'। সূত্রে 'দক্ষিণ' শব্দটি থাকায় বোঝা যাচ্ছে যে, কোন কোন যাগে উত্তরদিকেও একটি মার্জালীয় থাকে। সোমযাগে দুটি খর থাকে— একটি ঐষ্টিক বেদিতে গার্হপত্যের উত্তর-পূর্ব দিকে এবং অপরটি হবির্ধান-মণ্ডপে দক্ষিণ শকটের সামনে। ঐষ্টিক বেদির খরে ঘর্ম প্রস্তুত করা হয় এবং মণ্ডপের খরে গ্রহ-চমস রাখা হয়। ঐ মণ্ডপের খরের কথাই এখানে সূত্রে বলা হয়েছে। "দক্ষিণাবৃতো বিভূরসি প্রবাহণ ইত্যাগ্নীধ্রম্"— শা. ৬/১২/১১।

উত্তরেণাগ্নীধ্রীয়ং পরিব্রজ্য প্রাপ্য সদোঽভিমৃশত্যূর্বন্তরিক্ষং বীহীতি ।। ১৮।।

অনু.— আগ্নীধ্রীয়ের উত্তর দিক্ দিয়ে গিয়ে সদোমণ্ডপে (পূর্বদিকের দ্বারে) এসে (এই মণ্ডপকে) 'উর্ব-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) স্পর্শ করেন।

ব্যাখ্যা— 'প্রাপ্য' বলায় দ্বারে এসে মণ্ডপকে স্পর্শই করবেন, ১/১/৮ সূত্র অনুসারে ক্রিয়ার পূবাভিমুখত্বে প্রয়াসী হতে হবে না।

দ্বার্যে সংমৃশ্যৈবম্ অপরান্ উপতিষ্ঠন্তে ।। ১৯।।

অনু.— (মণ্ডপের পূর্ব দিকের) দ্বারের দুই (খুঁটিকে) স্পর্শ করে এইভাবে অন্য (দিকের অগ্নিগুলিকে) উপস্থান করবেন।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে 'অভিমৃশন্তি' পদটি থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে 'সংমৃশ্য' পদটির উল্লেখ করে সূত্রকার বোঝাতে চাইছেন যে, 'উর্ব-' (১৮ নং সূ. দ্র.) মন্ত্রে নয়, দূরবর্তী 'দেবী-' (আ. ৪/১৩/৫) মন্ত্রে দ্বার স্পর্শ করতে হবে। তার পরে অন্য অর্থাৎ সদোমণ্ডপের পশ্চিমে অবস্থিত ঐষ্টিক বেদির আহবনীয় প্রভৃতিকে এইভাবে অর্থাৎ 'অগ্নয়ঃ-' (১৫ নং সূ. দ্র.) মন্ত্রে উপস্থান করতে হয়। 'অপরান্' বলায় বর্তমান স্থানে দাঁড়িয়েই সেগুলির উপস্থান করতে হবে। আহবনীয়ের দিক্ থেকে সদোমণ্ডপে আসার পথে এই উপস্থান। "ঋতস্য দ্বারৌ মা মা সন্তাপ্তম্ ইতি দ্বার্যৌ সংমৃশ্য"— শা. ৬/১২/১৩।

উপস্থিতাংশ্ চানুপস্থিতাংশ্ চাপ্যপশ্যন্তোঽব্যনীক্ষমাণাঃ ।। ২০।।

অনু.— উপস্থান-করা এবং উপস্থান-না-করা (ধিষ্ণ্যপ্রভৃতিকে) এইভাবে না দেখতে দেখতেও ইতস্তত তাকাতে তাকাতে (উপস্থান করবেন)।

ব্যাখ্যা— চ = এবং > এইভাবে। অব্যনীক্ষমাণাঃ = ন (> অ) + বি-ন (> অন্) + ঈক্ষমাণাঃ— নানা দিকে বিশেষভাবে না না-তাকাতে তাকাতে অর্থাৎ নানাদিকে তাকিয়ে থেকে যে আদিত্য প্রভৃতি ধিষ্ণ্যগুলিকে এতক্ষণ উপস্থান করা হল (১৩-১৯ সূ. দ্র.) এবং যে হোত্রিয় ধিষ্ণ্য প্রভৃতিকে এখনও উপস্থান করা হয়নি, এ-বার সদোমণ্ডপের ঐ পূর্ব দিকের দ্বারে দাঁড়িয়েই তাদের দিবে দেখেও ইতস্তত তাকাতে তাকাতে অথবা তাদের দিকে সরাসরি ভালভাবে না তাকিয়েও (তাকাতে পারলে ভাল) ইতস্তত তাদের দিকে চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে এইভাবেই অর্থাৎ ঐ 'অগ্নয়ঃ-' (১৫ নং সূ. দ্র.) মন্ত্রেই সেগুলির একবার মাত্র উপস্থান করবেন। 'অপ্যপশ্যন্তো' বলায় বোঝা যাচ্ছে সর্বত্র সাধ্যমত অভিমুখী হয়েই কার্য করতে হয়।

হোতা মৈত্রাবরুণো ব্রাহ্মণাচ্ছংসী পোতা নেষ্টেতি পূর্বয়া দ্বারা সদঃ প্রসর্পন্ত্যুরুং নো লোকমনু নেষি বিদ্বান্ ইতি জপন্তঃ ।। ২১।।

অনু.— হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা পূর্ব (দিকের) দ্বার দিয়ে 'উরুং-' (৬/৪৭/৮) এই (মন্ত্র একসঙ্গে) জপ করতে করতে সদোমণ্ডপে প্রবেশ করবেন।

ব্যাখ্যা— ১৮নং সূত্র থেকে বোঝা গেলেও এখানে 'পূর্বয়া' বলায় সর্বত্র বিশেষ নির্দেশ না থাকলে সদোমণ্ডপে পূর্বদ্বার দিয়েই প্রবেশ করতে হবে। "বিশ্বে..... ইতি জপন্তোঽগ্রেণোত্তরেণ সর্বান্ ধিষ্ণ্যান্ গচ্ছন্তি, দক্ষিণধিষ্ণ্যো দক্ষিণধিষ্ণ্যঃ পূর্বো গত্বা স্বস্য স্বস্য ধিষ্ণ্যস্য পশ্চাদ্ উপবিশতি"— শা. ৬/১৩/৩, ৪- যাঁর ধিষ্ণ্য যত ডান দিকে তিনি তত আগে থাকবেন।

উত্তরেণ সর্বান্ ধিষ্ণ্যান্ সন্নান্ সন্নান্ অপরেণ যথাস্বং ধিষ্ণ্যানাং পশ্চাদ্ উপবিশ্য জপন্তি যো অদ্য সৌম্যো বধোঘায়ূনামুদীরতি। বিষূকুহমিব ধন্বনা ব্যস্যাঃ পরিপন্থিনং সদসস্পতয়ে নম ইতি ।। ২২।।

অনু.— (মণ্ডপে প্রবেশ করে) সমস্ত ধিষ্ণ্যের উত্তর দিক্ দিয়ে (গিয়ে) প্রত্যেক উপবিষ্ট (ঋত্বিকের) পিছন দিক্ দিয়ে (এসে) নিজ নিজ ধিষ্ণ্যের পিছনে বসে 'যো-' (সূ.) (এই মন্ত্র) জপ করেন।

ব্যাখ্যা— মণ্ডপে ২১ নং সূত্রে নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী প্রবেশের পর সদোমণ্ডপের ছটি ধিষ্ণ্যের সামনে দিয়ে উত্তর দিকে এসে ডান দিকে এগিয়ে গিয়ে যথাক্রমে নেষ্টা, পোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, হোতা এবং মৈত্রাবরুণ নিজ নিজ ধিষ্ণ্যের পিছনে বসেন। যিনি পরে বসেন তিনি যাঁরা আগে বসেছেন তাঁদের পিছন দিক্ দিয়ে গিয়ে নিজ ধিষ্ণ্যের পিছনে বসবেন। প্রথমে নেষ্টা বসেন বলে তাঁকে আর অন্য কারও পিছনে দিক্ দিয়ে গিয়ে বসতে হয় না। বসার পরে সকলকেই সূত্রোক্ত 'যো-' মন্ত্র জপ করতে হয়। এখানে দ্র. যে, অচ্ছাবাকের ধিষ্ণ্য থাকলেও তিনি কিন্তু এখনও সদোমণ্ডপে প্রবেশ করেন নি। তাঁকে প্রবেশ করতে হয় নারাশংস-চমসের আপ্যায়নের সময়ে (৫/৭/১ সূ. দ্র.)। প্রসঙ্গত ২৭-২৮ নং সূ. দ্র.।

এবম্ অপরয়া ব্রহ্মা প্রসৃপ্য দক্ষিণপুরস্তান্ মৈত্রাবরুণস্যোপবিশেত্ ।। ২৩।।

অনু.— এইভাবে ব্রহ্মা পশ্চিম (দ্বার দিয়ে সদোমণ্ডপে) প্রবেশ করে মৈত্রাবরুণের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বসবেন।

ব্যাখ্যা— এবম্ = ১৩-২২ নং সূত্রে উপস্থান থেকে জপ পর্যন্ত যেমন বলা হয়েছে তেমনভাবে। "উত্তরেণ সদো গত্বা ব্রহ্মাপরয়া দ্বারা সদঃ প্রপদ্য দক্ষিণেন মৈত্রাবরুণং গত্বা যথাসনম্ আস্তে"— শা. ৬/১৩/৫।

তম্ অন্বঞ্চ ঋত্বিজঃ প্রসর্পকাঃ ।। ২৪।। [২৩]

অনু.— তাঁর পিছনে আসেন প্রবেশকারী (অপর) ঋত্বিকেরা।

ব্যাখ্যা— 'দশপেয়' যাগে (৯/৩/১৯ সূ. দ্র.) যে ঋত্বিকেরা প্রসর্পণ করেন তাঁরা ঐ পশ্চিম দ্বার দিয়েই ব্রহ্মার পিছন পিছন সদোমণ্ডপে প্রবেশ করেন। 'ঋত্বিজঃ' বলায় যে প্রসর্পণকারীরা ঋত্বিক্ তাঁরাই এই নিয়মে প্রবেশ করবেন; প্রার্থী বা দর্শনার্থী হয়ে প্রবেশ করলে কিন্তু এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। দশপেয়ে প্রকৃতিযাগের অনুযায়ী দশটি চমস ছাড়াও অতিরিক্ত দশটি চমস থাকে। আহুতির পরে ঐ দশটি অতিরিক্ত চমসের সোম দশ জন করে ব্রাহ্মণ পান করেন। অপরদের সঙ্গে এই একশ জনকেও সদোমণ্ডপে সোমপানের জন্য প্রবেশ করতে হয়।

পূর্বেণৌদুম্বরীম্ অপরেণ ধিষ্ণ্যান্ যথান্তরম্ অনুপবিশন্তি ।। ২৫।। [২৪]

অনু.— (তাঁরা) উদুম্বরীর পূর্ব দিক্ দিয়ে (গিয়ে) ধিষ্ণ্যগুলির পিছনে (এসে) নৈকট্য অনুযায়ী পরপর বসেন।

ব্যাখ্যা— গ্রহপাত্রে সোমরস নিয়ে ঐ রস অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। কখনও কখনও চমস নামে পাত্রে সোম নিয়েও আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে। ব্রহ্মার দলের চার জনেরই, হোতার দলের তিনজনের, উদ্গাতার দলের উদ্গাতার স্বয়ং, অধ্বর্যুর দলের নেষ্টার এবং যজমানের নিজের একটি করে চমস থাকে। আহুতির পরে চমসের অবশিষ্ট সোমরস পান করতে হয়। পান করেন যাঁর নামে চমস তিনি, আহুতিদাতা (অভিষব করে থাকলে) এবং বষট্‌কর্তা। দশপেয়ে চমসভক্ষণের সময়ে যে ঋত্বিকের চমসের সঙ্গে যিনি যুক্ত তিনি সেই ঋত্বিকের ধিষ্ণ্যের পিছনে কাছে বসবেন। সদোমণ্ডপের ডান দিকে মৈত্রাবরুণের ধিষ্ণ্যের পিছনে অল্প দূরে ডুমুরের একটি ডাল পুঁতে রাখা হয়। এই ডালটির নাম 'ঔদুম্বরী'। এই ডালের কাছে বসে সামগান গাইতে হয়।

এতয়াবৃতাগ্নীধ্র আগ্নীধ্রীয়ম্ অপ্যাকাশম্ ।। ২৬।। [২৫]

অনু.— এইভাবে আগ্নীধ্র উন্মুক্ত (হলে)ও আগ্নীধ্রীয় (ধিষ্ণ্যের মণ্ডপে প্রবেশ করেন)।

ব্যাখ্যা— আবৃতা = উপায়ে, প্রকারে। আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্য ঘেরা ও আচ্ছাদিত জায়গাতেই থাকুক অথবা খোলা জায়গাতেই থাকুক, আগ্নীধ্র ১৩-২২ নং নিয়মে উপস্থান ও জপ করে সেখানে (আগ্নীধ্রীয় মণ্ডপে) প্রবেশ করবেন।

দক্ষিণাদয়ো ধিষ্ণ্যা উদক্‌সংস্থাঃ প্রসর্পিণাম্ ।। ২৭।। [২৬]

অনু.— (মণ্ডপে) প্রবেশকারী (ঋত্বিক্‌দের) ধিষ্ণ্যগুলি দক্ষিণ দিকে শুরু (এবং) উত্তর দিকে শেষ।

ব্যাখ্যা — ২১-২২ নং সূত্রে পাঁচ ঋত্বিক্‌কে সদোমণ্ডপে প্রবেশের পরে তাঁদের নিজ নিজ ধিষ্ণ্যের পিছনে বসতে বলা হয়েছে। এখানে কোন্ ধিষ্ণ্য কোন্ ঋত্বিকের তা বলা হচ্ছে। সদোমণ্ডপে একই সারিতে ডান দিক্ থেকে শুরু করে বাঁ দিক্ পর্যন্ত যে ছটি ধিষ্ণ্য আছে সেই ধিষ্ণ্যগুলি যথাক্রমে ২১ নং সূত্রের এই ছয় ঋত্বিকেরই অর্থাৎ হোতা, মৈত্রাবরুণ (পরবর্তী সূ. দ্র.), ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা এবং অচ্ছাবাকেরই নিজ নিজ ধিষ্ণ্য। ২১ নং সূত্রে অচ্ছাবাকের নাম না থাকলেও সেখানে 'প্রসর্পন্তি' বলার পরে এই সূত্রে আবার 'প্রসর্পিণাং' বলায় তাঁর ধিষ্ণ্যের কথাও এখানে বলা হয়েছে বলে বুঝতে হবে, কারণ তিনিও সদোমণ্ডপে প্রসর্পণ বা প্রবেশ করেন (৫/৭/১ সূ. দ্র.)। সূত্রে 'দক্ষিণাদয়ঃ' বলা থাকায় আর 'উদক্‌সংস্থাঃ' না বললেও চলত, তবুও তা বলায় বুঝতে হবে উত্তর-দক্ষিণ- সম্পর্কিত যে-কোন বিধির ক্ষেত্রে বিহিত কাজটি উত্তর দিকেই শেষ করতে হয়।

আদ্যৌ তু বিপরীতৌ ।। ২৮।। [২৭]

অনু.— (দক্ষিণ দিকে) প্রথম দুটি (ধিষ্ণ্য) কিন্তু বিপরীত (ক্রমে রয়েছে)।

ব্যাখ্যা— ডান দিকে প্রথম যে দুটি ধিষ্ণ্য রয়েছে তা ২২ নং সূত্রের বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ প্রথমটি হচ্ছে মৈত্রাবরুণের এবং দ্বিতীয়টি হোতার ধিষ্ণ্য। তা হলে ডান দিক্ থেকে বাঁ দিকে পরপর রয়েছে মৈত্রাবরুণ (প্রশাস্তা), হোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা ও অচ্ছাবাকের ধিষ্ণ্য।

তেষাং বিসংস্থিতসঞ্চরা যথাস্বং ধিষ্ণ্যান্ উত্তরেণ ।। ২৯।। [২৮]

অনু.— তাঁদের অসমাপ্তিকালীন যাতায়াতের পথ (হচ্ছে) নিজ নিজ ধিষ্ণ্যের উত্তর দিক্।

ব্যাখ্যা— বিসংস্থিতসঞ্চর = যজ্ঞ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত বেদির বাইরে যাওয়া এবং বেদিতে আসার যে পথ। যজ্ঞ শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত ঋত্বিকেরা প্রয়োজনে নিজ নিজ ধিষ্ণ্যের উত্তর দিক্ দিয়ে যাতায়াত করবেন। "নাসংস্থিতে সবনেঽপরয়া দ্বারা নিঃসর্পন্তি; অন্তরেণ হোতুর্ মৈত্রাবরুণস্য চ ধিষ্ণ্যাব্ অধিষ্ণ্যানাং বিসংস্থিতসঞ্চরঃ; উত্তরেণ স্বং স্বং ধিষ্ণ্যং ধিষ্ণ্যবতাম্; পশ্চার্ধেনাগ্নীধ্রীয়স্যোদঞ্চঃ; মার্জালীয়স্য বা দক্ষিণা"- শা. ৬/১৩/৬-১০।

দক্ষিণম্ অধিষ্ণ্যানাম্ ।। ৩০।। [২৯]

অনু.— ধিষ্ণ্যহীন (ঋত্বিক্‌দের বিসংস্থিতসঞ্চর হচ্ছে) দক্ষিণ (ধিষ্ণ্যের উত্তর দিক্)।

ব্যাখ্যা— সূত্রের সম্ভাব্য অর্থ এই— যাঁর ধিষ্ণ্য নেই তাঁর ডান দিকে যে ধিষ্ণ্য থাকবে সেই ধিষ্ণ্যের উত্তর দিক্ হবে তাঁর বিসংস্থিতসঞ্চর। এখানে উল্লেখ্য যে, মহাবেদিতে ডান দিকে 'মার্জালীয়' নামে একটি ধিষ্ণ্য থাকে। হবির্ধানমণ্ডপ ও সদোমণ্ডপের অন্তর্বর্তী স্থানের সমান্তরালে বাম প্রান্তে থাকে আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্য এবং তার ঠিক বিপরীতে ডান প্রান্তে এই মার্জালীয় ধিষ্ণ্য অবস্থিত।

চতুর্থ কণ্ডিকা (৫/৪)

[সবনীয় পুরোডাশযাগের অনুবাক্যা, প্রৈষ, যাজ্যা]

অথৈন্দ্রৈঃ পুরোডাশৈর্ অনুসবনং চরন্তি ।। ১।।

অনু.— তার পর প্রত্যেক সবনে ইন্দ্রদেবতার পুরোডাশগুলি দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক সবনে ইন্দ্র, হরিবান্ ইন্দ্র, পূষণ্বান্ ইন্দ্র, ভারতী সরস্বতী (অথবা সরস্বতীবান্ ইন্দ্র) এবং মিত্র-বরুণের অথবা মিত্রাবরুণবান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে যথাক্রমে পুরোডাশ, (ধানা =) ভাজা যব, (করম্ভ =) ঘি-মাখান যবের ছাতু, (পরিবাপ =) খই অথবা দই এবং (আমিক্ষা বা পয়স্যা =) ছানা আহুতি দিতে হয় (কা. শ্রৌ. ৯/১/১৫, ১৬ সূ. দ্র.)। প্রাতরনুবাকের সময়ে এই দ্রব্যগুলির 'নির্বাপ' অর্থাৎ দেবতাকে স্মরণ করে পাত্রে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আহুতি দেওয়া হয় কিন্তু দ্বিদেবত্য (যুগ্ম দেবতার উদ্দিষ্ট) গ্রহের অনুষ্ঠানের ঠিক আগে। মাধ্যন্দিন সবনে নির্বাপ হয় সোম নিষ্পীড়নের পরে এবং আহুতি দেওয়া হয় পবমানস্তোত্র ও দধিঘর্মের আহুতি শেষ হলে। তৃতীয়সবনে পবমানস্তোত্র, ধিষ্ণ্য- প্রজ্বলন ও সবনীয় পশুযাগের ইড়াভক্ষণের পরে এই সবনীয় পুরোডাশযাগের অনুষ্ঠান হয়। বৃত্তিকারের মতে ৫/১৩/১৪ এবং ৫/১৭/৫ সূত্র থাকা সত্ত্বেও এখানে 'অনুসবনম্' বলায় প্রত্যেক সবনেই এঁদের উদ্দেশে শুধু আহুতিই দেওয়া হয়, আবাহন প্রভৃতি করা হয় না। সূত্রে 'পুরোডাশৈঃ' এই বহুবচন পদটি থাকায় ধানা প্রভৃতিকেও এখানে মন্ত্রে ছত্রী-ন্যায়ে পুরোডাশ-শব্দ দ্বারাই উল্লেখ করতে হবে। অনুবাক্যা ও যাজ্যা মন্ত্র থেকে কে দেবতা তা বোঝা গেলেও সূত্রে 'ঐন্দ্রৈঃ' বলায় নির্বাপের দেবতা যিনিই হন, আহুতির দেবতা হবেন কিন্তু ইন্দ্রই।

ধানাবন্তং করম্ভিণম্ ইতি প্রাতঃসবনেঽনুবাক্যা ।। ২।।

অনু.— প্রাতঃসবনে (সবনীয় পুরোডাশযাগের) অনুবাক্যা 'ধানা-' (৩/৫২/১)।

ব্যাখ্যা— শা. ৭/১/২ সূত্রেও এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য ধানা ইতি মাধ্যন্দিনে ।। ৩।।

অনু.— মাধ্যন্দিনে (অনুবাক্যা) 'মাধ্য-' (৩/৫২/৫)।

অনু.— শা. ৭/১৭/১ সূত্রেও এই মন্ত্রটিই বিহিত হয়েছে।

তৃতীয়ে ধানাঃ সবনে পুরুষ্টুতেতি তৃতীয়সবনে ।। ৪।। [৩]

অনু.— তৃতীয়সবনে (অনুবাক্যা) 'তৃতীয়ে-' (৩/৫২/৬)।

ব্যাখ্যা— শা. ৮/২/১ সূত্রের বিধানও তা-ই।

হোতা যক্ষদিন্দ্রং হরিবাঁ ইন্দ্রো ধানা অত্ত্বিতি প্রৈষো লিঙ্গৈর্ অনুসবনম্ ।। ৫।। [৩]

অনু.— প্রত্যেক সবনে চিহ্ন দ্বারা (জ্ঞেয় সবনীয় পুরোডাশযাগে যাজ্যার আগে হোতার প্রতি মৈত্রাবরুণের পাঠ্য) প্রৈষ (হচ্ছে) 'হোতা-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— ঋক্সংহিতার খিলের পঞ্চম অধ্যায়ে মোট আটটি খণ্ড আছে। সপ্তম খণ্ডের নাম 'প্রৈষাধ্যায়'। সেই প্রৈষাধ্যায়ের চতুর্থ ভাগে যে প্রথম তিনটি প্রৈষমন্ত্র সেই মন্ত্রগুলিই হবে যথাক্রমে তিন সবনে সবনীয় পুরোডাশযাগের যাজ্যার প্রৈষমন্ত্র। কোন্ মন্ত্র কোন্ সবনে প্রযোজ্য তার চিহ্ন ('প্রাতঃসাবস্য', 'মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য', 'তৃতীয়স্য সবনস্য') মন্ত্রের মধ্যেই বর্তমান। সূত্রে 'প্রৈষো' বলতে প্রৈষগুলি এই বহুবচনের অর্থই বুঝতে হবে— 'একবচনং জাত্যভিপ্রায়ম্' (না.)। সবনভেদে পাঠ্য তিনটি সম্পূর্ণ প্রৈষমন্ত্র হল— (ক) 'হোতা যক্ষদ্ ইন্দ্রং হরিবাঁ ইন্দ্রো ধানা অত্তু পূষণ্বান্ করম্ভং সরস্বতীবান্ ভারতীবান্ পরিবাপ ইন্দ্রস্যাপূপো মিত্রাবরুণয়োঃ পয়স্যা প্রাতঃসাবস্য পুরোডাশাঁ ইন্দ্রঃ প্রস্থিতাং জুষাণো বেতু হোতর্যজ'।(খ) হোতা যক্ষদ্..... ইন্দ্রস্যাপূপো মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য পুরোডাশাঁ ইন্দ্রঃ..... যজ'। (গ) 'হোতা যক্ষদ্..... ইন্দ্রস্যাপূপস্তৃতীয়স্য সবনস্য পুরোডাশাঁ ইন্দ্রঃ..... যজ' (প্রৈষাধ্যায় ৪/১-৩)। ঐ. ব্রা. ৮/৫ অংশেও সূত্রোক্ত মন্ত্রটি অংশত উদ্ধৃত হয়েছে। শা. ৭/১/৩ সূত্রের বিধানও ঠিক এই সূত্রেই মতো।

উদ্ধৃত্যাদেশপদং তেনৈবেজ্যা ।। ৬।। [৪]

অনু.— দ্বিতীয়াযুক্ত পদ তুলে দিয়ে ঐ (প্রৈষ) দ্বারাই যাজ্যা (পাঠ করা হবে)।

ব্যাখ্যা— সবনীয় পুরোডাশের সবনভেদে যাজ্যা হবে ঐ তিন প্রৈষই, তবে প্রৈষে যেটি আদেশবাচী অর্থাৎ দ্বিতীয়াবিভক্তিযুক্ত পদ আছে সেই 'ইন্দ্রম্' পদটিকে যাজ্যায় বাদ দিতে হবে।

হোতা যক্ষদ্-অসৌযজয়োস্ তু স্থান আগূর্বষট্কারৌ যত্র ক্ব চ প্রৈষেণ যজেত্।। ৭।। [৫]

অনু.— যে-কোন জায়গায় প্রৈষ দ্বারা যাজ্যাপাঠ করবেন (সেখানে প্রৈষের) 'হোতা যক্ষদ্' (এবং) 'অসৌ যজ' স্থানে (যথাক্রমে) আগূ এবং বষট্কার (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যেখানেই প্রৈষমন্ত্রকেই আবার যাজ্যারূপে পাঠ করতে হয় সেখানেই প্রৈষের 'হোতা যক্ষদ্' স্থানে 'যে যজামহে' এবং 'অসৌ যজ' (অমুক, তুমি যাজ্যা পাঠ কর) স্থানে 'বৌষট্' উচ্চারণ করতে হয়। শা. ৭/১/৫ সূত্রেও প্রৈষকেই প্রথম ও শেষ অংশ বাদ দিয়ে যাজ্যারূপে পাঠ করতে বলা হয়েছে।

অথ স্বিষ্টকৃতোঽগ্নে জুষস্ব নো হবির্মাধ্যন্দিনে সবনে জাতবেদোঽগ্নে তৃতীয়ে সবনে হি কানিষ ইত্যনুসবনম্ অনুবাক্যাঃ ।। ৮।। [৬]

অনু.— এ-বার (সবনীয় পুরোডাশের স্বিষ্টকৃতের (মন্ত্র); সবনে সবনে (যথাক্রমে) 'অগ্নে-' (৩/২৮/১), 'মাধ্য-' (৩/২৮/৪), 'অগ্নে-' (৩/২৮/৫) অনুবাক্যা (হবে)।

ব্যাখ্যা— ৫ নং সূত্রে 'অনুসবনম্' বলা থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার তা বলার কারণ হল মাধ্যন্দিন সবনে পশুপুরোডাশের স্বিষ্টকৃতের সঙ্গে এই সবনীয় পুরোডাশের স্বিষ্টকৃতের অনুষ্ঠান করতে হলেও 'মাধ্য-' মন্ত্রটিই হবে অনুবাক্যা এবং 'হবি-' (১০ নং সূ. দ্র.) মন্ত্রটি হবে যাজ্যা। শা. ৭/১/৬; ৭/১৭/২; ৮/২/২ সূত্রেও এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে।

হোতা যক্ষদগ্নিং পুরোডাশানাম্ ইতি প্রৈষঃ ।। ৯।। [৭]

অনু.— (স্বিষ্টকৃতে যাজ্যার প্রৈষ) 'হোতা-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— সম্পূর্ণ প্রৈষটি হল 'হোতা যক্ষদগ্নিং পুরোডাশানাং জুষতাং হবির্হোতর্যজ' (প্রৈষাধ্যায় ৪/৪)। শা. ৭/১/৭ সূত্রের বিধানও তা-ই।

হবিরগ্নে বীহীতি যাজ্যা ।। ১০।। [৭]

অনু.— (স্বিষ্টকৃতে) যাজ্যা 'হবি-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— শা. ৭/১/৮ সূত্রেও এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

এতাস্বনুবাক্যাসু পুরোডাশশব্দং বহুবদ্ একে ।। ১১।। [৭]

অনু.— অন্যেরা (বলেন উদ্ধৃত) এই অনুবাক্যাগুলিতে 'পুরোডাশ' শব্দকে বহুবচনযুক্ত (করে পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ মনে করেন, যে-হেতু সবনীয় পুরোডাশযাগে আহুতিদ্রব্য পাঁচটি এবং পুরোডাশ-শব্দের লক্ষ্যার্থ ঐ পাঁচটি দ্রব্যই, সে-হেতু অনুবাক্যামন্ত্রে পুরোডাশ-শব্দে একবচনের স্থানে বহুবচনযুক্ত পদ প্রয়োগ করাই সঙ্গত।

বিজ্ঞায়তে পূয়তি বা এতদৃচোঽক্ষরং যদেনদ্ উহতি তস্মাদ্ ঋচং নোহেত্ ।। ১২।। [৮]

অনু.— (বেদ থেকে) জানা যায়— এই যে (মন্ত্রের অন্তর্গত অক্ষরকে) পরিবর্তন করেন (তাতে) ঋক্‌মন্ত্রের এই অক্ষর বস্তুত ভ্রষ্ট হয়। সেই জন্য ঋক্‌মন্ত্রকে পরিবর্তন করবেন না।

ব্যাখ্যা— সূত্রকারের মতে মন্ত্রে 'উহ' অর্থাৎ পরিবর্তন করলে ছন্দোভঙ্গ হয় এবং মন্ত্রের বিকৃতি ঘটে বলে পুরোডাশ শব্দে বহুবচন প্রয়োগ করা উচিত নয়। ছন্দ নষ্ট হওয়া মানেই মন্ত্রত্ব নষ্ট হওয়া, আর মন্ত্রত্ব নষ্ট হলেই যাগের মূল্যবান উপকরণটিই নষ্ট হয়ে যায়। তাই মন্ত্রের মধ্যে অযথা কোন পরিবর্তন ঘটাতে নেই। ঋক্‌মন্ত্রে উহ অর্থাৎ পরিবর্তন নিষিদ্ধ বলেই 'সর্বেষু যজুর্‌নিগদেষু' (৩/২/১৬) সূত্রে যজুর্মন্ত্রেই পরিবর্তন ঘটাবার কথা সূত্রকার বলেছেন।

পঞ্চম কণ্ডিকা (৫/৫)

[ঐন্দ্রবায়ব, মৈত্রাবরুণ ও আশ্বিন গ্রহের অনুষ্ঠান, প্রস্থিতযাজ্যা]

দ্বিদেবত্যৈশ্ চরন্তি ।। ১।।

অনু.— দুই দেবতাদের (গ্রহগুলি) দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা— সবনীয় পুরোডাশের পরে বায়ু ইন্দ্র-বায়ু, মিত্র-বরুণ এবং দুই অশ্বিন্ এই তিন যুগ্ম দেবতার উদ্দেশে গ্রহপাত্রের সোমরস অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়।

বায়ব ইন্দ্রবায়ুভ্যাং বায়বা যাহি দর্শতেন্দ্রবায়ু ইমে সুতা ইত্যনুবাক্যে অনবানং পৃথক্‌প্রণবে ।। ২।।

অনু.— বায়ু (ও) ইন্দ্র-বায়ুর (গ্রহের) উদ্দেশে 'বায়বা-' (১/২/১), 'ইন্দ্র-' (১/২/৪) এই দুই পৃথক্‌প্রণবযুক্ত অনুবাক্যা একনিঃশ্বাসে (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— 'অনুবাক্যে' এই পদে দ্বিবচন থাকায় অনুবাক্যা মন্ত্র এখানে দুটি এবং সেই কারণে প্রত্যেক মন্ত্রের শেষেই সামিধেনীর

মতো প্রণব উচ্চারণ করতে হবে। পিত্র্যা-ইষ্টিতে কিন্তু মন্ত্র দুটি হলেও (২/১৯/২৬ সু. দ্র.) অনুবাক্যা একটিই বলে দুটি মন্ত্রেরই শেষে নয়, দ্বিতীয় মন্ত্রেরই শেষে একবার মাত্র প্রণব হবে। লক্ষণীয় যে, ইন্দ্রবায়ু-গ্রহে দুটি অনুবাক্যা, দুটি প্রৈষ এবং দুটি যাজ্যা।

হোতা যক্ষদ্ বায়ুমগ্রেগাং হোতা যক্ষদিন্দ্রবায়ূ অর্হন্তেতি প্রৈষাব্ অনবানম্ ।। ৩।।

অনু.— (ইন্দ্রবায়ু-গ্রহে) 'হোতা-' (সু.), 'হোতা-' (সু.), এই দু-টি প্রৈষ এক-নিঃশ্বাসে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— সম্পূর্ণ প্রৈষদুটি হল— "হোতা যক্ষদ বায়ুমগ্রেগাম্ অগ্রেযাবানম্ অগ্রে সোমস্য পাতারং করদ্ এবং বায়ুরাবসা গমজ্ জুষতাং বেতু পিবতু সোমং হোতর্যজ" এবং "হোতা যক্ষদ্ ইন্দ্রবায়ূ অর্হন্তা রিহাণা গব্যাভির্গোমন্তা প্রিয়ন্তাং বীরবা শুক্রয়া এনয়োর্নিযুতো গোঅগ্রযাণাং বীরৌ কশাশ্বপুরস্তাত্ তাসামিহ প্রয়াণম্ আস্তিকবিমোচনং করত এবেন্দ্রবায়ূ জুষেতাং বীতাং পিবতাং সোমং হোতর্যজ" (প্রৈষাধ্যায় ৪/৫, ৬)।

অগ্রং পিবা মধূনাম্ ইতি যাজ্যে অনবানম্ একাগুরে পৃথগ্‌বষট্কারে ।। ৪।।

অনু.— (ইন্দ্রবায়ু-গ্রহে) 'অগ্রং-' (৪/৪৬/১, ২) এই দুটি পৃথক্-বষট্কার-যুক্ত এক-আগু-বিশিষ্ট যাজ্যা একনিঃশ্বাসে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— দুটি যাজ্যামন্ত্রেরই শেষে বৌষট্ উচ্চারণ করতে হবে, কিন্তু যাজ্যা দুটি হলেও 'একাগুরে' বলায় আগু দু-বার নয়, এক-বারই শুধু প্রথম মন্ত্রের আগেই পাঠ করতে হবে। ঘর্মের (৪/৭/৫, ৯ সু. দ্র.) এবং আশ্বিন গ্রহের যাজ্যায় (৬/৫/২৬ সু. দ্র.) কিন্তু মন্ত্র দুটি হলেও যাজ্যা একটি বলে বষট্কারও একবারই পাঠ করতে হয়। এখানে দুটি পৃথক্ পৃথক্ অনুবাক্যায় পৃথক্ পৃথক্ দুই দেবতার স্মরণ এবং দুটি পৃথক্ পৃথক্ যাজ্যায় দুই দেবতার উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ আহুতি দেওয়া হয় বলে প্রত্যেক অনুবাক্যার শেষে প্রণব এবং প্রত্যেক যাজ্যার শেষে বষট্কার উচ্চারণ করতে হবে। সামিধেনীতেও প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ করা হয় কার্যের ভেদেরই জন্য। প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে সেখানে অগ্নিতে সমিৎ নিক্ষেপ করতে হয়।

ইদম্-আদ্যনবানং প্রাতঃসবন ইজ্যানুবাক্যে ।।৫।।

অনু.— এখান থেকে শুরু করে প্রাতঃসবনে (সমস্ত) অনুবাক্যা এবং যাজ্যা একনিঃশ্বাসে (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— প্রাতঃসবন বলতে এখানে শুধু প্রাতঃসবনেই যেগুলির প্রথম বিধান করা হচ্ছে সেগুলিরই নয়, অন্য যাগ থেকে যেগুলি এখানে অতিদিষ্ট (আহৃত) হচ্ছে সেগুলিকেও বুঝতে হবে। ফলে অতিদিষ্ট বাজিনযাগের অনুবাক্যামন্ত্রও প্রাতঃসবনে একনিঃশ্বাসেই পাঠ করতে হয়। পরবর্তী সূত্রে 'চ' শব্দ দ্বারা প্রাতঃসবনের অপর দুই গ্রহের অনুবাক্যা এবং যাজ্যার একনিঃশ্বাসে পাঠ বিহিতই হয়েছে। অন্য কোন ক্ষেত্রে প্রাতঃসবনে একাধিক যাজ্যা ও একাধিক অনুবাক্যা নেই। তাই এখানে অতিদিষ্ট স্থলই অভিপ্রেত বলে বুঝতে হবে।

প্রৈষৌ চোত্তরয়োর্ গ্রহয়োঃ ।।৬।।

অনু.— এবং পরবর্তী দুই গ্রহে প্রৈষ (মন্ত্রও একনিঃশ্বাসে পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— মিত্র-বরুণ ও অশ্বিদ্বয়ের গ্রহের আহুতির অনুবাক্যা ও যাজ্যা এবং সেখানে মৈত্রাবরুণ নামে ঋত্বিকের পাঠ্য প্রৈষও একনিঃশ্বাসে পাঠ করতে হয়।

হুত্বৈতদ্ গ্রহপাত্রম্ আহরত্যধ্বর্যুঃ ।। ৭।।

অনু.— অধ্বর্যু এই (ইন্দ্র-বায়ুর) গ্রহপাত্র আহুতি দিয়ে (তা সদোমণ্ডপে হোতার কাছে) নিয়ে আসেন।

ব্যাখ্যা— সূত্রে 'এতত্' এবং 'অধ্বর্যুঃ' বলায় বুঝতে হবে এই সময়ে প্রতিপ্রস্থাতাও অন্য একটি গ্রহপাত্রের সোম আহুতি দেন। ভক্ষণের সময়ে তাই প্রতিপ্রস্থাতার কাছে 'উপহব' চাইতে হবে। বায়ব্য-ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের আহুতির সময়ে প্রতিপ্রস্থাতাও

দ্রোণকলশ থেকে আদিত্যপাত্রে সোমরস নিয়ে তা আহুতি দেন এবং আদিত্যস্থালীতে কিছু রস (সম্পাত) ঢেলে রাখেন। মৈত্রাবরুণ এবং আশ্বিন গ্রহের ক্ষেত্রেও এই একই রীতি।

তদ্ গৃহ্ণীয়াদ্ ঐতুবসুঃ পুরূবসুর্ ইতি ।। ৮।।

অনু.— (আনা হলে হোতা) 'ঐতু-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) তা গ্রহণ করবেন।

প্রতিগৃহ্য দক্ষিণম্ ঊরুম্ অপোচ্ছাদ্য তস্মিন্ সাদয়িত্বাকাশবতীভির্ অঙ্গুলীভির্ অপিদধ্যাত্ ।। ৯।।

অনু.— (ইন্দ্রবায়ুর গ্রহপাত্র) গ্রহণ করে ডান ঊরুকে অনাবৃত করে সেখানে (ঐ গ্রহ) রেখে (তা) ফাঁক ফাঁক আঙুলগুলি দিয়ে ঢেকে রাখবেন।

ব্যাখ্যা— বাঁ হাত দিয়ে ডান ঊরুর কাপড় কিছুটা সরিয়ে ঊরুর উপর সেই ফাঁকা জায়গায় ইন্দ্রবায়ুর গ্রহটি ডান হাত দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। হাতের তল দিয়েই ঢেকে রাখবেন, আঙুলগুলি শুধু ফাঁক ফাঁক থাকবে, কারণ শুধু পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবকাশযুক্ত আঙুল দিয়ে পাত্রটি ঢেকে রাখা সম্ভব নয়। ১/১/১২ সূত্র থাকা সত্ত্বেও এখানে 'দক্ষিণম্' বলার উদ্দেশ্য হল বাঁ হাত দিয়ে কাপড় সরাতে হবে এ-কথা বোঝান। আগের সূত্র থেকেই বোঝা যাচ্ছে বলে এখানে 'প্রতিগৃহ্য' না বললেও চলে, তবুও তা বলার তাৎপর্য হচ্ছে গ্রহ নিয়ে অন্য হাতে তা রাখা চলবে না, ঐ হাতেই রাখতে হবে।

এবম্ উত্তরে ।। ১০।।

অনু.— এইভাবে পরবর্তী দুটি (গ্রহপাত্রকেও গ্রহণ করার পর ঊরুতে রাখতে এবং হাত দিয়ে ঢাকতে হয়)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী দুটি গ্রহ হচ্ছে মৈত্রাবরুণ গ্রহ এবং আশ্বিন গ্রহ। এই দুই গ্রহকেও ডান ঊরুতে রাখতে এবং হাত দিয়ে ঢাকা দিতে হয় বায়ু-ইন্দ্রবায়ু গ্রহের মতোই।

সব্যেন স্বপিধায় তয়োঃ প্রতিগ্রহো ভক্ষণং চ ।। ১১।।

অনু.— ঐ দুটি (গ্রহের) গ্রহণ ও ভক্ষণ কিন্তু বাঁ হাত দিয়ে ঢেকে করতে হয়।

ব্যাখ্যা— ভক্ষণ করা হয় প্রস্থিতযাজ্যার পরে। ৫/৬/৪ সূ. দ্র.। গ্রহণ ও ভক্ষণের সময়ে বাঁ হাত দিয়ে ঢেকে প্রদত্ত গ্রহকে ডান হাতে গ্রহণ ও ভক্ষণ করতে হয়। প্রসঙ্গত ৫/৬/১ সূত্র ও সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

মৈত্রাবরুণস্যায়ং বাং মিত্রাবরুণা হোতা যক্ষন্ মিত্রাবরুণা গৃণানা জমদগ্নিনেতি ।। ১২।।

অনু.— মৈত্রাবরুণ (গ্রহের অনুবাক্যা, প্রৈষ এবং যাজ্যা যথাক্রমে) 'অয়ং-' (২/৪১/৪), 'হোতা-' (সূ.), 'গৃণানা-' (৩/৬২/১৮)।

ব্যাখ্যা— সম্পূর্ণ প্রৈষমন্ত্রটি হল— "হোতা যক্ষন্ মিত্রাবরুণা সুক্রত্রা রিশাদসা নি চিন্ মিষন্তা নিচিরা নিচব্যাঁ সাক্কশ্চিদ্ গাতুবিত্তরানুষণেন চক্ষসা ঋতমৃতমিতি মীধ্যানা করত এবং মিত্রাবরুণা জুষেতাং বীতাং পিবেতাং সোমং হোতর্যজ" (প্রৈষাধ্যায়— ৪/৭)।

ঐতুবসুর্বিদদ্বসুর্ ইতি প্রতিগৃহ্য দক্ষিণেনৈন্দ্রবায়বং হ্যত্যাত্যাত্মং সাদনম্ ।। ১৩।। [১২]

অনু.— (আহুতির পরে সদোমণ্ডপে নিয়ে আসা ঐ গ্রহকে) 'ঐতু-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) গ্রহণ করে ইন্দ্র-বায়ু গ্রহের ডান দিক দিয়ে নিয়ে এসে নিজের অভিমুখে রাখা (হয়)।

ব্যাখ্যা— অত্যাত্মম্ = নিজের দিকে, নিজের আরও (কোলের) কাছে। প্রসঙ্গত ১০-১১ সং সূ. দ্র.।

আশ্বিনস্য প্রাতর্যুজা বি বোধয় হোতা যক্ষদশ্বিনা নাসত্যা বাবৃধানা শুভস্পতী ইতি ।। ১৪ ।। [১২]

অনু.— আশ্বিন (গ্রহের অনুবাক্যা, প্রৈষ এবং যাজ্যা) 'প্রাত-' (১/২২/১), 'হোতা-' (সূ.), 'বাবৃ-' (৮/৫/১১)।

ব্যাখ্যা— সম্পূর্ণ প্রৈষমন্ত্রটি হল— "হোতা যক্ষদশ্বিনা নাসত্যা দীদ্যগ্নী রুদ্রবর্তনী ন্যন্তরেণ চক্রেণ চ বামীরিব উর্জ আবহতং সুবীরাঃ সনুতরেণা নরুযো বাধেতাং মধুকশয়েমং যজ্ঞং যুবানা মিমিক্ষতাং করত এবাশ্বিনা জুষেতাং বীতাং পিবেতাং সোমং হোতর্যজ (প্রৈষাধ্যায়— ৪/৮)।

ঐতুবসুঃ সংযদ্বসুর্ ইতি প্রতিগৃহ্যৈবম্ এব হস্তোত্তরেণ শিরঃ পরিহৃত্যাভ্যাত্মতরং সাদনম্ ।। ১৫।। [১২]

অনু.— (আশ্বিন গ্রহকে) 'ঐতু-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) গ্রহণ করে এইভাবেই নিয়ে গিয়ে মাথার উত্তর দিক্ দিয়ে ঘুরিয়ে এনে নিজের আরও কাছে রাখা (হয়)।

ব্যাখ্যা— উরুতে রাখা ইন্দ্র-বায়ুর গ্রহ এবং মিত্র-বরুণের গ্রহের ডান দিক্ দিয়ে আশ্বিন গ্রহকে নিয়ে গিয়ে তার পরে মাথার উত্তর অর্থাৎ বাঁ দিক্ দিয়ে পিছনে নিয়ে গিয়ে মাথার ডান দিক্ দিয়ে সামনে এনে ঐ দুই গ্রহের অপেক্ষায় তাকে নিজের আরও (কোলের) কাছে রেখে দিতে হয়। এবম্ = ১৩ নং সূত্রের মতো।

অনুবচনপ্রৈষযাজ্যাসু নিত্যোঽধ্বর্যুতঃ সংপ্রৈষঃ ।। ১৬।। [১৩]

অনু.— অনুবচন, প্রৈষ এবং যাজ্যায় সর্বদা অধ্বর্যুদের কাছ থেকে প্রৈষ (পেতে হয়)।

ব্যাখ্যা— 'অধ্বর্যোঃ' না বলে অক্ষরসংখ্যার একটু বাহুল্য ঘটিয়ে 'অধ্বর্যুতঃ' বলায় অধ্বর্যুদের দলের যে-কোন একজনের কাছ থেকে প্রৈষ পেলেই চলবে। 'নিত্যঃ' পদটি থাকায় পশুযাগের সূক্তবাক্প্রৈষ প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষেত্রে মৈত্রাবরুণকে আর অধ্বর্যুর প্রৈষের অপেক্ষায় থাকতে হবে না— 'নিত্যবচনং নিত্য এব প্রৈষ আকাঙ্ক্ষণীয়ো নানিত্য ইত্যেবম্-অর্থম্' (না.)। 'নিত্য' হলে তবেই অনুবচন প্রভৃতির জন্য প্রৈষের অপেক্ষায় থাকতে হয়, নতুবা নয়।

উন্নীয়মানেভ্যোঽস্বাহা ত্বা বহন্তসাবি দেবমিহোপ যাতেত্যনুসবনম্ ।। ১৭।। [১৪]

অনু.— প্রত্যেক সবনে (চমসগুলিতে) ঢালা হচ্ছে (এমন সোমের) উদ্দেশে (সবনের ক্রম অনুযায়ী) 'আ ত্বা-' (১/১৬), 'অসাবি-' (৭/২১), 'ইহো-' (৪/৩৫) এই অনুবচন (মন্ত্র) পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— সোমযাগে গ্রহ এবং চমস নামে কতকগুলি কাঠের পাত্রে সোমরস নেওয়া হয়। ব্রহ্মা প্রভৃতি দশজনের নামে একটি করে মোট দশটি চমস পাত্র থাকে (৫/৬/২৫ সূ. দ্র.)। সেই দশ চমসে অন্য পাত্র থেকে সোমরস তুলে ভরে নেওয়াকে বলে 'উন্নয়ন'। চমসে উন্নেতা নামে ঋত্বিক্ সোমরস ভরতে থাকলে অধ্বর্যু 'উন্নীয়মানেভ্যোঽনুব্রূহি' বলে প্রৈষ দেন। মৈত্রাবরুণ তখন হাতে দণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবন অনুযায়ী উদ্ধৃত তিনটি সূক্তের একটি করে সূক্ত পাঠ করেন। এই তিনটি সূক্ত যথাক্রমে প্রাতঃ, মাধ্যন্দিন ও তৃতীয় সবনে পাঠ্য। ঐ. ব্রা. ২৮/১, ৩, ৪ অংশেও এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে।

হোতা যক্ষদিন্দ্রং প্রাতঃ প্রাতঃসাবস্য হোতা যক্ষদিন্দ্রং মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য হোতা যক্ষদিন্দ্রং তৃতীয়স্য সবনস্যেতি প্রেষিতঃ প্রেষিতো হোতানুসবনং প্রস্থিতযাজ্যাভির্ যজতি ।। ১৮।। [১৫]

অনু.— প্রত্যেক সবনে যথাক্রমে 'হোতা-' (সূ.), 'হোতা-' (সূ.), 'হোতা-' (সূ.), এই (বাক্যে) নির্দিষ্ট হয়ে হয়ে (হোতা) প্রস্থিতযাজ্যা পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— শুক্র ও মন্থী গ্রহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চমসের সোম অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার সময়ে সাত ধিষ্ণ্যের অধিকারী ঋত্বিকেরা যে যাজ্যাগুলি পাঠ করেন সেগুলির নাম 'প্রস্থিতযাজ্যা'। 'হোতা' বলা হয়েছে এই কথাই বোঝাতে যে, প্রত্যেক সবনে শুধু হোতার পাঠ্য প্রস্থিতযাজ্যার আগেই প্রৈষ দেওয়া হয়, অন্য ঋত্বিক্দের ক্ষেত্রে দেওয়া হয় না। তিন সবনের প্রস্থিতযাজ্যার প্রৈষ হল

যথাক্রমে উদ্ধৃত তিনটি মন্ত্র। মৈত্রাবরুণের কাছ থেকে প্রৈষ পেলে হোতা (প্রস্থিত) যাজ্যামন্ত্র পাঠ করেন। তিনি সবনের প্রৈষমন্ত্রগুলি হচ্ছে যথাক্রমে (১) "হোতা যক্ষদ্ ইন্দ্রং প্রাতঃ প্রাতঃসাবস্যার্ববিতো গমদা পরাবত ওরোরন্তরিক্ষাদা স্বাত্ সধস্থাদ্ ইমে অস্মৈ শুক্রা মধুশ্চুতঃ প্রস্থিতা ইন্দ্রায় সোমাস্তাং জুষতাং বেতু পিবতু সোমং হোতর্যজ", (২) "হোতা যক্ষদিন্দ্রং মাধ্যন্দিনসা সবনস্য নিষ্কেবল্যস্য ভাগস্যাত্তারং পাতারং শ্রোতারং হবমাগন্তারম্ অস্যা ধিয়োঃবিতারং সুম্বতো যজমানস্য বৃধমোভা কুক্ষী পৃণতাং বার্ত্রঘ্নং চ মাঘোনং চেমে অস্মৈ শুক্রামন্থিনঃ প্রস্থিতা ইন্দ্রায় সোমাস্তাং জুষতাং বেতু পিবতু সোমং হোতর্যজ" এবং (৩) "হোতা যক্ষদ্ ইন্দ্রং তৃতীয়স্য সবনস্য ঋভুমতো বিভুমতো বাজবতো বৃহস্পতিবতো বিশ্বদেব্যাবতঃ সমস্য মদাঃ প্রাতস্তনাগ্বত সং মাধ্যন্দিনাঃ সমিদাতনাস্তেষাং সমুক্ষিতানাং গৌর ইব প্রগাহ্যা বৃষায়স্বাযুয়া বাহুভ্যামুপ যাহি হরিভ্যাং প্রপ্রুথ্যা শিপ্রে নিস্পৃথ্য ঋজীষিন্নিমে অস্মৈ তীব্রা আশীর্বন্তঃ প্রস্থিতা ইন্দ্রায় সোমাস্তাং জুষতাং বেতু পিবতু সোমং হোতর্যজ" (প্রৈষাধ্যায় ৪/৯-১১)।

নামাদেশম্ ইতরে ।। ১৯।। [১৬]

অনু.— অপর (ঋত্বিকেরা প্রস্থিতযাজ্যা পাঠ করবেন তাঁদের) নাম-উল্লেখ অনুযায়ী।

ব্যাখ্যা— আদেশম্ = আ-দিশ্ + ণমুল্ (= অম্)— উল্লেখ করে করে। অপর ঋত্বিক্‌দের ক্ষেত্রে মৈত্রাবরুণ কোন প্রৈষ দেন না। অধ্বর্যু তাঁদের নাম উল্লেখ করে 'প্রশাস্তর্যজ', 'ব্রহ্মন্ যজ', 'পোতর্যজ', 'নেষ্টর্যজ', 'অগ্নীদ্ যজ', 'অচ্ছাবাক যজ', (কা. শ্রৌ ৯/১১/৭ সূ. দ্র.) বললে তাঁরা নিজ নিজ প্রস্থিতযাজ্যা পাঠ করেন। প্রশাস্তার সম্পর্কে বৃত্তিকার বলেছেন— 'যদ্যপি অধ্বর্যবো হোতর্ যজ ইতি প্রেষ্যন্তি তথাপ্যত্র প্রশাস্তৈব যজেত্'।

প্রশাস্তা ব্রাহ্মণাচ্ছংসী পোতা নেষ্টাগ্নীধ্রঃ ।। ২০।। [১৭]

অনু.— (সেই অপর ঋত্বিকেরা হলেন) মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা, আগ্নীধ্র।

অচ্ছাবাকশ্ চ ।। ২১।। [১৭]

অনু.— এবং অচ্ছাবাক।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্রের সঙ্গে অচ্ছাবাকেরই যাতে যোগ থাকে সেই উদ্দেশে তাঁর জন্য এই একটি পৃথক্ সূত্র করা হল, আগের সূত্রে অপরদের সঙ্গে তাঁর নাম উল্লেখ করা হল না।

উত্তরয়োঃ সবনয়োঃ পুরাগ্নীধ্রাদ্ ।। ২২।। [১৮]

অনু.— পরের দুই সবনে আগ্নীধ্রের আগে (অচ্ছাবাক প্রস্থিতযাজ্যা পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রাতঃসবনে আগ্নীধ্রের পরে অচ্ছাবাক প্রস্থিতযাজ্যা পাঠ করলেও অপর দুই সবনে তিনি তা পাঠ করবেন আগ্নীধ্রের আগে।

ইদং তে সোম্যং মধু মিত্রং বয়ং হবামহ ইন্দ্র ত্বা বৃষভং বয়ং মরুতো যস্য হি ক্ষয়েগ্নে পত্নীরিহা বহোক্ষান্নায় বশান্নায়েতি প্রাতঃসবনিক্যঃ প্রস্থিতযাজ্যাঃ ।। ২৩।। [১৮]

অনু.— প্রাতঃসবন-সম্পর্কিত প্রস্থিতযাজ্যাগুলি (হচ্ছে) 'ইদং-' (৮/৬৫/৮), 'মিত্রং-' (১/২৩/৪), 'ইন্দ্র-' (৩/৪০/১), 'মরুতো-' (১/৮৬/১), 'অগ্নে-' (১/২২/৯), 'উক্ষা-' (৮/৪৩/১১)।

ব্যাখ্যা— এগুলি যথাক্রমে হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা এবং আগ্নীধ্রের পাঠ্য প্রস্থিতযাজ্যা। অচ্ছাবাকের প্রস্থিতযাজ্যা পরে ৫/৭/৭ সূত্রে বলা হবে। ঐ. ব্রা. ২৮/২ অংশেও এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে।

পিবা সোমমভি যমুগ্র তর্দ ইতি তিস্রোঽর্বাঙেহি সোমকামং ত্বাহুস্তবায়ং সোমস্ত্বমেহ্যর্বাঙিন্দ্রায় সোমাঃ প্রদিবো বিদানা আপূর্ণো অস্য কলশঃ স্বাহেতি মাধ্যন্দিন্যঃ ।। ২৪।। [১৯]

অনু.— মাধ্যন্দিনন-সম্পর্কিত (প্রস্থিতযাজ্যাগুলি হচ্ছে) 'পিবা-' (৬/১৭/১-৩) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), 'অর্বাঙে-' (১/১০৪/৯), 'তবায়ং-' (৩/৩৫/৬), 'ইন্দ্রায়-' (৩/৩৬/২), 'আপূর্ণো-' (৩/৩২/১৫)।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি মন্ত্র যথাক্রমে হোতা, মৈত্রাবরুণ, এবং ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর, 'অর্বাঙে-' পোতার, 'তবায়ং-' নেষ্টার, 'ইন্দ্রায়-' অচ্ছাবাকের এবং 'আপূর্ণো-' আগ্নীধ্রের পাঠ্য প্রস্থিতযাজ্যা। ঐ. ব্রা.২৮/৩ অংশেও এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে।

ইন্দ্র ঋভুভির্বাজবদ্ভিঃ সমুক্ষিতমিন্দ্রাবরুণা সুতপাবিমং সুতমিন্দ্রশ্চ সোমং পিবতং বৃহস্পত আ বো বহন্ত সপ্তয়ো রঘুষ্যদোঽমেব নঃ সুহবা আ হি গন্তনেন্দ্রাবিষ্ণূ পিবতং মধ্বো অস্যেমং স্তোমমর্হতে জাতবেদস ইতি তার্তীয়সবনিক্যঃ ।। ২৫।। [১৯]

অনু.— তৃতীয়সবন-সম্পর্কিত (প্রস্থিতযাজ্যাগুলি হল) 'ইন্দ্র-' (৩/৬০/৫), 'ইন্দ্রা-' (৬/৬৮/১০), 'ইন্দ্রশ্চ-' (৪/৫০/১০), 'আ-' (১/৮৫/৬), 'অমেব-' (২/৩৬/৩), 'ইন্দ্রা বিষ্ণূ-' (৬/৬৯/৭), 'ইমং-' (১/৯৪/১)।

ব্যাখ্যা— ক্রম আগের সূত্রেরই মতো, তাই 'ইন্দ্রা বিষ্ণূ-' অচ্ছাবাকের এবং 'ইমং-' আগ্নীধ্রের পাঠ্য যাজ্যা। এই মন্ত্রগুলিও ঐ. ব্রা. ২৮/৪ অংশে বিহিত মন্ত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন।

সোমস্যাগ্নে বীহীত্যনুবষট্‌কারঃ ।। ২৬।। [১৯]

অনু.— 'সোমস্যাগ্নে-' (সূ.) অনুবষট্‌কার।

ব্যাখ্যা— প্রস্থিতযাজ্যার শেষে বৌষট্ বলার পর আবার 'সোমস্যাগ্নে বীহি বৌ৩ষট্' বলতে হয়। প্রথম বষট্‌কারের পরে এটি আবার একটি বষট্‌কার বলে একে 'অনুবষট্‌কার' বলে।

প্রস্থিতযাজ্যাসু শস্ত্রযাজ্যাসু মরুত্বতীয়ে হারিযোজনে মহিম্নি। আশ্বিনে চ তৈরোঅহ্ন্যে ।। ২৭।। [২০]

অনু.— প্রস্থিতযাজ্যা, শস্ত্রযাজ্যা, মরুত্বতীয় গ্রহ, হারিযোজন গ্রহ, মহিমগ্রহ এবং পরবর্তী দিনের আশ্বিনশস্ত্রে (অনুবষট্‌কার করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— তৈরোঅহ্ন্য = পূর্ববর্তী রাত্রি দ্বারা ব্যবহিত, পরবর্তী দিনে উৎপন্ন; সম্ভবত অতিরাত্র প্রভৃতি যাগের প্রাতঃসবনের দ্বিদেবত্য আশ্বিনগ্রহ থেকে পরবর্তী দিনের আশ্বিনশস্ত্রের পরে প্রদেয় গ্রহকে পৃথক্ করার জন্য এই বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। বস্তুত 'আশ্বিনে চ তৈরোঅহ্ন্যে' একটি পৃথক্ সূত্র। সূত্রটি পৃথক্ হওয়ায় এই সূচনাই পাওয়া যাচ্ছে যে, আশ্বিনশস্ত্রের শেষ মন্ত্রেরশেষে বষট্‌কার ও অনুবষট্‌কার করা হলেও সেই শেষ মন্ত্রটি যাজ্যা নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আশ্বিনশস্ত্র যাজ্যাবিহীন।

তদ্ এষাভি যজ্ঞগাথা গীয়তে ঋতুযাজান্ দ্বিদেবত্যান্ যশ্ চ পাত্নীবতো গ্রহঃ। আদিত্যগ্রহসাবিত্রৌ তানৃত্বম্ নানুবষট্ কৃথা ইতি ।। ২৮।। [২১]

অনু.— ঐ বিষয়ে যজ্ঞসম্পর্কিত (ব্রাহ্মণগ্রন্থের) এই শ্লোক আছে— ঋতুযাজ, দুই দেবতার গ্রহ এবং যে পাত্নীবত গ্রহ, আদিত্য গ্রহ ও সাবিত্রগ্রহ সেই (গ্রহ)গুলি-কে (-তে) অনুবষট্ করবে না।

ব্যাখ্যা— যজ্ঞগাথা = যজ্ঞসম্পর্কিত শ্লোক। ঋতুযাজ, দুই দেবতার গ্রহ, পাত্নীবত গ্রহ প্রভৃতির আহুতির সময়ে যাজ্যার অনুবষট্‌কার করতে নেই। ঠিক কোন্‌গুলিকে অনুবষট্‌কার করতে হবে এবং ঠিক কোন্‌গুলিকে তা করতে নেই সেই কথাই পর পর দুটি সূত্রে বলা হল।

প্রতিবষট্‌কারং ভক্ষণম্ ।। ২৯।। [২২]

অনু.— প্রত্যেক বষট্‌কারে (সোমরস) ভক্ষণ (করা হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা— যেখানে একবার বষট্‌কার সেখানে একবার এবং যেখানে আবার একটি বষট্‌কার (আ. ৫/৫/৪ দ্র.) অথবা অনুবষট্‌কার নিয়ে মোট দু-বার বষট্‌কার সেখানে দু-বার সোমপান করতে হয়।

তূষ্ণীম্ উত্তরম্ ।। ৩০।। [২৩]

অনু.— দ্বিতীয় (বার) বিনামন্ত্রে (ভক্ষণ করতে হয়)।

এত্যধ্বর্যুঃ ।। ৩১।। [২৪]

অনু.— (আহবনীয়ের কাছ থেকে) অধ্বর্যু (সদোমণ্ডপে) আসেন।

অয়াডগ্নীদ্ ইতি পৃচ্ছতি ।। ৩২।। [২৫]

অনু.— (অধ্বর্যুকে তখন হোতা) জিজ্ঞাসা করেন, 'অয়াডগ্নীত্'?

ব্যাখ্যা— প্রশ্নের অর্থ হল— আগ্নীধ্র কি প্রস্থিতযাজ্যার যাজ্যা পাঠ করেছেন?

অয়াড্ ইতি প্রত্যাহ ।। ৩৩।। [২৬]

অনু.— (অধ্বর্যু) উত্তর দেন 'অয়াট্'।

ব্যাখ্যা— অর্থ হচ্ছে— করেছেন।

স তত্রমকর্বো নঃ সোমস্য পায়য়িষ্যতীতি হোতা জপতি ।। ৩৪।। [২৭]

অনু.— হোতা (তখন) 'স-' (সূ.) এই (মন্ত্রটি) জপ করেন।

ব্যাখ্যা— যাতে ভুল না হয় যে, এটি অধ্বর্যুর পাঠ্য মন্ত্র, সেই কারণে সূত্রে 'হোতা' শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত ১/১/১৪ সূ. দ্র.।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা (৫/৬)

[দ্বিদেবত্যগ্রহের ও চমসের অবশিষ্ট সোমরসের পান, উপহব-বিচার, চমসপানে অধিকারী-বিচার, চমসের আপ্যায়ন]

ঐন্দ্রবায়বম্ উত্তরেঽর্ধে গৃহীত্বাধ্বর্যবে প্রণাময়েদ্ এষ বসুঃ পুরূবসুরিহ বসুঃ পুরূবসুর্ময়ি বসুঃ পুরূবসুর্বাক্‌পা বাচং মে পাহ্যুপহূতা বাক্ সহ প্রাণেনোপ মাং বাক্ সহ প্রাণেন হ্বয়তামুপহূতা ঋষয়ো দৈব্যাসস্তনূপাবানস্তপোজা উপ মামৃষয়ো দৈব্যাসো হ্বয়ন্তাং তনূপাবানস্তপোজা ইতি ।। ১।।

অনু.— ইন্দ্রবায়ুর গ্রহকে (ডান হাতে ডান পাশের) উপরের অংশে ধরে অধ্বর্যুর উদ্দেশে 'এষ-' (সূ.) এই (মন্ত্রে তা) নীচু করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রণাময়েদ্ = নামিয়ে দেবেন, এগিয়ে দেবেন। উভয় উপরে রাখা অপর দুটি গ্রহকে বাঁ হাতে ঢেকে রেখে ডান হাত দিয়ে ইন্দ্রবায়ু-গ্রহের উত্তরাংশ ধরে অধ্বর্যুর উদ্দেশে তা নামিয়ে বা এগিয়ে দিতে হয়। ঐ. ব্রা. ৯/৩ অংশে 'এষ-' মন্ত্রে ভক্ষণ করতে বলা হয়েছে।

অধ্বর্য উপহ্বয়স্বেত্যুক্তাবঘ্রায় নাসিকাভ্যাং বাগ্‌দেবী সোমস্য তৃপ্যত্বিতি ভক্ষয়েত্ সর্বত্র ।। ২।।

অনু.— 'অধ্বর্য-' এই (মন্ত্র) বলে দুই নাক দিয়ে (পাত্রের সোম) আঘ্রাণ করে সর্বত্র (দ্বিদেবত্য গ্রহে) 'বাগ্‌-' (সূ.) এই (মন্ত্রে সোমরস) ভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা— দ্র. যে, এখানে উপহবমন্ত্র হচ্ছে 'অধ্বর্য উপহ্বয়স্ব'। 'উপহব' মানে অপর ঋত্বিক্‌কে ভক্ষণের জন্য আহ্বান জানাতে অনুরোধ করা। পরস্পরের অনুরোধকে 'সমুপহব' বলে। ২৩ নং সূত্র অনুযায়ী বর্তমান সূত্রের 'বাগ্‌-' মন্ত্রটি হচ্ছে সোমভক্ষজপ। সূত্রে ঘ্রাণের বিধান থাকায় 'নাসিকাভ্যাং' না বললেও চলত। তবুও তা বলার উদ্দেশ্য হল, বিশেষ বলা না থাকলে অন্যত্র সেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ কার্য একটি অথবা বিকল্পে দু-টি অঙ্গ (অংশ) দ্বারাই করা চলবে। 'সর্বত্র' বলায় অন্য যুগ্মদেবতার ক্ষেত্রেও এই মন্ত্রেই সোম পান (ভক্ষণ) করতে হয়। ১৫ নং সূত্র থাকা সত্ত্বেও উপহবটি বলা হয়েছে ক্রমনির্দেশের জন্য।

প্রতিভক্ষিতং হোতৃচমসে কিঞ্চিদ্ অবনীয়ানাচম্যোপস্থানাদি পুনঃ সংভক্ষয়িত্বা ন সোমেনোচ্ছিষ্টা ভবন্তীত্যাদাহরন্তি শেষং হোতৃচমস আনীয়োত্সৃজেত্ ।। ৩।।

অনু.— (অধ্বর্যু দ্বারা) প্রতিভক্ষণ-করা (ইন্দ্র-বায়ু গ্রহের সোমরস হোতা) হোতৃচমসে কিছুটা ঢেলে আচমন না করে উপস্থান প্রভৃতি (করে) আবার (দু-জনে ঐ সোম) একসঙ্গে পান করে (গ্রহের) অবশিষ্ট সোমরস হোতৃচমসে এনে (গ্রহপাত্রটি) ত্যাগ করবেন। (শাস্ত্র) বলে সোম দ্বারা (কোন-কিছু) উচ্ছিষ্ট হয় না।

ব্যাখ্যা— একবার ঐন্দ্রবায়বগ্রহের সোমরস উপহব, আঘ্রাণ, পান, প্রতিভক্ষণ এবং হোতৃচমসে স্থাপনের পর আবার উপহব, আঘ্রাণ, পান, প্রতিভক্ষণ এবং হোতৃচমসে গ্রহের অবশিষ্ট সোমরস স্থাপন করা হয়। স্থাপনের পর গ্রহপাত্রটি রেখে দেওয়া হয়। একজনের পানের পর দ্বিতীয় জনের ঐ একই পাত্র থেকে পান করাকে 'প্রতিভক্ষণ' বলে। সোমরস পানের পর ঐ উচ্ছিষ্ট সোমরস হোতৃচমসে ঢেলে রাখলেও এবং আচমন না করলেও কোন দোষ হয় না, কারণ শাস্ত্রে বলা আছে সোমপানে উচ্ছিষ্টদোষ ঘটে না। প্রথমবার প্রতিভক্ষণ করেন অধ্বর্যু, দ্বিতীয়বার প্রতিপ্রস্থাতা। দ্বিতীয়বার পান করার সময়ে প্রতিপ্রস্থাতার কাছে তাই উপহব চাইতে হয়।

এবম্ উত্তরে ।। ৪।।

অনু.— এইভাবে পরবর্তী দুটি (গ্রহও তাঁরা পান করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৯/৩ অনুযায়ী তিন গ্রহের সোমরস যথাক্রমে 'এষ বসুঃ পুরু-' 'এষ বসুর্বিদদ্-' 'এষ বসুঃ সংযদ্-' মন্ত্রে পান করতে হয়।

ন ত্বেনয়োঃ পুনর্ভক্ষঃ ।। ৫।।

অনু.— এই দুটি (গ্রহের ক্ষেত্রে) কিন্তু পুনর্ভক্ষণ (করতে হয়) না।

ব্যাখ্যা— ৫/৫/৪ সূত্র অনুযায়ী ইন্দ্র-বায়ুর গ্রহের ক্ষেত্রে দু-বার বষট্‌কার করা হয় বলে ৩ নং সূত্র অনুযায়ী একবার সোমরস পান করার পর অধ্বর্যু ও হোতাকে ঐ গ্রহের সোম আবার সংভক্ষণ অর্থাৎ একসাথে পান করতে হয়। মিত্র-বরুণ এবং আশ্বিন গ্রহের ক্ষেত্রে কিন্তু দুটি বষট্‌কার নেই বলে পুনর্ভক্ষণ করতে হয় না। প্রতিপ্রস্থাতার কাছে উপহব-প্রার্থনা কিন্তু করতে হবে।

ন কথন দ্বিদেবত্যানাম্ অনবনীতম্ অবসৃজেত্ ।। ৬।।

অনু.— দুই দেবতার কোন (গ্রহকেই হোতৃচমসে) না ঢালা (হলে) ত্যাগ করবেন না।

ব্যাখ্যা— ৩ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। শা. ৭/৪/১৭ সূত্রেও তা-ই বলা আছে।

মৈত্রাবরুণম্ এষ বসুর্বিদদ্বসুরিহ বসুর্বিদদ্বসুর্ময়ি বসুর্বিদদ্বসুশ্চক্ষুষ্পাশ্চক্ষুর্মে পাহ্যুপহূতং চক্ষুঃ সহ মনসোপ মাং চক্ষুঃ সহ মনসা হ্বয়তাম্ উপহূতা ঋষয়ো দৈব্যাসস্তনূপাবানস্তন্বস্তপোজা উপ মামৃষয়ো দৈব্যাসো হ্বয়ন্তাং তনূপাবানস্তন্বস্তপোজা ইতি ।। ৭।।

অনু.— মিত্র-বরুণের গ্রহকে (গ্রহণের জন্য) 'এষ-' (সূ.) এই (মন্ত্রে অধ্বর্যুর কাছে নামিয়ে দেবেন)।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণ গ্রহের ক্ষেত্রে ১ নং সূত্রের মন্ত্রের পরিবর্তে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে। ঐ. ব্রা. ৯/৩ অংশে ভক্ষণের জন্য এই মন্ত্রটি বিহিত হয়েছে।

অক্ষীভ্যাং ত্বিহাবেক্ষণং দক্ষিণেনাগ্রে ।। ৮।।

অনু.— এখানে কিন্তু দুই চোখ দিয়ে দেখা (হয়)। প্রথমে ডান (চোখ) দিয়ে (দেখে পরে বাঁ চোখ দিয়ে দেখবেন)।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণ গ্রহকে ২ নং সূত্রের মতো আঘ্রাণ না করে এই সূত্রের বিধান অনুযায়ী দুই চোখ দিয়ে দেখতে হয়।

সব্যেন পাণিনা হোতৃচমসম্ আদদীতৈতুবসূনাং পতির্বিশ্বেষাং দেবানাং সমিদ্ ইতি ।। ৯।।

অনু.— বাঁ হাত দিয়ে 'ঐতু-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) হোতচমস নেবেন।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণগ্রহকে অধ্বর্যুর উদ্দেশে এগিয়ে দেওয়া (প্রণামন), উপহ্বান, ভক্ষণ, হোতৃচমসে অবশেষ-স্থাপনের পরে ত্যাগ করে অর্থাৎ রেখে দিয়ে উরুর উপরে রাখা আশ্বিনগ্রহকে ডান হাত দিয়ে ঢেকে রেখে বাঁ হাতে 'ঐতু-' মন্ত্রে হোতৃচমসটি নিতে হয়। 'পাণিনা' বলা হয়েছে পরবর্তী সূত্রে 'আকাশবতীভির্' বলতে কেবল অবকাশযুক্ত আঙুল দিয়ে নয়, হাত (হস্ততল) দিয়েই ঢেকে রাখতে হবে, হাতের আঙুলগুলি থাকবে কেবল পরস্পর অসংযুক্ত— এই কথা বোঝাবার জন্য।

তস্যারত্নিনা তস্যোরোর্ বসনম্ অপোহ্যাদ্য তস্মিন্ত্ সাদয়িত্বাকাশবতীভির্ অঙ্গুলীভির্ অপিদধ্যাত্ ।। ১০।।

অনু.— ঐ (বাঁ হাতের) কনুই দিয়ে ঐ (বাঁ) উরুর কাপড় সরিয়ে সেখানে (ঐ হোতৃচমস) রেখে (বাঁ হাতের) ফাঁক-করা আঙুলগুলি দিয়ে (তা) ঢেকে রাখবেন।

ব্যাখ্যা— উরুর কাপড় যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই সরাতে হয়— "উরোর্ একদেশস্য যাবত্প্রয়োজনম্ অপোহ্যাদনং ন সর্বস্য" (না.)।

আশ্বিনং যথাহৃতং পরিহৃত্য পুনঃ সাদয়িত্বাধ্বর্যবে প্রণাময়েদ্ এষ বসুঃ সংযদ্বসুরিহ বসুঃ সংযদ্বসুর্ময়ি বসুঃ সংযদ্বসুঃ শ্রোত্রপাঃ শ্রোত্রং মে পাহ্যুপহূতং শ্রোত্রং সহাত্মনোপ মাং শ্রোত্রং সহাত্মনা হ্বয়তামুপহূতা ঋষয়ো দৈব্যাসস্তনূপাবানস্তন্বস্তপোজা উপ মামৃষয়ো দৈব্যাসো হ্বয়ন্তাং তনূপাবানস্তন্বস্তপোজা ইতি ।। ১১।।

অনু.— আশ্বিন (গ্রহকে) যেমনভাবে আনা হয়েছিল (তেমনভাবে) ঘুরিয়ে আবার (যথাস্থানে) রেখে দিয়ে অধ্বর্যুর উদ্দেশে 'এষ-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) তা নীচু করবেন।

ব্যাখ্যা— ৫/৫/১৫ সূত্র অনুযায়ী যে পথে গ্রহকে ঘোরান হয়েছিল সেই পথে ফিরিয়ে এনে অর্থাৎ মাথার ডান দিক দিয়ে মাথার পিছনে ঘুরিয়ে মাথার এবং হোতৃচমসের বাঁ দিক দিয়ে সামনে এনে গ্রহটিকে স্বস্থানে রেখে 'এষ-' এই মন্ত্র পাঠ করে অধ্বর্যুর উদ্দেশে তা এগিয়ে দিতে হয়। ঐ. ব্রা. ৯/৩ অংশে ভক্ষণের জন্য এই মন্ত্রটি বিহিত হয়েছে।

কর্ণাভ্যাং ত্বিহোপন্যেচ্ছেদ্, দক্ষিণায়াগ্রে ।। ১২।।

অনু.— এখানে কিন্তু (আশ্বিন গ্রহকে) দুই কানের কাছে তুলবেন। প্রথমে ডান কান পর্যন্ত (তুলবেন)।

ব্যাখ্যা— এই বিধানটিও এখানে সম্ভবত ৮নং সূত্রের মতো ২ নং সূত্রের পরিবর্তে প্রযোজ্য।

নিধায় হোতৃচমসং স্পৃষ্ট্বোদকম্ ইডাম্ উপহ্বয়তে ।। ১৩।। [১২]

অনু.— হোতৃচমস রেখে দিয়ে জল স্পর্শ করে (সবনীয় পুরোডাশের) ইড়াকে উপহ্বান করেন।

ব্যাখ্যা— আশ্বিনগ্রহকে প্রণামন, উপহ্বান, ভক্ষণ ও হোতৃচমসে তার অবশেষস্থাপনের পরে গ্রহটিকে ত্যাগ করে ডান হাতে হোতৃচমস বেদিতে রেখে দিয়ে জল স্পর্শ করে সবনীয় পুরোডাশের ইড়ার উপহ্বান করতে হয়। হোতৃচমসের সোম পান-করা হবে এখনই নয়, ইড়ার উপহ্বান ও অবান্তর-ইড়া ভক্ষণের পরে— ১৫ নং সূ. দ্র.।

উপোদ্যচ্ছন্তি চমসান্ ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— (উপহ্বানের সময়ে ঋত্বিকেরা নিজ নিজ) চমসগুলিকে (ইড়ার) কাছে উঁচুতে তুলে ধরেন।

ব্যাখ্যা— তুলে ধরেন যাঁদের নামে চমস তাঁরা অথবা চমসাধ্বর্যুরা।

অবান্তরেডাং প্রাশ্যাচম্য হোতৃচমসং ভক্ষয়েদ্ অধ্বর্য উপহ্বয়স্বেত্যুক্ত্বা ।। ১৫।। [১৪]

অনু.— অবান্তর-ইড়া ভক্ষণ করে আচমন করে 'অধ্বর্য-' (সূ.) বলে হোতৃচমস পান করবেন।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে প্রকৃতিযাগে অবান্তর-ইড়া ভক্ষণ করার পরে ইড়া ভক্ষণ করে তবে আচমন করতে হলেও এখানে অবান্তরেড়া ভক্ষণ করার পরে ইড়াভক্ষণ না করে আগেই আচমন করে তার পরে অধ্বর্যুর কাছে 'অধ্বর্য উপহ্বয়স্ব' মন্ত্রে উপহব প্রার্থনা করে 'বাগ্‌দেবী-' (২ নং সূত্রে) মন্ত্রে হোতা নিজ হোতৃচমসের সোম পান করবেন।

দীক্ষিতো দীক্ষিতা উপহ্বয়ধ্বম্ ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— দীক্ষিত (হোতা) 'দীক্ষিতা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে উপহব প্রার্থনা করে হোতৃচমস পান করবেন)।

যজমানা ইতি বা ।। ১৭।। [১৬]

অনু.— অথবা (তিনি) 'যজমানা (উপহ্বয়ধ্বম্)' এই (মন্ত্রে উপহব চেয়ে চমস পান করবেন)।

ব্যাখ্যা— ২০ নং সূত্রের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার বলেছেন যে, যে-কোন গ্রহ ও চমসের ক্ষেত্রে দীক্ষিতদের ১৫-১৭ নং সূত্রানুযায়ী উপহব চাইতে হয়।

মুখ্যান্ বা পৃথগ্ ঘোত্রকা, উপহ্বয়ধ্বম্ ইতীতরান্ ।। ১৮।। [১৭]

অনু.— অথবা মুখ্য (ঋত্বিক্‌দের কাছে তিনি) পৃথক্ (পৃথক্) এবং অপর (ঋত্বিক্‌দের কাছে সমবেতভাবে যুগপৎ) 'হোত্রকা-' (সূ.) এই মন্ত্রে (উপহব প্রার্থনা করবেন)।

ব্যাখ্যা— অথবা দীক্ষিত হোতা 'যজমানা উপহ্বয়ধ্বম্' বা 'দীক্ষিতা উপহ্বয়ধ্বম্' না বলে 'অধ্বর্য উপহ্বয়স্ব', 'ব্রহ্মন্নুপহ্বয়স্ব', 'উদ্‌গাতরুপহ্বয়স্ব' বলার পর অপর ঋত্বিক্‌দের উদ্দেশে একবার মাত্র 'হোত্রকা উপহ্বয়ধ্বম্' বলবেন।

এবম্ ইতরে ।। ১৯।। [১৮]

অনু.— অপর (ঋত্বিকেরাও) এইভাবে (উপহব চাইবেন)।

ব্যাখ্যা— দীক্ষিত মৈত্রাবরুণ প্রভৃতি অপর ঋত্বিকেরাও এইভাবে উপহব চেয়ে নিজ নিজ চমসের সোম পান করে থাকেন।

যথাসভক্ষং ত্বদীক্ষিতাঃ ।। ২০।। [১৯]

অনু.— অদীক্ষিত (ঋত্বিক্‌গণ) কিন্তু সভক্ষ অনুযায়ী (উপহব চাইবেন)।

ব্যাখ্যা— যাঁর সঙ্গে যিনি একপাত্রে সোমপান করেন তাঁরা পরস্পরের 'সভক্ষ'। যিনি সোমরসের নিষ্কাশন ও হোম এই দুই-ই করেন এবং যিনি আহুতিদানের সময়ে বৌঔষট্‌ উচ্চারণ করেন এই দু-জন পরস্পরের সভক্ষ হন। অদীক্ষিত মৈত্রাবরুণ প্রভৃতির মধ্যে যিনি যাঁর সভক্ষ তিনি তাঁর কাছেই উপহব অর্থাৎ ভক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ চাইবেন, হোতার মতো অধ্বর্যুর কাছে (১৫ নং সু. দ্র.) নয়। দীক্ষিতদের ক্ষেত্রে গ্রহ ও চমসে উপহব কিন্তু চাইতে হয় ১৬-১৮ নং সূত্র অনুযায়ীই।

মুখ্যচমসাদ্‌ অচমসাঃ ।। ২১।। [২০]

অনু.— চমসহীন (ঋত্বিকেরা) মুখ্য চমস থেকে (সোম পান করবেন)।

ব্যাখ্যা— এটি সূত্রকারের নিজের মত নয়, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মত। এই মতে যাঁদের নামে কোন চমস নেই তাঁরাও ১৯ নং সূত্রের বলে সোমপানে অধিকারী। তাঁরা তাঁদের নিজের দলের মধ্যে ৪/১/৭ সূত্রের ক্রমানুযায়ী নিকটবর্তী যে ঋত্বিকের নামে চমস আছে সেই মুখ্য ঋত্বিকের চমসের সোম পান করবেন। 'মুখ্য' শব্দটিকে এখানে আপেক্ষিক অর্থে নিতে হবে। ক্রম অনুসারে যিনি যাঁর নিকটবর্তী তিনি তাঁর চমসের সোম পান করবেন। অর্থাৎ গ্রাবস্তুত্‌ অচ্ছাবাকের, সুব্রহ্মণ্য-প্রতিহর্তা-প্রস্তোতা উদ্‌গাতার এবং উন্নেতা নেষ্টার চমস পান করবেন।

দ্রোণকলশাদ্‌ বা ।। ২২।। [২১]

অনু.— দ্রোণকলশ থেকেই (তাঁরা সোম পান্‌ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এটি সূত্রকারের নিজেরই মত। 'বা' = -ই; পূর্ব মত খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সোমের আহুতি ও নিষ্কাশন, আহুতির সময়ে বৌষট্‌ উচ্চারণ, নিজের নামে চমস থাকা— এই তিন কারণে সোমরসপানে অধিকারী হওয়া যায়। যাঁদের নামে চমস নেই তাঁরা তাই সোমপানে অধিকারী নন। তবে তাঁরা হারিযোজনগ্রহের আহুতির পর দ্রোণকলশে যেটুকু সোম পড়ে থাকে তা পান করতে পারেন। এই পানও আবার পরে (৬/১২/২ সূ. দ্র.) আমরা দেখব যে, আঘ্রাণ মাত্র।

উক্তঃ সোমভক্ষজপঃ সর্বত্র ।। ২৩।। [২২]

অনু.— উক্ত সোমভক্ষণের জপটি সর্বত্র (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ২ নং সূত্রে যে 'বাগ্‌-' মন্ত্রটি বিহিত হয়েছে তা কেবল দ্বিদেবত্য গ্রহের ক্ষেত্রে নয়, যে-কোন সোমপানের সময়েই জপ করতে হয়। ২ নং সূত্রে 'সর্বত্র' শব্দে যুগ্মদেবতাদের সর্বত্রকেই বোঝান হয়েছে। ঐ নিয়মটি যাতে অন্যান্য দেবতার গ্রহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে সেই কারণে বর্তমান সূত্রটি করা হয়েছে।

হোতুর্‌ বষট্‌কারে চমসা হূয়ন্ত উদ্‌গাতুর্‌ ব্রহ্মণো যজমানস্য তেষাং হোতাগ্রে
ভক্ষয়েদ্‌ ইতি গৌতমো ভক্ষস্য বষট্‌কারান্বয়ত্বাত্‌ ।। ২৪।। [২৩]

অনু.— হোতার বষট্‌কারের সময়ে উদ্‌গাতা, ব্রহ্মা (এবং) যজমানের চমস আহুতি দেওয়া হয়। গৌতম (বলেন) ভক্ষণের বষট্‌কারের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় তাঁদের (মধ্যে) হোতা আগে ভক্ষণ করবেন (তাঁরা পান করবেন পরে)।

ব্যাখ্যা— যদিও সমস্ত চমসই সাধারণত শস্ত্রপাঠকারীদের বষট্‌কারের সময়ে আহুতি দেওয়া হয়, তবুও এই তিনটি চমসের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এগুলির সোম সর্বদাই অপর ঋত্বিকের বষট্‌কারের পরে আহুতি দেওয়া হয়, নিজ নিজ চমসাধ্বর্যুরা কখনই এগুলির আহুতির আগে বষট্‌কার করেন না। এই তিন চমসের ক্ষেত্রে গৌতমের মতে আগে হোতা এবং তারপরে যাঁর নামে (সমাখ্যা) চমস তিনি চমসের সোম পান করবেন। এখানে হোতা, উদ্‌গাতা ইত্যাদি উপলক্ষণ মাত্র অর্থাৎ হোতা মানে

শস্ত্রপাঠকারী চার ঋত্বিক্ এবং উদ্‌গাতা ইত্যাদির মানে যে-কোন চমসী ঋত্বিক্। আহুতির পরে আগে যিনি শস্ত্রপাঠক তিনি চমসের সোম পান করবেন, পরে পান করবেন চমসীরা, কারণ শস্ত্রের শেষে বৌষট্ উচ্চারণ করা হলে তবেই পানে অধিকার জন্মায়, তার আগে নয়। যিনি বৌষট্ উচ্চারণ করেন, তিনিই তাই আগে পান করবেন, যাঁদের নামে চমস তাঁরা পান করবেন পরে।

অভক্ষণম্ ইতরেষাম্ ইতি তৌল্বলিঃ কৃতার্থত্বাত্ ।। ২৫।। [২৪]

অনু.— তৌল্বলি (মনে করেন) উদ্দেশ্য সিদ্ধ (হয়ে যায়) বলে অন্যদের পান (করতে হবে) না।

ব্যাখ্যা— তৌল্বলির মতে বষট্‌কারী ব্যক্তি পান করলেই চমসগুলির চমসত্ব সার্থক হয়ে যায় বলে অন্যদের অর্থাৎ যাঁদের নামে (সমাখ্যা) চমস সেই চমসীদের আর সোমপান করার প্রয়োজন নেই। নাম শুধু নামই, নাম থেকে তাই চমস পানে কোন অধিকার জন্মায় না।

ভক্ষয়েয়ুর্ ইতি গাণগারির্ অতঃ সংস্কারত্বাত্ কা চ তচ্চমসতা স্যান্ ন চান্যঃ সম্বন্ধঃ ।। ২৬।। [২৫]

অনু.— এই (নামজনিত পান) থেকে সংস্কার (সাধিত হয়) বলে (চমসীরাও সোম) পান করবেন। (চমসগুলির সেই) সেই চমসত্ব (ঋত্বিক্‌বিশেষের সঙ্গে সম্পর্কিত পান ছাড়া অন্য আর) কি হতে পারে? অন্য সম্বন্ধ (তো আর হতে পারে) না।

ব্যাখ্যা— যিনি যে চমসের ক্ষেত্রে বষট্‌কার করেন তাঁর পানের ফলে চমসস্থ সোমের সংস্কার ঘটলেও চমসী নিজেও সোম পান করে আবার তার সংস্কার সাধন করলে দোষ কি? সংস্কারের পরে পুনঃসংস্কার কি দোষের? বস্তুত চমসী সোম পান করলে চমসস্থ সোমের যে পুনঃসংস্কার ঘটে তা মোটেই দোষের নয়। চমসগুলির নামের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করলেও দেখা যায় যে, 'চমসঃ কস্মাত্ চমন্ত্যস্মিন্নিতি' (নি. ১০/১২/৩); চমু অদনে— ভ্বাদি ৪৬৯; √চম্ + অস = চমস— 'অত্যবিচমি...' -উণাদি ৩৯৭)— অমুক ঋত্বিক্ এই পাত্রে সোম পান করেন বলেই পাত্রটির নাম চমস। ফলে যাঁর নামে চমস তিনি সমাখ্যাবশত ঐ চমসের সোম পান করলে তবেই চমসের চমসত্ব সার্থক হয়। নামের সঙ্গে চমসপাত্রের পানেরই সম্বন্ধ, অন্য কোন স্বত্ব-অধিকারী উপাদান-উপাদেয় ইত্যাদি সম্বন্ধ নেই। সূত্রে 'অতত্‌সংস্কারত্বাত্' এই ভিন্ন পাঠটি স্বীকার করলে অর্থ হবে বষট্‌কর্তার পানের ফলে চমসের যে সংস্কার ঘটে তার অপেক্ষায় চমসী কর্তৃক সোমপানের ফলে সম্পন্ন সংস্কার ভিন্ন বলে চমসীকেও সংস্কারসাধনের জন্য সোমপান করতে হবে। কোথাও একজনকেই বষট্‌কার ও নামের কারণে পান করতে হলে আগে তিনি বষট্‌কার উপলক্ষে পান করবেন, পরে পান করবেন সমাখ্যার (= নামের) কারণে। অপর সহপানকারী (প্রতিভক্ষয়িতা) না থাকলে তন্ত্রেই (= একবারেই) দু-বারের পান সম্পন্ন করতে হয়। অনুবষট্‌কারের পরে বষট্‌কর্তাকে আবার সোম পান করতে হয়।

ভক্ষয়িত্বাপাম সোমম্ অমৃতা অভূম শং নো ভব হৃদ আ পীত ইন্দব্ ইতি
মুখহৃদয়ে অভিমৃশেরন্ ।। ২৭।। [২৬]

অনু.— (সোম) পান করে 'অপাম-' (৮/৪৮/৩), 'শং-' (৮/৪৮/৪) এই (দুই মন্ত্রে) মুখ ও বুক স্পর্শ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রথম মন্ত্রে মুখ এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে বুক জল দিয়ে স্পর্শ করতে হয়। আপ্যায়নকর্ম বলে স্পর্শ জল দিয়েই হবে।

আ প্যায়স্ব সমেতু তে সং তে পয়াংসি সমু যন্তু বাজা ইতি চমসান্
আদ্যোপাদ্যান্ পূর্বয়োঃ সবনয়োঃ ।। ২৮।। [২৭]

অনু.— (চমসীরা) প্রথম দুই সবনে (নিজ নিজ) প্রথম ও দ্বিতীয় চমসগুলিকে 'আ প্যায়স্ব' (১/৯১/১৬), 'সং-' (১/৯১/১৮) এই (দুই মন্ত্রে জল দিয়ে স্পর্শ করবেন)।

ব্যাখ্যা— স্পর্শের সময়ে দু-টি মন্ত্রই পাঠ করতে হবে। ৩১ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। উপাদ্য = উপ + আদ্য = প্রথমের নিকটে অর্থাৎ দ্বিতীয়।

আদ্যাংস্ তৃতীয়সবনে ।। ২৯।। [২৮]

অনু.— তৃতীয়সবনে প্রথম (চমসগুলিকে জল দিয়ে স্পর্শ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ৩১ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

সর্বত্রাত্মানম্ অন্যত্রৈকপাত্রেভ্যঃ ।। ৩০।। [২৯]

অনু.— ঊর্ধ্বমুখী পাত্রগুলি ছাড়া সর্বত্র নিজেকে (জল দিয়ে স্পর্শ করবেন)।

ব্যাখ্যা— আত্মা মানে এখানে ২৭ নং সূত্রে উল্লিখিত মুখ ও বুক। একপাত্র = ঊর্ধ্বমুখী পাত্র, উলুখল অথবা কাপের মতো দেখতে যে যে পাত্র।

আপ্যায়িতাংশ্ চমসান্ সাদয়ন্তি, তে নারাশংসা ভবন্তি ।। ৩১।। [৩০]

অনু.— জলের দ্বারা স্পর্শ-করা চমসগুলিকে রেখে দেন। ঐগুলি নারাশংস হয়।

ব্যাখ্যা— নারাশংস অর্থাৎ পিতৃগণ দেবতা বলে চমসগুলির নামও তা-ই। তিন সবনে যথাক্রমে উম, ঔর্ব বা উর্ব এবং কাব্য নামে প্রাচীন পিতৃগণের উদ্দেশে এই চমসগুলির সোম আহুতি দেওয়া হয়। চমসের সোম পান করে আবার সেগুলি সোমে পূরণ করে রেখে দিলে ঐ চমসগুলিকে 'নারাশংস' বলা হয়। গ্রহের সোম যখন আহুতি দেওয়া হয় তখন এই নারাশংস চমসগুলিকে আহবনীয়ের উপর নেড়ে দেওয়া হয়। প্রাতঃসবনে ঐন্দ্রাগ্ন ও বৈশ্বদেব, মাধ্যন্দিন সবনে মরুত্বতীয় ও মাহেন্দ্র এবং তৃতীয় সবনে বৈশ্বদেব গ্রহের ক্ষেত্রে এ-রকম করা হয়ে থাকে। যজ্ঞপার্শ্ব নামে গ্রন্থে তাই বলা হয়েছে— "মরুত্বতীয়ে মাহেন্দ্র ঐন্দ্রাগ্নে বৈশ্বদেবয়োঃ। নারাশংসা প্রকম্প্যন্তে গ্রহেষ্বেতেষু পঞ্চসু।।"

সপ্তম কণ্ডিকা (৫/৭)

[অচ্ছাবাকের সদোমণ্ডপে প্রসর্পণ, তাঁর উপহব-প্রার্থনা, প্রস্থিতযাজ্যা, আগ্নীধ্রীয়ে সকলের ভক্ষণ, সদোমণ্ডপে প্রতিপ্রসর্পণ]

এতস্মিন্ কালে প্রপদ্যাচ্ছাবাক উত্তরেণাগ্নীধ্রীয়ং পরিব্রজ্য পূর্বেণ সদ আত্মনো ধিষ্ণ্যদেশ উপবিশেত্ ।। ১।।

অনু.— এই সময়ে (বিহারে) প্রবেশ করে অচ্ছাবাক আগ্নীধ্রীয়ের উত্তর দিক্ দিয়ে এসে সদোমণ্ডপের পূর্ব দিকে নিজের ধিষ্ণ্যের স্থানে (সদোমণ্ডপের বাইরে অদূরে) বসবেন।

ব্যাখ্যা— অপর ঋত্বিকেরা নিজ নিজ কর্ম শুরু হওয়ার আগেই প্রাতরনুবাকের সময়েই যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন (৫/৩/২১-২৩ সূ. দ্র.), অচ্ছাবাক কিন্তু প্রবেশ করেন এখন, ঠিক তাঁর কর্মকালেই। পৃষ্ঠ (= মধ্য)- রেখা ধরে প্রবেশ করে তিনি সদোমণ্ডপের বাইরে নিজ ধিষ্ণ্যের অদূরে পূর্বদিকে বসবেন। 'প্রপদ্য' বলায় এর আগে যজমানরূপে অথবা অন্য কোন কারণে যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করে থাকলেও এই সময়ে তাঁকে আবার অচ্ছাবাকরূপে প্রবেশ করতে হবে।

পুরোডাশদৃগডং প্রত্তম্ ইডাম্-ইবোদ্যম্যাচ্ছাবাক বদস্বেত্যুক্তোঽচ্ছা বো অগ্নিমবস ইতি তৃচম্ অন্বাহ ।। ২।।

অনু.— (অধ্বর্যু কর্তৃক প্রদত্ত পুরোডাশখণ্ডকে (নিয়ে) ইড়ার মতো তুলে ধরে 'অচ্ছা-' (সূ.) এই (প্রৈষমন্ত্র) প্রাপ্ত হয়ে (তিনি) 'অচ্ছা-' (৫/২৫/১-৩) এই তিনটি মন্ত্র (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— দৃগড(ল) = খণ্ড। প্রত্ত = প্রদত্ত। যতক্ষণ না যাজ্যা পাঠ করা হয়, ততক্ষণ তিনি অধ্বর্যুর দেওয়া পুরোডাশখণ্ডটি ইড়ার মতো নিজের মুখ বা নাকের কাছে তুলে (১/৭/৬ সূ. দ্র.) ধরে থাকেন। ৮ নং সূত্রের ব্যাখ্যাও দ্র.।

অন্ত্যেন প্রণবেনোপসনন্তনুয়াদ্ যজমান হোতর্ অধ্বর্যোঽগ্নীদ্ ব্রহ্মন্ পোতর্ নেষ্টর্ উতোপবক্তরিষেষয়ধ্বমূর্জো ঽর্জয়ধ্বং নি বোজাময়োজ্জিহতান্ যজাম যোনিঃ সপত্নায়ামনিবাধিতাসো জয়তা ভীত্বরীং জয়তা ভীত্বর্যাশ্রবদ্ধ ইন্দ্রঃ শৃণবদ্ বো অগ্নিঃ প্রস্থায়েন্দ্রাগ্নিভ্যাং সোমং বোচতোপো অস্মান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণা হ্বয়ধ্বম্ ইতি ।। ৩।।

অনু.— (তৃতীয় মন্ত্রের) শেষ প্রণবের সঙ্গে 'যজ-' (সূ.) এই (নিগদমন্ত্র) জুড়ে নেবেন।

ব্যাখ্যা— 'অন্ত্যেন প্রণবেন' বলা সত্ত্বেও আবার 'উপসন্তনুয়াদ্' বলায় সম্পূর্ণ নিগদটি একনিঃশ্বাসে পাঠ করতে হবে। এই মন্ত্রটিকে 'অচ্ছাবাক- নিগদ' বলা হয়।

সমাপ্তেঽস্মিন্ নিগদেঽধ্বর্যুর্ হোতর্যুপহবং কাঙ্ক্ষতে ।। ৪।।

অনু.— এই নিগদ শেষ হলে অধ্বর্যু (অচ্ছাবাকের জন্য) হোতার কাছে উপহব চান।

ব্যাখ্যা— 'অস্মিন্' বলায় বুঝতে হবে ৫ নং সূত্রের মন্ত্রটিও একটি নিগদ। উপহবটি শা. শ্রৌ. গ্রন্থে এইভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে— 'উপহবম্ অয়ং ব্রাহ্মণ ইচ্ছতে ঽচ্ছাবাকো বেত্যধ্বর্যুরাহ তং হোতরুপহ্বয়স্বেতি'— ৭/৬/৪।

প্রত্যেতা সুন্বন্ যজমানঃ সুক্তা বামাগ্রভীত্। উত প্রতিষ্ঠোতোপবক্তরুত নো গাব উপহূতাঃ ।। ৫।।

অনু.— (হোতৃপাঠ্য উপহবের পূর্ববর্তী নিগদ মন্ত্রটি হল) 'প্রত্যেতা-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— এই নিগদটি পাঠ করে উপহব দিতে হয়।

উপহূত ইত্যুপহ্বয়তে ।। ৬।। [৫]

অনু.— (হোতা) 'উপহূত' (বলে) উপহব দেন।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে উপহব করলে প্রত্যুপহব করতে হয় বলে এবং অন্য কোন প্রত্যুপহ্ মন্ত্রের উল্লেখ না থাকায় বুঝতে হবে উপহব-প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে সর্বত্রই 'উপহূত' এই কথা বলেই প্রত্যুপহব অর্থ ভক্ষণে আমন্ত্রণ বা আহ্বান জানাতে হয়।

উপহূতঃ প্রত্যস্মা ইত্যুন্নীয়মানায়ানূচ্য প্রাতর্যাবভিরা গতম্ ইতি যজতি ।। ৭।। [৬]

অনু.— (হোতার দ্বারা) অনুজ্ঞাত (হয়ে অচ্ছাবাক যে চমসে) সোমরস পূরণ করা হচ্ছে (সেই চমসের) উদ্দেশে 'প্রত্যস্মা-' (৬/৪২) এই (সূক্ত) পাঠ করে 'প্রাত-' (৮/৩৮/৭) এই যাজ্যামন্ত্র পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— 'প্রাত-' মন্ত্রটি হচ্ছে অচ্ছাবাকের প্রস্থিতযাজ্যা। দ্র. যে, ৮/১২/৭ সূত্রে কিন্তু সূত্রকার 'প্রত্যস্মা-' প্রতীকটিকে 'তৃচ'-রূপেই গ্রহণ করেছেন। ঐ. ব্রা. ২৮/২ অংশেও এই 'প্রাত-' মন্ত্রটিই অচ্ছাবাকের পাঠ্য যাজ্যারূপে নির্দিষ্ট হয়েছে।

নিধায় পুরোডাশদ্গভং স্পৃষ্টোদকং চমসং ভক্ষয়েত্ ।। ৮।। [৭]

অনু.— পুরোডাশখণ্ডটিকে রেখে জল স্পর্শ করে (অচ্ছাবাক নিজের) চমস পান করবেন।

ব্যাখ্যা— 'নিধায়' বলায় বোঝা যাচ্ছে যে, এতক্ষণ তিনি খণ্ডটি তুলে হাতেই ধরে রেখে (২ নং সূ. দ্র.) ছিলেন।

নাস্পৃষ্টোদকাঃ সোমেনেতরাণি হবীংষ্যালভেরন্ ।। ৯।। [৮]

অনু.— সোমের সঙ্গে (সংস্পর্শ ঘটেছে অথচ) জল স্পর্শ করেন নি (এমন ঋত্বিকেরা সোম দিয়ে) অন্য আহুতিদ্রব্য স্পর্শ করবেন না।

ব্যাখ্যা— সোম স্পর্শ করার পর জল স্পর্শ না করে অন্য কোন আহুতিদ্রব্যকে এবং অন্য আহুতিদ্রব্য স্পর্শ করার পর জল স্পর্শ না করে সোমকে স্পর্শ করতে নেই। এই কারণেই পূর্বসূত্রে অচ্ছাবাককে জল স্পর্শ করতে বলা হয়েছে। 'নিধায় হোতৃচমসং স্পৃষ্টোদকং' (৫/৬/১৩) সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, শুধু দ্রব্যকেই নয়, যে পাত্রে দ্রব্যটি রয়েছে সেই পাত্রকে স্পর্শ করলেও জলস্পর্শ করতে হয়। আলোচ্য সূত্রে 'নাস্পৃষ্টোদকাঃ' পাঠটি অপপাঠ বলেই মনে হয়, কারণ পদটি থেকে বকার বাদ গেলেই অর্থের সঙ্গতি বজায় থাকে।

আদায়ৈনদ্ আদিত্যপ্রভৃতীন্ ধিষ্ণ্যান্ উপস্থায়াপরয়া দ্বারা সদঃ প্রসৃপ্য পশ্চাত্ স্বস্য ধিষ্ণ্যস্যোপবিশ্য প্রাশ্নীয়াত্ ।। ১০।। [৯]

অনু.— এই (পুরোডাশখণ্ডটি হাতে) নিয়ে আদিত্য প্রভৃতি ধিষ্ণ্যকে উপস্থান করে পশ্চিম দ্বার দিয়ে সদোমণ্ডপে এসে নিজ ধিষ্ণ্যের পিছনে বসে (মন্ত্র জপ করে অচ্ছাবাক ঐ খণ্ডটি) ভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা— অপর ধিষ্ণ্যধারী ঋত্বিকেরা যে-ভাবে আদিত্য প্রভৃতি ধিষ্ণ্যকে উপস্থান করেছেন (৫/৩/১৩-২০ সু. দ্র.) ইনিও সেইভাবে উপস্থান করে (উপস্থান করবেন পুরোডাশখণ্ডটি হাতে ধরে রেখেই) পশ্চিম দ্বারের দুই খুঁটি স্পর্শ করে সদোমণ্ডপে প্রবেশ করবেন এবং তার পর অশুচিকর্ম হলেও নিজ ধিষ্ণ্যের পিছনে বসে জপ করে ঐ পুরোডাশখণ্ডটি খাবেন।

উপবিষ্টে ব্রহ্মাগ্নীধ্রীয়ং প্রাপ্য হবির্ উচ্ছিষ্টং সর্বে প্রাশ্নীয়ুঃ প্রাগ্ এবেতরে গতা ভবন্তি ।। ১১।। [১০]

অনু.— (অচ্ছাবাক) বসলে ব্রহ্মা আগ্নীধ্রীয়ে গিয়ে (পৌঁছালে) সকলে (মিলে) অবশিষ্ট আহুতিদ্রব্য ভক্ষণ করবেন। অন্যেরা আগেই (সেখানে এসে) উপস্থিত হয়েছেন।

ব্যাখ্যা— অচ্ছাবাক যখন নিজ ধিষ্ণ্যের পিছনে গিয়ে বসেন তখন ব্রহ্মা তীর্থ দিয়ে বাইরে গিয়ে আগ্নীধ্রীয় মণ্ডপের যে অর্ধাংশ বেদির বাইরে অবস্থিত সেখানে চলে আসেন। হোতা প্রভৃতি অপর ঋত্বিকেরা অচ্ছাবাকের বসার আগেই আগ্নীধ্রীয়ে চলে আসেন। অচ্ছাবাক নিজ ধিষ্ণ্যের পিছনে বসে পুরোডাশখণ্ডটি খেয়ে তীর্থ-পথে বাইরে গিয়ে আচমন করে আগ্নীধ্রীয় মণ্ডপের সেই স্থানে চলে যান। তার পর সকলে মিলে সেখানে সবনীয় পুরোডাশযাগের ধানাপ্রভৃতি দ্রব্যের অবশিষ্ট অংশ ভক্ষণ করেন।

প্রাশ্য প্রতিপ্রসৃপ্য ।। ১২।। [১১]

অনু.— খেয়ে (মণ্ডপে আবার) ফিরে এসে (পরবর্তী সূত্রে নির্দিষ্ট কাজটি করবেন)।

ব্যাখ্যা— পূর্বসূত্রে 'প্রাশ্নীয়ুঃ' পদটি থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার 'প্রাশ্য' বলায় ক্ষুধার্ত হলে এই সময়ে অন্য কিছুও খাওয়া চলে।

অষ্টম কণ্ডিকা (৫/৮)

[ঋতুযাজ, ঋতুযাজের ভক্ষণ]

ঋতুযাজৈশ্ চরন্তি ।। ১।।

অনু.— ঋতুযাজগুলি দ্বারা অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যু এবং প্রতিপ্রস্থাতা দু-জনেই ঋতুগ্রহ নামে দুই-মুখবিশিষ্ট একটি করে কাঠের কাপে প্রতিবার সোমরস নিয়ে অগ্নিতে আহুতি দেন। প্রত্যেককে ছ-টি করে দু-জনকে মোট বারোটি আহুতি দিতে হয়। বারোটি আহুতির যথাক্রমে ইন্দ্র ও মধু, মরুত্ ও মাধব, ত্বষ্টা ও শুক্র, অগ্নি ও শুচি, ইন্দ্র ও নভঃ, মিত্র-বরুণ ও নভস্য, দ্রবিণোদাঃ ও ইষ, ঐ (দ্রবিণোদাঃ) ও উর্জ, ঐ ও সহঃ, ঐ ও সহস্য, অশ্বিদ্বয় ও তপঃ, গৃহপতি অগ্নি ও তপস্য এই দু-জন দু-জন দেবতা। অধ্বর্যু আহুতি দেবেন ইন্দ্র-মধু, ত্বষ্টা-শুক্র প্রভৃতির উদ্দেশে এবং প্রতিপ্রস্থাতা দেবেন মরুত্-মাধব, অগ্নি-শুচি ইত্যাদির উদ্দেশে। এই অনুষ্ঠানকে বলে 'ঋতুযাজ'।

তেষাং প্রৈষাঃ ।। ২।।

অনু.— ঐ (ঋতুযাজগুলির) প্রৈষ (হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— প্রৈষগুলি পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

পঞ্চমং প্রৈষসূক্তম্ ।। ৩।।

অনু.— (প্রৈষাধ্যায়ের) পঞ্চম প্রৈষসূক্ত।

ব্যাখ্যা— ঋতুযাজের প্রৈষ হচ্ছে পঞ্চম প্রৈষসূক্ত। ঐ সূক্তের মন্ত্রগুলি হল—

১) হোতা যক্ষদ্ ইন্দ্রং হোত্রাত্ সজূর্দিবা পৃথিব্যা ঋতুনা সোমং পিবতু হোতর্যজ।

২) হোতা যক্ষন্ মরুতঃ পোত্রাত্ সুষ্টুভঃ স্বর্কা ঋতুনা সোমং পিবন্তু পোতর্যজ।

৩) হোতা যক্ষদ্ গ্রাবো নেষ্ট্রাত্ ত্বষ্টা সুজনিমা সজূর্দেবানাং পত্নীভির্ঋতুনা সোমং পিবতু নেষ্টর্যজ।

৪) হোতা যক্ষদ্ অগ্নিমাগ্নীধ্রাদ্ ঋতুনা সোমং পিবত্বগ্নীদ্ যজ।

৫) হোতা যক্ষদ্ ইন্দ্রং ব্রহ্মাণং ব্রহ্মণাদ্ ঋতুনা সোমং পিবতু ব্রহ্মন্ যজ।

৬) হোতা যক্ষন্ মিত্রাবরুণা প্রশাস্তারৌ প্রশাস্ত্রাদৃতুনা সোমং পিবতাং প্রশাস্তর্যজ।

৭) হোতা যক্ষদ্ দেবং দ্রবিণোদাং হোত্রাদ্ ঋতুভিঃ সোমং পিবতু হোতর্যজ।

৮) হোতা যক্ষদ্ দেবং দ্রবিণোদাং পোত্রাদ্ ঋতুভিঃ সোমং পিবতু পোতর্যজ।

৯) হোতা যক্ষদ্ দেবং দ্রবিণোদাং নেষ্ট্রাদ্ ঋতুভিঃ সোমং পিবতু নেষ্টর্যজ।

১০) হোতা যক্ষদ্ দেবং দ্রবিণোদাম্ অপাদ্ হোত্রাদ্ অপাত্ পোত্রাদ্ অপান্নেষ্ট্রাত্ তুরীয়ং পাত্রমমৃক্তমমর্ত্যম্ ইন্দ্রপানং দেবো দ্রবিণোদাঃ পিবতু দ্রবিণোদসঃ। স্বয়মাযুযাঃ স্বয়মভিগূর্যাঃ স্বয়মভিগূর্তয়া হোত্রায় ঋতুভিঃ সোমস্য পিবত্বচ্ছাবাক যজ।

১১) হোতা যক্ষদ্ অশ্বিনাধ্বর্যূ আধ্বর্যবাদ্ ঋতুনা সোমং পিবেতাম্ অধ্বর্যূ যজতাম্।

১২) হোতা যক্ষদ্ অগ্নিং গৃহপতিং গার্হপত্যাত্ সুগৃহপতিস্ত্বধাগ্নেঽয়ং সুন্বন্ যজমানঃ স্যাত্ সুগৃহপতিস্ত্বম্ অনেন সুন্বতা যজমানেনাগ্নির্গৃহপতির্গার্হপত্যাদ্ ঋতুনা সোমং পিবতু গৃহপতে যজ। (ত্বধা = ত্বয়া)

তেন তেনৈব প্রেষিতঃ প্রেষিতঃ স স যথাপ্রৈষং যজতি ।। ৪।।

অনু.— ঐ ঐ (প্রৈষ) দ্বারাই প্রেরিত (হয়ে) সেই সেই (ঋত্বিক্) প্রৈষানুসারে যাজ্যা পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— পঞ্চম প্রৈষসূক্তে মোট বারোটি প্রৈষমন্ত্র আছে। প্রত্যেকটি প্রৈষমন্ত্রই মৈত্রাবরুণ পাঠ করেন। তিনি যথাক্রমে হোতা, পোতা, নেষ্টা, অগ্নীত্, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, প্রশাস্তা (অর্থাৎ নিজেকে), হোতা, পোতা, নেষ্টা, অচ্ছাবাক, অধ্বর্যু-প্রতিপ্রস্থাতা, এবং গৃহপতিকে (অর্থাৎ যজমানকে) প্রৈষ দেন। যাঁকে যে প্রৈষ দেওয়া হয় তিনি সেই প্রৈষটিকে আবার যাজ্যারূপে পাঠ করেন (৫/৪/৬, ৭ সূ. দ্র.)। দ্র. যে, মৈত্রাবরুণ একবার নিজেই প্রৈষ দেন এবং নিজেই যাজ্যা পাঠ করেন। শেষ দুটি আহুতির ক্ষেত্রে অধ্বর্যু এবং যজমানকে প্রৈষ দেওয়া হলেও যাজ্যা পাঠ করেন কিন্তু হোতাই। ১১ নং প্রৈষে 'অধ্বর্যু' পদে দ্বিবচন থাকলেও যাজ্যা পাঠ করবেন মুখ্য অধ্বর্যুই। সেখানে পাঠান্তর আছে 'পিবতাম্' এবং 'যজতম্'।

হোতাধ্বর্যুগৃহপতিভ্যাং হোতরেতদ্ যজেত্যুক্তঃ ।। ৫।।

অনু.— অধ্বর্যু ও যজমানের দ্বারা 'হোতরেতদ্ যজ' বলা হলে হোতা (যাজ্যা পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদিও ৩ নং সূত্রের ১১ নং এবং ১২ নং প্রৈষ মন্ত্রে দেখা যাচ্ছে যে অধ্বর্যু-প্রতিপ্রস্থাতা এবং গৃহপতিকে প্রৈষ দেওয়া হয়েছে তবুও তাঁরা আবার হোতাকেই 'হোত-' এই বাক্যে যাজ্যাপাঠ করতে অনুরোধ করেন (কা. শ্রৌ. ৯/১৩/১৬, ১৭ সূ. দ্র.) এবং হোতাই তখন যাজ্যা পাঠ করেন।

স্বয়ং ষষ্ঠে পৃষ্ঠ্যাহনি ।। ৬।।

অনু.— পৃষ্ঠ্যের ষষ্ঠ দিনে (কিন্তু অধ্বর্যু ও যজমান) নিজেরা (-ই যাজ্যা পাঠ করবেন)।

পশ্চাদ্ উত্তরবেদের্ উপবিশ্যাধ্বর্যুঃ পশ্চাদ্ গার্হপত্যস্য গৃহপতিঃ ।। ৭।।

অনু.— অধ্বর্যু উত্তরবেদির পিছনে বসে (এবং) যজমান গার্হপত্যের পিছনে (বসে পৃষ্ঠ্যষড়হের ষষ্ঠ দিনে ঋতুযাজের যাজ্যা পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— সকলেই তৃণনিক্ষেপ ও মন্ত্রসমেত উপবেশন করে সময় হলে নিজ নিজ যাজ্যা পাঠ করেন, যজমান কিন্তু সকলের বসার পরে যাজ্যাপাঠের সময়েই উপবেশন করেন, তার আগে নয়। তিনি সকলের পরে বসেন বলে সূত্রে দ্বিতীয়বার 'পশ্চাদ্' বলা হয়েছে।

অথৈতদ্ ঋতুপাত্রম্ আনন্তর্যেণ বষট্‌কর্তারো ভক্ষয়ন্তি ।। ৮।।

অনু.— এর পর বৌষট্-উচ্চারণকারীরা ক্রমানুযায়ী ঋতুপাত্র (-স্থ সোম) পান করেন।

ব্যাখ্যা— আহুতি শেষ হলে যিনি যে ক্রমে যাজ্যা পাঠ করেছেন তিনি সেই ক্রমেই ঋতুগ্রহের সোম পান করবেন। 'অথ' বলায় ঋতুযাজের বারোটি আহুতি শেষ হলে তবেই পানক্রিয়া শুরু হবে। হোতা যাজ্যা পড়েছেন চারটি, পোতা দু-টি, নেষ্টা দু-টি এবং অন্যেরা একটি করে। সোমপানে তাঁদের অধিকারও তাই ততগুলিই। অধিকার যতগুলিই হোক, পরপর একাধিকবার পান করা চলবে না, করতে হবে যে ক্রমে আহুতি দেওয়া হয়েছে ঠিক সেই ক্রমে একের পরে অন্য ঋত্বিক্‌কে।

পৃথগ্ অধ্বর্যুঃ প্রতিভক্ষয়েত্ ।। ৯।।

অনু.— অধ্বর্যু (এবং প্রতিপ্রস্থাতা) পৃথক্ প্রতিভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা— বষট্‌কর্তাদের মতো আহুতি-প্রদানকারী অধ্বর্যু এবং প্রতিপ্রস্থাতাও একসঙ্গে প্রতিভক্ষণ (প্রসঙ্গত ৫/৬/৩ সূ. দ্র.) করবেন না, করবেন নিজ নিজ পালা অনুযায়ী।

তস্মিংশ্ চৈবোপহবঃ ।। ১০।।

অনু.— এবং তাঁর কাছেই অনুমতি (চাইবেন)।

ব্যাখ্যা— এখানে সোমপানের সময়ে তাঁরা দীক্ষিত হলেও প্রতিভক্ষণকারীর কাছেই উপহব চাইবেন, ৫/৬/১৬-১৯ সূত্রানুযায়ী সকলের কাছে নয়।

নবম কণ্ডিকা (৫/৯)

[আজ্যশস্ত্র]

পরাঙ্ অধ্বর্যাব্ আবৃত্তে সু মত্ পদ্ বগ্ দে পিতা মাতরিশ্বাচ্ছিদ্রা পদাধাদচ্ছিদ্রোক্থা কবয়ঃ শংসন্। সোমো বিশ্ববিন্নীথা নিনেষদ্ বৃহস্পতিরুক্থামদানি শংসিষদ্ বাগায়ু র্বিশ্বায়ুর্বিশ্বমায়ুঃ ক ইদং শংসিষ্যতি স ইদং শংসিষ্যতীতি জপিত্বানভিহিংকৃত্য শোংসাবোম্ ইত্যুচ্চৈর্ আহূয় তূষ্ণীংশংসং শংসেদ্ উপাংশু সপ্রণবম্ অসনত্বন্ ।। ১।।

অনু.— অধ্বর্যু পিছন ঘুরলে (হোতা) 'সুমত্-' (সু.) এই (মন্ত্র) জপ করে অভিহিঙ্কার না করে উচ্চস্বরে 'শোংসাবোম্' এই (মন্ত্রে) আহ্বান করে (এক পদের সঙ্গে অন্য পদ) না জুড়ে জুড়ে উপাংশুস্বরে সমপ্রণববিশিষ্ট তূষ্ণীংশংস (মন্ত্রটি) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ঋতুগ্রহের সোম পান করার পর অধ্বর্যু হোতার দিকে পিছন ফিরেন। তার পর হোতা 'সুমত্-' মন্ত্রটি জপ করেন। এই জপ শস্ত্রেরই অঙ্গ। জপের পর শস্ত্রের শুরুতে সামিধেনীর মতো অভিহিঙ্কার (১/২/৪ সূ. দ্র.) করার কথা, কিন্তু তা না করে উচ্চস্বরে অর্থাৎ এই সবনে প্রযোজ্য সংশ্লিষ্ট (মন্দ্র) স্বরে 'শোংসাবোম্' (= শংসাব ওম্) এই মন্ত্রে অধ্বর্যুকে আহাব অর্থাৎ নিজের অভিমুখে আহ্বান করে ঐ আহাবের সঙ্গে 'ভূরগ্নি-' (আ. ৫/৯/১১) এই 'তূষ্ণীংশংস' নামে মন্ত্রটি এক সঙ্গে জুড়ে নিয়ে উপাংশুস্বরে পাঠ করবেন। তূষ্ণীংশংসের তিনটি অংশের প্রত্যেকটির শেষে প্রণব (= ওম্) পঠিত থাকলেও এক অংশের সঙ্গে কিন্তু অপর অংশকে সংযুক্ত করবেন না (১১ নং সূ. দ্র.)। তূষ্ণীংশংস ঋক্‌মন্ত্র নয়, তূষ্ণীংশংসের প্রত্যেক অংশের শেষে প্রণব থাকলেও এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের তাই সামিধেনীর মতো সংযোগ না হওয়াই স্বাভাবিক। সূত্রে তবুও 'অসনর্তন্বন্' বলায় বুঝতে হবে যে, যেখানেই প্রণব পাঠ করা হয় সেখানেই তা সংযোগের জন্যই করা হয়। কিন্তু এখানে 'অসনত্বন্' এই বিশেষ নির্দেশ থাকায় তা হবে না। 'শোংসাব' এই আহাবের পরবর্তী যে প্রণব তার ক্ষেত্রে কিন্তু কোন নিষেধ না থাকায় ঐ প্রণবের সঙ্গে তূষ্ণীংশংসের প্রথম অংশের সংযোগ ঘটতে তাই কোন বাধা নেই (১৪ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.)। সংযোগ ঘটাবার জন্যই সূত্রে আহাবের শেষে প্রণব জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আহাব উচ্চস্বরে এবং তূষ্ণীংশংস উপাংশু স্বরে পড়তে হয় বলে এই দুই-এর সন্তানের (অবিচ্ছেদ বা সংযোগের) সময়ে 'প্রাণসন্ততং-' (২/১৭/৬) সূত্র অনুসারে শুধু প্রাণসন্তান অর্থাৎ শ্বাসেরই অবিচ্ছিন্নতা ঘটবে অর্থাৎ আহাব এবং তূষ্ণীংশংস একনিঃশ্বাসে পড়তে হবে। আহাবের শেষে বর্ণের (= মকারের) সঙ্গে তূষ্ণীংশংসের প্রথম বর্ণের কোন সন্ধি কিন্তু হবে না। 'সপ্রণবম্' বলায় বুঝতে হবে যে, সূত্রে তূষ্ণীংশংসে যে তিনটি প্রণব পঠিতই রয়েছে সেই তিনটি প্রণব এখানে সংযোগ বা সন্তানের উদ্দেশে ব্যবহৃত না হলেও সংযোগের উদ্দেশে ব্যবহৃত (সামিধেনীর) প্রণবের মতোই তিন মাত্রায় উচ্চারিত হবে (১/২/১১ সূ. দ্র.)। তূষ্ণীংশংসের শেষ প্রণবের সঙ্গেও কিন্তু ১৪ নং সূত্রানুযায়ী নিবিদের কোন সংযোগ হবে না। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আহাবের প্রণবের সঙ্গে তূষ্ণীংশংসের যোগ হবে, তূষ্ণীংশংসের তিনটি (মতান্তরে ছটি- ১১ নং সূ. দ্র.) অংশের মধ্যে প্রণব থাকলেও ঐ অংশগুলির মধ্যে পরস্পর কোন যোগ হবে না, শেষ অংশটির প্রণবের সঙ্গেও অব্যবহিত পরে পাঠ্য নিবিদের কোন যোগ ঘটান যাবে না (১৪ নং সূ. দ্র.)। ১৫ নং সূত্রানুযায়ী আবার নিবিদের শেষ অংশের সঙ্গে আজ্যশস্ত্রের সংযোগ হবে। ১২ নং সূত্রানুযায়ী নিবিদের অংশগুলির মধ্যে তূষ্ণীংশংসের মতোই পারস্পরিক কোন সংযোগ হবে না। ঐ. ব্রা. ১০/৬, ৭ অংশে এই সূত্রের প্রায় সব বিধানই পাওয়া যায়।

এষ আহাবঃ প্রাতঃসবনে শস্ত্রাদিষু। পর্যায়প্রভৃতীনাং চ। সর্বত্র চান্তঃশস্ত্রম্ ।। ২।।

অনু.— প্রাতঃসবনে শস্ত্রের আরম্ভে এই (হবে) আহাব। পর্যায় প্রভৃতিরও (ক্ষেত্রে তা-ই)। শস্ত্রের মাঝেও সর্বত্র (এই হবে আহাব)।

ব্যাখ্যা— কোথায় কোথায় আহাব করতে হয় তার জন্য ৫/১৩/৭, ১০, ১৭, ২২ সূ. দ্র.। শস্ত্রের শুরুতে কোন্ সবনে কখন আহাব করতে হয় তা ৫/১০/২, ৩ নং সূত্রে বলা হয়েছে। শস্ত্রের আরম্ভে (প্রাতঃসবনে) ও মাঝে এবং পর্যায় প্রভৃতির ক্ষেত্রে আহাব বিহিত হলে এই 'শোংসাবোম্' হবে সেখানে আহাব। প্রসঙ্গত ৫/১৪/৪ এবং ৫/১৮/৫ সূত্রও দ্র.।

তেন চোপসন্তানঃ ।। ৩।।

অনু.— ঐ (আহাবের) সঙ্গে (পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অংশের) সংযোগ (ঘটাতে হয়)।

ব্যাখ্যা— শস্ত্রের আরম্ভে যে আহাব তার সঙ্গে পরবর্তী অংশের সংযোগ ১ নং সূত্রে পরোক্ষভাবে বিহিত হয়েছে। এখানে শস্ত্রের মধ্যবর্তী আহাবের সঙ্গেই পরবর্তী অংশের সংযোগ বিহিত হচ্ছে। সূত্রে 'চ' শব্দ থাকায় পূর্ববর্তী অংশের সঙ্গেও আহাবকে জুড়ে নিয়ে পাঠ করতে হবে। শস্ত্রে যে আহাব তার সঙ্গে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অংশকে তাই একনিঃশ্বাসে পাঠ করতে হবে।

শস্ত্রস্বরঃ প্রতিগর ওথামো দৈবেতি ।। ৪।।

অনু.— প্রতিগর (হবে) শস্ত্রস্বরে 'ওথামো দৈব'।

ব্যাখ্যা— শস্ত্রপাঠকারী ঋত্বিক্ যখন শস্ত্র পাঠ করেন, তখন মাঝে মাঝে অধ্বর্যু তাঁকে যে বাক্যে উৎসাহিত করেন তাকে বলে 'প্রতিগর'। যে সবনস্বরে অথবা অন্য স্বরে শস্ত্র পাঠ করা হয় সেই বিশেষ প্রযুক্ত স্বরেই প্রতিগর উচ্চারণ করতে হয়। শস্ত্রে সাধারণত প্রতিগর হচ্ছে 'ওথামো দৈব' (৭/১১/৩৫ সূ. দ্র.)। ৬ নং সূত্রে এই প্রতিগরের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হবে। যদিও ৬ নং সূত্রটি থাকায় এই সূত্রটি এখানে না করে সেখানেই একসাথে করলেও চলত, তবুও প্রতিগর বললে সাধারণভাবে যাতে অন্য কোন প্রতিগরকে না বুঝে এই প্রতিগরটিকেই আমরা গ্রহণ করি সেই উদ্দেশেই সূত্রটির এখানে পৃথক্ উল্লেখ করা হয়েছে।

শোংসামোদৈবেত্যাহাবে ।। ৫।।

অনু.— আহাবে (প্রতিগর) 'শোংসামোদৈব'।

ব্যাখ্যা— শস্ত্রের মধ্যে যে-সব আহাব সেগুলির ক্ষেত্রে প্রতিগর হবে এ-ই। শস্ত্রের আরম্ভে যে আহাব সেখানে এইটি অথবা ব্রাহ্মণগ্রন্থে বিহিত 'শংসামোদৈবোম্' (ঐ. ব্রা. ১২/১) হবে প্রতিগর। 'যঃ পুনর্ অয়ং প্রতিগরান্তরো বিধীয়তে তজ্ জ্ঞাপয়তি প্রতিগরান্তরমধ্যবর্তিনি আহাবে অয়ং নিয়ম্যতে' (না.)।

প্লুতাদিঃ প্রণবেঽপ্লুতাদির্ অবসানে ।। ৬।।

অনু.— (শস্ত্রে বিরতি-স্থল ছাড়া অন্যত্র) প্রণবে (প্রতিগরের) প্রথম (অক্ষর) প্লুত (হবে এবং) বিরতি-স্থলে (প্রতিগরের) প্রথম (অক্ষর) প্লুতিহীন (হবে)।

ব্যাখ্যা— শস্ত্রে সামিধেনীর মতো প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ করার সময়ে 'ও৩থামো দৈব (+ ও ম্)' এবং পরবর্তী মন্ত্রের প্রথমার্ধের শেষে থামার সময়ে 'ওথামো দৈব' হবে প্রতিগর। প্রসঙ্গত ৮-১০ নং সূ. দ্র.।

প্রণবে প্রণব আহাবোত্তরে ।। ৭।।

অনু.— আহাবের পরবর্তী প্রণবে প্রণব (-ই হবে প্রতিগর)।

ব্যাখ্যা— শস্ত্রে 'শোংসাবো৩ম্' (শোংসাব + ওম্) এই প্রণব বলা হলে 'শোংসামো দৈবোম্' (শোংসামোদৈব + ওম্) এই প্রণব হবে প্রতিগর।

অবসানে চ ।। ৮।।

অনু.— এবং (শস্ত্রে) বিরতিস্থলে (প্রণবে প্রণবই হবে প্রতিগর)।

ব্যাখ্যা— শস্ত্রে যেখানে যেখানে (প্রণব উচ্চারণ করে) থামতে হয় সেখানে সেখানে শুধু 'ওম্' হবে প্রতিগর। 'শস্ত্রান্তে শস্ত্রমধ্যে চাবসানেঽপ্যয়ং বিধিঃ' (বৃত্তি)। ১০ নং সূত্র অনুযায়ী শস্ত্রের শেষ প্রণব উচ্চারণের সময়েই এই প্রতিগর।

প্রণবান্তো বা ।। ৯।।

অনু.— অথবা (সেখানে মূল প্রতিগরই) প্রণব দিয়ে শেষ (হবে)।

ব্যাখ্যা— অথবা শস্ত্রে বিরতির ক্ষেত্রে (যে প্রণব সেই প্রণবে) 'ওথামো দৈবোম্' হবে প্রতিগর। ১০ নং সূত্র অনুসারে শস্ত্রের অন্তিম প্রণব ছাড়া অন্য যে-কোন প্রণবের ক্ষেত্রেই এই প্রতিগর। বৃত্তিকারের মতে (৭ নং এবং ৮ নং দুটি সূত্রের প্রণবের ক্ষেত্রেই অথবা) ৮নং সূত্রে শস্ত্রান্তে ও শস্ত্রমধ্যে প্রণবে এই বিকল্প— 'বিষয়দ্বয়ে অয়ং বিকল্পঃ' (বৃত্তি) পরবর্তী সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

যত্র যত্র চান্তঃশস্ত্রং প্রণবেনাবস্যতি প্রণবান্ত এব তত্র প্রতিগরঃ, শস্ত্রান্তে তু প্রণবঃ ।। ১০।।

অনু.— শস্ত্রের মাঝে যেখানে যেখানে প্রণব দিয়ে বিরাম নেন, সেখানে (মূল প্রতিগর) প্রণব দিয়ে শেষ (হবে)। শস্ত্রের শেষে কিন্তু প্রণব (-ই হবে প্রতিগর)।

ব্যাখ্যা— ৮ নং এবং ৯ নং সূত্রে যে দু-টি বিকল্পের কথা বলা হয়েছে তার কোন্‌টি কোথায় প্রযোজ্য এই সূত্রে তা বলা হচ্ছে। শস্ত্রে মাঝে কোথাও প্রণব থাকলে এবং সেখানে 'অবস্যেত্' এই নির্দেশ অনুযায়ী থামতে হলে প্রতিগর হবে 'ওথামো দৈবোম্' (৪ নং, ৯ নং সূ. দ্র)। শস্ত্রের শেষে কিন্তু 'অবস্যেত্' বিধি অনুসারে বিরতি ঘটলে এবং 'সমাপ্তৌ প্রণবেনাবসানম্' (১/২/১৪) বিধি অনুসারে প্রণব উচ্চারিত হলে ৮ নং (এবং ৬ নং) সূত্রানুযায়ী শুধু 'ওম্' শব্দই হবে প্রতিগর। বৃত্তিকারের মতে ৮ নং সূত্রের পরিবর্তে 'শস্ত্রান্তে চ' এবং ৯ নং সূত্রের পরিবর্তে 'অন্তঃশস্ত্রং প্রণবান্তঃ' বললে সূত্রকারকে এই ১০ নং সূত্রটি আর করতে হত না— 'সত্যম্ এবং প্রণেতুং যুক্তং, তথা চ ন প্রণীতবান্ আচার্যঃ, কিং কুর্মঃ' (না.)। ৬-১০ নং সূত্রে যা বলা হল তা-থেকে এই দাঁড়াচ্ছে যে, (ক) শস্ত্রে প্রণব উচ্চারিত হলে মূল প্রতিগর 'ওথামো দৈব' প্লুতাদি হবে। (খ) বিহিত প্রণববিহীন 'অবসান' বা বিরতির স্থলে ঐ প্রতিগর প্লুতাদি হবে না। (গ) শস্ত্রের মধ্যে প্রণবযুক্ত অবসানে প্রতিগর প্রণবান্ত হবে। (ঘ) শস্ত্রের শেষে প্রণবযুক্ত অবসানে কেবল প্রণবই হবে প্রতিগর। (ঙ) আহাবের পরবর্তী প্রণবেও প্রণবই (বা প্রণবান্ত) প্রতিগর হবে।

যদি ধরা হয় যে, ৮ নং সূত্রে 'অবসান' শব্দ শস্ত্রের সমাপ্তিকে বোঝাচ্ছে বলে ৮-৯ নং সূত্র শস্ত্রের সমাপ্তিস্থলে এবং বর্তমান সূত্রটি শস্ত্রের মধ্যবর্তী স্থলগুলিতে প্রযোজ্য তাহলে আলোচ্য সূত্রে 'শস্ত্রান্তে তু প্রণবঃ' অংশটি নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যদি এই সূত্রে 'অবস্যতি' পদটির দ্বারা 'কর্মচোদনায়াং-' অনুসারে হোতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং পূর্ববর্তী দুটি সূত্র হোত্রকদের জন্য বিহিত বলে ধরা হয় তাহলেও তা সঙ্গত হবে না, কারণ ঐ 'কর্ম-' সূত্রটি ক্রিয়ার বিধানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অনুবাদের ক্ষেত্রে নয়। এখানে 'অবস্যতি' বিধি নয়, অনুবাদ। তাই উপরে যে অর্থ বলা হয়েছে তা-ই ঠিক। প্রতিগর শস্ত্রের সময়ে পাঠ করা হয় এবং 'শোংসাব' অংশে দ্বিবচন আছে। তাই অপর কেউ তার কর্তা। ১ নং সূত্রে এবং ৫/১৪/৪ ও ৫/১৮/৫ সূত্রে অধ্বর্যুর উল্লেখ থাকায় বুঝতে হবে তিনিই প্রতিগরের কর্তা। অধ্বর্যু বলতে কিন্তু প্রতিপ্রস্থাতাকেও বুঝাতে হবে। শস্ত্রের সঙ্গেই সম্পর্কিত অঙ্গ বলে অধ্বর্যুর কর্মও এখানে সূত্রে নির্দিষ্ট হচ্ছে।

ভূরগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নোম্। ইন্দ্রো জ্যোতির্ভুবো জ্যোতিরিন্দ্রোম্। সূর্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বঃ সূর্যোম্ ইতি ত্রিপদস্ তূষ্ণীংশংসঃ। যদ্যু বৈ ষট্‌পদঃ পূর্বৈর্জ্যোতিঃশব্দৈর্ অগ্রেঽবস্যেত্ ।। ১১।।

অনু.— 'ভূ-' (সূ.) এই তিন-পদ-বিশিষ্ট তূষ্ণীংশংস (পাঠ করবেন)। আর যদি ছয়-পদ-বিশিষ্ট (করতে হয় তাহলে) আগে প্রথম জ্যোতিঃশব্দগুলি দ্বারা থামবেন।

ব্যাখ্যা— তিন পদের তূষ্ণীংশংসকে ছয় পদ করে পাঠ করতে হলে তিনটি পদের প্রত্যেকটিকে দু-ভাগ করে অগ্নি, ইন্দ্র এবং সূর্য শব্দের পরে যে 'জ্যোতিঃ-' শব্দ আছে সেখানে এবং তার পরে আবার প্রণবে থামতে হবে। ঐ. ব্রা. ৯/A অংশে এই তূষ্ণীংশংসের উল্লেখ আছে এবং ঐ গ্রন্থে ১০/৭ অংশে তূষ্ণীংশংসের ছয় ভাগের কথাই বলা হয়েছে।

উচ্চৈর্ নিবিদং যথানিশান্তম্ অগ্নির্দেবেদ্ধ ইতি ।। ১২।।

অনু.— (বেদে) যেমন পড়া আছে (তেমনভাবে) 'অগ্নি-' এই নিবিদ্ উচ্চস্বরে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যথানিশান্তম্ = যথা-পঠিত। তূষ্ণীংশংসের পরে বেদে যেমনভাবে প্রত্যেকটি অংশ বিচ্ছিন্নভাবে পড়া আছে ঠিক

তেমনভাবেই 'অগ্নির্দেবেদ্ধঃ। অগ্নির্মন্বিদ্ধঃ। অগ্নিঃ সুষমিত্। হোতা দেববৃতঃ। হোতা মনুবৃতঃ। প্রণীর্যজ্ঞানাম্। রথীরধ্বরাণাম্। অতূর্তো হোতা। তূর্ণির্হব্যবাট্। আ দেবো দেবান্ বক্ষত্। যক্ষদ্ অগ্নির্দেবো দেবান্। সো অধ্বরা করতি জাতবেদাঃ'- এই বারোটি পদ থেমে থেমে পাঠ করবেন অর্থাৎ পাঠের সময়ে প্রত্যেক ছেদচিহ্নের পরে থামবেন। তূষ্ণীংশংসে উপাংশু পড়তে হলেও এই নিবিদ্‌কে কিন্তু পাঠ করতে হবে উচ্চ (= মন্দ্র) স্বরে। ঐ. ব্রা. ১০/২ অংশেও এই নিবিদ্ বিহিত হয়েছে।

নাস্যা আহ্বানম্ ।। ১৩।।

অনু.— এই (নিবিদের) আহাব (করতে হয়) না।

ব্যাখ্যা— ১৯ নং সূত্রে নিবিদের আহাব বিহিত হলেও এই নিবিদে কিন্তু কোন আহাব করতে হবে না।

ন চোপসন্তানঃ ।। ১৪।।

অনু.— এবং (তূষ্ণীংশংসের সঙ্গে এই নিবিদের) সংযোগ (ঘটাতে হয়) না।

ব্যাখ্যা— পূর্ববর্তী তূষ্ণীংশংসের সঙ্গে এই নিবিদ্ একনিঃশ্বাসে জুড়ে নিয়ে পড়তে নেই। সাধারণত সংযোগের প্রয়োজনেই প্রণব উচ্চারণ করা হলেও এবং তূষ্ণীংশংসের শেষ পদের শেষে প্রণব থাকলেও তূষ্ণীংশংসের সঙ্গে এই নিবিদের কোন সংযোগ হবে না। এই সূত্রে তূষ্ণীংশংসের সঙ্গে নিবিদের সংযোগ নিষিদ্ধ হওয়ায় বুঝতে হবে ১ নং সূত্রে 'অসন্তন্বন্' পদে কেবল তূষ্ণীংশংসের তিনটি অংশের পারস্পরিক সংযোগ নিষিদ্ধ হয়েছিল। তাই আহাবের সঙ্গে তূষ্ণীংশংসের সংযোগে কোন বাধা নেই, তবে স্বরের পার্থক্য থাকায় সেখানে কেবল প্রাণসন্তান অর্থাৎ শ্বাসের অবিচ্ছিন্নতা ঘটাতে হবে, কিন্তু কোন সন্ধি হবে না।

উত্তমেন পদেন প্র বো দেবায়েত্যাজ্যম্ উপসন্তনুয়াত্ ।। ১৫।।

অনু.— (ঐ নিবিদের) শেষ পদের সঙ্গে 'প্র-' (৩/১৩) এই আজ্য (সূক্ত) জুড়ে নেবেন।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১০/৩ অংশেও এই সূক্তই বিহিত হয়েছে।

এতেন নিবিদ উত্তরাঃ ।। ১৬।।

অনু.— এই (নিয়মে) পরবর্তী নিবিদ্‌গুলি (-ও পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— 'উত্তরাঃ' বলায় বোঝা যাচ্ছে এর আগেও কোথায় কোন নিবিদ্ আছে। সেই নিবিদ্ হল ১/৩/৬ সূত্রে উল্লিখিত 'দেবেদ্ধো মন্বিদ্ধ ঋষিষ্টুতো-' ইত্যাদি মন্ত্র। উচ্চস্বরে পাঠ, আহাব না-করা, পূর্ববর্তী অংশের সঙ্গে যুক্ত না করা এবং পরবর্তী অংশের সঙ্গে সংযোগ ঘটান— এই ধর্মগুলি অন্যান্য নিবিদের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হবে। তবে ১৮-১৯ সূত্রানুসারে অন্যান্য নিবিদ্ ও পদসমাম্নায়ে পূর্ববর্তী মন্ত্রের সঙ্গে সংযোগ ঘটান যাবে এবং নিবিদে আহাবও করা চলবে।

সর্বে চ পদসমাম্নায়াঃ ।। ১৭।।

অনু.— এবং পদ (অনুযায়ী) পঠিত সমস্ত (মন্ত্র এইভাবেই পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ঐতশপ্রলাপ প্রভৃতি (৮/৩/১৪, ২১, ২৫ সূ. দ্র.) অন্যান্য যে-সব মন্ত্রও বেদে পদপাঠের মতো পদে পদে অর্থাৎ ভাগে ভাগে থেমে পড়া আছে, সেগুলিকেও এই নিবিদের মতোই পড়তে হয়। ১৬-১৭ নং সূত্রের পরিবর্তে 'এতেন সর্বে পদসমাম্নায়াঃ' এই একটিমাত্র সূত্র করলেই চলত, তবুও পূর্বসূত্রটি করায় বুঝতে হবে যে, কোন কোন নিবিদে বহু পদের সমাস বা সমাবেশও দেখা যায়। যেমন— প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং ক্ষত্রম্। প্রেমং সুন্বন্তং যজমানম্ অবতু ইত্যাদি। তাই সর্বত্রই নিবিৎ পদসমাম্নায় নয় বলে তার জন্য ঐ পৃথক্ ১৬ নং সূত্রটি করা হয়েছে।

উপসনতানস্ ত্বন্যত্র ।। ১৮।।

অনু.— অন্যত্র কিন্তু সংযোগ (ঘটাতে হয়)।

ব্যাখ্যা— এখানে ১৪ নং এবং ১৬-১৭ নং সূত্র অনুযায়ী পূর্ববর্তী মন্ত্রের সঙ্গে নিবিদের ও পদসমাম্নায়ের সংযোগ নিষিদ্ধ হলেও অন্যান্য নিবিদ্ এবং ঐতশপ্রলাপ প্রভৃতি পদসমাম্নায়ের ক্ষেত্রে কিন্তু সংযোগ ঘটাতে হবে।

আহ্বানং চ নিবিদাম্ ।। ১৯।।

অনু.— এবং (অন্য) নিবিদ্গুলির আহাব (হবে)।

ব্যাখ্যা— ১৩ নং সূত্রানুযায়ী এই 'অগ্নির্দেবেদ্ধঃ-' নিবিদের ক্ষেত্রে আহাব নিষিদ্ধ হলেও অন্য নিবিদ্গুলির ক্ষেত্রে কিন্তু আহাব করতে হবে।

আজ্যাদ্যাং ত্রিঃ শংসেদ্ অর্ধর্চশো বিগ্রাহম্ ।। ২০।।

অনু.— আজ্যশস্ত্রের প্রথম মন্ত্রকে অর্ধাংশে ভেঙে ভেঙে তিন বার (করে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বিগ্রাহম্ = বি-গ্রহ্ + ণমুল্ (বা অণ্) = ছেড়ে ছেড়ে, ভেঙে ভেঙে। শস্ত্রের প্রথম মন্ত্রের পরিবর্তে এখানে সূক্তের প্রথম মন্ত্রটিকেই তিনবার পাঠ করবেন এবং প্রতিবারে বিগ্রাহের জন্য প্রথমার্ধের শেষে থেমে যাবেন। 'বিগ্রাহ' হচ্ছে স্বল্পক্ষণের জন্য থেমে কিন্তু নিঃশ্বাস না ফেলে পাঠ করা। অপর পক্ষে অবসানে কিছুক্ষণ থেমে নূতন করে শ্বাস নিয়ে পাঠ করতে হয়। 'আজ্যাদ্যাং-' বলায় সমগ্র আজ্যশস্ত্রের প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রেই এই নিয়ম। যদি কোথাও আজ্যশস্ত্রে একাধিক সূক্ত বিহিত হয়ে থাকে তাহলে সেখানে প্রথম সূক্ত ছাড়া অন্য কোন সূক্তের প্রথম মন্ত্রে এই পুনরাবৃত্তি ও বিগ্রাহ হবে না। বৃত্তিকারের মতে 'অর্ধর্চশঃ' পদটির উল্লেখ থাকায় ২২ নং সূত্র অনুযায়ী পাঠ করলেও মন্ত্রের এক অর্ধের সঙ্গে অপর অর্ধের কোন সংযোগ হবে না। শস্ত্রের প্রথম মন্ত্রটিরই তিনবার আবৃত্তি ও অভ্যাস হওয়ার কথা, কিন্তু এই সূত্র দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সূক্তেরই প্রথম মন্ত্রের ক্ষেত্রে।

তন্ নিদর্শয়িষ্যামঃ। প্র বো দেবায়াগ্নয়ে বর্হিষ্ঠমর্চাস্মৈ। গমদ্ দেবেভিরা স নো যজিষ্ঠো বর্হিরা সদো৩ম্ ইতি ।। ২১।।

অনু.— ঐ (ভেঙে ভেঙে পাঠ করা কি তা আমরা) দেখাব— 'প্র বো-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— আজ্যসূক্তটি হল 'প্র বো দেবায়-' (৩/১৩)। ঐ. ব্রা. ১০/৮ অংশে এই সূক্তই বিহিত হয়েছে। প্রসঙ্গত বৃত্তিকার বলেছেন 'বিগ্রহে প্রাণসন্তানঃ কার্যঃ' (না.)— বিগ্রহে শ্বাসের অবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে হবে। শা. ৭/৯/৩ অংশেও এই সূক্তই বিহিত হয়েছে।

ঋগ্-আবানং বৈবম্ এব ।। ২২।।

অনু.— অথবা এইভাবেই (কিন্তু) ঋগাবান করে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— বৈবম্ = বা + এবম্। আজ্যের প্রথম মন্ত্রকে বিকল্পে ঋগাবান করে তিনবার পাঠ করবেন। 'ঋগাবান' হচ্ছে প্রত্যেক ঋক্মন্ত্রের শেষে শ্বাস নেওয়া। ঋগাবান করে পাঠ করলেও কিন্তু মন্ত্রের দুই অর্ধের মধ্যে কোন যোগ বা সন্ধি হবে না— "অর্ধর্চশ ইতি ঋগাবানপক্ষে অপি অর্ধর্চসন্তাননিবৃত্ত্যর্থম্" (২০ নং সূত্র- না.)।

এতেনাদ্যাঃ প্রতিপদাম্ অনৃগ্-আবানম্ ।। ২৩।। [২২]

অনু.— এইভাবে (কিন্তু) ঋগাবান না করে প্রতিপদের প্রথম (মন্ত্রকে) (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রতিপদ্ বলতে এখানে ব্যুৎপত্তিগত (প্রতিপদ্যতে অনয়া) অর্থে প্রথম মন্ত্রকে বুঝলে চলবে না, বুঝতে হবে শস্ত্রের

অন্তর্গত যে তৃচের 'প্রতিপদ্' এই বিশেষ নামকরণ (সংজ্ঞা) করা হয়েছে সেই তিনটি মন্ত্রকেই। আশ্বিনশস্ত্রের প্রতিপদে (৬/৫/৬ সূ. দ্র.) একটিমাত্র মন্ত্র আছে বলে সেখানে তাই এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। জ্যোতিষ্টোম যাগে মোট দুটি মাত্র প্রতিপদ্ (৫/১৪/৫; ৫/১৮/৬ সূ. দ্র.) থাকলেও জ্যোতিষ্টোমের বারে বারে অনুষ্ঠানের সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই সূত্রে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। 'প্রথমযজ্ঞে-' (আ. ৪/৮/২৩), 'বসন্তে জ্যোতিষ্টোমেন যজেত' (আপ. শ্রৌ ১০/২/১৬) ইত্যাদি সূত্র থেকেও বোঝা যায় যে, জ্যোতিষ্টোমের বারে বারে অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। 'প্রথম' শব্দটি এবং 'বসন্তে' পদের দ্বিত্ব সেই অর্থই সূচিত করছে।

অনুব্রাহ্মণং বানুপূর্ব্যম্ ।। ২৪।। [২৩]

অনু.— অথবা ব্রাহ্মণ অনুযায়ী আনুপূর্বী (হবে)।

ব্যাখ্যা— আজ্যসূক্তের মন্ত্রগুলি সংহিতায় যে ক্রমে পঠিত হয়েছে সেই ক্রমে অথবা ব্রাহ্মণগ্রন্থে নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী পাঠ করবেন— ঐ. ব্রা. ১০/৮, ৯ দ্র.।

আহূয়োত্তময়া পরিদধাতি ।। ২৫।। [২৪]

অনু.— আহাব করে (আজ্যসূক্তের) শেষ মন্ত্র দ্বারা (আজ্যশস্ত্রের পাঠ) শেষ করেন।

ব্যাখ্যা— পরিধানীয়া মানেই শেষ মন্ত্র। তবুও সূত্রে 'উত্তময়া' বলার কারণ 'যাজ্যান্তানি শস্ত্রাণি' (৫/১০/২৬) সূত্র থেকে কেউ যেন ভুল না বোঝেন যে, পরিধানীয়া মানে যাজ্যা বা যাজ্যাই পরিধানীয়া। বস্তুত যাজ্যার পূর্ববর্তী মন্ত্রটিই হচ্ছে শস্ত্রের পরিবধানীয়া।

সর্বশস্ত্রপরিধানীয়াস্বেবম্ ।। ২৬।। [২৫]

অনু.— সমস্ত শস্ত্রের (-ই) শেষ মন্ত্রে এইরকম (হয়)।

ব্যাখ্যা—'সর্ব' বলায় শুধু আজ্যশস্ত্রে নয়, সব শস্ত্রেই সব শস্ত্রপাঠককেই শেষ মন্ত্রের আগে আহাব করতে হয়। "পরিধানীয়ায়ৈ চ"- শা. ৮/৭/৯।

উক্থং বাচি ঘোষায় ত্বেতি শস্ত্বা জপেদ্ ।। ২৭।। [২৬]

অনু.— শস্ত্র পাঠ করে 'উক্থং-' (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

অগ্ন ইন্দ্রশ্চ দাশুষো দুরোণ ইতি যাজ্যা ।। ২৮।। [২৬]

অনু.— 'অগ্ন-' (৩/২৫/৪) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— এই মন্ত্রের শেষে ইন্দ্র-অগ্নির উদ্দেশে গ্রহের সোমরস আহুতি দিতে হয়।

উক্থপাত্রম্ অগ্রে ভক্ষয়েত্ ।। ২৯।। [২৬]

অনু.— আগে উক্থপাত্র (-এর সোম) পান করবেন।

ব্যাখ্যা— উক্থ = শস্ত্র। শস্ত্রের শেষে গ্রহের সোমরস আহুতি দেওয়া হয়। নিঃশেষে আহুতি দেওয়া হয় না, কিছুটা সোমরস পাত্রে থেকে যায়। এই অবশিষ্টযুক্ত পাত্রকে বা অন্য যে পাত্রে এই হুতাবশিষ্ট সোমরস রাখা হয় সেই পাত্রকে শস্ত্রসম্পর্কিত বলে বলা হয় 'উক্থপাত্র'। যিনি বষট্কার উচ্চারণ করেন তাঁকে অবশিষ্ট সোমরস পান করতেই হয়। সূত্রে তবুও ভক্ষণ বা পানের বিধান করা হয়েছে ক্রম নির্দেশ করার জন্য। আগে উক্থপাত্রের সোমরস পান করতে হবে, তার পরে অন্য পাত্রের।

ততশ্ চমসাংশ্ চমসিনঃ সর্বশস্ত্রযাজ্যান্তেষু ।। ৩০।। [২৭]

অনু.— তার পর সমস্ত শস্ত্রের শেষে এবং সমস্ত শস্ত্রযাজ্যার শেষে চমসীরা চমসগুলি (পান করবেন)।

ব্যাখ্যা— সর্বত্রই শস্ত্রের শেষে যাজ্যা থাকলে যাজ্যার পরে এবং যাজ্যা না থাকলে (যেমন আশ্বিনশস্ত্রে তা থাকে না) শস্ত্রের শেষ মন্ত্রের পরে প্রথমে উক্‌থপাত্রের (গ্রহের) সোম পান করা হয়। তার পরে চমসীরা নিজ নিজ চমসের সোম পান করেন। উক্‌থপাত্রের অস্তিত্ব যেখানে থাকে না সেখানে চমসের আহুতি হয়ে গেলে চমসেরই সোম পান করতে হয়। অপ্তোর্যামে আশ্বিনশস্ত্র অন্তিম না হলেও 'অতিরাত্রস্ ত্বিহ' (৯/১১/১২) সূত্র-অনুসারে সেখানে অতিরাত্রের অতিদেশ হওয়ায় চমসভক্ষণে বাধা নেই। সূত্রে 'সর্ব' বলায় কেবল হোতার শস্ত্র নয়, হোত্রকদের শস্ত্রও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। '-যাজ্যাসু' না বলে '-যাজ্যান্তেষু' বলায় অর্থ হচ্ছে— সকল অন্তিম শস্ত্রের শেষে এবং শস্ত্রযাজ্যার শেষে— সর্বশস্ত্রান্তেষু যাজ্যান্তেষু চ।

বষট্‌কর্তৈকপাত্রাণ্যাদিত্যগ্রহ-সাবিত্রবর্জম্ ।। ৩১।। [২৮]

অনু.— বষট্‌কর্তা আদিত্য ও সাবিত্র গ্রহ ছাড়া (সমস্ত) একপাত্র (-স্থ সোম পান করবেন)।

ব্যাখ্যা— একপাত্র = ঊর্ধ্বমুখ পাত্র। বষট্‌কর্তা যে সোম পান করবেন তা জানাই আছে। সূত্রের প্রথম অংশটি তাই অনুবাদ অর্থাৎ জ্ঞাত বিষয়ের পুনরুল্লেখ মাত্র। পরের অংশটিতেই রয়েছে মূল বিধি বা বক্তব্য— বষট্‌কর্তা আদিত্যগ্রহ ও সাবিত্রগ্রহের সোম পান করবেন না।

দশম কণ্ডিকা (৫/১০)

[আহাবের সময়, প্রউগশস্ত্র, আহাবের বিভিন্ন স্থান, শস্ত্রজপ, অনুরূপের লক্ষণ, প্রাতঃসবনে হোত্রকদের পাঠ্য শস্ত্র]

স্তোত্রম্ অগ্রে শস্ত্রাত্ ।। ১।।

অনু.— শস্ত্রের আগে স্তোত্র (গান করা হয়)।

ব্যাখ্যা— আগে হয় স্তোত্র, তার পর শস্ত্র। প্রত্যেক স্তোত্রের পরে একটি করে শস্ত্র পাঠ করতে হয়। শস্ত্রপাঠের শেষে অগ্নিতে সোমরস আহুতি দেওয়া হয়।

এষেতি প্রোক্ত উদ্‌গাতুর্ হিংকারে প্রাতঃসবন আহ্বয়ীরন্ ।। ২।।

অনু.— প্রাতঃসবনে (স্তোতা কর্তৃক) 'এষা' বলা হলে উদ্‌গাতার হিংকারের সময়ে (শস্ত্রপাঠকেরা) আহাব করবেন।

ব্যাখ্যা— স্তোত্রের শেষ পর্যায়ে শেষ মন্ত্রটি শেষবারের মত গাওয়ার সময়ে প্রস্তোতা প্রস্তাব অংশ গান করে শস্ত্রপাঠকের উদ্দেশে বলেন (হোতঃ অথবা প্রশাস্তঃ অথবা ব্রহ্মন্ অথবা অচ্ছাবাক) 'এষা' (উত্তমা) অর্থাৎ স্তোত্রের এটি হচ্ছে শেষ মন্ত্র। তার পর উদ্‌গাতা হিংকার করলে শস্ত্রপাঠক শস্ত্রের জন্য আহাব করেন। প্রসঙ্গত 'উত্তমাং প্রস্তোষেতি শংসিতারম্ ঈক্ষতে' (লা. শ্রৌ. ২/৬/১১) সূ. দ্র.।

প্রতিহার উত্তরয়োঃ সবনয়োঃ ।। ৩।।

অনু.— পরবর্তী দুই সবনে প্রতিহারের সময়ে (আহাব করবেন)।

ব্যাখ্যা— মাধ্যন্দিনসবনে এবং তৃতীয়সবনে 'এষা (উত্তমা)' বলার পর স্তোত্রে প্রতিহার অংশ গান করার সময়ে শস্ত্রপাঠক শস্ত্রের জন্য আহাব করেন।

বায়ুরগ্রেগা যজ্ঞপ্রীর্ ইতি সপ্তানাং পুরোরুচাং তস্যাস্ তস্যা উপরিষ্টাত্ তৃচং শংসেত্ ।। ৪।।

অনু.— 'বায়ু-' (সূ.) এই সাতটি পুরোরুক্ (মন্ত্রের মধ্যে) সেই সেই (এক একটি পুরোরুকের) পরে এক একটি তৃচ পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ঋক্‌সংহিতার পরিশিষ্ট অংশে পঞ্চম অধ্যায়ে সাতটি 'পুরোরুক্' নামে মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্রগুলি হল— (১) বায়ুরগ্রেগা যজ্ঞপ্রীঃ সাকং গন্ মনসা যজ্ঞম্। শিবো নিযুদ্ভিঃ শিবাভিঃ।। (২) হিরণ্যবর্তনী নরা দেবা পতী অভিষ্টয়ে। বায়ুশ্চেন্দ্রশ্চ সুমখা।। (৩) কাব্যা রাজানা ক্রত্বা দক্ষস্য দুরোণে। রিশাদসা সধস্থ আ।। (৪) দৈব্যা অধ্বর্যু আ গতং রথেন সূর্যত্বচা। মধ্বা যজ্ঞং সমঞ্জাথে।। (৫) ইন্দ্র উক্‌থেভির্ভন্দিষ্ঠো বাজানাং চ বাজপতিঃ। হরিবান্ সুতানাং সখা।। (৬) বিশ্বান্ দেবান্ হবামহে, ঽস্মিন্ যজ্ঞে সুপেশসঃ। ত ইমং যজ্ঞমা গমন্, দেবাসো দেব্যা ধিয়া। জুষাণা অধ্বরে সদো, যে যজ্ঞস্য তনূকৃতঃ।। বিশ্ব আ সোমপীতয়ে।।(৭) ঋচা মহীং দেবীং বাচমস্মিন্ যজ্ঞে সুপেশসম্। সরস্বতীং হবামহে।। প্রউগশস্ত্রে প্রত্যেকটি পুরোরুকের পরে পরবর্তী সূত্রে নির্দিষ্ট সাতটি তৃচের একটি করে তৃচ পাঠ করতে হয়। পুরোরুক্ ঋক্‌মন্ত্রই— 'পুরোরুচো নাম ঋচঃ' (না.)। ষষ্ঠ পুরোরুকে আছে মোট সাতটি চরণ। তার মধ্যে প্রথম চারটি চরণ মিলে একটি অনুষ্টুপ্ এবং পরবর্তী তিনটি চরণ মিলে একটি গায়ত্রী মন্ত্র রয়েছে বলে ধরলে পুরোরুকের সংখ্যা সাতটি না হয়ে আটটি হয়ে যাবে। কিন্তু এইভাবে গণনা করা যে উচিত নয় তা বোঝাবার জন্যই সূত্রে 'সপ্ত' পদটি বলা হয়েছে।

বায়ব্যা য়াহি দর্শতেতি সপ্ত তৃচাঃ ।। ৫।।

অনু.— 'বায়-' (১/২, ৩) এই সাতটি তৃচ (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ১/২ সূক্তের নটি এবং ১/৩ সূক্তের বারোটি এই মোট একুশটি মন্ত্র অর্থাৎ সাতটি তৃচ পাঠ্য। একটি করে পুরোরুকের পরে একটি করে তৃচ পাঠ করতে হবে। দ্র. যে, সূত্রকার এখানে পাদের অপেক্ষায় বেশী অংশ গ্রহণ না করেই তৃচের নির্দেশ দিলেন। আগের সূত্র থেকে যদিও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেকটি পুরোরুকের পরে একটি করে তৃচ পড়তে হলে মোট সাতটি তৃচই পড়তে হয়, তবুও আলোচ্য সূত্রে 'সপ্ত' বলা হয়েছে এই আশঙ্কাতেই যে, 'সপ্ত' না বলা হলে যেহেতু এখানে সম্পূর্ণ চরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে তাই 'ঋচং পাদগ্রহণে' (১/১/১৭) সূত্র অনুসারে 'বায়বা য়াহি-' এই একটি ঋক্‌কেই হয়তো পুনরাবৃত্তি করে সাতটি তৃচে পরিণত করা হতে পারে। ঐ. ব্রা. ১১/১, ২ অংশে পাঠ্য মন্ত্রের কোন উল্লেখ নেই, কেবল উদ্দিষ্ট দেবতাদের উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয়াং প্রউগে ত্রিঃ ।। ৬।।

অনু.— প্রউগ (শস্ত্রে) দ্বিতীয় (মন্ত্রটিকে) তিনবার (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— সামিধেনীর মতো প্রথম মন্ত্রটিকেই তিনবার পড়া উচিত, কিন্তু প্রউগশস্ত্রে প্রথম পুরোরুকের পরবর্তী 'বায়-' (১/২/১) এই মন্ত্রটিকেই তিনবার পড়তে হবে।

পুরোরুক্‌সূত্য আহ্বয়ীত ।। ৭।।

অনু.— পুরোরুক্‌গুলির উদ্দেশে আহ্বাব করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেকটি পুরোরুক্ মন্ত্রের আগে আহ্বাব করতে হয়।

ষষ্ঠ্যাং ত্রির্ অবস্যেদ্ অর্ধর্চেঽর্ধর্চে ।। ৮।। [৭]

অনু.— ষষ্ঠ (পুরোরুকে) অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে (মোট) তিনবার থামবেন।

ব্যাখ্যা— 'আজ্যেঽর্ধর্চম্' (৫/১৪/৯) সূত্রে আজ্যশস্ত্র থেকে ব্রাহ্মণাচ্ছংস্য প্রগাথ পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্রের ক্ষেত্রে অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে থামতে বলা হয়েছে। অর্ধমন্ত্র অক্ষের হিসাব (লাক্ষণিক) অনুযায়ী হতে পারে, ছন্দ বা বেদ অনুযায়ীও হতে পারে। এই সূত্রে তাই বলা হচ্ছে যে, বেদপাঠের রীতি অনুযায়ীই অর্ধমন্ত্র স্বীকার করতে হবে। তবে আমরা দেখতে পাই যে, প্রচলিত মুদ্রিত গ্রন্থে ষষ্ঠ

পুরোরুককে চারটি অর্ধমন্ত্র রয়েছে। ঋ. প্রা. ১৮/৫১ অনুসারে অবশ্য সাত চরণের মন্ত্রে তৃতীয়, পঞ্চম, ও সপ্তম চরণে এক একটি অর্ধমন্ত্র শেষ হয়। 'ত্রিঃ' বলায় এখানেও তা-ই হবে। চরণের সংখ্যা বিজোড় হলেই অর্ধর্চ হবে সমাম্নায়ের অনুগামী।

উত্তমাং ন শংসেচ্ ছংসন্ত্যেকে ।। ৯।। [৮]

অনু.— শেষ (পুরোরুক্‌টি) পাঠ করবেন না। অন্যেরা (অবশ্য) পাঠ করেন।

তৃচ আহ্বানম্ অশংসনে ।। ১০।। [৮]

অনু.— পাঠ না করা হলে (পুরোরুকের পরিবর্তে সপ্তম) তৃচে আহ্বাব (করতে হবে)।

মাধুচ্ছন্দসং প্রউগম্ ইত্যেতদ্ আচক্ষতে ।। ১১।। [৯]

অনু.— এই (সাতটি তৃচকে যাজ্ঞিকেরা) মাধুচ্ছন্দস প্রউগ বলেন।

ব্যাখ্যা— অন্যত্রও যেখানে কোন ঋষি ও ছন্দ দিয়ে প্রউগশস্ত্রের নির্দেশ দেওয়া হবে সেখানে এই সাতটি তৃচের পরিবর্তে সেই তৃচগুলিই পাঠ করতে হবে, কিন্তু তাই বলে ৪ নং সূত্রের পুরোরুক্ মন্ত্রগুলি বাদ যাবে না।

উক্‌থং বাচি শ্লোকায় ত্বেতি শস্ত্বা জপেত্ ।। ১২।। [১০]

অনু.— শস্ত্র পাঠ করে 'উক্‌থং-' (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

বিশ্বেভিঃ সোম্যং মধ্বিতি যাজ্যা ।। ১৩।। [১০]

অনু.— (এই গ্রহে) 'বিশ্বেভিঃ-' (১/১৪/১০) এই (মন্ত্র) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১১/৪ অংশেও এই মন্ত্রই পাই।

প্রশাস্তা ব্রাহ্মণাচ্ছংস্যচ্ছাবাক ইতি শস্ত্রিণো হোত্রকাঃ ।। ১৪।। [১০]

অনু.— মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, অচ্ছাবাক (হচ্ছেন) শস্ত্রপাঠকারী হোত্রক।

ব্যাখ্যা— হোত্রকদের মধ্যে এই তিন জনই শুধু শস্ত্র পাঠ করেন।

তেষাং চতুর্-আহাবানি শস্ত্রাণি প্রাতঃসবনে তৃতীয়সবনে পর্যায়েষ্বতিরিক্তেষু চ ।। ১৫।। [১১]

অনু.— প্রাতঃসবনে, তৃতীয়সবনে, পর্যায়গুলিতে এবং অতিরিক্ত (উক্‌থ্য)গুলিতে তাঁদের শস্ত্রগুলি চার-আহ্বাব-বিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রে এবং পরবর্তী সূত্রে হোত্রকেরা কখন শস্ত্রপাঠ করেন এবং তাঁদের সেই শস্ত্রে মোট কয়টি আহ্বাব থাকে তা বলা হয়েছে। 'অতিরিক্তেষু' পদে বহুবচন থাকায় অপ্তোর্যাম যাগের 'অতিরিক্ত' গুলিতেই (৯/১১/১৪ সূ. দ্র.) এই নিয়ম প্রযোজ্য। বাজপেয় যাগে একটিমাত্র 'অতিরিক্ত' থাকায় (৯/৯/১৭ সূ. দ্র.) সেখানে তাই এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। আহ্বাবের প্রসঙ্গ থাকলেও হোত্রকদের নিজ নিজ শস্ত্রে মোট আহ্বাবের সংখ্যা চারের বেশী হলে চলবে না। 'পর্যায়' এবং 'অতিরিক্ত' তৃতীয়সবনের অন্তর্গত হলেও পৃথক্ উল্লেখ করা হয়েছে এই কথাই বুঝাতে যে, ঐ সবনে উক্‌থ্যশস্ত্র ছাড়াও অন্য শস্ত্র তাঁদের পাঠ করতে হয়।

পঞ্চাহাবানি মাধ্যন্দিনে ।। ১৬।। [১২]

অনু.— মাধ্যন্দিন (সবনে তাঁদের শস্ত্রগুলি) পাঁচ-আহ্বাব-বিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— মাধ্যন্দিন সবনেও তাঁদের শস্ত্র পাঠ করতে হয় এবং প্রসঙ্গ থাকলেও তাঁদের প্রত্যেকের মোট আহ্বাবের সংখ্যা ঐ সবনে পাঁচের বেশী হলে চলবে না— 'আহ্বাবপরিমাণবচনং নিমিত্তাধিক্যেঽপি এতেষাম্ এতাবত্ত্বসিদ্ধ্যর্থম্' (না.)। কোথায় কোথায় আহ্বাবের প্রসঙ্গ বা নিমিত্ত তা পরবর্তী কয়েকটি সূত্রে বলা হচ্ছে।

স্তোত্রিয়ানুরূপেভ্যঃ প্রতিপদ্-অনুচরেভ্যঃ প্রগাথেভ্যো ধায্যাভ্য ইতি পৃথগ্ আহ্বানম্ ।। ১৭।। [১৩]

অনু.— স্তোত্রিয়, অনুরূপ, প্রতিপদ্, অনুচর, প্রগাথ, ধায্যার উদ্দেশে পৃথক (পৃথক্) আহ্বাব (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— এই আহ্বাব মন্ত্রের আরম্ভেই করতে হয়— "এভেভ্যঃ সর্বেভ্য আহ্বাবঃ কর্তব্যঃ, এতেষাং সন্নিপাতে পৃথক্ পৃথক্ কর্তব্য ইত্যেতদ্ উভয়ম্ অত্র বিধীয়তে। সর্বত্র যদর্থতয়া আহ্বাবো বিধীয়তে তস্যাদৌ সঃ কর্তব্যঃ" (না.)।

হোতুর্ অপি ।। ১৮।। [১৪]

অনু.— হোতারও (ঐ-সব ক্ষেত্রে আহ্বাব হয়)।

তেভ্যশ্ চান্যদ্ অনন্তরম্ ।।১৯।। [১৫]

অনু.— এবং ঐ মন্ত্রগুলির পরে অন্য (যে মন্ত্র পাঠ্য সেই মন্ত্রেও হোতা এবং হোত্রকদের আহ্বাব করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ঐ স্তোত্রিয় প্রভৃতির ঠিক পরে অন্য যে মন্ত্র পাঠ করতে হয় সেই মন্ত্রের ক্ষেত্রেও হোতা এবং হোত্রকদের আহ্বাব করতে হয়।

আদৌ নিবিদ্ধানীয়ানাং সূক্তানাম্ ।। ২০।। [১৬]

অনু.— নিবিদ্ধানীয় সূক্তের আরম্ভে (আহ্বাব করতে হয়)।

অনেকং চেত্ প্রথমেঽহ্বাবঃ ।। ২১।। [১৬]

অনু.— (নিবিদ্ধানীয় সূক্ত) যদি অনেক (হয় তাহলে) প্রথম (নিবিদ্ধানীয় সূক্তেই) আহ্বাব (হবে)।

ব্যাখ্যা— ৬/৬/১৪-১৬ সূ. দ্র.। আহ্বাব নিবিদের জন্যই করা হয়, নিবিদ্ধানীয় সূক্তের জন্য নয়।

আপোদেবতে চ তৃচে ।। ২২।। [১৭]

অনু.— এবং অপ্‌দেবতার তিন মন্ত্রে (আহ্বাব হবে)।

ব্যাখ্যা— অপ্‌দেবতার তৃচেও অর্থাৎ আগ্নিমারুত শস্ত্রের 'আপো-' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের (৫/২০/৬ সূ. দ্র.) শুরুতেও আহ্বাব করতে হয়।

তেষাং তৃচাঃ স্তোত্রিয়ানুরূপাঃ শস্ত্রাদিষু সর্বত্র ।। ২৩।। [১৮]

অনু.— তাঁদের শস্ত্রের আরম্ভে (যে) স্তোত্রিয় ও অনুরূপ (তা) সর্বত্র তিন-মন্ত্র-বিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে এখানে সূত্র একটি হলেও কার্যত দু-টি— তৃচাঃ স্তোত্রিয়ানুরূপাঃ সর্বত্র; তেষাং শস্ত্রাদিষু (স্তোত্রিয়ানুরূপেষু আহ্বাবঃ)। ফলে অর্থ হচ্ছে— সর্বত্র স্তোত্রিয় ও অনুরূপ বলতে তৃচকে অর্থাৎ তিনটি মন্ত্রকে বুঝতে হবে; ঐ (হোতা ? এবং) হোত্রকদের পাঠ্য শস্ত্রের আরম্ভে যে প্রতীকগুলি বিহিত রয়েছে সেগুলি স্তোত্রিয় ও অনুরূপ এবং ঐ প্রতীকগুলির ক্ষেত্রে আহ্বাব করতে হবে। এই সূত্রে আবার 'তেষাং' না বললেও চলত (১৫ নং সূ. দ্র.), তবুও তা বলায় সূত্রে উপরি-বর্ণিত একটি সাধারণ এবং একটি বিশেষ এই দু-টি অর্থই গ্রহণ করতে হচ্ছে।

মাধ্যন্দিনে প্রগাথাস্ তৃতীয়াঃ ।। ২৪।। [১৯]

অনু.— মাধ্যন্দিন সবনে (শস্ত্রের) তৃতীয় (প্রতীকগুলি হচ্ছে) প্রগাথ।

ব্যাখ্যা— হোত্রকদের মাধ্যন্দিন সবনের শস্ত্রে নির্দিষ্ট প্রথম প্রতীকটি স্তোত্রিয়, দ্বিতীয়টি অনুরূপ এবং তৃতীয়টি হচ্ছে প্রগাথ। মনে রাখতে হবে প্রগাথ বললে প্রগাথই, কিন্তু প্রগাথস্তোত্রিয় বললে (৫/১৬/২; ৫/২০/৬; ৬/৭/৮; ৭/১০/১১ সূ. দ্র.) তা স্তোত্রিয়ই এবং তা শস্ত্রের আরম্ভেই পাঠ করতে হবে।

যথাগ্রহণম্ অন্যত্ ।। ২৫।। [২০]

অনু.— অন্য (সব-কিছু সূত্রে) যেমন উল্লেখ করা হয়েছে (তেমনই হবে)।

ব্যাখ্যা— স্তোত্রিয় ও অনুরূপ তিনটি করে মন্ত্রের প্রতীক, মাধ্যন্দিন সবনের শস্ত্রগুলিতে তৃতীয় প্রতীকটি প্রগাথ অর্থাৎ দু-টি মন্ত্রের প্রতীক। শস্ত্রের অন্যান্য মন্ত্রগুলি ১/১/১৭-১৯ সূত্রানুযায়ী একটি মাত্র মন্ত্র, সূক্ত অথবা তৃচের প্রতীক।

যাজ্যান্তানি শস্ত্রাণি ।। ২৬।। [২১]

অনু.— শস্ত্রগুলি যাজ্যায় শেষ।

ব্যাখ্যা— যাজ্যা দেখে বুঝতে হবে কোন্ ঋত্বিকের শস্ত্র কতটা। যদি কোন সূত্রে একত্র একাধিক ঋত্বিকের পাঠ্য শস্ত্রের উল্লেখ করা হয় তাহলে সেখানে যে মন্ত্রটিকে যাজ্যারূপে উল্লেখ করা হয়েছে সেই মন্ত্র পর্যন্ত যতগুলি মন্ত্র সেগুলি এক ঋত্বিকের শস্ত্র এবং পরবর্তী মন্ত্রগুলি অপর ঋত্বিকের পাঠ্য শস্ত্র বলে বুঝতে হবে। যেমন ৩৪-৩৬ সূ. দ্র.। শস্ত্রপাঠের সময়ে যে বাক্‌সংযম অবলম্বন করতে হয় তা যাজ্যাপাঠ পর্যন্তই পালন করতে হবে।

উক্‌থং বাচীত্যেবাং শস্ত্বা জপঃ প্রাতঃসবনে ।। ২৭।। [২২]

অনু.— এই (হোত্রকদের) প্রাতঃসবনে শস্ত্র পাঠ করে 'উক্‌থ বাচি' (মন্ত্র) জপ (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১২/১ অংশেও হোতার উদ্দেশে তা-ই বলা হয়েছে।

ঊর্ধ্বং চ ষোডশিনঃ সর্বেষাম্ ।। ২৮।। [২৩]

অনু.— এবং সকলের (ক্ষেত্রেই) ষোড়শী (শস্ত্রের) পরে (এই মন্ত্র জপ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ষোড়শী শস্ত্রের পরে সব শস্ত্রে হোতা এবং হোত্রক সকলকেই নিজ নিজ শস্ত্রের শেষে এই মন্ত্রই জপ করতে হয়। আগে হোত্রকদের জন্য 'তেষাং' (১৫ ও ২৩ নং সূ. দ্র.) বলা হয়েছে। এখন হোতাকেও এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সূত্রে 'সর্বেষাম্' বলা হচ্ছে।

উক্‌থং বাচীন্দ্রায়েতি মাধ্যন্দিনঃ ।। ২৯।। [২৪]

অনু.— মাধ্যন্দিনে (জপমন্ত্র) 'উক্‌থং বাচীন্দ্রায়'।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১২/১ অংশেও হোতার উদ্দেশে তা-ই বলা আছে।

উক্‌থং বাচীন্দ্রায় দেবেভ্য ইত্যুক্‌থ্যেষু সষোডশিকেষু ।। ৩০।। [২৪]

অনু.— ষোড়শী-সমেত উক্‌থ্য (-শস্ত্রগুলিতে জপমন্ত্র) 'উক্‌থং বাচীন্দ্রায় দেবেভ্যঃ'।

ব্যাখ্যা— উক্‌থ্যেষু সষোডশিকেষু = তিন উক্‌থ্য শস্ত্রে এবং ষোড়শী শস্ত্রে। তৃতীয় সবনে উক্‌থ্য ও ষোড়শী শস্ত্রে এই মন্ত্র জপ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ১২/১ অংশেও হোতার উদ্দেশে তা-ই বলা হয়েছে।

অনন্তরস্য পূর্বেণ ।। ৩১।। [২৫]

অনু.— অব্যবহিত (পরবর্তী অংশের অনুষ্ঠান হবে) পূর্বের (মতোই)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয়সবনে 'পুরোডাশাদ্যুক্রম্' (৫/১৭/৫) সূত্রে পুরোডাশ প্রভৃতির যে অনুষ্ঠান বিহিত হয়েছে সেই অনুষ্ঠানগুলি পূর্ববর্তী মাধ্যন্দিন সবনের মতোই হবে, প্রাতঃসবনের মতো নয়। আবার মাধ্যন্দিন সবনের ক্ষেত্রে (৫/১৩/১৪ সূ. দ্র.) কিন্তু তা প্রাতঃসবনের মতোই হবে। এইরকম সোমাতিরেকে (৬/৭/১ সূ. দ্র.) শস্ত্রপাঠের পর করণীয় যে জপ তা পূর্ববর্তী শস্ত্রের শেষে উচ্চারিত জপের মতোই হবে। "যত্রানেকপদার্থাঃ ক্রমবর্তিনঃ স্যুর্ একরূপাস্ তত্র যদি তেষাং কস্যচিদ্ ধর্মাকাঙ্ক্ষা স্যাত্ তদা তেষাম্ অনন্তরেণ পূর্বেণ ধর্মবিধির্ বেদিতব্যঃ" (না.)।

স্তোত্রিয়েণানুরূপস্য ছন্দঃপ্রমাণলিঙ্গদৈবতানি ।। ৩২।। [২৬]

অনু.— স্তোত্রিয়ের (সঙ্গে) অনুরূপের ছন্দ, পরিমাণ, চিহ্ন, দেবতা (অভিন্ন হবে)

ব্যাখ্যা— পরিমাণ = অক্ষরের মোট সংখ্যা। লিঙ্গ = আবতী, প্রবতী ইত্যাদি চিহ্ন অর্থাৎ স্তোত্রিয়ে যদি 'আ', 'প্র' ইত্যাদি কোন বিশেষ অক্ষর থাকে অনুরূপেও তাহলে তা থাকতে হবে। স্তোত্রিয়ের যে ছন্দ, যত অক্ষর, যে বিশেষ চিহ্ন, অনুরূপেরও সেই ছন্দ, তত অক্ষর এবং সেই বিশেষ চিহ্ন থাকে।

আর্ষং চৈকে ।। ৩৩।। [২৭]

অনু.— অন্যেরা (বলেন) ঋষিও (সমান হবে)।

ব্যাখ্যা— স্তোত্রিয়ের যে ঋষি, অনুরূপের ঋষিও তা-ই হতে হবে।

আ নো মিত্রাবরুণা নো গন্তং রিশাদসা প্র বো মিত্রায় প্র মিত্রয়োর্বরুণয়োর্ ইতি নবা যাতং মিত্রাবরুণেতি যাজ্যা ।। ৩৪।। [২৮]

অনু.— (প্রাতঃসবনে মৈত্রাবরুণের শস্ত্র) 'আ-' (৩/৬২/১৬-১৮), 'আ নো গন্তং-' (৫/৭১/১-৩), 'প্র-' (৫/৬৮), 'প্র মিত্রায়-' (৭/৬৬/১-৯) ইত্যাদি নটি (মন্ত্র)। 'আ যাতং-' (৭/৬৬/১৯) যাজ্যা।

আ যাহি সুষুমা হি ত ইতি ষট্ স্তোত্রিয়ানুরূপাব্ অনন্তরাঃ সপ্তেন্দ্র ত্বা বৃষভমুদ্ ঘেদভীতি তিস্র ইন্দ্র ক্রতুবিদং সুতম্ ইতি যাজ্যা ।। ৩৫।। [২৮]

অনু.— (ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর শস্ত্রে) 'আ-' (৮/১৭/১-৬) ইত্যাদি ছ-টি (মন্ত্র) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ। পরবর্তী সাতটি (মন্ত্র) (৮/১৭/৭-১৩), 'ইন্দ্র ত্বা-' (৩/৪০), 'উদ্-' (৮/৯৩/১-৩) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র পাঠ্য)। 'ইন্দ্র ক্রতু-' (৩/৪০/২) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— স্তোত্রে সামবেদীয় ঋত্বিকেরা যে তৃচে গান করেন, মন্ত্রটি সেই তৃচেই শুরু হয় এবং ঐ তৃচকে 'স্তোত্রিয়' বলা হয়। উল্লিখিত 'আ-' ইত্যাদি ছ-টি মন্ত্রের মধ্যে যে তৃচে গান করা হবে শস্ত্রে সেই তৃচটিই হবে স্তোত্রিয় এবং অপর তৃচটি হবে অনুরূপ।

ইন্দ্রাগ্নী আ গতং সুতমিন্দ্রাগ্নী অপসস্পরি তোশা বৃত্রহণা হুব ইতি তিস্র ইহেন্দ্রাগ্নী উপেয়ং বামস্য মন্মন ইতি নবেন্দ্রাগ্নী আ গতং সুতম্ ইতি যাজ্যা ।। ৩৬।। [২৮]

অনু.— (অচ্ছাবাকের শস্ত্রে) 'ইন্দ্রা-' (৩/১২/১-৩), 'ইন্দ্রা-' (৩/১২/৭-৯), 'তোশা-' (৩/১২/৪-৬) ইত্যাদি তিন (মন্ত্র), 'ইহে-' (১/২১), 'ইয়ং-' (৭/৯৪/১-৯) ইত্যাদি নটি (মন্ত্র পাঠ্য)। 'ইন্দ্রা-' (৩/১২/১) যাজ্যা।

একাদশ কণ্ডিকা (৫/১১)

[সবনের শেষে ঋত্বিক্‌দের প্রস্থান, পরবর্তী সবনের জন্য পুনঃপ্রবেশ]

সংস্থিতেষু সবনেষু ষোডশিনি চাতিরাত্রে প্রশাস্তঃ প্রসুহীত্যুক্তঃ সর্পতেতি প্রশাস্তাতিসৃজেদ্ হোতা দক্ষিণেনৌদুম্বরীম্ অঞ্জসেতরেঽপরয়া দ্বারোত্তরাং বেদিশ্রোণীম্ অভিনিঃসর্পন্তি ।। ১।।

অনু.— সবন শেষ হলে এবং অতিরাত্রে ষোড়শী (গ্রহ অনুষ্ঠিত হলে অধ্বর্যু কর্তৃক) 'প্রশাস্তঃ প্রসুহি' বলা হলে মৈত্রাবরুণ 'সর্পত' এই (পদটি বলে সকলকে যজ্ঞভূমি থেকে বিদায় নেওয়ার) অনুমতি দেবেন। হোতা ঔদুম্বরীর ডান দিক্ দিয়ে (এবং) অপরেরা (নিজ নিজ ধিষ্ণ্যের সোজাসুজি সদোমণ্ডপের) পশ্চিম দ্বার দিয়ে বেদির উত্তর শ্রোণির দিকে বেরিয়ে যান।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক সবনের শেষে এবং অতিরাত্রে (বাজপেয়ে নয়) ষোড়শী গ্রহ আহুতি দেওয়ার পরে অধ্বর্যু মৈত্রাবরুণকে বলেন 'প্রশাস্তঃ প্রসুহি' অর্থাৎ মৈত্রাবরুণ, তুমি সকলকে চলে যাওয়ার জন্য অনুমতি দাও (কা. শ্রৌ. ৯/১৪/১৯ দ্র.)। মৈত্রাবরুণ তখন 'সর্পত' (অর্থাৎ তোমরা চলে যাও) এই বাক্যে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেন। এই অনুমতি পেয়ে হোতা সদোমণ্ডপের ডান দিকে যে ডুমুরের ডাল আছে তার ডান দিক্ দিয়ে এবং অন্যেরা নিজ নিজ ধিষ্ণ্যের সোজাসুজি যে পথ সেই পথ ধরে সদোমণ্ডপের পশ্চিম দ্বার দিয়ে বেরিয়ে (ঐষ্টিক) বেদির উত্তর-পশ্চিম কোণে এসে তার পর যজ্ঞস্থল ত্যাগ করবেন। অধ্বর্যু যদি অনুরোধ না করেন তাহলে মৈত্রাবরুণও অনুমতিবাক্য উচ্চারণ করবেন না। ঋগ্‌বেদীয় ঋত্বিকেরা এই চার ক্ষেত্রে (তিন সবনে ও অতিরাত্রের ষোড়শীর পরে) মৈত্রাবরুণ কর্তৃক অনুমতি দেওয়া হোক অথবা না হোক যজ্ঞভূমি থেকে অবশ্যই বেরিয়ে যাবেন। অন্য সময়ে অধ্বর্যুর অনুরোধে মৈত্রাবরুণ অনুমতি দিলেও হোতারা বাইরে যাবেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হোতাদের ক্ষেত্রে তৃতীয়সবনের সমাপ্তি হারিযোজনের পরে অনুষ্ঠেয় পত্নীসংযাজে নয়, অন্তিম শস্ত্রপাঠের পরেই।

মৃগতীর্থম্ ইত্যেতদ্ আচক্ষতে ।। ২।।

অনু.— (যাজ্ঞিকেরা) একে মৃগতীর্থ বলেন।

ব্যাখ্যা— বাইরে আসার এই পথকে 'মৃগতীর্থ' বলা হয়।

এতেন নিষ্ক্রম্য যথার্থং ন ত্বেবান্যন্ মূত্রেভ্যঃ ।। ৩।।

অনু.— এই (পথ) দিয়ে বাইরে গিয়ে যা প্রয়োজন (তা সকলে করবেন), কিন্তু মূত্র প্রভৃতি (অত্যাবশ্যক কর্ম) ছাড়া অন্য (কিছুই করবেন) না।

ব্যাখ্যা— মৃগতীর্থ দিয়ে যজ্ঞভূমির বাইরে গিয়ে মূত্রত্যাগ প্রভৃতি যাঁর যা আবশ্যিক কর্ম তিনি তা করবেন, তবে শম্যাপ্রাস অর্থাৎ কাঠি ছুঁড়লে যতদূরে গিয়ে কাঠিটি পড়ে তা থেকে বেশি দূরে কেউই যাবেন না। যদি তার বেশি দূরে গিয়ে কিছু করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে 'অতীর্থ' অর্থাৎ তীর্থ ভিন্ন অন্য পথ ধরে বাইরে গিয়ে তা করবেন।

এতে(ন) নিষ্ক্রম্য কৃত্বোদকার্থং বেদ্যাং সমস্তান্ উপস্থায়াপরয়া দ্বারা নিত্যয়াবৃতা সদোদ্বার্যে চাভিমৃশ্য তূষ্ণীং প্রতিপ্রসর্পন্তি ।। ৪।।

অনু.— এঁরা বাইরে গিয়ে জলের প্রয়োজন সেরে (বেদিতে এসে) বেদিতে (অবস্থিত) সমস্ত (ধিষ্ণ্যগুলিকে) উপস্থান করে (সদোমণ্ডপের) পশ্চিম দ্বার দিয়ে (প্রবেশ করে) এবং পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে সদোমণ্ডপের দ্বারের দুই খুঁটিকে স্পর্শ করে বিনা মন্ত্রে (মণ্ডপের ভিতরে) পুনঃপ্রবেশ করবেন।

ব্যাখ্যা— নিত্য = পূর্বোক্ত, স্থির। আবৃত্ = ক্রিয়াপদ্ধতি, প্রকার, মন্ত্র। সদোমণ্ডপের পশ্চিম দ্বারের দুই খুঁটিকে স্পর্শ করে (৫/৩/১৯ সূ. দ্র.) এবং সমস্ত ধিষ্ণ্যকে যুগপৎ উপস্থান করে (৫/৩/১৩-২০ সূ. দ্র.) মণ্ডপের ভিতরে হোতা, মৈত্রাবরুণ প্রভৃতি ঋত্বিক্ প্রতিপ্রসর্পণ অর্থাৎ পুনঃপ্রবেশ করেন। প্রবেশের পদ্ধতি বা মন্ত্র প্রাতঃসবনের মতোই, তবে 'উরুং-' (৫/৩/২১ সূ. দ্র.) মন্ত্রটি এখানে জপ করতে হয় না। সূত্রে 'এতে' পাঠটিই শুদ্ধ বলে ধরলে পদটির অর্থ হবে— এই ঋত্বিকেরা। কিন্তু 'এতেন' পাঠটি যদি শুদ্ধ হয় তাহলে অর্থ হবে এই মৃগতীর্থ দিয়ে। প্রাতঃসবনে আগে খুঁটি স্পর্শ করে পরে যুগপৎ উপস্থান করা হয়েছে। এখানে কিন্তু বাক্যের ক্রম এবং ল্যপ্ (= য) প্রত্যয়ের প্রয়োগ থেকে যেন মনে হচ্ছে মাধ্যন্দিন সবনে আগে উপস্থান করে পরে খুঁটিকে স্পর্শ করতে হয়। আদিত্য প্রভৃতি ধিষ্ণ্যকেও উপস্থান করতে হলে অবশ্য দ্বার স্পর্শ করার আগেই উপস্থান করতে হয়। বৃত্তিতে বলা হয়েছে "বেদিং প্রবিশ্য বেদ্যাং যে ধিষ্ণ্যাস্ তেষাং সমস্তোপস্থানং কৃত্বা উপস্থিতাংশ্ চানুপস্থিতাংশ্ চ ইত্যেতত্ কৃত্বা ইত্যর্থঃ"।

এষাবৃত্ সর্পতেতিবচনে ।। ৫।।

অনু.— 'সর্পত' এই (কথা) বলা হলে এই পদ্ধতি (অনুসরণ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— শুধু প্রাতঃসবনের শেষে নয়, তিন সবনেরই শেষে এবং অতিরাত্রে ষোড়শী গ্রহের পরে মৈত্রাবরুণ 'সর্পত' এই মন্ত্রে অনুমতি দিলে প্রস্থান ও প্রতিপ্রসর্পণ এই পদ্ধতিতেই (১-৪ নং সূ. দ্র.) করতে হয়।

পূর্বয়ৈব গৃহপতিঃ ।। ৬।।

অনু.— যজমান (কিন্তু) পূর্ব (দ্বার) দিয়েই (মণ্ডপে প্রতিপ্রসর্পণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঋত্বিকেরা সদোমণ্ডপের পশ্চিম দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেও যজমান কিন্তু প্রবেশ করবেন ঐ মণ্ডপের পূর্ব দ্বার দিয়ে।

দ্বাদশ কণ্ডিকা (৫/১২)

[গ্রাবস্তুতের প্রবেশ, গ্রাবার অভিষ্টবন বা গ্রাবস্তুতি]

এতস্মিন্ কালে গ্রাবস্তুত্ প্রপদ্যতে ।। ১।।

অনু.— এই সময়ে গ্রাবস্তুত্ (যজ্ঞভূমিতে) প্রবেশ করেন।

ব্যাখ্যা— অচ্ছাবাক ছাড়া অন্য ঋত্বিকেরা প্রাতরনুবাকের সময়ে যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করেন, কিন্তু অচ্ছাবাক প্রবেশ করেন নরাশংস - চমসের আপ্যায়নের সময়ে (৫/৭/১ সূ. দ্র.)। গ্রাবস্তুত্ প্রবেশ করেন মাধ্যন্দিন সবনে অন্য ঋত্বিক্‌দের প্রতিপ্রসর্পণের সময়ে এবং সদোমণ্ডপে নয়, হবির্ধান-মণ্ডপেই।

তস্যোক্তম্ উপস্থানম্ ।। ২।।

ব্যাখ্যা— গ্রাবস্তুত্‌কেও পূর্বোক্ত উপস্থান এবং প্রসর্পণ (৫/৩/১৯, ২০ সূ. দ্র.) করতে হবে। তাঁর ক্ষেত্রে যেটুকু পার্থক্য তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

পূর্বয়া দ্বারা হবির্ধানে প্রপদ্য দক্ষিণস্য হবির্ধানস্য প্রাগ্-উদগ্ উত্তরস্যাক্ষশিরসস্ তৃণং নিরস্য রাজানম্ অভিমুখোঽবতিষ্ঠতে ।। ৩।।

অনু.— (তিনি) পূর্বদ্বার দিয়ে হবির্ধানমণ্ডপে প্রবেশ করে (ডান দিকের শকটের তলার) তৃণ (নিয়ে) দক্ষিণ হবির্ধান-শকটের উত্তর অক্ষশিরার উত্তর-পূর্ব দিকে (মন্ত্রসমেত তা) ফেলে দিয়ে সোমের দিকে মুখ করে দাঁড়ান।

ব্যাখ্যা— হবির্‌ধানে = দু-টি হবির্ধান-শকট > হবির্ধানমণ্ডপ। অক্ষশিরাঃ = দুই দিকের চাকার সঙ্গে সংলগ্ন যে লম্বা কাঠের উপর শকটের দেহটি অবস্থিত সেই কাঠের দুই পাশের প্রান্ত। বৃত্তিকারের মতে দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হয়।

নাত্রোপবেশনঃ ।। ৪।।

অনু.— এখানে উপবেশন নেই।

ব্যাখ্যা— নিয়ম হচ্ছে তৃণ ফেললেই ফেলার পরে মন্ত্রসমেত বসতে হয় (১/৩/৩৬-৩৮ সূ. দ্র.), কিন্তু এখানে তৃণ ফেললেও গ্রাবস্তুত্‌ বেদিতে বসবেন না। এই সূত্র থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, তৃণনিক্ষেপ ও উপবেশনের মধ্যে এক নিবিড় যোগ রয়েছে। একটি বিহিত হলে তাই অপরটিও বিহিত এবং একটি নিষিদ্ধ হলে অপরটিও নিষিদ্ধ হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

যো অদ্য সৌম্য ইতি তু ।। ৫।।

অনু.— কিন্তু 'যো-' (আ. ৫/৩/২২) এই (মন্ত্রটি তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ৫/৩/২২ সূত্রে বসার পরে এই মন্ত্রটি জপ করার কথা বলা হয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকেই তা জপ করবেন।

অথাস্মা অধ্বর্যুর্‌ উষ্ণীষং প্রযচ্ছতি ।। ৬।।

অনু.— এর পর এঁকে অধ্বর্যু উষ্ণীষ দেন।

ব্যাখ্যা— যে কাপড় দিয়ে সোমলতা বেঁধে রাখা হয় সেই কাপড়ই গ্রাবস্তুত্‌কে পাগড়ী হিসাবে দেওয়া হয়। ৫/১২/১১, ১২ সূত্রের বৃত্তি অনুযায়ী উষ্ণীষটি যজমানেরই নিজের।

তদ্‌ অঞ্জলিনা প্রতিগৃহ্য ত্রিঃ প্রদক্ষিণং শিরঃ সমুখং বেষ্টয়িত্বা যদা
সোমাংশূন্‌ অভিষবায় ব্যপোহন্ত্যথ গ্রাব্ণোঽভিষ্টুয়াত্‌ ।। ৭।।

অনু.— ঐ (উষ্ণীষ) অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করে তিনবার প্রদক্ষিণক্রমে (নিজের) মুখসমেত মাথাকে বেষ্টন করে (তার পরে ঋত্বিকেরা) যখন রস-নিষ্কাশনের জন্য সোমের ডাঁটাগুলি ছড়িয়ে দেন তখন (তিনি) গ্রাবাগুলিকে অভিষ্টবন করবেন।

ব্যাখ্যা— যে পাথর দিয়ে সোমলতা ছেঁচা হয় তার নাম গ্রাবা বা নুড়ি। ছেঁচার সময়ে গ্রাবার উদ্দেশে যে স্তুতি করা হয় তাকে বলে 'গ্রাবস্তুতি' বা গ্রাবার 'অভিষ্টবন'। অভিষ্টবনের মন্ত্রগুলি ৯ নং এবং তার পরবর্তী কয়েকটি সূত্রে উল্লেখ করা হবে। এ-বিষয়ে শাঙ্খায়নের নির্দেশ হল— "গ্রাবস্তুত্‌ পূর্বয়া দ্বারা হবির্‌ধানে প্রপদ্যোত্তরস্য হবির্‌ধানস্য দক্ষিণং চক্রম্‌ অগ্রেণ দক্ষিণা তিষ্ঠন্‌ সোমোপনহনেন মুখং পরিবেষ্ট্য গ্রাবযোবং শ্রদ্ধাসম্প্রেষিতোঽভিষ্টৌতি" (৭/১৫/২)। ঐ. ব্রা. ২৬/২ অংশে বলা হয়েছে যে, প্রৈষ ছাড়াই এই অভিষ্টবনে মন্ত্র পাঠ করতে হয় এবং প্রত্যেক অর্ধর্চে অর্থাৎ অর্ধমন্ত্রে থামতে হয়।

মধ্যমস্বরেণেদং সবনম্‌ ।। ৮।।

অনু.— এই সবন মধ্যম স্বরে (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— মাধ্যন্দিন সবনের সকল মন্ত্র মধ্যম স্বরে পাঠ করতে হয়। বার্হস্পত্য ইষ্টিতে (৯/৯/৮ সূ. দ্র.) তাই 'সৌমিক্যঃ' (২/১৫/৪) সূত্রানুসারে প্রধানযাগের মন্ত্রে উপাংশুত্ব না হয়ে এই সূত্রানুসারে মধ্যম স্বরই হয়ে থাকে। মাধ্যন্দিন সবন শুরু হয় এই গ্রাবস্তোত্র দিয়েই। "মধ্যময়া মাধ্যন্দিনম্‌; উচ্চৈস্তরাং মরুত্বতীয়ান্‌ নিষ্কেবল্যাম্‌"— শা. ৮/১৪/৩, ৪।

অভি ত্বা দেব সবিত র্যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয় আ তূ ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং মা চিদন্যদ্ বি শংসত প্রৈতে বদন্বিত্যর্বুদম্ ।। ৯।।

অনু.— (গ্রাবস্তোত্রে গ্রাবস্তুত্) 'অভি-' (১/২৪/৩), 'যুঞ্জতে-' (৫/৮১/১), 'আ-' (৮/৮১/১), 'মা-' (৮/১/১) (এবং) 'প্রৈতে-' (১০/৯৪) এই 'অর্বুদসূক্ত' (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২৬/১ অংশেও অর্বুদসূক্তের বিধান রয়েছে।

প্রাগ্ উত্তমায়া আ ব ঋঞ্জসে প্র বো গ্রাবাণ ইতি ।। ১০।।

অনু.— (অর্বুদসূক্তের) শেষ মন্ত্রের আগে 'আ-' (১০/৭৬), 'প্র-' (১০/১৭৫) এই (দুটি সূক্ত অন্তর্ভুক্ত) করবেন।

সূক্তয়োর্ অন্তরোপরিষ্টাত্ পুরস্তাদ্ বা পাবমানীর্ ওপ্য যথার্থম্ আ বা গ্রহগ্রহণাচ্ ছিত্বয়া পরিধায় বেদ্যং যজমানস্যোষ্ণীষম্ ।। ১১।।

অনু.— (ঐ) দুই সূক্তের মাঝে, পরে অথবা আগে প্রয়োজন অনুযায়ী অথবা গ্রহের গ্রহণ পর্যন্ত পবমানমন্ত্রগুলি অন্তর্ভুক্ত করে (অর্বুদসূক্তের) শেষ মন্ত্র দ্বারা (গ্রাবস্তোত্র) সমাপ্ত করে যজমানের উষ্ণীষ (যজমানকে) দিয়ে দিতে হয়।

ব্যাখ্যা— পাবমানী = ঋক্‌সংহিতার নবম মণ্ডলের পবমান-দেবতার মন্ত্র। ওপ্য = আ-√বপ্ + ল্যপ্ (= য) = ঢেলে, অন্তর্ভুক্ত করে। বেদ্য = প্রদেয়। যতক্ষণ সোমরস নিষ্কাশন করা হয় ততক্ষণ অথবা গ্রহে সোমরস নেওয়া পর্যন্ত ১০/৭৬ এবং ১০/১৭৫ এই দুই সূক্তের মাঝে, আগে অথবা পরে নবম মণ্ডলের যতগুলি মন্ত্র পড়া সম্ভব ততগুলি মন্ত্র পড়ে যেতে হয়। তার পরে অর্বুদসূক্তের শেষ মন্ত্রে গ্রাবস্তোত্র সমাপ্ত করে ৬ নং সূত্র অনুযায়ী যে পাগড়ী নিয়েছিলেন তা তিনি (= গ্রাবস্তুত্) অধ্বর্যুকে নয়, যজমানকে ফেরত দেবেন।

আদায় যথার্থম্ অন্ত্যেষ্বহঃসু ।। ১২।।

অনু.— (অহীন ও সত্রে) শেষ দিনগুলিতে (যজমান সেই পাগড়ী) নিয়ে যা প্রয়োজন (তা-ই করবেন)।

ব্যাখ্যা— অহীন ও সত্রে শেষ সুত্যাদিনে যজমান সেই উষ্ণীষ নিয়ে যা প্রয়োজন তা-ই করবেন।

প্রতিপ্রযচ্ছেদ্ ইতরেষু ।। ১৩।।

অনু.— অন্য (সুত্যা-) দিনগুলিতে (যিনি তাঁকে পাগড়ী দেন তাঁর কাছেই তা) ফিরিয়ে দেবেন।

অথাপরম্ অভিরূপং কুর্যাদ্ ইতি গাণগারিঃ ।। ১৪।।

অনু.— গাণগারি (বলেন বিকৃতিযাগে) অন্য অনুকূল (একটি গ্রাবস্তোত্র পাঠ) করবেন।

ব্যাখ্যা— গাণগারির মতে বিকৃতিযাগে ৯ নং এবং ১০ নং সূত্রের মন্ত্রগুলি নয়, অভিরূপ অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় কর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অর্থবহ অন্য কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করতে হয়। সেই মন্ত্রগুলি পরবর্তী সূত্রে উল্লেখ করা হচ্ছে। সূত্রে 'অভিরূপম্' বলায় যে ক্রমে জল-ছিটানো, মাজা ইত্যাদি (১৭-২১ নং সূ. দ্র.) হয় পরবর্তী সূত্রের বারোটি মন্ত্র বা চারটি তৃচকে ঠিক সেই ক্রমেই পাঠ করতে হবে, সূত্রনির্দিষ্ট ক্রমে নয়। বৃত্তি অনুযায়ী অবশ্য কর্মের ক্রম ভঙ্গ করে সূত্রনির্দিষ্ট ক্রমেও তৃচগুলিকে পাঠ করা চলে, তবে তৃচের মধ্যে যে অর্থ প্রকাশ পেয়েছে, সেই কর্মটিই তখন করতে হবে। সূত্রে গাণগারির নাম উল্লেখ করা হয়েছে কোন ভিন্ন মত উপস্থাপনের জন্য নয়, শ্রদ্ধাবশতই— 'গাণগারিবচনং পূজার্থম্' (না.)।

আ প্যায়স্ব সমেতু ত ইতি তিস্রো মৃজন্তি ত্বা দশ ক্ষিপ এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা দশভির্বিবস্বতো দুহন্তি সপ্তৈকামধুক্ষত্ পিপ্যুষীমিষমা কলশেষু ধাবতি পবিত্রে পরি বিচ্যত ইত্যেকা কলশেষু ধাবতি শ্যেনো বর্ম বি গাহত ইতি দ্বে ।। ১৫।।

অনু.— 'আ প্যায়-' (১/৯১/১৬-১৮) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), 'মৃজন্তি-' (৯/৮/৪), 'এত-' (৯/১৫/৮), 'মৃজ্য-' (৯/১০৭/২১), 'আ দশভি-' (৮/৭২/৮), 'দুহন্তি-' (৮/৭২/৭), 'অধুক্ষত্-' (৮/৭২/১৬), 'আ কল-' (৯/১৭/৪) এই একটি (মন্ত্র), 'আ কল-' (৯/৬৭/১৪, ১৫) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— সংহিতায় 'আ কলশেষু ধাবতি' দিয়ে শুরু এমন দুটি মন্ত্র আছে। সূত্রকার তাই তৃচ বোঝাতে না চাইলেও সূত্রে চরণের অপেক্ষায় অধিক অংশের উল্লেখ করেছেন।

এতাসাম্ অর্বুদস্য চতুর্থীম্ উদধৃত্য তৃচান্তেষু তৃচান্ অবদধ্যাত্ ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— এই (মন্ত্রগুলির প্রত্যেকটি) তৃচের শেষে অর্বুদ (সূক্তের) চতুর্থ (মন্ত্র) বাদ দিয়ে (এক একটি) তৃচ স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— ১৫ নং সূত্রে মোট বারোটি মন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। বারোটি মন্ত্রে চারটি তৃচ হয়। অর্বুদসূক্তে আবার মোট চৌদ্দটি মন্ত্র আছে। তার মধ্যে শেষ মন্ত্রটি সমাপ্তিসূচক মন্ত্র (সমাপ্তি সূচনার জন্য তা সরিয়ে রাখা হয়) এবং চতুর্থ মন্ত্রটি পাঠ করতেই হয় না। ঐ দু-টি মন্ত্র বাদ দিলে এই সূক্তে মোট তাহলে বারোটি মন্ত্র বা চারটি তৃচ হয়। ১৫ নং সূত্রে নির্দিষ্ট পবমান-দেবতার প্রত্যেকটি তৃচের পরে অর্বুদসূক্তের একটি করে তৃচ অথবা অর্বুদসূক্তের একটি করে তৃচের পরে ১৫ নং সূত্রের একটি তৃচ পড়ে শেষে অর্বুদসূক্তেরই অন্তিম মন্ত্রে বিকৃতিযাগের গ্রাবস্তোত্র সমাপ্ত করতে হয়। এই সূত্রের বৃত্তিতে বৃত্তিকার আর বেশি আলোচনায় প্রবেশ করেন নি, কারণ বিষয়টি জটিল এবং তিনি এ-কথা স্বীকার করে স্পষ্টত বলেছেনও— "অত্র বিশেষো বক্তুং ন শক্যতে দুরবগমত্বাত্"।

আপ্যায্যমানে প্রথমম্ ।। ১৭।। [১৬]

অনু.— (সোমে) জল ছিটান হতে থাকলে প্রথম (তৃচটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রথম তৃচ অর্থাৎ ১৫ নং সূত্রের প্রথম তিনটি মন্ত্র।

মৃজ্যমানে দ্বিতীয়ম্ ।। ১৮।। [১৭]

অনু.— শোধন করা হতে থাকলে দ্বিতীয় (তৃচটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'মৃজন্তি-', 'এত-' এবং 'মৃজ্য-' এই তিন মন্ত্র পাঠ করতে হয় হাতে কোন গুঁড়া জিনিষ নিয়ে মেজে সোমলতাকে শোধন করার সময়ে।

দুহ্যমানে তৃতীয়ম্ ।। ১৯।। [১৮]

অনু.— দোহন করা হতে থাকলে তৃতীয় (তৃচটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'দশভি-', 'দুহন্তি-', 'অধুক্ষত্-' এই তিনটি মন্ত্র দোহনের সময়ে পাঠ্য। দোহন = পাত্রে সোমরস ভর্তি করা।

আসিচ্যমানে চতুর্থম্ ।। ২০।। [১৯]

অনু.— (আধবনীয় কলশে সোমরস) ঢালা হতে থাকলে চতুর্থ (তৃচটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'আ-' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র পাঠ্য।

বৃহচ্ছন্দে বৃহচ্ছন্দে চতুর্থীম্ ।। ২১।। [২০]

অনু.— প্রত্যেক 'বৃহৎ' শব্দে চতুর্থ (মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— নুড়ি দিয়ে সোমরস ছেঁচার সময়ে অন্তিম পর্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে 'বৃহত্' (কা. শ্রৌ. ১০/১/৯; আপ. শ্রৌ. ১৩/১/১০ সূ. দ্র.) মন্ত্রটি বারে বারে পড়তে হয়। তখন অর্বুদসূক্তের চতুর্থমন্ত্রটিও বারে বারে পাঠ করতে হবে। ১৬ নং সূত্রে বাদ দিতে বলায় মন্ত্রটিকে এখানে অন্তত একবার পাঠ করতে হবে।

মা চিদন্যদ্ বি শংসতেতি যদি গ্রাবাণঃ সংহ্রাদেরন্ ।। ২২।। [২১]

অনু.— যদি গ্রাবাগুলি শব্দ করে (তাহলে) 'মা-' (৮/১/১) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অভিষবের সময়ে যত বার শব্দ হবে, ততবার এই মন্ত্র পাঠ করতে হবে। শব্দ না হলেও অন্তত একবার মন্ত্রটি পড়তে হবে।

সমানম্ অন্যত্ ।। ২৩।। [২২]

অনু.— অন্য (সব-কিছু) সমান।

ব্যাখ্যা— বিকৃতিযাগে পবমান মন্ত্র এবং অর্বুদসূক্ত ছাড়া বাকী সব মন্ত্র প্রকৃতিযাগের গ্রাবার অভিষ্টবনের মতোই।

অর্বুদম্ এব্রেক্যেকে ।। ২৪।। [২৩]

অনু.— অন্যেরা (বলেন গ্রাবস্তোত্রে) অর্বুদসূক্তকে (-ই শুধু পাঠ করবেন)।

প্র বো গ্রাবাণ ইত্যেকে ।। ২৫।। [২৪]

অনু.— অপরেরা (বলেন) 'প্র-' (১০/১৭৫) এই (সূক্তই শুধু পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ১০ নং সূ. দ্র.। গ্রাবস্তোত্রের মন্ত্র নিয়ে মোট তাহলে চারটি মত। প্রথম মতে ৯-১১ নং সূত্রের মন্ত্রগুলি, দ্বিতীয় (শুধু গাণগারি নয়) মতে বিকৃতিযাগে ১৫ নং এবং ১৬ নং সূত্রের মন্ত্রগুলি, তৃতীয় মতে শুধু অর্বুদসূক্ত এবং চতুর্থ মতে শুধু 'প্র-' এই সূক্তটি পাঠ্য।

উক্তং সর্পণম্ ।। ২৬।। [২৫]

অনু.— (সদোমণ্ডপে যে) প্রবেশের কথা আগে বলা হয়েছে (তা এখানেও করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— অন্যান্য ঋত্বিকেরা যে-ভাবে সদোমণ্ডপে প্রবেশ করেছেন গ্রাবস্তুত্ও সেই-ভাবেই প্রবেশ করবেন।

স্তুতে মাধ্যন্দিনে পবমানে বিহৃত্যাঙ্গারান্ ।। ২৭।। [২৬]

অনু.— মাধ্যন্দিন পবমান (স্তোত্র) গাওয়া হলে (আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্য থেকে অন্য ধিষ্ণ্যগুলিতে) অঙ্গার নিয়ে গিয়ে।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূ. দ্র.।

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা (৫/১৩)

[দধিঘর্ম]

দধিঘর্মেণ চরন্তি প্রবর্গ্যবাংশ্ চেত্ ।। ১।।

অনু.— যদি (সোমযাগটি) প্রবর্গ্যযুক্ত (হয়) তাহলে দধি-ঘর্ম দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা— সোমযাগে প্রবর্গ্যের অনুষ্ঠান হতেও পারে, না-ও হতে পারে (৪/৮/২৩ সূ. দ্র.)। যদি প্রবর্গ্যের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, তাহলে মাধ্যন্দিন সবনে এখন দধিঘর্মের অনুষ্ঠান করতে হবে। গরম দুধের সঙ্গে টক দুধ বা দই মিশিয়ে দধিঘর্ম প্রস্তুত করা হয়।

তস্যোক্তম্ ঋগ্-আবানং ঘর্মেণ ।। ২।।

অনু.— ঐ (দধিঘর্মের মন্ত্রে করণীয়) ঋগাবান ঘর্ম দ্বারা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— ঘর্মে যেমন ঋগাবান (৪/৬/১, ২ সূ. দ্র.) প্রভৃতি করতে হয়, এই দধিঘর্মেও তা করতে হবে। 'ঘর্মেণ' বলায় শুধু ঋগাবানই নয়, ঘর্মের মন্ত্রের মতো দধিঘর্মের মন্ত্রেও একশ্রুতি হবে। ৪ নং সূত্রের 'উত্তিষ্ঠতা-' মন্ত্রটি তাই শস্ত্র, যাজ্যা ইত্যাদি না হলেও একশ্রুতিতে পাঠ করতে হয়। বৃত্তিকারের মতে সূত্রচ্ছেদের জন্য 'তস্য' বলায় প্রবর্গ্য না হলেও ঐ দধিঘর্মের বিধি প্রাপ্ত বা পালিত হবে— "তস্যেতি বচনং যোগবিভাগার্থম্। যোগবিভাগপ্রয়োজনম্ অপ্রবর্গ্যেঽপি দধিঘর্মস্য বিধেঃ প্রাপণম্ ইতি"।

ইজ্যাভক্ষিণশ্ চ ।। ৩।।

অনু.— আহুতি এবং ভক্ষণকর্তাও (ঘর্ম দ্বারা বলা হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— এই দধিঘর্মে প্রবর্গ্য-অনুষ্ঠানের ঘর্মের মতোই আহুতি দিতে এবং আহুতির অবশিষ্ট অংশ ভক্ষণ করতে হয়। ভক্ষণ অবশ্য এখানে বাজিনযাগের মতো আঘ্রাণ মাত্র— ৪/৭/৫, ৬, ১৬-২০; ২/১৬/২৩ সূ. দ্র.। 'ভক্ষিণঃ' বলতে এখানে ভক্ষণ ও ভক্ষণকারী দুইই বুঝতে হবে।

হোতর্বদস্বেত্যুক্ত উত্তিষ্ঠতাব পশ্যতেত্যাহ ।। ৪।।

অনু.— (অধ্বর্যু) 'হোতর্বদস্ব' বললে (হোতা) 'উত্তি-' (১০/১৭৯/১) এই (মন্ত্র) বলেন।

ব্যাখ্যা— এই মন্ত্রটি একশ্রুতিতে পাঠ করতে হবে— ২ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। শুধু 'আহ' বলায় এবং 'অনু' উপসর্গটি না থাকায় এটি কিন্তু অনুবাক্যা মন্ত্র নয়। অনুবাক্যা ঋক্‌টি উল্লিখিত হয়েছে পরবর্তী সূত্রে।

শ্রাতং হবির্ ইত্যুক্তঃ শ্রাতং হবির্ ইত্যন্বাহ ।। ৫।।

অনু.— (অধ্বর্যু কর্তৃক) 'শ্রাতং হবিঃ' এই (মন্ত্রে) জিজ্ঞাসিত (হয়ে হোতা) 'শ্রাতং-' (১০/১৭৯/২) এই অনুবাক্যা (মন্ত্রটি) বলেন।

শ্রাতং মন্য ঊধনি শ্রাতমগ্নাব্ ইতি যজতি ।। ৬।।

অনু.— (দধিঘর্মে) 'শ্রাতং-' (১০/১৭৯/৩) এই যাজ্যা পাঠ করেন।

অগ্নে বীহীত্যনুবষট্কারো দধিঘর্মস্যাগ্নে বীহীতি বা ।। ৭।। [৬]

অনু.— (এখানে) 'অগ্নে বীহি' অথবা 'দধি-' (সূ.) অনুবষট্কার।

ময়ি ত্যদিন্দ্রিয়ং বৃহন্ ময়ি দ্যুম্নমুত ক্রতুঃ। ত্রিশ্রন্ দ্ ঘর্মো বিভাতু ম আকূত্যা মনসা সহ বিরাজা জ্যোতিষা সহ তস্য দোহমশীয় তে তস্য ত ইন্দ্রপীতস্য ত্রিষ্টুপ্ছন্দস উপহূতস্যোপহূতো ভক্ষয়ামীতি ভক্ষজপঃ ।। ৮।। [৬]

অনু.— 'ময়ি-' (সু.) ভক্ষণের জপমন্ত্র।

ব্যাখ্যা — এই মন্ত্রকে দধিঘর্মের 'ভক্ষজপ' বলে। এখানে ভক্ষণের সময়ে শুধু আঘ্রাণই করতে হয়— ৭/৩/২৫ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

যং ধিষ্ণ্যবতাং প্রাঞ্চম্ অঙ্গারৈর্ অভিবিহরেয়ুঃ। পশ্চাত্ স্বস্য ধিষ্ণ্যস্যোপবিশ্যোপহবম্ ইষ্ট্বা পরি ত্বাগ্নে পুরং বয়ম্ ইতি জপেত্ ।। ৯ ।। [৬]

অনু.— ধিষ্ণ্যযুক্ত (ঋত্বিক্দের মধ্যে ধিষ্ণ্যগুলির) পূর্ব দিকে (অবস্থিত) যে (ঋত্বিক্কে অপর ঋত্বিকেরা) অঙ্গার দিয়ে অভিবিহরণ করেন (সেই ঋত্বিক্) নিজ ধিষ্ণ্যের পিছনে বসে (যজমানের কাছে) উপহব প্রার্থনা করে 'পরি—' (১০/৮৭/২২) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্রে দীক্ষিত হোতাকে উপহবপ্রার্থনা করতে নিষেধ করায় বোঝা যাচ্ছে যে, দীক্ষিত না হলে যজমানের কাছেই উপহব প্রার্থনা করতে হয়। অভিবিহরণের কারণে করণীয় এটি একটি নৈমিত্তিক কর্ম।

অনিষ্ট্বা দীক্ষিতঃ ।। ১০ ।। [৭]

অনু.— দীক্ষিত (ধিষ্ণ্যধারী ঋত্বিক্ উপহব) প্রার্থনা না করে (ঐ মন্ত্রটি জপ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই নিয়ম তৃতীয়সবনেও প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে। "অস্যৈব নিমিত্তস্য নিমিত্তাপত্তিকালাদ্ অন্যত্রাম্নানং তৃতীয়-সবনেঽপি অস্য নৈমিত্তিকস্য প্রাপণার্থম্" (না.)।

সবনীয়ানাং পুরস্তাদ্ উপরিষ্টাদ্ বা পশুপুরোডাশেন চরন্তি ।। ১১ ।। [৮]

অনু.— সবনীয় (পুরোডাশযাগের) আগে অথবা পরে পশুপুরোডাশ দ্বারা অনুষ্ঠান করবেন।

অক্রিয়াম্ একেঽন্যত্র তদ্-অর্থবাদবদনাত্ ।। ১২।। [৯]

অনু.— অন্যেরা (বলেন) অন্যত্র তার প্রয়োজনঘটিত উক্তির উল্লেখ রয়েছে বলে (পশুপুরোডাশের) অনুষ্ঠান (করতে হবে) না।

ব্যাখ্যা— সবনীয় পুরোডাশযাগে পুরোডাশ, ধানা, করম্ভ, পরিবাপ (বা দই) এবং পয়স্যা এই পাঁচটি দ্রব্য আহুতি দেওয়া হয়। যেমন একজনের ছাতার তলায় আরও দুই-তিন জন গেলে বলা হয় ছত্রীরা বা ছত্রধারীরা যাচ্ছেন, এখানেও তেমন একটি মাত্র আহুতিদ্রব্য পুরোডাশ হলেও ঐ সবনীয় ইষ্টিযাগটিকে সবনীয় পুরোডাশযাগ বলা হয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রে পাঁচটি দ্রব্যকেই পুরোডাশ শব্দে উল্লেখ করা হয়। বেদের প্রৈষাধ্যায়ের চতুর্থ প্রৈষসূক্তের সূক্তবাকপ্রৈষে (৪/১৫) 'পুরোডাশৈঃ' এই বহুবচন পদ দ্বারা ঐ পাঁচটি আহুতিদ্রব্যকেই এবং আহুতিগ্রহণকারী পাঁচ দেবতাকেও পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সবনীয় পশুযাগে কিন্তু দ্রব্য একটি ও দেবতা মাত্র একজন। যদি সবনীয় দেবতার উদ্দেশে সূক্তবাকপ্রৈষের ঐ পুরোডাশ-শব্দ প্রযুক্ত হত তাহলে মন্ত্রে কখনই বহুবচন থাকত না, থাকত একবচন। তা যখন নেই তখন বুঝতে হবে সবনীয় পশুযাগে পশুদেবতার উদ্দেশে পশুপুরোডাশযাগ করতে হয় না। প্রসঙ্গত ৬/১১/৫ সু. দ্র.। "নৈকে পশুপুরোডাশং সবনীয়স্য; কর্ম তু ন্যায়ঃ"— শা. ৬/১১/১৩, ১৪।

ক্রিয়াম্ আশ্মরথ্যোঽবিভাপ্রতিষেধাত্ ।। ১৩।। [১০]

অনু.— আশ্মরথ্য (বলেন) সংশ্লিষ্ট (অংশের) নিষেধ না থাকায় (পশুপুরোডাশের) অনুষ্ঠান (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— আশ্মরথ্যের মতে প্রকৃতিযাগে (= নিরূঢ়) পশুযাগে (পশুপুরোডাশযাগ) করতে হয় বলে এবং বর্তমান স্থলে ঐ অংশের কোন নিষেধ না থাকায় এখানেও পশুপুরোডাশেযাগ করতে হবে। বেদে চতুর্থ প্রৈষসূক্তে সূক্তবাকপ্রৈষে 'অবীবৃধত পুরোডাশৈঃ' এই প্রত্যক্ষপঠিত অংশে 'পুরোডাশৈঃ' পদে বহুবচন থাকায় পশুপুরোডাশের দেবতার উল্লেখ যদি না ঘটে থাকে তাহলে আমাদের পক্ষে করণীয় কিছুই নেই, কারণ বেদমন্ত্র আমাদের ইচ্ছা ও যুক্তিতর্কের অধীন নয়, তা সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং সকলের সমস্ত প্রশ্নের ঊর্ধ্বে। এটি শুধু আচার্য আশ্মরথ্যেরই মত নয়, স্বয়ং সূত্রকারও এই মতের সমর্থক। বিশেষ শ্রদ্ধাবশত এবং মতের গুরুত্ব বোঝাবার জন্যই তাঁর নাম সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন বিকল্প সূচিত করার জন্য নয়— "আশ্মরথ্যগ্রহণং তস্য পূজার্থং, ন বিকল্পার্থম্" (না.)। প্রসঙ্গত ৬/১১/৫-৭ সূ. দ্র.।

পুরোডাশাদ্যুক্তম্ আ নারাশংসসাদনাত্। ন ত্বিহ দ্বিদেবত্যাঃ ।। ১৪ ।। [১১]

অনু.— (সবনীয়) পুরোডাশ (যাগ থেকে) শুরু করে নরাশংস-স্থাপনের আগে পর্যন্ত (যা যা এখানে করতে হয় তা আগে) বলা হয়েছে। যুগ্মদেবতার গ্রহগুলি কিন্তু এখানে (অনুষ্ঠিত হবে) না।

ব্যাখ্যা— ৫/৪/১-৫; ৫/৬/৩১; ৫/৫/১ সূ. দ্র.। প্রাতঃসবনের যুগ্মদেবতার গ্রহগুলির অনুষ্ঠান মাধ্যন্দিন সবনে হয় না।

এতস্মিন্ কালে দক্ষিণা নীয়ন্তেঽহীনৈকাহেষু ।। ১৫ ।। [১১]

অনু.— অহীন এবং একাহ যাগগুলিতে এই সময়ে দক্ষিণা নিয়ে যাওয়া হয়।

ব্যাখ্যা— মাধ্যন্দিন সবনে বেদিতে নরাশংস চমস স্থাপনের সময়ে ঋত্বিক্‌দের জন্য যজ্ঞভূমিতে দক্ষিণা নিয়ে আসতে হয়। যে যাগে প্রত্যেক সবনে দক্ষিণা দেওয়ার বিধান আছে সেখানেও তিন সবনেই নরাশংস স্থাপনের পরে দক্ষিণা নিয়ে আসতে হবে বলে বুঝতে হবে। 'অহীনৈকাহেষু' বলায় সত্রে কোন দক্ষিণা থাকে না।

কৃষ্ণাজিনানি ধূন্বন্তঃ স্বয়ম্ এব দক্ষিণাপথং যন্তি দীক্ষিতাঃ সত্রেষ্বিদমহং মাং কল্যাণ্যৈ কীর্ত্যৈ তেজসে যশসেঽমৃতত্বায়াত্মানং দক্ষিণাং নয়ানীতি জপন্তঃ ।। ১৬ ।। [১২]

অনু.— হরিণের চামড়া ঝাড়তে ঝাড়তে সত্রযাগে দীক্ষিতেরা নিজেরাই 'ইদমহং-' (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করতে করতে দক্ষিণার পথে (এগিয়ে) যান।

ব্যাখ্যা— দক্ষিণাপথ = যে-পথ ধরে দক্ষিণা নিয়ে যাওয়া হয় সেই পথ; ঐষ্টিক বেদি এবং সদোমণ্ডপের মাঝখান, বেদির উত্তর দিক, আগ্নীধ্রীয়ের দক্ষিণ দিক, চাত্বাল এবং উত্করের মাঝখান— এই যে পথ। দক্ষিণা নিয়ে যাওয়ার সময়ে যজমানবৃন্দ ('দীক্ষিতাঃ' বলায় পত্নীরা নয়) আগ্নীধ্রীয় পর্যন্ত দক্ষিণা-সামগ্রীর পিছন পিছন যান। প্রথমে দক্ষিণার দ্রব্যগুলি মহাবেদির ডান পাশে এনে রাখতে হয়। তার পর পত্নীশালার পূর্ব দিক্ দিয়ে উত্তর দিকে ঐ দ্রব্যগুলি নিয়ে গিয়ে আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্য এবং সদোমণ্ডপের মাঝখান দিয়ে তা পূর্ব দিকে নিয়ে আসতে হয়। তার পরে তীর্থপথ ধরে উত্তর দিকে সেগুলি নিয়ে যেতে হয়। কাত্যায়ন বলেছেন— 'অন্তরা শালাসদসী দক্ষিণেনাগ্নীধ্রং তীর্থেন' (১০/২/১২)। দুর্গাচার্য বলেছেন— "সা হি দক্ষিণস্যাং বেদিশ্রোণৌ, অগ্রেণ গার্হপত্যং, জঘনেন সদঃ, দক্ষিণেনাগ্নীধ্রীয়ং গত্বা অন্তর্বেদি স্থিত্বা, অন্তরেণ চাত্বালোত্করৌ তম্ আগ্নীধ্রীয়ং চ উত্সৃজ্যমানা গচ্ছতীতি" (নি. ১/২— দু.)। 'সত্রেষু' বলায় অহীন ও একাহে এই নিয়ম সমুচ্চিত হবে না। 'আত্মানং-' অংশটি অর্থবাদ বলে সত্রে আত্মদক্ষিণা অর্থাৎ নিজেকেও নিজে দক্ষিণা দিতে হয় না, কারণ তা অদক্ষিণারই স্তুতি।

উন্নেষ্যমাণাস্বাগ্নীধ্রীয় আহুতী জুহুতি ।। ১৭ ।। [১৩]

অনু.— (দক্ষিণাদ্রব্য) নিয়ে যাওয়া হতে থাকবে (বলে ঋত্বিকেরা তার আগে) আগ্নীধ্রীয় (ধিষ্ণ্যে) দু-টি আহুতি দেন।

ব্যাখ্যা— আহুতির মন্ত্র পরবর্তী সূত্রে দ্র.। দক্ষিণার সামগ্রীকে দক্ষিণাদানের স্থানে নিয়ে যেতে হয়। তার আগে প্রত্যেক ঋত্বিক্‌কে আগ্নীধ্রীয়ে এই দুটি আহুতি দিতে হয়।

দদানীত্যগ্নির্বদতি বায়ুরাহ তথেতি তত্। হন্তেতি চন্দ্রমাঃ সত্যমাদিত্যঃ সত্যমোমাপস্তত্ সত্যমাভরন্। দিশো যজ্ঞস্য দক্ষিণা দক্ষিণানাং প্রিয়ো ভূয়াসং স্বাহা ।। ১৮।। [১৪]

অনু.— (প্রথম আহুতিমন্ত্র) 'দদানি-' (সূ.)।

প্রাচি হ্যেধি প্রাচি জুষাণা প্রাচ্যাজ্যস্য বেতু স্বাহেতি দ্বিতীয়াম্ ।। ১৯।। [১৪]

অনু.— 'প্রাচি-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) দ্বিতীয় (আহুতি দেবেন)।

ক ইদং কস্মা অদাত্ কামঃ কামায়াদাত্ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামং সমুদ্রমাবিশ কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্ণামি কামৈতত্ তে। বৃষ্টিরসি দ্যৌস্ত্বা দদাতু পৃথিবী প্রতিগৃহ্ণাত্বিত্যতীতাস্বনুমন্ত্রয়েত প্রাণি ।। ২০।। [১৫]

অনু.— (দক্ষিণার দ্রব্যগুলি যজ্ঞভূমি থেকে) চলে গেলে প্রাণী (-দ্রব্য গুলিকে) 'ক-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) অনুমন্ত্রণ করবেন।

অভিমৃশেদ্ অপ্রাণি ।। ২১।। [১৬]

অনু.— (দক্ষিণার অন্তর্গত) অপ্রাণী (-দ্রব্যগুলিকে) স্পর্শ করবেন।

ব্যাখ্যা— দক্ষিণার মধ্যে যে বস্তুগুলি প্রাণী নয় সেগুলিকে স্পর্শ করতে হয়।

কন্যাং চ ।। ২২।। [১৭]

অনু.— এবং (দক্ষিণার) কন্যাকে (স্পর্শ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যজ্ঞের কোন ঋত্বিক্‌কে বিবাহের জন্য কন্যাদান করা হলে সেই কন্যাকে হোতা স্পর্শ করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য "ঋত্বিজে বিততে কর্মণি দদ্যাদ্ অলঙ্কৃত্য স দৈবো দশাবরান্ দশ পরান্ পুনাত্যুভয়তঃ" (আ. গৃ. ১/৬/১) এবং "যজ্ঞে তু বিততে সম্যগ্ ঋত্বিজে কর্ম কুর্বতে। অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্মং প্রচক্ষতে।।" (মনু. ৩/২৮)।

সর্বত্র চৈবম্ ।। ২৩।। [১৮]

অনু.— এবং সর্বত্র এই প্রকার।

ব্যাখ্যা— ইষ্টি, পশু, সোম সব যাগেই দক্ষিণা গ্রহণের রীতি হচ্ছে এই।

প্রতিগৃহ্যাগ্নীধ্রীয়ং প্রাপ্য হবির্ উচ্ছিষ্টং সর্বে প্রাশ্নীয়ুঃ ।। ২৪ ।। [১৯]

অনু.— (দক্ষিণা) নিয়ে আগ্নীধ্রীয়ে এসে সকলে আহুতি-অবশিষ্ট হব্যদ্রব্য ভক্ষণ করবেন।

প্রাশ্য প্রতিপ্রসৃপ্য ।। ২৫।। [১৯]

অনু.— ভক্ষণ করে (মণ্ডপে) আবার প্রবেশ করে (পরবর্তী সূত্র অনুযায়ী কাজ করবেন)।

চতুর্দশ কণ্ডিকা (৫/১৪)

[মরুত্বতীয় শস্ত্র, বিভিন্ন শস্ত্রে মন্ত্রে বিরামস্থল, নিবিদের স্থান]

মরুত্বতীয়েন গ্রহেণ চরন্তি ।। ১।।

অনু.— মরুত্বান্ (ইন্দ্র) দেবতার গ্রহ দ্বারা অনুষ্ঠান করবেন।

ইন্দ্র মরুত্ব ইহ পাহি সোমং হোতা যক্ষদিন্দ্রং মরুত্বন্তং সজোষা ইন্দ্র সগণো মরুদ্ভির্ ইতি ।। ২।।

অনু.— (এই গ্রহের অনুবাক্যা, প্রৈষ এবং যাজ্যা যথাক্রমে) ইন্দ্র-' (৩/৫১/৭), 'হোতা—' (সূ.), 'সজোষা-' (৩/৪৭/২)।

ব্যাখ্যা— সম্পূর্ণ প্রৈষ মন্ত্রটি হল— হোতা যক্ষদ্ ইন্দ্রং মরুত্বন্তম্ ইন্দ্রো মরুত্বাএ্ জুষতাং বেতু পিবতু সোমং হোতর্যজ' (প্রৈষাধ্যায়— ৪/১২)।

ভক্ষয়িত্বৈতত্ পাত্রং মরুত্বতীয়ং শস্ত্রং শংসেত্ ।। ৩ ।। [২]

অনু.— এই (মরুত্বতীয় গ্রহের) পাত্র পান করে মরুত্বতীয় শস্ত্র পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— মরুত্বতীয় গ্রহের আহুতি তিনবার হয়। অধ্বর্যু এবং প্রতিপ্রস্থাতা একবার করে আহুতি দেন। তৃতীয় বারে আহুতি দেন আবার সেই অধ্বর্যু। এই তৃতীয় বারেই স্তোত্রগান ও শস্ত্রপাঠ হয়। এর আগে প্রথম বারের আহুতি-অবশিষ্ট সোমরস পান করে নিতে হয়। আপ. শ্রৌ. ১৩/৮/১-১০ দ্র.। মতান্তরে প্রথম এবং দ্বিতীয় বারে অধ্বর্যু এবং তৃতীয়বারে প্রতিপ্রস্থাতা আহুতি দেন। এই মতে দ্বিতীয়বারের আহুতির সময়েই শস্ত্রপাঠ হয়। তিনটি মরুত্বীয়কে যথাক্রমে মরুতত্বীয়, মহামরুত্বতীয় এবং কুষ্ঠ মরুত্বতীয় বলা হয়।

অধ্বর্যো শোংসাবোম্ ইতি মাধ্যন্দিনে শস্ত্রাদিষাহাবঃ ।। ৪ ।। [৩]

অনু.— মাধ্যন্দিন (সবনে) শস্ত্রের আরম্ভে আহাব (হচ্ছে) 'অধ্বর্যো শোংসাবোম্'।

আ ত্বা রথং যথোতয় ইদং বসো সুতমন্ধ ইতি মরুত্বতীয়স্য প্রতিপদ্-অনুচরৌ ।। ৫ ।। [৪]

অনু.— মরুত্বতীয় (শস্ত্রের) প্রতিপদ ও অনুচর (যথাক্রমে) 'আ-' (৮/৬৮/১-৩), 'ইদং-' (৮/২/১-৩)।

ব্যাখ্যা— ৮ নং সূ. দ্র.। ঐ. ব্রা. ১২/৪ অংশেও এই দুই তৃচই বিহিত হয়েছে।

ইন্দ্র নেদীয় এদিহীতীন্দ্রনিহবঃ প্রগাথঃ ।। ৬ ।। [৫]

অনু.— 'ইন্দ্র-' (৮/৫৩/৫,৬) 'ইন্দ্রনিহব' প্রগাথ।

ব্যাখ্যা— ৫/১৫/১০ সূ. দ্র.। ঐ. ব্রা. ১২/৫ অংশেও এই প্রগাথের বিধান পাই।

প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতির্ ইতি ব্রাহ্মণস্পত্যঃ ।। ৭ ।। [৬]

অনু.— 'প্র-' (১/৪০/৫,৬) 'ব্রাহ্মণস্পত্য' প্রগাথ।

ব্যাখ্যা— ৮ নং এবং ৫/১৫/১০ সূ. দ্র.। ঐ. ব্রা. ১২/৬ অংশে মন্ত্রদুটির উল্লেখ না থাকলেও ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথের উল্লেখ পাওয়া যায়।

তৃচাঃ প্রতিপদ্-অনুচরা দ্বৃচাঃ প্রগাথাঃ ।। ৮।। [৭]

অনু.— প্রতিপদ্ এবং অনুচর (হচ্ছে) তিনটি (তিনটি) মন্ত্রের সমষ্টি (এবং) প্রগাথ দুটি মন্ত্রের সমষ্টি।

আতোঽর্ধর্চং সর্বম্ ।। ৯।। [৭]

অনু.— এই পর্যন্ত সব (মন্ত্র) অর্ধমন্ত্র (অর্ধমন্ত্র করে পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— আজ্যশস্ত্র থেকে এই ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথ (৭ নং সূ. দ্র.) পর্যন্ত সব মন্ত্রে প্রত্যেক অর্ধাংশের পরে থামতে হয়।

স্তোত্রিয়ানুরূপাঃ প্রতিপদ্-অনুচরাঃ প্রগাথাঃ সর্বত্র ।। ১০।। [৮]

অনু.— সর্বত্র স্তোত্রিয়, অনুরূপ, প্রতিপদ্, অনুচর, প্রগাথ (ও অর্ধেক অর্ধেক করে পড়ে থামতে হয়)।

ব্যাখ্যা— 'প্রগাথাঃ' বলায় প্রগাথের কোন পাদের পুনাবৃত্তির ফলে কৃত্রিম অর্ধর্চ বা অর্ধমন্ত্রের সৃষ্টি হলে (৫/১৫/৬ সূ. দ্র.) তা বেদে মন্ত্র বা অর্ধর্চ রূপে স্বীকৃত না হলেও যজ্ঞে স্বীকৃত হবে এবং সেই কৃত্রিম অর্ধর্চের শেষে থামতে হবে। "সমাম্নায়প্রসিদ্ধার্ধর্চাবসানং ন প্রাপ্নোতীতি তত্রাবসানপ্রাপ্ত্যর্থম্" (না.)। প্রসঙ্গত ৫/১৫/৬-৮ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। 'সর্বত্র' বলার অভিপ্রায় এই যে, ৮/১৩/৩৬ সূত্র অনুযায়ী এখানে উল্লিখিত হয় নি এমন কোন প্রগাথ পাঠ করতে হলেও প্রত্যেক অর্ধাংশের পরে সেখানে থামতে হবে।

প্রাক্ চ ছন্দাংসি ত্রৈষ্টুভাত্ ।। ১১ ।। [৯]

অনু.— এবং ত্রিষ্টুপের আগে (পর্যন্ত যে-সব) ছন্দ (সেগুলিও অর্ধেক অর্ধেক করে পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী এবং পংক্তি ছন্দের মন্ত্রে প্রত্যেক অর্ধাংশের শেষে থামতে হয়। মন্ত্রের চরণসংখ্যা যাই হোক, বৃহতী পর্যন্ত চার ছন্দের মন্ত্রে প্রত্যেক অর্ধাংশের পরে থামতে হয়। পংক্তি ছন্দের মন্ত্রে পাঁচটি চরণ না থাকলে সেই মন্ত্রকেও এইভাবেই পড়তে হবে। পাঁচটি চরণ থাকলে কিভাবে পড়তে হবে তা ১৩-১৫ নং সূত্রে বলা হচ্ছে।

সর্বাশ্ চৈবাচতুষ্পদাঃ ।। ১২।। [১০]

অনু.— এবং সমস্ত অ-চতুষ্পদ (মন্ত্রই অর্ধেক অর্ধেক করে পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ত্রিষ্টুপ্, জগতী ও অতিজগতী ছন্দের মন্ত্রেও চারটি চরণ না থাকলে প্রত্যেক অর্ধমন্ত্রের পরে থামতে হবে। যেমন 'নমোবাকে-' (৮/৩৫/২৩) এই পঞ্চপদা মহাবৃহতী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের (ঋ. প্রা. ১৬/৭১ সূ. দ্র.) মন্ত্রে (৯/১১/১৫ সূ. দ্র.) তা হয়। 'সর্বাঃ' বলায় 'এবয়ামরুত্' (৫/৮৭) সূক্তের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য— ৮/৩/৪, ৫; ৮/৪/২ সূ. দ্র.।

পঙ্ক্তিষু দ্বির্ অবস্যেদ্ দ্বয়োর্ দ্বয়োঃ পাদয়োঃ ।। ১৩।। [১১]

অনু.— পংক্তি-ছন্দগুলিতে দুই দুই পাদে (মোট) দু-বার থামবেন।

ব্যাখ্যা— পঞ্চপদা পংক্তির ক্ষেত্রেই এই নিয়ম— 'অস্য বিধেঃ পঞ্চপদাসু এব সম্ভবাত্' (না.)। যেমন- ৯/১১/১৫ সূত্রে বিহিত 'অগ্নি-' সূক্তের অন্তর্গত 'স্বাহাকৃতস্য-' (৮/৩৫/২৪) এই মন্ত্রের প্রত্যেক দ্বিতীয় পাদের শেষে থামতে হবে। "দ্বাভ্যাম্ অবসায় দ্বাভ্যাম্ অবসায়েকেন প্রণৌতি পঙ্ক্তীনাম্"- শা. ৭/২৬/৩।

অর্ধর্চশো বাশ্বিনে ।। ১৪।। [১২]

অনু.— অথবা আশ্বিন (শস্ত্রে) পংক্তিছন্দের মন্ত্রকে অর্ধেক অর্ধেক (করে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— আশ্বিনশস্ত্রের অন্তর্গত পংক্তি ছন্দের মন্ত্রগুলিতে প্রত্যেক দ্বিতীয় পাদের (১৩ নং সূ. দ্র.) অথবা অর্ধমন্ত্রের (১১ নং সূ. দ্র.) পরে থামতে হয়। তার মধ্যে যেগুলি প্রত্যেক অর্ধমন্ত্রে থামতে হয় এমন মন্ত্রসমূহের সংসর্গে এসে পড়েছে সেগুলিকে সেইভাবেই পাঠ করতে হবে, অন্য স্বতন্ত্র পংক্তিগুলিকে পড়তে হবে প্রত্যেক দ্বিতীয় চরণে থেমে। প্রসঙ্গত ১৭ নং সূত্রের ব্যাখ্যাও দ্র.।

পচ্ছঃশস্যাগতাং তু পচ্ছঃ ।। ১৫ ।। [১৩]

অনু.— পাদে পাদে (থেমে) পড়ার অন্তর্গত (পংক্তিছন্দের) মন্ত্রকে কিন্তু পাদে পাদে (থেমে পড়তে হবে)।

ব্যাখ্যা— পচ্ছঃ = 'পাদং পাদম্ ইত্যর্থঃ' (সি. কৌ. ৯৯৩-দীক্ষিত)। পংক্তিছন্দের কোন মন্ত্র যদি পাদে পাদে থেমে পড়তে হয় এমন কোন সূক্তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে সেই মন্ত্রকে কিন্তু পাদে পাদে থেমেই পড়বেন। যেমন- ১৭ নং সূত্র অনুযায়ী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্র পচ্ছঃশস্য অর্থাৎ পাদে পাদে থেমে পড়তে হয় বলে 'অগ্নি-' (৮/৩৫) এই ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের সূক্তের (৯/১১/১৫ সূ.

ব্র.) অন্তর্গত 'অর্বাগ্-' (৮/৩৫/২২) এই পংক্তিছন্দের মন্ত্রটিকেও পাদে পাদে থেমেই পড়তে হবে। পংক্তিছন্দের 'সূক্তমুখীয়া' নামে ঋকের ক্ষেত্রেও এমনই হয়ে থাকে।

সমাসম্ উত্তমে পদে ।। ১৬।। [১৪]

অনু.— শেষ দুটি পদ একসঙ্গে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পঞ্চপদা পংক্তির ক্ষেত্রে পদে পাদে থেমে পড়ার সময়ে শেষ দুটি চরণকে একসাথে পড়বেন।

পচ্ছোঽন্যত্ ।। ১৭।। [১৫]

অনু.— অন্য (সব) মন্ত্র পাদে পাদে (থেমে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ৯-১৫ নং সূত্রের ক্ষেত্র ছাড়া অন্য-সব ক্ষেত্রে মন্ত্রগুলিকে পাদে পাদে থেমে পড়তে হয়। বৃত্তিকারের মত 'যদ্ ইদম্ অর্ধর্চশংসনবিধানং সামিধেন্যতিদেশপ্রাপ্তম্ অপি উপদিশ্যতে তত্ পচ্ছঃশস্য-বিষয়নিয়মার্থং, ন স্বরূপবিধানপরম্' অর্থাৎ ৯-১৫ নং সূত্রের মধ্যে যে যে মন্ত্রের ক্ষেত্রে অর্ধমন্ত্রে থামতে বলা হয়েছে সেই সেই ক্ষেত্রে সামিধেনীর নিয়ম অনুসারেই অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে থামার কথা, তবুও কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পাদে পাদে থামতে হবে তা বলার প্রয়োজনেই প্রসঙ্গত অর্ধমন্ত্রে থামার ক্ষেত্রগুলিও এখানে নির্দেশ করা হয়েছে।

পাদৈর্ অবসায়ার্ধর্চান্তৈঃ সন্তানঃ ।। ১৮।। [১৬]

অনু.— পাদে থেমে অর্ধমন্ত্রের অন্তের সঙ্গে সংযোগ (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— পাদে পাদে থামার ক্ষেত্রে অর্ধমন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ করে একসঙ্গে পাঠ করতে হয়। বৃত্তির 'অর্ধর্চান্তে প্রণবং কৃত্বা তৈঃ সন্তানঃ কর্তব্য ইত্যর্থঃ' এই উক্তির অর্থ হতে পারে অর্ধমন্ত্রের শেষ পদের সঙ্গে প্রণবের সন্ধি করতে হবে অথবা অর্ধমন্ত্রের শেষ পদের শেষে প্রণব উচ্চারণ করে সেই প্রণবের সঙ্গে পরবর্তী মন্ত্রকে সংযুক্ত করতে হবে। কিন্তু এই দ্বিতীয় অর্থ সঙ্গত কি-না তা তেমন স্পষ্ট নয়।

অগ্নির্নেতা ত্বং সোম ক্রতুভিঃ পিন্বন্ত্যপ ইতি ধায্যাঃ ।। ১৯ ।। [১৭]

অনু.— (মরুত্বতীয় শস্ত্রে) 'অগ্নি-' (৩/২০/৪), 'ত্বং-' (১/৯১/২), 'পিন্বন্ত্যপ-' (১/৬৪/৬) ধায্যা।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১২/৭ অংশেও এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে।

প্র ব ইন্দ্রায় বৃহত ইতি মরুত্বতীয়ঃ প্রগাথঃ ।। ২০।। [১৮]

অনু.— 'প্র-' (৮/৮৯/৩,৪) মরুত্বতীয় প্রগাথ।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১২/৮ অংশে মরত্বতীয় প্রগাথের উল্লেখ আছে।

জনিষ্ঠা উগ্র ইতি ।। ২১।। [১৯]

অনু.— 'জনিষ্ঠা-' (১০/৭৩)।

ব্যাখ্যা— এই সূক্তকে মরত্বতীয় নিবিদ্ধান অথবা 'মারুত নিবিদ্ধান' বলা হয়। ঐ. ব্রা. ১২/৮ অংশে এই সূক্তই বিহিত হয়েছে।

একভূয়সীঃ শস্ত্বা মরুত্বতীয়াং নিবিদং দধ্যাত্ সর্বত্র ।। ২২ ।। [২০]

অনু.— সর্বত্র (মরুত্বতীয় শস্ত্রে নিবিদ্ধান সূক্তে অর্ধেকের থেকে) একটি বেশী (মন্ত্র) পাঠ করে মরুত্বান্ দেবতার নিবিদ্ স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— সূত্রে 'সর্বত্র' বলায় এবং ৯/১/১৮ সূত্রেও নির্দেশ থাকায় 'সূক্তমুখীয়া' নামে মন্ত্র অথবা আগন্তুক অন্য কোন মন্ত্র এখানে পাঠ করতে হলেও সেই মন্ত্রকে হিসাবের মধ্যে না ধরে মূল মরুত্বতীয় সূক্তের অর্ধেকের থেকে একটি মন্ত্র বেশী পাঠ করে নিবিদ্ মন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। পাঠ্য নিবিদ্‌টি হল 'ইন্দ্রো মরুত্বান্ সোমস্য পিবতু। মরুত্‌স্তোত্রো মরুদ্‌গণঃ। মরুত্‌সখা মরুদ্‌বৃধঃ। ঘ্নন্ বৃত্রা সৃজদ্ অপঃ। মরুতাম্ ওজসা সহ। য ঈম্ এনং দেবা অন্বমদন্। অপ্‌তূর্যে বৃত্রতূর্যে। শম্বরহত্যে গবিষ্টৌ। অর্চন্তং গুহ্যা পদা। পরম্ অস্যাং পরাবতি। আদ্ ঈং ব্রহ্মাণি বর্ধয়ন্। অনাধৃষ্টান্যোজসা। কৃণ্বন্ দেবেভ্যো দুবঃ। মরুদ্‌ভিঃ সখিভিঃ সহ। ইন্দ্রো মরুত্বাঁ ইহ শ্রবদ ইহ সোমস্য পিবতু। প্রেমাং দেবো দেবহূতিম্ অবতু দেব্যা ধিয়া। প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং ক্ষত্রম্। প্রেমং সুন্বন্তং যজমানম্ অবতু। চিত্রশ্চিত্রাভিরূতিভিঃ। শ্রবদ্ ব্রহ্মাণ্যাবসা গমত্' (খিল ৫/৫/২)। দ্র. যে. ঐ. ব্রা. ১২/৮ অংশে মারুত নিবিদ্ধান সূক্তে অর্ধেক মন্ত্র পাঠ করার পরে নিবিদ্ বসাতে বলা হয়েছে। বৃত্তিকারের মতে এখানেও তাই 'অর্ধাঃ' পদ উহ্য আছে বলে ধরতে হবে।

এবম্ অযুজাসু মাধ্যন্দিনে ।। ২৩।। [২১]

অনু.— মাধ্যন্দিন (সবনে) অযুগ্মসংখ্যক (মন্ত্রের সূক্তে) এইভাবে (অর্ধেকের থেকে একটি বেশী মন্ত্র পড়ে নিবিদ্ অন্তর্ভুক্ত করবেন)।

ব্যাখ্যা— সূক্তের মোট মন্ত্রসংখ্যা বিজোড় হলে এই নিয়ম। ঐ. ব্রা. ১১/১০ অংশে মাধ্যন্দিন সবনে নিবিদ্‌কে মাঝে রাখতে বলা হয়েছে।

একাং তৃচে ।। ২৪।। [২২]

অনু.— তৃচে একটি (মন্ত্র পড়ে নিবিদ্ অন্তর্ভুক্ত করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রে এবং পরবর্তী সূত্রে ২২ নং সূত্র থেকে 'শস্ত্বা' পদটি অনুবৃত্ত হয়েছে। অনুবাদে তাই সেই অনুযায়ী অর্থ করা হল।

অর্ধা যুগ্মাসু ।। ২৫।। [২২]

অনু.— যুগ্ম (মন্ত্রের সূক্তে) অর্ধেক (মন্ত্র পড়ে নিবিদ্ অন্তর্ভুক্ত করবেন)।

ব্যাখ্যা— সূক্তের মোট মন্ত্রসংখ্যা জোড় হলে এই নিয়ম।

একাং শিষ্ট্বা তৃতীয়সবনে ।। ২৬।। [২৩]

অনু.— তৃতীয়সবনে (সূক্তের) একটি (মন্ত্র) বাকী রেখে (নিবিদ্ অন্তর্ভুক্ত করবেন)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয়সবনে সূক্তের শেষ মন্ত্রের আগে নিবিদ্ মন্ত্র পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ১১/১০, ১১ অংশেও তা-ই বলা হয়েছে।

অক্ষিণী মৃজানঃ পরিদধ্যাদ্ ধ্যায়ন্ এন আত্মনঃ ।। ২৭।। [২৪]

অনু.— দুই চোখ মুছতে মুছতে নিজের পাপ স্মরণ করতে করতে (শস্ত্রপাঠ) শেষ করবেন।

ব্যাখ্যা— শেষ মন্ত্রের (১০/৭৩/১১) তিনবার আবৃত্তি হয়। তিনবারই তাই এইরকম করতে হবে।

অন্যত্রাপ্যেতয়া পরিদধদ্ এবম্ ।। ২৮।। [২৫]

অনু.— অন্যত্রও এই (মন্ত্র) দ্বারা পাঠ শেষ করতে করতে এইরূপ (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— এতয়া = এই 'বয়ঃ-' (১০/৭৩/১১) মন্ত্র দ্বারা। অন্যত্র = ঔপদেশিক— ৯/২/৬ প্রভৃতি সূ. দ্র.।

উক্‌থং বাচীন্দ্রায় শৃণ্বতে ত্বেতি শস্ত্বা জপেত্‌ ।। ২৯।। [২৬]

অনু.— শস্ত্র পাঠ করে 'উক্‌থং-' (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

যে ত্বাহিহত্যে মঘবন্নবর্ধন্‌ ইতি যাজ্যা ।। ৩০ ।। [২৬]

অনু.— (মরুত্বতীয় গ্রহে) 'যে-' (৩/৪৭/৪) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১২/৯ অংশেও এই বিধানই পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ কণ্ডিকা (৫/১৫)

[নিষ্কেবল্য শস্ত্র, যোনিশংসন, আহাবের স্থান]

নিষ্কেবল্যস্য ।। ১।।

অনু.— নিষ্কেবল্য (শস্ত্রের)।

অভি ত্বা শূর নোনুমোঽভি ত্বা পূর্বপীতয় ইতি প্রগাথৌ স্তোত্রিয়ানুরূপৌ যদি রথন্তরং পৃষ্ঠম্‌ ।। ২।।

অনু.— যদি রথন্তর পৃষ্ঠ (হয়, তাহলে) 'অভি-' (৭/৩২/২২, ২৩), 'অভি-' (৮/৩/৭, ৮) এই দুই প্রগাথ (হবে যথাক্রমে) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ।

ব্যাখ্যা— মাধ্যন্দিন সবনে নিষ্কেবল্য শস্ত্রের ঠিক আগে যে পৃষ্ঠস্তোত্র গাইতে হয়, যদি তা রথন্তর সামে গাওয়া হয়ে থাকে তাহলে যথাক্রমে এই দুই প্রগাথ হবে ঐ শস্ত্রের স্তোত্রিয় ও অনুরূপ। রথন্তর গাওয়া হয় 'অভি ত্বা-' (সা. উ. ৬৮০-১) এই প্রগাথে। যে প্রগাথে অথবা যে তৃচে গান গাওয়া হয় সেই প্রগাথ ও সেই তৃচেই শস্ত্র শুরু করতে হয় বলে ২ নং এবং ৩ নং সূত্রের অবতারণা। এই যে প্রগাথ অথবা তৃচে শস্ত্র শুরু হয় সেই প্রগাথ অথবা তৃচকে বলে 'স্তোত্রিয়' এবং তার সঙ্গে প্রারম্ভিক শব্দ, ছন্দ ইত্যাদির দিক্‌ থেকে সাদৃশ্য আছে এমন অপর যে একটি প্রগাথ অথবা তৃচ ঠিক পরেই পাঠ করা হয়, তাকে বলা হয় 'অনুরূপ'। 'প্রগাথ' বলায় দুটি মন্ত্রকে বুঝতে হবে এবং 'স্তোত্রিয়নুরূপৌ' বলায় তাকে তৃচে পরিণত করতে হবে।

যদ্যু বৈ বৃহত্‌ ত্বামিদ্ধি হবামহে ত্বং হ্যেহি চেরব ইতি ।। ৩।।

অনু.— আর যদি বৃহত্‌ (সাম গাওয়া হয় তাহলে) 'ত্বামিদ্ধি-' (৬/৪৬/১, ২), 'ত্বং-' (৮/৬১/৭,৮) এই (দুই প্রগাথ হবে যথাক্রমে স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ)।

ব্যাখ্যা— বৃহত্‌ সাম গাওয়া হয় 'ত্বামিদ্ধি-' (সা. উ. ৮০৯-১০) ইত্যাদি দু-টি মন্ত্রে। সেই অনুযায়ী এই স্তোত্রিয় ও অনুরূপ।

প্রগাথা এতে ভবন্তি ।। ৪।।

অনু.— এগুলি হচ্ছে প্রগাথ।

ব্যাখ্যা— ২ নং সূত্রে 'প্রগাথৌ' বলা থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার 'প্রগাথাঃ' বলার উদ্দেশ্য হল এই যে, সামবেদীয় ঋত্বিকেরা যদি দুটি মন্ত্রের কোন একটিকে আবৃত্তি ছাড়াই দ্বিপদা করে অর্থাৎ একটি চার-পাদ-বিশিষ্ট মন্ত্রকে ভেঙে দুটি দুই-পাদ-বিশিষ্ট মন্ত্রে পরিণত (দ্বিপদোত্তরাকার) করে গান করেন এবং তার ফলে মূল দুটি মন্ত্র তিনটি মন্ত্রে পরিণত হয়, তাহলেও হোতা কিন্তু প্রগাথ হিসাবেই ঐ মন্ত্রদুটিকে পাঠ করবেন, ভেঙে স্তোত্রের মতো তৃচের আকারে পাঠ করবেন না। "বৃহতী পূর্বা ককুপ্‌ বা সতোবৃহত্যুত্তরা তং প্রগাথ ইত্যাচক্ষতে; বার্হতো বৃহত্যাং পূর্বস্যাম্‌; কাকুভঃ ককুভি"— শা. ৭/২৫/৩-৫।

তান্ দ্বে ত্রিঃসকারং শংসেত্ ।। ৫।।

অনু.— ঐ (প্রগাথগুলিকে) দুটি (মন্ত্র থাকলেও) তিনটি (মন্ত্র) করে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— সামবেদীয় ঋত্বিকেরা যদি তাঁদের স্তোত্রে স্তোত্রিয় মন্ত্রদুটিকে আবৃত্তির সাহায্যে তিনটি পূর্ণায়তন মন্ত্রে (তৃচাকার) পরিণত করে থাকেন, তাহলে হোতাও তাঁর শস্ত্রে ঐ প্রগাথকে আবৃত্তির সাহায্যে তিনটি মন্ত্রে পরিণত করে পাঠ করবেন। কিভাবে করবেন তা পরবর্তী চারটি সূত্রে বলা হচ্ছে। এই সূত্রের প্রথম পদটির ক্ষেত্রে 'তান্' এবং 'তাং' এই দুই পাঠ পাওয়া যাচ্ছে। বৃত্তি থেকে মনে হচ্ছে প্রকৃত পাঠটি হচ্ছে 'তান্'।

চতুর্থষষ্ঠৌ পাদৌ বার্হতে প্রগাথে পুনর্ অভ্যাসিদ্যোত্তরয়োর্ অবস্যেত্ ।। ৬।।

অনু.— বার্হত প্রগাথে চতুর্থ এবং ষষ্ঠ পাদকে আবার আবৃত্তি করে পরবর্তী দুই (পাদে) থামবেন।

ব্যাখ্যা— বার্হত প্রগাথ = বৃহতী + সতোবৃহতী = ৮, ৮, ১২, ৮ + ১২, ৮, ১২, ৮ (ঋ. প্রা. ১৮/১ দ্র.)। বার্হত প্রগাথকে তিনটি মন্ত্রে পরিণত করলে দাঁড়াবে— ক১ ক২ ক৩ ক৪। ক৪ খ১; খ২। খ২ খ৩; খ৪। ক এখানে প্রথম মন্ত্রের প্রতীক। পাশের সংখ্যাগুলি মন্ত্রের চরণের চিহ্ন। থামার সময়ে মূল মন্ত্রের পঞ্চম ও সপ্তম চরণে থামবেন। এই পাঠে শেষ দু-টি মন্ত্র ককুপ্, তাই একে 'ককুপ্-উত্তরাকার' বলা চলে। ''বৃহতীং শস্ত্বোত্তমং পাদং প্রত্যাদায়োত্তরস্যাঃ প্রথমেনাবসায় দ্বিতীয়েন প্রণুত্য তং প্রত্যাদায় তৃতীয়েনাবসায়োত্তমেন প্রণৌতি; তাস্ তিস্রো ভবন্তি বৃহতী পূর্বোত্তরে ককুভৌ''— শা. ৭/২৫/৬, ৭।

বৃহতীকারঞ্ চেত্ তাব্ এব দ্বিঃ ।। ৭।।

অনু.— যদি বৃহতী করে (পড়তে হয়, তাহলে) ঐ দুটি (পাদকেই) দু-বার (পুনরাবৃত্তি করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রথম পদ্ধতিতে (৬ নং সূ.) আবৃত্তির ফলে তিনটি মন্ত্রের প্রথমটি হয়েছিল বৃহতী এবং অপর দুটি হয়েছিল ককুপ্। যদি তিনটিকেই বৃহতীর রূপ দিতে হয় তাহলে ঐ চতুর্থ ও ষষ্ঠ চরণকে আরও একবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এ-ক্ষেত্রে তাই পাঠ দাঁড়াবে- ক১ ক২ ক৩ ক৪। ক৪ ক৪; খ১ খ২। খ২ খ২; খ৩ খ৪। এই পাঠের নাম 'বৃহতীকার'। সূত্রে 'অবস্যেত্' বলা না থাকলেও এবং চতুর্থ ও ষষ্ঠ পাদের দ্বিতীয় পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ তৃতীয় আবৃত্তি বেদপঠিত অর্ধমন্ত্র না হলেও ৫/১৪/৯, ১০ সূত্র অনুযায়ী সেখানে থামতে হয়। ''বৃহতীং শস্ত্বোত্তমং পাদং দ্বিঃ প্রত্যাদায়াবসায়ার্ধর্চেনোত্তরস্যাঃ প্রণুত্য দ্বিতীয়ং পাদং দ্বিঃ প্রত্যাদায়াবসায়োত্তমেনার্ধর্চেন প্রণৌতি; তাস্ তিস্রো বৃহত্যঃ'' শা. ৭/২৫/১৩, ১৪।

তৃতীয়পঞ্চমৌ তু কাকুভেষু ।। ৮।।

অনু.— কাকুভ (প্রগাথে) কিন্তু তৃতীয় এবং পঞ্চম (পাদকে পুনরাবৃত্তি করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— কাকুভপ্রগাথ = ককুপ্ + সতোবৃহতী = ৮, ১২, ৮ + ১২, ৮, ১২, ৮ (ঋ. প্রা. ১৮/১ দ্র.)। এ-ক্ষেত্রে পাঠক্রম হয় ক১ ক২ ক৩। ক৩ খ১; খ২। খ২ খ৩; খ৪। এই পাঠের নাম 'ককুপ্কার'। এ-ক্ষেত্রে মূলের চতুর্থ ও ষষ্ঠ চরণে থামতে হয়। ৬ নং সূত্র থেকে বর্তমান সূত্রে 'উত্তরয়োর্ অবস্যেত্' অংশটির অনুবৃত্তি হচ্ছে বলে সূত্রের এই অর্থই দাঁড়াচ্ছে। আগের সূত্রেও এই অংশের অনুবৃত্তি ছিল, কিন্তু ৫/১৪/৯, ১০ সূত্র-দুটি থাকায় ঐ অনুবৃত্তি সেখানে কোন প্রয়োজনে আসে নি। ''উত্তমং ককুভঃ প্রত্যাদত্তে; সতোবৃহত্যা দ্বিতীয়ম্; তাস্ তিস্রঃ ককুভঃ''— শা. ৭/২৭/১৫, ১৬।

প্রত্যাদানাদ্যুত্তরা ।। ৯।।

অনু.— পরবর্তী (মন্ত্র) শুরু হয় পুনরাবৃত্তি থেকে।

ব্যাখ্যা— ৭ ও ৮ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। যেখান থেকে পাদের পুনরাবৃত্তির শুরু হয়, পরবর্তী মন্ত্র সেখান থেকেই শুরু হচ্ছে বলে ধরা হয়।

এবম্ এতত্পৃষ্ঠেম্বহঃস্বিন্দ্রনিহবব্রাহ্মণস্পত্যান্ ।। ১০।।

অনু.— এই পৃষ্ঠযুক্ত দিনগুলিতে ইন্দ্রনিহব এবং ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথগুলিকে এইভাবে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে অর্থাৎ নিষ্কেবল্য শস্ত্রের ঠিক পূর্ববর্তী স্তোত্রে বৃহত্ অথবা রথন্তর সাম অথবা যুগ্মভাবে দুটি সামই প্রয়োগ করা হয়, তাহলে মরুত্বতীয় শস্ত্রে ইন্দ্রনিহব প্রগাথ এবং ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথকেও (৫/১৪/৬, ৭ সূ. দ্র.) নিষ্কেবল্য শস্ত্রের স্তোত্রিয় ও অনুরূপের মতোই পাঠ করতে হবে। 'এতেষু পৃষ্ঠেষু' না বলে 'এতত্পৃষ্ঠেষু' এইভাবে সমাসবদ্ধ করে বলায় এখানে অর্থ করতে হবে, কেবল এই দুই সামই যদি একক বা যুগ্মভাবে পৃষ্ঠে প্রয়োগ করা হয়, সঙ্গে অন্য সামও যদি না থাকে।

বৃহতীকারম্ ইতরেষু পৃষ্ঠেষু ।। ১১।।

অনু.— অন্য পৃষ্ঠ (-যুক্ত দিনগুলিতে) বৃহতী করে (পড়তে হয়)।

ব্যাখ্যা— যদি কোন যাগে পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহত্ অথবা (এবং) রথন্তর ছাড়া অন্য কোন সাম গাওয়া হয়, তাহলে ইন্দ্রনিহব ও ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথকে বৃহতীকার (৭ নং সূ. দ্র.) করে পাঠ করতে হয়। 'ইতরপৃষ্ঠেষু' এইভাবে সমাসবদ্ধ অবস্থায় না বলে পৃথক্‌ভাবে 'ইতরেষু পৃষ্ঠেষু' বলায় অন্য সামের স্পর্শ থাকলেই ('ইতরসত্ত্বামাত্রেঽপি'-বৃত্তি) অর্থাৎ কোন পৃষ্ঠস্তোত্রে যদি বৃহত্ অথবা রথন্তর ছাড়াও অন্য কোন অতিরিক্ত সাম প্রয়োগ করা হয়, তাহলেও সেখানে মরুত্বতীয় শস্ত্রে এই দুই প্রগাথকে বৃহতীকার করেই পড়তে হবে। ফলে অপ্তোর্যামযাগে 'রথন্তরেণাগ্রে-' (৯/১১/৫) সূত্র অনুসারে যেহেতু পৃষ্ঠস্তোত্রে রথন্তর ছাড়া বৈরাজ সামও গাওয়া হয় তাই সেখানে মরুত্বতীয় শস্ত্রে ঐ দুই প্রগাথকে বৃহতীকার করেই পাঠ করতে হয়। আগের সূত্রের ব্যাখ্যায় তাই বলা হয়েছে 'এতত্পৃষ্ঠেষু' মানে পৃষ্ঠস্তোত্রে কেবল এই বৃহত্ ও (অথবা) রথন্তর সামই থাকলে, অন্য কিছু আর না থাকলে- 'এতত্পৃষ্ঠেম্বিতি সমাসনির্দেশাদ্ এতদ্ এব ইত্যবধার্যতে' (না.)।

বৃহদ্রথন্তরয়োশ্ চ তৃচস্থয়োঃ ।। ১২।।

অনু.— তৃচে অবস্থিত বৃহত্ এবং রথন্তরেও (ঐ দুই প্রগাথের পাঠ বৃহতীকার করে হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি গায়ত্রী অথবা অন্য কোন ছন্দের তিনটি মন্ত্রে বৃহত্ ও রথন্তর সাম গাওয়া হয় এবং গাওয়ার সময়ে তৃচ-সম্পাদনের জন্য মন্ত্রের আবৃত্তির প্রয়োজন তাই না হয় অথবা বৃহত্ ও রথন্তরকে তাদের নিজ নিজ যোনিতেই 'দ্বিপদোত্তরাকার' (৪নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.) করে গাওয়া হয় অর্থাৎ যে-কোন উপায়ে বৃহত্ অথবা রথন্তর সামকে তৃচেই গাওয়া হয় তাহলে সেখানেও ইন্দ্রনিহব ও ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথকে মরুত্বতীয় শস্ত্রে বৃহতীকার (৭ নং সূ. দ্র.) করেই পাঠ করতে হবে।

হোত্রকাশ্ চ যেষাং প্রগাথাঃ স্তোত্রিয়ানুরূপাঃ ।। ১৩।।

অনু.— যাঁদের স্তোত্রিয় ও অনুরূপ প্রগাথ (সেই) হোত্রকেরাও (তাঁদের পাঠ্য প্রগাথকে বৃহতীকার করে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যে-সব হোত্রকদের স্তোত্রিয় ও অনুরূপ তৃচ নয়, প্রগাথ, তাঁরাও তাঁদের শস্ত্রে পাঠ্য সেই প্রগাথকে ইন্দ্রনিহব ও ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথের মতোই পাঠ করবেন।

সর্বম্ অন্যদ্ যথাস্তুতম্ ।। ১৪।।

অনু.— অন্য সব (-কিছু) যেমন গান করা হয়েছে (তেমনভাবে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'সর্বম্' বলায় বৃহত্ ও রথন্তরের স্তোত্রিয় ও অনুরূপের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে।

পরিমিতশস্য একাহঃ ।। ১৫।।

অনু.— (এই আলোচ্য অগ্নিষ্টোম) একাহ পরিমিত-শস্ত্রবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— পরিমিত = সর্বতোভাবে নির্দিষ্ট, পূর্ণরূপে বিবৃত। একাহ অগ্নিষ্টোমে কতগুলি শস্ত্র পাঠ করতে হবে এবং পাঠ্য শস্ত্রে কি কি মন্ত্র পাঠ করতে হবে তা সুস্পষ্টভাবে বিহিত ও নির্দিষ্ট হয়েছে। যদিও কেবল শস্য বা শস্ত্রই নয়, একাহে হোতাদের করণীয় সব-কিছুই এখানে নিঃশেষে বলা হয়েছে, তবুও সূত্রে 'শস্য' শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে এই কারণে যে, উৎপত্তিবিধির অন্তর্গত সোমদ্রব্য-সম্পর্কিত বিধানগুলিই জ্যোতিষ্টোমের আপন ধর্ম, কিন্তু অধিকারবিধির অন্তর্গত দীক্ষণীয়া, প্রায়ণীয়া প্রভৃতি ইষ্টি এবং স্তোত্র-শস্ত্র ইত্যাদি অগ্নিষ্টোমেরই আপন প্রত্যক্ষবিহিত বা 'ঔপদেশিক ধর্ম'। উক্‌থ্য, ষোড়শী প্রভৃতি অন্য প্রকারের জ্যোতিষ্টোমে অগ্নিষ্টোম থেকেই সেই ধর্মগুলির অতিদেশ অর্থাৎ অনুবৃত্তি বা অনুকরণ বা সংক্রমণ ঘটে মাত্র। অতিদেশ দ্বারা লব্ধ ধর্ম বলে ঐগুলিকে 'আতিদেশিক' ধর্ম বলে।

স যদ্যুভয়সামা যত্ পবমানে তস্য যোনির্ অনুরূপঃ ।। ১৬।।

অনু.— সেই (অগ্নিষ্টোম) যদি দুই-সাম-বিশিষ্ট (হয়, তাহলে) পবমানে যে (সাম গাওয়া হয়) তার যোনি (হবে নিষ্কেবল্যে) অনুরূপ।

ব্যাখ্যা— যদি যাগটি 'উভয়সামা' হয় অর্থাৎ বৃহত্ এবং রথন্তর দু-টি সামই যাগে প্রয়োগ করা হয়— এই দুই সামের কোন একটি সাম যদি মাধ্যন্দিন পবমানস্তোত্রে এবং অপর সামটি যদি প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে গাওয়া হয়— তাহলে মাধ্যন্দিন পবমানস্তোত্রে যে যোনিতে অর্থাৎ যে দুই বা তিন মন্ত্রে সামটি গাওয়া হয়েছে সেই দু-টি অথবা তিনটি মন্ত্রই হবে নিষ্কেবল্য শস্ত্রের অনুরূপ। শস্ত্রে এই যোনিমন্ত্র পাঠ করাকে বলা হয় 'যোনিশংসন'।

যোনিস্থান এবৈনাম্ অন্যত্র শংসেত্ ।। ১৭।।

অনু.— অন্যত্র এই (যোনিকে) যোনিস্থানেই পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— অন্যত্র অর্থাৎ অগ্নিষ্টোম ছাড়া অন্য কোন সংস্থায় অথবা কোন অন্য একাহে যদি কোন যাগ উভয়সামা হয় তাহলে পবমানস্তোত্রের যোনিকে সেখানে নিষ্কেবল্য শস্ত্রে অনুরূপ হিসাবে পাঠ না করে যোনিস্থানে (পরবর্তী সূ. দ্র.) পাঠ করবেন।

ঊর্ধ্বং ধায্যায়া যোনিস্থানম্ ।। ১৮।।

অনু.— (নিষ্কেবল্যে) ধায্যার পরে (যে স্থান তাকে বলে) 'যোনিস্থান'।

ব্যাখ্যা— অন্য কোন একাহযাগ উভয়সামা হলে মাধ্যন্দিন পবমানস্তোত্রের যোনিকে সেখানে শস্ত্রে ধায্যা মন্ত্রের পরে পাঠ করতে হয়। যোনিশংসন বা যোনিমন্ত্র পাঠ করার এটিই হল স্থান।

অনেকানন্তর্যে সকৃত্ পৃথগ্ বাহ্বানম্ ।। ১৯।।

অনু.— অনেক (সামযোনি) পরপর থাকলে একবার (মাত্র) অথবা পৃথক্ পৃথক্ আহাব (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি কোথাও একাধিক যোনিমন্ত্র পরপর পাঠ করার প্রসঙ্গ থাকে, তাহলে 'তেভ্যশ্-' (৫/১০/১৯) সূত্র অনুসারে সব ক-টি যোনির আরম্ভে একবার মাত্র অথবা এই আলোচ্য সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেকটি যোনির জন্য পৃথক্ পৃথক্ আহাব করবেন।

এবম্ ঊর্ধ্বম্ ইন্দ্রনিহবাত্ প্রগাথানাম্ ।। ২০।।

অনু.— ইন্দ্রনিহব (প্রগাথের) পরে (উপর্যুপরি অবস্থিত) প্রগাথগুলির (ক্ষেত্রে) এইরকম (একবার অথবা পৃথক্ পৃথক্ আহাব হবে)।

ব্যাখ্যা— ইন্দ্রনিহব (৫/১৪/৬ সূ. দ্র.) প্রগাথের পর থেকে যত প্রগাথ সেগুলির অর্থাৎ ব্রাহ্মণস্পত্য, মরুত্বতীয়, সামপ্রগাথ ইত্যাদির ক্ষেত্রে একাধিক প্রগাথ পাশাপাশি পাঠ করতে হলে সব প্রগাথের আগে একবার মাত্র অথবা প্রত্যেক প্রগাথে আলাদা আলাদা আহাব করতে হবে।

যদ্ বাবানেতি ধায্যা, পিবা সুতস্য রসিন ইতি সামপ্রগাথঃ ।। ২১।।

অনু.— (নিষ্কেবল্যে) 'যদ্-' (১০/৭৪/৬) ধায্যা, 'পিবা-' (৮/৩/১,২) সামপ্রগাথ।

ব্যাখ্যা— উদ্ধৃত 'পিবা-' প্রগাথটি রথন্তরের সামপ্রগাথ। বৃহত্সামের সামপ্রগাথ ৭/৩/১৭ সূত্রে নির্দিষ্ট 'উভয়ং-' (৮/৬১/১,২)। ৭/৩/১৭ সূত্রের বৃত্তি অনুযায়ী 'পিবা-' মন্ত্র-দুটি শুধু রথন্তরের নয়, বৃহত্ প্রভৃতি অন্য পাঁচটি সাম ছাড়া যে-কোন সামেরই সামপ্রগাথ।

ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণীত্যেতস্মিন্ ঐন্দ্রীং নিবিদং দধ্যাত্ ।। ২২।।

অনু.— 'ইন্দ্রস্য-' (১/৩২) এই (সূক্তে) ইন্দ্রদেবতার নিবিদ্ স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— অভিপ্রেত নিবিদ্‌টি হল— "ইন্দ্রো দেবঃ সোমং পিবতু। একজানাং বীরতমঃ। ভূরিজানাং তবস্তমঃ। হর্যোঃ স্থাতা। পৃশ্নেঃ প্রেতা। বজ্রস্য ভর্তা। পুরাং ভেত্তা। পুরাং দর্মা। অপাং স্রষ্টা। অপাং নেতা। সত্বনাং নেতা। নিজঘ্নির্দূরেশ্রবাঃ। উপমাজিকৃদ্দংসনাবান্। ইহোশন্ দেবো ভূবান্। ইন্দ্রো দেব ইহ শ্রবদ্ ইহ সোমং পিবতু। প্রেমাং দেবো দেবহূতিম্ অবতু দেব্যা ধিয়া। প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং ক্ষত্রম্। প্রেমং সুন্বন্তং যজমানম্ অবতু। চিত্রশ্চিত্রাভিরূতিভিঃ। শ্রবদ্ ব্রহ্মাণ্যাবসা গমত্" (খিল ৫/৫/৩)। নিবিদ্ স্থাপন করা হয় বলে 'ইন্দ্রস্য-' সূক্তটিকে 'ঐন্দ্র নিবিদ্ধান' বলা হয়। ঐ. ব্রা. ১২/১৩ অংশে এই সূক্তই বিহিত হয়েছে।

অনুব্রাহ্মণং বা স্বরঃ ।। ২৩।।

অনু.— (শস্ত্রে) বিকল্পে ব্রাহ্মণগ্রন্থ অনুযায়ী স্বর (হবে)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১২/১৩ অনুযায়ী স্তোত্রিয় মধ্যম স্বরে, অনুরূপ উচ্চস্বরে, ধায্যা নিম্ন স্বরে এবং প্রগাথ উদাত্ত প্রভৃতি চার স্বরে (চাতুস্বর্য) পাঠ করতে হয়। আহাব শস্ত্রেরই অঙ্গ। তাই শস্ত্রের স্বরেই তা পাঠ করা উচিত। ৫/৯/১ সূত্রে 'শোংসাবোম্' এই আহাবটি তাই ঠিক পরবর্তী তূষ্ণীংশংসের মতো পাঠ করার কথা। কিন্তু তাহলেও শস্ত্রের অধিকাংশ মন্ত্রের মতোই তা উচ্চ (তন্দ্র) স্বরে পাঠ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু যে আহাব স্তোত্রিয় প্রভৃতিরই অঙ্গ তা স্তোত্রিয় প্রভৃতিরই স্বরে পাঠ্য। এখানেও তা-ই করতে হবে।

উক্থং বাচীন্দ্রায়োপশৃণ্বতে ত্বেতি শস্ত্বা জপেত্ ।। ২৪।। [২৩]

অনু.— শস্ত্র পাঠ করে 'উক্থং-' (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বেতি যাজ্যা ।। ২৫।। [২৩]

অনু.— 'পিবা-' (৭/২২/১) যাজ্যা।

ষোড়শ কণ্ডিকা (৫/১৬)

[মাধ্যন্দিনে হোত্রকদের শস্ত্র]

হোত্রকাণাং কয়া নশ্চিত্র আ ভুবত্ কয়া ত্বং ন উত্যা কস্তমিন্দ্র ত্বাবসুং সদ্যো হ জাত এবা ত্বামিন্দ্রোশন্নু ষু ণঃ সুমনা উপাক ইতি যাজ্যা। তং বো দস্মমৃতীষহং তত্ ত্বা যামি সুবীর্যম্ ইতি প্রগাথৌ স্তোত্রিয়ানুরূপা উদু ত্যে মধুমত্তমা ইন্দ্রঃ পূর্ভিদুদ্ ব্রহ্মাণ্যূজীষী বজ্রী বৃষভস্তুরাষাট্ ইতি যাজ্যা। তরোভির্বো বিদদ্বসুং তরণিরিত্ সিষাসতীতি প্রগাথৌ স্তোত্রিয়ানুরূপা উদিদ্ন্বস্য রিচ্যতে ভূয় ইদিমামু ষ্বিত্যুপোত্তমাম্ উদ্ধরেত্ সর্বত্র। পিবা বর্ধস্ব তব ঘা সুতাস ইতি যাজ্যা ।। ১।। [১, ২]

অনু.— হোত্রকদের (শস্ত্র হল) [ক] 'কয়া ন-' (৪/৩১/১-৩), 'কয়া ত্বং-' (৮/৯৩/১৯-২১), 'কস্ত-' (৭/৩২/১৪, ১৫), 'সদ্যো-' (৩/৪৮), 'এবা-' (৪/১৯)। 'উশন্নু-' (৪/২০/৪) যাজ্যা।

[খ] তং-' (৮/৮৮/১,২), 'তত্-' (৮/৩/৯, ১০) এই দুই প্রগাথ স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ। 'উদু ত্যে-' (৮/৩/১৫,১৬), 'ইন্দ্রঃ-' (৩/৩৪), 'উদু ব্রহ্মা-' (৭/২৩)। 'ঋজীষী-' (৫/৪০/৪) যাজ্যা।

[গ] 'তরোভি-' (৮/৬৬/১,২), 'তরণি-' (৭/৩২/২০, ২১) এই দুই প্রগাথ স্তোত্রিয়ও অনুরূপ। 'উদি-' (৭/৩২/১২, ১৩), 'ভূয়-' (৬/৩০)। 'ইমা-' (৩/৩৬)— সর্বত্র (এই সূক্তের) শেষের আগের (মন্ত্রটি) বাদ দেবেন। 'পিবা-' (৩/৩৬/৩) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— [ক], [খ], [গ] যথাক্রমে মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী এবং অচ্ছাবাকের পাঠ্য শস্ত্র। তিন ঋত্বিকের শস্ত্রে যথাক্রমে বামদেব্য, নৌধস এবং কালেয় সামের তৃচগুলিই স্তোত্রিয়রূপে বিহিত হয়েছে। নৌধসের পরিবর্তে শ্যৈত সাম গাওয়া হলে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর শস্ত্রে 'অভি-' (৮/৪৯/১,২), 'ইন্দ্রঃ-' (৩/৫০/১,২), 'অসাবি-' (১০/১০৪) হবে যথাক্রমে স্তোত্রিয়, অনুরূপ এবং শস্ত্রের প্রথম সূক্ত। প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে রথন্তর সাম গাওয়া হলে তৃতীয় পৃষ্ঠস্তোত্রে নৌধস এবং বৃহত্‌সাম গাওয়া হয়ে থাকলে শ্যৈত সাম গাইতে হয়— শা. ৭/২২-২৪ দ্র.। সূত্রে 'সর্বত্র' বলার কারণ ৫/১৪/২৮ সূত্রের 'অন্যত্র' শব্দের মতোই।

সপ্তদশ কণ্ডিকা (৫/১৭)

[তৃতীয়সবন— আদিত্যগ্রহ, সবনীয় পশুযাগ, সবনীয় পুরোডাশযাগ, নরাশংসস্থাপন, প্রতিপ্রসর্পণ]

অথ তৃতীয়সবনম্ উত্তমস্বরেণ ।। ১।।

অনু.— এর পর তৃতীয় সবন উত্তম স্বরে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয় সবনের পশুযাগের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম। প্রসঙ্গত 'স্বর' শব্দের প্রয়োজনের জন্য (বাধকের বাধন) ৫/১২/৮ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। "উত্তময়া তৃতীয়সবনম্; উচ্চৈস্তরাং বৈশ্বদেবাদ্ আগ্নিমারুতম্; উত্তময়া বা মাধ্যন্দিনম্; মন্দ্রয়া তৃতীয়সবনম্; মধ্যময়া বা"— শা. ৮/১৪/৫-৯।

আদিত্যগ্রহেণ চরন্তি ।। ২।।

অনু.— আদিত্যগ্রহ দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

আদিত্যানামবসা নূতনেন হোতা যক্ষদাদিত্যান্ প্রিয়ান্ প্রিয়ধাম্ন আদিত্যাসো অদিতির্মাদয়ন্তাম্ ইতি ।। ৩।।

অনু.— 'আদিত্যা-' (৭/৫১/১) (অনুবাক্যা), 'হোতা-' (সূ.) প্রৈষ, 'আদিত্যাসো-' (৭/৫১/২) এই (মন্ত্র যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— সম্পূর্ণ প্রৈষমন্ত্রটি হল— 'হোতা যক্ষদ্ আদিত্যান্ প্রিয়ান্ প্রিয়ধাম্নঃ প্রিয়ব্রতান্ মহঃ স্বসরস্য পতীন্ উরোরন্তরিক্ষস্যাধ্যক্ষান্ স্বাদিত্যম্ অবোচত্ তদস্মৈ সুব্রতে যজমানায় করন্নেবম্ আদিত্যা জুষন্তাং মন্দন্তাং ব্যন্তু পিবন্তু মদন্তু সোমং হোতর্যজ (প্রৈষাধ্যায় ৪/১৩)। ঐ. ব্রা. ১৩/৫ অংশে যাজ্যারই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে এবং তা এই সূত্রে নির্দিষ্ট যাজ্যামন্ত্রের সঙ্গে অভিন্নই।

নৈতং গ্রহম্ ঈক্ষেত হূয়মানম্ ।। ৪।। [৩]

অনু.— আহুতি দেওয়া হচ্ছে (এমন সময়ে) এই গ্রহকে দেখবেন না।

ব্যাখ্যা— অগ্নিতে এই গ্রহ আহুতি দেওয়ার সময়ে গ্রহের দিকে তাকাতে নেই। অন্য গ্রহের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখতেও পারেন।

স্তুত আর্ভবে পবমানে বিহৃত্যাঙ্গারান্ মনোতাদি পশ্বিডান্তং পশুকর্ম কৃত্বা
পুরোডাশাদ্যুক্তম্ আ নারাশংসসাদনাত্ ।। ৫।। [৪]

অনু.— আর্ভব পবমান গাওয়া (শেষ) হলে অঙ্গারগুলি (ধিষ্ণ্যগুলিতে) নিয়ে গিয়ে মনোতা থেকে পশুর ইড়া

(-ভক্ষণ) পর্যন্ত পশুযাগ-সম্পর্কিত (সমস্ত) কর্ম করে (সবনীয়) পুরোডাশ থেকে নরাশংস স্থাপন পর্যন্ত (আগে যা যা) বলা হয়েছে (তা এখানেও করবেন)।

ব্যাখ্যা— আর্তবপবমান স্তোত্র গাওয়া হলে আগ্নীধ্রধিষ্ণ্য থেকে অন্য ধিষ্ণ্যগুলিতে অঙ্গার নিয়ে যান। এর পরে সবনীয় পশুযাগের মনোতা (৩/৬/১ সূ. দ্র.) থেকে শুরু করে ইড়াভক্ষণ (৩/৬/১২ সূ. দ্র.) পর্যন্ত সমস্ত অংশের অনুষ্ঠান করতে হয়। তার পর সবনীয় পুরোডাশ (৫/৪/১ সূ. দ্র.) থেকে নারাশংসে (৫/৬/৩১ সূ. দ্র.) পর্যন্ত যে যে কর্মের কথা আগে বলা হয়েছে (৫/১৩/১৪ সূ. দ্র.) তা এখানেও করতে হয়। সূত্রে 'পশ্বিড়ান্তং' বলার পরে আর 'পশুকর্ম' পদটি না বলে শুধু 'কর্ম' বললেও চলত। তবুও তা বলায় বুঝতে হবে, পশুযাগের মতোই ঐ সময়ে ব্রহ্মাকে আহবনীয়ের দক্ষিণে আসন গ্রহণ করতে হয়।

সন্নেষু ম্রদিষ্ঠাত্ পুরোডাশস্য তিস্রস্ তিস্রঃ পিণ্ড্যো দক্ষিণতঃ প্রতিস্বং চমসেভ্যঃ স্বেভ্যঃ পিতৃভ্য উপাস্যেয়ুর্ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগম্ আবৃষায়ধ্বম্ ইতি ।। ৬।। [৫]

অনু.— (নারাশংসে চমসগুলি বেদিতে) রাখা হলে (সবনীয়) পুরোডাশের সর্বাপেক্ষা কোমল (অংশ) থেকে তিনটি তিনটি পিণ্ড (তৈরী করে নিয়ে চমসীরা) নিজ নিজ চমসের ডান দিকে কাছাকাছি (জায়গায় ঐ পিণ্ডগুলি নিজ) নিজ পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে 'অত্র-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) নিক্ষেপ করবেন।

ব্যাখ্যা— পিতা, মাতা ইত্যাদি শব্দ সাপেক্ষ শব্দ। তাই 'স্বেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ' না বলে কেবল 'পিতৃভ্যঃ' বললেই চলত, তবুও তা বলায় সূত্রকারের এই অভিপ্রায়ই এখানে ব্যক্ত হচ্ছে যে, বিশেষ বলা না থাকলে সাপেক্ষ শব্দও যজমানের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট বলে বুঝতে হবে। ৫/১৮/৪ সূত্রে তাই হোতার নয়, যজমানের বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই বুঝতে হবে।

সব্যাবৃত আগ্নীধ্রীয়ং প্রাপ্য হবির্ উচ্ছিষ্টং সর্বে প্রাশ্নীয়ুঃ ।। ৭।। [৬]

অনু.— বাঁ দিকে ঘুরে আগ্নীধ্রীয়ে এসে সকলে অবশিষ্ট আহুতিদ্রব্য ভক্ষণ করবেন।

প্রাশ্য প্রতিপ্রসৃপ্য ।। ৮।। [৭]

অনু.— খেয়ে (মণ্ডপে) পুনঃপ্রবেশ করে।

ব্যাখ্যা— প্রবেশের পরে কি করণীয় তার জন্য পরবর্তী সূ. দ্র.।

অষ্টাদশ কণ্ডিকা (৫/১৮)

[সাবিত্রগ্রহ, বৈশ্বদেব শস্ত্র]

সাবিত্রেণ গ্রহেণ চরন্তি ।। ১।।

অনু.— সাবিত্রগ্রহ দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

অভূদ্ দেবঃ সবিতা বন্দ্যো নু নো হোতা যক্ষদ্ দেবং সবিতারং দমূনা দেবঃ সবিতা বরেণ্যো দধদ্ রত্না দক্ষ পিতৃভ্য আয়ূনি। পিবাত্ সোমং মমদং দেনমিষ্টৈঃ পরিজ্মা চিদ্ রমতে অস্য ধর্মণীতি ।। ২।।

অনু.— (ঐ গ্রহে) 'অভূদ্-' (৪/৫৪/১), 'হোতা-' (সূ.), 'দমূনা-' (সূ.) এই মন্ত্রগুলি যথাক্রমে (অনুবাক্যা, প্রৈষ এবং যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— সম্পূর্ণ প্রৈষমন্ত্রটি হল— 'হোতা যক্ষদ্ দেবং সবিতারং পরামীবাং সাবিষত্ পরাঘশংসং সুসাবিত্রম্ অসাবিষত্

তদস্মৈ সুষতে যজমানায় করদ্ এবং দেবঃ সবিতা জুষতাং মন্দতাং বেতু পিবতু সোমং হোতর্যজ' (প্রৈষাধ্যায় ৪/১৪)। ঐ. ব্রা. ১৩/৫ অংশে যে যাজ্যামন্ত্রটি পাই তা এই সূত্রে উদ্ধৃত যাজ্যার সঙ্গে অভিন্ন।

বষট্‌কৃতে হোতা বৈশ্বদেবং শস্ত্রং শংসেত্ ।। ৩।। [২]

অনু.— (সাবিত্রগ্রহের উদ্দেশে) বৌষট্ উচ্চারণ করা হলে হোতা বৈশ্বদেব শস্ত্র পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— 'হোতা' বলার উদ্দেশ্য, ঋত্বিকেরা যদি সাময়িকভাবে একে অপরের কাজ করে দেন তাহলেও বৈশ্বদেব শস্ত্র পাঠ করতে হবে হোতাকে নিজেই। সূত্রে 'বৈশ্বদেবশস্ত্রং' পাঠও পাওয়া যায়।

সর্বা দিশো ধ্যায়েচ্ছংশিষ্যন্। যস্যাং দ্বেষ্যো ন তাম্ ।। ৪।। [৩]

অনু.— শস্ত্রপাঠ করতে থাকবেন (বলে আগে) সমস্ত দিক্‌কে ধ্যান করবেন। যে (দিকে যজমানের) শত্রু (আছে) সেই (দিক্‌কে কিন্তু তিনি ধ্যান করবেন) না।

ব্যাখ্যা— ধ্যান বলতে এখানে বুঝতে হবে প্রাচী প্রভৃতি শব্দের দ্বারা সেই সেই দিকের মনন।

অধ্বর্যো শো শোংসাবোম্ ইতি তৃতীয়সবনে শস্ত্রাদিষ্বাহাবঃ ।। ৫।। [৪]

অনু.— তৃতীয়সবনে শস্ত্রের আরম্ভে আহাব (হবে) 'অধ্বর্যো-' (সূ.)।

তত্ সবিতুর্বৃণীমহেঽদ্যা নো দেব সবিতর্ ইতি বৈশ্বদেবস্য প্রতিপদ্-অনুচরাব্ অভূদ্ দেব একয়া চ দশভিশ্ চ স্বভূতে দ্বাভ্যাম্ ইষ্টয়ে বিংশত্যা চ তিসৃভিশ্ চ বহসে ত্রিংশতা চ নিযুদ্ভি র্বায়বিহ তা বিমুঞ্চ। প্র দ্যাবেতি দৈর্ঘতমসং সুরূপকৃত্নুমূতয়ে তক্ষন্ রথময়ং বেনশ্চোদয়ত্ পৃশ্নিগর্ভা যেভ্যো মাতা মধুমত্ পিন্বতে পয় এবা পিত্রে বিশ্বদেবায় বৃষ্ণ আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বত ইতি নব বৈশ্বদেবম্ ।। ৬।। [৫]

অনু.— বৈশ্বদেব (শস্ত্রের) 'তত্-' (৫/৮২/১-৩), 'অদ্যা-' (৫/৮২/৪-৬) প্রতিপদ্ এবং অনুচর। (এ ছাড়া আছে) 'অভূদ্-' (৪/৫৪), 'একয়া-' (সূ.), দীর্ঘতমাঃ ঋষির 'প্র-' (১/১৫৯) এই (সূক্ত), 'সুরূপ-' (১/৪/১), 'তক্ষন্-' (১/১১১), 'অয়ং-' (১০/১২৩/১), 'যেভ্যো-' (১০/৬৩/৩), 'এবা-' (৪/৫০/৬) (এবং) 'আ-' (১/৮৯/১-৯) ইত্যাদি নটি (মন্ত্র)। (এই হল) বৈশ্বদেব (শস্ত্র)।

ব্যাখ্যা— 'দৈর্ঘতমস' বলায় বসিষ্ঠের 'প্র-' (৭/৫৩) সূক্তটি এখানে গ্রাহ্য নয়। ৩নং সূত্রে 'বৈশ্বদেবং শস্ত্রম্' বলা সত্ত্বেও ৪-৫ নং সূত্র দ্বারা বিষয়টির ব্যবধান ঘটে গেছে বলে এই সূত্রে আবার তা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই 'বৈশ্বদেবম্' বলতে হয়েছে। ঐ. ব্রা. ১৩/৬ অংশে 'সু-' এবং 'অয়ং-' এই দুই মন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৈশ্বদেবাগ্নিমারুতয়োঃ সূক্তেষু সাবিত্রাদিনিবিদো দধ্যাত্ ।। ৭।। [৬]

অনু.— বৈশ্বদেব এবং আগ্নিমারুত (শস্ত্রের) সূক্তগুলিতে সাবিত্র প্রভৃতি নিবিদ্ স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— নিবিদ্-অধ্যায়ে ৪-১১ নং অনুচ্ছেদে মোট আটটি নিবিদ্ আছে। তার মধ্যে বৈশ্বদেবে চারটি, আগ্নিমারুতে তিনটি এবং ষোড়শী যাগে শেষ নিবিদ্‌টি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

চতস্রো বৈশ্বদেবে ।। ৮।। [৭]

অনু.— বৈশ্বদেব (শস্ত্রে) চারটি নিবিদ্।

ব্যাখ্যা— (১) 'অভূদ্-' এই সূক্তে 'সবিতা দেবঃ সোমস্য পিবতু হিরণ্যপাণিঃ সুজিহ্বঃ। সুবাহুঃ স্বঙ্গুরিঃ। ত্রিরহন্ সত্যসবনঃ।

যত্ প্রাসুবদ্ বসুধিতী উভে জোষ্ট্রী সবীমনি। শ্রেষ্ঠং সাবিত্রম্ আসুবন্। দোগ্ধ্রীং ধেনুম্। বোঢ়্হারম্ অনড়াহম্। আশুং সপ্তিম্। জিষ্ণুং রথেষ্ঠাম্। পুরন্ধিং যোষাম্। সভেয়ং যুবানম্। পরামীবাং সাবিষত্ পরাঘশংসম্। সবিতা দেব ইহ শ্রবদ্ ইহ সোমস্য মত্সত্। প্রেমাং দেবো দেবহূতিম্ অবতু দেব্যা ধিয়া। প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং ক্ষত্রম্। প্রেমং সুম্বন্তং যজমানম্ অবতু। চিত্রশ্চিত্রাভিরূতিভিঃ। শ্রবদ্ ব্রহ্মাণ্যাবসা গমত্' এই সাবিত্র অর্থাৎ সবিতৃ-দেবতার নিবিদ্ পাঠ করতে হয়। এই জন্য এই সূক্তকে 'সাবিত্রনিবিদ্ধান' বলে। (২) 'প্র-' এই সূক্তে 'দ্যাবাপৃথিবী সোমস্য মত্সতাম্। পিতা চ মাতা চ। পুত্রশ্চ প্রজননঞ্চ। ধেনুশ্চ ঋষভশ্চ। ধন্যা চ ধিষণা চ। সুরেতাশ্চ সুদুঘা চ। শম্ভূশ্চ ময়োভূশ্চ। উর্জস্বতী চ পয়স্বতী চ। রেতোধাশ্চ রেতোভৃচ্চ। দ্যাবাপৃথিবী ইহ শ্রুতাম্ ইহ সোমস্য মত্সতাম্। প্রেমাং দেবী দেবহূতিম্ অবতাং দেব্যা ধিয়া। প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং ক্ষত্রম্। প্রেমং সুম্বন্তং যজমানম্ অবতাম্। চিত্রে চিত্রাভিরূতিভিঃ। শ্রুতাং ব্রহ্মাণ্যাবসা গমতাম্' এই নিবিদ্ বসবে। সূক্তটিকে তাই 'দ্যাবাপৃথিবীয় নিবিদ্ধান' বলা হয়। (৩) 'তক্ষন্-' এই সূক্তে বসাতে হবে 'ঋভবো দেবাঃ সোমস্য মত্সন্। বিষ্টী স্বপসঃ। কর্মণা সুহস্তাঃ। ধন্যা ধনিষ্ঠাঃ। শম্যা শমিষ্ঠাঃ। শচ্যা শচিষ্ঠাঃ। যে ধেনুং বিশ্বজুবং বিশ্বরূপাম্ অরক্ষন্। অরক্ষন্ ধেনুরভবদ্ বিশ্বরূপী। অযুঞ্জত হরী। অযুর্দেবাঁ উপ। অধুক্ষন্ সং কনীনাম্ অদন্তঃ। সংবত্সরে স্বপসো যজ্ঞিয়ং ভাগম্ আয়ন্। ঋভবো দেবা ইহ শ্রবন্নিহ সোমস্য মত্সন্। প্রেমাং দেবা দেবহূতিম্ অবন্তু দেব্যা ধিয়া। প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং ক্ষত্রম্। প্রেমং সুম্বন্তং যজমানম্ অবন্তু। চিত্রাশ্চিত্রাভিরূতিভিঃ। শ্রবন্ ব্রহ্মাণ্যাবসা গমন্' এই নিবিদ্। সূক্তটিকে তাই বলা হয় 'আর্ভব নিবিদ্ধান'। (৪) 'আ-' ইত্যাদি ন-টি মন্ত্রে 'বিশ্বে দেবাঃ সোমস্য মত্সন্। বিশ্বে বৈশ্বানরাঃ। বিশ্বে বিশ্বমহসঃ। মহি মহান্তঃ। তকামা নেমধিতীবানঃ। আস্রাঃ পচতবাহসঃ। বাত আত্মানো অগ্নিজূতাঃ। যে দ্যাঞ্চ পৃথিবীং চাতস্থুঃ। অপশ্চ স্বশ্চ। ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ। বর্হিশ্চ বেদিঞ্চ। যজ্ঞং চোরু চান্তরিক্ষম্। যে স্থ ত্রয় একাদশাঃ। ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ। ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা। ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রা। তাবন্তোঽভিষাচঃ। তাবন্তো রাতিষাচঃ। তাবতীঃ পত্নীঃ। তাবতীর্গ্নাঃ। তাবন্ত উদরণে। তাবন্তো নিবেশনে। অতো বা দেবা ভূয়াংসঃ স্থ। মা বো দেবা অতিশসা মা পরিশসা বিষ্ক্ষি। বিশ্বে দেবা ইহ শ্রবন্নিহ সোমস্য মত্সন্। প্রেমাং দেবা দেবহূতিম্ অবন্তু দেব্যা ধিয়া। প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং ক্ষত্রম্। প্রেমং সুম্বন্তং যজমানম্ অবন্তু। চিত্রাশ্চিত্রাভিরূতিভিঃ। শ্রবন্ ব্রহ্মাণ্যাবসা গমন্' এই নিবিদ্ স্থাপন করতে হবে। ঐ ন-টি মন্ত্রকে তাই বলা হয় 'বৈশ্বদেব নিবিদ্ধান'।

উত্তরাস্ তিস্র উত্তরে ।। ৯ ।। [৮]

অনু.— পরবর্তী তিনটি (নিবিদ্) পরবর্তী (শস্ত্রে স্থাপন করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— নিবিদ্-অধ্যায়ের পরবর্তী তিনটি নিবিদ্ বসাতে হবে আগ্নিমারুত শস্ত্রের তিন সূক্তে। ৫/২০/৬ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

সূক্তানাং তদ্ ধি দৈবতম্ ।। ১০।। [৯]

অনু.— যেহেতু সূক্তগুলির সেই দেবতা (নিবিদ্গুলিরও তাই সেই দেবতাই)।

ব্যাখ্যা— 'হি' প্রসিদ্ধি এবং নিমিত্ত দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয় বলে সূত্রের তাৎপর্য হচ্ছে— যেহেতু নিবিদ্ ও সূক্তের দেবতা সমান বলে প্রসিদ্ধ, নিবিদ্ ও সূক্ত একই দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত হয়, সেহেতু অগ্নিষ্টুত্ প্রভৃতি যাগে শস্ত্রে ভিন্ন দেবতার সূক্ত পড়তে হলে এই নিবিদ্গুলিতেও দেবতাবাচী শব্দগুলির প্রয়োজনমত 'ঊহ' (পরিবর্তন) করে নিতে হবে। অগ্নিষ্টুতে তাই নিবিদে দেবতার নামের স্থানে সর্বদা 'অগ্নি' শব্দ প্রয়োগ করতে হবে।

দৈবতেন সূক্তান্তঃ ।। ১১।। [১০]

অনু.— দেবতা দ্বারা সূক্তের শেষ (হয়)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিষ্টোমযাগে বৈশ্বদেব ও আগ্নিমারুত শস্ত্রে সাতটি সূক্তের জন্য সাতটি নিবিদ্ নির্দিষ্ট হয়েছে। যদি বিকৃতিযাগে সূক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহলে যতগুলি সূক্তের দেবতা সেখানে এক সেগুলিকে একটি সূক্ত ধরে সেই অনুযায়ী সূক্তের সংখ্যার সঙ্গে নিবিদের সংখ্যায় সমতা রক্ষা করতে হবে।

ধায্যাশ্ চাত্রৈকপাতিনীঃ ।। ১২।। [১১]

অনু.— এবং এখানে ধায্যাগুলি একটি (করে মন্ত্রের) প্রতীক।

ব্যাখ্যা— বৈশ্বদেব ও আগ্নিমারুত শস্ত্রে যে যে একটি একটি করে মন্ত্র আছে সেগুলি ধায্যা। ধায্যা বলার উদ্দেশ্য এই যে, সেগুলিতে ৫/১০/১৭ সূত্র অনুসারে আহাব করতে হবে। বৈশ্বদেবশস্ত্রের প্রসঙ্গ চলা সত্ত্বেও পরবর্তী (১৩নং) সূত্রে 'বৈশ্বদেবে' বলায় বোঝা যাচ্ছে যে, এই সূত্রটি বৈশ্বদেব ও আগ্নিমারুত দুই শস্ত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষম্ ইতি পরিদধ্যাত্ সর্বত্র বৈশ্বদেবে ।। ১৩।। [১২]

অনু.— সর্বত্র বৈশ্বদেব (শস্ত্রে) 'অদিতি-' (১/৮৯/১০) এই (মন্ত্রে শস্ত্রপাঠের) সমাপ্তি করবেন।

ব্যাখ্যা— 'সর্বত্র' বলায় এই নিয়ম বিকৃতিযাগেও প্রযোজ্য। ঐ. ব্রা. ১৩/৭ অংশেও এই মন্ত্রেই শস্ত্রপাঠ সমাপ্ত করতে বলা হয়েছে।

দ্বিঃ পচ্ছোঽর্ধর্চশঃ সকৃদ্ ভূমিম্ উপস্পৃশন্ ।। ১৪।। [১২]

অনু.— দু-বার পাদে পাদে (এবং) একবার অর্ধমন্ত্রে (অর্ধমন্ত্রে বিরাম নিয়ে) ভূমি স্পর্শ করে থেকে (ঐ শেষ মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শেষ মন্ত্রটি সামিধেনীর মতো তিনবার পাঠ করতে হবে। মাটি ছুঁয়ে থেকেই তিনবার মন্ত্রটিকে পাঠ করতে হয়। তার মধ্যে দু-বার ঐ মন্ত্রের প্রত্যেক পাদে এবং শেষ বার অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে থামতে হয়। ঐ. ব্রা. ১৩/৭ অংশেও এই একই নির্দেশ পাওয়া যায়।

উক্থং বাচীন্দ্রায় দেবেভ্য আ শ্রুত্যৈ স্বেতি শস্ত্বা জপেদ্ ।। ১৫।। [১৩]

অনু.— শস্ত্র পাঠ করে 'উক্থং-' (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমং হবং ম ইতি যাজ্যা ।। ১৬।। [১৩]

অনু.— (এই গ্রহে) 'বিশ্বে-' (৬/৫২/১৩) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১৩/৭ অংশেও এই বিধানই দেওয়া হয়েছে। শা. ৮/৩/১৯ সূত্রেও তা-ই পাই।

ঊনবিংশ কণ্ডিকা (৫/১৯)

[সৌম্যচরু, ঘৃতযাজ্যা, পাত্নীবত গ্রহ]

ত্বং সোম পিতৃভিঃ সংবিদান ইতি সৌম্যস্য যাজ্যা ।। ১ ।।

অনু.— সোম-দেবতার (চরুযাগের) যাজ্যা 'ত্বং-' (৮/৪৮/১৩)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১৩/৮ সূত্রের নির্দেশও তা-ই।

তং ঘৃতযাজ্যাভ্যাম্ উপাংশ্বন্তরতঃ পরিযজতি ।। ২।।

অনু.— সেই (যাগের) দু-দিকে উপাংশুস্বরে দুই ঘৃতযাজ্যা দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা— সৌম্য চরুযাগের আগে এবং পরে একটি করে ঘৃতহোমের অনুষ্ঠান করতে হয়। প্রথম ঘৃতহোমে অগ্নি এবং দ্বিতীয় ঘৃতহোমে বিষ্ণু দেবতা- কা. শ্রৌ. ১০/৬/৮-১২ দ্র.। বিকল্পে আগে অথবা পরে একবারই ঘৃতহোম করা চলে। ঐ. ব্রা. ১৩/৮ অংশেও দুটি ঘৃতযাজ্যার এবং সৌম্য চরুযাগের উল্লেখ আছে।

ঘৃতাহবনো ঘৃতপৃষ্ঠো অগ্নির্ঘৃতে শ্রিতো ঘৃতমস্য ধাম। ঘৃতপ্রুষস্ত্বা হরিতো বহন্তু ঘৃতং পিবন্ যজসি দেব দেবান্ ইতি পুরস্তাত্। উরু বিষ্ণো বিক্রমস্বোরুক্ষয়ায় নস্কৃধি। ঘৃতং ঘৃতযোনে পিব প্র প্র যজ্ঞপতিং তিরেত্যুপরিষ্টাত্। অন্যতরতশ্ চেদ্ অগ্নাবিষ্ণূ মহি ধাম প্রিয়ং বাম্ ইত্যুপাংশ্বেব ।। ৩।।

অনু.— আগে 'ঘৃতা-' (সূ.), পরে 'উরু-' (সূ.) এই (মন্ত্রে ঘৃতহোম করবেন)। যদি কোন একদিকে (হোম করেন তাহলেও) উপাংশুস্বরেই 'অগ্না-' (সূ.) এই (বিশেষ মন্ত্রে ঘৃত আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি অহর্গণে 'অবিবাক্য' দিনের অনুষ্ঠান হয় তাহলে কিন্তু ৮/১২/১১ সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেক দিন আগে ও পরে একটি করে মোট দু-টি ঘৃতযাজ্যারই অনুষ্ঠান করতে হবে, কোন বিকল্প হবে না। 'এব' শব্দটি 'পৌনর্বচনিক' অর্থাৎ, অবশ্যতা বোঝাবার জন্য পুনরুক্তিমূলক।

আহৃতং সৌম্যং পূর্বম্ উদ্গাতৃভ্যো গৃহীত্বাবেক্ষেত। যত্ তে চক্ষুর্দিবি যত্ সুপর্ণে যেনৈকরাজ্যমজয়ো হিনা। দীর্ঘং যচ্চক্ষুরদিতেরনন্তং সোমো নৃচক্ষা ময়ি তদ্ দধাত্বিতি ।। ৪।।

অনু.— (অধ্বর্যু দ্বারা) আনীত সোমদেবতার (চরুকে) উদ্গাতাদের (গ্রহণ করার) আগে (অধ্বর্যুর কাছ থেকে নিজে) নিয়ে 'যত্-' (সূ.) এই (মন্ত্রে সেই চরুকে) দেখবেন।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১৩/৮ অংশেও এই একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তবে সেখানে মন্ত্রটির কোন উল্লেখ নেই।

অপশ্যন্ হৃদিস্পৃক্ ক্রতুস্পৃগ্ বর্চোধা বর্চো অস্মাসু ধেহি। যন্ মে মনো যমং গতং যদ্ বা মে অপরাগতম্। রাজ্ঞা সোমেন তদ্ বয়মস্মাসু ধারয়ামসি। ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ইতি চ ।। ৫।।

অনু.— (দেখার সময়ে ঐ ঘৃতাপ্লুত চরুতে নিজের ছায়া) না দেখতে পেলে 'হৃদি-' (সূ.) এবং 'ভদ্রং-' (১/৮৯/৮) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

অঙ্গুষ্ঠোপকনিষ্ঠিকাভ্যাম্ আজ্যেনাক্ষিণী আজ্য ছন্দোগেভ্যঃ প্রযচ্ছেত্ ।। ৬।।

অনু.— (চরু থেকে আজ্য নিয়ে) অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দিয়ে দুই চোখে আজ্য লেপন করে সামবেদীদের উদ্দেশে (অর্পণ করার জন্য ঐ চরু অধ্বর্যুর হাতে ফেরত) দেবেন।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত কা. শ্রৌ. ১০/৬/১৩ দ্র.। 'আজ্য' স্থলে পাঠান্তর পাওয়া যায় 'অজ্য'।

বিহৃতেষু শালাকেষ্বাগ্নীধ্রঃ পাত্নীবতস্য যজত্যৈভিরগ্নে সরথং যাহ্যর্বাঙ্ ইত্যুপাংশ্বেব ।। ৭।।

অনু.— শলাকার অগ্নিগুলি (ধিষ্ণ্যে) স্থাপন করা হলে আগ্নীধ্র উপাংশুস্বরেই 'ঐভি-' (৩/৬/৯) এই মন্ত্রে পাত্নীবত (গ্রহের) যাজ্যা পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— শালাক = শলাকাসমুৎপন্ন অর্থাৎ তিনটি তিন দর্ভের গুচ্ছ দ্বারা প্রজ্বলিত ধিষ্ণ্যস্থ অগ্নি (কা. শ্রৌ. ১০/৬/১৪ দ্র.)। সূত্রে 'এব' বলার উদ্দেশ্য এই, প্রৈষ উচ্চস্বরে হলেও যাজ্যা উপাংশুস্বরেই পাঠ করতে হবে। ঐ. ব্রা. ২৬/৩ অংশেও আগ্নীধ্রকে উপাংশুস্বরে আহুতি দিতে বলা হয়েছে।

নেষ্টারং বিসংস্থিতসঞ্চরেণানুপ্রপদ্য ভক্ষ্যৌপস্থ উপবিশ্য ভক্ষয়েত্ ।। ৮।।

অনু.— বিসংস্থিতসঞ্চর দিয়ে নেষ্টার পিছন পিছন (সদোমণ্ডপে) এসে (আগ্নীধ্র) তাঁর কোলে বসে (পাত্নীবতের অবশিষ্ট অংশ) ভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা— কা. শ্রৌ. ১০/৬/২২ সূত্র অনুযায়ী বষট্‌কার এবং উপহব আগ্নীধ্রীয়েই করা হয়। ঐ. ব্রা. ২৬/৩ অংশেও নেষ্টার উপস্থে বসে ভক্ষণ করতে বলা হয়েছে। আচার্য সায়ণ অবশ্য 'উপস্থে' পদের অর্থ করেছেন সেখানে 'সমীপে'। যদিও শাস্ত্রান্তরে 'নোপস্থ আসীত' বলে উপস্থে (= কোলে) বসা নিষেধ করা হয়েছে, তবুও উপস্থেই বসবেন। 'অস্য সূত্রকারস্যান্যা শ্রুতির্‌ মূলম্‌ অস্তীতি অনুমিমীমহে' (না.)।

বিংশ কণ্ডিকা (৫/২০)

[আগ্নিমারুত শস্ত্র]

অথ যথেতম্‌ ।। ১।।

অনু.— এর পর যেমনভাবে এসেছেন (তেমনভাবে আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্য থেকে সদোমণ্ডপে ফিরে যাবেন)।

ব্যাখ্যা— সদোমণ্ডপ থেকে যে-পথ ধরে এসেছিলেন সে-পথ ধরে ফিরে গেলে তার পরে আগ্নিমারুতশস্ত্র আরম্ভ করা হয়।

স্বভ্যগ্রম্‌ আগ্নিমারুতম্‌ ।। ২।।

অনু.— আগ্নিমারুত (শস্ত্র) খুব দ্রুত (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— স্বভ্যগ্র = সু(অতি) + অভ্যগ্র (দ্রুত)। উচ্চারণের বৃত্তি বা গতি বিলম্বিত, মধ্যম এবং দ্রুত এই তিন প্রকার। বিলম্বিতের দ্বিগুণ দ্রুত মধ্যম বৃত্তি এবং তিনগুণ দ্রুত হচ্ছে দ্রুত বৃত্তি। সাধারণত মধ্যম বৃত্তিতে মন্ত্র পাঠ করার কথা, কিন্তু এই শস্ত্রে খুবই দ্রুত বৃত্তিতে তা পাঠ করবেন। "অভ্যগ্রম্‌ আগ্নিমারুতস্যাপোহিষ্ঠীয়াঃ পরিহাপ্য"— শা. ৮/৭/২০।

তস্যাদ্যাং পচ্ছ ঋগ্‌-আবানং পচ্ছঃশস্যা চেত্‌ ।। ৩।।

অনু.— (আগ্নিমারুতের) প্রথম (মন্ত্রকে) ঋগাবান (করে) পাঠ কববেন। যদি পাদে পাদে থেমে পড়তে হয় (তাহলে) পাদে পাদে (থেমে পড়বেন)।

ব্যাখ্যা— পাদে পাদে থামলেও শ্বাস ফেলবেন না— 'পাদে পাদে অবসায় অনুচ্ছসন্নেব শংসেত্‌' (বৃত্তি)। সূত্রে 'পচ্ছঃ' পদটি তৃতীয় স্থানে না থেকে শেষে থাকলে অন্বয়ের পক্ষে সুবিধা হত বলে মনে হয়। 'ঋগাবান' করে পাঠ করলে মন্ত্রের শেষে থামতে হবে।

অর্ধর্চশ ইতরাম্‌ ।। ৪।।

অনু.— অন্য (মন্ত্রকে) অর্ধমন্ত্রে (থেমে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি ঐ প্রথম মন্ত্রটি পাদে পাদে থেমে পড়ার যোগ্য মন্ত্র না হয়ে অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে থেমে পড়ার যোগ্য হয় তা হলে তা-ই পড়বেন, কিন্তু শ্বাস ফেলবেন না।

সন্তানম্‌ উত্তমেন বচনেন ।। ৫।।

অনু.— শেষ আবৃত্তির সঙ্গে (পরবর্তী মন্ত্রের কিন্তু) সংযোগ (হবে)।

ব্যাখ্যা— শস্ত্রের প্রথম মন্ত্রটি সামিধেনীর মতো তিনবার পড়তে হবে। প্রত্যেক আবৃত্তির শেষে ঋগাবানের (৩ নং সূ. দ্র.) জন্য থামতে হয়, কিন্তু তৃতীয় আবৃত্তির শেষে না থেমে পরবর্তী অর্থাৎ বিহিত মূল দ্বিতীয় মন্ত্রের সঙ্গে একটানা পড়ে যাবেন।

বৈশ্বানরায় পৃথুপাজসে শং নঃ করত্যর্বতে প্রত্বক্ষসঃ প্রতবসো যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ে দেবো বো দ্রবিণোদা ইতি প্রগাথৌ স্তোত্রিয়ানুরূপৌ প্র তব্যসীং নব্যসীমাপো হি ষ্ঠেতি তিস্রো বিয়তম্ অপ উপস্পৃশন্ অম্বারব্ধেষপাবৃতশিরস্ক ইদম্‌-আদি প্রতিপ্রতীকম্ আহ্বানম্ উত নোঽহির্বুধ্ন্যঃ শৃণোতু দেবানাং পত্নীরুশতীরবন্তু ন ইতি দ্বে রাকামহম্ ইতি দ্বে পাবীরবী কন্যা চিত্রায়ুরিমং যম প্রস্তরমা হি সীদ মাতলী কব্যৈর্যমো অঙ্গিরোভিরুদীরাতমবর উত্ পরাস আহং পিতৄন্ ত্সুবিদত্রাঁ অবিত্সীদং পিতৃভ্যো নমো অস্ত্বদ্য স্বাদুষ্কিলায়ম্ ইতি চতস্রো মধ্যে চাহ্বানং মদামো দৈব মোদামো দৈবোম্ ইত্যাসাং প্রতিগরৌ যয়োরোজসা স্কভিতা রজাংসি বীর্যেভির্বীরতমা শবিষ্ঠা। যা পত্যেতে অপ্রতীতা সহোভির্বিষ্ণু অগন্ বরুণা পূর্বহূতৌ। বিষ্ণোর্নু কং বীর্যাণি প্র বোচং তন্তুং তন্বন্ রজসো ভানুমন্বিহ্যেবা ন ইন্দ্রো মঘবা বিরপ্শীতি পরিদধ্যাত্ ভূমিম্ উপস্পৃশন্ ।। ৬।।

অনু.— (আগ্নিমারুত শস্ত্রে) 'বৈশ্বা-' (৩/৩), 'শং-' (১/৪৩/৬), 'প্রত্ব-' (১/৮৭)। 'যজ্ঞা-' (৬/৪৮/১,২), 'দেবো-' (৭/১৬/১১,১২) এই দুই প্রগাথ স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ। 'প্র-' (১/১৪৩)। 'আপো-' (১০/৯/১-৩) এই তিনটি (মন্ত্র) থেমে থেমে জল স্পর্শ করে থেকে (পাঠ করবেন)। (উদ্‌গাতা প্রভৃতি ঋত্বিকেরা নিজের নিজের মাথার আচ্ছাদন খুলে নিজেকে নিজেকে) স্পর্শ করলে (হোতা) নিজের মাথার আচ্ছাদন খুলে ফেলবেন। এইখান থেকে প্রত্যেক প্রতীকে আহ্বাব (করতে হবে)। 'উত-' (৬/৫০/১৪), 'দেবানাং-' (৫/৪৬/৭,৮) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র), 'রাকা-' (২/৩২/৪,৫) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র), 'পাবী-' (৬/৪৯/৭), 'ইমং-' (১০/১৪/৪), 'মাতলী-' (১০/১৪/৩), 'উদী-' (১০/১৫/১), 'আহং-' (১০/১৫/৩), 'ইদং-' (১০/১৫/২), 'স্বাদু-' (৬/৪৭/১-৪) ইতাদি চারটি (মন্ত্র) এবং (এই চার মন্ত্রের) মাঝে আহ্বাব (হবে)। এই (মন্ত্রগুলির) প্রতিগর 'মদামো দৈব' (এবং) 'মোদামো দৈবোম্'। (শস্ত্রের অন্যান্য মন্ত্র) 'যয়ো-' (সু.), 'বিষ্ণো-' ((১/১৫৪/১), 'তন্তুং-' (১০/৫৩/৬)। মাটি স্পর্শ করে থেকে 'এবা-' (৪/১৭/২০) এই (মন্ত্রে শস্ত্রপাঠ) শেষ করবেন।

ব্যাখ্যা— বিয়ত = বি-যম্ + ক্ত (= ত) = টেনে টেনে, থেমে থেমে, ধীরে ধীরে। অপাবৃতশিরস্ক = যাঁর মাথার আচ্ছাদন খোলা হয়েছে। মাথার আচ্ছাদন খোলার কথা বলায় বোঝা যাচ্ছে যে, এই শস্ত্রের পূর্ববর্তী যে স্তোত্র সেই স্তোত্রের উপাকরণের সময় থেকে শুরু করে এতক্ষণ পর্যন্ত সকলে নিজের নিজের মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকেই রেখে ছিলেন (আপ. শ্রৌ. ১৩/১৫/৫ দ্র.)। উদ্‌গাতা প্রভৃতি ঋত্বিকেরা নিজেদের স্পর্শ করলে হোতা নিজের মাথার ঢাকা খুলে ফেলবেন। ইদম্‌-আদি = এই 'আপো-' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র থেকে শুরু করে। 'আপো-' তৃচ থেকে সূত্রে উদ্ধৃত প্রত্যেক প্রতীকে আহ্বাব করতে হয়। 'স্বাদু-' ইত্যাদি চারটি মন্ত্রের মাঝে আহ্বাব হবে। এই চারটি মন্ত্রে অবসানস্থলে 'মদামো দৈব' এবং প্রণব- উচ্চারণের ক্ষেত্রে 'মোদামো দৈবোম্' হবে প্রতিগর। শস্ত্রের 'স্বাদু-' মন্ত্রগুলিতে প্রযোজ্য ('মদা-' এবং) 'মোদা-' এই প্রতিগর শস্ত্রসম্পর্কিত 'প্লুতাদিঃ-' (৫/৯/৬ সূ.) এই সাধারণ সূত্রের অপবাদ বা প্রতিসূত্র বা বাধক। শস্ত্রের আহাবের প্রণবে প্রযোজ্য 'প্রণবে-' (৫/৯/৭ সূ. দ্র.) এই বিশেষ প্রতিগরও 'প্লুতাদিঃ-' সূত্রেরই অপবাদ, 'মোদা-' সূত্রের অপবাদ নয়, কারণ এক অপবাদবিধি অন্য কোন এক অপবাদবিধির বাধক ও তার অপেক্ষায় বলবান নয়; এক অপবাদবিধি অপর এক অপবাদের অপেক্ষায় নয়, প্রসঙ্গের অপেক্ষায়ই বেশী বলবান। অথবা দুটি অপবাদবিধির মধ্যে তুলনায় 'প্রণবে-' এই বিধিটি বহুব্যাপী বা অপেক্ষাকৃত বিস্তারধর্মী বলে সাধারণ সূত্র এবং তাই অল্পস্থানে (শুধু স্বাদুষ্কিলীয় মন্ত্রে) প্রযোজ্য 'মোদা-' এই অপবাদ সূত্রের অপেক্ষায় তা দুর্বল। কেবল স্বাদুষ্কিলীয় মন্ত্রগুলিতেই নয়, মন্ত্রের আহাবের ক্ষেত্রেও যখন প্রণব উচ্চারণ করা হবে তখনও তাই 'প্রণবে-' সূত্র অনুযায়ী প্রণব নয়, বর্তমান সূত্র অনুযায়ী 'মোদামো দৈবোম্'-ই হবে প্রতিগর। সূত্রে 'ইদমাদি-' অংশে শস্ত্রের অন্তর্গত যে মন্ত্রগুলির ক্ষেত্রে আহাব বিধান করা হয়েছে তার মধ্যে 'রাকা-' ইত্যাদি দুটি মন্ত্র ছাড়া অন্য মন্ত্রগুলিতে ৫/১০/১৭, ১৯, ২২ সূত্র অনুসারে এবং এই সূত্রের মধ্যে উল্লিখিত 'মধ্যে চাহ্বানম্' নির্দেশ অনুসারেই আহাব হতে পারে এবং 'রাকামহং-' প্রতীকে আহাবের জন্য ৫/১০/২২ সূত্রেই 'রাকাতৃচে চ' এইভাবে নির্দেশ দেওয়া যেতে

পারত। সূত্রকার কিন্তু তা না করে এই সূত্রে 'ইদমাদি-' বলায় বোঝায় যাচ্ছে যে, এই আহাব বৈকল্পিক। 'রাকা-' ইত্যাদি দু-টি মন্ত্রে তাই আহাব না করলেও চলে। অন্য মন্ত্রগুলির ক্ষেত্রে ৫/১০/১৭, ১৯, ২২ সূত্র অনুযায়ী আহাব হবেই। এই আগ্নিমারুত শস্ত্রে (১) 'বৈশ্বা-' সূক্তে "অগ্নির্বৈশ্বানরঃ সোমস্য মত্সত্। বিশ্বেষাং দেবানাং সমিত্। অজস্রং দৈব্যং জ্যোতিঃ। যো বিড্ভ্যো মানুষীভ্যোঽদীদেত্। দ্যুষু পূর্বাসু দিদ্যুতানঃ। অজর উষসাম্ অনীকে। আ যো দ্যাং ভাত্যা পৃথিবীম্ উর্বন্তরিক্ষম্। জ্যোতিষা যজ্ঞায় শর্ম যংসত্। অগ্নির্বৈশ্বানর ইহ শ্রবদ্ ইহ সোমস্য মত্সত্। প্রেমাং দেবো দেবহূতিম্ অবতু দেব্যা ধিয়া। প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং ক্ষত্রম্। প্রেমং সুন্বন্তং যজমানম্ অবতু। চিত্রশ্চিত্রাভিরূতিভিঃ। শ্রবদ্ ব্রহ্মাণ্যাবসা গমত্"— এই নিবিদ্‌টি পাঠ করবেন। এই সূক্তটিকে বলা হয় 'বৈশ্বানরীয় নিবিদ্ধান'। (২) 'প্রত্ব-' এই মারুতনিবিদ্ধান সূক্তে "মরুতো দেবাঃ সোমস্য মত্সন্। সুষ্টুভঃ স্বর্কাঃ। অর্কস্তুভো বৃহদ্বয়সঃ। শূরা অনাধৃষ্টরথাঃ। ত্বেষাসঃ পৃশ্নিমাতরঃ। শুভ্রা হিরণ্যখাদয়ঃ। তবসো ভন্দদিষ্টয়ঃ। নভস্যা বর্ষনির্ণিজঃ। মরুতো দেবা ইহ শ্রবন্নিহ সোমস্য মত্সন্। প্রেমাং দেবা দেবহূতিম্ অবন্তু দেব্যা ধিয়া। প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং ক্ষত্রম্। প্রেমং সুন্বন্তং যজমানম্ অবন্তু। চিত্রাশ্চিত্রাভির্ উতিভিঃ। শ্রবন্ ব্রহ্মাণ্যাবসাগমন্" এই নিবিদ্ পাঠ করবেন। (৩) 'প্র-' এই 'জাতবেদস্য নিবিদ্ধান' সূক্তে পাঠ্য নিবিদ্‌টি হল "অগ্নির্জাতবেদাঃ সোমস্য মত্সত্। স্বনীকশ্চিত্রভানুঃ। অপ্রোষিবান্ গৃহপতিস্তিরস্তমাংসি দর্শতঃ। ঘৃতাহবন ঈড্যঃ। বহুলবর্ত্মাস্তৃতযজ্বা। প্রতীত্যা শত্রূন্ জেতাপরাজিতঃ। অগ্নে জাতবেদোঽ ভিদ্যুম্নম্ অভি সহ আযচ্ছস্ব। তুশো অগুশঃ। সমিদ্ধারং স্তোতারম্ অংহসস্পাহি। অগ্নির্জাতবেদা ইহ শ্রবদ্ ইহ সোমস্য মত্সত্। প্রেমাং দেবো দেবহূতিম্ অবতু দেব্যা ধিয়া। প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং ক্ষত্রম্। প্রেমং সুন্বন্তং যজমানম্ অবতু। চিত্রশ্চিত্রাভিরূতিভিঃ। শ্রবদ্ ব্রহ্মাণ্যাবসা গমত্"। লক্ষণীয় যে, শস্ত্র স্তোত্রিয় তৃচ দিয়েই শুরু হওয়ার কথা, কিন্তু এখানে তা হয় নি। এই প্রসঙ্গে যাজ্ঞিকদের "এষাং লোকানাং রোহেণ সবনানাং রোহ আম্নাতো রোহাত্ প্রত্যবরোহশ্ চিকীর্ষিতস্ তামনুকৃতিং হোতাগ্নিমারুতে শস্ত্রে বৈশ্বানরীয়েণ সূক্তেন প্রতিপদ্যতে। সোঽপি ন স্তোত্রিয়ম্ আদ্রিয়েতাগ্নেয়ো হি ভবতি। তত আগচ্ছতি মধ্যস্থানা দেবতা রুদ্রশ্ চ মরুতশ্ চ। ততোঽগ্নিম্ ইহস্থানম্ অত্রৈব স্তোত্রিয়ং শংসতি" (নি. ৭/২৩/৭, ৮) মন্তব্যটিও উল্লেখ্য। ঐ. ব্রা. ১৩/১০-১৪ অংশের সঙ্গে এই সূত্রের সব মন্ত্রেরই অভিন্নতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 'স্বাদুষ্কিলা-' মন্ত্রগুলির ক্ষেত্রে মধ্যত্ প্রতিগরের নির্দেশ ব্রাহ্মণেও (১৩/১৪) রয়েছে। "বিয়তং শস্ত্রং বৈশ্বদেবস্য"— শা. ৮/৭/১৯। আগ্নিমারুত শস্ত্রে কোথায় কোথায় আহাব হয় তার নির্দেশ দিয়েছেন শা. তাঁর ৮/৭/১১-১৮ সূত্রে।

উত্তমেন বচনেন ধ্রুবাবনয়নং কাঙ্ক্ষেত্ ।। ৭।।

অনু.— (শেষ মন্ত্রের) শেষ আবৃত্তি দ্বারা (হোতৃচমসে) ধ্রুবের অবনয়ন আকাঙ্ক্ষা করবেন।

ব্যাখ্যা— পরিধানীয়া মন্ত্র সামিধেনীর শেষমন্ত্রের মতো তিনবার পড়তে হয়। ধ্রুবগ্রহের সোম হোতৃচমসে ঢালা না হলে ঐ মন্ত্রের দ্বিতীয় আবৃত্তির শেষ পাদটির আগে থেমে যাবেন। ঢালা হলে অবশিষ্ট অংশ পাঠ করবেন। ঢেলে রাখার কথা শস্ত্রসমাপ্তির আগেই। তা না হয়ে আগে থাকলে এই নিয়ম।

উক্থং বাচীন্দ্রায় দেবেভ্য আশ্রুতায় স্তেতি শস্ত্বা জপেত্ ।। ৮।।

অনু.— শস্ত্র পাঠ করে 'উক্থং-' (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করবেন।

অগ্নে মরুদ্ভিঃ শুভয়দ্ভির্ঋক্বভির্ ইতি যাজ্যা ।। ৯।। [৮]

অনু.— 'অগ্নে-' (৫/৬০/৮) এই (মন্ত্রটি) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১৩/১৪ অংশেও এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

ইত্যন্তোঽগ্নিষ্টোমোঽগ্নিষ্টোমঃ ।। ১০।। [৮]

অনু.— এই পর্যন্ত অগ্নিষ্টোম।

ব্যাখ্যা— অগ্নিষ্টোমের সমাপ্তি এখানেই। এই পর্যন্ত যে সোমযাগের কথা বলা হল তার নাম 'অগ্নিষ্টোম'।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম কণ্ডিকা (৬/১)

[উক্থ্য]

উক্থ্যে তু হোত্রকাণাম্ ।। ১।।

অনু.— উক্থ্য যাগে কিন্তু (তৃতীয় সবনে) হোত্রকদের (-ও শস্ত্র থাকে)।

ব্যাখ্যা— হোত্রকদের শস্ত্রগুলি কি তা পরবর্তী সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

এহ্যূ ষু ব্রবাণি ত আগ্নিরগামি ভারতশ্চর্ষণীধৃতমস্তস্থাদ্ দ্যামসুর ইতি তৃচাব্ ইন্দ্রাবরুণা যুবমা বাং রাজানাবিন্দ্রাবরুণা মধুমত্তমস্যেতি যাজ্যা। বয়মু ত্বামপূর্ব্য যো ন ইদমিদং পুরেতি প্রগাথৌ সর্বাঃ ককুভঃ প্র মংহিষ্ঠায়োদপ্রুতোঽচ্ছা ম ইন্দ্রং বৃহস্পতে যুবমিন্দ্রশ্চ বস্ব ইতি যাজ্যা। অধা হীন্দ্র গির্বণ ইয়ন্ত ইন্দ্র গির্বণ ঋতুর্জনিত্রী নূ মর্তো ভবা মিত্রঃ সং বাং কর্মণেন্দ্রাবিষ্ণু মদপতী মদানাম্ ইতি যাজ্যা ।। ২।।

অনু.— [ক] (মৈত্রাবরুণের পাঠ্য শস্ত্র) 'এহ্যূ-' (৬/১৬/১৬-১৮), 'আগ্নি-' (৬/১৬/১৯-২১), 'চর্ষণী-' (৩/৫১/১-৩), 'অস্ত-' (৮/৪২/১-৩) এই দু-টি তৃচ, 'ইন্দ্রা-' (৭/৮২), 'আ বাং-' (৭/৮৪)। 'ইন্দ্রা-' (৬/৬৮/১১) এই (মন্ত্রটি) যাজ্যা।

[খ] (ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর পাঠ্য শস্ত্র) 'বয়মু-' (৮/২১/১,২), 'যো-' (৮/২১/৯,১০) এই দুই প্রগাথ— সবগুলি (মন্ত্রই) ককুপ্। 'প্র-' (১/৫৭), 'উদ-' (১০/৬৮), 'অচ্ছা-' (১০/৪৩)। 'বৃহ-' (৭/৯৭/১০) যাজ্যা।

[গ] (অচ্ছাবাকের পাঠ্য শস্ত্র) 'অধা-' (৮/৯৮/৭-৯), 'ইয়-' (৮/১৩/৪-৬), 'ঋতু-' (২/১৩), 'নূ-' (৭/১০০), 'ভবা-' (১/১৫৬), 'সং-' (৬/৬৯)। 'ইন্দ্রা' (৬/৬৯/৩) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— 'সর্বাঃ ককুভঃ' বলায় স্তোত্রে সামবেদীদের মতো শস্ত্রে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীকেও সূত্রনির্দিষ্ট ঐ দুটি প্রগাথকে দু-টি ককুপ্তৃচে পরিণত করে পাঠ করতে হবে। এখানে দ্রষ্টব্য যে, ঐ দুই প্রগাথে দুটি মন্ত্রেই পাদের অক্ষরবিন্যাস হচ্ছে ৮, ১২, ৮ + ১২, ৮, ১২, ৮। তার মধ্যে প্রথম মন্ত্রের শেষ পাদকে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদকে পুনরাবৃত্তি করলে (৫/১৫/৮ সূ. দ্র.) ৮, ১২, ৮। ৮, ১২, ৮। ৮, ১২, ৮ এইভাবে ককুপ্ছন্দের তৃচেই তা পরিণত হয়। তবুও সূত্রে 'সর্বাঃ ককুভঃ' বলায় 'হোত্রকাশ্ চ-' (৫/১৫/১৩) এই নিয়মটি শুধু বার্হত প্রগাথের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 'সর্বাঃ' বলায় আলোচ্য বিধানটি সকল কাকুভপ্রগাথের ক্ষেত্রেই অনুসরণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তিন ঋত্বিকেরই প্রথম প্রতীকটি যথাক্রমে সাকমশ্ব, সৌভর এবং নার্মেধ সামের যোনি অর্থাৎ উদ্গাতারা তিন উক্থ্যস্তোত্রে ঐ প্রতীকগুলিতে নির্দিষ্ট মন্ত্রেই এই সামগুলি গান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সত্রের অন্তর্গত উক্থ্যযাগে তৃতীয়সবনে হোত্রকদের স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ হবে কিন্তু ৭/৮/১-৪ সূত্রে উল্লিখিত মন্ত্রগুলি। ঐ. ব্রা. ১৫/৫ অংশে 'এহ্যূ ষু-' মন্ত্রটির উল্লেখ পাওয়া যায়। ২৮/৭ অংশে তিন হোত্রকের পাঠ্য শস্ত্রের যে অন্তিম মন্ত্র নির্দিষ্ট হয়েছে তার সঙ্গে এই সূত্রের নির্দেশ সঙ্গতিপূর্ণই। শা. ৯/২ অনুযায়ী মৈত্রাবরুণের শস্ত্রে কোন পার্থক্য নেই। শা. ৯/৩ অনুযায়ী ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর শস্ত্রে স্তোত্রিয় ও অনুরূপে এবং যাজ্যায় কোন ভেদ নেই। পাঠ্য অন্য মন্ত্রগুলি হল সেখানে ১/৫৭/১-৩; ৬/৭৩/১-৩; ১০/৪২/১-১০; ১০/৬৮; ১০/৪২/১১ । শা. ৯/৪ অনুসারে অচ্ছাবাকের শস্ত্রে স্তোত্রিয় ও যাজ্যা অভিন্ন। অন্য মন্ত্রগুলি হচ্ছে ৮/৯৮/১০-১২; ২/১৩; ১/১৫৪, ১৫৫; ৬/৬৯।

ইত্যন্ত উক্‌থ্যঃ ।। ৩।।

অনু.— উক্‌থ্য এই পর্যন্ত (-ই)।

ব্যাখ্যা— উক্‌থ্যে এইটুকুই ঔপদেশিক অর্থাৎ প্রত্যক্ষবিধান বা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, বাকী অংশ হচ্ছে আতিদেশিক অর্থাৎ অগ্নিষ্টোমযাগের অনুবর্তন বা অনুবৃত্তি। 'অথ সোমেন' (৪/১/১) সূত্রে জ্যোতিষ্টোমের অবতারণা করায় পর পর তিন অধ্যায়ে জ্যোতিষ্টোমের অধিকার থাকলেও বস্তুত প্রকরণটি হচ্ছে অগ্নিষ্টোমেরই প্রকরণ। অন্য তিনটি যাগ অর্থাৎ উক্‌থ্য, ষোড়শী ও অতিরাত্র সেই অগ্নিষ্টোমেরই গুণবিকার অর্থাৎ নানা ধর্ম বা অংশের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে উৎপন্ন। অগ্নিষ্টোমই যে প্রকরণী তা বোঝাবার জন্যই ৫/২০/১০ এবং এই সূত্রটি থাকা সত্ত্বেও সূত্রকার ১নং সূত্রটিও করেছেন।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা (৬/২)

[অবিহৃত ষোড়শী]

অথ ষোডশী ।। ১।।

অনু.— এর পর ষোড়শী যাগ বলা হচ্ছে।

ব্যাখ্যা— 'ষোড়শী' শব্দের অর্থ বিশেষ শস্ত্র। ষোড়শী নামে স্তোত্রে ও শস্ত্রে শেষ বলেই ক্রতুটির নাম ষোড়শী। এখানে শব্দটি শস্ত্র ও বিশেষ যাগ এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ষোড়শী যাগে তৃতীয়সবনে হোত্রকদের শস্ত্রের পরে ষোড়শী শস্ত্র পাঠ করতে হয়। সেই শস্ত্রের কথা সূত্রকার এ-বার বলছেন।

অসাবি সোম ইন্দ্র ত ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ। আ ত্বা বহন্তু হরয় ইতি তিস্রো গায়ত্র্য উপো ষু শৃণুহী গিরঃ সুসন্দৃশং ত্বা বয়ং মঘবন্ন্ ইত্যেকা দ্বে চ পঙ্‌ক্তী। যদিন্দ্র পৃতনাজ্যে২য়ং তে অস্তু হর্যত ইত্যৌষ্ণিহবার্হতৌ তৃচৌ। আ ধূর্ষস্মা ইতি দ্বিপদা। ব্রহ্মন্ বীর ব্রহ্মকৃতিং জুষাণ ইতি ত্রিষ্টুপ্। এষ ব্রহ্মা য ঋত্বিয় ইন্দ্রো নাম শ্রুতো গৃণে। বিস্রুতয়ো যথাপথ ইন্দ্র ত্বদ্ যন্তি রাতয়ঃ। ত্বামিচ্ছবসস্পতে যন্তি গিরো ন সংযত ইতি তিস্রো দ্বিপদাঃ। প্র তে মহে বিদথে শংসিষং হরী ইতি তিস্রো জগত্যঃ। ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরম্ প্রো ষ্বস্মৈ পুরোরথম্ ইতি তৃচাব্ অতিচ্ছন্দসৌ। পচ্ছঃ পূর্বং দ্বেধাকারম্। উত্তরম্ অনুষ্টুব্‌গায়ত্রীকারম্। প্রচেতন প্রচেতয়ায়াহি পিব মত্স্ব। ক্রতুশ্ছ(চ্ছ)ন্দ ঋতং বৃহত্ সুম্ন আ ধেহি নো বসব্ ইত্যনুষ্টুপ্। প্রপ্র বস্ত্রিষ্টুভমিষমর্চত প্রার্চত যো ব্যতীরফাণয়দ্ ইতি তৃচা আনুষ্টুভাঃ ।। ২।। [২-৯]

অনু.— (অবিহৃত ষোড়শী শস্ত্রে) 'অসাবি-' (১/৮৪/১-৬) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ। 'আ-' (১/১৬/১-৩) এই তিনটি গায়ত্রী (মন্ত্র)। 'উপো-' (১/৮২/১) এই একটি এবং 'সু-' (১/৮২/৩, ৪) এই দু-টি পংক্তি (মন্ত্র)। 'যদি-' (৮/১২/২৫-২৭), 'অয়ং-' (৩/৪৪/১-৩) এই উষ্ণিক্ এবং বৃহতী (ছন্দের) তৃচ। 'আ-' (৭/৩৪/৪) এই দ্বিপদা। 'ব্রহ্মন্-' (৭/২৯/২) এই ত্রিষ্টুপ্। 'এষ-' (সূ.), 'বিস্রু-' (সূ.), 'ত্বামি-' (সূ.) এই তিনটি দ্বিপদা। 'প্র-' (১০/৯৬/১-৩) এই তিনটি জগতী। 'ত্রিক-' (২/২২/১-৩), 'প্রো ষ্বস্মৈ-' (১০/১৩৩/১-৩) এই দু-টি অতিচ্ছন্দ তৃচ। প্রথম (অতিচ্ছন্দ তৃচটিকে) পাদে পাদে (থেমে) দু-ভাগ করে (পাঠ করবেন), পরবর্তী (তৃচটিকে) অনুষ্টুপ্ এবং গায়ত্রী করে (পাঠ করবেন)। 'প্রচেতন-' (সূ.) এই (সূত্রপঠিত ও মহানাম্নীর অন্তর্গত) অনুষ্টুপ্ (এবং) 'প্রপ্র-' (৮/৬৯/১-৩), 'অর্চত-' (৮/৬৯/৮-১০), 'যো-' (৮/৬৯/১৩-১৫) এই (বেদপঠিত) অনুষ্টুপ্ (ছন্দের) তৃচগুলি (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ৬/৩/১ সূত্রে 'বিহৃতস্য' পদটি থাকায় এই সূত্রে নির্দিষ্ট মন্ত্রগুলি অবিহৃত ষোড়শীরই মন্ত্র বলে বুঝতে হবে। এই সূত্রের 'দ্বিপদা' মন্ত্রগুলিতে ৫/১৪/১৮ সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেক পাদের পরে থামতে হবে (৬/৫/১১ সূ. দ্র.)। এখানে দুটি অতিচ্ছন্দ তৃচের উল্লেখ করা হয়েছে। 'অতিচ্ছন্দ' বলতে বোঝায় অতিজগতী, শক্করী, অতিশক্করী, অষ্টি, অত্যষ্টি, ধৃতি, অতিধৃতি, কৃতি, প্রকৃতি, আকৃতি, বিকৃতি, সংকৃতি, অভিকৃতি, উত্কৃতি এই চৌদ্দটি ছন্দ (ঋ. প্রা. ১৬/৭৯ দ্র.)। সূত্রে 'দ্বেধাকারম্' বলায় 'ত্রিক-' এই প্রথম অতিচ্ছন্দ তৃচের প্রত্যেকটি মন্ত্রকে দু-ভাগে ভাগ করে দুটি মন্ত্রে পরিণত করতে হবে। সব-কটি মন্ত্রেই পাদে পাদে থামতে হবে, অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে নয়— "একৈকাম্ ঋচং দ্বে দ্বে ঋচৌ কুর্যাদ্ ইত্যর্থঃ পচ্ছঃশংসনেন তত্ সম্পদ্যত ইতি পচ্ছ ইত্যুক্তম্। এবএঃ চেত্ পচ্ছঃ শংসনম্ অত্র সিদ্ধম্ এব চতুষ্পদত্বাত্। তথাপি পচ্ছ ইত্যুক্তং দ্বেধাকারম্ ইতি অস্য অর্ধর্চশংসনবিধিপরত্বাশঙ্কা-নিবৃত্ত্যর্থম্"। বৃত্তি)। 'প্রোষ্ব-' এই দ্বিতীয় অতিচ্ছন্দ তৃচের প্রত্যেক মন্ত্রকেও দু-ভাগ করে প্রথম ভাগে চার পাদের একটি অনুষ্টুপ্ এবং দ্বিতীয় ভাগে তিন পাদের একটি গায়ত্রী মন্ত্র তৈরী করতে হবে। স্তোমাতিশংসনের সময়েও এই দু-টি তৃচকে এইভাবে ছ-টি ছ-টি মন্ত্রে পরিণত করতে হয়। 'আনুষ্টুভাঃ' পদটি থাকায় ৩ নং সূত্র অনুযায়ী শেষ তৃচে নিবিদ বসাতে ভুলে গেলে (৬/৬/১৮ সূ. দ্র.) অনুষ্টুপ্ ছন্দেরই অন্য কোন তৃচে তা বসাতে হবে। তিন সবনের ছন্দ যথাক্রমে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ এবং জগতী (ঐ. ব্রা. ১২/২; শ. ব্রা. ৪/৫/৩/৫)। যে সূক্তে নিবিদ্ পাঠ করার কথা যদি ভুলবশত সেই সূক্তে নিবিদ্ বসান না হয়ে থাকে, তাহলে ঐ সূক্তটির ছন্দ যা-ই হোক, সবনের ছন্দ অনুযায়ী কোন এক সূক্ত নিয়ে সেই সূক্তে নিবিদ্ পাঠ করতে হবে, কিন্তু যদি সূত্রে যে সূক্তে নিবিদ্ বসাতে হবে সেই সূক্তের ছন্দের নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে তাহলে সবনের ছন্দ অনুযায়ী সূক্ত নিয়ে নিবিদ্ বসালে চলবে না, নিতে হবে ঐ সূত্রনির্দিষ্ট বিশেষ ছন্দেরই কোন এক সূক্ত। এই অভিপ্রায়েই সূত্রে 'আনুষ্টুভাঃ' বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সূর্যের অর্ধাস্তের সময়ে ষোড়শী স্তোত্র শুরু করা হয় (তৈ. স. ৬/৬ ১১/৬; শ. ব্রা. ৪/৫/৩/১১; বৌ. শ্রৌ. ১৭/৩ দ্র.)। যদি কখনও উক্থ্যগ্রহের অনুষ্ঠান শেষ না হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্য তা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে (কা. শ্রৌ. ১/৫/১৫)। ঐ. ব্রা. ১৬/৩,৪ অংশে 'আ ত্বা-' ইত্যাদি প্রত্যেকটি মন্ত্রেরই উল্লেখ আছে, তবে 'বিস্রু-', 'ত্বামি-' এবং 'প্র চেতন-' মন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে অবশ্য ইঙ্গিতে।

উত্তমস্যোত্তমাং শিষ্ট্বোত্তমাং নিবিদং দধ্যাত্ ।। ৩।। [১০]

অনু.— শেষ (তৃচের) শেষ (মন্ত্রটি) বাকী রেখে শেষ নিবিদ্‌টি স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— ৫/১৪/২৪ সূত্র থাকা সত্ত্বেও 'উত্তমাং শিষ্ট্বা' বলার উদ্দেশ্য এই যে, অন্যত্র সূক্তে নিবিদ্ বসান হয়, এখানে কিন্তু বসান হচ্ছে 'যো-' এই তৃচে এবং নিবিদ্ বসাতে ভুলে গেলে তাই অন্য এক তৃচেই নিবিদ্ বসাতে হবে, কোন সূক্তে নয়। নিবিদ্ এখানে নিবিদ-অধ্যায়ের 'অস্য মদে জরিতরিন্দ্রঃ' এই শেষ নিবিদ্। বৃত্তিকারের মতে পূর্বপ্রসিদ্ধের অনুবাদ বা পুনরুক্তি করে 'উত্তমাং নিবিদম্' বলায় বুঝতে হবে যে, এই শাখায় স্বাধ্যায়ের সময়েও সংহিতার শেষে নিবিদ্ পাঠ করতে হয়।

লিঙ্গৈঃ পদানুপূর্বং ব্যাখ্যাস্যামো মত্সদহিং বৃত্রমপাং জিন্বদুদার্যমুদ্ দ্যাং দিবি সমুদ্রং পর্বতাঁ ইহ ।। ৪।। [১১]

অনু.— (ঐ নিবিদে) চিহ্নের দ্বারা পদগুলির ক্রম বিশেষভাবে উল্লেখ করব— মত্সত্, অহিম্, বৃত্রম্, অপাম্, জিন্বত্, উদার্যম, উদ্ দ্যাম্, দিবি, সমুদ্রম্, পর্বতান্, ইহ।

ব্যাখ্যা— নিবিদ্-অধ্যায়ে নিবিদের মোট এগারটি গুচ্ছ বা অনুচ্ছেদ আছে। তার মধ্যে শেষ গুচ্ছের মন্ত্রগুলির ক্রম নিয়ে কিছু গণ্ডগোল দেখা যায়। সূত্রকার তাই ঐ নিবিদের অন্তর্গত কিছু পদ এখানে উল্লেখ করে প্রকৃত মন্ত্রক্রম কি হবে তা নির্দেশ করেছেন। শেষ নিবিদটির প্রচলিত পাঠক্রম হল— "অস্য মদে জরিতরিন্দ্রঃ সোমস্য মত্সত্। অস্য মদে জরিতরিন্দ্রোঽহিম্ অহন্। অস্য মদে জরিতরিন্দ্রো বৃত্রম্ অহন্। অস্য মদে জরিতরিন্দ্রোঽপাং বেগম্ ঐরয়ত্। অস্য মদে জরিতরিন্দ্রোঽজিন্বদ্ অজুবোঽপিন্বজিতঃ। অস্য মদে জরিতরিন্দ্র উদার্যং বর্ষমতিরদব দাসীদ্ বিশো অস্তভ্নাত্। অস্য মদে জরিতরিন্দ্র উদ্ দ্যাম্ অস্তভ্নাদ্ অপ্রথয়ত্ পৃথিবীম্। অস্য মদে জরিতরিন্দ্রো দিবি সূর্যমৈরয়দ্ ব্যন্তরিক্ষমতিরত্। অস্য মদে জরিতরিন্দ্রঃ সমুদ্রান্ প্রবুণিতো অরমাত্। অস্য মদে জরিতরিন্দ্র ঋশ্যাঁ ইব পস্ফনতঃ পর্বতান্ প্রকুপিতাঁ অরম্নাত্। অস্য মদে জরিতরিন্দ্র ইহ ব্রবদিহ সোমস্য মত্সত্। প্রেমাং দেবো দেবহূতিমবতু দেব্যা ধিয়া। প্রেদং ব্রহ্ম প্রেদং ক্ষত্রম্। প্রেমং সুন্বন্তং যজমানমবতু [illegible]। এবদ্ ব্রহ্মণ্যাবসা গমত্।" সূত্রকারের নির্দেশের সঙ্গে প্রচলিত পাঠক্রমের সম্পূর্ণ অভিন্নতা আছে কি-না তা বিশেষ বিবেচ্য।

উদ্ যদ্ ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্ ইতি পরিধানীয়া ।।৫।। [১২]

অনু.— 'উদ্-' (৮/৬৯/৭) অন্তিম (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১৬/৪ অংশেও এই একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এবাহ্যেবৈবাহীন্দ্রম্। এবা হি শক্রো বশী হি শক্র ইতি জপিত্বাপাঃ পূর্বেবাং হরিবঃ সুতানাম্ ইতি যজতি ।। ৬।। [১২]

অনু.— 'এবা-' (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করে 'অপাঃ-' (১০/৯৬/১৩) এই যাজ্যা (মন্ত্র) পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— 'জপিত্বা..... যজতি' বলায় এবং ৬/৩/১৬, ১৭ সূত্রে যাজ্যার সঙ্গে মিশ্রণের কথা বলায় বুঝতে হবে এই জপটি শস্ত্রের অঙ্গ নয়, যাজ্যারই অঙ্গ। শস্ত্রের শেষে করণীয় 'উক্থং বাচীন্দ্রায়-' জপটি তাই ষোড়শী শস্ত্রের শেষে বাদ যাবে না। শস্ত্রের শেষে ঐ 'উক্থং-' জপটি করে, পরে 'এবা-' মন্ত্র জপ করে, তার পরে যাজ্যা পাঠ করবেন। ঐ. ব্রা. ১৬/৪ অংশেও 'এবা-' মন্ত্রটির পরোক্ষ এবং 'অপাঃ-' মন্ত্রটির স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

তৃতীয় কণ্ডিকা (৬/৩)

[বিহৃত ষোড়শী, বিহরণের পদ্ধতি]

বিহৃতস্যেন্দ্র জুষস্ব প্র বহা য়াহি শূর হরী ইহ। পিবা সুতস্য মতির্ন মধ্বশ্চকানশ্চারুর্মদায়। ইন্দ্র জঠরং নব্যং ন পৃণস্ব মধোর্দিবো ন। অস্য সুতস্য স্বর্ণোপ ত্বা মদাঃ সুবাচো অস্থুঃ। ইন্দ্রস্তুরাষাণ্ মিত্রো ন জঘান বৃত্রং যতির্ন। বিভেদ বলং ভৃগুর্ন সসাহে শত্রূন্ মদে সোমস্য। শ্রুধী হবং ন ইন্দ্রো ন গিরো জুষস্ব বজ্রী ন। ইন্দ্র সযুগ্‌ভির্দিদ্যুন্ নমত্‌স্বামদায় মহে রণায়। আ ত্বা বিশন্তু কবির্ন সুতাস ইন্দ্র ত্বষ্টা ন। পৃণস্ব কুক্ষী সোমো নাবিড্‌ঢি শূর ধিয়া হি যা নঃ। সাধুর্ন গৃধ্নুর্ঋভুর্নাস্তেব শূরশ্চমসো যাতেব ভীমো বিষ্ণুর্ন ত্বেষঃ সমত্‌সুক্রতুনেতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ।। ১।।

অনু.— (ষোড়শীর) 'ইন্দ্র-' (সূ.), 'ইন্দ্র-' (সূ.), 'ইন্দ্র-' (সূ.), 'শ্রুধী-' (সূ.), 'আ-' (সূ.), 'সাধু-' (সূ.) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি মন্ত্র স্তোত্রিয় এবং পরের তিনটি মন্ত্র অনুরূপ। স্তোত্রিয় তৃচটিতে (সা. উ. ৯৫২-৪ দ্র.) উদ্‌গাতারা গৌরীবিত সাম গান করেন। ষোড়শী স্তোত্রে বিকল্পে 'প্রত্যস্মৈ-' (সা. উ. ১৪৪০-৩) ইত্যাদি চারটি মন্ত্রে নানদ সামও পাওয়া যেতে পারে।

ঊর্ধ্বং স্তোত্রিয়ানুরূপাভ্যাং তদ্ এব শস্যং বিহরেত্ ।। ২।।

অনু.— স্তোত্রিয় ও অনুরূপের পরে ঐ (অবিহৃত ষোড়শীর শস্ত্র-) ই বিহরণ করতে হয়।

ব্যাখ্যা— অবিহৃতে স্তোত্রিয় ও অনুরূপের পরে যে মন্ত্রগুলি আছে সেই মন্ত্রগুলিকেই বিহৃত ষোড়শীতে বিহরণ করে পাঠ করতে হয়। স্তোত্রিয় ও অনুরূপে কোন বিহরণ করতে হয় না। বিহরণ কি তা ৩-১৩ নং সূত্রে বলা হবে। সর্বত্র বিহরণ করতে হয় স্তোত্রিয় ও অনুরূপের পরে। ঐ. ব্রা. ১৬/৩, ৪ অংশেও এই বিহরণের কথা বলা হয়েছে।

পাদান্ ব্যবধায়ার্ধর্চশঃ শংসেত্ ।। ৩।।

অনু.— পাদগুলিকে ব্যবধানযুক্ত করে অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে থেমে থেমে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— কোন এক ছন্দের এক পাদের পরে ঐ ছন্দেরই অপর এক পাদ পাঠ করলে চলবে না। একই ছন্দের দু-টি পাদের মধ্যে অন্য ছন্দের মন্ত্রের পাদ দিয়ে ব্যবধান সৃষ্টি করতে হবে। ধরা যাক গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্রের সঙ্গে পংক্তি ছন্দের মন্ত্র বিহরণ করতে অর্থাৎ জুটি বাঁধতে হবে। গায়ত্রীর মোট তিন পাদ এবং পংক্তির পাঁচ পাদ। গায়ত্রীর অথবা পংক্তির পাদগুলিকে পর পর পড়ে গেলে চলবে না। গায়ত্রীর অর্ধাংশ পড়ে পংক্তির অর্ধাংশ পড়লেও চলবে না। পাঠক্রম হতে হবে- গা১ প১। গা২ প২। গা৩ প৩। প৪ প৫। যদিও এই পাঠক্রমে পংক্তির শেষ তিনটি পাদের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকছে না, তবুও পরের সূত্রে এই ক্রমেই পাঠ করতে বলায় শেষ তিন পাদের মধ্যে অন্য ছন্দের ব্যবধান না থাকলেও কোন দোষ হবে না। দুটি পাদের পরে প্রকৃত অর্ধমন্ত্র শেষ না হলেও থামতে হয়। ঋক্ শেষ না হলেও (দ্বিতীয়) জুটির শেষে প্রণব হবে- 'দ্বাভ্যাং পাদাভ্যাম্ অনর্ধর্চান্তেঽপি অবসানং ভবেত্। তত্র অনৃগন্তে অপি প্রণব ইত্যেবম্-অর্থম্ অর্ধর্চশ ইতি বচনম্' (না.)।

পূর্বাসাং পূর্বাণি পদানি ।। ৪।।

অনু.— পূর্ববর্তী (মন্ত্রের) পদগুলি আগে (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ৬/২/২ নং সূত্রে যে ছন্দের নাম আগে উল্লেখ করা হয়েছে বিহরণের সময়ে সেই ছন্দের মন্ত্রের পাদ আগে পড়তে হবে। ফলে প১ গা১। প২ গা২। প৩ গা৩। প৪ প৫। এই পাঠক্রমে হলে চলবে না। যদিও ৩ নং সূত্রের ব্যাখ্যায় যে পাঠক্রম দেখান হয়েছে তার অপেক্ষায় এই পাঠক্রম ভাল, কারণ এখানে শেষে পংক্তির তিনটি পাদ নয়, শেষ দু-টি পাদই ব্যবধানবিহীন অবস্থায় পাশাপাশি পড়তে হচ্ছে, তবুও আগের সূত্রের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত পাঠক্রম অনুযায়ীই মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হবে। ৬/২/২ সূত্রে গায়ত্রীর নাম আগে থাকলেও পাদের ব্যবধান নিয়ে কোন্ পাঠক্রম গ্রাহ্য ও বাঞ্ছনীয় সে-বিষয়ে যদি সন্দেহ জাগে এই আশঙ্কাতেই বর্তমান সূত্রের অবতারণা।

গায়ত্র্যঃ পঙ্‌ক্তিভিঃ ।। ৫।।

অনু.— গায়ত্রীগুলি পংক্তির সঙ্গে (বিহরণযুক্ত হবে)।

পঙ্‌ক্তীনাং তু দ্বে দ্বে পদে শিষ্যেতে, তাভ্যাং প্রণুয়াত্ ।। ৬।।

অনু.— (শেষে) পঙ্‌ক্তিগুলির দু-টি দুটি পাদ অবশিষ্ট থাকে। ঐ দুই পাদ দিয়ে (বিহরণ শেষ করে) প্রণব পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— গায়ত্রীর এক পাদের সঙ্গে পংক্তির এক পাদ মিশিয়ে পড়তে হয়। গায়ত্রীর তিন এবং পংক্তির পাঁচ পাদ বলে শেষে পংক্তির দু-টি পাদ অবশিষ্ট থাকে। ঐ দুটি পাদ একসাথে পড়ে প্রণব উচ্চারণ করতে হয়। যদি দু-টি পাদসংখ্যা সমান না হয়, তাহলে অন্যত্র মহাব্রত প্রভৃতি যাগে পাদের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে পাদসংখ্যা সমান করতে হলেও এখানে কিন্তু তা করবেন না। গায়ত্রীর কোন পাদের পুনরাবৃত্তি করে তিনটি পাদকে মোট পাঁচটি পাদে পরিণত করলে হবে না।

উষ্ণিহো বৃহতীভির্ উষ্ণিহাং তূত্তমান্ পাদান্ দ্বৌ কুর্যাত্ ।। ৭।।

অনু.— উষ্ণিক্‌কে বৃহতীর সঙ্গে (বিহরণ করবেন)। উষ্ণিকের শেষ পাদকে কিন্তু (ভেঙে) দুটি (পাদ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূ. দ্র.।

চতুর্-অক্ষরম্ আদ্যম্ ।। ৮।।

অনু.— প্রথম (পাদ করবেন) চার-অক্ষরের।

ব্যাখ্যা— উষ্ণিকের তিন পাদ এবং বৃহতীর চার পাদ। বিহরণের সময়ে প্রত্যেক উষ্ণিকের শেষ পাদের প্রথম চার অক্ষরকে একটি পাদ এবং পরবর্তী আট অক্ষরকে অপর একটি পাদ ধরতে হবে। তাহলে প্রত্যেক উষ্ণিকেরও মোট চারটি পাদ হয়। উষ্ণিকের এক-একটি পাদের সঙ্গে বৃহতীর এক-একটি পাদের মিশ্রণ ঘটাতে হবে।

দ্বিপদাশ্ চতুর্ধা কৃত্বা প্রথমাং ত্রিষ্টুভোত্তরা জগতীভিঃ ।। ৯।।

অনু.— দ্বিপদাগুলিকে চার ভাগ করে প্রথম (দ্বিপদাকে) ত্রিষ্টুপের সঙ্গে, পরবর্তী (দ্বিপদাগুলিকে) জগতীর সঙ্গে (বিহরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মোট চারটি দ্বিপদার কথা ৬/২/২ সূত্রে বলা হয়েছে। সেগুলির প্রত্যেকটিকে চার ভাগে ভাগ করবেন। 'আ ধূর্ষ-' এই প্রথম দ্বিপদা মন্ত্রে যে চারটি ভাগ করা হয়েছে তার প্রত্যেক ভাগে প্রয়োজনমত ব্যূহের (= সন্ধিবিচ্ছেদের) সাহায্য নিয়ে পাঁচটি করে অক্ষর রাখতে হবে। এক-একটি ভাগকে 'ব্রহ্মন্-' এই ত্রিষ্টুপ্ মন্ত্রের এক-একটি পাদের সঙ্গে যোগ করতে হবে। একইভাবে 'এষ-' ইত্যাদি তিনটি দ্বিপদাকে মেশাতে হবে 'প্র-' ইত্যাদি তিনটি জগতীর সঙ্গে। এ-ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি দ্বিপদার এক-একটি ভাগে পাঁচটি নয়, চারটি করে অক্ষর থাকবে। প্রত্যেক ভাগের সঙ্গে একটি করে জগতীর পাদ মেশাতে হবে (৪ + ১২)। একটি দ্বিপদা ও একটি জগতী মিলে (১৬ + ৪৮ = ৬৪) তাহলে দু-টি কৃত্রিম অনুষ্টুপ্ (৩২ × ২) তৈরী হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, দ্বিপদাগুলিকে চার ভাগে ভাগ করার সময়ে 'স্বরান্তরে ব্যঞ্জনান্যুত্তরস্য' (ঋ. প্রা. ১/২৩) নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক চতুর্থ স্বরবর্ণের পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণকে পরবর্তী ভাগের অংশরূপে গ্রহণ করতে হবে।

উত্তমায়াশ্ চতুর্থম্ অক্ষরম্ অন্ত্যং পূর্বস্যাদ্যম্ উত্তরস্য ।। ১০।।

অনু.— শেষ (দ্বিপদার) চতুর্থ অক্ষর (হবে) প্রথম (ভাগের) অন্তিম (এবং) পরবর্তী (ভাগের) প্রথম (অক্ষর)।

ব্যাখ্যা— 'ত্বামি-' (৬/২/২ সু. দ্র.) এই দ্বিপদার 'ব' অক্ষরে প্রথম ভাগের শেষ এবং পরবর্তী ভাগের শুরু দুইই করা হবে।

অনুষ্টুভম্ অতিচ্ছন্দঃস্ববদধ্যাত্ ।। ১১।।

অনু.— অনুষ্টুপ্‌কে অতিচ্ছন্দগুলির মধ্যে স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সু. দ্র.।

দ্বিতীয়তৃতীয়য়োস্ তৃতীয়য়োঃ পাদয়োর্ অবসানত উপদধ্যাত্। প্রচেতনেতি পূর্বস্যাং প্রচেতয়েত্যুত্তরস্যাম্ ।। ১২।। [১১]

অনু.— দ্বিতীয় এবং তৃতীয় (অতিচ্ছন্দের) তৃতীয় পাদের শেষে (অনুষ্টুপের প্রথম পাদকে) স্থাপন করবেন। 'প্রচেতন' প্রথমে, 'প্রচেতয়' পরে।

ব্যাখ্যা— ৬/২/২ সূত্রে 'প্রচেতন-' এই একটিমাত্র বিচ্ছিন্ন (কৃত্রিম) সূত্রপঠিত চারপাদবিশিষ্ট অনুষ্টুপের উল্লেখ আছে, কিন্তু 'ত্রিক-' ইত্যাদি বেদপঠিত অতিচ্ছন্দ মন্ত্র আছে সেখানে মোট ছ-টি। তার মধ্যে প্রথম অতিচ্ছন্দ মন্ত্রটিতে চৌষট্টি অক্ষর থাকায় তা দু-টি অনুষ্টুপের (৩২ + ৩২) সমান। অপর পাঁচটি অতিচ্ছন্দের মধ্যে প্রথম (= দ্বিতীয়) এবং দ্বিতীয় (= তৃতীয়) অতিচ্ছন্দে তৃতীয় পাদের শেষে সূত্রে পঠিত ঐ অনুষ্টুপের প্রথম পাদের যথাক্রমে 'প্রচেতন' এবং 'প্রচেতয়' অংশ স্থাপন করে থামবেন। এর ফলে এই দুই অতিচ্ছন্দ মন্ত্রের প্রত্যেকটি মন্ত্র ব্যূহের সাহায্যে দুটি করে কৃত্রিম অনুষ্টুপে পরিণত হবে।

উত্তরাস্বিতরান্ পাদান্ ষষ্ঠান্ কৃত্বানুষ্টুপ্‌কারং শংসেত্ ।। ১৩।। [১২]

অনু.— পরবর্তী (অতিচ্ছন্দগুলিতে অনুষ্টুপের) অন্য পাদগুলিকে (অতিচ্ছন্দের) ষষ্ঠ (পাদ) করে অনুষ্টুপ্‌রূপে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— অবশিষ্ট চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই তিনটি সপ্তপদবিশিষ্ট অতিচ্ছন্দ মন্ত্রের প্রত্যেকটিতে পঞ্চম পাদের পরে যথাক্রমে 'প্রচেতন-' এই সূত্রপঠিত কৃত্রিম অনুষ্টুপ্ মন্ত্রের অবশিষ্ট দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পাদ ষষ্ঠ পাদরূপে যোগ করলে প্রত্যেক অতিচ্ছন্দে মোট আটটি করে পাদ হয়। আটটি পাদে দুটি দুটি কৃত্রিম অনুষ্টুপ্ মন্ত্র হবে। এই হল 'অনুষ্টুপ্‌কার' করে পাঠ। এইভাবে

ছটি অতিচ্ছন্দ মন্ত্র বারোটি কৃত্রিম অনুষ্টুপে পরিণত হয়। দ্র. যে 'প্রচেতন-' এই অনুষ্টুপের 'মত্স্ব,' বৃহত্ ও 'বসো' পদে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পাদের সমাপ্তি।

উর্ধ্বং স্তোত্রিয়ানুরূপাভ্যাম্ আতো বিহৃতঃ ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— স্তোত্রিয় ও অনুরূপের পরে এই পর্যন্ত (যা বলা হল তা হচ্ছে) 'বিহার'।

ব্যাখ্যা— ১নং সূত্রে 'বিহৃতস্য' বলা থাকলেও স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ এবং ৬/২/২ সূত্রে 'প্রপ্র-' ইত্যাদি যে তিনটি অনুষ্টুপ্ তৃচের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি ছাড়া অন্য সব মন্ত্রেরই 'বিহরণ' করতে হয়। বৃত্তি অনুসারে অবশ্য বিহরণ হয় 'প্রোম্বস্মৈ-' পর্যন্ত অংশের। বিহার, বিহরণ এবং বিহৃতি একই। বিহৃত হলে যে বিশেষ প্রতিগর হয় তা এই বিহৃত মন্ত্রগুলির ক্ষেত্রেই করতে হবে, স্তোত্রিয় ও অনুরূপের বিহরণ কখনও কোন কারণে করতে হলেও সেগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু বিহরণের বিশেষ প্রতিগর প্রযোজ্য হবে না এই কথা বোঝাবার জন্যই আলোচ্য সূত্রটি করা হয়েছে। সমস্ত বিহরণই হয় পাদে পাদে অর্থাৎ এক ছন্দের মন্ত্রের একটি পাদের সঙ্গে অপর এক ছন্দের এক পাদের। যে ছন্দের সঙ্গে অপর যে ছন্দের বিহৃতি (জুটি বাঁধতে) বলা হল সেগুলি হল— (ক) গায়ত্রী + পঙ্ক্তি; (খ) উষ্ণিক্ + বৃহতী; (গ) প্রথম দ্বিপদা + ত্রিষ্টুপ্; (ঘ) অন্যান্য দ্বিপদা + জগতী; (ঙ) অতিচ্ছন্দঃ + সূত্রপঠিত অনুষ্টুপ্— 'অনুষ্টুপ্‌কার' করে। এই প্রসঙ্গে রথপাঠের কথা মনে পড়ে যায়।

তত্র প্রতিগর ওথামো দৈবমদে মদামো দৈবোমথেতি ।। ১৫।। [১৪]

অনু.— ঐ (বিহারে) প্রতিগর হচ্ছে 'ওথামো দৈবমদে' (এবং) 'মদামো দৈবোমথ'।

ব্যাখ্যা— 'প্রতিগর' শব্দটিতে সংশ্লিষ্ট জাতি অর্থে অর্থাৎ শ্রেণীগত নাম বোঝাতে একবচন হয়েছে, তাই দ্বিবচন প্রয়োগ করা হয় নি। যেখানেই বিহরণ হবে সেখানেই প্রতিগর হবে এই দুটি।

যাজ্যাং জপেনোপসৃজেত্ ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— যাজ্যাকে জপের সঙ্গে সংমিশ্রিত করবেন।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূ. দ্র.। ঐ. ব্রা. ১৬/৪ অংশেও এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে।

এবা হ্যেবাপাঃ পূর্বেষাং হরিবঃ সুতানামেবাহীন্দ্রম্। অথো ইদং সবনং কেবলং তে। এবা হি শক্রো মমদ্ধি সোমং মধুমন্তমিন্দ্র বশী হি শক্রঃ সত্রাবৃষং জঠর আবৃষস্বেতি ।। ১৭।। [১৬]

ব্যাখ্যা— সূত্রে যেমন পাঠ করা আছে সেইভাবে জপের (৬/২/৬ সূ. দ্র.) সঙ্গে যাজ্যাকে সংমিশ্রিত অর্থাৎ বিহরণ করতে হয় এবং তার ফলে যাজ্যামন্ত্রটি দু-টি কৃত্রিম অনুষ্টুপে পরিণত হয়। জপমন্ত্রকে চারভাগ করে এক একটি ভাগকে যাজ্যামন্ত্রের এক একটি চরণের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। প্রথম দু-টি চরণের ক্ষেত্রে সন্ধির ফলে অক্ষর সংখ্যা কমে গেলেও সূত্রে জপের শেষ বর্ণের সঙ্গে যাজ্যার প্রথম বর্ণের যেমন সন্ধি কবা আছে ঠিক তেমনভাবেই পাঠ করতে হবে, সংখ্যাপূরণের জন্য ব্যূহ করলে চলবে না।

সমানম্ অন্যত্ ।। ১৮।। [১৭]

অনু.— অন্য (সব অবিহৃত ষোড়শীর সঙ্গে) সমান।

ব্যাখ্যা— বিহৃত ষোড়শী যাগে অন্য সব-কিছু অবিহৃত ষোড়শীর মতোই হয়ে থাকে।

স্তোত্রিয়ায় নিবিদে পরিধানীয়ায়া ইত্যাহাবঃ ।। ১৯।। [১৮]

অনু.— স্তোত্রিয়, নিবিদ্ (ও) পরিধানীয়ার উদ্দেশে (বিহৃত ষোড়শীতে) আহাব (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— বিহৃত ষোড়শী শস্ত্রে এই তিনটি মাত্র স্থানেই আহাব করতে হয়, ৫/১০/১৭, ১৯ সূত্র অনুযায়ী অনুরূপে এবং অনুরূপের পরবর্তী মন্ত্রে আহাব হয় না। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, অবিহৃত ষোড়শীতে মোট পাঁচটি স্থানে আহাব হয়।

আহৃতং ষোড়শিপাত্রং সমুপহাবং ভক্ষয়ন্তি ।। ২০।। [১৯]

অনু.— (অধ্বর্যু কর্তৃক) আনীত ষোড়শী পাত্রকে সকলের অনুমতি নিয়ে পান করেন।

ব্যাখ্যা— অবিহৃত এবং বিহৃত দুই ষোড়শী যাগেই ষোড়শী গ্রহ আহুতি দেওয়ার পর অধ্বর্যু ঐ পাত্রটি নিয়ে এলে হোতা এবং অন্যেরা পরস্পরকে উপহব করে পাত্রের সোম পান করেন। শুধু বষট্‌কর্তা হোতা এবং হোমকর্তা অধ্বর্যু নয়, যাঁরাই এই গ্রহের সোম পান করবেন তাঁদের সকলকেই পরস্পরের উপহব অর্থাৎ পানের জন্য আমন্ত্রণ প্রার্থনা করতে হয়। কোন্ কোন্ ঋত্বিক্ ষোড়শীর সোম পান করবেন তা পরবর্তী দু-টি সূত্রে বলা হচ্ছে।

ঘর্মে চ ভক্ষিণঃ ।। ২১।। [২০]

অনু.— এবং ঘর্মে ভক্ষণকারীরা (এই গ্রহ ভক্ষণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— হোতা, অধ্বর্যু এবং প্রবর্গ্যে যাঁরা ঘর্মভক্ষণ করেছিলেন, তাঁরা সকলে এই ষোড়শী গ্রহের সোম পান করেন। প্রথমে অবশ্য পান করবেন যিনি বষট্-পাঠকারী এবং যিনি আহুতিদাতা।

মৈত্রাবরুণস্ ত্রয়শ্ ছন্দোগাঃ ।। ২২।। [২১]

অনু.— মৈত্রাবরুণ (এবং) সামবেদীয় তিন ঋত্বিক্ (ভক্ষণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণ, উদ্‌গাতা, প্রস্তোতা এবং প্রতিহর্তাও ষোড়শী গ্রহের সোম পান করবেন।

ইন্দ্র ষোডশিন্নোজস্বিংস্ ত্বং দেবেষ্বস্যোজস্বন্তং মামায়ুষ্মন্তং বর্চস্বন্তং মনুষ্যেষু কুরু। তস্য ত ইন্দ্রপীতস্যানুষ্টুপ্‌ছন্দস উপহূতস্যোপহূতো ভক্ষয়ামীতি ভক্ষজপঃ ।। ২৩।। [২২]

অনু.— 'ইন্দ্র-' (সূ.) ভক্ষজপ।

ব্যাখ্যা— এই মন্ত্র জপ করে সোমরস পান করবেন। ষোড়শীর সমাপ্তি এখানেই।

চতুর্থ কণ্ডিকা (৬/৪)

[অতিরাত্র, তিন পর্যায়ের শস্ত্র]

অতিরাত্রে পর্যায়াণাম্ উক্তঃ শস্যোপায়ো হোতুর্ অপি যথা হোত্রকাণাম্ ।। ১।।

অনু.— অতিরাত্রে পর্যায়গুলির শস্ত্রের (পাঠের) পদ্ধতি বলা হয়েছে। (ঐ পদ্ধতি) হোত্রকদের যেমন, হোতারও (তেমন)।

ব্যাখ্যা— 'উক্তঃ' বলায় এখানে এই খণ্ডে হোত্রকদের ক্ষেত্রে যে নিয়মের কথা বলা হয়েছে, সেই নিয়মগুলিই হোতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, পরে যে নিয়মের কথা বলা হবে সেখানে কিন্তু এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। ফলে পর্যায় শেষ করার আগে ভোর হয়ে গেলে অন্য ঋত্বিক্‌কে শস্ত্রসংক্ষেপ বা নির্হ্রাস করতে হলেও হোতাকে কিন্তু নির্হ্রাস (৬/৬/৪ সূ. দ্র.) করতে হবে না। রাত্রে তিন দফা একই অনুষ্ঠানের আবৃত্তি হয়। প্রত্যেক দফার অনুষ্ঠানকে বলে 'পর্যায়'। প্রত্যেক পর্যায়ে থাকে চার ঋত্বিকের একটি করে মোট চারটি শস্ত্র। শস্ত্রের আগে স্তোত্র থাকে চারটি- ৭ নং সূ. দ্র.। ঐ. ব্রা. ১৬/৬ অংশ থেকে মনে হয় এই ব্রাহ্মণের মতে অতিরাত্রে ষোড়শী গ্রহের অনুষ্ঠান হয় না।

প্রথমে পর্যায়ে হোতুরাদ্যাং বর্জয়িত্বা প্রত্যৃচং স্তোত্রিয়ানুরূপেষু প্রথমানি পদানি দ্বির্ উক্ত্বাবস্যন্তি ।। ২।।

অনু.— প্রথম পর্যায়ে হোতার প্রথম মন্ত্রকে বাদ দিয়ে স্তোত্রিয় এবং অনুরূপগুলিতে প্রত্যেক মন্ত্রে প্রথম পাদ দু-বার পাঠ করে থামবেন।

ব্যাখ্যা— প্রথম পর্যায়ে প্রত্যেক শস্ত্রপাঠককেই স্তোত্রিয় এবং অনুরূপে প্রত্যেক মন্ত্রের প্রথম (পদ =) পাদকে দু-বার করে পাঠ করতে হয়। পাঠ করার পরে সেখানেই থামতে হবে। হোতার ক্ষেত্রে অবশ্য স্তোত্রিয়ের প্রথম মন্ত্রটিকে কোন পুনরাবৃত্তি করতে হয় না। ঐ. ব্রা. ১৬/৬ অংশে অংশত এই কথাই বলা হয়েছে। "প্রথমেষু রাত্রিপর্যায়েষু গায়ত্রাণাং স্তোত্রিয়ানুরূপাণাং প্রথমান্ পাদান্ অভ্যস্যন্তি"— শা. ৭/২৬/১২।

শিষ্টে সমসিত্বা প্রণুবন্তি ।। ৩।।

অনু.— অবশিষ্ট দু-টি (পাদকে) সংযুক্ত করে (শেষে) প্রণব পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— হোতার পাঠ্য 'পান্ত-' মন্ত্রটি ছাড়া সব ঋত্বিকেরই স্তোত্রিয় ও অনুরূপের মন্ত্রগুলি গায়ত্রী অথবা উষ্ণিক্ ছন্দের। এই দুই ছন্দেই তিনটি করে পাদ থাকে। প্রথম পাদের দু-বার আবৃত্তির পরে থেমে, তার পরে মন্ত্রে যে দু-টি পাদ অবশিষ্ট থাকে সেই দু-টি পাদ একসঙ্গে পড়ে মন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ করতে হয়।

সর্বে সর্বাসাং মধ্যমে মধ্যমানি প্রত্যাদায় ঋগ্-অন্তৈঃ প্রণুবন্তি ।। ৪।।

অনু.— মধ্যম (পর্যায়ে) সকলে (স্তোত্রিয় ও অনুরূপের) সমস্ত (মন্ত্রের) মাঝের পাদকে আবার গ্রহণ করে মন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ করেন।

ব্যাখ্যা— মধ্যম পর্যায়ে স্তোত্রিয় এবং অনুরূপে প্রত্যেক মন্ত্রের মাঝের পাদকে দু-বার করে পড়তে হয়। মাঝের পাদের প্রথম আবৃত্তির পর থেমে দ্বিতীয় আবৃত্তির সঙ্গে ঐ মন্ত্রের তৃতীয় পাদ একসঙ্গে পড়ে মন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ করতে হয়। 'সর্বাসাং' বলায় হোতার প্রথম মন্ত্রের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। 'সর্বে' পদটির উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তী সূত্রেরই প্রয়োজনে। ঐ. ব্রা. ১৬/৬ অংশেও মধ্যম চরণের পুনরাবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। "মধ্যমান্ মধ্যমেষু"— শা. ৭/২৬/১৩।

উত্তমানুত্তমে ।। ৫।।

অনু.— (অচ্ছাবাকসমেত সকলে) শেষ (পর্যায়ে স্তোত্রিয় এবং অনুরূপের প্রত্যেক মন্ত্রের) শেষ পাদকে (দু-বার পাঠ করে প্রণব উচ্চারণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্র থেকে এখানে 'সর্বে' পদের অনুবৃত্তি ঘটায় অচ্ছাবাকের ক্ষেত্রে কেবল পরবর্তী সূত্রের নিয়মটি নয়, বিকল্পে এই সূত্রের নিয়মটিও পালনীয়। ঐ. ব্রা. ১৬/৬ অংশেও অন্তিম চরণের পুনরাবৃত্তির বিধান রয়েছে। "উত্তমান্ উত্তমেষু"— শা. ৭/২৬/১৪।

চতুরক্ষরাণি ত্বচ্ছাবাকঃ ।। ৬।।

অনু.— অচ্ছাবাক কিন্তু (শেষ) চার অক্ষরের (পুনরাবৃত্তি করবেন)।

ব্যাখ্যা— শেষ পর্যায়ে অচ্ছাবাক শেষ পাদ অথবা শেষ চার অক্ষরের পুনরাবৃত্তি করেন। যদি মন্ত্রটি গায়ত্রী ছন্দের হয় তাহলে শেষ পাদটিকে পুনরাবৃত্তি করবেন, কিন্তু উষ্ণিক্ ছন্দের হলে শেষ চার অক্ষরেরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। সূত্রে 'তু' শব্দ দ্বারা এই বিশেষ বিকল্পই বিহিত হয়েছে।

চতুঃশস্ত্রাঃ পর্যায়াঃ ।। ৭।।

অনু.— পর্যায়গুলি চার-শস্ত্র-বিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— অতিরাত্রে প্রথম, মধ্যম (দ্বিতীয়) এবং উত্তম (তৃতীয়) এই তিনটি পর্যায় থাকে এবং প্রত্যেক পর্যায়ে চারটি করে শস্ত্র থাকে।

হোতুর্ আদ্যম্ ।। ৮।।

অনু.— প্রথম (শস্ত্রটি) হোতার।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক পর্যায়ে প্রথমটি হোতার এবং অপর তিনটি যথাক্রমে মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাকের শস্ত্র।

যাজ্যাভ্যঃ পূর্বে পর্যাসাঃ ।। ৯।।

অনু.— যাজ্যাগুলির আগে (যে প্রতীক সেগুলি হচ্ছে) 'পর্যাস'।

ব্যাখ্যা— ১০-১২ নং সূ. দ্র.।

পান্তমা বো অন্ধসোঽপাদু শিপ্র্যন্ধসস্ত্যমু বঃ সত্রাসাহম্ ইতি সূক্তশেষোঽভি ত্যং মেষমধ্বর্যবো ভরতেন্দ্রায় সোমম্ ইতি যাজ্যা। প্র ব ইন্দ্রায় মাদনং প্র কৃতান্যৃজীষিণঃ প্রতি শ্রুতায় বো ধৃষদ্ ইতি পঞ্চদশ দিবশ্চিদস্যেতি পর্যাসঃ স নো নব্যেভির্ ইতি চাস্য মদে পুরু বর্পাংসি বিদ্বান্ ইতি যাজ্যা। বয়মু ত্বা তদিদর্থা বয়মিন্দ্র ত্বায়বোঽভি বার্ত্রহত্যায়েত্যুত্তমাম্ উদ্ধরেদ্ ইন্দ্রো অঙ্গ মহদ্ ভয়মভি ন্যূ ষু বাচমপ্সু ধূতস্য হরিবঃ পিবেহেতি যাজ্যেন্দ্রায় মদ্বনে সুতমিন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহদেন্দ্র সানসিমেতো ন্বিন্দ্রং স্তবামেশানং মা নো অস্মিন্ মঘবন্নিন্দ্র পিব তুভ্যং সুতো মদায়েতি যাজ্যা ।। ১০।।

অনু.— (প্রথম পর্যায়ে চার ঋত্বিকের শস্ত্র যথাক্রমে) [ক] 'পান্ত-' (৮/৯২/১-৩), 'অপা-' (৮/৯২/৪-৬), 'ত্যমু-' (৮/৯২/৭-৩৩) এই অবশিষ্ট সূক্তাংশ, 'অভি-' (১/৫১), 'অধ্ব-' (২/১৪/১) যাজ্যা।

[খ] 'প্র-' (৭/৩১/১-৩), 'প্র কৃতা-' (৮/৩২/১-৩), 'প্রতি-' (৮/৩২/৪-১৮) ইত্যাদি পনেরটি (মন্ত্র), 'দিব-' (১/৫৫) এই পর্যাস, এবং 'স-' (১/১৩০/১০)। 'অস্য-' (৬/৪৪/১৪) যাজ্যা।

[গ] 'বয়মু-' (৮/২/১৬-১৮), 'বয়মিন্দ্র-' (৭/৩১/৪-৬)। 'বার্ত্র-' (৩/৩৭) এই (সূক্তের) শেষ (মন্ত্রটি) বাদ দেবেন। 'ইন্দ্রো-' (২/৪১/১০-১২), 'ন্যূ ষু-' (১/৫৩), 'অপ্সু-' (১০/১০৪/২) যাজ্যা।

[ঘ] 'ইন্দ্রায়-' (৮/৯২/১৯-২১), 'ইন্দ্রমি-(১/৭/১-৩), 'এন্দ্র-' (১/৮/১), 'এতো-' (৮/৮১/৪), 'মা-' (১/৫৪/১)। 'ইন্দ্র-' (৬/৪০/১) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— [ক] হোতার, [খ] মৈত্রাবরুণের, [গ] ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর এবং [ঘ] অচ্ছাবাকের পাঠ্য শস্ত্র। দ্র. যে, মৈত্রাবরুণের শস্ত্রে যাজ্যার ঠিক আগের প্রতীকটি পর্যাস নয়, তার আগের প্রতীকই পর্যাস। এ-কথা বোঝাবার জন্যই ৯নং সূত্র থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে [খ] অংশে আবার 'পর্যাসঃ' বলা হয়েছে। চার ঋত্বিকের স্তোত্রিয় যথাক্রমে বৈতহব্য, শাক্ত্য (গৌরীবিত), কাণ্ব এবং শ্রৌতকক্ষ সামের যোনি। প্রসঙ্গত তা. ব্রা. ৯/২/২-৭ দ্র.। 'পান্ত-' এবং 'ইন্দ্রায়-' মন্ত্রটির উল্লেখ ঐ. ব্রা. ১৬/৬ অংশেও রয়েছে।

অয়ং ত ইন্দ্র সোমোঽয়ং তে মানুষে জন উদ্ যেনভীত্যুত্তমাম্ উদ্ধরেদ্ অহং ভুবমপাম্যস্যাজসো মদায়েতি যাজ্যা। আ তু ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তমা প্র স্রব পরাবতো ন হ্যন্যং বস্তাকরম্ ইত্যষ্টাব্ ঈশ্বরন্তীরহং দাং পাতা সুতমিন্দ্রো অস্তু সোমং হন্তা বৃত্রম্ ইতি যাজ্যা। অভি ত্বা বৃষভা সুতেঽভি প্র গোপতিং গিরা তু ন ইন্দ্র মন্যগ্ ইতি সূক্তে অশ্বাবতি প্রোগ্রাং পীতিং বৃষ্ণ ইয়র্মি সত্যাম্ ইতি যাজ্যা। ইদং বসো সুতমন্ধ ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসঃ প্র সম্রাজমুপ ক্রমস্বা তত্র ধৃষতা তদস্মৈ নব্যমস্য পিব যস্য জজ্ঞান ইন্দ্রেতি যাজ্যা ।। ১১।। [১০]

অনু.— (দ্বিতীয় পর্যায়ে) [ক] 'অয়ং-' (৮/১৭/১১-১৩), 'অয়ং তে-' (৮/৬৪/১০-১২)। 'উদ্-' (৮/৯৩) এই (সূক্তের) শেষ (মন্ত্রটি বাদ দেবেন। 'অহং-' (১০/৪৮)। 'অপা-' (২/১৯/১) যাজ্যা।

[খ] 'আ তু-' (৮/৮১/১-৩), 'আ প্র-' (৮/৮২/১-৩)। 'ন-' (৮/৮০/১-৮) ইত্যাদি আটটি (মন্ত্র), 'ঈশ্ব-' (১০/১৫৩), 'অহং-' (১০/৪৯), 'পাতা-' (৬/৪৪/১৫) যাজ্যা।

[গ] 'অভি-' (৮/৪৫/২২-২৪), 'অভি প্র-' (৮/৬৯/৪-৬), 'আ-' (৩/৪১,৪২) ইত্যাদি দুটি সূক্ত। 'অশ্বা-' (১/৮৩)। 'প্রোগ্রাং-' (১০/১০৪/৩) যাজ্যা।

[ঘ] 'ইদং-' (৮/২/১-৩), 'ইন্দ্রে-' (১/৯/১-৩), 'প্র-' (৮/১৬), 'উপ-' (৮/৮১/৭-৯), 'তদ-' (২/১৭)। 'অস্য-' (৬/৪০/২) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— চার ঋত্বিকের স্তোত্রিয় যথাক্রমে দৈবোদাস, আকূপার, আর্বভ এবং গার সামের যোনি-তা ব্রা. ৯/২/৮-১৬ দ্র.। দ্র. যে, আচার্য সায়ণের ভাষ্যে 'ইদং-' তৃচটি সম্পর্কে ভুলবশত লেখা হয়েছে 'দ্বিতীয়ে রাত্রিপর্যায়ে ব্রহ্মশস্ত্রেঽয়ম্ এব স্তোত্রিয়স্তৃচঃ'। 'ইদং-' মন্ত্রের উল্লেখ ঐ. ব্রা. ১৬/৬ অংশেও পাওয়া যায়। 'পাতা-' ঋ. ৬/২৩/৩ মন্ত্রের প্রতীক নয়।

ইদং হ্যন্বোজসা মহাঁ ইন্দ্রো য ওজসা সমস্য মন্যবে বিশ ইতি চিত্বারিংশদ্ বিশ্বজিতে তিষ্ঠা হরী রথ আ যুজ্যমানেতি যাজ্যা। আ যাহি নি ষীদতা বৃষভ্রবা গহি নকিরিন্দ্র ত্বদুত্তর ইত্যুত্তমাম্ উদ্ধরেচ্ছ্রুত্ তে দধামীদং ত্যত্ পাত্রমিন্দ্রপানম্ ইতি যাজ্যা। যোগে যোগে তবস্তরং যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং যদিন্দ্রাহং প্র তে মহ উতী শচীকস্তব বীর্যেণেতি যাজ্যা। ইন্দ্রঃ সুতেষু সোমেষু য ইন্দ্র সোমপাতম আ যা যে অগ্নিমিন্ধত ইতি সপ্তদশ। য ইন্দ্র চমসেষা সোমঃ প্র বঃ সতাং প্রো দ্রোণে হরয়ঃ কর্মাগ্মন্ ইতি যাজ্যা ।। ১২।। [১০]

অনু.— (তৃতীয় পর্যায়ে) [ক] 'ইদং-' (৩/৫১/১০-১২), 'মহাঁ-' (৮/৬/১-৩)। 'সমস্য-' (৮/৬/৪-৪৫) ইত্যাদি বিয়াল্লিশটি (মন্ত্র), 'বিশ্ব-' (২/২১), 'তিষ্ঠা-' (৩/৩৫/১) যাজ্যা।

[খ] 'আ যেতা-' (১/৫/১-৩). 'আ বৃষ-' (৮/৮২/৪-৬), 'নকি-' (৪/৩০) এই (সূক্তের) শেষ (মন্ত্রটি) বাদ দেবেন। 'শ্রৎ-' (১০/১৪৭)। 'ইদং-' (৬/৪৪/১৬) যাজ্যা।

[গ] 'যোগে-' (১/৩০/৭-৯), 'যুঞ্জন্তি-' (১/৬/১-৩), 'যদি-' (৮/১৪), 'প্র-' (১০/৯৬)। 'উতী-' (১০/১০৪/৪) যাজ্যা।

[ঘ] 'ইন্দ্রঃ-' (৮/১৩/১-৩), 'য-' (৮/১২/১-৩), 'আ-' (৮/৪৫/১-১৭) ইত্যাদি সতেরটি (মন্ত্র), 'য-' (৮/৮২/৭-৯), 'প্র-' (২/১৬)। 'প্রো-' (৬/৩৭/২) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— চার ঋত্বিকের স্তোত্রিয় যথাক্রমে মাধুচ্ছন্দস, দৈবাতিথ, সৌমেধ এবং কৌৎস সামের যোনি- তা. ব্রা. ৯/২/১৬-২১ দ্র.। 'নকি-' প্রতীকটিতে পাদের উল্লেখ করা হলেও 'উত্তমাম্ উদ্ধরেৎ' বলায় বুঝতে হবে প্রতীকটি দ্বারা এখানে সূক্তই অভিপ্রেত। ঐ. ব্রা. ১৬/৬ অংশেও 'ইদং-' মন্ত্রটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইতি পর্যায়াঃ ।। ১৩।। [১১]

অনু.— এই (হল) পর্যায়।

ব্যাখ্যা— ১০-১২ নং সূত্রে যা যা বলা হল সেগুলির নাম 'পর্যায়'। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক পর্যায়ে কোন শস্ত্রেরই শেষে গ্রহপাত্রের সোম আহুতি দেওয়া হয় না, আহুতি দেওয়া হয় দশটি করে চমসের সোম।

পর্যাসবর্জং গায়ত্রাঃ ।। ১৪।। [১২]

অনু.— পর্যাস ছাড়া (পর্যায়গুলির বাকী) মন্ত্রগুলি গায়ত্রী ছন্দের।

ব্যাখ্যা— ছন্দ নির্দেশ করায় স্তোমাতিশংসনের সময়ে গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্রই আবাপ করতে হবে।

পঞ্চম কণ্ডিকা (৬/৫)

[অতিরাত্র—আশ্বিন শস্ত্র]

সংস্থিতেষাশ্বিনায় স্তুবতে ।। ১ ।।

অনু.— (অতিরাত্রে পর্যায়গুলি) সমাপ্ত হলে আশ্বিন (শস্ত্রের) জন্য (উদ্‌গাতারা) স্তব করেন।

ব্যাখ্যা— তিন পর্যায় শেষ হলে উদ্‌গাতারা আশ্বিন শস্ত্রের আগে সন্ধিস্তোত্র গান করেন।

শংসিষ্যন্ বিসংস্থিতসঞ্চরেণ নিষ্ক্রম্যাগ্নীধ্রীয়ে জান্বাচ্যাহুতীর্ জুহুয়াদ্ অগ্নিরজ্ঞী গায়ত্রেণ ছন্দসা তমশ্যাং তমষ্যারভে তস্মৈ মামবতু তস্মৈ স্বাহা। উষা অজ্ঞিনী ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা তামশ্যাং তামষ্যারভে তস্যৈ মামবতু তস্যৈ স্বাহা। অশ্বিনাবজ্ঞিনৌ জাগতেন ছন্দসা তাবশ্যাং তাবষ্যারভে। তাভ্যাং মামবতু তাভ্যাং স্বাহা। বণ্মহাঁ অসি সূর্যেতি দ্বাভ্যাম্ ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরীতি চ ।। ২।।

অনু.— শস্ত্রপাঠ করতে থাকবেন (বলে হোতা) বিসংস্থিতসঞ্চর দিয়ে বাইরে গিয়ে হাঁটু পেতে 'অগ্নি-' (সূ.), 'উষা-' (সূ.), 'অশ্বিনা-' (সূ.), 'বণ্মহাঁ-' (৮/১০১/১১, ১২) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র) দ্বারা এবং 'ইন্দ্রং-' (১/৭/১০) এই (মন্ত্র দ্বারা) আগ্নীধ্রীয়ে (মোট ছ-টি) আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক মন্ত্রে একটি করে আহুতি দিতে হবে। হোতার প্রতিনিধি কেউ হয়ে থাকলে তবেই এই হোমগুলি করতে হয়— 'শংসিষ্যন্নিতিবচনং প্রতিনিধি-প্রবৃত্তে যদি শংসেত্ তদা জুহুয়াদ্‌ইত্যেবম্-অর্থম্' (না.)। সূত্রে যে 'ইন্দ্রং-' মন্ত্রটি উল্লেখ করা হয়েছে তাও আহুতিদানেরই মন্ত্র, আজ্যভক্ষণের মন্ত্র নয়। সূত্রে এই অভিপ্রায়েই 'চ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তী সূত্রে যে আজ্যভক্ষণের কথা বলা হয়েছে তা তাই বিনামন্ত্রেই করতে হবে।

প্রাশ্যাজ্যশেষম্ অপ উপস্পৃশেন্ নাচামেদ্ বিজ্ঞায়তে দেবরথো বা এষ যদ্ হোতা নাক্ষমদ্ভিঃ করবাণীতি ।। ৩।।

অনু.— (পাত্রে) আজ্যের অবশেষ ভক্ষণ করে জল স্পর্শ করবেন, (কিন্তু) আচমন করবেন না। (বেদ থেকে) বিশেষভাবে জানা যায়, এই যে (আমি) হোতা (সেই আমি বস্তুত) দেবতাদের রথ। (রথের) অক্ষকে জল দিয়ে (প্রক্ষালন) করব না।

ব্যাখ্যা— বেদে বলা আছে, যজ্ঞ হচ্ছে দেবতাদের রথ। হোতার মুখ সেই রথের চক্র এবং জিহ্বা হচ্ছে অক্ষ। আজ্যলিপ্ত সেই জিহ্বাকে হোতা জল দ্বারা প্রক্ষালন করবেন না। বেদের এই নির্দেশবশত এখানে আহুতিশিষ্ট আজ্যের ভক্ষণের পর আজ্যলিপ্ত জিহ্বাকে প্রক্ষালন না করলে কোন অশুচিদোষ তাই ঘটে না। ঐ. ব্রা. ১৭/১ অংশেও আজ্যভক্ষণ করে শস্ত্রপাঠ করতে বলা হয়েছে।

প্রাশ্য প্রতিপ্রসৃপ্য পশ্চাদ্ স্বস্য ধিষ্ণ্যস্যোপবিশেদ্ সমস্তজঙ্ঘোরুর্ অরত্নিভ্যাং জানুভ্যাং চোপহ্বং কৃত্বা যথা শকুনির্ উৎপতিষ্যন্ ।। ৪।।

অনু.— ভক্ষণ করে (সদোমণ্ডপে) আবার প্রবেশ করে উড্ডীন হওয়ার আগে শকুনি যেমন (-ভাবে থাকে তেমনভাবে দুই) জঙ্ঘা এবং উরু সংযুক্ত করে থেকে দুই কনুই এবং দুই হাঁটু দিয়ে কোল পেতে নিজ ধিষ্ণ্যের পিছনে বসবেন।

ব্যাখ্যা— জঙ্ঘা = হাঁটু এবং গোড়ালির মধ্যস্থল। দুই হাঁটু ও দুই কনুই মাটিতে রেখে পায়ের আঙুলগুলি মাটিতে স্পর্শ করিয়ে বসে থাকতে হয়। এইভাবে বসলেই উড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তের শকুনির মতো দেখায়। শস্ত্রের আরম্ভে যখন আহ্বাব করতে হয় ঠিক সেই সময়েই এইভাবে বসবেন। শস্ত্র শুরু হয়ে গেলে অবশ্য বসতে হবে পরবর্তী সূত্র অনুযায়ী। আজ্যের অবশেষ ভক্ষণ করলে যখন এ-ক্ষেত্রে কোন অশুচিদোষ হয় না তখন সদোমণ্ডপে এসেও তা ভক্ষণ করা যেতে পারে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি যাতে না হয় সেই অভিপ্রায়েই আগের সূত্রে 'প্রাশ্য' বলা থাকে সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার তা বলা হল। ঐ. ব্রা. ১৭/১ অংশেও উড্ডীন-উন্মুখ শকুনির মতো বসে আহ্বাব করতে বলা হয়েছে। "জঙ্ঘা চ উরুশ্চ জঙ্ঘোরু। জঙ্ঘোরু জঙ্ঘোরু চেতি জঙ্ঘোরুণী। তে সমস্তে যস্য সঃ সমস্তজঙ্ঘোরুঃ" (না.)।

উপস্থকৃতস্ ত্বেবাশ্বিনং শংসেদ্ ।। ৫।।

অনু.— আশ্বিন (শস্ত্র) কিন্তু কোল পেতে বসেই পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ১নং সূত্র সত্ত্বেও এখানে আবার 'আশ্বিনং' বলায় প্রথম আহ্বাবের পরে সমগ্র শস্ত্রই দর্শপূর্ণমাসের মতো উপস্থ (১/৩/৩৭ সূ. দ্র.) হয়ে বসে পাঠ করতে হয়। আশ্বিন শস্ত্র তৃতীয় সবনেরই অন্তর্গত বলে তা উত্তম স্বরে পাঠ্য।

অগ্নির্হোতা গৃহপতিঃ স রাজেতি প্রতিপদ্ একপাতিনী পচ্ছঃ ।। ৬।।

অনু.— (আশ্বিন শস্ত্রে) 'অগ্নি-' (৬/১৫/১৩) এই একমন্ত্রের প্রতীক প্রতিপদ্ (মন্ত্রটি) পাদে পাদে (থেমে পড়তে হয়)।

ব্যাখ্যা— ৫/১৪/৮ সূত্র অনুযায়ী প্রতিপদ্ তিন-মন্ত্রের প্রতীক হওয়া উচিত, কিন্তু এখানে তা 'একপাতিনী' অর্থাৎ একটি মাত্র মন্ত্রেরই প্রতীক। তা-ছাড়া প্রতিপদ্ অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে থেমে থেমে পড়তে হলেও (৫/১৪/১০ সূ. দ্র.) এখানে কিন্তু তা পাদে পাদে থেমে পড়তে হয়। ২০ নং সূত্রানুযায়ী এই প্রতিপদে আহ্বাব হবে। দ্র. যে, প্রাতরনুবাকের যেটি প্রথম মন্ত্র সেই 'আপো-' (৪/১৩/৭ সূ. দ্র.) মন্ত্রটিরই পরিবর্তে এখানে এই প্রতিপদ্‌টি পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ১৭/১ অংশেও এই মন্ত্রেই আশ্বিন শস্ত্র শুরু করতে বলা হয়েছে। সূত্রে 'প্রতিপদ্' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে এ-কথাই বোঝাতে যে, ব্রাহ্মণগ্রন্থে 'অগ্নিং মন্যে-' (ঋ. ১০/৭/৩) এই অপর যে প্রতিপদের উল্লেখ রয়েছে তা এখানে গ্রাহ্য নয়।

এতস্মায়োয়ং গায়ত্রম্ উপসন্তনুয়াদ্ ।। ৭।।

অনু.— এই (প্রতিপদ্ মন্ত্রের) সঙ্গে অগ্নি-দেবতার গায়ত্রী ছন্দের (মন্ত্রসমষ্টিকে) সংযুক্ত করবেন।

ব্যাখ্যা— 'গায়ত্রম্' না বললেও চলত, কিন্তু তবুও তা বলায় বুঝতে হবে প্রাতরনুবাকে গায়ত্রী ছন্দের যতগুলি মন্ত্র বিহিত হয়েছে তার মধ্যে প্রথম মন্ত্রটি ছাড়া বাকী সব মন্ত্রই এখানে পাঠ করতে হয়। প্রথম মন্ত্রটির স্থানে ৬ নং সূত্রে নির্দিষ্ট প্রতিপদ্ মন্ত্রটি পড়ে তার সঙ্গে 'উপ-' (১/৭৪/১) মন্ত্রটি জুড়ে নিতে হবে— ৪/১৩/৭ সূ. দ্র.।

প্রাতরনুবাকন্যায়েন তস্যৈব সমাম্নায়স্য সহস্রাবমম্ ওদেতোঃ শংসেদ্ ।। ৮।।

অনু.— প্রাতরনুবাকের (-ই) রীতিতে ঐ মন্ত্রসমষ্টিরই কমপক্ষে এক হাজার (মন্ত্র) সূর্যোদয় পর্যন্ত পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— সহস্রাবমম্ = সহস্র অবম অর্থাৎ সব থেকে কম সংখ্যা যে মন্ত্রসমষ্টির। ওদেতোঃ = আ-উদ্ + √ই + তোস্ (পা.

৩/৪/১৬ দ্র.)— সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত। আশ্বিনশস্ত্রে প্রাতরনুবাকের রীতিতেই (কর্তৃগত উৎসর্পণ প্রভৃতি কর্মগুলি নয়, কেবল শস্ত্রবিষয়ক) মন্ত্রাংশে প্রাতরনুবাকের মন্ত্রগুলিই পাঠ করতে হবে, তবে এখানে সূর্যোদয়ের আগে পর্যন্ত কমপক্ষে এক হাজার মন্ত্র অবশ্যই পড়তে হয়। ১৮ নং সূত্রের মন্ত্রগুলি বাদ দিয়েই মোট এই সংখ্যা অন্তত হতে হবে। সূর্যের (সম্পূর্ণ) মণ্ডলটি দেখা গেলে তবেই তাকে সূর্যোদয় বলে এখানে ধরা হয়। ঐ. ব্রা. ১৭/১ অংশেও কমপক্ষে এক হাজার মন্ত্র পাঠ করতে বলা হয়েছে। হিলেব্রান্তের মতে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে সূর্যকে সঞ্জীবিত করে তোলার উদ্দেশেই এই শস্ত্র।

বার্হতাস্ ত্রয়স্ তৃচাঃ স্তোত্রিয়াঃ প্রগাথা বা। তান্ পুরস্তাদ্ অনুদৈবতং স্বস্য চ্ছন্দসো যথাস্তুতং শংসেত্ ।। ৯।।

অনু.— বৃহতীছন্দের তিনটি তৃচ অথবা (তিনটি) প্রগাথ (হবে) স্তোত্রিয়। ঐগুলিকে (তাদের) দেবতা অনুযায়ী নিজ ছন্দের আগে স্তোত্র অনুযায়ী (শস্ত্রে) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নি, উষা এবং অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে উদ্‌গাতারা সন্ধিস্তোত্রে 'এনা-' (সা. উ. ৭৪৯-৫৪) ইত্যাদি বৃহতী ছন্দের যে তিনটি তৃচে অথবা প্রগাথে সামগান করেন আশ্বিনশস্ত্রে সেই তিনটি তৃচ অথবা প্রগাথকেই সেগুলির দেবতা অনুযায়ী প্রাতরনুবাকে উল্লিখিত বৃহতী ছন্দের মন্ত্রসমষ্টির (৪/১৩/১০; ৪/১৪/৫; ৪/১৫/৫ সূ. দ্র.) আগে পাঠ করতে হবে। 'যথাস্তুতম্' বলায় (প্রসঙ্গত ৫/১৫/১৪ সূ. দ্র.) তৃচে গাওয়া হলে তৃচ এবং প্রগাথে গান হলে প্রগাথই স্তোত্রিয়রূপে পাঠ করতে হবে। তা-ছাড়া যদিও স্তোত্রিয় দিয়েই শস্ত্রপাঠ শুরু করতে হয়, তবুও আশ্বিনশস্ত্রে তা পাঠ করতে হবে ছন্দের ক্রম অনুযায়ী। 'এনা-' (ঋ. ৭/১৬/১,২; ৭/৮১/১,২; ৭/৭৪/১,২) ইত্যাদি তিনটি প্রগাথের দেবতা যথাক্রমে অগ্নি, উষা, অশ্বিদ্বয়।

যেষু বান্যেষু ।। ১০।।

অনু.— অথবা অন্য যে (ছন্দের মন্ত্র)গুলিতে (সন্ধিস্তোত্র হয় সেই ছন্দের মন্ত্রগুলিকে এইভাবে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যে ছন্দের মন্ত্রে সন্ধিস্তোত্র গাওয়া হয়, শস্ত্রে ঐ মন্ত্রগুলিকে নিজ নিজ দেবতা ও ছন্দ অনুযায়ী সেই দেবতার সেই ছন্দের মন্ত্রসমষ্টির আগে পাঠ করতে হয়।

পচ্ছো দ্বিপদাঃ ।। ১১।।

অনু.— দ্বিপদা (মন্ত্রগুলিকে) পাদে পাদে (থেমে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদিও প্রাতরনুবাকের তালিকায় একটিমাত্র দ্বিপদা আছে (৪/১৩/৯ সূ. দ্র.), তা হলেও সূত্রে বহুবচন থাকায় এই নিয়ম সর্বত্র প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে। এটি ৪/১৫/১৪ সূত্রের অপবাদবিধি। এখানে 'উপসমাস' তাই হবে না। ঋ. ৬/১০/৭ দ্র.।

উপসনত্তনুয়াদ্ একপদাঃ ।। ১২।।

অনু.— একপদাগুলিকে (পূর্ববর্তী মন্ত্রের প্রণবের সঙ্গে) সংযুক্ত করবেন।

ব্যাখ্যা— যদিও প্রাতরনুবাকের তালিকায় একটিমাত্র একপদা আছে (৪/১৫/৪ সূ. দ্র.), তবুও সূত্রে বহুবচন থাকায় এই নিয়মটিও আগের সূত্রে মতো সর্বত্র প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে। এটিও ৪/১৫/১৪ সূত্রের অপবাদবিধি। এখানেও উপসমাস তাই হবে না। ঋ. ৬/৬৩/১১ দ্র.।

তাভ্যশ্ চোত্তরাঃ ।। ১৩।।

অনু.— ঐ (একপদার) পরবর্তী (মন্ত্রগুলিকেও ঐ পূর্ববর্তী একপদা মন্ত্রের অন্তে প্রযোজ্য প্রণবের সঙ্গে সংযুক্ত করে পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ৪/১৫/১৪ সূত্র অনুসারে 'উপসমাস' যাতে না হয় সেই অভিপ্রায়েই এই সূত্রের অবতারণা।

বিচ্ছন্দস উদ্‌ধরেত্‌ ।। ১৪।।

অনু.— বিপরীত ছন্দের মন্ত্রগুলিকে বাদ দেবেন।

ব্যাখ্যা— অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে যেগুলিতে থামতে হয়, তার মধ্যে পাদে পাদে থেমে পড়তে হয় এমন কোন মন্ত্র এসে পড়লে, শস্ত্রপাঠের সময়ে সেটিকে বাদ দেবেন। অনুরূপভাবে পাদে পাদে থেমে পড়তে হয় এমন মন্ত্রের তালিকায় অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে থামতে হয় এমন কোন মন্ত্র এসে পড়লে তা বাদ দেবেন। আশ্বিনশস্ত্রেই এই নিয়ম। ৪/৩/১৪ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

অপি বা তন্ন্যায়েন শংসনম্‌ ।। ১৫।।

অনু.— অথবা (সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রগুলির) মতো পাঠ (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— অথবা ভিন্ন ছন্দের মন্ত্রটিকে বাদ দেবেন না, সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রের মতোই সেই মন্ত্রটিকেও প্রত্যেক অর্ধমন্ত্রে অথবা পাদে পাদে থেমে থেমে পড়বেন। আশ্বিনশস্ত্রেই এই নিয়ম। সূত্রের অন্য এক সম্ভাব্য অর্থ হল— প্রাতরনুবাকের গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের তালিকায় অন্য কোন ছন্দের মন্ত্র থাকলে সেই মন্ত্রকে বাদ দেবেন না, ঐ সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রের মতোই সেই মন্ত্রকে পাঠ করবেন। তা একান্ত সম্ভব না হলে ঐ মন্ত্রের নিজ ছন্দ অনুযায়ীই মন্ত্রটি পাঠ করবেন। ৪/৩/১৪ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

ন তু পচ্ছোঽন্যাস্‌ ত্রিষ্টুব্‌জগতীভ্যঃ ।। ১৬।।

অনু.— কিন্তু ত্রিষ্টুপ্‌ এবং জগতী ছাড়া অন্য (ভিন্ন ছন্দের মন্ত্রকে) পাদে পাদে (থেমে পড়বেন) না।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্র অনুযায়ী ত্রিষ্টুপ্‌ অথবা জগতী ছন্দের সূক্তের মধ্যে ভিন্ন ছন্দের কোন মন্ত্র থাকলে তাকে সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রের মতো পাদে পাদে থেমে পাঠ করার কথা (৫/১৪/১৭ সূ. দ্র.), কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে, তা করবেন না। হয় হোতা সেই ভিন্ন ছন্দের মন্ত্রকে বাদ দেবেন, না হয় তিনি সেই মন্ত্রকে তার নিজ ছন্দ অনুযায়ী অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে থেমে থেমে পাঠ করবেন। এই নিয়মও আশ্বিনশস্ত্রেই প্রযোজ্য। অন্যত্র মন্ত্রকে তার নিজ ছন্দ অনুযায়ীই থেমে থেমে পাঠ করতে হয়। ৪/১৩/১৪ দ্র.।

পাঙ্‌ক্তেনোদিতে সৌর্যাণি প্রতিপদ্যতে ।। ১৭।।

অনু.— (সূর্য) উঠলে পংক্তিছন্দের মন্ত্রের সঙ্গে (জুড়ে নিয়ে) সূর্যদেবতার (সূক্তগুলি) আরম্ভ করবেন।

ব্যাখ্যা— সূর্যোদয় হলে ৪/১৫/৮ সূত্রে উল্লিখিত পংক্তি ছন্দের মন্ত্রের শেষে প্রযোজ্য প্রণবের সঙ্গে 'সূর্যো-' (১৮ নং সূ. দ্র.) এই সূর্যদেবতার মন্ত্রটিকে জুড়ে নিয়ে পাঠ করবেন। এই সূত্রে 'উদিতে' পদটি থাকায় ৮ নং সূত্রে 'ওদেতোঃ' না বললেও চলে। তবুও তা বলার উদ্দেশ্য হল সূর্য না-ওঠা পর্যন্ত শংসন করেই চলবেন, থামবেন না। তাই প্রয়োজন হলে 'ঈড়ে-' মন্ত্রটিকেই (৪/১৫/১৭ সূ. দ্র.) বারে বারে পড়বেন অথবা ঋক্‌সংহিতা থেকে যতগুলি মন্ত্র প্রয়োজন ততগুলি মন্ত্র নিয়ে পাঠ করবেন— "যস্যাশ্বিনে শস্যমানে সূর্যো নাবির্‌ ভবতি সর্বা অপি দাশতয়ীর্‌ অনুব্রূয়াত্‌" (আপ. শ্রৌ ১৮/২৪/১২)।

সূর্যো নো দিব উদু ত্যং জাতবেদসম্‌ ইতি নব চিত্রং দেবানাং নমো মিত্রস্য। ইন্দ্র ক্রতুং ন আভরাভি ত্বা শূর নোনুমো বহবঃ সূরচক্ষস ইতি প্রগাথাঃ। মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নস্তে হি দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বশম্ভুবা। বিশ্বস্য দেবী মৃচয়স্য জন্মনো ন যা রোষাতি ন গ্রভদ্‌ ইতি দ্বিপদা ।। ১৮।।

অনু.— 'সূর্যো-' (১০/১৫৮), 'উদু-' (১/৫০/১-৯) ইত্যাদি নটি (মন্ত্র), 'চিত্রং-' (১/১১৫), 'নমো-' (১০/৩৭), 'ইন্দ্র-' (৭/৩২/২৬, ২৭), 'অভি-' (৭/৩২/২২, ২৩), 'বহবঃ-' (৭/৬৬/১০, ১১) এই প্রগাথগুলি, 'মহী-' (১/২২/১৩), 'তে হি-' (১/১৬০/১) (এবং) 'বিশ্বস্য-' (সূ.) এই দ্বিপদা (মন্ত্র পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— এই প্রথম চারটি সূক্তকে 'সৌর্য' বলা হয়। সূক্তগুলি পাঠাভ্যাসের সময়ে দিনেই অধ্যয়ন করতে হয়। সূত্রে 'দ্বিপদা' বলে উল্লেখ করায় 'বিশ্বস্য-' মন্ত্রটিকে ৬/৫/১১ সূত্র অনুসারে পাদে পাদে থেমে পড়তে হবে। ঐ. ব্রা. ১৭/৩, ৪ অংশে এই মন্ত্রগুলিরই উল্লেখ আছে, তবে 'উদু-' প্রতীকটিকে সেখানে সূক্তরূপেই গ্রহণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতে অতি যদর্যো অর্হাদ্ ইতি পরিধানীয়া ।। ১৯।।

অনু.— (শস্ত্রের) অন্তিম মন্ত্র 'বৃহ-' (২/২৩/১৫)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১৭/৫ অংশে প্রজা ও পশুর কামনায় 'এবা-' (৪/৫০/৬) এবং তেজ ও ব্রহ্মবর্চসের কামনায় এই 'বৃহ-' মন্ত্রটি দিয়ে শস্ত্রপাঠ সমাপ্ত করতে বলা হয়েছে।

প্রতিপদে পরিধানীয়ায়া ইত্যাহাবঃ ।। ২০।।

অনু.— প্রতিপদের উদ্দেশে (এবং) পরিধানীয়ার উদ্দেশে আহাব (হবে)।

ব্যাখ্যা— ৬ নং সূত্রে উল্লিখিত প্রতিপদ্ মন্ত্রটি তৃচ নয় এবং পরে অনুচর তৃচও নেই বলে তা পারিভাষিক প্রতিপদ্ নয়। ৫/১০/১৭ সূত্র অনুযায়ী সেখানে তাই আহাব হতে পারে না বলে এখানে ঐ প্রতিপদের উদ্দেশে আহাব বিহিত হল। 'পরিধানীয়ায়া' (য়ৈ) বলায় আশ্বিন শস্ত্রের প্রগাথে এবং স্তোত্রিয়ে কিন্তু আহাব হবে না।

বৃহত্সাম চেত্ তস্য যোনিং প্রগাথেষু দ্বিতীয়াং তৃতীয়াং বা ।। ২১।।

অনু.— যদি (সন্ধিস্তোত্রে) বৃহত্সাম (গাওয়া হয়) তাহলে তার যোনিকে প্রগাথগুলিতে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় (স্থানে রাখবেন)।

ব্যাখ্যা— সন্ধিস্তোত্রে সাধারণত 'এনা-' (সা. উ. ৭৪৯-৫৪) এই ছ-টি মন্ত্রকে তিনটি মন্ত্রে পরিবর্তিত করে রথন্তর সামে গাওয়া হয়। যদি বৃহত্সাম গাওয়া হয় তাহলে ঐ সামের নিজ যোনিকে অর্থাৎ 'ত্বামিদ্ধি-' এবং 'স ত্বং-' (ঋ.৬/৪৬/১,২; সা. উ. ৮০৯, ৮১০) এই দুটি মন্ত্রকে সৌর্যকাণ্ডের অর্থাৎ সূর্যদেবতার 'ইন্দ্র-' অথবা 'অভি-' এই প্রগাথের (১৮ নং সূ. দ্র.) পরে পাঠ করবেন।

ন বা ।। ২২।।

অনু.— অথবা (ঐ সামের যোনিমন্ত্রকে পাঠ করবেন) না।

আশ্বিনেন গ্রহেণ সপুরোডাশেন চরন্তি ।। ২৩।।

অনু.— পুরোডাশ-সমেত অশ্বিদেবতার গ্রহ দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা— আশ্বিনশস্ত্র শেষ হলে অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে গ্রহের অথবা দশটি চমসের সোম অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। সেই সময়েই প্রতিপ্রস্থাতা দুই-কপালে সেঁকা একটি পুরোডাশ অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে আহুতি দেন। পুরোডাশটি নিঃশেষে আহুতি দিতে হয়, প্রসাদ-গ্রহণের জন্য কোন অবশেষ রেখে দেওয়া হয় না।

ইমে সোমাসস্তিরো অহ্ন্যাসস্তীরাস্তিষ্ঠন্তি পীতয়ে যুবভ্যাম্। হবিষ্মতা নাসত্যা রথেনা যাতমুপভূষতং পিবধ্যা ইত্যনুবাক্যা ।। ২৪।।

অনু.— (ঐ গ্রহে) 'ইমে-' (সূ.) অনুবাক্যা।

হোতা যক্ষদশ্বিনা সোমানাং তিরো অহ্ন্যানাম্ ইতি প্রৈষঃ ।। ২৫।। [২৪]

অনু.— হোতা- (সূ.) প্রৈষ।

ব্যাখ্যা— সম্পূর্ণ মন্ত্রটি হচ্ছে— "হোতা যক্ষদ্ অশ্বিনা সোমানাং তিরোঅহ্ন্যানাং ত্রিরা বর্তির্যাতাং ত্রিরিহ মানয়েথাম্ উতো তুরীয়ং নাসত্যা বাজিনায় দেবাঃ। সজূরগ্নী রোহিদশ্বো ঘৃতস্নুঃ। সজূরুষা অরুবেভিঃ। সজূঃ সূর্য এতশেভিঃ। সজোষসাবশ্বিনা দংসোভিঃ করত এবাশ্বিনা জুষেতাং মন্দেতাং বীতাং পিবেতাং সোমং হোতর্যজ" (প্রৈষাধ্যায় ৪/১৮)।

প্র বামম্বাংসি মদ্যান্যস্থুরুভা পিবতমশ্বিনেতি যাজ্যে অর্ধর্চশ অনবানম্ ।। ২৬।। [২৪]

অনু.— 'প্র-' (৭/৬৮/২), 'উভা-' (১/৪৬/১৫) এই দু-টি যাজ্যা নিঃশ্বাস না নিয়ে দেড় দেড় করে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১৭/৫ অনুসারে 'প্র-' এই মন্ত্রের পরিবর্তে বিকল্পে 'অশ্বিনা-' (৩/৫৮/৭) মন্ত্রও পাঠ করা চলে। এখানে মন্ত্র দু-টি হলেও যাজ্যা একটি বলেই গণ্য হওয়ায় আগু এবং বষট্কার একবারই হবে (৫/৫/৪ সূত্রে ব্যাখ্যা দ্র.)।

যদ্যেতস্য পুরোডাশস্য স্বিষ্টকৃতা চরেয়ুঃ পুরোল্হা অগ্নে পচতোঽগ্নে
বৃধান আহুতিম্ ইতি সংযাজ্যে ।। ২৭।। [২৫]

অনু.— যদি এই (অশ্বিদেবতার) পুরোডাশের স্বিষ্টকৃত্ দিয়ে অনুষ্ঠান করেন (তাহলে যথাক্রমে) 'পুরো-' (৩/২৮/২), 'অগ্নে-' (৩/২৮/৬) এই (দুই মন্ত্র হবে) স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা এবং যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— এখানে স্বিষ্টকৃতের অনুষ্ঠান বৈকল্পিক।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা (৬/৬)

[সময়ের অভাবে পর্যায় ও আশ্বিনশস্ত্রের অনুষ্ঠান-সংক্ষেপ, সংসব, নিবিদ্-অতিপত্তি]

যদি পর্যায়ান্ অভিব্যুচ্ছেত্ সর্বেভ্য একং সংভরেয়ুঃ ।। ১।।

অনু.— যদি পর্যায়গুলিকে লক্ষ্য করে উষার উদয় হয়, (তাহলে) সমস্ত (পর্যায় থেকে সংগ্রহ করে) একটি (-মাত্র পর্যায়) প্রস্তুত করবেন।

ব্যাখ্যা— যদি এমন হয় যে, রাত্রি শেষ হয় হয়, কিন্তু পর্যায় এখনও শুরুই হয় নি, শুরু করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি এবং যেটুকু সময় ভোর হতে বাকী আছে তার মধ্যে তিনটি পর্যায় এবং আশ্বিনশস্ত্র শেষ করা সম্ভব নয়, তাহলে ঋত্বিকেরা তিন পর্যায় থেকেই কিছু কিছু মন্ত্র নিয়ে একটিমাত্র পর্যায় তৈরী করে মন্ত্র পাঠ করবেন। পরবর্তী সূত্রগুলি দ্র.। ১৮ নং সূত্রের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার নারায়ণ বলেছেন 'যদি পর্যায়োপক্রমে তেষু বা শস্যমানেষু উষঃকাল আগচ্ছেত্ তদা বক্ষ্যমাণং নৈমিত্তিকং কর্ম কর্তব্যম্' হচ্ছে এই সূত্রের মর্মার্থ। সূত্রে 'অভি' লক্ষণ অর্থে ব্যবহৃত একটি কর্মপ্রবচনীয়। ব্যুচ্ছেত্ = বি-√উচ্ছ (বিবাস)— সম্ভাবনার অর্থে বিধিলিঙ্।

প্রথমাদ্ ধোতা দ্বিতীয়ান্ মৈত্রাবরুণো ব্রাহ্মণাচ্ছংসী চোত্তমাদ্ অচ্ছাবাকঃ ।। ২।।

অনু.— প্রথম (পর্যায়) থেকে হোতা, দ্বিতীয় (পর্যায়) থেকে মৈত্রাবরুণ ও ব্রাহ্মণাচ্ছংসী এবং শেষ (পর্যায়) থেকে অচ্ছাবাক (নিজ নিজ শস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে পাঠ করবেন)।

দ্বৌ চেদ্ দ্বৌ প্রথমাদ্ দ্বা উত্তমাত্ ।। ৩।।

অনু.— যদি দু-টি (পর্যায় বাকী থাকে তাহলে হোতা এবং মৈত্রাবরুণ এই) দু-জন (অবশিষ্ট দু-টি পর্যায়ের) প্রথম (পর্যায়) থেকে, (এবং বাকী) দু-জন শেষ (পর্যায়) থেকে (নিজ নিজ শস্ত্র নিয়ে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শেষ দু-টি পর্যায় বাকী আছে এমন সময় ভোর হতে থাকলে হোতা ও মৈত্রাবরুণ দ্বিতীয় পর্যায় থেকে এবং ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক তৃতীয় পর্যায় থেকে নিজ নিজ শস্ত্র নিয়ে পাঠ করবেন। দ্র. যে, সূত্রকার দু-টি পর্যায়ের মধ্যে শেষেরটিকে 'উত্তর' না বলে 'উত্তম' বলছেন। অন্যত্রও তাই দু-টির মধ্যে শেষেরটিকে উত্তম ধরা যেতে পারে। ফলে 'তানি সর্বাণি-' (৭/১/১৬) সূত্রটি দ্বিরাত্রযাগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

অপি বা সর্বে স্যুঃ স্তোমনির্হ্রস্তাঃ ।। ৪।।

অনু.— অথবা সবগুলি (পর্যায়ই) সংক্ষিপ্তস্তোম হবে।

ব্যাখ্যা— সামবেদীয় ঋত্বিকেরা সাধারণত তৃচে অর্থাৎ তিনটি মন্ত্রে সুর চাপিয়ে গান করেন। গান করার সময়ে তৃচটির কয়েকবার পুনরাবৃত্তি হয়। পুনরাবৃত্তির ফলে মন্ত্রের মোট যে সংখ্যা দাঁড়ায় তাকে 'স্তোম' বলে। অতিরাত্রে তিন পর্যায়ের সব স্তোত্রেই পঞ্চদশ স্তোম হয়। যদি পর্যায়গুলি শেষ করার সময় হাতে না থাকে, তাহলে পূর্ববর্তী সূত্রগুলি অনুযায়ী শস্ত্রসংগ্রহ না করে বিকল্পে স্তোমের নির্হ্রাস অর্থাৎ স্তোম-সংক্ষেপও করা যেতে পারে। স্তোম-সংক্ষেপ হল পঞ্চদশ স্তোম প্রয়োগ না করে পঞ্চস্তোম অথবা অন্য কোন অল্প সংখ্যার স্তোম প্রয়োগ করা। 'উক্তঃ শস্যোপায়ঃ' (৬/৪/১) সূত্রে 'উক্তঃ' পদটি থাকায় হোতৃশস্ত্রের ঠিক পূর্বে যে স্তোত্র সেই স্তোত্রে কিন্তু এই নিয়ম খাটবে না, নিয়মটি হোত্রকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

উর্ধ্বং স্তোত্রিয়ানুরূপেভ্যঃ প্রথমোত্তমাংস্ তৃচাঞ্ শংসেয়ুঃ ।। ৫।।

অনু.— (স্তোমনির্হ্রাস হলে হোত্রকেরা) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপের পরে প্রথম ও শেষ তৃচটি পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— হোতার ক্ষেত্রে স্তোমনির্হ্রাস চলে না (৬/৪/১ সূ. দ্র.)। হোত্রকদের ক্ষেত্রে নিজ নিজ শস্ত্রের পূর্ববর্তী স্তোত্রে স্তোমের নির্হ্রাস হলে তাঁরা সেই পর্যায়ে নিজ নিজ শস্ত্রে স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ পাঠ করার পর ৬/৪/১০-১২ সূত্রে উল্লিখিত অনুরূপের ঠিক পরবর্তী তৃচ এবং শেষ তৃচটি পাঠ করবেন অর্থাৎ তাঁরা প্রত্যেকে প্রত্যেক পর্যায়ে নিজ নিজ শস্ত্রে মাত্র চারটি করে তৃচ (স্তোত্রিয়, অনুরূপ, প্রথম তৃচ, শেষ তৃচ) পাঠ করবেন। হোতার শস্ত্র যেমন আগে বলা হয়েছে তেমনই হবে, সেখানে কোন সংক্ষেপ করা চলবে না।

নির্হ্রাস এবৈকস্মিন্ ।। ৬ ।।

অনু.— একটি (পর্যায় বাকী থাকলে কিন্তু) স্তোমসংক্ষেপই (করা হবে)।

ব্যাখ্যা— তিনটি বা দুটি পর্যায় বাকী থাকলে সন্তরণ অথবা নির্হ্রাস, কিন্তু একটিমাত্র পর্যায় বাকী থাকলে স্তোমের সংক্ষেপই ঘটাতে হবে। সূত্রে 'এব' বলায় এ-ক্ষেত্রে এইটিই বিশেষ ধর্ম বা অনন্য বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী সূত্রে যে হোতৃবর্জনের কথা বলা হয়েছে তা তাই সকল 'পর্যায়ে'-রই সাধারণ ধর্ম।

হোতৃবর্জম্ ইত্যেকে ।। ৭।।

অনু.— অন্যেরা (বলেন) হোতা ছাড়া (অপরের ক্ষেত্রে স্তোমসংক্ষেপ হবে)।

ব্যাখ্যা— 'উক্তঃ শস্যোপায়ঃ' (৬/৪/১) সূত্র থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রটি করায় সূত্রটির সম্ভাব্য অর্থ এই—কোন কোন যাজ্ঞিকের মতে ৪ নং সূত্র অনুযায়ী বিকল্পে নয়, হোতা ছাড়া অন্য তিন ঋত্বিকের ক্ষেত্রে শস্ত্রের পূর্ববর্তী স্তোত্রগুলিতে তিন পর্যায়ে অবশ্যই নির্হ্রাস করতে হবে। অথবা অর্থ হবে, একটি পর্যায় বাকী থাকতে ভোর হয়ে আসতে থাকলে হোতা ছাড়া অন্য ঋত্বিক্‌দের সংশ্লিষ্ট স্তোত্রে স্তোমনির্হ্রাস করতে হয়। প্রথম মতটি বৃত্তিকারের।

আশ্বিনায়েকস্তোত্রিয়োঽগ্নে বিবস্বদুষস ইতি ।। ৮।।

অনু.— আশ্বিন শস্ত্রের উদ্দেশে 'অগ্নে-' (১/৪৪/১, ২) এই একটি মাত্র স্তোত্রিয় (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ভোর হয়ে এলে ৬/৫/৯ সূত্র অনুযায়ী আশ্বিনশস্ত্রে তিনটি স্তোত্রিয় পাঠ না করে এই একটি মাত্র স্তোত্রিয় পাঠ করবেন।

তং পুরস্তাদ্ অনুদৈবতং স্বস্য ছন্দসো যথাস্তুতং শংসেত্ ।। ৯ ।।

অনু.— ঐ (স্তোত্রিয়কে) নিজ ছন্দের আগে (তার) দেবতা অনুযায়ী (এবং) স্তোত্র অনুযায়ী পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ঐ স্তোত্রিয়টির দেবতা অগ্নি এবং ছন্দ বৃহতী। আশ্বিনশস্ত্রে আগ্নেয় ক্রতুতে বৃহতী ছন্দের যে মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয় (৪/১৩/১০ সূ. দ্র.) তার আগে একবারমাত্র এই স্তোত্রিয়টিকে স্তোত্র অনুযায়ী পাঠ করতে হবে। 'যথাস্তুতম্' মানে সম্ভবত এই যে, স্তোত্রে 'অগ্নে-' ইত্যাদি দুটি মন্ত্রকে কোন পাদের পুনরাবৃত্তির সাহায্যে তিনটি মন্ত্রে পরিণত করে গাওয়া হয়ে থাকলে শস্ত্রেও তিনটি মন্ত্ররূপেই পাঠ করবেন, কিন্তু ঐ দুটি মন্ত্রকে কোন পুনরাবৃত্তি না করে তিন ভাগ করে তিনটি মন্ত্রে পরিণত করে গাওয়া হলে অবিকল ঐ দু-টি মন্ত্রই পাঠ করবেন। তাছাড়া স্তোত্রিয় শস্ত্রের প্রথমে পাঠ করতে হলেও এখানে তা পাঠ করবেন ছন্দের ক্রম অনুযায়ী। 'অনুদৈবতং' পদের অর্থ এখানে প্রত্যেক দেবতার ক্ষেত্রে নয়, দেবতা অনুযায়ী— 'অনুদৈবতম্ ইতি নাত্র বীপ্সা বিবক্ষিতা' (না.)।

ত্রীণি ষষ্টিশতান্যাশ্বিনম্ ।। ১০।।

অনু.— আশ্বিন (শস্ত্র) হবে তিনশ ষাট।

ব্যাখ্যা— ভোর হয়ে এলে এক-হাজার মন্ত্র পাঠ না করে মাত্র ৩৬০ টি মন্ত্র পাঠ করবেন। মাঙ্গল (৪/১৫/১৫ সূ. দ্র.) প্রভৃতি এই সংখ্যারই অন্তর্ভুক্ত হবে। তাছাড়া সামিধেনীর মতো প্রথম এবং শেষ মন্ত্রের যে তিন বার করে আবৃত্তি হয়, তাকেও এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বিমতানাং প্রসবসন্নিপাতে সংসবোঽনন্তরহিতেষু নদ্যা বা পর্বতেন বা ।। ১১।।

অনু.— বিরুদ্ধমতাবলম্বী (ব্যক্তিদের) নদী অথবা পর্বত দ্বারা ব্যবধানহীন (স্থানে) যুগপৎ সোম-নিষ্কাশন অনুষ্ঠিত হলে সংসব (নামে দোষ হয়)।

ব্যাখ্যা— সংসব = সম্ (এক সঙ্গে, যুগপৎ) + সব (সোমরস-নিষ্কাশন)। পরস্পর-বিদ্বেষী ব্যক্তিরা যদি মাঝে নদী অথবা পর্বতের ব্যবধান নেই এমন কোন মাঠে পাশাপাশি জায়গায় যুগপৎ সোমযাগের অনুষ্ঠান করেন, তাহলে তাকে 'সংসব' বলে। এই সংসব দোষেরই। প্রসঙ্গত 'মহাগিরি-মহানদী-রথাহ্ন-বায়ুব্যবায়েষসংসবঃ। পৃথগ্জনপদে চ। অবিদ্বিষাণমাত্রাদ্ ইত্যেকে' (লা. শ্রৌ. ১/১১/১২-১৪) সূত্র উল্লেখ্য। সেখানে বিন্ধ্য প্রভৃতি বিশাল পর্বত, গঙ্গা প্রভৃতি বড় নদী, রথাহ্নঃ অর্থাৎ এক দিনে রথ যতটা যেতে পারে ততটা দূরত্ব, পূর্ব-পশ্চিমে বায়ু এবং কুরু-পঞ্চাল প্রভৃতি জনপদের ব্যবধান থাকলে এই দোষ হয় না। তাছাড়া বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে যাগ না করলে ব্যবধান না থাকলেও সংসব দোষ হয় না। আমাদের এই সূত্রে দু-বার 'বা' শব্দটি থাকায় মাঝে অন্য-কিছু দ্বারা ব্যবধানের কথাও গ্রন্থান্তরে বলা আছে বলে বুঝতে হবে।

অপ্যেকেঽন্তরহিতেষ্বপি ।। ১২।।

অনু.— অন্যেরা (বলেন), এমন-কি ব্যবধানযুক্ত (স্থানে)ও (সংসব হয়)।

ব্যাখ্যা— দু-টি 'অপি' শব্দ থাকায় অর্থ হবে— সমমতাবলম্বী ব্যক্তিগণও যদি ব্যবধানবিহীন স্থানে এবং বিদ্বেষী ব্যক্তিবর্গ যদি ব্যবধানযুক্ত স্থানেও যুগপৎ সোমযাগ করেন, তাহলেও সংসব দোষ ঘটে।

তথা সতি সন্ত্বরা দেবতাবাহনাত্ ।। ১৩।।

অনু.— তেমন হলে (সবনসম্পর্কিত) দেবতাদের আবাহন পর্যন্ত (যাবতীয় কর্মে) খুব দ্রুততা (অবলম্বন করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— সংসব হলে সবনসম্পর্কিত দেবতাদের আবাহন পর্যন্ত যাবতীয় দৈহিক এবং বাচিক কর্ম খুব দ্রুততার সঙ্গে শেষ করতে এবং 'শতপ্রভৃত্যপরিমিতঃ' (৪/১৫/১০) ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করতে হয়।

কয়া শুভেতি চ মরুত্বতীয়ে পুরস্তাৎ সূক্তস্য শংসেৎ ।। ১৪।।

অনু.— মরুত্বতীয় (শস্ত্রে প্রকৃতিযাগের নিবিদ্ধানীয়) সূক্তের আগে 'কয়া শুভা-' (১/১৬৫) এই (সূক্ত)ও পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— সংসবে 'জনিষ্ঠা-' এই নিবিদ্ধান সূক্তের আগে 'কয়া-' সূক্তটি পাঠ করতে হয়। সূত্রে 'চ' শব্দ থাকায় এই সূক্তটিতেও নিবিদ্ বসাতে হবে। ৫/১০/২১ সূত্র অনুযায়ী এই সূক্তেরই শুরুতে আহাব করতে হবে।

যো জাত এবেতি নিষ্কেবল্যে ।। ১৫।।

অনু.— নিষ্কেবল্য (শস্ত্রে প্রকৃতিযাগের নিবিদ্ধানীয় সূক্তের ঠিক আগে) 'যো-' (২/১২) এই (সূক্তটিও নিবিদ্‌যুক্ত করে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'চ', 'পুরস্তাৎ', 'সূক্তস্য' এই তিন শব্দের এখানে অনুবৃত্তি ঘটেছে। সংসবে প্রকৃতি যাগের 'ইন্দ্রস্য-' এই নিবিদ্ধান সূক্তের আগে এই সূক্তটিও পাঠ করতে হবে। প্রসঙ্গত ১৪ নং সূত্রের ব্যাখ্যাও দ্র.।

মমাগ্নে বর্চ ইতি বৈশ্বদেবসূক্তস্য ।। ১৬।।

অনু.— (বৈশ্বদেব শস্ত্রে) বৈশ্বদেব সূক্তের (ঠিক আগে) 'মমা-' (১০/১২৮) এই (সূক্তও নিবিদ্‌যুক্ত করে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এখানেও পূর্ববর্তী সূত্রের মত 'চ' ইত্যাদি তিনটি শব্দ অনুবৃত্ত হয়েছে। সংসবে প্রকৃতিযাগের 'আ-' এই বৈশ্বদেব নিবিদ্ধানের আগে এই সূক্তটিও পাঠ করতে হয়। প্রসঙ্গত ১৪ নং সূত্রের ব্যাখ্যাও দ্র.।

অপি বৈতেষ্বেব নিবিদো দধ্যাদ্ উদ্ধরেদ্ ইতরাণি ।। ১৭।।

অনু.— অথবা এই (সূক্তগুলিতেই) নিবিদ্ স্থাপন করবেন, অন্য (সূক্ত)গুলি বাদ দেবেন।

ব্যাখ্যা— অন্য সূক্ত অর্থাৎ এই তিন শস্ত্রের প্রকৃতিযাগের নিবিদ্ধানীয় সূক্তগুলি। বিকল্পে 'কয়া-', 'যো-', 'মমাগ্নে-' এই তিন সূক্তেই নিবিদ্ বসাতে হবে এবং প্রকৃতিযাগের 'জনিষ্ঠা-' ইত্যাদি তিন নিবিদ্ধানীয় সূক্তকে বর্জন করা হবে। এই সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ১৪-১৬ নং সূত্রে সেই সেই নিবিদ্ধানীয় সূক্তের ঠিক আগে আগন্তু সূক্তকে পড়তে বলা হয়েছে, শস্ত্রের সকল নিবিদ্ধানীয় সূক্তের আগে নয়। ঠিক আগে থাকলে তবেই সংশ্লিষ্ট নিবিদ্ বসান সম্ভব।

স্থানং চেন্ নিবিদোঽতিহরেন্ মা প্রগামেতি পুরস্তাৎ সূক্তং শস্ত্বান্যস্মিংস্ তদ্দৈবতে দধ্যাৎ ।। ১৮।।

অনু.— যদি নিবিদের স্থান অতিক্রম করেন (তাহলে) আগে 'মা-' (১০/৫৭) এই সূক্ত পাঠ করে (তার পর) ঐ দেবতার অন্য (এক সূক্তে নিবিদ) স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— সূক্তের ঠিক যে স্থানে নিবিদ্ বসাবার কথা, যদি ভুলবশত সেখানে নিবিদ্ না বসিয়ে পূর্ববর্তী মন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ করে আহাব না করে পরবর্তী মন্ত্রটিকে একনিঃশ্বাসে পড়ে বিহিত স্থানে থামা হয় তাহলে তাকে 'নিবিদ্-অতিহার' অথবা 'নিবিদ্-অতিপত্তি' বলে। নিবিদের স্থান অতিক্রম করে গেলে প্রথমে ঐ মূল নিবিদ্ধান সূক্তটির পাঠ আগে নিবিদ্‌বিহীনভাবে শেষ করবেন। তার পরে সমগ্র 'মা-' সূক্তটি পাঠ করে মূল নিবিদ্ধান সূক্তের যিনি দেবতা ছিলেন ঠিক সেই দেবতারই উদ্দেশে নিবেদিত অন্য একটি সূক্ত ঋক্‌সংহিতা থেকে বেছে নিয়ে সেই সূক্তের যথাস্থানে নিবিদ্ বসিয়ে তা পাঠ করবেন। প্রতীকের দ্বারা সূক্ত বলে বুঝা গেলেও সূত্রে 'সূক্তম্' বলার বুঝতে হবে যে, বৃহস্পতিসব প্রভৃতি বিকৃতিযাগে প্রকৃতিযাগে বিহিত মূল স্তোত্রসংখ্যা হ্রাস পেলেও 'মা-' এই সূক্তটিকে কিন্তু অখণ্ডিত অবস্থাতেই পাঠ করতে হবে, মন্ত্রসংখ্যা হ্রাস করে অসমাপ্ত রাখা চলবে না। ঐ. ব্রা. ১১/১১ অংশেও নিবিদের স্থান অতিক্রম করে গেলে এই নিয়মই পালন করতে হয়েছে।

সপ্তম কণ্ডিকা (৬/৭)

[সোমাতিরেকে কর্তব্য কর্ম]

সোমাতিরেকে স্তুতশস্ত্রোপজনঃ ।। ১ ।।

অনু.— সোমরস উদ্বৃত্ত থেকে গেলে স্তোত্র ও শস্ত্রের বৃদ্ধি (ঘটবে)।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক সবনে আহুতির জন্য যতটা সোম প্রয়োজন সোমলতা থেকে ততটা রসই নিষ্কাশন করতে হয়। যদি বেশী রস নিষ্কাশন করা হয় তাহলে সবনের অনুষ্ঠানের শেষে সেই সোম পড়ে থাকে। এই উদ্বৃত্ত থাকার নাম হচ্ছে 'সোমাতিরেক'। সোমাতিরেক হলে উদ্বৃত্ত সোমরস আহুতি দেওয়ার জন্য সবনের শেষে নূতন স্তোত্র এবং নূতন শস্ত্র সংযোজিত করতে হয়।

প্রাতঃসবনেঽস্তি সোমো অয়ং সুতো গৌর্ধয়তি মরুতাম্ ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ।। ২ ।।

অনু.— প্রাতঃসবনে (সোমবৃদ্ধি ঘটলে নূতন শস্ত্রে) 'অস্তি-' (৮/৯৪/৪-৬), 'গৌ-' (৮/৯৪/১-৩) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ (হবে)।

মহাঁ ইন্দ্রো য ওজসাতো দেবা অবন্তু ন ইত্যৈন্দ্রীভির্ বৈষ্ণবীভিশ্ চ স্তোমম্ অতিশংস্য ।। ৩ ।। [২]

অনু.— 'মহাঁ-' (৮/৬/১-৪৫) এই ইন্দ্রদেবতার (মন্ত্রগুলি) দ্বারা এবং 'অতো-' (১/২২/১৬-২১) এই বিষ্ণুদেবতার (মন্ত্রগুলি) দ্বারা স্তোমকে অতিক্রম করে (যাজ্যা পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— স্তোত্রে যে স্তোম প্রয়োগ করা হয়েছে শস্ত্রের পাঠ্য মন্ত্রগুলির দ্বারা সেই সংখ্যাকে অতিক্রম করে যেতে হয়। এর নাম স্তোমের 'অতিশংসন'। এ-ক্ষেত্রে স্তোত্রিয় ও অনুরূপের পরে স্তোমের সংখ্যা অতিক্রমের জন্য যতগুলি মন্ত্রের প্রয়োজন 'মহা-' এবং 'অতো-' ইত্যাদি মন্ত্র থেকে মোট ততগুলি মন্ত্র নিয়ে সম্মিলিতভাবে স্তোমের সেই সংখ্যাকে অতিশংসন করবেন। স্তোমের সংখ্যার চাইতে কতগুলি মন্ত্র বেশী হতে হবে তা 'একয়া দ্বাভ্যাং বা-' (৭/১২/৪) সূত্রে বলা হবে। অতিশংসন করার পর যা করতে হয় তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে। লক্ষণীয় যে, সূত্রে পাদগ্রহণ (চরণের উদ্ধৃতি) সত্ত্বেও 'ঐন্দ্রীভিঃ', 'বৈষ্ণবীভিঃ' এই বহুবচন থাকায় কেবল ঐ উদ্ধৃত দু-টি মন্ত্রই নয়, যতগুলির মন্ত্রের প্রয়োজন ততগুলি মন্ত্র নিতে হয়। 'চ' শব্দের উল্লেখ থাকায় কেবল ইন্দ্রদেবতার অথবা কেবল বিষ্ণুদেবতার মন্ত্র পাঠ করলে চলবে না, দুই দেবতারই মন্ত্র পাঠ করতে হবে।

ঐন্দ্র্যা যজেত্ ।। ৪ ।। [২]

অনু.— ইন্দ্রদেবতার (মন্ত্র) দিয়ে যাজ্যা পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ইন্দ্রদেবতার উদ্দিষ্ট গায়ত্রী ছন্দের যে-কোন মন্ত্র দিয়ে যাজ্যা পাঠ করবেন। 'গায়ত্রং প্রাতঃসবনম্' (শ. ব্রা. ৪/৫/৩/৫) এই উক্তি অনুসারে প্রাতঃসবনে যাজ্যামন্ত্রের যে ছন্দ তা গায়ত্রীই হতে হবে।

বৈষ্ণব্যা বা ।। ৫ ।। [৩]

অনু.— অথবা বিষ্ণুদেবতার (গায়ত্রী ছন্দের যে-কোন মন্ত্র) দিয়ে (যাজ্যা পাঠ করবেন)।

ঐন্দ্রাবৈষ্ণব্যেতি গাণগারির্ দৈবতপ্রধানত্বাত্ ।। ৬ ।। [৪]

অনু.— গাণগারি (বলেন) দেবতা প্রধান বলে ইন্দ্র-বিষ্ণু (দেবতার মন্ত্র) দিয়ে (যাজ্যাপাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি শুধু ইন্দ্রদেবতার অথবা শুধু বিষ্ণুদেবতার গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্র দিয়ে যাজ্যাপাঠ করেন, তাহলে 'যথা বাব শস্ত্রম্ এবং যাজ্যা' (ঐ. ব্রা. ১০/৫; ২৯/১০) এই নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়, কারণ শস্ত্রে দুই দেবতারই উদ্দেশে মন্ত্র পাঠ করা হয়েছে (৩নং সূ. দ্র.)। অপর পক্ষে যদি ইন্দ্র ও বিষ্ণু উভয়েরই উদ্দেশে মন্ত্র পাঠ করা হয় তাহলে 'গায়ত্রং বৈ প্রাতঃসবনম্' (শ. ব্রা. ৪/৫/৩/৫)

এই নিয়মের মর্যাদা রক্ষা করা যায় না, কারণ ইন্দ্র-বিষ্ণুর উদ্দেশে বেদে এমন কোন মন্ত্র নেই যার ছন্দ গায়ত্রী। ঋক্‌সংহিতায় মাত্র ১/১৫৫/১-৩; ৬/৬৯ এবং ৭/৯৯/৪-৬ অংশে ইন্দ্র-বিষ্ণুর যুগ্মস্তুতি পাওয়া যায়, কিন্তু সেই মন্ত্রগুলির কোনটিরই ছন্দ গায়ত্রী নয়, জগতী অথবা ত্রিষ্টুপ্। ছন্দ হচ্ছে মন্ত্রের বহিরঙ্গ মাত্র, দেবতাই মন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য ('যা তেনোচ্যতে সা দেবতা-' সর্বা.) বলে তা অন্তরঙ্গ ও প্রধান এবং সেই কারণে ইন্দ্র-বিষ্ণু এই যুগ্ম দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত যে-কোন ছন্দের মন্ত্রই হবে যাজ্যা। এ-ই হল আচার্য গাণগারির মত। ঐ মন্ত্রটি কি তা পরের সূত্রে বলা হচ্ছে।

সং বাং কর্মণা সমিষা হিনোমীতি ।। ৭ ।। [৫]

অনু.— 'সং-' (৬/৬৯/১)।

ব্যাখ্যা— গাণগারির মতে সেই যাজ্যামন্ত্রটি হচ্ছে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের 'সং-' এই মন্ত্র।

মাধ্যন্দিনে বণ্ মহাঁ অসি সূর্যোদু ত্যদ্ দর্শতং বপুর্ ইতি প্রগাথৌ স্তোত্রিয়ানুরূপৌ।
মহাঁ ইন্দ্রো নৃবদ্ বিষ্ণোর্নু কং ।। ৮ ।। [৬]

অনু.— মাধ্যন্দিনে (সোম উদ্বৃত্ত হলে) 'বণ্-' (৮/১০১/১১,১২), 'উদু-' (৭/৬৬/১৪, ১৫) এই দুই প্রগাথ (হবে) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ। 'মহাঁ-' (৬/১৯/১), 'বিষ্ণো-' (১/১৫৪/১) (ইত্যাদি ইন্দ্র এবং বিষ্ণু এই দুই দেবতার মন্ত্র দিয়ে স্তোমের সংখ্যা অতিক্রম করবেন)।

ব্যাখ্যা— এখানে শেষ দুই প্রতীকে সমগ্র পাদকে উদ্ধৃত না করে তার অপেক্ষায় কম অংশ গ্রহণ করা হয়েছে অক্ষরসংখ্যা লাঘবের জন্য, সূক্তকে বোঝাবার জন্য নয়।

যা বিশ্বাসাং জনিতারা মতীনাম্ ইতি যাজ্যা ।। ৯ ।। [৬]

অনু.— 'যা-' (৬/৬৯/২) যাজ্যা।

তৃতীয়সবন উত্তরোত্তরাং সংস্থাম্ উপেয়ুর্ আতিরাত্রাত্ ।। ১০ ।। [৭]

অনু.— তৃতীয়সবনে (সোম উদ্বৃত্ত হলে) অতিরাত্র পর্যন্ত পরবর্তী পরবর্তী সংস্থাকে আশ্রয় করবেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিষ্টোমে তৃতীয়সবনে সোম উদ্‌বৃত্ত হলে উক্‌থ্যের, উক্‌থ্যে সোম উদ্‌বৃত্ত হলে ষোড়শীর এবং ষোড়শীতে সোমরসের বৃদ্ধি ঘটলে অতিরাত্র যাগের অনুষ্ঠান করবেন। সূত্রে 'আতিরাত্রাত্' বলায় এখানে পূর্বে আলোচিত চারটি সংস্থাকেই বুঝতে হবে, এখনও যেগুলির কথা বলা হয় নি সেই অত্যগ্নিষ্টোম, বাজপেয় ও অপ্তোর্যামকে বুঝলে চলবে না।

অতিরাত্রাচ্ চেত্ প্র তত্ তে অদ্য শিপিবিষ্ট নাম প্র তদ্ বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেণেতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ।
মাধ্যন্দিনেন শেষঃ ।। ১১ ।। [৮]

অনু.— যদি অতিরাত্র থেকে (-ও সোমবৃদ্ধি ঘটে তাহলে) 'প্র তত্-' (৭/১০০/৫-৭), 'প্র তদ্-' (১/১৫৪/২-৪) এই (দুই তৃচ হবে) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ। অবশিষ্ট (অংশ) মাধ্যন্দিন দ্বারা (বলা হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— অতিরাত্রে সোমরস উদ্বৃত্ত হলে উদ্ধৃত এই দুই স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ পাঠ করার পর মাধ্যন্দিন সবনে সোমবৃদ্ধি ঘটলে যে মন্ত্রগুলি পাঠ করতে বলা হয়েছে (৮ নং সূ. দ্র.) সেই মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হবে। মাধ্যন্দিনের স্তোত্রিয় ও অনুরূপ অবশ্য এখানে বাদ দিতে হবে।

ত্বেষমিত্থা সমরণং শিমীবতোর্ ইতি বা যাজ্যা ।। ১২ ।। [৯]

অনু.— অথবা 'ত্বেষ-' (১/১৫৫/২) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— 'যা-' (৯নং সূ. দ্র.) মন্ত্রের পরিবর্তে এখানে 'ত্বেষ-' মন্ত্রটিও যাজ্যা হতে পারে। বৃত্তিকারের মতে অত্যগ্নিষ্টোম, বাজপেয় এবং অপ্তোর্যাম যাগেও তৃতীয়সবনে সোম উদ্বৃত্ত হলে এই ১১-১২ নং সূত্রের নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। সোমরস উদ্বৃত্ত থাকার কারণেই হোক অথবা অন্য কোন কারণে হোক, যদি শস্ত্রবৃদ্ধি ঘটাতে হয়, তাহলে সবনভেদে এই কণ্ডিকার নিয়মগুলিই অনুসরণ করতে হবে, স্তোত্রিয় ও অনুরূপ স্থির করা হবে উদ্গাতাদের গীত স্তোত্র অনুযায়ী।

অষ্টম কণ্ডিকা (৬/৮)

[সোমের প্রতিনিধি]

ক্রীতে রাজনি নষ্টে দগ্ধে বা ।। ১।।

অনু.— সোম কেনা হলে (তা) নষ্ট অথবা দগ্ধ হলে (যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা এ-বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— রাজা = সোম। চর্বি, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মল, মূত্র, নাকের শ্লেষ্মা, কর্ণমল, নেত্রমল, শ্লেষ্মা, অশ্রু এবং ঘর্ম এই বারোটি কারণেই (মনু. ৫/১৩৫ দ্র.) সোম দূষিত হতে পারে। যদি এগুলি ছাড়া অন্য কোন কারণে অর্থাৎ কেশ, কীট প্রভৃতির কারণে সোমলতা দূষিত হয় তাহলে কিন্তু তা যজ্ঞে ব্যবহার করা চলবে। সোমলতা পুড়ে গেলে তার ছাই দিয়ে কেউ কেউ যাগ করেন, কিন্তু বৃত্তিকার মনে করেন সূত্রে 'নষ্টে' বলা সত্ত্বেও 'দগ্ধ' বলায় সে-ক্ষেত্রে তা না করে প্রায়শ্চিত্তই করতে হবে। সোম নষ্ট হলে এবং দগ্ধ হলে কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা ৪ নং সূত্রে বলা হবে। প্রসঙ্গটি বর্তমানে স্থগিত রাখা হচ্ছে।

অপি দগ্ধানি সদোহবির্ধানান্যনাবৃতা ক্রিয়েরন্ ।। ২।।

অনু.— সদোমণ্ডপ এবং হবির্ধান-মণ্ডপ পুড়ে গেলে বিনা-মন্ত্রে (অনুষ্ঠান) করবেন।

ব্যাখ্যা— অনাবৃতা = বিনামন্ত্রে।

আবৃতা বা ।। ৩।।

অনু.— অথবা মন্ত্রসমেত (অনুষ্ঠান করবেন)।

ব্যাখ্যা— দ্র. যে, আ. গৃ. ১/১১/১৫; ১/১৬/৬; ১/১৭/১৮ সূত্রে 'আবৃতা' শব্দটি কিন্তু মন্ত্রবিহীন অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্যং রাজানম্ অভিষুণুয়ুঃ ।। ৪।।

অনু.— অন্য সোমকে (এনে) নিষ্কাশন করবেন।

ব্যাখ্যা— সোম নষ্ট হলে বা পুড়ে গেলে এই প্রায়শ্চিত্ত।

অনধিগমে পূতীকান্ ফাল্গুনানি ।। ৫।।

অনু.— (সোম) না পাওয়া গেলে পূতীক এবং ফাল্গুন (পরস্পর মিশিয়ে যাগ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— পূতীক = সোমের মতো দেখতে এক ধরনের লতা। ফাল্গুন = স্তম্বরূপ বিশেষ ওষধি। পূতীক এবং ফাল্গুন পরিচিত বস্তু নয় বলে বৃত্তিকার বলেছেন— 'অপ্রসিদ্ধাঃ পদার্থা অভিযুক্তেভ্যঃ শিক্ষিতব্যাঃ' অর্থাৎ অপ্রসিদ্ধ বস্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে। উল্লেখ্য, তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে পূতীকের সঙ্গে অন্য কিছু মেশাতে বলা হয় নি (তা. ব্রা. ৯/৫/৩ দ্র.)।

অন্যা বা ওষধয়ঃ পূতীকৈঃ সহ ।। ৬।।

অনু.— অথবা পূতীকের সঙ্গে অন্য (কোন) ওষধি (মিশিয়ে যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অন্য ওষধি বলতে কুশ, দূর্বা ইত্যাদি। সূত্রে 'সহ' না বললেও চলত (''বিনাপি সহশব্দেন ভবতি 'বৃদ্ধো যূনা' ইতি নিদর্শনাত্'' - পা. ২/৩/১৯- কাশিকা), তবুও তা বলায় পূতীকও না পাওয়া গেলে অন্য-কিছুর সঙ্গে অন্য কোন ওষধি মেশাতে হবে। পাঠকেরা যেন এখানে ''যস্য কস্য তরোর্ মূলং যেন কেন বিজাটিতম্ (যেন কেনাপি মিশ্রয়েত্)। যস্মৈ কস্মৈ প্রদাতব্যং যদ্ বা তদ্ বা ভবিষ্যতি।।'' এই শ্লোকটি হঠাৎ স্মরণে এনে বিভ্রান্ত না হন।

প্রায়শ্চিত্তং বা হুত্বোত্তরম্ আরভেত ।। ৭।।

অনু.— অথবা প্রায়শ্চিত্ত আহুতি দিয়ে পরবর্তী (কর্ম আরম্ভ করবেন)।

ব্যাখ্যা— দীক্ষণীয়েষ্টি অথবা উপসদ্-ইষ্টির দিন সোম নষ্ট হলে যত দিন পর্যন্ত না সোম পাওয়া যায় ততদিন ধরে প্রত্যহ আরব্ধ দীক্ষণীয়েষ্টির অথবা আরব্ধ উপসদ্-ইষ্টির অনুষ্ঠান করে চলবেন। সোমরস আহুতি দেওয়া হবে কিন্তু পূর্বসঙ্কল্পিত দিনেই। সে-দিনও সোম না পাওয়া গেলে প্রতিনিধি দিয়ে ঐ দিনই যাগ করবেন। অথবা 'ভূঃ স্বাহা' মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত আহুতি দিয়ে ঐ অনুষ্ঠান অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যাগ করতে হয়। তার পর সোম পাওয়া গেলে নুতন করে যাগটি শুরু করতে হয়। এখানে দিন বলতে সম্ভবত ঋতু অথবা পক্ষকে বুঝতে হবে।

সুত্যাসূক্তম্ এব মন্যেত ।। ৮।।

অনু.— সুত্যাদিনে (সোম নষ্ট হলে আগে যা) বলা হয়েছে (তা-ই করণীয় বলে) জানবেন।

ব্যাখ্যা— সুত্যাসূক্তম্ = সুত্যাসু + উক্তম্। সোমরস-আহুতির দিন সোম নষ্ট হলে অথবা না পাওয়া গেলে ৫ নং এবং ৬ নং সূত্র অনুযায়ী প্রতিনিধি দিয়েই কাজ করবেন, ৭নং সূত্রানুযায়ী দিনবৃদ্ধি অথবা কর্মত্যাগ করবেন না।

প্রতিধুক্ প্রাতঃসবনে ।। ৯।।

অনু.— প্রাতঃসবনে সদ্যদুগ্ধ দুধ (প্রতিনিধি-দ্রব্যের সঙ্গে মেশাবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রতিধুক্ = সদ্য দোহন-করা দুধ। এই পাক না-করা কাঁচা দুধই প্রতিনিধি-দ্রব্যের সঙ্গে মেশাতে হয়।

শৃতং মাধ্যন্দিনে ।। ১০।।

অনু.— মাধ্যন্দিনে ক্বাথ-করা দুধ (প্রতিনিধি-দ্রব্যের সঙ্গে মেশাবেন)।

ব্যাখ্যা— দুধ পাক করে সেই দুধ মেশাতে হয়।

দধি তৃতীয়সবনে ।। ১১।।

অনু.— তৃতীয়সবনে (মেশাবেন) দই।

শ্রায়ন্তীয়ং ব্রহ্মসাম যদি ফাল্গুনানি বারবন্তীয়ং যজ্ঞাযজ্ঞীয়স্য স্থানে ।। ১২।।

অনু.— যদি ফাল্গুন (প্রতিনিধি-দ্রব্য হয় তাহলে) ব্রহ্মসাম (হবে) শ্রায়ন্তীয় (এবং) অগ্নিষ্টোমস্তোত্রের স্থানে (গাওয়া হবে) বারবন্তীয় (সাম)।

ব্যাখ্যা— ফাল্গুন দিয়ে যাগ হলে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর পাঠ্য শস্ত্রের ঠিক পূর্ববর্তী স্তোত্রে 'শ্রায়ন্ত-' (সা. উ. ১৩১৯-২০) এই শ্রায়ন্তীয় সাম এবং অগ্নিষ্টোমস্তোত্রে 'অশ্বং-' (সা. উ. ১৬৩৪-৬) এই বারবন্তীয় সাম গাইতে হয়।

শ্রায়ন্তীয়ম্ একে ।। ১৩।।

অনু.— অন্যেরা (বলেন অগ্নিষ্টোম স্তোত্রে হবে) শ্রায়ন্তীয় (সাম)।

ব্যাখ্যা— এই অন্য এক মতে ব্রহ্মসাম হবে প্রকৃতিযাগের মতোই, কিন্তু অগ্নিষ্টোমস্তোত্র হবে শ্রায়ন্তীয় সামে।

একদক্ষিণং যজ্ঞং সংস্থাপ্যোদবসায় পুনর্ যজেত ।। ১৪।।

অনু.— একটিমাত্র-দক্ষিণাবিশিষ্ট (সেই) যজ্ঞ শেষ করে অন্যত্র গিয়ে আবার যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রতিনিধি দিয়ে যে সোমযাগ করা হয় তা-তে একটিমাত্র বস্তুই দক্ষিণা দিতে হয়। ঐ যজ্ঞের সমাপ্তি ঘটে উদবসানীয়া ইষ্টিতে। তার পর অন্যত্র চলে গিয়ে সোম পেলে আবার আর একটি সোমযাগ করতে হয়। 'অলিঙ্গগ্রহণে গৌঃ সর্বত্র' (কা. শ্রৌ. ১৫/২/১৩) সূত্র থেকে মনে হয় এই দক্ষিণা গরুই। বৃত্তিকারের মতও তা-ই।

তস্মিন্ পূর্বস্য দক্ষিণা দদ্যাত্ ।। ১৫।।

অনু.— সেই (নূতন যাগে) আগের (যাগের বিহিত যাবতীয়) দক্ষিণা দেবেন।

ব্যাখ্যা— আগের যাগে দক্ষিণার দ্রব্য ছিল একাধিক, কিন্তু দেওয়া হয়েছে মাত্র একটি দ্রব্য। এই নূতন যাগে কিন্তু মূল যাগে বিহিত সমস্ত দক্ষিণাই দিতে হয়।

সোমাধিগমে প্রকৃত্যা ।। ১৬।।

অনু.— সোম পাওয়া গেলে স্বাভাবিকভাবে (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি আহুতি দেওয়ার আগেই সোমলতা পাওয়া যায় তাহলে গৃহীত প্রতিনিধির পরিবর্তে সোম দিয়েই আহুতি দেবেন। একাহযাগে অবশ্য এই নিয়ম। অহর্গণে প্রতিনিধি দিয়ে একদিন আহুতি দেওয়া হলে পরে সোম পাওয়া গেলে অন্য দিনগুলিতে সোম দিয়েই যাগ করবেন। তার পরে সমগ্র সত্র শেষ হলে অন্যত্র চলে গিয়ে যে-দিনের অনুষ্ঠান প্রতিনিধি দিয়ে হয়েছিল সেই দিনের অনুষ্ঠানটি আবার সকলকে মিলিত হয়েই সোম দিয়ে করতে হয়। একাহে প্রতিনিধি নেওয়া হলে প্রতিনিধি দিয়েই যাগ করে মূল দ্রব্য দিয়ে আবার যথারীতি প্রথম থেকে যাগটির অনুষ্ঠান করতে হবে।

নবম কণ্ডিকা (৬/৯)

[দীক্ষিতের অসুস্থতায় কর্তব্য]

দীক্ষিতানাম্ উপতাপে পরিহিতে প্রাতরনুবাকেঽনুপাকৃতে বা পুষ্টিপতে পুষ্টিশ্চক্ষুষে চক্ষুঃ প্রাণায় প্রাণং ব্যানে ব্যানং বাচে বাচমস্মৈ পুনর্ধেহি স্বাহেতি ব্রহ্মাহুতিং হুত্বা শীতোষ্ণা অপঃ সমানীয়ৈকবিংশতিম্ আসু যবান্ কুশপিঞ্জূলানি চাবধায় তাভির্ অদ্ভির্ অপ্-অর্থং কুর্বীত তাভির্ এনম্ আপ্লাবয়েজ্ জীবানামস্থতা ৩। ইমমমুং জীবয়ত জীবিকানামস্থতা ৩। ইমমমুং জীবয়ত সংজীবানামস্থতা ৩। ইমমমুং সংজীবয়ত সংজীবিকানামস্থতা ৩। ইমমমুং সংজীবয়তেত্যোষধিসূক্তেন চ ।। ১।।

অনু.— দীক্ষিতদের (মধ্যে কারও) অসুখ হলে প্রাতরনুবাক শেষ হলে (অপোনপ্ত্রীয়া আরম্ভের আগেই) অথবা উপাকরণ করার আগে ব্রহ্মা 'পুষ্টি-' (সূ.) এই (মন্ত্রে একটি) আহুতি দিয়ে ঠাণ্ডা এবং গরম জল মিশিয়ে এই (জলে) একুশটি যব এবং (একুশটি) কুশগুচ্ছ রেখে ঐ জল দিয়ে জলের কাজ করবেন। ঐ (জল) দিয়ে এই (অসুস্থ দীক্ষিতকে) 'জীবানাম্-' (সূ.), 'জীবিকা-' (সূ.), 'সংজী-' (সূ.), 'সংজী-' (সূ.) এবং ওষধিসূক্ত (১০/৯৭) দ্বারা স্নান করবেন।

ব্যাখ্যা— সব ক-টি মন্ত্রের পাঠ শেষ হলে ব্রহ্মা একবার মাত্র স্নান করাবেন। ঐ জল দিয়েই যজমান আচমন ছাড়া শৌচ প্রভৃতি যাবতীয় জলের কাজ করবেন। এই কাজগুলি তিনি নিজেই করবেন, তবে নিতান্ত অক্ষম হলে ভৃত্য প্রভৃতি তা করে দিতে

পারেন। বৃত্তিকারের মতে 'তাভির্..... কুর্বীত' অংশটি বোঝার প্রয়োজনে 'ঔষধিসূক্তেন চ' অংশের পরে আছে বলে ধরতে হবে। এই নূতন ক্রমে প্রথমাংশের কর্তা যে ব্রহ্মা এবং অন্তিম অংশের কর্তা যে অসুস্থ যজমান নিজে তা তাহলে বোঝা সহজ হয়।

আপ্লাব্যানুমৃজেত্ ।। ২।।

অনু.— স্নান করিয়ে পরে (দীক্ষিতের দেহ) মুছে দেবেন।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে 'আপ্লাবয়েত্' বলা থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার 'আপ্লাব্য' বলা হয়েছে এই অভিপ্রায়ে যে, একই ব্যক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মাই আপ্লাবন ও মার্জন দুইই করবেন তা বোঝাবার জন্য।

উপাংশ্বন্তর্যামৌ তে প্রাণাপানৌ পাতামসা উপাংশুসবনস্তে ব্যানং পাত্বসাবৈন্দ্রবায়বস্তে বাচং পাত্বসৌ মৈত্রাবরুণস্তে চক্ষুষী পাত্বসাবাশ্বিনস্তে শ্রোত্রং পাত্বসাবাগ্রয়ণস্তে দক্ষক্রতূ পাত্বসা উক্থ্যস্তেঽঙ্গানি পাত্বসৌ ধ্রুবস্ত আয়ুঃ পাত্বসাব্ ইতি ।। ৩।।

অনু.— 'উপাংশু-' (সূ.) এই (মন্ত্রে নাক), 'উপা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে সমস্ত দেহ), ঐন্দ্র-' (সূ.) এই (মন্ত্রে মুখ), 'মৈত্রা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে দুই চোখ), 'আশ্বিন-' (সূ.) এই (মন্ত্রে দুই কাণ), 'আগ্র-' (সূ.), 'উক্থ্য-' (সূ.), 'ধ্রুব-' (সূ.) এই (তিন মন্ত্রে সমস্ত দেহ মুছে দেবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক মন্ত্রে 'অসৌ' পদের স্থানে অসুস্থ ব্যক্তির নাম সম্বোধনে উল্লেখ করতে হবে। ব্রহ্মা যখন যজমানের অঙ্গগুলি মুছে দেন তখন অন্য ঋত্বিকেরাও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন।

যথাসনম্ অনুপরিক্রমণম্ ।। ৪।।

অনু.— আসন অনুযায়ী (ঋত্বিক্‌দের নিজ নিজ আসনের) উপরে যেতে হয়।

ব্যাখ্যা— মুছান হয়ে গেলে ঋত্বিকেরা নিজ নিজ আসনে চলে যাবেন।

ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রম্ ইতি তার্ক্ষ্যাদিঃ ।। ৫।।

অনু.— 'ত্রাতা-' (৬/৪৭/১১) এই (মন্ত্রটি হবে) তার্ক্ষ্যসূক্তের (১০/১৭৮) আরম্ভ।

ব্যাখ্যা— আগে 'ত্রাতা-' মন্ত্র পড়ে, পরে তার্ক্ষ্য-সূক্ত পাঠ করতে হবে।

যদ্যপ্যন্যদ্ ঐকাহিকাদ্ বৈশ্বদেবং স্বস্ত্যাত্রেয়ে নিবিদং দধ্যাত্ ।। ৬।।

অনু.— যদিও একাহের থেকে ভিন্ন অন্য (কোন সূক্ত এই দিন) বৈশ্বদেব (নিবিদ্ধান হয় তাহলেও) স্বস্ত্যাত্রেয় (তৃচে) নিবিদ্ স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— একাহ্ অগ্নিষ্টোমে বৈশ্বদেব নিবিদ্ধান-সূক্ত হচ্ছে 'আ-' (১/৮৯/১-৯) ইত্যাদি ন-টি মন্ত্র (৫/১৮/৬, ৮ সূ. দ্র.)। যদি কোন সোমযাগে এর পরিবর্তে অন্য কোন সূক্তও বিহিত হয়ে থাকে, তাহলেও সেই সূক্তকে বাদ দিয়ে দীক্ষিতের অসুস্থতার কারণে সেখানে 'স্বস্ত্যাত্রেয়' তৃচেই (৫/৫১/১৩-১৫) নিবিদ্ পাঠ করবেন।

প্রকৃত্যাগদে ।। ৭।।

অনু.— রোগমুক্ত হলে স্বাভাবিকভাবে (অনুষ্ঠান হবে)।

ব্যাখ্যা— রোগাক্রান্ত হলে যে নিয়মগুলি পালন করার কথা এতক্ষণ বলা হল রোগমুক্তি ঘটলে তা আর পালন করতে হয় না, তখন অনুষ্ঠান হয় সাধারণ নিয়মেই।

দশম কণ্ডিকা (৬/১০)

[সত্রে এবং একাহে দীক্ষিতের মৃত্যুতে কর্তব্য]

সংস্থিতে তীর্থেন নিরহৃত্যাবভৃথে প্রেতালঙ্কারান্ কুর্বন্তি ।। ১।।

অনু.— (দীক্ষিত) মারা গেলে (ঋত্বিকেরা মৃতদেহকে) তীর্থ দিয়ে অবভৃথ-স্থানে নিয়ে গিয়ে (ঐ দেহে) মৃতের অলঙ্কারসজ্জা (স্থাপন) করবেন।

ব্যাখ্যা— 'সংস্থিতেঽতীর্থেন' পাঠ হলে অর্থ হবে— তীর্থ ছাড়া অন্য পথে মৃতদেহকে নিয়ে যেতে হবে। সন্ধি বিচ্ছিন্ন করে যদি পদটিকে 'আবভৃথ' (অবভৃথ + অণ্) ধরা হয় তাহলে অর্থ হবে অবভৃথ-সম্পর্কিত স্থান। পদটি 'অবভৃথ' ধরলে ঐ একই অর্থ হবে, তবে তা হবে লক্ষণার দ্বারা। প্রসঙ্গত শা. ৪/১৪-১৬ দ্র.।

কেশশ্মশ্রুলোমনখানি বাপয়ন্তি ।। ২।।

অনু.— (নাপিতকে দিয়ে মৃতের) চুল, দাড়ি, লোম, নখ কেটে দেওয়াবেন।

নলদেনানুলিম্পন্তি ।। ৩।।

অনু.— নলদ দিয়ে (মৃতদেহকে) লেপন করবেন।

ব্যাখ্যা— 'নলদো নাম দ্রব্যবিশেষঃ। স চাভিযুক্তেভ্যঃ শিক্ষিতব্যঃ' (বৃত্তি) অর্থাৎ নলদ কি বস্তু তা অভিজ্ঞদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। এই নলদের মলম মৃতদেহে লেপে দিতে হয়।

নলদমালাং প্রতিমুঞ্চন্তি ।। ৪।।

অনু.— (মৃতকে) নলদের মালা পরাবেন।

নিষ্পুরীষম্ একে কৃত্বা পৃষদাজ্যং পূরয়ন্তি ।। ৫।।

অনু.— অন্যেরা (মৃতদেহকে) মলমুক্ত করে (অন্ত্রে) দধিমিশ্রিত আজ্য প্রবেশ করান।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত শ. ব্রা. ১২/৫/১, ২ দ্র.।

অহতস্য বাসসঃ পাশতঃ পাদমাত্রম্ অবচ্ছিদ্য প্রোর্ণুবন্তি প্রত্যগ্দশেনাবিঃপাদম্ ।। ৬।।

অনু.— না-পরা কাপড়ের আরম্ভস্থান থেকে এক-পা পরিমাণ ছিঁড়ে নিয়ে (মৃতের দুই) পা খোলা থাকে (এমনভাবে অবশিষ্ট কাপড়ের) পশ্চিমমুখী প্রান্ত দিয়ে (দেহটিকে) ঢেকে দেন।

ব্যাখ্যা— পাশ = কাপড়ের আরম্ভের দিক্। দশা = কাপড়ের শেষ প্রান্ত। অহত = নূতন, না-ধোওয়া না-পরা কাপড়— 'ঈষদ্ধৌতং নবং শ্বেতং সদশং যন্ন ধারিতম্। অহতং তদ্ বিজানীয়াত্ সর্বকর্মসু পাবনম্।।" কাপড়টি দিয়ে এমনভাবে দেহটিকে ঢাকা দেবেন যাতে মৃতের পা-দুটি বেরিয়ে থাকে এবং কাপড়ের প্রান্তটি থাকে পশ্চিম দিকে। মৃতের মাথাটি থাকবে পূর্ব দিকে।

অবচ্ছেদম্ অস্য পুত্রা অমাকুর্বীরন্ ।। ৭।।

অনু.— এই (মৃতের) পুত্রেরা (ঐ) ছিন্ন অংশকে নিজেরা গ্রহণ করবেন।

ব্যাখ্যা— অমা = নিজ। মৃতব্যক্তির পুত্ররা ঐ ছিন্ন দশাটি নিজেরা নিয়ে নেবেন।

অগ্নীন্ অস্য সম্-আরোপ্য দক্ষিণতো বহির্‌বেদি দহেয়ুঃ ।। ৮।।

অনু.— এঁর অগ্নিগুলিকে (অরণিতে) সমারোপণ করে (মৃতদেহকে) বেদির বাইরে (যজ্ঞভূমির) ডান দিকে (এনে) দগ্ধ করবেন।

ব্যাখ্যা— মৃতের শ্রৌত অগ্নিগুলিকে দুই অরণিতে সমারোপণ করে মৃতদেহকে যজ্ঞভূমির বাইরে ডান দিকে এনে অরণি মন্থন করে সেই মন্থনজাত অগ্নিতে ঐ মৃতের দাহকর্ম সম্পন্ন করবেন।

আহার্যেণানাহিতাগ্নিম্ ।। ৯।।

অনু.— অনাহিতাগ্নিকে ঔপাসন (অগ্নি) দ্বারা (দগ্ধ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যিনি শ্রৌত অগ্নির আধান করেন নি, তিনি যদি সত্রে অংশগ্রহণ করার পর দীক্ষিত হয়ে মারা যান তাহলে তাঁকে 'আহার্য' অর্থাৎ ঔপাসন অগ্নি দ্বারা দাহ করবেন।

পত্নীং চ ।। ১০।।

অনু.— (দীক্ষিতের মৃত) পত্নীকেও (ঔপাসন অথবা লৌকিক অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এখানে 'আহার্য' বলতে লৌকিক যে-কোন সাধারণ অগ্নিকে বুঝতে হবে। বিবাহের অগ্নির সবটুকুতে দুই অরণি তপ্ত করে সেই দুই অরণি মন্থন করার পর গার্হপত্য প্রভৃতি তিন শ্রৌত অগ্নির যে আধান তা হল 'সর্বাধান'। যদি ঐ বৈবাহিক (= ঔপাসন) অগ্নির অর্ধেক অংশ পৃথক্ করে নিয়ে অরণি তপ্ত করার পর সেই মন্থনজাত অগ্নি তিন কুণ্ডে স্থাপন করা হয় তা হলে তাকে বলে 'অর্ধাধান'। অবশিষ্ট অর্ধেক ঔপাসন অগ্নি রেখে দেওয়া হয় স্মার্ত কর্মের জন্য— "অর্ধাধানং স্মৃতং শ্রৌতস্মার্তাগ্ন্যোস্ তু পৃথক্‌কৃতিঃ। সর্বাধানং তয়োর্ ঐক্যকৃতিঃ পূর্বযুগাশ্রয়া।।" (অ. স.— লৌগাক্ষি)। আহিতাগ্নি অর্ধাধান করে থাকলে পত্নীকে ঔপাসন অগ্নিতে এবং সর্বাধান করে থাকলে লৌকিক অগ্নিতে দাহ করতে হবে।

প্রত্যেত্যাহঃ সম্-আপয়েয়ুঃ ।। ১১।।

অনু.— দাহস্থানে (থেকে) ফিরে (সে-) দিন (অবশিষ্ট সকল অনুষ্ঠান) শেষ করবেন।

প্রাতর্ অনভ্যাসম্ অনভিহিংকৃতানি শস্ত্রানুবচনাভিষ্টবনসংস্তবনানি ।। ১২।।

অনু.— (পরের দিন) সকালে শস্ত্র, অনুবচন, অভিষ্টবন এবং সংস্তবন (মন্ত্রগুলি) পুনরাবৃত্তিহীন এবং অভি-হিঙ্কারবিহীন (হবে)।

ব্যাখ্যা— এই দিন কিন্তু শস্ত্র প্রভৃতিতে সামিধেনীর নিয়ম অনুযায়ী অভিহিঙ্কার এবং পুনরাবৃত্তি হবে না। অভিষ্টবনে ও দিনের প্রথম শস্ত্রে অভিহিঙ্কার আগে থেকেই নিষিদ্ধ রয়েছে (১/২/২৯; ৫/৯/১ সূ. দ্র.)। সেখানে তাই বর্তমান সূত্র দ্বারা প্রথম ও শেষ মন্ত্রের পুনরাবৃত্তিই নিষিদ্ধ হচ্ছে। অনুবচন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এইভাবে কোথায় কোন্‌টি আলোচ্য সূত্র দ্বারা বিহিত হচ্ছে তা বুঝে নিতে হবে। এই যে দিনটির শস্ত্র প্রভৃতির কথা এখানে বলা হচ্ছে এটি সত্রের মধ্যে দীক্ষিতের মৃত্যুর কারণে অনুষ্ঠেয় অতিরিক্ত একটি দিন- "যস্মিন্নহনি দীক্ষিতঃ প্রমীয়তে তদ্ অহর্ উক্তেন প্রকারেণ সমাপ্য তদ্-অনন্তরং সপ্তদশস্তোমং ত্রিবৃত্‌পবমানকম্.... অহর্-অন্তরং..... সত্রমধ্যে সত্রিভিঃ কর্তব্যম্"। বৃত্তিকার এখানে 'প্রাতঃ' শব্দের যে অর্থ করেছেন তা ২৩ নং এবং ২৮ নং সূত্রের বৃত্তির সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে তেমন সঙ্গতিপূর্ণ মনে হচ্ছে না। এখানে তিনি বলেছেন— "যস্মিন্নহনি দীক্ষিতদহনং কৃতং তস্মাত্ পরম্ অনন্তরম্ অহঃ প্রাতর্ ইত্যুচ্যতে"। ২৩ নং সূত্রে বলেছেন— "যস্মিন্নহনি দীক্ষিতঃ প্রমীয়তে তদ্ অহঃ উক্তেন প্রকারেণ সমাপ্য তদ্-অনন্তরং সপ্তদশস্তোমং..... কর্তব্যম্"। ২৮ নং সূত্রে আবার বলেছেন— "যঃ সংবত্সরে অগ্নিযজ্ঞো যস্মিংশ্ চ অহনি গৃহপতিঃ ম্রিয়তে তয়োঃ শস্ত্রবিকার উক্তঃ 'অনভ্যাসম্' ইত্যাদয়ো"। সম্ভবত বৃত্তিকার যে-দিন গৃহপতির মৃত্যু হয় তার পরের দিনের নৈমিত্তিক অগ্নিষ্টোমকেই এখানে বোঝাতে চাইছেন।

পুরা গ্রহগ্রহণাত্ তীর্থেন নিষ্ক্রম্য ত্রিঃ প্রসব্যম্ আয়তনং পরীত্য পর্যুপবিশন্তি ।। ১৩।।

অনু.— (ঐ দিন) গ্রহগ্রহণের আগে তীর্থ দিয়ে বাইরে গিয়ে তিনবার অপ্রদক্ষিণভাবে (শ্মশান-)ভূমি পরিক্রমা করে (শ্মশানের) চার পাশে বসেন।

ব্যাখ্যা— প্রসব্য = অপ্রদক্ষিণ, বামক্রমে, ঘড়ির কাঁটার গতির বিপরীত দিকে। পরবর্তী সূ. দ্র.। আগের সূত্রে যে-দিনের কথা বলা হল সেই দিনে অর্থাৎ দীক্ষিতের যে-দিন দাহ হয় তার পরের দিনেই অস্থিসংগ্রহের জন্য আবার শ্মশানে গিয়ে এই (১২-২৪ নং সূত্রে বর্ণিত) কাজগুলি করতে হয়- 'তস্মিন্নেব প্রাতরনভ্যাসম্ ইত্যুক্তলক্ষণে অহনি গ্রহগ্রহণাত্ প্রাগ্ এব তীর্থেন নিষ্ক্রম্য' (বৃত্তি)।

পশ্চাদ্ ধোতা ।। ১৪।।

অনু.— হোতা (শ্মশানে) পিছন দিকে (বসবেন)।

উত্তরোঽধ্বর্যুঃ (উত্তরতোঽধ্বর্যুঃ) ।। ১৫।।

অনু.— অধ্বর্যু (বসবেন) উত্তর (দিকে)।

তস্য পশ্চাচ্ ছন্দোগাঃ ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— তাঁর পিছনে (বসবেন) সামবেদীরা।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে ব্রহ্মা বসেন যথারীতি ডান দিকে।

আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদ্ ইত্যুপাংশু স্তবতে ।। ১৭।। [১৬]

অনু.— (সামবেদীরা) 'আয়ং-' (সা. উ. ১৩৭৬-৮) এই (তৃচে) উপাংশুস্বরে গান করেন।

স্তুতে হোতা প্রসব্যম্ আয়তনং পরিব্রজন্ স্তোত্রিয়ম্ অনুব্রবেদ্ অপ্রণুবন্ ।। ১৮।। [১৭]

অনু.— গান করা হলে হোতা অপ্রদক্ষিণভাবে (শ্মশান-)ভূমিকে (তিনবার) পরিক্রমা করতে করতে স্তোত্রের (ঐ) মন্ত্রগুলি প্রণববিহীন (করে উপাংশুস্বরে) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— উদ্গাতাদের গানের পর হোতা 'আয়ং-' (১০/১৮৯/১-৩) এই তিনটি মন্ত্র পাঠ করবেন, কিন্তু সামিধেনীর মতো প্রণব উচ্চারণ করবেন না। আগের সূত্রে 'উপাংশু স্তবতে' বলায় বুঝতে হবে, হোতাকেও উপাংশুস্বরেই এই তিনটি মন্ত্র পাঠ করতে হয়। যদিও √শংস, √যজ, অনু- √ব্রূ ইত্যাদি ধাতুর উল্লেখ সূত্রে নেই বলে হোতৃপাঠ্য এই তিন মন্ত্রে সামিধেনীর মতো অভিহিঙ্কার, প্রণব ইত্যাদিও হওয়ার কথা নয়, তবুও 'স্তোত্রিয়ম্' বলায় শস্ত্রের মতো এখানেও হয় তো প্রণব হতে পারে এই আশঙ্কায় সূত্রে 'অপ্রণুবন্' বলা হয়েছে। 'স্তোত্রিয়ম্' বলা হয়েছে গানে ব্যবহৃত মন্ত্রগুলিই পাঠ করার জন্য। 'ব্রূয়াত্' বা 'প্রব্রেত্' না বলে 'অনুব্রবেত্' বলায় বুঝতে হবে যে, এগুলি অনুমন্ত্রণধর্মী। মন্ত্রগুলি থেকে বোঝাও যাচ্ছে যে, মৃত ব্যক্তিই হচ্ছে এখানে উদ্দিষ্ট।

যামীশ্ চ ।। ১৯।। [১৮]

অনু.— এবং যমের উপলক্ষ (মন্ত্রগুলিও তিনি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূ. দ্র.। এই মন্ত্রগুলিরও শেষে প্রণব হবে না এবং মন্ত্রগুলি উপাংশুস্বরেই পাঠ করতে হবে।

প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্যেভির্ ইতি পঞ্চানাং তৃতীয় (য়া)ম্ উদ্ধরেত্ মৈনমগ্নে বি দহো মাভি শোচ ইতি ষট্। পূষা ত্বেতশ্চ্যাবয়তু প্র বিদ্বান্ ইতি চতস্র উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতাম্ ইতি চতস্রঃ সোম একেভ্যঃ ।। ২০।। [১৯]

অনু.— 'প্রেহি-' (১০/১৪/৭-১১) ইত্যাদি পাঁচটি (মন্ত্রের) তৃতীয়টিকে বাদ দেবেন। 'মৈন-' (১০/১৬/১-৬) ইত্যাদি ছ-টি, 'পূষা-' (১০/১৭/৩-৬) ইত্যাদি চারটি, 'উপ-' (১০/১৮/১০-১৩) ইত্যাদি চারটি (মন্ত্র), 'সোম-' (১০/১৫৪)— এই (যম ও যামায়নের দৃষ্ট মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন)।

উরূণসা বসুতৃপা উদুম্বলাব্ ইতি চ সম্-আপ্য সঞ্চিত্য তীর্থেন প্রপাদ্য যথাসনম্ আসাদয়েয়ুঃ ।। ২১।। [২০]

অনু.— এবং 'উরূ-' (১০/১৪/১২) এই (মন্ত্রে শস্ত্রপাঠ) শেষ করে (কলশীতে মৃতের দাহোত্তর অস্থি) সংগ্রহ করে তীর্থ দিয়ে (যজ্ঞভূমিতে) প্রবেশ করিয়ে (মৃতের) আসন অনুযায়ী (তা) রেখে দেবেন।

ব্যাখ্যা— মৃত্যুর আগে দীক্ষিত যে-স্থানে যে-আসনে বসতেন অস্থিপূর্ণ কলশটি এনে সেই স্থানে রেখে দেবেন।

ভক্ষেষু প্রাণভক্ষান্ ভক্ষয়িত্বা দক্ষিণে মার্জালীয়ে নিনয়েয়ুঃ। দক্ষিণস্যাং বা বেদিশ্রোণ্যাম্ ।। ২২।। [২১]

অনু.— (ভক্ষ্য আহুতিদ্রব্যগুলি) ভক্ষণের সময়ে আঘ্রাণ (দ্বারা) ভক্ষণ করে দক্ষিণ মার্জালীয়ে অথবা বেদির দক্ষিণ কোণে ঢেলে দেবেন।

ব্যাখ্যা— তরল দ্রব্যকে ঢেলে দেবেন, কঠিন দ্রব্যকে ফেলে দেবেন।

সপ্তদশম্ অহর্ ভবতি ত্রিবৃতঃ পবমানা রথন্তরপৃষ্ঠোঽগ্নিষ্টোমঃ ।। ২৩।। [২২]

অনু.— (এই) দিনটি হবে সপ্তদশস্তোম-বিশিষ্ট। (এখানে) পবমানস্তোত্রগুলি ত্রিবৃত্-স্তোমযুক্ত (হবে এবং) রথন্তরপৃষ্ঠবিশিষ্ট অগ্নিষ্টোম (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— ১২ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

সংস্থিতেঽবভৃথম্ একে গময়ন্ত্যেতস্যৈতদ্ অহর্ অভিশব্দয়ন্তঃ ।। ২৪।। [২৩]

অনু.— (ঐ দিন অনুষ্ঠান) শেষ হলে অন্যেরা (অস্থিগুলিকে) 'এতস্য এতদ্ অহঃ' (অর্থাৎ এই দিনটি এই মৃত দীক্ষিতের) বলতে বলতে অবভৃথস্থানে নিয়ে যান।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ অবভৃথস্থানে নিয়ে গিয়ে অস্থিপূর্ণ কলশীটি ঐ বাক্যে জলে ফেলে দেন। এর পর মৃতব্যক্তির সঙ্গে যজ্ঞের আর কোনও সম্পর্ক থাকে না। অবশিষ্ট ঋত্বিকেরা সত্রের বাকী দিনগুলির যথাবিধি অনুষ্ঠান করবেন এই হল একদলের মত।

নির্মন্থ্যেন বা দগ্ধ্বা নিখায় সংবত্সরাদ্ এনম্ অগ্নিষ্টোমেন যাজয়েয়ুঃ ।। ২৫।। [২৪]

অনু.— অথবা মন্থনজাত (অগ্নি) দিয়ে দাহ করে (মৃতের অস্থিগুলি মাটিতে পুঁতে সত্র শেষ করে) এক বছর পরে এই (অস্থিকে তুলে এনে) অগ্নিষ্টোম দ্বারা যাগ করাবেন।

ব্যাখ্যা— এই মতটি এর আগে ৮-২৪ নং (কার্যত ৮-১১ নং) সূত্রে যা যা বলা হয়েছে তারই বিকল্প। সত্রে মৃতের শ্রৌত অগ্নি অন্যান্যদের শ্রৌত অগ্নির সঙ্গে আগে থেকেই মিশ্রিত হয়ে রয়েছে বলে মৃতের দাহ হলেও সত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। মৃতের দুই অরণি মন্থন করে সেই মথিত অগ্নিতে তাঁর দাহ সম্পন্ন করে দগ্ধ অস্থিগুলি মাটিতে পুঁতে রাখতে হয়ে। এর পর সত্র অবিকৃতভাবে শেষ করতে হয়। আগের মতো মৃত্যুর পরের দিনই নয়, সত্র-সমাপ্তির দিন থেকে একবছর পূর্ণ হলে ঐ অস্থিগুলিকে সমাধিস্থান থেকে তুলে এনে সেগুলিকে যজমানের প্রতিনিধি ধরে ১২-২৩ নং সূত্র অনুযায়ী অগ্নিষ্টোমযাগের অনুষ্ঠান করেন।

আগের মতে এবং এই মতে সত্রের বাকী দিনগুলিতে মৃতের পরিবর্তে অন্য কাউকে দলে নেওয়া হয় না, একজন কমই থেকে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অথর্ববেদসংহিতার "যে পরোপ্তা যে দগ্ধা যে চোদ্ধিতাঃ" (অ. স. ১৮/২/৩৪) মন্ত্রাংশে মৃতের দাহ, সমাধি, পরিত্যাগ এবং প্রাচীন ইরাণীদের মতো উচ্চ স্থানে স্থাপনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

নেদিষ্ঠিনং বা দীক্ষয়েয়ুঃ ।। ২৬।। [২৫]

অনু.— অথবা (মৃতের) ঘনিষ্ঠ (আত্মীয়কে) দীক্ষিত করবেন।

ব্যাখ্যা— অথবা মৃতব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়কে দীক্ষিত করে তাঁর সঙ্গে সত্রের অবশিষ্ট দিনগুলির অনুষ্ঠান যথাবিধি সম্পন্ন করবেন। ৯-২৪ নং এবং ২৫ নং দু-টি পক্ষেই এই বিকল্প গৃহীত হলেও ২৫নং সূত্রের পক্ষে নৈমিত্তিক অগ্নিষ্টোমের সময়ে মৃতের অস্থিকে সমাধিস্থান থেকে তুলে আনতেই হবে— "শেষসমাপনে মৃতস্য সঙ্খ্যাপূরণার্থং মৃতস্য সন্নিকৃষ্টং দীক্ষয়িত্বা সত্রসমাপনং কুর্যুঃ। নির্মস্থ্যদহনপক্ষে নেদিষ্ঠপ্রবেশে সত্যপি অস্থিযজ্ঞো নিত্য এব" (না.)। প্রসঙ্গত তা. ব্রা. ৯/৮/১ এবং জৈ. ব্রা. ১/৩৪৫ দ্র.।

অপি বোত্থানং গৃহপতৌ ।। ২৭।। [২৬]

অনু.— অথবা গৃহপতি (মারা গেলে সত্রের অর্ধপথে) সমাপ্তি (ঘটবে)।

ব্যাখ্যা— যদি সত্রে যিনি গৃহপতি বা যজমান হয়েছেন তিনি স্বয়ং মারা যান তাহলে যে-দিন তাঁর মৃত্যু হয় সে-দিনের সমস্ত কাজ শেষ করে অবভৃথ ইষ্টি সেরে যজ্ঞভূমিতে ফিরে এসে সদোমণ্ডপটি পুড়িয়ে ফেলবেন এবং সেই সাথেই সত্রের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন, অবশিষ্ট দিনগুলির অনুষ্ঠান আর করতে হবে না।

উক্তঃ স্তুতশস্ত্রবিকারঃ ।। ২৮।। [২৭]

অনু.— স্তোত্র এবং শস্ত্রের পরিবর্তন (আগেই) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— যে-দিন যজমান মারা যান সেই দিনের এবং ২৫ নং সূত্রে অস্থিকে প্রতিনিধি ধরে যে অগ্নিষ্টোমের কথা বলা হয়েছে তার স্তোত্র ও শস্ত্র ১২-২৩ নং সূত্র অনুযায়ী করতে হবে। যে দিন গৃহপতি মারা যান তার পরের দিন (নারায়ণের মতে মৃত্যুর দিনেই- ?) যে নৈমিত্তিক অগ্নিষ্টোম করা হয় অথবা সত্রসমাপ্তির এক বছর পরে মৃতের অস্থিকে প্রতিনিধি ধরে যে নৈমিত্তিক অগ্নিষ্টোম করতে হয়— এই দুই ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ১২ নং সূত্র থেকে যা যা বলা হয়েছে তা-ই। প্রসঙ্গত ১২ নং সূত্রে ব্যাখ্যাও দ্র.।

একাহেষু যজমানাসনে শয়ীত ।। ২৯।। [২৮]

অনু.— একাহ- যাগগুলিতে (মৃতদেহ যজ্ঞ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত) যজমানের আসনে শুয়ে থাকবে।

ব্যাখ্যা— একাহে যজ্ঞভূমিতে যে আসনে জীবিত অবস্থায় যজমান বসতেন মৃত্যুর পরে সেই আসনেই মৃত যজমান শুয়ে থাকবেন। মারা গেলেও সেই দিনের করণীয় সব কর্ম শেষ করতে হবে।

সংস্থিতেঽপায়তীষ্ববভৃথং গময়েয়ুর্ ইত্যালেখনঃ ।। ৩০।। [২৯]

অনু.— আলেখন (বলেন যজ্ঞ) শেষ হলে প্রবাহরত (জলে) অবভৃথ (সমাপ্ত করে সেই জলে মৃতদেহ) ফেলে দেবেন।

ব্যাখ্যা— অপায়তী = অপ-আ-যা + শতৃ (= অত্) + ঈ(স্ত্রী) = অপগমনরত অর্থাৎ বয়ে চলেছে এমন জল। একাহের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে অবভৃথ ইষ্টি সম্পন্ন করে অবভৃথের জলে মৃতদেহকে ফেলে দিতে হয়।

পূর্বেণ সদো দহেয়ুর্ ইত্যাশ্মরথ্যঃ ।। ৩১।। [৩০]

অনু.— আশ্মরথ্য (বলেন) সদোমণ্ডপের পূর্ব দিকে (মৃতদেহকে) দগ্ধ করবেন।

ব্যাখ্যা— অবভৃথের সময়ে সদোমণ্ডপের পূর্ব দিকে যজ্ঞিয় তিন অগ্নি দিয়ে মৃতের দাহকার্য সম্পন্ন করবেন। দাহের সময়ে ঐ মৃতের নানা অঙ্গে নানা যজ্ঞপাত্র রেখে দাহ করতে হয়। কোন্ অঙ্গে কোন্ পাত্র রাখতে হয় তা গৃহ্যসূত্রে বলা আছে— "দক্ষিণে হস্তে জুহূম্, সব্য উপভৃতম্, দক্ষিণে পার্শ্বে স্ফ্যং, সব্যেঽগ্নিহোত্রহবণীম্, উরসি ধ্রুবাং, শিরসি কপালানি, দৎসু গ্রাব্ণঃ, নাসিকয়োঃ স্রুবৌ, ভিত্ত্বা চৈকম্, কর্ণয়োঃ প্রাশিত্রহরণে, ভিত্ত্বা চৈকম্, উদরে পাত্রীং, সমবত্তধানং চ চমসম্, উপস্থে শম্যাম্, অরণী উর্বোর্, উলূখলমুসলে জঙ্ঘয়োঃ, পাদয়োঃ শূর্পে, ছিত্ত্বা চৈকম্, আসেচনবন্তি পৃষদাজ্যস্য পূরয়ন্তি" (আ. গৃ. ৪/৩/২-১৬)। প্রসঙ্গত শা. ৪/১৪/১৬-৩৫ দ্র.।

এষ এবাবভৃথঃ ।। ৩২।। [৩১]

অনু.— এইটিই (এ-ক্ষেত্রে) অবভৃথ।

ব্যাখ্যা— এ-ক্ষেত্রে অবভৃথ ইষ্টি করার কোন প্রয়োজন নেই। মৃতদেহে যজ্ঞপাত্র রেখে দাহ করাই এখানে অবভৃথ।

একাদশ কণ্ডিকা (৬/১১)

[সংস্থা, যজ্ঞপুচ্ছ, সবনীয় পশুযাগ, পশুপুরোডাশ সম্পর্কে বিচার, হারিযোজন, অতিপ্রৈষ, শ্বঃসুত্যা]

অগ্নিষ্টোমোঽত্যগ্নিষ্টোম উক্থ্যঃ ষোড়শী বাজপেয়োঽতিরাত্রোঽপ্তোর্যাম ইতি সংস্থাঃ ।। ১।।

অনু.— অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, অপ্তোর্যাম এই (হল সাত) 'সংস্থা'।

ব্যাখ্যা— অত্যগ্নিষ্টোমে অগ্নিষ্টোমের পরে ষোড়শী নামে স্তোত্র, শস্ত্র ও গ্রহের অনুষ্ঠান হয়। বাজপেয় এবং অপ্তোর্যামের কথা পরে বলা হবে (৯/৯, ১১ দ্র.)। বাকী চারটির কথা আগেই বলা হয়েছে। 'সংস্থা' মানে সমাপ্তি। সবনে সমাপ্তির ভেদ অনুযায়ী সোমযাগ সাত প্রকারের।

তাসাং যাম্ উপযন্তি তস্যা অন্তে যজ্ঞপুচ্ছম্ ।। ২।।

অনু.— ঐ (সংস্থাগুলির মধ্যে) যে (সংস্থার) অনুষ্ঠান করেন সেই (সংস্থার) শেষে 'যজ্ঞপুচ্ছ' (করবেন)।

ব্যাখ্যা— আগে সংস্থাভেদে তিন সবনের অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। এখন প্রত্যেক সংস্থাতেই সবনগুলির শেষে 'যজ্ঞপুচ্ছ' অর্থাৎ যজ্ঞের লেজের মত যে অন্তিম অংশগুলির অনুষ্ঠান হয় সেগুলির কথা সূত্রকার বলবেন।

অনুযাজাদ্যুক্তং পশুনা শংযুবাকাত্ ।। ৩।।

অনু.— (যজ্ঞপুচ্ছে) অনুযাজ থেকে শংযুবাক পর্যন্ত (যা যা করতে হয়) পশুযাগ দ্বারা (তা) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— পশুযাগে অনুযাজ (৩/৬/১৪ সূ. দ্র.) থেকে শংযুবাক (১/১০/১ সূ. দ্র.)। পর্যন্ত যা যা বলা হয়েছে তা এখানে যজ্ঞপুচ্ছেও করতে হবে। তৃতীয় সবনে সবনীয় পশুযাগের মনোতা থেকে ইড়াভক্ষণ পর্যন্ত অংশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল (৫/১৭/৫ সূ. দ্র.)। এখন যজ্ঞপুচ্ছে ঐ পশুযাগের অনুযাজ থেকে শংযুবাক পর্যন্ত অংশের অনুষ্ঠান করতে হয়। পরবর্তী সূত্র থেকে এটি পশুযাগ-সম্পর্কিত সূত্র, ইষ্টিযাগের সূত্র নয়, পশুযাগের তন্ত্রই তাই এখানে অনুসৃত হবে, এ-কথা বোঝা গেলেও এই সূত্রে 'পশুনা' বলায় পশুযাগে ব্রহ্মাকে যেখানে আসন গ্রহণ করতে হয় এখানেও অনুযাজ এবং মনোতা প্রভৃতির সময়ে ঠিক তেমনই আহবনীয়ের ডান দিকে এসে বসতে হবে। পশুপুরোডাশের সময়ে কিন্তু তিনি বসবেন সদোমণ্ডপেই।

উত্তমস্ ত্বিহ সূক্তবাকপ্রৈষঃ ।। ৪।।

অনু.— এখানে কিন্তু শেষ সূক্তবাকপ্রৈষ (পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ঋক্‌বেদের প্রৈষাধ্যায়ে মৈত্রাবরুণের পাঠ্য দু-টি সূক্তবাকপ্রৈষ আছে (২/১১ এবং ৪/১৫ প্রৈষসূক্ত দ্র.)। তার মধ্যে পরবর্তী সূক্তবাকপ্রৈষটিই এখানে পাঠ করতে হয়। ঐ প্রৈষমন্ত্রটি হল— "অগ্নিম্ অদ্য হোতারম্ অবৃণীতায়ং সুন্বন্ যজমানঃ পচন্ পক্তীঃ পচন্ পুরোডাশান্ গৃহ্ণন্নগ্নয় আজ্যং গৃহ্ণন্ সোমায়াজ্যাং বধ্নন্নগ্নয়ে ছাগং সুন্বন্নিন্দ্রায় সোমং ভৃজ্জ হরিভ্যাং ধানাঃ সূপস্থা অদ্য দেবো বনস্পতিরভবদগ্নয় আজ্যেন সোমায়াজ্যেনাগ্নয়ে ছাগেনেন্দ্রায় সোমেন হরিভ্যাং ধানাভিরঘত্তং মেদস্তঃ প্রতি পচতাগ্রভীদ্ অবীবৃধত পুরোডাশৈরপাদ্ ইন্দ্রঃ সোমং গবাশিরং যবাশিরং তীব্রান্তং বহুরমধ্যম্ উপোত্থা মদা ব্যশ্রোদ্ বিমর্দা আনন্ড্ অবীবৃধতা-ঙ্গৃষেত্বাম্ অদ্য ঋষ আর্ষেয় ঋষীণাং নপাদ্ অবৃণীতায়ং সুন্বন্ যজমানো বহুভ্য আ সঙ্গতেভ্যঃ। এষ মে দেবেষু বসু বার্যাযক্ষ্যত ইতি তা যা দেবা দেবদানান্যদুস্তান্যস্মা আ চ শাস্স্বা চ গুরুস্বেষিতশ্চ হোতরসি ভদ্রবাচ্যায় প্রেষিতো মানুষঃ সূক্তবাকায় সূক্তা ব্রূহি"।

অবীবৃধতেতি পুরোডাশদেবতাং পশুদেবতাম্ ।। ৫।।

অনু.— (ঐ সূক্তবাকপ্রৈষে) 'অবীবৃধত' এই (অংশে) পুরোডাশের দেবতাকে (এবং) পশুর দেবতাকে (উল্লেখ করা হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— সবনীয় পশুযাগের দেবতা অগ্নি (৫/৩/৩ সূ. দ্র.) এবং হবিষ্পংক্তি নামে পুরোডাশযাগগুলির দেবতা ইন্দ্র (৫/৪/১ সূ. দ্র.)। প্রৈষাধ্যায়ের দ্বিতীয় সূক্তবাকপ্রৈষে (৪/১৫) 'অবীবৃধত পুরোডাশৈঃ' অংশে 'অবীবৃধত' এই একবচনযুক্ত (√বৃধ্ + লুঙ্ প্রথম পুরুষ একবচন) পদে নিশ্চয়ই পশুযাগের দেবতা (অগ্নি) এবং (সবনীয়- ?) পুরোডাশযাগের দেবতা (ইন্দ্র) এই মোট দুই দেবতার উল্লেখ সম্ভব নয়। পদটি তাহলে কোন্ বিশেষ দেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত হয়েছে? আবার 'পুরোডাশৈঃ' এই বহুবচন পদের লক্ষ্য কেবল পশুযাগের দেবতা হতে পারেন না, কারণ তাঁর উদ্দেশে অনেক পুরোডাশ নয়, একটিই পুরোডাশ দেওয়ার কথা। কেবল ইন্দ্রের ক্ষেত্রে যদিও সবনীয় হবিষ্পংক্তির কারণে বহুবচন প্রযোজ্য হতে পারে, তাহলেও সে-ক্ষেত্রে সূক্তবাকপ্রৈষে পশুযাগের দেবতার প্রসঙ্গ ঐ অংশ দ্বারা ব্যক্ত না হওয়ায় প্রকৃতিযাগের ধর্মের অতিদেশ বিঘ্নিত হয়— 'কেবলেন্দ্রাভিধানে চ প্রকৃতিপ্রাপ্তং পশুদেবতাভিধানং ন কৃতং স্যাত্' (বৃত্তি)। অতএব 'অবীবৃধত' ও 'পুরোডাশৈঃ' এই দু-টি পদেই বিশেষ কোন দেবতার অনুকূলে নিশ্চিত কোন সূচনা পাওয়া যাচ্ছে না বলে 'অবীবৃধত' পদে তন্ত্রে অর্থাৎ যুগপৎ পশুযাগ এবং পুরোডাশযাগ (হবিষ্পংক্তির-) এই দুই যাগেরই দেবতার উল্লেখ ঘটেছে বলে স্বীকার করতে হবে। যাঁরা তাই মনে করেন যে, এই প্রৈষে পুরোডাশযাগের (হবিষ্পংক্তির- ?) দেবতার প্রসঙ্গই উল্লিখিত হয়েছে, পশুযাগের দেবতার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয় নি এবং সেই কারণে সবনীয় পশুযাগে পশুপুরোডাশ-যাগের অনুষ্ঠান করতে হয় না তাঁদের মত ঠিক নয়। 'পুরোডাশৈঃ' পদে বহুবচন হয়েছে সবনীয় ইষ্টিযাগের ধানা প্রভৃতি পাঁচটি এবং পশুযাগে প্রদেয় পুরোডাশ এই মোট ছ-টি দ্রব্যের কারণে। প্রসঙ্গত ৫/১৩/১২, ১৩ সূ. দ্র.।

একে যদি সবনীয়স্য পশোঃ পশুপুরোডাশং কুর্যুর্ অবীবৃধেতাং পুরোডাশৈর্ ইত্যেব ব্রূয়াত্ ।। ৬।।

অনু.— অন্যেরা (বলেন যাজ্ঞিকেরা) যদি সবনীয় পশুযাগের পশুপুরোডাশের অনুষ্ঠান করতেন (তা হলে সূক্তবাকপ্রৈষের মন্ত্রে) 'অবীবৃধেতাং পুরোডাশৈঃ' এ-ই বলতেন।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ বলেন সবনীয় পশুযাগে যদি পশুপুরোডাশযাগ করণীয় হত তাহলে সূক্তবাকপ্রৈষে ইন্দ্র (পুরোডাশের দেবতা) এবং অগ্নি (পশুর দেবতা) এই দুই দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রে ক্রিয়াপদেও দ্বিবচনে 'অবীবৃধেতাম্' বলা হত। মন্ত্রে কিন্তু একবচনের ক্রিয়াপদ থাকায় বুঝতে হবে যে, সবনীয় পশুযাগে পশুপুরোডাশযাগের অনুষ্ঠান করতে হবে না। এখানে 'একে' বলতে ৫/১৩/১২ সূত্রে যাঁদের কথা বলা হয়েছে তাঁদেরই লক্ষ্য করা হচ্ছে।

সবনীয়ৈর্ এবেন্দ্রো বর্ধতে পশুপুরোডাশেন পশুদেবতা ।। ৭।।

অনু.— সবনীয় (পুরোডাশযাগ) দ্বারাই ইন্দ্র বর্ধিত হচ্ছেন, পশুপুরোডাশ (যাগ) দ্বারা (বর্ধিত হচ্ছেন) পশুযাগের দেবতা।

ব্যাখ্যা— সূত্রকারের মতে 'অবীবৃধত' এই ক্রিয়াপদ দ্বারা দেবতার সঙ্গে যাগের সম্বন্ধই শুধু ব্যক্ত হচ্ছে। যাগের সঙ্গে সেই সম্বন্ধ ইন্দ্রের যেমন আছে, অগ্নিরও তেমন আছে। তাছাড়া যাগে ইন্দ্র ও অগ্নি দুই দেবতারই সান্নিধ্যও তুল্যমূল্য। বচন এখানে গৌণ বলে 'অবীবৃধত' পদে অগ্নি এবং ইন্দ্র দুই দেবতারই উল্লেখ ঘটছে। 'পুরোডাশৈঃ' পদের ক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই। বচন এখানে গৌণ, সংখ্যাপ্রকাশের উদ্দেশে ব্যবহৃত হয় নি। ফলে উভয় পদেই উভয় দেবতার প্রতি পরোক্ষ উল্লেখ থাকায় সূত্রকারের মতে সবনীয় পশুযাগে পশুপুরোডাশযাগ করতে কোন বাধা নেই।

উর্ধ্বং শংযুবাকাদ্ধারিযোজনঃ ।। ৮।।

অনু.— শংযুবাকের পরে হারিযোজন (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— ৩ নং সূত্র থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে 'উর্ধ্বং শংযুবাকাত্' বলায় বুঝতে হবে যে, শংযুবাক বলতে এখানে শংযুবাকের স্বরকে বুঝান হচ্ছে। ফলে সূত্রের অর্থ দাঁড়াবে— উত্তমস্বরে পাঠ্য শংযুবাকের থেকেও উচ্চস্বরে হারিযোজন-গ্রহের মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হবে। তৃতীয়সবনের সমাপ্তি অন্তিম শস্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গেই। ফলে তার পর থেকে সবনের স্বর আর প্রযোজ্য নয়। অন্তিম শস্ত্রের পরে অনুযাজ থেকে শংযুবাক পর্যন্ত অনুষ্ঠানগুলি ঐষ্টিক বলে এই ঐষ্টিক অংশের অনুষ্ঠান দর্শপূর্ণমাসের মতো উত্তম স্বরেই হয় (১/৫/৩২ সূ. দ্র.)। তার পরে অবশিষ্ট সৌমিক অংশের ক্ষেত্রে স্বরের কোন বিশেষ বিধান না থাকায় সেই সব মন্ত্র যে-কোন স্বরেই পাঠ করা যেতে পারে বলে হারিযোজন-গ্রহের ক্ষেত্রে এই বিশেষ নিয়মটি করা হল।

অপাঃ সোমমস্তমিন্দ্রঃ প্র যাহি ধানা সোমানামিন্দ্রাদ্ধি চ পিব চ যুনজ্মি তে ব্রহ্মণা কেশিনা হরী ইতি ।। ৯।।

অনু.— (হারিযোজনগ্রহে) 'অপাঃ-' (৩/৫৩/৬), 'ধানা-' (সূ.), 'যুন-' (১/৮২/৬) এই (মন্ত্রগুলি যথাক্রমে অনুবাক্যা, প্রৈষ এবং যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— সম্পূর্ণ প্রৈষমন্ত্রটি হল— "ধানা সোমানাম্ ইন্দ্রাদ্ধি চ পিব চ ববৃধাং তে হরী ধানা উপ ঋজীষং জিঘ্রতাম্ আ রথচর্ষণে সিঞ্চস্ব যত্ ত্বা পৃচ্ছা দ্বিষং পত্নীঃ কামীমদথা ইত্যস্মিন্ সুষ্বতি যজমানে তস্মৈ কিমরাস্থাঃ। সুষ্ঠু সুবীর্যং যজ্ঞস্যাগুর উদৃচং যদ্ যদ্ অচীকমতোত্ তত্ তথাভূদ্ধোতর্যজ" (প্রৈষাধ্যায় ৪/১৬)। আগ্রয়ণ পাত্র থেকে সমস্ত সোমরস দ্রোণকলশে নিয়ে তার সঙ্গে ধানা এবং যব মিশিয়ে কলশটি মাথায় তুলে নিয়ে উন্নেতা এই গ্রহ আহুতি দেন। শা. ৮/৮/১-৩ অনুসারে 'তিষ্ঠা-' (৩/৫৩/২) হচ্ছে অনুবাক্যা এবং প্রৈষ ও যাজ্যা এই সূত্রে যা নির্দেশ করা হয়েছে তা-ই।

ইজ্যানুবাক্যে অন্ত্যেষ্বহঃসু ।। ১০।।

অনু.— (ঐ) অনুবাক্যা ও যাজ্যা (অহর্গণে) শেষ দিনগুলিতে (প্রযুক্ত হবে)।

ব্যাখ্যা— 'অন্ত্যবদ্ একাহঃ' এই ন্যায়ে (= যুক্তিতে) একাহযাগগুলিতেও এই দু-টি মন্ত্রই প্রযোজ্য।

তিষ্ঠা সু কং মঘবন্ মা পরা গা অয়ং যজ্ঞো দেবয়া অয়ং মিয়েধ ইতীতরেষু ।। ১১।।

অনু.— (অহর্গণে) অন্য (দিনগুলিতে হারিযোজনের অনুবাক্যা ও যাজ্যা হবে) 'তিষ্ঠা-' (৩/৫৩/২), 'অয়ং-' (১/১৭৭/৪)।

ব্যাখ্যা— প্রথমটি অনুবাক্যা, দ্বিতীয়টি যাজ্যা।

পরা যাহি মঘবন্না চ যাহীতি বানুবাক্যোত্তরবত্স্বহঃসু ।। ১২।।

অনু.— অথবা পরে (আরও সুত্যাদিন আছে শেষ দিন ছাড়া এমন অন্য) দিনগুলিতে 'পরা-' (৩/৫৩/৫) এই (মন্ত্র হবে বিকল্প) অনুবাক্যা।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে সারস্বতসত্র (১২/৬ খণ্ড দ্র.) প্রভৃতিযাগে এই নিয়ম প্রযোজ্য। যাজ্যা হবে অবশ্য সেখানে ঐ 'অয়ং-' মন্ত্রটিই।

অননুবষট্‌কৃতেঽতিপ্রৈষং মৈত্রাবরুণ আহেহ মদ এবং মঘবন্নিন্দ্র তে শ্ব ইতি ।। ১৩।।

অনু.— অনুবষট্‌কার করা না হলে মৈত্রাবরুণ 'ইহ-' (সূ.) এই অতিপ্রৈষ (নামে মন্ত্র) পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— হারিযোজন-গ্রহে অনুবাক্যাপাঠের পরে, (কিন্তু) যাজ্যামন্ত্রে অনুবষট্‌কার করার আগেই অধ্বর্যু দ্বারা নির্দিষ্ট না হয়েই মৈত্রাবরুণকে 'ইহ-' এই 'অতিপ্রৈষ' নামে মন্ত্র পাঠ করতে হয়। সম্পূর্ণ মন্ত্রটি হল— "ইহ মদ এব মঘবন্নিন্দ্র তে শ্বো বসুমতো রুদ্রবতো আদিত্যবত ঋভুমতো বিভুমতো বাজবতো বৃহস্পতিবতো বিশ্বদেব্যাবতঃ শ্বস্ সুত্যামগ্নিমিন্দ্রায়েন্দ্রাগ্নিভ্যাং প্রব্রূহি। মিত্রাবরুণাভ্যাং বসুভ্যো রুদ্রেভ্যো আদিত্যেভ্যো বিশ্বেভ্যো দেবভ্যো ব্রহ্মণেভ্যঃ সোম্যেভ্যঃ সোমপেভ্যো ব্রহ্মন্ বাচং যচ্ছ" (প্রৈষাধ্যায়— ৪/১৭)। এই অতিপ্রৈষের কথা ৭/১/১১ সূত্রে আবার বলা হবে। শা. ১০/১/১১ সূত্রেও অনুবষট্‌কারের আগেই অনুবাক্যা মন্ত্র পাঠ করে এই অতিপ্রৈষটি পাঠ করতে বলা হয়েছে। 'আহ' বলায় এই মন্ত্রটি জপ প্রভৃতি ছয় প্রকার মন্ত্রের অন্তর্গত নয় বলে বুঝতে হবে।

অদ্যেত্যতিরাত্রে ।। ১৪।।

অনু.— (অহর্গণে) অতিরাত্রযাগে (অতিপ্রৈষ মন্ত্রের 'শ্বস্' শব্দের স্থানে) 'অদ্য' এই (শব্দ পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখার জন্যই মন্ত্রে প্রয়োজনমত উহ (পরিবর্তন) করতে হয়। উক্ত অতিপ্রৈষটির উৎস বেদে অহর্গণের অন্তিমবর্জিত অন্য দিনের প্রসঙ্গে। সমস্ত অহর্গণের প্রকৃতি হচ্ছে দ্বাদশাহ। দ্বাদশাহের প্রথম দিনে হয় অতিরাত্রের অনুষ্ঠান। সেই দিন থেকেই তাই ঐ অতিপ্রৈষটি প্রযোজ্য ঐ অতিরাত্রই তাহলে সকল অতিপ্রৈষের প্রকৃতি। অতিরাত্রে তাই উহ না করে ঐভাবেই তা পাঠ করার কথা। বর্তমান সূত্রে কিন্তু বলা হচ্ছে তা হবে না, 'শ্বঃ' না বলে উহ করে বলতে হবে 'অদ্য'।

অদ্য সুত্যাম্ ইতি চ ।। ১৫।।

অনু.— এবং (অতিপ্রৈষ মন্ত্রের 'শ্বঃ সুত্যাম্' অংশের স্থানেও অতিরাত্রে) 'অদ্য সুত্যাম্' (বলতে হবে)।

ব্যাখ্যা— "অতিরাত্রে ক্রতৌ বক্ষ্যমাণশ্বঃ শব্দস্য স্থানে অদ্যশব্দঃ কর্তব্যঃ। সমর্থনিগমত্বাদ্ এব উহে প্রাপ্তে পুনর্বচনম্ অস্য প্রৈষস্যাহর্গণেষু অনন্ত্যাহরর্থতয়োত্পত্তের্ অহর্গণানাঞ্চ দ্বাদশাহপ্রকৃতিত্বাদ্ দ্বাদশাহস্য চাতিরাত্রাদিত্বাত্ তত্প্রভৃতিত্বাদ্ অস্য প্রবৃত্তেঃ সৈবাস্য প্রকৃতির্ ইতি কৃত্বানূহং মন্যমানস্যোত্তরম্ 'অদ্যেত্যতিরাত্রে' ইতি" (না.)।

তস্যান্তং শ্রুত্বাগ্নীধ্রঃ শ্বঃসুত্যাং প্রাহ শ্বঃসুত্যাং বা এষাং ব্রাহ্মণানাং তামিন্দ্রায়েন্দ্রাগ্নিভ্যাং প্রব্রবীমি মিত্রাবরুণাভ্যাং বসুভ্যো রুদ্রেভ্য আদিত্যেভ্যো বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো। ব্রাহ্মণেভ্যঃ সৌম্যেভ্যঃ সোমপেভ্যো ব্রহ্মন্ বাচং যচ্ছেতি ।। ১৬।।

অনু.— ঐ (অতিপ্রৈষের) শেষ (শব্দ) শুনে আগ্নীধ্র 'শ্বঃ-' (সূ.) এই 'শ্বঃসুত্যা' (নামে মন্ত্রটি) উত্তম স্বরে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— 'তস্যান্তং শ্রুত্বা' বলায় অতিপ্রৈষ ও শ্বঃসুত্যা এই দুই-এর বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলে বুঝতে হবে। তাই অতিপ্রৈষের মতো শ্বঃসুত্যাও অনুবষট্‌কারের আগে পাঠ করতে হবে এবং 'শ্বঃ' শব্দের স্থানে সেখানে 'অদ্য' বলতে হবে। আবার শ্বঃসুত্যার মতো অতিপ্রৈষও উত্তম স্বরেই পাঠ করতে হবে, কারণ সূত্রে 'আহ' না বলে 'প্রাহ' বলায় মন্ত্রটি উত্তম স্বরেই পাঠ করতে হয়। প্রসঙ্গত লা. শ্রৌ. ১/৪ দ্র.। শা. ১০/১/১৩ অংশে যে শ্বঃসুত্যার উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে এই সূত্রে প্রদত্ত মন্ত্রপাঠের বেশ পার্থক্য রয়েছে। তাঁর মতে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হয় নিজ ধিষ্ণ্যের পিছনে বসে।

দ্বাদশ কণ্ডিকা (৬/১২)

[হারিযোজন-ভক্ষণ, শকল-অভ্যাধান, দূর্বাজল-প্রোক্ষণ, দধিদ্রপ্সের ভক্ষণ, সখ্যবিসর্জন]

আহৃতম্ উন্নেত্রা দ্রোণকলশম্ ইডাম্ ইব প্রতিগৃহ্যোপহবম্ ইষ্ট্বাবেক্ষেত ।। ১।।

অনু.— উন্নেতা কর্তৃক আনীত দ্রোণকলশকে (দর্শপূর্ণমাসের) ইড়ার মতো গ্রহণ করে উপহব প্রার্থনা করে (কলশের সোমকে) দেখবেন।

ব্যাখ্যা— উন্নেতা আগ্রয়ণপাত্রের সোমরস দ্রোণকলশে নিয়ে তা-তে ভাজা যব মিশিয়ে আহুতি দেন। এইভাবে হারিযোজন আহুতি দেওয়ার পর তিনি ঐ পাত্রটি নিয়ে এলে হোতা দর্শপূর্ণমাসের ইড়াপাত্রের মতো তা গ্রহণ করে (১/৭/৪-৬ সূ. দ্র.) পান করার জন্য 'উন্নেতর্ উপহ্বয়স্ব' বলে অনুমতি চেয়ে বিনামন্ত্রে দ্রোণকলশের সোমের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

হরিবতস্তে হারিযোজনস্য স্তুতস্তোমস্য শস্তোক্থস্যেষ্টযজুষো যো ভক্ষো গোসনিরশ্বসনিস্তস্য ত উপহূতস্যোপহূতো ভক্ষয়ামীতি প্রাণভক্ষং ভক্ষয়িত্বা প্রতিপ্রদায় দ্রোণকলশম্ আত্মানম্ আপ্যায্য যথাপ্রসৃপ্তং বিনিঃসৃপ্যাগ্নীধ্রীয়ে বিনিঃসৃপ্তাহুতী জুহুত্যয়ং পীত ইন্দুরিন্দ্রং মদেধাদয়ং বিপ্রো বাচমর্চং নিযচ্ছন্। অয়ং কস্যচিদ্ ব্রহ্মহত্যাদণ্ডীকে সোমো রাজা ন সখায়ং রিবেধাত্ স্বাহা। ইদং রাধো অগ্নিনা দত্তমাগাদ্ যশো ভর্গঃ সহ ওজো বলং চ। দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায় প্রতিগৃভ্নামি মহতে বীর্যায় স্বাহেতি ।। ২।।

অনু.— 'হরি-' (সূ.) এই (মন্ত্রে দ্রোণকলশ) আঘ্রাণ দ্বারা ভক্ষণ করে দ্রোণকলশ ফিরিয়ে দিয়ে নিজেকে আপ্যায়ন করে (যিনি) যেমনভাবে (সদোমণ্ডপে বা হবির্ধানমণ্ডপে) প্রবেশ করেছিলেন (তিনি তেমনভাবে) বাইরে গিয়ে আগ্নীধ্রীয় (ধিষ্ণ্যে) 'অয়ং-' (সূ.), 'ইদং-' (সূ.) এই (দু-টি মন্ত্রে) দু-টি 'বিনিঃসৃপ্ত' আহুতি (নামে) হোম করেন।

ব্যাখ্যা— নিজেকে আপ্যায়ন হচ্ছে মন্ত্র পাঠ করে মুখ ও বুক স্পর্শ করা। শা. ৮/৮/৬ অনুসারেও প্রাণভক্ষণই করতে হয়, কিন্তু ভক্ষণের মন্ত্র সেখানে সূত্রপঠিত 'অক্ষু-'।

আহবনীয়ে ষট্ ষট্ শকলান্যভ্যাদধতি দেবকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। পিতৃকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। মনুষ্যকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। আত্মকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। এনস এনসোঽবযজনমসি স্বাহা। যদ্ বো দেবাশ্চকৃম জিহ্বয়া গুর্বিতি চ ।। ৩।।

অনু.— 'দেব-' (সূ.), 'পিতৃ-' (সূ.), 'মনুষ্য-' (সূ.), 'আত্ম-' (সূ.), 'এনস-' (সূ.), 'যদ-' (১০/৩৭/১২) এই (ছয় মন্ত্রে সকলে) ছ-টি ছ-টি (কাঠের) টুকরা আহবনীয়ে স্থাপন করেন।

ব্যাখ্যা— এই কাজের নাম 'শকল-অভ্যাধান'। যে কাঠ থেকে যূপ তৈরী করা হয়েছে সেই কাঠের টুকরা অগ্নিতে স্থাপন করা হয়। আগের সূত্রে 'আগ্নীধ্রীয়ে' বলা হয়েছে বলেই এই সূত্রে 'আহবনীয়ে' বলা হল। "পঞ্চ পঞ্চ শকলান আদধতে; আত্ম-, মনুষ্য-, পিতৃ-, দেব-, যচ্চা..... অবযজনমসীতি"— শা. ৮/৮/১১; ৮/৯/১।

দ্রোণকলশাদ্ ধানা গৃহীত্বাবেক্ষেরন্ আপূর্যা স্থামা পূরয়ত প্রজয়া চ ধনেন চ। ইন্দ্রস্য কামদুঘাঃ স্থ কামান্ মে ধুক্ষ্বং প্রজাং চ পশূংশ্ চেতি ।। ৪।।

অনু.— দ্রোণকলশ থেকে ভাজা যব নিয়ে 'আপূর্যা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে সকলে তা) দেখবেন।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে বিকল্পে এই মন্ত্রের প্রথম অর্ধাংশ দ্বারা দর্শন করে পরবর্তী অর্ধাংশ দ্বারা ঘ্রাণ নেওয়া যেতে পারে।

অবঘ্রায়ান্তঃপরিধিদেশে নিবপেয়ুঃ ।। ৫।।

অনু.— আঘ্রাণ করে (সেগুলিকে) পরিধিগুলির মধ্যস্থলে ঢেলে দেবেন।

ব্যাখ্যা— ভাজা যবগুলিকে আঘ্রাণ করা হবে বিনা মন্ত্রে অথবা ঐ 'আপূর্বা-' মন্ত্রের শেষার্ধ দিয়ে। 'দেশ' বলায় পরিধি না থাকলেও পরিধি থাকলে যেখানে সেগুলি রাখতে হত সেই স্থানেই ঢেলে দিতে হবে।

প্রত্যেত্য তীর্থদেশেঽপাং পূর্ণান্ চমসাস্ তান্ সব্যাবৃতো ব্রজন্তি ।। ৬।।

অনু.— (আহবনীয় থেকে চমসীরা) বাঁ দিকে ঘুরে ফিরে গিয়ে (অধ্বর্যুদের দ্বারা) তীর্থে (স্থাপিত যে) জলপূর্ণ চমসগুলি (সেগুলির) দিকে যান।

ব্যাখ্যা— সকল ঋত্বিকে আহবনীয় থেকে যখন ডান দিকে ঘুরে আগ্নীধ্রীয়ে যেতে থাকেন তখন তাঁদের মধ্যে যাঁরা চমসী তাঁরা বাঁ দিকে ঘুরে তীর্থে যেখানে অধ্বর্যুরা চমসগুলিকে জলপূর্ণ করে রেখে দিয়েছেন সেখানে যান। বিনিঃসৃপ্তহোম (২নং সূ.দ্র.) থেকে আগ্নীধ্রীয়ে গমন পর্যন্ত কাজগুলি সকলকেই করতে হয়।

হরিততৃণানি বিমৃজ্য প্রতিস্বং চমসেভ্যস্ ত্রিঃ প্রসব্যম্ উদকৈর্ আত্মনঃ পর্যুক্ষন্তে দক্ষিণৈঃ পাণিভিঃ ।। ৭।।

অনু.— সবুজ ঘাস নিষ্পেষণ করে (সেই রস চমসের জলে মিশিয়ে চমসীরা) প্রত্যেকে নিজ নিজ চমস থেকে (জল নিয়ে সেই) জল দিয়ে ডান হাত দিয়ে তিনবার নিজেদের (চারদিকে) অপ্রদক্ষিণভাবে ছিটিয়ে দেন।

ব্যাখ্যা— সবুজ ঘাস বলতে এখানে ভিজে দূর্বাজাতীয় ঘাসকে বুঝতে হবে। জল ছিটাবার মন্ত্র ৯ নং সূত্রে বলা হচ্ছে। সূত্রে 'দক্ষিণৈঃ' না বললেও চলত (১/১/১২ সূ. দ্র.), কিন্তু ঠিক পরবর্তী ৮ নং সূত্রের 'ইতরৈঃ' পদের প্রয়োজনে এখানে ঐ পদটির উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ১১ নং সূত্রে বাঁ হাতের প্রসঙ্গ নিবৃত্ত করার প্রয়োজনেও এখানে পদটিকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

ইতরৈর্ বা প্রদক্ষিণম্ ।। ৮।।

অনু.— অথবা অপর (হাত দিয়ে) প্রদক্ষিণভাবে (জল ছিটাবেন)।

ব্যাখ্যা— অপর হাত অর্থাৎ বাঁ হাত।

স্বধা পিত্রে স্বধা পিতামহায় স্বধা প্রপিতামহায়েতি ।। ৯।।

অনু.— 'স্বধা-' (সূ.), 'স্বধা-' (সূ.), 'স্বধা-' (সূ.) (এই তিন মন্ত্রে তিনবার জল ছিটাবেন)।

ব্যাখ্যা— ৭-৮ নং সূত্রে তিনবার যে জল ছিটাবার কথা বলা হয়েছে তা এই তিন মন্ত্রে ছিটাতে হবে।

উক্তং জীবমৃতেভ্যঃ ।। ১০।।

অনু.— জীবিত ও মৃত (পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে আগে যা) বলা হয়েছে (তা এখানেও করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— পিণ্ডদানের ক্ষেত্রে ২/৬/১৯ ইত্যাদি সূত্রে যা বলা হয়েছে তা এখানেও করতে হয়। যাঁর উর্ধ্বতন তিন পুরুষ মৃত তিনিই এখানে জল ছিটাবেন, অপরে নয়। অন্যান্য কর্ম কিন্তু সকলকেই করতে হবে।

পাণীংশ্ চমসেষ্ববধায়াপ্সু ধৃতস্য দেব সোম তে মতিবিদো নৃভিঃ সুতস্য স্তুতস্তোমস্য শস্তোক্থস্যেষ্টযজুষো যো ভক্ষো গোসনিরশ্বসনিস্তস্য ত উপহূতস্যোপহূতো ভক্ষয়ামীতি প্রাণভক্ষান্ ভক্ষয়িত্বা মাহং প্রজাং পরাসিচম্ ইত্যেতেনাভ্যাত্মং নিনীয়াচ্ছায়ং বো মরুতঃ শ্লোক এত্বিত্যেতয়াভিমৃশন্তি ।। ১১।।

অনু.— (চমসীরা নিজ নিজ) চমসে (ডান) হাত ডুবিয়ে (দূর্বারসমিশ্রিত জল নিয়ে) 'অপ্সু-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) প্রাণভক্ষ ভক্ষণ করে 'মাহং-' (সূ.) এই (মন্ত্র) দ্বারা (নিজ চমসের জল) নিজের দিকে (মাটিতে) ঢেলে দিয়ে 'অচ্ছা-' (৭/৩৬/৯) এই (মন্ত্র) দ্বারা (মাটিতে ঢালা সেই জল) স্পর্শ করেন।

ব্যাখ্যা— 'এতেন' বলায় কোথাও অনুষ্টুপ্‌মন্ত্র বাদ দিতে হলেও এই 'মাহং-' মন্ত্রটি কিন্তু সেখানে বাদ যাবে না।

দধিক্রাব্ণো অকারিষম্ ইত্যাগ্নীধ্রীয়ে দধিদ্রপ্সান্ প্রাশ্য সখ্যানি বিসৃজন্ত উভা কবী যুবানা সত্যাদা ধর্মণস্পতী। পরিসত্যস্য ধর্মণা বি সখ্যানি সৃজামহ ইতি ।। ১২।।

অনু.— আগ্নীধ্রীয় (মণ্ডপে সব ঋত্বিক্ এবং যজমান) 'দধি-' (৪/৩৯/৬) এই (মন্ত্রে) দইয়ের ফোঁটা খেয়ে (তানূনপ্ত্রের সময়ে গৃহীত বন্ধুত্ব) 'উভা-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) ত্যাগ করেন।

ব্যাখ্যা— দইয়ের ফোঁটা খাওয়াকে 'দধিদ্রপ্স-ভক্ষণ' এবং বন্ধুত্ব ত্যাগ করাকে 'তানূনপ্ত্র-বিসর্জন' বলে। বন্ধুত্ব ত্যাগ করার সময়ে পরস্পরের হাত ধরতে হবে। ''দক্ষিণাবৃত আগ্নীধ্রীয়ে দধি প্রাশ্য যথা দধিভক্ষম্''— শা. ৮/৯/৯।

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা (৬/১৩)

[সবনীয় পশুযাগের পত্নীসংযাজ, অবভৃথ ইষ্টি, সংস্থাজপ]

পত্নীসংযাজৈশ্ চরিত্বাবভৃথং ব্রজন্তি ।। ১।।

অনু.— (ঋত্বিকেরা সবনীয় পশুযাগের) পত্নীসংযাজ দ্বারা অনুষ্ঠান করে অবভৃথ (স্থানে) যান।

ব্যাখ্যা— ৬/১২/২ সূত্রের 'যথাপ্রসৃপ্তং বিনিঃসৃপ্য' অনুসারে ঋত্বিকেরা যখন সদোমণ্ডপ অথবা হবির্ধান-মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে যান, তখন হোতা হোমের জন্য 'উদায়ুষা-' (আ. ১/৩/২৭; ১/১০/৪) এই মন্ত্রে মণ্ডপ ত্যাগ করেন। তানূনপ্ত্র-বিসর্জনের পর 'বেদ' নামে তৃণমুষ্টি নিয়ে (১/১০/২ সূ. দ্র.) পত্নীসংযাজের অনুষ্ঠান করে যজমানপত্নীর হাতে ঐ বেদ দেওয়া (১/১১/১ সূ. দ্র.) থেকে শুরু করে মাটিতে পূর্ণপাত্র ঢেলে দেওয়া পর্যন্ত (১/১১/৭ সূ. দ্র.) দর্শপূর্ণমাসে বর্ণিত সব-কিছু কর্ম এখানে করতে হয়। হোতা ঐ বেদ বেদিতে স্তরণ (১/১১/৮ সূ. দ্র.) করতেও পারেন, না করলেও চলে। তার পর অপরেরা তাঁকে স্পর্শ করে থাকলে তিনি প্রায়শ্চিত্তহোমের (১/১১/৯ সূ. দ্র.) আহুতি দেন। এর পরই হয় হৃদয়শূলের উদ্‌বাসন (৩/৬/২৮ সূ. দ্র.)। যদি পরে অনূবন্ধ্যা যাগ না করা হয়, তাহলে এখানে পশুকর্মের ঋত্বিকেরাই শূলের উদ্‌বাসন বা ত্যাগ করেন। হৃদয়শূল পরিত্যাগ করার পরে শুধু সংস্থাজপ ছাড়া আর সব-কিছু করে সকলে মিলে অবভৃথ ইষ্টি যেখানে করা হবে সেই স্থানের উদ্দেশে রওনা হন। বৃত্তির পাঠান্তর অনুযায়ী বেদপ্রদান থেকে পূর্ণপাত্র ঢেলে দেওয়া পর্যন্ত কর্ম করতে হবে না।

ব্রজন্তঃ সাম্নো নিধনম্ উপযন্তি ।। ২।।

অনু.— যেতে যেতে (সকলে) সামের 'নিধন' (অংশ) গান করেন।

ব্যাখ্যা— উপযন্তি = কাছে যান, গান করেন। অবভৃথ ইষ্টির জন্য নিকটবর্তী জলাশয়ের দিকে যেতে যেতে 'অগ্নিষ্টপতি প্রতিদহত্যহাবোঽহাব' (শ. ব্রা. ৪/৪/৫/৮) এবং 'অগ্নিং হোতারং-' (সা. পূ. ৪৬৫) মন্ত্রে গান গাইতে হয়। এই গানের 'নিধন' অংশটুকু গাইবেন কিন্তু সকলে মিলে। নিধন হচ্ছে গানের শেষ ভাগ। ''সর্বে সাম্নো নিধনম্ উপযন্তি''— শা. ৮/১০/৩।

অবভৃথেষ্ট্যা তিষ্ঠন্তশ্ চরন্তি ।। ৩।।

অনু.— দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবভৃথ ইষ্টি দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

প্রযাজাদ্যনুযাজান্তা ।। ৪।।

অনু.— (এই ইষ্টি) প্রযাজে শুরু অনুযাজে শেষ।

ব্যাখ্যা— শা. ৮/১১/১০ সূত্রেও এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। বিকল্পে তা স্বিষ্টকৃতেও শেষ হতে পারে— ''স্বিষ্টকৃদন্তা বা; আজ্যভাগৌ বা পরিহাপ্যানুযাজৌ চ''— ১১, ১২।

নাস্যাম্ ইডা ন বর্হিষ্মন্তৌ প্রযাজানুযাজৌ ।। ৫।। [৪]

অনু.— এই (ইষ্টিতে) ইড়া (-ভক্ষণ) নেই। বর্হির্দেবতাযুক্ত প্রযাজ ও অনুযাজ (-ও এখানে) নেই।

ব্যাখ্যা— এই ইষ্টিতে চতুর্থ প্রযাজ, ইড়াভক্ষণ এবং প্রথম অনুযাজের অনুষ্ঠান করতে হয় না। শা. ৮/১১/৯ সূত্রেও প্রযাজ ও অনুযাজে বর্হিঃ দেবতাকে বাদ দিতে বলা হয়েছে। শা. ৮/১১/১২ অনুসারে দুই আজ্যভাগ ও দুই অনুযাজ বাদ যেতে পারে।

অপ্সুমন্তৌ ।। ৬।। [৪]

অনু.— অপ্সুমান্ দুটি (মন্ত্র দুই আজ্যভাগের অনুবাক্যা)।

ব্যাখ্যা— অপ্সু-শব্দযুক্ত দুটি মন্ত্রের জন্য ২/১৩/৩, ৪ সূ. দ্র.। শা. ৮/১১/৩ অনুসারেও অনুবাক্যা মন্ত্র তা-ই। প্রসঙ্গত 'অপো যোনিযন্মতুষু সপ্তম্যা অলুগ্ বক্তব্যঃ' (পা. ৬/৩/১৮-বা.) দ্র.।

গায়ত্র্যৌ ।। ৭।। [৫]

অনু.— (ঐ মন্ত্র) দু-টি গায়ত্রী ছন্দের।

ব্যাখ্যা— ভিন্ন সূত্র করার উদ্দেশ্যে এই যে, যেখানে অপ্সুশব্দযুক্ত মন্ত্র বিহিত হয়েছে সেখানেই গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্র দু-টিকেই পাঠ করতে হবে, অন্য কোন ছন্দের মন্ত্র পাঠ করলে চলবে না। এই কারণে ঋ. ১/২৩/১৯, ২০ এবং ১০/১০৪/২ মন্ত্র এখানে গ্রাহ্য নয়।

বারুণং হবিঃ ।। ৮।। [৬]

অনু.— (এই ইষ্টিতে) আহুতিদ্রব্য (হবে) বরুণদেবতার।

ব্যাখ্যা— অবভৃথ ইষ্টির প্রধানদেবতা বরুণ। 'হবিঃ' বলায় আহুতিদ্রব্য (হবিঃ) দূষিত হলে আজ্য আহুতি (৩/১০/২০ সূ. দ্র.) দেওয়া চলবে না, যাগের ফাঁকে আবার আহুতিদ্রব্য তৈরী করে তা আহুতি দিতে হবে।

অব তে হেডো বরুণ নমোভির্ ইতি দ্বে ।। ৯।। [৭]

অনু.— (প্রধানযাগের অনুবাক্যা এবং যাজ্যা হচ্ছে) 'অব-' (১/২৪/১৪, ১৫) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— শা. ৮/১১/৫ অনুসারে 'উদু-' অনুবাক্যা, 'অব-' (১/২৪/১৫, ১৪) যাজ্যা।

অগ্নীবরুণৌ স্বিষ্টকৃদ্-অর্থে ।। ১০।। [৭]

অনু.— স্বিষ্টকৃতের জন্য অগ্নি-বরুণ (দেবতা)।

ব্যাখ্যা— "অত্র নিগদাভাবাদ্ অগ্নীবরুণৌ ইত্যাদিশ্য 'স ত্বং ন' ইত্যৃচা যষ্টব্যম্" (না.)— এখানে নিগদমন্ত্রটি (আ. ১/৬/৬-৮) পাঠ করতে হয় না বলে 'অগ্নী-বরুণৌ' এইভাবে দেবতার নাম উল্লেখ করে 'স ত্বং-' (৪/১/৫) এই যাজ্যা মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে। মন্ত্রে 'স্বিষ্টকৃত্' শব্দটি যুক্ত করার প্রয়োজন নেই।

ত্বং নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ ইতি দ্বে ।। ১১।। [৮]

অনু.— 'ত্বং-' (৪/১/৪, ৫) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র স্বিষ্টকৃতের যথাক্রমে অনুবাক্যা এবং যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— শা. ৮/১১/৬ অনুসারে 'স ত্বং-' (৪/১/৫) অনুবাক্যা, 'ত্বং-' (৪/১/৪) যাজ্যা।

সংস্থিতায়াং পাদান্ উদকান্তেঽবদধ্যুর্ নমো বরুণায়াভিষ্ঠিতো বরুণস্য পাশ ইতি ।। ১২।। [৮]

অনু.— (অবভৃথ ইষ্টি) শেষ হলে 'নমো-' (সূ.) এই (মন্ত্রে তীরে) জলের ধারে (ডান) পা-গুলিকে রাখবেন।

ব্যাখ্যা— তীরের নিকটবর্তী জলে পা রাখতে হবে। 'সংস্থিতায়াং' বলায় যেখানে অবভৃথ ইষ্টি হবে না সেই যাগে জলের ধারে এসে পা রাখা ইত্যাদিও করতে হবে না।

তত আচামন্তি ভক্ষস্যাবভৃথোঽসি ভক্ষিতস্যাবভৃথোঽসি ভক্ষং কৃতস্যাবভৃথোঽসীতি ।। ১৩।। [৯]

অনু.— তার পর 'ভক্ষ-' (সূ.), 'ভক্ষি-' (সূ.), 'ভক্ষং-' (সূ.) এই (তিন মন্ত্রে তিনবার) জল পান করেন।

ব্যাখ্যা— আচামন্তি = 'অপঃ পিবন্তীত্যর্থঃ' (না.) = জল পান করেন। এই জলপান করতে হয় শৌচেরই প্রয়োজনে। কিভাবে পান করবেন তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

প্রোথ্য প্রথমেন প্রষ্ঠীবন্তি প্রগিরন্ত্যুত্তরাভ্যাম্ ।। ১৪।। [১০]

অনু.— প্রথম (মন্ত্রের) দ্বারা (জল) কুলকুচি করে ফেলে দেন। পরবর্তী দুই মন্ত্রে (কুলকুচি করে জল) গিলে নেন।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে 'আচামন্তি' পদটি থাকায় এই সূত্রে 'প্রগিরন্তি' না বললেও চলত, কিন্তু শেষ দুই বারেও আগে প্রোথন করে তার পরে পান করতে হয় এ-কথা বোঝাবার জন্যই সূত্রে ঐ পদটির উল্লেখ করা হয়েছে।

তত আচম্যাপ্লবন্ত আপো অস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্ত্বিদমাপঃ প্র বহত
সুমিত্র্যা ন আপ ওষধয়ঃ সন্ত্বিতি ।। ১৫।। [১১]

অনু.— তার পর (আবার) আচমন করে 'আপো-' (১০/১৭/১০), 'ইদম-' (১/২৩/২২), 'সুমিত্র্যা-' (আ. ৩/৫/৩) এই (তিন মন্ত্রে) ডুব দেন।

ব্যাখ্যা— আপ্লবন্তে = স্নান করেন। এই আচমন স্নানেরই অঙ্গ।

এতয়াবৃতাভ্যুক্ষেরন্ এবাপ্যদীক্ষিতাঃ ।। ১৬।। [১২]

অনু.— এই মন্ত্র (গুলি) দ্বারা অদীক্ষিতেরা কেবল নিজেদের দিকে জল ছিটাবেন অথবা (কেবল স্নান করবেন)।

ব্যাখ্যা— আবৃত্ = পদ্ধতি, মন্ত্র। 'অপি' দ্বারা 'আপ্লবন্তে' পদকে বোঝান হয়েছে।

উন্নেতৈনান্ উন্নয়তি ।। ১৭।। [১৩]

অনু.— উন্নেতা এঁদের (জল থেকে) টেনে তোলেন।

উন্নেতক্রুসোময়োন্নেতর্বপ্বো অভ্যুন্নয়ান ইত্যুন্নীয়মানা জপন্তি ।। ১৮।। [১৪]

অনু.— (যাঁদের) টেনে তোলা হচ্ছে (তাঁরা) 'উন্নেত-' (সূ.) এই (মন্ত্র) জপ করেন।

উদ্বয়ং তমসস্পরীত্যুদ্-এত্য ।। ১৯।। [১৫]

অনু.— (জল থেকে) উঠে এসে 'উদ্বয়ং-' (১/৫০/১০) এই (মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যে কাজটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই ঋকে সেই কাজের কথাই ইঙ্গিতে ব্যক্ত হচ্ছে বলে ঋক্‌টি 'মন্ত্র'। মন্ত্র বলে 'মন্ত্রাশ্ চ-' (১/১/২১) এই সূত্র অনুসারে ঋক্‌টিকে উপাংশুস্বরে পাঠ করতে হবে। শা. ৮/১১/১৩-১৫ দ্র.।

সমানম্ অত ঊর্ধ্বং হৃদয়শূলেনা সংস্থাজপাত্ ।। ২০।। [১৬]

অনু.— এর পর সংস্থাজপ পর্যন্ত (যা যা করতে হয় তা) হৃদয়শূল (ফেলে দেওয়ার) সঙ্গে সমান।

ব্যাখ্যা— এখানে হৃদয়শূল ফেলে দেওয়ার ব্যাপার নেই বলে অনুমন্ত্রণ এবং জলস্পর্শ করতে হয় না। তা ছাড়া 'অনবেক্ষমাণাঃ'

(৩/৬/৩০) থেকে 'ততঃ সমিধোঽভ্যাদধতি' (৩/৬/৩৪) এবং 'ততঃ সংস্থাজপঃ' (৩/৬/৩৫) পর্যন্ত সব-কিছু কর্মই সকলকে করতে হয়। সংস্থাজপের সঙ্গে হৃদয়শূল ফেলার কোন সম্বন্ধ নেই বলে পৃথক্‌ভাবে 'আ সংস্থাজপাত্' বলা হয়েছে।

সংস্থাজপেনোপতিষ্ঠন্তে যে যেঽপবৃক্তকর্মাণঃ ।। ২১।। [১৭]

অনু.— যাঁরা (তাঁদের কর্তব্য) কর্ম শেষ করেছেন (তাঁরা সকলে) সংস্থাজপ দ্বারা উপস্থান করেন।

ব্যাখ্যা— ১২-২০ নং সূত্র পর্যন্ত যা যা বলা হল তা সকলকেই করতে হয়, তবে সংস্থাজপ করবেন শুধু তাঁরাই যাঁদের সমস্ত কর্তব্য কর্ম সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে। সমস্ত কর্তব্য কর্ম শেষ হয়ে যায় না বলে দীক্ষণীয়া প্রভৃতি অঙ্গযাগগুলির শেষে তাই সংস্থাজপ করতে নেই।

চতুর্দশ কণ্ডিকা (৬/১৪)

[উদয়নীয়া, অনূবন্ধ্যা, ত্বষ্টৃদেবতার পশুযাগ, দেবিকাহবিঃ, দেবীযাগ, অনূবন্ধ্যার বিকল্প, উদবসানীয়া]

গার্হপত্য উদয়নীয়য়া চরন্তি ।। ১।।

অনু.— গার্হপত্যে উদয়নীয়া (ইষ্টি) দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা— উদয়নীয়া ইষ্টির আহুতি দেওয়া হয় গার্হপত্যে অর্থাৎ ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ে।

সা প্রায়ণীয়য়োক্তা ।। ২।।

অনু.— ঐ (ইষ্টি) প্রায়ণীয়া (ইষ্টি) দ্বারা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— উদয়নীয়া ইষ্টির অনুষ্ঠান হয় প্রায়ণীয়া ইষ্টির মতোই। ইষ্টিটি শংযুবাকে শেষ হবে অথবা পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানে সমাপ্ত হবে তা স্থির হয় অধ্বর্যুদের মত অনুযায়ী।

পথ্যা স্বস্তির্ ইহোত্তমাজ্যহবিষাম্ ।। ৩।।

অনু.— যাঁদের আহুতিদ্রব্য আজ্য (তাঁদের মধ্যে) এখানে পথ্যা স্বস্তি অন্তিম (দেবতা)।

ব্যাখ্যা— প্রায়ণীয়া ইষ্টিতে পথ্যা স্বস্তি, অগ্নি, সোম ও সবিতার উদ্দেশে আজ্য এবং অদিতির উদ্দেশে চরু আহুতি দেওয়া হয়। উদয়নীয়ায় পথ্যা স্বস্তি প্রথম নয়, চতুর্থ দেবতা। ক্রম তাই অগ্নি, সোম, সবিতা, পথ্যা। শা. ৮/১২/৩, ৪ সূত্রের বক্তব্যও তা-ই।

বিপরীতাশ্ চ যাজ্যানুবাক্যাঃ ।। ৪।।

অনু.— এবং যাজ্যা ও অনুবাক্যা বিপরীত (হবে)।

ব্যাখ্যা— প্রায়ণীয়ার যাজ্যা এখানে অনুবাক্যা এবং সেখানের অনুবাক্যা এখানে যাজ্যা। শা. ৮/১২/২ সূত্রেও তা-ই বলা হয়েছে।

তে চৈব কুর্যুর্ যে প্রায়ণীয়াম্ ।। ৫।।

অনু.— এবং তাঁরাই (উদয়নীয়া) করবেন যাঁরা প্রায়ণীয়া (করেছিলেন)।

ব্যাখ্যা— প্রায়ণীয়ায় কেউ কোন ঋত্বিকের প্রতিনিধিত্ব করে থাকলে এখানেও তাঁকেই প্রতিনিধি হয়ে কাজ করতে হবে, মূল ঋত্বিক্ কাজটি করলে চলবে না।

প্রকৃত্যা সংযাজ্যে ।। ৬।।

অনু.— স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা এবং যাজ্যা (এখানে) স্বাভাবিক (থাকবে)।

ব্যাখ্যা— উদয়নীয়ায় সংযাজ্যার কিন্তু ৪ নং সূত্র অনুসারে কোন বৈপরীত্য ঘটে না।

সংস্থিতায়াং মৈত্রাবরুণ্যনূবন্ধ্যা ।। ৭।।

অনু.— (উদয়নীয়া) শেষ হলে মিত্র-বরুণ দেবতার (উদ্দেশে) অনূবন্ধ্যা (নামে পশুযাগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— "মৈত্রাবরুণী চ বশানূবন্ধ্যা; পয়স্যা বা"— শা. ৮/১২/৫, ৬।

সদস্যেকে ।। ৮।।

অনু.— অন্যেরা (বলেন অনূবন্ধ্যা যাগ করতে হয়) সদোমণ্ডপে (বসে)।

ব্যাখ্যা— এই পক্ষেও দণ্ডপ্রদান পর্যন্ত কর্ম কিন্তু উত্তর দিকেই করতে হয়।

উত্তরবেদ্যাম্ একে ।। ৯।।

অনু.— অপরেরা (বলেন ঐ যাগ করতে হয়) উত্তরবেদিতে।

ব্যাখ্যা— উত্তরবেদির নিকটে বসে অনূবন্ধ্যা-পশুযাগ করতে হয়।

হুতায়াং বপায়াং যদ্যেকাদশিন্যগ্রতঃ কৃত্বাগ্নীষোমীয়েণ সঞ্চরেণ ব্রজিত্বা গার্হপত্যে ত্বাষ্ট্রেণ পশুনা চরন্তি ।। ১০।।

অনু.— যদি (অগ্নি-সোম-দেবতার পশুযাগের অথবা সবনীয় পশুযাগের স্থানে) আগে 'একাদশিনী' যাগ করা হয়ে থাকে (তাহলে অনূবন্ধ্যার) বপা আহুতি দেওয়া হলে (ঋত্বিকেরা) অগ্নি-সোম-প্রণয়নের গমনপথ দিয়ে (ঐষ্টিক বেদিতে) গিয়ে ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়ে ত্বষ্টৃ-দেবতার (উদ্দেশে) পশু দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

অঞ্জনাদি পর্যগ্নি কৃত্বোত্সৃজন্ত্যপুনর্-আয়নায় ।। ১১।।

অনু.— (এই ত্বষ্টৃদেবতার পশুযাগে) যূপাঞ্জন থেকে পর্যগ্নিকরণ পর্যন্ত (সব-কিছু কর্ম) করে (ঐ পশুকে) অ-প্রত্যাবর্তনের জন্য ছেড়ে দেন।

ব্যাখ্যা— ত্বষ্টৃদেবতার পশুযাগে যূপাঞ্জন (৩/১/৮ সূ. দ্র.) থেকে পর্যগ্নিকরণ (৩/২/৯ সূ. দ্র.) পর্যন্ত সব-কিছু করে পশুটিকে উৎসর্গ করতে অর্থাৎ যজ্ঞস্থল থেকে ছেড়ে দিতে হয়। এই পশুযাগের এখানেই, এই মুক্ত করার পরেই, সমাপ্তি ঘটে।

যদি ত্বধ্বর্যব আজ্যেন সম্-আপ্নুয়ুস্ তথৈব হোতা কুর্যাত্ ।। ১২।।

অনু.— কিন্তু অধ্বর্যুরা যদি আজ্য দিয়ে (এই যাগ) শেষ করেন (তাহলে) হোতা (এবং মৈত্রাবরুণ) তেমনভাবেই (কর্ম) করবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যুরা পশুকে ছেড়ে দিয়ে পশুর পরিবর্তে আজ্য দিয়ে বাকী অংশের অনুষ্ঠান শেষ করতে চাইলে হোতা এবং মৈত্রাবরুণও সেই অনুযায়ী নিজ নিজ করণীয় কর্ম করবেন। ১৩-১৪ নং সূ. দ্র.।

সংপ্রৈষবদ্ আদেশান্ ।। ১৩।।

অনু.— প্রৈষের মতো (দ্রব্য ও দেবতার) উল্লেখ (করবেন)।

ব্যাখ্যা— যাগ আজ্য দিয়েই হোক অথবা পশু দিয়েই হোক, ত্বাষ্ট্রযাগে অধ্বর্যুরা তাঁদের প্রৈষে দ্রব্য ও দেবতার যেমন যেমন উল্লেখ করবেন হোতা এবং মৈত্রাবরুণকেও তাঁদের পাঠ্য মন্ত্রে তা তেমনই উল্লেখ করতে হবে। দ্র. যে, আজ্যদ্রব্য দ্বারা যাগের সমাপ্তি নানা ভাবে হতে পারে— (ক) পশুযাগের মতোই অনুষ্ঠান হবে, তবে মন্ত্রে পশুসম্পর্কিত শব্দগুলির ক্ষেত্রে 'আজ্য' শব্দ উচ্চারণ করতে হবে। (খ) পশুযাগের মতোই অনুষ্ঠান হবে এবং মন্ত্রের পশুসম্পর্কিত শব্দগুলিও অপরিবর্তিত থাকবে। (গ) অবিকল ইষ্টিযাগের মতোই আজ্য দ্বারা অবশিষ্ট অনুষ্ঠান হবে। (ঘ) ইষ্টিযাগের মতোই হবে, তবে বপা, পুরোডাশ এবং পশু-অঙ্গের স্থানে আজ্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ তিনটি (= তিনবার করে) ইষ্টিযাগ হবে। (ঙ) এ-ছাড়া আরও নানা সম্ভাব্য উপায় আছে। প্রৈষ যেমন দেওয়া হবে, দ্রব্য ও দেবতার উল্লেখ যেমনভাবে করা হবে, হোতা ও মৈত্রাবরুণ সেই অনুযায়ীই মন্ত্র পাঠ করবেন।

পশুবন্ নিপাতান্ ।। ১৪।।

অনু.— যথার্থ শব্দগুলিকে পশুর মতো (উল্লেখ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আজ্য অথবা পশুর উল্লেখযুক্ত 'মেদ উদ্ধৃতং', 'পার্শ্বতঃ শ্রোণিতঃ' (আ. ৩/৬/৮) ইত্যাদি যথার্থবাচী শব্দগুলিকে 'নিপাত' বলা হয়। আজ্য দিয়ে অনুষ্ঠান হলে ১৩ নং সূত্রের ব্যাখ্যায় নির্দিষ্ট (ক) এবং (খ) এই দুটি পক্ষে নিপাতগুলিকে কিন্তু পশুযাগের মতোই পাঠ করতে হবে।

যদ্যনুবন্ধ্যে পশুপুরোডাশম্ অনু দেবিকাহবীংষি নিরবপেয়ুর্ ধাতানুমতী রাকা সিনীবালী কুহূঃ ।। ১৫।।

অনু.— যদি অনুবন্ধ্যাযাগে পশুপুরোডাশ-যাগের পরে দেবিকা-যাগগুলি অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহলে ধাতা, অনুমতি, রাকা, সিনীবালী, কুহূ (হবেন সেই যাগের দেবতা)।

ব্যাখ্যা— এই 'দেবিকাহবিঃ' নামে যাগগুলি হচ্ছে 'অম্বায়াত্য' যাগ। শা. ৯/২৮/১, ২ সূত্রেও এই দেবীদেরই নাম আছে।

ধাতা দদাতু দাশুষে প্রাচীং জীবাতুমক্ষিতম্। বয়ং দেবস্য ধীমহি সুমতিং বাজিনীবতঃ। ধাতা প্রজানামুত রায় ঈশে ধাতেদং বিশ্বং ভুবনং জজান। ধাতা কৃষ্টীরনিমিষাভিচষ্টে ধাত্র ইদ্ ধব্যং ঘৃতবজ্ জুহোতেতি ।। ১৬।।

অনু.— 'ধাতা-' (সূ.), 'ধাতা কৃষ্টী-' (সূ.), এই (দুই মন্ত্র ধাতার অনুবাক্যা ও যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— দেবিকাযাগের অন্য চার দেবতার অনুবাক্যা এবং যাজ্যা 'অদৃষ্টাদেশে-' (২/১/৮) সূত্র অনুসারে খুঁজে নিতে হবে। ১/১০/৭ সূত্রে শেষ তিন দেবতার সেই অনুবাক্যা ও যাজ্যা মন্ত্রগুলির সন্ধান পাওয়া যাবে। শা. ৯/২৮/৩ সূত্রে কুহূ ও ধাতার মন্ত্র পঠিত রয়েছে, কিন্তু ধাতার সেই দুই মন্ত্রের পাঠ আমাদের এই সূত্রে প্রদত্ত পাঠের অপেক্ষায় ভিন্ন।

দেবীনাং চেত্ সূর্যো দ্যৌর্ উষা গৌঃ পৃথিবী ।। ১৭।।

অনু.— যদি দেবীদের (যাগ করা হয় তাহলে) সূর্য, দ্যৌ, উষা, গো, পৃথিবী (হবেন প্রধান দেবতা)।

ব্যাখ্যা—এগুলিও অম্বাযাত্য যাগে। এই যাগের নাম 'দেবীযাগ'। "দেবীভ্যশ্ চ হবীংষি; অদ্ভ্য ওষধীভ্যো গোভ্য উষসে রাত্রয়ে সূর্যায়ৈ দিবে পৃথিব্যৈ বাচে গবে"— শা. ৯/২৮/৪, ৫।

স্মত্ পুরন্ধির্ন আ গহীতি বে। আ দ্যাং তনোষি রশ্মিভিরাবহন্তী পোষ্যা বার্যাণি ন তা অর্বা রেণুককাটো অশ্নুতে ন তা নশন্তি ন দভাতি তস্করো বল্গিত্থা পর্বতানাং দৃন্হা চিদ্ যা বনস্পতীন্ ।। ১৮।।

অনু.— (দ্যৌ দেবতার) 'স্মত্-' (৮/৩৪/৬, ৭) ইত্যাদি দুটি (মন্ত্র), (উষার) 'আ দ্যাং-' (৪/৫২/৭), 'আব-' (১/১১৩/১৫), (গো-দেবতার) 'ন তা-' (৬/২৮/৪), 'ন তা নশ-' (৬/২৮/৩), (পৃথিবীর) 'বল্গি-' (৫/৮৪/১), 'দৃন্হা-' (৫/৮৪/৩) (অনুবাক্যা এবং যাজ্যা)।

ব্যাখ্যা— সূর্যদেবতার মন্ত্র ২/২০/৫ সূত্রে যা বলা হয়েছে তা-ই।

পশ্বলাভে পয়স্যা মৈত্রাবরুণ্যনুবন্ধ্যাস্থানে ।। ১৯।।

অনু.— পশু না পাওয়া গেলে অনুবন্ধ্যার স্থানে মিত্র-বরুণ দেবতার উদ্দেশে ছানা (আহুতি দিতে হয়)।

ব্যাখ্যা— 'স্থানে' বলায় যাগটি পশু না পাওয়ার জন্য কোন নৈমিত্তিক কর্ম নয়, প্রতিনিধিকর্ম। "পয়স্যা বা"— শা. ৮/১২/৬।

আজ্যভাগপ্রভৃতিবাজিনান্তা ।। ২০।।

অনু.— (ঐ যাগ) আজ্যভাগে শুরু (এবং) বাজিনে শেষ।

ব্যাখ্যা— "আজ্যভাগপ্রভৃতি বা পয়স্যা; অনিগদেডান্তা"— শা. ৮/১২। ১২, ১৪।

কর্মিণো বাজিনং ভক্ষয়েয়ুঃ ।। ২১।।

অনু.— কর্মীরা ছানার জল খাবেন।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্রটির প্রয়োজনেই এই সূত্রটি করা হয়েছে, নতুবা না করলেও চলত।

সর্বে তু দীক্ষিতাঃ ।। ২২।।

অনু.— (সত্রে) কিন্তু সকল দীক্ষিত (ব্যক্তিই যজমানত্বের কারণে ছানার জল পান করবেন)।

সর্বে তু দীক্ষিতোত্থিতাঃ পৃথগ্ অগ্নীন্ সম্-আরোপ্যোদগ্ দেবযজনান্ মথিত্বোদবসানীয়য়া যজন্তে ।। ২৩।।

অনু.— দীক্ষা থেকে মুক্ত (হয়ে) সকলে কিন্তু নিজ নিজ (অরণিতে) পৃথক্ পৃথক্ অগ্নি সমারোপণ করে যজ্ঞভূমির উত্তর দিকে (গিয়ে অগ্নি) মন্থন করে উদবসানীয়া দ্বারা যাগ করেন।

ব্যাখ্যা— দীক্ষণীয়া ইষ্টিতে যজমানের দীক্ষা হয় এবং অবভৃথে তা ত্যাগ করা হয়। তার পরে যথাসময়ে অনুবন্ধ্যার অনুষ্ঠান শেষ করে তাঁকে দুই অরণিতে অগ্নি সমারোপণ করতে হয়। সত্রে সকলেই দীক্ষিত বলে তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অরণিতে অগ্নির সমারোপণ করেন এবং মন্থনজাত অগ্নিতে পৃথক্ পৃথক্ 'উদবসানীয়া' ইষ্টির অনুষ্ঠান করেন। 'মথিত্বা' না বললেও বোঝা যায় যাগের অগ্নির জন্য অরণিমন্থনই করতে হবে, তবুও সূত্রে তা বলার উদ্দেশ্য এই যে, মন্থনের পরেই উদবসানীয়া ইষ্টি করতে হবে, কারণ এই ইষ্টিযাগ হচ্ছে সোমযাগেরই অঙ্গ। তাই মাঝে অগ্নিহোত্রের সময় উপস্থিত হলেও আগে এই ইষ্টি শেষ করে তবে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করতে হবে। 'তু' শব্দ দ্বারা বিধানের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়েছে। এই সূত্রের তাই দুটি অর্থ— একটি সামান্য (= সাধারণ), একটি বিশেষ। সাধারণ অর্থ হল, আলোচ্য অগ্নিষ্টোমে দীক্ষণীয়ার দ্বারা দীক্ষিত যজমান দীক্ষা থেকে উত্থিত অর্থাৎ দীক্ষামুক্ত হয়ে কাজগুলি করবেন। বিশেষ অর্থ হচ্ছে— সত্রে দীক্ষিত সকলে উত্থিত অর্থাৎ দীক্ষামুক্ত হয়ে কাজগুলি করবেন। এ-ক্ষেত্রে পাঠটি হবে 'দীক্ষিতা উত্থিতাঃ'।

পৌনরাধেয়িক্যবিকৃতাবিকৃতা ।। ২৪।।

অনু.— (এই ইষ্টি) বিকৃতি বিহীন পুনরাধেয়-সম্পর্কিত (ইষ্টি)।

ব্যাখ্যা— উদবসানীয়া ইষ্টির অনুষ্ঠান পুনরাধেয়া ইষ্টির মতোই হয়, কিন্তু পুনরাধেয়ায় দর্শপূর্ণমাসের অপেক্ষায় যে যে পরিবর্তন ঘটে তা এখানে ঘটান হয় না। ফলে প্রধানযাগের দেবতা এবং প্রধান ও স্বিষ্টকৃৎ যাগের অনুবাক্যা এবং যাজ্যাই কেবল এখানে পুনরাধেয়ার (২/৮/৪ সূ. দ্র.) মতো হয়ে থাকে, অন্যান্য অংশ কিন্তু দর্শপূর্ণমাসেরই মতো। ২/১৫/৩ সূত্র অনুসারে প্রধানযাগের উপাংশুত্বও এখানে হয় না। শা. ৮/১৩/৪, ৫ দ্র.।

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম কণ্ডিকা (৭/১)

[সত্রের প্রাত্যহিক কর্ম সম্পর্কে বিধি-নিষেধ]

সত্রাণাম্ ।। ১।।

অনু.— সত্রযাগগুলির।

ব্যাখ্যা— এখন থেকে অষ্টম অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত যা যা বলা হচ্ছে তা সত্রযাগেরই সম্পর্কে বলা হচ্ছে বলে বুঝতে হবে।

উক্তা দীক্ষোপসদঃ ।। ২।।

অনু.— (সত্রের) দীক্ষা এবং উপসদ্ বলা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা — ৪/২/১৫-১৭ সূত্রে সত্রের দীক্ষা এবং ৪/৮/২২ সূত্রে সত্রের উপসদের দিনসংখ্যার কথা বলা হয়েছে। সেখান থেকে জানা গেছে সত্রযাগে এক দিন থেকে এক বছর পর্যন্ত দীক্ষণীয়া এবং আরও এক বছর অথবা চব্বিশ দিন ধরে উপসদ্ ইষ্টির অনুষ্ঠান চলে। এই সূত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সত্রের মতো অহীনেও দ্বাদশাহ ও মহাব্রতের অনুষ্ঠান সম্ভব হলেও ('তাপশ্চিত' তো সত্রই) ৪/২/১৬, ১৭ সূত্রদুটি কিন্তু অহীনসম্পর্কিত নয়, সত্রসম্পর্কিতই। ৪/৮/২২ সূত্রটি থাকা সত্ত্বেও এখানে উপসদের কথাও বলা হল এই কারণে যে, তা না বললে মনে হবে সত্রে ২-৩ নং সূত্র অনুযায়ী দীক্ষা ও সুত্যারই অনুষ্ঠান হবে, উপসদের কোন অনুষ্ঠান হবে না।

এতেনাহ্না সুত্যানি ।। ৩।।

অনু.— এই (সুত্যা) দিনের দ্বারা (সত্রেরও) সুত্যাগুলি (নির্দিষ্ট হয়ে গেছে)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী এবং অতিরাত্র এই চার প্রকারের জ্যোতিষ্টোমের সুত্যাদিন দ্বারাই সত্রেরও সুত্যাদিনগুলি মোটামুটি বলা হয়ে গেছে। সত্রে বিভিন্ন সুত্যাদিনগুলির অনুষ্ঠান ঐ পূর্ববর্ণিত অগ্নিষ্টোম প্রভৃতির সুত্যাদিনের অনুষ্ঠানের মতোই হয়ে থাকে। সত্রে যে দিন অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যে বিশেষ সংস্থার বিধান দেওয়া হচ্ছে সেই দিন সেই বিশেষ সংস্থারই অনুষ্ঠান হবে। যদি কোথাও তার মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য বা পরিবর্তন ঘটে তাহলে তা সূত্রে যথাস্থানে বলা হবে। অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি চার প্রকারের জ্যোতিষ্টোম সর্বপ্রকার একাহ, অহীন ও সত্রযাগেরই প্রকৃতি। এই নানা বিকৃতি একাহ প্রভৃতির কথা নবম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত চারটি অধ্যায়ে বলা হবে (১০/১/১১-১২; ১১/১/১ সূ. দ্র.)। তার আগে সূত্রকার গবাময়ন নামে সত্রযাগের কথা বলছেন। এই যাগের নানা দিনের অনুষ্ঠানের কথা আগে বলা হলে বিভিন্ন একাহ, অহীন ও সত্রযাগের অনুষ্ঠানও বোঝা সহজ হবে। সূত্রকার তাই সত্রেরই বিশেষ বিশেষ দিনের ও তার আগে সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা প্রথমে বলতে যাচ্ছেন। তার মধ্যে 'প্রায়ণীয়' ও 'উদয়নীয়' নামে দু-টি দিনের অনুষ্ঠানের কথা এখানে বলা হচ্ছে না, কারণ ঐ দুই দিনের অনুষ্ঠান হয় পূর্ববর্ণিত অতিরাত্রেরই মতো। সূত্রে 'অহ্না' না বললেও হত, কিন্তু তবুও তা বলায় বুঝতে হবে পূর্ববর্ণিত অতিরাত্র দু-দিন ধরে হলেও তা একাহই।

প্রাতরনুবাকাদ্যুদবসানীয়ান্তান্যন্ত্যানি ।। ৪।।

অনু.— (সত্রসমূহে) শেষ (দিনগুলি) প্রাতরনুবাকে শুরু এবং উদবসানীয়ায় শেষ।

ব্যাখ্যা— সত্রে শেষ সুত্যাদিনে প্রাতরনুবাক (৪/১৩/৭-৪/১৫/১৯ সূ. দ্র.) থেকে উদবসানীয়া (৬/১৪/২৩ সূ. দ্র.) পর্যন্ত সব-কিছুরই অনুষ্ঠান করতে হয়।

পত্নীসংযাজান্তান্যিতরাণি ।। ৫।।

অনু.— অন্য (দিন)গুলি পত্নীসংযাজে শেষ (হয়)।

ব্যাখ্যা— সত্রে শেষ দিন ছাড়া প্রতিদিনই দধিগ্রহভক্ষণ ও সখ্যবিসর্জন (পরবর্তী সূ. দ্র.) বাদে প্রাতরনুবাক থেকে শুরু করে পত্নীসংযাজ (৬/১৩/১ সূ. দ্র.) অর্থাৎ অবভৃথ ইষ্টির ঠিক আগে পর্যন্ত সমস্ত অংশের অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু শেষ দিনে হয় প্রাতরনুবাক থেকে উদবসানীয়া পর্যন্ত সকল অংশের অনুষ্ঠান। "পত্নীসংযাজান্ততা"— শা. ১০/১/১৫।

গ্রহপ্রাশনসখ্যবিসর্জনে ত্বন্ত এব ।। ৬।।

অনু.— দধিগ্রহ-ভক্ষণ এবং সখ্যবিসর্জন কিন্তু কেবল শেষ দিনেই (হয়)।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত ৬/১২/১২ সূ. দ্র.।

ধ্রুবাঃ শস্ত্রাণাম্ আতানাঃ ।। ৭।।

অনু.— শস্ত্রগুলির বিস্তার অপরিবর্তিত (থাকবে)।

ব্যাখ্যা— আতান = আ-√তন্ + করণবাচ্যে ঘঞ্ (= অ) = প্রসার, বিস্তার, ইয়ত্তা, অবয়বসমূহ— 'আতন্যন্তে যৈর্ ইত্যাতানাঃ, যৈর্ অবয়বরূপৈঃ শস্ত্রাণ্যুচ্যন্তে তূষ্ণীংশংসনিবিত্সূক্তাদিভিস্ তে আতানা ইত্যুচ্যন্তে' (বৃত্তি)— তূষ্ণীংশংস, নিবিদ্, সূক্ত, তৃচ, প্রগাথ, ধায্যা ইত্যাদি যে যে অঙ্গগুলি দ্বারা শস্ত্রের সম্পূর্ণ শরীর সংগঠিত ও পূর্ণায়তন হয়ে ওঠে শস্ত্রের সেই যাবতীয় উপাদান বা অংশকে, শস্ত্রের মূল কাঠামো বা সম্পূর্ণ শস্ত্রশরীরকে বলে 'আতান'। ধ্রুব = স্থির, অপরিবর্তিত। জ্যোতিষ্টোমের শস্ত্রগুলির যাবতীয় অংশ সত্রে অপরিবর্তিত থাকে। এই কারণে সত্রে শস্ত্রে নূতন কোন সূক্ত, তৃচ ইত্যাদি বিহিত হলে জ্যোতিষ্টোমের শস্ত্র থেকে শুধু সেই পরিমাণ সূক্ত, তৃচ ইত্যাদিকেই সরিয়ে দিতে হবে, শস্ত্রের অন্য মন্ত্রগুলি কিন্তু অপরিবর্তিতই থাকে যাবে। যেমন 'জনিষ্ঠা-' (৯/২/৬) সূত্রে মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য শস্ত্রে যথাক্রমে 'জনিষ্ঠা-' এবং 'উগ্রো-' এই দু-টি সূক্ত বিহিত হয়েছে। ঐ দুই শস্ত্রে তাই জ্যোতিষ্টোমের সংশ্লিষ্ট সূক্তকেই বাদ দিয়ে তার জায়গায় যথাক্রমে এই দুই সূক্ত পাঠ করতে হবে, শস্ত্রের অন্যান্য অংশ বা মন্ত্রগুলি কিন্তু অপরিবর্তিতই থেকে যাবে। একটি করে নূতন সূক্ত বিহিত হয়েছে বলে শস্ত্রে কেবল ঐ নূতন সূক্তটি পাঠ করলেই চলবে না। অন্যত্রও এইরকমই বুঝতে হবে।

সূক্তান্যেব সূক্তস্থানেষ্বহীনেষু ।। ৮।।

অনু.— (স্তোম ও শস্ত্র) সংক্ষিপ্ত না হলে সূক্তের স্থানে (বিহিত মন্ত্রগুলি) সূক্তই।

ব্যাখ্যা— অ-হীনেষু = হীন না হলে, কমে না গেলে। যদি সত্রে কোথাও জ্যোতিষ্টোমের কোন সংস্থার কোন শস্ত্রে কোন সূক্তের স্থানে মাত্র তিনটি অথবা চারটি মন্ত্র বিহিত হয় (যেমন ৮/১০/৩ সূত্রে), তাহলে সেখানে প্রকৃতিযাগের সংশ্লিষ্ট শস্ত্রের সম্পূর্ণ সূক্তটি বাদ দিয়ে তার স্থানে ঐ নূতন বিহিত তিন-চারটি মন্ত্রই পাঠ করতে হবে। কেবল ঐ স্থলেই যে, ঐ মন্ত্রগুলি সূক্তরূপে গণ্য হবে তা-ই নয়, সর্বত্রই সেইভাবে গণ্য হবে। ফলে কোথাও কোন সূক্তে নিবিদ্-অতিপত্তি হলেও ঐ মন্ত্রগুলিতে নিবিদ্ বসান যেতে পারে এবং ঐ মন্ত্রগুলিতে নিবিদ্ বসাতে ভুলে গেলে সমসংখ্যক মন্ত্রে নয়, উপযুক্ত অন্য কোন সূক্তেই নিবিদ্ বসাতে হবে। সূত্রে 'অহীনেষু' বলায় স্তোমের হানিবশত অর্থাৎ স্তোমসংক্ষেপের কারণে কোথাও কোন সূক্তের স্থানে তৃচ প্রভৃতি বিহিত হলে (৯/১/১৭ সূ. দ্র) কিন্তু মন্ত্রগুলি সূক্তরূপে গণ্য হবে না এবং গণ্য না হওয়ার ফলে সেখানে নিবিদ্-অতিপত্তি হলে অন্য কোন তৃচেই নিবিদ্ বসাতে হবে, সূক্তে নয় এবং কোন সূক্তে নিবিদ্ বসাতে ভুলে গেলে এই তৃচে নিবিদ্ বসান চলবে না, অন্য কোন সূক্তেই তা বসাতে হবে।

দৈবতেন ব্যবস্থাঃ ।। ৯।।

অনু.— দেবতা দ্বারা ব্যবস্থা (হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি জ্যোতিষ্টোমের অপেক্ষায় (সত্রে) কোন শস্ত্রে অল্পসংখ্যক সূক্ত বা তৃচ (তৃচ সেখানে সূক্তেরই প্রতিনিধি) বিহিত

হয়ে থাকে তাহলে সত্রের সেই নূতন সূক্তগুলি বা তৃচগুলি জ্যোতিষ্টোমের কোন্ কোন্ সূক্তের পরিবর্তে বিহিত হয়েছে তা নির্ণয় করতে হবে সেগুলির দেবতা দেখে। যেমন জ্যোতিষ্টোমে তৃতীয়সবনে বৈশ্বদেবশস্ত্রে মোট চারটি সূক্ত রয়েছে (৫/১৮/৬ সূ. দ্র.)। ঐ চার সূক্তের দেবতা যথাক্রমে সবিতা, দ্যাবাপৃথিবী, ঋভু এবং বিশ্বে দেবাঃ। সত্রের 'চতুর্বিংশ' নামে দিনে ঐ শস্ত্রে একটি তৃচ এবং দু-টি সূক্ত বিহিত হয়েছে (৭/৪/১৪ সূ. দ্র.)। তৃচ সেখানে আগের (৮ নং) সূত্র অনুযায়ী সূক্তেরই প্রতিনিধি। শস্ত্রটিতে তাহলে মোট তিনটি নূতন সূক্ত (একটি তৃচ + দু-টি সূক্ত) হচ্ছে। মূলসংস্থায় ছিল চারটি সূক্ত, কিন্তু এখানে হচ্ছে তিনটি সূক্ত। ৭ নং সূত্র অনুযায়ী সূক্তসংখ্যা তো কম হওয়ার কথা নয়। আগে তাই জ্যোতিষ্টোমের কোন্ তিনটি সূক্তের পরিবর্তে চতুর্বিংশে ঐ নূতন তিনটি সূক্ত বিহিত হয়েছে তা স্থির করতে হবে এবং তা করতে হবে সূক্তগুলির দেবতা দেখে। যে যে দেবতার নূতন সূক্ত বিহিত হয়েছে জ্যোতিষ্টোমের সেই সেই দেবতার সূক্ত এখানে বাদ দিতে হবে এবং যে যে দেবতার সূক্ত বিহিত হয় নি সেই সেই দেবতার সূক্তটি হবে পূর্ববিহিত জ্যোতিষ্টোমেরই সূক্ত। সূক্ত-পরবির্তনের এবং সূক্ত-বর্জনের এই হবে রীতি।

তৃচাঃ প্রউগে ।। ১০।।

অনু.— প্রউগশস্ত্রে (উল্লিখিত মন্ত্রাংশগুলি) তৃচ।

ব্যাখ্যা— প্রউগশস্ত্রের প্রসঙ্গে সূত্রে উদ্ধৃত মন্ত্রাংশগুলি এক একটি তৃচেরই প্রতীক বলে বুঝতে হবে।

সর্বাহর্গণেষু তায়মানরূপাণাং প্রথমাদ্ অহ্নঃ প্রবর্তেতে অভ্যাসাতিপ্রৈষৌ ।। ১১।।

অনু.— শস্ত্রের বিস্তৃতি-সম্পাদনকারী রূপগুলির মধ্যে অভ্যাস এবং অতিপ্রৈষ সমস্ত অহর্গণে (-ই) প্রথম দিন থেকে (-ই) প্রবৃত্ত হয়।

ব্যাখ্যা— তায়মানরূপ = 'তায়মানং বিস্তীর্যমাণম্ ইত্যর্থঃ। এবম্ভূতস্য ক্রতোঃ রূপম্ তায়মানরূপম্। সা ইয়ম্ অন্বর্থসংজ্ঞা অভ্যাসাদীনাম্ অহরহঃশস্যান্তানাম্' (বৃত্তি)। জ্যোতিষ্টোমের অপেক্ষায় অহীনে এবং সত্রে শস্ত্রের কিছু সম্প্রসারণ ঘটান হয়। যেগুলির সাহায্যে সম্প্রসারণ ঘটান হয় সেগুলিকে বলা হয় 'তায়মানরূপ'। অভ্যাস (১২ নং সূ. দ্র.), অতিপ্রৈষ (৬/১১/১৩ সূ. দ্র.), তার্ক্ষ্যসূক্ত (১৩ নং সূ. দ্র.), প্রাক্-জাতবেদস্য সূক্ত (১৪ নং সূ. দ্র.), আরম্ভণীয়া (১৫ নং সূ. দ্র.), পর্যাস (ঐ), কদ্বান্ প্রগাথ (ঐ), অহরহঃশস্য (ঐ) এই মোট আটটি তায়মানরূপ আছে। তার মধ্যে প্রথম দুটি তায়মানরূপ অর্থাৎ অভ্যাস ও অতিপ্রৈষ সমস্ত অহর্গণেই অর্থাৎ সব অহীনে ও সত্রেই প্রথম দিন থেকে প্রত্যহই প্রয়োগ করতে হয়। ১৩ নং সূত্রে 'দ্বিতীয়াদিষু' বলা থাকা সত্ত্বেও এখানে 'প্রথমাদ্ অহ্নঃ' বলায় মিত্রাবরুণ-অয়নে (১২/৬/১১ সূ. দ্র.) প্রত্যেক মাসে একটি করে সোমযাগ হয় বলে দুই যাগের মাঝে অনেক দিনের ব্যবধান থাকায় এবং অতিপ্রৈষে পরবর্তী-দিনবাচী 'শ্বঃ' শব্দ থাকায় ঐ মন্ত্রটি যে সেখানে বাদ দিতে হবে তা নয়, 'শ্বঃ' অথবা 'অদ্য' শব্দ বাদ দিয়েই অতিপ্রৈষ মন্ত্রটি প্রত্যহ পাঠ করে যেতে হবে। 'সর্ব' বলায় বিকৃতি একাহের অন্তর্গত দ্ব্যহ এবং ত্র্যহ যাগের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। 'অহর্গণেষু' বলায় কেবল সত্রে নয়, অহীনেও এই নিয়ম পালন করতে হবে।

অহ্ন উত্তমে শস্ত্রে পরিধানীয়ায়া উত্তমে বচন উত্তমং চতুর্-অক্ষরং দ্বির্ উক্ত্বা প্রণুয়াত্ ।। ১২।।

অনু.— দিনের শেষ শস্ত্রে অন্তিম মন্ত্রের শেষ আবৃত্তিতে শেষ চার অক্ষরকে দু-বার পাঠ করে প্রণব উচ্চারণ করবেন।

ব্যাখ্যা— এ-টি আটটি তায়মানরূপের মধ্যে 'অভ্যাস' নামে একটি তায়মানরূপ। এই নিয়মটি দিনের যেটি নির্ধারিত শেষ শস্ত্র তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, সোমাতিরেকের ফলে যেটি আগন্তু অন্তিম শস্ত্র হয় পড়ে তার ক্ষেত্রে কিন্তু নয়। এখানে দ্র. যে, শেষ চার অক্ষর প্রথমবার বলার পরে প্রণব হবে না, হবে দ্বিতীয়বার বলার পরে। 'অতিপ্রৈষ' নামে অপর একটি তায়মানরূপের কথা আগেই ৬/১১/১৩ সূত্রে বলা হয়ে গিয়েছে বলে সে-বিষয়ে এখানে আর বিস্তৃত কিছু বলা হল না।

দ্বিতীয়াদিষু ত্যমূ ষু বাজিনং দেবজূতম্ ইতি তার্ক্ষ্যম্ অগ্রে নিষ্কেবল্যসূক্তানাম্ ।। ১৩।।

অনু.— দ্বিতীয় প্রভৃতি (দিনে) নিষ্কেবল্য (শস্ত্রের) সূক্তগুলির আগে 'ত্যমূ-' (১০/১৭৮) এই তার্ক্ষ্য (সূক্ত পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই তার্ক্ষ্যসূক্তও একটি তায়মানরূপ। বৃত্তিকারের মতে এই সূত্রে 'চ' শব্দ না থাকায় এটি কিন্তু নিবিদ্ধানীয় সূক্ত হবে না। 'তার্ক্ষ্যম্' এই ক্লীবলিঙ্গ পদ থাকায় সূত্রে সম্পূর্ণ পাদ গ্রহণ করা হলেও উদ্ধৃত মন্ত্রাংশটি সূক্তেরই প্রতীক, ঋকের নয়। ৮/৬/১৫; ৯/১/১৫ সূত্রের ব্যাখ্যাও এই প্রসঙ্গে দ্র.। ঐ. ব্রা. ২১/১, ৪ ইত্যাদি দ্র.।

জাতবেদসে সুনবাম সোমম্ ইত্যাগ্নিমারুতে জাতবেদস্যানাম্ ।। ১৪।।

অনু.— (দ্বিতীয় প্রভৃতি দিনে) আগ্নিমারুত (শস্ত্রে) জাতবেদাঃ দেবতার (সূক্তের আগে) 'জাত-' (১/৯৯) এই (সূক্তটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এটিও একটি তায়মানরূপ। 'আগ্নিমারুতে' বলায় আজ্যশস্ত্রে জাতবেদস্য সূক্ত যদি থাকে তাহলেও তার আগে নয়. আগ্নিমারুত শস্ত্রের জাতবেদস্য-সূক্তেরই আগে এই সূক্তটি পাঠ করতে হবে। ঐ. ব্রা. ২১/২, ৫ ইত্যাদি দ্র.।

আরম্ভণীয়াঃ পর্যাসান্ কদ্‌বতোঽহরহঃশস্যানীতি হোত্রকা দ্বিতীয়াদিম্বেব ।। ১৫।।

অনু.— হোত্রকগণ আরম্ভণীয়া, পর্যাস, কদ্‌বান্ (প্রগাথ), অহরহঃশস্য দ্বিতীয় প্রভৃতি (দিনেই পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— চতুর্বিংশ নামে দিনে হোত্রকদের ক্ষেত্রে আরম্ভণীয়া প্রভৃতি যে যে মন্ত্র বিহিত হয়েছে সেগুলি হচ্ছে 'তায়মানরূপ' এবং অহর্গণে দ্বিতীয় প্রভৃতি দিন থেকেই সেগুলিকে পাঠ করতে হয়। যদিও চতুর্বিংশে আরম্ভণীয়া, কদ্‌বান্ প্রগাথ এবং অহরহঃশস্য হোত্রকদের ক্ষেত্রেই বিহিত হয়েছে, তবুও সূত্রে 'হোত্রকাঃ' বলায় পর্যাস বলতে এখানে চতুর্বিংশের পর্যাসকেই বুঝতে হবে, অতিরাত্রের পর্যাসকে নয়, কারণ অতিরাত্রে শুধু হোত্রকদের নয়, হোতারও পাঠ্য পর্যাস থাকে, কিন্তু চতুর্বিংশে পর্যাস থাকে কেবল হোত্রকদেরই। ১৩ নং সূত্র থেকে 'দ্বিতীয়াদিষু' পদের অনুবৃত্তি এখানে সম্ভব হলেও পরবর্তী সূত্র অনুযায়ী শেষ দিন ছাড়া অন্যান্য দিনে অর্থাৎ প্রথম দিন থেকেই অন্য সব দিনে আরম্ভণীয়া ইত্যাদি চারটি তায়মানরূপও প্রযুক্ত হবে এই অর্থ যাতে না হয়, দ্বিতীয় দিন থেকেই যাতে সেগুলি প্রবৃত্ত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই সূত্রে 'দ্বিতীয়াদিম্বেব' বলা হয়েছে। বস্তুত অভ্যাস ও অতিপ্রৈষ ছাড়া সব তায়মানরূপই দ্বিতীয় দিন থেকে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। অভ্যাস ও অতিপ্রৈষ প্রযুক্ত হয় কিন্তু প্রথম দিন থেকেই।

তানি সর্বাণি সর্বত্রান্যত্রাহ্ন উত্তমাত্ ।। ১৬।।

অনু.— সর্বত্র ঐ সমস্ত (তায়মানরূপগুলি) শেষ দিন ছাড়া (অবশিষ্ট দিনগুলিতে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা— ঐ অভ্যাস, আরম্ভণীয়া ইত্যাদি সব-কটি তায়মানরূপই সমস্ত অহর্গণেই অন্তিম দিন ছাড়া বাকী সব দিনেই প্রয়োগ করতে হয়, অন্তিম দিনে এগুলির প্রয়োগ হয় না। সূত্রে 'তানি' না বললেও চলত, তবুও এই পদটির উল্লেখ করায় 'তানি সর্বাণি সর্বত্র' অংশটিকে একটি পৃথক্ সূত্র ধরা যেতে পারে। স্বতন্ত্র সূত্র ধরলে অতিরিক্ত একটি অর্থ হবে— স্তোমহানির ক্ষেত্রে ৯/১/১৭ সূত্র অনুযায়ী সূক্তের স্থানে তৃচ পাঠ করতে হয়। সর্বত্র অর্থাৎ অহর্গণে তেমন কোন হীনস্তোমবিশিষ্ট দিনের অনুষ্ঠান করতে হলে সেখানেও তায়মানরূপগুলিকে সংক্ষিপ্ত করলে, তায়মানরূপের কোন সূক্তের স্থানে তৃচ পাঠ করলে চলবে না, 'সর্বাণি' অর্থাৎ সমগ্র তায়মানরূপ সূক্তটিকে অখণ্ড অবস্থায়ই পড়তে হবে। ৬/৬/৩ সূত্রে দু-টির মধ্যে একটিকে 'উত্তম' বলায় দ্ব্যহযাগেও এই নিয়মটি প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে।

বৈকল্পিকান্যগ্নিষ্টোমেঽহর্গণমধ্যগতে ।। ১৭।।

অনু.— অহর্গণের মধ্যবর্তী অগ্নিষ্টোমে (তায়মানরূপগুলি প্রয়োগ) না করলেও চলে।

ব্যাখ্যা— অগ্নিষ্টোমের সকল ধর্মই চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। এই যাগটি একটি স্বাধীন যাগ। অহর্গণে যদি তার মধ্যে অনুষ্ঠানের সময়ে কোন পরিবর্তন ঘটান হয় তাহলে তার বিহিত স্বরূপ ও মর্যাদা নষ্ট হবে বলে অগ্নিষ্টোমে কোন পরিবর্তন ঘটান উচিত নয় এই হল এক পক্ষের মত। অগ্নিষ্টোমের সকল ধর্মই পূর্বে বিহিত হয়ে থাকলেও অহর্গণে প্রবিষ্ট হয়ে তার মধ্যে কোন সাময়িক ধর্মের সংক্রমণ ঘটলে তার স্বরূপে এমন কিছু ব্যাঘাত ঘটে না— এই হল অপর এক পক্ষের অভিমত। এই দুই পক্ষের যুক্তি বা ভাবনার মধ্যে কোন্‌টি যে ঠিক তা বোঝা বেশ দুষ্কর বলে সূত্রকার এখানে বিকল্পেরই বিধান দিয়েছেন।

অগ্নিষ্টোমায়নেষু বা ।। ১৮।।

অনু.— অগ্নিষ্টোম-অয়নেও বিকল্প (হবে)।

ব্যাখ্যা— বা = এবং। যে সত্রে প্রতিদিনই অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান হয় তাকে 'অগ্নিষ্টোমায়ন' বলে। অগ্নিষ্টোম-অয়নেও তায়মানরূপগুলি বিকল্পে প্রযুক্ত হয়।

অন্যান্যভ্যাসাতিপ্রৈষাভ্যাম্ ইতি কৌত্সো বিকৃতৌ তদ্গুণভাবাত্ ।। ১৯।।

অনু.— কৌত্স (বলেন) বিকৃতিতে ঐ (অগ্নিষ্টোমের উপকারসাধনকারী) অঙ্গ হওয়ার অভ্যাস এবং অতিপ্রৈষ ছাড়া অন্য (তায়মানরূপগুলি অগ্নিষ্টোমে বিকল্পে প্রযুক্ত হবে)।

ব্যাখ্যা— তদ্ = অহর্গণের অন্তর্গত ঐ অগ্নিষ্টোম। গুণ = উপকারসাধনকারী অঙ্গ। কৌৎসের মতে অভ্যাস এবং অতিপ্রৈষ দ্বারা সত্রের বিভিন্ন দিনের মধ্যে সংযোগসাধন ও দেবতাদের উদ্দেশে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করা হয়। এই দু-টি তায়মানরূপ তাই সত্রের অন্তর্গত অগ্নিষ্টোমেরও উপকার সাধন করে। অভ্যাস এবং অতিপ্রৈষ বাদ দিলে সত্রের ঐ দিনটি বৈশিষ্ট্যবিহীন সাধারণ অগ্নিষ্টোমই হয়ে পড়ে, সত্রের অংশবিশেষ বলে তার মধ্যে কোন বিশেষ চিহ্ন না থাকায় তা গুণহীন হয়ে পড়ে। এই কারণে বিকৃতিতে অর্থাৎ সত্রের অন্তর্গত অগ্নিষ্টোমে অভ্যাস এবং অতিপ্রৈষ বিকল্পিত হলে চলবে না, অবশ্যই তা করণীয়। বিকল্প হবে শুধু অন্য ছ-টি তায়মানরূপের ক্ষেত্রেই।

নিত্যানি হোতুর্ ইতি গৌতমঃ সংঘাতাদাব্ অনুপ্রবৃত্তত্বাদ্ অচ্যুতশব্দাচ্ চ ।। ২০।।

অনু.— গৌতম (বলেন) সমূহের প্রথমে প্রবৃত্ত হয়েছে বলে এবং অচ্যুতশব্দের কারণে হোতার (ক্ষেত্রে অভ্যাস, তার্ক্ষ্যসূক্ত এবং প্রাক্-জাতবেদস্য সূক্ত) অবশ্য-কর্তব্য।

ব্যাখ্যা— সংঘাত = সমষ্টি, একত্র সংহত। যে তায়মানরূপগুলি কেবল হোতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেই তার্ক্ষ্য সূক্ত, প্রাক্-জাতবেদস্য সূক্ত (১৩, ১৪ নং সূ. দ্র.) এবং অভ্যাস এই তিনটি তায়মানরূপ অগ্নিষ্টোমে অবশ্যপাঠ্য। অহর্গণ হচ্ছে বিভিন্ন সুত্যাদিনের সমষ্টি। সেই দিনগুলির মধ্যে নিরবিচ্ছিন্নতা ও সংযোগ স্থাপন করার উদ্দেশে তায়মানরূপগুলি প্রয়োগ করা হয়। তার মধ্যে যে-হেতু ১১ নং সূত্র অনুযায়ী প্রথম দিন থেকেই 'অভ্যাস' আরম্ভ হয়, সে-হেতু গৌতমের মতে মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে সত্রের অন্তর্গত অগ্নিষ্টোমেও তা অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। তা-ছাড়া তার্ক্ষ্যসূক্ত এবং প্রাক্-জাতবেদস্য সূক্ত সম্বন্ধে বেদে 'অচ্যুত' শব্দের উল্লেখ থাকায় ('তার্ক্ষ্যোঽচ্যুতঃ', 'জাতবেদস্যাচ্যুতা'— ঐ. ব্রা. ২১/১, ২ ইত্যাদি) সত্রের অন্তর্গত অগ্নিষ্টোমেও এই দুই সূক্ত অবশ্যই পাঠ করতে হবে। হোতা ছাড়া অপরের ক্ষেত্রে তায়মানরূপগুলি অগ্নিষ্টোমে বিকল্পিত হবে। সূত্রে হোতার উল্লেখ করা হয়েছে কেবল অভ্যাস ইত্যাদি তিনটিকেই বুঝাবার জন্য, হোতার কোন বিশেষ কর্তব্য বিধানের জন্য নয়।

হোত্রকাণাম্ অপি গাণগারির্ নিত্যত্বাত্ সত্রধর্মাণাম্য ।। ২১।।

অনু.— গাণগারি বলেন, সত্রের বৈশিষ্ট্যরূপে অন্বিত (তায়মানরূপগুলি)-র নিত্যত্ব হেতু হোত্রকদের ক্ষেত্রেও (ঐগুলি অবশ্য-পাঠ্য)।

ব্যাখ্যা— গাণগারির মতে শুধু হোতার ক্ষেত্রে নয়, শস্ত্রপাঠক সব ঋত্বিকের ক্ষেত্রেই তায়মানরূপগুলি অবশ্য প্রযোজ্য। সত্রের সঙ্গে অভ্যাস, অতিপ্রৈষ ইত্যাদি সমস্ত ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যেরই যে সম্বন্ধ তা নিত্যসম্বন্ধ এবং অগ্নিষ্টোম অথবা অন্য কোন সংস্থার সেগুলি যে প্রয়োগ করতে হবে না এমন কোন বাধা বা নিষেধ কোথাও না থাকায় সত্রের অন্তর্গত অগ্নিষ্টোমে অথবা অন্য কোন সংস্থায় সেগুলি পাঠ করতে তাই কোন বাধা নেই। ফলে হোত্রকদের পক্ষে অতিপ্রৈষ ছাড়াও যে অপর চারটি তায়মানরূপ অর্থাৎ আরম্ভণীয়া, পর্যাস, কদ্বান্ প্রগাথ এবং অহরহঃশস্য প্রভৃতি অবশ্যই পাঠ করতে হবে, কোন বিকল্প সেখানে চলবে না। নিজ প্রকরণে প্রকৃতিযাগের স্বরূপ সিদ্ধ হওয়ার পরে কোন বিকৃতিযাগে যদি সেই প্রকৃতিযাগের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তার ফলে বিকৃতিযাগের কোন বৈশিষ্ট্য তা গ্রহণ করে, কিছু পরিবর্তন যদি তার মধ্যে ঘটে, তাহলে কোন দোষ হয় না। হোত্রকের উল্লেখ করা

হয়েছে হোত্রকদের কোন কর্তব্য বিধান করার জন্য নয়, আরম্ভণীয়া, পর্যাস ইত্যাদি চারটি তায়মানরূপকে বুঝাবার জন্য। পূর্ববর্তী দুটি সূত্রে অভ্যাস, অতিগ্রৈব ইত্যাদি চারটির নিত্যত্বের কথা বলা হয়েছে, এখানে আরম্ভণীয়া ইত্যাদি আরও চারটির নিত্যত্বের কথা বলা হল। আগন্তু ও ঐকাহিক প্রগাথাদির কার্য অভিন্ন কি-না জানা নেই, তাই ২/১/২৫ সত্ত্বেও পরবর্তী সূত্র—

প্রগাথতৃচসূক্তাগমেষ্বৈকাহিকং তাবদ্ উদ্‌ধরেত্ ।। ২২।।

অনু.— (সত্রে এবং অহীনে নূতন) প্রগাথ, তৃচ এবং সূক্তের আবির্ভাব ঘটলে একাহ-সম্পর্কিত (জ্যোতিষ্টোমের শস্ত্র থেকে) ততটুকু(-ই) বাদ দেবেন।

ব্যাখ্যা— সত্রে এবং অহীনে যে দিনে জ্যোতিষ্টোমের যে সংস্থা বিহিত হয় সেই দিন সেই বিশেষ সংস্থারই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। তবে যদি সত্রে অথবা অহীনে সেই সংস্থার শস্ত্রের মধ্যে নূতন কোন প্রগাথ, তৃচ অথবা সূক্ত বিহিত হয়ে থাকে তাহলে যতগুলি নূতন প্রগাথ, তৃচ অথবা সূক্ত বিহিত হয়েছে মূল সংস্থার সংশ্লিষ্ট শস্ত্র থেকে ঠিক ততগুলি প্রগাথ, তৃচ ও সূক্ত বাদ দিতে হবে। শস্ত্রের অন্যান্য মন্ত্রগুলি কিন্তু অপরিবর্তিতই থেকে যাবে। যেমন 'ত্রীণি-' (আ. ১১/৫/৩) স্থলে অহর্গণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রাতঃসবনে পর্যাস পাঠ করতে হয় বলে প্রকৃতিযাগের মূল শস্ত্রের অন্তিম তৃচ, মাধ্যন্দিন সবনে কদ্বান্ প্রগাথ পাঠ করতে হয় বলে মূল অতিরাত্রের শস্ত্রের প্রগাথ, এবং অহরহঃশস্য সূক্ত পাঠ্য বলে প্রকৃতিযাগের মূল শস্ত্রের একটি সূক্ত বাদ দিতে হয়। সূত্রে 'তাবত্' বলায় অহরহঃশস্যের আবির্ভাবের ক্ষেত্রেও প্রকৃতিযাগের একটি সূক্তই বাদ দিতে হবে, দুটি নয়। 'ঐকাহিকম্' বলায় ক্রমের পরিবর্তন ঘটলেও মূল সংস্থার স্থানীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্র বা সূক্তটিই শুধু বাদ যাবে। যেমন সংসদ্-অয়নের 'অনিরুক্ত' নামে দিনে মৈত্রাবরুণের শস্ত্রে অহরহঃশস্যসূক্ত প্রথমে পড়তে হলেও মূল জ্যোতিষ্টোমের মৈত্রাবরুণশস্ত্রের শেষ সূক্তটিই সেখানে বাদ দিতে হবে।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা (৭/২)

[চতুর্বিংশদিবস— প্রাতঃসবনে হোতা ও হোত্রকদের শস্ত্র]

চতুর্‌বিংশে হোতাজনিষ্টেত্যাজ্যম্ ।। ১।।

অনু.— (সত্রে) চতুর্বিংশ-দিনে আজ্যশস্ত্র হচ্ছে 'হোতা-' (২/৫)।

ব্যাখ্যা— সত্রের প্রথম দিনের নাম 'প্রায়ণীয়' এবং সে-দিন অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়। ঐ-দিনের অনুষ্ঠানে মূল অতিরাত্র থেকে কোন পার্থক্য নেই বলে তার কথা এখানে কিছু বলা হল না। দ্বিতীয় দিনকে বলা হয় 'চতুর্বিংশ'। এই দিন অগ্নিষ্টোম অথবা উক্থ্য সংস্থার অনুষ্ঠান হয়, তবে আজ্যশস্ত্রে ৭/১/২২ সূত্র অনুসারে মূল সূক্তের পরিবর্তে উপরে নির্দিষ্ট 'হোতা-' সূক্তটি পাঠ করতে হয়। শস্ত্রের অন্যান্য মন্ত্রগুলি কিন্তু অপরিবর্তিতই থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই দিন সব স্তোত্রেই স্তোম হয় চতুর্বিংশ। তাই এই দিনটির নামও চতুর্বিংশ "চতুর্‌বিংশস্তোমং বৃহত্‌পৃষ্ঠম্ উত্তরসামাগ্নিষ্টোম উক্থ্যং বাহশ্ চতুর্-বিংশম্ ইত্যাচক্ষতে" (শা. শ্রৌ. ১১/২/১)।

আ নো মিত্রাবরুণা মিত্রং বয়ং হবামহে মিত্রং হুবে পূতদক্ষময়ং বাং মিত্রাবরুণা পুরুরুণা চিদ্ ধ্যস্তি প্রতি বাং সূর উদিত ইতি ষড়হস্তোত্রিয়া মৈত্রাবরুণস্য। ।। ২।।

অনু.— মৈত্রাবরুণের 'আ-' (৩/৬২/১৬-১৮), 'মিত্রং-' (১/২৩/৪-৬), 'মিত্রং-' (১/২/৭-৯), 'অয়ং-' (২/৪১/৪-৬), 'পুরু-' (৫/৭০/১-৩); 'প্রতি-' (৭/৬৬/৭-৯) এই মন্ত্রগুলি হচ্ছে ষড়হস্তোত্রিয়।

ব্যাখ্যা— ষড়হযাগেও বিভিন্ন দিনে দ্বিতীয় আজ্যস্তোত্রে এই মন্ত্রগুলিতে গান গাওয়া হয় বলে এগুলিকে 'ষড়হস্তোত্রিয়' বলা। এগুলির মধ্যে যে তৃচে গান গাওয়া হয় সেই তৃচটিকে চতুর্বিংশে প্রাতঃসবনে মৈত্রাবরুণ নিজশস্ত্রে পাঠ করবেন। 'স্তোত্রিয়াঃ' বলায় বুঝতে হবে উদ্ধৃত মন্ত্রাংশগুলি তৃচেরই প্রতীক।

আ যাহি সুষুমা হি ত ইন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহদিন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষস আদহ স্বধামন্বিত্যেকা থে চেন্দ্রো দধীচো অস্থভিরূত্‌তিষ্ঠন্নোজসা সহ ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষ ইতি ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ ।। ৩।।

অনু.— ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর (পাঠ্য ষড়হস্তোত্রিয় হচ্ছে) 'আ-' (৮/১৭/১-৩), 'ইন্দ্রমি-' (১/৭/১-৩), 'ইন্দ্রেণ-' (১/৬/৭) এই একটি এবং 'আদহ-' (১/৬/৪, ৫) ইত্যাদি দু-টি, 'ইন্দ্রো-' (১/৮৪/১৩-১৫), 'উত্‌তি-' (৮/৭৬/১০-১২), 'ভিন্ধি-' (৮/৪৫/৪০-৪২)।

ইন্দ্রাগ্নী আ গতং সুতমিন্দ্রে অগ্না নমো বৃহত্ তা হুবে যয়োরিদমিয়ং বামস্য মন্মন ইন্দ্রাগ্নী যুবামিমে যজ্ঞস্য হি স্থ ঋত্বিজেত্যচ্ছাবাকস্য। ।। ৪।।

অনু.— অচ্ছাবাকের (ষড়হস্তোত্রিয় হচ্ছে) 'ইন্দ্রা-' (৩/১২/১-৩), 'ইন্দ্রে-' (৭/৯৪/৪-৬), 'তা-' (৬/৬০/৪-৬), 'ইয়ং-' (৭/৯৪/১-৩), 'ইন্দ্রাগ্নী-' (৬/৬০/৭-৯), 'যজ্ঞস্য-' (৮/৩৮/১-৩)।

তেষাং যস্মিন্ স্তুবীরন্ স স্তোত্রিয়ঃ ।। ৫।।

অনু.— ঐ (ষড়হস্তোত্রিয়)গুলির (মধ্যে উদ্‌গাতারা) যে (তৃচে) স্তব করবেন সেই (তৃচ হবে হোত্রকদের) স্তোত্রিয়।

ব্যাখ্যা— সূত্রে 'তেষাং' না বললেও চলে, কারণ প্রকরণ বা প্রসঙ্গ থেকেই বোঝা যায় যে, এখানে হোত্রকদের অথবা ষড়হস্তোত্রিয়গুলির কথা বলা হচ্ছে। 'যস্মিন্-' ইত্যাদিও না বললে চলে, কারণ 'ছন্দোগ-' (৮/১৩/৩৬) সূত্রে থেকেই (কোন্‌টি) স্তোত্রিয় হবে তা স্থির করা যায়। সূত্রটিকে আমাদের তাই ব্যাপক অর্থে নিতে হবে— শুধু চতুর্বিংশেই নয়, সত্রের যে-কোন দিনেই প্রাতঃসবনে এই ষড়হস্তোত্রিয়গুলির মধ্যে কোন একটি তৃচে আজ্যস্তোত্র গাওয়া হয়। যে তৃচে গান গাওয়া হয় সেই তৃচটিই হয় স্তোত্রের ঠিক পরে পাঠ্য শস্ত্রের স্তোত্রিয়। এমন-কি চতুর্বিংশে যদি উল্লিখিত ষড়হস্তোত্রিয়গুলি ছাড়া অন্য কোন তৃচে গান গাওয়া হয় তাহলে হোত্রকেরা তাঁদের শস্ত্রের ঠিক পূর্ববর্তী স্তোত্রে যে তৃচে গান গাওয়া হয়েছে সেই তৃচকেই তাঁদের শস্ত্রে স্তোত্রিয়রূপে পাঠ করবেন। শস্ত্রপাঠ সাধারণত শুরু হয় এই স্তোত্রিয় তৃচ দিয়েই। এইভাবে শুধু চতুর্বিংশে নয়, সত্রের যে-কোন দিনেই প্রাতঃসবনে কোন্ তৃচটি স্তোত্রিয় হবে তা জানার উপায় এখানে বলে দেওয়া হল। 'এবং সর্বেষ্বহঃসু প্রাতঃসবনে স্তোত্রিয়জ্ঞানো-পায় উক্তঃ, অনুরূপজ্ঞানোপায়ং দর্শয়িতুম্ আহ-' (না.)।

যস্মিঞ্ শ্বঃ সোঽনুরূপঃ ।। ৬।।

অনু.— যে (তৃচে সামবেদীরা) কাল (গান করবেন তা আজ হবে) অনুরূপ।

ব্যাখ্যা— এই নিয়ম সত্রে প্রাতঃসবনে হোত্রকদের শস্ত্রে প্রতিদিন, এমন-কি প্রথম দিনেও প্রযোজ্য। সত্রে প্রাতঃসবনে হোত্রকদের শস্ত্রে প্রকৃতিযাগ থেকে আগত অথবা লক্ষণ অনুসারে (৫/১০/৩২, ৩৩ সূ. দ্র.) নির্ধারিত তৃচ অনুরূপ হবে না, হবে আগামী কাল তাঁদের পঠনীয় শস্ত্রের ঠিক পূর্ববর্তী স্তোত্রে যে তৃচে গান গাওয়া হবে সেই তৃচ। ঐ. ব্রা. ২৭/২ অংশেও প্রাতঃসবনে এবং হোত্রকদের ক্ষেত্রেই এই বিধান দেওয়া হয়েছে, অন্য দুই সবনের ক্ষেত্রে নয়।

একস্তোত্রিয়েষ্বহঃসু যোঽন্যোঽনন্তরঃ সোঽনুরূপো ন চেত্ সর্বোঽহর্গণঃ ষডহো বা ।। ৭।।

অনু.— যদি সম্পূর্ণ অহর্গণটি অথবা ষড়হটি একস্তোত্রিয় না হয় তাহলে অভিন্ন- স্তোত্রিয়যুক্ত দিনগুলিতে পরবর্তী যে অন্য দিনটি (ভিন্নস্তোত্রিয়-বিশিষ্ট, সেই দিনের) সেই (তৃচই হবে) অনুরূপ।

ব্যাখ্যা— যদি এমন হয় যে, ষড়হে বা কোন অহর্গণে উদ্‌গাতারা তাঁদের স্তোত্রে পর পর কয়েক দিন ধরে একই তৃচে গান করবেন তাহলে তার পরে যে-দিন তাঁরা প্রথম ভিন্ন এক তৃচে গান করবেন সেই দিনের ঐ ভিন্ন তৃচটিই হবে সেই বিশেষ হোত্রকের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সব-কটি দিনের শস্ত্রে অনুরূপ। যদি কোন ষড়হে বা অহর্গণে কোন স্তোত্রে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন একই তৃচে গান করা হয় তাহলে কিন্তু সে-ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হোত্রকের পক্ষে পরবর্তী সূত্রের নিয়মই প্রযোজ্য।

ঐকাহিকস্ তথা সতি ।। ৮।।

অনু.— তেমন হলে একাহযাগের (অনুরূপই পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি কোন ষড়হে বা অন্য কোন অহর্গণে প্রতিদিন একই তৃচে স্তোত্রগান করা হয় তাহলে সে-ক্ষেত্রে মূল জ্যোতিষ্টোমের শস্ত্রে যেটি অনুরূপ-রূপে বিহিত হয়েছে সেই তৃচটিই হবে পূর্ববর্তী সব-কটি দিনের অনুরূপ। যদি এমন হয় যে, কোন হোত্রকের শস্ত্রের ঠিক আগে যে স্তোত্র সেই স্তোত্রে প্রথম তিন-চার দিন একই তৃচে গান হবে, পরবর্তী ষড়হেও গান হবে সেই তৃচেই, তার পরে আরও দু-তিন দিনও গান হবে ঐ তৃচেই এবং তার পরবর্তী দিনটিতে গান হবে ভিন্ন কোন তৃচে, তাহলে ষড়হের পূর্ববর্তী তিন-চার দিন অনুরূপ হবে জ্যোতিষ্টোমে যেটি অনুরূপ বিহিত হয়েছে সেই তৃচটি, ষড়হেও অনুরূপ হবে ঐ জ্যোতিষ্টোমের অনুরূপ তৃচটিই এবং ষড়হের পরবর্তী যে দু-তিন দিন সেই দিনগুলিতে অনুরূপ হবে ঐ শেষ দিনে যে ভিন্ন তৃচটিতে গান করা হবে সেই তৃচটি। সূত্রে 'তদা' না বলে 'তথা সতি' বলায় ষড়হের পূর্ববর্তী দিনগুলিতে শেষ দিনের ঐ ভিন্ন স্তোত্রিয় তৃচটি অনুরূপ হবে না, কারণ মাঝে ষড়হ দ্বারা ব্যবধান ঘটে গেছে।

অন্ত্যে চ ।।৯।।

অনু.— এবং (অহর্গণে) শেষ (দিনে মূল একাহযাগের অনুরূপই হবে অনুরূপ)।

ব্যাখ্যা— যেহেতু এখানে ৬-৭ নং সূত্র প্রযোজ্য নয় এবং বিকৃতিযাগে প্রকৃতিযাগের ধর্মই অনুসৃত হয় তাই মনে হচ্ছে এই সূত্রটি না করলেও চলত, কিন্তু করে সূত্রকার এই কথাই বোঝাতে চাইছেন যে, সর্বত্রই সাক্ষাৎ যে বিধান (উপদেশ) দেওয়া হবে সেই অনুযায়ীই অনুরূপ স্থির হবে, অতিদেশ (= স্থানান্তর হতে প্রেরিত) অনুযায়ী স্থির হবে না। ৬ নং সূত্রে 'অনুরূপ' শব্দটি থাকা সত্ত্বেও ৭ নং সূত্রে আবার যে ঐ শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে তা এই অভিপ্রায়েই। এখানে যেগুলিকে স্তোত্রিয়রূপে নির্দেশ করা হচ্ছে সেগুলি অধিকাংশ স্থলে স্তোত্রিয় হয়ে থাকে এই মাত্র। স্তোত্রিয় কিন্তু সর্বদা স্থির করতে হবে 'ছন্দোগ-' সূত্র (৮/১৩/৩৬) অনুযায়ী। অনুরূপের যে লক্ষণ বিধান করা হয়েছে (৫/১০/৩২-৩৩ সূ. দ্র.) তা প্রাতঃসবনের জন্য নয়, পরবর্তী সবনের জন্য। প্রাতঃসবনে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ ছাড়া অন্যান্য যে মন্ত্র সেগুলিই অতিদেশ অনুযায়ী প্রযুক্ত হবে।

উর্ধ্বম্ অনুরূপেভ্য ঋজুনীতী নো বরুণ ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি যত্ সোম আ সুতে নর ইত্যারম্ভণীয়াঃ শস্ত্বা স্বান্ স্বান্ পরিশিষ্টান্ আবপেরংশ্ চতুর্বিংশ-মহাব্রতাভিজিদ্বিশ্বজিদ্বিষুবত্সু। ।। ১০।।

অনু.— চতুর্বিংশ, মহাব্রত, অভিজিত্, বিশ্বজিত্ এবং বিষুবত্ (দিনে প্রাতঃসবনে হোত্রকেরা নিজ নিজ শস্ত্রে) অনুরূপের পরে (যথাক্রমে) 'ঋজু-' (১/৯০/১), 'ইন্দ্র-' (১/৭/১০), 'যত্-' (৭/৯৪/১০) এই আরম্ভণীয়া নামে মন্ত্রগুলি পাঠ করে নিজ নিজ পরিশিষ্ট অন্তর্ভুক্ত করবেন।

ব্যাখ্যা— 'পরিশিষ্ট' হচ্ছে ষড়হস্তোত্রিয়ের তৃচগুলি থেকে যে তৃচটি স্তোত্রিয় অথবা অনুরূপ হিসাবে পাঠ করা হল সেইটি ছাড়া অন্য অবশিষ্ট তৃচগুলি। প্রাতঃসবনে নিজ শস্ত্রে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ পাঠ করার পর মৈত্রাবরুণ 'ঋজু-', ব্রাহ্মণাচ্ছংসী 'ইন্দ্র-' এবং অচ্ছাবাক 'যত্-' এই 'আরম্ভণীয়া' নামে মন্ত্র পাঠ করেন। তার পর তাঁরা ২-৪ নং সূত্রে নির্দিষ্ট নিজ নিজ তৃচগুলি থেকে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ বাদে অবশিষ্ট তৃচগুলি পাঠ করেন। সূত্রে 'অনুরূপেভ্যঃ' না বললেও চলে, তবুও তা বলার তাৎপর্য হল অনুরূপের পরে জ্যোতিষ্টোমের কোন মন্ত্র পাঠ করবেন না, পাঠ করবেন এই আরম্ভণীয়া নামে মন্ত্রই। আরম্ভণীয়ার পরে আবার পরিশিষ্ট পাঠ করতে বলায় বোঝা যাচ্ছে যে, আরম্ভণীয়ার পরেও জ্যোতিষ্টোমের কোন মন্ত্র পাঠ করা যাবে না। 'স্বান্ স্বান্' বলায় যদি কোথাও উদ্‌গাতাদের ইচ্ছা অনুসারে উপরে নির্দিষ্ট ষড়হস্তোত্রিয়গুলির কোন তৃচে স্তোত্র না গেয়ে অন্য কোন তৃচে তা গাওয়া হয়, তাহলে সেই অনুযায়ী স্তোত্রিয় ও অনুরূপের পরে শস্ত্রে হোত্রকদের নিজ নিজ তালিকার সব-কটি ষড়হই পাঠ করতে হবে, কারণ সে-ক্ষেত্রে তাঁদের নিজ নিজ সব-কটি স্তোত্রিয় তৃচই পরিশিষ্ট। আমার ষড়হস্তোত্রিয়ের তালিকাতেই নেই এমন তৃচে উদ্‌গাতারা গান গেয়েছেন এবং কালও গাইবেন; তাহলে আর আমার ষড়হস্তোত্রিয়ের তালিকায় পরিশিষ্ট (অবশিষ্ট) বলে তো কিছুই থাকছে না, আমাকে তাই অনুরূপের পরে এই তালিকার কোন মন্ত্র পাঠ করতে হবে না— হোত্রকদের এমন ভাবলে কিন্তু চলবে না। ১ নং সূত্র থাকা

সত্ত্বেও চতুর্বিংশের উল্লেখ এখানে আবার করা হল পরিসংখ্যার (= অনুক্তের নিষেধের) আশঙ্কায়। উল্লেখ না করলে মনে হত চতুর্বিংশে কিন্তু এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। ঐ. ব্রা. ২৭/৩ অংশে তিন হোত্রকের সূত্রোক্ত এই তিন আরম্ভণীয়াই বিহিত হয়েছে।

সর্বস্তোম-সর্বপৃষ্ঠেষু চ ।। ১১।।

অনু.— সর্বস্তোম এবং সর্বপৃষ্ঠেও (আরম্ভণীয়ার পর পরিশিষ্ট পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— সর্বস্তোম = যে যজ্ঞে ষড়হযাগের ত্রিবৃত্ (বহিষ্পবমান), পঞ্চদশ (আজ্য), সপ্তদশ (মাধ্যন্দিন পবমান), একবিংশ (পৃষ্ঠ), ত্রিণব (আর্ভব পবমান) এবং ত্রয়স্ত্রিংশ (অগ্নিষ্টোম) এই ছ-টি স্তোমই প্রয়োগ করা হয়। অতিরাত্র সংস্থা সর্বস্তোম হলে প্রথম উক্থ্যস্তোত্রে ত্রিণব, অপর দু-টি উক্থ্যে এবং ষোড়শী স্তোত্রে একবিংশ, রাত্রিপর্যায়ে পঞ্চদশ এবং সন্ধিস্তোত্রে ত্রিবৃত্ স্তোম প্রযুক্ত হয়। সর্বপৃষ্ঠ = যে যজ্ঞে রথন্তর, বৃহত্, বৈরূপ, বৈরাজ, শাক্বর এবং রৈবত এই ছ-টি সামই প্রয়োগ করা হয়। তার মধ্যে মাধ্যন্দিন পবমানস্তোত্রে রথন্তর, চার পৃষ্ঠস্তোত্রে যথাক্রমে বৈরূপ, শাক্বর, বৈরাজ, রৈবত সাম এবং আর্ভব পবমানস্তোত্রে বৃহত্-সাম গাওয়া হয় (আচার্য সায়ণের সামবেদভাষ্যের ভূমিকা দ্র.)। সাধারণত অভিজিত্ যাগ সর্বস্তোম এবং বিশ্বজিত্ যাগ সর্বপৃষ্ঠ, কিন্তু তা সত্ত্বেও আগের সূত্রে এই দুই যাগের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় বুঝতে হবে যে, এই দু-টি যাগ সর্বস্তোম এবং সর্বপৃষ্ঠ না হলেও সেখানে 'পরিশিষ্ট' পাঠ করতে হবে। শা. ১২/২/৯ অনুসারেও অনুরূপ এবং পর্যাসের মাঝে আবাপ করতে হয়।

ঊর্ধ্বম্ আবাপাত্ প্রতি বাং সূর উদিতে ব্যন্তরিক্ষমতিরচ্ছ্যাবাশ্বস্য সুন্বত ইতি তৃচাঃ পর্যাসাঃ ।। ১২।।

অনু.— (পরিশিষ্ট) অন্তর্ভুক্ত করার পরে (প্রাতঃসবনে হোত্রকদের যথাক্রমে) 'প্রতি-' (৭/৬৬/৭-৯), 'ব্যন্ত-' (৮/১৪/৭-৯), 'শ্যাবা-' (৮/৩৮/৮-১০) এই তৃচগুলি (হবে) পর্যাস।

ব্যাখ্যা— তিন হোত্রক পরিশিষ্টের পরে যথাক্রমে একটি করে পর্যাস পাঠ করবেন। আবার 'ঊর্ধ্বম্' বলায় এবং যেহেতু শস্ত্রের অন্তিম তৃচকেই পর্যাস বলা হয় তাই বোঝা যাচ্ছে যে, এখানে প্রাতঃসবনে হোত্রকদের নিজ নিজ শস্ত্রে জ্যোতিষ্টোমের কোন মন্ত্রই পাঠ করার আর কোন অবকাশ নেই, অনুরূপের পরে আরম্ভণীয়া ও পরিশিষ্ট এবং তার পরে পর্যাসই পাঠ করতে হবে। সূত্রে 'এভ্যঃ' না বলে 'আবাপাত্' বলায় বুঝতে হবে যা-কিছু আবাপ বা সংযোজন তা পর্যাসের আগেই করতে হয়। ঐ. ব্রা. ২৭/৪ এবং ২৯/৭ অংশে এই পর্যাসগুলির মধ্যে 'ব্যন্ত-' মন্ত্রের এবং অপর দুটি তৃচের শেষ মন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

স ত্বেব মৈত্রাবরুণস্য ষড়হস্তোত্রিয় উত্তমঃ সপর্যাসঃ ।। ১৩।।

অনু.— মৈত্রাবরুণের পর্যাসসমেত ষড়হস্তোত্রিয় কিন্তু ঐ অন্তিমটিই।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণ স্তোত্রিয়, অনুরূপ ও আরম্ভণীয়ার পরে অন্য দুই হোত্রকের মতোই ষড়হস্তোত্রিয়ের পরিশিষ্ট (= অবশিষ্ট) তৃচগুলি পাঠ করবেন এবং তার পরে পাঠ করবেন 'পর্যাস' নামে তৃচ। ২ নং এবং ১২ নং সূত্রের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাচ্ছে যেটি তাঁর অন্তিম পরিশিষ্ট তৃচ, পর্যাসও হচ্ছে সেইটিই। একই তৃচ কি তিনি তাহলে উপর্যুপরি দু-বার পাঠ করবেন? এই অবস্থায় কি করণীয় তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

তদ্দৈবতম্ অন্যং পূর্বস্য স্থানে কুর্বীত ।। ১৪।।

অনু.— আগেরটির জায়গায় ঐ দেবতার অন্য (কোন তৃচ পাঠ) করবেন।

ব্যাখ্যা— এই অবস্থায় ২ নং সূত্রের শেষ ষড়হস্তোত্রিয়ের স্থানে অর্থাৎ পরিবর্তে ঐ তৃচের যিনি দেবতা সেই দেবতারই অন্য কোন একটি তৃচ মৈত্রাবরুণ ঋত্বিক্ পরিশিষ্টরূপে পাঠ করবেন, পর্যাস হবে অবশ্য ঐ ১২ নং সূত্রের 'প্রতি-' তৃচটিই। 'গায়ত্রং বৈ প্রাতঃসবনম্' (শ. ব্রা. ৪/৫/৩/৫) এই উক্তি অনুসারে ঐ তৃচের ছন্দ কিন্তু গায়ত্রী হওয়া চাই। বৃত্তিকারের মতে সেই অন্য তৃচটি হচ্ছে 'যদদ্য-' (৭/৬৬/৪-৬)। 'তা নঃ স্তিপা-' (৭/৬৬/৩-৫) [illegible]রূপ হলে কিন্তু 'কাব্যেভি-' (৭/৬৬/১৭-১৯) তৃচটিকেই পাঠ করতে হবে। প্রাতঃসবন হলেও অগ্নিদেবতার মন্ত্র নয়, মিত্র-বরুণ দেবতার মন্ত্রই পাঠ করতে হবে। সূত্রে 'মৈত্রাবরুণম্' না বলে 'তদ্-' বলায় ৫/১০/৩২, ৩৩ সূত্রোক্ত চারটি বিষয়ের মধ্যে দেবতাকেই এখানে প্রাধান্য দিতে হবে।

অন্যত্রাপি সন্নিপাতে ন তৃচং সূক্তং বানন্তরহিতম্ একাসনে দ্বিঃ শংসেত্ ।। ১৫।।

অনু.— অন্যত্রও (একই তৃচ অথবা সূক্তের উপর্যুপরি) সন্নিবেশ ঘটলে অ-ব্যবহিত (ঐ) তৃচ এবং সূক্তকে এক আসনে (বসে) দু-বার পাঠ করবেন না।

ব্যাখ্যা— কেবল ষড়হস্তোত্রিয় ও পর্যাসের ক্ষেত্রেই নয়, যে-কোন স্থানেই যদি একই অথবা ভিন্ন (সূত্রে 'একাসনে' বলা থাকলেও সূত্রকার তার উপর এখানে জোর দিতে চাইছেন না— অন্তত বৃত্তিকারের মত তা-ই— 'একাসনে ইতি অবিবক্ষিতম্। একাসনং ভিন্নাসনং বা অস্তু অনন্তরহিতং ন দ্বিঃ শংসেদ্ ইতি অত্র তাত্পর্যম্') আসনে বসে একই তৃচ অথবা সূক্তকে দু-টি ভিন্ন সূত্রের কারণে উপর্যুপরি দু-বার পাঠ করার প্রসঙ্গ থাকে, তাহলে তা দু-বার না পড়ে দুটির মধ্যে যে-কোন একটির স্থানে ঐ দেবতারই উদ্দেশে নিবেদিত অপর একটি তৃচ অথবা সূক্ত পাঠ করবেন অথবা দু-টির যে-কোন একটি তৃচ অথবা সূক্তকে বাদ দেবেন। উদাহরণের জন্য ৯/১০/৪ সূ. দ্র.। উপর্যুপরি পড়তে না হলে অবশ্য একই তৃচ ও সূক্তকে দু-বার পড়তে কোন বাধা নেই। বিশেষ লক্ষণীয় যে, আমাদের এই সূত্রটিতে দু-বার পাঠই নিষিদ্ধ হচ্ছে, আগের সূত্রের মতো প্রথম তৃচ অথবা সূক্তের স্থানে একই দেবতার ভিন্ন এক তৃচ অথবা সূক্ত বিহিত হচ্ছে না। যদি তা-ই হত তাহলে সূত্রকার সূত্রটি এইভাবে করতেন— 'অন্যত্রাপি সন্নিপাতে তৃচসূক্তয়োর্ অনন্তরহিতয়োঃ'। এইজন্যই প্রথমের পরিবর্তে দ্বিতীয় তৃচের (অথবা সূক্তের) স্থানেও ঐ দেবতারই অন্য কোন তৃচ পাঠ করা চলে অথবা প্রথম ও দ্বিতীয় তৃচের (অথবা সূক্তের) যে-কোন একটিকে বর্জন করাও চলে। বিশেষ বা ভিন্ন কারণ অর্থাৎ প্রাপ্তিভেদ না থাকলে দু-বার পড়তে দোষ নেই বলে 'ঈড়ে-' (৪/১৫/১৭ সূ. দ্র.) সূক্তটি একাধিক-বার পড়া চলবে। তৃচ এবং সূক্ত পাঠ করার ক্ষেত্রেই এই নিষেধ, একটি ও দুটি মন্ত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু দু-বার পাঠে কোন বাধা নেই।

মহাবালভিদং চেচ্ছংসেদ্ ঊর্ধ্বম্ অনুরূপেভ্য আরম্ভণীয়াভ্যো বা নাভাকাংস্ তৃচান্ আবপেরন্ গায়ত্রীকারম্ ।। ১৬।।

অনু.— (মৈত্রাবরুণ তৃতীয়সবনে) যদি মহাবালভিদ্ পাঠ করেন (তাহলে প্রাতঃসবনে হোত্রকেরা) অনুরূপ অথবা আরম্ভণীয়ার পরে গায়ত্রী করে (নিয়ে) নাভাক তৃচগুলি অন্তর্ভুক্ত করবেন।

ব্যাখ্যা— নাভাক তৃচ কি তা ১৭-১৯ নং সূত্রে বলা হচ্ছে। এই তৃচগুলির ছন্দ জগতী এবং প্রত্যেকটি মন্ত্রে ছ-টি করে পাদ বা চরণ আছে। এগুলিকে গায়ত্রীকার অর্থাৎ গায়ত্রীতে পরিবর্তিত করে পাঠ করতে হবে। গায়ত্রী করে পড়ার জন্য প্রত্যেক মন্ত্রের ছ-টি পাদকে ভেঙে দু-টি করে তিন পাদের মন্ত্রে পরিণত করতে হবে। আচার্য সায়ণের 'তদানীং মাধ্যন্দিনসবনে হোত্রকা স্বশস্ত্র আরম্ভণীয়াভ্য ঊর্ধ্বং নাভাকতৃচান্ (ম?) আবপেরন্' (ঋ. ৮/৪০/১ মন্ত্রের ভাষ্য দ্র.) এই মন্তব্য অনুযায়ী নাভাকতৃচগুলিকে হোত্রকেরা প্রাতঃসবনে নয়, মাধ্যন্দিন সবনেই আরম্ভণীয়া মন্ত্রের পরে পাঠ করবেন। স্তোমাতিশংসনের সময়ে যাতে তৃচের মন্ত্রগুলিকে ত্রিপদা না করে ষট্পদা মন্ত্ররূপেই পাঠ করা হয়, তাই সূত্রে 'নাভাক' এই ঋষি-নাম দিয়ে মন্ত্রগুলিকে উল্লেখ করা হয়েছে।

স ক্ষপঃ পরি ষস্বজ ইতি মৈত্রাবরুণো যঃ ককুভো নিধারয় ইতি বা ।। ১৭।।

অনু.— মৈত্রাবরুণ প্রাতঃসবনে 'স-' (৮/৪১/৩-৫) অথবা 'যঃ-' (৮/৪১/৪-৬) এই (নাভাক তৃচ পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২৯/৮ অংশে 'যঃ-' (৮/৪১/৪-৬) তৃচের উল্লেখ আছে।

পূর্বীষ্ট ইন্দ্রোপমাতয় ইতি ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ।। ১৮।। [১৭]

অনু.— ব্রাহ্মণাচ্ছংসী 'পূর্বী-' (৮/৪০/৯-১১) এই (নাভাক তৃচ পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২৯/৮ অংশে তৃচটির উল্লেখ রয়েছে।

তা হি মধ্যং ভরাণাম্ ইত্যচ্ছাবাকঃ ।। ১৯।। [১৭]

অনু.— অচ্ছাবাক 'তা-' (৮/৪০/৩-৫) এই (নাভাক তৃচ পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২৯/৮ অংশে তৃচটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

তৃতীয় কণ্ডিকা (৭/৩)

[চতুর্বিংশের মাধ্যন্দিন সবন—মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য শস্ত্র]

মরুত্বতীয়ে প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিরুত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পত ইতি ব্রাহ্মণস্পত্যাব্ আবপতে পূর্বৌ নিত্যাত্ ।। ১।।

অনু.— মরুত্বতীয় (শস্ত্রে হোতা পূর্বকথিত) মূল (ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথের) আগে 'প্রৈতু-' (১/৪০/৩, ৪), 'উত্তিষ্ঠ-' (১/৪০/১, ২) এই দু-টি ব্রাহ্মণস্পত্য (প্রগাথ) অন্তর্ভুক্ত করেন।

ব্যাখ্যা— জ্যোতিষ্টোমে মরুত্বতীয় শস্ত্রে যে ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথ পাঠ করতে হয় (৫/১৪/৭ সূ. দ্র.) সেই 'প্র-' প্রগাথটি এখানেও পাঠ করতে হবে, কিন্তু তার আগে এই দু-টি অতিরিক্ত প্রগাথও এখানে পাঠ করতে হয়। 'আবপতিগ্রহণং প্রাকৃতস্যাবাধনার্থম্। সর্বত্র চাবপতিগ্রহণস্যেদম্ এব প্রয়োজনম্' (না.)।

বৃহদিন্দ্রায় গায়ত নকিঃ সুদাসো রথম্ ইতি মরুত্বতীয়া ঊর্ধ্বং নিত্যাত্ ।। ২।।

অনু.— মূল (মরুত্বতীয় প্রগাথের) পরে 'বৃহদ্-' (৮/৮৯/১, ২), 'নকিঃ-' (৭/৩২/১০, ১১) এই দুই মরুত্বতীয় (প্রগাথ অন্তর্ভুক্ত করবেন)।

ব্যাখ্যা— ৫/১৪/২০ সূত্রে নির্দিষ্ট 'প্র-' এই প্রগাথের পরে চতুর্বিংশে এই দু-টি অতিরিক্ত প্রগাথ পাঠ করতে হয়।

কয়া শুভেতি চ মরুত্বতীয়ে পুরস্তাত্ সূক্তস্য শংসেত্ ।। ৩।।

অনু.— মরুত্বতীয় (শস্ত্রে মূল নিবিদ্ধান) সূক্তের আগে 'কয়া-' (১/১৬৫) এই (সূক্তটি)ও পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ৫/১৪/২১ সূত্রে নির্দিষ্ট 'জনিষ্ঠা-' সূক্তের আগে এই সূক্তটি পাঠ করবেন। সূত্রে 'চ' শব্দ থাকায় এই সূক্তেও নিবিদ্ স্থাপন করতে হবে। ৭/১/১৩ সূত্রে 'চ' না থাকায় তার্ক্ষ্য-সূক্তে তাই কোন নিবিদ্ বসাতে হয় না। ১ নং সূত্রে 'মরুত্বতীয়ে' পদটি থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার 'মরুত্বতীয়ে' বলা হল ৭ নং সূত্রের প্রয়োজনে। ফলে ৭ নং সূত্রটি শুধু মরুত্বতীয়ে, কিন্তু ৮ নং সূত্রটি সব শস্ত্রেই প্রযোজ্য হবে।

এবমবস্থিতান্ প্রগাথান্ পৃষ্ঠ্যাভিপ্লবয়োর্ অহরহং পুনঃ পুনর্ আবর্তয়েয়ুঃ ।। ৪।।

অনু.— এইভাবে অবস্থিত প্রগাথগুলিকে পৃষ্ঠ্য এবং অভিপ্লবে প্রতিদিন বারে বারে আবর্তন করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রগাথগুলি এই চতুর্বিংশে যে ক্রমে নির্দিষ্ট হল— অর্থাৎ দু-টি আগন্তুক ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথ, মূল জ্যোতিষ্টোমের একটি ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথ, জ্যোতিষ্টোমের একটি মরুত্বতীয় প্রগাথ এবং দু-টি আগন্তুক মরুত্বতীয় প্রগাথ— ঠিক সেই ক্রমেই এই ছ-টি প্রগাথকে ষড়হে বারে বারে আবৃত্তি (repeat) করতে হবে। প্রতিদিনই যে এই ছ-টি প্রগাথ পাঠ করবেন তা নয়; কিভাবে পুনরাবৃত্তি করতে হবে তা ৫ নং এবং ৬নং সূত্রে বলা হচ্ছে। 'অহরহং' বলায় অহর্ধর্ম বলে ৯/২/৫ সূত্রেও তা প্রযোজ্য।

ঐকৈকং ব্রাহ্মণস্পত্যানি ।। ৫।।

অনু.— ব্রাহ্মণস্পত্য (প্রগাথগুলি)-র এক একটি (প্রগাথ ষড়হে এক এক দিন পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অভিপ্লব এবং পৃষ্ঠ্য দুই ষড়হেই প্রথম তিন দিন যথাক্রমে একটি করে ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথ পাঠ করবেন। পরের তিন দিন আবার ঐ তিনটি প্রগাথের ঐ ক্রমেই পুনরাবৃত্তি হবে।

এবং মরুত্বতীয়ানাম্ ।। ৬।।

অনু.— মরুত্বতীয় (প্রগাথগুলি)-র (ক্ষেত্রেও) এইরকম।

ব্যাখ্যা— ষড়হে প্রথম তিন দিন ঐ একই ক্রমে একটি করে মরুত্বতীয় প্রগাথ পাঠ করবেন। পরের তিন দিন আবার ঐ প্রগাথগুলির ঐ ক্রমেই পুনরাবৃত্তি হবে।

ধ্রুব ইন্দ্রনিহবঃ ।। ৭।।

অনু.— (মরুত্বতীয় শস্ত্রে) ইন্দ্রনিহব (প্রগাথ) স্থির (থাকবে)।

ব্যাখ্যা— ৫/১৪/৬ সূত্রে নির্দিষ্ট 'ইন্দ্র-' এই ইন্দ্রনিহব প্রগাথটি এই চতুর্বিংশেও যথাস্থানে অর্থাৎ অনুচরের পরে পাঠ করতে হবে।

ধায্যাশ্ চ ।। ৮।।

অনু.— (সব শস্ত্রেই) ধায্যাগুলিও (স্থির থাকবে)।

ব্যাখ্যা— ধায্যাগুলিকে সব শস্ত্রেই অবিচল রাখতে হবে। জ্যোতিষ্টোমের মরুত্বতীয় শস্ত্রের ইন্দ্রনিহব প্রগাথ এবং সমস্ত শস্ত্রের ধায্যা, অপ্‌দেবতার মন্ত্র (৫/২০/৬ সূ. দ্র.) ইত্যাদি যে যে মন্ত্রগুলি অন্য যাগেও অবিচল বা অপরিবর্তিত থেকে যায় সেগুলিকেই ধ্রুব বলা হয়। সুতরাং ৯/৭/২৩ সূত্রে 'বিচারি' বলতে ইন্দ্রনিহব, ধায্যা ইত্যাদি ভিন্ন অন্যান্য মন্ত্রগুলিকেই বুঝতে হবে। এখানে সূত্রে ধ্রুবত্ব যে বিহিত হচ্ছে তা নয়, সূত্রের এই নির্দেশ অনুবাদ মাত্র।

বৃহত্‌পৃষ্ঠং রথন্তরং বা ।। ৯।। [৯, ১০]

অনু.— (চতুর্বিংশে) পৃষ্ঠস্তোত্র (গাওয়া হবে) বৃহত্‌সামে অথবা রথন্তর (সামে)।

ব্যাখ্যা— প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রের কথাই এখানে বলা হচ্ছে।

তয়োর্ অক্রিয়মাণস্য যোনিং শংসেত্ ।। ১০।। [১১]

অনু.— ঐ দু-টি (সামের) যেটিতে গান করা হচ্ছে না তার যোনি (নিষ্কেবল্যশস্ত্রে) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— বৃহত্‌সামের যোনিমন্ত্র হচ্ছে 'ত্বামি-' (৬/৪৬/১, ২) ইত্যাদি দুটি মন্ত্র এবং রথন্তরের যোনি 'অভি-' (৭/৩২/২২, ২৩) ইত্যাদি দুটি মন্ত্র। এই দুই সামের মধ্যে যে সাম পৃষ্ঠস্তোত্রে গাওয়া হয় নি সেই সামের যোনি এই দিন নিষ্কেবল্য শস্ত্রে পাঠ করতে হয়।

বৈরূপবৈরাজশাক্বররৈবতানাং চ ।। ১১।। [১২]

অনু.— এবং বৈরূপ, বৈরাজ, শাক্বর, রৈবত (সামের যোনিও এই দিন পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি পৃষ্ঠস্তোত্রে বৈরূপ প্রভৃতি গাওয়া না হয়ে থাকে তাহলে এই চতুর্বিংশ দিনে বৈরূপ প্রভৃতি চারটি সামের যোনিও নিষ্কেবল্য-শস্ত্রে পাঠ করতে হয়। এই সামগুলির যোনি কি তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে। 'অক্রিয়মাণস্য' বলায় চতুর্বিংশের নিয়ম বিশ্বজিতে এবং বিশ্বজিতের নিয়ম অপ্তোর্যামেও প্রযোজ্য বলে অপ্তোর্যামে পৃষ্ঠস্তোত্রে বৈরাজ সাম গাওয়া হলে (৮/৭/৩ এবং ৯/১১/২ সূ. দ্র.) কিন্তু চতুর্বিংশের এই আলোচ্য নিয়ম অনুসারে ঐ সামের যোনিমন্ত্রকে সেখানেও শস্ত্রে পাঠ করতে হবে না। এই সামগুলি গাওয়া হলেও যদি নিজ নিজ মূল যোনিতে গাওয়া না হয় তাহলেও এগুলির যোনিকে শস্ত্রে পাঠ করতে হয়।

পৃষ্ঠ্যস্তোত্রিয়া যোন্যঃ ।। ১২।। [১৩]

অনু.— পৃষ্ঠ্য (ষড়হের) স্তোত্রিয় (মন্ত্র)গুলি (হচ্ছে ঐ সামগুলির) যোনি।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে বৈরূপ প্রভৃতি সামের যোনিমন্ত্র পাঠ করতে বলা হয়েছে। পৃষ্ঠ্যষড়হে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে যে মন্ত্রগুলি নিষ্কেবল্য শস্ত্রে স্তোত্রিয়রূপে বিহিত হয়েছে (১৪ সূ. দ্র.) সেগুলিই হচ্ছে বৈরূপ প্রভৃতি চারটি সামের যোনি। এখানে ৭/৫/৩, ৪ সূত্রের ব্যাখ্যা এবং ৭/১০/১১; ৭/১২/১১ এবং ৮/১/২০ সূ. দ্র.।

অর্ধর্চাঃ ।। ১৩।। [১৪]

অনু.— (ঐ যোনিগুলিকে অর্ধমন্ত্রে) অর্ধমন্ত্রে (থেমে থেমে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ যোনিমন্ত্রগুলিকে এখানে পুনরাবৃত্তি, ন্যূঙ্খ (৭/১১/২-৫ সূ. দ্র.) ইত্যাদি পরিবর্তনগুলি বাদ দিয়ে অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে থেমে থেমে পাঠ করতে হয়।

তাসাং বিধানম্ অন্বহম্ ।। ১৪।। [১৫]

অনু.— ঐ (যোনিগুলির) দিন অনুযায়ী বিধান (রয়েছে)।

ব্যাখ্যা— ১২ নং সূত্রে বলা হয়েছে পৃষ্ঠ্যষড়হের পৃষ্ঠ্যস্তোত্রের মন্ত্রগুলি হচ্ছে বৈরূপ প্রভৃতি সামের যোনি। পৃষ্ঠ্যষড়হ অনেক প্রকারের। তার মধ্যে যে পৃষ্ঠ্যষড়হে যে যোনিগুলিকে নিষ্কেবল্যশস্ত্রের স্তোত্রিয়রূপে দিন অনুযায়ী বিধান করা হয়েছে সেই প্রত্যক্ষপৃষ্ঠের ঐ স্তোত্রিয় মন্ত্রগুলিই বৈরূপ প্রভৃতি সামের যোনি (৮/৪/২২ সূ. দ্র.)।

তাভ্য ঊর্ধ্বং সামপ্রগাথান্ ।। ১৫।। [১৬]

অনু.— ঐ (যোনিগুলির) পরে সামপ্রগাথগুলিকে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'সামপ্রগাথ' অর্থাৎ বিশেষ সামের বিশেষ প্রগাথ। কোন্ সামের কি প্রগাথ তা ১৬-১৮ নং এবং ২০ নং সূত্রে বলা হচ্ছে। 'এতেবাং সামাম্বয়েন বিধানাত্ তত্সাম্নি ক্রতৌ স এব ভবতি প্রগাথঃ' (না.)— সামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে যে দিন স্তোত্রে যে সাম প্রয়োগ করা হবে সেই দিন সেই সামের বিশেষ প্রগাথই পাঠ করতে হয়।

উক্তো রথন্তরস্য ।। ১৬।। [১৭]

অনু.— রথন্তরের (সামপ্রগাথ কি তা আগে) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— ৫/১৫/২১ সূত্রে নির্দিষ্ট 'পিবা-' (৮/৩/১, ২) মন্ত্রটিই হচ্ছে রথন্তর-সামের প্রগাথ।

উভয়ং শৃণবচ্চ ন ইতি বৃহতঃ ।। ১৭।। [১৮]

অনু.— বৃহতের সামপ্রগাথ 'উভয়ং-' (৮/৬১/১, ২)।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে শুধু এখানে নয়, জ্যোতিষ্টোমেও পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহত্সাম গাওয়া হলে এই দুটি মন্ত্রই হবে সেখানে বৃহত্সামের সামপ্রগাথ। জ্যোতিষ্টোমে ৫/১৫/২১ সূত্রে রথন্তরের সামপ্রগাথ উল্লিখিত হলেও বৃহতের এই সামপ্রগাথ সেখানে উল্লিখিত হয়নি এই কারণে যে, বৃহত্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছ-টি সাম ছাড়া অন্য যে-কোন সাম পৃষ্ঠস্তোত্রে গাওয়া হলে ঐ (রথন্তরের সামপ্রগাথ) 'পিবা-' মন্ত্র দু-টিই যাতে সেখানে সামপ্রগাথ হতে পারে সেই উদ্দেশে।

ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণং ত্বমিন্দ্র প্রভূর্তিষু মো ষু ত্বা বাঘতশ্চনেতি সদ্বিপদঃ ।। ১৮।। [১৯]

অনু.— (বৈরূপের সামপ্রগাথ) 'ইন্দ্র-' (৬/৪৬/৯, ১০), (বৈরাজের সামপ্রগাথ) 'ত্বমি-' (৮/৯৯/৫৬), (শাক্বরের সামপ্রগাথ দ্বিপদাসমেত 'মো ষু-' (৭/৩২/১, ২) এই (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— দ্বিপদা মন্ত্রটি হল 'রায়-' (৭/৩২/৩)।

উপসমস্যেদ্ দ্বিপদাম্ ।। ১৯।। [১৯]

অনু.— দ্বিপদাকে উপসমাস করবেন।

ব্যাখ্যা— শাক্করের সামপ্রগাথকে দ্বিপদার সঙ্গে 'উপসমাস' করবেন অর্থাৎ প্রগাথের শেষ অর্ধমন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ না করে শেষ বর্ণের সঙ্গে দ্বিপদার প্রথম বর্ণের সন্ধি করে পাদমা দধুঃ + রায়স্কামো = পাদমা দধ্ রায়স্কামো এইভাবে পাঠ করবেন।

ইন্দ্রমিদ্ দেবতাতয় ইতীতরেষাম্ ।। ২০।। [১৯]

অনু.— অন্য (সামগুলির সামপ্রগাথ হচ্ছে) 'ইন্দ্র-' (৮/৩/৫, ৬)।

পৃষ্ঠ্য এবৈকৈকম্ অন্বহম্ ।। ২১।। [২০]

অনু.— পৃষ্ঠ্যষড়হে প্রতিদিনই এক একটি (সামপ্রগাথ পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যষড়হে প্রত্যেক দিন ছ-টি সামপ্রগাথের একটি করে সামপ্রগাথ পাঠ করতে হয়। কেবল পৃষ্ঠ্যষড়হে নয়, যে-কোন যাগে পৃষ্ঠস্তোত্রে যে সাম প্রয়োগ করা হয়, নিষ্কেবল্য শস্ত্রে সেই সামের সামপ্রগাথ পাঠ করতে হয়। তবে পৃষ্ঠ্যষড়হে যদি ঐ সামগুলি প্রয়োগ করা না-ও হয় তাহলেও সেখানে এই সামপ্রগাথগুলির এক একটি এক একটি দিনে অবশ্যই পাঠ করতে হবে।

তদিদাসেতি চ পুরস্তাত্ সূক্তস্য শংসেত্ ।। ২২।। [২১]

অনু.— এবং (নিষ্কেবল্যে মূল) সূক্তের আগে 'তদি-' (১০/১২০) এই (সূক্ত) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— চতুর্বিংশে নিষ্কেবল্য শস্ত্রে 'ইন্দ্রস্য-' (৫/১৫/২২ সূ. দ্র.) সূক্তের আগে এই সূক্তটি পাঠ করবেন। সূত্রে 'চ' শব্দ থাকায় এই 'তদি-' সূক্তেও নিবিদ্ বসাতে হবে। প্রসঙ্গত ৭/৩/৩ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

উক্থপাত্রং চমসাংশ্ চান্তরাতিগ্রাহ্যান্ ভক্ষয়ন্তি নিষ্কেবল্যে ।। ২৩।। [২২]

অনু.— নিষ্কেবল্যে উক্থপাত্র এবং চমসগুলির মাঝে অতিগ্রাহ্যগুলি পান করেন।

ব্যাখ্যা— মাধ্যন্দিন সবনে নিষ্কেবল্যশস্ত্র পাঠ করার পর মহেন্দ্র-দেবতার উদ্দেশে গ্রহপাত্রের সোম আহুতি দেওয়া হয় এবং চমসগুলিকে কাঁপান হয়। এই সময়েই অগ্নি, ইন্দ্র এবং সূর্য এই তিন দেবতার উদ্দেশে অতিগ্রাহ্য নামে তিনটি গ্রহের সোমও আহুতি দেওয়া হয়। এর পর উক্থগ্রহের অনুষ্ঠান হয়। উক্থপাত্রের সোম পান করার পর চমসস্থ সোম পান করার আগে সত্রে প্রত্যেক দিনেই ঐ অতিগ্রাহ্য গ্রহগুলির সোম পান করতে হয়। নিষ্কেবল্যের প্রসঙ্গ চলা সত্ত্বেও সূত্রে আবার 'নিষ্কেবল্যে' বলায় বুঝতে হবে যে, এই নিয়মটি কেবল চতুর্বিংশে নয়, সত্রে প্রতিদিনই নিষ্কেবল্য শস্ত্রে প্রযোজ্য হবে।

নিত্যো ভক্ষজপঃ ।। ২৪।। [২৩]

অনু.— ভক্ষজপ স্থির (থাকবে)।

ব্যাখ্যা— ৫/৬/১, ২, ২৩ নং সূত্রে ভক্ষণ উপলক্ষে যে জপমন্ত্রের কথা বলা হয়েছে এখানেও সেই মন্ত্রেই (অতিগ্রাহ্যের-?) সোম পান করতে হবে। পান এখানে বস্তুত আঘ্রাণ মাত্র। পরবর্তী সূত্রে কারা পান করবেন তা বিহিত হয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট ভক্ষণও ষোড়শী-ভক্ষণের মন্ত্রেই করা উচিত, কিন্তু এই সূত্রে তা নিষিদ্ধ হল।

ষোড়শিপাত্রেণ ভক্ষিণঃ ।। ২৫।। [২৪]

অনু.— ষোড়শী পাত্র দ্বারা ভক্ষণকারীরা (উল্লিখিত হয়েছেন)।

ব্যাখ্যা— যাঁরা ষোড়শী-পাত্রের সোম পান করেন (৬/৩/২১, ২২ সূ. দ্র.) তাঁরাই এখানে ষোড়শী-পাত্রের নিয়মেই (অতিগ্রাহ্যের-?) সোম পান করবেন, তবে এখানে 'ইন্দ্র-' (আ. ৬/৩/২৩ দ্র.) মন্ত্রে নয়, ৫/৬/২ নং সূত্রে উল্লিখিত 'বাগ্‌দেবী-' মন্ত্রেই (২৪ নং সূ. দ্র.) তা পান করতে হবে। যেহেতু ঐ মন্ত্রটি আঘ্রাণের মন্ত্র সেইজন্য এখানে সোম পান না করে আঘ্রাণই করতে হবে। কে ভক্ষণ করবেন তা নির্দেশ করা হলে আনুষঙ্গিক ভক্ষণ এবং ভক্ষণ-সম্পর্কিত নিয়মগুলিও বিহিত হয়ে যায় বলে এখানে যেমন দধিঘর্মেও তেমন (ঘর্ম এবং বাজিনের মতো) আহুতিদ্রব্যের প্রাণভক্ষণ করতে হবে।

চতুর্থ কণ্ডিকা (৭/৪)

[চতুর্বিংশের মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন]

হোত্রকাণাম্ ।। ১।।

অনু.— (চতুর্বিংশে মাধ্যন্দিনে) হোত্রকদের (পাঠ্য স্তোত্রিয়, অনুরূপ ইত্যাদি এ-বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— যদিও পরবর্তী সূত্রগুলিতে কোন্‌টি কোন্ ঋত্বিকের স্তোত্রিয় ও অনুরূপ তা বলাই হয়েছে, তবুও সেগুলি যে হোত্রকদেরই মন্ত্র তা এখানে আগেই বলে দেওয়ার উদ্দেশ্য হল এই যে, কেবল চতুর্বিংশে নয়, সত্রে প্রতিদিনই মাধ্যন্দিন সবনে এই মন্ত্রগুলি হোত্রকদের স্তোত্রিয় ও অনুরূপ হবে। সূত্রে স্তোত্রিয়ের নির্দেশ না করলেও চলে, কারণ উদ্‌গাতারা যে-মন্ত্রে গান করেন শস্ত্রে সেই মন্ত্রই স্তোত্রিয় হয়ে থাকে, তবুও পরবর্তী সূত্রগুলিতে স্তোত্রিয় মন্ত্রগুলির উল্লেখ করা হচ্ছে এই কারণে যে, নির্দিষ্ট প্রত্যেক জোড়া স্তোত্রিয়-অনুরূপের মধ্যে যে তৃচে বা প্রগাথে উদ্‌গাতারা গান করবেন সেই তৃচই বা প্রগাথই হবে স্তোত্রিয় এবং জোড়ার অপর তৃচটি বা প্রগাথটি হবে অনুরূপ অর্থাৎ কোন্ স্তোত্রিয়ের সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কি তা নির্দেশ করার জন্যই ২-৪ নং সূত্র। যেমন— ২ নং সূত্রের 'যচ্চি-' প্রগাথে গান হলে 'মা-' এই প্রগাথটিই হবে অনুরূপ; সে-ক্ষেত্রে ৫/১০/৩২, ৩৩ সূত্র অনুযায়ী অনুরূপ স্থির করলে চলবে না।

কয়া নশ্চিত্র আ ভুবত্ কয়া ত্বং ন উত্যা মা চিদন্যদ্ বি শংসত যচ্চিদ্ ধি ত্বা জনা
ইম ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপা মৈত্রাবরুণস্য ।। ২।।

অনু.— মৈত্রাবরুণের (স্তোত্রিয়-অনুরূপ হচ্ছে) 'কয়া ন-' (৪/৩১/১-৩), 'কয়া ত্বং-' (৮/৯৩/১৯-২১); 'মা-' (৮/১/১, ২), 'যচ্চি-' (৮/১/৩, ৪)।

ব্যাখ্যা— চারটি প্রতীকের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় প্রতীকটি স্তোত্রিয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রতীকটি অনুরূপ। প্রথম প্রতীকটিতে স্তোত্র গাওয়া হয়ে থাকলে দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয় প্রতীকটিতে গাওয়া হলে থাকলে চতুর্থটি হবে অনুরূপ। পরবর্তী দু-টি সূত্রের ক্ষেত্রেও প্রত্যেক দু-টি দু-টি প্রতীকের মধ্যে যে প্রতীকটিতে স্তোত্র গাওয়া হবে সেটি হবে স্তোত্রিয় এবং জোড়ার অপর প্রতীকটি হবে অনুরূপ।

তং বো দস্মমৃতীষহং তত্ ত্বা যামি সুবীর্যমভি প্র বঃ সুরাধসং প্র সু শ্রুতং সুরাধসং বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্তঃ ক ঈং
বেদ সুতে সচা বিশ্বাঃ পৃতনা অভিভূতরং নরং তমিন্দ্রং জোহবীমি যা ইন্দ্র ভুজ আভর ইত্যোকা বে চেন্দ্রো
মদায় বাবৃধে মদে মদে হি নো দদিঃ সুরূপকৃত্নুমূতয়ে শুষ্মিন্তমং ন ঊতয়ে প্রারন্ত ইব সূর্যং বণ্ মহাঁ
অসি সূর্যোদ্ ত্যাদ্ দর্শতং বপুরুদু ত্যে মধুমত্তমাস্ত্বমিন্দ্র প্রতূর্তিষু ত্বমিন্দ্র যশা অসীন্দ্র ক্রতুং ন আ
ভরেন্দ্র জ্যেষ্ঠং ন আ ভরা ত্বা সহস্রমা শতং যমস্ত্বা সূর উদিত ইতি ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ ।। ৩।।

অনু.— ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর 'তং-' (৮/৮৮/১, ২), 'তত্-' (৮/৩/৯, ১০); 'অভি-' (৮/৪৯/১, ২), 'প্র সু-' (৮/৫০/১, ২); 'বয়ং-' (৮/৩৩/১-৩), 'ক-' (৮/৩৩/৭-৯); 'বিশ্বাঃ-' (৮/৯৭/১০-১২), 'তমি-' (৮/৯৭/১৩) এই একটি,

'যা-' (৮/৯৭/১, ২) ইত্যাদি দু-টি মন্ত্র; 'ইন্দ্রো-' (১/৮১/১-৩), 'মদে-' (১/৮১/৭-৯); 'সুরূপ-' (১/৪/১-৩), 'শুগ্মি-' (৩/৩৭/৮-১০); 'শ্রায়-' (৮/৯৯/৩, ৪), 'বণ্-' (৮/১০১/১১, ১২); 'উদু ত্যদ্-' (৭/৬৬/১৪-১৬), 'উদু ত্যে-' (৮/৩/১৫-১৭); 'ত্বমি-' (৮/৯৯/৫, ৬), 'ত্বমি-' (৮/৯০/৫, ৬); 'ইন্দ্র ক্রতুং-' (৭/৩২/২৬, ২৭), 'ইন্দ্র ক্রতুং-' (৬/৪৬/৫, ৬); 'আ ত্বা-' (৮/১/২৪-২৬), 'মম-' (৮/১/২৯-৩১) এই (মোট এগার জোড়া স্তোত্রিয়-অনুরূপ)।

তরোভির্বো বিদদ্বসুং তরণিরিত্ সিষাসতি ত্বামিদা হ্যো নরো বয়মেনমিদা হ্যো যো রাজা চর্ষণীনাং যঃ সত্রাহা বিচর্ষণিঃ স্বাদোরিত্থা বিষূবত ইত্থা হি সোম ইন্ মদ উভে যদিন্দ্র রোদসী অব যত্ ত্বং শতক্রতো নকিষ্টং কর্মণা নশন্ ন ত্বা বৃহন্তো অদ্রয় উভয়ং শৃণবচ্চ ন আ বৃষস্ব পুরূবসো কদা চন স্তরীরসি কদা চন প্র যুচ্ছসি যত ইন্দ্র ভয়ামহে যথা গৌরো অপা কৃতং যদিন্দ্র প্রাগপাগুদগ্ যথা গৌরো অপা কৃতম্ ইত্যচ্ছাবাকস্য ।। ৪।।

অনু.— অচ্ছাবাকের 'তরো-' (৮/৬৬/১, ২), 'তরণি-' (৭/৩২/২০, ২১); 'ত্বামি-' (৮/৯৯/১, ২), 'বয়-' (৮/৬৬/৭, ৮); 'যো-' (৮/৭০/১, ২), 'যঃ-' (৬/৪৬/৩, ৪); 'স্বাদো-' (১/৮৪/১০-১২), 'ইত্থা-' (১/৮০/১-৩); 'উভে-' (১০/১৩৪/১-৩), 'অব-' (১০/১৩৪/৪-৬); 'নকি-' (৮/৩১/১৭, ১৮), 'ন ত্বা-' (৮/৮৮/৩, ৪); 'উভ-' (৮/৬১/১, ২), 'আ-' (৮/৬১/৩, ৪); 'কদা-' (৮/৫১/৭-৯), 'কদা-' (৮/৫২/৭-৯); 'যত-' (৮/৬১/১৩, ১৪), 'যথা-' (৮/৪/৩, ৪); 'যদি-' (৮/৪/১, ২), 'যথা-' (৮/৪/৩, ৪) এই (মোট দশ জোড়া স্তোত্রিয়-অনুরূপ)।

স্তোত্রিয়ানুরূপাণাং যদ্যনুরূপে স্তুবীরন্ স্তোত্রিয়োঽনুরূপঃ ।। ৫।।

অনু.— (মাধ্যন্দিন ও তৃতীয় সবনে) স্তোত্রিয় ও অনুরূপের (মধ্যে উদ্গাতারা) যদি অনুরূপে স্তব করেন (তাহলে হোতা ও হোত্রকদের ক্ষেত্রে) স্তোত্রিয় (হবে) অনুরূপ।

ব্যাখ্যা— ২ নং সূত্র থেকে স্তোত্রিয় ও অনুরূপের প্রসঙ্গই চলছে, তাই এখানে 'স্তোত্রিয়ানুরূপাণাং' না বললেও চলত, তবুও তা বলায় হোতা ও হোত্রক সব ঋত্বিক্দের ক্ষেত্রে সব সবনেই এই নিয়ম প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে; তবে প্রাতঃসবনের প্রসঙ্গ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এই সূত্রটি বিহিত হওয়ায় ঐ সবনে এই নিয়ম চলবে না। যে স্তোত্রিয়-অনুরূপের তালিকা এখানে দেওয়া হল এবং পরেও কোথাও দেওয়া হবে, মাধ্যন্দিন ও তৃতীয় সবনে যদি সংশ্লিষ্ট স্তোত্রে উদ্গাতারা সেই তালিকার অনুরূপের মন্ত্রগুলিতেই গান গেয়ে থাকেন, তাহলে তালিকায় ঐ জুটির অন্তর্গত যে মন্ত্রগুলিকে স্তোত্রিয়রূপে উল্লেখ করা হয়েছে সেই মন্ত্রগুলিই সেখানে শস্ত্রে অনুরূপ হবে।

উর্ধ্বং স্তোত্রিয়ানুরূপেভ্যঃ কস্তমিন্দ্র ত্বাবসুং কন্নব্যো অতসীনাং কদূ ন্বস্যাকৃতম্ ইতি কদ্বন্তঃ প্রগাথাঃ ।। ৬।।

অনু.— স্তোত্রিয়-অনুরূপের পরে 'কস্ত-' (৭/৩২/১৪, ১৫), 'কন্নব্যো-' (৮/৩/১৩, ১৪) 'কদূ-' (৮/৬৬/৯, ১০) এই কদ্বান্ প্রগাথগুলি (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, অচ্ছাবাক এই তিন ঋত্বিক্কে নিজ নিজ শস্ত্রে যথাক্রমে একটি করে কদ্বান্ প্রগাথ পাঠ করতে হবে। ঐ. ব্রা. ২৯/৫ অংশেও এই কদ্বান্ মন্ত্রগুলি বিহিত হয়েছে।

অপ প্রাচ ইন্দ্র বিশ্বাঁ অমিত্রান্ ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা যুনজ্মুরুং নো লোকমনু নেষি বিদ্বান্ ইতি কদ্বদভ্য আরম্ভণীয়াঃ ।। ৭।।

অনু.— কদ্বানের (পরে) 'অপ-' (১০/১৩১/১), 'ব্রহ্মণা-' (৩/৩৫/৪), 'উরুং-' (৬/৪৭/৮) এই আরম্ভণীয়া মন্ত্রগুলি (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— হোত্রকেরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কদ্‌বান্ প্রগাথের পরে যথাক্রমে একটি করে 'আরম্ভণীয়া' মন্ত্র পাঠ করবেন। ঐ. ব্রা. ২৯/৬ অংশেও এই তিন মন্ত্রের বিধান পাই।

ঊর্ধ্বম্ আরম্ভণীয়াভ্যঃ সদ্যো হ জাত ইত্যহরহঃশস্যং মৈত্রাবরুণঃ ।। ৮।।

অনু.— আরম্ভণীয়ার পরে মৈত্রাবরুণ 'সদ্যো-' (৩/৪৮) এই অহরহঃশস্য (নামে সূক্তটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২৯/৪ অংশেও এই সূক্তটিই বিহিত হয়েছে।

অস্মা ইদু প্র তবসে শাসদ্ বহ্নিরিতীতরাব্ অহীনসূক্তে ।। ৯।। [৮]

অনু. — অপর দু-জন (যথাক্রমে) 'অস্মা-' (১/৬১), 'শাসদ্-' (৩/৩১) এই দু-টি অহীনসূক্ত (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রথম সূক্তটি ব্রাহ্মণাচ্ছংসী এবং দ্বিতীয়টি অচ্ছাবাক পাঠ করবেন। ঐ. ব্রা. ২৯/২ অংশেও এই বিধানই পাই।

আ সত্যো যাত্বিত্যহীনসূক্তং দ্বিতীয়ং মৈত্রাবরুণঃ ।। ১০।। [৯]

অনু.— মৈত্রাবরুণ অহীনসূক্ত নামে 'আ-' (৪/১৬) এই দ্বিতীয় (একটি সূক্ত পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২৯/২ অংশের বিধানও তা-ই।

উদু ব্রহ্মাণ্যভি তষ্টেবেতীতরাব্ অহরহঃশস্যে ।। ১১।। [১০]

অনু.— অপর দু-জন (যথাক্রমে) অহরহঃশস্য নামে 'উদু-' (৭/২৩), 'অভি-' (৩/৩৮) এই (দ্বিতীয় একটি করে সূক্ত পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— সূক্ত-দুটি যথাক্রমে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাকের পাঠ্য। ঐ. ব্রা. ২৯/৪ অংশেও এই দুই সূক্ত বিহিত হয়েছে।

নূনং সা ত ইত্যন্তম্ উত্তমম্ ।। ১২।। [১০]

অনু.— শেষ (সূক্তটি) শেষ (হবে) 'নূনং-' (২/১১/২১) এই (অতিরিক্ত একটি মন্ত্রে)।

ব্যাখ্যা— ১১ নং সূত্রের 'অভি-' সূক্তটি 'নূনং-' মন্ত্রে শেষ করতে হবে। এটি সূক্তের শেষ মন্ত্রের পরিবর্তে নয়, অতিরিক্তরূপেই পাঠ করতে হয়। সূক্তের কেবল শেষ মন্ত্রেই ইন্দ্রের উল্লেখ আছে এবং তা পাঠ্য বলেই ব্রাহ্মণগ্রন্থে বলা হয়েছে— 'সকৃদ্ ইন্দ্রং নিরাহ' (ঐ. ব্রা. ২৯/৪)— পাঠ্য মন্ত্র ইন্দ্রের উল্লেখ করছে একবারই।

অহীনসূক্তানি ষডহস্তোত্রিয়ান্ আবপৎসু ।। ১৩।। [১১]

অনু.— ষড়হস্তোত্রিয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করতে থাকলে অহীনসূক্তগুলি (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যে দিনে ষড়হস্তোত্রিয়ের অন্তঃপ্রবেশ ঘটান হয় সেই দিনে অর্থাৎ চতুর্বিংশ, মহাব্রত, অভিজিত্, বিশ্বজিত্ এবং বিষুবতে ৯ নং এবং ১০ নং সূত্রে নির্দিষ্ট অহীনসূক্তগুলি পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ২৯/২ অংশেরও অভিমত তা-ই।

উদু ষ্য দেবঃ সবিতা হিরণ্যয়েতি তিস্রস্ তে হি দ্যাবাপৃথিবী যজ্ঞস্য বো রথ্যম্ ইতি বৈশ্বদেবম্ ।। ১৪।। [১২]

অনু.— বৈশ্বদেব (শস্ত্র হবে) 'উদু-' (৬/৭১/১-৩) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র, 'তে-' (১/১৬০), 'যজ্ঞস্য-' (১০/৯২)।

ব্যাখ্যা— আর্ত্তব নিবিদ্ধান হবে অগ্নিষ্টোমের মতোই (৫/১৮/৬-৮ সূ. দ্র.)। 'দৈবতেন ব্যবস্থাঃ' (৭/১/৯) সূত্র অনুসারে উদ্ধৃত তিনটি সূক্ত যথাক্রমে সাবিত্র, দ্যাবাপৃথিবীয় এবং বৈশ্বদেব নিবিদ্ধান সূক্ত।

পৃক্ষস্য বৃষ্ণো বৃষ্ণে শর্ধায় যজ্ঞেন বর্ধতেত্যাগ্নিমারুতম্ ।। ১৫।। [১৩]

অনু.— আগ্নিমারুত (শস্ত্র হবে) 'পৃক্ষস্য-' (৬/৮), 'বৃষ্ণে-' (১/৬৪), 'যজ্ঞেন-' (২/২)।

ব্যাখ্যা— এগুলি যথাক্রমে বৈশ্বানর, মারুত এবং জাতবেদস্য নিবিদ্ধান।

অগ্নিষ্টোম ইদম্ অহঃ উক্থ্যো বা ।। ১৬।। [১৪, ১৫]

অনু.— এই দিনটি অগ্নিষ্টোম অথবা উক্থ্য (-যুক্ত)।

ব্যাখ্যা— এই চতুর্বিংশ দিনে অগ্নিষ্টোম অথবা উক্থ্যের অনুষ্ঠান হয়। এখানে এতক্ষণ যা বলা হল এবং অন্যত্রও সরাসরি যা যা বলা হবে সেগুলি ছাড়া অবশিষ্ট অংশের অনুষ্ঠান হবে একাহ প্রকৃতিযাগের মতোই— "অস্মিন্নহনি যত্ প্রত্যক্ষম্ আম্নাতং তস্মাদ্ অন্যত্ সর্বম্ ঐকাহিকং ভবতি। এবং সর্বত্র প্রত্যক্ষম্ আম্নানাদ্ অন্যত্ সর্বং প্রকৃতিতো গ্রহীতব্যম্" (না.)।

পঞ্চম কণ্ডিকা (৭/৫)

[ষড়হে প্রযোজ্য সাম, স্তোমাতিশংসন, অভিপ্লবের প্রথম দিনের শস্ত্র]

অভিপ্লবপৃষ্ঠ্যাহানি ।। ১।।

অনু.— অভিপ্লব ও পৃষ্ঠ্যের দিনগুলি (এ-বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— ব্যাকরণের নিয়ম এই যে, সমাসে স্বল্পস্বরবিশিষ্ট শব্দকে আগে উল্লেখ করতে হয়। এই কারণে সূত্রে 'পৃষ্ঠ্যাভিপ্লবাহানি' বলাই উচিত, কিন্তু সত্রে 'অভিপ্লব' নামে ষড়হের প্রয়োগই আগে হয়ে থাকে বলে প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রেখে সমাসে তার কথাই আগে উল্লেখ (= পূর্বনিপাত) করা হয়েছে।

রথন্তরপৃষ্ঠান্যযুজানি ।। ২।।

অনু.— অযুগ্ম (দিন-)গুলি রথন্তর-পৃষ্ঠবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— অভিপ্লব এবং পৃষ্ঠ্য ষড়হে নিষ্কেবল্য শস্ত্রের ঠিক পূর্বে যে পৃষ্ঠস্তোত্র গাওয়া হয় ঐ স্তোত্রে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম দিনে রথন্তর সাম গাওয়া হয়। রথন্তর সামের যোনি হচ্ছে 'অভি-' (সা. উ. ৬৮০-১)।

বৃহত্পৃষ্ঠানীতরাণি ।। ৩।।

অনু.— অন্য (দিন) গুলি বৃহত্পৃষ্ঠ-যুক্ত।

ব্যাখ্যা— অভিপ্লবে এবং পৃষ্ঠ্যে জোড় অর্থাৎ দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ দিনে পৃষ্ঠ-স্তোত্র বৃহত্সাম গাওয়া হয়। 'ত্বামিদ্ধি-' (সা. উ. ৮০৯-১০) হচ্ছে বৃহত্সামের যোনি।

তৃতীয়াদিষু পৃষ্ঠ্যস্যাম্বহং দ্বিতীয়ানি বৈরূপ-বৈরাজ-শাক্বর-রৈবতানি ।। ৪।।

অনু.— পৃষ্ঠ্যের তৃতীয় প্রভৃতি দিন থেকে প্রতিদিন (পৃষ্ঠস্তোত্রে যথাক্রমে) বৈরূপ, বৈরাজ, শাক্বর ও রৈবত দ্বিতীয় (সাম হিসাবে গাইতে হবে)।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যষড়হে পৃষ্ঠস্তোত্রে রথন্তর অথবা বৃহত্সাম ছাড়াও শেষ চার দিন যথাক্রমে বৈরূপ প্রভৃতি সামগুলির একটি করে সাম গাইতে হয়। এই চারটি সামের যোনি যথাক্রমে 'যদ্ দ্যাব-' (সা. উ. ৮৬২-৩), 'পিবা-' (সা. উ. ৯২৭-৯), 'বিদা-' ইত্যাদি মহানাম্নী মন্ত্র (সা. পূ. ৬৪১) অথবা প্রো 'ষ্বস্মৈ-' (সা. উ. ১৮০১-৩) তৃচ, 'রেবতী-' (সা. উ. ১০৮৪-৬)। প্রসঙ্গত উল্লেখ

করা যেতে পারে যে, অভিপ্লবে ছ-দিনে যথাক্রমে জ্যোতিষ্টোম, গোষ্টোম, আয়ুষ্টোম, গোষ্টোম, আয়ুষ্টোম এবং জ্যোতিষ্টোমের অনুষ্ঠান হয়। অপর পক্ষে পৃষ্ঠ্যে সব স্তোত্রেই ছ-দিনে যথাক্রমে ত্রিবৃত্, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ, ত্রিণব এবং ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। 'অম্বহং' শব্দের তাৎপর্যের জন্য ৭/৩/৪ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

তেষাং যথাস্থানে ঽক্রিয়ায়াং যোনীঃ শংসেত্ ।। ৫।।

অনু.— ঐ (সাম)গুলির যথাস্থানে (গান) না করা হলে (সেগুলির) যোনিগুলিকে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যষড়হের তৃতীয় প্রভৃতি দিনে প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে দু-টি করে সাম গাইতে হয় বলে দু-টি করে সামের যোনি নিষ্কেবল্য শস্ত্রের স্তোত্রিয় হয়। কিন্তু যদি এই দ্বিতীয় সামগুলিকে যথাস্থানে পৃষ্ঠস্তোত্রে না গেয়ে অন্য কোন ক্ষেত্রে গাওয়া হয় বা না হয়, তাহলে এগুলির যোনিকে নিষ্কেবল্যের যোনিস্থানে পাঠ করতে হবে। ৬ নং সূত্রের বৃত্তি থেকে মনে হচ্ছে 'তেষাং' বলতে রথন্তর প্রভৃতি ছ-টি সামকেই বুঝান হয়েছে। 'যথাস্থানে' বলায় ঐ দিনে নয়, পৃষ্ঠস্তোত্রে না করা হলে বলে বুঝতে হবে।

সর্বত্র চাস্বযোনিভাবেঽন্যত্রাশ্বিনাত্ ।। ৬।।

অনু.— এবং আশ্বিন শস্ত্রের (পূর্ববর্তী সন্ধিস্তোত্র) ছাড়া সর্বত্র (ঐ সাম) নিজ যোনিতে (গাওয়া) না হলে (ঐ সামগুলির যোনিমন্ত্রকে যোনিস্থানে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— রথন্তর প্রভৃতি ছ-টি সামের মূল উৎপত্তি যে যে মন্ত্রে সেগুলিকে বলা হয় ঐ ঐ সামের স্বযোনি। সর্বত্র অর্থাৎ কেবল পৃষ্ঠ্য ও অভিপ্লব ষড়হে নয় এবং শুধু পৃষ্ঠস্তোত্রেই নয়, যে-কোন যাগেই যে-কোন স্তোত্রেই বৃহত্ প্রভৃতি ছ-টি সামকে যদি তাদের নিজ নিজ যোনিতে না গেয়ে অন্য কোন সামের যোনিতে গাওয়া হয়, তাহলেও নিষ্কেবল্য শস্ত্রে যোনিস্থানে ঐ ঐ সামের যোনিমন্ত্রকে পাঠ করবেন। সন্ধিস্তোত্রে কিন্তু ঐ ছ-টি সামের কোন একটি সামকে তার নিজ যোনিতে গাওয়া না হলেও নিষ্কেবল্য শস্ত্রে ঐ সামের সেই যোনিকে যোনিস্থানে পাঠ করতে হবে না। দ্র. যে, যেখানেই যোনিমন্ত্র পাঠ করার কথা বলা হয়েছে সেখানেই তা নিষ্কেবল্য শস্ত্রে যোনিস্থানে পাঠ করতে হয় বলে বুঝতে হবে।

যজ্ঞাযজ্ঞীয়স্য ত্বক্রিয়মাণস্যাপি সানুরূপাং যোনিং ব্যাহাবং শংসেদ্ ঊর্ধ্বম্ ইতরস্যানুরূপাত্ ।। ৭।।

অনু. — (যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম) গান না করা হলেও অপর সামের অনুরূপের পরে যজ্ঞাযজ্ঞীয়ের যোনিকে (নিজ) অনুরূপসমেত ভিন্ন আহাবযুক্ত করে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ব্যাহাব = বি-আহাব = ভিন্ন আহাববিশিষ্ট, আহাব দ্বারা বিচ্ছিন্ন। যদি যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম মোটেই গান করা না হয় অথবা নিজ যোনিতে গাওয়া না হয় তাহলে স্তোত্রে যে সামটি গাওয়া হল অথবা যে ভিন্ন যোনিতে যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম গাওয়া হল শস্ত্রে তার স্তোত্রিয় ও অনুরূপ পাঠ করার পরে যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামের নিজ যোনিকে (সা. উ. ৭০৩-৪) তার নিজ অনুরূপসমেত পাঠ করতে হবে। দুটি সামের যোনিমন্ত্র পাঠ করতে হলে অনুরূপে কিন্তু 'সকৃত্ পৃথগ্ বা' (৫/১৫/১৯) সূত্র অনুসারে বিকল্প হবে না, দুটি যোনির উদ্দেশেই পৃথক্ পৃথক্ আহাব করতে হবে। আগ্নিমারুত শস্ত্রের প্রসঙ্গে এই সূত্র।

হোত্রকাঃ পরিশিষ্টান্ আবাপান্ উদ্ধৃত্য ।। ৮।।

অনু.— হোত্রকেরা (ষড়হের প্রাতঃসবনে) পরিশিষ্ট সংযোজনগুলিকে বাদ দিয়ে (নিম্ননির্দিষ্ট মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ষড়হে প্রাতঃসবনে হোত্রকদের চতুর্বিংশের স্তোত্রিয়, অনুরূপ ও আরম্ভণীয়া পাঠ করতে হয়। তারপর ষড়হস্তোত্রিয়ের (৭/২/২-৪, ১০ সূ. দ্র.) 'পরিশিষ্ট' মন্ত্রগুলি এখানে পাঠ না করে তার পরিবর্তে তাঁরা পরবর্তী সূত্রগুলিতে উল্লিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন। 'পরিশিষ্টান্ উদ্ধৃত্য' বলায় বোঝা যাচ্ছে যে, 'এতেনাহ্না সুত্যাঃ' (৭/১/৩ সূ. দ্র.) সূত্র অনুসারে সর্বত্র একাহ জ্যোতিষ্টোমের মতো অনুষ্ঠান হওয়ার কথা থাকলেও এ-ক্ষেত্রে কিন্তু চতুর্বিংশের মতোই অনুষ্ঠান হবে। নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করার পর তাই আবার চতুর্বিংশের অন্য মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন।

মিত্রং বয়ং হবামহে মিত্রং হুবে পূতদক্ষময়ং বাং মিত্রাবরুণা নো মিত্রবরুণেতি তৃচাঃ প্র বো মিত্রায়েতি চতুর্ণাং দ্বিতীয়ম্ উদ্ধরেত্ প্র মিত্রয়োর্বরুণয়োর্ ইতি ষট্ কাব্যেভিরদাভ্যেতি তিস্রো মিত্রস্য চর্ষণীধৃত ইতি চতস্রো মৈত্র্যো যচ্চিদ্ ধি তে বিশ ইতি বারুণম্ ।। ৯।।

অনু.— 'মিত্রং-' (১/২৩/৪-৬), 'মিত্রং হুবে-' (১/২/৭-৯), 'অয়ং-' (২/৪১/৪-৬), 'আ-' (৩/৬২/১৬-১৮) এই তৃচগুলি, 'প্র বো-' (৫/৬৮) ইত্যাদি চারটি সূক্তের দ্বিতীয় সূক্তটি বাদ দেবেন। 'প্র মিত্র-' (৭/৬৬/১-৬) ইত্যাটি ছ-টি (মন্ত্র), 'কাব্যেভি-' (৭/৬৬/১৭-১৯) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), 'মিত্রস্য-' (৩/৫৯/৬-৯) ইত্যাদি চারটি মিত্র-দেবতার (মন্ত্র) এবং 'যচ্চি-' (১/২৫) এই বরুণ-দেবতার (সূক্ত) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— এখানে মিত্র-দেবতারই মন্ত্র দেখা যাচ্ছে বেশী এবং তুলনায় বরুণ-দেবতার মন্ত্র বেশ কম (মাত্র একটি সূক্তের একুশটি মন্ত্র)। পাঠের সময়ে মৈত্রাবরুণ ঋত্বিক্ তাই অনেকগুলি মিত্রদেবতার মন্ত্রের সঙ্গে অল্প কয়েকটি বরুণদেবতার মন্ত্র মিশিয়ে নেবেন।

এতস্য তৃচম্ আবপেত মৈত্রাবরুণো নিত্যাদ্ অধিকং স্তোমকারণাত্ ।। ১০।।

অনু.— স্তোম (-বৃদ্ধির) কারণে এই (মন্ত্রসমূহের মধ্য থেকে) তৃচ (নিয়ে) মৈত্রাবরুণ মূল (চতুর্বিংশের মন্ত্রগুলি) থেকে বেশী (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— নিত্য = পরিশিষ্ট মন্ত্রগুলি বাদে চতুর্বিংশের অন্যান্য যে মন্ত্রগুলি এখানে পাঠ করতে হয় অর্থাৎ স্তোত্রিয়, অনুরূপ, আরম্ভণীয়া এবং পর্যাস। ষড়হের বিভিন্ন দিনে জ্যোতিষ্টোমের বিভিন্ন সংস্থার অনুষ্ঠান হয়। জ্যোতিষ্টোমে যে স্তোত্রে যে স্তোমে গান হয় ষড়হে যদি সেই স্তোত্রে তা থেকে বেশী স্তোমে গান করা হয় তাহলে মৈত্রাবরুণ নিজ শস্ত্রে চতুর্বিংশের স্তোত্রিয়, অনুরূপ এবং আরম্ভণীয়া পাঠ করার পরে ৯ নং সূত্রের তালিকা থেকে প্রয়োজন অনুসারে মন্ত্র নিয়ে পাঠ করবেন। ঐ তালিকা থেকে ততগুলি মন্ত্রই নেবেন যাতে স্তোত্রিয়, অনুরূপ, আরম্ভণীয়া, পর্যাস এবং এই নূতন মন্ত্রগুলির মোট সংখ্যা স্তোমের সংখ্যাকে অতিশংসন বা অতিক্রম করে যায়। বৃত্তিকারের মতে 'নিত্যাদ্ অধিকং' বলায় পঞ্চদশ স্তোমের অপেক্ষায় নিম্নসংখ্যক স্তোমে কোন অতিরিক্ত মন্ত্রের সংযোজন ছাড়াই চতুর্বিংশের ঐ স্তোত্রিয় প্রভৃতি নিত্য মন্ত্রগুলি দ্বারাই অতিশংসন সম্ভব হলেও সেই স্তোমেও এবং 'স্তোমকারণাত্' অর্থাৎ স্তোমের সংখ্যা অতিক্রম করবার জন্য এ-কথা বলায় পরবর্তী সূত্রে উল্লেখ না থাকলেও পঞ্চদশ স্তোমের ক্ষেত্রেও এই তালিকা থেকে একটি তৃচ নিয়ে শস্ত্রে অবশ্যই তা পাঠ করতে হবে। পরবর্তী সূত্রে সপ্তদশ প্রভৃতি স্তোমে কতগুলি অতিরিক্ত নূতন মন্ত্র পাঠ করতে হয় তা বলা হচ্ছে। যদিও বর্তমান সূত্রে তৃচ পাঠ করতে বলা হয়েছে, তবুও পরবর্তী সূত্রে বিহিত সংখ্যাগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় তৃচ নয়, শস্ত্রে প্রয়োজনমত মন্ত্রই সংযোজিত করতে হয়।

বৃত্তিকারও পরবর্তী সূত্রের বৃত্তিতে বলেছেন— 'স্তোমানুগুণা ঋচ আবপ্তব্যা....... স্তোমাতিশংসনার্থম্ এতত্সঙ্খ্যাকা ঋচ আবপ্তব্যা ইত্যয়ম্ অর্থঃ সিদ্ধো ভবতি'। ৭/৯/১ সূত্রের বৃত্তিতেও বলা হয়েছে 'স্তোমে বর্ধমানে তদ্-অতিশংসনার্থং যাবদ্-অর্থম্ ঋচো বক্ষ্যমাণেভ্য ঋক্সমুদায়েভ্যো গৃহীত্বা আবপেরন্'। যদি তাই হয় তাহলে এখানে সূত্রে 'তৃচ' বলা হয় কেন তা আমাদের কাছে বিশেষ স্পষ্ট নয়। মনে হয় পঞ্চদশ ও তার নিম্নবর্তী স্তোমে তৃচই সংযোজিত করতে হয় বলে সূত্রে 'তৃচম্' বলা হয়েছে— 'তেন পঞ্চদশস্তোমেঽপি তৃচাবাপঃ কর্তব্যঃ'— না.)। প্রসঙ্গত ১২ নং সূত্রের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত বৃত্তির অংশটিও দ্র.।

পঞ্চ সপ্তদশে নবৈকবিংশে দ্বাদশ চতুর্বিংশে পঞ্চদশ ত্রিণব একবিংশতিং ত্রয়স্ত্রিংশে দ্বাত্রিংশতং চতুশ্চত্বারিংশে ষট্ত্রিংশতম্ অষ্টাচত্বারিংশে ।। ১১।।

অনু.— সপ্তদশ (স্তোমে) পাঁচটি, একবিংশে নটি, চতুর্বিংশে বারোটি, ত্রিণবে পনেরটি, ত্রয়স্ত্রিংশে একুশটি, চতুশ্চত্বারিংশে বত্রিশটি, অষ্টাচত্বারিংশে ছত্রিশটি (নূতন মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ষড়হে চতুর্বিংশের স্তোত্রিয়, অনুরূপ, আরম্ভণীয়া এবং পর্যাস মিলে মোট ৩ + ৩ + ১ + ৩ = ১০ টি মন্ত্র। আরম্ভণীয়া এবং পর্যাসের মাঝে ৯ নং তালিকা থেকে পাঁচটি মন্ত্র পাঠ করলে মন্ত্রের মোট সংখ্যা হয় ১০ + ৫ = ১৫। এর মধ্যে প্রথম ও শেষ মন্ত্রের সামিধেনীর মতো তিনবার পুনরাবৃত্তি হয় বলে মন্ত্রে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯। এইভাবে সপ্তদশ স্তোমের সংখ্যাকে অতিক্রম করা হয়ে থাকে। অন্যান্য স্তোমের ক্ষেত্রেও এই রীতিতে অতিশংসন করা হয়। 'একয়া দ্বাভ্যাং বা-' (৭/১২/৪ সূ. দ্র.) সূত্র থেকেই কতগুলি নূতন মন্ত্র সংযোজিত করে স্তোমের সংখ্যাকে অতিক্রম করতে হয় তা বোঝা গেলেও এখানে আবার সংখ্যা নির্দেশ করার তাৎপর্য হল এই যে, স্তোমের সংখ্যাকে অতিক্রম করার সময়ে 'নাভাক' (৭/২/১৭-১৯ সূ. দ্র.) নামে তৃচগুলিকে হিসাবের মধ্যে ধরতে নেই। স্তোমের সংখ্যাকে এইভাবে অতিক্রম করাকে বলা হয় 'স্তোমাতিশংসন'।

একাহীয়সীর্ বা ।। ১২।।

অনু.— অথবা একটি করে কম (মন্ত্র সংযোজিত করবেন)।

ব্যাখ্যা— সপ্তদশ, একবিংশ, চতুর্বিংশ, ত্রিণব, ত্রয়স্ত্রিংশ, চতুশ্চত্বারিংশ, অষ্টাচত্বারিংশ স্তোমে বিকল্পে যথাক্রমে চারটি, আটটি, এগারটি, চৌদ্দটি, কুড়িটি, একত্রিশটি এবং পঁয়ত্রিশটি মন্ত্র সংযোজিত করবেন। বৃত্তিকার এখানে বলেছেন সূত্রে 'নিত্যাদ্ অধিকং' বলা থাকায় সপ্তদশের অপেক্ষায় কম স্তোমে একটি তৃচ অবশ্যই সংযোজিত করতে হবে— 'সপ্তদশাত্ প্রাকৃতনেষু স্তোমেষু নিত্যাদ্ অধিকম্ ইতি বচনাত্ তৃচ এব নিত্যম্ আবপ্তব্যঃ'।

একাহেম্বেকভূয়সীর্ বা ।। ১৩।।

অনু.— অথবা (ষড়হের) একাহগুলিতে একটি করে বেশী (মন্ত্র সংযোজিত করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি ষড়হের কোন একটি দিন অন্য কোন একাহ-যাগে অতিদেশ করা হয় অর্থাৎ বিচ্ছিন্নরূপে অনুষ্ঠিত, হয় তাহলে সেই একাহে সপ্তদশ প্রভৃতি স্তোমে বিকল্পে যথাক্রমে ছয়, দশ, তের, ষোল, বাইশ, তেত্রিশ, সাঁইত্রিশটি মন্ত্র সংযোজিত করবেন। 'বৈশ্বদেব্যাঃ স্থানে প্রথমং পৃষ্ঠ্যাহঃ' (৯/২/৫ সূ. দ্র.) ইত্যাদি হল এই সূত্রের উদাহরণস্থল।

নারম্ভণীয়া ন পর্যাসা অন্ত্যা ঐকাহিকাস্ তৃচাঃ পর্যাসস্থানেষু ।। ১৪।।

অনু.— (ষড়হের একাহরূপে প্রয়োগে) আরম্ভণীয়া নেই, পর্যাস(ও) নেই; পর্যাসগুলির স্থানে একাহযাগের শেষ তৃচটি (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ষড়হের কোন একটি দিনকে যদি বিচ্ছিন্ন করে অন্য একাহযাগে প্রয়োগ করা হয় তাহলে সেখানে আরম্ভণীয়া এবং পর্যাস পাঠ করতে হবে না। পর্যাসের স্থানে পাঠ করবেন ঐ দিন যে সংস্থার অনুষ্ঠান হচ্ছে সেই মূল জ্যোতিষ্টোম-সংস্থার সংশ্লিষ্ট শস্ত্রের অন্তিম তৃচটি। ৭/১/১১-১৫ সূত্রে যে তারমানরূপগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি অহর্গণেরই বৈশিষ্ট্য, অহর্গণেই প্রযোজ্য। একাহের ক্ষেত্রে সেগুলি প্রযোজ্য নয় বলেই এই সূত্রের অবতারণা।

ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ সুরূপকৃত্নুমূতয় ইতি ষট্ সূক্তানি।। ১৫।।

অনু.— ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর (সংযোজনযোগ্য মন্ত্রগুলি হল) 'সুরূপ-' (১/৪-৯) ইত্যাদি ছ-টি সূক্ত।

ব্যাখ্যা— ষড়হের প্রাতঃসবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী স্তোমাতিশংসনের জন্য পরিশিষ্টের স্থানে এই ছ-টি সূক্ত থেকে যতগুলি মন্ত্রের প্রয়োজন ততগুলি মন্ত্র নিয়ে পাঠ করবেন, সম্পূর্ণ ছটি সূক্তই পাঠ করতে হবে না। সূত্রে 'সূক্তানি' না বলে উদ্ধৃত প্রতীকটিতে পাদের অপেক্ষার কম অংশ উল্লেখ করলেই চলত, তবুও সমগ্র পাদের উল্লেখ করে সূত্রকার বোঝাতে চাইছেন যে, সমগ্র ছটি সূক্ত নয়, যতগুলি ঋকের প্রয়োজন ('যাবতীভির্ ঋগ্ভিঃ প্রয়োজনং'— না.) ততগুলি ঋক্ই সংযোজন করতে হবে। 'ষট্ সূক্তানি' বলায় তৃতীয় সূক্তটিতে মরুতের উল্লেখ থাকলেও সেই মন্ত্রগুলি বাদ দিতে হবে না; ঐ মন্ত্রগুলিও ইন্দ্র-দেবতারই মন্ত্র, মরুত্ সেখানে নিপাতভাক্ অর্থাৎ গৌণ। ঐ মন্ত্রগুলি সংযোজন করতে তাই কোন বাধা নেই।

আবাপ উক্তো মৈত্রাবরুণেন ।। ১৬।।

অনু.— মৈত্রাবরুণ দ্বারা সংযোজন বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— স্তোমবৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্তোমাতিশংসনের জন্য মৈত্রাবরুণ যেভাবে অতিরিক্ত নূতন মন্ত্র সংযোজিত করেন (১১-১৩ সূ. ম্র.) ব্রাহ্মণাচ্ছংসীও সেইভাবেই ঐ ছ-টি সূক্ত থেকে অতিরিক্ত মন্ত্র নিয়ে নিজ শস্ত্রে সংযোজিত করবেন। 'মৈত্রাবরুণেন' বলার অভিপ্রায় এই যে, মৈত্রাবরুণ যেমন নিজ শস্ত্রের উদ্দিষ্ট মিত্র-বরুণ দেবতারই মন্ত্র সংযোজিত করেন, ব্রাহ্মণাচ্ছংসীও তেমন নিজ ইন্দ্র-দেবতার মন্ত্রই পাঠ করবেন। আগের সূত্রে উল্লিখিত মন্ত্রগুলির দেবতা তাই মরুত্ নয়, ইন্দ্রই।

ইহেন্দ্রাগ্নী ইন্দ্রাগ্নী আ গতং তা হুবে যয়োরিদম্ ইতি নবেয়ং বামস্য মন্মন ইত্যেকাদশ
যজ্ঞস্য হি স্থ ইত্যচ্ছাবাকস্য ।। ১৭।।

অনু.— অচ্ছাবাকের (সংযোজনযোগ্য মন্ত্রগুলি হচ্ছে) 'ইহে-' (১/২১), 'ইন্দ্রা-' (৩/১২), 'তা-' (৬/৬০/৪-১২) ইত্যাদি ন-টি (মন্ত্র), 'ইয়ং-' (৭/৯৪/১-১১) ইত্যাদি এগারটি (মন্ত্র), 'যজ্ঞস্য-' (৮/৩৮)।

ব্যাখ্যা— অচ্ছাবাকও মৈত্রাবরুণের মতোই স্তোমাতিশংসনের জন্য এই মন্ত্রগুলিকে প্রয়োজনমত নিজ শস্ত্রে সংযোজিত করবেন।

আ যাহ্যদ্রিভিঃ ইতি মরুত্বতীয়ম্ আ ন ইন্দ্র ইতি নিষ্কেবল্যং প্রথমস্যাভিপ্লবিকস্য ।। ১৮।।

অনু.— (মাধ্যন্দিন সবনে) প্রথম অভিপ্লবের মরুত্বতীয় (সূক্ত) 'আ যাহি-' (৪/২১), নিষ্কেবল্য (সূক্ত) 'আ ন-' (৪/২০)।

ব্যাখ্যা— অভিপ্লবষড়হের প্রথম দিনে মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্রে যথাক্রমে এই দুটি সূক্ত পাঠ করতে হয়। শ্রা. মতে উদ্ধৃত সূক্ত-দুটি পৃষ্ঠ্যষড়হে পাঠ করতে হয়— ১০/২/৪, ৫।

মধ্যন্দিন ইত্যুক্ত এতে শস্ত্রে প্রতীয়াত্ ।। ১৯।।

অনু.— মধ্যন্দিন এই (কথা) বলা হলে এই দু-টি শস্ত্রকে বুঝবেন।

ব্যাখ্যা— মধ্যন্দিন = মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্র।

অহীনসূক্তস্থান এবা ত্বামিন্দ্র যন্ন ইন্দ্রঃ কথা মহামিন্দ্রঃ পূর্ভিদ্ য এক ইদ্ যস্তিগ্মশৃঙ্গ ইমাম্
বিভক্তি ত্বা শাসদ্ বহ্নির্ ইতি সম্পাতাঃ ।। ২০।।

অনু.— (হোত্রকদের মাধ্যন্দিন সবনে) অহীনসূক্তের স্থানে 'এবা-' (৪/১৯), 'যন্-' (৪/২২), 'কথা-' (৪/২৩); 'ইন্দ্রঃ-' (৩/৩৪), 'য এক-' (৬/২২), 'যস্তিগ্ম-' (৭/১৯); 'ইমা-' (৩/৩৬), 'ইমক্তি-' (৩/৩০), 'শাসদ্-' (৩/৩১) এই সম্পাত (নামে সূক্তগুলি পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্র অনুসারে প্রথম তিনটি মৈত্রাবরুণের, পরের তিনটি ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর এবং শেষ তিনটি অচ্ছাবাকের পাঠ্য 'সম্পাতসূক্ত'। প্রত্যেকে তাঁর পাঠ্য সূক্তগুলির মধ্যে প্রথম সূক্তটি প্রথম ও চতুর্থ দিনে, দ্বিতীয় সূক্তটি দ্বিতীয় ও পঞ্চম দিনে এবং তৃতীয় সূক্তটি তৃতীয় ও ষষ্ঠ দিনে পাঠ করবেন। 'অহীনসূক্তস্থানে' বলার বোঝা যাচ্ছে যে, মূলত চতুর্বিংশের মতোই শস্ত্রপাঠ হয়ে থাকে। ঐ. ব্রা. ২৯/২ অংশে এই সূক্তগুলির উল্লেখ আছে।

একৈকস্য ত্রয়স্ ত্রয়ঃ ।। ২১।।

অনু.— এক এক (জনের) তিনটি তিনটি (করে সম্পাতসূক্ত)।

উক্তা মরুত্বতীয়ৈঃ ।। ২২।।

অনু.— মরুত্বতীয়গুলি দ্বারা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্য এবং অভিপ্লব ষড়হে যেমন প্রথম তিন দিন একটি করে মরুত্বতীয় প্রগাথ পাঠ করে পরের তিন দিন আবার যথাক্রমে ঐ তিনটি প্রগাথই পাঠ করতে হয় (৭/৩/৪, ৬ সূ. দ্র.), এখানেও তেমন প্রত্যেকে নিজ নিজ তিনটি সম্পাতসূক্তকে শেষ তিন দিনে আবার যথাক্রমে পাঠ করবেন।

যুঞ্জতে মন ইহেহ ব ইতি চতস্রো দেবান্ হুব ইতি বৈশ্বদেবম্ ।। ২৩।।

অনু.— বৈশ্বদেব (শস্ত্র হচ্ছে) 'যুঞ্জতে-' (৫/৮১), 'ইহে-' (৩/৬০/১-৪) ইত্যাদি চারটি (মন্ত্র), 'দেবান্-' (১০/৬৬)।

ব্যাখ্যা— এই সূক্তগুলি যথাক্রমে সাবিত্র, আর্ভব এবং বৈশ্বদেব নিবিদ্ধান সূক্ত। আজ্যশস্ত্র, প্রউগশস্ত্র, দ্যাবাপৃথিবীয় নিবিদ্ধান এবং আগ্নিমারুত শস্ত্র জ্যোতিষ্টোমের মতোই। অন্যগুলি এতক্ষণ যা বলা হল তা-ই।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা (৭/৬)

[অভিপ্লবষড়হ— দ্বিতীয় দিন]

দ্বিতীয়স্য চতুর্বিংশেনাজ্যম্ ।। ১।।

অনু.— (অভিপ্লবষড়হের) দ্বিতীয় (দিনের) আজ্য (শস্ত্র) চতুর্বিংশ দ্বারা (বলা হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— অভিপ্লবষড়হে দ্বিতীয় দিনের আজ্যশস্ত্র চতুর্বিংশের মতোই। শা. মতে আজ্যশস্ত্র ঋ. ১/১২ অথবা ৬/২— শা. ১০/৩/২, ৩ দ্র.।

বায়ো যে তে সহস্রিণ ইতি দ্বে তীব্রাঃ সোমাস আ গহীত্যেকোভা দেবা দিবিস্পৃশেতি দ্বে শুক্রস্যাদ্য গবাশির ইত্যেকায়ং বাং মিত্রাবরুণেতি পঞ্চ তৃচাঃ ।। ২।।

অনু.— (প্রউগ শস্ত্র) 'বায়ো-' (২/৪১/১, ২) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র), 'তীব্রাঃ-' (১/২৩/১) এই একটি (মন্ত্র); 'উভা-' (১/২৩/২, ৩) এই দু-টি (মন্ত্র), 'শুক্রস্যা-' (২/৪১/৩) এই একটি (মন্ত্র); 'অয়ং-' (২/৪১/৪-১৮) ইত্যাদি পাঁচটি তৃচ।

ব্যাখ্যা— মোট সাতটি তৃচ এখানে বিহিত হয়েছে।

গার্ৎসমদং প্রউগম্ ইত্যেতদ্ আচক্ষতে ।। ৩।।

অনু.— এ-টিকে (যাজ্ঞিকেরা) বলেন 'গার্ৎসমদ প্রউগ'।

ব্যাখ্যা— শস্ত্রটিতে গৃৎসমদ ঋষির মন্ত্রই বেশী বলে এই নাম।

বিশ্বানরস্য বস্পতিমিন্দ্র ইৎ সোমপা এক ইতি মরুত্বতীয়স্য প্রতিপদ্-অনুচরৌ ।। ৪।।

অনু.— মরুত্বতীয় (শস্ত্রের) প্রতিপদ্ এবং অনুচর (যথাক্রমে) 'বিশ্বা-' (৮/৬৮/৪-৬), 'ইন্দ্র-' (৮/২/৪-৬)।

ইন্দ্র সোমং যা ত উতিরবমা ।। ৫।। [৪]

অনু.— (মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্র হচ্ছে যথাক্রমে) 'ইন্দ্র-' (৩/৩২), 'যা-' (৬/২৫)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সু. দ্র.। শা. মতে অভিপ্লবে এই দুই শস্ত্রে যথাক্রমে ৬/২১ এবং ৬/২৩ সূক্ত পাঠ্য— ১১/৫/১, ২।

ইতি মধ্যন্দিনঃ ।। ৬।। [৪]

অনু.— এই (হল) মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য (শস্ত্র)।

নিষ্কেবল্যসোত্তমে বিপরীতে ।। ৭।। [৪]

অনু.— নিষ্কেবল্যের শেষ দুটি (মন্ত্র) বিপরীত (হবে)।

ব্যাখ্যা— নিষ্কেবল্য শস্ত্রে 'যা-' (৫ নং সু. দ্র.) এই সূক্তের শেষ মন্ত্রটি আগে এবং শেষের আগের মন্ত্রটি শেষে পড়তে হবে।

ভারদ্বাজো হোতা চেত্ প্রকৃত্যা ।। ৮।। [৫]

অনু.— হোতা যদি ভরদ্বাজ-গোত্রের (হন, তাহলে) স্বাভাবিকভাবে (ঐ মন্ত্রদুটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— হোতার গোত্র ভরদ্বাজ হলে তিনি ঐ দু-টি মন্ত্রকে সংহিতার ক্রম অনুযায়ী পাঠ করবেন, ক্রমের কোন পরিবর্তন ঘটাবেন না। 'হোতা' বলায় হোতারই গোত্র ভরদ্বাজ হলে এই নিয়ম, হোতার প্রতিনিধির অন্য গোত্র হলে কিছু আসে-যায় না। বৃত্তির অনুগামী আমাদের এই ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যজ্ঞে এক ঋত্বিকের প্রতিনিধি হয়ে সময়বিশেষে অপরেও কাজ করতে পারেন।

চাতুর্বিংশিকং তৃতীয়সবনম্ ।। ৯।। [৬]

অনু.— তৃতীয়সবন (হবে) চতুর্বিংশের মতো।

বিশ্বো দেবস্য নেতুর্ ইত্যেকা তত্ সবিতুর্বরেণ্যম্ ইতি দ্বে আ বিশ্বদেবং সত্পতিম্ ইতি তু বৈশ্বদেবস্য প্রতিপদ্-অনুচরৌ ।। ১০।। [৬]

অনু.— কিন্তু 'বিশ্বো-' (৫/৫০/১) এই একটি, 'তত্-' (৩/৬২/১০, ১১) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র), 'আ-' (৫/৮২/৭-৯) বৈশ্বদেব (শস্ত্রের) প্রতিপদ্ ও অনুচর।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি মন্ত্র প্রতিপদ্, পরের তৃচটি অনুচর। 'তু' শব্দে বৈশিষ্ট্যই সূচিত হচ্ছে। তৃতীয়সবনে চতুর্বিংশের অপেক্ষায় এইটুকুই যা বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য অংশে চতুর্বিংশের মতোই।

আজ্যপ্রউগে প্রতিপদ্-অনুচরাশ্ চোভয়োর্ যুগ্মেষ্বেবম্ অভিপ্লবে ।। ১১।। [৭]

অনু.— অভিপ্লব (ষড়হে) যুগ্ম (দিন)গুলিতে আজ্য ও প্রউগ (শস্ত্র) এবং (মরুত্বতীয় ও বৈশ্বদেব এই) দুই (শস্ত্রের) প্রতিপদ্ ও অনুচর এইরকম।

ব্যাখ্যা— অভিপ্লব ষড়হের কেবল দ্বিতীয় দিনেই নয়, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ দিনে সম্পূর্ণ আজ্যশস্ত্র ও প্রউগশস্ত্র এবং মরুত্বতীয় ও বৈশ্বদেব এই দুই শস্ত্রের প্রতিপদ্ ও অনুচর এখানে যেমন বলা হল তেমনই হবে। 'অভিপ্লবে' না বললে 'উভয়োঃ' পদটি থাকায় অর্থ হত— অভিপ্লব ও পৃষ্ঠ্য এই দুই ষড়হে। তাই প্রকরণটি অভিপ্লবের হওয়া সত্ত্বেও সূত্রে আবার 'অভিপ্লবে' বলা হয়েছে 'উভয়োঃ' পদটি যে মরুত্বতীয় ও বৈশ্বদেব এই দুই শস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত তা বোঝাবার জন্যই।

সপ্তম কণ্ডিকা (৭/৭)

[অভিপ্লবষড়হ— তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিন; অভিপ্লবের বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠেয় সংস্থা]

তৃতীয়স্য ত্র্যর্যমা যো জাত এবেতি মধ্যন্দিনঃ ।। ১।।

অনু.— তৃতীয় (দিনের) মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য শস্ত্র (যথাক্রমে) 'ত্র্যর্যমা-' (৫/২৯), 'যো-' (২/১২)।

ব্যাখ্যা— অভিপ্লব ও পৃষ্ঠ্য দুই ষড়হেই তৃতীয় দিনে প্রাতঃসবনের আজ্য ও প্রউগ শস্ত্র জ্যোতিষ্টোমের মতোই। প্রাতঃসবন ও মাধ্যন্দিন সবন এই দুই সবনেই হোত্রকদের শস্ত্র আগে যেমন বলা হয়েছে তেমনই। 'যো-' সূক্তটির উল্লেখ ঐ. ব্রা. ২১/২ অংশেও পাওয়া যায়। 'ত্র্যর্যমা-' মন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে ২১/১ অংশে।

তদ্ দেবস্য ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী ইতি তিস্রোঽনশ্বো জাতঃ পরাবতো য ইতি বৈশ্বদেবম্ ।। ২।।

অনু.— বৈশ্বদেব (শস্ত্র) 'তদ্-' (৪/৫৩), 'ঘৃতেন-' (৬/৭০/৪-৬) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), 'অন-' (৪/৩৬), 'পরা-' (১০/৬৩)।

ব্যাখ্যা— প্রথমটি সাবিত্র নিবিদ্ধান, দ্বিতীয়টি দ্যাবাপৃথিবীয় নিবিদ্ধান, তৃতীয়টি আর্ভব নিবিদ্ধান এবং চতুর্থটি বৈশ্বদেব নিবিদ্ধান। ঐ. ব্রা. ২১/২ অংশেও এই মন্ত্রগুলির উল্লেখ রয়েছে।

বৈশ্বানরায় ধিষণাং ধারাবরা মরুতস্ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা ইত্যাগ্নিমারুতম্ ।। ৩।। [২]

অনু.— আগ্নিমারুত (শস্ত্র) 'বৈশ্বা-' (৩/২), 'ধারা-' (২/৩৪), 'ত্বম-' (১/৩১)।

ব্যাখ্যা— প্রথমটি বৈশ্বানর নিবিদ্ধান, দ্বিতীয়টি মারুত নিবিদ্ধান, এবং তৃতীয়টি জাতবেদস্য নিবিদ্ধান সূক্ত। ঐ. ব্রা. ২১/২ অংশেও এই মন্ত্রগুলি বিহিত হয়েছে।

চতুর্থস্যোগ্রো জজ্ঞ ইতি নিষ্কেবল্যম্ ।। ৪।। [২]

অনু.— চতুর্থ (দিনের) নিষ্কেবল্য (শস্ত্র) 'উগ্রো-' (৭/২০)।

ব্যাখ্যা— মরুত্বতীয় শস্ত্র হবে এই দিন জ্যোতিষ্টোমের মতোই।

হুয়াম্যগ্নিমস্য মে দ্যাবাপৃথিবী ইতি তিস্রস্ ততং মে অপ ইতি বৈশ্বদেবম্ ।। ৫।। [৩]

অনু.— বৈশ্বদেব (শস্ত্র) 'হুয়া-' (১/৩৫), 'অস্য-' (২/৩২/১-৩) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র, 'ততং-' (১/১১০)।

ব্যাখ্যা— এগুলি যথাক্রমে সাবিত্র, দ্যাবাপৃথিবীয় এবং আর্ভব নিবিদ্ধান। বৈশ্বদেব নিবিদ্ধান হবে জ্যোতিষ্টোমের মতোই।

বৈশ্বানরং মনসেতি তিস্রঃ প্র যে শুম্ভন্তে জনস্য গোপা ইত্যাগ্নিমারুতম্ ।। ৬।। [৪]

অনু.— আগ্নিমারুত (শস্ত্র) 'বৈশ্বা-' (৩/২৬/১-৩) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), 'প্র-' (১/৮৫), 'জনস্য-' (৫/১১)।

ব্যাখ্যা— এগুলি যথাক্রমে বৈশ্বানর, মারুত এবং জাতবেদস্য নিবিদ্ধান। সমগ্র আজ্যশস্ত্র, প্রউগশস্ত্র এবং মরুত্বতীয় ও বৈশ্বদেব এই দুই শস্ত্রের প্রতিপদ্ ও অনুচর দ্বিতীয় দিনের মতোই।

পঞ্চমস্য কয়া শুভা যস্তিগ্মশৃঙ্গ ইতি মধ্যন্দিনঃ ।। ৭।। [৫]

অনু.— পঞ্চম (দিনের) মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য শস্ত্র (যথাক্রমে) 'কয়া-' (১/১৬৫), 'যস্তি-' (৭/১৯)।

ব্যাখ্যা— আজ্য ও প্রউগ শস্ত্র জ্যোতিষ্টোমের মতোই।

কয়াশুভীয়স্য তু নবম্যুত্তমান্যত্রাপি যত্র নিবিদ্ধানং স্যাত্ ।। ৮।। [৬]

অনু.— 'কয়া শুভা-' (১/১৬৫) (সূক্তের) নবম (মন্ত্রটি হবে) শেষ (মন্ত্র)। অন্যত্রও যেখানে ঐ (সূক্তটি) নিবিদ্ধান হবে (সেখানে নবম মন্ত্রটিই হবে শেষ মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— 'নিবিদ্ধানম্' বলায় নিবিদ্ধানীয় সূক্ত বহু থাকলেও যদি প্রকৃতই এই সূক্তে নিবিদ্ বসান হয় তবেই নবম মন্ত্রটি হবে শেষ মন্ত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ৬/৬/১৪ এবং ৭/৩/৩ সূত্রে এই 'কয়া-' সূক্তটি নিবিদ্ধানরূপে বিহিত হয়েছে। যেখানেই এই সূক্তে নিবিদ্ বসান হয় সেখানেই নবম মন্ত্রটিই হবে শেষ মন্ত্র। ৭/৬/৭; ৮/৫/৮ ইত্যাদি সূত্রে 'অন্যত্রাপি' শব্দ না থাকায় সেই সেই বিধিগুলি ঐ ঐ স্থলেই প্রযুক্ত হবে, অন্য স্থলে হবে না।

ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়েন্দ্র ঋভুভির্বাজবদ্ভির্ ইতি তৃচৌ কদু প্রিয়ায়েতি বৈশ্বদেবম্ ।। ৯।। [৭]

অনু.— বৈশ্বদেব (শস্ত্র) 'ঘৃত-' (৬/৭০/১-৩), 'ইন্দ্র-' (৩/৬০/৫-৭) এই দু-টি তৃচ, 'কদু-' (৫/৪৮)।

ব্যাখ্যা— এগুলি যথাক্রমে দ্যাবাপৃথিবীয়, আর্ভব এবং বৈশ্বদেব নিবিদ্ধান। সাবিত্র নিবিদ্ধানীয় জ্যোতিষ্টোমের মতোই।

পৃক্ষস্য বৃষ্ণো বৃষ্ণে শর্ধায় নূ চিত্ সহোজা ইত্যাগ্নিমারুতম্ ।। ১০।। [৮]

অনু.— আগ্নিমারুত (শস্ত্র) 'পৃক্ষস্য-' (৬/৮), 'বৃষ্ণে-' (১/৬৪), 'নূ-' (১/৫৮)।

ব্যাখ্যা— এগুলি যথাক্রমে বৈশ্বানর, মারুত এবং জাতবেদস্য নিবিদ্ধান।

ষষ্ঠস্য সাবিত্রার্ভবে তৃতীয়েন বৈশ্বানরীয়ঞ্চ ।। ১১।। [৮]

অনু.— ষষ্ঠ (দিনের) সাবিত্র ও আর্ভব (নিবিদ্ধান) এবং বৈশ্বানরীয় (নিবিদ্ধান) তৃতীয় (দিনের দ্বারাই বলা হয়ে গেছে)।

ব্যাখ্যা— ২ নং এবং ৩ নং সূ. দ্র.।

কতরা পূর্বোষাসানক্তেতি বৈশ্বদেবম্ ।। ১২।। [৮]

অনু.— বৈশ্বদেব (শস্ত্র) 'কতরা-' (১/১৮৫), 'উষা-' (১০/৩৬)।

ব্যাখ্যা— প্রথমটি দ্যাবাপৃথিবীয় নিবিদ্ধান এবং দ্বিতীয়টি বৈশ্বদেব নিবিদ্ধান।

প্রযজ্যব ইমং স্তোমম্ ইত্যাগ্নিমারুতম্ ।। ১৩।। [৮]

অনু.— আগ্নিমারুত (শস্ত্র) 'প্র-' (৫/৫৫), 'ইমং-' (১/৯৪)।

ব্যাখ্যা— প্রথমটি মারুত নিবিদ্ধান এবং দ্বিতীয়টি জাতবেদস্য নিবিদ্ধান সূক্ত। সমগ্র আজ্যশস্ত্র ও প্রউগশস্ত্র এবং মরুত্বতীয় ও বৈশ্বদেব এই দুই শস্ত্রের প্রতিপদ্ ও অনুচর দ্বিতীয় দিনের মতোই (৭/৬/১-৪, ১০ সূ. দ্র.)। অন্যান্য অংশে অগ্নিষ্টোমেরই মতো। ব্রাহ্মণশংস্য ও মরুত্বতীয়ের প্রগাথের বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই বলা হয়েছে (৭/৩/৫, ৬ সূ. দ্র.)।

ইত্যভিপ্লবঃ ষডহঃ ।। ১৪।। [৯]

অনু.— এই হল অভিপ্লবষড়হ।

ব্যাখ্যা— কেবল 'ষড়হ' বললে কিন্তু দুই ষড়হকেই বুঝতে হবে। শা. মতে অভিপ্লবের অনুষ্ঠান হয় পৃষ্ঠ্যষড়হের অনুকরণে।

তস্যাগ্নিষ্টোমাব্ অভিত উক্থ্যা মধ্যে ।। ১৫।। [১০]

অনু.— ঐ অভিপ্লবের দু-পাশে অগ্নিষ্টোম, মাঝে উক্থ্য।

ব্যাখ্যা— অভিপ্লবের প্রথম ও শেষ দিন অগ্নিষ্টোমের এবং মাঝের দিনগুলিতে উক্থ্যের অনুষ্ঠান হয়।

উক্থ্যেষু স্তোত্রিয়ানুরূপাঃ ।। ১৬।। [১১]

অনু.— উক্থ্যগুলিতে (তৃতীয়সবনে হোত্রকদের) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ (হবে নিম্ননির্দিষ্ট মন্ত্রগুলি)।

ব্যাখ্যা— 'তেষু' না বলে 'উক্থ্যেষু' বলায় শুধু অভিপ্লবে নয়, সত্রে যে-দিনই উক্থ্যের অনুষ্ঠান হবে সে-দিনই এই পরবর্তী খণ্ডে মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হবে।

মৈত্রাবরুণস্য ।। ১৭।। [১২]

অনু.— মৈত্রাবরুণের (স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— মৈত্রাবরুণকে তৃতীয়সবনের উক্থ্যশস্ত্রে যে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ পাঠ করতে হয় সেগুলি হল পরবর্তী সূত্রে যেমন বলা হচ্ছে তেমন। সূত্রটি পরবর্তী খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত।

অষ্টম কণ্ডিকা (৭/৮)

[ষড়হের উক্থ্যে তৃতীয়সবনে হোত্রকদের স্তোত্রিয় ও অনুরূপ]

এহ্যু ষু ব্রবাণি ত আগ্নিরগামি ভারতঃ প্র বো বাজা অভিদ্যবোঽভি প্রয়াংসি বাহসা প্র মংহিষ্ঠায় গায়ত প্র সো অগ্নে তবোতিভিরগ্নিং বো বৃধন্তমগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং যজিষ্ঠং ত্বা ববৃমহে যঃ সমিধা য আহুত্যা তে অগ্ন ইধীমহ্যন্তে সুশ্চন্দ্র সর্পিষ ইতি দ্বে একা চাগ্নিং তং মন্যে যো বসুরা তে বত্সো মনো যমদায়ে স্থূরং রয়িং ভর প্রেষ্ঠং বো অতিথিং শ্রেষ্ঠং যবিষ্ঠ ভারত ভদ্রো নো অগ্নিরাহুতো যদী ঘৃতেভিরাহুত আ ঘা যে অগ্নিমিন্ধত ইমা অভি প্র ণোনুম ইতি ।। ১।।

অনু. — 'এহ্যু-' (৬/১৬/১৬-১৮), 'আগ্নি-' (৬/১৬/১৯-২১); 'প্র-' (৩/২৭/১-৩), 'অভি-' (৩/১১/৭-৯); 'প্র-' (৮/১০৩/৮, ৯), 'প্র সো-' (৮/১৯/৩০, ৩১); 'অগ্নিং-' (৮/১০২/৭-৯), 'অগ্নে-' (১/১/৪-৬); 'যজি-' (৮/১৯/৩, ৪), 'যঃ-' (৮/১৯/৫, ৬); 'আ-' (৫/৬/৪, ৫) ইত্যাদি দুটি এবং 'উভে-' (৫/৬/৯) এই একটি (মন্ত্র), 'অগ্নিং-' (৫/৬/১-৩); 'আ-' (৮/১১/৭-৯), 'আগ্নে-' (১০/১৫৬/৩-৫); 'প্রেষ্ঠং-' (৮/৮৪/১-৩), 'শ্রেষ্ঠং-' (২/৭/১-৩); 'ভদ্রো-' (৮/১৯/১৯, ২০), 'যদী-' (৮/১৯/২৩, ২৪); 'আ-' (৮/৪৫/১-৩), 'ইমা-' (৮/৬/৭-৯)।

ব্যাখ্যা— এই তালিকা থেকে মৈত্রাবরুণ যে-কোন একটি স্তোত্রিয় এবং তার সংশ্লিষ্ট অনুরূপ নিয়ে পাঠ করবেন। এই প্রতীকগুলির মধ্যে যে-দিন যে প্রতীকে গান হবে সেই দিন সেই প্রতীকটি হবে শস্ত্রের স্তোত্রিয় এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতীকটি হবে অনুরূপ। পরের দু-টি সূত্রের ক্ষেত্রেও তা-ই। এই সূত্রে মোট দশ জোড়া স্তোত্রিয়-অনুরূপ আছে। এর মধ্যে ষষ্ঠ জুটিতে স্তোত্রিয় তৃচটি তিনটি বিচ্ছিন্ন মন্ত্রকে একত্রিত করে নিয়ে পাঠ করতে হবে।

অথ ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনোঽভ্রাতৃব্যো অনা ত্বং মা তে অমাজুরো যথৈবা হ্যসি বীরযুরেবা হ্যস্য সূনৃতা তং তে মদং গৃণীমসি তম্বভি প্র গায়ত বয়মু ত্বামপূর্ব্য যো ন ইদমিদং পুরেন্দ্রায় সাম গায়ত সখায় আ শিবামহি য এক ইদ্ বিদয়তে য ইন্দ্র সোমপাতম এন্দ্র নো গধ্যেদু মধ্বো মদিন্তরমেতো ম্বিন্দ্রং স্তবাম সখায় স্তুহীন্দ্রং ব্যশ্ববত্ত্বং ন ইন্দ্রা ভর বয়মু ত্বামপূর্ব্য যো ন ইদমিদং পুরা যাহীম ইন্দব ইতি সমাহার্যোঽনুরূপোঽভ্রাতৃব্যো অনা ত্বং মা তে অমাজুরো যথেতি ।। ২।।

অনু.— এরপর ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর (পাঠ্য স্তোত্রিয় ও অনুরূপ হল) 'অভ্রা-' (৮/২১/১৩, ১৪), 'মা-' (৮/২১/১৫, ১৬); 'এবা-' (৮/৯২/২৮-৩০), 'এবা-' (১/৮/৮-১০); 'তং-' (৮/১৫/৪-৬), 'তম্ব-' (৮/১৫/১-৩); 'বয়-' (৮/২১/১, ২), 'যো-' (৮/২১/৯, ১০); 'ইন্দ্রা-' (৮/৯৮/১-৩), 'সখা-' (৮/২৪/১-৩); 'য এক' (১/৮৪/৭-৯), 'য ইন্দ্র' (৮/১২/১-৩); 'এন্দ্র-' (৮/৯৮/৪-৬), 'এদু-' (৮/২৪/১৬-১৮); 'এতো-' (৮/২৪/১৯-২১), 'স্তুহীন্দ্রং-' (৮/২৪/২২-২৪); 'ত্বং-' (৮/৯৮/১০-১২) (স্তোত্রিয় এবং) 'বয়মু-' (৮/২১/১), 'যো-' (৮/২১/৯), 'আ-' (৮/২১/৩) এই (তিনটি মন্ত্র) সমাহরণযোগ্য অনুরূপ (হবে); 'অভ্রা-' (৮/২১/১৩, ১৪), 'মা-' (৮/২১/১৫, ১৬)।

ব্যাখ্যা— লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, প্রথম দু-টি তৃচকে তালিকায় শেষকালে আবার উল্লেখ করা হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, সত্র ছাড়া অন্যত্রও যেখানেই ঐ দু-টি তৃচের একটি তৃচ স্তোত্রিয় হবে সেখানেই অন্য তৃচটিকে করতে হবে অনুরূপ। এই সূত্রেও মোট দশ জোড়া স্তোত্রিয়-অনুরূপের উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে নবম জোড়াটিতে অনুরূপ তৃচটি তিনটি বিচ্ছিন্ন মন্ত্রকে সংগ্রহ করে নিয়ে পাঠ করতে হবে।

অথাচ্ছাবাকস্যেন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্নুক্থমিন্দ্রায় শংস্যং শ্রুধী হবং তিরশ্চ্যা আশ্রুত্কর্ণ শ্রুধী হবমসাবি সোম ইন্দ্র ত ইমমিন্দ্র সুতং পিব যদিন্দ্র চিত্র মেহনা যস্তে সাধিষ্ঠোঽবসে পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবির্বৃষা হ্যসি রাধসে গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণ আ ত্বা গিরো রথীরিবেতি ।। ৩।।

অনু.— এর পর অচ্ছাবাকের (পাঠ্য স্তোত্রিয় ও অনুরূপ হচ্ছে) 'ইন্দ্রং-' (১/১১/১-৩), 'উক্থ-' (১/১০/৫-৭); 'শ্রুধী-' (৮/৯৫/৪-৬), 'আশ্রুত্-' (১/১০/৯-১১); 'অসা-' (১/৮৪/১-৩), 'ইম-' (১/৮৪/৪-৬); 'যদি-' (৫/৩৯/১-৩), 'যস্তে-' (৮/৫৩/৭-৯); 'পুরাং-' (১/১১/৪-৬), 'বৃষা-' (৫/৩৫/৪-৬); 'গায়-' (১/১০/১-৩), 'আ ত্বা-' (৮/৯৫/১-৩)।

সূক্তানাম্ একৈকং শিষ্টাবপেরন্ ।। ৪।।

অনু.— (হোত্রকেরা তাঁদের পাঠ্য) সূক্তগুলির এক একটি (সূক্ত) বাকী রেখে (নূতন মন্ত্র) সংযোজন করবেন।

ব্যাখ্যা— তিন উক্থ্যশস্ত্রেই হোত্রকেরা তাঁদের শেষ সূক্তটি বাকী রেখে স্তোমবৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্তোমাতিশংসনের জন্য যতগুলি মন্ত্রের প্রয়োজন নিম্ননির্দিষ্ট তালিকা থেকে ততগুলি মন্ত্র নিয়ে পাঠ করবেন এবং তার পরে শেষ সূক্তটি পাঠ করবেন।

নবম কণ্ডিকা (৭/৯)

[ষড়হের উক্থ্যে তৃতীয়সবনে স্তোমাতিশংসন]

স্তোমে বর্ধমানে ।। ১।।

অনু.— (ষড়হের উক্থ্যে তৃতীয়সবনে) স্তোম বৃদ্ধি পেলে।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিযাগে যে স্তোত্রে যে স্তোম বিহিত হয়েছে তার অপেক্ষায় ষড়হে উক্থ্যস্তোত্রগুলিতে স্তোম বৃদ্ধি পেলে শস্ত্রে হোত্রকদের কি করণীয় তা পরবর্তী তিনটি সূত্রে বলা হচ্ছে।

ইমা উ বাং ভূময়ো মন্যমানা ইতি তিস্র ইন্দ্রা কো বামিতি সূক্তে শ্রুষ্টী বাং যজ্ঞো যুবাং নরা পুনীষে বামিমানি বাং ভাগধেয়ানীত্যেতস্য যথার্থং মৈত্রাবরুণঃ ।। ২।।

অনু.— মৈত্রাবরুণ 'ইমা-' (৩/৬২/১-৩) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), 'ইন্দ্রা-' (৪/৪১, ৪২) ইত্যাদি দু-টি সূক্ত, 'শ্রুষ্টী-' (৬/৬৮), 'যুবাং-' (৭/৮৩), 'পুনী-' (৭/৮৫), 'ইমা-' (৮/৫৯/১) এই (তালিকার মধ্য থেকে) যতগুলি প্রয়োজন (ততগুলি মন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করে স্তোমাতিশংসন করবেন)।

ব্যাখ্যা— কমপক্ষে তিনটি মন্ত্র নিতে হবে— ৭/১২/৪ সূ. দ্র.। স্তোমের অপেক্ষায় কমপক্ষে তিনটি মন্ত্র বেশী হতে হবে।

যস্তস্তম্ভ যো অদ্রিভিদ্ যজ্ঞে দিব ইতি সূক্তে অস্তেব সু প্রতরম্ আ যাহ্বিন্দ্রঃ স্বপতিরিমাং ধিয়ম্ ইতি ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ।। ৩।।

অনু.— ব্রাহ্মণাচ্ছংসী (সংযোজন করবেন এই তালিকা থেকে) 'যস্ত-' (৪/৫০), 'যো-' (৬/৭৩), 'যজ্ঞে-' (৭/৯৭, ৯৮) ইত্যাদি দু-টি সূক্ত, 'অস্তেব-' (১০/৪২), 'আ যাহ্বি-' (১০/৪৪), 'ইমাং-' (১০/৬৭)।

বিশ্বোর্নুকম্ ইতি সূক্তে পরো মাত্রয়েত্যচ্ছাবাকঃ ।। ৪।।

অনু.— অচ্ছাবাক (সংযোজন করবেন এই তালিকা থেকে) 'বিষ্ণো-' (১/১৫৪, ১৫৫) ইত্যাদি দু-টি সূক্ত, 'পরো-' (৭/৯৯) এই (সূক্ত)।

দশম কণ্ডিকা (৭/১০)

[পৃষ্ঠ্যষড়হ— প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন]

পৃষ্ঠ্যস্যাভিপ্লবেনোক্তে অহনী আদ্যে আদ্যাভ্যাম্ ।। ১।।

অনু.— পৃষ্ঠ্যের প্রথম দু-দিন অভিপ্লবের প্রথম দু-(দিন) দ্বারা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যের প্রথম দু-দিনের অনুষ্ঠান হবে অভিপ্লবের প্রথম দু-দিনের মতোই। মাধ্যন্দিন সবনের পৃষ্ঠস্তোত্রে প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন সাম প্রয়োগ করা হয় বলে এই ষড়হকে পৃষ্ঠ্যষড়হ বলা হয়। আগেই ৭/৫/৪ সূত্র এবং তার ব্যাখ্যা থেকে আমরা জেনেছি যে, এই পৃষ্ঠ্যষড়হে ছ-দিনে সব স্তোত্রেই যথাক্রমে ত্রিবৃত্, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ, ত্রিণব এবং ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম এবং প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে যথাক্রমে রথন্তর, বৃহত্, বৈরূপ, বৈরাজ, শাক্বর ও রৈবত সাম প্রয়োগ করা হয়। প্রসঙ্গত ঐ. ব্রা. ২০/১-৪ অংশ দ্র.। প্রসঙ্গত ৭/৫/২-৪ এবং ৮/৮/১৪ সূ. দ্র.।

তৃতীয়সবনানি চান্বহম্ ।। ২।।

অনু.— এবং প্রতিদিন তৃতীয়সবন (হবে অভিপ্লবের তৃতীয়সবনের মতো)।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যষড়হের তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ দিন পর্যন্ত চার দিন তৃতীয় সবনেরও অনুষ্ঠান হবে অভিপ্লব ষড়হেরই শেষ চার দিনের তৃতীয় সবনের মতো। পূর্ববর্তী সূত্র এবং বর্তমান সূত্র থেকে তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, পৃষ্ঠ্যের প্রতিদিনের তৃতীয় সবন হবে অভিপ্লবের সেই সেই দিনের তৃতীয় সবনেরই মতো।

উপপ্রযন্ত ইতি তু প্রথমেঽহন্যাজ্যম্ ।। ৩।।

অনু.— প্রথম দিন আজ্য (শস্ত্র) 'উপ-' (১/৭৪)।

ব্যাখ্যা— ১ নং সূত্র অনুযায়ী প্রথম দু-দিন অভিপ্লবষড়হের মতো অনুষ্ঠান হলেও আজ্যশস্ত্র হবে কিন্তু ৩ নং এবং ৪ নং সূত্র অনুযায়ী। ঐ. ব্রা. ২০/১ অংশেও আজ্যশস্ত্রে এই সূক্তই বিহিত হয়েছে।

অগ্নিং দূতম্ ইতি দ্বিতীয়ে ।। ৪।। [৩]

অনু.— দ্বিতীয় (দিনে আজ্যশস্ত্র) 'অগ্নিং-' (১/১২)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২০/৩ অংশেও তা-ই বলা হয়েছে।

তৃতীয়ে যুক্ষ্বা হীত্যাজ্যম্ ।। ৫।। [৪]

অনু.— তৃতীয় (দিনে আজ্যশস্ত্র) 'যুক্ষ্বা-' (৮/৭৫)।

ব্যাখ্যা— ৩ নং সূত্র থেকে আজ্যশস্ত্রের প্রসঙ্গ চললেও এই সূত্রে 'আজ্যম্' বলা হয়েছে তৃতীয় দিনের প্রসঙ্গ শুরু করার জন্য। তৃতীয় দিনে কেবল আজ্যশস্ত্র নয়, অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথাও সূত্রকার এ-বার বলতে যাচ্ছেন। ঐ. ব্রা. ২১/১ অংশেও আজ্যশস্ত্রে এই সূক্তই বিহিত হয়েছে। তৃতীয় দিনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্য ঐ গ্রন্থের ২১/১, ২ অংশ দ্র.।

বায়বা য়াহি বীতয় ইত্যেকা বায়ো যাহি শিবা দিব ইতি দ্বে ইন্দ্রশ্চ বায়বেষাং সুতানাম্ ইতি দ্বয়োর্ অন্যতরাং দ্বির্ আ মিত্রে বরুণে বয়মশ্বিনাবেহ গচ্ছতমা যাহ্যদ্রিভিঃ সুতং সজূর্বিশ্বেভির্দেবেভির্ উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াস্বিত্যৌষ্ণিহং প্রউগম্ ।। ৬।। [৫]

অনু.— 'বায়-' (৫/৫১/৫) এই একটি, 'বায়ো-' (৮/২৬/২৩, ২৪) এই দু-টি (মন্ত্র); 'ইন্দ্র-' (৫/৫১/৬, ৭) এই দু-টির যে-কোন একটিকে দু-বার (আবৃত্তি করে দুটিকে মোট তিনটি মন্ত্র করবেন); 'আ-' (৫/৭২/১-৩); 'অশ্বি-' (৫/৭৮/১-৩); 'আ যাহ্য-' (৫/৪০/১-৩); 'সজূ-' (৫/৫১/৮-১০) এবং 'উত-' (৬/৬১/১০-১২) এই উষ্ণিক্‌ছন্দের প্রউগ (শস্ত্র তৃতীয় দিনে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২১/১ অংশেও এই মন্ত্রগুলির কথাই পাই।

উত্তমেঽস্তৃচম্ অভ্যাসাশ্ চতুর্-অক্ষরাঃ ।। ৭।। [৬]

অনু.— শেষ (তৃচে) প্রত্যেক মন্ত্রে (শেষ) চার অক্ষরের পুনরাবৃত্তি (হবে)।

ব্যাখ্যা— প্রউগশস্ত্রের 'উত-' এই শেষ তৃচের ছন্দ গায়ত্রী। এই তৃচটিকে উষ্ণিকে পরিণত করার জন্য প্রত্যেক মন্ত্রের তৃতীয় পাদের শেষ চার অক্ষরকে আবার একবার পাঠ করতে হবে। যেমন— স্তোম্যাভূত্ স্তোম্যাভো৩ম্।

ন বা ।। ৮।। [৭]

অনু.— অথবা (পুনরাবৃত্তি করবেন) না।

ব্যাখ্যা— গ্রামে দু-এক ঘর অব্রাহ্মণ থাকলেও আধিক্যের জন্য যেমন বলা হয়ে থাকে ব্রাহ্মণগ্রাম বা ব্রাহ্মণদের গ্রাম, এখানেও তেমন শস্ত্রে একটি মাত্র তৃচ গায়ত্রী হলেও উষ্ণিক্ তৃচেরই সংখ্যা বেশী বলে 'ঔষ্ণিহ' প্রউগ বলায় কোন দোষ হয় না। 'ঔষ্ণিহম্' পদটি দ্বারা উষ্ণিকে পরিণত করতে হবে এমন কোন বিধান দেওয়া হচ্ছে না, পদটি প্রাপ্তেরই অনুবাদ (= পুনরুক্তি) মাত্র।

তৃতীয়েনাভিপ্লবিকেনোক্তো মধ্যন্দিনঃ ।। ৯।। [৮]

অনু.— অভিপ্লবের তৃতীয় (দিন) দ্বারা মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্র বলা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যের তৃতীয় দিনের মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্র অভিপ্লবের তৃতীয় দিনের মতোই।

তং তমিদ্ রাধসে মহে ত্রয় ইন্দ্রস্য সোমা ইতি মরুত্বতীয়স্য প্রতিপদ্-অনুচরৌ ।। ১০।। [৮]

অনু.— (পৃষ্ঠ্যের তৃতীয় দিনে) মরুত্বতীয়ের প্রতিপদ্ এবং অনুচর (যথাক্রমে) 'তং-' (৮/৬৮/৭-৯), 'ত্রয়-' (৮/২/৭-৯) দ্র.।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২১/১ অংশেও এই বিধানই রয়েছে।

বৈরূপং চেত্ পৃষ্ঠং যদ্ দ্যাব ইন্দ্র তে শতং যদিন্দ্র যাবতস্ত্বম্ ইতি প্রগাথৌ স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ।। ১১।। [৮]

অনু.— যদি পৃষ্ঠ (স্তোত্র) বৈরূপ (হয় তাহলে) 'যদ্-' (৮/৭০/৫, ৬), 'যদি-' (৭/৩২/১৮, ১৯) এই দু-টি প্রগাথ (হবে) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ।

ব্যাখ্যা— নিষ্কেবল্য শস্ত্রের ঠিক পূর্ববর্তী পৃষ্ঠস্তোত্রে বৈরূপ সাম গাওয়া হলে এই দু-টি প্রগাথ হবে তৃতীয় দিনে ঐ শস্ত্রের স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ। রথন্তর সাম গাওয়া হলে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ কি হয় তা আগেই বলা হয়েছে (৫/১৫/২ সূ. দ্র.)। ঐ. ব্রা. ২১/১ অংশেও এই দুই প্রগাথের উল্লেখ পাওয়া যায়।

একাদশ কণ্ডিকা (৭/১১)

[পৃষ্ঠ্য ষড়হ— চতুর্থ দিন ঃ ন্যূঙ্খ, নিনর্দ, প্রতিগর; শেষ দুই সূত্রে পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ]

চতুর্থেঽহনি প্রাতরনুবাকপ্রতিপদ্যর্ধর্চাদ্যোর্ ন্যূঙ্খঃ ।। ১।।

অনু.— (পৃষ্ঠ্যের) চতুর্থ দিনে প্রাতরনুবাকের প্রতিপদ্ (মন্ত্রের) দুই অর্ধাংশের আরম্ভে ন্যূঙ্খ (হবে)।

ব্যাখ্যা— ন্যূঙ্খ কি তা ২-৫ নং সূত্রে বলা হচ্ছে। বৃত্তি অনুযায়ী এখানে প্রথম অক্ষরেই ন্যূঙ্খ করার কথা বলা হয়েছে। ২ নং সূত্রের সঙ্গে কি তাহলে বিরোধ হয় না? পরবর্তী সূত্রের ব্যাখ্যায় এর উত্তর মিলবে। ঐ. ব্রা. ২১/৩ অংশেও প্রাতরনুবাকের আরম্ভে ন্যূঙ্খ বিহিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ং স্বরম্ ওকারং ত্রিমাত্রম্ উদাত্তং ত্রিঃ ।। ২।।

অনু.— (প্রত্যেক অর্ধাংশের) দ্বিতীয় স্বরবর্ণকে তিনবার তিনমাত্রাবিশিষ্ট উদাত্ত ওকার (করে উচ্চারণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে প্রত্যেক অর্ধমন্ত্রের প্রথমে যে ন্যূঙ্খ করতে বলা হয়েছে তা ব্রাহ্মণগ্রন্থে বর্ণিত এক অক্ষরের, দুই অক্ষরের, তিন অক্ষরের, চার অক্ষরের পরে ন্যূঙ্খ হবে এই চারটি বিভিন্ন পক্ষকে এবং ঐ ন্যূঙ্খ সকলের পক্ষেই যে অর্ধর্চের শুরুতেই অভিপ্রেত তা সূচিত করার জন্যই। এই সূত্রে এ-বিষয়ে ব্রাহ্মণের যা শেষ সিদ্ধান্ত তা-ই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে (ঐ. ব্রা. ২১/৩ দ্র.)। প্রত্যেক অর্ধমন্ত্রের দ্বিতীয় অক্ষরেই তাই প্লুতি হবে।

তস্য তস্য চোপরিষ্টাদ্ অপরিমিতান্ পঞ্চ বার্ধোকারান্ অনুদাত্তান্ ।। ৩।।

অনু.— এবং সেই সেই (প্রত্যেকটি ওকারের) পরে অপরিমিত অথবা পাঁচটি অনুদাত্ত অর্ধ ওকার (উচ্চারণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'অপরিমিত' বলতে এখানে তিনটি অথবা চারটি অর্ধ ওকারকে বুঝতে হবে। নির্দিষ্ট সংখ্যার আগে অপরিমিত শব্দের উল্লেখ থাকলে নির্দিষ্ট সংখ্যাটি উর্ধ্বপক্ষে গ্রাহ্য অর্থাৎ নির্দিষ্ট সংখ্যাকে অতিক্রম করা চলবে না, কিন্তু যদি পরে উল্লেখ থাকে তাহলে অপরিমিত বলতে যে-কোন সংখ্যাকে বুঝাবে।

উত্তমস্য তু ত্রীন্ ।। ৪।।

অনু.— শেষের (ওকারের পরে) কিন্তু তিনটি (অর্ধ ওকার উচ্চারণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— তাহলে দাঁড়াচ্ছে প্লুত উদাত্ত ওকার, পাঁচটি অনুদাত্ত অর্ধ ওকার, প্লুত উদাত্ত ওকার, পাঁচটি অনুদাত্ত অর্ধ ওকার, প্লুত উদাত্ত ওকার, তিনটি অনুদাত্ত অর্ধ ওকার— এই হল 'ন্যূঙ্খ'।

পূর্বম্ অক্ষরং নিহন্যতে ন্যূঙ্খ্যমানে ।। ৫।।

অনু.— ন্যূঙ্খ করা হতে থাকলে (ন্যূঙ্খের) আগের অক্ষর অনুদাত্ত হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত 'যজ্ঞকর্মণ্যজপন্যূঙ্খসামসু' (পা. ১/২/৩৪) সূত্রটি দ্র.। ন্যূঙ্খের প্রসঙ্গে আবার 'ন্যূঙ্খমানে' বলার উদ্দেশ্য এই যে, ২ নং সূত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী অন্য কোন অক্ষরে ন্যূঙ্খ হলেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

তদ্ অপি নিদর্শনায়োদাহরিষ্যামঃ ।। ৬।।

অনু.— তা-ও নিদর্শনের জন্য উল্লেখ করব।

আপো ৩ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও ৩ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও ৩ ও/২ ও/২ ও/২ রেবতীঃ ক্ষয়থা হি বস্বঃ ক্রতুং চ ভদ্রং বিভৃথামৃতং চ। রায়ো ৩ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও ৩ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও ৩ ও/২ ও/২ ও/২ শ্চ স্থঃ স্বপত্যস্য। পত্নীঃ সরস্বতী তদ্ গৃণতে বয়োধো ৩ মাপো ৩ ।। ৭।।

ব্যাখ্যা— প্রতিপদ্ প্রারম্ভিক মন্ত্র বলে সামিধেনীর মতো ঐ মন্ত্রটি তিনবার পড়তে হয়। উদাহরণের শেষ পদটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেকবার আবৃত্তিতেই ন্যূঙ্খ করতে হবে।

আগ্নিং ন স্ববৃক্তিভির্ ইত্যাজ্যম্ ।। ৮।।

অনু.— (পৃষ্ঠ্যের চতুর্থ দিনে) আজ্য (শস্ত্রের সূক্ত) 'আগ্নিং-' (১০/২১)।

ব্যাখ্যা— যেহেতু আজ্যশস্ত্ররূপে বিহিত হয়েছে তাই এখানে পাদের উল্লেখ সত্ত্বেও উদ্ধৃত মন্ত্রাংশটি সূক্তেরই প্রতীক বলে বুঝতে হবে। ঐ. ব্রা. ২১/৪ অংশেও এই বিধানই পাই। চতুর্থ দিনের অন্যান্য মন্ত্রের জন্য ব্রাহ্মণগ্রন্থের ২১/৪, ৫ দ্র.।

তস্যোত্তমাবর্জং তৃতীয়েষু পাদেষু ন্যূঙ্খো নিনর্দশ্ চ ।। ৯।।

অনু.— ঐ (আজ্যসূক্তের) শেষ (মন্ত্রটি) বাদে (অন্য সব মন্ত্রে) তৃতীয় পাদগুলিতে ন্যূঙ্খ এবং নিনর্দ (হবে)।

ব্যাখ্যা— নিনর্দ কি তা ১১-১৩ নং সূত্রে বলা হবে। ঐ. ব্রা. ২১/৩ অংশেও আজ্যশস্ত্রে ন্যূঙ্খ বিহিত হয়েছে।

উক্তো ন্যূঙ্খঃ ।। ১০।।

অনু.— ন্যূঙ্খ (কি তা আগেই) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্রের প্রয়োজনেই এই সূত্রের অবতারণা।

স্বরাদির্ অন্ত্য ওকারশ্ চতুর্ নিনর্দঃ ।। ১১।।

অনু.— নিনর্দ (হচ্ছে তৃতীয় পাদের) শেষে (অবস্থিত) স্বরবর্ণ থেকে শুরু (করে যেটুকু অংশ তা) চারবার ওকার (-রূপে পাঠ করা)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয় পাদের শেষ স্বরবর্ণ থেকে শুরু করে যেটুকু অংশ, ব্যাকরণে যা 'টি' বলে পরিচিত, সেই অংশের স্থানে ওকার বসিয়ে তা চারবার উচ্চারণ করার নাম 'নিনর্দ'।

উদাত্তৌ প্রথমোত্তমৌ। অনুদাত্তাব্ ইতরৌ উত্তরোঽনুদাত্ততরঃ ।। ১২।।

অনু.— প্রথম ও শেষ ওকার (হবে) উদাত্ত। অপর দু-টি ওকার (হবে) অনুদাত্ত। (তার মধ্যে) পরেরটি আরও অনুদাত্ত।

ব্যাখ্যা— চারটি ওকারের মধ্যে প্রথমটি উদাত্ত, দ্বিতীয়টি অনুদাত্ত, তৃতীয়টি আরও অনুদাত্ত, চতুর্থটি উদাত্ত।

প্লুতঃ প্রথমো মকারান্ত উত্তমঃ ।। ১৩।।

অনু.— প্রথম (ওকার প্লুত), শেষ (ওকার) মকারে শেষ।

ব্যাখ্যা— নিনর্দে প্রথম ওকারটি হবে প্লুত এবং চতুর্থ ওকারটি হবে ওম্। নিনর্দ তাহলে উদাত্ত প্লুত ও, অনুদাত্ত ও, অনুদাত্ততর ও, উদাত্ত ওম্।

তদ্ অপি নিদর্শনায়োদাহরিষ্যামঃ ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— ঐ (নিনর্দ)-ও নিদর্শনের জন্য উল্লেখ করব। গ্রন্থভেদে ১৫, ১৬, ১৯, ২০ নং সূত্রের পাঠ এত ভিন্ন যে প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করা বেশ দুষ্কর।

অগ্নিং ন স্ববৃক্তিভিঃ। হোতারং ত্বা বৃণীমহে। যজ্ঞো ৩ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও ৩ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও ৩ ও/২ ও/২ ও/২ য় স্তীর্ণবর্হিষে বি বো মদো ৩ ও ও ও(ম্) শীরং পাবকশোচিষং বিবক্ষসো ৩ মাগ্নিং ন স্ববৃক্তিভিঃ। হোতারং ত্বা বৃণীমহে ।। ১৫ ।। [১৪]

ব্যাখ্যা— প্রথম মন্ত্রের সামিধেনীর মতো তিনবার আবৃত্তি হয় বলে সূত্রের উদাহরণে দ্বিতীয় আবৃত্তির প্রথম অর্ধাংশ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তৃতীয় চরণের দ্বিতীয় অক্ষরে ন্যূঙ্খ এবং শেষ অক্ষরে নিনর্দ করে দেখান হয়েছে।

ও ৩ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও ৩ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও ৩ ও/২ ও/২ ও/২ মদেষ মদৈবো ৩ ও ও ও ৩ মোথামো দৈবোওমিত্যস্য প্রতিগরঃ ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— 'ও-' (সূ.) এই (হচ্ছে) এই (ন্যূঙ্খ ও নিনর্দের) প্রতিগর।

ব্যাখ্যা— ৮/৩/৬ সূত্রের বৃত্তি অনুযায়ী মূল প্রতিগরই এখানে ন্যূঙ্খ ও নিনর্দের দ্বারা পরিবর্তিত করে পাঠ করা হয়। ন্যূঙ্খ ও নিনর্দ দ্বারা প্রণবের সঙ্গে সম্বন্ধে ঘটান হয় বলে দ্বিতীয় অর্ধমন্ত্রেই এই প্রতিগর। বৃত্তিতে বলা হয়েছে— 'দ্বিতীয় অর্ধর্চে অয়ং প্রতিগরো ভবতি, পূর্বস্মিন্ প্লুতির্ (প্লুতাদির্) এব'। ৮/৩/৩৩ সূত্রের বৃত্তি থেকে বোঝা যায় প্রণব উচ্চারণের সময়েই এই প্রতিগর করা হয়। প্রতিগরটি কখন শুরু করতে হয় তা ২১-২৪ নং সূত্রে বলা হবে। হোতা যদি ন্যূঙ্খ ও নিনর্দ করতে পারেন, অধ্বর্যুই বা কম কিসে? তিনিও বা তাই তা করবেন না কেন?

অপি বোদাত্তাদ্ অনুদাত্তং স্বরিতম্ উদাত্তম্ ইতি চতুর্নিনর্দঃ ।। ১৭।। [১৬]

অনু.— অথবা উদাত্তের পরে অনুদাত্ত, স্বরিত, উদাত্ত এই (মোট) চার (বার করে) নিনর্দ।

ব্যাখ্যা— এটি ১২ নং সূত্রের বিকল্প বিধান।

তদ্ অপি নিদর্শনায়োদাহরিষ্যামঃ ।। ১৮।। [১৭]

অনু.— তাও নিদর্শনের জন্য উল্লেখ করব।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্রে সেই নিদর্শন দেওয়া হচ্ছে।

আগ্নিং ন স্ববৃক্তিভিঃ। হোতারং ত্বা বৃণীমহে। যজ্ঞো ৩ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও ৩ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও ৩ ও/২ ও/২ ও/২ য় স্তীর্ণবর্হিষে বি বো মদো ৩ ও ওঁ ও(ম্) শীরং পাবকশোচিষং বিবক্ষসোত-মাগ্নিং ন স্ববৃক্তিভিঃ। হোতারং ত্বা বৃণীমহে। ।। ১৯।। [১৭]

ব্যাখ্যা— নিদর্শনটি ১৫ নং সূত্রের মতোই, কেবল স্বরের পার্থক্য।

ও ৩ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও ৩ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও ৩ ও/২ ও/২ ও/২ মদেথমদৈবো ৩ ও ওঁ ও ৩ মোথামোদৈবোতম্ ইত্যস্য প্রতিগরঃ ।। ২০।। [১৭]

অনু.— 'ও-' (সূ.) এই (হচ্ছে এখানে ন্যূঙ্খ ও নিনর্দের) প্রতিগর।

ব্যাখ্যা— প্রতিগরটি ১৬ নং সূত্রের মতোই। ৮/৩/৩৩ সূত্রের বৃত্তি থেকে বোঝা যায় প্রণব উচ্চারণের সময়েই এই প্রতিগর করতে হয়। প্রতিগরটি কখন শুরু হবে তা ২১-২৪ নং সূত্রে বলা হচ্ছে।

প্রথমাদ্ অর্ধৌকারাদ্ অধ্বর্যুর্ ন্যূঙ্খয়েত্ ।। ২১।। [১৮]

অনু.— প্রথম অর্ধ ওকারের পর অধ্বর্যু ন্যূঙ্খ করবেন।

ব্যাখ্যা— ১৬ নং এবং ২০ নং সূত্রে দেখা যাচ্ছে যে, শস্ত্রের মতো প্রতিগর মন্ত্রেও ন্যূঙ্খ ও নিনর্দ করা হয়েছে। আজ্যশস্ত্রে হোতা ন্যূঙ্খের সময়ে যখন প্রথম অর্ধ ওকার উচ্চারণ করেন তখন অধ্বর্যু তাঁর প্রতিগরে ন্যূঙ্খ শুরু করেন। এর ফলে প্রতিগরের শেষে যে প্রণব এবং মন্ত্রের শেষে যে প্রণব সেই দুই প্রণবই একই সময়ে উচ্চারিত হবে।

দ্বিতীয়াদ্ বা ।। ২২।। [১৯]

অনু.— অথবা দ্বিতীয় (অর্ধ ওকারের সময় থেকে ন্যূঙ্খ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বৃষাকপি প্রভৃতি যে-সব সূক্তে পাদের অক্ষরসংখ্যা অল্প সেখানে এই দুই নিয়ম প্রযোজ্য। অক্ষরসংখ্যা বেশী হলে পরবর্তী দুই সূত্র অনুসারে প্রতিগর হবে। তা না হলে মন্ত্রের ন্যূঙ্খ-নিনর্দের সঙ্গে প্রতিগরের ন্যূঙ্খ-নিনর্দের সময়ের দিক্ থেকে সমতা বা ঐক্য থাকবে না।

ব্যুপরমং হৈকে ।। ২৩।। [২০]

অনু.— অন্যেরা বলেন নানাভাবে বিলম্ব করে করে (প্রতিগর পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ব্যুপরমম্ = দেরী করে করে, থেমে থেমে। অধ্বর্যু এমনভাবে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে মন্থর গতিতে প্রতিগর পাঠ করবেন, যাতে হোতার ন্যূঙ্খের সঙ্গে নিজের ন্যূঙ্খ, তাঁর নিনর্দের সঙ্গে নিজের নিনর্দ, তাঁর প্রণবের সঙ্গে নিজের প্রণব মিলে যায়। 'হ' বলায় বুঝতে হবে এই মতটিই সূত্রকারের নিজের অভিপ্রেত।

যথা বা সম্পাদয়িষ্যন্তো মন্যেরন্ ।। ২৪।। [২১]

অনু.— অথবা যেমনভাবে (তাল) রাখতে পারবেন (বলে) মনে করবেন (তেমনভাবে প্রতিগর পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মোট কথা, শস্ত্রে অবসান (বিরতি)-স্থলে ও প্রণবের ক্ষেত্রে অধ্বর্যু কে প্রতিগর পাঠ করতে হবে। হোতার পাঠ্য মন্ত্রের প্রণবের সময়ে যেন নিজে প্রতিগরের প্রণব উচ্চারণ করতে পারেন এমনভাবে অধ্বর্যু প্রতিগর পাঠ করবেন।

বায়ো শুক্রো অয়ামি তে বিহি হোত্রা অবীতা বায়ো শতং হরীণামিন্দ্রশ্চ বায়বেষাং সোমানামা চিকিতান সুক্রতূ আ নো বিশ্বাভিরূতিভিস্ত্যমু বো অপ্রহণমপ ত্যং বৃজিনং রিপুমম্বিতমে নদীতম ইত্যানুষ্টুভং প্রউগম্ ।। ২৫।। [২২]

অনু.— (এই চতুর্থ দিনে) 'বায়ো-' (৪/৪৭/১), 'বিহি-' (৪/৪৮/১), 'বায়ো-' (৪/৪৮/৫); 'ইন্দ্রশ্চ-' (৪/৪৭/২-৪); 'আ চিকি-' (৫/৬৬/১-৩); 'আ নো-' (৮/৮/১-৩); 'ত্যমু-' (৬/৪৪/৪-৬); 'অপ-' (৬/৫১/১৩-১৫); 'অম্বি-' (২/৪১/১৬-১৮) এই অনুষ্টুপ্ ছন্দের প্রউগ (শস্ত্র পাঠ্য)।

ব্যাখ্যা— 'অপ-' এই বিশ্বে-দেবাঃ দেবতার উদ্দিষ্ট তৃচটির ছন্দ অনুষ্টুপ্ নয়, উষ্ণিক্। ফলে অনুষ্টুপ্ থেকে এখানে তিনটি মন্ত্রে মোট বারো অক্ষর কম হচ্ছে। 'অম্বি-' তৃচের শেষ মন্ত্রটি আবার বৃহতী ছন্দের। সেখানে তাই অনুষ্টুপ্ থেকে চার অক্ষর বেশী হচ্ছে। ঐ মন্ত্রটি শস্ত্রের শেষ মন্ত্র বলে তিনবার পড়তে হবে। ফলে সেখানে মোট বারো অক্ষর বেশী হয়ে যাচ্ছে। আগে উষ্ণিকের জন্য যে বারো অক্ষর কম হয়েছিল তা এখন এই অতিরিক্ত বারো অক্ষরের সঙ্গে সমান হওয়ায় শেষ পর্যন্ত শস্ত্রটিকে 'আনুষ্টুভ প্রউগ' বললে কোন দোষ হয় না। ঐ. ব্রা. ২১/৪ অংশেও এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে।

একপাতিন্যঃ প্রথমঃ ।। ২৬।। [২৩]

অনু.— একমন্ত্রের প্রতীকগুলি (প্রউগশস্ত্রের) প্রথম (তৃচ)।

ব্যাখ্যা— প্রউগশস্ত্রের প্রথম তৃচটি গঠিত হবে এক এক মন্ত্রের প্রতীক তিনটি মন্ত্র দিয়ে।

তং ত্বা যজ্ঞেভিরীমহ ইদং বসো সুতমন্ধ ইতি মরুত্বতীয়স্য প্রতিপদ্-অনুচরৌ ।। ২৭।। [২৪]

অনু.— মরুত্বতীয় (শস্ত্রের) প্রতিপদ্ এবং অনুচর (যথাক্রমে) 'তং-' (৮/৬৮/১০-১২), 'ইদং-' (৮/২/১-৩)।

ব্যাখ্যা— কেবল প্রতিপদের বিধান ভাল দেখায় না বলে তার সহচর প্রকৃতিযাগের অনুচর মন্ত্রটিকে (৫/১৪/৫ সু. দ্র.) এখানে প্রসঙ্গত আবার উল্লেখ করা হয়। ঐ. ব্রা. ২১/৪ অংশেও এই দুই প্রতীকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রুধী হবমিন্দ্র মরুত্বাঁ ইন্দ্রেতি মরুত্বতীয়ম্ ।। ২৮।। [২৫]

অনু.— মরুত্বতীয় (শস্ত্রের সূক্ত) 'শ্রুধী হবম্-' (২/১১), 'মরুত্বাঁ-' (৩/৪৭)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২১/৪ অংশেও এই দুই প্রতীকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অন্ত্যে নিবিদং দধ্যাদ্ অনেকভাবে সূক্তানাম্ ।। ২৯।। [২৬]

অনু.— অনেক সূক্ত থাকলে শেষ (সূক্তে) নিবিদ্ স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— অনেক = একের বেশী। জ্যোতিষ্টোমে মরুত্বতীয় শস্ত্রে পাঠ্য সূক্ত মাত্র একটি। অন্যত্র যদি শস্ত্রে একের বেশী সূক্ত থাকে তাহলে সেখানে শেষ সূক্তেই নিবিদ্ বসাতে হবে। এখানে তাই 'মরুত্বাঁ-' সূক্তেই নিবিদ্ বসাবে। ৮/৯/৪ সূত্রের বৃত্তি থেকে জানা যায় যে, সূত্রটি কেবল মরুত্বতীয় শস্ত্রে নয়, অন্যত্রও প্রযোজ্য। এখানেও বৃত্তিতে বলা হয়েছে 'সর্বার্থোয়ং পরিভাষা'।

বৈরাজং চেৎ পৃষ্ঠং পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বেতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ।। ৩০।। [২৭]

অনু.— যদি পৃষ্ঠস্তোত্র বৈরাজ (-সামবিশিষ্ট হয় তাহলে নিষ্কেবল্যে) 'পিবা-' (৭/২২/১-৬) এই (ছ-টি মন্ত্র হবে) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ।

ব্যাখ্যা— এই ছ-টি মন্ত্র বিরাট্ ছন্দের। পৃষ্ঠে বৃহত্সাম গাওয়া হলে কি হয় তা আগে বলা হয়েছে (৫/১৫/৩ সূ. দ্র.)। ঐ. ব্রা. ২১/৪ অংশেও এই দুই প্রতীকের উল্লেখ আছে।

কুহ শ্রুত ইন্দ্রো যুষ্মস্য ত ইতি নিষ্কেবল্যম্ ।। ৩১।। [২৮]

অনু.— নিষ্কেবল্য (শস্ত্র) 'কুহ শ্রুত-' (১০/২২), 'যুষ্ম-' (৩/৪৬)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২১/৫ অংশেও এই দুই প্রতীক উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্রুধীহবীয়স্য তু তৃচ আদ্যেঽর্ধর্চাদিষু ন্যূঙ্খঃ ।। ৩২।। [২৯]

অনু.— 'শ্রুধী হবম্-' (২৮ নং সূ. দ্র.) (সূক্তের) প্রথম তৃচে কিন্তু প্রত্যেক অর্ধমন্ত্রের আরম্ভে ন্যূঙ্খ (হবে)।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে সূত্রে বহুবচনে 'আদিষু' বলায় শুধু দ্বিতীয় অক্ষরেই (৭/১১/২ সূ. দ্র.) নয়, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ যে-কোন একটি অক্ষরে ন্যূঙ্খ হবে।

এবং কুহশ্রুতীয়স্য ।। ৩৩।। [২৯]

অনু.— 'কুহ শ্রুত-' (সূক্তের) এইরকম।

ব্যাখ্যা— 'কুহ-' সূক্তেও (৩১ নং সূ. দ্র.) প্রথম তৃচে প্রত্যেক অর্ধমন্ত্রের আরম্ভে ন্যূঙ্খ হবে।

বিরাজাং মধ্যমেষু পাদেষু ।। ৩৪।। [৩০]

অনু.— বিরাট্ (ছন্দের মন্ত্রগুলির) মাঝের পাদগুলিতে (ন্যূঙ্খ হবে)।

ব্যাখ্যা— 'পিবা-' (৩০ নং সূ. দ্র.) এই বিরাট্ ছন্দের ছ-টি মন্ত্রের প্রত্যেকটিতে দ্বিতীয় পাদে ন্যূঙ্খ হবে। বৃত্তিকারের মতে এখানে 'আদিষু' বলা না থাকায় দ্বিতীয় অক্ষরেই ন্যূঙ্খ করতে হবে, কোন বিকল্প চলবে না। তা. ব্রা. ১২/১০/১, ১০ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, স্তোত্রে এই তৃচই প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

নিত্য ইহ প্রতিগরো ন্যূঙ্খাদিঃ ।। ৩৫।। [৩১]

অনু.— এখানে মূল প্রতিগরই আরম্ভে ন্যূঙ্খ (-বিশিষ্ট হয়ে পঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— এখানে যেখানে যেখানে ন্যূঙ্খ করতে বলা হয়েছে (৩২-৩৪ নং সূ. দ্র.) সেখানে সেখানেই মূল 'ওথামো দৈব' (আ. ৫/৯/৪) হচ্ছে প্রতিগর। ঐ প্রতিগরই এখানে ন্যূঙ্খ দিয়ে শুরু হবে অর্থাৎ প্রতিগরের প্রথম অক্ষরে ন্যূঙ্খ করতে হবে। শা. মতে বৈরাজ এবং আনুষ্টুভ দু রকমের ন্যূঙ্খ। বৈরাজন্যূঙ্খে প্রতিগরের দ্বিতীয় অক্ষরে এবং আনুষ্টুভ ন্যূঙ্খে দ্বিতীয় ও চতুর্থ অক্ষরে ন্যূঙ্খ হয়। বৈরাজ ন্যূঙ্খে ১২টি ওকার এবং প্রত্যেক চতুর্থ ওকারের প্লুতি হয়। আনুষ্টুভ ন্যূঙ্খে দু-টি মাত্র ওকার এবং দুটিই প্লুত— ১০/৫/১৪-১৭ সূ. দ্র.।

প্রণবান্তঃ প্রণবে কুহশ্রুতীয়ানাম্ ।। ৩৬।। [৩২]

অনু.— 'কুহ শ্রুত-' (মন্ত্রগুলির) প্রণবে (যে প্রতিগর তা) প্রণবে শেষ (হবে)।

ব্যাখ্যা— ৩১ নং এবং ৩৩ নং সূত্রে উল্লিখিত 'কুহ শ্রুত-' সূক্তের প্রথম তিনটি মন্ত্রের প্রত্যেকটির শেষে যখন প্রণব উচ্চারণ করা হয় তখন 'ওথামো দৈব' এই প্রতিগর ন্যূঙ্খ দিয়ে শুরু এবং প্রণব দিয়ে শেষ হবে। সূক্তের অপর মন্ত্রগুলির প্রণবের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিগর ন্যূঙ্খ দিয়ে শুরু হবে না, ৫/৯/৬ সূত্র অনুসারে প্লুত দিয়েই শুরু হবে।

অর্ধর্চশশ্ চৈনদ্ উত্তমাবর্জম্ ।। ৩৭।। [৩৩]

অনু.— কারণ, শেষ (মন্ত্রটি) ছাড়া এই ('কুহ শ্রুতং-' সূক্তকে) অর্ধমন্ত্রে থেমে থেমে (পাঠ করেন)।

ব্যাখ্যা— চ = যেহেতু। 'কুহ শ্রুত-' সূক্তের শেষ মন্ত্রটি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের, সেটিকে তাই পাদে পাদে থেমে পড়তে হবে (৫/১৪/১৭ সু. দ্র.)। অন্যান্য মন্ত্রগুলির ছন্দ বৃহতী অথবা অনুষ্টুপ্ বলে 'প্রাক্ চ ছন্দাংসি ত্রৈষ্টুভাত্' (৫/১৪/১১) নিয়মেই সেগুলিকে অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে থেমে পাঠ করতে হবে। এই সূত্রে তবুও আবার অর্ধমন্ত্রে থামার নির্দেশ দিয়ে বোঝান হল যে, যেহেতু প্রত্যেক মন্ত্রের দ্বিতীয় অর্ধাংশের শেষে থামতে হচ্ছে তাই পূর্ববর্তী সূত্রে প্রণব দিয়ে প্রতিগর শেষ করতে বলা হয়েছে। এটি অনুবাদ মাত্র।

ন তে গিরো অপি মৃষ্যে তুরস্য প্র বো মহে মহিবৃধে ভরধ্বম্ ইতি চতস্রস্ তিস্রশ্ চ বিরাজঃ ।। ৩৮।। [৩৪]

অনু.— 'ন-' (৭/২২/৫-৮) ইত্যাদি চারটি এবং 'প্র-' (৭/৩১/১০-১২) ইত্যাদি তিনটি বিরাজ্ (মন্ত্র হোত্রকদের পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ছন্দের উল্লেখ করা হল এ-কথাই বোঝাবার জন্য যে, এই মন্ত্রগুলির ছন্দই শুধু বিরাট্, ৩৪ নং সূত্র অনুযায়ী বিরাজের যে ন্যূঙ্খ তা কিন্তু এদের ক্ষেত্রে হবে না। অন্যত্রও বলা আছে 'ন ন্যূঙ্খ্যা বিরাজঃ'।

তাসাম্ উর্ধ্বম্ আরম্ভণীয়াভ্যস্ তৃচান্ আবপেরন্ ।। ৩৯।। [৩৫]

অনু.— (হোত্রকেরা) আরম্ভণীয়া (মন্ত্রের) পর ঐ (মন্ত্র)গুলির তৃচ সংযোজন করবেন।

ব্যাখ্যা— হোত্রকেরা পৃষ্ঠ্যের চতুর্থ দিনে মাধ্যন্দিন সবনে নিজ নিজ শস্ত্রে আরম্ভণীয়া মন্ত্রের পরে আগের সূত্রে নির্দিষ্ট সাতটি মন্ত্র থেকে একটি করে তৃচ নিয়ে পাঠ করবেন। তিন জন হোত্রকের জন্য তাহলে ন-টি মন্ত্রের প্রয়োজন, কিন্তু সূত্রে আছে মোট সাতটি মন্ত্র। এই অবস্থায় কি করণীয় তা পরবর্তী তিনটি সূত্রে বলা হচ্ছে।

আদ্যং মৈত্রাবরুণঃ ।। ৪০।। [৩৬]

অনু.— প্রথম তৃচটি পাঠ করবেন মৈত্রাবরুণ।

তস্যোত্তমাদি শস্তানাং তৃচং ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ।। ৪১।। [৩৬]

অনু.— তাঁর পঠিত (মন্ত্রগুলির) শেষ (মন্ত্র থেকে) শুরু (যে তৃচ সেই) তৃচটি (পাঠ করবেন) ব্রাহ্মণাচ্ছংসী।

ব্যাখ্যা— ব্রাহ্মণাচ্ছংসী পাঠ করবেন 'তুভ্যে-' (৭/২২/৭, ৮) এবং 'প্র-' (৭/৩১/১০) এই মোট তিনটি মন্ত্র। সূত্রের 'উত্তমাদি' পদের স্থানে 'উত্তমাদিং' এই পাঠ হলেই ভাল হত মনে হয়।

তস্য চাচ্ছাবাকঃ ।। ৪২।। [৩৭]

অনু.— এবং তাঁর (পঠিত তৃচের শেষ মন্ত্রটি থেকে শুরু করে তিনটি মন্ত্র পাঠ করবেন) অচ্ছাবাক।

ব্যাখ্যা— অচ্ছাবাক পাঠ করবেন 'প্র-' (৭/৩১/১০-১২) এই তৃচটি।

যজামহ ইন্দ্রং বজ্রদক্ষিণম্ ইতি দ্বিতীয়ান্ এবম্ এব ।। ৪৩।। [৩৮]

অনু.— 'যজা-' (১০/২৩) এই দ্বিতীয় (তৃচগুলিও পাঠ করবেন) এইভাবেই।

ব্যাখ্যা— 'যজা-' সূক্তে মোট সাতটি মন্ত্র আছে। আগের তৃচটি পড়া হলে এই সূক্ত থেকেও অনুরূপভাবে একটি করে তৃচ নিয়ে মৈত্রাবরুণ 'যজা-' (১৩/২৩/১-৩), ব্রাহ্মণাচ্ছংসী 'যদা-' (১০/২৩/৩-৫) এবং অচ্ছাবাক 'যো-' (১০/২৩/৫-৭) এই তৃচ পাঠ করবেন।

পঞ্চমেঽহনি যচ্চিদ্ধি সত্যসোমপা ইত্যেকৈকম্ এবম্ এব ।। ৪৪।। [৩৯]

অনু.— পঞ্চম দিনে 'যচ্চি-' (১/২৯) এই (সূক্ত থেকে) এক একটি (তৃচ) এইভাবেই (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই সূক্তেও মোট সাতটি মন্ত্র আছে। দ্র. যে, এই ৪৪ নং এবং ৪৫ নং সূত্রদুটি এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনের শস্ত্র নির্দেশ করা হবে ৭/১২/৬-২৩ সূত্রে এবং ৮/১-৪ খণ্ডে। বৃত্তিতে 'তস্মিন্নেব স্থানে' বলায় এগুলি ৪৩নং সূত্রের নির্দেশের মতো সংযোজিত দ্বিতীয় তৃচই।

ষষ্ঠেঽহনীন্দ্রায় হি দ্যৌরসুরো অনম্নতেত্যেবম্ এব ।। ৪৫।। [৪০]

অনু.— ষষ্ঠ দিনে 'ইন্দ্রায়-' (১/১৩১) এই (সূক্তটিও) এইভাবেই (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই সূক্তেও মোট সাতটি মন্ত্র আছে। তার মধ্যে মৈত্রাবরুণ 'ইন্দ্রায়-' (১/১৩১/১-৩), ব্রাহ্মণাচ্ছংসী 'বি-' (১/১৩১/৩-৫) এবং অচ্ছাবাক 'আদিত্-' (১/১৩১/৫-৭) তৃচ পাঠ করবেন। এগুলি সংযোজিত দ্বিতীয় তৃচই।

দ্বাদশ কণ্ডিকা (৭/১২)

[পৃষ্ঠ্যষড়হ— চতুর্থ দিনের মাধ্যন্দিন সবন, স্তোমবৃদ্ধি, পঞ্চম দিন]

স্তোমে বর্ধমানে কো অদ্য নর্যো বনে ন বায় আ যাহ্যর্বাঙ্ ইত্যষ্টর্চান্যাবপেরন্ উপরিষ্টাত্ পারুচ্ছেপীনাম্ ।। ১।।

অনু.— স্তোমবৃদ্ধি পেতে থাকলে পরুচ্ছেপ ঋষির (মন্ত্রগুলির) পরে (হোত্রকেরা মাধ্যন্দিন সবনে নিজ নিজ শস্ত্রে যথাক্রমে) 'কো-' (৪/২৫), 'বনে-' (১০/২৯), 'আ যাহ্য-' (৩/৪৩) এই আট-মন্ত্র-বিশিষ্ট (সূক্তগুলিকে) সংযোজন করবেন।

ব্যাখ্যা— স্তোত্রে স্তোমবৃদ্ধি ঘটলে স্তোমাতিশংসনের জন্য এখানে যতগুলি মন্ত্রের প্রয়োজন হবে শুধু ততগুলিই নয়, প্রত্যেককে সম্পূর্ণ অখণ্ড একটি সূক্তই পাঠ করতে হবে। ৭/১১/৩৯ সূত্রে 'আবপেরন্' পদটি থাকা সত্ত্বেও এবং আবাপের প্রসঙ্গ চলা সত্ত্বেও এখানে আবার তা বহুবচনে বলায় কোন একজন হোত্রক স্তোমবৃদ্ধির কারণে এই সূত্রে নির্দিষ্ট কোন সূক্ত সংযোজন করলে অপর দু-জনকেও এই সূত্রে নির্দিষ্ট তাঁদের নিজ নিজ সূক্ত শস্ত্রে সংযোজিত করতে হবে। সূক্ত সংযোজন করতে হয় পরুচ্ছেপ বা পারুচ্ছেপি ঋষির মন্ত্রগুলি (১/১২৭-১৩৯ সূক্ত) পাঠ করার পরে। যে-দিন ৩৮ নং, ৪৩-৪৫ নং সূত্রে নির্দিষ্ট তৃচের সংযোজন করতে হয় সে-দিন অর্থাৎ পৃষ্ঠ্যের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে ঐ ঐ তৃচ সংযোজিত করার পরে এবং অন্য দিন আরম্ভণীয়ার (৭/১১/৩৯ সূ. দ্র.) ঠিক পরে এই আটমন্ত্রের সূক্তগুলিকে সংযোজিত করতে হয়। সূত্রের 'উপরিষ্টাত্ পারুচ্ছেপীনাম্' এবং বৃত্তির 'পারুচ্ছেপিগ্রহণং পূর্বোক্তানাম্ আবাপানাম্ প্রদর্শনার্থম্' অংশের অর্থ তেমন সুপরিস্ফুট নয়। তাঁদের মতে কি ৭/১১/৩৮-৪৫ সূত্রে নির্দিষ্ট সব মন্ত্রগুলিরই ঋষি পরুচ্ছেপ? ৪৫ নং সূত্রের সূক্তটিকেই কি এখানে ছত্রিন্যায়ে ব্যবহার করে 'পারুচ্ছেপী' বলা হয়েছে?

তৈর্ অপ্যনতিশস্ত ঐন্দ্রাণি ত্রৈষ্টুভান্যমরুচ্ছব্দান্যাবপেরন্ ।। ২।।

অনু.— ঐ (আট-মন্ত্রের সূক্ত) দ্বারাও (শস্ত্রে স্তোমের সংখ্যা) অতিক্রান্ত না হলে মরুত্‌শব্দবিহীন ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দের ইন্দ্রদেবতার (সূক্ত) সংযোজন করবেন।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রে আবার 'আবপেরন্' বলায় সত্রের যে-কোন দিনেই স্তোমবৃদ্ধিতে এই নিয়ম প্রযোজ্য। সূত্রটি থেকে বোঝা যাচ্ছে ১ নং সূত্রে নির্দিষ্ট মন্ত্রগুলি স্তোমের সংখ্যা অতিক্রম করার জন্যই পাঠ করতে হয়। ঐ মন্ত্রগুলি পাঠ করার পরেও স্তোমের

সংখ্যা অতিক্রান্ত না হলে ইন্দ্রদেবতার মন্ত্র পড়তে হবে। ১ নং সূত্রের মন্ত্রগুলি পাঠ না করে শুধু ইন্দ্রদেবতার মন্ত্র দিয়ে স্তোমসংখ্যা অতিক্রম করা চলবে না। 'ত্রৈষ্টুভানি' বলতে 'অভূরেক-' (আ. ৮/১/২১; ৮/৭/১২) ইত্যাদি অন্যত্র ব্যবহৃত অথবা অব্যবহৃত ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের যে-কোন সূক্তকে বুঝতে হবে। এই পদটির প্রয়োগ থেকে আরও বুঝতে হবে যে, ব্যূঢ় প্রভৃতি যাগে 'গায়ত্রং মাধ্যন্দিনম্', 'জাগতং মাধ্যন্দিনম্' ইত্যাদি উক্তি থাকলেও সেখানে অতিশংসনের জন্য ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্রই পাঠ করতে হবে।

ন ত্বেতান্যনোপ্যাতিশংসেনম্ ।। ৩।।

অনু.— কিন্তু এই (সূক্তগুলিকে) সংযোজন না করে (স্তোমের সংখ্যা) অতিক্রম করবেন না।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্র অনুসারে কেবল সত্রের বিভিন্ন দিনেই নয়, আলোচ্য সূত্র অনুযায়ী সমস্ত একাহ ও অহীন যাগেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। সর্বত্রই স্তোমের সংখ্যা অতিক্রমের জন্য প্রথমে ১ নং সূত্রের নির্দিষ্ট সূক্তই সংযোজন করতে হবে, তার পরে প্রয়োজন হলে অন্য মন্ত্র সংযোজন করবেন।

একয়া দ্বাভ্যাং বা প্রাতঃসবনে ।। ৪।।

অনু.— প্রাতঃসবনে একটি অথবা দু-টি (মন্ত্র) দ্বারা (স্তোমের সংখ্যা অতিক্রম করবেন)।

অপরিমিতাভির্ উত্তরয়োঃ সবনয়োঃ ।। ৫।।

অনু.— পরবর্তী দুই সবনে অপরিমিত (মন্ত্র) দ্বারা (অতিশংসন করবেন)।

ব্যাখ্যা— "একাং দ্বে ন দ্বয়োঃ সবনয়োঃ স্তোমম্ অতিশংসেদ্..... অপরিমিতাভিস্ তৃতীয়সবনে" (ঐ. ব্রা. ২৯/৭)— ব্রাহ্মণগ্রন্থের এই নির্দেশ অনুযায়ী মাধ্যন্দিন সবনে একটি অথবা দুটি মন্ত্র দ্বারাও স্তোমের সংখ্যা অতিক্রম করা যেতে পারে। ঐ. ব্রা. ২৭/৫ অংশে আবার বলা আছে— "একাং দ্বে ন স্তোমম্ অতিশংসেদ্..... অপরিমিতাভির্ উত্তরয়োঃ সবনয়োঃ"। পূর্বসূত্রে 'প্রাতঃসবনে' না বললেও চলত, কারণ এই সূত্র থেকেই পরিশেষ-পদ্ধতি দ্বারা বোঝা যেত যে, ঐ সূত্রে প্রাতঃসবনের কথাই বলা হয়েছে। তবুও সূত্রে তা বলা হয়েছে অতিশংসন-সম্পর্কে ব্রাহ্মণগ্রন্থে বিধৃত এই দু-টি বিধানেরই প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্য। অপরিমিত = তিন বা তারও বেশী।

পঞ্চমস্যেমমূ ষু বো অতিথিমুষর্বুধম্ ইতি নবাজ্যম্ ।। ৬।।

অনু.— (পৃষ্ঠ্যের) পঞ্চম (দিনের) আজ্য (শস্ত্র) 'ইম-' (৬/১৫/১-৯) ইত্যাদি ন-টি (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— এই বিষয়ে ঐ. ব্রা. ২২/১ অংশের বিধানও তা-ই। অন্যান্য মন্ত্রের বিধান পাওয়া যায় ২২/১-৩ অংশে।

আ নো যজ্ঞং দিবিস্পৃশম্ ইতি দ্বে আ নো বায়ো মহে তন ইত্যেকা রথেন পৃথুপাজসা বহবঃ সূরচক্ষস
ইমা উ বাং দিবিষ্টয়ঃ পিবা সুতস্য রসিনো দেবং দেবং বোঽবসে দেবং দেবং বৃহদু গায়িষে
বচ ইতি বার্হতং প্রউগম্ ।। ৭।।

অনু.— বৃহতী ছন্দের প্রউগ (শস্ত্র) 'আ-' (৮/১০১/৯, ১০) ইত্যাদি দু-টি মন্ত্র, 'আ-' (৮/৪৬/২৫) এই একটি (মন্ত্র); 'রথেন-' (৪/৪৬/৫-৭); 'বহ-' (৭/৬৬/১০-১২); 'ইমা-' (৭/৭৪/১-৩); 'পিবা-' (৮/৩/১-৩); 'দেবং-' (৮/২৭/১৩-১৫); 'বৃহ-' (৭/৯৬/১-৩)।

ব্যাখ্যা— দ্বিতীয় তৃচটির ছন্দ বৃহতী নয়, গায়ত্রী। বাকী ছ-টি তৃচের প্রত্যেকটির দ্বিতীয় মন্ত্রের ছন্দ সতোবৃহতী। শেষ তৃচটির অন্তিম মন্ত্রটিও সতোবৃহতী ছন্দের এবং সেটিকে আবার সামিধেনীর মতো তিনবার পাঠ করতে হয়। তাহলে সাতটি (বস্তুত ছ-টি) তৃচে মোট ন-টি সতোবৃহতী হচ্ছে। ন-টি সতোবৃহতীতে বৃহতীর অপেক্ষায় মোট (৯ × ৪ =) ৩৬ অক্ষর বেশী আছে। দ্বিতীয় তৃচটির ছন্দ গায়ত্রী হওয়ায় (২৪ × ৩ = ৭২ অক্ষর) বৃহতীর (৩৬ × ৩ = ১০৮ অক্ষর) অপেক্ষায় (১০৮ - ৭২ =) ৩৬ অক্ষর

সেখানে কম পড়ে ছিল। সতোবৃহতীর সাহায্যে এখন অক্ষরে সেই ঘাটতি পূরণ হয়ে কম ও বেশীর মধ্যে একটা সমতা (৩৬ - ৩৬ = ০) ঘটল। ফলে এই শস্ত্রটিকে 'বার্হত প্রউগ' বলতে আর কোন বাধা বা দোষ থাকছে না। ঐ. ব্রা. ২২/১ অংশেও এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে।

প্রগাথান্ একে দ্বিতীয়োত্তমবর্জম্ ।। ৮।।

অনু.— অন্যেরা দ্বিতীয় ও শেষ (তৃচের প্রতীক-দুটি) ছাড়া (প্রউগের বাকী প্রতীকগুলিকে মনে করেন) প্রগাথ।

ব্যাখ্যা— প্রগাথ হলে দ্বিতীয় ও শেষেরটি ছাড়া অন্য প্রতীকগুলির ক্ষেত্রে দু-টি করে মন্ত্রই পাঠ করতে হবে। প্রগাথ বলতে দুটি করে মন্ত্রকেই বোঝান হয়েছে, প্রগাথের ধর্ম আহাব ইত্যাদিকে নয়।

যত্ পাঞ্চজন্যয়া বিশেন্দ্র ইত্ সোমপা এক ইতি মরুত্বতীয়স্য প্রতিপদ্-অনুচরৌ ।। ৯।।

অনু.— মরুত্বতীয়ের প্রতিপদ্ এবং অনুচর 'যত্-' (৮/৬৩/৭-৯), 'ইন্দ্র-' (৮/২/৪-৬)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২২/১ অংশেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই বিধানই রয়েছে। পরবর্তী সূত্রের তিনটি সূক্তের উল্লেখও এই অংশে আছে।

অবিতাসীত্থা হীন্দ্র পিব তুভ্যম্ ইতি মরুত্বতীয়ম্ ।। ১০।। [৯]

অনু.— মরুত্বতীয় (সূক্ত) 'অবি-' (৮/৩৬), 'ইত্থা-' (১/৮০), 'ইন্দ্র-' (৬/৪০)।

শাক্করং চেত্ পৃষ্ঠং মহানাম্ন্যঃ স্তোত্রিয়ঃ ।। ১১।। [১০]

অনু.— যদি শাক্কর (সামে) পৃষ্ঠস্তোত্র (গাওয়া হয় তাহলে নিষ্কেবল্য শস্ত্রে) মহানাম্নী (মন্ত্র)গুলি (হবে) স্তোত্রিয়।

ব্যাখ্যা— মহানাম্নী মন্ত্রগুলি হল— (১) বিদা মঘবন্ বিদা গাতুম্ অনু শংসিষো দিশঃ। শিক্ষা শচীনাং পতে পূর্বীণাং পুরূবসো। (২) আভিষ্টম্ অভিষ্টিভিঃ প্রচেতন প্রচেতয়। ইন্দ্র দ্যুম্নায় ন ইষ এবা হি শক্রঃ।। (৩) রায়ে বাজায় বজ্রিবঃ শবিষ্ঠ বজ্রিন্নৃঞ্জসে। মংহিষ্ঠ বজ্রিন্নৃঞ্জস আয়াহি পিব মত্স্ব।। (৪) বিদা রায়ঃ সুবীর্যং ভুবো বাজানাং পতির্বশাঁ অনু। মংহিষ্ঠ বজ্রিন্নৃঞ্জসে যঃ শবিষ্ঠঃ শূরাণাম্। (৫) যো মংহিষ্ঠো মঘোনাং চিকিত্বো অভি নো নয়। ইন্দ্রো বিদে তমু স্তুষে বশী হি শক্রঃ।। (৬) তমূতয়ে হবামহে জেতারম্ অপরাজিতম্। স নঃ পর্ষদ্ অতি দ্বিষঃ ক্রতুশ্ছন্দ ঋতং বৃহত্।। (৭) ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়ে হবামহে জেতারম্ অপরাজিতম্। স নঃ পর্ষদ্ অতি দ্বিষঃ স নঃ পর্ষদ্ অতি স্রিধঃ।। (৮) পূর্বস্য যত্ তে অদ্রিবঃ সুম্ন আধেহি নো বসো।। পূর্তিঃ শবিষ্ঠ শস্যত ঈশে হি শক্রঃ। (৯) নূনং তং নব্যং সন্যসে প্রভো জনস্য বৃত্রহন্।। সমন্যেষু ব্রবাবহৈ শূরো যো গোষু গচ্ছতি সখা সুশেবো অদ্বয়াঃ।।— ঐ. আ. ৪/১/১। ঐ. ব্রা. ২২/২ অংশে মহানাম্নী মন্ত্র দ্বারা শাক্কর সামে স্তোত্রের বিধান পাওয়া যাচ্ছে। 'স্তোত্রিয়ঃ স্তোত্রসম্বন্ধী। স্তোত্রাদৌ হ্যেব গীয়তে' (ঐ. আ. ৫/২/২-সা.)।

তা অর্ধ্যর্ধকারং নব প্রকৃত্যা তিস্রো ভবন্তি ।। ১২।। [১১]

অনু.— ঐ স্বভাবত ন-টি (মহানাম্নী) দেড় দেড় করে (পাঠ করে) তিনটি (মন্ত্রে পরিণত) হয়।

ব্যাখ্যা— তিনটি মহানাম্নী মন্ত্রকে একটি ধরে নটি মহানাম্নীকে তিনটি মন্ত্ররূপে গণ্য করবেন। ঐ নটি মন্ত্রের বেদ অনুযায়ী তিনটি অর্ধাংশ পড়ে থামবেন, তার পরে আবার তিনটি অর্ধাংশ পড়ে প্রণব উচ্চারণ করবেন। তার পরে আবার এইভাবেই তিনটি অর্ধাংশের পরে থেমে পরবর্তী তিনটি অর্ধাংশ পড়ে প্রণব উচ্চারণ করবেন। তৃতীয় বারেও তা-ই।

তাভিঃ পুরীষপদান্যুপসন্তনুয়াত্ ।। ১৩।। [১১]

অনু.— ঐ (মহানাম্নীগুলির) সঙ্গে পুরীষপদগুলি সংযুক্ত করবেন।

ব্যাখ্যা— এবা হ্যেবৈবা হ্যগ্নে, এবা হ্যেবৈবা হীন্দ্রম্, এবা হ্যেবৈবা হি বিষ্ণো, এবা হ্যেবৈবা হি পূষন্, এবা হ্যেবৈবা হি দেবাঃ, এবা হি শক্রো বশী হি শক্রো বশী অনু, আ যো মন্যায় মন্যব উগো মন্যায় মন্যবে, উপেহি বিশ্বধ, বিদা মঘবন্ বিদোওম্ এই ন-টি মন্ত্রকে বলা হয় 'পুরীষপদ'। নবম মহানাম্নীর শেষ প্রণবের সঙ্গে প্রথম পুরীষপদকে সংযুক্ত করে পাঠ করবেন। অন্তিম পুরীষপদের শেষে প্রণব পাঠ করে তার সঙ্গে আবার অনুরূপ মন্ত্রকে সংযুক্ত করবেন।

পঞ্চাক্ষরশঃ পূর্বাণি পঞ্চ ॥ ১৪ ॥ [১২]

অনু.— প্রথম পাঁচটি (পুরীষপদ) পাঁচ অক্ষর করে (পড়বেন)।

ব্যাখ্যা— প্রথম পাঁচটি পুরীষপদ সন্ধি-বিচ্ছেদ করে এবং প্রত্যেক পঞ্চম অক্ষরের পর থেমে পাঠ করবেন। অন্য পদগুলি বেদে যেমন পড়া আছে তেমনভাবে অবিচ্ছিন্ন ধারায় পাঠ করতে হবে।

সর্বাণি বা যথানিশান্তম্ ॥ ১৫ ॥ [১৩]

অনু.— অথবা সব (পদ)গুলিই (বেদে) যেমন পঠিত (আছে তেমনভাবে অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'যথানিশান্তং যথাসমাম্নায়ম্' (ঐ. আ. ৪/১/১-সা.)। নিশান্ত = পঠিত। সন্ধিবর্জিত না করে এবং প্রত্যেক পঞ্চম অক্ষরের পরে না থেমেই পাঠ করবেন।

যোনিস্থানে তু যথানিশান্তং সপুরীষপদা উত্তমেন সন্তানঃ ॥ ১৬ ॥ [১৪]

অনু.— যোনিস্থানে কিন্তু পুরীষপদাসমেত (মন্ত্রগুলি) যথাপঠিতভাবে (পঠিত হবে), অন্তিম (পদের) সঙ্গে (পরবর্তী অংশের) সংযোগ (ঘটাতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি পৃষ্ঠস্তোত্রের যোনিকে স্তোত্রিয়রূপে পাঠ না করে যোনিস্থানে পাঠ করা হয় তাহলে কিন্তু শুধু পুরীষপদগুলিই নয়, মহানাম্নী মন্ত্রগুলিকেও বেদে যেমন পড়া আছে তেমনভাবেই পড়তে হবে। এ-ক্ষেত্রে মহানাম্নী মন্ত্রগুলিতে তাই প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণও করতে হবে না, তবে অন্তিম পুরীষপদের শেষে অবশ্য প্রণব উচ্চারণ করে পরবর্তী সূত্রে নির্দিষ্ট 'স্বাদো-' মন্ত্রকে জুড়ে নিয়ে পাঠ করবেন।

স্বাদোরিত্থা বিষূবত উপ নো হরিভিঃ সুতমিন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্নিতি ত্রয়স্ তৃচা অনুরূপঃ ॥ ১৭ ॥ [১৫]

অনু.— 'স্বাদো-' (১/৮৪/১০-১২), 'উপ-' (৮/৯৩/৩১-৩৩), 'ইন্দ্রং-' (১/১১/১-৩) এই তিনটি তৃচ (এখানে) অনুরূপ।

ব্যাখ্যা— এগুলি অনুরূপ বলে স্তোত্রিয় মহানাম্নীর মতো এগুলিকেও দেড় দেড় করেই পাঠ করতে হবে। ঐ. ব্রা. ২২/২ অংশেও এই বিধানই দেওয়া হয়েছে।

প্রেদং ব্রহ্মেন্দ্রো মদায় সত্রা মদাস ইতি নিষ্কেবল্যম্ ॥ ১৮ ॥ [১৬]

অনু.— নিষ্কেবল্য (সূক্ত) 'প্রেদং-' (৮/৩৭), 'ইন্দ্রো-' (১/৮১), 'সত্রা-' (৬/৩৬)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২২/৩ অংশেও এই বিধানই পাওয়া যায়।

পাঙ্‌ক্তে পূর্বে সূক্তে মরুত্বতীয়ে ॥ ১৯ ॥ [১৭]

অনু.— মরুত্বতীয় (শস্ত্রে) প্রথম দু-টি সূক্ত পংক্তিছন্দের।

ব্যাখ্যা— বস্তুত দ্বিতীয় সূক্তটিই (১০ নং সূ. দ্র.) পংক্তি ছন্দের, প্রথম সূক্তটির ছন্দ কিন্তু শক্বরী। তবুও দুটি সূক্তকেই পংক্তি বলায় প্রত্যেক মন্ত্রে দু-বার করে থামতে হবে (৫/১৪/১৩ দ্র.)।

পাঙ্‌ক্তে নিষ্কেবল্যে ।। ২০।। [১৮]

অনু.— নিষ্কেবল্য (শস্ত্রে প্রথম দু-টি সূক্ত) পংক্তিছন্দের।

ব্যাখ্যা— এখানেও প্রথম সূক্তটির (১৮ নং সূ. দ্র.) ছন্দ পংক্তি নয়, অতিজগতী অথবা মহাপংক্তি। সূত্রে তবুও তাকে পংক্তি বলায় পংক্তির মতো প্রত্যেক মন্ত্রে দু-বার করে থামতে হবে।

আদ্যে তু ত্রিষ্টুব্‌-উত্তমে ।। ২১।। [১৯]

অনু.— প্রথম দু-টি (সূক্ত) কিন্তু ত্রিষ্টুপে শেষ।

ব্যাখ্যা— মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্রের প্রথম সূক্তটি (১০, ১৮ নং সূ. দ্র.) শেষ হয়েছে ত্রিষ্টুপ্ (৪৬ অক্ষর) দিয়ে। দু-টি ক্ষেত্রেই শেষ মন্ত্রে প্রথমে 'তথা শৃণু' এবং পরে 'ত্বম্ এক ইত্' পাদ পর্যন্ত পড়ে শ্বাস নেবেন। অনুক্রমণী অনুযায়ী অবশ্য শেষ মন্ত্রের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ নয়, যথাক্রমে মহাপংক্তি ও অতিজগতী। দুটি মন্ত্রেরই অক্ষরসংখ্যা ৪৬; তাই বলা হল ছন্দ জগতী নয়, ত্রিষ্টুপ্‌ই।

তয়োর্ অবসানে শতক্রতো সমজুজিদ্ ইতি মরুত্বতীয়ে ।। ২২।। [২০]

অনু.— ঐ (প্রথম দুই সূক্তের) মধ্যে মরুত্বতীয়ে দুই বিরতি স্থল (হল) 'শতক্রতো' এবং 'সমজুজিত্'।

ব্যাখ্যা— মরুত্বতীয় শস্ত্রের প্রথম সূক্তে (ঋ. ৮/৩৬) শেষ মন্ত্রটি ছাড়া প্রত্যেক মন্ত্রেই এই দু-টি পদ আছে এবং এই দু-টি পদের প্রত্যেকটির পরে সেখানে থামতে হয়।

শচীপতেঽনেদ্যেতি নিষ্কেবল্যে নিষ্কেবল্যে ।। ২৩।। [২১]

অনু.— নিষ্কেবল্য (শস্ত্রে প্রথম সূক্তে দুই বিশ্রামস্থল) 'শচীপতে' (এবং) 'অনেদ্য'।

ব্যাখ্যা— নিষ্কেবল্য শস্ত্রের প্রথম সূক্তে (ঋ. ৮/৩৭) শেষ মন্ত্রটি ছাড়া অন্য সব মন্ত্রেই এই উদ্ধৃত দু-টি পদ আছে এবং ঐ দু-টি পদের প্রত্যেকটির পরে সেখানে থামতে হয়।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম কণ্ডিকা (৮/১)

[পৃষ্ঠ্যষড়হ ষষ্ঠ দিন— প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন, তৃতীয় সবনে হোতার শস্ত্র]

ষষ্ঠস্য প্রাতঃসবনে প্রস্থিতযাজ্যানাং পুরস্তাদ্ অন্যাঃ কৃত্বোভাভ্যাম্ অনবানন্তো যজন্তি ।। ১।।

অনু.— (পৃষ্ঠ্যের) ষষ্ঠ (দিনের) প্রাতঃসবনে প্রস্থিতযাজ্যাগুলির আগে অন্য (একটি করে মন্ত্র পাঠ) করে শ্বাস না ফেলে যাজ্যাপাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— অনবানন্তঃ = ন (= অন্)-অব-√অন্ - শতৃ - প্র. বহু। দু-টি মন্ত্র একনিঃশ্বাসে পড়ে যেতে হবে। পাঠ্য অন্য মন্ত্রগুলি কি তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে। ষষ্ঠ দিনের বিভিন্ন মন্ত্র ঐ. ব্রা. ২২/৪-১০ অংশে উদ্ধৃত হয়েছে।

বৃষন্নিন্দ্র বৃষপাণাস ইন্দবঃ সুষুমা যাতমদ্রিভির্বনোতি হি সুন্বন্ ক্ষয়ং পরীণসো মো ষু বো অস্মদভি তানি পৌংস্যো ষু ণো অগ্নে শৃণুহি ত্বমীড়িতোহগ্নিং হোতারং মন্যে দাস্বন্তং দধ্যঙ্ হ মে জনুষং পূর্বো অঙ্গিরা ইতি ।। ২।।

অনু.— (সেই অন্য মন্ত্রগুলি হল) 'বৃষন্-' (১/১৩৯/৬), 'সুষু-' (১/১৩৭/১), 'বনো-' (১/১৩৩/৭), 'মো ষু-' (১/১৩৯/৮), 'ও ষু-' (১/১৩৯/৭), 'অগ্নিং-' (১/১২৭/১), 'দধ্যঙ্-' (১/১৩৯/৯)।

ব্যাখ্যা— সাত ঋত্বিকের প্রত্যেকে প্রাতঃসবনে তাঁদের নিজ নিজ প্রস্থিতযাজ্যার (৫/৫/২৩ সূ. দ্র.) আগে এই তালিকা থেকে যথাক্রমে একটি করে মন্ত্র নিয়ে দু-টি মন্ত্র একনিঃশ্বাসে পাঠ করবেন। ঐ. ব্রা. ২২/৫ অংশেও মন্ত্রগুলিকে সংক্ষেপে 'পারুচ্ছেপ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এবম্ এব মাধ্যন্দিনে ।। ৩।।

অনু.— মাধ্যন্দিন (সবনেও পাঠ করবেন) এইভাবেই।

অধ্যর্ধাং তু তত্রানবানম্ ।। ৪।। [৩]

অনু.— সেখানে কিন্তু দেড়খানি (মন্ত্র) একনিঃশ্বাসে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— আগের মন্ত্রটি একনিঃশ্বাসে পড়ে দ্বিতীয় মন্ত্রটির প্রথমার্ধের শেষে থামবেন এবং তখনই (বাকী অংশ পড়ার আগে?) যাগ হবে— 'পূর্বাম্ অনুচ্ছ্বসন্ উক্ত্বা উত্তরাং সন্ধায় তস্যা অর্ধর্চে অবসায় যষ্টব্যম্ ইত্যর্থঃ' (বৃত্তি)। 'তত্র' বলায় মাধ্যন্দিনে প্রস্থিতযাজ্যার ক্ষেত্রেই এই নিয়ম, পরবর্তী ৬নং সূত্রে বিহিত ঋতুযাজের ক্ষেত্রে কিন্তু দেড় অংশ একনিঃশ্বাসে নয়, ১নং সূত্র অনুযায়ী দু-টি মন্ত্রই একনিঃশ্বাসে পাঠ করতে হবে।

পিবা সোমমিন্দ্র সুবানমদ্রিভিরিন্দ্রায় হি দ্যৌরসুরো অনম্নতেতি ষট্ ।। ৫।। [৪]

অনু.— (মাধ্যন্দিন সবনে প্রস্থিতযাজ্যার আগে পাঠ্য অতিরিক্ত মন্ত্রগুলি হল) 'পিবা-' (১/১৩০/২), 'ইন্দ্রায়-' (১/১৩১/১-৬) ইত্যাদি ছ-টি (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— ৫/৫/২৪ সূ. দ্র.। মোট সাতটি মন্ত্র। সাতজনে এই একটি করে অতিরিক্ত মন্ত্র পাঠ করবেন।

উপরিষ্টাত্ ত্বৃচ ঋতুযাজানাম্ ।। ৬।। [৫]

অনু.— ঋতুযাজগুলির পরে কিন্তু (এখানে অন্য) মন্ত্র (পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ঋতুযাজের প্রত্যেক প্রৈষ এবং যাজ্যা মন্ত্রের (৫/৮/৩, ৪ সূ. দ্র.) পরে এখানে কিন্তু ৯ নং সূত্রে উল্লিখিত অন্য একটি অতিরিক্ত মন্ত্র পাঠ করতে হয়। প্রৈষ এবং যাজ্যা এই দুটি মন্ত্র একনিঃশ্বাসে পাঠ করতে হয় এবং দুটি মন্ত্রই এখানে প্রৈষ এবং ঐ দুটি মন্ত্রই যাজ্যা। এই অন্য মন্ত্রগুলি কি তা ৯ নং সূত্রে বলা হবে।

প্রৈষম্ ঋতেঽসৌ-যজম্ ঋচং চানবানম্ উক্ত্ব ঋগন্তের্ অসৌ যজেতি প্রেষ্যেত্ ।। ৭।। [৬]

অনু.— (মৈত্রাবরুণ) 'অসৌ যজ' (অংশ) ছাড়া প্রৈষ এবং (ঐ অন্য আগন্তু) মন্ত্রকে একনিঃশ্বাসে পাঠ করে মন্ত্রের শেষে 'অসৌ যজ' (জুড়ে নিয়ে) প্রৈষ দেবেন।

ব্যাখ্যা— বারোটি ঋতুযাজে মোট বারোটি প্রৈষমন্ত্র। প্রত্যেক প্রৈষমন্ত্রের শেষে বিশেষ ঋত্বিকের পদ নাম উল্লেখ করে 'যজ' অর্থাৎ 'অমুক, তুমি যাগ কর' বলা হয় (৫/৮/৩ সূ. দ্র.)। মৈত্রাবরুণ প্রৈষ দেওয়ার সময়ে প্রত্যেক প্রৈষে 'অমুক, তুমি যাগ কর' অংশ আপাতত বাদ দিয়ে প্রৈষের সঙ্গে ৯ নং সূত্রে নির্দিষ্ট সূক্ত হতে একটি করে মন্ত্র জুড়ে নিয়ে একনিঃশ্বাসে পড়ে তার পরে শেষে 'অমুক, তুমি যাগ কর' বলবেন। তাহলে সম্পূর্ণ প্রৈষমন্ত্রটি দাঁড়াচ্ছে— পঞ্চম প্রৈষসূক্তের একটি মন্ত্র + ৯নং সূত্রের একটি মন্ত্র + অমুক, তুমি যাগ কর।

এবম্ এব যজন্তি ।। ৮।। [৭]

অনু.— এইভাবেই যাজ্যা (পাঠ) করেন।

ব্যাখ্যা— প্রৈষ পাওয়ার পর যিনি প্রৈষ পান তিনি মৈত্রাবরুণের সম্পূর্ণ প্রৈষমন্ত্রটিই যাজ্যা হিসাবে একনিঃশ্বাসে পাঠ করেন (৫/৮/৪ সূ. দ্র.), তবে প্রৈষের 'হোতা যক্ষদ্' স্থানে তাঁকে আগূ এবং 'অমুক, তুমি যাগ কর' (অসৌ যজ) অংশের স্থানে বষট্কার (= বৌ৩ষট্) উচ্চারণ করতে হয়।

তুভ্যং হিম্বানো বসিষ্ট গা অপ ইতি দ্বাদশ ।। ৯।। [৮]

অনু.— (ঋতুযাজের প্রৈষে এবং যাজ্যায় পাঠ্য সেই অন্য মন্ত্রগুলি হচ্ছে) 'তুভ্যং-' (২/৩৬, ৩৭) ইত্যাদি বারোটি (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায় সূত্রে 'দ্বাদশ' পদটি নেই, কিন্তু ঐ পাঠে সূত্রের বিধানের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে না। বারোটি ঋতুযাগের জন্য বারোটি মন্ত্রেরই প্রয়োজন, কিন্তু কেবল 'তুভ্যং-' সূক্তটিতে আছে মাত্র ছ-টি মন্ত্র। তাই 'তুভ্যং-' এবং ঠিক তার পরবর্তী 'মন্দস্ব-' এই দু-টি সূক্তই এখানে অভিপ্রেত। দুটি সূক্তে আছে মোট বারোটি মন্ত্র। সূত্রে তাই 'তুভ্যং-' ইত্যাদি বারোটি মন্ত্রই অভিপ্রেত বলে 'দ্বাদশ' পদটির উল্লেখ থাকাই স্বাভাবিক।

অয়ং জায়ত মনুষো ধরীমণীত্যাজ্যম্ ।। ১০।। [৯]

অনু.— (ষষ্ঠ দিনে) আজ্য (শস্ত্র) 'অয়ং-' (১/১২৮)।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিযাগে আজ্যশস্ত্রে সূক্তই প্রযুক্ত হয় বলে এখানে পাদগ্রহণ করা হলেও উদ্ধৃত মন্ত্রাংশটি সূক্তেরই প্রতীক বলে বুঝতে হবে। ঐ. ব্রা. ২২/৭ অংশেও এই সূক্তই বিহিত হয়েছে।

একেন দ্বাভ্যাম্ চ বিগ্রহঃ ।। ১১।। [১০]

অনু.— ঐ শস্ত্রে এক এবং দুই পাদ দ্বারা ছেদ (হবে)।

ব্যাখ্যা— এখানে আজ্যশস্ত্রের সূক্তটির প্রথম মন্ত্রে ৫/৯/২০ সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেক অর্ধমন্ত্রে থামতে হয়ই, তবে প্রথম মন্ত্রের প্রথম অর্ধাংশে প্রথমে একপাদ পড়ে থেমে তার পরে অপর দুই পাদ পড়বেন।

ত্রিভির্ অবসানং চতুর্ভিঃ প্রণবো যত্রার্ধর্চশঃ পারুচ্ছেপ্যাঃ ।। ১২।। [১১]

অনু.— যেখানে পরুচ্ছেপ ঋষির (মন্ত্রগুলি) অর্ধমন্ত্রে (থেমে থেমে পাঠ করার কথা সেখানে) তিন (পাদে) বিরাম (এবং পরের) চার (পাদে আবার) প্রণব (-সমেত বিরাম হবে)।

ব্যাখ্যা— সপ্তপদা মন্ত্রে তিনটি (ঋ. প্রা. ১৮/৫১) করে অর্ধর্চ থাকে। অর্ধর্চে থেমে থেমে পড়ার প্রসঙ্গে অথবা অর্ধে অর্ধে পাঠ্য মন্ত্রের তালিকায় পরুচ্ছেপ ঋষির সপ্তপদা মন্ত্রগুলিও (১/১২৭-১৩৯; ৯/১১১) পাঠ করতে হলে বা স্থান পেলে প্রথমে তিন পাদ পড়ে থামবেন, তার পরে আরও চার পদ পড়া হলে প্রণব উচ্চারণ করবেন। ১৯ নং সূত্রে 'পচ্ছঃ পারুচ্ছেপ্যাঃ' বলায় এই সূত্রে 'অর্ধর্চশঃ' না বললেও বোঝা যেত যে, সূত্রটি অর্ধমন্ত্রে পাঠ করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তবুও আবার তা বলায় বুঝতে হবে যে, অন্যত্রও পরুচ্ছেপ ঋষির মন্ত্র এই নিয়মেই পাঠ করতে হয়। ফলে গ্রাবস্তোত্রে ৫/১২/১১ সূত্র অনুসারে পারুচ্ছেপি ঋষির পবমান-দেবতার 'অয়া রুচা-' (ঋ. ৯/১১১) ইত্যাদি মন্ত্রের পাঠের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

স্তীর্ণং বর্হির্ ইতি তৃচৌ সুষুমা যাতমদ্রিভির্যুবাং স্তোমেভির্দেবয়ন্তো অশ্বিনাবর্মহ ইন্দ্র বৃষন্নিন্দ্রাস্ত শ্রৌষড়ো ষূ ণো অগ্নে শৃণুহি ত্বমীড়িতো যে দেবাসো দিব্যেকাদশ স্থেয়মদদাদ্ রভসমৃণচ্যুতম্ ইতি প্রউগম্ ।। ১৩।। [১২]

অনু.— প্রউগ (শস্ত্র হচ্ছে) 'স্তীর্ণং-' (১/১৩৫/১-৬) ইত্যাদি দুটি তৃচ; 'সুষু-' (১/১৩৭/১-৩); 'যুবাং-' (১/১৩৯/৩-৫); 'অব-' (১/১৩৩/৬, ৭), 'বৃষ-' (১/১৩৯/৬); 'অস্ত-' (১/১৩৯/১), 'ও ষূ-' (১/১৩৯/৭), 'যে-' (১/১৩৯/১১); 'ইয়ম-' (৬/৬১/১-৩)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২২/৭ অংশেও এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে।

দ্বে চৈকা চ পঞ্চমে একপাতিন্য উপোত্তমে ।। ১৪।। [১২]

অনু.— পঞ্চম (তৃচে যথাক্রমে) দু-টি এবং একটি (মন্ত্র প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে)। শেষের আগের (তৃচে প্রতীকগুলি) একটি (করে) মন্ত্রের প্রতীক।

ব্যাখ্যা— পূর্বসূত্রে 'অব-' দুটি মন্ত্রের, 'বৃষ-' একটি মন্ত্রের এবং পরবর্তী তিনটি প্রতীক একটি করে মন্ত্রের প্রতীক।

উত্তমেঽতৃচম্ অভ্যাসা অষ্টাক্ষরাঃ ।। ১৫।। [১৩]

অনু.— শেষ (তৃচে) প্রতিমন্ত্রে (শেষ) আট অক্ষরের পুনরাবৃত্তি (হবে)।

ব্যাখ্যা— 'ইয়ম-' এই তৃচের প্রত্যেক মন্ত্রের শেষ আট অক্ষর দু-বার করে পড়তে হয়। প্রণব হবে দ্বিতীয় আবৃত্তিরই শেষে। 'অষ্টাক্ষরাঃ' পদটি বহুব্রীহিসমাস-নিষ্পন্ন বলে পুংলিঙ্গ হয়েছে। পদটি 'অভ্যাসাঃ' পদের বিশেষণ।

ন বা ।। ১৬।। [১৪]

অনু.— অথবা (শেষ আট অক্ষরের পুনরাবৃত্তি করবেন) না।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২২/৭ অংশে 'স্তীর্ণং-' ইত্যাদি মন্ত্রগুলি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলি অতিচ্ছন্দ ও সাত-চরণের বলে ষষ্ঠ দিবসের পক্ষে অনুকূল। এই উক্তিকে কেউ কেউ বিধান মনে করে অন্তিম তৃচটিকে জগতী থেকে অতিচ্ছন্দ শক্করীতে পরিণত করার জন্য শেষ আট অক্ষরের অভ্যাস (পুনরাবৃত্তি) করেন। অপর কেউ কেউ বলেন, ঐ উক্তিটি বিধান (নির্দেশ) নয়, পূর্বসিদ্ধেরই অনুবাদ মাত্র (= পুনরুক্তি), কারণ 'স্তীর্ণং-' ইত্যাদি মন্ত্রগুলির অধিকাংশেরই ছন্দ অতিচ্ছন্দই। গ্রামে অন্যবর্ণের লোক বাস করলেও

যেমন ব্রাহ্মণদের সংখ্যাধিক্য বা প্রাধান্যের কারণে বলা হয় 'ব্রাহ্মণদের গ্রাম' এখানেও তেমন অধিকাংশ মন্ত্রের ছন্দ অতিচ্ছন্দ বলে ব্রাহ্মণগ্রন্থে সেগুলির সম্পর্কে অতিচ্ছন্দ বলা হয়েছে। শেষ আট অক্ষরের আবৃত্তি তাই করতে হবে না।

স পূর্ব্যো মহানাং ত্রয় ইন্দ্রস্য সোমা ইতি মরুত্বতীয়স্য প্রতিপদ্‌-অনুচরৌ ।। ১৭।। [১৪]

অনু.— মরুত্বতীয় (শস্ত্রের) প্রতিপদ্ এবং অনুচর (যথাক্রমে) 'স-' (৮/৬৩/১-৩), 'ত্রয়-' (৮/২/৭-৯)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২২/৭ অংশের বিধানও তা-ই।

যং ত্বং রথমিন্দ্র স যো বৃষেন্দ্র মরুত্ব ইতি তিস্র ইতি মরুত্বতীয়ম্ ।। ১৮।। [১৪]

অনু.— মরুত্বতীয় (সূক্ত) 'যং-' (১/১২৯), 'স-' (১/১০০), 'ইন্দ্র-' (৩/৫১/৭-৯)।

ব্যাখ্যা— শেষেরটি তৃচ হলেও সূক্তেরই তুল্য। ঐ. ব্রা. ২২/৭ অংশেও এই সূক্তের বা তৃচের উল্লেখ রয়েছে।

একেনাগ্রেঽবসায় দ্বাভ্যাং প্রণুয়াদ্ দ্বাভ্যাম্ অবসায় দ্বাভ্যাং প্রণুয়াদ্ যত্র পচ্ছঃ পারুচ্ছেপ্যঃ ।। ১৯।। [১৫]

অনু.— যেখানে পাদে পাদে (থেমে) পরুচ্ছেপ ঋষির (মন্ত্রগুলি পড়তে হয় সেখানে) প্রথমে (এক পাদ) দিয়ে থেমে দুই (পাদ) দিয়ে প্রণব উচ্চারণ করবেন। (তার পরে) দুই (পাদ) দিয়ে থেমে দুই (পাদ) দিয়ে প্রণব (উচ্চারণ) করবেন।

ব্যাখ্যা— যেখানেই পরুচ্ছেপ ঋষির সপ্তপদা মন্ত্র পাদে পাদে থেমে পড়ার মন্ত্রের তালিকায় থাকবে সেখানেই প্রথম পাদের পরে থামবেন, তৃতীয় পাদের শেষে প্রণব উচ্চারণ করবেন, পঞ্চম পাদের পরে থামবেন এবং সপ্তম পাদের পরে আবার প্রণব উচ্চারণ করবেন। এই নিয়ম সর্বত্র প্রযোজ্য বলে 'ইন্দ্রায়-' (৮/১/৫ সূ. দ্র.) ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তা অনুসৃত হবে। 'স নো নব্যেভি-' (৬/৪/১০ সূ. দ্র.) ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি পরুচ্ছেপ হলেও সেগুলি সপ্তপদা মন্ত্র নয় বলে সেই-সব স্থলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। 'যত্র বিষয়ে ত্রিষ্টুব্‌জগত্যাদীনাং চতুষ্পদানাং পচ্ছঃশংসনং বিহিতং তত্র পারুচ্ছেপীনামেবং ভবতি' (না.)।

রৈবতং চেত্ পৃষ্ঠং রেবতীর্নঃ সধমাদে রেবাঁ ইদ্ রেবতঃ স্তোতেতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ।। ২০।। [১৬]

অনু.— যদি পৃষ্ঠ (স্তোত্র) রৈবত (-সামবিশিষ্ট হয় তাহলে) স্তোত্রিয় ও অনুরূপ (হবে) 'রেবতী-' (১/৩০/১৩-১৫), 'রেবাঁ-' (৮/২/১৩-১৫)।

ব্যাখ্যা— স্তোম এবং সামের ক্ষেত্রে সামবেদ এবং সামবেদী ঋত্বিক্‌ই প্রমাণ বলে সূত্রে 'চেত্' বলা হয়েছে। 'পৃষ্ঠ' বলতে যথারীতি পৃষ্ঠস্তোত্রকেই অর্থাৎ নিষ্কেবল্য শস্ত্রের ঠিক পূর্ববর্তী স্তোত্রকেই বুঝতে হবে। ঐ. ব্রা. ২২/৭ অংশেও এই দুই মন্ত্রের উল্লেখ আছে।

এন্দ্র যাহ্যুপ নঃ প্র ঘা ন্বস্যাস্তুত্রেক ইতি নিষ্কেবল্যম্ ।। ২১।। [১৭]

অনু.— নিষ্কেবল্য (সূক্ত হবে) 'এন্দ্র-' (১/১৩০), 'প্র-' (২/১৫), 'অস্তু-' (৬/৩১)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২২/৮ অংশেও এই মন্ত্রদুটির উল্লেখ আছে।

অভি ত্যং দেবং সবিতারমোণ্যোর্ ইত্যেকা তত্ সবিতুর্বরেণ্যম্ ইতি দ্বে দোষো আগাদ্ বৃহদ্ গায় দ্যুমদ্ ধেহ্যাথর্বণ স্তুহি দেবং সবিতারং তমু ষ্টুহ্যন্তঃ সিন্ধুং সূনুং সত্যস্য যুবানম্। অদ্রোঘবাচং সুশেবং স ঘা নো দেবঃ সবিতা সাবিষদ্ বসুপতিঃ। উভে সুশ্চিতী সুধাতুর্ ইতি বৈশ্বদেবস্য প্রতিপদ্‌-অনুচরৌ ।। ২২।। [১৮]

অনু.— বৈশ্বদেব (শস্ত্রের) 'অভি-' (আ. ৪/৬/৩; খিল ৩/২২/৪) এই একটি, 'তত্-' (৩/৬২/১০, ১১) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র), 'দোষো-' (সূ.), 'তমু-' (সূ.), 'স-' (সূ.) এই প্রতিপদ্ এবং অনুচর।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি মন্ত্র প্রতিপদ্, পরের তিনটি অনুচর। বৃত্তিকারের মতে 'ঋচং পাদগ্রহণে' (১/১/১৭ সূ.) ইত্যাদি পরিভাষা খিলমন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে সূত্রে 'একা' বলা হল। 'একা' বলার আর একটি প্রয়োজন এই যে, ৭/৬/১০ সূত্রে উল্লিখিত 'বিশ্বো-' মন্ত্রটি এখানে বাদ যাবে এবং তার পরিবর্তে পাঠ করতে হবে 'অভি-' এই মন্ত্রটি। ৭/৬/১০ সূত্রে যদিও 'তত্-' ইত্যাদি দু-টি মন্ত্র বৈশ্বদেব শস্ত্রের প্রতিপদ্‌রূপে বিহিত রয়েছে, তবুও এই সূত্রে তার উল্লেখ করা না হলে অর্থ দাঁড়াত 'অভি-', 'দোষো-', 'তমু-', 'স-' এই চারটি মন্ত্র প্রতিপদ্ ও অনুচর। সে-ক্ষেত্রে 'অভি-' মন্ত্রটিকে হয়তো তিনবার আবৃত্তি করে একটি প্রতিপদ্ করা হত। ঐ. ব্রা. ২২/৮ অংশে 'অভি-', 'তত্-' এবং 'দোষো-' মন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

উদ্‌ধৃত্য চোত্তমং সূক্তং ত্রীণি ।। ২৩।। [১৯]

অনু.— এবং (অভিপ্লবের বৈশ্বদেবশস্ত্রের) শেষ সূক্ত তুলে দিয়ে (তার স্থানে অন্য) তিনটি (সূক্ত পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অভিপ্লবষড়হের 'উষাসা-' এই বৈশ্বদেব নিবিদ্ধান সূক্তের পরিবর্তে এখানে বৈশ্বদেব শস্ত্রে ২৪-২৭ নং সূত্রে উল্লিখিত তিনটি সূক্ত পাঠ করতে হয়। 'উদ্‌ধৃত্য' বলায় ঐ 'উষাসা-' এবং প্রকৃতিযাগের নিবিদ্ধানীয় সূক্তটিরও এখানে সংযোজন করা চলবে না। 'ত্রীণি' না বললেও চলত, কিন্তু যাতে বিভ্রান্তি না হয় যে, অন্তিম সূক্তটি তুলে দিয়ে তা 'ইদমিত্‌থা-' সূক্তের উপান্তিম মন্ত্রের আগে এনে পাঠ করতে হবে, তাই তা বলা হল। প্রসঙ্গত ৭/৭/১২ সূ. দ্র.।

ইদমিত্‌থা রৌদ্রম্ ইতি ।। ২৪।। [২০]

অনু.— 'ইদ-' (১০/৬১)।

ব্যাখ্যা— তিনটি সূক্তের মধ্যে এইটি একটি। ঐ. ব্রা. ২২/৮ অংশেও সূক্তটির উল্লেখ আছে।

প্রাগ্ উপোত্তমায়া যে যজ্ঞেনেত্যাবপতে ।। ২৫।। [২১]

অনু.— (ঐ প্রথম নূতন সূক্তের) শেষের আগের মন্ত্রের আগে 'যে-' (১০/৬২) এই (অপর একটি সূক্ত) অন্তর্ভুক্ত করবেন।

ব্যাখ্যা— 'আবপতে' বলার উদ্দেশ্য, অন্যত্রও এই দুই সূক্তের একত্র প্রয়োগ হলে এই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। ঐ. ব্রা. ২২/৮ অংশেও সূক্তটির উল্লেখ আছে। দুটি সূক্তেরই ঋষি নাভানেদিষ্ঠ।

তস্যার্ধর্চশঃ প্রাগ্ উত্তমায়া ঊর্ধ্বং চতুর্থ্যাঃ ।। ২৬।। [২২]

অনু.— ঐ (দ্বিতীয় নূতন সূক্তের) চতুর্থ মন্ত্রের পরে এবং শেষ মন্ত্রের আগে (সব মন্ত্রে) অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে (থামবেন)।

ব্যাখ্যা— 'যে-' এই দ্বিতীয় সূক্তের পঞ্চম থেকে দশম পর্যন্ত ছ-টি মন্ত্রের প্রত্যেকটিতে প্রত্যেক অর্ধাংশে থামবেন। ৫/১৪/১১ সূত্র অনুযায়ীই প্রত্যেক অর্ধমন্ত্রে থেমে থেমে পাঠ করার কথা, কিন্তু এই সূত্রে তা আবার বিধান করার উদ্দেশ্য হল এই যে, ৬/৫/১৪, ১৫ সূত্রের বিধান আশ্বিনশস্ত্র ছাড়া অন্যত্র প্রযোজ্য নয় এ-কথা বিশেষভাবে বোঝান।

শিষ্টে শস্ত্বা স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগ ইতি তৃচঃ ।। ২৭।। [২৩]

অনু.— (প্রথম নূতন সূক্তের) অবশিষ্ট দু-টি (মন্ত্র) পাঠ করে 'স্বস্তি-' (৫/৫১/১১-১৩) এই তৃচ (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— 'স্বস্তি-' এই তৃচটিই হবে তৃতীয় নূতন সূক্ত। ২৪ নং সূত্রে নির্দিষ্ট 'ইদ-' সূক্তের উপান্তিম এবং অন্তিম মন্ত্র পড়ার পরে এই তৃচ বা তৃতীয় সূক্তটি পাঠ করতে হয়।

ইতি বৈশ্বদেবম্ ।। ২৮।। [২৪]

অনু.— এই (হল) বৈশ্বদেব (শস্ত্র)।

ব্যাখ্যা— ২২নং সূত্র থেকে বৈশ্বদেবের প্রসঙ্গ চললেও তা আরও স্পষ্ট করার অভিপ্রায়ে এখানে সূত্রে আবার 'বৈশ্বদেবম্' বলা হল।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা (৮/২)

[পৃষ্ঠ্যষড়হ ঃ ষষ্ঠ দিন— তৃতীয়সবনে মৈত্রাবরুণের শিল্পশস্ত্র, হৌণ্ডিন ও মহাবালভিদ্ নামে বিহরণ]

হোত্রকাণাং দ্বিপদাস্বিহোক্থ্যেষু স্তুবতে ।। ১।।

অনু.— এখানে (পৃষ্ঠ্যের ষষ্ঠ দিনে তৃতীয়সবনে) উক্থ্যস্তোত্রগুলিতে (উদ্গাতারা) হোত্রকদের দ্বিপদাগুলিতে স্তব করেন।

ব্যাখ্যা— হোত্রকেরা যে দ্বিপদা-মন্ত্রগুলি তাঁদের নিজ নিজ শস্ত্রে পাঠ করেন সেই মন্ত্রগুলিকেই উদ্গাতারা সেই সেই শস্ত্রের পূর্ববর্তী উক্থ্যস্তোত্রে গান করেন অর্থাৎ উদ্গাতাদের মন্ত্রগুলিকেই হোত্রকেরা নিজ নিজ শস্ত্রে পাঠ করেন। প্রসঙ্গত ৮/২/৩; ৮/৩/১ এবং ৮/৪/১, ৫, ৮ সূ. দ্র.।

ত ঊর্ধ্বম্ অনুরূপেভ্যো বিকৃতানি শিল্পানি শংসেয়ুঃ ।। ২।।

অনু.— ঐ (হোত্রকেরা নিজ নিজ) অনুরূপের পরে বিকৃত শিল্প পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— বালখিল্য প্রভৃতি মন্ত্রকে 'শিল্প' বলে। বিহরণ, ন্যূঙ্খ, নিনর্দ প্রভৃতি দ্বারা পরিবর্তিত হলে ঐ শিল্পকে বলা হয় 'বিকৃতশিল্প'। 'তৌ চেদ্-' (৮/৪/৮) সূত্রে যে শিল্পের কথা বলা হয়েছে তা হল 'অবিকৃত শিল্প'। হোত্রকেরা শিল্প পাঠ করবেন অনুরূপের পরে, কিন্তু হোতা তা পাঠ করবেন অন্যত্র। ৮/১/২৪, ২৫ সূত্রে নির্দিষ্ট সূক্তও তাই শিল্প।

মৈত্রাবরুণস্যাগ্নে ত্বং নো অন্তমোঽগ্নে ভব সুষমিধা সমিদ্ধ ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ।। ৩।।

অনু.— মৈত্রাবরুণের স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ (যথাক্রমে) 'অগ্নে ত্বং-' (৫/২৪/১-৩), 'অগ্নে ভব-' (৭/১৭/১-৩)।

অথ বালখিল্যা বিহরেত্ ।। ৪।। [৩]

অনু.— এর পর (মৈত্রাবরুণ) বালখিল্য (মন্ত্র)গুলি বিহরণ করবেন।

ব্যাখ্যা— ঋক্সংহিতার ৮/৪৯-৫৯ সূক্তগুলিকে 'বালখিল্য' বলা হয়। ঐ বালখিল্যগুলির মধ্যে বিহরণ হবে মাত্র ৪৯-৫৬ সূক্তগুলির মন্ত্রে। ঐ. ব্রা. ৩০/২ অংশে 'বালখিল্য' পাঠ করার নির্দেশ আছে।

তদ্ উক্তং ষোডশিনা ।। ৫।। [৪]

অনু.— ষোড়শী দ্বারা ঐ (বিহরণ) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— বিহরণ হয় ষোড়শী যাগের মতোই। ৬/৩/৩-১৩ সূ. দ্র.।

সূক্তানাং প্রথমদ্বিতীয়ে পচ্ছঃ ।। ৬।। [৫]

অনু.— বালখিল্য সূক্তগুলির মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় (সূক্তকে) পাদে পাদে (বিহরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বিহরণের এখানে বৈশিষ্ট্য হল, প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রের প্রথম পাদের সঙ্গে দ্বিতীয় সূক্তের প্রথম মন্ত্রের প্রথম পাদের, দ্বিতীয় পাদের সঙ্গে দ্বিতীয় পাদের এইভাবে পাদে পাদে জোট বেঁধে মন্ত্রগুলিকে পাঠ করতে হয়। পচ্ছঃ = পাদ + শস্ (পা. ৬/৩/৫৫)।

তৃতীয়চতুর্থে অর্ধর্চশঃ ।। ৭।। [৬]

অনু.— তৃতীয় এবং চতুর্থ (সূক্তকে) অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে (বিহরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয় সূক্তের প্রথম মন্ত্রের অর্ধাংশের সঙ্গে চতুর্থ সূক্তের প্রথম মন্ত্রের প্রথম অর্ধাংশের, দ্বিতীয় অর্ধাংশের সঙ্গে দ্বিতীয় অর্ধাংশের এইভাবে অর্ধাংশে অর্ধাংশে জোট বাঁধবেন।

ঋক্‌শঃ পঞ্চমষষ্ঠে ।। ৮।। [৬]

অনু.— পঞ্চম ও ষষ্ঠ (সূক্তকে) মন্ত্রে মন্ত্রে (বিহরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পঞ্চম সূক্তের সমগ্র প্রথম মন্ত্রের সঙ্গে ষষ্ঠ সূক্তের সমগ্র প্রথম মন্ত্রের, দ্বিতীয় মন্ত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় মন্ত্রের এইভাবে মন্ত্রে মন্ত্রে জোট বাঁধবেন। ১৫ নং সূত্র অনুযায়ী শেষ দুই (= সপ্তম ও অষ্টম) সূক্তের ক্ষেত্রে অষ্টম সূক্তকে আগে পাঠ করে সপ্তম সূক্তকে পরে পাঠ করবেন।

ব্যতিমর্শং বা বিহরেত্ ।। ৯।। [৬]

অনু.— অথবা বিপরীতভাবে বিহরণ করবেন।

ব্যাখ্যা— 'ব্যতিমর্শ' বা বিপরীত বিহরণ কি তা ১০-১৫ নং সূত্রে বলা হচ্ছে। অতিমর্শের কথা ঐ. ব্রা. ৩০/২ অংশেও আছে।

পূর্বস্য প্রথমাম্ উত্তরস্য দ্বিতীয়য়োত্তরস্য প্রথমাং পূর্বস্য দ্বিতীয়য়া ।। ১০।। [৭, ৮]

অনু. — আগের সূক্তের প্রথম মন্ত্রকে পরবর্তী সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের সঙ্গে, পরবর্তী সূক্তের প্রথম মন্ত্রকে আগের সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের সঙ্গে (বিহরণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রথম সূক্তটিকে 'ক' এবং দ্বিতীয় সূক্তটিকে 'খ' দ্বারা এবং মন্ত্রগুলিকে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করলে এ-ক্ষেত্রে ব্যতিমর্শ বিহরণের রূপ দাঁড়াবে— $ক_{১}$ $খ_{২}$। $খ_{১}$ $ক_{২}$। ইত্যাদি। এই সূত্রটিকে বৃত্তিকার নারায়ণ প্রথম দুই সূক্তের অনুকূলেই ব্যাখ্যা করেছেন— "এবং প্রথমদ্বিতীয়য়োঃ সূক্তয়োর্ দ্বয়োর্ (দ্বয়োর্) ঋচোর্ বিহার উক্তঃ"।

তয়োর্ নানর্চা ।। ১১।। [৯]

অনু.— ঐ দুই (সূক্তের) ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের সঙ্গে (মন্ত্রের পরস্পর ব্যতিমর্শ বিহরণ হবে)।

ব্যাখ্যা— তয়োর্নানর্চা = তয়োঃ + নানা + ঋচা। প্রথম ও দ্বিতীয় সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রের ক্ষেত্রেও ১০ নং সূত্র অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ বিহরণ হয়। ঐ দুই সূক্তকে 'ক' এবং 'খ' দিয়ে এবং মন্ত্রগুলি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করলে ব্যতিমর্শ দাঁড়াবে— $ক_{৩}$ $খ_{৪}$। $খ_{৩}$ $ক_{৪}$। $ক_{৫}$ $খ_{৬}$। $খ_{৫}$ $ক_{৬}$ ইত্যাদি। এই দুই সূত্রে যে ব্যতিমর্শ বিহিত হল তাকে 'ঋক্-ব্যতিমর্শ' বলে।

প্রথমদ্বিতীয়াভ্যাং পাদাভ্যাম্ অবস্যেত্ প্রথমদ্বিতীয়াভ্যাং প্রণুয়াত্ তৃতীয়োত্তমাভ্যাম্ অবস্যেত্ তৃতীয়োত্তমাভ্যাং প্রণুয়াত্ ।। ১২।। [১০]

অনু.— (ঐ দুই সূক্তের) প্রথম এবং দ্বিতীয় পাদ দ্বারা থামবেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় পাদ দ্বারা প্রণব উচ্চারণ করবেন। তৃতীয় এবং শেষ পাদ দ্বারা থামবেন। তৃতীয় এবং শেষ পাদ দ্বারা প্রণব উচ্চারণ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রথম দুই সূক্তে শুধু পূর্বোক্ত ঋক্-ব্যতিমর্শ নয়, পাদ-ব্যতিমর্শও করতে হবে— 'ঋগ্‌ব্যতিমর্শ উক্তঃ। পাদব্যতিমর্শশ্ চ কর্তব্যঃ' (বৃত্তি)। প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রের প্রথম পাদের সঙ্গে দ্বিতীয় সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের, দ্বিতীয় সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম পাদের সঙ্গে প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের, প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রের তৃতীয় পাদের সঙ্গে দ্বিতীয় সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের চতুর্থ পাদের, দ্বিতীয় সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের তৃতীয় পাদের সঙ্গে প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রের চতুর্থ পাদেব এইভাবে পরপর জোট বাঁধবেন। এর নাম 'পাদ-ব্যতিমর্শ'। এক জোড়া করে পাদ পড়ার পর থামতে হয় এবং পরের জোড়ার শেষে প্রণব উচ্চারণ করতে হয়। দ্র. যে, ব্যতিমর্শে এক সূক্তের যে মন্ত্রের যে পাদ অথবা যে অর্ধর্চ পাঠ করা হয় অপর সূক্তের ঠিক তার বিপরীত মন্ত্র, বিপরীত পাদ অথবা বিপরীত অর্ধর্চ পাঠ করতে হয়। এ-ক্ষেত্রে ছকটি সংক্ষেপে এই রকম— ১/১/১ + ২/২/২; ২/২/১ + ১/১/২।। ১/১/৩ + ২/২/৪; ২/২/৩ + ১/১/৪।। ২/১/১ + ১/২/২; ১/২/১ + ২/১/২।। ২/১/৩ + ১/২/৪; ১/২/৩ + ২/১/৪।। ইত্যাদি। এখানে; চিহ্নিত স্থলে থামতে এবং ।। চিহ্নিত স্থলে প্রণব উচ্চারণ করতে হবে। একই সূক্তের মধ্যে পাদব্যতিমর্শ হলে দাঁড়ায়— ১/১/১ + ১/২/২; ১/২/১ + ১/১/২।। ১/১/৩ + ১/২/৪; ১/২/৩ + ১/১/৪ ইত্যাদি।

এবং ব্যতিমর্শম্ অর্ধর্চশ উত্তরে ।। ১৩।। [১১]

অনু.— পরের দুটি (সূক্তকে) এইভাবে অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে ব্যতিমর্শ (করবেন)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয় এবং চতুর্থ বালখিল্য সূক্তে অর্ধর্চ-ব্যতিমর্শ হবে। অর্ধর্চ ব্যতিমর্শ হল তৃতীয় সূক্তের প্রথম মন্ত্রের প্রথম অর্ধাংশের সঙ্গে চতুর্থ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অর্ধাংশের, চতুর্থ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম অর্ধাংশের সঙ্গে তৃতীয় সূক্তের প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় অর্ধাংশের এইভাবে পর পর জোট বাঁধা। এ-ক্ষেত্রে প্রত্যেক জোড়ায় প্রথম অর্ধাংশের শেষে থামবেন এবং পরের অর্ধাংশের শেষে প্রণব উচ্চারণ করবেন। সংক্ষিপ্ত ছক হল— ৩/১/১ + ৪/২/২।। ৪/২/১ + ৩/১/২।। ৪/১/১ + ৩/২/২।। ৩/২/১ + ৪/১/২।। ৩/৩/১ + ৪/৪/২।। ৪/৪/১ + ৩/৩/২।। ইত্যাদি। এখানে + চিহ্নিত স্থলে থামতে এবং ।। চিহ্নিত স্থলে প্রণব উচ্চারণ করতে হবে। এই সূত্রের বৃত্তির ভূমিকায় বৃত্তিকার বলেছেন— 'প্রথমদ্বিতীয়য়োঃ সূক্তয়োর্ ব্যতিমর্শবিহার উক্তঃ। অথ ইদানীম্ উত্তরেষাম্ আহ'। একই সূক্তের মধ্যে ব্যতিমর্শ হলে পাঠ দাঁড়াবে— ৩/১/১ (অর্ধর্চ) + ৩/২/২।। ৩/২/১ + ৩/১/২।। ৩/৩/১ + ৩/৪/২।। ৩/৪/১ + ৩/৩/২।। ইত্যাদি।

এবং ব্যতিমর্শম্ ঋক্শ উত্তরে ।। ১৪।। [১১]

অনু.— পরের দু-টি (সূক্তকে) এইভাবে মন্ত্রে মন্ত্রে ব্যতিমর্শ (করবেন)।

ব্যাখ্যা— পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বালখিল্য সূক্তে ঋক্-ব্যতিমর্শ হবে। এই ব্যতিমর্শ ১০ নং ও ১১ নং সূত্রের নিয়ম অনুযায়ী হবে। এক্ষেত্রে ছক হল— ৫/১ + ৬। ২; ৬/১ + ৫/২ ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের মন্ত্রের রথপাঠ ইত্যাদি নানা বিকৃতিপাঠের কথা হয় তো মনে পড়ে যেতে পারে। প্রথমার্ধের শেষে থামতে এবং দ্বিতীয়ার্ধের শেষে প্রণব উচ্চারণ করতে হয়।

বিপরিহরেদ্ এবোত্তমে সূক্তে গায়ত্রে সর্বত্র ।। ১৫।। [১২]

অনু.— শেষ-দুটি গায়ত্রী ছন্দের সূক্তকে সর্বত্র বিপর্যস্ত করবেন।

ব্যাখ্যা— অষ্টম সূক্তটি আগে পড়ে তার পরে সপ্তম সূক্তটি পড়বেন। সূত্রে দুই সূক্তের ছন্দ নির্দেশ করার তাৎপর্য এই যে, সূক্তের মধ্যে অন্য কোন ছন্দের মন্ত্র থাকলেও সেই মন্ত্রকে গায়ত্রীর মতোই অর্ধমন্ত্রে থেমে থেমে পাঠ করতে হবে। 'সর্বত্র' বলায়

অন্যত্রও অর্থাৎ ব্যতিমর্শ বিহার না করা হলেও এই দু-টি সূক্ত পাঠ করতে হলে এই নিয়মেই পাঠ করতে হবে। 'এব' বলায় সূক্তদুটিকে শুধু বিপরীত ক্রমেই পড়তে হবে, বিহরণের যে প্রতিগর তা কিন্তু এখানে করতে হবে না। এই ব্যতিমর্শকে 'ক্রম-ব্যতিমর্শ' বলা যেতে পারে। 'উত্তমে' বলার তাৎপর্য হচ্ছে, পাঠ্য বালখিল্য সূক্ত এই আটটিই, অষ্টমটিই অন্তিম। ঐ. ব্রা. ২৯/৮; ৩০/২ অংশেও বিপরীতক্রমে পাঠ করারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইমানি বাং ভাগধেয়ানীতি প্রাগ্ উত্তমায়া আহূয় দূরোহণং রোহেত্ ।। ১৬।। [১৩]

অনু.— 'ইমা-' (৮/৫৯) এই (সৌপর্ণ সূক্তের) শেষ মন্ত্রের আগে আহাব করে দূরোহণ পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— রোহেত্ = আরোহণ করবেন, পাঠ করবেন। 'ইমা-' সূক্তটির নাম 'সৌপর্ণ সূক্ত'। আটটি বালখিল্য সূক্তের বিহরণ শেষ হলে 'সৌপর্ণসূক্ত' নামে এই বালখিল্য সূক্তটি এখানে পাঠ করতে হয় এবং সূক্তের শেষ মন্ত্রের আগে আহাব করে দূরোহণ অর্থাৎ আরোহণ-অবরোহণ ক্রমে অন্য একটি মন্ত্র পাঠ করতে হয়। দূরোহণ কি তা পরবর্তী দু-টি সূত্রে বলা হচ্ছে। ঐ. ব্রা. ২৯/৯ অংশেও সৌপর্ণসূক্তে দূরোহণ করার কথা বলা হয়েছে।

হংসঃ শুচিষদ্ ইতি পচ্ছোঽর্ধর্চশস্ ত্রিপদ্যা চতুর্থম্ অনবানম্ উক্ত্বা প্রণুত্যাবস্যেত্ ।। ১৭।। [১৪]

অনু.— 'হংসঃ-' (৪/৪০/৫) এই (মন্ত্রটি) পাদে পাদে, অর্ধাংশে অর্ধাংশে, তিন পাদে (থেমে), চতুর্থ (বারে সম্পূর্ণ মন্ত্র) একনিঃশ্বাসে পড়ে প্রণব উচ্চারণ করে থামবেন।

ব্যাখ্যা— প্রথম বারে পাদে পাদে এবং দ্বিতীয় বারে প্রত্যেক অর্ধাংশে থামতে হয়। তৃতীয়বারে তিন পাদ পড়ার পর থেমে চতুর্থ পাদের শেষে প্রণব উচ্চারণ করতে হয়। চতুর্থ বারে সম্পূর্ণ মন্ত্রই একনিঃশ্বাসে পড়ে প্রণব দিয়ে থামতে হয়। এই যে চার বার মন্ত্রটি পড়া হল তা হচ্ছে দূরোহণের 'আরোহণ'।

পুনস্ ত্রিপদ্যার্ধর্চশঃ পচ্ছ এব সপ্তমম্ ।। ১৮।। [১৪]

অনু.— আবার তিন পাদে, অর্ধাংশে অর্ধাংশে, সপ্তমবারে পাদে পাদেই (থেমে ঐ মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পঞ্চম বারে তিন পাদ পড়ার পর থেমে শেষ পাদটি পড়ে প্রণব উচ্চারণ করতে হয়। ষষ্ঠ বারে মন্ত্রের প্রত্যেক অর্ধাংশে থামতে হয়। সপ্তমবারে আবার প্রত্যেক পাদের শেষে থামতে হয়। আরোহণের ঠিক বিপরীত ক্রমে পাঠ করা হচ্ছে বলে একে 'অবরোহণ' বলে।

এতদ্ দূরোহণম্ ।। ১৯।। [১৫]

অনু.— এই (হচ্ছে) দূরোহণ।

ব্যাখ্যা— দূরোহণের এই পদ্ধতির কথা ঐ. ব্রা. ১৮/৭ অংশেও পাই। এই সূত্রটি না করলেও চলত, কারণ ১৬ নং সূত্র থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে প্রসঙ্গটি দূরোহণেরই। তবুও দূরোহণ যে দুই প্রকারের তা বোঝাবার জন্যই এই সূত্রের প্রয়োজন। স্বর্গপ্রার্থীর ক্ষেত্রে তাই চার বারই মন্ত্রটি পাঠ্য।

আ বাং রাজানাব্ ইতি নিত্যম্ ঐকাহিকম্ ।। ২০।। [১৬]

অনু.— এর পর 'আ-' (৭/৮৪) এই জ্যোতিষ্টোমের পূর্বোক্ত (সূক্তটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— দূরোহণের পর 'ইমা-' (১৬ নং সূ. দ্র.) এই সৌপর্ণসূক্তের শেষ মন্ত্রটি পাঠ করে মূল জ্যোতিষ্টোমের (আ. ৬/১/২ দ্র.) কেবল 'আ-' এই সূক্তটি পাঠ করবেন। জ্যোতিষ্টোমের অন্য মন্ত্রগুলি কিন্তু এখানে বাদ যাবে। একাহ-সম্পর্কিত মন্ত্রকে নিত্য (= স্থির) বলায় যা একাহ-সম্পর্কিত নয় তা অনিত্য বা পরিবর্তনশীল বলে বুঝতে হবে।

ইতি নু হৌণ্ডিনৌ ।। ২১।। [১৭]

অনু.— এই (হল) দুই হৌণ্ডিন (বিহার)।

ব্যাখ্যা— ৬-৮ নং সূত্রে এবং ৯-১৫ নং সূত্রে যে বিহরণের কথা বলা হয়েছে সেই দু-রকমের বিহরণকে 'হৌণ্ডিন' বিহরণ (বা বিহার বা বিহৃতি) বলা হয়। দুই বিহরণেই বিহরণের আগে স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ এবং পরে সৌপর্ণসূক্ত, দুরোহণ এবং মূল জ্যোতিষ্টোমের সূক্তটি পাঠ করতে হয়।

অথ মহাবালভিত্ ।। ২২।। [১৮]

অনু.— এ-বার মহাবালভিত্ (নামে বিহরণ বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— এর পর ২৩-৩০ নং সূত্র পর্যন্ত যা বলা হচ্ছে তা 'মহাবালভিদ্' নামে বিহরণ।

এতান্যেব ষট্ সূক্তানি ব্যতিমর্শং পচ্ছো বিহরেদ্ ব্যতিমর্শম্ অর্ধর্চশো ব্যতিমর্শম্ ঋক্শঃ ।। ২৩।। [১৯]

অনু.— এই ছ-টি সূক্তকেই পাদে পাদে ব্যতিমর্শ বিহরণ করবেন, অর্ধাংশে অর্ধাংশে ব্যতিমর্শ (করবেন); মন্ত্রে মন্ত্রে ব্যতিমর্শ (করবেন)।

ব্যাখ্যা— হৌণ্ডিন বিহৃতিতে প্রথম দু-টি সূক্তে মন্ত্রে মন্ত্রে ও পাদে পাদে, পরের দু-টি সূক্তে অর্ধাংশে অর্ধাংশে, এবং তার পরের দু-টি সূক্তে মন্ত্রে মন্ত্রে ব্যতিমর্শ (= বিপরীত) বিহরণ হয়েছিল। এখানে কিন্তু ছ-টি সূক্তেই প্রথমে পাদে পাদে, পরে অর্ধাংশে অর্ধাংশে এবং শেষে মন্ত্রে মন্ত্রে ব্যতিমর্শ বিহরণ করা হয়।

প্রগাথান্তেষু চানুপসন্তান-ঋগাবানম্ একপদাঃ শংসেত্ ।। ২৪।। [২০]

অনু.— এবং প্রগাথগুলির শেষে সংযোগবিহীন ও ঋগাবান (করে নিম্ননির্দিষ্ট) একপদাগুলি পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রথম ছ-টি বালখিল্য সূক্তে মোট ছাপ্পান্নটি মন্ত্র আছে। দু-টি করে মন্ত্রে বিহরণ হয় বলে মোট আঠাশ জোড়া মন্ত্র। বিহরণে প্রত্যেক প্রগাথের অর্থাৎ প্রত্যেক জোড়ার শেষে না জুড়ে একটি করে একপদা অর্থাৎ একপাদবিশিষ্ট মন্ত্র (২৫-২৭ নং সূ. দ্র.) পাঠ করতে হবে এবং মন্ত্রের শেষে শ্বাস নিতে হবে। 'অনুপসন্তান-ঋগাবান' পদটি দ্বন্দ্ব সমাস ও ক্রিয়াবিশেষণ। শংসনক্রিয়ার বিশেষণ বলে 'অনুপসন্তান' অংশটি দ্বারা সরাসরি সন্তান বা সংযোগ নিষিদ্ধও হচ্ছে না, আবার প্রগাথের শেষে স্পষ্টত অবসান বা বিরতিও বিহিত হচ্ছে না। প্রত্যেক প্রগাথের শেষে তাই সামিধেনীর মতো ঋক্মন্ত্রের শেষে এবং সংযোগসাধনের উদ্দেশে করণীয় প্রণব উচ্চারণ করতে কোন বাধা নেই। তাছাড়া প্রত্যেক প্রগাথের শেষে একপদার সঙ্গে উপসন্তান অর্থাৎ সংযোগ ঘটছে না বলে প্রগাথের শেষে প্রণব উচ্চারণ করে থামতে হলেও স্পষ্টত 'অবসান' শব্দের বা অব-√সো দ্বারা ঐ বিরাম বিহিত হয় নি বলে প্রণবটি তিনমাত্রারই হবে, চারমাত্রার নয়— "অতো যঃ প্রগাথান্তে প্রণবঃ স ত্রিমাত্র এব ভবতি। ঋগন্তত্বাত্ প্রণবস্য প্রাপ্তির্ অস্তি। অবসানবিধ্যভাবাচ্ চতুর্মাত্রতা নাস্তি ইতি সিদ্ধম্" (বৃত্তি)। 'ঋগাবানম্' বলায় প্রত্যেক একপদা ঋকের শেষে থামতে হবে, পরবর্তী প্রগাথের সঙ্গে ঐ একপদাকে সংযুক্ত করলে চলবে না— "অনুপসন্তানতা চ একপদানাম্ ঋগাবানবচনাদ্ এব উত্তরৈঃ প্রগাথৈর্ ন বিধাতব্যা ভবতি। অতঃ পূর্বৈঃ প্রগাথান্তৈর্ এব সম্বধ্যতে" (বৃত্তি)।

ইন্দ্রো বিশ্বস্য গোপতিরিন্দ্রো বিশ্বস্য ভূপতিরিন্দ্রো বিশ্বস্য চেততীন্দ্রো বিশ্বস্য রাজতীতি চতস্রঃ ।। ২৫।। [২১]

অনু.— 'ইন্দ্রো-' (সূ.), 'ইন্দ্রো-' (সূ.), 'ইন্দ্রো-' (সূ.), 'ইন্দ্রো-' (সূ.) এই (হল) চারটি একপদা।

ব্যাখ্যা— এই একপদাগুলি পাঠ করার নির্দেশ ঐ. ব্রা. ২৯/৮ অংশেও আছে।

একাং মহাব্রতাদ্ আহরেত্ ।। ২৬।। [২২]

অনু.— একটি (একপদা) মহাব্রত থেকে সংগ্রহ করবেন।

ব্যাখ্যা— মহাব্রতের ঐ একপদাটি হল 'ইন্দ্রো বিশ্বং বিরাজতি' (ঐ. আ. ৫/৩/১)। ঐ. ব্রা. ২৯/৮ অংশেও এই বিধানই দেওয়া হয়েছে।

ত্রয়োবিংশতিম্ অষ্টাক্ষরান্ পাদান্ মহানাম্নীভ্যঃ সপুরীষাভ্যঃ ।। ২৭।। [২৩]

অনু.— পুরীষপদসমেত মহানাম্নীগুলি থেকে তেইশটি আট-অক্ষর-বিশিষ্ট পাদ (সংগ্রহ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মহানাম্নী এবং পুরীষপদার মধ্যে যে পাদগুলিতে ব্যূহ ছাড়াই আট অক্ষর আছে সেই 'প্রচেতন প্রচেতয়' প্রভৃতি তেইশটি পদ হল তেইশটি একপদা। ঐ. ব্রা. গ্রন্থে (২৯/৮) বলা হয়েছে যতগুলি প্রয়োজন মহানাম্নী মন্ত্রগুলি থেকে ঠিক ততগুলি অষ্টাক্ষর পাদ গ্রহণ করতে হবে। এইভাবে সব নিয়ে মোট (৪ + ১ + ২৩ =) আঠাশটি একপদা হল। আঠাশটি প্রগাথের প্রত্যেকটির শেষে একটি করে একপদা পাঠ্য।

ষোডশিনোক্তঃ প্রতিগরোঽন্যত্রৈকপদাভ্যঃ ।। ২৮।। [২৪]

অনু.— একপদাগুলি ছাড়া অন্যত্র (কি) প্রতিগর (তা) ষোড়শী দ্বারা বলা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা— বিহরণের অন্তর্গত একপদার ক্ষেত্রে বিহরণ-সম্পর্কিত যে বিশেষ প্রতিগর তা করতে হয় না। অন্যত্র বিহরণে প্রতিগর হবে ষোড়শী যাগের মতোই (৬/৩/১৫ সু. দ্র.)।

অবকৃষ্যৈকপদা অবিহরণং চতুর্থং শংসেত্ ।। ২৯।। [২৫]

অনু.— চতুর্থবার একপদাগুলিকে বাদ দিয়ে বিহরণ না করে (ঐ ছ-টি সূক্তকে) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— এই মহাবালভিদ্ বিহরণে দেখা যাচ্ছে যে, সপ্তম এবং অষ্টম বালখিল্যসূক্তের সম্বন্ধে কোন উল্লেখই নেই। ১৫ নং সু. দ্র.।

সমানম্ অন্যত্ ।। ৩০।। [২৬]

অনু.— (মহাবালভিদে) অন্য (সব-কিছুই হৌণ্ডিন বিহৃতির সঙ্গে) সমান।

ব্যাখ্যা— দুই হৌণ্ডিন বিহৃতির মতো এই মহাবালভিদ্ বিহরণেও পূর্বোক্ত স্তোত্রিয়, অনুরূপ এবং সুপর্ণসূক্ত পাঠ করতে হয়।

তৃতীয় কণ্ডিকা (৮/৩)

[পৃষ্ঠ্যষড়হ ঃ ষষ্ঠ দিন— তৃতীয় সবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর শিল্পশস্ত্র, প্রতিগর]

ব্রাহ্মণাচ্ছংসিন ইমা নু কং ভুবনা সীষধামেতি পঞ্চায়া বাজং দেবহিতং সনেম ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ।। ১।।

অনু.— ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ 'ইমা-' (১০/১৫৭/১-৫) ইত্যাদি পাঁচটি (এবং) 'অয়া-' (৬/১৭/১৫) এই (একটি মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি মন্ত্র স্তোত্রিয়, পরবর্তী তিনটি মন্ত্র অনুরূপ।

অপ প্রাচ ইন্দ্রেতি সুকীর্তিঃ ।। ২।।

অনু.— 'অপ-' (১০/১৩১) এই সুকীর্তি (সূক্তও পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৩০/৩ অংশেও 'সুকীর্তি' পাঠের বিধান আছে।

তস্যার্ধর্চশশ্ চতুর্থীম্ ।। ৩।।

অনু.— ঐ (সূক্তের) চতুর্থ (মন্ত্রটিকে) অর্ধেক অর্ধেক করে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— চতুর্থ মন্ত্রটির ছন্দ অনুষ্টুপ্ বলে ৫/১৪/১১ সূত্র অনুযায়ীই তাকে অর্ধাংশে অর্ধাংশে থেমে থেমে পড়ার কথা, তবুও এখানে তা করতে বলার অভিপ্রায় এই যে, অন্যত্রও কোন শস্ত্রের মাঝে কোন মন্ত্রকে প্রাপ্তি থাকা সত্ত্বেও অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে থামতে বললে বুঝতে হবে যে, সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রের মতো তা-কে পাঠ না করে ঐ মন্ত্রকে তার নিজ ছন্দ অনুযায়ীই ঐভাবে পাঠ করতে হয়।

অথ বৃষাকপিং শংসেদ্ যথা হোতাজ্যাদ্যাং চতুর্থে ।। ৪।।

অনু.— এর পর (পৃষ্ঠ্যের) চতুর্থ (দিনে) আজ্য (শস্ত্রের) প্রথম (মন্ত্র) হোতা যে-ভাবে (পড়েন সে-ভাবে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী) বৃষাকপি (সূক্ত) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যের চতুর্থ দিনে হোতা আজ্যশস্ত্রের প্রথম মন্ত্রকে প্রথমবার পাঠের সময়ে যেমন অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে থেমে, ভেঙে ভেঙে, ন্যূঙ্খ ও নিনর্দ করে অধ্বর্যুর বিশেষ প্রতিগরের সহযোগে পাঠ করেন এখানে 'বি হি-' (১০/৮৬) এই 'বৃষাকপি' সূক্তকেও ব্রাহ্মণাচ্ছংসী সেইভাবেই পাঠ করবেন। তবে তার মধ্যে আজ্যশস্ত্রে হোতা যেমন অর্ধাংশের পরে থামেন তা অবশ্য পরের সূত্রে নিষেধ থাকায় এখানে করতে হবে না। "তেন আজ্যাদ্যায়া আদ্যো যঃ প্রয়োগঃ তাবন্‌মাত্রাদ্ এবাতিদেশে সিদ্ধে পুনর্ অভ্যাসস্য প্রাপকং নাস্তি ইতি সিদ্ধম্" বৃত্তির এই শেষ বাক্য থেকে বোঝা যাচ্ছে সূক্তের প্রথম মন্ত্রটিকে এখানে আজ্যশস্ত্রের প্রথম মন্ত্রের মতো তিনবার আবৃত্তি করতেও হবে না। 'হোতা' বলায় চতুর্থ দিনে আজ্যশস্ত্রে বিহিত সূক্তের প্রথম মন্ত্রে প্রযোজ্য বিশেষ ধর্মগুলিই নয়, হোতা-কর্তৃক প্রযুক্ত সাধারণ ধর্মগুলিরও অতিদেশ হবে— "অর্ধর্চশংসনং বিগ্রাহস্ ত্রির্-অভ্যাসো ন্যূঙ্খো নিনর্দঃ প্রতিগরশ্ চ ইতি তস্যাং ধর্মাঃ। তত্র বিগ্রাহঃ সর্বাজ্যাদ্যায়াঃ সামান্যধর্মঃ। অর্ধর্চশংসনং চ ন তস্যা এব ধর্মঃ। ত্রির্ অভ্যাসশ্ চ তাদৃশ এব। ন্যূঙ্খনিনর্দাব্ অপি ন কেবলং তস্যা এব উত্তরাসাম্ অপি সাধারণত্বাত্" (না.)। ঐ. ব্রা. ৩০/৩ অংশেও 'বৃষাকপি' পাঠের বিধান পাওয়া যায়।

পঙ্‌ক্তিশংসং ত্বিহ ।। ৫।।

অনু.— এখানে কিন্তু পংক্তির মতো পাঠ (করা হবে)।

ব্যাখ্যা— বৃষাকপিসূক্তকে আজ্যশস্ত্রের প্রথম মন্ত্রের মতো পাঠ করতে হলেও বৃষাকপি-সূক্তের ছন্দ পংক্তি বলে পংক্তিছন্দের মন্ত্রের মতোই (৫/১৪/১৩ সূ. দ্র.) সূক্তটিকে পাঠ করতে হবে, আজ্যশস্ত্রের প্রথম মন্ত্রের মতো অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে থামলে হবে না। আলোচ্য সূত্রটি থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, অতিদেশের বলে এক ছন্দের মন্ত্রকে কখনও অন্য ছন্দের মন্ত্র মতো পাঠ করা চলে না। প্রসঙ্গত ৮/৪/২ সূত্রের ব্যাখ্যাও দ্র.। ঐ সূত্রের বৃত্তিতে বৃত্তিকার বলেছেন— "অতিদেশেন অন্যচ্ছন্দসঃ শংসনম্ অন্যচ্ছন্দসো ন প্রাপ্নোতীতি। ইমম্ এবাভিপ্রায়ং ভগবান্ সূত্রকারঃ স্বয়ম্ এব প্রকটয়ন্ প্রণবান্তম্ এব প্রতিগরং পঠিতবান্। তস্য পাঠস্য ভ্রান্তিমূলতা কল্পয়িতুম্ অযোগ্যা অবিগানাত্"।

অপ্রণবান্তশ্ চ প্রতিগরো দ্বিতীয়ে পাঙ্‌ক্তাবসানে ।। ৬।।

অনু.— এবং পংক্তির দ্বিতীয় বিরামস্থলে প্রতিগর অন্তে প্রণববিহীন (হবে)।

ব্যাখ্যা— 'পংক্তিষু-' (৫/১৪/১৩) সূত্র অনুসারে বৃষাকপি-সূক্তের প্রত্যেক মন্ত্রে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পাদের পরে থামতে হয়। দ্বিতীয়বার থামার সময়ে 'ও-' (৭/১১/১৬ সূ. দ্র.) এই প্রতিগরটি প্রণব বাদ দিয়ে পাঠ করতে হবে। ৪ নং সূত্র অনুযায়ী পৃষ্ঠ্যষড়হের ষষ্ঠ দিনে চতুর্থ দিনের আজ্যশস্ত্রে পাঠ্য সূক্তের প্রথম মন্ত্রের মতো বৃষাকপি-সূক্তকে পাঠ করতে হলেও সেখানে অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে

থামা হয় বলে দ্বিতীয় অর্ধমন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ করতে হয় এবং সেই কারণে সেখানে প্রতিগরও প্রণব দিয়েই শেষ হয়। তাছাড়া ৭/১১/১৬, ২০ সূত্রে প্রতিগর প্রণবসমেতই পাঠ করা হয়েছে। এখানে কিন্তু পংক্তির মতো দুই দুই পাদে থেমে পড়া হয় বলে দ্বিতীয় অর্ধমন্ত্রের (অর্থাৎ চতুর্থ পাদের) শেষে প্রণব উচ্চারণ করা হয় না এবং সেই কারণে প্রতিগরেও প্রণব উচ্চারণ করতে হয় না। বস্তুত এই সূত্রটি 'অনুবাদ' অর্থাৎ জ্ঞাত বিষয়েরই পুনর্বিবরণ। অনুবাদের সাহায্যে বোঝান হচ্ছে যে, মূল প্রতিগরই এখানে ন্যূঙ্খ প্রভৃতি দ্বারা পরিবর্তিত করে পাঠ করা হয়। মূল প্রতিগরের কাজই সম্পন্ন করছে বলে মূল প্রতিগর অতিরিক্তরূপে প্রয়োগ করতে হয় না। 'দ্বিতীয়ে পাদ্বন্তাবসানে' বলায় এই অবসানে (= বিরতিতে) প্রতিগর প্রণবান্ত হবে না, কিন্তু অন্য অবসানে তা প্রণবান্ত অর্থাৎ প্রণব দিয়ে শেষ হতে কোন বাধা নেই।

তস্মাদ্ ঊর্ধ্বং কুন্তাপম্ ।। ৭।।

অনু.— ঐ (বৃষাকপিসূক্তের) পরে কুন্তাপ (সূক্ত পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঋক্‌সংহিতার পরিশিষ্ট অংশের 'ইদং জনা উপশ্রুতং-' ইত্যাদি সূক্তকে 'কুন্তাপসূক্ত' বলে। অথর্ববেদ-সংহিতার ২০/১২৭-১৩৬ অংশেও এই সূক্তগুলি পাওয়া যায়, তবে এখানে ঐ সংহিতার সবগুলি মন্ত্র পাঠ করা হয় না। মাধ্যন্দিন সবনেই হোক অথবা তৃতীয়সবনেই হোক, বৃষাকপিসূক্ত আগে পঠিত হয়ে থাকলে তবেই তার পরে এই কুন্তাপসূক্তও পাঠ করতে হয়। ৮/৪/১০ সূত্রের বৃত্তিতে অবশ্য বলা হয়েছে যে, মাধ্যন্দিন সবনে বৃষাকপি-সূক্তের পরে কুন্তাপসূক্ত পাঠ করতে হয় না। সম্ভবত বৃত্তিকার এ-কথাই বোঝাতে চাইছেন যে, মাধ্যন্দিনে আগে বৃষাকপিসূক্ত পড়া হয়ে থাকলে এবং তার পরে কুন্তাপসূক্ত সেখানে পড়া না হয়ে থাকলে এই তৃতীয়সবনে কিন্তু কুন্তাপসূক্ত আর তার পরিবর্তে পড়া যাবে না। কুন্তাপসূক্ত পাঠ করতে হয় বৃষাকপিসূক্তের ঠিক অব্যবহিত পরেই। অবশ্য সে-ক্ষেত্রে সংস্থাটি অগ্নিষ্টোম না হলে তবেই এই-সব প্রশ্ন।

তস্যাদিতশ্ চতুর্দশ বিগ্রাহং নিনর্দ্য শংসেত্ ।। ৮।।

অনু.— ঐ (সূক্তের) প্রথম থেকে চৌদ্দটি (মন্ত্র) ভেঙে ভেঙে নির্দ করে করে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— 'নিনর্দ্য' স্থানে 'নিনর্দং' পাঠও পাওয়া যায়। অর্থ অবশ্য একই।

তৃতীয়েষু পাদেষূদাত্তম্ অনুদাত্তপরং যত্ প্রথমং তন্(২) নিনর্দেত্ ।। ৯।।

অনু.— (কুন্তাপসূক্তের) তৃতীয় পাদগুলিতে প্রথমে যে (দুই অক্ষর) তা (অনুদাত্ত এবং) অনুদাত্তের পরবর্তী উদাত্ত করে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করবেন।

ব্যাখ্যা— কুন্তাপ সূক্তের প্রত্যেক মন্ত্রের তৃতীয় পাদের প্রথম অক্ষরকে অনুদাত্ত এবং দ্বিতীয় অক্ষরটিকে উদাত্ত করে সুস্পষ্টরূপে উচ্চারণ করবেন। এই সুস্পষ্ট উচ্চারণই এখানে 'নির্দ'।

তদ্ অপি নিদর্শনায়োদাহরিষ্যামঃ। ইদং জনা উপশ্রুত। নরাশংস স্তবিষ্যতে। ষষ্টিং সহস্রা নবতিঞ্চ চ কৌরম আ রুশমেষু দদ্মহেতম্ ।। ১০।।

অনু.— তাও নিদর্শনের জন্য উল্লেখ করব— 'ইদং-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— উদ্ধৃত মন্ত্রে 'ব' অনুদাত্ত এবং 'ষ্টি' উদাত্ত। অন্য অক্ষরগুলি একশ্রুতি। ঐ. ব্রা. ৩০/৬ অংশে 'নারাশংসী' এই নামে মন্ত্রটির পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়। পাঠান্তর— উপশ্রুতম্, কৌরব।

ওথামো দৈবোম্ ইত্যস্য প্রতিগরঃ ।। ১১।।

অনু.— এই (নিনর্দের) প্রতিগর (হচ্ছে) 'ওথামো দৈবোম্'।

ব্যাখ্যা— নিনর্দের প্রণবের ক্ষেত্রেই এই প্রতিগর এবং সেই কারণে প্রতিগরেও প্রথম অক্ষর অনুদাত্ত এবং দ্বিতীয় অক্ষর উদাত্ত হবে। অবসানে অর্থাৎ বিরতিস্থলে নিনর্দের প্রতিগর হবে প্রকৃতিযাগের মতোই।

চতুর্দশ্যাম্ একেন দ্বাভ্যাং চ বিগ্রহঃ ।। ১২।।

অনু.— (কুন্তাপের) চতুর্দশ (মন্ত্রে) এক এবং দুই (পাদে) ভাঙা হবে।

ব্যাখ্যা— 'উপ যো-' (পাঠান্তর উপ নো') এই চতুর্দশ মন্ত্রটি (খিল ৫/১১/৪) পংক্তি ছন্দের এবং এই মন্ত্রে পাঁচটি পাদ ও মোট তিনটি অর্ধাংশ রয়েছে; তার মধ্যে প্রথম অর্ধাংশে তিনটি পাদ। ঐ অংশে প্রথম পাদ পড়ে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তার পরে দুই পাদ পড়ে এই তৃতীয় পাদের পরে থামবেন।

শেষোঽর্ধর্চশঃ ।। ১৩।।

অনু.— অবশিষ্ট (অংশ) অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে থেমে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— দ্র. যে, এখানে ঠিক ৫/১৪/১৩ সূত্র অনুযায়ী পাঠ করা হল না।

এতা অশ্বা আপ্লবন্ত ইতি সপ্ততিং পদানি ।। ১৪।।

অনু.— (কুন্তাপের পরে) 'এতা-' (খিল ৫/১৫) ইত্যাদি সত্তরটি পদ (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই মন্ত্রগুলিকে 'ঐতশপ্রলাপ' বলা হয়। বৃত্তিকারের মতে শাখান্তরে সত্তরটি নয়, ছিয়াত্তরটি পদ পাওয়া যায় বলেই সূত্রকার 'সপ্ততিং' পদটির উল্লেখ করেছেন। ঐ. ব্রা. ৩০/৭ অংশে এই মন্ত্রগুলিকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'ঐতশপ্রলাপ'। দ্র. যে, 'পদ' বলতে এখানে এক একটি বাক্যাংশকে বুঝতে হবে, প্রত্যেকটি সুবন্ত বা তিঙন্ত শব্দকে নয়। খিল ৫/১৫ অংশে মোট আঠারটি মন্ত্র আছে। প্রত্যেকটি মন্ত্রে চারটি করে স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র বাক্য। শেষ মন্ত্রে আছে দুটি বাক্যাংশ। এই মোট সত্তরটি বাক্যাংশ বা পদ।

অষ্টাদশ বা ।। ১৫।।

অনু.— অথবা আঠারটি (পদ পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই আঠারটি পদ কি কি তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

নবাদ্যানি। অলাবুকং নিখাতকম্ ইতি সপ্ত বনীং হনত্ কথং হনত্ পর্বাকারং পুনঃ
পুনর্ ইতি চৈতে ।। ১৬।। [১৬, ১৭]

অনু.— (সেই আঠারটি পদ হল ঐতশপ্রলাপের) প্রথম নটি (পদ), 'অলা-' ইত্যাদি সাতটি, 'বনীং-' এবং 'পর্বা-' এই দুটি (পদ)।

ব্যাখ্যা— 'এতা অশ্বা..... শুনং ধমন্ত আসতে', 'অলাবুকং..... ক এবাং কর্করিং লিখত্', 'বনীং ইনত্ কথং হনত্', 'পর্বাকারং পুনঃ পুনঃ' (খিল ৫/১৫/১-৩, ১৫-১৮ ম.)।

বিততৌ কিরণৌ দ্বাব্ ইতি ষড্ অনুষ্টুভঃ ।। ১৭।। [১৮]

অনু.— (তার পর) 'বিততৌ-' (খিল. ৫/১৬) ইত্যাদি ছ-টি অনুষ্টুপ্ (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অ. ২০/১৩৩ সূক্তেও এই ছ-টি মন্ত্র পাওয়া যায়। এই মন্ত্রগুলিকে ঐ. ব্রা. ৩০/৭ অংশে 'প্রবহ্লিকা' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। শাখান্তরে আরও মন্ত্র পাওয়া যায় বলে সূত্রে 'ষড্' বলা হয়েছে। 'অনুষ্টুপ্- গ্রহণং বিস্পষ্টার্থম্' (সা.)।

দুন্দুভিমাহননাভ্যাং জরিতরোথামো দৈব কোশবিলে জরিতরোথামো দৈব রজনিগ্রন্থের্ধানাং জরিতরোথামো দৈবোপানহি পাদং জরিতরোথামো দৈবোত্তরাং জনীমাং জন্যাং জরিতরোথামো দৈবোত্তরাং জনীং বর্ত্মন্যাং জরিতরোথামো দৈবেতি প্রতিগরা অবসানেষু ।। ১৮।। [১৯]

অনু.— বিরতিস্থলগুলিতে প্রতিগর (হবে) 'দুন্দুভি-' (সূ.) এই (ছ-টি মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— মোট ছ-টি প্রতিগর। প্রত্যেকটি প্রতিগর 'ওথামো দৈব' শব্দে শেষ হয়েছে। ছ-টি অনুষ্টুপ্ মন্ত্রের প্রত্যেকটির বিরতিস্থলে একটি করে প্রতিগর পাঠ করতে হবে। প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে যে প্রণব তার ক্ষেত্রে প্রতিগর হবে কিন্তু প্রকৃতিযাগের মতোই।

ইহেত্থ প্রাগপাগুদগ্ ইতি চতস্রো দ্বেধাকারং প্রণবেনাসন্তন্বন্ ।। ১৯।। [২০]

অনু.— 'ইহে-' (খিল ৫/১৭) এই চারটি (মন্ত্র) প্রণবের সঙ্গে না জুড়ে দু-ভাগ করে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'ইহে-' ইত্যাদি 'আজিজ্ঞাসেন্যা' নামে চারটি মন্ত্র অ. ২০/১৩৪ সূক্তেও পাওয়া যায়। ঋক্‌সংহিতার পরিশিষ্টে এই মন্ত্রগুলি আটটি একপদারূপে পড়া থাকলেও এবং এখানে সেইভাবে ভাগ করে পড়তে হলেও আসলে এগুলি চারটি দ্বিপদা মন্ত্র। এই মন্ত্রগুলির প্রত্যেক পাদের শেষে থামতে হয় এবং প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে যে প্রণব উচ্চারণ করা হয় তার সঙ্গে পরবর্তী মন্ত্রকে সংযুক্ত করতে নেই। ফলে প্রণবেই থামতে হবে। তবে থামতে হবে এ-কথা স্পষ্ট ভাষায় 'অবস্যেত্' ইত্যাদি কোন পদ দ্বারা নির্দেশ না করায় প্রণবগুলি তিন মাত্রারই হবে, চারমাত্রার হবে না— 'অত্র আর্থিকত্বাদ্ অবসানস্য ত্রিমাত্রা এব প্রণবা ভবেয়ুঃ' (না.)। প্রবহ্লিকার শেষ মন্ত্রের শেষে যে প্রণব তার সঙ্গে 'ইহে-' এই আজিজ্ঞাসেন্যার সংযোগ হতে কিন্তু কোন বাধা নেই। ঐ. ব্রা. ৩০/৭ অংশেও আজিজ্ঞাসেন্যা মন্ত্র পাঠ করতে বলা হয়েছ।

অলাবূনি জরিতরোথামো দৈবোওম্। পৃষাতকানি জরিতরোথামো দৈবোওম্। অশ্বত্থপলাশং জরিতরোথামো দৈবোওম্। পিপীলিকাবটো জরিতরোথামো দৈবোওম্ ইতি প্রতিগরাঃ প্রণবেষু ।। ২০।। [২১]

অনু.— (ঐ চার দ্বিপদামন্ত্রের প্রণবগুলির ক্ষেত্রে) প্রতিগর (হবে) 'অলা-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— মোট চারটি প্রতিগর। প্রত্যেকটি প্রতিগর 'দৈবোওম্' শব্দে শেষ হয়েছে। প্রত্যেকটি মন্ত্রের পরে একটি করে প্রতিগর পাঠ করতে হবে। বিরতিস্থলে প্রতিগর কিন্তু প্রকৃতিযাগের মতোই।

ভুগিত্যভিগত ইতি ত্রীণি পদানি সর্বাণি যথানিশান্তম্ ।। ২১।। [২২]

অনু.— (ঐ চারটি দ্বিপদা মন্ত্রের পর) 'ভুগি-' (খিল ৫/১৮) ইত্যাদি তিনটি পদ (পাঠ করতে হবে)। সবগুলি (পদ বেদে) যেমন পঠিত রয়েছে (ঠিক তেমনভাবেই পঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— 'যথানিশান্তম্' বলায় 'ভুগি-' (অ. ২০/১৩৫/১) ইত্যাদির শেষ পদেও প্রণব উচ্চারণ করতে হবে না। এই মন্ত্রগুলিকে ঐ. ব্রা. ৩০/৭ অংশে 'প্রতিরাধ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্বা জরিতরোথামো দৈব পর্ণশদো জরিতরোথামো দৈব গোশফো জরিতরোথামো দৈবেতি প্রতিগরাঃ ।। ২২।। [২৩]

অনু.— 'শ্বা-' (সূ.), 'পর্ণ-' (সূ.), 'গো-' (সূ.) এই (হল ঐ তিনটি পদের) প্রতিগর।

বীমে দেবা অক্রংসতেত্যনুষ্টুপ্ ।। ২৩।।

অনু.— (এর পর) 'বীমে-' (খিল ৫/১৯) এই অনুষ্টুপ্ (মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৩০/৭ অংশে 'অতিবাদ' নামে এই মন্ত্রগুলির পরোক্ষ উল্লেখ আছে। 'অনুষ্টুব্‌গ্রহণং বিস্পষ্টার্থম্' (না.)।

পত্নী যীযস্যতে জরিতরোথামো দৈব হোতা বিষ্টীমেন জরিতরোথামো দৈবেতি প্রতিগরৌ ।। ২৪।।

অনু.— (এখানে) দুই প্রতিগর (হচ্ছে) 'পত্নী-' (সূ.), 'হোতা-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— প্রথম প্রতিগরটি বিরতিস্থলে পাঠ্য। দ্বিতীয় প্রতিগরটি মন্ত্রের প্রণবের সময়ে পাঠ করতে হলেও সূত্রের নির্দেশ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ঐ প্রতিগরের শেষে প্রণব উচ্চারণ করতে হবে না— 'প্রণবেঽপি অপ্রণবান্ত এব, পাঠসামর্থ্যাত্' (না.)।

আদিত্যা হ জরিতরঙ্গিরোভ্যো দক্ষিণামনয়ন্ ইতি সপ্তদশ পদানি ।। ২৫।।

অনু.— (এর পর) 'আদিত্যা-' (খিল ৫/২০/১-৫) ইত্যাদি সতেরটি পদ (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই মন্ত্রগুলিকে ঐ. ব্রা. ৩০/৮, ৯ অংশে 'দেবনীথ' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ওঁ হ জরিতরোথামো দৈব তথা হ জরিতরোথামো দৈবেতি প্রতিগরৌ ব্যত্যাসং মধ্যে ।। ২৬।। [২৫]

অনু.— মধ্যবর্তী (পদগুলিতে) পর্যায়ক্রমে 'ও-' (সূ.), 'তথা-' (সূ.) প্রতিগর।

ব্যাখ্যা— ব্যত্যাস = আবর্তন। সতেরটি পদের মধ্যে দ্বিতীয় থেকে ষোড়শ পর্যন্ত পনেরটি পদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রভৃতি জোড়সংখ্যার পদগুলিতে 'ওঁ-' এবং তৃতীয় প্রভৃতি বিজোড়সংখ্যার পদগুলিতে 'তথা-' হবে প্রতিগর। প্রথম পদে জ্যোতিষ্টোমের প্রতিগরই পাঠ করতে হবে। শেষ পদে কি প্রতিগর হবে তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

প্রণব উত্তমঃ ।। ২৭।। [২৬]

অনু.— শেষ (প্রতিগর হবে) প্রণব।

ব্যাখ্যা— শেষ পদের ক্ষেত্রে প্রতিগর হচ্ছে প্রণব।

ত্বমিন্দ্র শর্মরিণেতি ভূতেচ্ছদঃ ।। ২৮।। [২৭]

অনু.— (এর পরে) 'ত্বমি-' (খিল ৫/২১/১-৩) এই 'ভূতেচ্ছদ্' (নামে মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৩০/১০ অংশেও ভূতেচ্ছদের পাঠ বিহিত হয়েছে।

তিস্র এতা অনুষ্টুভঃ ।। ২৯।। [২৮]

অনু.— এগুলি (হচ্ছে) তিনটি অনুষ্টুপ্ (মন্ত্র)।

যদ্ অস্যা অংহুভেদ্যা ইত্যাহনস্যাঃ ।। ৩০।। [২৯]

অনু.— (এর পর) 'যদ্-' (খিল ৫/২২) এই 'আহনস্যা' (মন্ত্র)গুলি (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৩০/১০ অংশেও আহনস্যার পাঠ বিহিত হয়েছে।

আজ্যাদ্যয়োক্তাশ্ চতুর্থে ।। ৩১।। [২৯]

অনু.— (ঐ আহনস্যাগুলি কিভাবে পাঠ করবেন তা পূর্বের) চতুর্থ দিনে আজ্যশস্ত্রের প্রথম (মন্ত্র) দ্বারা বলা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যষড়হের চতুর্থ দিনের আজ্যশস্ত্রের 'আগ্নিং ন-' এই প্রথম মন্ত্রের মতোই আহনস্যাগুলিকে পাঠ করতে হয়। ৭/১১/১৫ সূ. দ্র.।

কপৃন্ নরো যদ্ ধ প্রাচীরজগন্তেতি চৈতে ।। ৩২।। [৩০]

অনু.— এবং (এর পর) 'কপৃং-' (১০/১০১/১২) ও 'যদ্ধ-' (১০/১৫৫/৪) এই দু-টি (মন্ত্র)ও (আজ্যশস্ত্রের প্রথম মন্ত্রের মতো পাঠ করতে হয়)।

ঈ ৩ ই ই ই ই ই ঈ ৩ ই ই ই ই ই ঈ ৩ ই ই ই কিময়মিদমাহো ৩ ও ৩ ও ৩ ও ৩ মোথামো দৈবোওম্ ইত্যাসাং প্রতিগরঃ ।। ৩৩।। [৩১]

অনু.— এই (মন্ত্র)গুলির প্রতিগর (হচ্ছে) 'ঈ৩-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— উপরে নির্দিষ্ট দশটি মন্ত্রে যেখানেই প্রণব উচ্চারণ করা হবে সেখানেই প্রতিগর হবে 'ঈ৩-'। অবসানে অর্থাৎ বিরতিস্থলে প্রতিগর প্রকৃতিযাগের অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমের মতোই। বৃত্তিকার কেন্ দশটি মন্ত্রের কথা বলছেন তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়, কারণ আহনস্যা-সূক্তেই মন্ত্র আছে মোট ষোলটি। তার সঙ্গে ২৮ নং এবং ৩২ নং সূত্রে নির্দিষ্ট মন্ত্রগুলিকেও ধরলে মন্ত্রের সংখ্যা আরও কিছু বেশী হয়।

দধিক্রাব্ণো অকারিষম্ ইত্যানুষ্টুপ্ ।। ৩৪।। [৩২]

অনু.— (এর পর) 'দধি-' (৪/৩৯/৬) এই অনুষ্টুপ্ (মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৩০/১০ অংশেও মন্ত্রটি বিহিত হয়েছে।

সুতাসো মধুমত্তমা ইতি চ তিস্রঃ ।। ৩৫।। [৩২]

অনু.— এবং 'সুতা-' (৯/১০১/৪-৬) ইত্যাদি তিনটি (অনুষ্টুপ্ মন্ত্রও) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৩০/১০ অংশেও প্রতীকটির উল্লেখ আছে। মন্ত্রটিকে সেখানে 'পাবমানী' বলা হয়েছে।

অব দ্রপ্সো অংশুমতীমতিষ্ঠদ্ ইতি তিস্রঃ ।। ৩৬।। [৩৩]

অনু.— (এর পর) 'অব-' (৮/৯৬/১৩-১৫) ইত্যাদি তিনটি (ত্রিষ্টুপ্ মন্ত্র পাদে পাদে থেমে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৩০/১০ অংশেও এই তৃচটি বিহিত হয়েছে।

অভ্য ম ইন্দ্রম্ ইতি নিত্যম্ ঐকাহিকম্ ।। ৩৭।। [৩৪]

অনু.— (তার পর) একাহযাগের পূর্বকথিত 'অভ্য-' (১০/৪৩) এই (সূক্তটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ৬/১/২ সূ. দ্র.। একাহযাগের অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমের উক্থ্যসংস্থার অন্য মন্ত্রগুলি এখানে শস্ত্রে বাদ যাবে।

চতুর্থ কণ্ডিকা (৮/৪)

[পৃষ্ঠ্যষড়হ ঃ ষষ্ঠ দিন— তৃতীয়সবনে অচ্ছাবাকের শস্ত্র, কোন্ কোন্ স্থলে শিল্পশস্ত্র পাঠ্য, সত্রের কোন দিনের অন্যত্র অতিদেশ হলে পালনীয় নিয়ম, পৃষ্ঠ্যের সংস্থা, বিভিন্ন পৃষ্ঠ্যষড়হের নাম]

অথাচ্ছাবাকস্য প্র ব ইন্দ্রায় বৃত্রহন্তমায়েতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ।। ১।।

অনু.— অচ্ছাবাকের স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ (হচ্ছে) 'প্র-' (ঐ. আ. ৫/২/২)।

ব্যাখ্যা— অচ্ছাবাকের স্তোত্রিয় হচ্ছে 'প্র ব ইন্দ্রায় বৃত্রহন্তমায় বিপ্রা গাথং গায়ত যজ্ জুজোষত্', 'অর্চন্ত্যর্কং দেবতা্যর্কা আস্তোভতি শ্রুতো যুবা স ইন্দ্রঃ' এবং 'উপপ্রক্ষে মধুমতি ক্ষিয়ন্তঃ পুষ্যন্তো রয়িং ধীমহে তমিন্দ্র' এই তিনটি দ্বিপদা মন্ত্র এবং অনুরূপ হচ্ছে 'বিশ্বতো দাবন্ বিশ্বতো ন আভর যং ত্বা শবিষ্ঠমীমহে', 'স সুপ্রণীতে নৃতমঃ স্বরাড়সি মংহিষ্ঠো বাজসাতয়ে' এবং 'ত্বং হ্যেক ঈশিষে সনাদ্ অমৃক্ত ওজসা' এই তিনটি দ্বিপদা।

অথৈবয়ামরুদ্ উক্তো বৃষাকপিনা ।। ২।।

অনু.— (এর পর তিনি) এবয়ামরুত্ (সূক্ত পাঠ করবেন)। বৃষাকপি সূক্ত দ্বারা (কিভাবে এই সূক্ত পাঠ করতে হয় তা) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— 'প্র-' (৫/৮৭) এই এবয়ামরুত্ সূক্তটি বৃষাকপিসূক্তের মতো পাঠ করবেন, তবে এই সূক্তের ছন্দ অতিজগতী বলে বৃষাকপিসূক্তের পংক্তির ছন্দের মন্ত্রের মতো পাঠ করলে এখানে চলবে না। প্রসঙ্গত ৫/১৪/১৩ এবং ৮/৩/৫ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। ঐ. ব্রা. ৩০/৪ অংশেও 'এবয়ামরুত্' পাঠ করতে বলা হয়েছে।

ও ৩ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও ৩ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও/২ ও ৩ ও/২ ও/২ ও/২ মদে মধোর্মদস্য মদিরস্য মদেবো ৩ ও/২ ৩ ও/২ ৩ ও/২ ৩ মোথামো দৈবোম্ ইত্যস্য প্রতিগরঃ ।। ৩।।

অনু.— এই (সূক্তের) প্রতিগর 'ও৩-' (সূ.)।

ঋতুর্জনিত্রীতি নিত্যান্যৈকাহিকানি ।। ৪।। [৩]

অনু.— 'ঋতু-' (২/১৩) ইত্যাদি একাহযাগের পূর্বনির্দিষ্ট সূক্তগুলি (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— একাহ জ্যোতিষ্টোমের 'অধা-' এবং 'ইহ-' এই দুই তৃচ ছাড়া বাকী সব মন্ত্র এখানে পাঠ করতে হবে। ৬/১/২ সূ. দ্র.। 'নিত্য' ও 'ঐকাহিক' শব্দের তাৎপর্যের জন্য ৮/২/২০ সূ. দ্র.।

এবম্-উক্থানি যত্র যত্র দ্বিপদাসু স্তুবীরন্ ।। ৫।। [৪]

অনু.— যেখানে যেখানে (উদ্গাতারা হোত্রকদের) দ্বিপদা (মন্ত্র) গুলিতে স্তব করবেন (সেখানে সেখানে) এইরকম শিল্পশস্ত্র (থাকবে)।

ব্যাখ্যা— উক্থ = শিল্প। একাহ, অহীন এবং সত্র যেখানেই তৃতীয়সবনে হোত্রকেরা যে দ্বিপদা মন্ত্রগুলি পাঠ করেন উদ্গাতারা যদি তাঁদের উক্থ্যস্তোত্রগুলিতে সেই দ্বিপদাগুলিতেই গান করে থাকেন তাহলেই হোত্রকদের উক্থ অর্থাৎ শিল্প পাঠ করতে হয়। ৮/২/১ সূত্র থেকে 'হোত্রকাণাম্' পদটির এখানে অনুবৃত্তি ঘটেছে। এ-ছাড়া এখানে 'দ্বিপদাসু' পদেও বহুবচন রয়েছে। তাই তিন হোত্রকেরই দ্বিপদায় উক্থ্যস্তোত্র পাওয়া গেলে তৃতীয়সবনে শিল্প পাঠ করতে হবে। যদি তিন হোত্রকেরই দ্বিপদায় তিন উক্থ্যস্তোত্র না পেয়ে এক অথবা দুই হোত্রকের দ্বিপদায় একটি অথবা দু-টি উক্থ্যস্তোত্র পাওয়া যাবে বলে ঠিক থাকে অর্থাৎ তিনটি উক্থ্য স্তোত্রই যদি দ্বিপদা মন্ত্রের উপর পাওয়া না যায়, একটি বা দুটি উক্থ্যস্তোত্রই যদি দ্বিপদায় পাওয়া যায় তাহলে কি হবে তা ৮ নং সূত্রে

বলা হচ্ছে— "ষষ্ঠবিশ্বজিতৌ যদ্যগ্নিষ্টোমসংস্থৌ স্যাতাং যদি বা তৃতীয়সবনে হোত্রকাণাং সর্বেষাং দ্বিপদাস্তবনং ন স্যাত্..... তত্র নির্বাহমাহ"। বৃত্তিকার এখানে বলেছেন, যে হোত্রকের দ্বিপদায় গান হবে তিনিই (তৃতীয় সবনে?) শিল্পপাঠের অধিকারী, সকলে নয়— "একস্য হোত্রকস্য দ্বয়োর্ বা হোত্রকয়োর্ যদা দ্বিপদাসু ছন্দোগাঃ স্তুবীরন্ তদা একস্য দ্বয়োর্ বা শিল্পানি কর্তব্যানি ভবন্তি, নৈবং সর্বেষাম্ অপি"। কিন্তু এ-কথাও আবার তিনি বলছেন, 'যদা সর্বেষাং দ্বিপদাস্তবনং তদৈব শিল্পান্যেবং কর্তব্যানি' (না.)।

নিত্যশিল্পং ত্বিদম্ অহঃ ।। ৬।। [৫]

অনু.— এই (ষষ্ঠ) দিনটি সর্বদা শিল্পযুক্ত।

ব্যাখ্যা— এই ষষ্ঠ দিনে পূর্ববর্ণিত শিল্পপাঠ অবশ্যই করতে হয়। অন্যত্রও যদি পৃষ্ঠ্যের ষষ্ঠ দিনের অতিদেশ হয় সেখানেও তাই শিল্পপাঠ অবশ্যই করতে হবে।

বিশ্বজিচ্ চ ।। ৭।। [৬]

অনু.— বিশ্বজিত্‌ও (অবশ্যশিল্পযুক্ত)।

ব্যাখ্যা— বিশ্বজিত্ দিনেও শিল্প পাঠ অবশ্যই কর্তব্য।

তৌ চেদ্ অগ্নিষ্টোমৌ যদি বোক্থ্যেম্বদ্বিপদাসু স্তুবীরন্ মাধ্যন্দিন এবোর্ধ্বম্ আরম্ভণীয়াভ্যঃ প্রকৃত্যা শিল্পানি শংসেয়ুঃ ।। ৮।। [৭]

অনু.— ঐ দুই (দিন) যদি অগ্নিষ্টোমযুক্ত (হয়) অথবা উদ্‌গাতারা যদি উক্থ্য-স্তোত্রগুলিতে দ্বিপদাভিন্ন (অন্য কোন) মন্ত্রগুলিতে গান করেন (তাহলে) মাধ্যন্দিন (সবনে)-ই আরম্ভণীয়ার পরে (হোত্রকেরা) স্বাভাবিকভাবে শিল্পপাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যষড়হের ষষ্ঠ দিনে এবং সত্রের বিশ্বজিত্ নামে দিনে উক্থ্য-সংস্থার অনুষ্ঠান না হয়ে যদি অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান হয় তাহলে সেখানে তৃতীয়সবনে উক্থ্যস্তোত্র থাকে না। সে-ক্ষেত্রে তাহলে শিল্পপাঠের সুযোগ কোথায়? আবার উক্থ্যসংস্থার অনুষ্ঠান হলেও হোত্রকেরা তাঁদের নিজ নিজ শস্ত্রে যে দ্বিপদা মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন বলে ঠিক করা আছে, উদ্‌গাতারা যদি তাঁদের উক্থ্যস্তোত্রে সেই দ্বিপদাগুলিতে গান করবেন না বলে স্থির করে থাকেন অথবা তিন জনের নয়, দু-জন অথবা একজন হোত্রকেরই পাঠ্য দ্বিপদায় গান করবেন বলে ঠিক করেন তাহলেই বা শিল্পের স্থান সেখানে কোথায়? সে-ক্ষেত্রে হোত্রকেরা সকলেই তৃতীয় সবনে নয়, মাধ্যন্দিন সবনেই আরম্ভণীয়া মন্ত্রের পরে অবিকৃতভাবে অর্থাৎ বিহার, ন্যূঙ্খ প্রভৃতি পরিবর্তন ছাড়াই শিল্পপাঠ করবেন। কে কি কি শিল্পপাঠ করবেন তা ৯-১১ নং সূত্রে বলা হচ্ছে। 'প্রকৃত্যা' বলায় এই সব শিল্পে ন্যূঙ্খ, নিনর্দ ইত্যাদি হয় না। এগুলি তাই 'অবিকৃত শিল্প'। এই সূত্রের ব্যাখ্যার আরম্ভে বলা হয়েছে "শিল্পানাং প্রবৃত্তৌ হোত্রকাণাং সর্বেষাং তৃতীয়সবনে দ্বিপদাস্তবনং নিমিত্তম্ ইত্যুক্তম্। ষষ্ঠবিশ্বজিতৌ নিত্যশিল্পৌ ইত্যেতদ্ অপ্যুক্তম্" (না.)।

বার্হতান্যেব সূক্তানি বালখিল্যানাং মৈত্রাবরুণঃ ।। ৯।। [৮]

অনু.— মৈত্রাবরুণ (কেবল) বালখিল্য সূক্তগুলির (মধ্যে) বৃহতী (ছন্দের) সূক্তগুলিই (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মাধ্যন্দিন সবনে শিল্পশস্ত্র হলে মৈত্রাবরুণ কেবল ৮/৪৯-৫৪ এই ছ-টি বৃহতী ছন্দের বালখিল্য শিল্পসূক্তই পাঠ করবেন, অন্য কোন শিল্প তিনি পাঠ করবেন না।

সুকীর্তিং ব্রাহ্মণাচ্ছংসী বৃষাকপিং চ পংক্তিশংসম্ ।। ১০।। [৯]

অনু.— ব্রাহ্মণাচ্ছংসী 'সুকীর্তি' এবং পংক্তি অনুযায়ী পাঠ্য 'বৃষাকপি' (সূক্ত পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মাধ্যন্দিন শিল্পশস্ত্রের ক্ষেত্রে পংক্তিছন্দ অনুযায়ী পাঠ্য বৃষাকপিসূক্তের পরে ভিন্ন ছন্দে গ্রথিত কুন্তাপসূক্ত আর তাঁকে পাঠ করতে হয় না। ঐ. ব্রা. ৩০/৩ অংশেও সুকীর্তি ও বৃষাকপি পাঠ করতে বলা হয়েছে। ৮/৩/২, ৪, ৭ সূ. দ্র.।

দ্যৌর্ন য ইন্দ্রেত্যচ্ছাবাকঃ ।। ১১।। [১০]

অনু.— অচ্ছাবাক 'দ্যৌ-' (৬/২০) এই (সূক্ত শিল্প-রূপে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মাধ্যন্দিন সবনে শিল্পশস্ত্র পাঠ করতে হলে অচ্ছাবাক আরম্ভণীয়া মন্ত্রের পরে এই সূক্তটি পাঠ করবেন। এইটিই তাঁর শিল্প।

প্রত্যেবয়ামরুদ্ ইত্যেতদ্ আচক্ষতে ।। ১২।। [১১]

অনু.— এই (সূক্তকে আচার্যেরা) 'প্রত্যেবয়ামরুত্' বলেন।

হোতৈবয়ামরুতম্ আগ্নিমারুতে পুরস্তান্ মারুতস্য পচ্ছঃ সমাসম্ উত্তমে পদে ।। ১৩।। [১২]

অনু.— হোতা আগ্নিমারুত (শস্ত্রে) মারুত (নিবিদ্ধান সূক্তের) আগে এবয়ামরুত্ (সূক্ত) পাদে পাদে থেমে (পাঠ করবেন এবং প্রত্যেক মন্ত্রের) শেষ দু-টি পাদকে একসঙ্গে (পড়বেন)।

ব্যাখ্যা— ষষ্ঠ দিনে এবং বিশ্বজিতে অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান হলে অথবা তৃতীয়সবনে উদ্‌গাতারা তিনটি উকথ্যস্তোত্রেই দ্বিপদা মন্ত্রে গান না করলে হোতা আগ্নিমারুত শস্ত্রে মারুত নিবিদ্ধানের আগে ২ নং সূত্রে নির্দিষ্ট এবয়ামরুত্ সূক্তটি (৫/৮৭) পাঠ করবেন। এই সূক্তের মন্ত্রগুলি অতিজগতী ছন্দের এবং প্রত্যেক মন্ত্রে পাঁচটি করে পাদ আছে। 'সর্বাশ্চেবাচতুষ্পদাঃ' (৫/১৪/১২ সূ. দ্র.) অনুসারে মন্ত্রের প্রত্যেক অর্ধাংশে থামার কথা, কিন্তু তা না করে প্রত্যেক পাদের শেষে থামবেন। শেষ দু-টি পাদকে একসঙ্গে পড়ে শেষে প্রণব উচ্চারণ করবেন। সূত্রে 'হোতা' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে এই নিয়মটি অচ্ছাবাকের সঙ্গে যে যুক্ত নয় তা বোঝাবার জন্যই। সূক্তটি অচ্ছাবাকের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলেও আগ্নিমারুত শস্ত্রে আগন্তুক সূক্তরূপেই হোতা তা পাঠ করবেন। এই সূক্তটি মারুত নিবিদ্ধান সূক্ত নয়, আগন্তু সূক্তই। এই সূক্তে ৫/১০/১৯ অনুসারে আহাব হবে, মারুতসূক্তে আহাব হবে ৫/১০/২০ সূত্র অনুযায়ী।

ষষ্ঠে ত্বেব পৃষ্ঠ্যাহন্যহরহঃশস্যস্যৈকভূয়সীঃ শস্ত্বা মৈত্রাবরুণো দূরোহণং রোহেত্ ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— কেবল ষষ্ঠ পৃষ্ঠ্যদিনেই কিন্তু মৈত্রাবরুণ অহরহঃশস্য (সূক্তের অর্ধেকের থেকে) একটি বেশী (মন্ত্র) পড়ে দূরোহণ পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— বিশ্বজিত্ এবং পৃষ্ঠ্যষড়হে মধ্যন্দিন সবনে শিল্প পাঠ করা হলেও পৃষ্ঠ্যষড়হের ষষ্ঠ দিনেই মৈত্রাবরুণ ৭/৪/৮ সূত্রে উল্লিখিত পাঁচ-মন্ত্রের অহরহঃশস্য সূক্তের তিনটি মন্ত্র পড়ে দূরোহণ পাঠ করবেন। বিশ্বজিতে কিন্তু এই দূরোহণ পাঠ করতে হয় না। পৃষ্ঠ্যষড়হেরই প্রসঙ্গ চলছে, তবুও আবার 'পৃষ্ঠ্য' বলায় বুঝতে হবে ৮/২/১৬ সূত্রের দূরোহণ এবং এই পৃষ্ঠ্যষড়হের ষষ্ঠ দিনের দূরোহণ এক নয়। এই দূরোহণে তাই আহাব বিহিত না হওয়ায় আহাব করতে হবে না। সূত্রে সংক্ষেপে কম অক্ষরে 'তিস্রঃ' না বলে বেশী অক্ষর ব্যয় করে 'একভূয়সীঃ' বলায় সম্পাতসূক্তের (পরবর্তী সূ. দ্র.) ক্ষেত্রেও আলোচ্য নিয়ম প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে।

সম্পাতসূক্ত একাহীভবত্সু ।। ১৫।। [১৪]

অনু.— (পৃষ্ঠ্যের ষষ্ঠ দিনটি অন্যত্র বিচ্ছিন্ন) একাহরূপে প্রযুক্ত হতে থাকলে সম্পাতসূক্তে (দূরোহণ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যষড়হের ষষ্ঠ দিনটিকে যদি কোন একাহযাগে বিচ্ছিন্নরূপে অতিদেশ বা প্রয়োগ করা হয় তাহলে ঐ যাগে পরবর্তী সূত্র অনুযায়ী অহরহঃশস্য থাকে না। অহরহঃশস্য না থাকায় সেখানে মাধ্যন্দিন সবনে শিল্প প্রয়োগ করা হলে মৈত্রাবরুণ কোথায় দূরোহণ পাঠ করবেন? সম্পাতসূক্তের (৭/৫/২০ সূ. দ্র.) স্থানে তিনি দূরোহণ করবেন। পৃষ্ঠ্যের ষষ্ঠ দিবসটি কর্তৃপদ হওয়া সত্ত্বেও সূত্রে 'একাহীভবতি' না বলে 'একাহীভবত্সু' এই বহুবচনের পদ থাকায় কোন অহীনযাগে পৃষ্ঠ্যের ষষ্ঠ দিনটি যদি প্রথম দিনেই অনুষ্ঠিত হয় তাহলেও ঐ অহীনযাগটি একাহ না হওয়া সত্ত্বেও একাহের মতোই এবং তাই সম্পাতসূক্তের স্থানেই সেখানে দূরোহণ পাঠ করতে হবে, কারণ ৭/১/১৫ সূত্র অনুযায়ী অহর্গণের প্রথম দিনে অহরহঃশস্য প্রযোজ্য নয়। পৃষ্ঠ্যের ষষ্ঠ

দিনটি সেখানে একাহ না হয়েও কার্যত একাহেরই মতো। অহরহঃশস্য নেই বলে ১৪ নং সূত্রের পরিবর্তে এই ১৫ নং সূত্র অনুযায়ী সেখানে তাই সম্পাতসূক্তেই অর্ধেকের অপেক্ষায় একটি মন্ত্র বেশী পড়ে দূরোহণ পাঠ করতে হবে। দ্র. যে, আ. ৭/১ কণ্ডিকা বা খণ্ডে যে যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি যদি সত্রের অন্তর্গত কোন বিশেষ দিনে কোন কারণে কোথাও না থাকে তাহলে ঐ দিনটি অহর্গণের অন্তর্গত হলেও একাহেরই মতো বলে বিবেচিত হয়।

ন হ্যেকাহীভবৎস্বহরহঃশস্যানি নারম্ভণীয়া ন কদ্বন্তঃ ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— (সত্রের) দিনগুলি (বিচ্ছিন্ন) একাহ (-রূপে প্রযুক্ত) হতে থাকলে (সেখানে) না (থাকে) অহরহঃশস্য, না আরম্ভণীয়া, না কদ্বান্ (প্রগাথ)।

ব্যাখ্যা— হি = প্রসিদ্ধ, জানা কথা। যে দিনগুলি বা যাগগুলি কোন অহর্গণের অর্থাৎ কয়েকদিনব্যাপী বা অনেকদিনব্যাপী যজ্ঞের অঙ্গ বা অংশ, সেই দিনগুলির যা যা বৈশিষ্ট্য সেখানে বর্তমান তা ঐ দিনগুলি অন্যত্র বিচ্ছিন্ন একাহরূপে প্রযুক্ত হলে যে বর্তমান থাকে না তা জানা কথাই— এই হচ্ছে 'হি' শব্দের তাৎপর্য। আগের সূত্রে 'একাহীভবৎসু' বলা হয়ে থাকলেও বর্তমান ও পরবর্তী সূত্রের বিধানটি যে কেবল পৃষ্ঠ্যের ষষ্ঠ দিনটির সম্পর্কেই নয়, সত্রের যে-কোন দিনের অন্যত্র বিচ্ছিন্ন একাহরূপে প্রয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা বোঝাবার জন্যই আলোচ্য সূত্রে আবার 'একাহীভবৎসু' বলা হয়েছে। 'হি' বলায় একই যুক্তিতে তার্ক্ষ্যসূক্ত, প্রাক্-জাতবেদস্য ইত্যাদিও অহর্গণের ধর্ম বলে একাহে সেগুলি প্রযুক্ত হবে না— "অতস্ তুল্যন্যায়ানাং তার্ক্ষ্যজাতবেদস্যাদীনাম্ একাহীভবৎসু প্রবৃত্তিনিষেধঃ সিদ্ধো ভবতি" (বৃত্তি)। সত্রের যে-কোন একটি দিনকে যদি তাই বিচ্ছিন্নরূপে কোথাও কোন একাহযাগের অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয় তাহলে অহর্গণের সদস্যরূপে ঐ দিনের যে-সব বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিল সেই বৈশিষ্ট্যগুলি বিসর্জন দিয়েই একাহে তার অনুষ্ঠান করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সত্রে 'চতুর্বিংশ' প্রভৃতি দিনে মাধ্যন্দিন সবনে হোত্রকদের স্তোত্রিয়, অনুরূপ, কদ্বান্ প্রগাথ, আরম্ভণীয়া, অহীনসূক্ত ও অহরহঃশস্য সূক্ত পাঠ করতে হয়। মৈত্রাবরুণ অবশ্য আগে অহরহঃশস্য সূক্ত পড়ে পরে অহীনসূক্ত পাঠ করেন। ষড়হে ও ষড়হানুসারী দিনে অবশ্য সকলকেই অহীনসূক্তের পরিবর্তে সম্পাতসূক্ত পাঠ করতে হয়। এই সূত্র থেকে জানা গেল যে, সত্রে কোন একটি দিন কোথাও একাহরূপে প্রযুক্ত হলে সেখানে শস্ত্রে কদ্বান্ ইত্যাদি বাদ যায়। কদ্বানের স্থান শূন্য হওয়ায় সেখানে কি করতে হয় তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

কদ্বতাং স্থানে নিত্যান্ প্রগাথাঞ্ শস্ত্বা সম্পাতান্ এব সম্পাতবৎস্বহীনসূক্তানীতরেষু ততোঽন্ত্যান্যৈকাহিকানি ।। ১৭।। [১৬]

অনু.— (বিচ্ছিন্নরূপে একাহে প্রযুক্ত হলে) কদ্বান্‌গুলির স্থানে (জ্যোতিষ্টোমের) পূর্বোক্ত প্রগাথগুলি পাঠ করে সম্পাতযুক্ত (দিন-)গুলিতে সম্পাত (-সূক্ত এবং) অন্য (দিনগুলিতে) অহীনসূক্ত (পাঠ করে) (তার পরে দুই ক্ষেত্রেই মূল) একাহযাগের শেষ (সূক্তগুলি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— সত্রে কদ্বান্‌যুক্ত দিনগুলির মধ্যে কতকগুলি দিন সম্পাতসূক্তবিশিষ্ট, কতকগুলি দিন আবার সম্পাতসূক্তবিহীন। তার মধ্যে সম্পাতসূক্তবিশিষ্ট কদ্বান্‌যুক্ত দিনের অর্থাৎ সত্রের যে দিনগুলিতে পৃষ্ঠ্য অথবা অভিপ্লবের (মতো) অনুষ্ঠান হয় সেই দিনগুলির কোথাও বিচ্ছিন্ন বিকৃতি একাহরূপে অনুষ্ঠান হলে সেখানে (শূন্য) কদ্বান্ প্রগাথের স্থানে (পূর্বসূত্র দ্র.) জ্যোতিষ্টোমের মূল প্রগাথ পাঠ করে সম্পাতসূক্ত পাঠ করবেন এবং তার পর জ্যোতিষ্টোমেরই অন্তিম সূক্তগুলি পাঠ করবেন। সত্রে যে দিনগুলিতে সম্পাতসূক্ত থাকে না সেই সম্পাতবিহীন কদ্বান্‌যুক্ত চতুর্বিংশ প্রভৃতি দিনগুলির কোথাও বিচ্ছিন্ন বিকৃতি একাহরূপে প্রয়োগ হলে সেখানে কদ্বানের স্থানে জ্যোতিষ্টোমের মূল প্রগাথ পাঠ করে অহীনসূক্ত পাঠ করবেন এবং তার পর জ্যোতিষ্টোমেরই অন্তিম সূক্তগুলি পাঠ করবেন। তাহলে সংক্ষেপে পাঠক্রম হল এই— জ্যোতিষ্টোমের প্রগাথ (কদ্বানের পরিবর্তে), সম্পাতসূক্তযুক্ত দিনে সম্পাতসূক্ত এবং অহীনসূক্তযুক্ত দিনে অহীনসূক্ত, তার পরে দুই ক্ষেত্রেই জ্যোতিষ্টোমে বিহিত সংশ্লিষ্ট অন্তিম সূক্ত। প্রসঙ্গত ৯/১০/৪,৫ সূ. দ্র.।

সম্পাতবৎসু তু সর্বস্তোমেষু প্রাকৃতে বৈকাহেঽহীনসূক্তান্যাদিতস্ তৃতীয়ানি ।। ১৮ ।। [১৭]

অনু.— সর্বস্তোমবিশিষ্ট সম্পাতযুক্ত (দিন)গুলি অথবা (সর্বস্তোমবিশিষ্ট হয়ে) মূল একাহ (যাগ সত্রে অথবা অহীনে বা অন্যত্র অনুষ্ঠিত হলে) কিন্তু অহীনসূক্ত (অন্য সূক্তগুলির) আগে তৃতীয় (সূক্তরূপে পঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— সূত্রে 'তু' বলায় বুঝতে হবে যে, এই সূত্র এবং পরবর্তী সূত্রটি সত্রের কোন বিশেষ দিন অথবা মূল জ্যোতিষ্টোম সর্বস্তোমযুক্ত অথবা সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হয়ে প্রযুক্ত হলেও এবং অন্যত্র বিচ্ছিন্ন-রূপে প্রযুক্ত হলেও প্রযোজ্য। ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ, ত্রিণব, ত্রয়স্ত্রিংশ এই ছটি স্তোমকে মিলিতভাবে বলা হয় সর্বস্তোম। সত্রে যে-দিন সম্পাতসূক্ত পাঠ করতে হয় সেই অভিপ্লব বা পৃষ্ঠ্যষড়হের কোন দিনের সত্রেই প্রয়োগ হোক অথবা বিচ্ছিন্নরূপে কোন একাহেই প্রয়োগ হোক, ঐ দিনে স্তোত্রগুলি যদি সর্বস্তোমবিশিষ্ট হয়ে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে হোত্রকদের শস্ত্রে যে দুটি করে সূক্ত আছে তার আগে অহীনসূক্তকে তৃতীয় সূক্তরূপে পাঠ করতে হবে। ফলে [ক] সত্রে সম্পাতসূক্ত-বিশিষ্ট (অর্থাৎ ষড়হ) দিনে মৈত্রাবরুণকে যথাক্রমে অহীন, অহরহঃশস্য এবং সম্পাত এই তিনটি সূক্ত পাঠ করতে হবে। অপর দুই হোত্রক পাঠ করবেন যথাক্রমে অহীন, সম্পাত, অহরহঃশস্য সূক্ত (চতুর্বিংশের মাধ্যন্দিন সবনের অনুষ্ঠানক্রম এবং ১৬নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.)। [খ] সম্পাতসূক্ত-বিশিষ্ট দিনের কোথাও বিচ্ছিন্ন একাহরূপে অনুষ্ঠান হলে হোত্রকদের ১৬ নং সূত্রের নিষেধ অনুযায়ী অহরহঃশস্য পাঠ করতে হয় না বলে সেখানে সূক্তের ক্রম হবে অহীন, সম্পাত এবং জ্যোতিষ্টোমের অন্তিম সূক্ত (১৭ নং সূ. দ্র.)। [গ] মূল জ্যোতিষ্টোম যাগই যদি সত্রে এবং অহীনে সর্বস্তোমবিশিষ্ট হয়ে অনুষ্ঠিত হয় (১১/৬/২ সূ. দ্র.) তাহলে মৈত্রাবরুণ এবং ব্রাহ্মণাচ্ছংসী নিজ নিজ অহীনসূক্ত পাঠ করে ঐ মূল প্রকৃতিযাগেরই দু-টি সূক্ত পাঠ করবেন। অচ্ছাবাক অহীনসূক্ত পাঠ করে প্রকৃতিযাগের 'ভূয়-' এবং চতুর্বিংশের 'অভি-' এই অহরহঃশস্য সূক্ত পাঠ করবেন। [ঘ] জ্যোতিষ্টোম সর্বস্তোমবিশিষ্ট হয়ে (বিকৃত) একাহরূপে অনুষ্ঠিত হলে তিন হোত্রককেই প্রথমে অহীনসূক্ত এবং তার পরে জ্যোতিষ্টোমেরই দুটি দুটি সূক্ত পাঠ করতে হবে।

সামসূক্তানি সপ্রগাথানি সর্বপৃষ্ঠেষু পৃষ্ঠানি ।। ১৯।। [১৮]

অনু.— সর্বপৃষ্ঠ (যাগ-)গুলিতে পৃষ্ঠগুলি প্রগাথসমেত সামসূক্ত (-যুক্ত হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি অহর্গণে সম্পাতসূক্তযুক্ত অথবা অহীনসূক্তযুক্ত কোন দিন অথবা মূল জ্যোতিষ্টোম সর্বপৃষ্ঠরূপে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে মাধ্যন্দিন সবনে হোত্রকদের শস্ত্রের পূর্ববর্তী স্তোত্রে শাকর, বৈরাজ এবং রৈবত সাম গাওয়া হবে এবং শস্ত্রে প্রগাথসমেত সামসূক্ত পাঠ করতে হবে। [ক] অহর্গণে সম্পাতসূক্তযুক্ত (= ষড়হ) দিনগুলি সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হলে তিন হোত্রকই শাকর প্রভৃতি কোন সামের স্তোত্রিয়, অনুরূপ, সামপ্রগাথ (৭/৩/১৬-২০; ৮/৭/১১ সূ. দ্র.), কদ্বান্ প্রগাথ, আরম্ভণীয়া, সামসূক্ত (৮/৭/১১, ১২ সূ. দ্র.), অহীনসূক্ত, অহরহঃশস্য সূক্ত এবং সম্পাতসূক্ত, (ব্রাহ্মণাচ্ছংসী এবং অচ্ছাবাক আগে সম্পাতসূক্ত এবং পরে অহরহঃশস্য সূক্ত) পাঠ করবেন। [খ] অহর্গণে অহীনসূক্তযুক্ত দিনগুলি অর্থাৎ যে দিনগুলিতে চতুর্বিংশের মতো অনুষ্ঠান হয় সেই দিনগুলি সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হলে হোত্রকেরা স্তোত্রিয়, অনুরূপ, সামপ্রগাথ, কদ্বান্, আরম্ভণীয়া, সামসূক্ত, অহরহঃশস্য এবং অহীনসূক্ত (মৈত্রাবরুণ ছাড়া অপর দুই হোত্রক আগে অহীনসূক্ত এবং পরে অহরহঃশস্য) পাঠ করবেন। [গ] বিশ্বজিৎ যাগ সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হলে অবশ্য ৮/৭/৬ সূত্র অনুযায়ী অনুরূপ তৃচের পরে বামদেব্য প্রভৃতি সামের যোনি পাঠ করতে হয়। [ঘ] অহর্গণে জ্যোতিষ্টোম সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হলে সামসূক্ত, অহীনসূক্ত, অহরহঃশস্য এবং প্রকৃতিযাগের শেষ সূক্ত (মৈত্রাবরুণ ছাড়া অপর দুই হোত্রক অহরহঃশস্য শেষে) পাঠ করবেন। [ঙ] বিকৃতি একাহে সম্পাতসূক্তযুক্ত দিন সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হয়ে অনুষ্ঠিত হলে ১৭নং সূত্র অনুযায়ী কদ্বান্ প্রগাথের স্থানে প্রকৃতিযাগের প্রগাথ পাঠ করে সামসূক্ত, অহীনসূক্ত, সম্পাতসূক্ত এবং প্রকৃতিযাগের অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমের অন্তিম সূক্ত পাঠ করবেন। [চ] বিকৃতি একাহে সত্রের অহীনসূক্তযুক্ত কোন দিনের সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট করে অনুষ্ঠান করতে হলে এই চার সূক্তের মধ্যে সম্পাতসূক্ত বাদ দিতে হয়। [ছ] জ্যোতিষ্টোম বিকৃতি একাহে সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হলে সামসূক্ত, অহীনসূক্ত এবং জ্যোতিষ্টোমের দুটি দুটি সূক্ত পাঠ করবেন।

এ পর্যন্ত যা বলা হল তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে— (১) জ্যোতিষ্টোমের সর্বস্তোমবিশিষ্ট হয়ে একাহে প্রয়োগ— ১৮ নং সূ. দ্র.। (২) জ্যোতিষ্টোমের সর্বস্তোমবিশিষ্ট হয়ে অহর্গণে প্রয়োগ— ঐ। (৩) জ্যোতিষ্টোমের সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হয়ে একাহে প্রয়োগ— ১৯ নং সূ. দ্র.। (৪) জ্যোতিষ্টোমের সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হয়ে অহর্গণে প্রয়োগ— ঐ। (৫) 'চতুর্বিংশ' প্রভৃতি দিনের একাহে প্রয়োগ— ১৬-

১৭ নং সূ. দ্র.। (৬) চতুর্বিংশ প্রভৃতি দিনের সর্বস্তোমবিশিষ্ট হয়ে একাহে প্রয়োগ— বৈশিষ্ট্য অনুক্ত; ১৮ নং সূ. দ্র.। (৭) চতুর্বিংশ প্রভৃতি দিনের সর্বস্তোমবিশিষ্ট হয়ে অহর্গণে প্রয়োগ— অনুক্ত। (৮) চতুর্বিংশ প্রভৃতি দিনের সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হয়ে একাহে প্রয়োগ— ১৬, ১৭, ১৯ নং সূ. দ্র.। (৯) চতুর্বিংশ প্রভৃতি দিনের সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হয়ে অহর্গণে প্রয়োগ— ১৯ নং সূ. দ্র.। (১০) ষড়হের একাহে প্রয়োগ— ১৬,১৭ নং সূ. দ্র.। (১১) ষড়হের সর্বস্তোমবিশিষ্ট হয়ে একাহে প্রয়োগ— ১৬, ১৮ নং সূ. দ্র.। (১২) ষড়হের সর্বস্তোমবিশিষ্ট হয়ে অহর্গণে প্রবেশ— ১৮ নং সূ. দ্র.। (১৩) ষড়হের সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হয়ে একাহে প্রয়োগ— ১৬, ১৭, ১৯ নং সূ. দ্র.। (১৪) ষড়হের সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হয়ে অহর্গণে প্রবেশ— ১৯ নং সূ.দ্র.। (১৫) 'বিশ্বজিত্' দিনের সর্বপৃষ্ঠবিশিষ্ট হয়ে প্রয়োগ— ১৯ নং সূ. দ্র.।

পৃষ্ঠ্যে সংস্থাঃ ।। ২০।। [১৯]

অনু.— পৃষ্ঠ্য (ষড়হে কোন্ দিন কি) সংস্থা (তা এ-বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— যদিও কোন্ দিন কোন্ বিশেষ সংস্থার অনুষ্ঠান হবে তা নির্ভর করে অধ্বর্যুদের মতের উপর (৮/১৩/৩৬ সূ. দ্র.), তা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে তা-ই এখানে বলা হচ্ছে।

অগ্নিষ্টোমঃ প্রথমং ষোড়শী চতুর্থম্ উক্থ্যা ইতরে ।। ২১।। [২০]

অনু.— প্রথম (দিন) অগ্নিষ্টোম, চতুর্থ(দিন) ষোড়শী, অন্য(দিন)গুলি উক্থ্য।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যষড়হে তাহলে অনুষ্ঠানক্রম হচ্ছে— অগ্নিষ্টোম, দুই উক্থ্য, ষোড়শী, দুই উক্থ্য।

ইতি পৃষ্ঠ্যঃ। প্রত্যক্ষপৃষ্ঠঃ ।। ২২ ।। [২১, ২২]

অনু.— এই (হল) পৃষ্ঠ্য। (এই পৃষ্ঠ্য হচ্ছে) প্রত্যক্ষপৃষ্ঠ।

ব্যাখ্যা— এই যে পৃষ্ঠ্য তার বিজোড় দিনে প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে রথন্তর সাম এবং জোড় দিনগুলিতে বৃহত্সাম গাওয়া হয়। যে পৃষ্ঠ্যষড়হে মাধ্যন্দিনসবনে প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে প্রথম দিনে রথন্তর, দ্বিতীয় দিনে বৃহত্, তৃতীয় দিনে রথন্তর ও বৈরূপ, চতুর্থ দিনে বৃহত্ ও বৈরাজ, পঞ্চম দিনে রথন্তর ও শাক্বর এবং ষষ্ঠ দিনে বৃহত্ ও রৈবত সাম গাওয়া হয় (৭/৫/২-৪ সূ. দ্র.) অর্থাৎ তৃতীয় দিন থেকে দু-টি করে সামের সমুচ্চয় হয়, তাকে 'প্রত্যক্ষপৃষ্ঠ' বলা হয়।

অন্যৈঃ পরোক্ষপৃষ্ঠঃ ।। ২৩।।

অনু.— অন্য(সাম) দিয়ে (অনুষ্ঠান হলে বলা হয়) পরোক্ষপৃষ্ঠ।

ব্যাখ্যা— বৃহত্, রথন্তর ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন সামে পৃষ্ঠস্তোত্র হলে তাকে 'পরোক্ষপৃষ্ঠ' বলে।

এতৈর্ বোপসৃষ্টৈঃ ।। ২৪।।

অনু.— অথবা (অন্য মন্ত্রের সঙ্গে) সংশ্লিষ্ট এই (সামগুলি) দিয়ে (অনুষ্ঠান হলেও 'পরোক্ষপৃষ্ঠ' হতে পারে)।

ব্যাখ্যা— যদি বৃহত্, রথন্তর প্রভৃতি সামগুলিকে তাদের নিজ নিজ যোনিমন্ত্রে না গেয়ে অন্য কোন মন্ত্রে গাওয়া হয় তাহলেও সেই ষড়হকে 'পরোক্ষপৃষ্ঠ' বলা হবে।

বৈরূপাদীনাম্ অভাবে পৃষ্ঠ্যস্তোমঃ ।। ২৫।।

অনু.— বৈরূপ প্রভৃতির অভাবে পৃষ্ঠ্যস্তোম (ষড়হ হয়)।

ব্যাখ্যা— যদি তৃতীয় প্রভৃতি দিনে বৈরূপ প্রভৃতি দ্বিতীয় সামগুলি (২২ নং সূ. দ্র.) গাওয়া না হয়, কেবল রথন্তর এবং বৃহত্ সামই ক্রমান্বয়ে গাওয়া হতে থাকে তাহলে সেই ষড়হকে 'পৃষ্ঠ্যস্তোম' বলে।

পবমানভাব আপর্ক্যপৃষ্ঠ্যঃ ।। ২৬।।

অনু.— পবমানে (গাওয়া) হলে আপর্ক্যপৃষ্ঠ্য (বলা হয়)।

ব্যাখ্যা— যদি ঐ বৃহত্, রথন্তর প্রভৃতি সামগুলি প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে না গেয়ে মাধ্যন্দিন পবমানস্তোত্রে গাওয়া হয়, তাহলে তা-কে 'আপর্ক্যপৃষ্ঠ্য' ষড়হ বলে।

তনূপৃষ্ঠ্যো হোতুশ্ চেচ্ছ্যৈতনৌধসে ।। ২৭।।

অনু.— যদি হোতার (শস্ত্রের ঠিক পূর্ববর্তী স্তোত্রে) শ্যৈত এবং নৌধস (সাম গাওয়া হয় তাহলে সেই ষড়হের নাম) তনূপৃষ্ঠ্য।

ব্যাখ্যা— প্রথম পৃষ্ঠ্যস্তোত্রে শ্যৈত অথবা নৌধস সাম এবং অন্য কোন স্তোত্রে ঐ বৃহত্ প্রভৃতি সাম গাওয়া হয় তাহলে সেই পৃষ্ঠ্যষড়হকে বলা হয় 'তনূপৃষ্ঠ্য'। শ্যৈত সামের যোনি 'অভি প্র-' (সা. উ. ৮১১, ৮১২) এবং নৌধস সামের যোনি হচ্ছে 'তং বো-' (সা. উ. ৬৮৫, ৬৮৬)। এখানে উল্লেখ্য যে, যে পৃষ্ঠ্যষড়হগুলিতে বৃহত্ প্রভৃতি সামগুলি যথাস্থানে গাওয়া হয় না অথবা গাওয়া হলেও নিজ যোনিমন্ত্রে গাওয়া হয় না সেই পৃষ্ঠ্যষড়হে সংশ্লিষ্ট শস্ত্রে ঐ সামগুলির যোনিশংসন করতে হয়।

পঞ্চম কণ্ডিকা (৮/৫)

[অভিজিত্, স্বরসাম]

অভিজিদ্ বৃহত্পৃষ্ঠঃ ।। ১।।

অনু.— (এ-বার) বৃহত্পৃষ্ঠ-বিশিষ্ট অভিজিত্ (বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— সত্রের যেটি ১৭৭- তম দিন তাকে 'অভিজিত্' বলা হয়। ঐ দিন প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহত্সাম গাওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ৭/২/১০ সূত্র অনুসারে এই দিন প্রাতঃসবনে হোত্রকদের অনুরূপের পরে আরম্ভণীয়া পাঠ করে নিজ নিজ পরিশিষ্ট পাঠ করতে হয়। ৮/১৩/৩৬ সূত্র ও তার ব্যাখ্যা দ্র.।

উভয়সামা যদ্যপি রথন্তরং যজ্ঞাযজ্ঞীয়স্য স্থানে ।। ২।।

অনু.— যদিও যজ্ঞাযজ্ঞীয়ের স্থানে রথন্তর (সাম গাওয়া হয় তাহলেও তা) উভয়সামা (হবে)।

ব্যাখ্যা— সাধারণত যদি বৃহত্ অথবা রথন্তর এই দুটির কোন একটি সাম মাধ্যন্দিন পবমানস্তোত্রে এবং অপরটি প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে গাওয়া হয় তাহলেই সেই যজ্ঞকে 'উভয়সামা' বলা হয় (৫/১৫/১৬ সূ. দ্র.)। অভিজিত্ দিনে কিন্তু যদি প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহত্সাম এবং অগ্নিষ্টোমস্তোত্রে রথন্তরসাম অথবা পৃষ্ঠে রথন্তর ও অগ্নিষ্টোমে বৃহত্সাম গাওয়া হয় তাহলেও তাকে 'উভয়সামা' বলে ধরা হবে। দ্র. যে সামবেদীরা যাগকে উভয়সামবিশিষ্ট করার জন্য মাধ্যন্দিন পবমানে, ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর শস্ত্রের ঠিক পূর্ববর্তী স্তোত্রে অথবা অগ্নিষ্টোম স্তোত্রে বৃহত্ অথবা রথন্তর সাম গান করে থাকেন। ঋগ্বেদীদের মতে অবশ্য মাধ্যন্দিন পবমানেই বৃহত্ অথবা রথন্তর হলে তবেই তা-কে উভয়সামা ধরা হয়। তবে অভিজিতে আলোচ্য এই সূত্র অনুসারেও যাগটিকে উভয়সামা ধরা যেতে পারে।

শিববান্ ত্বিহ সামপ্রগাথঃ ।। ৩।।

অনু.— এখানে সামপ্রগাথ (হবে) কিন্তু 'শিব' শব্দযুক্ত (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— শিব-শব্দযুক্ত মন্ত্রের জন্য ৫/১৫/২১ সূ. দ্র.।

শিবা সোমং তমু ষ্টুহীতি মধ্যন্দিনঃ ।। ৪।।

অনু.— (এই দিন যথাক্রমে) 'শিবা-' (৬/১৭), 'তমু-' (৬/১৮) এই (দুই সূক্ত মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্র)।

ব্যাখ্যা— যদিও ঋক্‌সংহিতায় 'পিবা সোমং' শব্দে শুরু পাঁচটি মন্ত্র আছে, তাহলেও 'তমু-' প্রতীকের পাশে উল্লেখ থাকায় এখানে ষষ্ঠ মণ্ডলের ভরদ্বাজ ঋষির 'পিবা সোমং-' মন্ত্রটিকেই গ্রহণ করতে হবে।

তয়োর্ ঐকাহিকে পুরস্তাদ্ অন্যে বা শংসেয়ুঃ ।। ৫।।

অনু.— ঐ দুই (সূক্তের) আগে একাহযাগের দুটি (সূক্ত) অথবা অন্য দুটি (উপযুক্ত সূক্ত) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— 'পিবা-' সূক্তের আগে জ্যোতিষ্টোমের 'জনিষ্ঠা-' (৫/১৪/২১ সূ. দ্র.) সূক্তটি এবং 'তমু-' সূক্তের আগে 'ইন্দ্রস্য-' (৫/১৫/২২ সূ. দ্র.) সূক্তটি পাঠ করতে হয়। বিকল্পে মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্রে পাঠ্য অন্য যে-কোন নিবিদ্ধান সূক্তও পাঠ করা চলে।

এতে এবেতি গৌতমঃ সপ্তদশত্বাত্ পৃষ্ঠস্য ।। ৬।।

অনু.— গৌতম (বলেন) পৃষ্ঠ (- স্তোত্রের স্তোম এখানে) সপ্তদশ বলে এই দুটি সূক্তই (অভিজিতে পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— গৌতমের মতে পৃষ্ঠস্তোত্রে সপ্তদশস্তোম প্রয়োগ করা হয় বলে ৪নং সূত্রে নির্দিষ্ট সূক্তদুটিই পাঠ করতে হবে। মূল একাহযাগের অথবা অন্য কোন যাগের কোন সূক্ত এখানে অতিরিক্ত পাঠ করার প্রয়োজন নেই। তাঁর যুক্তি কি তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

যাবত্যো যাবত্যঃ কুশানাং নবতো দশতো বা নিষ্কেবল্যে তাবতিসূক্তা মধ্যন্দিনাঃ স্যুর্ ইতি মহান্যায়ঃ ।। ৭।।

অনু.— নিষ্কেবল্যে যত যত ন-টি অথবা দশটি করে কুশা (হয়) মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য সূক্ত (ঠিক) ততগুলি(-ই) হবে এই (হচ্ছে) মহান্যায়।

ব্যাখ্যা— স্তোত্র গান করার সময়ে স্তোমের সংখ্যা গণনা করার জন্য প্রত্যেক মন্ত্রের আবৃত্তির পরে মাটিতে একবিঘত লম্বা একটি করে ছোট ধারাল ডুমুরের কাঠি রাখা হয়। এই কাঠিকে বলে 'কুশা'। নিষ্কেবল্যশস্ত্রের ঠিক পূর্ববর্তী স্তোত্রে অর্থাৎ প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে স্তোম-গণনার সময়ে মোট যতগুলি কুশা রাখা হয় কুশার সেই মোট সংখ্যাকে নয় অথবা দশ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল যা হয় ততগুলি সূক্তই মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্রে পাঠ করতে হবে এই হচ্ছে মহান্যায় অর্থাৎ সর্বত্র প্রযোজ্য সাধারণ নিয়ম। এই অভিজিত্ অনুষ্ঠানে প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে সপ্তদশস্তোম প্রয়োগ করা হয়। ১৭ ÷ ৯ = ১. ৮/৯ এবং ১৭ ÷ ১০ = ১. ৭/১০ বলে ঐ দুই শস্ত্রে ভগ্নাংশ উপেক্ষা করে একটি করে সূক্তই পাঠ করতে হবে এই হল গৌতমের যুক্তি। প্রসঙ্গত ৯/১/১৪ সূত্রের ব্যাখ্যাও দ্র.। এখানে এবং ৮/৭/২৭ সূত্রে যে দুটি ও পাঁচটি সূক্ত বিহিত হয়েছে তা বৃত্তিকারের মতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

মরুত্বতীয়স্যোত্তমে বিপরীতে ।। ৮।।

অনু.— মরুত্বতীয় সূক্তের শেষ দুটি মন্ত্র বিপরীত (ক্রমে পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'পিবা-' সূক্তের শেষ মন্ত্রটি আগে পড়ে পরে শেষের আগের মন্ত্রটি পাঠ করবেন।

চাতুর্বিংশিকং তৃতীয়সবনম্ ।। ৯।।

অনু.— তৃতীয়সবন (হবে) চতুর্বিংশের (মতো)।

ব্যাখ্যা— অভিজিতের তৃতীয়সবনের অনুষ্ঠান হয় 'চতুর্বিংশ' নামে দিনের তৃতীয়সবনের মতো।

অভিপ্লবত্র্যহঃ পূর্বঃ স্বরসামানঃ ।। ১০।।

অনু.— স্বরসামগুলি অভিপ্লবের প্রথম তিন দিন (যেমন হয় তেমন হবে)।

ব্যাখ্যা— সত্রের স্বরসাম নামে তিন দিনের অনুষ্ঠান অভিপ্লবষড়হের প্রথম তিনদিনের মতোই। অভিপ্লবের মতো অনুষ্ঠান হলেও নিষ্কেবল্য শস্ত্রের সামপ্রগাথটি কিন্তু অগ্নিষ্টোমের মতোই হবে। প্রসঙ্গত ৮/৭/২১ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। শা. মতে স্বরসামের তিনদিনের মরুত্বতীয় শস্ত্রের স্তোত্রিয়, অনুরূপ এবং ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথ পৃষ্ঠ্যষড়হের প্রথম তিনদিনের মতো— ১০/৯/৫-৮ দ্র.।

স্বরাণি ত্বিহ পৃষ্ঠানি ।। ১১।।

অনু.— এখানে কিন্তু পৃষ্ঠ (স্তোত্র) স্বর(-সাম-বিশিষ্ট হবে)।

ব্যাখ্যা— যে সামে 'নিধন' অংশ থাকে না, মন্ত্রের শেষ স্বরবর্ণকেই স্বরিতে পরিণত করে নিধন গাওয়া হয় তাকে স্বরসাম বলে। মাধ্যন্দিন পবমানস্তোত্রের যে অংশ ঔশন সামে গাওয়া হয় সেই অংশে শেষ তৃচে এই স্বরসাম প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তাণ্ড্যব্রাহ্মণের সায়ণভাষ্য অনুযায়ী আর্ভব পবমানস্তোত্রে 'প্র-' (সা. উ. ১৩৮৬-৮৮), 'অয়ং-' (সা. উ. ৮১৮-২০) এবং 'সুতাসো-' (সা. উ. ৮৭২-৭৪) এই মন্ত্রগুলিকে 'যজ্জায়থা-' (সা. উ. ১৪২৯-৩১) মন্ত্রগুলিতে উৎপন্ন 'স্বর' নামে সামে গাইতে হয় অথবা প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে 'যজ্ জায়থা-' (সা. উ. ১৪২৯-৩১), 'মত্স্য-' (সা. উ. ১৪৩২-৪) এবং 'প্রত্যস্মৈ-' (সা. উ. ১৪৪০-৪৩ মন্ত্রগুলিকে ঐ স্বর নামে সামে গাইতে হয় (তা. ব্রা. ৪/৫/১- সা. ভা. দ্র.)। এই স্বরসাম সপ্তদশ-স্তোমবিশিষ্ট হয়। প্রসঙ্গত শা. ১১/১১/২-৪; লা. শ্রৌ. ৪/৬/১৬ এবং দ্রা. শ্রৌ. ৮/২/২০ দ্র.।

তেষাং স্তোত্রিয়া যজ্ জায়থা অপূর্ব্য মত্স্যপায়ি তে মহ এমেনং প্রত্যেতনেতি ।। ১২।।

অনু.— ঐ (পৃষ্ঠসম্পর্কিত শস্ত্র)গুলির স্তোত্রিয় (যথাক্রমে) 'যজ্ জায়-' (৮/৮৯/৫-৭), 'মত্স্য-' (১/১৭৫/১-৩) 'এমে-' (৬/৪২/২-৪)।

ব্যাখ্যা— এই তিনটি তৃচ যথাক্রমে স্বরসামের তিন দিনের নিষ্কেবল্য শস্ত্রের স্তোত্রিয়। শা. ১১/১১/১৪, ১৬, ১৮ সূত্রের বিধানও প্রায় একই।

আদ্যো বা সর্বেষাম্ ।। ১৩।।

অনু.— অথবা সব (দিনেরই স্তোত্রিয় হবে) প্রথম (তৃচটিই)।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে তিন দিনই 'যজ্ জায়-' তৃচটি নিষ্কেবল্য শস্ত্রের স্তোত্রিয় হতে পারে। শা. ১১/১১/১৪, ১৬, ১৮ সূত্রও তা-ই বলছে।

বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্ত ইতি তিস্রো বৃহত্যো যস্তে সাধিষ্ঠোঽবস ইতি ষড্ অনুষ্টুভ ইত্যনুরূপাঃ ।। ১৪।।

অনু.— অনুরূপ (হবে) 'বয়ং-' (৮/৩৩/১-৩) ইত্যাদি তিনটি বৃহতী (ছন্দের মন্ত্র), 'যস্তে-' (৫/৩৫/১-৬) ইত্যাদি ছ-টি অনুষ্টুপ্ (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক দিন যথাক্রমে একটি বৃহতী এবং দুটি অনুষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্র নিয়ে সে-দিনের অনুরূপ তৃচটি গঠন করতে হবে। শা. মতে প্রথম দিন ৫/৩৯/১,২ এবং ৮/৯৭/১, দ্বিতীয় দিন ১/১৭৬/১,২ এবং ৮/৬৬/১৩, তৃতীয় দিন ১/৮৪/৪,৫ এবং ৮/৩৩/৭ হবে অনুরূপ - ১১/১১/১৫, ১৭, ১৯ সু. দ্র.।

স্তোত্রিয়ে যথা যুক্তা বৃহতী তথানুরূপে ।। ১৫।।

অনু.— স্তোত্রিয়ে বৃহতী যেমনভাবে যুক্ত (আছে) তেমন ভাবে অনুরূপে (-ও যুক্ত হবে)।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্র অনুযায়ী পাঠ করতে হলে স্তোত্রিয়ে যে-স্থানে বৃহতী ছন্দের মন্ত্র পাঠ করা হয় অনুরূপেও ঠিক সেই স্থানেই তা পাঠ করতে হবে অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় দিনে শস্ত্রে বৃহতী ছন্দের মন্ত্র তৃচের শেষে এবং দ্বিতীয় দিনে প্রথমে পাঠ করতে হয়।

স্থায়ীন্যেতানি যথা বৃহদ্রথন্তরে ।। ১৬।।

অনু.— বৃহত্ এবং রথন্তর (সাম) যেমন (পৃষ্ঠ্যে এবং অভিপ্লবে) স্থায়ী (তেমন স্বরসামের তিন দিনে এই স্বর নামে সামগুলি স্থায়ী)।

ব্যাখ্যা—পৃষ্ঠ্য এবং অভিপ্লব ষড়হে যেমন প্রতিদিন পৃষ্ঠ্যস্তোত্রে বৃহত্ অথবা রথন্তর সাম অবশ্যই গাওয়া হয় অথবা দুই সামের যোনিশংসন করতে হয় স্বর-সাম নামে তিন দিনেও তেমন প্রত্যহ পৃষ্ঠ্যস্তোত্রে 'স্বর' নামে সামের প্রয়োগ অবশ্যকর্তব্য।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা (৮/৬)

[বিষুবান্, আবৃত্ত স্বরসাম]

বিষুবান্ দিবাকীর্ত্যঃ ।। ১।।

অনু.— বিষুবান্ (মন্ত্র) দিনে উচ্চারণীয়।

ব্যাখ্যা— সত্রে যেটি ১৮১তম দিন সেই দিনের নাম 'বিষুবান্' এবং ঐ দিন অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান হয়। সর্বত্রই অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান দিনের বেলাতেই হয়ে থাকে এবং পরবর্তী সূত্রেও বলা হয়েছে যে, এই দিনে প্রাতরনুবাক সূর্যোদয়ের পরে পাঠ করতে হয়। তবুও এই সূত্রে 'দিবাকীর্ত্যঃ' বলার অভিপ্রায় এই যে, বিষুবান্-সম্পর্কিত মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ অংশ গুরুগৃহে এবং স্বগৃহে দিনের বেলাতেই অধ্যয়ন করতে হবে, রাত্রে চর্চা করলে চলবে না। ঐ. ব্রা. ১৮/৪ অংশেও বিষুবানের মন্ত্রগুলিকে দিনের বেলাতেই পাঠ করতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই দিন ৭/২/১০ সূত্র অনুযায়ী প্রাতঃসবনে হোত্রকদের অনুরূপের পরে আরম্ভণীয়া পাঠ করে নিজ নিজ পরিশিষ্ট পাঠ করতে হয়।

উদিতে প্রাতরনুবাকঃ ।। ২।।

অনু.— (এই দিন) সূর্য উঠলে প্রাতরনুবাক (পাঠ করা হয়)।

ব্যাখ্যা— শা. মতে এখানে প্রাতরনুবাকের শুরু ১০/৭/৩ মন্ত্রে এবং মোট পাঠ্যমন্ত্র হবে ১০০ বা ১১০ অথবা ১২০— ১১/১৩/৫, ৬। ঐ. ব্রা. ১৮/৫ অংশেও সূর্যোদয়ের পরে প্রাতরনুবাক পাঠ করতে বলা হয়েছে।

পৃথুপাজা অমর্ত্য ইতি ষড় ধায্যাঃ সামিধেনীনাম্ ।। ৩।।

অনু.— সামিধেনী মন্ত্রগুলির (মধ্যে) 'পৃথু-' (৩/২৭/৫-১০) ইত্যাদি ছ-টি (মন্ত্র হবে) ধায্যা।

ব্যাখ্যা— এই মন্ত্রগুলি 'সমিদ্ধো-' (১/২/৮ সূ. দ্র.) মন্ত্রের ঠিক আগে পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ১৮/৫ অনুসারেও মোট সামিধেনীর সংখ্যা এখানে একুশ। সূত্রে 'সামিধেনীনাম্' বলায় এগুলি শস্ত্রের ধায্যা নয়।

সৌর্যঃ সবনীয়স্যোপালম্ভ্যঃ ।। ৪।।

অনু.— সবনীয় (পশুযাগের পরে) সূর্যদেবতার (পশু বধ করতে হবে)।

সৌমাপৌষ্ণো বা ।। ৫।।

অনু.— অথবা সোম-পূষা দেবতার (পশু বধ করতে হবে)।

সমুদ্রাদূর্মির্ ইত্যাজ্যম্ ।। ৬।।

অনু.— আজ্য (সূক্ত) 'সমুদ্রা-' (৪/৫৮)।

ব্যাখ্যা— শা. মতে বিকল্পে ৩/১৩ এবং ৬/২ এই দু-টি সূক্তই পাঠ্য। প্রউগশস্ত্রে মাধুচ্ছন্দস প্রউগ অথবা ৭/৯১/১-৩, ৪-৬; ৭/৬১/১-৩; ৭/৭২/১, ২ এবং ৪/১৩/২; ৭/৩০/১-৩; ৭/৩৬/১-৩; ৭/৯৫/৪-৬ মন্ত্র পাঠ্য - শা. ১১/১৩/১২-১৯ দ্র.।

ত্যং সু মেষং কয়া শুভেতি চ মরুত্বতীয়ম্ ।। ৭।। [৬]

অনু.— মরুত্বতীয় (সূক্ত) 'ত্যং-' (১/৫২) এবং, 'কয়া-'.(১/১৬৫)।

ব্যাখ্যা— সূত্রে 'চ' শব্দ থাকায় স্তোত্রে স্তোম একবিংশের অপেক্ষায় কম হলেও কিন্তু এই দুটি সূক্তকেই শস্ত্রে পাঠ করতে হবে, ৮/৫/৭ সূত্রে কথিত মহান্যায় অনুযায়ী একটি সূক্তকে নয়।

মহাদিবাকীর্ত্যং পৃষ্ঠম্ ।। ৮।। [৭]

অনু.— পৃষ্ঠ (স্তোত্র) মহাদিবাকীর্ত্য (-সামবিশিষ্ট)।

ব্যাখ্যা— দিবাকীর্ত্য সাম গাওয়া হয় 'ভ্রাজা ভ্রাজে-' (উহ্যগান ৩/১/১১-২০) ইত্যাদি মন্ত্রে। উহ্যগান অনুযায়ী (২/১২) মহাদিবাকীর্ত্য সামের যোনি 'বিভ্রাড় বৃহত্-'(সা. উ. ১৪৫৩-৫)। আরণ্যগান অনুযায়ী (৬/১/১০-১৯) কিন্তু তা অন্য। ব্রা. ৮/২/৩২ অনুসারে 'বণ্-' (সা. উ. ১৭৮৮-৮৯)।

বিভ্রাড় বৃহত্ পিবতু সোম্যং মধু নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষস ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ।। ৯।। [৮]

অনু.— (নিষ্কেবল্য শস্ত্রে) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ 'বিভ্রাড়্-' (১০/১৭০/১-৩), 'নমো-' (১০/৩৭/১-৩)।

ব্যাখ্যা— শা. মতে ৮/৯৯/৩, ৪ বা ১/১১৫/১-৩ বা ৮/১০১/১১, ১২ অথবা ১০/১৭০/১-৩ স্তোত্রিয় এবং ৮/৭০/৫, ৬ বা ১/১১৫/৪, ৫ এবং ৮/৬২/১ বা ৭/৬৬/১৪, ১৫ বা ১০/১৩৮/৩-৫ বা ১০/৩৭/৭-৯ অনুরূপ— ১১/১৩/২১-২৯ দ্র.।

যদি বৃহদ্রথন্তরে পবমানয়োঃ কুর্যুর্ যোনী এনয়োঃ শংসেত্ ।। ১০।। [৮]

অনু.— যদি দুই পবমানস্তোত্রে (উদ্গাতারা) বৃহত্ এবং রথন্তর (সাম গান করেন তাহলে হোতা শস্ত্রে) এই দুই (সামের) যোনি পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— মাধ্যন্দিন পবমানস্তোত্রে বৃহত্ এবং আর্ভব পবমানস্তোত্রে রথন্তর সাম গাওয়া হলে নিষ্কেবল্য শস্ত্রে ঐ দুই সামের যোনিমন্ত্র পাঠ করতে হয়।

রথন্তরস্য পূর্বাম্ ।। ১১।। [৯]

অনু.— রথন্তরের (যোনি) আগে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই নিয়ম সর্বত্র প্রযোজ্য। 'পূর্বম্' না বলে সূত্রে 'পূর্বাম্' বলা হল কেন তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। ২০নং সূত্রে অবশ্য স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহারই দেখা যাচ্ছে।

আদ্যে ভবতোঽন্যাভির্ অপি সন্নিপাতে ।। ১২।। [১০]

অনু.— অন্য (যোনির) সঙ্গে সমন্বয় ঘটলেও (এই দুই সাম) প্রথম হবে।

ব্যাখ্যা— যদি কোথাও বৈরূপ প্রভৃতি অন্য কোন সামের যোনির সঙ্গে এই দুই সামের যোনিও পরপর পাঠ করতে হয় তাহলে সেখানেও আগে রথন্তর এবং বৃহত্ সামের যোনি পাঠ করে তার পরে অন্য সামের যোনি পাঠ করবেন। এই নিয়মও সর্বত্র প্রযোজ্য।

উত্তমস্ ত্বিহ সামপ্রগাথঃ ।। ১৩।। [১১]

অনু.— এখানে কিন্তু শেষ সামপ্রগাথ (পাঠ করতে হবে)

ব্যাখ্যা— এই দিন নিষ্কেবল্যে 'ইন্দ্রমিদ্-' এই সামপ্রগাথটি (৭/৩/২০ সূ. দ্র.) পাঠ করতে হয়। শা মতে সামপ্রগাথ হচ্ছে ৮/১০১/১১, ১২ অথবা ৬/৪৬/৩, ৪— ১১/১৩/৩০, ৩১ দ্র.।

নৃণামু ত্বা নৃতমং গীর্ভিরুক্থৈর্ ইতি তিস্রো যস্তিগ্মশৃঙ্গোঽভি ত্যং মেষম্ ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণীতি ।। ১৪।। [১২]

অনু.— (নিষ্কেবল্যের সূক্ত) 'নৃণামু-' (৩/৫১/৪-৬) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র, 'যস্তিগ্ম-' (৭/১৯), 'অভি-' (১/৫১), 'ইন্দ্রস্য-' (১/৩২)।

এতস্মিনন্ ঐন্দ্রীং নিবিদং শস্ত্বা শংসেদ্ এবোত্তরাণি ষড় দিবশ্চিদস্য সুত ইত্ ত্বমেষ প্র পূর্বীর্বৃষা মদঃ প্র মংহিষ্ঠায় ত্যমূ ষ্বিতি ।। ১৫।। [১৩]

অনু.— এই (শেষ সূক্তে) ইন্দ্র-সম্পর্কিত নিবিদ্ পাঠ করে (সূক্তের অবশিষ্ট অংশ এবং) পরবর্তী 'দিব-' (১/৫৫), 'সুত-' (৬/২৩), 'এষ-' (১/৫৬), 'বৃষা-' (৬/২৪), 'প্র-' (১/৫৭), 'ত্যমূ-' (১০/১৭৮) এই ছটি (সূক্ত) অবশ্যই পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— 'এতস্মিন্' না বললে অর্থ দাঁড়ায় 'ইন্দ্রস্য-' সূক্তটি শেষ করে নিবিদ্ পাঠ করবেন। এই সূক্তের মধ্যেই বিহিত স্থানে যাতে নিবিদ্ পাঠ করা হয় সেই উদ্দেশেই ঐ পদটিকে সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। 'শংসেদ্ এব' অংশের পরে 'সূক্তশেষম্' পদটি উহ্য বলে ধরতে হবে। 'শংসেদ্ এব' না বললে অর্থ হত নিবিদ্ পাঠ করার পর 'ইন্দ্রস্য-' সূক্তের অবশিষ্ট অংশ না পড়ে এই ছ-টি সূক্তই পাঠ করতে হবে। কিন্তু 'শংসেদ্ এব (সূক্তশেষম্) উত্তরাণি (চ) ষড়' বলায় সূক্তের অবশিষ্ট অংশ পাঠ করে তবে পরবর্তী ছটি সূক্ত পাঠ করতে হবে। 'ঐন্দ্রীম্' বলায় বুঝতে হবে এই শস্ত্রে অন্য দেবতার নিবিদ্ও আছে এবং সেই অন্য দেবতার নিবিদ্টি হল ১৭নং সূত্রে হংসবতী মন্ত্রে যে দূরোহণ করতে বলা হয়েছে সেই দূরোহণ। ঐ দূরোহণ-নিবিদের দেবতা ইন্দ্র নন, সূর্য। ঐ. ব্রা. ১৮/৫ অংশে বলা আছে যে, স্তোত্রিয়, অনুরূপ, ধায্যা, বৃহত্-রথন্তরের যোনি, প্রগাথ, 'নৃণামু-' ইত্যাদি কয়েকটি— এই মোট একান্ন বা বাহান্নটি মন্ত্র পাঠ করার পরে নিবিদ্ বসিয়ে আবার 'ইন্দ্রস্য-' সূক্তের অবশিষ্ট অংশ এবং 'দিব-' ইত্যাদি ততগুলি মন্ত্রই পাঠ করতে হবে। পরবর্তী অংশে অর্থাৎ ঐ দ্বিতীয় অর্ধে তাই যে সমসংখ্যক মন্ত্রের পাঠ বিহিত হয়েছে তার মধ্যে হংসবতী ঋক্‌টিকে পড়া হলেও তাকে গণনা করা চলবে না। সূত্রে 'ষড়' বলায় বিষুবানে স্তোত্রে সংখ্যা হ্রাস পেলেও শস্ত্রে ঐ ছ-টি সূক্ত অবশ্যই পাঠ করতে হবে। 'উত্তরাণি' শব্দটি দিক্‌দর্শনমাত্র। বিষুবান্ হীনস্তোম অর্থাৎ একবিংশের অপেক্ষায় কম স্তোমের হলেও তাই আগে এবং পরে কোথাও শস্ত্রে সূক্তহানি অর্থাৎ সূক্তসংখ্যায় হ্রাস ঘটবে না এই হল মূল অভিপ্রায়। 'ত্যমূ ষু-' এই প্রতীকে পাদের অপেক্ষায় কম অংশ গ্রহণ করায় সর্বত্র 'তার্ক্ষ্য' বললে সমগ্র সূক্তকেই বুঝতে হবে।

ইহ তার্ক্ষ্যম্ অন্ততঃ ।। ১৬।। [১৪]

অনু.— এখানে (নিষ্কেবল্যে) শেষে তার্ক্ষ্য (সূক্ত পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এখানে ৭/১/১৩ সূত্র অনুসারে 'ত্যমূ-' (১০/১৭৮) এই তার্ক্ষ্যসূক্তকে আগে নয়, শেষ সূক্ত হিসাবেই পাঠ করবেন। এটি নিবিদ্ধান সূক্তও বটে এবং এই সূক্তের জন্য পৃথক্ আহাবও করতে হবে না (৫/১০/২১ সূ. দ্র.)। অন্যত্র কিন্তু শস্ত্রের সূক্তের মধ্যে গণ্য না হওয়ায় 'তেভ্যশ্ চা-' (৫/১০/১৯ সূ. দ্র.) অনুসারে পৃথক্ আহাব করতে হয়। ঐ. ব্রা. ৮/৬ অংশেও তার্ক্ষ্যসূক্তের বিধান আছে।

তস্যৈকাং শস্ত্বাহূয় দূরোহণং রোহেত্ ।। ১৭ ।। [১৫]

অনু.— ঐ (তার্ক্ষ্যসূক্তের) একটি (মন্ত্র) পাঠ করে আহাব করে দূরোহণ পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ১৫নং সূত্রের বৃত্তি অনুযায়ী এখানে হংসবতী মন্ত্রে (৪/৪০/৫) দূরোহণ পাঠ করতে হয় (৮/২/১৯ সূ. দ্র.)। ঐ. ব্রা. ১৮/৬ অংশেও দূরোহণ ও হংসবতীর বিধান পাওয়া যায়। সেখানে বিকল্পে এই তার্ক্ষ্যসূক্তেও দূরোহণ বিহিত হয়েছে।

ইতি নিষ্কেবল্যম্ ।। ১৮।। [১৬]

অনু.— এই (হল বিষুবান্ দিনের) নিষ্কেবল্য।

বিকর্ণং চেদ্ ব্রহ্মসামোর্ধ্বম্ অনুরূপাত্ তং বো দস্মমৃতীষহমভি প্র বঃ সুরাধসম্ ইতি ব্রাহ্মণাচ্ছংসী শ্যৈতনৌধসয়োর্ যোনী শংসেত্ ।। ১৯।। [১৬]

অনু.— যদি ব্রহ্মসাম বিকর্ণ (হয় তাহলে) ব্রাহ্মণাচ্ছংসী অনুরূপের পরে 'তং-' (৮/৮৮/১,২), 'অভি-' (৮/৪৯/১, ২) এই শ্যৈত এবং নৌধস সামের যোনি পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর পাঠ্য শস্ত্রের ঠিক আগে উদ্‌গাতারা যে সাম অর্থাৎ স্তোত্র গান তাকে 'ব্রহ্মসাম' বলে। ঐ স্তোত্রে বিকর্ণ সাম গাওয়া হলে (ঐ. ব্রা. ১৮/৫ দ্র.) ব্রাহ্মণাচ্ছংসী তাঁর শস্ত্রে অনুরূপ তৃচ পাঠ করার পর 'তং-' (সা. উ. ৬৮৫-৬) এই নৌধস এবং 'অভি-' (সা. উ. ৮১১-১২) এই শ্যৈত সামের যোনি পাঠ করবেন। সূত্রে 'অল্পাচ্‌তরম্' (পা. ২/২/৩৪) নিয়ম অনুসারে 'শ্যৈত' শব্দটিকে আগে উল্লেখ করা হলেও 'তং-' শ্যৈতের নয়, নৌধসেরই যোনি। বিকর্ণসামের যোনি 'প্রক্ষস্য-' (সা. পূ. ৬০৯)। সামশ্রমীর মতে প্রকৃত যোনিটি হচ্ছে 'বিভ্রাড়্-' (সা. উ. ১৪৫৩-৫), কিন্তু এখানে 'ইন্দ্র ক্রতুং-' (সা. উ. ১৪৫৬-৭) প্রগাথে গেয় স্তোত্রকেই বুঝতে হবে। ভিন্ন মতে বিকর্ণ গাওয়া হয় 'বণ্-' (সা.উ. ১৭৮৮-৮৯) এই প্রগাথে।

নৌধসস্য পূর্বাং শ্যৈতস্যোত্তরাম্ ।। ২০।। [১৭]

অনু.— প্রথমে নৌধসের, পরে শ্যৈতের (যোনি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'পূর্বম্' এবং 'উত্তরম্' না বলে সূত্রকার ১১নং সূত্রের মতো স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করলেন কেন তা স্পষ্ট নয়। সূত্রের অর্থ এই হতে পারে যে, ১৯ নং সূত্রে উল্লিখিত প্রথম মন্ত্রটিকে বা যোনিকে নৌধসের এবং পরবর্তী মন্ত্রটিকে (বা যোনিকে) শ্যৈতের যোনি বলে জানবেন। সূত্রে 'শ্যৈতস্যোত্তরাম্' না বললেও চলত, কিন্তু তবুও তা বলে সূত্রকার বোঝাতে চাইছেন যে, আগের সূত্রের 'তং-' এই মন্ত্রটি শ্যৈতের নয়, নৌধসেরই যোনি এবং সেটিই প্রথমে পাঠ্য বলে সূত্রে তা-কে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সূত্রে 'শ্যৈতনৌধসী' বলা হয়েছে বলে শ্যৈতের যোনিকে আগে পাঠ করলে চলবে না।

এতদ্ হোত্রকাণাং যোনিস্থানম্ ।। ২১।। [১৮]

অনু.— হোত্রকদের এইটি (হচ্ছে) যোনিস্থান।

ব্যাখ্যা— হোত্রকদের ক্ষেত্রে যোনিস্থান হল অনুরূপের পরে। সামের যোনিমন্ত্রকে তাঁরা অনুরূপ-তৃচের পরে পাঠ করেন।

যচ্ চ প্রগাথ আহ্বানম্ এতাভ্যস্ তত্ পঞ্চাহাবপরিমিতত্বাত্ ।। ২২।। [১৮]

অনু.— এবং প্রগাথে যে আহাব তা এই যোনিমন্ত্রগুলির উদ্দেশে করতে হবে, কারণ আহাবের মোট পরিমাণ পাঁচ।

ব্যাখ্যা— এতাভ্যস্তত্ = এতাভ্যঃ তত্। যেহেতু নিয়ম আছে যে আহাবের মোট সংখ্যা পাঁচের বেশী হলে চলবে না (৫/১০/১৬ সূ. দ্র.) সেহেতু প্রগাথে যে আহাব করতে হয় (৫/১০/১৭ সূ. দ্র.) তা প্রগাথে না করে এই যোনিমন্ত্রেই করতে হবে।

উত্তমেনাভিপ্লবিকেনোক্তং তৃতীয়সবনম্ ।। ২৩।। [১৯]

অনু.— তৃতীয়সবন শেষ অভিপ্লব (দিবস) দ্বারা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— বিষুবান্ দিনের তৃতীয়সবনের অনুষ্ঠান হয় অভিপ্লবষড়হের ষষ্ঠ দিনের তৃতীয় সবনের মতোই - ৭/৭/১১-১৩ সূ. দ্র.।

ঐকাহিকৌ তু প্রতিপদ্-অনুচরৌ ।। ২৪।। [২০]

অনু.— (ঐ সবনের বৈশ্বদেব শস্ত্রের) প্রতিপদ্ এবং অনুচর কিন্তু একাহযাগের (মতো)।

ব্যাখ্যা— ৭/৬/১০,১১ সূত্রে উল্লিখিত 'বিশ্বো-' ইত্যাদি মন্ত্র এখানে প্রযোজ্য নয়, একাহযাগের মন্ত্রই পাঠ্য।

শা. মতে বৈশ্বদেবশস্ত্রে ৫/৮১ সাবিত্র সূক্ত, ১/১৬০ দ্যাবাপৃথিবীয় সূক্ত, ১/১৬১ আর্ভবসূক্ত, ১০/৬৬ বৈশ্বদেবসূক্ত- ১১/১৪/৩০-৩৩ দ্র.।

ভাসং চ যজ্ঞাযজ্ঞীয়স্য স্থানে ।। ২৫।। [২১]

অনু.— এবং (এই দিন) যজ্ঞাযজ্ঞীয়ের স্থানে ভাস (সাম প্রয়োগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— বিকর্ণ সামের মতো ভাস সামের যোনিও 'প্রক্ষস্য-' (সা. পূ. ৬০৯; আরণ্য গান ৬/১/৮) এই মন্ত্রটিই। 'মূর্ধানং-' (সা. উ. ১১৪০-২) তৃচেও ভাস সাম গাওয়া যেতে পারে।

পৃক্ষস্য বৃষ্ণো অরুষস্য নূ সহ ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ।। ২৬।। [২২]

অনু.— (আগ্নিমারুত শস্ত্রে) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ (হবে) 'পৃক্ষস্য-' (৬/৮/১-৬)।

মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা মূর্ধা দিবো নাভিরগ্নিঃ পৃথিব্যা ইতি বা ।। ২৭।। [২৩]

অনু.— অথবা 'মূর্ধানং-' (৬/৭/১-৩), 'মূর্ধা-' (১/৫৯/২-৪) এই (হবে স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ)।

অন্যাসু চেদ্ এবংলিঙ্গাস্বতোঽনুরূপঃ ।। ২৮।। [২৪]

অনু.— এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট অন্য (কোন মন্ত্রে ভাস সাম গাওয়া হলে) এই (স্থান) থেকে অনুরূপ (মন্ত্র নিয়ে পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি মূর্ধন্- শব্দযুক্ত অন্য কোন মন্ত্রে ভাস সাম গাওয়া হয় তাহলে সেই সামমন্ত্রকেই স্তোত্রিয়রূপে পাঠ করে ২৭নং সূত্রের 'মূর্ধা-' মন্ত্রটিকেই অনুরূপ তৃচ করতে হবে। শা. মতে ১/১৪০ জাতবেদস্য সূক্ত, ৫/৫৫ মারুতসূক্ত, ৩/২ বৈশ্বানর সূক্ত— ১১/১৪/৩২, ৩৪, ৩৬ দ্র.।

আবৃত্তাঃ স্বরসামানঃ ।। ২৯।। [২৫]

অনু.— স্বরসামগুলি আবর্তিত (হবে)।

ব্যাখ্যা— আবৃত্ত = বিপরীত ক্রমে আবর্তিত। স্বরসাম নামে যে তিন দিনের কথা আগে বলা হয়েছে (৮/৫/১০-১৬ সূ. দ্র.) সেই তিন দিনের এখানে বিষুবত্ দিনের পরে বিপরীত ক্রমে আবার অনুষ্ঠান হবে অর্থাৎ সেই স্বরসামের তৃতীয় বা শেষ দিনের এখানে প্রথম দিনে এবং প্রথম দিনের এখানে শেষ দিনে অনুষ্ঠান হবে। ৮/৭/১৬ সূত্রের প্রয়োজনেও এই সূত্রটি এখানে প্রণয়ন করা হয়েছে।

সপ্তম কণ্ডিকা (৮/৭)

[বিশ্বজিত্, নবরাত্রের সংস্থা, সমূঢ় দশরাত্রের প্রথম ন-দিন]

বিশ্বজিতোঽগ্নিং নর ইত্যাজ্যম্ ।। ১।।

অনু.— বিশ্বজিত্-এর আজ্য (সূক্ত) অগ্নিং-' (৭/১)।

ব্যাখ্যা— উল্লেখ্য যে, এই দিন ৭/২/১০ সূত্র অনুসারে প্রাতঃসবনে হোত্রকদের অনুরূপের পরে আরম্ভণীয়া পাঠ করে নিজ নিজ পরিশিষ্ট পাঠ করতে হয়। শা. ১১/১৫/২ সূত্রেও আজ্যশস্ত্রে এই সূক্তই বিহিত হয়েছে।

চতুর্বিংশেন মধ্যন্দিনঃ ।। ২।।

অনু.— মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য (শস্ত্র) চতুর্বিংশ দ্বারা (বলা হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— বিশ্বজিতের মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্র চতুর্বিংশের মতোই। শা. মতে সম্পূর্ণ মাধ্যন্দিন সবন চতুর্বিংশের মতো, তবে সর্বপৃষ্ঠ হলে নিষ্কেবল্য শস্ত্রে ৭/২২/১-৩ হবে স্তোত্রিয় এবং ৭/২২/৪-৬ অনুরূপ— ১১/১৫/৫, ৬ সূ. দ্র.।

বৈরাজং তু পৃষ্ঠং সন্যূঙ্খম্ ।। ৩।।

অনু.— কিন্তু ন্যূঙ্খসমেত বৈরাজ (সাম হবে) পৃষ্ঠ্য।

ব্যাখ্যা— এই দিন কিন্তু চতুর্বিংশের মতো (বৃহত্ বা) রথন্তর নয়, বৈরাজ সাম গাইতে হয়। প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে বৈরাজ সাম গাওয়া হয় বলে নিষ্কেবল্য শস্ত্রে 'পিবা-' (৭/২২/১-৬) হবে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ এবং এই মন্ত্রগুলির দ্বিতীয় পাদে ন্যূঙ্খ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ৮/৪/৭ সূত্র অনুযায়ী এই দিন অবশ্যই শিল্পশস্ত্র পাঠ করতে হয়।

বৃহতশ্ চ যোনিং প্রাগ্ বৈরূপযোন্যাঃ ।। ৪।।

অনু.— এবং বৈরূপের যোনির আগে বৃহতের যোনি (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— নিষ্কেবল্যশস্ত্রে ৭/৩/১০, ১১ সূত্র অনুযায়ী বৃহত্ এবং বৈরূপ প্রভৃতি সামের যোনি পাঠ করতে হলেও আগে বৃহত্ সামের যোনি পাঠ করে তার পরে বৈরূপের যোনি পাঠ করবেন। প্রসঙ্গত ৫/১৫/১৬ সূ. দ্র.।

হোত্রকাণাং পৃষ্ঠানি শাক্বরবৈরূপরৈবতানি ।। ৫।।

অনু.— হোত্রকদের পৃষ্ঠ (স্তোত্র)গুলি শাক্বর, বৈরূপ এবং রৈবত (-সামবিশিষ্ট)।

ব্যাখ্যা— এই বিশ্বজিতে মাধ্যন্দিন সবনে তিন হোত্রকের শস্ত্রের পূর্ববর্তী পৃষ্ঠস্তোত্রে যথাক্রমে শাক্বর, বৈরূপ এবং বৈরাজ সাম গাওয়া হয়। এই সামগুলির যোনিমন্ত্রকে হোত্রকেরা তাই নিজ নিজ শস্ত্রে স্তোত্রিয়রূপে পাঠ করবেন। অনুরূপ হবে ঐ স্তোত্রিয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে এমন উপযুক্ত কোন তৃচ। বিশ্বজিত্ সর্বপৃষ্ঠও হয়, অসর্বপৃষ্ঠও হয়।

তে যোনীঃ শংসন্তি ।। ৬।।

অনু.— ঐ (হোত্রকেরা নিম্নলিখিত) যোনিগুলি পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— নিজ নিজ পৃষ্ঠ্যস্তোত্রে ঐ সামগুলি গাওয়া হলে হোত্রকেরা তাঁদের শস্ত্রে নিম্নলিখিত সামগুলির যোনিমন্ত্র পাঠ করবেন। ৮/৪/১৯ সূত্রের বৃত্তি এবং ৮/৬/২১ সূত্র অনুযায়ী অনুরূপ তৃচ পাঠ করার পর পরবর্তী সূত্রে বিহিত বামদেব্য প্রভৃতি সামের যোনি পাঠ করতে হয়। 'তে' বলায় বুঝতে হবে ৫ নং সূত্র অনুযায়ী যাঁদের স্তোত্রে পৃষ্ঠ্যসাম থাকে তাঁরা, অন্যেরা নয়, অর্থাৎ

যদি হোত্রকদের শস্ত্রের আগে ঐ ঐ সাম স্তোত্রে গাওয়া হয়ে থাকে তবেই যোনিমন্ত্র পাঠ করবেন, না হলে নয়। এ থেকে আরও বুঝতে হবে যে, বিশ্বজিত্ যেমন ঐ শাক্বর প্রভৃতি সাম প্রয়োগের কারণে সর্বপৃষ্ঠ হতে পারে, তেমন আবার ঐ সামগুলির প্রয়োগ না করার ফলে অ-সর্বপৃষ্ঠও হতে পারে। প্রসঙ্গত ৭/২/১১ সূত্রের ব্যাখ্যার শেষ অংশ দ্র.।

বামদেব্যস্য মৈত্রাবরুণঃ ।। ৭।।

অনু.— মৈত্রাবরুণ বামদেব্য (সামের যোনি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বামদেব্য সামের যোনির জন্য ১০নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

উক্তে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ ।। ৮।। [৭]

অনু.— ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর (পাঠ্য যোনিমন্ত্রদুটি আগে) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— ব্রাহ্মণাচ্ছংসী পাঠ করবেন ৮/৬/১৯ সূত্রে উল্লিখিত নৌধস এবং শ্যৈত সামের যোনি।

কালেয়স্যাচ্ছাবাকঃ ।। ৯।। [৮]

অনু.— অচ্ছাবাক (পাঠ করবেন) কালেয় (সামের যোনি)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূ. দ্র.।

ঐকাহিকৌ স্তোত্রিয়াব্ এতয়োর্ যোনী ।। ১০।। [৯]

অনু.— একাহযাগের দুই স্তোত্রিয় এই দুই (সামের) যোনি।

ব্যাখ্যা— একাহ জ্যোতিষ্টোমে মাধ্যন্দিন সবনে মৈত্রাবরুণ ও অচ্ছাবাকের শস্ত্রে যে দুটি স্তোত্রিয় তৃচ অথবা প্রগাথের উল্লেখ করা হয়েছে সেই দুটি তৃচই বা প্রগাথই অর্থাৎ 'কয়া-' (সা. উ. ৬৮২-৪) এবং 'তরোভি-' (সা. উ. ৬৮৭, ৬৮৮) মন্ত্রগুলিই যথাক্রমে বামদেব্য এবং কালেয় সামের যোনি। ৫/১৬/১ সূ. দ্র.।

তা অন্তরেণ কদ্বতশ্ চৈতেষাম্ এব পৃষ্ঠানাং সামপ্রগাথান্ ।। ১১।। [১০]

অনু.— ঐ (যোনিগুলি) এবং কদ্বান্ প্রগাথগুলির মাঝে (তাঁরা) এই পৃষ্ঠ (সাম-)গুলিরই সামপ্রগাথ (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— হোত্রকেরা স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ পাঠ করার পরে আগের তিনটি সূত্র অনুযায়ী বামদেব্য প্রভৃতি সামের যোনি পাঠ করেন। যোনিমন্ত্র পাঠের পর পৃষ্ঠস্তোত্রে যে সাম গাওয়া হয়েছে সেই শাক্বর, বৈরূপ অথবা রৈবত সামের (৫নং সূ. দ্র.) সামপ্রগাথ পাঠ করে তার পরে চতুর্বিংশে নির্দিষ্ট কদ্বান্ প্রগাথ করেন। কোন্ সামের কি প্রগাথ তা আগেই ৭/৩/১৬-২০ সূত্রেই বলা হয়েছে। প্রত্যেক হোত্রক একটি করে সামপ্রগাথ পাঠ করবেন। প্রসঙ্গত ৮/৪/১৯ সূ. দ্র.।

সত্রা মদাসো যো জাত এবাভূরেক ইতি সামসূক্তানি পুরস্তাত্ সূক্তানাম্ ।। ১২।। [১১]

অনু.— (হোত্রকেরা তাঁদের পাঠ্য) সূক্তগুলির আগে 'সত্রা-' (৬/৩৬), 'যো-' (২/১২), 'অভূ-' (৬/৩১) এই সামসূক্তগুলি (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— মাধ্যন্দিন সবনে হোত্রকদের শস্ত্রে যে যে সূক্ত পাঠ করতে হয়, সেই সূক্তগুলির আগে প্রত্যেকে যথাক্রমে এই সূত্রে নির্দিষ্ট সামসূক্তগুলি থেকে একটি করে সামসূক্ত নিয়ে পাঠ করবেন। প্রসঙ্গত 'সামসূক্তানি সপ্রগাথানি' (আ. ৮/৪/১৯) সূ. দ্র.। "সামসূক্তানি সপ্রগাথানি ইত্যত্র সামসূক্তানাং সপ্রগাথানাং চ সর্বপৃষ্ঠেষু প্রাপ্তির্ উক্তা। ইহ এতেষাং মধ্যে সামসূক্তানাং স্বরূপং স্থানং চ উচ্যতে। অন্যেষাং স্থানম্ এব, স্বরূপস্য অন্যত্র উক্তত্বাত্" (বৃত্তি)।

উক্তং তৃতীয়সবনম্ উত্তমেন পৃষ্ঠ্যাহ্না ।। ১৩।। [১১]

অনু.— তৃতীয়সবন পৃষ্ঠ্য (ষড়হের) শেষ দিন দ্বারা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— বিশ্বজিতে তৃতীয়সবনের অনুষ্ঠান হয় পৃষ্ঠ্যষড়হের ষষ্ঠ দিনের তৃতীয় সবনের মতো।

ঐকাহিকৌ তু প্রতিপদ্-অনুচরৌ ।। ১৪।। [১১]

অনু.— (তৃতীয় সবনে) প্রতিপদ্ এবং অনুচর কিন্তু (মূল) একাহযাগের (মতো)।

ব্যাখ্যা— ৫/১৮/৬ সূ. দ্র.।

বৃহচ্ চেদ্ অগ্নিষ্টোমসাম ত্বমগ্নে যজ্ঞানাম্ ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ। ।। ১৫।। [১১]

অনু.— যদি অগ্নিষ্টোমের সাম বৃহত্ হয় (তাহলে) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ (হবে) 'ত্বম-' (৬/১৬/১-৬)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিষ্টোম-স্তোত্র বৃহত্সামে গাওয়া হলে 'ত্বমগ্নে-' ইত্যাদি প্রথম তিনটি মন্ত্র হবে আগ্নিমারুত শস্ত্রের স্তোত্রিয় এবং 'ত্বামীষ্ঠে-' ইত্যাদি পরবর্তী তিনটি মন্ত্র হবে অনুরূপ।

ইতি নবরাত্রঃ ।। ১৬।। [১১]

অনু.— এই (হল) নবরাত্র।

ব্যাখ্যা— ৮/৫/১ সূত্র থেকে ৮/৭/১৫ সূত্র পর্যন্ত যা বলা হল অর্থাৎ অভিজিত্, তিন স্বরসাম, বিষুবান্, বিপরীত ক্রমে আবর্তিত তিন স্বরসাম এবং বিশ্বজিত্ এই ন-দিনের অনুষ্ঠানকে একত্র 'নবরাত্র' বলা হয়। ২২-২৩ নং সূত্রে যে দশরাত্রের কথা বলা হচ্ছে তা কিন্তু এর অপেক্ষায় ভিন্ন।

সর্বেঽগ্নিষ্টোমাঃ ।। ১৭।। [১২]

অনু.— সবগুলি (যাগ) অগ্নিষ্টোম।

ব্যাখ্যা— নবরাত্রের প্রত্যেক দিনই অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান করতে হয়। 'সর্বে' বলায় স্বরসামে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনেও ৭/৭/১৫ এবং ৮/৫/১০ সূত্র অনুযায়ী উক্থ্যের অনুষ্ঠান না হয়ে অগ্নিষ্টোমেরই অনুষ্ঠান হবে; আবৃত্ত বা বিপরীত স্বরসামেও তা-ই।

উক্থ্যান্ একে স্বরসাম্নঃ ।। ১৮।। [১৩]

অনু.— অন্যেরা স্বরসামগুলিকে উক্থ্য (-বিশিষ্ট করেন)।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ স্বরসামের দিনগুলিতে উক্থ্যসংস্থার অনুষ্ঠান করেন।

দ্বিতীয়ম্ আভিপ্লবিকং গৌর্ আয়ুর্ উত্তরম্ ।। ১৯।। [১৪]

অনু.— অভিপ্লব-সম্পর্কিত দ্বিতীয় (দিনটি হচ্ছে) গো (এবং) পরবর্তী (তৃতীয় দিনটি হচ্ছে) আয়ু।

ত্র্যহক্লৃপ্তে পূর্বস্মাত্ ত্র্যহাত্ সবনশো যথান্তরং গৌর্ আয়ুর্ উত্তরাত্ ।। ২০।। [১৫]

অনু.— (গো এবং আয়ু) তিন দিন দ্বারা গঠিত (হতে) হলে অভিপ্লবের প্রথম তিন দিন থেকে যথাক্রমে সবন নিয়ে নিয়ে গো (-স্তোম গঠিত হবে এবং) পরবর্তী (তিন দিন) থেকে (সবন নিয়ে নিয়ে গঠিত হবে) আয়ু (-স্তোম)।

ব্যাখ্যা— অভিপ্লবের তিন দিন দিয়ে যখন গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোম গঠন করা হয় তখন 'গোষ্টোমে' অভিপ্লবের প্রথম দিন থেকে প্রাতঃসবন, দ্বিতীয় দিন থেকে মাধ্যন্দিন সবন এবং তৃতীয় দিন থেকে তৃতীয়সবন নেওয়া হয়। এইভাবেই অভিপ্লবের চতুর্থ দিন থেকে প্রাতঃসবন, পঞ্চম দিন থেকে মাধ্যন্দিন সবন এবং ষষ্ঠ দিন থেকে তৃতীয় সবন নিয়ে 'আয়ুষ্টোম' দিবস গঠিত হয়। গোষ্টোমে প্রাতঃসবনে প্রথম স্তোত্রে পঞ্চদশ, পরের চারটিতে ত্রিবৃৎ; মাধ্যন্দিন সবনে পাঁচটি স্তোত্রেই সপ্তদশ এবং তৃতীয় সবনে পাঁচটিতেই একবিংশ স্তোম। অপর পক্ষে আয়ুষ্টোমে প্রথম স্তোত্রে ত্রিবৃৎ, পরের চারটিতে পঞ্চদশ; মাধ্যন্দিন সবনে পাঁচটিতেই সপ্তদশ এবং তৃতীয় সবনে পাঁচটিতেই একবিংশ স্তোম। জ্যোতিষ্টোমে কিন্তু প্রথমটিতে ত্রিবৃৎ, পরের পাঁচটিতে পঞ্চদশ, তার পরের পাঁচটিতে সপ্তদশ এবং দ্বাদশ বা অন্তিম স্তোত্রে একবিংশ স্তোম।

ষডহক্লৃপ্তে যুগ্মেভ্যো গৌর্ অযুজেভ্য আয়ুঃ ।। ২১।। [১৬]

অনু.— ছ-দিন দ্বারা গঠিত (হতে) হলে যুগ্ম (দিন)গুলি থেকে (গো) (এবং) অযুগ্ম (দিন)গুলি থেকে আয়ু (-স্তোম নেওয়া হয়)।

ব্যাখ্যা— ছ-দিন দিয়ে গঠিত করলে গোষ্টোমে অভিপ্লবষড়হের দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ দিন থেকে যথাক্রমে একটি করে সবন নিতে হয়। আয়ুষ্টোমে তা নেওয়া হবে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম দিন থেকে। এইভাবে ১৯-২১ সূত্রে বর্ণিত মোট তিন প্রকারের 'গোষ্টোম' এবং 'আয়ুষ্টোম' হতে পারে।

দশরাত্রে ।। ২২।। [১৭]

অনু.— দশরাত্রে (কি কি হয় তা এ-বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্র থেকে বর্ণিত দশটি দিনকে 'দশরাত্র' বলা হয়। ৮/৭/২৩ থেকে ৮/১৩/৩২ সূত্র পর্যন্ত এই দশরাত্রের বিবরণ চলবে।

পৃষ্ঠ্যঃ ষডহঃ পূর্বত্র্যহঃ পুনশ্ ছন্দোমাঃ ।। ২৩।। [১৮]

অনু.— (দশরাত্রে থাকে) পৃষ্ঠ্যষড়হ (এবং) আবার (ঐ ষড়হেরই) প্রথম তিনদিন। (এই শেষ তিনটি দিনের নাম) ছন্দোম।

ব্যাখ্যা— দশরাত্রে প্রথম ছ-দিন সম্পূর্ণ পৃষ্ঠ্যষড়হের এবং পরের তিন দিন ঐ পৃষ্ঠ্যেরই প্রথম তিন দিনের অনুষ্ঠান হয়। সেই তিনটি দিনকে বলা হয় 'ছন্দোম'। এই ৬ + ৩ = ৯ দিন বা নবরাত্র। দশরাত্রের দশম দিনের কথা ৮/১২ অংশে বলা হবে। 'পুনঃ' বলায় পৃষ্ঠ্যষড়হের ঐ তিন দিনেরই যথাক্রমে পুনরাবৃত্তি ঘটবে, ৮/৫/১০ সূত্রে নির্দিষ্ট স্বরসামের মতো কোন পরিবর্তন বা ক্রমবিপর্যাস (৮/৬/২৯ সূ. দ্র.) হবে না। ফলে সিদ্ধ হয় যে, স্বরসামের অনুষ্ঠান অভিপ্লবের মতো হলেও প্রকৃতিযাগের সামপ্রগাথগুলিই সেখানে পাঠ করতে হয়, অভিপ্লবের সামপ্রগাথ পাঠ করলে চলে না। ছন্দোমে কিন্তু আগাগোড়া সব-কিছু অনুষ্ঠান পৃষ্ঠ্যের মতোই হবে।

ন ত্বত্র স্থায়ি বৈরূপং তৃতীয়ে ।। ২৪।। [১৯]

অনু.— এখানে (ছন্দোমে) তৃতীয় (দিনে) বৈরূপ (সাম) কিন্তু স্থায়ী নয়।

ব্যাখ্যা— ছন্দোমের তৃতীয় দিনে পৃষ্ঠ্যস্তোত্রে বৈরূপ (৭/১০/১১ সূ. দ্র.) সাম গাওয়া না হতেও পারে। যদি গাওয়া হয়, তাহলে নিষ্কেবল্য শস্ত্রে ঐ সামের যোনিকে স্তোত্রিয়রূপে পাঠ করবেন। যদি গাওয়া না হয়, তাহলে ঐ সামের যোনিশংসনও করতে হবে না। সূত্রে 'অত্র' পদটি না থাকলে অর্থ হত দশরাত্রের তৃতীয় দিনের কথা এখানে বলা হচ্ছে। 'অত্র' বলায় দশরাত্রের নয়, এই ছন্দোমের তৃতীয় দিনকেই বুঝতে হবে এবং এই অর্থই বর্তমান স্থলে অভিপ্রেত।

প্রথমস্য চ্ছান্দোমিকস্য দ্বিসূক্তো মধ্যন্দিনঃ ।। ২৫।। [২০]

অনু.— ছন্দোম-সম্পর্কিত প্রথম দিনের মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য (শস্ত্র) দুই-সূক্ত-বিশিষ্ট (হবে)।

ব্যাখ্যা— 'দ্বিসূক্তো' বলায় সংসবের ক্ষেত্রেও এই দু-টি সূক্ত পাঠ করতে হবে, একটিকে বাদ দিলে চলবে না। ৬/৬/১৭ অনুযায়ী বাদ যাবে অন্য সূক্ত। 'ছান্দোমিকস্য' না বললে অর্থ হত দশরাত্রের প্রথম দিনের এই দুই শস্ত্র দুই-সূক্ত-বিশিষ্ট হবে।

বৈষুবতে নিবিদ্‌ধানে পূর্বে চ ।। ২৬।। [২১]

অনু.— বিষুবান্-সম্পর্কিত দু-টি নিবিদ্ধান (সূক্ত) এবং (সেই দুটির) পূর্ববর্তী দু-টি (সূক্ত এই দিন এই দুই শস্ত্রে পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— প্রথম ছন্দোম দিনে মরুত্বতীয় শস্ত্রে বিষুবানের 'ত্যং-' ও 'কয়া-' এবং নিষ্কেবল্যশস্ত্রে বিষুবানের 'অভি-' ও 'ইন্দ্রস্য-' (৮/৬/৭, ১৪ সূ. দ্র.) এই দু-টি করে সূক্ত পাঠ করতে হয়।

দ্বিতীয়স্য শংসা মহাম্ মহশ্চিত্ ত্বমিন্দ্র পিবা সোমমভি তমস্য দ্যাবাপৃথিবী মহাঁ ইন্দ্রো নৃবদ্ ইতি মরুত্বতীয়ম্ ।। ২৭।। [২২]

অনু.— দ্বিতীয় (ছন্দোম দিনের) মরুত্বতীয় (শস্ত্র) 'শংসা-' (৩/৪৯) , 'মহ-' (১/১৬৯), 'পিবা-' (৬/১৭), 'তমস্য-' (১০/১১৩), 'মহাঁ-' (৬/১৯)।

অপূর্ব্যা পুরুতমানি তাং সু তে কীর্তিং ত্বং মহাঁ ইন্দ্র যো হ দিবশ্চিদস্য ত্বং মহাঁ ইন্দ্র তুভ্যম্ ইতি নিষ্কেবল্যম্ ।। ২৮।। [২৩]

অনু.— নিষ্কেবল্য (শস্ত্র) 'অপূর্ব্যা-' (৬/৩২), 'তাং-' (১০/৫৪), 'ত্বং-' (১/৬৩), 'দিব-' (১/৫৫), 'ত্বং-' (৪/১৭)।

তৃতীয়স্যেন্দ্রঃ স্বাহা গায়ত্ সাম তিষ্ঠা হরী প্র মন্দিন ইমা উ ত্বেতি মরুত্বতীয়ম্ ।। ২৯।। [২৩]

অনু.— তৃতীয় (ছন্দোম দিনের) মরুত্বতীয় (শস্ত্র) 'ইন্দ্রঃ-' (৩/৫০), 'গায়ত্-' (১/১৭৩), 'তিষ্ঠা-' (৩/৩৫), 'প্র-' (১/১০১), 'ইমা-' (৬/২১)।

সং চ ত্বে জগ্মুর্ ইতি সূক্তে আ সত্যো যাত্বহং ভুবং তত্ ত ইন্দ্রিয়ম্ ইতি নিষ্কেবল্যম্ ।। ৩০।। [২৪]

অনু.— নিষ্কেবল্য (শস্ত্র) 'সং-' (৬/৩৪, ৩৫) ইত্যাদি দু-টি সূক্ত, 'আ-' (৪/১৬), 'অহং-' (১০/৪৮), 'তত্-' (১/১০৩)।

আ যাহি বনসেমা নু কং বভ্রুরেক ইতি দ্বিপদাসূক্তানি পুরস্তাদ্ বৈশ্বদেবসূক্তানাম্ ।। ৩১।। [২৪]

অনু.— (বৈশ্বদেবশস্ত্রে) বৈশ্বদেব-সূক্তগুলির আগে 'আ-' (১০/১৭২), 'ইমা-' (১০/১৫৭), 'বভ্রু-' (৮/২৯) এই দ্বিপদাসূক্তগুলি (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ছন্দোমের তিন দিন যথাক্রমে একটি করে উদ্ধৃত সূক্ত বৈশ্বদেবশস্ত্রে পাঠ করতে হয়। মন্ত্র এবং লক্ষণ দেখেই সূক্তগুলিকে দ্বিপদা বলে বোঝা গেলেও সূত্রে 'দ্বিপদা' বলায় বুঝতে হবে যে, 'পবস্ব-' (৯/৬৭/১৬), 'পরি-' (৯/১০৯/১৬), 'পরি-' (৯/১০৯/১) ইত্যাদি যে দ্বিপদাগুলি বেদে চতুষ্পদারূপে পঠিত রয়েছে সেগুলিকে গ্রাবস্তোত্রে (৫/১২/১১ সূ. দ্র.) চতুষ্পদারূপেই পাঠ করতে হবে এবং যেগুলি দ্বিপদারূপেই পঠিত রয়েছে সেগুলিকে দ্বিপদারূপেই অর্থাৎ অধ্যাসের মতো পাঠ করতে হবে (৪/১৫/১৪ সূ. দ্র.)। ৮/১২/৩১ সূত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী দ্বিপদাসূক্ত নিবিদ্ধানীয় হয় না বলে এই সূক্তগুলির আগে

আহ্যব হবে না, আহ্যব হবে পরবর্তী বৈশ্বদেব সূক্তের ক্ষেত্রেই। মুদ্রিত গ্রন্থে যা-ই থাকুক, যাঁরা গুরুশিষ্য-পরম্পরায় বেদের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছেন তাঁরা যে-আকারে মন্ত্রগুলি পাঠ করে থাকেন সেই অনুযায়ী মন্ত্র দ্বিপদা অথবা চতুষ্পদা বলে স্বীকৃত হবে, লক্ষণ অনুযায়ী নয়।

ইতি নু সমূঢ়ঃ ।। ৩২।। [২৫]

অনু.— এই হল সমূঢ় (দশরাত্র)।

ব্যাখ্যা— দশরাত্র বস্তুত দ্বাদশাহেরই অন্তর্গত। দশরাত্রের ন-দিনের বিবরণের পরে এখানে সূত্রে 'সমূঢ়' বলায় বুঝতে হবে এই নবরাত্র বা ন-দিন অর্থাৎ পৃষ্ঠ্যষড়হ এবং তিন ছন্দোম সমূঢ় এবং ব্যূঢ় ভেদে দু-রকমের। দশম দিনটি কিন্তু দু-টি ক্ষেত্রেই সমান। নবরাত্র দু-রকমের বলে দশরাত্রও সমূঢ় ও ব্যূঢ় এই দু-রকমের। সোমরস ছাঁকার সময়ে কোন্ গ্রহপাত্রে আগে সোমরস নেওয়া হবে সেই অনুযায়ী সমূঢ় এবং ব্যূঢ় এই দুই ভেদ। সমূঢ় এবং ব্যূঢ় দুই রকমের দ্বাদশাহেই প্রথম, দশম ও দ্বাদশ দিনে প্রাতঃসবনে ঐন্দ্রবায়ব নামে গ্রহে আগে সোমরস ভরা হয়। সমূঢ়ের অন্যান্য দিনগুলিতে পর্যায়ক্রমে ঐন্দ্রবায়ব, শুক্র এবং আগ্রয়ণ গ্রহে আগে সোম ভর্তি করা হয়। দশমের পরিবর্তে একাদশ দিনে আগ্রয়ণে সোম নেওয়া হয়। ব্যূঢ় দ্বাদশাহে বারো দিনে যথাক্রমে ঐন্দ্রবায়ব, পুনশ্চ ঐন্দ্রবায়ব, শুক্র, আগ্রয়ণ, পুনশ্চ আগ্রয়ণ, ঐন্দ্রবায়ব, শুক্র, পুনশ্চ শুক্র, আগ্রয়ণ, ঐন্দ্রবায়ব, পুনশ্চ ঐ, পুনরপি ঐ (ঐন্দ্রবায়ব) গ্রহে আগে সোমরস নেওয়া হয়ে থাকে (আপ শ্রৌ. ২১/২৪/২-৫ দ্র.)। তিন গ্রহের এই অগ্রতাকে 'ত্র্যনীকা' বলা হয়।

অষ্টম কণ্ডিকা (৮/৮)

[ব্যূঢ় দশরাত্রের প্রথম ছ-দিন]

ব্যূঢশ্ চেত্ পৃষ্ঠ্যস্যোত্তরে ত্র্যহে মধ্যন্দিনেষু গায়ত্রাংস্ তৃচান্ উপসংশস্য তেষু নিবিদো দধ্যাত্ ।। ১।।

অনু.— যদি ব্যূঢ় (দশরাত্র হয় তাহলে) পৃষ্ঠ্যষড়হের শেষ তিন দিনে মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য (শস্ত্রে) গায়ত্রীছন্দের তৃচ পাঠ করে সেই (তৃচগুলিতে) নিবিদ্ স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— দশরাত্রের প্রথম ছ-দিন হয় পৃষ্ঠ্যষড়হ, তার পর তিন দিন ছন্দোম। ব্যূঢ় দশরাত্রে পৃষ্ঠ্যষড়হের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্রে ২ নং সূত্রে উল্লিখিত গায়ত্রী ছন্দের তৃচগুলি পাঠ করবেন এবং ঐ তৃচগুলিতেই ৫/১৪/২৪ সূত্র অনুসারে নিবিদ্ বসাবেন। বৃত্তিকারের মতে ছন্দ নির্দেশ করে 'গায়ত্রান্' বলায় বুঝতে হবে এখানে সবনের ছন্দ গায়ত্রী। গায়ত্রী ছন্দের এই তৃচে নিবিদ্ বসাতে ভুলে গেলে তাই সবনের ছন্দ অনুযায়ী অন্য কোন গায়ত্রী ছন্দের তৃচেই নিবিদ্ বসাতে হবে। সর্বত্রই এই নিয়ম যে, যে ছন্দের সূক্তে অথবা তৃচে নিবিদ্ বসাতে ভুলে যাওয়া হয়েছে সেই ছন্দের অন্য কোন সূক্তে অথবা তৃচে নয়, সবনের যে ছন্দ সেই ছন্দেরই কোন সূক্তে অথবা তৃচে নিবিদ্ বসাতে হয়। 'শস্ত্বা' অথবা 'সংশস্য' না বলে 'উপসংশস্য' বলায় বুঝতে হবে যে, এই তৃচগুলির সূক্তরূপে কোন স্বাতন্ত্র্য নেই— "ইতরথা..... সূক্তান্যেব সূক্তস্থানেষু ইতি পরিভাষয়া স্বতন্ত্রত্বং স্যাত্ ততশ্ চ হীনস্তোমেষু তৃচবর্জম্ অন্ত্যস্য উদ্ধারঃ স্যাত্। ইষ্যতে চ তৃচসহিতস্য অন্ত্যস্যালোপঃ। সংসবে চ তৃচসহিতাত্ সূক্তাদ্ এব পুরস্তাদ্ আবাপো, ন কেবলতৃচাদ্ এব" (বৃত্তি)। ৮/১২/২৪ সূত্রের বৃত্তিতে নারায়ণ বলেছেন- 'উপসংশস্য ইতি বচনম্.... একতাসিদ্ধ্যর্থম্' অর্থাৎ উপশংসন হল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মন্ত্রের মধ্যে ঐক্য বা অখণ্ডতা সম্পাদন করা। ১০/১০/৭ সূত্রের ব্যাখ্যায় বলছেন "উপসংশস্য ইতি বচনং পূর্বেণ সূক্তেন একসূক্তত্বপ্রদর্শনার্থম্।" স্বতন্ত্র সূক্তরূপে গণ্য না হলেও যাতে সেগুলিতে সূক্তে প্রযোজ্য নিবিদ্ বসতে পারে সেই উদ্দেশে সূত্রে 'তেষু নিবিদো দধ্যাত্' বলা হয়েছে। স্বতন্ত্র সূক্তরূপে গণ্য হয় না বলেই ৭/১/৮, ২২ সূত্রের কার্য এগুলির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় না এবং সেই কারণে ৯/১/১৬ সূত্র অনুযায়ী স্তোমহানির ক্ষেত্রে কেবল এই তৃচগুলিই নয়, তৃচসমেত শেষ সূক্তই থেকে যাবে, পূর্ববর্তী সূক্তগুলি বাদ যাবে। আবাপও হবে আ. ৬/৬/১৪,১৫ স্থলে তৃচের আগে নয়, তৃচসমেত সূক্তের আগে।

ইমং নু মায়িনং হুবে ত্যমু বঃ সত্রাসাহং মরুত্বাঁ ইন্দ্র মীঢ়ুস্তমিন্দ্রং বাজয়ামস্যয়ং হ যেন বা ইদমুপ নো হরিভিঃ সুতম্ ইতি ।। ২।।

অনু.— (ঐ গায়ত্রী তৃচগুলি হল) 'ইমং-' (৮/৭৬/১-৩), 'ত্যমু-' (৮/৯২/৭-৯); 'মরুত্বাঁ-' (৮/৭৬/৭-৯), 'তমি-' (৮/৯৩/৭-৯); 'অয়ং-' (৮/৭৬/৪-৭), 'উপ-' (৮/৯৩/৩১-৩৩)।

ব্যাখ্যা— তিন দিন যথাক্রমে দু-টি করে তৃচ পাঠ করতে হয়। প্রত্যেক জোড়া তৃচের মধ্যে প্রথম তৃচটি মরুত্বতীয় শস্ত্রের এবং দ্বিতীয় তৃচটি নিষ্কেবল্য শস্ত্রের নিবিদ্ধানীয় সূক্ত হিসাবে পাঠ করতে হয়।

ত্রৈষ্টুভান্যেষাং তৃতীয়সবনানি ।। ৩।।

অনু.— এই (তিন দিনের) তৃতীয়সবন (হচ্ছে) ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের।

ব্যাখ্যা— সবনের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ বলার উদ্দেশ্য এই যে, নিবিদ্ধান সূক্তে নিবিদ্ বসাতে ভুলে গেলে পরে নিবিদ্ধান সূক্তের যে ছন্দ সেই ছন্দেরই অন্য এক সূক্তে নিবিদ্ না বসিয়ে ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দের কোন সূক্তেই নিবিদ্ বসাতে হবে।

চতুর্থেঽহন্যা দেবো যাতু প্র দ্যাবেতি বাসিষ্ঠং প্র ঋভুভ্যঃ প্র শুক্রৈত্বিতি বৈশ্বদেবম্ ।। ৪।।

অনু.— চতুর্থ দিনে বৈশ্বদেব (শস্ত্র) 'আ দেবো-' (৭/৪৫), বসিষ্ঠ ঋষির 'প্র দ্যাবা-' (৭/৫৩) এই (সূক্ত), 'প্র ঋভু-' (৪/৩৩), 'প্র শুক্রৈ-' (৭/৩৪)।

ব্যাখ্যা— 'বাসিষ্ঠম্' বলায় দীর্ঘতমা ঋষির 'প্র-' (১/১৫৯) সূক্তটি এখানে গ্রহণ করা চলবে না।

বৈশ্বানরস্য সুমতৌ ক ঈং ব্যক্তা অগ্নিং নর ইত্যাগ্নিমারুতম্ ।। ৫।। [৪]

অনু.— আগ্নিমারুত (শস্ত্র) 'বৈশ্বা-' (১/৯৮), 'ক-' (৭/৫৬), 'অগ্নিং-' (৭/১)।

অষ্টাদশোত্তমে বিরাজঃ ।। ৬।। [৪]

অনু.— শেষ (সূক্তে) আঠারটি (মন্ত্র) বিরাট্।

ব্যাখ্যা— 'অগ্নিং-' সূক্তের প্রথম আঠারটি মন্ত্রের ছন্দ বিরাট্। ছন্দ বিরাট্ হলেও ৮/৭/৩ সূত্রের মন্ত্রের মতো কিন্তু এই সূক্তে ন্যূঙ্খ হবে না।

দ্বিপদা একাদশ মারুত একবিংশতির্ বৈশ্বদেবসূক্তে ।। ৭।। [৫]

অনু.— মারুত (নিবিদ্ধান সূক্তে) এগারটি দ্বিপদা (এবং) বৈশ্বদেবসূক্তে একুশটি দ্বিপদা (মন্ত্র আছে)।

ব্যাখ্যা— আগ্নিমারুত শস্ত্রের 'ক-' এই মারুত নিবিদ্ধান-সূক্তে (৫নং সূ. দ্র.) এগারটি এবং বৈশ্বদেব শস্ত্রের 'প্র শুক্রৈ-' এই বৈশ্বদেব নিবিদ্ধান-সূক্তে (৪নং সূ. দ্র.) একুশটি দ্বিপদা মন্ত্র আছে। দ্বিপদা বলা থাকলে কি করতে হয় তা আগেই বলা হয়েছে। ৮/৭/৩১ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

পঞ্চমস্যোদু ষ্য দেবঃ সবিতা দমূনা ইতি তিস্রো মহী দ্যাবাপৃথিবী ইহ জ্যেষ্ঠে ইতি চতস্র ঋভুর্বিভ্বা স্তবে জনম্ ইতি বৈশ্বদেবম্ ।। ৮।। [৬]

অনু.— পঞ্চম (দিনের) বৈশ্বদেব (শস্ত্র) 'উদু-' (৬/৭১/৪-৬) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), 'মহী-' (৪/৫৬/১-৪) ইত্যাদি চারটি (মন্ত্র), 'ঋভু-' (৪/৩৪), 'স্তবে-' (৬/৪৯)।

হবিষ্পান্তং বপুর্নু তদগ্নির্হোতা গৃহপতিঃ স রাজেতি তিস্র ইত্যাগ্নিমারুতম্। ।। ৯।। [৬]

অনু.— আগ্নিমারুত (শস্ত্র) 'হবি-'(১০/৮৮), 'বপু-' (৬/৬৬), 'অগ্নি-' (৬/১৫/১৩-১৫) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র)।

উত্তমা বৈশ্বদেবসূক্তে সাধ্যাসা। উত্তমা জাতবেদস্যে ।। ১০।। [৬]

অনু.— বৈশ্বদেবসূক্তে শেষ (মন্ত্র এবং) জাতবেদস্য (সূক্তে শেষ মন্ত্র) অধ্যাসসমেত (বর্তমান)।

ব্যাখ্যা— বৈশ্বদেবশস্ত্রে 'স্তবে-' এই বৈশ্বদেব নিবিদ্ধানসূক্তের এবং আগ্নিমারুত শস্ত্রে 'অগ্নি-' এই জাতবেদস্য নিবিদ্ধানসূক্তের শেষ মন্ত্রটি অধ্যাসসমেত পাঠ করতে হয়। মন্ত্রে অর্থসমাপ্তি ঘটার পরেও শেষে যদি কোন পূর্ববর্তী পাদের পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে সেই ধুয়া পাদকে 'অধ্যাস' বলা হয়। ''ঋচি অধ্যস্যতে ইতি অধ্যাসঃ সমাপ্তার্থায়াম্ ঋচি যস্যাম্ উত্তার্থ ইব যঃ পূর্বপাদসদৃশঃ পাদো বিধীয়তে সঃ অধ্যাস ইতি বিদ্যাত্'' (না.)। সাধারণত ১/৮১ সূক্ত ছাড়া পংক্তিছন্দের সমস্ত সূক্তে এবং মহাপংক্তি, শক্করী ও অতিশক্করী ছন্দের মন্ত্রে অধ্যাস থাকে।

সর্বত্রাধ্যাসান্ উপসমস্য প্রণুয়াত্ ।। ১১।। [৭]

অনু.— সর্বত্র অধ্যাসগুলিকে উপসমাস করে প্রণব উচ্চারণ করবেন।

ব্যাখ্যা— সর্বত্র মন্ত্রের শেষ পাদের শেষ অক্ষরের সঙ্গে অধ্যাসের প্রথম অক্ষরের সন্ধি করে অধ্যাসের শেষে প্রণব উচ্চারণ করবেন। ''উপসমাসো নাম অকৃত্বা প্রণবং যথর্গক্ষরম্ এব সন্ধায় বচনম্'' (বৃত্তি)। 'সর্বত্র' বলায় অন্যত্রও উপসমাসের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য। অধ্যাসযুক্ত মন্ত্রগুলি চতুষ্পাদ না হলেও (৫/১৪/১২ সূ. দ্র.) অর্ধমন্ত্রে অর্ধমন্ত্রে থামতে হবে না।

ষষ্ঠস্যোদু ষ্য দেব ইতি গার্ত্সমদং কিমু শ্রেষ্ঠ উপ নো বাজা ইতি ত্রয়োদশার্ভবং চতস্রশ্ চ বৈশ্বদেবসূক্তে তৃচম্ অন্ত্যম্ উদ্ধরেদ্ ইতি বৈশ্বদেবম্ ।। ১২।। [৮]

অনু.— ষষ্ঠ (দিনের) বৈশ্বদেব (শস্ত্র) 'উদু-' (২/৩৮) এই গৃত্সমদ ঋষির (সূক্ত), 'কিমু-' (১/১৬১/১-১৩) ইত্যাদি তেরটি (মন্ত্র) এবং 'উপ-' (৪/৩৭/১-৪) ইত্যাদি চারটি (মন্ত্র) আর্ভব সূক্ত। বৈশ্বদেব (নিবিদ্ধান) সূক্তে শেষ তৃচটি বাদ দেবেন।

ব্যাখ্যা— 'উদু-' সাবিত্র সূক্ত। 'কিমু-' ইত্যাদি সতেরটি (১৩ + ৪) মন্ত্র হচ্ছে আর্ভব সূক্ত। ৮/১/২২-২৭ সূত্র অনুযায়ী বৈশ্বদেবশস্ত্রে 'ইদমি-', 'যে-' এবং 'স্বস্তি-' এই তিনটি বৈশ্বদেব নিবিদ্ধান সূক্ত পাঠ করতে হয়। তার মধ্যে তৃতীয় সূক্তটি বস্তুত তৃচ। এখানে ঐ 'স্বস্ত্যাত্রেয়' নামে তৃচটি বাদ দিতে হবে।

অহশ্চ কৃষ্ণং মধ্বো বো নাম স প্রত্নথেত্যাগ্নিমারুতম্ ।। ১৩।। [৯]

অনু.— আগ্নিমারুত (শস্ত্র হচ্ছে) 'অহশ্চ-' (৬/৯), 'মধ্বো-' (৭/৫৭), 'স-' (১/৯৬)।

ইতি পৃষ্ঠ্যঃ ।। ১৪।। [৯]

অনু.— এই (হল ব্যূঢ়) পৃষ্ঠ্য।

ব্যাখ্যা— ৮/৭/২২ সূত্র থেকে দশরাত্রের প্রসঙ্গ আরম্ভ হয়েছে এবং ৮/৮/১ সূত্র থেকে সেই দশরাত্রের ব্যূঢ় নামে প্রকারভেদের বিষয়ই আলোচনা করা হচ্ছে। এই সূত্রটি তাই এখানে না করলেও চলে। মূল আলোচনার বিষয় ব্যূঢ় দশরাত্র হলেও এই সূত্রটি করে সূত্রকার আমাদের বোঝাতে চাইছেন যে, পৃষ্ঠ্যেরও সমূঢ় এবং ব্যূঢ় নামে দুই ভেদ রয়েছে। আগে সমূঢ় পৃষ্ঠ্যের কথা বলা হয়েছে, আর এখানে যে পৃষ্ঠ্যের কথা বলা হল তা হচ্ছে ব্যূঢ়।

নবম কণ্ডিকা (৮/৯)

[ব্যূঢ় দশরাত্রে প্রথম ছন্দোম দিন]

অথ ছন্দোমাঃ ।। ১।।

অনু.— এ-বার (ব্যূঢ়ের) ছন্দোম (নামে দিনগুলি বলা হচ্ছে)।

সমুদ্রাদূর্মির্ ইত্যাজ্যম্ ।। ২।।

অনু.— (প্রথম ছন্দোম দিনের) আজ্য (শস্ত্র) 'সমুদ্রা-' (৪/৫৮)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২৩/১ অংশেও এই সূক্তই বিহিত হয়েছে। প্রথম ছন্দোম দিনের অন্যান্য মন্ত্রের বিষয়ে সেখানে ২৩/১,২ অংশে আলোচনা করা হয়েছে। শা. অনুযায়ী ৭/৪ সূক্ত পাঠ্য— ১০/৯/২ সূ. দ্র.।

আ বায়ো ভূষ শুচিপা উপ নঃ প্র যাভির্যাসি দাশ্বাংসমচ্ছা নো নিযুদ্ভিঃ শতিনীভিরধ্বরং প্র সোতা জীরো অধ্বরেষ্বস্থাদ্ যে বায়ব ইন্দ্রমাদনাসো যা বাং শতং নিযুতো যাঃ সহস্রম্ ইত্যেকপাতিন্যঃ প্র যদ্ বাং মিত্রাবরুণা স্পূর্ধন্মা গোমতা নাসত্যা রথেনা নো দেব শবসা যাহি শুষ্মিন্ প্র বো যজ্ঞেষু দেবয়ন্তো অর্চন্ প্র ক্ষোদসা ধায়সা সস্র এষেতি প্রউগম্ ।। ৩।। [২]

অনু.— প্রউগ (শস্ত্র) 'আ-' (৭/৯২/১), 'প্র-' (৭/৯২/৩), 'আ নো-' (৭/৯২/৫), 'প্র সোতা-' (৭/৯২/২), 'যে-' (৭/৯২/৪), 'যা-' (৭/৯১/৬) - এই এক-প্রতীক-বিশিষ্ট (মন্ত্রগুলি); 'প্র যদ্-' (৬/৬৭/৯-১১); 'আ গো-' (৭/৭২/১-৩) 'আ নো-' (৭/৩০/১-৩); 'প্র বো-' (৭/৪৩/১-৩); 'প্র ক্ষোদ-' (৭/৯৫/১-৩)।

ব্যাখ্যা— সাতটি তৃচের মধ্যে প্রথম দুটি তৃচের ক্ষেত্রে উদ্ধৃত ছ-টি মন্ত্রাংশ একটি করে মন্ত্রের প্রতীক। ঐ. ব্রা. ২৩/১ অংশে এই সূত্রের সব-কটি তৃচই পাওয়া যায়। শা. মতে প্রথম তিনটি তৃচ হল ৭/৯০/১-৩, ৫-৭; ৭/৬১/১-৩— ১০/৯/৪ সূ. দ্র.।

মাধ্যন্দিনে সূক্তে বিপরিহৃত্যোত্তরয়োর্ নিবিদো দধ্যাত্ ।। ৪।। [৩]

অনু.— মাধ্যন্দিন-সম্পর্কিত সূক্ত দু-টিকে ক্রমপরিবর্তন করে (পাঠ করে) অন্য দু-টি সূক্তে নিবিদ্ বসাবেন।

ব্যাখ্যা— ৮/৭/২৫-২৬ নং সূত্রে মাধ্যন্দিন অর্থাৎ মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্যশস্ত্রের যে দু-টি দু-টি সূক্তের উল্লেখ করা হয়েছে এখানে শস্ত্রে সেই দুই সূক্তের ক্রম পরিবর্তন করে দ্বিতীয় সূক্তটিকে আগে এবং প্রথম সূক্তটিকে পরে পাঠ করবেন এবং মূল প্রথম সূক্তটিকে (যা এখন দ্বিতীয় সূক্তে পরিণত) নিবিদ্ বসাবেন। ৭/১১/২৯ সূত্র অনুযায়ীই শেষ বা দ্বিতীয় সূক্তে নিবিদ্ বসার কথা, তবুও সূত্রে তা আবার বলায় বুঝতে হবে দশরাত্রের সংসবের ক্ষেত্রে ৬/৬/১৭ সূত্র অনুযায়ী সূক্ত বাদ দেওয়া যাবে না। নিবিদ্ বসাতে ভুলে গেলে জগতী ছন্দেরই অন্য কোন মন্ত্রে নিবিদ্ বসাতে হবে। শা. মতে মরুত্বতীয় শস্ত্রে স্তোত্রিয়, অনুরূপ এবং ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথ পৃষ্ঠ্যের প্রথম দিনের মতোই। এছাড়া ১/১৬৫ এবং ৫২ সূক্ত পাঠ্য। নিষ্কেবল্য শস্ত্রে পাঠ্য সূক্ত হল ৬/১৮ এবং ১/৫১— শা. ১০/৯/৫-১৩ দ্র.।

এবম্ উত্তরয়োশ্ চতুর্থপঞ্চমে ।। ৫।। [৪]

অনু.— এইরকম পরবর্তী দুই (ছন্দোম দিনে ঐ দুই শস্ত্রে) চতুর্থ এবং পঞ্চম সূক্তকে (বিপরীত ক্রমে পাঠ করে মূল চতুর্থ সূক্তে নিবিদ্ বসাবেন)।

ব্যাখ্যা— ৮/৭/২৭-৩০ সূ. দ্র.।

অভি ত্বা দেব সবিতঃ প্রেতাং যজ্ঞস্য শম্ভুবায়ং দেবায় জন্মন ইতি তৃচা ঐভিরগ্নে দুব ইতি বৈশ্বদেবম্ ।। ৬।। [৫]

অনু.— (প্রথম ছন্দোম দিনে) বৈশ্বদেব (শস্ত্র) 'অভি-' (১/২৪/৩-৫), 'প্রেতাং-' (২/৪১/১৯-২১), 'অয়ং-' (১/২০/১-৩) এই তৃচগুলি, 'ঐভি-' (১/১৪)।

ব্যাখ্যা— তৃচগুলি এখানে সূক্তরূপেই গণ্য হবে। ঐ. ব্রা. ২৩/২ অংশেও এই মন্ত্রগুলির উল্লেখ আছে। শা. মতে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ পৃষ্ঠ্যের প্রথম দিনের মতোই। এ-ছাড়া ৩/৬২/১০-১২ হচ্ছে সাবিত্র সূক্ত, ২/৪১/১৯-২১ দ্যা. পৃ. সূক্ত। ১/৯০/১-৫, ১০/১৭২ এবং ১/৩/৭-৯ বৈশ্বদেবসূক্ত— ১০/৯/১৫, ১৬ সূ. দ্র.।

নিত্যানি দ্বিপদাসূক্তানি ।। ৭।। [৬]

অনু.— দ্বিপদাসূক্তগুলি অপরিবর্তিত (থাকবে)।

ব্যাখ্যা— ৮/৭/৩১ নং সূত্রে সমূঢ়ে বৈশ্বদেবশস্ত্রে যে দ্বিপদাসূক্তগুলির কথা বলা হয়েছে তা এখানে ব্যূঢ়েও পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ২৩/২ অংশেও 'আ যাহি-' ইত্যাদি দ্বিপদা ঋক্ পাঠ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৈশ্বানরো অজীজনদ্ ইত্যেকা স বিশ্বং প্রতি চাক্লৃপদ্ ঋতূনুৎসৃজতে বশী। যজ্ঞস্য বয় উৎতিরন্। বৃষাপাবক দীদিহ্যগ্নে বৈশ্বানর দ্যুমত্। জমদগ্নিভিরাহুতঃ। প্র যদ্ বস্ত্রিষ্টুভং দূতং ব ইত্যাগ্নিমারুতম্ ।। ৮।। [৭]

অনু.— আগ্নিমারুত (শস্ত্র) 'বৈশ্বা-' (আ. ২/১৫/২) এই একটি (মন্ত্র), 'স-' (সূ.), 'বৃষা-' (সূ.), 'প্র-' (৮/৭), 'দূতং-' (৪/৮)।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি মন্ত্র বৈশ্বানরীয় সূক্ত। শা. মতে ১০/৯/১৭ সূত্রোক্ত তিন মন্ত্র বৈশ্বানর সূক্ত, ৮/৭/১-৯ অথবা ১-১৫, মারুতসূক্ত এবং ৫/১৩ জাতবেদস্য সূক্ত- শা. ১০/৯/১৭ দ্র.। ঐ. ব্রা. ২৩/২ অংশে 'স-' এবং 'বৃষা-' এই দুটি মন্ত্রের কোন উল্লেখ নেই।

দশম কণ্ডিকা (৮/১০)

[ব্যূঢ়ের দ্বিতীয় ছন্দোম দিন]

দ্বিতীয়স্যাগ্নিং বো দেবম্ ইত্যাজ্যম্ ।। ১।।

অনু.— দ্বিতীয় (ছন্দোম দিনের) আজ্য (শস্ত্র) 'অগ্নিং-' (৭/৩)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২৩/৩ অংশেও এই সূক্তই বিহিত হয়েছে। এই দিনের অন্যান্য পাঠ্য মন্ত্র সেখানে উদ্ধৃত হয়েছে ২৩/৩,৪ অংশে।

কুবিদঙ্গ নমসা যে বৃধাসঃ পীবো অন্নাঁ রয়িবৃধঃ সুমেধা উচ্ছন্নুষসঃ সুদিনা অরিপ্রা ইত্যেকপাতিন্য উশন্তা দূতা ন দভায় গোপা যাবত্ তরস্তন্বো যাবদোজ ইত্যেকা যে চ প্রতি বাং সূর উদিতে সূক্তৈর্ধেনুঃ প্রত্নস্য কাম্যং দুহানা ব্রহ্মা ণ ইন্দ্রোপ যাহি বিদ্বানূর্ধ্বো অগ্নিঃ সুমতিং বস্বো অশ্রেদুত স্যা নঃ সরস্বতী জুষাণেতি প্রউগম্ ।। ২।। [১]

অনু.— প্রউগ (শস্ত্র) 'কুবি-' (৭/৯১/১), 'পীবো-' (৭/৯১/৩), 'উচ্ছন্নু-' (৭/৯০/৪)- এই একমন্ত্রের প্রতীকজাত (তৃচ); 'উশ-' (৭/৯১/২) এই একটি এবং 'যাবত্-' (৭/৯১/৪,৫) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র); 'প্রতি-' (৭/৬৫/১-৩), 'ধেনুঃ-' (৩/৫৮/১-৩), 'ব্রহ্মা-' (৭/২৮/১-৩) 'উর্ধ্বো-' (৭/৩৯/১-৩), 'উত-' (৭/৯৫/৪-৬)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২৩/৩ অংশেরও এই একই বিধান।

হিরণ্যপাণিমূতয় ইতি চতস্রো মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ নো যুবানা পিতরা পুনর্ ইতি তৃচৌ দেবানামিদব ইতি বৈশ্বদেবম্ ।। ৩।। [২]

অনু.— বৈশ্বদেব (শস্ত্র) 'হিরণ্য-' (১/২২/৫-৮) ইত্যাদি চারটি (মন্ত্র), 'মহী-' (১/২২/১৩-১৫), 'যুবা-' (১/২০/৪-৬) এই দু-টি তৃচ, 'দেবা-' (৮/৮৩)।

ব্যাখ্যা— দ্র. যে, এখানে চারটি মন্ত্র এবং দুটি তৃচ সূক্তরূপেই গণ্য হয়। ঐ. ব্রা. ২৩/৪ অংশে 'মহী-' ছাড়া অন্য প্রতীকগুলির উল্লেখ আছে।

ঋতাবানং বৈশ্বানরমৃতস্য জ্যোতিষস্পতিম্। অজস্রং ঘর্মমীমহে।। দিবি পৃষ্টো অরোচতাগ্নির্বৈশ্বানরো মহান্। জ্যোতিষা বাধতে তমঃ।। অগ্নিঃ প্রত্নেষু ধামসু কামো ভূতস্য ভব্যস্য। সম্রাডেকো বিরাজতি।। ক্রীলং বঃ শর্ধোঽগ্নে মৃলেত্যাগ্নিমারুতম্ ।। ৪।। [৩]

অনু.— আগ্নিমারুত (শস্ত্র) 'ঋতা-' (সূ.), 'দিবি-' (সূ.), 'অগ্নিঃ-' (সূ.), 'ক্রীলং-' (১/৩৭), 'অগ্নে-' (৪/৯)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২৩/৪ অংশে 'অগ্নিঃ-' মন্ত্রটি ছাড়া অন্যগুলির উল্লেখ আছে।

একাদশ কণ্ডিকা (৮/১১)

[ব্যূঢ়ের তৃতীয় ছন্দোম দিন]

তৃতীয়স্যাগন্ম মহেত্যাজ্যম্ ।। ১।।

অনু.— তৃতীয় (ছন্দোম দিনের) আজ্য (শস্ত্র) 'অগন্ম-' (৭/১২)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২৪/১ এবং শা. ১০/১১/৩ অংশের বিধানও তা-ই।

প্র বীরয়া শুচয়ো দদ্রিরে তে সত্যেন মনসা দীধ্যানা দিবি ক্ষয়ন্তা রজসঃ পৃথিব্যামা বিশ্ববারাশ্বিনা গতং নোঽয়ং সোম ইন্দ্র তুভ্যং সুন্ব আ তু প্র ব্রহ্মাণো অঙ্গিরসো নক্ষন্ত সরস্বতীং দেবয়ন্তো হবন্ত আ নো দিবো বৃহতঃ পর্বতাদা সরস্বত্যভি নো নেষি বস্য ইতি প্রউগম্ ।। ২।। [১]

অনু.— প্রউগ (শস্ত্র) 'প্র-' (৭/৯০/১-৩); 'তে-' (৭/৯০/৫-৭); 'দিবি- (৭/৬৪/১-৩); 'আ বিশ্ব-' (৭/৭০/১-৩); 'অয়ং-' (৭/২৯/১-৩); 'প্র-' (৭/৪২/১-৩); 'সর-' (১০/১৭/৭), 'আ নো-' (৫/৪৩/১১), 'সর-' (৬/৬১/১৪)।

ব্যাখ্যা— 'দদ্রিরে' স্থানে প্রয়োগ অনুযায়ী পাঠ 'দদ্রিরেতে'। ঐ. ব্রা. ২৪/১ অংশেও এই মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে।

একপাতিন্য উত্তমঃ ।। ৩।। [২]

অনু.— শেষ (তৃচটি) একমন্ত্রের প্রতীকগুলি (নিয়ে গঠিত)।

ব্যাখ্যা— প্রউগশস্ত্রের শেষ তৃচটি গঠিত হয় 'সর-', 'আ নো-' এবং 'সর-' এই তিনটি মন্ত্র নিয়ে।

দোবো আ গাত্ প্র বাং মহি দ্যবী অভীতি তৃচাব্ ইন্দ্র ইষে দদাতু নস্তে নো রত্নানি ধত্তনেত্যেকা যে চ যে ত্রিংশতীতি বৈশ্বদেবম্ ।। ৪।। [৩]

অনু.— বৈশ্বদেব (শস্ত্র) 'দোবো-' (আ. ৮/১/২২) (এবং) 'প্র-' (৪/৫৬/৫-৭) এই দু-টি তৃচ, 'ইন্দ্র-' (৮/৯৩/৩৪) এই একটি এবং 'তে-' (১/২০/৭,৮) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র), 'যে-' (৮/২৮)।

ব্যাখ্যা— প্রথম তৃচটি সাবিত্র নিবিদ্ধান, দ্বিতীয়টি দ্যাবাপৃথিবীয় নিবিদ্ধান, তৃতীয়টি আর্ভবনিবিদ্ধান এবং 'যে-' সূক্তটি বৈশ্বদেব নিবিদ্ধান সূক্ত। ঐ. ব্রা. ২৪/২ অংশেও এই মন্ত্রগুলির উল্লেখ রয়েছে।

বৈশ্বানরো ন উতয় আ প্রযাতু পরাবতঃ। অগ্নির্নঃ সুষ্টুতীরুপ।। বৈশ্বানরো ন আগমদিমং যজ্ঞং সজূরুপ। অগ্নিরুক্থেন বাহসা।। বৈশ্বানরো অঙ্গিরোভ্যঃ স্তোম উক্থং চ চাকনত্। ঐষু দ্যুম্নং স্বর্যমত্।। মরুতো যস্য হি প্রাগ্নয়ে বাচম্ ইত্যাগ্নিমারুতম্ ।। ৫।। [৪]

অনু.— আগ্নিমারুত (শস্ত্র) 'বৈশ্বা-' (সূ.), 'বৈশ্বা-' (সূ.), 'বৈশ্বা-' (সূ.), 'মরুতো-' (১/৮৬), 'প্রা-' (১০/১৮৭)।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি মন্ত্র বৈশ্বানরীয় নিবিদ্ধান। যদিও বৃত্তিকার এই তিনটি মন্ত্রকে বৈশ্বানরীয় সূক্তরূপে গণ্য করেছেন, ঐ. ব্রা. ২৪/২ অংশে কিন্তু তা প্রতিপদ্‌রূপেই নির্দিষ্ট হয়েছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থের এই অংশে শেষ দুটি প্রতীকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

দ্বাদশ কণ্ডিকা (৮/১২)

[দশরাত্রের দশম দিন— অবিবাক্য]

দশমেঽহনি ।। ১।।

অনু.— (দশরাত্রে) দশম দিনে (কি কি করতে হয় তা এ-বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— সমূঢ় এবং ব্যূঢ় দুই প্রকারের দশরাত্রেই দশম দিনের অনুষ্ঠান অভিন্ন। সেই দশম দিনের অনুষ্ঠানরীতির কথা এ-বার বলা হচ্ছে।

অনুষ্টুভাং স্থানেঽগ্নিং নরো দীধিতিভির্ অরণ্যোর্ ইতি তৃচম্ আগ্নেয়ে ক্রতৌ ।। ২।।

অনু.— (প্রাতরনুবাকে) আগ্নেয় ক্রতুতে অনুষ্টুপ্ (মন্ত্রগুলির) স্থানে 'অগ্নিং-' (৭/১/১-৩) এই তৃচটি (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিদেবতার উদ্দেশে বিহিত অনুষ্টুপ্ ছন্দের সমস্ত মন্ত্রের স্থানে এই একটি মাত্র তৃচ পাঠ করবেন।

উষা অপ স্বসুস্তম ইতি পচ্ছো দ্বিপদাং ত্রির্ উষস্যে ।। ৩।।

অনু.— উষস্য ক্রতুতে (সমস্ত অনুষ্টুপের স্থানে মাত্র) 'উষা-' (১০/১৭২/৪) এই দ্বিপদা (মন্ত্রকে) পাদে পাদে (থেমে) তিনবার (পাঠ করবেন)।

আ শুভ্রা যাতমশ্বিনা স্বশ্বেতি তৃচম্ আশ্বিনে ক্রতৌ ।। ৪।।

অনু.— আশ্বিন ক্রতুতে (সমস্ত অনুষ্টুপের স্থানে মাত্র) 'আ-' (৭/৬৮/১-৩) এই তৃচটি (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'ক্রতৌ' বলায় আশ্বিনশস্ত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। বৃত্তিকারের মতে এ থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, এই দশম দিনের কোথাও একাহরূপেও প্রয়োগ হয় এবং সেই দিন অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

স্তোকসূক্তস্য দ্বিতীয়তৃতীয়য়োঃ স্থানেঽগ্নে ঘৃতস্য ধীতিভির্ উক্তে সুশ্চন্দ্র সর্পিষ ইত্যেতে ।। ৫।।

অনু.— স্তোকসূক্তের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় (মন্ত্রের) স্থানে 'অগ্নে-' (৮/১০২/১৬), 'উক্তে-' (৫/৬/৯) এই দু-টি (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত ৩/৪/১ সূ. দ্র.। ২নং সূত্রে 'স্থানে' বলা সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার তা বলে সূত্রকার বোঝাতে চাইছেন যে, শুধু সূত্রে যার স্থানে যা বিহিত হয়েছে তার স্থানেই তা হবে, অন্যগুলি অপরিবর্তিতই থাকবে। ফলে এই দশম দিনে সর্বত্রই যে অনুষ্টুপ্ দেখলে নিজবুদ্ধিতে তা বাদ দিয়ে তার স্থানে অন্য কোন নূতন মন্ত্র নিয়ে এসে পাঠ করতে হবে তা কিন্তু নয়। কোন অনুষ্টুপের স্থানে অন্য মন্ত্র বিহিত হয়ে না থাকলে সেখানে ঐ পূর্বনির্দিষ্ট অনুষ্টুপ্ই পাঠ করতে হবে।

ইদমাপঃ প্র বহতেত্যেতস্যাঃ স্থান আপো অস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্ত্বিতি ।। ৬।।

অনু.— 'ইদ-' এই (মন্ত্রের) স্থানে 'আপো-' (১০/১৭/১০) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বপাহোমের পরে মার্জনের সময়ে এখানে 'ইদ-' (৩/৫/৩ সূ. দ্র.) মন্ত্র পাঠ না করে 'আপো-' মন্ত্র পাঠ করবেন।

অচ্ছা বো অগ্নিমবসে প্রত্যগ্না ইতি তৃচয়োঃ স্থানেঽচ্ছা নঃ শীরশোচিষং প্রতি শ্রুতায় বো ধৃষদ্ ইতি তৃচাব্ অচ্ছাবাকঃ ।। ৭।। [৬]

অনু.— অচ্ছাবাক 'অচ্ছা-' এবং 'প্রত্য-' এই দুটি তৃচের স্থানে 'অচ্ছা-' (৮/৭১/১০-১২), 'প্রতি-' (৮/৩২/৪-৬) এই দুটি তৃচ (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পুরোডাশখণ্ডকে তুলে ধরার সময়ে 'অচ্ছা-' (৫/৭/২ সূ. দ্র.) এবং চমস- আপ্যায়নের সময়ে 'প্রত্য-' (৫/৭/৭ সূ. দ্র.) তৃচের স্থানে যথাক্রমে এই সূত্রে উদ্ধৃত দু-টি তৃচ পাঠ করবেন। সম্ভবত, 'প্রত্য-' সূক্তের প্রথম তৃচের পরিবর্তে 'প্রতি-' এই তৃচটি পাঠ করতে হয়। আশ্বিনশস্ত্রে হোতার পাঠ্য (৪/১৩/৮; ৬/৫/৮ সূ. দ্র.) 'অচ্ছা-' মন্ত্রটি (৫/২৫/১-৩) যাতে বাদ না যায় সেই কারণে সূত্রে 'অচ্ছাবাকঃ' পদটি উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দশরাত্রের এই দশম দিনটি বিচ্ছিন্ন একাহরূপেও প্রযুক্ত হয়ে থাকে এবং সেই দিন অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়।

পরি ত্বাগ্নে পুরং বয়ম্ ইত্যেতস্যাঃ স্থানেঽগ্নে হংসি ন্যত্রিণম্ ইতি ।। ৮।। [৭]

অনু.— 'পরি-' এই (মন্ত্রের) স্থানে 'অগ্নে-' (১০/১১৮/১) এই (মন্ত্রটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা — প্রসঙ্গত ৫/১৩/৯ সূ. দ্র.।

উত্তিষ্ঠন্নবপশ্যতেত্যেতস্যাঃ স্থান উত্তিষ্ঠন্নোজসা সহেতি ।। ৯।। [৭]

অনু.— 'উত্তি-' এই (মন্ত্রের) স্থানে 'উত্তিষ্ঠন্-' (৮/৭৬/১০) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত ৫/১৩/৪ সূ. দ্র.।

উরু বিষ্ণো বিক্রমস্বেতি ঘৃতযাজ্যাস্থানে ভবা মিত্রো ন শেব্যো ঘৃতাসুতির্ ইতি ।। ১০।। [৭]

অনু.— 'উরু-' এই ঘৃতযাজ্যার (মন্ত্রের) স্থানে 'ভবা-' (১/১৫৬/১) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— দ্বিতীয় ঘৃতযাজ্যার পরিবর্তী মন্ত্র বিধান করার বুঝতে হবে এখানে কিন্তু বিকল্প নয়, সৌম্য চরুযাগের আগে ও পরে একটি করে মোট দু-টি ঘৃতযাজ্যারই অনুষ্ঠান করতে হবে। প্রসঙ্গত ৫/১৯/৩ সূ. দ্র.।

অহর্‌অহশ্‌ চাহর্‌গণেষু যত্রৈতদ্‌ অহঃ স্যাত্‌ ।। ১১।। [৮]

অনু.— এবং অহর্গণের মধ্যে যে (অহর্গণে) এই (দশম) দিনটি (অনুষ্ঠানের মধ্যে) থাকে (সেখানে) প্রতিদিন (ঐ মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— সত্র অথবা অহীন যে অহর্গণেই অবিবাক্য নামে এই দশম দিনটির অনুষ্ঠান হয় সেখানেই অহর্গণের প্রত্যেক দিন একবার নয়, সৌম্য চরুযাগের আগে এবং পরে দু-বারই ঘৃতযাজ্যার অনুষ্ঠান করতে হয় (৫/১৯/২ সূ. দ্র.) এবং দ্বিতীয়বারে 'উরু-' মন্ত্রের স্থানে 'ভবা-' মন্ত্রই পাঠ করতে হয়।

সিনীবাল্যা অভ্যস্যেদ্‌ ইত্যেকে ।। ১২।। [৯]

অনু.— অন্যেরা (বলেন দেবিকাযাগে) সিনীবালীর (মন্ত্রকে) পুনরাবৃত্তি করবেন।

ব্যাখ্যা— আনূবন্ধ্য পশুযাগের পরে যে দেবিকাযাগ হয় সেই যাগে সিনীবালী অন্যতম দেবতা (৬/১৪/১৫ সূ. দ্র.)। ঐ দেবতার অনুবাক্যামন্ত্রে শেষ চার অক্ষরকে (১/১০/৭ সূ. দ্র.) এবং যাজ্যামন্ত্রের শেষ আট অক্ষরকে কেউ কেউ দু-বার পাঠ করেন। এর ফলে অনুষ্টুপ্‌ ছন্দের মন্ত্রদুটি অন্য ছন্দে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

নাস্মিন্‌ন্‌ অহনি কেনচিত্‌ কস্যচিদ্‌ বিবাচ্যম্‌ অবিবাক্যম্‌ ইত্যেতদ্‌ আচক্ষতে ।। ১৩।। [১০]

অনু.— এই দিন কেউ কাউকে (কিছু) বলে দেবেন না। এই (দিনকে যাজ্ঞিকেরা) অবিবাক্য বলেন।

ব্যাখ্যা— দশারাত্রের দশম দিনের নাম 'অবিবাক্য' (ন-বি-বচ্‌ + ণ্যত্‌) বলে এই দিন কোন ঋত্বিক্‌ অপর কোন ঋত্বিকের কোন মন্ত্র, কর্ম বা ত্রুটি ধরিয়ে দেবেন না।

সংশয়ে বহির্‌বেদি স্বাধ্যায়প্রয়োগঃ ।। ১৪।। [১১]

অনু.— সন্দেহস্থলে বেদির বাইরে বেদপাঠ (করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি কোন মন্ত্র অথবা করণীয় কর্ম সম্পর্কে কারও কোন অজ্ঞতা, সন্দেহ অথবা ত্রুটি উপস্থিত হয় তাহলে কোন একজন ঋত্বিক্‌ বেদির বাইরে বসে প্রয়োজনীয় অংশটি ধরিয়ে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্র, ব্রাহ্মণ অথবা প্রয়োগশাস্ত্র থেকে সেই অংশ পড়ে শোনাবেন।

অন্তর্‌বেদীত্যেকে ।। ১৫।। [১২]

অনু.— অন্যেরা (বলেন) বেদির মধ্যে (থেকে বেদের সংশ্লিষ্ট অংশ পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বাইরে থেকে বললে বুঝতে অসুবিধা হতে পারে বলে ভিন্ন মতে বেদির মধ্যে থেকেই সংশ্লিষ্ট অংশ পড়ে শোনাবেন।

ন ব্যঞ্জনেনোপহিতেন বার্থঃ ।। ১৬।। [১৩]

অনু.— (সন্দেহ দূর) না (হলে কোন) চিহ্ন অথবা চতুরতা দ্বারা বিষয়টি (বলে দেবেন)।

ব্যাখ্যা— মন্ত্র অথবা ব্রাহ্মণ থেকে প্রয়োজনীয় অংশ পাঠ করে শোনাবার পরেও ঋত্বিক্‌ যদি তাঁর প্রয়োজনীয় মন্ত্র অথবা কর্তব্য কর্ম স্মরণ করতে না পারেন তাহলে 'এটা এইরকম' বলে সূচনা দিয়ে অথবা 'আমি এঁকে অবশ্য বলে দিচ্ছি না, তবে এই সময়ে অভিজ্ঞ ঋত্বিকেরা এই বলেন, এই করেন' এইভাবে কৌশলপূর্ণ উক্তির মাধ্যমে যা করণীয় তা কেউ বলে দেবেন। হয় কোন সূচক (বাচক নয়) শব্দ, না হয় ছলোক্তির সাহায্যে কর্তব্য কর্মের ইঙ্গিত দিতে হয়।

প্রত্যাসিত্বা প্রায়শ্চিত্তং জুহুয়ুঃ ।। ১৭।। [১৪]

অনু.— (শেষ পর্যন্ত কর্তব্য) সমাধান করে প্রায়শ্চিত্ত আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— যদি পূর্বোক্ত কোন উপায়েই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব না হয়, তাহলে ঐ স্থলে কি কর্তব্য, তা স্পষ্টতই বলে দিয়ে 'সর্বপ্রায়শ্চিত্ত' হোম করবেন।

অগ্নে তমদ্যাশ্বং ন স্তোমৈর্ ইত্যাজ্যম্ ।। ১৮।। [১৫]

ব্যাখ্যা— (এই দিন) আজ্য (শস্ত্র) 'অগ্নে-' (৪/১০)।

পঞ্চাক্ষরেণ বিগ্রাহো দশাক্ষরেণ বা ।। ১৯।। [১৬]

অনু.— পাঁচ অথবা দশ অক্ষরে (ভেঙে ভেঙে সূক্তটি পড়তে হবে)।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক পঞ্চম অথবা দশম অক্ষরের পর থামতে হয়।

আ ত্বা রথং যথোতয় ইত্যেতস্যাঃ স্থানে ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরম্ ইতি ।। ২০।। [১৬]

অনু.— (মরুত্বতীয় শস্ত্রে) 'আ-' এই (মন্ত্রের) স্থানে 'ত্রিক-' (২/২২/১) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রতিপদের অন্য দুই মন্ত্র এবং অনুচর ইত্যাদি অপরিবর্তিতই থাকবে— ৫/১৪/৫ সূ. দ্র.।

সখায় আ শিষামহীতি তিস্র উষ্ণিহো মরুত্বাঁ ইন্দ্রেতি মরুত্বতীয়ম্ ।। ২১।। [১৭]

অনু.— মরুত্বতীয় (শস্ত্র হচ্ছে) 'সখা-' (৮/২৪/১-৩) এই তিনটি উষ্ণিক্, 'মরু-' (৩/৪৭)।

ব্যাখ্যা— তৃচটি এখানে সূক্তরূপেই গণ্য হয়। 'উষ্ণিহঃ' পদটির অন্য কোন তাৎপর্য নেই, শুধু একটু স্পষ্ট নির্দেশের ইচ্ছাতেই তা বলা হয়েছে।

কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদ্ ইত্যেতাসু রথন্তরং পৃষ্ঠং তস্য যোনিং শংসেত্ ।। ২২।। [১৮]

অনু.— 'কয়া-' (৪/৩১/১-৩) এই (মন্ত্রগুলিতে) রথন্তরসামযুক্ত পৃষ্ঠস্তোত্র (গাওয়া হয়)। ঐ (সামের-?) যোনিকে (এখানে) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— 'তস্য যোনিং শংসেত্' অংশটুকু না বললেও চলত, বলা হয়েছে পরবর্তী সূত্রের প্রয়োজনে।

বৃহতশ্ চ গাণগারির্ দশরাত্রে যুগ্মান্বয়ত্বাত্ ।। ২৩।। [১৯]

অনু. — গাণগারি (বলেন) যুগ্ম (দিনের সঙ্গে) সম্পর্ক (আছে) বলে দশরাত্রে (নিষ্কেবল্য শস্ত্রে) বৃহতের (যোনিও পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যষড়হে (অভিপ্লবেও) যেমন যুগ্ম দিনগুলিতে বৃহত্ সাম গাওয়ার কথা এখানেও তা-ই হওয়া উচিত, কিন্তু তা হয় না বলে শস্ত্রে ঐ সামেরও যোনিশংসন করতে হবে।

তার্ক্ষ্যৈণৈকপদা উপসংশংস্য ঋগাবানম্ একপদাঃ শংসেদ্ ইন্দ্রো বিশ্বস্য গোপতির্ ইতি চতস্রঃ ।। ২৪।। [২০]

অনু.— তার্ক্ষ্য (সূক্তের) সঙ্গে একপদাগুলিকে সংযুক্ত করে 'ইন্দ্রো-' (আ. ৮/২/২৫) ইত্যাদি চারটি একপদাকে মন্ত্রে মন্ত্রে থেমে থেমে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— তার্ক্ষ্যসূক্তের (৭/১/১৩ সূ. দ্র.) শেষ প্রণবের সঙ্গে প্রথম একপদাকে জুড়ে নিয়ে পড়তে হয়। 'উপসংশস্য' বলায় ঐ একপদা তার্ক্ষ্যসূক্তেরই অংশরূপে গণ্য হবে এবং সেই কারণে একপদা-মন্ত্রগুলিতে পৃথক্ আহাব করতে হবে না। তার্ক্ষ্যসূক্ত না থাকলে অবশ্য একপদা মন্ত্রে আহাব করতে হয়। সূত্রে দু-বার 'একপদাঃ' বলায় তার্ক্ষ্যসূক্ত না থাকলেও বিকৃতি একাহযাগে 'ইন্দ্রো-' ইত্যাদি একপদাগুলিকে পাঠ করতে হবে।

উত্তময়োপসন্তানঃ ।। ২৫।। [২১]

অনু.— শেষ (একপদার) সঙ্গে (পরবর্তী সূক্তের আহাবের) সংযোগ (হবে)।

ব্যাখ্যা— যেমন— ইন্দ্র বিশ্বস্য রাজতোওং শোংসাবোওম্।

য ইন্দ্র সোমপাতম ইতি ষড় উষ্ণিহো যুষ্মস্য ত ইতি নিষ্কেবল্যম্ ।। ২৬।। [২২]

অনু.— নিষ্কেবল্য (শস্ত্র) 'য-' (৮/১২/১-৬) এই ছ-টি উষ্ণিক্, 'যুষ্মস্য-' (৩/৪৬)।

তত্ সবিতুর্বৃণীমহ ইত্যেতস্যাঃ স্থানেঽভি ত্যং দেবং সবিতারমোণ্যোর্ ইতি ।। ২৭।। [২৩]

অনু.— (বৈশ্বদেবশস্ত্রে) 'তত্-' (৫/১৮/৬ সূ. দ্র.) এই (প্রথম মন্ত্রের) স্থানে 'অভি-' (খিল ৩/২২/৪) এই (মন্ত্র পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— উল্লেখ্য যে, 'অভি-' মন্ত্রে 'কবিম্' অংশে প্রথমার্ধ শেষ হয়েছে।

ঋভুক্ষণ ইত্যার্ভবম্ ।। ২৮।। [২৪]

অনু.— (ঐ শস্ত্রে) আর্ভব (নিবিদ্ধান) হবে 'ঋভু-' (৭/৪৮)।

পশ্বা ন তায়ুম্ ইতি দ্বৈপদম্ ।। ২৯।। [২৪]

অনু.— (আগ্নিমারুত শস্ত্রে) 'পশ্বা-' (১/৬৫) এই দ্বিপদা (সূক্ত পাঠ করবেন)।

সমিদ্ধমগ্নিং সমিধা গিরা গৃণ ইতি তৃচশ্ চ ।। ৩০।। [২৪]

ব্যাখ্যা— এবং (ঐ শস্ত্রে) 'সমি-' (৬/১৫/৭-৯) এই তৃচটি (পাঠ করতে হবে)।

দ্বিপ্রতীকং জাতবেদস্যম্ ।। ৩১।। [২৪]

অনু.— (ঐ শস্ত্রে) জাতবেদস্য (সূক্ত) দুই-প্রতীকবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— আগ্নিমারুত শস্ত্রে ঐ 'পশ্বা-' এবং 'সমি-' এই দুটি প্রতীক মিলে জাতবেদস্য নিবিদ্ধানসূক্ত। 'দ্বিপ্রতীকম্' বলায় বুঝতে হবে 'পশ্বা-' এই দ্বিপদাসূক্তটিও এখানে জাতবেদস্য সূক্তের অন্তর্গত এবং সেই কারণে তা নিবিদ্ধানীয় হবে। অন্যত্র কিন্তু স্পষ্টত বলা না থাকলে দ্বিপদাসূক্ত কখনই নিবিদ্ধানীয়রূপে গণ্য হবে না। ৮/৭/৩১ সূত্রে 'আ-' ইত্যাদি দ্বিপদাসূক্তগুলি তাই নিবিদ্ধানীয় নয় এবং সেই কারণে সেগুলির আগে আহাবও হয় না, হয় পরবর্তী বৈশ্বদেব (প্রভৃতি) সূক্তেই।

চতুর্থেন ব্যূঢস্যেতরাণি সূক্তানি ।। ৩২।। [২৫]

অনু.— (এই দিনের) অন্য সূক্তগুলি ব্যূঢ়ের চতুর্থ (দিন দ্বারা বলা হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— এই অবিবাক্য দিনে বৈশ্বদেব শস্ত্রে আর্ভব নিবিদ্ধান এবং আগ্নিমারুত শস্ত্রে জাতবেদস্য নিবিদ্ধান ছাড়া সাবিত্র

নিবিদ্ধান প্রভৃতি অন্যান্য সূক্তগুলি ব্যূঢ়ের চতুর্থ দিনের মতোই হবে। এই দিন উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়া হোতার পাঠ্য সব শস্ত্রই হবে জ্যোতিষ্টোমের মতো। হোত্রকদের শস্ত্রগুলির ক্ষেত্রে সত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি যুক্ত হবে। অবিবাক্য দিনটি চতুর্বিংশ, অভিজিত্, অথবা বিষুবান্ নয় এবং কোন ষড়হও নয়। এই দিনে তাই অহীন অথবা সম্পাত সূক্ত তাঁদের পাঠ করতে হয় না। মাধ্যন্দিন সবনে তাঁদের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য এই যে, মৈত্রাবরুণ আরম্ভণীয়ার পরে 'সদ্যো-' এই অহরহঃশস্য পাঠ করে অগ্নিষ্টোমের 'আ ত্বাম্-' সূক্তটি পাঠ করবেন। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী আগে পাঠ করবেন অগ্নিষ্টোমের 'ইন্দ্রং-' এই সূক্ত এবং তার পরে 'উদু-' এই অহরহঃশস্য। অচ্ছাবাকের পাঠ্য হল প্রথমে অগ্নিষ্টোমের 'ভূয়-' এই সূক্ত এবং পরে 'অভি-' এই অহরহঃশস্য।

বামদেব্যম্ অগ্নিষ্টোমসাম ।। ৩৩।। [২৬]

অনু.— অগ্নিষ্টোম (স্তোত্রের) সাম (হবে) বামদেব্য।

ব্যাখ্যা— বামদেব্য সামের যোনি 'কয়া নশ্চিত্র-' (সা. উ. ৬৮২-৪)। আর্ষেয়কল্প অনুসারে এই দিন অগ্নিষ্টোমস্তোত্রে 'অগ্নি-' (সা. উ. ১৩৭৩-৫) তৃচটি বামদেব্য সামে গাওয়া হয়।

অগ্নিং নরো দীধিতিভিররণ্যোর্ ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ।। ৩৪।। [২৬]

অনু.— (আগ্নিমারুতশস্ত্রে) 'অগ্নিং-' (৭/১/১-৬) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ।

অগ্নিষ্টোম ইদম্ অহঃ ।। ৩৫।। [২৬]

অনু.— এই দিনটি অগ্নিষ্টোম (-বিশিষ্ট)।

ব্যাখ্যা— এই অবিবাক্য দিনে অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান হয়।

ঊর্ধ্বং পত্নীসংযাজেভ্যঃ ।। ৩৬।। [২৭]

অনু.— পত্নীসংযাজের পরে।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূ. দ্র.। ৭/১/৫ সূত্র অনুসারে পত্নীসংযাজেই এই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার কথা। তাহলেও এখানে 'সংস্থিতে' না বলে 'ঊর্ধ্বম্ পত্নীসংযাজেভ্যঃ' বলায় পরবর্তী নির্দেশগুলি শুধু অবিবাক্য দিনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, দশম দিনেরই অঙ্গ বলে বুঝতে হবে।

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা (৮/১৩)

[দশরাত্রের দশম দিন— মানসগ্রহ, সত্রের অনুষ্ঠানসূচী, সাম ও যজুর্বেদের প্রামাণ্য, অহীন ও একাহের ভিত্তি]

গার্হপত্যে জুহুতীহ রমেহ রমধ্বমিহ ধৃতিরিহ স্বধৃতিরগ্নে বাট্ স্বাহা বাট্ ইতি ।। ১।।

অনু.— গার্হপত্যে 'ইহ-' (সূ.) এই (মন্ত্রে সকলে) হোম করেন।

ব্যাখ্যা— 'গার্হপত্য' বলতে এখানে প্রাচীনবংশশালার আহবনীয় অগ্নিকেই বোঝান হয়েছে। হোতা প্রভৃতি সকলেই উদ্ধৃত মন্ত্রে ঐ অগ্নিতে হোম করতে পারেন অথবা এক জনই হোম করবেন, অন্য ঋত্বিকেরা তাঁকে সেই সময়ে স্পর্শ করে থাকবেন। ঐ. ব্রা. ২৪/৩ অংশেও এই মন্ত্রই বিহিত হয়েছে।

আগ্নীধ্রীয় উপসৃজং ধরুণং মাতরং ধরুণো ধয়ন্। রায়স্পোষমিষমূর্জম্ অস্মাসু দীধরত্ স্বাহেতি ।। ২।।

অনু.— আগ্নীধ্রীয় (ধিষ্ণ্যে সকলে) 'উপ-' (সু.) এই (মন্ত্রে) হোম করবেন।

ব্যাখ্যা— এই হোমও আগের মতো সকলেই করবেন অথবা মাত্র একজনই করবেন। এক জন করলে অন্য ঋত্বিকেরা তাঁকে স্পর্শ করে থাকবেন। ঐ. ব্রা. ২৪/৩ অংশেও এই মন্ত্রটিই বিহিত হয়েছে।

সদঃ প্রসৃপ্য মানসেন স্তুবতে ।। ৩।।

অনু.— (উদ্গাতারা) সদোমণ্ডপে প্রবেশ করে মানস (স্তোত্র) দ্বারা স্তব করেন।

ব্যাখ্যা— এখানে উদ্গাতার কর্তব্য কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে এই কথা বোঝাতে যে, উদ্গাতারা যেখানে স্তোত্র গান করেন পরবর্তী কর্মগুলি হোতা সেখানেই করবেন। 'অধ্বর্যো' শব্দে আহাব ও অন্যান্য পরবর্তী কর্ম তাই সদোমণ্ডপেই থেকে করতে হবে।

যর্হি স্তুতং মন্যেতাধ্বর্যব্ ইত্যাহ্বয়ীত ।। ৪।।

অনু.— যখন মনে করবেন স্তোত্র সমাপ্ত (হয়েছে তখন হোতা) 'অধ্বর্যো' এই আহাব করবেন।

ব্যাখ্যা— মানসস্তোত্র 'আয়ং-' (সা. উ. ১৩৭৬-৮) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রে মনে মনে গায়ত্র সামে গাইতে হয়। হোতা যখন বুঝবেন যে, এ-বার সম্ভবত স্তোত্রগান শেষ হয়েছে তখন তিনি মধ্যম স্বরে 'অধ্বর্যো' শব্দে (৬ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.) আহাব করবেন। আহাব ইত্যাদি সব-কিছু সদোমণ্ডপে থেকেই করতে হবে। ঐ. ব্রা. ২৪/৬ অংশে এই আহাবটির বিধান পাওয়া যায়।

হো হোতর্ ইতীতরঃ ।। ৫।।

অনু.— অপর (ঋত্বিক্ প্রত্যুত্তরে প্রতিগর বলাবেন) 'হো হোতঃ'।

ব্যাখ্যা— 'ইতরঃ' = অপর জন, অধ্বর্যু।

আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদ্ ইত্যুপাংশু তিস্রঃ পরাচীঃ শস্ত্বা ব্যাখ্যাস্বরেণ চতুর্হোতৃন্ ব্যাচক্ষীত ।। ৬।।

অনু.— (হোতা) 'আয়ং-' (১০/১৮৯/১-৩) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র) উপাংশুস্বরে পরপর পাঠ করে চতুর্হোতৃ মন্ত্রগুলি ব্যাখ্যাস্বরে থেমে থেমে পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— ব্যাখ্যাস্বর = মধ্যমস্বর = সায়ণের মতে উচ্চস্বরে-'উচ্চৈর্ উচ্চারণম্ ব্যাখ্যানম্' (ঐ. ব্রা. ২০/৪-ভাষ্য)। ব্যাচক্ষীত = পৃথক্ পৃথক্ অর্থাৎ প্রত্যেক বাক্যের শেষে থেমে থেমে পাঠ করবেন। শস্ত্রে ঐ 'আয়ং-' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র পাঠ করার কথা, তবুও এখানে 'তিস্রঃ' বলায় তৃচটিতে স্তোত্রিয়ের কোন বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত হবে না। ফলে ৪নং সূত্রে উল্লিখিত আহাবটি স্তোত্রিয়ের উদ্দেশে প্রযুক্ত আহাবরূপে গণ্য না হয়ে শস্ত্রের অঙ্গরূপেই গণ্য হবে এবং শস্ত্রের স্বর ব্যাখ্যাস্বর বা মধ্যমস্বর বলে ঐ আহাবকে মধ্যমস্বরেই পাঠ করতে হবে, তৃচটির মতো উপাংশুস্বরে নয়। সূত্রে 'পরাচীঃ' বলায় তৃচটিকে সামিধেনীর প্রথম মন্ত্রের মতো তিনবার আবৃত্তি করাও চলবে না। এই তৃচে দুই প্রতিগর হবে প্রকৃতিযাগের মতোই এবং শেষ মন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ করা হয় বলে প্রতিগরও শেষ হবে প্রণবে। 'চতুর্হোতৃ' মন্ত্র ঋক্‌মন্ত্রও নয়, পদসমাম্নায়ও নয়। তাই 'আয়ং-' তৃচের শেষ মন্ত্রের শেষে প্রণব উচ্চারণ করে অল্পক্ষণ থামতে হবে। থামতে হলেও সূত্রে থামার কথা স্পষ্টত বলা নেই বলে ঐ প্রণবটি তিন মাত্রারই হবে, চার মাত্রার নয়। চতুর্হোতৃ মন্ত্র কি তা একটু পরে ৯ নং সূত্রে বলা হবে। 'আয়ং-' এই মন্ত্র-তিনটি শন্স্ ধাতু দ্বারা বিহিত বলে জ্যোতিষ্টোমের মতোই প্রতিগর হবে, তবে তা উপাংশুস্বরে পাঠ করতে হয়। ঐ. ব্রা. ২৪/৪ অংশে 'আয়ং-' ও চতুর্হোতৃ মন্ত্রের উল্লেখ আছে এবং চতুর্হোতৃ মন্ত্র উচ্চস্বরে পাঠ করতে বলা হয়েছে।

দেবা বা অধ্বর্যোঃ প্রজাপতিগৃহপতয়ঃ সত্রমাসত ।। ৭।।

অনু.— 'দেবা-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— চতুর্হোতৃমন্ত্র শুরু করার আগে ভূমিকা হিসাবে 'দেবা-' (সূ.) এই বাক্যটি পড়তে হয়। এটি 'প্রতিপত্তি' বা 'উৎপত্তি' বাক্য। এই প্রতিপত্তিবাক্যে এবং গ্রহমন্ত্রে (১০নং সূ. দ্র.) আহাবের ক্ষেত্রে প্রতিগর হবে 'হো হোতঃ'।

ওঁ হোতস্তথা হোতর্ ইত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগৃণাত্যবসিতেঽবসিতে দশসু পদেষু ।। ৮।।

অনু.— (চতুর্হোতৃমন্ত্রে) দশটি পদে সমাপ্তিতে সমাপ্তিতে অধ্বর্যু 'ওঁ হোতঃ', 'তথা হোতঃ' এই প্রতিগর পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— চতুর্হোতৃমন্ত্রে মোট দশটি পদ বা বাক্য আছে। অধ্বর্যু প্রথম পাঁচটি বাক্যের প্রত্যেকটির শেষে 'ওঁ হোতঃ' এবং শেষ পাঁচটি বাক্যের প্রত্যেকটির শেষে 'তথা হোতঃ' এই প্রতিগর পাঠ করেন। আহাবের ক্ষেত্রে প্রতিগর হবে 'হো হোতঃ'। সূত্রে বিহিত প্রতিগরটি ঐ. ব্রা. ২৪/৬ অংশেও পাওয়া যায়।

তেষাং চিত্তিঃ স্রুগাসীৎতত্। চিত্তমাজ্যমাসীৎতত্। বাগ্ বেদিরাসীৎতত্। আধীতং বর্হিরাসীৎতত্ কেতো অগ্নিরাসীৎতত্। বিজ্ঞাতম্ অগ্নীদাসীৎতত্। প্রাণো হবিরাসীৎতত্। সামাধ্বর্যুরাসীৎতত্। বাচস্পতির্হোতাসীৎতত্। মন উপবক্তাসীৎতত্ ।। ৯।।

অনু.— 'তেষাং-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রে উদ্ধৃত দশটি বাক্যই হচ্ছে 'চতুর্হোতৃমন্ত্র'। ঐ. ব্রা. ২৪/৬ অংশেও এই মন্ত্রগুলি পঠিত রয়েছে।

তে বা এতং গ্রহমগৃহ্নত। বাচস্পতে বিধে নামন্। বিধেম তে নাম। বিধেস্ত্বমস্মাকং নাম্না দ্যাং গচ্ছ। যাং দেবাঃ প্রজাপতিগৃহপতয় ঋদ্ধিমরাধ্নুবংস্তামৃদ্ধিং রাত্স্যাম ইতি ।। ১০।।

অনু.— 'তে বা-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— উদ্ধৃত পাঁচটি বাক্য হচ্চে 'গ্রহমন্ত্র'। মন্ত্রটি পাঠ করেন হোতা। পাঠ করতে হয় মধ্যম স্বরেই। ঐ. ব্রা. ২৪/৬ অংশেও মন্ত্রটির স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

অপব্রজত্যধ্বর্যুঃ ।। ১১।।

অনু.— (এই সময়ে) অধ্বর্যু চলে যান।

ব্যাখ্যা— যেহেতু অধ্বর্যু চলে যান তাই ১২, ১৪-১৫ নং সূত্রের মন্ত্রে কোন প্রতিগর হয় না।

অথ প্রজাপতেস্তনূর্ ইতর উপাংশ্বনুদ্রবতি ।। ১২।।

অনু.— এরপর অপর (ঋত্বিক্) উপাংশুস্বরে প্রজাপতিতনূ পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— ১৪ নং সূত্রে 'প্রজাপতি-তনু' বা 'তনু' নামে যে মন্ত্র উদ্ধৃত করা হয়েছে হোতা সেই মন্ত্রটি উপাংশুস্বরে পাঠ করেন। গ্রহমন্ত্রটি কিন্তু পাঠ করতে হয় মধ্যম স্বরেই।

ব্রহ্মোদ্যঞ্চ চ ।। ১৩।।

অনু.— এবং ব্রহ্মোদ্য (মন্ত্রও উপাংশুস্বরেই পাঠ করেন)।

ব্যাখ্যা— ব্রহ্মোদ্য মন্ত্রের জন্য ১৫ নং সূ. দ্র.।

অন্নাদা চান্নপত্নী চ ভদ্রা চ কল্যাণী চানিলয়া চাপভয়া চানাপ্তা চানাপ্যা চানাধৃষ্যা চাপ্রতিধৃষ্যা চাপূর্বা চাভ্রাতৃব্যা চেতি তন্বঃ ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— 'তনু' মন্ত্রগুলি (হচ্ছে) 'অন্নাদা-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২৪/৬ অংশেও সম্পূর্ণ মন্ত্রটি রয়েছে।

অগ্নির্ গৃহপতিরিতি হৈক আহুঃ সোঽস্য লোকস্য গৃহপতির্বায়ুর্গৃহপতির্ ইতি হৈক আহুঃ সোঽন্তরিক্ষলোকস্য গৃহপতিরসৌ বৈ গৃহপতির্যোঽসৌ তপত্যেষ পতির্ঋতবো গৃহাঃ যেষাং বৈ গৃহপতিং দেবং বিদ্বান্ গৃহপতির্ ভবতি রাধ্নোতি স গৃহপতী রাধ্নুবন্তি তে যজমানাঃ। যেষাং বা অপহতপাপ্মানং দেবং বিদ্বান্ গৃহপতির্ভবত্যপ স গৃহপতিঃ পাপ্মানং হতেঽপ তে যজমানাঃ পাপ্মানং ঘ্নতে ।। ১৫।। [১৪]

অনু.— (ব্রহ্মোদ্য মন্ত্র হচ্ছে) 'অগ্নি-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ২৪/৬ অংশেও সম্পূর্ণ মন্ত্রটি উদ্ধৃত হয়েছে।

অধ্বর্যো অরাত্স্মেত্যুচ্চৈঃ ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— 'অধ্বর্যো অরাত্স্ম' এই (মন্ত্রটি হোতা) উচ্চস্বরে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই বাক্যকে 'প্রিয়বাক্য' বলা হয়। ঐ. ব্রা. ২৪/৬ অংশেও এই মন্ত্রটি বিহিত হয়েছে।

এষা যাজ্যা ।। ১৭।। [১৬]

অনু.— এই (প্রিয়বাক্য মানসগ্রহের) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— এই 'অধ্বর্যো অরাত্স্ম' মন্ত্রটি হচ্ছে যাজ্যা। এই যাজ্যার আগে আগূ উচ্চারণ করতে হবে না।

এষ বষট্কারঃ ।। ১৮।। [১৭]

অনু.— এই (মন্ত্রই) বষট্কার।

ব্যাখ্যা— এখানে যাজ্যার শেষে বৌষট্ উচ্চারণ করতেও হবে না।

নানুবষট্করোতি ।। ১৯।। [১৮]

অনু.— (এখানে) অনুবষট্কার করেন না।

উক্তং বষট্কারানুমন্ত্রণম্ ।। ২০।। [১৮]

অনু.— বষট্কারের অনুমন্ত্রণ (আগে) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— আগে ১/৫/২০ সূত্রে যা বলা হয়েছে এখানেও সেই মন্ত্রেই বষট্কারের অনুমন্ত্রণ করতে হয়।

অরাত্স্ম হোতর্ ইত্যধ্বর্যুঃ প্রত্যাহ ।। ২১।। [১৯]

অনু.— অধ্বর্যু উত্তর দেন 'অরাত্স্ম হোতঃ'।

ব্যাখ্যা— ১৬ নং সূত্রে হোতা বলেছিলেন— অধ্বর্যু, আমরা (আজ) সমৃদ্ধ। অধ্বর্যু তাই প্রত্যুত্তরে বলেন— হোতা, (সত্যই) আমরা সমৃদ্ধ।

মনসাধ্বর্যুর্ গ্রহং গৃহীত্বা মনসা ভক্ষম্ আহরতি ।। ২২।। [২০]

অনু.— অধ্বর্যু মনে মনে (আহুতি দিয়ে) গ্রহ নিয়ে মনে মনে ভক্ষণীয় (অবশিষ্ট সোমরস হোতার কাছে) নিয়ে আসেন।

ব্যাখ্যা— অধ্বর্যু ছাড়াও প্রতিপ্রস্থাতারাও ভক্ষ্য আহুতিশেষ নিয়ে আসেন এবং তাঁদের কাছে উপহবও তাই চাইতে হয়— 'প্রতিপ্রস্থাত্রাদয়োঽপি ভক্ষাহরণং কুর্বন্তি । তেষু এব উপহবযাচনং ভবতি' (বৃত্তি)।

মানসেষু ভক্ষেষু মনসোপহ্বানভক্ষণে ।। ২৩।। [২১]

অনু.— মানসভক্ষণে মনে মনে উপহ্বান এবং ভক্ষণ (করবেন)।

ব্যাখ্যা— কোন কোন পুস্তকে 'মনসোপহ্বানং' পাঠ পাওয়া যায়। ভক্ষণে অধ্বর্যু যেমন করবেন অন্যেরাও তেমনই করবেন।

মনসাত্মানম্ আপ্যায্যৌদুম্বরীং সম-অন্বারভ্য বাচং যচ্ছন্ত্যা নক্ষত্রদর্শনাত্ ।। ২৪।। [২২]

অনু.— (সকলে) মনে মনে নিজেকে আপ্যায়ন করে ডুমুরের ডাল স্পর্শ করে নক্ষত্রদর্শন (না করা) পর্যন্ত বাক্‌নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

ব্যাখ্যা— আকাশে যতক্ষণ না তারা দেখা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত বাক্‌সংযমী হয়ে থাকতে হয়।

তত্রানধরান্ পাণীংশ্ চিকীর্ষেরন্ ।। ২৫।। [২৩]

অনু.— ঐ স্থানে (তাঁরা) হাতগুলিকে নিম্নমুখী করতে চাইবেন না।

ব্যাখ্যা— ডুমুরের ডালের মাথায় সকলে এমনভাবে হাত দেবেন যাতে হাতগুলি নেমে বা উপুড় হয়ে না থাকে। ডালের উপরের দিকেই তাই হাত দিতে হবে।

দৃশ্যমানেষ্বধ্বর্যুমুখাঃ সম্-অন্বারব্ধাঃ সর্পন্ত্যা তীর্থদেশাদ্ যুবং তমিন্দ্রাপর্বতা পুরোযুধেতি জপন্তঃ ।। ২৬।। [২৩]

অনু.— (নক্ষত্রগুলি আকাশে) দেখা যেতে থাকলে 'যুবং-' (১/১৩২/৬) এই (মন্ত্র সকলে একবার করে) জপ করতে করতে অধ্বর্যুকে সামনে রেখে (পরস্পরকে) স্পর্শ করে তীর্থস্থান পর্যন্ত যান।

অধ্বর্যুপথেনেত্যেকে ।। ২৭।। [২৫]

অনু.— অন্যেরা (বলেন) অধ্বর্যুপথ দিয়ে (যাবেন)।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ 'অধ্বর্যুপথ' অর্থাৎ হবির্ধানমণ্ডপ এবং আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যের মধ্যবর্তী যে পথ সেই পথ ধরে তীর্থের দিকে এগিয়ে যান।

দক্ষিণস্য হবির্ধানস্যাধোঽক্ষেণেত্যেকে ।। ২৮।। [২৬]

অনু.— অপরেরা (বলেন) দক্ষিণ হবির্ধান (-শকটের) অক্ষের তলা দিয়ে (এগিয়ে যেতে হবে)।

ব্যাখ্যা— অধোঽক্ষ = দুই চাকার মাঝে। গাড়ীর দুই চাকার সঙ্গে সংযুক্ত যে লম্বা কাঠের উপর শকটের সম্পূর্ণ দেহটি অবস্থিত তাকে বলে 'অক্ষ'। সূত্রে আবার 'একে' বলায় প্রসর্পণের অন্য পথও আছে বলে বুঝতে হবে।

প্রাপ্য বরান্ বৃত্বা বাচং বিসৃজন্তে যদিহোনমকর্ম যদত্যরীরিচাম প্রজাপতিং
তত্ পিতরম্ অপ্যেত্বিতি ।। ২৯।। [২৬]

অনু.— (গন্তব্যস্থানে) গিয়ে কাম্য বস্তু চেয়ে (নিয়ে ঋত্বিকেরা) 'যদিহো-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) বাক্ (-সংযম) ত্যাগ করেন।

অথ বাচং নিহ্নবন্তে বাগৈতু বাগুপৈতু বাগুপ মৈতু বাগ্ ইতি ।। ৩০।। [২৭]

অনু.— এর পর 'বাগৈ-' (সূ.) এই (মন্ত্রে সকলে) বাক্‌কে নমস্কার করেন।

উত্করদেশে সুব্রহ্মণ্যাং ত্রির্ আহূয় বাচং বিসৃজন্তে ।। ৩১।। [২৮]

অনু.— উত্করের জায়গায় (দাঁড়িয়ে সকলে) তিন বার সুব্রহ্মণ্যাহ্বান করে বাক্-সংযম ত্যাগ করেন।

নিত্যস্ ত্বিহ বাগ্‌বিসর্গঃ ।। ৩২।। [২৯]

অনু.— এখানে কিন্তু পূর্বোক্ত বাক্‌সংযম ত্যাগ (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ২/১৭/১১ সূত্রে বাক্‌সংযম ত্যাগের জন্য যে 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' মন্ত্রের কথা বলা হয়েছে এখানেও সেই মন্ত্রেই বাক্‌সংযম ত্যাগ করতে হয়।

এতাবত্ সাত্রং হোতৃকর্মান্যত্র মহাব্রতাত্ ।। ৩৩।। [৩০]

অনু.— মহাব্রত ছাড়া সত্র-সম্পর্কিত হোতৃকর্ম এতটা (-ই)।

ব্যাখ্যা— সত্রে মহাব্রত ছাড়া অন্য দিনগুলিতে হোতা এবং তাঁর সাহায্যক'রী তিন ঋত্বিকের করণীয় কর্ম সপ্তম অধ্যায় থেকে এই পর্যন্ত যা যা বলা হল তা-ই। 'হোতৃকর্ম' বলায় ব্রহ্মার করণীয় কর্ম যদি অন্য গ্রন্থে অন্য প্রকার কিছু বলা থাকে তাহলে তিনি তা-ও করবেন, কিন্তু হোতাদের করণীয় কি কি তা সবই এ-পর্যন্ত বলা হল, এর জন্য অন্য কোন গ্রন্থ অনুসন্ধানের আর কোন প্রয়োজন নেই। 'অন্যত্র' বলায় বোঝা যাচ্ছে মহাব্রতও সত্রেরই অন্তর্গত। ঐ পদটি না থাকলে শুধু চতুর্বিংশ প্রভৃতি তেইশটি দিনই সত্রের অন্তর্গত হত। চতুর্বিংশ, অভিপ্লবষড়হ, পৃষ্ঠ্য ষড়হ, তিন স্বরসাম, বিষুবান্, অভিজিত্, বিশ্বজিত্, তিন ছন্দোম, অবিবাক্য (১ + ৬ + ৬ + ৩ + ১ + ১ + ১ + ৩ + ১ = ২৩) এই মোট তেইশটি দিনের বিবরণ এ-পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।

তদ্ এষাভি যজ্ঞগাথা গীয়তে। অতিরাত্রশ্ চতুর্বিংশং ষডহাব্ অভিজিত্ স্বরাঃ। বিষুবান্ বিশ্বজিচ্ চৈব ছন্দোমা দশমব্রতম্।। প্রায়ণীয়শ্ চতুর্বিংশং পৃষ্ঠ্যোঽভিপ্লব এব চ। অভিজিত্ স্বরসামানো বিষুবান্ বিশ্বজিত্ তথা।।
ছন্দোমা দশমং চাহ উত্তমং তু মহাব্রতম্। অহীনৈকাহঃসত্রাণাং প্রকৃতিঃ সম্-উদাহ্রিয়তে।।
যদ্যন্যধীয়তে পূর্বধীয়তে তং প্রতি গ্রামন্ত্যহানি পঞ্চবিংশতির্ যৈর্ বৈ সংবত্সরো
মিতঃ। এতেষাম্ এব প্রভবস্ ত্রীণি ষষ্টিশতানি যদ্ ।। ৩৪।। [৩১]

অনু.— ঐ বিষয়ে এই যজ্ঞগাথা প্রচলিত আছে— 'অতি-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— গীয়তে = গাওয়া বা বলা হয়ে থাকে। গাথাটির অর্থ হচ্ছে অতিরাত্র (নামান্তর প্রায়ণীয়), চতুর্বিংশ, দুই ষড়হ, অভিজিত্, তিন স্বরসাম, বিষুবান্ এবং বিশ্বজিত্, তিন ছন্দোম, দশরাত্রে দশম দিন এবং অন্তিম (দিন) মহাব্রত এই মোট পঁচিশ দিনের সংযোগে সত্রের শরীর গঠিত হয়। মূলের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্লোকে এই অর্থ আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, এই দিনগুলিই (পাঠান্তর অনুযায়ী অর্থ- অহীন ও একাহকে সত্রসমূহের প্রকৃতি বলা হয়ে থাকে) সত্র এবং অন্যান্য বিকৃতি একাহ ও নানা অহীনযাগের প্রকৃতি। চতুর্থ শ্লোকের প্রথমার্ধের অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয়ার্ধে বলা হয়েছে সংবৎসরব্যাপী সত্র

এই পাঁচশটি দিন নিয়েই গঠিত, এই পঁচিশটি দিন নিয়েই সত্রের ৩৬১ দিন উৎপন্ন হয়েছে। প্রায়ণীয় অতিরাত্র বা জ্যোতিষ্টোম-সমেত ঐ উপরে কথিত দিনগুলিই হচ্ছে মোট পাঁচশটি দিন। 'প্রভব' শব্দটিকে বৃত্তিতে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে— 'অভ্যাসাদিনা সঙ্খ্যাপূরণসামর্থ্যং প্রভব ইত্যুচ্যতে'।

তদ্ যে কেচন চ্ছান্দোগ্যে বাধ্বর্যবে বা হৌত্রামর্শাঃ সমাম্নাতাঃ ন তান্ কুর্যাদ্ অকৃত্স্নত্বাদ্ যৌত্রস্য ।। ৩৫।। [৩২]

অনু.— এ বিষয়ে সামবেদে অথবা যজুর্বেদে হোতৃকর্মের আভাসযুক্ত যা-কিছু বলা হয়েছে হোতৃকর্ম অসম্পূর্ণ (-রূপে সেখানে উল্লিখিত হয়েছে) বলে সেগুলির (অনুষ্ঠান) করবেন না।

ব্যাখ্যা— হৌত্রামর্শ = যা বস্তুত হোতৃকর্ম নয়, কিন্তু হোতৃকর্মের মত প্রতিভাসিত হচ্ছে। সামবেদে এবং যজুর্বেদে ঋগ্বেদীয় কিছু কিছু কর্তব্য কর্মের উল্লেখ থাকলেও হোতৃকর্মের আলোচনা সেখানে মুখ্য নয়, আনুষঙ্গিক মাত্র এবং বিস্তৃতভাবে সেখানে হোতৃকর্ম বর্ণিত হয় নি বলে এই বিষয়ে ঐ দুই বেদের (শ্রৌতসূত্রের) নির্দেশ উপেক্ষাই করতে হবে। 'অকৃত্স্নত্বাদ্' এই হেতু নির্দেশ করায় দর্শপূর্ণমাস, নিরূঢ় পশুবন্ধ, কৌকিল সৌত্রামণী প্রভৃতি বিষয়ে যজুর্বেদে হৌত্রকর্মের সামগ্রিক বিবরণ থাকায় বৃত্তিকারের মতে তা কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়।

ছন্দোগপ্রত্যয়ং স্তোম স্তোত্রিয়ঃ পৃষ্ঠং সংস্থেতি ।। ৩৬।। [৩৩]

অনু.— (যজ্ঞের) স্তোম, স্তোত্রিয়, পৃষ্ঠ (এবং) সংস্থা উদ্‌গাতার (উপর) নির্ভরশীল।

ব্যাখ্যা— প্রত্যয় = প্রমাণ। স্তোত্রে কত স্তোম হবে, কোন্ তৃচে স্তোত্র গাইতে হবে, পৃষ্ঠস্তোত্রে কি সাম গাওয়া হবে এবং কোন্ সামে যাগের সমাপ্তি ঘটবে এই চারটি বিষয়ে অবশ্য উদ্‌গাতাদের বা সামবেদের নির্দেশই চূড়ান্ত। এ-বিষয়ে ঋগ্‌বেদীয় গ্রন্থে কিছু বলা থাকলেও তা আনুষঙ্গিক বলে উপেক্ষা করা যেতে পারে।

অধ্বর্যুপ্রত্যয়ং তু ব্যাখ্যানং কামকালদেশদক্ষিণানাং দীক্ষোপসত্প্রসবসংস্থোত্থানানাম্ এতাবত্ত্বং হবিষাম্ উচ্চৈর্ উপাংশুতায়াং হবিষাং চানুপূর্ব্যম্ ।। ৩৭।। [৩৪]

অনু.— (কর্মের) ফল, সময়, স্থান ও দক্ষিণার (এবং) দীক্ষা, উপসদ্, সুত্যা, সমাপ্তি, অর্ধপথে সমাপ্তির পরিজ্ঞান (এবং) আহুতিদ্রব্যের ইয়ত্তা, (যাগের) উচ্চস্বর, উপাংশুস্বর এবং দেবতাদের (আহুতির) ক্রম— এই বিষয়গুলির জ্ঞান কিন্তু অধ্বর্যুর (উপর) নির্ভরশীল।

ব্যাখ্যা— ব্যাখ্যান = পরিচয়, জ্ঞান। প্রসব = সোমরস-নিষ্কাশন, সুত্যা। উত্থান = মাঝখানে উঠে পড়া, যজ্ঞের সমাপ্তি। এতাবত্ত্ব = এই-পরিমাণত্ব, কতগুলি আহুতিদ্রব্য লাগবে তার সংখ্যা ও পরিমাণ। কাম = কর্মের ফল বা উদ্দেশ্য। কাল = ঋতু ইত্যাদি বিশেষ সময়। স্থান = পূর্ব দিকে ঢালু ইত্যাদি বিশেষ স্থান। এগুলি এবং দক্ষিণার পরিমাণ, কত দিন দীক্ষণীয়া ইষ্টি চলবে, উপসদ্ ইষ্টি কত দিন ধরে চলবে, কোন্ প্রকৃতির জ্যোতিষ্টোম অনুষ্ঠিত হবে, কখন অনুষ্ঠান শেষ হবে প্রভৃতি বিষয়ে যজুর্বেদেই প্রমাণ এবং অধ্বর্যুদের পরামর্শই এই-সব বিষয়ে চূড়ান্ত বলে মানতে হয়।

এতেভ্য এবাহোভ্যোঽহীনৈকাহান্ পশ্চাত্তরান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ ।। ৩৮।। [৩৫]

অনু.— এই দিনগুলি থেকেই (দিন নিয়ে) কিছু পরবর্তী অহীন এবং একাহগুলি ব্যাখ্যা করব।

ব্যাখ্যা— পশ্চাত্তর = আরও পরবর্তী। এতক্ষণ জ্যোতিষ্টোম-সমেত সূত্রে যে পঁচিশটি দিনের কথা (৩৪ নং সূ. দ্র.) বলা হল সেই পঁচিশটি দিন থেকেই বিভিন্ন দিন নিয়ে সূত্রকার একটু পরে বিভিন্ন অহীন এবং একাহ যাগের বর্ণনা দেবেন। যে অহীন ও বিকৃতি একাহের বর্ণনা এর পর সূত্রকার দেবেন সেগুলি সত্রের এই পঁচিশটি দিনেরই বিশেষ বিশেষ দিনের প্রয়োগ অথবা নানা সংমিশ্রণ। কোন্ অহীনে ও কোন্ একাহে সত্রের কোন্ কোন্ বিশেষ দিনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তা এখনই নয়, একটু পরে তিনি

বলবেন। পরে বলবেন বলেই সূত্রে 'পশ্চাত্তরান্' বলেছেন। বর্তমানে অবশ্য ৮/১৪ খণ্ডে অহীন ও একাহের সঙ্গে যা সাক্ষাৎ যুক্ত নয় সেই ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলবেন। আলোচ্য সূত্রের যা বক্তব্য তা 'সিদ্ধে-' (৯/১/২) সূত্রের মাধ্যমেই বলা হয়ে গেলেও পরবর্তী সূত্রের প্রয়োজনেই এই সূত্রটি এখানে করা হয়েছে। পরবর্তী সূত্রে 'এতদ্' বলতে তাই কেবল প্রাসঙ্গিক সত্রযাগই নয়, অহীন এবং একাহকেও বুঝতে হবে।

চতুর্দশ কণ্ডিকা (৮/১৪)

[মহানাম্নী, মহাব্রত এবং উপনিষদ্ শিক্ষার নিয়ম]

এতদ্‌বিদং ব্রহ্মচারিণম্ অনিরাকৃত্তিনং সংবত্সরাবমং চারয়িত্বা ব্রতম্ অনুযুজ্যানুক্রোশিনে প্রব্রূয়াদ্ উত্তরম্ অহঃ ।। ১।।

অনু.— এই (-সব বিষয়ে) অভিজ্ঞ (অথচ) অধ্যয়ন-পরিত্যাগী নন (এমন গুণবান) ব্রহ্মচারীকে ব্রত গ্রহণ করিয়ে কম পক্ষে এক বছর (সেই মতো তাঁকে তা) পালন করিয়ে যোগ্যতাপ্রাপ্ত (তাঁকে) পরবর্তী (মহাব্রত নামে) দিনটি প্রথম শিক্ষা দেবেন।

ব্যাখ্যা— যিনি পূর্ববর্তী খণ্ডগুলিতে বর্ণিত চতুর্বিংশ প্রভৃতি চব্বিশটি দিনের এবং নানা অহীন ও বিকৃতি একাহ-অনুষ্ঠানের কথা গ্রন্থে পড়েছেন এবং বুঝেছেন অথবা যিনি গুরুগৃহে বারো বছর ধরে বাস করেও পাঠ্য বিষয়গুলি এখনও ঠিকমত অধিগত করতে পারেন নি, কিন্তু গুরুগৃহ ত্যাগ করে চলেও আসেন নি এমন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে কমপক্ষে একবছর ধরে মহাব্রতের উপযোগী ব্রতপালন করিয়ে যোগ্য করে তুলে তার পরে তাঁকে মহাব্রতের পাঠ দান করবেন। ঠিক আগের সূত্রে 'অহন্' শব্দের উল্লেখ থাকলেও এই সূত্রে আবার তা বলার অভিপ্রায় হচ্ছে বেদের যে অংশে এই মহাব্রত নামে দিনটি বর্ণিত হয়েছে সেই অংশটি যতক্ষণ না শিষ্যের অর্থবোধ হয় এবং সেই শিষ্য ঐ দিনটির অনুষ্ঠানে সমর্থ হয়ে ওঠে তত দিন আচার্যকে তা বুঝিয়ে যেতে হবে।

মহানাম্নীর্ অগ্রে ।। ২।।

অনু.— (মহাব্রতের) আগে মহানাম্নীগুলি (শেখাবেন)।

ব্যাখ্যা— মহাব্রতের পাঠ দেওয়ার আগে এক বছর ব্রত পালন করিয়ে তার পরে মহানাম্নী মন্ত্র শেখাতে হয়। পরের বছর মহাব্রতের পাঠ দেওয়া হয়। মহাব্রতের পরের বছরে আবার উপনিষদ্ সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হয়। মহানাম্নীর পাঠ দান করার আগে কি কি অনুষ্ঠান করণীয় তা ৩-১৫ নং সূত্রে বলা হচ্ছে।

উদগ্-অয়নে পূর্বপক্ষে শ্রোষ্যন্ বহির্ গ্রামাত্ স্থালীপাকং তিলমিশ্রং শ্রপয়িত্বাচার্যায় বেদয়ীত ।। ৩।।

অনু.— (মহানাম্নী) শুনতে থাকবেন (বলে শিষ্য সূর্যের) উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে গ্রামের বাহিরে (গিয়ে) তিল-মিশ্রিত স্থালীপাক পাক করে গুরুকে (তা) জানাবেন।

ব্যাখ্যা— পূর্বপক্ষ = আপূর্যমাণপক্ষ, শুক্লপক্ষ। কৃষ্ণপক্ষকে বলা হয় উত্তর পক্ষ। মহানাম্নীর পাঠ নেওয়ার জন্য গুরু ও শিষ্যকে গ্রামের বাইরে যেতে হয়। স্থালীপাক = স্থালীতে নিয়ে পাক করা অন্ন (আ. গৃ. ১/১০ এবং গৃহ্য-কারিকা দ্র.)। স্থালীপাক প্রস্তুত হলে গুরুকে তা জানাতে হয়। স্থালীপাকের আগে বিনা মন্ত্রে নয় (৯) দেবতার উদ্দেশে আহুতিদ্রব্যের নির্বাপ ও প্রোক্ষণ করতে হয়। ঐ নয় দেবতার জন্য পরবর্তী সূ. দ্র.।

বিদিতে ব্রতসংশেয়ান্ পৃষ্ট্বা লঘুমাত্রাচ্ চেদ্ আপত্কারিতাঃ স্যুর্ অন্বারব্ধে জুহুয়াদ্ অগ্নাবগ্নিশ্চরতি প্রবিষ্ট ঋষীণাং পুত্রো অধিরাজ এষঃ। তস্মৈ জুহোমি হবিষা ঘৃতেন মা দেবানাং মোমুহদ্ ভাগধেয়ং মো অস্মাকং মোমুহদ্ ভাগধেয়ং স্বাহা যা তিরশ্চী নিপদ্যতেঽহং বিধরণী ইতি। তাং ত্বা ঘৃতস্য ধারয়া যজে সংরাধনীমহং স্বাহা। যস্মৈ ত্বা কামকামায় বয়ং সম্রাড্ যজামহে। তমস্মভ্যং কামং দত্ত্বাথেদং ত্বং ঘৃতং পিব স্বাহা। অয়ং নো অগ্নির্বরিবঃ কৃণোত্বয়ং মৃধঃ পুর এতু প্রভিন্দন্। অয়ং শত্রূঞ্ জয়তু জর্হৃষাণোঽয়ং বাজং জয়তু বাজসাতৌ স্বাহা। অসূয়ন্ত্যৈ চানুমত্যৈ চ স্বাহা। প্রদাত্রে স্বাহা। ব্যাহৃতিভিশ্ চ পৃথক্ ।। ৪।।

অনু.— (স্থালীপাকের কথা) জানা হলে (শিষ্যকে) ব্রতের ত্রুটি (-সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করে (নিয়ে) যদি সামান্য কারণে আপদ্‌বশত (কোন ত্রুটি) ঘটে থাকে (তাহলে শিষ্যকে গুরু) স্পর্শ করলে (গুরু) 'অগ্না-' (সূ.), 'যা-' (সূ.), 'যস্মৈ-' (সূ.), 'অয়ং নো-' (সূ.), 'অসূ-' (সূ.), 'প্রদাত্রে-' (সূ.) এবং পৃথক্ (পৃথক্) ব্যাহৃতি দ্বারা (ঐ স্থালীপাক) আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— গুরু যে ব্রতগুলি পালন করার কথা বলেছিলেন শিষ্য এতদিন তা ঠিক ঠিক পালন করেছেন কি-না শিষ্যের কাছ থেকে তা জেনে নেবেন। যদি দেখেন যে স্বেচ্ছায় নয়, অনিবার্য কারণেই ব্রতে সামান্য ত্রুটি ঘটেছে তাহলে তিনি সেই ত্রুটির জন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত না করে শিষ্যকে স্পর্শ করে থেকে এই হোমগুলি করবেন। 'পৃথক্' বলায় মিলিত তিনটি ব্যাহৃতি দ্বারা নয়, এক একটি ব্যাহৃতি দ্বারা এক একটি হোম করতে হবে। ব্রতে সচেতনভাবে স্বেচ্ছাজনিত কারণে বিশেষ ত্রুটি ঘটে থাকলে শিষ্যকে দিয়ে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নিয়ে আবার নূতন করে ব্রত পালন করার নির্দেশ দিতে হয়। এই নূতন ব্রতের একবছর পূর্ণ হলে তাঁকে মহানাম্নীর পাঠ দেওয়া হয়। 'লঘুমাত্রাশ্' পাঠ হলে অর্থ হবে— ব্রতের অপরাধ অল্প হলে।

হুত্বাহৈতং স্থালীপাকং সর্বমশানেতি ।। ৫।।

অনু.— (গুরু সেই স্থালীপাক) আহুতি দিয়ে (শিষ্যকে) বলেন 'এতং-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— স্থালীপাক আহুতি দেওয়ার পরে স্বিষ্টকৃতের জন্য প্রয়োজনীয় অংশ সরিয়ে রেখে গুরু শিষ্যকে বলেন 'এই স্থালীপাক খেয়ে নাও'। শিষ্য তখন অবশিষ্ট সমস্ত চরু খেয়ে নেন। স্থালীপাকের স্বিষ্টকৃত্ অংশের অনুষ্ঠান হবে শিষ্যের মাথায় পাগড়ী বাঁধার পর (১১ নং সূ. দ্র.)।

ভুক্তবন্তম্ অপাম্ অঞ্জলিপূর্ণম্ আদিত্যম্ উপস্থাপয়েত্ ত্বং ব্রতানাং ব্রতপতিরসি ব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তেন শকেয়ং তেন রাধ্যাসম্ ইতি ।। ৬।।

অনু.— (আহুতিশিষ্ট-) ভক্ষণকারী (শিষ্যকে গুরু) অঞ্জলিভর্তি জল দিয়ে সূর্যকে 'ত্বং-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) উপস্থান করাবেন।

ব্যাখ্যা— গুরু 'উপতিষ্ঠস্বাদিত্যম্' অর্থাৎ 'আদিত্যকে উপস্থান কর' এই নির্দেশ দিলে শিষ্য অঞ্জলিভর্তি জল নিয়ে 'ত্বং-' মন্ত্রে সূর্যের উপস্থান করেন। দ্র. যে, এর পর সূত্রে যেখানেই ক্রিয়াপদে ণিচ্‌প্রত্যয় আছে সেখানেই গুরু প্রৈষ দেবেন এবং তার পর শিষ্য নির্দিষ্ট কর্মটি করবেন।

সম্-আপ্য সংমীল্য বাচং যচ্ছেত্ কালম্ অভি-সম্-ঈক্ষমাণো যদা সম্-অগ্নিষ্যাদ্ আচার্যেণ ।। ৭।।

অনু.— (উপস্থান) শেষ করে (শিষ্য অবিলম্বে চোখ) বুজে যখন গুরুর সঙ্গে মিলিত হবেন (সেই) সময়কে মনে মনে প্রত্যক্ষ করতে করতে বাক্‌নিয়ন্ত্রণ করে থাকবেন।

ব্যাখ্যা— 'অভিসমীক্ষমাণঃ' পদের অর্থ সম্ভবত এই যে, কতক্ষণে গুরু এসে আমাকে শেখাবেন, নির্ধারিত সময় ক্রমশ এগিয়ে আসছে, গুরু এসে শেখান শুরু করতে যাচ্ছেন, এই তো তিনি শুরু করছেন ইত্যাদি মনে মনে চিন্তা করা। গুরুর কাছে কবে মহানাম্নী শিখতে যাবেন তা পরবর্তী দু-টি সূত্রে বলা হচ্ছে।

একরাত্রম্ অধ্যায়োপবাদনাত্ ।। ৮।।

অনু.— (একদিনেই) পাঠদান সম্ভব হলে একরাত্রি (মনে মনে ধ্যান করবেন)।

ব্যাখ্যা— অধ্যায় = পাঠ। উপবাদন = কাছে গিয়ে বলান, কাছে এনে শেখান। যদি গুরু মনে করেন যে, শিষ্য যেমন মেধাবী তা-তে একরাত্রি ধরে তাকে পড়ালেই সে মহানাম্নী শিখে ফেলবে অথবা শিষ্যের যদি মনে হয় যে, আমাকে এক দিন শেখালেই শিখে যাব তাহলে শিষ্য একরাত্রি ধরে গুরুর আসন্ন পাঠদানের কথা মনে মনে ধ্যান করবেন এবং বাক্-সংযম অবলম্বন করে থাকবেন। পাঠ গ্রহণের জন্য তিনি আচার্যের সঙ্গে মিলিত হবেন দ্বিতীয় দিনে। গ্রন্থান্তরে 'উপপাদনাত্' পাঠ পাওয়া যায়।

ত্রিরাত্রং নিত্যাধ্যায়েন ।। ৯।।

অনু.— অথবা প্রত্যহ পাঠ দ্বারা (শিখতে পারবেন বলে মনে হলে শিষ্য) তিন রাত্রি ধরে (ধ্যান করবেন)।

ব্যাখ্যা— নিত্য = ধারাবাহিক। অধ্যায় = অধ্যয়ন। বেশ কিছুদিন ধরে না শেখালে শিখতে পারব না বলে মনে হলে শিষ্য তিন রাত্রি ধরে ধ্যান করে চতুর্থ দিন গুরুর কাছে মহানাম্নী শিখতে যাবেন।

তম্ এব কালম্ অভি-সম্-ঈক্ষমাণ আচার্যোঽহতেন বাসসা ত্রিঃ প্রদক্ষিণং শিরঃ সমুখং বেষ্টয়িত্বাহৈতং কালম্ এবংভূতোঽস্বপন্ ভবেতি ।। ১০।।

অনু.— ঐ সময়ই মনে মনে প্রত্যক্ষ করতে করতে গুরু নূতন বস্ত্র দিয়ে (শিষ্যের) মাথা সামনের দিকে তিনবার প্রদক্ষিণক্রমে বেষ্টন করে, বলেন 'এতং-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— অহত = নূতন না-পরা না-ছেঁড়া কাচা কাপড়। শিষ্যের নির্ধারিত সময়ের কথাই মনে মনে চিন্তা করতে করতে গুরু শিষ্যের মাথায় নূতন কাপড় বেঁধে দিয়ে বলেন 'এই সময় ধরে এই অবস্থায় অনিদ্রিত হয়ে থাক'।

তং কালম্ অস্বপন্ আসীত ।। ১১।।

অনু.— ঐ সময় ধরে (শিষ্য) অনিদ্রিত হয়ে থাকবেন।

ব্যাখ্যা— শিষ্যের মাথায় পাগড়ী বাঁধার পর গুরু স্থালীপাকের স্বিষ্টকৃত্ প্রভৃতি অবশিষ্ট অংশের অনুষ্ঠান করেন। শিষ্য মহানাম্নী শেখার অপেক্ষায় এক অথবা তিন রাত্রি ধরে বিনিদ্র রজনী যাপন করেন।

অনুবক্ষ্যমাণেঽপরাজিতায়াং দিশ্যগ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্যাসিম্ উদকমণ্ডলুম্ অশ্মানম্ ইত্যুত্তরতোঽগ্নেঃ কৃত্বা বত্সতরীং প্রত্যগুদগ্ অসংশ্রবণে বদ্ধা ।। ১২।।

অনু.— (মহানাম্নী) বলা হতে থাকবে (বলে শিষ্য গ্রামের বাইরে গিয়ে) উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্নিকে স্থাপিত করে (ঐ) অগ্নির উত্তর দিকে খড়্গ, জলের কমণ্ডলু (এবং) পাথর রেখে উত্তর-পশ্চিম দিকে (উচ্চারিত মন্ত্র কাণে) শোনা যায় না (এমন এক) দূরত্বে একটি বাছুর বেঁধে (পরবর্তী সূত্রে নির্দিষ্ট কাজটি করবেন)।

ব্যাখ্যা— অপরাজিতা = ঈশান দিক্, উত্তর-পূর্ব দিক্। স্থালীপাকের পরের দিন অথবা স্থালীপাক থেকে চতুর্থ দিনে আচার্য শিষ্যকে মহানাম্নীর পাঠ দেন। সেই দিন অগ্নির কাছে উচ্চারিত মন্ত্র বাছুরের কান পর্যন্ত যেন না পৌঁছায় এমন এক দূরত্বে একটি বাছুর বেঁধে রাখতে হয়। শিষ্যের কোন আত্মীয়ই বাছুর বাঁধেন এবং পাত্রগুলিকে যথাস্থানে রেখে দেন। বাঁধার পরে আচার্যকে তা জানাতে হয়।

পশ্চাদ্ অগ্নের্ আচার্যস্ তৃণেষূপবিশেদ্ অপরাজিতাং দিশম্ অভি-সম্-ঈক্ষমাণঃ ।। ১৩।।

অনু.— (এর পর) আচার্য উত্তর-পূর্ব দিক্‌কে দর্শন করতে করতে অগ্নির পিছনে (পূর্বমুখী) তৃণগুলির উপরে বসবেন।

ব্রহ্মচারী লেপান্ পরিমৃজ্য প্রদক্ষিণম্ অগ্নিম্ আচার্যঞ্ চ কৃত্বোপসংগৃহ্য পশ্চাদ্ আচার্যস্যোপবিশেত্ তৃণেষ্বেব প্রত্যগ্‌দক্ষিণাম্ অভি-সম্-ঈক্ষমাণঃ ।। ১৪।।

অনু.— ব্রহ্মচারী (শিষ্য নিজের দেহের ও মুখবিবরের) মালিন্য দূর করে অগ্নি এবং আচার্যকে প্রদক্ষিণ করে (এবং তাঁর) পাদস্পর্শ করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্‌কে দেখতে দেখতে আচার্যের পিছনে (ঐ) তৃণগুলির উপরেই বসবেন।

ব্যাখ্যা— উপসংগৃহ্য = আলিঙ্গন করে, চরণ স্পর্শ করে। 'উপসংগ্রহণং নাম অমুকগোত্রো দেবদত্তশর্মাহং ভো অভিবাদয়ে ইত্যুক্তা স্পৃষ্টা দক্ষিণোত্তরপাণিভ্যাং দক্ষিণেন পাণিনা গুরোর্ দক্ষিণং পাদং সব্যেন সব্যং গৃহীত্বা শিরোঽবনমনম্' (স্মৃত্যর্থসার)।

পৃষ্ঠেন পৃষ্ঠং সন্‌নিধায় ব্রূয়ান্ মনসা মহানাম্নীর্ ভোও অনুব্রূহীতি ।। ১৫।।

অনু.— পিঠ দিয়ে পিঠ জুড়ে মনে মনে (শিষ্য) বলবেন 'মহা-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— বসে নিজের পিঠ গুরুর পিঠের সঙ্গে ঠেকিয়ে শিষ্য গুরুকে মনে মনে বলবেন 'হে (আচার্য), তুমি (আমাকে) মহানাম্নীমন্ত্র বল'। পিঠ বলতে এখানে শরীরের বাইরের অংশকে বুঝতে হবে— "পৃষ্ঠং নাম শরীরস্য বহিঃপ্রদেশঃ" (না.)।

পুনঃ পৃষ্ট্বানুক্রোশিনে সংমীল্যৈবানুব্রূয়াত্ সপুরীষপদাস্ ত্রিঃ ।। ১৬।।

অনু.— (শিষ্যকে গুরু) আবার (সব-কিছু) জিজ্ঞাসা করে যোগ্য (শিষ্যকে) চোখ বন্ধ করেই পুরীষপদাসমেত (মহানাম্নী মন্ত্রগুলি) তিনবার বলবেন।

ব্যাখ্যা— মহানাম্নীর ব্রত ঠিক ঠিক পালন করা হয়েছে কি-না শিষ্যের কাছে তা আবার জেনে নিয়ে গুরু চোখ বন্ধ করে 'বিদা মঘবন্-' ইত্যাদি ন-টি মন্ত্র এবং 'এবা হ্যেবা-' ইত্যাদি ন-টি পুরীষপদ তিনবার করে পাঠ করে শোনাবেন।

অনূচ্যোন্মুচ্যোষ্ণীষম্ আদিত্যম্ ঈক্ষয়েন্ মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষে মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা সমীক্ষে। মিত্রস্য বশ্চক্ষুষানুবীক্ষে ।। ১৭।। [১৭, ১৮]

অনু.— (গুরু সেই মন্ত্রগুলি) পাঠ করে (শিষ্যের) পাগড়ী খুলে (শিষ্যকে) 'মিত্রস্য-' (সূ.) এই (মন্ত্রে) সূর্য দেখাবেন।

ব্যাখ্যা— গুরু ১০নং সূত্র অনুযায়ী শিষ্যের মাথায় যে পাগড়ী বেঁধে দিয়েছিলেন, তা এখন খুলে ফেলতে হয়। তার পর গুরু 'আদিত্যম্ ঈক্ষস্ব' এই নির্দেশ দিলে শিষ্য 'মিত্রস্য-' মন্ত্রে সূর্যের দিকে তাকান। ২২ নং সূত্রের বৃত্তি থেকে বোঝা যায় গুরু মন্ত্রগুলি পাঠ করার পর শিষ্যও সেগুলি পাঠ করেন— "আচার্যসকাশাত্ ত্রিঃ শ্রুত্বা অনুপ্রবচনীয়ঞ্ চ কৃত্বা ততোঽধ্যয়নং কর্তব্যম্" (না.)।

ইতি দিশঃ সন্তারাঃ ।। ১৮।।

অনু.— এই (হচ্ছে) 'দিক্‌সন্তার' (নামে মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকার আগের সূত্রের বৃত্তিতে বলেছেন 'ইতিকারাধ্যাহারেণ সূত্রচ্ছেদঃ' অর্থাৎ 'সমীক্ষে' পদের পরে 'ইতি' শব্দ উহ্য আছে ধরে নিয়ে 'মিত্রস্য বশ্চক্ষুষানুবীক্ষে' অংশকে একটি পৃথক্ সূত্র বলে গণ্য করতে হবে।

পুনর্ আদিত্যং মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতিপশ্যামি যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তং চক্ষুষো হেত্যুর্ চ্ছত্বিতি ।। ১৯।। [১৮]

অনু.— (শিষ্য) আবার আদিত্যকে 'মিত্রস্য'- (সূ.) এই (মন্ত্রে দর্শন করবেন)।

ভূমিম্ উপস্পৃশেদ্ অগ্ন ইন্দ্রা নম ইন্দ্রা নম ঋষিভ্যো মন্ত্রকৃদ্‌ভ্যো মন্ত্রপতিভ্যো নমো বো অস্তু দেবেভ্যঃ শিবা নঃ শন্তমা ভব সুমৃড়ীকা সরস্বতি। মা তে ব্যোম সন্দৃশি। ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ শং ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ স্তুষে জনং সুব্রতং নব্যসীভিঃ কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদ্ ইতি তিস্রঃ স্যোনা পৃথিবি ভবেতি ।। ২০।। [১৮]

অনু.— 'অগ্ন-' (সু.), 'ভদ্রং-' (১/৮৯/৮), 'শং-' (৭/৩৫), 'স্তুষে-' (৬/৪৯/১), 'কয়া-' (৪/৩১/১-৩) ইত্যাদি তিনটি (মন্ত্র), 'স্যোনা-' (১/২২/১৫)— এই (মন্ত্রগুলি পাঠ করে) ভূমি স্পর্শ করবেন।

সম্-আপ্য সমানং সন্তারবর্জম্ ।। ২১।। [১৮]

অনু.— (মহানাম্নীর পাঠ) শেষ করে (মহাব্রত ও উপনিষদ্ শোনার জন্য) সন্তার ছাড়া (আর সব-কিছুই) সমান (-ভাবে আবার করা হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা— মহাব্রতের পাঠ নেওয়ার জন্য এক বছর ব্রত পালন করে সূর্যের উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে গ্রামের বাইরে গিয়ে গুরুর কাছ থেকে তা শিখতে হয়। মহানাম্নীর মতো সব-কিছু নিয়মই মহাব্রতে পালন করতে হয়, তবে সন্তার অর্থাৎ ৩-১৯ নং সূত্রে যা যা বলা হল সেই হোম ইত্যাদি কিন্তু মহাব্রতে করতে হয় না। উপনিষদ্ শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম।

এষ দ্বয়োঃ স্বাধ্যায়ধর্মঃ ।। ২২।। [১৯]

অনু.— (মহাব্রত ও উপনিষদ্ এই) দুই-এর অধ্যয়ন-বিধি (হল) এই।

ব্যাখ্যা— মহানাম্নী শেখার জন্য যেমন কমপক্ষে এক বছর ব্রত পালন করে উত্তরায়ণের শুক্লপক্ষে গ্রামের বাইরে গিয়ে আচার্যের কাছ থেকে তিন বার মহানাম্নী শুনে নিজে তা পাঠ করে তারপরে সেগুলি নিজেই অধ্যয়ন করেন, মহাব্রত ও উপনিষদের অধ্যয়ন করতে গেলেও সেই একই নিয়ম। মহানাম্নীর স্থালীপাক ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলি অবশ্য মহাব্রতে ও উপনিষদে বাদ যাবে।

আচার্যবদ্ একঃ ।। ২৩।। [২০]

অনু.— এক জন (শিষ্য হলে তিনি) আচার্যের মতো (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যদি একজন শিষ্য হয় তাহলে গুরুর মতো (১৩ নং সূ.দ্র.) তিনিও মহাব্রত ও উপনিষদ্ (শ্রবণের সময়ে নয়) পাঠ করার সময়ে উত্তর-পূর্ব দিকে মুখ করে পাঠ করবেন। দুই বা বহু শিষ্য একসাথে পাঠ করলে কিন্তু এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। প্রত্যেক শিষ্যের উদ্দেশে ব্রতপালনের জন্য 'নির্দেশ-দান' থেকে শুরু করে পাঠদান পর্যন্ত নিয়মগুলি পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যয়নের সময়ে সব শিষ্য একসাথে মিলে পাঠ করতে পারেন।

ফাল্গুনাদ্যা শ্রবণায়া অনধীতপূর্বাণাম্ অধ্যায়ঃ ।। ২৪।। [২১]

অনু.— যাঁরা আগে (শুনেছেন কিন্তু নিজেরা) অধ্যয়ন করেন নি তাঁদের পাঠ (করতে হয়) ফাল্গুন থেকে শ্রবণা পর্যন্ত (সময়ে)।

ব্যাখ্যা— যাঁরা গুরুর কাছে মহানাম্নী, মহাব্রত অথবা উপনিষদের পাঠ নিয়ে থাকলেও নিজেরা তার পরে আর পড়েন নি, তাঁরা ফাল্গুন মাস থেকে শ্রাবণী পূর্ণিমা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিজেদের চর্চার প্রয়োজনে তা পড়তে পারেন।

তৈষ্যাদ্যধীতপূর্বাণাম্ অধীতপূর্বাণাম্ ।। ২৫।। [২২]

অনু.— যাঁরা আগে পড়েছেন তাঁদের (আবার তা চর্চার জন্য পাঠ করতে হয়) তৈষী (পূর্ণিমা) থেকে (শ্রাবণী পূর্ণিমা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে)।

ব্যাখ্যা— তৈষী = পৌষ পূর্ণিমা। আগে পড়ে থাকলে আবার অনুশীলনের জন্য এই সময়ে চর্চা করবেন।

নবম অধ্যায়

প্রথম কণ্ডিকা (৯/১)

[অহীন এবং একাহের সাধারণ নিয়ম, দক্ষিণা, স্তোমবৃদ্ধিতে এবং স্তোমহানিতে কর্তব্য কর্ম]

উক্তপ্রকৃতয়োঽহীনৈকাহাঃ ।। ১।।

অনু.— অহীন এবং একাহগুলি উক্ত-প্রকৃতিবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— যে অহীন এবং একাহের কথা এই নবম এবং পরবর্তী দশম অধ্যায়ে বলা হবে সেগুলির প্রকৃতি হচ্ছে পূর্ববর্ণিত জ্যোতিষ্টোম যাগ এবং সত্রের চতুর্বিংশ প্রভৃতি মূল চব্বিশটি দিন। বিভিন্ন অহীন এবং একাহের অনুষ্ঠান ঐ দিনগুলির মতোই হয়। বৃত্তিকারের মতে সূত্রে 'অহীন' শব্দটিকে আগে রাখা হয়েছে পূর্ববর্তী বিসর্গের সঙ্গে সন্ধি করে অক্ষরসংখ্যা লাঘব করার জন্য।

সিদ্ধৈর্ অহোভির্ অহ্নাম্ অতিদেশঃ ।। ২।।

অনু.— (একাহ এবং অহীন) দিনগুলির (পূর্ব-) সিদ্ধ দিনগুলি দ্বারা অতিদেশ (করা হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— পূর্ববর্তী সূত্রে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য একাহ ও অহীনগুলির অনুষ্ঠান জ্যোতিষ্টোম অথবা সত্রদিনের মতো হয়। এই সূত্রে তার মধ্যে কোন্ যাগগুলির অনুষ্ঠান সত্রদিনের মতো হয় তা বলা হচ্ছে। সত্রে যে দিনগুলির স্বরূপ সিদ্ধ হয়েই রয়েছে এর পর থেকে সেই পূর্বসিদ্ধ দিনগুলির উল্লেখ করেই বিভিন্ন একাহ এবং অহীনের অনুষ্ঠানক্রম নির্দেশ করা হবে। কোথাও বলা হবে এই একাহের অথবা অহীনের অনুষ্ঠান সত্রের এই দিনটির মতো, কোথাও বা বলা হবে এই দিনটি সত্রের এই দিন। সূত্রে ঐ দিনটির যে স্বরূপ আগে থেকে সিদ্ধ হয়ে আছে অতিদিষ্টস্থলে সেইভাবেই অনুষ্ঠান হবে। 'সিদ্ধৈঃ' বলায় কোন সূত্রে এই দিনটির মতো এ-কথা বলা না থাকলেও সেখানে পূর্বসিদ্ধ সত্রদিনেরই অতিদেশ হয়। 'অহ্নাম্' বলায় সুত্যাদিনেরই অতিদেশ হয়, দীক্ষণীয়া এবং উপসদ্ ইষ্টির অনুষ্ঠান হবে ঐ যাগের নিজ বিশেষ নিয়ম অনুসারেই। প্রসঙ্গত ৯/২/৫; ৯/৮/২৮ ইত্যাদি সূ. দ্র.।

অনতিদেশে ত্বেকাহো জ্যোতিষ্টোমো দ্বাদশশতদক্ষিণস্ তেন শস্যম্ একাহানাম্ ।। ৩।।

অনু.— অতিদেশ না হলে কিন্তু একাহ (যাগ) বারোশ-দক্ষিণা-বিশিষ্ট জ্যোতিষ্টোম (হবে)। একাহগুলির শস্ত্র ঐ (জ্যোতিষ্টোমের মতোই হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি কোন বিকৃতি একাহের ক্ষেত্রে যাগটি সত্রের কোন দিনের মতো হবে তা নির্দেশ করা না থাকে তাহলে সেখানে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ পর্যন্ত অধ্যায়ে বর্ণিত সাধারণ জ্যোতিষ্টোমেরই অনুষ্ঠান হবে এবং দক্ষিণা দেওয়া হবে বারোশ গরু। শস্ত্রে পাঠ্য মন্ত্রগুলিও হবে ঐ জ্যোতিষ্টোমেরই মতো। 'অনিরুক্ত' একাহেও (৯/১০/১ সূ. দ্র.) তাই যে অংশে চতুর্বিংশের মতো অনুষ্ঠান করতে বলা হয়েছে সেই অংশ ছাড়া অন্যান্য অংশের অনুষ্ঠান হবে জ্যোতিষ্টোমের মতোই।

গোআয়ুষী বিপরীতে দ্ব্যহানাম্ ।। ৪।।

অনু.— দ্ব্যহ-যাগগুলির (ক্ষেত্রে অতিদেশ না থাকলে) বিপরীতক্রমে গোস্তোম এবং আয়ু-স্তোম (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— দ্র. যে, বৃত্তিকার এখানে বিপরীত বলতে ব্যত্যাস বুঝেছেন। ৯/৮/১৯ সূত্রে অবশ্য ব্যত্যাসের অর্থ করেছেন তিনি আবর্তন। ১০/১/১২ সূত্রের আগে পর্যন্ত বর্ণিত যে দ্ব্যহ একাহগুলিতে কোন অতিদেশ নেই সেই একাহযাগগুলিতে প্রথম দিন আয়ুষ্টোম এবং পরের দিন গোষ্টোমের অনুষ্ঠান হবে। অহীনের দ্ব্যহের ক্ষেত্রে কিন্তু এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়, কারণ সেখানে

১০/১/১৭ সূত্র অনুযায়ী অভিপ্লবষড়হের অতিদেশ করা হয়েছে। 'অনতিদেশে' পদটির অনুবৃত্তি থাকায় অতিদেশবিহীন একাহের অন্তর্গত ৯/২/১২ এবং ৯/৩/২৫ সূত্রে বর্ণিত দ্ব্যহের ক্ষেত্রেই তাই এই নিয়ম প্রযোজ্য। 'দ্ব্যহানাং' পদে বহুবচন ব্যবহার করায় যে দ্ব্যহগুলির কথা এখানে একাহের অধীনে বলা হয় নি কিন্তু গ্রন্থান্তরে পাওয়া যায় সেই দ্ব্যহগুলির ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে। উল্লেখ্য যে, গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোম দুই স্থলেই উক্থ্যের অনুষ্ঠান হয়। গোষ্টোমে প্রাতঃসবনে প্রথম স্তোত্রে পঞ্চদশ, পরবর্তী চারটি স্তোত্রে ত্রিবৃত্; মাধ্যন্দিন সবনে সপ্তদশ এবং তৃতীয় সবনে একবিংশ স্তোম প্রয়োগ করা হয়। আয়ুষ্টোমে গোষ্টোমের অপেক্ষায় পার্থক্য শুধু এই যে, সেখানে প্রাতঃসবনে প্রথমে হয় ত্রিবৃত্ স্তোম, পরে পঞ্চদশ স্তোম।

ত্র্যহাণাং পৃষ্ঠ্যত্র্যহঃ পূর্বোঽভিপ্লবত্র্যহো বা ।। ৫।।

অনু.— ত্র্যহযাগগুলির (ক্ষেত্রে অতিদেশ না থাকলে) পৃষ্ঠ্যের প্রথম তিন দিন অথবা অভিপ্লবের (প্রথম) তিন দিন (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— যে-সব একাহে সত্রের কোন বিশেষ দিনের অতিদেশ করা হয় নি, সেই-সব একাহের অধীনস্থ ত্র্যহের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম, যেমন ৯/২/১৭ স্থলে। আমাদের এই ৫নং সূত্রে 'ত্র্যহ' শব্দে বহুবচন থাকায় অলোচ্য গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নি এমন ত্র্যহযাগেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

এবংপ্রায়াশ্ চ দক্ষিণা অর্বাগ্ অতিরাত্রেভ্যঃ ।। ৬।।

অনু.— অতিরাত্রগুলির আগে (পর্যন্ত) এই-প্রকার দক্ষিণা।

ব্যাখ্যা— জ্যোতি প্রভৃতি অতিরাত্রের (১০/১/১-৯ সূ. দ্র.) আগে যে একাহযাগগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে দক্ষিণা প্রায়ই ৩নং সূত্রের মতোই বারোশ করে হয়ে থাকে। সূত্রে 'প্রায়' বলায় 'অশ্বহং পঞ্চাশচ্ছো দক্ষিণাঃ' (৯/২/৩০ সূ. দ্র.) 'সোমচমসো দক্ষিণা' (৯/৭/৪৩ সূ. দ্র.) ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবশ্য যেমন বলা আছে তেমনই দক্ষিণা হবে। সূত্রে 'অতিরাত্র' শব্দে বহুবচন থাকায় এখানে বিকৃতি একাহের অতিরাত্রগুলিকেই বুঝতে হবে। এই সূত্রে 'অনতিদেশে' পদটির অনুবৃত্তি নেই। তাই কোন বিশেষ সুত্যাদিনের অতিদেশ যেখানে হয়েছে সেখানেও বর্তমান সূত্রটি প্রযোজ্য।

সাহস্রাস্ ত্বতিরাত্রাঃ ।। ৭।।

অনু.— অতিরাত্রগুলি কিন্তু সহস্র(দক্ষিণাবিশিষ্ট)।

ব্যাখ্যা— জ্যোতি প্রভৃতি অতিরাত্রে এবং সূত্রে 'তু' থাকায় তার পূর্ববর্তী সব অতিরাত্রেও একহাজার করে দক্ষিণা দিতে হয়।

দ্ব্যহাস্ ত্র্যহাশ্ চ ।। ৮।।

অনু.— দ্ব্যহ এবং ত্র্যহগুলিও (সহস্রদক্ষিণাবিশিষ্ট)।

ব্যাখ্যা— ১০/১/১২ সূত্রের পূর্ববর্তী একাহের অন্তর্গত দ্ব্যহ ও ত্র্যহ এবং ঐ সূত্রের পরবর্তী অহীনের অন্তর্গত দ্ব্যহ ও ত্র্যহেও সহস্র দক্ষিণা। 'অনতিদেশে' পদটির অনুবৃত্তি নেই বলে বিধিটি অহীনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যে ভূয়াংসস্ ত্র্যহাদ্ অহীনাঃ তেষাং ত্র্যহে প্রসংখ্যায়াম্বহং ততঃ সহস্রাণি ।। ৯।।

অনু.— যে অহীনগুলি ত্র্যহ থেকে বেশী (দিনের) সেগুলির (ক্ষেত্রে প্রথম) তিনদিনে এক হাজার (দক্ষিণা) ধরে তার পর প্রতিদিন এক হাজার (করে দক্ষিণা ধরবেন)।

ব্যাখ্যা— তিনদিন থেকে বেশী দিন ধরে সূত্যা হলে প্রথম তিন দিনের জন্য এক হাজার দক্ষিণা দেবেন এবং তার পর প্রত্যেকটি অতিরিক্ত দিনের জন্য আরও এক হাজার করে দক্ষিণা দিতে হবে। ফলে চতুরহে দু-হাজার, পঞ্চাহে তিন হাজার এবং ষড়হে চার হাজার এইভাবে দক্ষিণা দিতে হবে।

সমাবত্ ত্বেব দক্ষিণা নয়েয়ুঃ ।। ১০।।

অনু.— সমানভাবেই কিন্তু দক্ষিণাগুলি নিয়ে যাবেন।

ব্যাখ্যা— ত্বেব = তু + এব। সমাবত্ = সমান। যে অহীনে মোট যা দক্ষিণা তা সমান ভাগে ভাগ করে অহীনের প্রতিদিন তার একভাগ করে দক্ষিণা দিতে হবে। যেমন চতুরহে মোট দু-হাজার দক্ষিণা দিতে হলে প্রত্যেক দিন পাঁচশ করে দক্ষিণা দেবেন। সমানভাবে অর্থে 'সমাবত্' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

অতিরিক্তাস্ তূত্তমেঽধিকাঃ ।। ১১।।

অনু.— শেষ (দিনে) কিন্তু উদ্‌বৃত্ত (দক্ষিণা) বেশী (দেবেন)।

ব্যাখ্যা— অহীনের মোট দিনসংখ্যা দিয়ে দক্ষিণার মোট পরিমাণকে ভাগ করলে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে শেষ দিনে দক্ষিণার যে ভাগ তার সঙ্গে ঐ অবশিষ্ট দক্ষিণাও দিতে হবে। যেমন সপ্তরাত্রযাগে শেষ দিনে ৫০০০ + ৭ = ৭১৪(+ ২) = ৭১৬ দক্ষিণা দিতে হবে।

অতিদিষ্টানাং স্তোমপৃষ্ঠসংস্থান্যত্বাদ্ অনন্যভাবঃ ।। ১২।।

অনু.— অতিদেশপ্রাপ্ত (সুত্যাদিনগুলির) স্তোম, পৃষ্ঠ এবং সংস্থার অন্যথা হেতু (দিন ও শস্ত্র) অন্যরকম হয় না।

ব্যাখ্যা— যদি কোন অহীনে পূর্বসিদ্ধ কোন সুত্যা-দিন স্তোম, পৃষ্ঠ ও সংস্থা-সমেত অতিদিষ্ট হওয়ার পরে উদ্‌গাতার অথবা অধ্বর্যুর কারণে স্তোমে, পৃষ্ঠে অথবা সংস্থায় আবার কোন পরিবর্তন ঘটে তাহলে যে দিনটির ঐ দিনে অতিদেশ ঘটেছে সেই অতিদিষ্ট সুত্যাদিনটির অনুষ্ঠানে হোতাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কোন পরিবর্তন হয় না। ফলে তাঁদের 'অতিদিষ্ট' যাগের মন্ত্রগুলিকেই সেই দিনের শস্ত্র প্রভৃতিতে পাঠ করতে হয়। স্তোম প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে বলে অতিদিষ্ট দিনটির স্বরূপের কোন আমূল পরিবর্তন ঘটবে না, হোতাদের শস্ত্র প্রভৃতি সেই একই থাকবে।

নিত্যা নৈমিত্তিকা বিকারাঃ ।। ১৩।।

অনু.— নিমিত্তঘটিত পরিবর্তনগুলি (কিন্তু) অবশ্যই (ঘটবে)।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্র অনুসারে শস্ত্রের মূল কাঠামো এক থাকলেও স্তোম পৃষ্ঠ, অথবা সংস্থার পরিবর্তন ঘটায় শস্ত্র প্রভৃতির আনুষঙ্গিক কিছু পরিবর্তন ঘটতে কিন্তু কোন বাধা নেই, ঐ আনুষঙ্গিক পরিবর্তনগুলি সেখানে ঘটাতেই হবে।

মাধ্যন্দিনে তু হোতুর্ নিষ্কেবল্যে স্তোমকারিতং শস্যম্ ।। ১৪।।

অনু.— মাধ্যন্দিন (সবনে) কিন্তু হোতার (মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য এই দুই) শস্ত্র নিষ্কেবল্যস্তোম দ্বারা নির্ণীত (হবে)।

ব্যাখ্যা— প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্র যে স্তোমে গাওয়া হবে হোতার পাঠ্য মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্রে সূক্তের পরিমাণও সেই অনুযায়ী ঠিক হবে (৮/৫/৭ সূ. দ্র.), স্থির হবে সেখানে কোন নূতন সূক্তের সংযোজন ঘটাতে হবে কি-না অথবা বর্তমান কোন সূক্তকে বাদ দিতে হবে কি-না। সূত্রে সবনবাচী মাধ্যন্দিনে না বলে শস্ত্রবাচী 'মধ্যন্দিন' বললেও চলত, তবুও তা বলায় মাধ্যন্দিন সবনে সোমাতিরেকের (৬/৭/৮ সূ. দ্র.) ক্ষেত্রেও প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রের স্তোম অনুযায়ীই অতিরেকজনিত অতিরিক্ত শস্ত্রে পাঠ্য সূক্তের পরিমাণ স্থির হবে। বৃত্তিকারের মতে মাধ্যন্দিনসবনে সোমাতিরেকে সূক্ত দিয়ে নয়, ঋক্ দিয়েই প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রের এবং অতিরেকজনিত স্তোত্রের স্তোমকে অতিক্রম বা অতিশংসন করতে হয়। অতিরেকস্তোত্রে স্তোমের সংখ্যা পৃষ্ঠস্তোত্রের স্তোত্রের অপেক্ষার কম হলেও এই অতিশংসন করতে হবে। পৃষ্ঠস্তোত্র ও অতিরেকস্তোত্রের মধ্যে যেটি অধিকস্তোমযুক্ত, অতিরেকশস্ত্রে সেই অধিক স্তোমকেই অতিক্রম করতে হবে। সূত্রে 'নিষ্কেবল্য- স্তোমকারিতং' পাঠও পাওয়া যায়। এই পাঠই সঙ্গততর।

তত্রোপজনস্ তার্ক্ষ্যবর্জম্ অগ্রে সূক্তানাম্ ।। ১৫।।

অনু.— সেখানে (অতিরিক্ত সূক্তের) সংযোজন (ঘটবে), তার্ক্ষ্য (সূক্ত) ছাড়া (অন্য নিবিদ্ধান) সূক্তগুলির আগে।

ব্যাখ্যা— স্তোমের আধিক্য হলে ৮/৫/৭ সূত্র অনুসারে মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য শস্ত্রে সূক্তের আধিক্য অর্থাৎ সংযোজন ঘটাতে হয়। ঐ সংযোজন ঘটবে তার্ক্ষ্যসূক্ত ছাড়া অন্য নিবিদ্ধান সূক্তগুলির আগে এবং এই আগন্তু নূতন সংযোজিত সূক্তেও নিবিদ্ বসাতে হবে। তার্ক্ষ্যসূক্তের আগে কিন্তু কোন সংযোজন ঘটাতে নেই। এই সূত্রের 'সূক্তানাম্' পদটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, অন্যত্র (৭/১/১৩ সূ. দ্র.) পাদের উল্লেখ থাকলেও তার্ক্ষ্য-শব্দযুক্ত প্রতীকটি সূক্তেরই প্রতীক হবে, মন্ত্রের প্রতীক নয়। 'সূক্তানাম্' পদে বহুবচনটির বিশেষ কোন মূল্য নেই। যে সূক্ত বা সূক্তগুলি সেখানে বিহিত রয়েছে সেই এক বা একাধিক সূক্তের আগে সংযোজন ঘটাতে হবে— এই হল অভিপ্রেত অর্থ।

হানৌ তত এবোদ্ধারঃ ।। ১৬।।

অনু.— (স্তোমের) হানি (ঘটলে) সেখান থেকেই বাদ (যাবে)।

ব্যাখ্যা— যদি বিকৃতিযাগে প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে স্তোমহানি ঘটে অর্থাৎ প্রকৃতিযাগের বা অতিদিষ্ট যাগের অপেক্ষায় স্তোম হ্রাস পায়, তাহলে মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্রে একাধিক সূক্ত থাকলে অতিদেশপ্রাপ্ত যাগে এই দুই শস্ত্রে প্রথম দিক্ থেকেই কিছু সূক্ত বাদ দিতে হবে। কতগুলি সূক্ত বাদ যাবে তা ঠিক হবে ঐ 'যাবত্স্তো-' (৮/৫/৭) সূত্র অনুসারেই এবং বাদ দিতে হবে প্রথম দিকের সূক্তগুলিই। সূত্রে 'হানৌ' না বললেও চলত, কিন্তু সূত্রকার তবুও তা বলেছেন এই অভিপ্রায়ে যে, কেবল মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য শস্ত্রে নয়, যে-কোন শস্ত্রেই স্তোম হ্রাস পেলে এই নিয়মই অনুসরণ করতে হবে।

যেঽর্বাক্ ত্রিবৃতঃ স্তোমাঃ স্যুস্ তৃচা এব তত্র সূক্তস্থানেষু ।। ১৭।।

অনু.— ত্রিবৃত্-এর তলায় যে-সব স্তোম হবে সেখানে সূক্তের স্থানে তৃচই (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি কোন সবনে কোন স্তোত্রে এক থেকে আট পর্যন্ত কোন একটি স্তোম প্রয়োগ করা হয় (যেমন— ৯/৫/১৯ সূত্রে বিহিত যাগে) তাহলে সেখানে আনুষঙ্গিক শস্ত্রে সূক্তের পরিবর্তে হোতা ও হোত্রকদের তৃচই পাঠ করতে হবে। 'এব' বলায় সব সবনেই সব ঋত্বিকের সব শস্ত্রের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য।

যথা নিত্যা নিবিদোঽভ্যুদ্-ইয়াত্ ।। ১৮।।

অনু.— (এমনভাবে তৃচ) গ্রহণ করবেন যাতে নিবিদ্গুলি (স্বরূপে ও যথাস্থানে) স্থির (থাকে)।

ব্যাখ্যা— স্তোম হ্রাস পেলে ১৬নং সূত্র অনুযায়ী প্রথম দিকের সূক্তগুলি বাদ দিতে হয় এবং ১৭নং সূত্র অনুসারে শেষ সূক্তের স্থানে তৃচ পাঠ করতে হয় অর্থাৎ শেষ সূক্তের শেষ তৃচটিই পড়তে হয়, আগের সূক্ত ও মন্ত্রগুলি বাদ যায়। তৃচই এখানে সূক্ত। মূল যাগে সূক্তটিতে বিহিত যে নিবিদ্ তা তাই এই তৃচেই পাঠ করতে হবে এবং তা সবন অনুযায়ী 'একাং তৃচে, অর্ধা যুগ্মাসু' (৫/১৪/২৪, ২৫ সূ. দ্র.) সূত্র অনুসারে তৃচের নির্দিষ্ট স্থানেই পাঠ করতে হবে। 'নিত্যাঃ' না বললেও ঐ নির্দিষ্ট স্থানেই নিবিদ্ পাঠ করা হত, তবুও তা বলায় বুঝতে হবে যে অন্যত্রও কিছু না বলা থাকলে নিবিদ্ কখনও তার নিজ নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করবে না, নির্দিষ্ট স্থানেই তা পাঠ করতে হবে। ফলে কোথাও 'সূক্তমুখীয়' প্রভৃতি দ্বারা মন্ত্রের পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটলেও নিবিদের নিজ স্থানের কোন পরিবর্তন সেখানে ঘটান চলবে না, সূক্তমুখীয় না থাকলে যেখানে নিবিদ্ পাঠ করতে হত, সূক্তমুখীয় মন্ত্র থাকা সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করে সবন অনুযায়ী সূক্তের তত্তগুলির মন্ত্রের পরেই নিবিদ্ বসাতে হবে।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা (৯/২)

[সৌমিক চাতুর্মাস্য]

উক্তানি চাতুর্মাস্যানি ।। ১।।

অনু.— চাতুর্মাস্য (আগে) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— ২/১৬-২০ খণ্ড দ্র.। "উক্তানুসঙ্কীর্তনং বক্ষ্যমাণেষু সোমেষু উপক্রমকালপ্রভৃতি- চাতুর্মাস্যশরীরস্য সর্বস্য পর্বসম্বদ্ধস্যা-পর্বসম্বদ্ধস্য চ প্রাপণার্থং সংজ্ঞার্থং চ" (না.)। নামকরণের এবং পর্বগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত ও অসম্পর্কিত বিষয়ের প্রাপ্তির উদ্দেশে সূত্রটি এখানে করা হয়েছে।

সোমান্ বক্ষ্যামঃ পর্বণাং স্থানে ।। ২।।

অনু.— পর্বগুলির স্থানে সোমযাগ (করার কথা) বলব।

ব্যাখ্যা— চাতুর্মাস্যের কথা আগে বলা হয়েছে। এখানে সূত্রকার সেই চাতুর্মাস্যের পর্বগুলির স্থানে নানা সোমযাগ অনুষ্ঠান করার বলতে যাচ্ছেন।

অযূপকান্ একে ।। ৩।।

অনু.— অন্যেরা যূপবিহীন (সোমযাগ করেন)।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ পর্বের স্থানে বিহিত সোমযাগে কোন যূপ ব্যবহার করেন না।

পরিধৌ পশুং নিযুঞ্জন্তি ।। ৪।।

অনু.— (তাঁরা) পশুকে পরিধিতে বাঁধেন।

ব্যাখ্যা— যূপের পরিবর্তে ডান অথবা বাঁ দিকের পরিধিতেই পশুকে বাঁধা হয়, মাঝের অর্থাৎ পশ্চিম দিকের পরিধিতে বাঁধবেন না, কারণ তা হলে উপচার-সম্পর্কিত নিয়ম (৩/১/২৩ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.) লঙ্ঘন করা হবে। সূত্রে 'পরিধির্ যূপো ভবতি' এ-কথা বলা হয় নি, পরিধি তাই যূপ নয়। যূপকে লক্ষ্য করে যা যা করা হয় পরিধির ক্ষেত্রে সেই সেই সংস্কার তাই পালন করতে হয় না, কেবল ঐ পরিধিতে পশুকে বেঁধে রাখা হয় এই মাত্র। পরিধি শক্ত কাঠে তৈরী নয় বলে পশু যাতে পালিয়ে না যায় তার জন্য উপযুক্ত অন্য ব্যবস্থা কিছু করতে হয়।

বৈশ্বদেব্যাঃ স্থানে প্রথমং পৃষ্ঠ্যাহঃ ।। ৫।।

অনু.— বৈশ্বদেব (পর্বের) স্থানে পৃষ্ঠ্যের প্রথম দিনটি (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— ৭/১০/১-৩ সূ. দ্র.।

জনিষ্ঠা উগ্র উগ্রো জজ্ঞ ইতি মধ্যন্দিনঃ ।। ৬।। [৫]

অনু.— (এই সোমযাগে) মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্র (যথাক্রমে) 'জনিষ্ঠা-' (১০/৭৩), 'উগ্রো-' (৭/২০)।

ঐকাহিকা হোত্রাঃ (হোত্রকাঃ?) সর্বত্র প্রথমসাম্পাতিকেষ্বহঃস্বেকাহীভবৎসু ।। ৭।। [৫]

অনু.— সর্বত্র প্রথম-সম্পাত-সম্পর্কিত (দিনগুলি বিচ্ছিন্নভাবে) একাহ (-যাগে প্রযুক্ত) হতে থাকলে (মাধ্যন্দিন সবনে) হোত্রকদের মন্ত্রগুলি একাহ (জ্যোতিষ্টোমের মতোই হবে)।

ব্যাখ্যা— ঐকাহিক : একাহসম্পর্কিত অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমের মতো। প্রত্যেক ঋত্বিক্‌কে নিজ নিজ প্রথম সম্পাতসূক্তটি যে দিনগুলিতে পাঠ করতে হয় সেই দিনগুলির অর্থাৎ অভিপ্লব এবং পৃষ্ঠ্য এই দুই ষড়হের প্রথম ও চতুর্থ দিনের এবং স্বরসাম ও ছন্দোমের প্রথম দিনের (৭/৩/৪, ৬; ৭/১০/১; ৭/৫/২০, ২২; ৮/৫/১০; ৮/৭/২৩ সূ. দ্র.) যদি কোন একাহযাগে অতিদেশ হয়, তাহলে ঐ একাহযাগের হোত্রকরা সত্রের যে দিনটির অতিদেশ সেখানে হয়েছে, মাধ্যন্দিন সবনে সেই সম্পাতসম্পর্কিত দিনের মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন না, জ্যোতিষ্টোমের মন্ত্রগুলিই পাঠ করবেন। এখানে ৫নং সূত্র অনুযায়ী পৃষ্ঠ্যের প্রথম দিনটির অতিদেশ হওয়ায় এবং সেই দিন প্রথম সম্পাতসূক্ত পাঠ করতে হয় বলে আলোচ্য এই যাগে জ্যোতিষ্টোমের মন্ত্রগুলিই হোত্রকেরা পাঠ করবেন, পৃষ্ঠ্যের মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন না। 'কদ্‌বতাং-' (৮/৪/১৭) সূত্র অনুযায়ী মৈত্রাবরুণ ও অচ্ছাবাকের শস্ত্রের গঠন হচ্ছে এইরকম— স্তোত্রিয়, অনুরূপ, জ্যোতিষ্টোমের প্রগাথ, সম্পাতসূক্ত এবং জ্যোতিষ্টোমের অন্তিম সূক্ত। এই ছক অনুযায়ী মৈত্রাবরুণের দু-বার 'এবা-' এবং অচ্ছাবাকের দু-বার 'ইমাম্-' সূক্তটি পাঠ করার কথা (৫/১৬/১; ৭/৫/২০ সু. দ্র.), কিন্তু 'তদ্দৈবতম্-' (৭/২/১৪, ১৫) সূত্র অনুসারে দু-জনেই প্রথমবারে অন্য একটি সূক্ত পাঠ করবেন। এর ফলে ঐ দুই হোত্রকই তাঁদের শস্ত্রে জ্যোতিষ্টোমের উপান্তিম সূক্তটি পাঠ করার কোন সুযোগ আর পান না। আলোচ্য সূত্রে জ্যোতিষ্টোমের রীতি অনুসরণ করতে বলে তাঁদের সেই সুযোগ করে দেওয়া হল। তাঁরা তাই যথারীতি জ্যোতিষ্টোমের 'সদ্যো-' এবং 'ভূয়-' এই দুই উপান্তিম সূক্তই (৫/১৬/১,৩) তাঁদের শস্ত্রের মধ্যে পাঠ করবেন। ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর ক্ষেত্রে অবশ্য সম্পাত ও অন্তিম সূক্তটি নয়, উপান্তিম সূক্তই অভিন্ন। তাঁর ক্ষেত্রে তাই জ্যোতিষ্টোমের প্রগাথ, জ্যোতিষ্টোমের উপান্তিম সূক্ত (সম্পাতসূক্তও বটে) এবং অন্তিম সূক্ত পাঠ করাও যা, পৃষ্ঠ্যের প্রথম দিনের মতো পাঠ করাও তা-ই। এই সূত্রের ফলে তাঁর তাই কোন সুবিধা (?) হচ্ছে না। ৬নং সূত্রের ঠিক পরবর্তী সূত্র বলে এই নিয়ম কেবল মাধ্যন্দিন সবনেই প্রযোজ্য, অন্য দুই সবনে নয়।

বৈশ্বানরপার্জন্যে হবিষী অগ্নীষোমীয়স্য পশোঃ পশুপুরোডাশেঽন্বায়াতয়েয়ুঃ ।। ৮।। [৬]

অনু.— অগ্নি-সোম-দেবতার পশু(-যাগের) পশুপুরোডাশ(-যাগে) বৈশ্বানর-পর্জন্য দেবতার যাগকে অন্বায়াত করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত ২/১৫/১, ২ সূ. দ্র.।

প্রাতঃসবনিকেষু পুরোডাশেষু বৈশ্বদেব্যা হবীংষ্যন্বায়াতয়েয়ুঃ ।। ৯।। [৬]

অনু.— প্রাতঃসবন-সম্পর্কিত পুরোডাশযাগের (মাঝে) বৈশ্বদেব (-পর্বসম্পর্কিত) যাগগুলি অন্বায়াত করবেন।

বৈশ্বদেবঃ পশুঃ ।। ১০।। [৬]

অনু.— (সবনীয় পশুযাগে) বিশ্বেদেবাঃ দেবতার উদ্দেশে (পশু আহুতি দেওয়া হয়)।

বার্হস্পত্যনূবন্ধ্যা ।। ১১।। [৭]

অনু.— অনূবন্ধ্যা (পশু হবে) বৃহস্পতিদেবতার।

বরুণপ্রঘাসস্থানে দ্ব্যহঃ ।। ১২।। [৮]

অনু.— বরুণপ্রঘাসের স্থানে দ্ব্যহ (যাগ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— 'দ্ব্যহ' বলায় ৯/১/৪ সূত্র অনুসারে গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোমের বিপরীতক্রমে অর্থাৎ আগে আয়ুষ্টোমের, পরে গোষ্টোমের অনুষ্ঠান হবে।

উত্তরস্যাহ্নঃ প্রাতঃসবনিকেষু পুরোডাশেষু বরুণপ্রঘাসহবীংষ্যন্বায়াতয়েয়ুঃ ।। ১৩।। [৯]

অনু.— পরবর্তী দিনের প্রাতঃসবন-সম্পর্কিত পুরোডাশযাগের মাঝে বরুণপ্রঘাসের হবির্যাগগুলিকে অন্বায়াত করবেন।

ব্যাখ্যা— দ্ব্যহের দ্বিতীয় দিনে প্রাতঃসবনে সবনীয় পুরোডাশযাগের অনুষ্ঠানের সময়ে বরুণপ্রঘাসের হবির্যাগগুলির অনুষ্ঠান করতে হয়।

মারুতবারুণ্যৌ পশূ ।। ১৪।। [১০]

অনু.— (সবনীয় পশুযাগে) দু-দিন যথাক্রমে মরুত্ এবং বরুণ দেবতার পশু (আহুতি দিতে হয়)।

মৈত্রাবরুণ্যনুবন্ধ্যা ।। ১৫।। [১১]

অনু.— অনুবন্ধ্যা (পশু হবে) মিত্র-বরুণ দেবতার।

ব্যাখ্যা— দ্ব্যহে প্রাতরনুবাকের পূর্ববর্তী এবং পত্নীসংযাজের (৬/১৩/১ সূ. দ্র.) পরবর্তী অংশগুলির একবার মাত্র অনুষ্ঠান হয় বলে অনুবন্ধ্যা পশুযাগের অনুষ্ঠান শুধু দ্বিতীয় দিনের সোমযাগেই করতে হবে।

অগ্নিষ্টোম ঐন্দ্রাগ্নস্থানে ।। ১৬।। [১২]

অনু.— ইন্দ্র-অগ্নি দেবতার (পশুযাগের) স্থানে (এখানে) অগ্নিষ্টোম (যাগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— চাতুর্মাস্যের অঙ্গ হিসাবে ইন্দ্র-অগ্নির উদ্দেশে যে পশুযাগ (২/১৭/২১ সূ. দ্র.) বিহিত হয়েছে এখানে তার পরিবর্তে অগ্নিষ্টোম যাগ করতে হয়। বিশেষ কোন নির্দেশ না থাকায় সবনীয় ও অনুবন্ধ্যা পশুযাগ হবে অগ্নিষ্টোমেরই মতো। পর্বসম্পর্কিত নয় বলে ৩নং সূত্র এখানে প্রযোজ্য নয়। একই কারণে ৩/৮/২১ সূত্রের পশুযাগকে এখানে বুঝলে চলবে না।

সাকমেধস্থানে ত্র্যহোঽতিরাত্রান্তঃ ।। ১৭।। [১৩]

অনু.— সাকমেধের স্থানে শেষে অতিরাত্র (আছে এমন) ত্র্যহ (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— 'ত্র্যহ' বলায় ৯/১/৫ সূত্র অনুসারে পৃষ্ঠ্য অথবা অভিপ্লব ষড়হের প্রথম তিন দিনের অনুষ্ঠান হবে, তবে এখানে তৃতীয় দিনে ষড়হের তৃতীয় দিনের মতো অনুষ্ঠান না করে জ্যোতিষ্টোমের অতিরাত্রেরই অনুষ্ঠান করতে হবে।

দ্বিতীয়স্যাহ্নোঽনুসবনং পুরোডাশেষু পূর্বেদ্যুর্ হবীংষি ।। ১৮।। [১৪]

অনু.— (ঐ ত্র্যহের) দ্বিতীয় দিনের প্রত্যেক সবনে (সবনীয়) পুরোডাশযাগের মাঝে (সাকমেধপর্বের) পূর্বদিন (যে) হবির্যাগগুলি (করতে হয় সেগুলিকে যথাক্রমে অম্বায়াত করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রত্যেক সবনে সবনীয় পুরোডাশযাগে সাকমেধপর্বের পূর্বদিনে অনুষ্ঠেয় হবির্যাগগুলির একটি করে যাগ (২/১৮/২ সূ. দ্র.) অম্বায়াত করতে হয়।

তৃতীয়েঽহন্যুপাংশ্বন্তর্যামৌ হুত্বা পৌর্ণদর্বং, প্রাতঃসবনিকেষু ক্রৈড়িনম্ ।। ১৯।। [১৫]

অনু.— (ত্র্যহের) তৃতীয় দিনে উপাংশু এবং অন্তর্যাম (গ্রহ) আহুতি দিয়ে পৌর্ণদর্ব (হোম করবেন)। প্রাতঃসবন-সম্পর্কিত (পুরোডাশযাগের মাঝে) ক্রীড়িন দেবতা (-সম্পর্কিত ইষ্টিযাগ অম্বায়াত করবেন)।

ব্যাখ্যা— পৌর্ণদর্ব হোম ও ক্রীড়িনী ইষ্টির জন্য ২/১৮/১৪-১৯ সূ. দ্র.।

মাধ্যন্দিনেষু মাহেন্দ্রাণি ।। ২০।। [১৬]

অনু.— মাধ্যন্দিনসবন-সম্পর্কিত (সবনীয় পুরোডাশযাগের মাঝে) মহেন্দ্র দেবতার যাগ (অম্বায়াত করবেন)।

ব্যাখ্যা— মহেন্দ্রযাগের জন্য ২/১৮/২৩ সূ. দ্র.।

অন্তরেণ ঘৃতযাজ্যে দক্ষিণে মার্জালীয়ে পিত্র্যা ।। ২১।। [১৭]

অনু.— দুই ঘৃতযাজ্যার মাঝে দক্ষিণ মার্জালীয়ে পিত্র্যা-ইষ্টি (অন্বায়াত করা হয়)।

ব্যাখ্যা— এই দিন দুই ঘৃতযাজ্যার (৫/১৯/২ সূ. দ্র.) মাঝে ডান দিকের মার্জালীয় ধিষ্ণ্যে পিত্র্যেষ্টির (২/১৯/১-৪১ সূ. দ্র.) অনুষ্ঠান অন্বায়াত করতে হয়। মহাব্রতে উত্তর দিকেও একটি মার্জালীয় থাকে বলে এখানে সূত্রে 'দক্ষিণ' শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে।

তত্রোপস্থানং যথানতিপ্রণীয় চরতাম্ ।। ২২।। [১৮]

অনু.— ঐ (পিত্র্যেষ্টিতে) অতিপ্রণয়ন না করে যাঁরা অনুষ্ঠান করেন (তাঁদের) যেমন (উপস্থান করতে হয় এখানেও তেমন) উপস্থান (হবে)।

ব্যাখ্যা— অনতিপ্রণীতচর্যায় (২/১৯/৩৬ সূ. দ্র.) যেমন আবর্তন না করে উপস্থান করা হয় এখানে পিত্র্যেষ্টিতেও ঠিক তেমনভাবেই উপস্থান করতে হবে।

অনুবন্ধ্যায়াঃ পশুপুরোডাশ আদিত্যাম্ অন্বায়াতয়েয়ুঃ ।। ২৩।। [১৯]

অনু.— অনুবন্ধ্যার পশুপুরোডাশ (যাগে) আদিত্য (দেবতার যাগ-)কে অন্বায়াত করবেন।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে পরিসংখ্যার অপেক্ষায় অনুবাদ অর্থাৎ পুনরুক্তি স্বীকার করাই ভাল। এই সূত্রে তাই 'অন্বায়াতয়েয়ুঃ' শব্দের আবার উল্লেখ করা হয়েছে পূর্ববর্তী সূত্রগুলিতেও যে এই শব্দটির অনুবৃত্তি হচ্ছে তা বোঝাবার জন্যই, অনুবৃত্তির নিষেধের জন্য নয়। আদিত্য-ইষ্টির জন্য ২/১৯/৪৪ সূ. দ্র.।

আগ্নেয়ৈন্দ্রাগ্নৈকাদশিনাঃ পশবঃ ।। ২৪।। [২০]

অনু.— (তিন দিন সবনীয় পশুযাগে যথাক্রমে) অগ্নিদেবতার (পশু), ইন্দ্র-অগ্নি দেবতার (পশু) এবং ঐকাদশিন পশু (আহুতি দিতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ত্র্যহের প্রথম দিন অগ্নি দেবতার উদ্দেশে, দ্বিতীয় দিন ইন্দ্র-অগ্নি দেবতার উদ্দেশে এবং তৃতীয় দিন অগ্নি, সরস্বতী প্রভৃতি বিভিন্ন ঐকাদশিন দেবতার উদ্দেশে সবনীয় পশুযাগে পশু আহুতি দিতে হয়।

সৌর্যানুবন্ধ্যা ।। ২৫।। [২১]

অনু.— অনুবন্ধ্যা (পশু হবে) সূর্যদেবতার।

ব্যাখ্যা— ত্র্যহে অনুবন্ধ্যা পশুযাগ হয় শুধু শেষ দিনেই। সেই দিন সূর্যদেবতার উদ্দেশে পশু আহুতি দিতে হয়। প্রসঙ্গত ১৫নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

অগ্নিষ্টোমঃ শুনাসীরীয়ায়াঃ স্থানে ।। ২৬।। [২২]

অনু.— শুনাসীরীয় (পর্বের ইষ্টি)-র স্থানে অগ্নিষ্টোম (যাগ করতে হয়)।

প্রাতঃসবনিকেষু পুরোডাশেষু শুনাসীরীয়ায়া হবীংষ্যন্বায়াতয়েয়ুঃ ।। ২৭।। [২২]

অনু.— প্রাতঃসবন-সম্পর্কিত (সবনীয়) পুরোডাশযাগগুলির মাঝে শুনাসীরপর্বের হবির্যাগগুলি অন্বায়াত করবেন।

ব্যাখ্যা— এখানেও 'অন্বায়াতয়েয়ুঃ' পদের উল্লেখ করা হয়েছে ২৩ নং সূত্রের মতো একই কারণে।

বায়ব্যঃ পশুঃ ।। ২৮।। [২৩]

অনু.— (এখানে শুনাসীরপর্বের অগ্নিষ্টোমে) বায়ুদেবতার পশু (সবনীয় পশুযাগে আহুতি দিতে হয়)।

আশ্বিন্যনূবন্ধ্যা ।। ২৯।। [২৪]

অনু.— অনুবন্ধ্যা (পশু হবে) অশ্বী-দেবতার।

পঞ্চাশচ্ছো দক্ষিণাঃ ।। ৩০।। [২৫]

অনু.— প্রতিদিন পঞ্চাশ পঞ্চাশ করে (গরু) দক্ষিণা।

ব্যাখ্যা— চাতুর্মাস্যে যে আটটি সোমযাগের দিনের কথা বলা হল (৫, ১২, ১৬, ১৭, ২৬ নং সূ. দ্র.) সেই দিনগুলির প্রত্যেকটিতে পঞ্চাশটি করে গরু দক্ষিণা দিতে হয়। লাট্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে বলা আছে 'সংখ্যামাত্রে চ দক্ষিণা গাবঃ' (৮/১/২) অর্থাৎ দক্ষিণায় সংখ্যার উল্লেখ থাকলে ততগুলি গরু দক্ষিণা হয় বলে বুঝতে হবে। কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রেও বলা হয়েছে 'অলিঙ্গ-গ্রহণে গৌঃ সর্বত্র' (কা. শ্রৌ. ১৫/২/১৩)।

তৃতীয় কণ্ডিকা (৯/৩)

[রাজসূয়— পবিত্র, চাতুর্মাস্য, চক্র, অভিষেচনীয়, সংসৃপেষ্টি, দশপেয়, কেশবপনীয়, ব্যুষ্টিদ্ব্যহ, ক্ষত্রস্য ধৃতি]

অথ রাজসূয়াঃ ।। ১।।

অনু.— এর পর রাজসূয় (বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৫/১২/২ অনুযায়ী এই যাগে ভৃগুগোত্রের ঋত্বিক্‌ই হোতা হন। 'অথ' অধিকার (প্রসঙ্গ) অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। যে সোম, পশু ও ইষ্টি যেগুলির কথা এ-বার বলা হচ্ছে সেগুলির সবই 'রাজসূয়'। কিন্তু দ্বিতীয় কণ্ডিকায় যে সোমযাগগুলির কথা বলা হয়েছে কেবল সেগুলিই 'চাতুর্মাস্য' নামে চিহ্নিত হবে।

পুরস্তাত্ ফাল্গুন্যাঃ পৌর্ণমাস্যাঃ পবিত্রেণাগ্নিষ্টোমেনাভ্যারোহণীয়েন যজেত ।। ২।।

অনু.— ফাল্গুনী পূর্ণিমার আগে অভ্যারোহণযোগ্য পবিত্র (নামে) অগ্নিষ্টোম দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— যাগটির নাম 'পবিত্র' এবং এই যাগে অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান করতে হয়। পূর্ণিমার আগে শুক্লপক্ষের মধ্যেই দীক্ষা, উপসদ্ এবং সুত্যার অনুষ্ঠান করবেন। এই যাগে তিন অথবা চার দিন দীক্ষণীয়া ইষ্টি, তিন দিন উপসদ্ এবং একদিন সুত্যা। এর পর কেউ কেউ কয়েক দিন ধরে অনুমতি, অদিতি, অগ্নি-বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে একটি করে ইষ্টিযাগ করেন। শা. অনুযায়ী মাঘী অমাবস্যার একদিন পরে অর্থাৎ ফাল্গুনের প্রথম দিনে এই যাগের দীক্ষণীয়া ইষ্টি অনুষ্ঠিত হয় এবং অষ্টম দিনে হয় সুত্যা —"মাঘ্যা অমাবাস্যায়া একাহ উপরিষ্টাদ্ দীক্ষেত পবিত্রায়....... অগ্নিষ্টোমঃ; অষ্টম্যাং সুত্যম্ অহঃ"— ১৫/১২/৩, ৪, ৬।

পৌর্ণমাস্যাং চাতুর্মাস্যানি প্রযুঙ্ক্তে ।। ৩।।

অনু.— (ফাল্গুনী) পূর্ণিমায় চাতুর্মাস্য আরম্ভ করেন।

ব্যাখ্যা— এই চাতুর্মাস্যে বৈশ্বানর-পার্জন্য ইষ্টির অনুষ্ঠান করতে হয় না। পূর্ণিমার দিন বৈশ্বদেবপর্বের অনুষ্ঠান হয়। "ফাল্গুন্যাং প্রযুজ্য চাতুর্মাস্যানি; ষাণ্মাস্যাং চ পশুম্; মাঘ্যাং শুনাসীরীয়ম্; উত্তরং মাসম্ ইষ্টিভিঃ"— শা. ১৫/১২/৮-১১।

নিত্যানি পর্বাণি ।। ৪।।

অনু.— (চাতুর্মাস্যের) মূল পর্বগুলি (-ই এখানে অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— এখানে সৌমিক চাতুর্মাস্যের নয়, মূল চাতুর্মাস্যেরই অনুষ্ঠান হয়। এই চাতুর্মাস্য স্বাধীন, সৌমিক চাতুর্মাস্যের মতো পরতন্ত্র নয়।

চক্রাভ্যাং তু পর্বান্তরেষু চরন্তি ।। ৫।।

অনু.— (চাতুর্মাস্যের) পর্বগুলির মাঝে দর্শযাগ এবং পূর্ণমাস যাগ দ্বারা অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— চক্র = দর্শ-পূর্ণমাস যাগ অথবা সৌর্য-চান্দ্রমসী ইষ্টি (৯/৮/১ সূ. দ্র.)। চাতুর্মাস্যের দু-টি দু-টি পর্বের মাঝে প্রতিদিন দর্শ-পূর্ণমাস যাগের অনুষ্ঠান করতে হয়। পরবর্তী সূ. দ্র.।

অহর্বিপর্যয়ং পক্ষবিপর্যয়ং বা ।। ৬।।

অনু.— (দর্শপূর্ণমাসে) দিনের পর্যায়ক্রম অথবা পক্ষের পর্যায়ক্রম (ঘটাবেন)।

ব্যাখ্যা— চক্র বা দর্শপূর্ণমাস যাগ করার সময়ে একদিন পৌর্ণমাসযাগ, পরের দিন দর্শযাগ, তৃতীয় দিন পৌর্ণমাসযাগ, চতুর্থ দিন দর্শযাগ এই একান্তর ক্রমে অথবা কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদ্ থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত প্রত্যহ পৌর্ণমাসযাগ এবং শুক্লপক্ষে প্রতিপদ্ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতিদিন দর্শযাগ এইভাবে প্রচলিত ক্রমের বিপরীতভাবে পর্যায়ক্রমে দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠান করবেন। উল্লেখ্য যে, কার্তিকী পূর্ণিমার আগের দিন দর্শযাগ শেষ করে সাকমেধ শুরু করা হয়। পূর্ণিমার দিন সাকমেধ শেষ হলে দর্শযাগ হয়।

সংবত্সরান্তে সমানপক্ষেঽভিষেচনীয়দশপেয়ৌ ।। ৭।।

অনু.— বৎসর শেষ হলে সমানপক্ষে অভিষেচনীয় এবং দশপেয় (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— চাতুর্মাস্যের শেষ পর্ব এক বছর পরে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শেষ হলে সমান পক্ষে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষ অতিক্রম করে একই শুক্লপক্ষে অভিষেচনীয় এবং দশপেয় নামে দু-টি সোমযাগ করতে হয়। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শুনাসীরীয় পর্ব শেষ হওয়ার পরে (কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশী বা অমাবস্যা অথবা) শুক্লপক্ষের প্রতিপদের দিন অভিষেচনীয় সোমযাগের জন্য দীক্ষণীয়েষ্টি করা হয় এবং (শুক্লা চতুর্থী অথবা) পঞ্চমীর দিন হয় সুত্যা অর্থাৎ আসল সোমযাগ। এর পর (ঐ চতুর্থী অথবা পঞ্চমী থেকে) সাত দিন ধরে চলে 'সংসৃপ' ইষ্টি। শুক্লা একাদশীর (অথবা দ্বাদশীর) দিন দশপেয় যাগের জন্য দীক্ষণীয়েষ্টি করতে হয়। পরবর্তী তিন দিন উপসদ্ এবং চৈত্রী পূর্ণিমার দিন হয় দশপেয়-র সুত্যা বা মূল অনুষ্ঠান। অধ্বর্যুদের রীতি অনুসরণ করে অভিষেচনীয় এবং দশপেয়ের দীক্ষণীয়া ইষ্টির অনুষ্ঠান একসঙ্গে করে সোমক্রয় প্রভৃতির অনুষ্ঠান পৃথক্ পৃথক্ করলেও চলে। অভিষেচনীয় শুরু করার আগে কেউ কেউ আট দিন ধরে অনুমতি প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে একটি করে ইষ্টিযাগ, তার পরে পাওক চাতুর্মাস্য, চতুর্হবিষ্ক (চার দেবতার উদ্দেশে চার দ্রব্যের) ইন্দ্রতুরীয়, পঞ্চেধ্মযাগ, অপামার্গ হোম, পাঁচটি দেবিকাহবিঃ, তিনটি ত্রিহবিষ্ক (তিন তিন দেবতার উদ্দেশে তিনটি) যাগ, একটি বৈশ্বানর ইষ্টি, একটি বারুণী ইষ্টি এবং বারো দিন ধরে সেনানী, গ্রামণী অক্ষাবাপ প্রভৃতি এক এক ব্যক্তির বাড়ীতে এক এক দিন গিয়ে এক একটি 'রত্নিহবিঃ' নামে ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করেন। এর পর ইন্দ্র সুত্রামা এবং ইন্দ্র অংহোমুকের উদ্দেশে একটি করে ইষ্টিযাগও করা হয়। অভিষেচনীয় পশুযাগের সময়ে অনেকে আবার আটটি দেবসূযাগ করেন। "ফাল্গুন্যাং দীক্ষতেঽভিষেচনীয়দশপেয়াভ্যাম্; দ্বাদশ দীক্ষাস্ তিস্র উপসদঃ; সুত্যং ষোডশম্ অহঃ"— শা. ১৫/১২/১২-১৪।

উক্থ্যো বৃহত্পৃষ্ঠ উভয়সামাভিষেচনীয়ঃ ।। ৮।।

অনু.— অভিষেচনীয় (হবে) উভয়সামবিশিষ্ট বৃহত্পৃষ্ঠযুক্ত উক্থ্য।

ব্যাখ্যা— অভিষেচনীয় সোমযাগে উক্থ্যের অনুষ্ঠান হয়। এই দিন মাধ্যন্দিন পবমানস্তোত্রে রথন্তর সাম এবং প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহত্ সাম গাওয়া হয়। ফলে এই যাগটি উভয়সাম-বিশিষ্ট এবং সেই কারণে বৃহত্সামের যোনি নিষ্কেবল্যশস্ত্রের স্তোত্রিয়রূপে

এবং রথন্তরের যোনি যোনিস্থানে পাঠ করতে হয়। এই সোমযাগে নদী, কূপ, সমুদ্র প্রভৃতি সতের জায়গার জল এনে সেই জলে মাধ্যন্দিনসবনে নিষ্কেবল্য শস্ত্রের আগে রাজার অভিষেক সম্পন্ন করা হয়। প্রত্যেকটি জলের নিজ নিজ প্রতীকী মাহাত্ম্য আছে। শ. ব্রা. ৫/৩/৪ দ্র.। দুধ, দই, ঘি ও মধু মিশিয়ে পলাশ, ডুমুর, অশ্বত্থ এবং বট গাছের কাঠে তৈরী চারটি পাত্রে সেই জল রেখে দেওয়া হয়। মাহেন্দ্রস্তোত্র গান করার সময়ে রাজাকে মৈত্রাবরুণ-ধিষ্ণ্যের সামনে এনে চার ঋত্বিক্ চার দিক থেকে ঐ জল দিয়ে অভিষিক্ত করেন। অভিষেকের কারণেই এই সোমযাগের নাম হয়েছে 'অভিষেচনীয়'।

সংস্থিতে মরুত্বতীয়ে দক্ষিণত আহবনীয়স্য হিরণ্যকশিপাব্ আসীনোঽভিষিক্তায় পুত্রামাত্যপরিবৃতায় রাজ্ঞে শৌনঃশেপম্ আচক্ষীত ।। ৯।।

অনু.— (অভিষেচনীয়ে) মরুত্বতীয়শস্ত্র শেষ হলে (প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্র আরম্ভ হওয়ার আগে হোতা) আহবনীয়ের দক্ষিণে সোনার মাদুরে বসে থেকে পুত্র এবং অমাত্য দ্বারা পরিবেষ্টিত অভিষিক্ত রাজাকে শুনঃশেপের (কাহিনী) বলবেন।

ব্যাখ্যা— অমাত্য = প্রশাসনিক কর্মে নিযুক্ত মন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। শৌনঃশেপ = শুনঃশেপের উপাখ্যান, 'হরিশ্চন্দ্রো বৈধসঃ-' ইত্যাদি অংশে (ঐ. ব্রা. ৩৩-এর অধ্যায় দ্র.)। হিরণ্যকশিপু = সোনার তৈরী মাদুর বা মোড়া। শা. ১৫/১৭-২৭ অংশে শৌনঃশেপের আখ্যান বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয়েছে।

হিরণ্যকশিপাব্ আসীন আচষ্টে হিরণ্যকশিপাব্ আসীনঃ প্রতিগৃণাতি যশো বৈ হিরণ্যং যশসৈবৈনং তত্ সমর্ধয়তি ।। ১০।।

অনু.— (হোতা) হিরণ্যকশিপুতে বসে থেকে (শৌনঃশেপ) বলেন, (অধ্বর্যু) হিরণ্যকশিপুতে বসে থেকে প্রতিগর পাঠ করেন। হিরণ্য যশই; যশ দ্বারাই (তাঁরা) এই (যজমানকে) সমৃদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যা— যেহেতু সুবর্ণ যশই সেই কারণে হোতা এবং অধ্বর্যু সোনার আসনে বসে মন্ত্রপাঠ করেন এবং যজমান স্বর্ণাসনে বসে তা শোনেন। এর ফলে পৃথিবীতে যজমানের যশ বর্ধিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ওম্ ইত্যৃচঃ প্রতিগর এবং তথেতি গাথায়াঃ ।। ১১।।

অনু.— (শৌনঃশেপে যেমন) ঋক্‌মন্ত্রের প্রতিগর 'ওম্' তেমন গাথার (প্রতিগর) 'তথা'।

ব্যাখ্যা— গাথা = যে পদ্যবদ্ধ মন্ত্র শুধু ব্রাহ্মণগ্রন্থেই পাওয়া যায় "সর্বত্র ব্রাহ্মণজাঃ শ্লোকা গাথা ইত্যুচ্যন্তে" (না.)। শুনঃশেপ-উপাখ্যানের পাঠের সময়ে অধ্বর্যু প্রত্যেক ঋক্‌মন্ত্রের শেষে 'ওম্' এবং প্রত্যেক গাথার শেষে 'তথা' এই প্রতিগর পাঠ করবেন। অন্যত্র ব্রাহ্মণবাক্যগুলিতে কোন প্রতিগর হবে না। গদ্যাংশগুলি পড়ে থেমে ঋক্ ও গাথা পাঠ করতে হয়। 'কস্য নূনং-' ইত্যাদি হচ্ছে ঋক্। 'যং ত্বিমং-' ইত্যাদি হল গাথা।

ওম্ ইতি বৈ দৈবং তথেতি মানুষং দৈবেন চৈবৈনং তন্ মানুষেণ চ পাপাদ্ এনসঃ প্রমুঞ্চতি ।। ১২।।

অনু.— 'ওম্' হচ্ছে দেবতা-সম্পর্কিত (এবং) 'তথা' মনুষ্য-সম্পর্কিত (অনুমতিবাচী শব্দ)। তাই দেবতা-সম্পর্কিত এবং মনুষ্য-সম্পর্কিত (অনুমতি-সূচক শব্দ) দ্বারা এই (যজমানকে অধ্বর্যু) মহাপাপ (এবং) অল্প পাপ থেকে উদ্ধার করেন।

ব্যাখ্যা— তত্ = সেই কারণে। ওম্ এবং তথা এই দুই প্রতিগর রাজাকে অল্প এবং মহা পাপ থেকে উদ্ধার করে। দেবতা ও বেদের ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হয় 'ওম্' বলে এবং মানুষের ক্ষেত্রে তা দেওয়া হয় 'তথা' এই শব্দে। শুনঃশেপের উপাখ্যান পাঠ করার সময়ে এই বৈদিক ও লৌকিক দুই প্রতিগর প্রয়োগ করে অধ্বর্যু তাই রাজাকে মহাপাপ এবং স্বল্প থেকে উদ্ধার করেন।

তস্মাদ্ যো রাজা বিজিতী স্যাদ্ অপ্যযজমান আখ্যাপয়েতৈবৈতচ্ ছৌনঃশেপম্ আখ্যানং ন হাস্মিন্ অল্পঞ্চ চনৈনঃ পরিশিষ্যতে ।। ১৩।।

অনু.— অতএব যে রাজা (শত্রুর বিরুদ্ধে) বিজয়ী হন (তিনি) যজমান না হলেও এই শুনঃশেপের উপাখ্যান (ঋত্বিক্‌কে দিয়ে) অবশ্যই পাঠ করাবেন, কারণ (তাহলে) এই (রাজায়) অল্প পাপও অবশিষ্ট থাকবে না।

ব্যাখ্যা— বিজিতী = বিজিতি + ইন্ = বিজয়ী। চন = ও। বিজয়ী রাজা সাক্ষাৎ রাজসূয় যজ্ঞ না করলেও ঋত্বিকের মুখ থেকে শুনঃশেপের উপাখ্যান শোনার ব্যবস্থা করবেন। এর ফলে লেশ মাত্র পাপও তাঁর মধ্যে আর অবশিষ্ট থাকবে না।

সহস্রম্ আখ্যাত্রে দদ্যাত ।। ১৪।।

অনু.— (শুনঃশেপের উপাখ্যান-) বর্ণনাকারী (হোতাকে) রাজা এক হাজার (গরু) দেবেন।

শতং প্রতিগরিত্রে ।। ১৫।।

অনু.— প্রতিগর-পাঠকারী (অধ্বর্যুকে) একশ (গরু দেবেন)।

যথাস্বম্ আসনে ।। ১৬।।

অনু.— (রাজা হোতা ও অধ্বর্যুকে তাঁদের) নিজ নিজ আসন (দান করবেন)।

ব্যাখ্যা— যিনি যে আসনে বসে উপাখ্যান অথবা প্রতিগর পাঠ করেন, তাঁকে রাজা সেই আসন দিয়ে দেবেন।

সংসৃপেষ্টিভিশ্ চরিত্বা দশপেয়েন যজেত ।। ১৭।।

অনু.— সংসৃপেষ্টি দ্বারা অনুষ্ঠান করে দশপেয় দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— অভিষেচনীয় সোমযাগ শেষ হলে এক সপ্তাহ ধরে 'সংসৃপ' নামে ইষ্টিযাগ করতে হয়। সপ্তাহান্তে সংসৃপ ইষ্টির পরে শুক্লপক্ষের একাদশীর দিন 'দশপেয়' নামে সোমযাগের জন্য দীক্ষণীয়েষ্টি করতে হয়। প্রসঙ্গত ৭নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। সংসৃপ-ইষ্টির দেবতাদের নাম ৯/৪/৭ সূত্রে বলা হবে। মতান্তরে তাঁরা ছাড়াও আছেন সোম, ত্বষ্টা, বিষ্ণু। তাঁদের মধ্যে সরস্বতী, পূষা, বৃহস্পতি এবং সোমের উদ্দেশে চরু এবং অপর দেবতাদের উদ্দেশে পুরোডাশ আহুতি দেওয়া হয়। যাঁরা দশ দিন ধরে অনুষ্ঠান করেন তাঁরা সপ্তম দিনে সপ্তম ও অষ্টম এই দু-টি ইষ্টির আহুতি দেন এবং সে-দিনই দশপেয়ের জন্য দীক্ষণীয়েষ্টি এবং উপসদ্ ইষ্টির অনুষ্ঠান করেন। মতান্তরে চৈত্রের শুক্লা দ্বাদশীর দিন সংসৃপেষ্টির শেষ চারটি ইষ্টি করে প্রায়ণীয়া ইষ্টি দিয়ে দশপেয় সোমযাগ শুরু করা হয়। "সংসৃপাম্ ইষ্টিভির্ যজতে; দশভির্ দশরাত্রম্; অথ সবিত্রে প্রসবিত্রে..... বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায়েতি; দশম্যাং দশপেয়ঃ"— শা. ১৫/১৪/২-৫। দশ দেবতার মধ্যে অগ্নি, সবিতা ও বরুণের পরিবর্তে ঐ গ্রন্থে সবিতা প্রসবিতা, সবিতা আসবিতা ও সবিতা সত্যপ্রসবের নাম পাওয়া যায়। এছাড়া আছেন, ত্বষ্টা, সোম, বিষ্ণু এই তিন অতিরিক্ত দেবতাও।

তত্র দশদশৈকৈকং চমসং ভক্ষয়েয়ুঃ ।। ১৮।।

অনু.— সেখানে এক একটি চমস দশ (জন) দশ (জন করে) পান করবেন।

ব্যাখ্যা— শা. ১৫/১৪/১০ সূত্রেও এই একই বিধান পাওয়া যায়।

নিত্যান্ প্রসংখ্যায়েতরান্ অনুপ্রসর্পয়েয়ুঃ ।। ১৯।।

অনু.— (পানের সময়ে) মূল (ঋত্বিক্‌দের) গণনা করে অপর (ঋত্বিক্‌দের দিকে চমস) পাঠিয়ে দেবেন।

ব্যাখ্যা— যিনি বৌষট্ উচ্চারণ করেছেন, যিনি হোম ও অভিষব দুই-ই করেছেন এবং যাঁর নামে চমস তাঁরা আগে চমসের সোম পান করবেন, তার পরে সেই চমসটি নির্ধারিত অপর ঋত্বিক্‌দের দিকে পান করার জন্য এগিয়ে দেবেন। প্রত্যেকটি চমসের

সোম মোট দশজন করে পান করবেন। এই উদ্দেশে এখানে অতিরিক্ত দশটি চমস এবং একশ জন ব্রাহ্মণ রাখা হয়; তাঁদের প্রত্যেক দশজনের একটি করে চমস— "শতং ব্রাহ্মণাঃ সোমং ভক্ষয়ন্তি" (শা. ১৫/১৪/৯)।

যে মাতৃতঃ পিতৃতশ্ চ দশপুরুষং সম্-অনুষ্ঠিতা বিদ্যাতপোভ্যাং পুণ্যৈশ্ চ কর্মভির্ যেষাম্ উভয়তো নাব্রাহ্মণ্যং নিনয়েয়ুঃ ।। ২০।।

অনু.— মাতা এবং পিতার দিক্ থেকে যাঁরা দশ পূর্বপুরুষ ধরে যথোচিত অনুষ্ঠানপরায়ণ, বেদজ্ঞান, বৈদিক অনুষ্ঠান এবং পুণ্যকর্ম দ্বারা যুক্ত, যাঁদের দু-দিক্ থেকে অব্রাহ্মণোচিত কাজ (দশ পুরুষে কেউ কখনও) করেন নি (তাঁদেরই চমস পান করতে দেবেন)।

ব্যাখ্যা— দশপুরুষ = দশ পূর্বপুরুষ। বিদ্যা = বেদ ও বেদাঙ্গ। তপঃ = শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মের অনুষ্ঠান। পুণ্যকর্ম = কোন নিষিদ্ধ কর্ম না করা। অব্রাহ্মণ্য = শূদ্রনারীতে সন্তানের জন্মদান। যাঁরা মাতৃকুল ও পিতৃকুল দু-দিক্ থেকেই দশপুরুষ ধরে নানা বিদ্যা, তপস্যা এক পুণ্য কর্মে ব্যাপৃত রয়েছেন, যাঁদের পিতৃকুল ও মাতৃকুল দুই কুল থেকেই পূর্বপুরুষেরা কখনও কোন শূদ্রা নারীকে বিবাহ করে সন্তানের জন্মদান করেন নি তাঁরাই দশপেয় যাগে সোমপানের অধিকারী। শা. ১৫/১৪/৮ অনুযায়ী যাঁরা ঋত্বিক্ তাঁদেরই মাতৃকুল ও পিতৃকুলের দশ পুরুষকে বেদজ্ঞ হতে হবে— "যেষাম্ উভয়তঃ শ্রোত্রিয়া দশপুরুষং তে যাজয়েয়ুঃ"।

পিতৃত ইত্যেকে ।। ২১।।

অনু.— অন্যেরা (বলেন) পিতার (দিক্) থেকে (এই লক্ষণগুলি থাকতে হবে)।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ মনে করেন আগের সূত্রে যে লক্ষণগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি শুধু পিতৃকুলের পূর্বপুরুষদের মধ্যেই থাকলে চলবে, মাতৃকুলের পূর্বপুরুষদের মধ্যে না থাকলেও হবে।

নবঘ্নাসঃ সুতসোমাস ইন্দ্রং সখা হ যত্র সখিভির্নবগ্বৈর্ ইতি নিবিদ্ধানয়োর্ আদ্যে ।। ২২।।

অনু.— (এই দশপেয়ে) দুই নিবিদ্ধান (সূক্তের) প্রথম দু-টি (মন্ত্র হবে) 'নব-' (৫/২৯/১২), 'সখা-' (৩/৩৯/৫)।

ব্যাখ্যা— প্রথম মন্ত্রটি মরুত্বতীয় শস্ত্রের এবং দ্বিতীয়টি নিষ্কেবল্য শস্ত্রের নিবিদ্ধানসূক্তের প্রথম মন্ত্র হিসেবে পাঠ করতে হবে, কিন্তু মূল সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি তাই বলে বাদ যাবে না।

সূক্তমুখীয়ে ইত্যুক্ত এতে প্রতীয়াত্ ।। ২৩।।

অনু.— সূক্তমুখীয়া বলা হলে এই দুটি (স্থানে বিহিত মন্ত্রকে) বুঝবেন।

ব্যাখ্যা— ৯/৫/২, ৭, ২২; ৯/৭/৪০; ৯/৮/৪ সূত্রে সূক্তমুখীয়া বিহিত হয়েছে। 'সূক্তমুখীয়া' শব্দে সেখানে এই মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য শস্ত্রের নিবিদ্ধান সূক্তের প্রথমেই পাঠ্য অতিরিক্ত মন্ত্রটিকে বুঝতে হবে।

উত্তর আপূর্যমাণপক্ষে কেশবপনীয়ো বৃহত্পৃষ্ঠোঽতিরাত্রঃ ।। ২৪।।

অনু.— পরবর্তী শুক্লপক্ষে অতিরাত্রযুক্ত এবং পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহত্সামবিশিষ্ট কেশবপনীয় (নামে সোমযাগ অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— আপূর্যমাণপক্ষ = শুক্লপক্ষ। দশপেয়ের সমাপ্তির পরে আগামী শুক্লপক্ষে বৈশাখে কেশবপনীয়ের অনুষ্ঠান হয়। এটি একটি একাহযাগ। এর আগে এক বছর ধরে রাজা চুল-কাটা বন্ধ রাখেন। কেশকর্তন উপলক্ষেই এই সোমযাগ।

দ্বয়োর্ মাসয়োর্ ব্যুষ্টিদ্ব্যহঃ ।। ২৫।।

অনু.— দু-মাস (হয়ে গেলে) ব্যুষ্টিদ্ব্যহ (নামে সোমযাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— কেশবপনীয়ের দু-মাস পরে আষাঢ় মাসে 'ব্যুষ্টিদ্ব্যহ' নামে দু-দিনের একটি সোমযাগ করতে হয়।

অগ্নিষ্টোমঃ পূর্বম্ অহঃ সর্বস্তোমোঽতিরাত্র উত্তরম্ ।। ২৬।।

অনু.— (ঐ দ্ব্যহে) প্রথম দিনটি অগ্নিষ্টোম (এবং) পরবর্তী (দিনটি) সর্বস্তোমবিশিষ্ট অতিরাত্র।

ব্যাখ্যা— ব্যুষ্টিদ্ব্যহে প্রথম দিন অগ্নিষ্টোম এবং দ্বিতীয় দিন সর্বস্তোম অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়। সর্বস্তোম বলে দ্বিতীয় দিনে ষড়হেস্তোত্রিয়, অহীনসূক্ত ইত্যাদি পাঠ করতে হবে। অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রের বিধান শা. ১৫/১৬/৫ সূত্রেও রয়েছে।

উত্তর আপূর্যমাণপক্ষে ক্ষত্রস্য ধৃতির্ অগ্নিষ্টোমঃ ।। ২৭।।

অনু.— পরবর্তী শুক্লপক্ষে অগ্নিষ্টোম-বিশিষ্ট 'ক্ষত্রস্য ধৃতি' (নামে সোমযাগ হয়)।

ব্যাখ্যা— এই যাগ অনুষ্ঠিত হয় শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে। শা. মত এই যাগে চতুষ্টোমবিশিষ্ট রথন্তরপৃষ্ঠযুক্ত অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান করতে হয়— ১৫/১৬/৯,১৩ দ্র.।

চতুর্থ কণ্ডিকা (৯/৪)

[রাজসূয়ে দক্ষিণা]

ইতি রাজসূয়াঃ ।। ১।।

অনু.— এই (হল) রাজসূয়।

ব্যাখ্যা— নানা গ্রন্থে নানা রাজসূয় আছে। সব রাজসূয়ই মোটামুটি এই ধরণের। উল্লেখ্য যে, এই সূত্রটি তৃতীয় কণ্ডিকার শেষ সূত্র হতে পারত। 'ইতিশব্দ ঃ প্রকারবাচী' (না.)।

ন্যায়ক্লৃপ্তাশ্ চ দক্ষিণা অন্যত্রাভিষেচনীয়দশপেয়াভ্যাম্ ।। ২।।

অনু.— অভিষেচনীয় এবং দশপেয় ছাড়া অন্যত্র সাধারণ-নিয়ম-বিহিত দক্ষিণা (দিতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ন্যায়ক্লৃপ্ত দক্ষিণা বলতে 'এবংপ্রায়াশ্ চ দক্ষিণাঃ' (৯/১/৬ সূ. দ্র.) ইত্যাদি সূত্রে যে যে দক্ষিণার কথা বলা হয়েছে সেই দক্ষিণাগুলিকেই এখানে বুঝতে হবে। অভিষেচনীয় ও দশপেয়ের দক্ষিণার কথা পরবর্তী সূত্রগুলিতে বলা হচ্ছে। এখানে তাই ঐ দুই যাগ ছাড়া পবিত্র প্রভৃতি অন্য সোমযাগের দক্ষিণার কথাই বলা হয়েছে। আলোচ্য সূত্রে 'চ' শব্দ থাকায় বিহিত দক্ষিণাও দান করতে হয়।

অভিষেচনীয়ে তু দ্বাত্রিংশেতং দ্বাত্রিংশেতং সহস্রাণি পৃথঙ্ মুখ্যেভ্যঃ ।। ৩।।

অনু.— অভিষেচনীয়ে কিন্তু প্রধান (ঋত্বিক্‌দের পৃথক্) পৃথক্ বত্রিশ (হাজার) বত্রিশ হাজার (দক্ষিণা দেবেন)।

ব্যাখ্যা— হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্যু এবং ব্রহ্মা এই প্রধান চার ঋত্বিকের প্রত্যেককে বত্রিশ হাজার করে দক্ষিণা দিতে হবে।

ষোড়শ ষোড়শ দ্বিতীয়িভ্যঃ ।। ৪।।

অনু.— দ্বিতীয় (সারির ঋত্বিক্‌দের দেবেন) ষোল (হাজার) ষোল (হাজার করে)।

ব্যাখ্যা— দ্বিতীয়ী = দ্বিতীয় স্থান যাঁর আছে, দ্বিতীয় স্থানে উল্লিখিত ঋত্বিক্। মৈত্রাবরুণ, প্রস্তোতা, প্রতিপ্রস্থাতা এবং ব্রাহ্মণাচ্ছংসীকে দেবেন ষোল হাজার করে দক্ষিণা। প্রসঙ্গত ৪/১/৭ সূ. দ্র.।

অষ্টাব্ অষ্টৌ তৃতীয়িভ্যঃ ।। ৫।।

অনু.— তৃতীয় (সারির ঋত্বিক্‌দের দেবেন) আট আট (হাজার করে)।

ব্যাখ্যা— অচ্ছাবাক, প্রতিহর্তা, নেষ্টা এবং আগ্নীধ্রকে আট হাজার করে দক্ষিণা দিতে হয়।

চত্বারি চত্বারি পাদিভ্যঃ ।। ৬।। [৫]

অনু.— চতুর্থ (সারির ঋত্বিক্‌দের দেবেন) চার চার (হাজার করে)।

ব্যাখ্যা— গ্রাবস্তুত্, সুব্রহ্মণ্য, উন্নেতা এবং পোতাকে চার হাজার করে দক্ষিণা দিতে হয়। "এষাং সম্বন্ধিশব্দানাং সিদ্ধবদ্ অভিধানাত্ প্রকৃতৌ অপি এবং দক্ষিণাবিভাগ ইতি সাধিতং ভবতি" (না.)।

সংসৃপেষ্টীনাং হিরণ্যম্ আগ্নেয্যাং বত্সতরী সরস্বত্যাম্ অবধ্বস্তঃ সাবিত্র্যাং শ্যামঃ পৌষ্ণ্যাং শিতিপৃষ্ঠো বার্হস্পত্যায়াম্ ঋষভ ঐন্দ্র্যাং মহানিরষ্টো বারুণ্যাম্ ।। ৭।। [৬]

অনু.— সংসৃপ-ইষ্টিগুলির মধ্যে অগ্নিদেবতার (সংসৃপ-ইষ্টিতে সাধ্যমত) সুবর্ণ, সরস্বতী দেবতার (ইষ্টিতে) স্ত্রীবৎস, সবিতৃদেবতার (ইষ্টিতে) পাংশুবর্ণের, পূষাদেবতার (ইষ্টিতে) ধূম্রবর্ণের, বৃহস্পতি দেবতার (ইষ্টিতে) কৃষ্ণপৃষ্ঠ, ইন্দ্রদেবতার (ইষ্টিতে) বীর্যবর্ষী এবং বরুণ দেবতার (ইষ্টিতে) প্রৌঢ় (গাভী দক্ষিণা দিতে হয়)।

ব্যাখ্যা— বত্সতরী = দুধ-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে এমন স্ত্রী-বাছুর। মহানিরষ্ট = বার্ধক্য আসে নি এমন পুরুষ গাভী।

সাহস্রো দশপেয়ঃ ।। ৮।। [৭]

অনু.— দশপেয় (সোমযাগ) সহস্র (-দক্ষিণাবিশিষ্ট)।

ইমাশ্ চাদিষ্টদক্ষিণাঃ ।। ৯।। [৮]

অনু.— (এ-ছাড়া) এই নির্দিষ্ট দক্ষিণাগুলিও (দিতে হয়)।

ব্যাখ্যা— দশপেয় যাগে একহাজার দক্ষিণা ছাড়া পরবর্তী সূত্রগুলিতে যে ঋত্বিকের যে বিশেষ দক্ষিণা বিহিত হয়েছে তাও দিতে হবে।

সৌবর্ণী স্রগ্ উদ্গাতুঃ ।। ১০।। [৯]

অনু.— উদ্গাতার (দক্ষিণা) সোনার মালা।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে এই সূত্রে ও পরবর্তী সূত্রগুলিতে চতুর্থী বিভক্তির অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। ১৩ নং সূত্রে অবশ্য চতুর্থীই আছে। প্রসঙ্গত 'চতুর্থ্যর্থে বহুলং ছন্দসি' (পা. ২/৩/৬২) দ্র.।

অশ্বঃ প্রস্তোতুঃ ।। ১১।। [১০]

অনু.— প্রস্তোতার (দক্ষিণা) ঘোড়া।

ধেনুঃ প্রতিহর্তুঃ ।। ১২।। [১১]

অনু.— প্রতিহর্তার (বাছুরসমেত) গরু।

ব্যাখ্যা— ধেনু = সদ্য প্রসব করেছে এমন গরু।

অজঃ সুব্রহ্মণ্যায়ৈ ।। ১৩।। [১১]

অনু.— সুব্রহ্মণ্যের উদ্দেশে (দিতে হবে) ছাগ।

ব্যাখ্যা— সুব্রহ্মণ্যা = সুব্রহ্মণ্যা নামে মন্ত্র যিনি পাঠ করেন সেই সুব্রহ্মণ্য নামে ঋত্বিক্।

হিরণ্যপ্রাকাশাব্ অধ্বর্যোঃ ।। ১৪।। [১২]

অনু.— অধ্বর্যুর (দক্ষিণা) সোনার দু-টি উজ্জ্বল দুল।

রাজতৌ প্রতিপ্রস্থাতুঃ ।। ১৫।। [১৩]

ব্যাখ্যা— প্রতিপ্রস্থাতার রূপার তৈরী (দু-টি উজ্জ্বল দুল)।

দ্বাদশ পষ্ঠৌহ্যো গর্ভিণ্যো ব্রহ্মণঃ ।। ১৬।। [১৪]

অনু.— ব্রহ্মার পাঁচ বছরের বারোটি গর্ভবতী গাভী।

ব্যাখ্যা— পষ্ঠৌহী = পাঁচ বছর বয়সের গরু।

বশা মৈত্রাবরুণস্য ।। ১৭।। [১৫]

অনু.— মৈত্রাবরুণের বন্ধ্যা গাভী।

রুক্মো হোতুঃ ।। ১৮।। [১৬]

অনু.— হোতার বৃত্তাকার অলঙ্কার।

ব্যাখ্যা— 'রুক্মো নাম আভরণবিশেষো বৃত্তাকারঃ' (না.)।

ঋষভো ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ ।। ১৯।। [১৭]

অনু.— ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর রেতস্ক বৃষ।

কার্পাসং বাসঃ পোতুঃ ।। ২০।। [১৭]

অনু.— পোতার তুলার কাপড়।

ক্ষৌমী বরাসী নেষ্টুঃ ।। ২১।। [১৭]

অনু.— নেষ্টার মোটা রেশমী শাড়ী।

ব্যাখ্যা— বরাসী = মোটা।

একযুক্তং যবাচিতম্ অচ্ছাবাকস্য ।। ২২।। [১৮]

অনু.— অচ্ছাবাকের একটি (ষাঁড়-) লাগান যবভর্তি শকট।

অনড্বান্ আগ্নীধ্রস্য ।। ২৩।। [১৯]

অনু.— আগ্নীধ্রের গাড়ী-টানা গরু।

বত্সতর্যুন্নেতুঃ ।। ২৪।। [২০]

অনু.— উন্নেতার স্ত্রী বাছুর।

ত্রিবর্ষঃ সাণ্ডো গ্রাবস্তুতঃ ।। ২৫।। [২০]

অনু.— গ্রাবস্তুতের (দক্ষিণা) অণ্ডকোষসমেত তিন বছরের (গরু)।

পঞ্চম কণ্ডিকা (৯/৫)

[উশনস্‌স্তোম, গোস্তোম, ভূমিস্তোম, বনস্পতিসব, ভূ, সদ্যস্ত্রী, অনুক্রী, পরিক্রী, একত্রিক, ত্র্যেক, গোস্তোম]

উশনসস্তোমেন গরগীর্ণম্ ইবাত্মানং মন্যমানো যজেত ।। ১।।

অনু.— নিজেকে যেন বিষ খেয়েছি বলে মনে করছেন (এমন যজমান) উশনস্‌স্তোম দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— গর = বিষ। লোকের কাছে অন্যায়ভাবে বহু অর্থ নিয়ে যিনি এখন বিবেকের দংশনে নিজেকে বিষে জর্জরিত বলে মনে করছেন তাঁকে 'উশনস্‌স্তোম' নামে যাগ করতে হয়।

উশনা যত্ সহস্যৈরয়াতং ত্বমগো যদবে তুর্বশায়েতি সূক্তমুখীয়ে ।। ২।।

অনু.— (এই যাগে) দু-টি সূক্তমুখীয়া হচ্ছে 'উশনা-' (৫/২৯/৯), 'ত্বমগো-' (৫/৩১/৮)।

ব্যাখ্যা— ৯/৩/২৩ সূত্র অনুযায়ী যথাক্রমে মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্রের শুরুতে এই মন্ত্রদুটিকে পাঠ করতে হবে। শা. ১৪/২৭, ২৮ অংশে এই যাগের কথা পাওয়া যায়। সেখানে শস্ত্রে 'ত্র্যর্যমা-' (৫/২৯) এবং 'দ্যৌর্ন-' (৬/২০) এই দুটি নিবিদ্ধান সূক্ত বিহিত হয়েছে।

গোস্তোম-ভূমিস্তোম-বনস্পতিসবানাং ন তা অর্বা রেণুককাটো অশ্নুতে ন তা নশন্তি ন দভাতি তস্করো বষ্ঠিত্থা পর্বতানাং দৃল্হাচিদ্ যা বনস্পতীন্ দেবেভ্যো বনস্পতে হবীংষি বনস্পতে রশনয়া নিযূয়েতি সূক্তমুখীয়াঃ ।। ৩।। [২]

অনু.— গোস্তোম, ভূমিস্তোম এবং বনস্পতিসবের (যথাক্রমে) 'ন-' (৬/২৮/৪), 'ন তা-' (৬/২৮/৩); 'বষ্ঠি-' (৫/৮৪/১), 'দৃল্হা-' (৫/৮৪/৩); 'দেবেভ্যো-' (প্রৈষ ২/৭), 'বন-' (প্রৈষ ২/৯) এই (দু-টি দু-টি মন্ত্র) সূক্তমুখীয়া।

ব্যাখ্যা— 'দেবেভ্যো-' এই খিল মন্ত্রের পাশে থাকায় 'বন-' মন্ত্রটিকেও এখানে খিলমন্ত্র বলেই বুঝতে হবে, ঋ. ১০/৭০/১০ মন্ত্রটি গ্রহণ করা চলবে না। শা. ১৪/৭৩/৩ সূত্র অনুসারে বনস্পতিসবে সমূঢ় দশরাত্রের (নবম দিনের) অনুষ্ঠান হয়।

আধিপত্যকামো ব্রহ্মবর্চসকামো বা বৃহস্পতিসবেন যজেত ।। ৪।। [৩]

অনু. — আধিপত্যকামী অথবা ব্রহ্মবর্চসপ্রার্থী (যজমান) 'বৃহস্পতিসব' দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— ব্রহ্মবর্চস = ব্রহ্মশক্তি, বেদ ও ব্রাহ্মণত্বের তেজ বা অন্তর্নিহিত শক্তি। শা. ১৫/৪//৮ অনুযায়ী এই সবে অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান হয়।

তস্য তৃচাঃ সূক্তস্থানেষু ।। ৫।। [৪]

অনু. — ঐ (সবের) সূক্তগুলির স্থানে তৃচ (পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— হোতা ও হোত্রক সব ঋত্বিকের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম, তবে 'তস্য' বলায় বৃহস্পতিসবের নিজ সূক্তস্থানের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে, আগন্তু সূক্তের ক্ষেত্রে নয়। নিবিদ্- অতিপত্তি হলে সেখানে তাই নূতন তৃচে নয়, নূতন সূক্তেই নিবিদ্ পাঠ করতে হবে। 'তৃচক্লৃপ্তং শস্ত্রম্'- শা. ১৫/৪/৭।

অগ্নির্দেবেষু রাজতীত্যাজ্যম্ ।। ৬।। [৫]

অনু. — (এই যাগে) আজ্য (শস্ত্র) 'অগ্নি-' (৫/২৫/৪-৬)।

যস্তস্তম্ভ ধুনেতয় ইতি সূক্তমুখীয়ে ।। ৭।। [৫]

অনু.— 'য-' (৪/৫০/১), 'ধুনে-' (৪/৫০/২) দুই সূক্তমুখীয়া।

ব্যাখ্যা— 'যস্তস্তম্ভেতি দ্বে সূক্তমুখীয়ে' বললেও চলত কি-না বিবেচ্য। শা. ১৫/৪/৯ সূত্রে নিষ্কেবল্য প্রভৃতি চারটি শস্ত্রে যথাক্রমে 'য-' (৪/৫০/১-৪) ইত্যাদি চারটি মন্ত্রকে সূক্তমুখীয়ারূপে পাঠ করতে বলা হয়েছে।

ইন্দ্র মরুত্ব ইহ নৃণামু ষ্বেতি মধ্যন্দিনঃ ।। ৮।। [৫]

অনু.— মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য (শস্ত্র) 'ইন্দ্র-' (৩/৫১/৭-৯), 'নৃণামু-' (৩/৫১/৪-৬)।

ব্যাখ্যা— এই দু-টি তৃচই নিবিদ্ধান সূক্তরূপে পাঠ্য।

উদু ষ্য দেবঃ সবিতা হিরণ্যয়া ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়েন্দ্র ঋভুভির্বাজবদ্ভিঃ সমুক্ষিতং স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগ ইতি বৈশ্বদেবম্ ।। ৯।। [৫]

অনু.— বৈশ্বদেব (শস্ত্র) 'উদু-' (৬/৭১/১-৩), 'ঘৃত-' (৬/৭০/১-৩), 'ইন্দ্র-' (৩/৬০/৫-৭), 'স্বস্তি-' (৫/৫১/১১-১৩)।

ব্যাখ্যা— প্রথমটি সাবিত্র নিবিদ্ধান, দ্বিতীয়টি দ্যাবাপৃথিবীয় নিবিদ্ধান, তৃতীয়টি আর্ভব নিবিদ্ধান, চতুর্থটি বৈশ্বদেব নিবিদ্ধান তৃচ।

বৈশ্বানরং মনসাগ্নিং নিচায্যা প্র যন্তু বাজাস্তবিষীভিরগ্নয়ঃ সমিদ্ধমগ্নিং সমিধা গিরা গৃণ ইত্যাগ্নিমারুতম্ ।। ১০।। [৫]

অনু.— আগ্নিমারুত (শস্ত্র) 'বৈশ্বা-' (৩/২৬/১-৩), 'প্র-' (৩/২৬/৪-৬), 'সমিদ্ধ-' (৬/১৫/৭-৯)।

ব্যাখ্যা— প্রথমটি বৈশ্বানর নিবিদ্ধান, দ্বিতীয়টি মারুত নিবিদ্ধান, তৃতীয়টি জাতবেদস্য নিবিদ্ধান তৃচ।

হোত্রকা ঊর্ধ্বং স্তোত্রিয়ানুরূপেভ্যঃ প্রথমোত্তমাংস্ তৃচাঞ্ ছংসেয়ুঃ ।। ১১।। [৫]

অনু.— (প্রত্যেক সবনে-?) হোত্রকরা স্তোত্রিয় এবং অনুরূপের পরে (নিজ নিজ শস্ত্রের) প্রথম এবং শেষ তৃচটিই শুধু পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিযাগে হোত্রকদের শস্ত্রে যে যে সূক্ত, তৃচ ইত্যাদি পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে তার মধ্যে স্তোত্রিয় ও অনুরূপের পরে যেটি প্রথম তৃচ সেইটি এবং যেটি শস্ত্রের শেষ তৃচ সেইটিই শুধু এখানে পাঠ করতে হবে, মধ্যবর্তী অন্যান্য সব মন্ত্র বাদ দিতে

হবে। সূত্রে 'অনুরূপেভ্যঃ' বললেও চলত, কিন্তু সে-ক্ষেত্রে পরিসংখ্যা দ্বারা এই অবাঞ্ছিত অর্থ দাঁড়াতে পারত যে, স্তোত্রিয় তৃচটিও বাদ যাবে। সেই আশঙ্কাতেই সূত্রে স্তোত্রিয়ের উল্লেখও করা হয়েছে।

প্রগাথেভ্যস্ তু মাধ্যন্দিনে ।। ১২।। [৬]

অনু.— মাধ্যন্দিন (সবনে) কিন্তু প্রগাথের পরে (নিজ নিজ শস্ত্রের প্রথম ও শেষ তৃচটিই শুধু পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এখানেও আগের সূত্রের মতো শস্ত্রে প্রগাথের পরে প্রথম ও শেষ তৃচের মধ্যবর্তী অন্যান্য সব মন্ত্র বাদ যাবে বলে বুঝতে হবে।

অনুসবনম্ একাদশৈকাদশ দক্ষিণাঃ ।। ১৩।। [৭]

অনু.— প্রত্যেক সবনে এগার এগার (করে) দক্ষিণা।

ব্যাখ্যা— মাধ্যন্দিন সবনের দক্ষিণা মাধ্যন্দিন সবনেই দেওয়া হয়। প্রাতঃসবনের দক্ষিণাও মাধ্যন্দিন সবনেই দক্ষিণাস্থানে নিয়ে যেতে হয়, প্রাতঃসবনে শুধু যথাসময়ে দক্ষিণার উল্লেখ করা হয়। তৃতীয় সবনের দক্ষিণা নিয়ে যেতে হয় অনূবন্ধ্যাযাগের বপাহুতির পরে। 'উন্নেষ্যমাণাসু-' (৫/১৩/১৭) সূত্রে বিহিত আহুতি-দুটি শুধু মাধ্যন্দিন সবনেই দক্ষিণা নিয়ে যাওয়ার সময়ে করতে হয়। 'ক ইদম্-' (আ. ৫/১৩/২০-২৩) ইত্যাদি নির্দেশ কিন্তু মাধ্যন্দিন এবং তৃতীয় এই দুই সবনেই অনুসৃত হয়, প্রাতঃসবনে হয় না। "ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দক্ষিণা; অনুসবনম্ একাদশৈকাদশ"— শা. ১৫/৪/১০-১১।

একাদশৈকাদশ বা সহস্রাণি ।। ১৪।। [৮]

অনু.— অথবা (প্রত্যেক সবনে) এগার এগার হাজার (করে দক্ষিণা)।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে এগার দক্ষিণার বিশেষণ, এই সূত্রে কিন্তু তা সহস্র শব্দের বিশেষণ। তাই কোন পুনরুক্তিদোষ সূত্রে হয় নি।

শতানি বা ।। ১৫।। [৯]

অনু.— অথবা (এগার এগার) শত দক্ষিণা।

ব্যাখ্যা— ১৩-১৫ নং পর্যন্ত তিনটি সূত্রে তিনটি বিকল্পের উল্লেখ করা হল।

অশ্বো মাধ্যন্দিনেঽধিকঃ ।। ১৬।। [১০]

অনু.— মাধ্যন্দিন সবনে (তিন ক্ষেত্রেই একটি করে) অশ্ব অধিক (দক্ষিণা দিতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ১৩-১৫ নং সূত্রের ক্ষেত্রে মাধ্যন্দিন সবনে অতিরিক্ত একটি ঘোড়াও দক্ষিণা দিতে হয়। শা. ১৫/৪/১২ সূত্রে অনূবন্ধ্যা পশুযাগের বপাহোমের পরে ব্রহ্মাকে একটি শাবকসমেত ঘোটকী দিতে বলা হয়েছে।

ভুবা ভ্রাতৃব্যবান্ অধিবুভূষুর্ যজেত ।। ১৭।। [১১]

অনু.— (শত্রুদের) পরাভবপ্রার্থী শত্রুসম্পন্ন ব্যক্তি ভূ দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— শত্রুনিপাতের জন্য 'ভূ' নামে একাহযাগ করতে হয়।

সদ্যস্ক্রিয়ানুক্রিয়া পরিক্রিয়া বা স্বর্গকামঃ ।। ১৮।। [১২]

অনু.— স্বর্গকামী (ব্যক্তি) সদ্যস্ক্রী, অনুক্রী অথবা পরিক্রী দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— যে সোমযাগে অঙ্গযাগসমেত সব-কিছু একদিনে অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলে 'সদ্যস্ক্রী'। যে যাগে প্রথম দিনে দীক্ষণীয়া ইষ্টি, দ্বিতীয় দিনে প্রায়ণীয়া প্রভৃতি ইষ্টি এবং তৃতীয় দিনে সুত্যা হয় তার নাম 'অনুক্রী'। 'পরিক্রী' এই ধরণেরই আর একটি একাহযাগ। যিনি স্বর্গ অর্থাৎ পরম সুখ প্রার্থনা করেন তিনি এই তিনটি যাগের কোন একটির অনুষ্ঠান করবেন। স্বর্গ বলতে বোঝায় "যন্ ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তম্ অনন্তরম্। অভিলাষোপনীতং চ তত্ সুখং স্বঃপদাস্পদম্"। প্রসঙ্গত শা. ১৪/৪২/১-৬ দ্র.।

একত্রিকেণ ত্র্যেকেণ বান্নাদ্যকামঃ ।। ১৯।। [১৩]

অনু.— উৎকৃষ্ট অন্ন-প্রার্থী ব্যক্তি একত্রিক অথবা ত্র্যেক দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অন্নাদ্য = আদ্য অন্ন অর্থাৎ ভক্ষ্য অন্ন। একত্রিক যাগে স্তোত্রগুলিতে পর্যায়ক্রমে একস্তোম এবং ত্রিস্তোম প্রয়োগ করতে হয়। 'ত্র্যেক' বা 'ত্রিকৈক' যাগে প্রয়োগ করা হয় পর্যায়ক্রমে ত্রিস্তোম এবং একস্তোম। সম্ভবত যাগদুটির নামের মূলে রয়েছে স্তোমেরই এই বিশেষ ক্রম। শা. ১৪/৪২/৭, ১৪ অনুযায়ী ব্রহ্মতেজের কামনায় এই দুটি যাগের অনুষ্ঠান হয় এবং শস্ত্রে (সূক্তের স্থানে) তৃচ পাঠ করতে হয়। "একত্রিকে তৃচক্লৃপ্তং শস্ত্রম্; পর্যাসানাম্ উত্তমাংস্ তৃচান্ হোত্রকাঃ শংসন্তি; নিবিদ্ধানানাং হোতা"— ১১/৩/১-৩।

গোতমস্তোমেন য ইচ্ছেদ্ দানকামা মে প্রজা স্যাদ্ ইতি ।। ২০।। [১৪]

অনু.— যিনি চাইবেন (যে) আমার প্রজা দানশীল হোক, (তিনি) 'গোতমস্তোম' দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— শা. ১৪/৬১, ৬৩ দ্র.।

এতেষাং সপ্তানাং শস্যম্ উক্তং বৃহস্পতিসবেন ।। ২১।। [১৫]

অনু.— এই সাত (যাগের) শস্ত্র বৃহস্পতিসব দ্বারা বলা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা— ১৭-২০ নং সূত্রে পর্যন্ত যে সাতটি একাহের কথা বলা হল সেগুলির শস্ত্রপাঠ হয় ৫-১৬ নং সূত্রে নির্দিষ্ট বৃহস্পতিসবের মতো। 'সপ্ত' বলায় গোতমস্তোমের ক্ষেত্রেও বৃহস্পতিসবের মতোই শস্ত্র হবে। স্তোমের বৃদ্ধি ঘটলে ৭/১২/৫ অনুযায়ী অতিশংসনও হবে। 'শস্যম্' বলায় এই সাতটি যাগে শস্ত্রই বৃহস্পতিসবের মতো হবে, দক্ষিণা নয়।

ত্বং ভুবঃ প্রতিমানং পৃথিব্যা ভুবস্ত্বমিন্দ্র ব্রহ্মণা মহান্ সদ্যো হ জাতো বৃষভঃ কনীনস্ত্বং সদ্যো অপিবো জাত ইন্দ্রানু ত্বাহিহন্নে অধ দেব দেবা অনু তে দায়ি মহ ইন্দ্রিয়ায় কথো নু তে পরি চরাণি বিদ্বান্ ইতি যে একস্য চিন্ মে বিশ্বভোজ একং নু ত্বা সত্পতিং পাঞ্চজন্যং ত্র্যর্যমা মনুষো দেবতাতা প্র ঘা ন্বস্য মহতো মহানীত্থা হি সোম ইন্ মদ ইন্দ্রো মদায় বাবৃধ ইতি সূক্তমুখীয়াঃ।। ২২।। [১৬]

অনু.— (এই সাতটি একাহে যথাক্রমে) 'ত্বং-' (১/৫২/১৩), 'ভুব-' (১০/৫০/৪); 'সদ্যো হ-' (৩/৪৮/১), 'ত্বং-' (৩/৩২/১০) ; 'অনু ত্বা-' (৬/১৮/১৪), 'অনু তে-' (৬/২৫/৮); 'কথো-' (৫/২৯/১৩-১৪) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র); 'একস্য-' (১/১৬৫/১০), 'একং-' (৫/৩২/১১); 'ত্র্যর্যমা-' (৫/২৯/১), 'প্র-' (২/১৫/১); 'ইত্থা-' (১/৮০/১), 'ইন্দ্রো-' (১/৮১/১) সূক্তমুখীয়া।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা (৯/৬)

[গোতমস্তোমের অন্তরুক্থ্য-সম্পর্কিত নিয়ম]

গোতমস্তোমম্ অন্তর্-উক্থ্যং কুর্বন্তি ।। ১।।

অনু.— (ঐ) গোতমস্তোমকে অন্তরুক্থ্যবিশিষ্ট করেন।

ব্যাখ্যা— অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠানের মধ্যে উক্থ্যযাগের বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করলে তাকে 'অন্তরুক্থ্য' বলা হয়। এই অন্তরুক্থ্যত্ব উক্থ্যের গ্রহ অথবা স্তোত্রিয়-অনুরূপ অথবা সাম অথবা স্তোত্রিয়-অনুরূপ ও সাম এই দুয়েরই প্রবেশ ঘটিয়ে মোট চার প্রকারে করা সম্ভব হতে পারে। (১) আগ্নিমারুতশস্ত্রের শেষে অগ্নিষ্টোমের গ্রহ-চমসের সঙ্গে শুধু উক্থ্য নামে তিনটি অতিরিক্ত গ্রহের আহুতি দিলেই অন্তরুক্থ্যত্ব হতে পারে। এটি হল গ্রহের মাধ্যমে অন্তরুক্থ্য করা। (২) উক্থ্যযাগে তিন উক্থ্যস্তোত্র সাকমশ্ব প্রভৃতি নির্ধারিত তিনটি সামে গাওয়া হয়। যদি উক্থ্যস্তোত্রের তৃচগুলিই অগ্নিষ্টোমে সাকমশ্ব প্রভৃতি নির্দিষ্ট সামে না গেয়ে অগ্নিষ্টোমস্তোত্রের যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামে গাওয়া হয় তাহলেও অন্তরুক্থ্যত্ব হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আগ্নিমারুত শস্ত্রে উক্থ্যযাগের স্তোত্রিয় এং অনুরূপ মন্ত্রগুলিই (৬/১/২ সূ. দ্র.) পাঠ করা হয়। ফলে স্তোত্র তিনটি বলে শস্ত্রেও তিনটি স্তোত্রিয় এবং তিনটি অনুরূপ তৃচ পাঠ করতে হয়। এটি হল স্তোত্রিয় এবং অনুরূপের দ্বারা অন্তরুক্থ্যত্ব। (৩) অগ্নিষ্টোমস্তোত্রে উক্থ্যস্তোত্রেরই মন্ত্রগুলিকে সাকমশ্ব প্রভৃতি নিজ নিজ সাম দিয়েই গান করেও অন্তরুক্থ্যত্ব ঘটান যেতে পারে। এ-ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট শস্ত্রে তিনটি স্তোত্রিয় এবং তিনটি অনুরূপ তৃচ পাঠ করতে হয়। এই পক্ষে সাম এবং স্তোত্রিয়-অনুরূপ দুই-এর দ্বারাই অন্তরুক্থ্যত্ব ঘটে। (৪) অগ্নিষ্টোমস্তোত্রের মন্ত্রগুলিকেই যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামে গান না করে উক্থ্যস্তোত্রে প্রযোজ্য সাকমশ্ব প্রভৃতি সামে গান করলেও অন্তরুক্থ্যত্ব হতে পারে। এ-টি হল শুধু সামের দ্বারা অন্তরুক্থ্যত্ব।

গ্রহান্তর্-উক্থ্যশ্ চেদ্ অগ্নে মরুদভির্ঋক্বভিঃ পা ইন্দ্রাবরুণাভ্যাং মৎস্বেন্দ্রাবৃহস্পতিভ্যাম্ ইন্দ্রাবিষ্ণুভ্যাং সজূর্ ইত্যাগ্নিমারুতে পুরস্তাৎ পরিধানীয়ায়া আবপেত ।। ২।।

অনু.— যদি গ্রহ দ্বারা অন্তরুক্থ্য (করা হয় তাহলে) আগ্নিমারুত শস্ত্রে অন্তিম মন্ত্রের আগে 'অগ্নে-' (সূ.) এই (ঋক্মন্ত্রটি) সংযোজিত করবেন।

ব্যাখ্যা— এই মন্ত্রটির প্রত্যেক অর্ধাংশে থামতে হবে।

উভয়োর্ আহ্বানম্। অন্যতরস্যাম্ একে ।। ৩।। [৩, ৪]

অনু.— দু-টি (মন্ত্রেই) আহাব (করতে হবে)। অন্যেরা (বলেন) দু-টির একটিতে (আহাব হবে)।

ব্যাখ্যা— গ্রহান্তরুক্থ্যে আগ্নিমারুত শস্ত্রে পরিধানীয়া এবং পরিধানীয়ার আগে পাঠ্য 'অগ্নে-' এই দু-টি মন্ত্রেই আহাব হবে। মতান্তরে দু-টির যে-কোন একটিতে আহাব করলেই চলবে।

উক্থ্যস্তোত্রিয়েষু চেদ্ যজ্ঞাযজ্ঞীয়েন স্বৈর্ বা সকৃদ্ আহূয় স্তোত্রিয়াংস্ তথানুরূপান্ ।। ৪।। [৪, ৫, ৬]

অনু.— যদি উক্থ্যস্তোত্রের মন্ত্রগুলিতে যজ্ঞাযজ্ঞীয় অথবা নিজ (সামগুলি) দ্বারা (উদ্গাতারা গান করেন তাহলে) একবার আহাব করে স্তোত্রিয়গুলি (পাঠ করবেন), অনুরূপগুলিকেও (পাঠ করবেন) তেমন (-ভাবেই)।

ব্যাখ্যা— যদি উক্থ্যস্তোত্রের 'এহ্যূ ষু-' ইত্যাদি মন্ত্রগুলিকেই যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম দিয়ে গান করা হয় অর্থাৎ স্তোত্রিয়-অনুরূপ দ্বারা অন্তরুক্থ্য করা হয় অথবা উক্থ্যেরই সাকমশ্ব প্রভৃতি নিজ নিজ সাম দিয়ে গান করা হয় অর্থাৎ স্তোত্রিয় ও সাম দুই দিয়েই অন্তরুক্থ্য করা হয় তাহলে একবার আহাব করে তিনটি স্তোত্রিয় এবং একবার আহাব করে তিনটি অনুরূপ পাঠ করতে হবে, প্রত্যেক স্তোত্রিয় ও প্রত্যেক অনুরূপের জন্য পৃথক্ পৃথক্ আহাব করতে হবে না। তিনটি স্তোত্রিয় দ্বারা একটি স্তোত্রিয়কার্য এবং

তিনটি অনুরূপ দ্বারা একটি অনুরূপকার্য সম্পন্ন করা হচ্ছে বলেই এই নিয়ম। স্তোত্রিয়ানুরূপ-অন্তরুক্থ্যে যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম গাওয়া হলেও নিজ যোনিতে তা গাওয়া হয় নি বলে শস্ত্রে যোনিশংসন করতে হবে অর্থাৎ ঐ সামের নিজ যোনিকে শস্ত্রে পাঠ করতে হবে।

অন্যত্রাপ্যেবং স্তোত্রিয়ানুরূপসন্নিপাতে ।। ৫।। [৭]

অনু.— অন্যত্রও স্তোত্রিয় ও অনুরূপের সমাবেশ ঘটলে এইরকম (হবে)।

ব্যাখ্যা— কেবল স্তোত্রিয়-অনুরূপ অথবা সাম-স্তোত্রিয়ানুরূপ অন্তরুক্থ্যের ক্ষেত্রেই নয়, যেখানেই কোন শস্ত্রে একাধিক স্তোত্রিয় অথবা একাধিক অনুরূপ পরপর পাঠ করার প্রসঙ্গ আসে (যেমন গর্ভাকার স্তোত্রগানের পরবর্তী শস্ত্রে) সেখানেই স্তোত্রিয়ে ও অনুরূপে পৃথক্ পৃথক্ নয়, একবার করেই আহাব করতে হয়। সূত্রে 'অপি' শব্দটি থাকায় বৃত্তিকার মনে করেন, যদি উদ্গাতারা যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামটিকে নিজ যোনিতে গান করার পরে উক্থ্যস্তোত্রের মন্ত্রগুলিকেও আবার ঐ যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামেই গান করেন তাহলে সেখানেও অগ্নিষ্টোম বা যজ্ঞাযজ্ঞীয়ের একটি এবং তিন উক্থ্যের তিনটি এই মোট চারটি স্তোত্রিয় এবং সেই কারণে চারটি অনুরূপ পাঠ করতে হলেও স্তোত্রিয় ও অনুরূপে একবার করেই আহাব হবে, চার বার করে নয়।

যদ্যু বৈ যজ্ঞাযজ্ঞীয়যোনৌ সর্বৈর্ এবোক্থ্যসামভিঃ প্রকৃত্যা স্যাত্ তথা সতি ।। ৬।। [৮]

অনু.— আর যদি যজ্ঞাযজ্ঞীয় (সামের) যোনিমন্ত্রে সমস্ত উক্থ্যসাম দিয়ে (গান করা হয় তাহলে) তেমন হলে স্বাভাবিকভাবে (শস্ত্র পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— তথা সতি = তেমন হলে অর্থাৎ শস্ত্রে স্তোত্রিয়রূপে পাঠ করা হলে। প্রকৃত্যা = যোনিশংসন না করা। শুধু সামের দ্বারা অন্তরুক্থ্য হলে অর্থাৎ যদি অগ্নিষ্টোমস্তোত্রের স্তোত্রিয় মন্ত্রগুলিকেই যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামে না গেয়ে উক্থ্য স্তোত্রের সাকমশ্ব, সৌভর এবং নার্মেধ সামেই গাওয়া হয় (৬/১/২ সু. দ্র.) তাহলে গীত মন্ত্রগুলিকে শস্ত্রে স্তোত্রিয়রূপে পাঠ করতে হয় বলে যজ্ঞাযজ্ঞীয়ের মন্ত্রগুলিই স্তোত্রিয় হবে এবং সেই কারণে আর যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামের ঐ নিজ যোনিমন্ত্রগুলিকে শস্ত্রে যোনিশংসনের জন্য পাঠ করতে হবে না। কার্যত তাই মূল অগ্নিষ্টোমের আগ্নিমারুত শস্ত্রে পাঠ্য মন্ত্রগুলিই পাঠ কবতে হয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, শুধু এখানে নয়, সর্বত্রই কোন স্তোত্রে যদি কোন তৃচকে তার নিজ সামে না গেয়ে অন্য কোন সামে গাওয়া হয় তাহলে শস্ত্রে ঐ তৃচকে প্রথমে স্তোত্রিয় হিসাবে পাঠ করার পরে আবার নিজ সামের যোনিরূপে পাঠ করতে অর্থাৎ যোনিশংসন কবতে নেই। একই শস্ত্রে একই মন্ত্রকে একবার স্তোত্রিয়রূপে এবং আর একবার যোনিমন্ত্ররূপে পাঠ করা চলে না। স্তোত্রিয়ানুরূপ-অন্তরুক্থ্যে কিন্তু যে মন্ত্রগুলিতে যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম গাওয়া হয়েছে সেগুলি যজ্ঞাযজ্ঞীয়ের নিজ যোনিমন্ত্র নয় বলে ঐ মন্ত্রগুলি স্তোত্রিয় হলেও যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামের নিজ যোনিমন্ত্রও পাঠ করতে হবে অর্থাৎ যোনিশংসন করতে হবে।

সপ্তম কণ্ডিকা (৯/৭)

[একাহ যাগ— শ্যেন, অজির, সাদ্যস্ক্র, অগ্নিষ্টুত্, ইন্দ্রস্তুত্, উপহব্য, ইন্দ্রাগ্নিকুলায়, ঋষভ,তীব্রস্তোম, বিঘন, ইন্দ্র-বিষ্ণু-উত্ক্রান্তি, ঋতপেয়]

শ্যেনাজিরাভ্যাম্ অভিচরন্ যজেত ।। ১।।

অনু.— শত্রু-হিংসাকারী (ব্যক্তি) শ্যেন এবং অজির দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— শ্যেন ও অজির দুটি একাহ যাগ। শা. ১৪/২২/৪ সূত্রেও এই দুই যাগের নাম পাওয়া যায়।

অহং মনুর্গর্ভে নু সং ত্বয়া মন্যো যস্ত্বে মন্যবিত্তি মধ্যন্দিনৌ ।। ২।।

অনু.— (এই দুই যাগে) মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্র (যথাক্রমে) 'অহং-' (৪/২৬), 'গর্ভে-' (৪/২৭) ; 'ত্বয়া-' (১০/৮৪), 'যস্তে-' (১০/৮৩)।

ব্যাখ্যা— প্রথম দু-টি শ্যেন যাগে এবং পরের দু-টি অজির যাগে পাঠ্য সূক্ত। তার মধ্যে আবার প্রথম ও তৃতীয় সূক্ত মরুত্বতীয় শস্ত্রে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ সূক্ত নিষ্কেবল্য শস্ত্রে পাঠ্য।

শেষো বৃহস্পতিসবেন ।। ৩।।

অনু.— অবশিষ্ট (অংশ) বৃহস্পতিসব দ্বারা (বলা হয়ে গেছে)।

সন্নদ্ধা লোহিতোষ্ণীষা নিস্ত্রিংশিনো যাজয়েয়ুঃ ।। ৪।।

অনু.— কবচবদ্ধ লাল-পাগড়ী-পরা খড়্গধারী (ঋত্বিকেরা এই দুই) যাগ করাবেন।

ব্যাখ্যা— যাঁরা এই যাগ করান তাঁদের মধ্যে সদস্য, চমসাধ্বর্যু এবং শমিতা ছাড়া বাকী সকলকেই কবচ প্রভৃতি পরে থাকতে হয়। দ্র. যে ৪—১০ নং সূত্রে যা যা বলা হচ্ছে তা সমস্ত অভিচারকর্মেই পালন করতে হয়। কা. শ্রৌ. অনুসারে লাল কাপড় এবং লাল পাগড়ী পরে নিবীত ধারণ করে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে এই যাগ করতে হয় এবং কাণা, খোঁড়া, শৃঙ্গহীন, পুচ্ছহীন গরু দক্ষিণা দিতে হয় (২২/৩/১৫-১৯ সূ. দ্র.)। শা. ১৪/২২/৯-২০ সূত্রে অভিচারকর্মে প্রযোজ্য নানা বিচিত্র নিয়মের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে লাল পাগড়ী, খড়্গ, প্রেতকর্মের জল, প্রেতবাহী শকটের কাঠ ইত্যাদিও রয়েছে।

শরময়ং বর্হিঃ ।। ৫।।

অনু.— কুশ (হবে) শর দিয়ে তৈরী।

মৌসলাঃ পরিধয়ঃ ।। ৬।।

অনু.— পরিধিগুলি (হবে) মুসলের।

ব্যাখ্যা— এখানে মুসলই হবে পরিধি।

বৈভীতক ইধ্মঃ বাঘাতকো বা ।। ৭।। [৭, ৮]

অনু.— যজ্ঞের কাঠ (হবে) বহেড়া অথবা বাঘাতক গাছের।

অপাগূর্যাশ্রাবয়েত্। প্রত্যাশ্রাবয়েচ্ চ ।। ৮।। [৯, ১০]

অনু.— (ঋত্বিকেরা) উপরে (স্রুক্) তুলে আশ্রাবণ এবং প্রত্যাশ্রাবণ করবেন।

ছিন্দন্ ইব বষট্ কুর্যাত্ ।। ৯।। [১১]

অনু.— যেন ছিঁড়ে ফেলছেন (এমনভাবে যাজ্যায়) বৌষট্ উচ্চারণ করবেন।

ব্যাখ্যা— ছিন্দন্ = কর্কশস্বরে উচ্চারণ করতে করতে, মনে মনে শত্রুকে বিদীর্ণ করতে করতে।

প্রব্বন্ ইব জুহুয়াত্ ।। ১০।। [১২]

অনু.— যেন ভেঙে ফেলছেন (এমনভাবে) আহুতি দেবেন।

ব্যাখ্যা— জুহু দিয়ে কুণ্ডের অঙ্গার গুঁড়ো করে ফেলার মতো অথবা মনে মনে শত্রুকে চূর্ণ করে ফেলার মতো ভাব নিয়ে অগ্নিতে আহুতি দিতে হবে।

সাদ্যস্ক্রেষূর্বরা বেদিঃ ।। ১১।। [১৩]

অনু.— সাদ্যস্ক্র যাগে উর্বর (জমি হবে) বেদি।

ব্যাখ্যা— ১১-১৫ নং সূত্রে যা যা বলা হচ্ছে তা সকল সাদ্যস্ক্রযাগেই প্রযোজ্য। যে যাগে দীক্ষণীয়া, উপসদ্ প্রভৃতি সব-কিছুই একদিনে হয় তাকে 'সাদ্যস্ক্র' যাগ বলে— কা. শ্রৌ. ২২/৩/২৭ সূ. দ্র.। এই সাদ্যস্ক্রে সর্বশস্যবতী ভূমি বেদিরূপে নির্বাচিত হয়। 'যবোর্বরা বেদিঃ'— শা. ১৪/৪০/৬।

খল উত্তরবেদিঃ ।। ১২।। [১৪]

অনু.— উত্তরবেদি (হবে) খামার।

ব্যাখ্যা— "যবখল উত্তরবেদিঃ"— শা. ১৪/৪০/৭।

খলেবালী যূপঃ ।। ১৩।। [১৫]

অনু.— যূপ (হবে) খামারের খুঁটি।

ব্যাখ্যা— যে খুঁটিতে ষাঁড়কে বেঁধে খামারের চার-পাশে ঘোরানো হয় সেই খুঁটিকে বলে খলেবালী। ঐ খলেবালীই হবে এখানে যূপ। "লাঙ্গলেষা যূপঃ"— শা. ১৪/৪০/৮।

স্ফ্যগ্রো যূপঃ ।। ১৪।। [১৬]

অনু.— স্ফ্য-র অগ্রভাগের মতো যূপ (হবে তীক্ষ্ণ)।

ব্যাখ্যা— দ্র. যে, সূত্রে স্ফ্য + অগ্র = স্ফ্যাগ্র না হয়ে স্ফ্যগ্র হয়েছে।

অচষালঃ ।। ১৫।। [১৭]

অনু.— (যূপ হবে) চষালবিহীন।

ব্যাখ্যা— যূপের মাথায় যে আংটি পরানো হয় তাকে 'চষাল' বলে।

কলাপী চষালঃ ।। ১৬।। [১৮]

অনু.— চষাল হবে কলাপী।

ব্যাখ্যা— কলাপী = ধানের বা ঘাসের আঁটি। "যবকলাপিশ্ চষালম্"— শা. ১৪/৪০/৯।

ইত্যাগন্তুকা বিকারাঃ ।। ১৭।। [১৯]

অনু.— এই (হল) আগন্তু পরিবর্তন।

ব্যাখ্যা— এতক্ষণ যা যা বলা হল সেগুলি হচ্ছে আগন্তুক বৈশিষ্ট্য এবং পরিবর্তন। প্রকৃতিযাগের অঙ্গগুলির মধ্যেই যে পরিবর্তন ঘটান হয় তাকে 'বিকার' এবং সম্পূর্ণ অভিনব যে নূতন অঙ্গের সংযোজন বা অনুপ্রবেশ ঘটে তাকে 'আগন্তুক' ধর্ম বলে; যেমন ৫নং সূত্রের বিধানটি 'বিকার' এবং ৪নং সূত্রের বিধিটি 'আগন্তুক' ধর্ম। শা. ১৪/৪০/২-২৩ সূত্রে এই যাগের নানা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে কোন শ্রৌতযাগকারীর গৃহ হতে বসতীবরী নিয়ে আসা, থলিতে করে দই নিয়ে ঘোরা, উপসদের আবৃত্তি না করা ইত্যাদি।

অন্যাংশ্ চাধ্বর্যবো বিদুঃ ।। ১৮।। [২০]

অনু.— অন্যগুলি অধ্বর্যুরা জানেন।

ব্যাখ্যা— অন্য যা যা বৈশিষ্ট্য যজুর্বেদে বলা আছে তা অধ্বর্যুদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

সিদ্ধে তু শস্যে হোতা সংপ্রৈষান্বয়ঃ স্যাত্ ।। ১৯।। [২১]

অনু.— বিহিত পাঠ্য মন্ত্রে হোতা কিন্তু প্রৈষ-অনুসারী হবেন।

ব্যাখ্যা— সিদ্ধ = যা বিহিত হয়েই আছে। শস্য = শস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় পাঠ্য মন্ত্র। সংপ্রৈষান্বয়ঃ = প্রৈষের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অধ্বর্যু যেমন যেমন প্রৈষ দেবেন, হোতাও সেই অনুসারে শস্ত্র ও অন্যান্য মন্ত্র পাঠ করবেন। যেমন— খলেবালী যূপ হলে যূপের উচ্ছ্রয়ণ করতে হয় না; কেবল যূপাঞ্জন ও যূপপরিব্যয়ণের মন্ত্রই (৩/১/৮, ৯ সূ. দ্র.) তাই পাঠ করতে হবে। মন্ত্র সে-ক্ষেত্রে দুটি হয়ে যায় বলে 'নাভিহিঙ্কারা-' (১/২/২৭) সূত্র অনুসারে অভিহিঙ্কার ও পুনরাবৃত্তি করতে হবে না। বৃত্তিকার তাই বলেছেন— "সিদ্ধে সাভিহিঙ্কারাভ্যাসে অনুবচনে সতি সংপ্রৈষানুসারেণ তাবন্মাত্রম্ অনুবক্তব্যং, নান্যো বিকার উত্পাদয়িতব্য ইত্যর্থঃ"— বিহিত মন্ত্রে অন্য কোন পরিবর্তন ঘটান চলবে না। অন্যান্য মন্ত্রের ক্ষেত্রেও তা-ই।

পাপ্যা কীর্ত্যা পিহিতো মহারোগেণ বা যো বালংপ্রজননঃ প্রজাং ন বিন্দেত সোঽগ্নিষ্টুতা যজেত ।।২০।। [২২]

অনু.— যে ব্যক্তি পাপকর্মে অথবা মহারোগে আক্রান্ত অথবা যিনি প্রজনন-সমর্থ (হওয়া সত্ত্বেও) সন্তান লাভ করেন নি তিনি 'অগ্নিষ্টুত্' দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— পাপী = পাপ + অচ্ (= অ) + স্ত্রীলিঙ্গে ঈ; পাপযুক্ত। কীর্তি = কাজ। মহারোগ = দীর্ঘকালীন রোগ অথবা দুরারোগ্য ব্যাধি। পিহিত = অপিহিত = আচ্ছন্ন, আক্রান্ত। অলং-প্রজননঃ = সন্তানসমর্থ, মিলনক্ষম। "যোঽনহর্জাতঃ স্যাদ্ যং বা পাপী বাগ্ অভিবদেত্ সোঽগ্নিষ্টুতা যজেত"— শা. ১৪/৫১/১।

তিষ্ঠা হরী যো জাত এবেতি মধ্যন্দিনঃ ।। ২১।। [২৩]

অনু.— (এই যাগে) মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্র (যথাক্রমে) 'তিষ্ঠা-' (৩/৩৫), 'যো-' (২/১২)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৪/৫৩/৭ এবং ১৪/৫৪/৪ সূত্রে কিন্তু ৬/৩, ৪ এই অপর দুই সূক্তই বিহিত হয়েছে। এই দিনের অন্যান্য পাঠ্য মন্ত্রের নির্দেশ পাওয়া যায় সেখানে ১৪/৫১-৫৭ অংশে।

সর্বাগ্নেয়শ্ চেত্ স্তোত্রিয়ানুরূপা আগ্নেয়াঃ স্যুঃ ।। ২২।। [২৪]

অনু.— যদি এই যাগ সর্বাগ্নেয় অগ্নিষ্টুত্ (হয় তাহলে) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ হবে অগ্নিদেবতার।

ব্যাখ্যা— ২০ এবং ২১ নং সূত্রে যে অগ্নিষ্টুতের কথা বলা হয়েছে তা সর্বাগ্নেয় নয়। সর্বাগ্নেয় হলে সব স্তোত্রিয় এবং অনুরূপে অগ্নিদেবতারই মন্ত্র পাঠ করতে হবে। সম্ভবত গ্রহ, স্তোত্র এবং শস্ত্র শুধু অগ্নিদেবতার উদ্দেশেই নিবেদিত হলে তাকে সর্বাগ্নেয় বলা হয়। প্রসঙ্গত শা. ১৪/৫১/৪ দ্র.।

বিচারি বা ।। ২৩।। [২৪]

অনু.— অথবা শুধু বিচারি (অংশ) অগ্নিদেবতার (হবে)।

ব্যাখ্যা— বিচারি = পরিবর্তনশীল। ইন্দ্রনিহব, 'আপো হি-' ইত্যাদি মন্ত্র হচ্ছে অ-বিচারি অর্থাৎ অপরিবর্তনীয়। এগুলি ছাড়া অন্য মন্ত্রগুলি বিচারি। বিকল্প মত হচ্ছে— সব নয়, যেগুলি বিচারি কেবল সেই মন্ত্রগুলিই হবে অগ্নিদেবতার।

অপি বা সর্বেষু দেবতাশব্দেষ্বগ্নিম্ এবাভিসংনমেত্ ।। ২৪।। [২৫]

অনু.— অথবা সমস্ত দেবতাবাচী শব্দে অগ্নি (-শব্দই) সংনমিত করবেন।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে কেবল স্তোত্রিয়-অনুরূপে অথবা বিচারি অংশে নয়, সমস্ত মন্ত্রেই মূল দেবতার নাম সরিয়ে দিয়ে সেখানে অগ্নির নাম প্রবেশ করাতে হবে। যেমন— প্রউগশস্ত্রে পাঠ্য 'পাবকা নঃ সরস্বতী' মন্ত্রাংশের স্থানে বলতে হবে 'পাবকা নোঽগ্নির'। 'ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাব্' স্থানে বলতে হবে 'ঋতেনাগ্নী ঋতাবৃধাব্' 'ওমাসশ্চর্ষণীধৃতো বিশ্বে দেবাস আ গত' অংশের স্থানে বলতে হবে 'ওমাসশ্চর্ষণীধৃতোঽগ্নয় আ গত'। সূত্রে 'সর্বেষু' বলায় জপ প্রভৃতি ছয় রকমের (১/১/২০, ২১ সূ. দ্র.) এবং শস্ত্র প্রভৃতি ছয় ধরনের (১/২/২৪ সূ. দ্র.) মন্ত্রের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য বলে বুঝতে হবে।

তথা সত্যস্বক্ষম্ ইন্দ্রস্তুতা যজেত ।। ২৫।। [২৬]

অনু.— তেমন হলে সদ্য ইন্দ্রস্তুত্ দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— অস্বক্ষম্ = সদ্য, একই দিনে। পূর্ববর্তী তিন সূত্রে বর্ণিত তিন প্রকারের সর্বাগ্নেয় অগ্নিষ্টুতের মধ্যে কোন এক প্রকারের অগ্নিষ্টুত্ অনুষ্ঠিত হলে ঐ একই দিনে ইন্দ্রস্তুত্ নামে আর একটি একাহযাগও করতে হয়। শা. ১৪/৫৮ অনুসারে শক্তিলাভের জন্য এই যাগটি করা হয়ে থাকে।

ইন্দ্র সোমম্ ইন্দ্রং স্তবেতি মধ্যন্দিনঃ ।। ২৬।। [২৭]

অনু.— এই যাগে মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্র যথাক্রমে 'ইন্দ্র-' (৩/৩২), 'ইন্দ্রং-' (১০/৮৯)।

ব্যাখ্যা— সংহিতায় 'ইন্দ্র সোমং-' শব্দে শুরু তিনটি সূক্ত আছে; তার মধ্যে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের ৩/৩২ সূক্তটিই এখানে অভিপ্রেত কারণ মাধ্যন্দিন সবনের ছন্দও হচ্ছে ত্রিষ্টুপ্।

ভূতিকামো বা গ্রামকামো বা প্রজাকামো বোপহব্যেন যজেত ।। ২৭।। [২৮]

অনু.— ধনপ্রার্থী অথবা গ্রামার্থী অথবা সন্তানার্থী (ব্যক্তি) উপহব্য দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— ভূতি = ধন, বেদজ্ঞান, ধন বা জ্ঞান দ্বারা অপরকে অভিভূত করা। সামবেদীয় প্রথা অনুসারে এই যাগে 'ইন্দ্র' শব্দের স্থানে 'শক্র', 'সর্ব' শব্দের স্থানে 'বিশ্ব' ইত্যাদি পরোক্ষ শব্দ উল্লেখ করতে হয়। "তেনাবরুদ্ধো রাজা যজেত রাষ্ট্রম্ অবজিগীষন্"— শা. ১৪/৫০/১।

ইমা উ ত্বা য এক ইদ্ ইতি মধ্যন্দিনঃ ।। ২৮।। [২৯]

অনু.— (এই যাগে) মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্র (যথাক্রমে) 'ইমা-' (৬/২১), 'য-' (৬/২২)।

ব্যাখ্যা - শা. ১৪/৫০/২ সূত্রের বিধানও তা-ই।

ইন্দ্রাগ্ন্যোঃ কুলায়েন প্রজাতিকামঃ ।। ২৯।।

অনু.— প্রজননপ্রার্থী (ব্যক্তি) ইন্দ্রাগ্নির কুলায় দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রজাতি = সন্তান ও পশুর প্রজনন। 'ব্রাহ্মণশ্ চ ক্ষত্রিয়শ্ চ সংযজেয়াতাং যং পুরোধাস্যমানঃ স্যাত্"— শা. ১৪/২৯/২।

তিষ্ঠা হরী তমু ষ্টুহীতি মধ্যন্দিনঃ ।। ৩০।।

অনু.— (এই যাগে) মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য শস্ত্র (যথাক্রমে) 'তিষ্ঠা-' (৩/৩৫), 'তমু-' (৬/১৮)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৪/২৯/৭ সূত্রের বিধানও তা-ই।

ঋষভেণ বিজিগীষমাণঃ ।। ৩১।। [৩০]

অনু.— বিজয়প্রার্থনা করছেন (এমন ব্যক্তি) 'ঋষভ' (নামে একাহ) দ্বারা (যাগ করবেন)।

মরুত্বাঁ ইন্দ্র যুধ্মস্য ত ইতি মধ্যন্দিনঃ ।। ৩২।। [৩১]

অনু.— (এই যাগে যথাক্রমে) 'মরু-' (৩/৪৭), 'যুধ্ম-' (৩/৪৬) মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য শস্ত্র।

ব্যাখ্যা— শা. ১৪/২৩/৩ অনুসারে ৬/১৭, ১৮ সূক্ত পাঠ্য।

তীব্রসোমেনান্নাদ্যকামঃ ।। ৩৩।। [৩১]

অনু.— ভোজ্য-অন্ন-প্রার্থী (ব্যক্তি) 'তীব্রসোম' দ্বারা (যাগ করবেন)।

কস্য বীরস্তীব্রস্যাভিবয়স ইতি মধ্যন্দিনঃ ।। ৩৪।। [৩২]

অনু.— (এই যাগে যথাক্রমে) 'কস্য-' (৫/৩০), 'তীব্র-' (১০/১৬০) মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য শস্ত্র।

ব্যাখ্যা— শা. অনুযায়ীও 'তীব্র-' সূক্তই নিবিদ্ধানীয়। মরুত্বতীয় শস্ত্রে নিবিদ্ধান সূক্তের আগে 'অয়ং তীব্রস্-' এই সূত্রপঠিত একটি মন্ত্রও পাঠ করতে হয়। তীব্রসোমের পরিবর্তে যাগটিকে ঐ গ্রন্থে 'তীব্রসব' নামে নির্দেশ করা হয়েছে— ১৪/২১ দ্র.।

বিঘনেনাভিচরন্ ।। ৩৫।। [৩২]

অনু.— শত্রুহিংসারত (ব্যক্তি) 'বিঘন' দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— "বিঘনঃ পাপ্মানং দ্বিষতশ্ চাপজিঘাংসমানস্য"— শা. ১৪/৩৯/৮।

তস্য শস্যম্ অজিরেণ ।। ৩৬।। [৩৩]

অনু.— ঐ (যাগের) শস্ত্র অজির (যাগ) দ্বারা (বলা হয়েছে)।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে ঐ বিঘনযাগের শস্ত্র, লাল পাগড়ী পরা ইত্যাদি সব-কিছুই অজির যাগের মতো— 'শস্যগ্রহণম্ প্রদর্শনার্থং, ন লোহিতোষ্ণীষাদিনিবৃত্ত্যর্থম্' (না.)। "কয়াশুভীয়-তদিদাসীয়ে বা নিবিদ্ধানে"- শা. ১৪/৩৯/৯।

ইন্দ্রাবিষ্ণোর্ উত্ক্রান্তিনা স্বর্গকামঃ ।। ৩৭।। [৩৪]

অনু.— স্বর্গপ্রার্থী (ব্যক্তি) 'ইন্দ্রবিষ্ণুর উত্ক্রান্তি' দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৪/৭১/২ সূত্রের বিধানও তা-ই।

ইমা উ ত্বা দ্যৌর্ন য ইন্দ্রেতি মধ্যন্দিনঃ ।। ৩৮।। [৩৫]

অনু.— (এই যাগে যথাক্রমে) 'ইমা-' (৬/২১), 'দ্যৌ-' (৬/২০) মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য শস্ত্র।

ব্যাখ্যা— শা. ১৪/৭১/৩ সূত্রের নির্দেশও তা-ই।

যঃ কাময়েত নৈষ্কিহ্যং পাপ্মন ইয়াম্ ইতি স ঋতপেয়েন যজেত ।। ৩৯।। [৩৫]

অনু.— যিনি চাইবেন পাপের রুক্ষতা যেন পাই তিনি 'ঋতপেয়' দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— নৈষ্কিহ্য = নিঃস্নেহতা, রুক্ষতা। যিনি চান যে, পাপের প্রতি বিন্দুমাত্র দুর্বলতা যেন তাঁর না থাকে, পাপের প্রতি তিনি

যেন কঠোর হতে পারেন, তিনি এই যাগ করবেন। "ঋতপেয়েন তেজস্কামো যজেত ; দ্বাদশ দীক্ষা দ্বাদশোপসদঃ"— শা. ১৪/১৬/১, ২।

ঋতস্য হি শুরুধঃ সন্তি পূর্বীর্ ইতি সূক্তমুখীয়ে ।। ৪০।। [৩৬]

অনু.— (এই যাগে) 'ঋত-' (৪/২৩/৮, ৯) এই (দুটি মন্ত্র) সূক্তমুখীয়া।

ব্যাখ্যা— প্রথম মন্ত্রটি মরুত্বতীয় শস্ত্রের এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটি নিষ্কেবল্য শস্ত্রের নিবিদ্ধান সূক্তের আগে পাঠ করতে হবে।

সত্যেন চমসান্ ভক্ষয়ন্তি ।। ৪১।। [৩৬]

অনু.— সত্য (মন্ত্র) দ্বারা চমসগুলি পান করবেন।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূ. দ্র.। "ঋতং সত্যং বদন্তো ভক্ষয়েয়ুঃ; ভূর্ভুবঃ স্বর্ ইতি বা; সগোত্রায় বা ব্রাহ্মণে দদ্যাত্"— শা. ১৪/১৬/৬-৮।

সত্যমিয়ং পৃথিবী সত্যময়মগ্নিঃ সত্যময়ং বায়ুঃ সত্যমসাবাদিত্য ইতি ।। ৪২।। [৩৭]

অনু.— (ঐ সত্য মন্ত্রটি হচ্ছে) 'সত্যমিয়ং-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— এখানে প্রকৃতিযাগে বিহিত ভক্ষণ মন্ত্রের পরিবর্তে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হয়।

সোমচমসো দক্ষিণা ।। ৪৩।। [৩৮]

অনু.— সোমের অংশু দ্বারা পূর্ণ চমস (এই যাগে) দক্ষিণা।

অষ্টম কণ্ডিকা (৯/৮)

[অতিমূর্তি, সৌর্যাচান্দ্রমসী ইষ্টি, সূর্যস্তুত্, ব্যোম, বিশ্বদেবস্তুত্, পঞ্চশারদীয়, গোসব, বিবধ, উদ্ভিদ্, বলভিদ্, বিনুতি, অভিভূতি, ইষু, বজ্র, ত্বিষি, অপচিতি, সম্রাট্, স্বরাট্, রাট্, বিরাট্, শদ, উপশদ, রাশি, মরায়, ঋষিস্তোম, ব্রাত্যস্তোম, নাকসদ্, ঋতুস্তোম, দিক্স্তোম]

অতিমূর্তিনা যক্ষ্যমাণো মাসং সৌর্যাচান্দ্রমসীভ্যাম্ ইষ্টীভ্যাং যজেত ।। ১।।

অনু.— অতিমূর্তি দ্বারা (যিনি) যাগ করতে থাকবেন (তিনি তার আগে) একমাস ধরে সৌর্য-চান্দ্রমসী (নামে) দুই ইষ্টি দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— যে ইষ্টির দেবতা সূর্য তা সৌরী এবং চন্দ্রমাঃ অর্থাৎ চাঁদ যে ইষ্টির দেবতা তা চান্দ্রমসী। এই সৌর্যাচান্দ্রমসী ইষ্টির অপর দুই নাম দূর্শাশি এবং বহুসুবর্ণ। দ্র. যে, সূত্রে সৌর্য শব্দে যে আকার তা ঠিক ব্যাকরণসম্মত নয়, প্রত্যাশিত রূপ হচ্ছে সৌরী। শা. ১৪/৩২/২ সূত্রে 'সৌরী'-ই বলা হয়েছে।

শুক্লং চান্দ্রমস্যা সৌর্যেতরম্ ।। ২।।

অনু.— শুক্ল (পক্ষ) ধরে চান্দ্রমসী (ইষ্টি) দ্বারা (এবং) অপর (পক্ষ) ধরে সৌর্যা (ইষ্টি) দ্বারা (যাগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ইতর = অন্য পক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ। দুই পক্ষেই প্রতিদিনই যাগ করতে হয়।

অত্রাহ গোরমন্বত নবো নবো ভবতি জায়মানস্তরণির্বিশ্বদর্শতশ্চিত্রং দেবানামুদগাদনীকম্ ইতি যাজ্যানুবাক্যাঃ ।। ৩।।

অনু.— (এই দুটি ইষ্টির) যাজ্যা এবং অনুবাক্যা 'অত্রা-' (১/৮৪/১৫), 'নবো-' (১০/৮৫/১৯) ; 'তরণি-' (১/৫০/৪), 'চিত্রং-' (১/১১৫/১)।

ব্যাখ্যা— প্রথম দু-টি মন্ত্র চান্দ্রমসী ইষ্টির এবং পরের দুটি মন্ত্র সৌরী বা সৌর্য ইষ্টির যথাক্রমে অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

স ঈং মহীং ধুনিমেতোররম্নাত্ স্বপ্নেনাভ্যুপ্যা চুমুরিং ধুনিং চেতি সূক্তমুখীয়ে ।। ৪।।

অনু.— (অতিমূর্তিযাগে) 'স-' (২/১৫/৫), 'স্বপ্নেনা-' (২/১৫/৯) এই দুই (মন্ত্র হবে) সূক্তমুখীয়া।

সূর্যস্তুতা যশস্কামঃ ।। ৫।।

অনু.— যশঃপ্রার্থী (ব্যক্তি) 'সূর্যস্তুত্' দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শা. মতে তেজস্কাম ব্যক্তির পক্ষে এই যাগটি করণীয় এবং শস্ত্রে নিবিদ্ধান সূক্তে সূর্যের উল্লেখ থাকা চাই- ১৪/৫৯/১,২ দ্র.।

পিবা সোমমভীন্দ্রং স্তবেতি মধ্যন্দিনঃ ।। ৬।।

অনু.— (এই যাগে) মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্যশস্ত্র 'পিবা-' (৬/১৭), 'ইন্দ্রং-' (১০/৮৯)।

ব্যোমান্নাদ্যকামঃ ।। ৭।। [৬]

অনু.— ভোজ্য-অন্ন-প্রার্থী (ব্যক্তি) 'ব্যোম' দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৪/২৪ দ্র.।

বিশ্বদেবস্তুতা যশস্কামঃ ।। ৮।। [৭]

অনু.— যশঃপ্রার্থী (ব্যক্তি) বিশ্বদেবস্তুত্ দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৪/৬০ দ্র.।

পঞ্চশারদীয়েন পশুকামঃ ।। ৯।। [৮]

অনু.— পশুপ্রার্থী 'পঞ্চশারদীয়' দ্বারা (যাগ করবেন)।

এতেষাং ত্রয়াণাং কয়াশুভা-তদিদাসেতি মধ্যন্দিনঃ ।। ১০।। [৯]

অনু.— এই তিন (যাগের) মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্র 'কয়া-' (১/১৬৫), 'তদি-' (১০/১২০)।

ব্যাখ্যা— ব্যোম, বিশ্বদেবস্তুত্ এবং পঞ্চশারদীয়ে এই দুই সূক্ত পাঠ করতে হয়।

উভয়সামানৌ পূর্বৌ ।। ১১।। [৯]

অনু.— প্রথম দুটি (যাগ) উভয়সামবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— ব্যোম এবং বিশ্বদেবস্তুত্ যাগ উভয়সামবিশিষ্ট।

উক্থ্যঃ পঞ্চশারদীয়ঃ ।। ১২।। [১০]

অনু.— পঞ্চশারদীয় (যাগ) উক্থ্যবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— পঞ্চশারদীয়ে উক্থ্যের অনুষ্ঠান হয়। শা. ১৪/৬২/৩ সূত্রে বলা হয়েছে— "পঞ্চোক্ষাণঃ পঞ্চ শরদো মরুদ্ভ্যঃ প্রোক্ষিতাশ্ চরন্তি; তে সবনীয়স্যোপালম্ভ্যাঃ"।

বিশোবিশো বো অতিথিম্ ইত্যাজ্যম্ ।। ১৩।। [১০]

অনু.— (এই যাগে) আজ্য (শস্ত্র) 'বিশো-' (৮/৭৪)।

কণ্বরথন্তরং পৃষ্ঠম্ ।। ১৪।। [১১]

অনু.— পৃষ্ঠস্তোত্র (হবে) কণ্ব-রথন্তরসাম-বিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— কণ্বরথন্তর সাম গাওয়া হয় 'পুনানঃ'- (সা. উ. ৬৭৫-৬) এই প্রগাথে।

গোসববিবধৌ পশুকামঃ ।। ১৫।। [১২]

অনু.— পশুপ্রার্থী 'গোসব' এবং 'বিবধ' (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— পশুকামনায় গোসবও করা যায়, বিবধও করা যায়।

ইন্দ্র সোমমেতায়াম্ ইতি মধ্যন্দিনঃ ।। ১৬।। [১৩]

অনু.— (গোসব ও বিবধে) মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্র 'ইন্দ্র-' (৩/৩২), 'এতা-' (১/৩৩)।

দশ সহস্রাণি দক্ষিণাঃ ।। ১৭।। [১৪]

অনু.— (এই দুই যাগেই) দশ হাজার (করে) দক্ষিণা।

ব্যাখ্যা— দুটি যাগের প্রত্যেকটিতেই দশ হাজার করে দক্ষিণা। শা. ১৪/১৫/৬,৮ অনুযায়ী গোসবে উক্থ্যের অনুষ্ঠান হয় এবং দক্ষিণা দিতে হয় ছত্রিশ হাজার গরু। ১৪/২৮/১৩ অনুসারে বিবিধে (বিবধে) এক হাজার গরু ও একশ ঘোড়া দক্ষিণা।

ষোড়শৈকাহাঃ ।। ১৮।। [১৫]

অনু.— (এ-বার) ষোলটি একাহযাগ (বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— ২০-২৫নং পর্যন্ত সূত্রে মোট ষোলটি একাহযাগের কথা বলা হচ্ছে।

আয়ুর্ গৌর্ ইতি ব্যত্যাসম্ ।। ১৯।। [১৬]

অনু.— (এই যাগগুলিতে) পর্যায়ক্রমে আয়ুষ্টোম এবং গোষ্টোম (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— ব্যত্যাস = পর্যায়ক্রমে আবর্তন অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয় ইত্যাদি অযুগ্ম স্থানের যাগগুলিতে আয়ুষ্টোম এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি যুগ্মস্থানের যাগগুলিতে গোষ্টোমের অনুষ্ঠান হবে।

উদ্‌ভিদ্‌বলভিদৌ স্বর্গকামঃ ।। ২০।। [১৭]

অনু.— স্বর্গপ্রার্থী (ব্যক্তি) উদ্ভিদ্ এবং বলভিদ্ (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— উদ্‌ভিদে আয়ুষ্টোম এবং বলভিদে গোষ্টোমের অনুষ্ঠান হয়। এই সূত্রে এবং পরবর্তী সূত্রগুলিতে দু-টি করে যাগের নাম একসাথে উল্লেখ করার অভিপ্রায় এই যে, একটি যাগ করার পরেই (পরের দিনে) অপর যাগটি করতে হবে। এগুলি তাই যমযজ্ঞ অর্থাৎ যুগলযাগ। শা. ১৪/১৪ অনুযায়ী পশু-লাভের কামনায় উদ্‌ভিদ্ যাগ করতে হয়। যাগের পরেও পশুলাভে বিলম্ব ঘটলে বলভিদের অনুষ্ঠান করতে বলা হয়েছে।

ইন্দ্র সোমমিন্দ্রঃ পূর্ভিদ্ ইতি মধ্যন্দিনঃ ।। ২১।। [১৮]

অনু.— (এই দুই যাগে) মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্র 'ইন্দ্র-' (৩/৩২), 'ইন্দ্রঃ-' (৩/৩৪)।

বিনুত্যভিভূত্যোর্ ইষুবজ্রয়োশ্ চ মন্যুসূক্তে ।। ২২।। [১৯]

অনু.— বিনুতি ও অভিভূতি এবং ইষু ও বজ্র (যাগে মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য শস্ত্র হবে) দু-টি মন্যুসূক্ত (১০/৮৪, ৮৩)।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত ৯/৭/২ সূ. দ্র.। বিনুতি ও ইষু যাগে আয়ুষ্টোম এবং অভিভূতি ও বজ্র যাগে গোষ্টোমের অনুষ্ঠান হয়। শা. ১৪/৩৮/৮ সূত্রে বিনুতি ও অভিভূতি যাগে বিশ্বজিতের মন্ত্রগুলিই বিহিত হয়েছে। ঐ গ্রন্থে ১৪/২২/৪,৫ সূত্রে ইষু-বজ্রে মন্যুসূক্তই বিহিত হয়েছে।

অভিচরন্ যজেত ।। ২৩।। [২০]

অনু.— শত্রুহিংসাকারী (ব্যক্তি ঐ দু-টি দু-টি) যাগ করবেন।

ত্বিষ্যপচিত্যোঃ সম্রাট্স্বরাজো রাড্‌বিরাজোঃ শদস্য চৈকাহিকে ।। ২৪।। [২১]

অনু.— ত্বিষি ও অপচিতির, সম্রাট্ ও স্বরাটের, রাট্ ও বিরাটের এবং শদের (মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্র হবে) একাহ্‌যাগের (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— শা. মতে ঔজ্জ্বল্যকামনায় ত্বিষি যাগ করতে হয় এবং শ্বেত অশ্বে বাহিত কাংস্যনির্মিত রথ দক্ষিণা দিতে হয়— ১৪/৩৪/১, ২। যশের কামনায় করতে হয় অপরিচিতি যাগ। এই যাগের বৈশিষ্ট্যের জন্য শা. ১৪/৩৩/১-৬, ২০-২২ দ্র.। স্বরাজ ও বিরাজের পবমান ও অন্যান্য স্তোত্রের স্তোমসংখ্যার জন্য শা. ১৪/২৫-২৬, ৩০ দ্র.। শদের অনুষ্ঠান হয় দুর্ভাগ্যপরিহার ও শত্রুদের দমনের জন্য— শা. ১৪/২২/২৩ দ্র.।

উপশদস্য রাশিমরায়য়োশ্ চ কয়াশুভীয়তদিদাসীয়ে ।। ২৫।। [২২]

অনু.— উপশদের এবং রাশি ও মরায় যাগের (মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য শস্ত্রের সূক্ত) 'কয়া-' (১/১৬৫), 'তদি-' (১০/১২০)।

ব্যাখ্যা— শা. মতে সন্তান ও পশুর কামনায় উপশদ যাগটি করতে হয় এবং রাশি ও মরায়ের অনুষ্ঠান হয় অন্নকামনায়। শেষ দুটি যাগে সমূঢ় ছন্দোমের শেষ দুটি দিনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে - ১৪/২২/২৫; ১৪/৩৯/১-৩ দ্র.।

ভূতিকামরাজ্যকামান্নাদ্যকামেন্দ্রিয়কামতেজস্‌কামানাম্ ।। ২৬।। [২৩]

অনু.— ধনপ্রার্থী, রাজ্যপ্রার্থী, ভোজ্যঅন্ন-প্রার্থী, ইন্দ্রিয়ের সবলতাপ্রার্থী (এবং) শক্তিকামী (ব্যক্তিদের এই যাগগুলি করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ২০-২৫ নং সূত্রে বিহিত ষোলটি যাগের মধ্যে যেগুলির ক্ষেত্রে (২৪, ২৫ নং সূ. দ্র.) কোন ফলের উল্লেখ নেই, সেই 'ত্রিবি' প্রভৃতি যাগের ক্ষেত্রে এই-সব ফল নির্দিষ্ট হল বলে বুঝতে হবে।

এতে কামা দ্বয়োর্ দ্বয়োঃ ।। ২৭।। [২৪]

অনু.— দু-টি দু-টি (যাগের) এই (এই) কামনা।

ব্যাখ্যা— ত্রিবি-অপচিতি সম্পদের, সম্রাট্-স্বরাট্ রাজ্যের, রাট্-বিরাট্ অন্নের, শদ-উপশদ ইন্দ্রিয়ের সবলতার এবং রাশি-মরায় শক্তির কামনায় অনুষ্ঠিত হয়।

ঋষিস্তোমা ব্রাত্যস্তোমাশ্ চ পৃষ্ঠ্যাহানি ।। ২৮।। [২৫]

অনু.— ঋষিস্তোমগুলি এবং ব্রাত্যস্তোমগুলি পৃষ্ঠ্যদিনযুক্ত।

ব্যাখ্যা— সাতটি ঋষিস্তোম এবং সাতটি ব্রাত্যস্তোম আছে। এই দুই প্রকারের একাহ-যাগেই প্রথম ছ-টির ক্ষেত্রে যথাক্রমে পৃষ্ঠ্যষড়হের এক একটি দিনের অনুষ্ঠান হয় এবং সপ্তমটিতে হয় মূল জ্যোতিষ্টোমের অনুষ্ঠান। শা. ১৪/৬৩-৭০ অংশে ছটি ঋষিস্তোম ও ছটি ব্রাত্যস্তোমের উল্লেখ আছে এবং এই একাহগুলিতে পৃষ্ঠ্যষড়হেরই এক একটি দিনের অনুষ্ঠান সেখানে বিহিত হয়েছে।

নাকসদ ঋতুস্তোমা দিক্স্তোমাশ্ চাভিপ্লবাহানি ।। ২৯।। [২৬]

অনু.— নাকসদ্, ঋতুস্তোম এবং দিক্স্তোমগুলি অভিপ্লব-দিনবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— নাকসদ্, ঋতুস্তোম এবং দিক্স্তোম যাগগুচ্ছের প্রত্যেকটিতে ছ-টি করে একাহ আছে। ছ-দিনে যথাক্রমে অভিপ্লবষড়হের এক একটি দিনের অনুষ্ঠান হয়। শা. ১৪/৭৩, ৭৫, ৮৩ অংশেও এই তিন একাহের উল্লেখ আছে। ন-টি নাকসদে সমূঢ় দশরাত্রের (প্রথম) ন-দিনের অনুষ্ঠান করতে হয়।

নবম কণ্ডিকা (৯/৯)

[বাজপেয়— বার্হস্পত্য ইষ্টি, অতিরিক্ত উক্থ্য, দক্ষিণা]

বাজপেয়েনাধিপত্যকামঃ ।। ১।।

অনু.— আধিপত্যপ্রার্থী (ব্যক্তি) বাজপেয় দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বাজপেয় শব্দের অর্থ অন্ন এবং পানীয় অথবা শক্তিপান অথবা শক্তির সংরক্ষণ। শ. ব্রা. ৫/১/১/১৩ অনুসারে সম্রাট্ হওয়ার বাসনা থাকলে এই যাগটি করতে হয়। "শরদি বাজপেয়ঃ; অন্নাদ্যকামস্য; পানং বৈ পেয়াঃ; অন্নং বাজঃ"— শা. ১৫/১/১,২,৪।

সপ্তদশ দীক্ষাঃ ।। ২।।

অনু.— (এই যাগে) সতেরটি দীক্ষা।

ব্যাখ্যা— এই বাজপেয় যাগে সতের দিন ধরে দীক্ষণীয়া ইষ্টি করতে হয়।

সপ্তদশাপবর্গো বা ।। ৩।।

অনু.— অথবা সতের (দিনে যাগটি) শেষ (হয়)।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে এই যাগটি সতের দিনে শেষ হয়। সে-ক্ষেত্রে তের দিন দীক্ষা, তিন দিন উপসদ্, একদিন সুত্যা।

হিরণ্যস্রজ ঋত্বিজো যাজয়েয়ুঃ ।। ৪।।

অনু.— স্বর্ণমালায় ভূষিত (হয়ে) ঋত্বিকেরা যাগ করাবেন।

ব্যাখ্যা— বাজপেয়যাগের সময়ে ঋত্বিকেরা গলায় সোনার মালা পরবেন। 'ঋত্বিজো' বলায় চমসাধ্বর্যু, শমিতা প্রভৃতিকে সোনার মালা পরতে হয় না।

বজ্রকিঞ্জল্কা শতপুষ্করা হোতুঃ ।। ৫।।

অনু.— হোতার (মালাটি হবে) হীরকনির্মিত-কেশরবিশিষ্ট (এবং) শতপদ্মযুক্ত।

বিশ্বজিদ্ আজ্যম্ ।। ৬।।

অনু.— এই যাগে বিশ্বজিতের আজ্য (-শস্ত্র পাঠ করতে হয়)।

কয়াশুভতদিদাসেতি মধ্যন্দিনঃ ।। ৭।। [৬]

অনু.— মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্র 'কয়া-' (১/১৬৫), 'তদি-' (১০ / ১২০)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৫/২/৯,১৮ সূত্রেও এই দুটি সূক্তই বিহিত হয়েছে।

সংস্থিতে মরুত্বতীয়ে বার্হস্পত্যেষ্টিঃ ।। ৮।। [৬]

অনু.— মরুত্বতীয় শস্ত্র শেষ হলে 'বার্হস্পত্য' ইষ্টি (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— "বার্হস্পত্যো নৈবারঃ সপ্তদশশরাবঃ; সোঽন্তরেণ নিষ্কেবল্যমরুত্বতীয়ে"— শা. ১৫/২/১২, ১৫।

আজ্যভাগপ্রভৃতীডান্তা ।। ৯।। [৭]

অনু.— (এই ইষ্টি) আজ্যভাগে আরম্ভ, ইড়াভক্ষণে শেষ।

ব্যাখ্যা— 'সৌমিকীভ্যশ্ চান্তরেণ' (১/৫/৩৯) সূত্র অনুসারে আজ্যভাগ এবং স্বিষ্টকৃতের যাজ্যামন্ত্রে দেবতা বৃহস্পতির নাম দ্বিতীয়া বিভক্তিতে উল্লেখ করতে হবে, কিন্তু অন্যত্র তাঁর নাম উল্লেখ করতে হবে না। এখানে বৃত্তিকার তাই বলেছেন 'অত্র বৃহস্পতের্ আদেশো ন কর্তব্যঃ সৌমিকীভ্যশ্ চেতি বচনাত্। আজ্যভাগয়োঃ স্বিষ্টকৃতি চাদেশঃ কর্তব্য এব"। শা. ১৫/২/১৭ সূত্রে বলা হয়েছে "তস্য প্রধানং স্বিষ্টকৃদ্-ইডং চ"— এই ইষ্টিতে প্রধানযাগ, স্বিষ্টকৃত্ এবং ইড়ারই অনুষ্ঠান হবে।

বৃহস্পতিঃ প্রথমং জায়মানো বৃহস্পতিঃ সমজয়দ্ বসূনি ।। ১০।। [৭]

অনু.— (প্রধানযাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'বৃহ-' (৪/৫০/৪), 'বৃহ-' (৬/৭৩/৩)।

ত্বামীড্তে অজিরং দূত্যায়াগ্নিং সুদীতিং সুদৃশং গৃণন্ত ইতি সংযাজ্যে ।। ১১।। [৭]

অনু.— স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা এবং যাজ্যা (যথাক্রমে) 'ত্বামী-' (৭/১১/২), 'অগ্নিং-' (৩/১৭/৪)।

যদি ত্বধ্বর্যব আজিং জাপয়েয়ুর্ অথ ব্রহ্মা তীর্থদেশে মযূখে চক্রং প্রতিমুক্তং তদ্ আরুহ্য প্রদক্ষিণম্ আবর্ত্যমানে বাজিনাং সাম গায়াদ্ আবির্মর্যা আ বাজং বাজিনো অগ্মন্ দেবস্য সবিতুঃ সবে স্বর্গাঁ অর্বন্তো জয়তঃ স্বর্গাঁ অর্বতো জয়তীতি বা ।। ১২।। [৮]

অনু.— অধ্বর্যুরা যখন (যজমানকে) লক্ষ্যস্থলে নিয়ে যাওয়াবেন তখন ব্রহ্মা তীর্থস্থানে অক্ষে পরানো (যে রথের) চাকা সেই (চাকায়) উঠে প্রদক্ষিণক্রমে (চাকাটি) ঘোরান হতে থাকলে 'আবি-' (সু.; সা. পূ. ৪৩৫) এই মন্ত্রে বাজি-সাম গাইবেন।

ব্যাখ্যা— মযূখ = অক্ষ। ব্রহ্মা চাকার অক্ষের উপর উঠলে কয়েকজন চাকাটি ঘোরাতে থাকেন এবং তিনি তখন বাজিসাম গান করেন। ঐ সামমন্ত্রের তৃতীয় চরণে 'অর্বন্তো জয়তঃ' পদের স্থানে তাঁকে 'অর্বতো জয়তি' পাঠ করলেও চলে।

যদি সাম নাধীয়াত্ ত্রির্ এতাম্ ঋচং জপেত্ ।। ১৩।। [৯]

অনু.— যদি (ঐ) সাম না গান করেন (তাহলে) এই মন্ত্র তিন বার জপ করবেন।

ব্যাখ্যা— গান না করে ঐ 'আবি-' মন্ত্রটি তিন বার জপ করলেও চলে।

তৃতীয়েনাভিপ্লবিকেনোক্তং তৃতীয়সবনম্ ।। ১৪।। [৯]

অনু.— (বাজপেয়ের) তৃতীয়সবন অভিপ্লবের তৃতীয় (দিন) দ্বারা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— বাজপেয়ের তৃতীয়সবনের অনুষ্ঠান হয় অভিপ্লবষড়হের তৃতীয় দিনের তৃতীয়সবনের মতো।

চিত্রবতীষু চেত্ স্তুবীরংস্ ত্বং নশ্চিত্র উত্যায়ে বিবস্বদুষস ইত্যগ্নিষ্টোমসাম্নঃ স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ।। ১৫।। [৯]

অনু.— (উদ্গাতারা অগ্নিষ্টোমস্তোত্রে) যদি চিত্রবতী (মন্ত্রগুলিতে) স্তব করেন (তাহলে) অগ্নিষ্টোমসামের স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ (হবে যথাক্রমে) 'ত্বং-' (৬/৪৮/৯, ১০), 'অগ্নে-' (১/৪৪/১, ২)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিষ্টোমসামের স্তোত্রিয়-অনুরূপ বলতে অগ্নিষ্টোমস্তোত্রের ঠিক পরেই পাঠ্য আগ্নিমারুত শস্ত্রের স্তোত্রিয়-অনুরূপকে বুঝতে হবে। চিত্রবতী = সা. উ. ১৬২৩-৪। শা. ১৫/৩/৩,৪ সূত্রেও এই দুই প্রগাথই বিহিত হয়েছে।

ষোড়শী ত্বিহ ।। ১৬।। [৯]

অনু.— এখানে কিন্তু ষোড়শী (সংস্থা অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— ১৪নং সূত্র অনুযায়ী তৃতীয়সবন অভিপ্লবের তৃতীয়সবনের মতো হলেও এবং অভিপ্লবের তৃতীয় দিনে উক্থ্যের অনুষ্ঠান হলেও এখানে বাজপেয়যাগে কিন্তু ষোড়শীর অনুষ্ঠান করতে হবে।

তস্মাদ্ ঊর্ধ্বম্ অতিরিক্তোক্থম্ ।। ১৭।। [১০]

অনু.— তার পরে অতিরিক্ত-উক্থের অনুষ্ঠান করতে হয়।

ব্যাখ্যা— 'তস্মাদ্ ঊর্ধ্বম্' বলায় ষোড়শী না হলে পরে অনুষ্ঠেয় অতিরিক্ত-উক্থও হবে না। এ থেকে বোঝা যায় বাজপেয় যাগে ষোড়শী সংস্থার অনুষ্ঠান নাও হতে পারে। শা. ১৫/৩/৪ সূত্রের বিধানও এই সূত্রের মতোই।

প্র তত্ তে অদ্য শিপিবিষ্ট নাম প্র তদ্ বিষ্ণু স্তবতে বীর্যেণেতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ।। ১৮।। [১১]

অনু.— (অতিরিক্ত-উক্থে) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ (যথাক্রমে) 'প্র তত্-' (৭/১০০/৫-৭), 'প্র তদ্-' (১/১৫৪/২-৪)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৫/৩/৫ সূত্রেও এই দুই তৃচই বিহিত হয়েছে।

ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্ মহ্ তে দিত্সু প্ররাধ্যং স্বামিজ্জকবস্পতে ।। ১৯।। [১২]

অনু.— (অতিরিক্ত-উক্থে শস্ত্রের অন্যান্য মন্ত্র) 'ব্রহ্ম-' (খিল ৩/২২/১), 'মহ্-' (৫/৩৯/৩), 'স্বামি-' (৮/৬/২১)।

ব্যাখ্যা— লক্ষণীয় যে, এখানে সূত্রকার খিল মন্ত্রকেও প্রতীকে উল্লেখ করেছেন। ৪/৬/৩ সূত্রে অবশ্য মন্ত্রটি সম্পূর্ণরূপেই উদ্ধৃত হয়েছে। শা. ১৫/৩/৬, ৭ সূত্রে শেষ দুটি মন্ত্রের স্থানে 'ইমং পিত্রে-' এবং 'ধীতী বা-' মন্ত্র বিহিত হয়েছে।

তং প্রত্নথেতি ত্রয়োদশানাম্ একাং শিষ্ট্বাহূয় দূরোহণং রোহেত্ ।। ২০।। [১৩]

অনু.— (অতিরিক্ত-উক্থে) 'তং-' (৫/৪৪/১-১৩) ইত্যাদি তেরটি (মন্ত্রের) একটি (মন্ত্র) বাকী রেখে আহাব করে দূরোহণ আরোহণ করবেন।

ব্যাখ্যা— ৮/৪/১৪ সূত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আহাবের অবকাশ নেই, তবুও এখানে যাতে আহাব হয় সেই উদ্দেশে সূত্রে 'আহূয়' বলা হয়েছে। শা. ১৫/৩/১০ সূত্রেও প্রায় এই বিধানই পাই।

বৃহস্পতে যুবমিন্দ্রশ্চ বস্ব ইতি পরিধানীয়া ।। ২১।। [১৪]

অনু.— (অতিরিক্ত-উক্থের শস্ত্রে) অন্তিম মন্ত্র হচ্ছে 'বৃহ- (৭/৯৭/১০)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৫/৩/১১ অনুযায়ী অন্তিম মন্ত্র 'যজ্ঞো বভূব-'।

বিভ্রাড় বৃহত্ পিবতু সোম্যং মধ্বিতি যাজ্যা ।। ২২।। [১৪]

অনু.— 'বিভ্রাড়্-' (১০/১৭০/১) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— শা. ১৫/৩/১১ অনুসারে 'প্রজাপতে-' (১০/১২১/১০) মন্ত্রটি হবে যাজ্যা।

তস্য গবাং শতানাম্ অশ্বরথানাম্ অশ্বানাং সাদ্যানাং বহ্যানাং মহানসানাং দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং হস্তিনাং হিরণ্যকক্ষ্যাণাং সপ্তদশ সপ্তদশানি দক্ষিণাঃ ।। ২৩।। [১৪]

অনু.— ঐ (বাজপেয় যাগের) সতেরটি সতেরটি একশ গরু, অশ্বযুক্ত রথ, অশ্ব, মনুষ্যবাহী পশু, ভারবাহী পশু, প্রকাণ্ড শকট, গলায় নিষ্কধারী দাসী, কক্ষে স্বর্ণবেষ্টিত হাতী (হচ্ছে) দক্ষিণা।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে সূত্রের 'সপ্তদশানি' শব্দটি অপপাঠ, বিশুদ্ধ পাঠ হচ্ছে 'সপ্তদশ সপ্তদশ'। সূত্রে 'গবাং' পদের সঙ্গেই 'শতানাম্' পদের সম্পর্ক, 'অশ্বরথানাং' প্রভৃতি পদের সঙ্গে নয়। এই যাগে তাই সতেরটি করে একশ গরু এবং সতেরটি করে অশ্ব ইত্যাদি দক্ষিণা দিতে হয়। 'তস্য' বলায় ষোড়শী সংস্থার অনুষ্ঠান হলে তবেই এই দক্ষিণা, নতুবা নয়। শা. ১৫/৩/১২-১৪ সূত্রে সতেরশ গরু, সতের(-শ) বস্ত্র, সতেরটি বাহনযুক্ত শকট, সতেরটি রথ, সতেরটি হাতী, সতেরটি সোনার নিষ্ক এবং সতেরটি দুন্দুভি দক্ষিণা দিতে বলা হয়েছে।

দশান্যে দক্ষিণাধনা ধনানাং শতাধস্যাপরার্ধ্যানাম্ ।। ২৪।। [১৫]

অনু.— (অথবা) উর্ধ্বপক্ষবিহীন (এবং) নিম্নপক্ষে একশ অন্য দশটি দক্ষিণাপুঞ্জ (থাকবে)।

ব্যাখ্যা— অ-পরার্ধ্য = উর্ধ্বপক্ষবিহীন। শত গরু, অশ্বযুক্ত রথ ইত্যাদি আটটি বস্তু সতেরটি সতেরটি করে না দিয়ে কম পক্ষে একশটি একশটি করে অন্য যে-কোন দশটি ধনসম্পদ্ দক্ষিণা দিতে পারেন। উর্ধ্বপক্ষে কতগুলি করে দিতে হবে তার কোন নিয়ম নেই, যজমানের পক্ষে যতগুলি দেওয়া সম্ভব ততগুলিই তিনি দেবেন। বৃত্তিকারের মতে সূত্রে 'অপরার্ধ্যানাম্' বলা থাকলেও তা দুই শতের কম বলে বুঝতে হবে। পূর্বসূত্রে আটটি পণ্যের কথা এবং এই সূত্রে অন্য দশটি পণ্যের কথা বলা হল।

পূর্বান্ বা গণশোঽভ্যস্যেত্ ।। ২৫।। [১৬]

অনু.— অথবা পূর্বোক্ত (বস্তুগুলিকেই) গণে গণে পুনরাবৃত্তি করবেন।

ব্যাখ্যা— যদি বাড়ীতে দশ রকমের ধনসম্পদ্ না থাকে তাহলে ২৩নং সূত্রে যে গরু, অশ্বযুক্ত রথ ইত্যাদি আটটি বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটি বস্তুই দশটি দশটি করে দেবেন। এ-ক্ষেত্রে বিহিত একই দ্রব্যকে দশটি করে নিয়ে এক একটি পৃথক্ পৃথক্ গণ বা পুঞ্জ ধরা হয়— "ঐকৈকস্য দ্রব্যস্য দশকৃত্বোঽভ্যস্য দশ গণান্ সম্পাদ্য দক্ষিণাং দদ্যাত্" (না.)।

সপ্তদশ সপ্তদশ সম্পাদয়েত্ ।। ২৬।। [১৭]

অনু.— (অথবা দক্ষিণায়) সতেরটি সতেরটি (বস্তু) সম্পন্ন করবেন।

ব্যাখ্যা— বাড়ীতে তাও না থাকলে যে-কোন সতেরটি বস্তু সতেরটি করে দক্ষিণা দেবেন। এই বিকল্পটি নিয়ে ষোড়শীযুক্ত বাজপেয়ে প্রদেয় দক্ষিণার মোট চারটি পক্ষের কথা বলা হল।

ইতি বাজপেয়ঃ ।। ২৭।। [১৮]

অনু.— এই (হল) বাজপেয়।

ব্যাখ্যা— সব রকমের বাজপেয়েই অনুষ্ঠানরীতি এখানে যেমন বলা হল তেমনই। এই যজ্ঞের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রাজা রথে চড়ে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেন এবং বেদির চার পাশে মোট সতেরটি দুন্দুভি বাজান হয়— শ. ব্রা. ৫/১/১/৬ দ্র.।

তেনেষ্ট্বা রাজা রাজসূয়েন যজেত ব্রাহ্মণো বৃহস্পতিসবেন ।। ২৮।। [১৯]

অনু.— ঐ (বাজপেয় দ্বারা) যাগ করে রাজা রাজসূয় দ্বারা যাগ করবেন; ব্রাহ্মণ (যাগ করবেন) বৃহস্পতিসব দ্বারা।

ব্যাখ্যা— বাজপেয়ের পরে রাজা রাজসূয় এবং ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিসবের অনুষ্ঠান করবেন। এই সূত্র থেকে মনে হয় যে, বাজপেয়ে বৈশ্যের কোন অধিকার নেই। বিশেষ উল্লেখ্য যে, শ. ব্রা. ৫/১/১/১৩ এবং গো. ব্রা. (পূর্বার্ধ) ৫/৭ গ্রন্থে কিন্তু আগে রাজসূয় করে পরে বাজপেয় করতে বলা হয়েছে। প্রথম সূত্রে আধিপত্য বা প্রভুত্বের কামনায় বাজপেয়ের বিধান দেওয়া হয়েছিল। এখানে দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণও বাজপেয়ের অনুষ্ঠান করে থাকেন। ব্রাহ্মণ হয় তো তাহলে ক্ষমতায় আসতে চাইতেন, অন্তত প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে। অথবা বিদ্বৎমহলে বা নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাধান্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় তাঁকে এই যাগ করতে হয়।

দশম কণ্ডিকা (৯/১০)

[একাহ— অনিরুক্ত, বিশ্বজিত্-শিল্প]

অনিরুক্তস্য চতুর্বিংশেন প্রাতঃসবনং তৃতীয়সবনঞ্চ ।। ১।।

অনু.— অনিরুক্ত (যাগের) প্রাতঃসবন এবং তৃতীয়সবন চতুর্বিংশ দ্বারা (বলা হয়ে গেছে)।

তং প্রত্নথেতি তু ত্রয়োদশ বৈশ্বদেবম্ ।। ২।।

অনু.— (এই যাগে) বৈশ্বদেব (শস্ত্র) কিন্তু 'তং-' (৫/৪৪/১-১৩) ইত্যাদি তেরটি (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— চতুর্বিংশে পাঠ্য 'যজ্ঞস্য-' (৭/৪/১৮ সূ. দ্র.) এই বৈশ্বদেব নিবিদ্ধানের পরিবর্তে এখানে এই তেরটি মন্ত্র নিবিদ্ধান-সূক্তরূপে পাঠ করতে হবে।

কয়াশুভাতদিদাসেতি মধ্যন্দিনঃ ।। ৩।।

অনু.— (এই যাগে) মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য (শস্ত্র) 'কয়া-' (১/১৬৫), 'তদি-' (১০/১২০)।

ব্যাখ্যা— মাধ্যন্দিন সবন জ্যোতিষ্টোমের মতো হলেও এখানে এই পার্থক্য।

হোত্রকা ঊর্ধ্বং প্রগাথেভ্যঃ প্রথমান্ সম্পাতাঞ্ছংসেয়ুঃ ।। ৪।।

অনু.— হোত্রকেরা (মধ্যন্দিন সবনে স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ পাঠ করে জ্যোতিষ্টোমের) প্রগাথগুলির পরে প্রথম-সম্পাতসূক্তগুলি পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— জ্যোতিষ্টোমের প্রগাথের পরে মৈত্রাবরুণ 'এবা-', ব্রাহ্মণাচ্ছংসী 'ইন্দ্রঃ-' এবং অচ্ছাবাক 'ইমা-' এই সম্পাতসূক্ত পাঠ করবেন। সম্পাতসূক্তের পরে আবার পাঠ করবেন জ্যোতিষ্টোমে পাঠ্য নিজ নিজ শস্ত্রের অন্তিম সূক্ত। ৭/৫/২০ এবং ৮/৪/১৭ সূ. দ্র.। মৈত্রাবরুণ এবং অচ্ছাবাকের ক্ষেত্রে সম্পাতসূক্ত এবং তার পরে পাঠ্য জ্যোতিষ্টোমের অন্তিম সূক্তটি অভিন্ন হওয়ায় ৭/২/১৪, ১৫ সূত্র অনুযায়ী প্রথম সূক্তটির স্থানে ঐ দেবতারই অন্য কোন সূক্ত পাঠ করতে হবে।

অহীনসূক্তানি বা ।। ৫।।

অনু.— অথবা (তাঁরা) অহীনসূক্তগুলি (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অথবা হোত্রকেরা জ্যোতিষ্টোমের প্রগাথের পরে সম্পাতসূক্ত পাঠ না করে ৭/৪/৯,১০ সূত্রে নির্দিষ্ট অহীনসূক্তগুলি পাঠ করবেন এবং তার পরে ৮/৪/১৭ সূত্র অনুযায়ী জ্যোতিষ্টোমে বিহিত নিজ নিজ শস্ত্রের অন্তিম সূক্তটি পড়বেন।

এবং পূর্বে সবনে বৃহত্পৃষ্ঠেষ্বসমাম্নাতেষু ।। ৬।।

অনু.— পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহত্সামবিশিষ্ট অবর্ণিত (একাহযাগগুলিতে) প্রথম দু-টি সবন এইরকম (হবে)।

ব্যাখ্যা— যে-সব একাহের সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলা হয়নি অথবা মোটেই আলোচনা করা হয় নি সেই একাহগুলিতে পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহত্সাম গাওয়া হলে প্রাতঃসবনের এবং মাধ্যন্দিন সবনের অনুষ্ঠান হবে এই অনিরুক্ত যাগের মতোই।

প্রতিকামং বিশ্বজিচ্ছিল্পঃ ।। ৭।।

অনু.— প্রত্যেক কামনায় বিশ্বজিত্-শিল্প (নামে যাগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— বিশ্বজিত্-শিল্প যাগ করলে যার যা কামনা তা পূর্ণ হয়।

তস্য সমানং বিশ্বজিতা প্রগাথেভ্যঃ ।। ৮।।

অনু.— ঐ (যাগের মাধ্যন্দিন সবনের হোত্রকদের) প্রগাথ পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্র বিশ্বজিতের সঙ্গে সমান।

ব্যাখ্যা— বিশ্বজিত্-শিল্প যাগে মাধ্যন্দিন সবনে হোত্রকদের পাঠ্য প্রগাথগুলির পর যেমন অনুষ্ঠান হওয়া উচিত তেমনই হবে। পরবর্তী সূত্রগুলি দ্র.।

বৃহস্পতিসবেনাজ্যং নিষ্কেবল্যমরুত্বতীয়ৌ চ তৃচৌ ।। ৯।।

অনু.— আজ্য (শস্ত্র) এবং মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য তৃচ বৃহস্পতিসবের সঙ্গে (সমান)।

ব্যাখ্যা— এই যাগে সমগ্র আজ্য শস্ত্র এবং মরুত্বতীয় ও নিষ্কেবল্য শস্ত্রের তৃচ বৃহস্পতিসবের মতোই।

তাভ্যাং তু পূর্বে ঐকাহিকে ।। ১০।।

অনু. — ঐ দুই (তৃচের) আগে কিন্তু একাহ্‌যাগের দুটি (সূক্ত এখানে পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— 'ইন্দ্র-' এবং 'নৃণা-' এই দুটি তৃচ (৯/৫/৮ সূ. দ্র.) পাঠ করার আগে জ্যোতিষ্টোমের 'জনিষ্ঠা-' এবং 'ইন্দ্রস্য-' (৫/১৪/২১; ৫/১৫/২২ সূ. দ্র.) সূক্ত এখানে পাঠ করতে হয়।

হোত্রকা উর্দ্ধং প্রগাথেভ্যঃ শিল্পান্যবিকৃতানি শংসেয়ুঃ ।। ১১।।

অনু.— হোত্রকেরা প্রগাথগুলির পরে অবিকৃত শিল্প পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— 'তৌ চেদ-' (৮/৪/৮) ইত্যাদি সূত্রে যেমন বলা হয়েছে তেমনভাবে হোত্রকেরা প্রগাথের পরে বালখিল্য প্রভৃতি শিল্পকে অবিকৃতভাবে অর্থাৎ বিহার, ন্যূঙ্খ প্রভৃতি বর্জন করে পাঠ করবেন।

সামসূক্তানি চ ।। ১২।।

অনু.— এবং সামসূক্তগুলি (-ও তাঁরা শিল্পের পরে পাঠ করবেন)।

আদ্যাংস্ তৃচান্ অহীনসূক্তানাম্ ।। ১৩।।

অনু.— অহীনসূক্তগুলির প্রথম তৃচগুলি (-ও তাঁরা পাঠ করবেন)।

অন্ত্যানাম্ ঐকাহিকানাম্ উত্তমান্ ।। ১৪।।

অনু.— একাহ (জ্যোতিষ্টোম) যাগের অন্তিম (সূক্তগুলির) অন্তিম (তৃচগুলিও তাঁরা পাঠ করবেন)।

সমানং তৃতীয়সবনং বৃহস্পতিসবেন ।। ১৫।।

অনু.— তৃতীয়সবন বৃহস্পতিসবের সঙ্গে সমান।

নাভানেদিষ্ঠস্ ত্বিহ পূর্বো বৈশ্বদেবাত্ তৃচাত্ ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— এখানে কিন্তু বৈশ্বদেব তৃচের আগে নাভানেদিষ্ঠ (সূক্ত পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয়সবন বৃহস্পতিসবের মতো হলেও এখানে 'স্বস্তি-' (আ. ৯/৫/৯ সূ. দ্র.) এই তৃচের আগে 'ইদ-' ইত্যাদি দুটি নাভানেদিষ্ঠ সূক্ত (৮/১/২৪, ২৫ সূ. দ্র.) পাঠ করতে হয়।

এবয়ামরুত্ ত্বাগ্নিমারুতে মারুতাত্ ।। ১৭।। [১৬]

অনু.— আগ্নিমারুত (শস্ত্রে) কিন্তু মারুত (নিবিদ্ধান তৃচের আগে) এবয়ামরুত্ (সূক্ত পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— 'প্র যন্ত-' এই নিবিদ্ধান তৃচ বা সূক্তের (৯/৫/১০ সূ. দ্র.) আগে এখানে এবয়ামরুত্ সূক্তটি পাঠ করতে হয়। সূত্রে 'এবয়ামরুচ্ চাগ্নি-' পাঠও পাওয়া যায়।

তয়োর্ উক্তঃ শস্যোপায়ঃ ।। ১৮।। [১৭]

অনু.— ঐ দুই (সূক্তের) পাঠপ্রণালী বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— এবয়ামরুত্ সূক্ত এবং নাভানেদিষ্ঠ কিভাবে পাঠ করতে হয় তা আগে ৫/১৪/১৫, ১৬; ৮/১/২৪-২৭ ; ৮/৩/৪; ৮/৪/২ সূত্রে বলা হয়েছে। এখানেও সেইভাবেই তা পাঠ করতে হবে।

একাদশ কণ্ডিকা (৯/১১)

[অপ্তোর্যাম]

যস্য পশবো নোপধরেরন্ অন্যান্ বাভিজনান্ নিনীত্সেত সোঽপ্তোর্যামেণ যজেত ।। ১।।

অনু.— যাঁর পশুগুলি (নিজের) কাছে থাকে না অথবা নিকটস্থ অন্য পশুদের সঙ্গে মিলিত হতে চায় (অথবা যিনি নিকটস্থ বা অভিজাত পশু লাভ করতে চান) তিনি অপ্তোর্যাম দ্বারা যাগ করবেন।

মাধ্যন্দিনে শিল্পযোনিবর্জম্ উক্তো বিশ্বজিতা ।। ২।।

অনু.— মাধ্যন্দিন সবনে শিল্প এবং যোনিমন্ত্র ছাড়া (অন্য সব-কিছু) বিশ্বজিত্ দ্বারা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— এই যাগে সত্রযাগের অন্তর্গত বিশ্বজিতের মতোই অনুষ্ঠান হয়, তবে এখানে মাধ্যন্দিন সবনে শিল্পমন্ত্র (৮/৪/৮ সূ. দ্র.) এবং যোনিমন্ত্র (যোনিশংসন) পাঠ করতে হয় না। ৭/৩/১১ এবং ৮/৭/৪-৬ সূত্রে বিহিত যোনিমন্ত্রের পাঠই এখানে নিষিদ্ধ হয়েছে, অগ্নিষ্টোমের ৫/১৫/১৬ সূত্র অনুযায়ী যোনিশংসন হতে কিন্তু কোন বাধা নেই।

একাহেন ।। ৩।।

অনু.— (অথবা) জ্যোতিষ্টোম দ্বারা (বলা হয়ে গেছে)।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে এই অপ্তোর্যামের অনুষ্ঠান জ্যোতিষ্টোমের মতো হতে পারে।

গর্ভকারঞ্ চেত্ স্তুবীরংস্ তথৈব স্তোত্রিয়ানুরূপান্ ।। ৪।।

অনু.— (উদ্গাতারা) যদি গর্ভকার স্তব করেন (তাহলে হোতা ও হোত্রকেরা শস্ত্রে তেমনভাবেই স্তোত্রিয় ও অনুরূপ (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— গর্ভকার কি তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে। ৫-১০ নং সূত্র স্তোত্রিয় ও অনুরূপ দুই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

রথন্তরেণাগ্রে ততো বৈরাজেন ততো রথন্তরেণ ।। ৫।।

অনু.— (গর্ভকার হচ্ছে একই স্তোত্রে) প্রথমে রথন্তর দিয়ে, তার পর বৈরাজ দিয়ে (এবং) তার পর (আবার রথন্তর দিয়ে (গান করা)।

ব্যাখ্যা— স্তোত্রে গর্ভকার করে গান করা হয়ে থাকলে শস্ত্রেও সেইভাবে স্তোত্রিয়ে প্রথমে রথন্তর, পরে বৈরাজ এবং তার পরে আবার রথন্তর সামের যোনি পাঠ করতে হবে এবং অনুরূপে এই দুই সামের সংশ্লিষ্ট অনুরূপ অর্থাৎ আগে রথন্তরের অনুরূপ, পরে বৈরাজের এবং তার পরে আবার রথন্তরের অনুরূপ পাঠ করতে হবে। ৬-১০ নং সূত্রের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতিতে স্তোত্রিয় ও অনুরূপ পাঠ করতে হয়। "বৃহদ্বৈরাজগর্ভং হোতুঃ পৃষ্ঠং ভবতি রথন্তরং বা"— শা. ১৫/৭/২। বৈরাজ সামের যোনি 'পিবা-' (সা. উ. ৯২৭-৯২৯)।

বৃহদ্বৈরাজাভ্যাং বৈবম্ এব ।। ৬।।

অনু.— অথবা (গর্ভকার হচ্ছে) বৃহত্ এবং বৈরাজ দিয়ে এইভাবেই (গান করা)।

ব্যাখ্যা— বৈবম্ = বা + এবম্। বৃহত্ ও বৈরাজের গর্ভকার গান হয়ে থাকলে শস্ত্রেও এই দুই সামের যোনি স্তোত্রিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট অনুরূপ মন্ত্র অনুরূপ অংশে সেই ক্রমেই পাঠ করতে হবে। প্রথমে বৃহত্সাম, পরে বৈরাজসাম এবং তার পরে আবার

বৃহত্সাম দিয়ে গান করলেও গর্ভকারস্তব হয়। ধরা যাক, কোন স্তোত্র একবিংশ স্তোমে গাইতে হবে। তাহলে প্রথমে বৃহত্সামের প্রথম দু-টি মন্ত্রকে তিনবার করে এবং তৃতীয় মন্ত্রটি মাত্র একবার গাইতে হবে। পরে বৈরাজ সামের প্রথম মন্ত্রকে একবার এবং অপর দু-টি মন্ত্রকে তিনবার করে গাইতে হয়। এর পর আবার বৃহত্সামের যোনিকে আগের মতোই গাইতে হয়। স্তোম তিনের দ্বারা বিভাজ্য না হলে মধ্যবর্তী সামটিতেই স্তোম হ্রাস করা হয়। যেমন চতুশ্চত্বারিংশ স্তোমের ক্ষেত্রে বৃহত্ সামে পঞ্চদশ, পঞ্চদশ এবং বৈরাজে চতুর্দশ স্তোম হবে। স্তোত্রে সামগুলি যে স্থানে থাকবে শস্ত্রের স্তোত্রিয়ে সামের যোনিগুলিও ঠিক সেই স্থানে (= ক্রমে) রেখেই পাঠ করতে হবে। "চতুর্বিংশাতিদেশাদ্ বিশ্বজিতো নিঃষ্কবল্যে যোনিশংসনে প্রাপ্তং যচ্ চ বিশ্বজিত্যেব হোত্রকাণাং বিহিতং যোনিশংসনং তস্যোভয়স্য পর্যুদাসার্থং যোনিগ্রহণম্। যত্ পুনঃ সামান্যবিহিতম্ অক্রিয়মাণানাং স্বযোনিভাবনিমিত্তং তদ্ অত্র ন প্রতিষিধ্যতে" (না.)।

বামদেব্যশাক্করে মৈত্রাবরুণস্য ।। ৭।।

অনু.— মৈত্রাবরুণের (শস্ত্রে) বামদেব্য এবং শাক্কর (সামকে এইভাবেই প্রয়োগ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— যদি উদ্গাতারা দ্বিতীয় পৃষ্ঠস্তোত্রে অর্থাৎ মাধ্যন্দিন সবনের তৃতীয় স্তোত্রে বামদেব এবং শাক্কর সাম দিয়ে গর্ভকার গান করে থাকেন তাহলে মৈত্রাবরুণ তাঁর শস্ত্রে প্রথমে বামদেব্য, পরে শাক্কর এবং তার পরে আবার বামদেব্যের যোনি পাঠ করবেন। বামদেব্য এবং শাক্কর সামের যোনি হচ্ছে যথাক্রমে 'কয়া ন-' (সা. উ. ৬৮২-৪) এবং 'বিদা মঘবন্-' (সা. পূ. ৬৪১-৬৫০)। মতান্তরে শাক্কর সামের যোনি 'প্রো ষ্বস্মৈ-' (সা. উ. ১৮০১-১৮০৩)। শা. ১৫/৭/৩ সূত্রের বিধানও তা-ই।

নৌধসবৈরূপে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ ।। ৮।। [৭]

অনু.— ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর (শস্ত্রে) নৌধস এবং বৈরূপ (সামকে এইভাবেই পাঠ করতে হবে।

ব্যাখ্যা— পূর্ববর্তী পৃষ্ঠস্তোত্রে অর্থাৎ মাধ্যন্দিনের চতুর্থ স্তোত্রে নৌধস ও বৈরূপ দিয়ে গর্ভকার গান গাওয়া হয়ে থাকলে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীও তাঁর শস্ত্রে গর্ভকারের জন্য নৌধস, বৈরূপ এবং আবার নৌধস সামের যোনি পাঠ করবেন। 'তং বো-' (সা. উ. ৬৮৫, ৬৮৬), 'যদ্ দ্যাব-' (সা. উ. ৮৬২.৮৬৩) যথাক্রমে নৌধস এবং বৈরূপ সামের যোনি। বৃত্তিকারের মতে প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে রথন্তর সাম প্রয়োগ করা হলে এইভাবে নৌধস ও বৈরূপের স্তোত্রিয় ও অনুরূপ পাঠ করা হয়। "শ্যৈতং বৈরূপগর্ভং ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনো নৌধসং বা"— শা. ১৫/৭/৪।

শ্যৈতবৈরূপে বা ।। ৯।। [৮]

অনু.— অথবা শ্যৈত এবং বৈরূপকে (এইভাবে প্রয়োগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয় পৃষ্ঠস্তোত্রে অর্থাৎ মাধ্যন্দিনের চতুর্থ স্তোত্রে বৈরূপ সাম গর্ভকার হলে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীও গর্ভকারের জন্য শ্যৈত, বৈরূপ এবং আবার শ্যৈত সামের যোনি পাঠ করবেন। শ্যৈত এবং বৈরূপ সামের যোনি হচ্ছে যথাক্রমে 'অভি প্রবঃ-' (সা. উ. ৮১১, ৮১২) এবং 'যদ্ দ্যাব-' (সা. উ. ৮৬২, ৮৬৩)। বৃত্তিকারের মতে প্রথম পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহত্সাম প্রয়োগ করা হলেই এই নিয়ম।

কালেয়রৈবতে অচ্ছাবাকস্য ।। ১০।। [৯]

অনু.— অচ্ছাবাকের (শস্ত্রে) কালেয় এবং রৈবত (সাম এইভাবেই পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— চতুর্থ পৃষ্ঠস্তোত্রে অর্থাৎ মাধ্যন্দিনের পঞ্চম স্তোত্রে কালেয় এবং রৈবত সাম গর্ভকার হয়ে থাকলে অচ্ছাবাকও তাঁর শস্ত্রে কালেয়, রৈবত এবং কালেয় সামের যোনি পাঠ করবেন। যথাক্রমে 'তরোভির্বো-' (সা. উ. ৬৮৭, ৬৮৮) কালেয় এবং 'রেবতীর্নঃ-' (সা. উ. ১০৮৪-৬) রৈবত সামের যোনি। শা. ১৫/৭/৫ সূত্রেরও এই একই বিধি।

সামানন্তর্ষেণ দ্বৌ দ্বৌ প্রগাথাব্ অগর্ভকারম্ ॥ ১১॥ [১০]

অনু.— (প্রত্যেকে) সাম অনুযায়ী দু-টি দু-টি প্রগাথ গর্ভকার না করে (পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— হোতা এবং হোত্রকেরা স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ পাঠ করার পরে জ্যোতিষ্টোমের প্রগাথ এবং নিজ শস্ত্রের ঠিক পূর্ববর্তী স্তোত্রে যে যে সাম গাওয়া হল সেই সামের সামপ্রগাথকে গর্ভকার না করে পাঠ করবেন। প্রসঙ্গত ৭/৩/১৬-২০ এবং ৮/৭/১১ সূ. দ্র.। বৃত্তিকারের মতে "বিশ্বজিতি তা অন্তরেণ কদ্বতশ্চেতি সামপ্রগাথানাং পূর্বম্ এব প্রবেশ উক্তঃ। তন্নিবৃত্ত্যর্থং সামানন্তর্যেণ ইত্যুক্তম্"।

অতিরাত্রস্ ত্বিহ ॥ ১২॥ [১১]

অনু.— এখানে কিন্তু অতিরাত্র (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— ৫/১১/১ ইত্যাদি সূত্রে বিহিত অতিরাত্রের সমস্ত নিয়মই এখানে পালিত হবে।

অদ্বিপদোক্থ্যশ্ চেদ্ বৈষুবতং তৃতীয়সবনম্ ॥ ১৩॥ [১২]

অনু.— যদি উক্থ্যস্তোত্র দ্বিপদাবিহীন হয় (তাহলে) তৃতীয়সবন (হবে) বিষুবানের মতো।

ব্যাখ্যা— ৮/৪/৮ সূত্র অনুযায়ী উক্থ্যস্তোত্রগুলি যদি দ্বিপদা-মন্ত্রে না গেয়ে অন্য কোন মন্ত্রে গাওয়া হয় তাহলে কিন্তু তৃতীয়সবনের অনুষ্ঠান বিশ্বজিতের মতো না হয়ে বিষুবান্ দিনের মতোই হবে।

ঊর্ধ্বম্ আশ্বিনাদ্ অতিরিক্তোক্থানি ॥ ১৪॥ [১৩]

অনু.— আশ্বিনশস্ত্রের পরে (হোতা এবং হোত্রকেরা) অতিরিক্ত-উক্থ (নামে অপ্তোর্যাম-শস্ত্রগুলি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— "আশ্বিনাদ্ ঊর্ধ্বম্ অতিরিক্তোক্থানি"— শা. ১৫/৮/৬।

জরাবোধ তদ্ বিবিড্‌ঢি জরমাণঃ সমিধ্যসেঽগ্নিনেন্দ্রেণা ভাত্যগ্নিঃ ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ম্ ইতি পরিধানীয়া। যুবং দেবা ক্রতুনা পূর্ব্যেণেতি যাজ্যা ॥ ১৫॥ [১৪]

অনু.— (অতিরিক্ত-উক্থে হোতার শস্ত্র) 'জরা-' (১/২৭/১০-১২), 'জর-' (১০/১১৮/৫-৭), 'অগ্নিনে-' (৮/৩৫), 'আ ভাত্য-' (৫/৭৬)। 'ক্ষেত্রস্য-' (৪/৫৭/১) অন্তিম (মন্ত্র)। 'যুবং-' (৮/৫৭/১) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— 'অগ্নিনে-' এবং 'আ ভাত্য-' এই দু-টি সূক্তকে পাদে পাদে থেমে পড়তে হয়। তার মধ্যে প্রথম সূক্তটির 'অর্বাগ্-' (৮/৩৫/২২-২৪) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র আগে যেমন বলা হয়েছে তেমনই পাদে পাদে থেমে, অর্ধাংশে অর্ধাংশে থেমে এবং পংক্তির মতো থেমে পড়তে হয়। 'জরা-', 'জর-' এবং 'আ-' মন্ত্রগুলি শা. ১৫/৮/৭, ১৪ সূত্রেও বিহিত হয়েছে।

যদদ্য কচ্ চ বৃত্রহন্নুদ্যেদভি শ্রুত্তামঘমা নো বিশ্বাভিঃ প্রাতর্যাবাণা ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তমূর্মিম্ ইতি পরিধানীয়া। যুবাং দেবাস্ত্রয় একাদশাস ইতি যাজ্যা ॥ ১৬॥ [১৫]

অনু.— (মৈত্রাবরুণের শস্ত্র) 'যদ-' (৮/৯৩/৪-৬), 'উদ্-' (৮/৯৩/১-৩), 'আ নো-' (৮/৮), 'প্রাত-' (৫/৭৭), অন্তিম (মন্ত্র) 'ক্ষেত্রস্য-' (৪/৫৭/২)। যাজ্যা 'যুবাং-' (৮/৫৭/২)।

ব্যাখ্যা— 'প্রাত-' সূক্তটি এবং অন্তিম মন্ত্রটি পাদে পাদে থেমে পড়তে হয়। ২২নং সূ. দ্র.। 'প্রাত-' সূক্তটি শা. ১৫/৮/১৫ সূত্রেও বিহিত হয়েছে।

তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহাঁ ইন্দ্রো য ওজসা নূনমশ্বিনা তং বাং রথং মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপ ইতি পরিধানীয়া পনায্যং তদশ্বিনা কৃতং বাম্ ইতি যাজ্যা ।। ১৭।। [১৬]

অনু.— (ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর শস্ত্র) 'তমি-' (৮/৯৩/৭-৯), 'মহাঁ-' (৮/৬/১-৩), 'আ নূন-' (৮/৯), 'তং-' (৪/৪৪)। অন্তিম (মন্ত্র) 'মধু-' (৪/৫৭/৩)। যাজ্যা 'পনা-' (৮/৫৭/৩)।

ব্যাখ্যা— 'আ নূন-' এই সূক্তের দশম ও দ্বাদশ মন্ত্র, সমগ্র 'তং-' সূক্ত এবং অন্তিম মন্ত্রটি পাদে পাদে থেমে পড়তে হবে। ২২ নং সূ. দ্র.।

অতো দেবা অবন্তু ন ইতি স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ।। ১৮।। [১৭]

অনু.— (অচ্ছাবাকের শস্ত্রে) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ 'অতো-' (১/২২/১৬-২১)।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি মন্ত্র স্তোত্রিয়, পরের তিনটি অনুরূপ।

উত নো ধিয়ো গো-অগ্রা ইতি বানুরূপস্যোত্তমা ।। ১৯।। [১৮]

অনু.— অথবা অনুরূপের শেষ (মন্ত্র হবে) 'এই উত-' (১/৯০/৫)।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে 'বিষ্ণোঃ-' (১/২২/১৯,২০) ইত্যাদি দু-টি মন্ত্র এবং এই 'উত-' (১/৯০/৫) মন্ত্র নিয়ে অনুরূপ তৃচ গঠিত হতে পারে। এটি অবশ্য সূত্রের আপাতগ্রাহ্য অর্থ। বৃত্তিকারের মতে 'ইদং-' (১/২২/১৭-১৯) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র স্তোত্রিয় এবং 'তদ্-' (১/২২/২০,২১) ইত্যাদি দু-টি মন্ত্র ও 'উত-' এই মন্ত্রটি অনুরূপ।

ঈলে দ্যাবাপৃথিবী উভা উ নূনং দৈব্যা হোতারা প্রথমা পুরোহিতেতি পরিধানীয়ায়ং বাং ভাগো নিহিতো যজত্রেতি যাজ্যা ।। ২০।। [১৯]

অনু.— (অচ্ছাবাকের পাঠ্য অন্যান্য মন্ত্র) 'ঈলে-' (১/১১২), 'উভা-' (১০/১০৬)। অন্তিম (মন্ত্র) 'দৈব্যা-' (১০/৬৬/১৩)। যাজ্যা 'অয়ং-' (৮/৫৭/৪)।

ব্যাখ্যা— দু-টি সূক্ত এবং অন্তিম মন্ত্রটি পাদে পাদে থেমে পাঠ করতে হবে।

যদি নাধীয়াত্ পুরাণমোকঃ সখ্যং শিবং বাম্ ইতি চতস্রো যাজ্যাঃ ।। ২১।। [২০]

অনু.— যদি (অচ্ছাবাক উপরি-নির্দিষ্ট মন্ত্রগুলি) না পাঠ করেন (তাহলে) 'পুরাণ-' (৩/৫৮/৬-৯) ইত্যাদি চারটি (মন্ত্র হবে) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— অপ্তোর্যামে আশ্বিনশস্ত্রের পরে দশ চমসের আহুতি হয়ে গেলে চারটি অপ্তোর্যাম স্তোত্র গান করতে এবং চারটি অপ্তোর্যাম শস্ত্র অর্থাৎ অতিরিক্ত-উক্‌থ পাঠ করতে হয়। প্রত্যেক শস্ত্রের পরে দশটি করে চমসের সোম আহুতি দেওয়া হয়। চার শস্ত্রে চার ঋত্বিক্‌কে যে যে মন্ত্র পাঠ করতে হয় তা ১৫-২০ নং সূত্রে বলা হয়েছে। যদি ঐ মন্ত্রগুলি তাঁরা পাঠ করতে না চান (পাঠ করতে হলে যে ব্রত পালন করা কর্তব্য তা করতে অসমর্থ হলে) তাহলে 'পুরাণ-' ইত্যাদি চারটি মন্ত্র হবে যথাক্রমে চার ঋত্বিকের যাজ্যা। আচার্য সায়ণের ভাষ্য অনুযায়ী অবশ্য অচ্ছাবাক নিজ শস্ত্রে ১৮-২০ নং সূত্রের মন্ত্রগুলি পাঠ না করলে এই চারটি মন্ত্রকে তিনি যাজ্যা হিসেবে পাঠ করবেন। বৃত্তিকারের মতে যদি অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে চমসের আহুতি দেওয়া হয় তাহলে এই চার মন্ত্র হবে যাজ্যা। অপর পক্ষে যদি যথাক্রমে অগ্নি, ইন্দ্র, বিশ্বেদেবাঃ এবং বিষ্ণু চমসের দেবতা হন তাহলে ভিন্ন যাজ্যা মন্ত্র হবে যথাক্রমে যথা-' (৬/৪/১), 'অগ্নে-' (৬/২৩/৫), 'তীর্ণে-' (৬/৫২/১৭) এবং 'পরো-' (৭/৯৯/১)। শা. ১৫/৮/২১ সূত্রেও 'পুরাণ-' ইত্যাদি চার মন্ত্রের বিধান আছে।

তদ্ বো গায় সুতে সচা স্তোত্রমিন্দ্রায় গায়ত ত্যমু ষঃ সত্রাসাহং সত্রা তে অনু কৃষ্টয় ইতি বা স্তোত্রিয়ানুরূপাঃ ।। ২২।। [২১]

অনু.— অথবা (মৈত্রাবরুণ এবং ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর) স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ (যথাক্রমে) 'তদ্-' (৬/৪৫/২২-২৪), স্তোত্র-' (৮/৪৫/২১-২৩); 'ত্যমু-' (৮/৯২/৭-৯), 'সত্রা-' (৪/৩০/২-৪)।

ব্যাখ্যা— প্রথম দু-টি তৃচ মৈত্রাবরুণের এবং পরের দুটি তৃচ ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর স্তোত্রিয় ও অনুরূপ।

অপরিমিতা পরঃসহস্রা দক্ষিণাঃ ।। ২৩।। [২২]

অনু.— (এই যাগে) সহস্রাধিক অপরিমিত (বস্তু হবে) দক্ষিণা।

ব্যাখ্যা— এই যাগে কমপক্ষে একহাজারের বেশী এবং উর্ধ্বপক্ষে দু-হাজারের কম দক্ষিণা দিতে হয়।

শ্বেতশ্ চাশ্বতরীরথো হোতুর্ হোতুঃ ।। ২৪।। [২৩]

অনু.— এবং অশ্বতরীযুক্ত সাদা রথ হোতার (দক্ষিণা)।

ব্যাখ্যা— অশ্বতরী = ঘোড়া ও গাধার মিলনে উৎপন্ন স্ত্রী প্রাণী। অন্য ঋত্বিকের অপেক্ষায় হোতাকে অশ্বতরী দ্বারা বাহিত শ্বেতবর্ণের একটি রথ অতিরিক্ত দক্ষিণা দিতে হয়। রথকে শ্বেতবর্ণ করা হয় রূপা অথবা অন্য কিছু দিয়ে মুড়ে।

দশম অধ্যায়

প্রথম কণ্ডিকা (১০/১)

[একাহ— জ্যোতিঃ, নবসপ্তদশ, বিষুবত্‌স্তোম, গৌ, অভিজিত্‌, আয়ুঃ, বিশ্বজিত্‌, অহীনের সাধারণ নিয়ম]

জ্যোতির্ ঋদ্ধিকামস্য ।। ১।।

অনু.— সমৃদ্ধিপ্রার্থীর (পক্ষে করণীয় যাগ হচ্ছে) 'জ্যোতিঃ'।

ব্যাখ্যা— পুত্র, পশু, অন্ন প্রভৃতি দ্বারা বৃদ্ধিলাভ হচ্ছে সমৃদ্ধি।

নবসপ্তদশঃ প্রজাতিকামস্য ।। ২।।

অনু.— প্রজননপ্রার্থীর (কর্তব্য যাগ) 'নবসপ্তদশ'।

ব্যাখ্যা— প্রজাতি = প্রজাসম্পদ্ = সন্তান প্রভৃতি।

বিষুবত্‌স্তোমো ভ্রাতৃব্যবতঃ ।। ৩।।

অনু.— শত্রুযুক্ত (ব্যক্তির কর্তব্য যাগ) 'বিষুবত্‌স্তোম'।

ব্যাখ্যা— কেউ শত্রুতা করলে এই যাগটি তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে হয়।

গৌর্ অভিজিচ্ চ ।। ৪।।

অনু.— 'গৌ' এবং 'অভিজিত্‌' (যাগও শত্রুযুক্ত ব্যক্তিকে করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— দু-টির যে-কোন একটি যাগই করলে চলে।

গৌর্ উভয়সামা সর্বস্তোমো বুভূষতঃ ।। ৫।।

অনু.— মহত্ত্বপ্রার্থী (ব্যক্তির যাগ হচ্ছে) উভয়সামবিশিষ্ট সর্বস্তোমযুক্ত 'গৌ'।

ব্যাখ্যা— এটি আগেরটির অপেক্ষায় অন্য একটি 'গো' যাগ। শত্রুতার জন্য নয়, করতে হয় মহত্ত্বলাভের জন্য।

আয়ুর্ দীর্ঘব্যাধেঃ ।। ৬।।

অনু.— দীর্ঘরোগগ্রস্তের (কর্তব্য যাগ) 'আয়ুঃ'।

পশুকামস্য বিশ্বজিত্‌ ।। ৭।।

অনু.— পশুকামী (ব্যক্তির করণীয় যাগ) 'বিশ্বজিত্‌'।

ব্রহ্মবর্চসকাম-বীর্যকাম-প্রজাকাম-প্রতিষ্ঠাকামানাং পৃষ্ঠ্যাহান্যাদিতঃ পৃথক্‌কামৈঃ ।। ৮।। [৭]

অনু.— ব্রহ্মবর্চসপ্রার্থী, বীরত্বপ্রার্থী, প্রজাপ্রার্থী এবং প্রতিষ্ঠাকামী (ব্যক্তিদের) পৃথক্ পৃথক্ কামনায় পৃষ্ঠ্যষড়হের প্রথম থেকে (চারটি দিনের পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠান করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ব্রহ্মবর্চসপ্রার্থী ব্যক্তি পৃষ্ঠ্যের প্রথমদিনের, বীরত্বপ্রার্থী দ্বিতীয় দিনের, প্রজাপ্রার্থী তৃতীয় দিনের এবং প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তি চতুর্থ দিনের অনুষ্ঠান করবেন।

ইত্যতিরাত্রাঃ ।। ৯।। [৮]

অনু.— এই (হল) অতিরাত্র।

ব্যাখ্যা— ১-৮ নং সূত্রে বিহিত একাহগুলিতে অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করতে হয়।

তেষাম্ আদ্যাস্ ত্রয় ঐকাহিকশস্যাঃ ।। ১০।। [৯]

অনু.— ঐগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি (যাগ) একাহ (-জ্যোতিষ্টোমের) শস্ত্রবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— প্রথম তিনটি যাগের শস্ত্রগুলি জ্যোতিষ্টোমের অতিরাত্র-যাগেরই মতো। যাগের নাম 'জ্যোতিঃ' (১নং সূ.দ্র.) বলে অভিপ্লবের প্রথম দিনের মতো এবং নাম 'বিষুবত্' (৩নং সূ.দ্র.) বলে বিষুবান্ দিনের মতো অনুষ্ঠান হবে এই ভ্রান্ত ধারণা যাতে না হয় সেই কারণেই আলোচ্য সূত্রের অবতারণা।

ইত্যেকাহাঃ ।। ১১।। [১০]

অনু.— এই (হল নানা) একাহযাগ।

অথাহীনাঃ ।।১২।। [১১]

অনু.— এর পর অহীনযাগ (-গুলি বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— উল্লেখ্য যে, ১০/২/২৩ সূত্র অনুসারে সব অহীনেরই চতুর্থ দিন ষোড়শীর অনুষ্ঠান করতে হয়।

দ্ব্যহপ্রভৃতয়ো দ্বাদশরাত্রপরার্ধ্যা অগ্নিষ্টোমাদয়োঽতিরাত্রান্তা মাসাপবর্গা অপরিমাণদীক্ষাঃ ।। ১৩।। [১২]

অনু.— (অহীন যাগগুলি) কমপক্ষে দু-দিন থেকে ঊর্ধ্বপক্ষে বারো দিন (সুত্যাবিশিষ্ট), অগ্নিষ্টোমে শুরু, অতিরাত্রে শেষ, এক মাসে সমাপ্য (এবং) অপরিমিত দীক্ষাবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— অহীনে বারো দিন উপসদ্ ইষ্টি (৪/৮/২১ সূ. দ্র.), সুত্যাদিন যাগ অনুযায়ী কমপক্ষে দুই ও ঊর্ধ্বপক্ষে বারো এবং যাগ শেষ হতে লাগে মোট ত্রিশ দিন। দ্ব্যহযাগে তাহলে বাকী দিনগুলি অর্থাৎ ৩০-(১২ + ২) = ১৬ দিন ধরে দীক্ষণীয়া ইষ্টি হবে। সংক্ষেপে দাঁড়াচ্ছে এই যে, ৩০ দিন- (উপসদের ১২ দিন + নির্দিষ্ট দুই, তিন ইত্যাদি সুত্যাদিন) = ঊর্ধ্বপক্ষে ১৬ দিন দীক্ষা। দ্বাদশাহযাগে তাই ৩০- (১২ + ১২) = ৬ দিন দীক্ষণীয়েষ্টি হওয়ার কথা, কিন্তু দ্বাদশাহ শেষ হয় ৩৬ দিনে। 'ষট্‌ত্রিংশদ্-অহো বা এব যো দ্বাদশাহঃ'- ঐ. ব্রা. ১৯/২; শা. ১০/১/২-৪ দ্র.। সেখানে দীক্ষণীয়া ইষ্টি হবে তাই ১২ দিন ধরে। কাত্যায়ন বলেছেন 'দীক্ষাঃ সুত্যোপসচ্ছেষেণ' (কা. শ্রৌ. ২৩/১/২)। সব অহীনেই প্রথম সুত্যাদিনে অগ্নিষ্টোমের এবং শেষ সুত্যাদিনে অতিরাত্রে অনুষ্ঠান করতে হয়। "দ্বিরাত্রপ্রভৃতয়োঽহীনা দ্বাদশাহপর্যন্তাঃ"— শা. ১১/১/৩; "মাসাপবর্গা অহীনাঃ"- শা. ১৬/২০/৮।

ঐকাহাংশ্ চৈতরেয়িণঃ ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— ঐতরেয়ীরা (বলেন) একাহযাগগুলিও (এইরকম)।

ব্যাখ্যা— ঐতরেয়ীদের মতে একাহযাগও একমাস ধরে চলে এবং দীক্ষার দিন-সংখ্যার কোন স্থিরতা সেখানে থাকে না।

সাহস্রশশ্ চ দক্ষিণাঃ ।। ১৫।। [১৪]

অনু.— এবং এক হাজার করে দক্ষিণা (হবে)।

ব্যাখ্যা— ঐতরেয়ীদের মতে সমস্ত একাহযাগে একহাজার করে দক্ষিণা দিতে হয়।

অতিরাত্রাশ্ চ সর্বশঃ ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— এবং (একাহগুলি) সর্বত্র অতিরাত্র (-বিশিষ্ট হবে)।

ব্যাখ্যা— ঐতরেয়ীদের মতে সমস্ত একাহেই অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করতে হয়।

তত্রাহ্নাং সংখ্যাঃ সংখ্যাতাঃ ষডহান্তা অভিপ্লবাত্ ।। ১৭।। [১৬]

অনু.— ঐ (অহীনে) ষড়হ পর্যন্ত দিনের নির্দিষ্ট সংখ্যাগুলি অভিপ্লব (ষড়হ) থেকে (প্রয়োজনমত নিতে হবে)।

ব্যাখ্যা— ষড়হ পর্যন্ত অহীনে নির্দিষ্ট সুত্যাদিনগুলির অনুষ্ঠান হবে অভিপ্লবষড়হের ছয় সুত্যাদিনের মতো। যে অহীনে যে ক-টি সুত্যাদিনের প্রয়োজন অভিপ্লবষড়হের ছ-টি দিন থেকেই যথাক্রমে সেই ক-টি সুত্যাদিন নিয়ে ঐ অহীনের অনুষ্ঠান হবে। দ্ব্যহে তাই অভিপ্লবের প্রথম দু-দিনের, ত্র্যহে প্রথম তিন দিনের, চতুরহে চার দিনের, পঞ্চাহে পাঁচ দিনের এবং ষড়হে ছটি দিনেরই অনুষ্ঠান হয়। 'সংখ্যাতাঃ' বলায় যে যাগগুলির কথা এই গ্রন্থে বলা নেই সেই যাগগুলির অনুষ্ঠান হবে কিন্তু অভিপ্লবের মতো নয়, পৃষ্ঠ্যষড়হের মতো। প্রসঙ্গত সত্র-সম্পর্কিত কা. শ্রৌ. ২৪/১/৪-১০ দ্র.।

অতিরাত্রস্ ত্বন্ত্যঃ সংখ্যাপূরণে গৃহীতানাম্ ।। ১৮।। [১৭]

অনু.— (দিনের) সংখ্যাপূরণের ক্ষেত্রে গৃহীত (দিনগুলির) শেষ (দিনটি হবে) অবশ্য অতিরাত্র।

ব্যাখ্যা— ১৩নং সূত্রে বলা হয়েছে অহীনের শেষ দিনে অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করতে হয়। আগামীতে উল্লিখিত সেই সেই সূত্রের নির্দেশমত অন্য যাগ থেকে দিন নিয়ে সেই গৃহীত দিনগুলি দ্বারা অহীনের প্রয়োজনীয় সব ক-টি সুত্যাদিন যখন পূরণ করা সম্ভব হয় তখনই গৃহীত দিনগুলির শেষ দিনে ঐ ১৩নং সূত্র অনুযায়ী অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু যদি দিনসংখ্যার পূরণ না হয় তাহলে পরবর্তী সূত্র অনুযায়ী অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হবে।

হানৌ বৈশ্বানরোঽধিকঃ ।। ১৯।। [১৮]

অনু.— (সংখ্যার) ঘাটতি হলে বৈশ্বানর (হবে সেই) অতিরিক্ত (দিন)।

ব্যাখ্যা— যদি কোন সূত্রে কোন অহীনের অনুষ্ঠানসূচীর বিবরণ দেওয়ার সময়ে যে দিনগুলির ব্যবস্থা ঐ সূত্রে ও অহীনে করা হয়েছে সেই দিনগুলির মোট সংখ্যা ঐ অহীনের মোট দিনসংখ্যার অপেক্ষায় এক দিন কম হয় তাহলে সেখানে যে-দিনটির ঘাটতি পড়েছে সেই দিনটিতে বৈশ্বানর অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম অতিরাত্রের (১১/১/৫ সু. দ্র.) অনুষ্ঠান করতে হবে। উদাহরণের জন্য ১০/৩/২৮-৩১, ৩৪, ৩৮-৪০; ১০/৪/৭; ১০/৫/৬ ইত্যাদি সূ. দ্র.।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা (১০/২)

[বিভিন্ন দ্ব্যহ, ত্র্যহ, চতুরহ এবং পঞ্চাহ যাগ]

আঙ্গিরসং স্বর্গকামঃ ।। ১।।

অনু.— স্বর্গপ্রার্থী (ব্যক্তি) 'আঙ্গিরস' (যাগ করবেন)।

যো বা পুণ্যো হীনোঽনুপ্রেপ্সুঃ স্যাত্ ।। ২।।

অনু.— অথবা (সদাচার থেকে) ভ্রষ্ট যে পুণ্যবান্ (ব্যক্তি) আবার (পূর্বাবস্থালাভে) ইচ্ছুক (তিনি এই যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকার পুণ্য শব্দের অর্থ করেছেন সুখভাক্ বা সুখভোগকারী।

চৈত্ররথম্ অন্নাদ্যকামঃ ।।৩।।

ব্যাখ্যা— ভোজ্য-অন্নপ্রার্থী চৈত্ররথ (যাগ করবেন)।

কাপিবনং স্বর্গকামঃ ।। ৪।। [৩]

অনু.— স্বর্গপ্রার্থী 'কাপিবন' (যাগ করবেন)।

ইতি দ্ব্যহাঃ ।। ৫।। [৩]

অনু.— এই (হল তিনটি) দ্ব্যহযাগ।

প্রথমস্য তূত্তরস্যাহ্নস্ তার্তীয়ং তৃতীয়সবনম্ ।। ৬।। [৪]

অনু.— প্রথম (যাগের) পরের দিনটির তৃতীয়সবন (হবে কিন্তু অভিপ্লবের) তৃতীয় দিনের (তৃতীয় সবন)।

ব্যাখ্যা— ১০/১/১৭ সূত্র অনুযায়ী আঙ্গিরস যাগের দ্বিতীয় দিনে আগাগোড়া অভিপ্লবষড়হের দ্বিতীয় দিনের মতোই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা, কিন্তু এই সূত্র অনুসারে সেই দিন তৃতীয়সবনের অনুষ্ঠান হবে অভিপ্লবের তৃতীয় দিনের তৃতীয়সবনের মতো।

ত্বং হি ক্ষৈতবদ্ ইতি চাজ্যম্ ।। ৭।। [৫]

অনু.— এবং (ঐ যাগে) আজ্য (শস্ত্র হবে) 'ত্বং-' (৬/২)।

গর্গত্রিরাত্রং স্বর্গকামঃ ।। ৮।। [৬]

অনু.— স্বর্গপ্রার্থী 'গর্গত্রিরাত্র' (যাগ করবেন)।

তস্য মধ্যমস্যাহ্নো বামদেব্যং পৃষ্ঠং বিশোবিশীয়ম্ অগ্নিষ্টোমসাম। ।। ৯।। [৭]

অনু.— ঐ (যাগের) মাঝের দিনটির পৃষ্ঠস্তোত্র বামদেব্য (-সামযুক্ত এবং) অগ্নিষ্টোমস্তোত্র বিশোবিশীয় (-সামযুক্ত হবে)।

ব্যাখ্যা— 'কয়া-' (সা. উ. ৬৮২-৮৪) বামদেব্য এবং 'বিশোবিশো' (সা. উ. ১৫৬৪-৬৬) বিশোবিশীয় সামের যোনি।

বারবন্তীয়ম্ উত্তমে ।। ১০।। [৮]

অনু.— শেষ (দিনে ঐ যাগে অগ্নিষ্টোমস্তোত্র হবে) বারবন্তীয় (-সামযুক্ত)।

ব্যাখ্যা— বারবন্তীয় সামের যোনি হচ্ছে 'অশ্বং ন-' (সা. উ. ১৬৩৪-৬)।

ত্বমগ্নে বসূঁর্ ইতি চাজ্যম্ ।। ১১।। [৯]

অনু.— এবং আজ্য (শস্ত্র হবে) 'ত্বম-' (১/৪৫)।

ব্যাখ্যা— ঐ গর্গত্রিরাত্রের তৃতীয় দিনের আজ্যশস্ত্র 'ত্বম-'।

বৈদত্রিরাত্রং রাজ্যকামঃ ।। ১২।। [১০]

অনু.— রাজ্যাভিলাষী 'বৈদত্রিরাত্র' (যাগ করবেন)।

সর্বে ত্রিবৃতোঽতিরাত্রাঃ ।। ১৩।। [১১]

অনু.— সবগুলি (যাগই হবে) ত্রিবৃত্-স্তোমযুক্ত অতিরাত্র।

ব্যাখ্যা— বৈদত্রিরাত্রে তিন দিনই ত্রিবৃত্স্তোমযুক্ত অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়।

ছন্দোমপবমানান্তর্বসূ পশুকামঃ ।। ১৪।। [১২]

অনু.— পশুপ্রার্থী 'ছন্দোমপবমান' (অথবা) 'অন্তর্বসু' (যাগ করবেন)।

পরাকচ্ছন্দোমপরাকৌ স্বর্গকামঃ ।। ১৫।। [১৩]

অনু.— স্বর্গপ্রার্থী 'পরাকছন্দোম' (অথবা) 'পরাক' (যাগ করবেন)।

ইতি ত্র্যহাঃ ।। ১৬।। [১৪]

অনু.— এই (হল ছ-টি) ত্র্যহযাগ।

গর্গত্রিরাত্রশস্যাঃ ।। ১৭।। [১৫]

অনু.— (এই যাগগুলিতে) গর্গত্রিরাত্রের শস্ত্র (পাঠ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ত্র্যহগুলিতে গর্গত্রিরাত্রের শস্ত্রই পাঠ্য।

অত্রেশ্ চতুর্বীরং বীরকামঃ ।। ১৮।। [১৬]

অনু.— বীর (-সন্তান)-প্রার্থী 'অত্রি-চতুর্বীর' (যাগ করবেন)।

তস্য বীরবন্ত্যাজ্যানি ।। ১৯।। [১৭]

অনু.— ঐ (যাগের চার দিনেই) আজ্য (শস্ত্র) বীর (-শব্দ) যুক্ত (হবে)।

ব্যাখ্যা— প্রথম দিনের আজ্যসূক্তে বীরপুত্রবাচী 'তোক' শব্দ আছেই (ঋ. ৩/১৩/৭)। 'বীর' শব্দ তাই পাঠ করতে হবে অন্য তিন দিনের আজ্যসূক্তে। সূক্তগুলি পরবর্তী তিনটি সূত্রে নির্দেশ করা হয়েছে।

যময়ে বাজসাতমেতি দ্বিতীয়েঽহন্যাজ্যম্ ।। ২০।। [১৮]

অনু.— দ্বিতীয় দিনে আজ্য (শস্ত্র) 'যম-' (৫/২০)।

অগ্না যো মর্ত্য ইতি তৃতীয়ে ।। ২১।। [১৮]

অনু.— তৃতীয় (দিনে আজ্যশস্ত্র) 'অগ্না-' (৬/১৪)।

অগ্নিং নর ইতি চতুর্থে ।। ২২।। [১৮]

অনু.— চতুর্থ (দিনের আজ্যশস্ত্র) 'অগ্নিং-' (৭/১)।

ষোড়শিমচ্ চতুর্থম্ ।। ২৩।। [১৯]

অনু.— (সব অহীনেই) চতুর্থ (দিন) ষোড়শীযুক্ত।

ব্যাখ্যা— শুধু চতুরহে নয়, সব অহীনেই চতুর্থ দিনে ষোড়শীর অনুষ্ঠান করতে হয়।

তস্যাভি ত্বা বৃষভা সুত ইতি গায়ত্রীষু রথন্তরং পৃষ্ঠম্ ।। ২৪।। [২০]

অনু.— ঐ (অত্রি-চতুর্বীর যাগের বিজোড় দিনগুলিতে) রথন্তর (-সামবিশিষ্ট) পৃষ্ঠ (স্তোত্র গাইতে হয়) 'অভি-' (সা. উ. ৭৩১-৩৩) এই গায়ত্রী (ছন্দের মন্ত্রগুলিতে)।

ব্যাখ্যা— ১৯ নং এবং এই ২৪ নং সূত্রে 'তস্য' বলায় বোঝা যাচ্ছে যে, আগের সূত্রটি কেবল অত্রি-চতুর্বীরে নয়, সব অহীনেই প্রযোজ্য।

অনুষ্টুব্‌বৃহতীষু বৃহত্ ।। ২৫।। [২১]

অনু.— (ঐ যাগের যুগ্ম দিনগুলিতে) বৃহত্ (-সামবিশিষ্ট পৃষ্ঠস্তোত্র গাইতে হয়) অনুষ্টুপ্ (অথবা) বৃহতী (ছন্দোযুক্ত মন্ত্রে)।

চতুর্থে ত্বং বলস্য গোমতো যজ্ঞায়থা অপূর্ব্যেতি বা ।। ২৬।। [২২]

অনু.— চতুর্থ (দিনে পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহত্ সাম) 'ত্বং-' (সা. উ. ১২৫১, ৫২) অথবা 'যজ্জা-' (সা. উ. ১৪২৯-৩১) এই (মন্ত্রে গাইতে হয়)।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রগুলির ছন্দ অনুষ্টুপ্, শেষ মন্ত্রটির ছন্দ বৃহতী। সামবেদসংহিতায় প্রথমোক্ত সূক্তটি 'ত্বং-' মন্ত্রে শুরু নয়, 'পুরাং-' (১২৫০) মন্ত্রে শুরু এবং এই সূক্তে মোট তিনটি মন্ত্র আছে। মন্ত্র তিনটি বলেই বৃত্তিকার বহুবচনে বলেছেন— 'ত্বং বলস্য গোমত ইত্যাসু বা'। সূক্তের প্রচলিত মন্ত্রক্রম সূত্রকারের অনুসৃত মন্ত্রক্রমের অপেক্ষায় দেখা যাচ্ছে তাহলে ভিন্ন। শেষ তৃচ পূর্বসূত্রে প্রযোজ্য।

জামদগ্ন্যং পুষ্টিকামঃ ।। ২৭।। [২৩]

অনু.— পুষ্টিপ্রার্থী 'জামদগ্ন' (যাগ করবেন)।

তস্য পুরোডাশিন্য উপসদঃ ।। ২৮।। [২৪]

অনু.— ঐ (যাগের) উপসদ্‌গুলি পুরোডাশবিশিষ্ট (হবে)।

ব্যাখ্যা— জামদগ্নযাগের উপসদ্ ইষ্টিতে আজ্যের পরিবর্তে পুরোডাশ আহুতি দিতে হয়। হোমপক্ষে দর্বিহোমও করা চলে।

বৈশ্বামিত্রং ভ্রাতৃব্যবান্ ।। ২৯।। [২৫]

অনু.— শত্রুসম্পন্ন (ব্যক্তি) 'বৈশ্বামিত্র' (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— যাঁর শত্রু আছে তিনি এই যাগ করবেন।

প্রজাকামো বসিষ্ঠসংসর্পম্ ।। ৩০।। [২৫]

অনু.— প্রজননপ্রার্থী 'বসিষ্ঠসংসর্প' (যাগ করবেন)।

ইতি চতুরহাঃ ।। ৩১।। [২৬]

অনু.— এই (হল চারটি) চতুরহযাগ।

সার্বসেনং পশুকামঃ ।। ৩২।। [২৭]

অনু.— পশুপ্রার্থী 'সার্বসেন' (যাগ করবেন)।

দৈবং ভ্রাতৃব্যবান্ ।। ৩৩।। [২৭]

অনু.— শত্রুযুক্ত (ব্যক্তি) 'দৈব' (যাগ করবেন)।

পঞ্চশারদীয়ং পশুকামঃ ।। ৩৪।। [২৭]

অনু.— পশুপ্রার্থী 'পঞ্চশারদীয়' (যাগ করবেন)।

ব্রতবন্তম্ আয়ুষ্কামঃ ।। ৩৫।। [২৭]

অনু.— আয়ুপ্রার্থী 'ব্রতবত্' (যাগ করবেন)

বাবরং বাক্প্রবদিষুঃ ।। ৩৬।। [২৭]

অনু.— বাক্‌নৈপুণ্য-প্রার্থী 'বাবর' (যাগ করবেন)।

ইতি পঞ্চ পঞ্চরাত্রাঃ ।। ৩৭।। [২৮]

অনু.— এই হল পাঁচটি পঞ্চরাত্রযাগ।

পঞ্চশারদীয়স্য তু সপ্তদশোক্ষাণ ঐন্দ্রামারুতা মারুতীভিঃ সহ বত্সতরীভিঃ সপ্তদশভিঃ সপ্তদশভিঃ পঞ্চবর্ষপর্যগ্নিকৃতাঃ সবনীয়াঃ ।। ৩৮।। [২৯]

অনু.— পঞ্চশারদীয়ের কিন্তু মরুত্ দেবতার সতেরটি সতেরটি স্ত্রী বাছুরের সঙ্গে পাঁচ বছর (ধরে) পর্যগ্নিকরণ-করা ইন্দ্র-মরুত্ দেবতার সতেরটি পুরুষ গরু (হচ্ছে) সবনীয় (পশু)।

ব্যাখ্যা— পঞ্চশারদীয় যাগের (৩৪নং সূ.দ্র.) মূল অনুষ্ঠানের আগে পাঁচ বছর ধরে প্রতিবছরে একটি করে পশুযাগ করতে হয়। সেই পশুযাগে উপাকরণের সময়ে সতেরটি স্ত্রী বাছুরের সঙ্গে সতেরটি পুরুষ গরুকেও উপাকরণ করে পুরুষ গরুগুলিকে ছেড়ে দিয়ে স্ত্রী বাছুরগুলিকে বলি দিতে হয়। পরের বছরে ছেড়ে দেওয়া ঐ গরুগুলির সঙ্গে সতেরটি নূতন স্ত্রী বাছুরের উপাকরণ করে স্ত্রী বাছুরগুলিকে বলি দেওয়া হয়। পাঁচ বছর এইভাবেই নূতন নূতন স্ত্রী বাছুর দিয়ে পশুযাগ হয়। ষষ্ঠ বৎসরে হয় পাঁচ-দিন-ব্যাপী পঞ্চশারদীয়ের অনুষ্ঠান। সেই দিন এ-যাবৎ ছেড়ে দেওয়া পুরুষ গরুগুলিই (১৭) হয় সবনীয় পশুযাগের পশু।

তেষাং ত্রীংস্ ত্রীংশ্ চতুরহস্বালভেরন্ পরিশিষ্টান্ পঞ্চ পঞ্চমে ।। ৩৯।। [৩০]

অনু.— ঐ (ঐ সবনীয় পশুগুলির) তিনটি তিনটি (পশু) চার দিনে বলি দেবেন, অবশিষ্ট পাঁচটি (পশু বলি দেবেন) পঞ্চম (দিনে)।

ব্যাখ্যা— যে সতেরটি পুরুষ গরুকে পাঁচ বছর ধরে উপাকরণের পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ষষ্ঠ বৎসরে প্রথম চার সূত্যাদিনে সেই গরুগুলির মধ্যে তিনটি করে গরু সবনীয় পশুযাগে বলি দিতে হয়। পঞ্চম দিনে বলি দেওয়া হয় বাকী পাঁচটি গরু। বৃত্তিকারের মতে সূত্রে 'পঞ্চ' না বললেও চলত, কিন্তু বলা হয়েছে এই অভিপ্রায়ে যে, সূত্যার আগে কোন গরু হারিয়ে গেলে বা মরে গেলে তার পরিবর্তে অন্য গরু বলি দিয়ে সতের সংখ্যা পূরণ করতেই হবে, দু-তিনটি গরু নিখোঁজ বা নষ্ট হয়ে গেছে বলে বাকী দু-টি অথবা তিনটি গরু বলি দিলে চলবে না। পাঁচ দিনে মোট সতেরটি পুরুষ গরু বলি দিতেই হবে।

ব্রতবতস্ তু তৃতীয়স্যাহ্নঃ স্থানে মহাব্রতম্ ।। ৪০।। [৩১]

অনু.— ব্রতবত্ (যাগের) তৃতীয় দিনের স্থানে কিন্তু মহাব্রত (যাগের অনুষ্ঠান করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১০/১/১৭ সূত্র অনুযায়ী ব্রতবত্ নামে পঞ্চাহ যাগে (৩৫নং সূ.দ্র.) অভিপ্লবের প্রথম পাঁচ দিনের মতো অনুষ্ঠান হওয়ার কথা, কিন্তু এই সূত্র অনুসারে সেখানে তৃতীয় দিনে মহাব্রতের অনুষ্ঠান করতে হবে।

পৃষ্ঠ্যপঞ্চাহ উত্তমঃ ।। ৪১।। [৩২]

অনু.— শেষ (পঞ্চাহ যাগটি) পৃষ্ঠ্যের পাঁচ দিনের মতো।

ব্যাখ্যা— বাবর যাগের অনুষ্ঠান ১০/১/১৭ সূত্র অনুযায়ী অভিপ্লবের পাঁচ দিনের মতো না হয়ে পৃষ্ঠ্যষড়হের প্রথম পাঁচ দিনের মতোই হবে।

তৃতীয় কণ্ডিকা (১০/৩)

[ষড়হ, সপ্তরাত্র, অষ্টরাত্র, নবরাত্র এবং দশরাত্র]

ঋতূনাং ষডহং প্রতিষ্ঠাকামঃ ।। ১।।

অনু.— প্রতিষ্ঠাকামী (ব্যক্তি) 'ঋতুষড়হ' (যাগ করবেন)।

পৃষ্ঠ্যঃ সমূঢো ব্যূঢো বা ।। ২।।

অনু.— (এই যাগে) সমূঢ় অথবা ব্যূঢ় (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— এখানে ১০/১/১৭ সূত্র অনুযায়ী অভিপ্লবের অনুষ্ঠান হবে না, হবে সমূঢ় অথবা ব্যূঢ় পৃষ্ঠ্যষড়হের অনুষ্ঠান। 'পৃষ্ঠ্যঃ' সমূঢ় ও ব্যূঢ় এই দু-রকমেরই হয়, তাই সূত্রে শেষ তিনটি পদের উল্লেখ না করলেও চলত, কিন্তু সূত্রকার তা করে বোঝাতে চেয়েছেন যে, বিশেষ উল্লেখ না থাকলে 'পৃষ্ঠ্যঃ' বললে সমূঢ় পৃষ্ঠ্যকেই বুঝতে হবে, ব্যূঢ় পৃষ্ঠ্যকে নয়।

পৃষ্ঠ্যাবলম্বং পশুকামঃ ।। ৩।।

অনু.— পশুপ্রার্থী 'পৃষ্ঠ্যাবলম্ব' (যাগ করবেন)।

পৃষ্ঠ্যপঞ্চাহোঽভ্যাসক্তো বিশ্বজিচ্ চ ।। ৪।।

অনু.— (এই যাগে) পৃষ্ঠ্যের অভ্যাসক্ত পাঁচ দিন এবং বিশ্বজিত্ (যাগ অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— অভ্যাসক্ত হচ্ছে সেই যাগ যে যাগে প্রতিদিন তৃতীয়সবনের স্তোত্রগুলিতে যে স্তোম প্রয়োগ করা হয় পরের দিনে প্রথম দুই সবনে সেই স্তোমেই সব স্তোত্র গাওয়া হয়। প্রথম দিন প্রথম দুই সবনে ত্রিবৃত্ স্তোম প্রয়োগ করা হয়। তৃতীয় সবনে প্রথম পাঁচ দিনে যথাক্রমে পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ, ত্রিণব এবং ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম প্রয়োগ করা হয়। পৃষ্ঠ্যাবলম্বযাগে প্রথম পাঁচ দিন হবে এই অভ্যাসক্ত পৃষ্ঠ্যষড়হের প্রথম পাঁচ দিনের এবং ষষ্ঠ দিনে বিশ্বজিতের অনুষ্ঠান।

সম্ভার্যম্ আয়ুষ্কামঃ ।। ৫।।

অনু.— আয়ুপ্রার্থী 'সংভার্য' (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অভিপ্লব এবং পৃষ্ঠ্য ষড়হের তিনটি করে দিন সংভরণ অর্থাৎ একত্র সংগ্রথিত করে অনুষ্ঠান হয় বলে এই যাগের নাম 'সংভার্য'।

পৃষ্ঠ্যত্র্যহঃ পূর্বোঽভিপ্লবত্র্যহশ্ চ ।। ৬।। [৫]

অনু.— পৃষ্ঠ্যের প্রথম তিন দিন এবং অভিপ্লবের (প্রথম) তিন দিন (নিয়ে এই যাগ)।

ব্যাখ্যা— ১-৬ নং সূত্রে যা যা বলা হল সেগুলি হচ্ছে তিনটি ষড়হযাগ।

ঋষিসপ্তরাত্রম্ ঋদ্ধিকামঃ ।। ৭।। [৬]

অনু.— সমৃদ্ধিপ্রার্থী (ব্যক্তি) 'ঋষিসপ্তরাত্র' (যাগ করবেন)।

প্রাজাপত্যং প্রজাকামঃ ।। ৮।। [৬]

অনু.— প্রজননপ্রার্থী 'প্রাজাপত্য' (যাগ করবেন)।

ছন্দোমপবমানব্রতং পশুকামঃ ।। ৯।। [৬]

অনু.— পশুপ্রার্থী 'ছন্দোমপবমানব্রত' (যাগ করবেন)।

জামদগ্নম্ অন্নাদ্যকামঃ ।। ১০।। [৬]

অনু.— ভোজ্য-অন্ন-প্রার্থী 'জামদগ্ন' (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১০/২/২৭ সূত্রেও জামদগ্নের কথা বলা হয়েছে, তবে তা সপ্তরাত্র নয়, চতুরহ যাগ।

এতে চত্বারঃ ।। ১১।। [৬]

অনু.— এই চারটি হল (সপ্তরাত্র যাগ)।

ব্যাখ্যা— এই চারটি সপ্তরাত্রের অনুষ্ঠানসূচী ১২-১৬ নং সূত্রে যেমন বলা হচ্ছে তেমনই হবে।

পৃষ্ঠ্যো মহাব্রতঞ্ চ ।। ১২।। [৭]

অনু.— (সাত দিনে সমূঢ়) পৃষ্ঠ্য এবং মহাব্রত (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— চারটি সপ্তরাত্রেই প্রথম ছ-দিনে যথাক্রমে সমূঢ় পৃষ্ঠ্যষড়হের এক একটি দিনের এবং সপ্তম দিনে মহাব্রতের অনুষ্ঠান করতে হয়।

ব্রতং তু স্বস্তোমং প্রথমে ।। ১৩।। [৮]

অনু.— প্রথম (সপ্তরাত্রে) কিন্তু মহাব্রত নিজস্তোমবিশিষ্ট (হবে)।

ব্যাখ্যা— ব্রত = মহাব্রত। ঋষিসপ্তরাত্রে সপ্তম দিনে যে মহাব্রতের অনুষ্ঠান হয় তা তার নিজ স্তোমেই অনুষ্ঠিত হবে অর্থাৎ মহাব্রতে সাধারণত প্রত্যেক স্তোত্রে যে পঞ্চবিংশ স্তোম প্রয়োগ করা হয় এখানেও তেমনই হবে, স্তোমের কোন পরিবর্তন ঘটবে না।

সপ্তদশং দ্বিতীয়ে ।। ১৪।। [৯]

অনু.— দ্বিতীয় (সপ্তরাত্রে মহাব্রতে) সপ্তদশ (স্তোম হবে)।

ব্যাখ্যা— প্রাজাপত্যযাগে মহাব্রতে প্রত্যেক স্তোত্রে সপ্তদশ স্তোম প্রয়োগ করা হয়।

ছন্দোমপবমানং তৃতীয়ে ।। ১৫।। [১০]

অনু.— তৃতীয় (সপ্তরাত্রে মহাব্রতে) পবমান স্তোত্র (হবে) ছন্দোমের (মতো)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয় সপ্তরাত্রের মহাব্রতে বহিষ্পবমান, মাধ্যন্দিন পবমান এবং আর্ভবপবমান স্তোত্রের স্তোম ছন্দোমযাগের মতো যথাক্রমে চতুর্বিংশ, চতুশ্চত্বারিংশ এবং অষ্টাচত্বারিংশ স্তোম হবে। অন্যান্য স্তোত্রে স্তোম হবে মহাব্রতের মতো পঞ্চবিংশই।

চতুর্বিংশো বহিষ্পবমানঃ সপ্তদশ শেষশ্ চতুর্থে ।। ১৬।। [১১]

অনু.— চতুর্থ (সপ্তরাত্রে মহাব্রতে) বহিষ্পবমানস্তোত্র চতুর্বিংশ (-স্তোমবিশিষ্ট) (এবং) অবশিষ্ট স্তোত্র সপ্তদশ -স্তোমবিশিষ্ট (হবে)।

ঐন্দ্রম্ অত্যন্যাঃ প্রজা বুভূষন্ ।। ১৭।। [১২]

অনু.— অন্য (ব্যক্তিদের যিনি) অতিক্রম করতে চাইছেন (তিনি) 'ঐন্দ্র' (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অত্যন্যাঃ = অতি + অন্যাঃ। 'অতি' এই উপসর্গের সম্বন্ধ 'বুভূষন্' এই ক্রিয়াপদের সঙ্গে। এই যাগটি পঞ্চম সপ্তরাত্র যাগ।

ত্রিকদ্রুকা অভিজিদ্ বিশ্বজিন্ মহাব্রতং সর্বস্তোমঃ ।। ১৮।। [১৩]

অনু.— (এই যাগে যথাক্রমে) ত্রিকদ্রুক, অভিজিত্, বিশ্বজিত্, মহাব্রত (এবং) সর্বস্তোম (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— ত্রিকদ্রুক = অভিপ্লবষড়হের প্রথম তিন দিন। সর্বস্তোম = ১০/১/৫ সূত্রে উল্লিখিত গো-যাগ। এই ঐন্দ্র যাগে সাত দিন যথাক্রমে ত্রিকদ্রুক প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়।

জনকসপ্তরাত্রম্ ঋদ্ধিকামঃ ।। ১৯।। [১৪]

অনু.— সমৃদ্ধিকামী (ব্যক্তি) 'জনকসপ্তরাত্র' (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এইটি ষষ্ঠ সপ্তরাত্রযাগ।

অভিপ্লবচতুরহো বিশ্বজিন্ মহাব্রতং জ্যোতিষ্টোমঃ ।।২০।। [১৪]

অনু.— (এই যাগে যথাক্রমে) অভিপ্লবের চার দিন, বিশ্বজিত্, মহাব্রত, জ্যোতিষ্টোম (অতিরাত্র অনুষ্ঠিত হয়)।

পৃষ্ঠ্যস্তোমো বিশ্বজিচ্ চ পশুকামস্য সপ্তমঃ ।। ২১।। [১৫]

অনু.— সপ্তম (সপ্তরাত্রটি) পশুপ্রার্থীর (অনুষ্ঠেয়)। (এই যাগে যথাক্রমে) পৃষ্ঠ্যস্তোম এবং বিশ্বজিত্ (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— সপ্তম সপ্তরাত্রযাগটির বিশেষ কোন নাম সূত্রকার উল্লেখ করেন নি। এই যাগে প্রথম ছ-দিন পৃষ্ঠ্যস্তোম অর্থাৎ প্রতিদিন পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহত্ অথবা রথন্তর সাম গাওয়া হয় এমন পৃষ্ঠ্যষড়হের (৮/৪/২৫ সূ. দ্র.) এবং সপ্তম দিনে বিশ্বজিতের অনুষ্ঠান হয়। এই যাগের বিশেষ নাম অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হবে। দ্র. যে, ৭-২১ নং পর্যন্ত সূত্রে মোট সাতটি সপ্তরাত্রযাগের কথা বলা হল।

দেবত্বম্ ঈপ্সতোঽষ্টরাত্রঃ ।। ২২।। [১৬]

অনু.— দেবত্বপ্রার্থীর (করণীয় যাগ হচ্ছে) অষ্টরাত্র।

পৃষ্ঠ্যো মহাব্রতং জ্যোতিষ্টোমঃ ।। ২৩।। [১৭]

অনু.— (এই যাগে যথাক্রমে) পৃষ্ঠ্য (ষড়হ), মহাব্রত, জ্যোতিষ্টোম (অনুষ্ঠিত হয়)।

নবরাত্রম্ আয়ুষ্কামঃ।। ২৪।। [১৮]

অনু.— আয়ুপ্রার্থী নবরাত্র (যাগ করবেন)।

পৃষ্ঠ্যস্ ত্রিকদ্রুকশ্ চ ।। ২৫।। [১৮]

অনু.— (এই যাগে যথাক্রমে) পৃষ্ঠ্য (ষড়হ) এবং ত্রিকদ্রুক (অনুষ্ঠিত হয়)।

ত্রিকদ্রুকাঃ পৃষ্ঠ্যাবলম্ব ইতি পশুকামস্য ।। ২৬।। [১৯]

অনু.— পশুপ্রার্থীর (নবরাত্রে অনুষ্ঠিত হয়) ত্রিকদ্রুক (এবং) পৃষ্ঠ্যাবলম্ব।

ব্যাখ্যা— ১৮নং সূত্রের ব্যাখ্যায় ত্রিকদ্রুকের অর্থ দ্র.। ৩নং সূত্রে পৃষ্ঠ্যাবলম্বের কথা বলা হয়েছে।

ইতি নবরাত্রৌ ।। ২৭।। [২০]

অনু.— এই (হল মোট) দু-টি নবরাত্র।

ব্যাখ্যা— দু-টি নবরাত্রেরই বিশেষ কোন নাম সূত্রকার উল্লেখ করেন নি।

ত্রিককুব্ অধ্যর্ধঃ পৃষ্ঠ্যঃ ।। ২৮।। [২১]

অনু.— 'ত্রিককুপ্' (দশরাত্র হল) দেড়খানি পৃষ্ঠ্য (ষড়হ)।

ব্যাখ্যা— দশম দিনে 'হানৌ-' (১০/১/১৯) সূত্র অনুসারে বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান হবে।

মহাত্রিককুব্ ব্যূঢো নবরাত্রঃ ।। ২৯।। [২১]

অনু.— 'মহাত্রিককুপ্' (দশরাত্র হল) ব্যূঢ় নবরাত্র।

ব্যাখ্যা— দশম দিনে বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান হবে।

সমূঢত্রিককুপ্ সমূঢঃ ।। ৩০।। [২১]

অনু.— 'সমূঢ় ত্রিককুপ্' (দশরাত্র) হল সমূঢ় (নবরাত্র)।

ব্যাখ্যা— দশম দিনে হয় বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান।

চতুষ্টোমস্ ত্রিককুব্ অধ্যর্ধোঽভিপ্লবঃ ।। ৩১।। [২২]

অনু.— 'চতুষ্টোম ত্রিককুপ্' (দশরাত্র হল) দেড়খানি অভিপ্লবষড়হ।

ব্যাখ্যা— দশম দিনে হবে বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান।

এতৈশ্ চতুর্ভিঃ স্বানাং শ্রৈষ্ঠ্যকামো যজেত ।। ৩২।। [২২]

অনু.— এই চারটি (দশরাত্র) দ্বারা জ্ঞাতিদের শ্রেষ্ঠত্বকামী (ব্যক্তি) যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— শ্রেষ্ঠত্বকামনায় এই চারটি দশরাত্রের যে-কোন একটির অনুষ্ঠান করতে হয়।

কুসুরুবিন্দুম্ ঋদ্ধিকামঃ ।। ৩৩।। [২২]

অনু.— সমৃদ্ধিকামী (ব্যক্তি) 'কুসুরুবিন্দু' (যাগ করবেন)।

ত্রয়াণাং পৃষ্ঠ্যাহ্নাম্ একৈকং ত্রিঃ ।। ৩৪।। [২৩]

অনু.— (এই যাগে) পৃষ্ঠ্যষড়হের তিন দিনের এক একটি (দিন) তিনবার (করে অনুষ্ঠান করবেন)।

ব্যাখ্যা— পৃষ্ঠ্যের প্রথম তিন দিনের প্রত্যেকটি দিন তিন বার অনুষ্ঠিত হলে মোট ন-দিন হয়। দশম দিনে হবে বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান।

ছন্দোমবন্তং পশুকামঃ ।। ৩৫।। [২৪]

অনু.— পশুপ্রার্থী 'ছন্দোমবত্' (যাগ করবেন)।

পৃষ্ঠ্যাবলম্বস্য প্রাগ্ বিশ্বজিতশ্ ছন্দোমা দশমঞ্ চাহঃ ।। ৩৬।। [২৪]

অনু.— এই (যাগে) পৃষ্ঠ্যাবলম্বের বিশ্বজিতের আগে ছন্দোম এবং (অবিবাক্য নামে) দশম দিন (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— এই দশরাত্রে প্রথমে পৃষ্ঠ্যাবলম্বের প্রথম পাঁচ দিনের, পরে ছন্দোম নামে তিনটি এবং 'অবিবাক্য' নামে একটি দিনের এবং তার পরে পৃষ্ঠ্যাবলম্বের ষষ্ঠ দিনের অর্থাৎ বিশ্বজিতের অনুষ্ঠান হয়।

পুরাভিচরন্ ।। ৩৭।। [২৫]

অনু.— অভিচারকর্মে ব্যাপৃত (ব্যক্তি) 'পুর্' দ্বারা (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— এ-টি আর একটি দশরাত্র।

জ্যোতির্গাম্ অভিতো গৌর্ অভিজিতং বিশ্বজিদ্ আয়ুষম্ ।। ৩৮।। [২৬]

অনু.— (এই যাগে) গো (-যাগের) দু-পাশে জ্যোতি, অভিজিত্ (-যাগের দু-পাশে) গো (এবং) আয়ু (-যাগের দু-পাশে) বিশ্বজিত্ (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অভিতঃ = দু-পাশে, আগে-পরে। পুর্যাগে যথাক্রমে জ্যোতি, গো, জ্যোতি, গো, অভিজিত্, গো, বিশ্বজিত্, আয়ু এবং বিশ্বজিত্ যাগের অনুষ্ঠান হয়। দশম দিনে হয় 'হ্রানৌ-' (১০/১/১৯ সূ. দ্র.) অনুসারে বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান।

শললীপিশঙ্গং শ্রীকামঃ ।। ৩৯।। [২৭]

অনু.— শ্রীকামী (ব্যক্তি) 'শললীপিশঙ্গ' (যাগ করবেন)।

অভিপ্লবত্র্যহঃ পূর্বস্ ত্রিঃ ।। ৪০।। [২৮]

অনু.— (এই যাগে) তিনবার অভিপ্লবের প্রথম তিন দিন (আবর্তিত হয়)।

ব্যাখ্যা— অভিপ্লবের প্রথম তিনটি দিনের তিনবার আবর্তন করে করে অনুষ্ঠান করতে হয়। প্রথম তিন দিন শেষ হলে আবার ঐ তিন দিনের এবং তার পর আবার ঐ তিন দিনের অনুষ্ঠান হয়। দশম দিনে হয় বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান।

ইতি দশরাত্রাঃ ।। ৪১।। [২৯]

অনু.— এই (হল আটটি) দশরাত্র (যাগ)।

চতুর্থ কণ্ডিকা (১০/৪)

[একাদশরাত্র]

পৌণ্ডরীকম্ ঋদ্ধিকামঃ ।। ১।।

অনু.— সমৃদ্ধিকামী (ব্যক্তি) 'পৌণ্ডরীক' (যাগ করবেন)।

পৃষ্ঠ্যস্তোমশ্ ছন্দোমা গোতমস্তোমো বিশ্বজিত্। ব্যূঢো নবরাত্রো মহাব্রতং বৈশ্বানর ইতি বা ।। ২।। [১]

অনু.— (এই যাগে) পৃষ্ঠ্যস্তোম, ছন্দোম, গোতমস্তোম (এবং) বিশ্বজিত্ অথবা ব্যূঢ় নবরাত্র, মহাব্রত (এবং) বৈশ্বানর (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত 'হ্যনৌ-' (১০/১/১৯) সূ. দ্র.। এখানে অবশ্য ঐ সূত্র প্রযোজ্য নয়। পৌণ্ডরীকের অনুষ্ঠানে দুটি বিকল্প— (ক) পৃষ্ঠ্যস্তোম, ছন্দোম, গোতমস্তোম, বিশ্বজিত্। (খ) ব্যূঢ় নবরাত্র, মহাব্রত, বৈশ্বানর।

অথ সম্ভার্যৌ ।। ৩।। [২]

অনু.— এ-বার 'সংভার্য' (নামে দু-টি একাদশরাত্র যাগ বলা হচ্ছে)।

অতিরাত্রশ্ চতুর্বিংশম্ অধ্যর্ধোঽভিপ্লবঃ পৃষ্ঠ্যো বা ।। ৪।। [৩]

অনু.— (এই দুই যাগে) অতিরাত্র, চতুর্বিংশ, দেড়খানি অভিপ্লব অথবা পৃষ্ঠ্য (ষড়হ অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— দুই সংভার্যেই প্রথম দিনে অতিরাত্র এবং দ্বিতীয় দিনে চতুর্বিংশের অনুষ্ঠান হয়। তার পরে প্রথম সংভার্যে তৃতীয় থেকে একাদশ দিন পর্যন্ত ন-দিন অভিপ্লবষড়হের ছ-দিন এবং আবার ঐ ষড়হের প্রথম তিন দিনের অনুষ্ঠান হয়। দ্বিতীয় সংভার্যে শেষ ন-দিন এইভাবেই দেড়খানি পৃষ্ঠ্যষড়হের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

ইন্দ্রবজ্রং ভ্রাতৃব্যবান্ ।। ৫।। [৪]

অনু.— শত্রুসম্পন্ন (ব্যক্তি) 'ইন্দ্রবজ্র' (যাগ করবেন)।

পৃষ্ঠ্যস্যাদ্যে অহনী ব্যত্যাসম্ আ নবরাত্রাত্ ।। ৬।। [৫]

অনু.— (এই যাগে প্রথম) ন-দিন পর্যন্ত পৃষ্ঠ্যষড়হের প্রথম দুটি দিন পর্যায়ক্রমে (অনুষ্ঠিত হতে থাকে)।

ব্যাখ্যা— বিজোড় দিনগুলিতে পৃষ্ঠ্যের প্রথম দিনের এবং যুগ্ম বা জোড় দিনগুলিতে পৃষ্ঠ্যের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান হয়।

মহাব্রতম্ ।। ৭।। [৬]

অনু.— (দশম দিনে হয়) মহাব্রত।

ব্যাখ্যা— একাদশ অর্থাৎ শেষ দিনে 'হ্যনৌ-' (১০/১/১৯) সূত্র অনুসারে বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান করতে হয়। ১-৭ নং পর্যন্ত সূত্রে বিভিন্ন একাদশরাত্র যাগের কথা বলা হল।

পঞ্চম কণ্ডিকা (১০/৫)

[দ্বাদশাহ; অহীন ও সত্রে পার্থক্য এবং সাধারণ নিয়ম]

অথ দ্বাদশাহা ভবেয়ুঃ ।। ১।।

অনু.— এর পর দ্বাদশাহগুলি (বলা) হবে।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ১৯/৪ অংশে বলা হয়েছে দ্বাদশাহ সত্ররূপে অনুষ্ঠিত হলে সকলে নিজেদের অগ্নি একত্রিত করবেন এবং বসন্তে উদবসানীয়া ইষ্টি অনুষ্ঠিত হবে। দীক্ষার পূর্বে দ্বাদশাহে যে পশুযাগ হয় তার দেবতা প্রজাপতি এবং পশুপুরোড়াশের দেবতা বায়ু। ঐ পশুযাগে সামিধেনী মন্ত্র মোট সতেরটি।

সত্রাণি ভবেয়ুর্ অহীনা বা ।। ২।।

অনু.— (এগুলি) সত্র অথবা অহীন হতে পারে।

ব্যাখ্যা— দ্বাদশাহ সত্রও হতে পারে, অহীনও হতে পারে। সত্র হলে প্রথম ও শেষ দিন অতিরাত্রের এবং এক দিন মহাব্রতের অনুষ্ঠান হবে। অহীন হলে কিন্তু যাগটি একমাসে শেষ হবে এবং প্রথম দিনে অগ্নিষ্টোমের এবং শুধু শেষ দিনে অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হবে। সত্রে কিন্তু যজমানের সংখ্যা হবে একাধিক। পূর্বসূত্রে 'ভবেয়ুঃ' থাকা সত্ত্বেও এই সূত্রে আবার 'ভবেয়ুঃ' বলা হল কেন তা স্পষ্ট নয়। "দ্বাদশাহপ্রভৃতীনি সত্রাণি"- শা. ১১/১/৪।

উক্তো দশরাত্রঃ ।। ৩।।

অনু.— উল্লিখিত দশরাত্র (এখানে দ্বাদশাহে অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— আগে যে দশরাত্রের কথা বলা হয়েছে (৮/৭/২২-৮/১৩/৩২ সূ. দ্র.) দ্বাদশাহে সেই দশরাত্রের অনুষ্ঠান করতে হয়। দশরাত্র বস্তুত দ্বাদশাহযাগেরই অংশ। দ্বাদশাহের অন্তর্গত হলেও পৃথক্ নামকরণের জন্য এবং সত্রের ভিত্তিস্বরূপ পঁচিশটি দিন নির্দেশ করার (৮/১৩/৩৪ সূ. দ্র.) প্রয়োজনে দশরাত্রের বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে।

সমূঢো ব্যূঢো বা ।। ৪।।

অনু.— (ঐ দশরাত্র) সমূঢ় অথবা ব্যূঢ় (হতে পারে)।

তম্ অভিতোঽতিরাত্রৌ ।। ৫।।

অনু.— ঐ সমূঢ় ও ব্যূঢ় দশরাত্রের আগে-পরে দুটি অতিরাত্র (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সমূঢ় ও ব্যূঢ় দ্বারা গঠিত বলে দ্বাদশাহও সমূঢ় এবং ব্যূঢ় দু-রকমের হতে পারে। এর মধ্যে সমূঢ়ের প্রয়োগ হয় অহীনে এবং ব্যূঢ়ের প্রয়োগ হয়ে থাকে সত্রে। প্রসঙ্গত ১১/১/৬,৭ সূ. দ্র.।

সম্ভার্যয়োর্ বা বৈশ্বানরম্ উপদধ্যাত্ ।। ৬।।

অনু.— অথবা দুই সংভার্যে বৈশ্বানর স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— ১০/৪/৩,৪ সূত্রে 'সংভার্য' নামে যে-দুটি একাদশরাত্র যাগের কথা বলা হয়েছে তার যে-কোন একটি সংভার্যের পরে একদিন বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান করেও দ্বাদশাহ সম্পন্ন করা যেতে পারে। 'হানৌ-' (১০/১/১৯) সূত্র থাকায় এখানে 'বৈশ্বানরম্' না বললেও চলত, তবুও তা বলায় বুঝতে হবে শুধু অহীনে নয়, সত্রেও দ্বাদশাহের শেষ দিনে বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান হতে পারে।

সংবত্সরপ্রবল্হং শ্রীকামঃ ।। ৭।।

অনু.— শ্রীপ্রার্থী 'সংবত্সত্রের প্রবল্হ' (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'শ্রীকামঃ' শব্দটিতে একবচন থাকায় বুঝতে হবে এই দ্বাদশাহ সত্র নয়, একটি অহীনযাগই।

অতিরাত্রশ্ চতুর্বিংশং বিষুবদ্বর্জো নবরাত্রো মহাব্রতম্ ।। ৮।। [৭]

অনু.— (এই দ্বাদশাহে যথাক্রমে) অতিরাত্র, চতুর্বিংশ, বিষুবত্বর্জিত নবরাত্র, মহাব্রত (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— 'হানৌ-' সূত্র অনুসারে শেষ দিনে হয় বৈশ্বানরের অনুষ্ঠান। ঐ অহীন-সম্পর্কিত সূত্রটির মুখাপেক্ষী হওয়া থেকেও বোঝা যাচ্ছে যে, আলোচ্য দ্বাদশাহটি সত্র নয়, অহীনই।

অথ ভরতদ্বাদশাহঃ ।। ৯।। [৮]

অনু.— এ-বার 'ভরতদ্বাদশাহ' (বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— সমূঢ়, ব্যূঢ় এবং দুই সংভার্য এই চারটি দ্বাদশাহ অহীনও হতে পারে, সত্রও হতে পারে। 'সংবত্সরপ্রবল্হ' কিন্তু কেবল অহীনই। 'ভরতদ্বাদশাহ' যে কেবল অহীন নয়, সত্রও, তা বোঝাবার জন্যই এখানে সূত্রে 'অথ' শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে।

ইমম্ এবৈকাহং পৃথক্সংস্থাভির্ উপেয়ুঃ ।। ১০।। [৯]

অনু.— এই (প্রকৃতিযাগের) একাহকেই এখানে ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা দ্বারা অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— ভরতদ্বাদশাহে জ্যোতিষ্টোমেরই নানা সংস্থার বারো দিন ধরে অনুষ্ঠান করতে হয়। পরবর্তী সূ. দ্র.।

অতিরাত্রম্ অগ্রে২থাগ্নিষ্টোমম্ অথাষ্টা উক্থ্যান্ অথাগ্নিষ্টোমম্ অথাতিরাত্রম্ ।। ১১।। [১০]

অনু.— (এই দ্বাদশাহে) আগে অতিরাত্র, এর পর অগ্নিষ্টোম, পরে আটটি উক্থ্য, তার পরে অগ্নিষ্টোম (এবং) পরে অতিরাত্র (যাগ করতে হয়)।

ইতি দ্বাদশাহাঃ ।। ১২।। [১১]

অনু.— এই (হল ছ-টি) দ্বাদশাহ যাগ।

তৈর্ আত্মনা বুভূষন্তঃ প্রজয়া পশুভিঃ প্রজনয়িষ্যমাণাঃ স্বর্গং লোকম্ এষ্যন্তঃ স্বানাং শ্রৈষ্ঠ্যম্ ঐচ্ছন্ত উপেয়ুর্ বা যজেত বা ।। ১৩।। [১২]

অনু.— (যাঁরা) নিজে (অদ্বিতীয়) হতে চাইছেন, সন্তান এবং পশু দ্বারা প্রজনন ঘটাতে যাচ্ছেন, স্বর্গলোকে প্রস্থান করতে চলেছেন, জ্ঞাতিদের শ্রেষ্ঠত্ব ইচ্ছা করছেন, (তাঁরা) ঐ (দ্বাদশাহগুলি) দ্বারা সত্রযাগ করবেন অথবা অহীনযাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— সংবত্সরপ্রবল্হের কামনার কথা আগেই ৭নং সূত্রে বলা হয়েছে। এখানে তাই বাকী পাঁচটির (৫,৬,৯ নং সূ. দ্র.) কথাই বলা হচ্ছে বলে বুঝতে হবে। ঐ বাকী পাঁচটি দ্বাদশাহের অনুষ্ঠান করা হয় নিজের একক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করার কামনায়, পুত্র ও পশুর প্রজননের প্রয়োজনে, স্বর্গকামনায় অথবা জ্ঞাতিদের শ্রেষ্ঠত্বের অভিলাষে। সূত্রের 'ঐচ্ছন্তঃ' পাঠটি অশুদ্ধ বলে মনে হচ্ছে; শুদ্ধ পাঠ হওয়া উচিত 'ইচ্ছন্তঃ' অথবা 'এচ্ছন্তঃ'। 'উপেয়ুঃ' পদটি সত্রসম্পর্কিত ও বহুবচনের এবং 'যজেত' পদটি একবচনের হওয়ায় বোঝা যাচ্ছে যে, এই পাঁচটি দ্বাদশাহ অহীনও বটে, সত্রও বটে। যাগ পাঁচটি অথচ সূত্রে কামনার কথা বলা হয়েছে চারটি (প্রজা ও পশুকে একটি ধরে)। তাই বুঝতে হবে উল্লিখিত কামনাগুলি প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। "আত্মনা বুভূষন্ত আত্মনা ভবিতুম্ ইচ্ছন্ত আত্মকৈবল্যম্ ইচ্ছন্ত ইত্যর্থঃ" (না.)।

ইতি পৃথক্ত্বম্ ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— এই হল (সত্র ও অহীনে) পার্থক্য।

ব্যাখ্যা— সত্র এবং অহীনে এইটুকুই পার্থক্য যে, সত্রে উপ-ই ধাতুর বহুবচন এবং অহীনে 'যজ্' ধাতুর একবচন দ্বারা যাগের বিধান দেওয়া হয় এবং সত্রে যজমান বহু, অহীনে কিন্তু এক জন। শস্ত্রের দিক্ থেকে কিন্তু সত্রে ও অহীনে কোন ভেদ নেই।

অথ সামান্যম্ ।। ১৫।। [১৪]

অনু.— এ-বার সাধারণ (নিয়ম বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— সত্র এবং অহীনের পার্থক্যের কথা বলা হল। এই দুই শ্রেণীর যাগের সাধারণ নিয়মগুলির কথা এ-বার বলা হচ্ছে। বৃত্তিকারের মতে যে যাগগুলির বিবরণ বা উল্লেখ এই গ্রন্থে নেই সেই অনুক্ত অহীন ও সত্রযাগের সাধারণ বিধিগুলির কথা এ-বার বলা হচ্ছে।

অপরিমিতত্বাদ্ ধর্মস্য প্রদেশান্ বক্ষ্যামঃ ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— অনুষ্ঠানের অসংখ্যতাবশত (সেগুলি চেনার) উপায় বলব।

ব্যাখ্যা— ধর্ম = কর্ম, যাগ। প্রদেশ = চিহ্ন, উপায়, একাংশ। যাগের সংখ্যা এত অসংখ্য যে, বিবরণ দিয়ে তা শেষ করা যায় না। তাই যে চিহ্ন বা মূলসূত্র থেকে এখানে এই গ্রন্থে (উল্লিখিত এবং) অনুক্ত যাগগুলির অনুষ্ঠানক্রম বোঝা সম্ভব হয় সেই মূলসূত্রের কথা সূত্রকার এ-বার বলবেন।

যথা হি পরিমিতা বর্ণা অপরিমিতাং বাচো গতিম্ আপ্নুবন্ত্যেবম্ এব পরিমিতানাম্ অহ্নাম্ অপরিমিতাঃ সংঘাতাঃ ।। ১৭।। [১৬]

অনু.— যেমন সীমিত (-সংখ্যক) বর্ণসমূহ অনন্ত বাক্-প্রবাহকে লাভ করে তেমনই (সত্রের) পরিমিত দিনগুলির (যজ্ঞে) অসংখ্য সমাবেশ (ঘটা সম্ভব)।

ব্যাখ্যা— যেমন মাত্র তেষট্টি, চৌষট্টি অথবা পঁয়ষট্টিটি বর্ণই অসংখ্য বাক্‌ধারায় প্রবাহিত হয়ে অসংখ্য শব্দগঠনে ও বাক্যগঠনে সমর্থ, মনের অনন্ত ভাবপ্রকাশে সক্ষম ('এতে পঞ্চষষ্টি-বর্ণা ব্রহ্মরাশিরাত্মা বাচঃ, যত্ কিঞ্চিদ্ বাঙ্ময়ং লোকে সর্বম্ অত্র প্রযুজ্যতে'- বা. প্রা. ৮/৩২,৩৩) ঠিক তেমনই জ্যোতিষ্টোম এবং সত্রের চতুর্বিংশ, অভিপ্লবষড়হ, পৃষ্ঠ্যষড়হ, অভিজিত্, তিন স্বরসাম, বিষুব, বিশ্বজিত্, তিন ছন্দোম, অবিবাক্য, মহাব্রত এই মূল পঁচিশটি দিনের নানা সংযোগেই অসংখ্য যাগের উৎপত্তি হয়েছে। এইজন্য ঐ পঁচিশটি দিন অধিগত হলেই গ্রন্থে বর্ণিত ও অবর্ণিত সব যাগ জানা হয়ে যায়। বর্ণ পদের অংশস্বরূপ। ঐ বর্ণসমূহের জ্ঞানের সাহায্যে যেমন পদজ্ঞান ও বাক্যজ্ঞান সিদ্ধ হয়, ঠিক তেমন অহর্গণের অংশস্বরূপ সত্রের পঁচিশটি বিভিন্ন দিনের জ্ঞানের সাহায্যে অহঃসমষ্টিরূপ বিভিন্ন সত্র প্রভৃতিরও জ্ঞান সিদ্ধ হয়। অবয়বগুলি চেনা হয়ে গেলে অবয়বের সংঘাতকে (= সমষ্টিকে)ও চেনা হয়ে যায়।

সিদ্ধানি ত্বহানি তেষাং যঃ কশ্ চ সমাহারঃ সিদ্ধম্ এব শস্যম্ ।। ১৮।। [১৭]

অনু.— দিনগুলি কিন্তু পূর্বসিদ্ধ। সেগুলির যে-কোন সংযোগ (হোক না কেন) শস্ত্র (হবে ঐ) পূর্বনির্দিষ্টই।

ব্যাখ্যা— বিভিন্ন-শব্দগঠনকারী অ, আ, ক, খ প্রভৃতি বর্ণের মতো নানা সত্রের দেহনির্মাণকারী মূল পঁচিশটি দিনের কথা সত্রে বলাই হয়ে গেছে। ঐ পঁচিশটি দিনের নানাপ্রকার সংযোগে যে যাগই গঠিত হোক না কেন, সেই যাগের (এই শ্রৌতসূত্রে সেই যাগের উল্লেখ না থাকলেও) পাঠ্য শস্ত্র ঐ পঁচিশ দিনের কোন এক বিশেষ দিনের মতোই হয়। সমুদায়ী (অংশ) থেকে সমুদায় (অংশী, সমগ্র) ভিন্ন নয় বলে চতুর্বিংশ প্রভৃতি দিনে যে যে শস্ত্র পাঠ করতে হয়, ঐ ঐ দিনের সংযোগে গঠিত নূতন যাগেও সেই সেই পূর্ববিহিত শস্ত্রই পাঠ করতে হয়।

অহ্নাং তু সংশয়ে স্তোমপৃষ্ঠসংস্থাভির্ একে ব্যবস্থাম্ ।। ১৯।। [১৮]

অনু.— (যাগে) দিনের সন্দেহ ঘটলে কিন্তু অন্যেরা স্তোম, পৃষ্ঠ এবং সংস্থা দ্বারা নির্ণয় (করেন সেই দিনটি কি হবে)।

ব্যাখ্যা— যে যাগের কথা এই শ্রৌতসূত্রে নেই, সেই যাগে জ্যোতিষ্টোম, চতুর্বিংশ, অভিপ্লবষড়হ ইত্যাদি পঁচিশটি দিনের মধ্যে কোন্ বিশেষ দিনটির কোন্ দিনে অনুষ্ঠান হবে সে বিষয়ে সন্দেহ হলে কেউ কেউ স্তোম, পৃষ্ঠস্তোত্রের সাম এবং অনুষ্ঠানের সংস্থা দেখে স্থির করেন সে-দিন কি কি মন্ত্র পাঠ করতে হবে।

তদ্ অকৃৎস্নং দৃষ্টত্বাদ্ ব্যতিক্রমস্য ।। ২০।। [১৯]

অনু.— ব্যতিক্রম দেখা গেছে বলে ঐ (চিহ্নগুলি) অসম্পূর্ণ।

ব্যাখ্যা— সূত্রকার মনে করেন স্তোম, পৃষ্ঠ অথবা সংস্থা দেখে শস্ত্র প্রভৃতির মন্ত্রে ঠিক করা উচিত নয়, কারণ স্তোম প্রভৃতির দিক্ থেকে সাম্য থাকলেও দুই যাগে মন্ত্রের পার্থক্য ঘটতে দেখা গেছে। এ-ক্ষেত্রে তাহলে কি করণীয়? পরবর্তী সূত্রে সেই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

ছন্দোগৈর্ এব কৃত্বা সময়ম্ অহ্নো বার্হতরাথন্তরতায়াম্ একাহেন শস্যং রাথন্তরাণাম্ ।। ২১।। [২০]

অনু.— উদ্‌গাতাদেরই সঙ্গে কথা বলে দিনের বৃহত্-সামত্ব অথবা রথন্তর-সামত্ব হলে রথন্তর-দিনগুলির শস্ত্র একাহের (মতো পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— স্তোম, পৃষ্ঠ এবং সংস্থার আস্থা না রেখে উদ্‌গাতাদের সঙ্গে হোতারা আগে কথা বলে নেবেন যে, সে-দিন পৃষ্ঠস্তোত্রে (?) কোন্ সাম গাওয়া হবে। যদি রথন্তর সাম গাওয়া হয় তাহলে জ্যোতিষ্টোমের মতোই শস্ত্র পাঠ করবেন।

দ্বিতীয়েনাভিপ্লবিকেন বার্হতানাম্ ।। ২২।। [২১]

অনু.— বৃহত্‌সামের (দিনগুলির অনুষ্ঠান করবেন) অভিপ্লবের দ্বিতীয় (দিনের মতো)।

ব্যাখ্যা— উদ্‌গাতারা যদি বলেন যে, পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহত্‌সাম গাওয়া হবে তাহলে অভিপ্লবষড়হের দ্বিতীয় দিনের মন্ত্রগুলিই হোতারা পাঠ করবেন।

অপি বা কয়াশুভীয়তদিদাসীয়ে এব নিবিদ্ধানীয়ে স্যাতাম্ ঐকাহিকম্ ইতরত্ ।। ২৩।। [২২]

অনু.— অথবা সেখানে 'কয়া-' (১/১৬৫) এবং 'তদি-' (১০/১২০) এই দুই (সূক্তই হবে) নিবিদ্ধানীয়। অন্য (-সব মন্ত্র হবে) একাহের (মতো)।

ব্যাখ্যা— অথবা ঐ বৃহত্ ও রথন্তরের দিনে জ্যোতিষ্টোমের মতোই অনুষ্ঠান হবে, তবে মরুত্বতীয় এবং নিষ্কেবল্য শস্ত্রে নিবিদ্ধান সূক্ত হবে যথাক্রমে 'কয়া-' এবং 'তদি-' এই দুই সূক্ত।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা (১০/৬)

[অশ্বমেধ— সাবিত্রী ইষ্টি, পারিপ্লবের আহ্বাব ও প্রতিগর]

সর্বান্ কামান্ আপ্স্যন্ত্ সর্বা বিজিতীর্ বিজিগীষমাণঃ সর্বা ব্যুষ্টীর্ ব্যশিষ্যন্ অশ্বমেধেন যজেত ।। ১।।

অনু.— সমস্ত কামনা লাভ করতে থাকবেন, সমস্ত বিজয় অর্জন করতে চাইছেন, সমস্ত বিভূতি পরিব্যাপ্ত করতে অভিলাষী হবেন (এমন অভিষিক্ত রাজা) অশ্বমেধ দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— বিজিতি = বিজয়। ব্যুষ্টি = বিভূতি। ব্যশিষ্যন্ = বি-√অশ্ + স্যতৃ (= স্যত্) প্রথমার একবচন; বৃত্তিকারের মতে অবশ্য এখানে সন্ প্রত্যয় হয়েছে। আপ. শ্রৌ. ২০/১/১ অনুযায়ী সার্বভৌম রাজাকেই এই যাগ করতে হয়। "যদ্ অশ্বমেধেন যজতে সর্বান্ কামান্ আপ্নোতি সর্বা ব্যুষ্টীর্ ব্যশ্নুতে"— শা. ১৬/১/১।

অশ্বম্ উৎস্রক্ষ্যন্ ইষ্টিভ্যাং যজেত ।। ২।।

অনু.— অশ্বকে ছেড়ে দেবেন (বলে) দু-টি ইষ্টি দ্বারা যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— অশ্বমেধে যাগের উপযোগী একটি অশ্বকে গ্রহণ করে তা-কে ভূ-পরিক্রমার জন্য ছেড়ে দিতে হয়। তার আগে দু-টি ইষ্টিযাগ করতে হয়। ৩নং ও ৫নং সূ. দ্র.।

অগ্নির্ মূর্ধন্বান্ ।। ৩।।

অনু.— (প্রথম ইষ্টিযাগের প্রধানদেবতা) মূর্ধন্বান্ অগ্নি।

বিরাজৌ সংযাজ্যে ।। ৪।।

অনু.— দু-টি বিরাজ্ (মন্ত্র এই ইষ্টিতে) স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা এবং যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— বিরাট্ ছন্দের মন্ত্রদুটির জন্য ২/১/৩৬ সূ. দ্র.।

পৌষ্ণী দ্বিতীয়া ।। ৫।।

অনু.— দ্বিতীয় (ইষ্টি) পূষাদেবতার।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/১/১২, ১৩ সূত্রে অগ্নি ও পূষা এই দুই দেবতারই উদ্দেশে দুটি ইষ্টি বিহিত হয়েছে।

ত্বমগ্নে সপ্রথা অসি সোম যাস্তে ময়োভুব ইতি সদ্বন্তৌ ।। ৬।।

অনু.— (এই ইষ্টিতে দুই আজ্যভাগের অনুবাক্যা) 'ত্বম-' (৫/১৩/৪), 'সোম-' (১/৯১/৯) এই দুই 'সদ্বান্' (মন্ত্র)।

ত্বাং চিত্রশ্রবস্তম যদ্ বাহিষ্ঠং তদগ্নয় ইতি সংযাজ্যে ।। ৭।।

অনু.— স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা এবং যাজ্যা 'ত্বাং-' (১/৪৫/৬), 'যদ্-' (৫/২৫/৭)।

অশ্বম্ উৎসৃজ্য রক্ষিণো বিধায় সাবিত্র্যস্ তিস্র ইষ্টয়োঽহর্-অহর্ বৈরাজতন্ত্রাঃ ।। ৮।। [৭]

অনু.— অশ্ব ছেড়ে দিয়ে রক্ষী নিয়োগ করে প্রতিদিন তিনটি বৈরাজতন্ত্র সাবিত্রী ইষ্টি (করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— অশ্বকে ভূ-পরিক্রমার জন্য ছেড়ে দিয়ে ঐ অশ্বকে যাতে কোন প্রতিস্পর্ধী রাজা অবরুদ্ধ করে না রাখেন সেই উদ্দেশে বহু রক্ষী পুরুষ নিয়োগ করা হয়। অশ্ব যতদিন পর্যন্ত না নিজ রাজ্যে ফিরে আসে তত দিন প্রত্যহ বৈরাজতন্ত্র (২/১/৪১ সূ. দ্র.) অনুসারে সবিতৃদেবতার উদ্দেশে উপাংশুস্বরে তিনটি ইষ্টি যাগ করতে হয়। সবনের ক্রম অনুযায়ী এই তিন ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান হবে। শ. ব্রা. অনুযায়ী কবচধারী একশ রাজপুত্র, খড়্গধারী একশ রাজন্য, ধনুর্ধারী একশ সূত ও গ্রামণী এবং দণ্ডধারী একশ পরিচারক এই মোট চারশ লোককে অশ্বের নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত করা হয়।

সবিতা সত্যপ্রসব প্রসবিতাসবিতা ।। ৯।। [৮]

অনু.— (ঐ তিন ইষ্টির দেবতা যথাক্রমে) সত্যপ্রসব সবিতা, প্রসবিতা এবং আসবিতা

ব্যাখ্যা— সত্যপ্রসব, প্র এবং আ সবিতারই বিশেষণ। সবিতা দেবতা বলে এগুলির অনুষ্ঠান হয় উপাংশুস্বরেই। শা. ১৬/১/১৭ সূত্রেও এই তিন দেবতাই স্বীকৃত হয়েছেন। একবছর ধরে প্রতিদিন এই তিনটি দেবতার উদ্দেশে ইষ্টিযাগ করে চলতে হয়।

য ইমা বিশ্বা জাতান্যা দেবো যাতু সবিতা সুরত্নঃ স ঘা নো দেবঃ সবিতা সহাবেতি দ্বে ।। ১০।। [৯]

অনু.— (প্রসবিতার অনুবাক্যা ও যাজ্যা) 'য-' (৫/৮২/৯), 'আ দেবো-' (৭/৪৫/১); (আসবিতার) 'স ঘা-' (৭/৪৫/৩,৪) ইত্যাদি দু-টি (মন্ত্র)।

ব্যাখ্যা— সত্যপ্রসব সবিতার প্রধানযাগের মন্ত্র আগেই বলা হয়েছে (৪/১১/৬ সূ. দ্র.)।

সমাপ্তাসু সমাপ্তাসু দক্ষিণত আহবনীয়স্য হিরণ্যকশিপাব্ আসীনোঽভিষিক্তায় পুত্রামাত্যপরিবৃতায় রাজ্ঞে পারিপ্লবম্ আচক্ষীত ।। ১১।। [১০]

অনু.— ঐ ইষ্টিগুলি (প্রতিদিন) শেষ হলে আহবনীয়ের ডান দিকে সোনার মাদুরে বসে থেকে (হোতা) পুত্র ও মন্ত্রীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রাজাকে পারিপ্লব বলবেন।

ব্যাখ্যা— প্রতিদিন সাবিত্রী ইষ্টিগুলি শেষ হলে হোতা রাজাকে পারিপ্লব পাঠ করে শোনান। পারিপ্লব কি তা ১০/৭/১-১০ সূত্রে বলা হবে। শা. ১৬/১/২২ সূত্রেও পারিপ্লব-পাঠের বিধান পাওয়া যায়। পারিপ্লব শব্দটির ব্যাখ্যা করে ঐ গ্রন্থে বলা হয়েছে— "তদ্ যত্ পুনঃ পুনঃ পরিপ্লবতে তস্মাত্ পারিপ্লবম্"— ১৬/২/৩৬।

হিরণ্ময়ে কূর্চেঽধ্বর্যুর্ আসীনঃ প্রতিগৃণাতি ।। ১২।। [১১]

অনু.— অধ্বর্যু সোনার পিঁড়িতে বসে থেকে প্রতিগর পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— কূর্চ : কুশগুচ্ছ, আসন, পিঁড়ি।

আখ্যাস্যন্ন্ অধ্বর্যব্ ইত্যাহ্বয়ীত ।। ১৩।। [১২]

অনু.— পারিপ্লব বলতে থাকবেন (বলে হোতা) 'অধ্বর্যো' এই আহাব পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— পারিপ্লব শুরু করার আগে হোতা এই বিশেষ আহাবটি করেন। শা. ১৬/১/২৩ সূত্রেও এই আহাবই বিহিত হয়েছে।

হো হোতর্ ইতীতরঃ ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— অপর (জন প্রতিগর করেন) 'হো হোতঃ'।

ব্যাখ্যা— অপর জন অর্থাৎ অধ্বর্যু হোতার 'অধ্বর্যো' এই আহাব শুনে 'হো হোতঃ' এই প্রতিগর করেন। "হোয়ি হোতর্ ইতি সর্বত্র প্রতিশৃণোতি"— শা. ১৬/১/২৩।

সপ্তম কণ্ডিকা (১০/৭)

[অশ্বমেধ— পারিপ্লবপাঠ]

প্রথমেঽহনি মনুর্ বৈবস্বতস্ তস্য মনুষ্যা বিশস্ ত ইম আসত ইতি গৃহমেধিন উপসমানীতাঃ স্যুস্ তান্ উপদিশত্যৃচো বেদঃ সোঽয়ম্ ইতি সূক্তং নিগদেত্ ।। ১।।

অনু.— (হোতা) প্রথম দিনে (পারিপ্লবে) 'মনুর্....... আসতে' (সূ.) এই (বলে যে-সব) আত্মীয়েরা নিকটে আনীত হয়েছেন তাঁদের (প্রতি অঙ্গুলি-) নির্দেশ করেন। 'ঋচো'....... সোঽয়ম্' (সূ.) এই (বলে যে-কোন) সূক্ত পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— হোতা 'অধ্বর্যো' এই আহ্বান করে 'মনুর্ .... আসতে' এবং 'ঋচো বেদঃ সোঽয়ম্' পর্যন্ত বলে ঋগ্‌বেদের একটি সম্পূর্ণ সূক্ত পাঠ করবেন। সূক্তপাঠের আগে তিনি যা বলেন তার সংক্ষিপ্ত অর্থ হল— বৈবস্বত মনু রাজা এবং মানুষেরা তাঁর প্রজা। এই সেই মানুষেরা আজ এখানে উপস্থিত। এই কথা বলার সময়ে গৃহস্থ কুটুম্বদের সেখানে কাছে নিয়ে আসা হয় এবং হোতা তাঁদের উদ্দেশে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। এর পর বলেন ঋক্‌ই হচ্ছে বেদ এবং এই হল সেই বেদ। এই কথা বলে দৃষ্টান্তরূপে তিনি ঋক্‌সংহিতা থেকে নিজের পছন্দমত যে-কোন একটি সূক্ত আগাগোড়া পাঠ করেন। শা. ১৬/২/১-৩ সূত্রেরও এই একই বিধান।

দ্বিতীয়েঽহনি যমো বৈবস্বতস্ তস্য পিতরো বিশস্ ত ইম আসত স্থবিরা উপসমানীতাঃ স্যুস্ তান্ উপদিশতি যজুর্‌বেদো বেদঃ সোঽয়ম্ ইত্যনুবাকং নিগদেত্ ।। ২।।

অনু.— দ্বিতীয় দিনে (হোতা) 'যমো....... আসতে' (সূ.) এই (বলে যে-সব) বৃদ্ধ ব্যক্তিরা নিকটে আনীত হয়েছেন তাঁদের (প্রতি অঙ্গুলি-) নির্দেশ করেন। 'যজুর্‌বেদো..... সোঽয়ম্' (সূ.) এই বলে (যে-কোন) অনুবাক পাঠ করেন।

ব্যাখ্যা— এই দিনের যা বক্তব্য তার অর্থ— বৈবস্বত যম রাজা এবং প্রয়াত পিতৃগণ তাঁর প্রজা। এর পর বৃদ্ধ ব্যক্তিদের এনে যমের প্রজারূপে আঙুল দিয়ে তাঁদের দিকে দেখিয়ে যজুর্বেদ বেদ, এই সেই বেদ এ-কথা বলে তাঁদের কাছে যজুর্বেদের যে-কোন অনুবাক পাঠ করে শোনাতে হয়। শা. ১৬/২/৪-৬ সূত্রেও এই বিধানই আছে।

তৃতীয়েঽহনি বরুণ আদিত্যস্ তস্য গন্ধর্বা বিশস্ ত ইম আসত ইতি যুবানঃ শোভনা উপসমানীতাঃ স্যুস্ তান্ উপদিশত্যথর্বাণো বেদঃ সোঽয়ম্ ইতি যদ্ ভেষজং নিশান্তং স্যাত্ তন্ নিগদেত্ ।। ৩।।

অনু.— তৃতীয় দিনে (তিনি) 'বরুণ... আসতে' (সূ) এই বলে (যে-সব) সুন্দর যুবকেরা নিকটে আনীত হয়েছেন তাঁদের (দিকে) নির্দেশ করেন। 'অথর্বাণো... সোঽয়ম্' (সূ.) এই (বলে বেদে) যে ভৈষজ্য মন্ত্র পঠিত আছে তা পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— নিশান্ত : পঠিত। এই দিন অদিতিপুত্র বরুণ রাজা, গন্ধর্বরা প্রজা। যুবারা সেই প্রজার প্রতীক। অথর্ববেদে পঠিত ভৈষজ্য মন্ত্র সেই যুবাদের কাছে পড়ে শোনাতে হয়। শা. ১৬/২/৭-৯ সূত্রের বিধানও তা-ই।

চতুর্থেঽহনি সোমো বৈষ্ণবস্ তস্যাপ্সরসো বিশস্ তা ইমা আসত ইতি যুবতয়ঃ শোভনা উপসমানীতাঃ স্যুস্ তা উপদিশত্যাঙ্গিরসো বেদঃ সোঽয়ম্ ইতি যদ্ ঘোরং নিশান্তং স্যাত্ তন্ নিগদেত্ ।। ৪।।

অনু.— চতুর্থ দিনে 'সোমো'.... আসতে' (সূ.) এই (বলে যে-সব) সুন্দরী যুবতিরা নিকটে আনীত হয়েছেন তাঁদের (দিকে) নির্দেশ করেন। 'আঙ্গিরসো.... সোঽয়ম্' (সূ.) এই (বলে) যে ভয়ঙ্কর অংশ (বেদে) পঠিত হয়েছে তা পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— এই দিন বৈষ্ণব সোম রাজা, অপ্সরাগণ প্রজা, সুন্দরী যুবতিরা সেই অপ্সরাদের প্রতীক। আঙ্গিরসবেদের অর্থাৎ অথর্ববেদের অশুভ অংশে পঠিত ভয়ঙ্কর অভিচার-সম্পর্কিত মন্ত্রগুলি তাঁদের পড়ে শোনাতে হয়। শা. ১৬/২/১০-১২ সূত্রেও আমরা এই একই বিধান পাই।

পঞ্চমেঽহন্যর্বুদঃ কাদ্রবেয়স্ তস্য সর্পা বিশস্ ত ইম আসত ইতি সর্পাঃ সর্পবিদ ইত্যুপসমানীতাঃ স্যুস্ তান্ উপদিশতি বিষবিদ্যা বেদঃ সোঽয়ম্ ইতি বিষবিদ্যাং নিগদেত্ ।। ৫।।

অনু.— পঞ্চম দিনে 'অর্বুদঃ...... আসতে' (সূ.) এই বলে (যে-সব) সর্পযুক্ত সর্পবিদ্ নিকটে আনীত হয়েছেন তাঁদের (দিকে) নির্দেশ করেন। 'বিষ..... সোঽয়ম্' (সূ.) এই বলে বিষবিদ্যা (সম্পর্কে) বলবেন।

ব্যাখ্যা— এই দিন কদ্রুবংশের অর্বুদ রাজা, সাপেরা প্রজা। সাপের প্রতীক সর্পধারী সর্পবিদ্ ব্যক্তিগণ। তাঁদের ডেকে এনে বিষবিদ্যা সম্পর্কে কিছু শোনান হয়। শা. ১৬/২/১৩-১৫ সূত্রেও এই বিধানই রয়েছে।

ষষ্ঠেঽহনি কুবেরো বৈশ্রবণস্ তস্য রক্ষাংসি বিশস্ তানীমান্যাসত ইতি সেলগাঃ পাপকৃত ইত্যুপসমানীতাঃ স্যুস্ তান্ উপদিশতি পিশাচবিদ্যা বেদঃ সোঽয়ম্ ইতি যত্ কিঞ্চিত্ পিশাচসংযুক্তং নিশান্তং স্যাত্ তন্ নিগদেত্ ।। ৬।।

অনু.— ষষ্ঠ দিনে 'কুবেরো..... আসতে' (সূ.) এই (বলে যে-সব) পাপী ডাকাতেরা নিকটে আনীত হয়েছে তাদের (দিকে) নির্দেশ করেন। 'পিশাচ... সোঽয়ম্' (সূ.) এই (বলে) যা-কিছু পিশাচ-সম্পর্কিত (বিদ্যা) পঠিত আছে (তা) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— সেলগ = সর্পদংশনের বিকারে উন্মাদ, ডাকাত। এই দিন বৈশ্রবণ কুবের রাজা, রাক্ষসেরা প্রজা। সর্পদংশনে উন্মত্ত লোকেরা রাক্ষসদের প্রতীক। তাঁদের পিশাচবিদ্যার বিষয়ে কিছু পড়ে শোনান হয়। শা. ১৬/২/১৬-১৮ সূত্রেও এই বিধানই দেওয়া হয়েছে, তবে পিশাচবিদ্যার স্থানে সেখানে রক্ষোবিদ্যা শব্দটির উল্লেখ রয়েছে।

সপ্তমেঽহন্যসিতো ধান্বস্তস্যাসুরা বিশস্ ত ইম আসত ইতি কুসীদিন উপসমানীতাঃ স্যুস্ তান্ উপদিশত্যসুরবিদ্যা বেদঃ সোঽয়ম্ ইতি মায়াং কাঞ্চিত্ কুর্যাত্ ।। ৭।।

অনু.— সপ্তম দিনে 'অসিতো..... আসতে' (সূ.) এই (বলে যে-সব) সুদজীবীরা নিকটে আনীত হয়েছে তাদের (দিকে) নির্দেশ করেন। 'অসুর..... সোঽয়ম্' (সূ.) এই (বলে) কোন মায়া (প্রদর্শন) করাবেন। (সূ.)।

ব্যাখ্যা— কুসীদী = সুদজীবী ব্যক্তি। সপ্তম দিনে ধনুবংশের অসিত রাজা, অসুরেরা তাঁর প্রজা। সুদজীবীরা ঐ অসুরদের প্রতীক। তাদের কাছে অসুরবিদ্যার নিদর্শনরূপে কোন কৌশল, যাদুবিদ্যা বা মায়াজাল দেখাবেন। শা. ১৬/২/১৯-২১ সূত্রের বিধানও তা-ই।

অষ্টমেঽহনি মত্স্যঃ সাম্মদস্ তস্যোদকেচরা বিশস্ ত ইম আসত ইতি মত্স্যাঃ পুঞ্জিষ্ঠা ইত্যুপসমানীতাঃ স্যুস্ তান্ উপদিশতি পুরাণবিদ্যা বেদঃ সোঽয়ম্ ইতি পুরাণম্ আচক্ষীত ।। ৮।।

অনু.— অষ্টম দিনে (বলেন) 'মত্স্যঃ..... আসতে' (সূ.) এই (বলে যে-সব) মৎস্যজীবী ধীবরেরা নিকটে আনীত হয়েছেন তাঁদের (দিকে) নির্দেশ করেন। 'পুরাণ... সোঽয়ম্' (সূ.) এই (বলে) পুরাণ বিবৃত করবেন।

ব্যাখ্যা— পুঞ্জিষ্ঠা = কৈবর্ত, জেলে। এই দিন সম্মদ-বংশের মৎস্য রাজা, জলচর প্রাণীরা প্রজা। জলচর প্রাণীদের প্রতীক কৈবর্ত। তাঁদের কাছে ডেকে এনে পুরাণ পাঠ করে শোনাতে হয়। শা. ১৬/২/২২-২৪ সূত্রেরও এই বিধান, তবে ইতিহাস পাঠ করে শোনাতে বলা হয়েছে।

নবমেঽহনি তার্ক্ষ্যো বৈপশ্চিতস্ তস্য বয়াংসি বিশস্ তানীমান্যাসত ইতি বয়াংসি ব্রহ্মচারিণ ইত্যুপসমানীতাঃ স্যুস্ তান্ উপদিশতীতিহাসো বেদঃ সোঽয়ম্ ইতীতিহাসম্ আচক্ষীত ।। ৯।।

অনু.— নবম দিনে 'তার্ক্ষ্যো.... আসতে' (সূ.) এই (বলে যে-সব) দ্বিজ ব্রহ্মচারীরা নিকটে আনীত হয়েছেন তাঁদের (দিকে) নির্দেশ করেন। 'ইতিহাসো..... সোঽয়ম্' (সূ.) এই (বলে) ইতিহাস বিবৃত করবেন।

ব্যাখ্যা— এই দিন বিপশ্চিত্ বংশের তার্ক্ষ্য রাজা, পাখীরা প্রজা। ব্রহ্মচারীরা পাখীর প্রতীক। তাঁদের ইতিহাস পড়ে শোনান হয়। শা. ১৬/২/২৫-২৭ সূত্রেও এই বিধানই পাওয়া যায়, তবে ইতিহাস নয়, পুরাণ পাঠ করতে বলা হয়েছে।

দশমেঽহনি ধর্ম ইন্দ্রস্ তস্য দেবা বিশস্ ত ইম আসত ইতি যুবানঃ শ্রোত্রিয়া অপ্রতিগ্রাহকা ইত্যুপসমানীতাঃ স্যুস্ তান্ উপদিশতি সামবেদো বেদঃ সোঽয়ম্ ইতি সাম গায়াত্ ।। ১০।। [৯]

অনু.— দশম দিনে 'ধর্ম... আসতে' (সূ.) এই (বলে যে-সব) অপ্রতিগ্রাহী বেদজ্ঞ যুবক নিকটে আনীত হয়েছেন তাঁদের (দিকে) নির্দেশ করেন। 'সাম..... সোঽয়ম্' (সূ.) এই (বলে) সাম গাইবেন।

ব্যাখ্যা— এই দশম দিনে ইন্দ্র ধর্ম রাজা, দেবতারা তাঁর প্রজা। যাঁরা অপরের দান গ্রহণ করেন না সেই শ্রদ্ধেয় বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ হচ্ছেন দেবতাদের প্রতীক। তাঁদের সামগান করে শোনাতে হয়। শা. ১৬/২/২৮-৩০ সূত্রের বিধানও তা-ই।

এবম্ এবৈতত্ পর্যায়শঃ সংবত্সরম্ আচক্ষীত। দশমীং দশমীং সম্-আপয়ন্ ।। ১১।। [১০]

অনু.— এইভাবেই দশম দশম (তিথি) সমাপ্ত করতে করতে এই (আখ্যান) পর্যায়ক্রমে এক বছর ধরে বিবৃত করবেন।

ব্যাখ্যা— দশ দিনে ঋগ্‌বেদ প্রভৃতি দশ বিদ্যা পড়ে শুনিয়ে আবার দশ দিন ধরে ঐগুলিরই পুনরাবৃত্তি করতে হয়। এইভাবে সারা বছর ধরে চক্রক্রমে এগুলি পড়ে চলতে হয়।

সংবত্সরান্তে দীক্ষেত ।। ১২।। [১১]

অনু.— এক বছর শেষ হলে দীক্ষণীয়া ইষ্টি করবেন।

অষ্টম কণ্ডিকা (১০/৮)

[অশ্বমেধ— প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিনে অশ্বের সংজ্ঞপন, ঋত্বিক্ ও রাজপত্নীদের মধ্যে নিন্দাবাদ]

ত্রীণি সুত্যানি ভবন্তি ।। ১।।

অনু.— (অশ্বমেধে) তিনটি সুত্যা হয়।

গোতমস্তোমঃ প্রথমম্ ।। ২।।

অনু.— প্রথম (দিন) গোতমস্তোম।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/৩/৭ সূত্রেও গোতমস্তোমই বিহিত হয়েছে।

দ্বিতীয়স্যাহ্নঃ পশোর্ উপাকরণকালেঽশ্বম্ আনীয় বহির্বেদ্যাত্তাবেঽবাহ্যাপয়েয়ুঃ ।। ৩।। [২]

অনু.— দ্বিতীয় দিনের পশুর উপাকরণের সময়ে (অধ্বর্যুরা) অশ্বকে এনে বেদির বাইরে আতাবে রেখে দেবেন।

ব্যাখ্যা— সূত্রের পাঠটি সম্ভবত অশুদ্ধ; শুদ্ধ পাঠ হওয়া উচিত 'আস্তাবেব (বা) স্থাপয়েয়ুঃ'। শা. ১৬/৮/১৯ অনুযায়ী এই দিন উক্‌থ্যের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আশ্বলায়নের মতে ১০/৯/১৯ অনুসারে শস্ত্রপাঠ করতে হবে।

স চেদ্ অবঘ্রায়াদ্ উপবর্তেত বা যজ্ঞসমৃদ্ধিং বিদ্যাত্ ।। ৪।। [৩]

অনু.— যদি সেই (অশ্ব) ঘ্রাণ নেয় অথবা পরিক্রমণ করে (তাহলে) যজ্ঞের সমৃদ্ধি (ঘটছে বলে) জানবেন।

ব্যাখ্যা— "অলংকৃতম্ অশ্বম্ আস্তাবম্ অবঘ্রাপয়ন্তি"— শা. ১৬/৩/১৮।

ন চেত্ সুগব্যং নো বাজী স্বশ্ব্যম্ ইতি যজমানং বাচয়েত্ ।। ৫।। [৪]

অনু.— যদি (তা) না (করে তাহলে) যজমানকে 'সুগব্যং-' (১/১৬২/২২) এই (মন্ত্র) পাঠ করাবেন।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/৩/১৯ সূত্রের বিধানও তা-ই।

তম্ অবস্থিতম্ উপাকরণায় যদক্রন্দ ইত্যেকাদশভিঃ স্তৌত্যপ্রণুবন্ ।। ৬।।

অনু.— উপাকরণের জন্য অবস্থিত সেই (অশ্বকে) 'যদ-' (১/১৬৩/১-১১) ইত্যাদি এগারটি (মন্ত্র দ্বারা) প্রণব না (উচ্চারণ) করতে করতে স্তব করবেন।

ব্যাখ্যা— 'অপ্রণুবন্' বলায় অর্থাৎ প্রণব নিষেধ করায় বোঝা যাচ্ছে যে, স্তব শস্ত্র, যাজ্যা, নিগদ ইত্যাদির অন্তর্গত না হলেও এখানে তা-কে কিছুটা সামিধেনীর মতোই পাঠ করতে হয়। ফলে প্রত্যেক অর্ধমন্ত্রে থামতে হবে এবং মন্ত্রগুলিকে একশ্রুতি করে পড়তে হবে। তবে প্রথম এবং শেষ মন্ত্রের এখানে তিনবার করে আবৃত্তি হবে না এবং সূত্রে নিষেধ করায় প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে প্রণব পাঠ করতেও হবে না। শা. ১৬/৩/২০ সূত্রেও এই মন্ত্রগুলিকে এইভাবেই পাঠ করতে বলা হয়েছে।

অনুস্বাধ্যায়ম্ ইত্যেকে ।। ৭।। [৬]

অনু.— অন্যেরা (বলেন) বেদ অনুযায়ী (স্তব হবে)।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ বলেন একশ্রুতিতে নয়, সংহিতায় যেমনভাবে উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত স্বরে মন্ত্রগুলি পড়া আছে এখানেও ঠিক তেমনভাবেই পাঠ করতে হবে। এ-ক্ষেত্রেও প্রথম ও শেষ মন্ত্রের তিনবার করে আবৃত্তি হয় না।

অধ্রিগো শমীধ্বম্ ইতি শিষ্ট্বা ষড়্‌বিংশতির্ অস্য বঙ্ক্রয় ইতি বা মা নো মিত্র ইত্যাবপেত্তোপ প্রাগাচ্ ছসনং বাজ্যর্বেতি চ দ্বে ।। ৮।। [৭].

অনু.— 'অধ্রিগো-' (সু.) অথবা 'ষড়্-' (সু.) এই (মন্ত্রাংশটি) বাকী রেখে 'মা-' (১/১৬২) এই (সূক্ত) এবং 'উপ-' (১/১৬৩/১২,১৩) এই দু-টি (মন্ত্র) সংযোজিত করবেন।

ব্যাখ্যা— অধ্রিগুপ্রৈষ মন্ত্রের 'ষড়্‌বিংশতি-' ইত্যাদি অংশ অথবা 'অধ্রিগো-' ইত্যাদি অংশ (৩/৩/১ সু. দ্র.) বাকী রেখে তার আগে উদ্ধৃত সূক্তটি ও মন্ত্র-দুটি পাঠ করতে হয়। প্রথম সূক্তটির সপ্তম মন্ত্রটি সম্পর্কে যাস্কই বলেছেন 'ইত্যাশ্বমেধিকো মন্ত্রঃ' (নি. ৬/২২/১৬)। নিগদের মধ্যবর্তী বলে বিহিত মন্ত্রগুলিকে এ-ক্ষেত্রেও সামিধেনীর মতোই একশ্রুতিতে উচ্চারণ করতে হবে, কিন্তু সামিধেনীর অন্য কোন ধর্ম সেখানে প্রযুক্ত হবে না। শা. ১৬/৩/২২,২৩ সূত্রেও প্রায় এই বিধানই আছে এবং স্পষ্টরূপে প্রণবপাঠ নিষিদ্ধ হয়েছে।

সংজ্ঞপ্তম্ অশ্বং পত্ন্যো ধূন্বন্তি দক্ষিণান্ কেশপক্ষান্ উদ্‌গ্রথ্যোত্তরান্ প্রচৃত্য সব্যান্ ঊরূন্ আঘ্নানাঃ ।। ৯।। [৮]

অনু.— (যজমানের) পত্নীরা ডান পাশের চুলগুলি উপরে (ঝুঁটি) বেঁধে অন্য (পাশের চুলগুলি) খুলে (বাঁ হাত দিয়ে নিজেদের) বাঁ উরু আঘাত করতে করতে (ডান হাত দিয়ে) নিহত অশ্বকে (কাপড় দিয়ে) ঝাড়েন।

অথাস্মৈ মহিষীম্ উপনিপাতয়ন্তি ।। ১০।। [৯]

অনু.— এর পর ঐ (মৃত অশ্বের উদ্দেশে রাজার) জ্যেষ্ঠ পত্নীকে শুইয়ে দেন।

ব্যাখ্যা— অশ্বের পাশে শোওয়াবার পর পত্নী অশ্বের শিশ্ন নিজ যোনিতে স্পর্শ করান— 'অশ্বশিশ্নম্ উপস্থে কুরুতে বৃষা বাজীতি' (কা. শ্রৌ. ২০/৬/১৬)। অশ্বমেধের এই অংশে এবং সত্রের অন্তর্গত মহাব্রতে কেউ কেউ অনার্য লিঙ্গপূজার প্রভাব আছে বলে মনে করেন। অনেকে আবার এগুলিকে প্রজননধর্মী অনুষ্ঠান বলে গণ্য করে থাকেন। "সংজ্ঞপ্তায় মহিষীম্ উপনিপাতয়ন্তি; তাব্ অধীবাসেন সংপ্রোর্ণুবতে"— শা. ১৬/৩/৩৩, ৩৪।

তাং হোতাভিমেথতি মাতা চ তে পিতা চ তেঽগ্রে বৃক্ষস্য ক্রীড়তঃ প্রতিলামীতি তে পিতা গর্ভে মুষ্টিম্ অতংসয়দ্ ইতি ।। ১১।। [১০]

অনু.— হোতা তাঁকে 'মাতা-' (সূ.) এই (বাক্যে) গালি দেন।

ব্যাখ্যা— নিন্দা-প্রতিনিন্দা সবই বেদির বাইরে অশ্বের কাছে দাঁড়িয়ে করতে হয়। শা. ১৬/৪/১ সূত্রেও হোতাকে এই মন্ত্রেই আক্রোশ বা কুৎসা প্রকাশ করতে বলা হয়েছে।

সা হোতারং প্রত্যভিমেথত্যনুচর্যশ্ চ শতং রাজপুত্র্যো মাতা চ তে পিতা চ তেঽগ্রে বৃক্ষস্য ক্রীড়তঃ। যীযন্ন্যত ইব তে মুখং হোতর্ মা ত্বং বদো বহ্বিতি ।। ১২।। [১১]

অনু.— সেই (পত্নী) এবং (তাঁর) সহচরী একশ রাজকন্যা হোতাকে 'মাতা-' (সূ.) এই (বাক্যে) পাল্টা গালি দেন।

ব্যাখ্যা— "অশ্বপালানাং সমানজাতীয়াঃ শতং শতম্ অনুচর্যস্ তাঃ প্রত্যভিমেথন্তি; যিযন্ন্যত ইব তে মনো হোতর্ মা ত্বং বদো বহু; ইতি প্রত্যভিমেথনে বিকারঃ"— শা. ১৬/৪/৫, ৬।

বাবাতাং ব্রহ্মোর্ধ্বাম্ এনাম্ উচ্ছ্রয়তাদ্ গিরৌ ভারং হরন্নিব। অথাস্যৈ মধ্যমেজতু শীতে বাতে পুনন্নিবেতি ।। ১৩।। [১২]

অনু.— ব্রহ্মা (রাজার) দ্বিতীয় পত্নীকে 'ঊর্ধ্বাম্-' (সূ.) এই (বাক্যে গালি দেন)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/৪/২ সূত্রেও এই বিধানই আছে। ঐ গ্রন্থে পরবর্তী দুটি সূত্রে উদ্‌গাতা এবং অধ্বর্যুকেও যথাক্রমে পরিবৃক্তা ও পালাগলীকে লক্ষ্য করে গালি দিতে বলা হয়েছে। সূত্রে 'পুনর্নিব' স্থলে 'পুনন্নিব' পাঠও হতে পারে।

সা ব্রহ্মাণং প্রত্যভিমেথত্যনুচর্যশ্ চ শতং রাজপুত্র্য ঊর্ধ্বমেনমুচ্ছ্রয়ত গিরৌ ভারং হরন্নিব। অথাস্য মধ্যমেজতু শীতে বাতে পুনন্নিবেতি ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— সেই (দ্বিতীয় পত্নী) এবং তাঁর সহচরী একশ রাজকন্যা ব্রহ্মাকে পাল্টা গালি দেন 'ঊর্ধ্ব-' (সূ.) এই (বাক্যে)।

ব্যাখ্যা— শ. ব্রা. ১৩/৫/২/৩-৮ অংশে যজমান ও অশ্ব, অধ্বর্যু ও কুমারী, ব্রহ্মা ও মহিষী, উদ্‌গাতা ও বাবাতা, হোতা ও পরিবৃক্তা এবং ক্ষত্রিয় ও পালাগলীর মধ্যে নিন্দা-প্রতিনিন্দার বিধান পাওয়া যায়। রাজার পত্নীদের হয়ে প্রতিনিন্দা করেন তাঁদের নিজ নিজ একশ অনুচরী। "অশ্বপালানাং সমানজাতীয়াঃ শতং শতম্ অনুচর্যস্ তাঃ প্রত্যভিমেথন্তি, ঊর্ধ্বম্ এনম্.... ইতি প্রত্যভিমেথনে বিকারঃ"— শা. ১৬/৪/৫, ৬।

সদঃ প্রসৃপ্য স্বাহাকৃতিভিশ্ চরিত্বা ।। ১৫।। [১৪]

অনু.— সদোমণ্ডপে প্রবেশ করে স্বাহাকারদের দ্বারা অনুষ্ঠান করে (ব্রহ্মোদ্য বলবেন)।

ব্যাখ্যা— সদোমণ্ডপে প্রবেশ করে স্বাহাকার দেবতাদের উদ্দেশে অন্তিম প্রযাজের অনুষ্ঠান করে পরবর্তী সূত্রে নির্দিষ্ট কাজটি করবেন।

নবম কণ্ডিকা (১০/৯)

[অশ্বমেধ— ব্রহ্মোদ্য, মহিমগ্রহ, নানা সবনীয় পশুর দেবতা, দ্বিতীয় সুত্যাদিনের মন্ত্র]

ব্রহ্মোদ্যং বদন্তি ।। ১।।

অনু.— (ঋত্বিকেরা) ব্রহ্মোদ্য বলেন।

ব্যাখ্যা— অন্তিম প্রযাজের পরে ঋত্বিকেরা ২-১১ নং সূত্রে নির্দিষ্ট ব্রহ্মোদ্য বলেন। 'ব্রহ্মোদ্য' হচ্ছে ঋত্বিক্‌দের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন-উত্তর। এগুলি কিছুটা ধাঁধার মতো। শা. ১৬/৪/৭ সূত্রেও এই বিধান আছে।

কঃ স্বিদেকাকী চরতি ক উ স্বিজ্ জায়তে পুনঃ। কিং স্বিদ্ ধিমস্য ভেষজং কিং স্বিদাবপনং মহদ্ ইতি হোতাধ্বর্যুং পৃচ্ছতি ।। ২।।

অনু.— হোতা অধ্বর্যুকে প্রশ্ন করেন— 'কঃ-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/৫ অনুযায়ী মন্ত্রগুলির ক্রম হচ্ছে 'কিং স্বিত্ সূর্যসমং-', 'ব্রহ্ম-', 'কঃ স্বিদ্-' 'সূর্য-'।

সূর্য একাকী চরতি চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ। অগ্নির্হিমস্য ভেষজং ভূমিরাবপনং মহদ্ ইতি প্রত্যাহ ।। ৩।। [২]

অনু.— (অধ্বর্যু) উত্তর দেন 'সূর্য-' (সূ.)।

কিং স্বিত্ সূর্যসমং জ্যোতিঃ কিং সমুদ্রসমং সরঃ।। কঃ স্বিত্ পৃথিব্যৈ বর্ষীয়ান্ কস্য মাত্রা ন বিদ্যত ইত্যধ্বর্যুর্ হোতারং পৃচ্ছতি ।। ৪।। [২]

অনু.— অধ্বর্যু হোতাকে প্রশ্ন করেন 'কিং-' (সূ.)।

সত্যং সূর্যসমং জ্যোতির্দ্যৌঃ সমুদ্রসমং সরঃ।। ইন্দ্রঃ পৃথিব্যৈ বর্ষীয়ান্ গোস্তু মাত্রা ন বিদ্যত ইতি প্রত্যাহ ।। ৫।। [২]

অনু.— (হোতা) উত্তর দেন 'সত্যং-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/৫/২ অংশে 'সত্যং' স্থানে পাঠ আছে 'ব্রহ্ম'।

পৃচ্ছামি ত্বা চিতয়ে দেবসখ যদি ত্বমত্র মনসা জগন্থ। কেষু বিষ্ণুস্ত্রিষু পদেষ্বস্থঃ কেষু বিশ্বং ভুবনম্ আ বিবেশেতি ব্রহ্মোদ্গাতারং পৃচ্ছতি ।। ৬।। [২]

অনু.— ব্রহ্মা উদ্গাতাকে প্রশ্ন করেন 'পৃচ্ছামি-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/৫/২ এবং ১৬/৬/১ অংশেও এই মন্ত্র ও বিধান পাওয়া যায়। 'অস্থঃ' স্থানে সেখানে পাঠ আছে 'ইষ্টঃ'।

অপি তেষু ত্রিষু পদেষ্বস্মি যেষু বিশ্বং ভুবনমা বিবেশ। সদ্যঃ পর্যেমি পৃথিবীমুত দ্যামেকেনাঙ্গেন দিবো অস্য পৃষ্ঠম্ ইতি প্রত্যাহ। ।। ৭।। [২]

অনু.— (উদ্‌গাতা) উত্তর দেন 'অপি-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/৬/১ অংশেও তা-ই বলা আছে।

কেম্বন্তঃ পুরুষ আ বিবেশ কান্যন্তঃ পুরুষ আর্পিতানি। এতদ্ ব্রহ্মন্নুপ বল্হামসি ত্বা কিং স্বিন্ নঃ প্রতি বোচাস্যত্রেত্যুদ্‌গাতা ব্রহ্মাণং পৃচ্ছতি ।। ৮।। [২]

অনু.— উদ্‌গাতা ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করেন 'কেম্ব-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/৬/১ অংশেও তা-ই আছে, তবে 'আর্পিতানি' স্থানে পাঠ হচ্ছে 'অর্পিতানি'।

পঞ্চস্বন্তঃ পুরুষ আ বিবেশ তান্যন্তঃ পুরুষ আর্পিতানি এতত্ ত্বাত্র প্রতিমন্বানো অস্মি ন মায়য়া ভবস্যুত্তরো মদ্ ইতি প্রত্যাহ ।। ৯।। [২]

অনু.— (ব্রহ্মা) উত্তরে দেন 'পঞ্চস্ব-' (সূ.)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/৬/১ অংশের বিধানও তা-ই।

প্রাঞ্চম্ উপনিষ্ক্রম্যৈকৈকশো যজমানং পৃচ্ছন্তি পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যা ইতি ।। ১০।। [২]

অনু.— পূর্বদিকে বেরিয়ে গিয়ে একে একে (ঋত্বিকেরা) যজমানকে প্রশ্ন করেন 'পৃচ্ছামি-' (১/১৬৪/৩৪)।

ব্যাখ্যা— নিজ স্থানে পূর্বমুখ হয়ে উপবিষ্ট যজমানকে একে একে সকল ঋত্বিক্‌ই এই প্রশ্নটি করেন। শা. ১৬/৬/২ সূত্রে বেরিয়ে যাওয়ার কোন নির্দেশ নেই এবং একজন ঋত্বিক্‌কেই প্রশ্নটি করতে বলা হয়েছে। মন্ত্রটি অবশ্য অভিন্নই।

ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা ইতি প্রত্যাহ ।। ১১।। [৩]

অনু.— (যজমান) উত্তর দেন 'ইয়ং-' (১/১৬৪/৩৫)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/৬/৩ সূত্রেও এই মন্ত্রই নির্দিষ্ট হয়েছে।

মহিম্না পুরস্তাদ্ উপরিষ্টাচ্ চ বপানাঞ্চরন্তি ।। ১২।। [৪]

অনু.— বপার আগে এবং পরে মহিমগ্রহ দ্বারা অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা— অশ্বমেধে দুটি মহিমগ্রহ থাকে— একটি সোনার তৈরী, অপরটি রূপার। বপাযাগের আগে একটি এবং পরে অপর একটি মহিমগ্রহে সোমরস নিয়ে অগ্নিতে তা আহুতি দিতে হয়।

সুভূঃ স্বয়ম্ভূঃ প্রথমমন্তর্মহত্যর্ণবে। দধে হ গর্ভমৃত্বিয়ং যতো জাতঃ প্রজাপতিঃ ।। ১৩।। [৫]

অনু.— (মহিমগ্রহের) 'সুভূঃ-' (সূ.) এই (মন্ত্র অনুবাক্যা)।

ব্যাখ্যা— মন্ত্রটি শা. ১৬/৭/১ সূত্রেও বিহিত হয়েছে।

হোতা যক্ষত্ প্রজাপতিং মহিম্নো জুষতাং বেতু পিবতু সোমং হোতর্যজেতি প্রৈষঃ ।। ১৪।। [৫]

অনু.— 'হোতা-' (সূ.) এই (মন্ত্রটি যাজ্যার প্রৈষ)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/৭/২ সূত্রে প্রৈষটিকে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভবেমে লোকাঃ প্রদিশো দিশশ্চেতি যাজ্যা ।। ১৫।। [৫]

অনু.— 'ভবে-' (সূ.) যাজ্যা।

ব্যাখ্যা— শা. ১৬/৭/৩ অনুসারে যাজ্যা হচ্ছে 'প্রজা-' (১০/১২১/১০)। দ্বিতীয় মহিমগ্রহে শা. ১৬/৭/১২ অনুসারে প্রথম মহিমগ্রহের অনুবাক্যা যাজ্যা এবং যাজ্যা অনুবাক্যা হয়।

অশ্বোঽজস্ তূপরো গোমৃগ ইতি প্রাজাপত্যাঃ ।। ১৬।। [৫]

অনু.— অশ্ব, শৃঙ্গবিহীন ছাগ (এবং) গোমৃগ— প্রজাপতি-দেবতার (উদ্দিষ্ট এই তিন পশু নিবেদন করা হয়)।

ব্যাখ্যা— তূপর = শৃঙ্গবিহীন ছাগ। অশ্বমেধে 'অগ্নিষ্ঠ' নামে একটি যূপ থাকে। ঐ যূপের বাঁ এবং ডান দু-দিকেই আবার দশটি করে যূপ রাখা হয়। অশ্বকে বাঁধা হয় অগ্নিষ্ঠে। অন্য যূপগুলিতে বাঁধা থকে মোট তিনশ-র উপর গ্রাম্য পশু এবং প্রায় সমসংখ্যক বন্য পশু ও প্রাণী। তার মধ্যে অশ্ব, তূপর এবং গোমৃগের বপা প্রজাপতিদেবতার উদ্দেশে আহুতি দিতে হয়। অশ্বের বপা নেই বলে পরিবর্তে 'চন্দ্র' নামে মেদ আহুতি দেওয়া হয়। অশ্বমেধে সোমযাগ প্রধান হলেও দ্বিতীয় দিনে সবনীয় পশু অশ্ব বলে যাগের নাম অশ্বমেধ। শা. ১৬/৩/১৩ সূত্রেও প্রজাপতির উদ্দেশে এই প্রাণীগুলিই নিবেদন করতে বলা হয়েছে।

ইতরেষাং পশূনাং প্রচরন্তি ।। ১৭।। [৬]

অনু.— অন্য পশুগুলির (-ও) অনুষ্ঠান করেন।

ব্যাখ্যা— প্রজাপতিদেবতার উদ্দেশে অশ্ব, তূপর এবং গোমৃগের আহুতি হয়ে গেলে অন্য দেবতার উদ্দেশে বিহিত পশুগুলির বপা প্রভৃতি দ্বারা অনুষ্ঠান করতে হয়।

বৈশ্বদেবী ক্লৃপ্তিঃ ।। ১৮।। [৭]

অনু.— (সেগুলির ক্ষেত্রে) বিশ্বেদেবাঃ দেবতার (অনুষ্ঠানের) ব্যবস্থা।

ব্যাখ্যা— ঐ পশুযাগগুলির ক্ষেত্রে দেবতা প্রজাপতি নন, বিশ্বেদেবাঃ।

পঞ্চমেন পৃষ্ঠ্যাহ্না শস্যং ব্যূঢস্য ।। ১৯।। [৮]

অনু.— (এই দ্বিতীয় সুত্যায়) ব্যূঢ়ের পঞ্চম পৃষ্ঠ্য-দিন দ্বারা শস্ত্র (স্থির হয়)।

ব্যাখ্যা— ব্যূঢ় পৃষ্ঠ্যষড়হের পঞ্চম দিনের শস্ত্রগুলিই অশ্বমেধে দ্বিতীয় সুত্যাদিনে পাঠ করতে হয়।

দশম কণ্ডিকা (১০/১০)

[অশ্বমেধ— দ্বিতীয় ও তৃতীয় সুত্যাদিন]

তস্য বিশেষান্ বক্ষ্যামঃ ।। ১।।

অনু.— (এই অশ্বমেধে) ঐ (পঞ্চম দিনের) বৈশিষ্ট্যগুলি বলব।

ব্যাখ্যা— অশ্বমেধে ঐ পঞ্চম দিনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বিশেষ বা পার্থক্যগুলির কথা সূত্রকার এ-বার বলতে যাচ্ছেন। এই সূত্রটি না করে পরবর্তী সূত্রগুলিতে কেবল বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করলেই চলত, কিন্তু 'প্রগাথান্ একে-' (আ. ৭/১২/৮) ইত্যাদি বিকল্পসমেত যে সর্বপ্রকার পঞ্চম দিনের কথা আগে বলা হয়েছে তার বৈশিষ্ট্যের কথাই এখন বলা হবে এই কথা বোঝাবার জন্য সূত্রটি এখানে করা হয়েছে।

অগ্নিং তং মন্য ইত্যাজ্যম্ ॥ ২॥

অনু.— (এই দ্বিতীয় দিনের সুত্যায়) আজ্য (শস্ত্র হচ্ছে) 'অগ্নিং-' (৫/৬)।

তস্যৈকাহিকম্ উপরিষ্টাত্ ॥ ৩॥ [২]

অনু.— ঐ (সূক্তের) পরে একাহ (জ্যোতিষ্টোমের আজ্যসূক্তটি পাঠ করবেন)।

ব্যাখ্যা— আজ্যশস্ত্রে ঐ অগ্নিং-' সূক্তটি পাঠ করার পরে জ্যোতিষ্টোমের 'প্র-' এই আজ্যসূক্তটি (৫/৯/১৫ সূ. দ্র.) পাঠ করতে হয়। শা. ১৬/৭/১৩ অনুযায়ী ৩/১৩; ৫/৬ সূক্ত পাঠ্য।

প্রউগতৃচেষ্বৈকাহিকাস্ তৃচাঃ ॥ ৪॥ [৩]

অনু.— প্রউগ (শস্ত্রের) তৃচগুলির ক্ষেত্রে একাহ (জ্যোতিষ্টোমের প্রউগ) তৃচগুলি (পাঠ করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে এখানে ব্যূঢ়ের পঞ্চম দিনের প্রউগ তৃচগুলির পরে ('উপরিষ্টাত্') জ্যোতিষ্টোমের প্রউগ তৃচগুলি পাঠ করতে হয়। "উভাব্ ঐকাহিকং চ বার্হতং চ প্রউগৌ সংপ্রবয়েত্"— শা. ১৬/৭/১৫।

ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরম্ ইতি মরুত্বতীয়স্য প্রতিপদ্ একা তৃচস্থানে ॥ ৫॥ [৪]

অনু.— মরুত্বতীয় (শস্ত্রের) তৃচের স্থানে 'ত্রিক-' (২/২২/১) এই একটি (মাত্র) প্রতিপদ্ (মন্ত্র পাঠ করতে হবে)।

ঐকাহিকোঽনুচরঃ ॥ ৬॥ [৪]

অনু.— অনুচর (হবে) একাহ (জ্যোতিষ্টোমের মন্ত্রই)।

সূক্তেষু চান্ত্যম্ উদ্ধৃত্যৈকাহিকম্ উপসংশস্য তস্মিন্ নিবিদং দধ্যাত্ ॥ ৭॥ [৪]

অনু.— এবং (মরুত্বতীয় শস্ত্রের) শেষ (সূক্ত) বাদ দিয়ে একাহ (জ্যোতিষ্টোমের সূক্ত) পাঠ করে সেখানে নিবিদ্ স্থাপন করবেন।

ব্যাখ্যা— ব্যূঢ়পৃষ্ঠ্যের পঞ্চম দিনের মরুত্বতীয় শস্ত্রের 'ইন্দ্র-' (৭/১২/১০ সূ. দ্র.) এই শেষ সূক্তটি বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে একাহ জ্যোতিষ্টোমের 'জনিষ্ঠা-' (৫/১৪/২১ সূ. দ্র.) সূক্তটি নিবিদ্ বসিয়ে পাঠ করতে হবে। 'উপসংশস্য' বলায় 'ইন্দ্র-' সূক্তের পূর্ববর্তী 'ইত্থা-' সূক্তের সঙ্গে এই 'জনিষ্ঠা-' সূক্তটি মিলে একটি মাত্র সূক্তরূপে গণ্য হবে। সংসবের ক্ষেত্রে ৬/৬/১৪ সূত্র অনুযায়ী মরুত্বতীয় শস্ত্রে নিবিদ্ধান সূক্তের আগে বিহিত 'কয়া-' সূক্তটি পাঠ করার সময়ে তাই ঐ 'ইত্থা-' সূক্তের আগেই তা পাঠ করতে হবে। আবার 'তস্মিন্ নিবিদং' বলায় দু-টি সূক্তকে একটি সূক্ত ধরা হলেও নিবিদ্ বসাবার সময়ে 'জনিষ্ঠা-' সূক্তেই তা বসাতে হবে এবং নিবিদ্ বসাবার স্থান স্থির করার জন্য মন্ত্রগণনার ক্ষেত্রে 'জনিষ্ঠা-' সূক্তের মন্ত্র-সংখ্যাই গণনা করতে হবে, 'ইত্থা-' সূক্তকে উপেক্ষা করা হবে।

এবং নিষ্কেবল্যে ॥ ৮॥ [৫]

অনু.— এইরকম নিষ্কেবল্যে (-ও হবে)।

ব্যাখ্যা— নিষ্কেবল্য শস্ত্রেও এইরকম ব্যূঢ় পৃষ্ঠ্যষড়হের পঞ্চম দিনের শেষ সূক্তটি বাদ দিয়ে জ্যোতিষ্টোমের সূক্তটিতে নিবিদ্ বসিয়ে পূর্ববর্তী সূক্তের সঙ্গে একসাথে পাঠ করবেন। "যানি পাঞ্চমাহ্নিকানি নিষ্কেবল্য-মরুত্বতীয়য়োঃ সূক্তানি তানি পূর্বাণি শস্ত্বৈকাহিকয়োর্ নিবিদৌ দধাতি"— শা. ১৬/৮/৫।

অভি ত্যং দেবং সবিতারমোণ্যোর্ ইতি বৈশ্বদেবস্য প্রতিপদ্ একা তৃচস্থানে। ।। ৯।। [৬]

অনু.— বৈশ্বদেব (শস্ত্রের) প্রতিপদ্ (হবে) তৃচের স্থানে 'অভি-' (আ. ৪/৬/৩) এই একটি (মাত্র মন্ত্র)।

ঐকাহিকোঽনুচরঃ ।। ১০।। [৬]

অনু.— অনুচর (মন্ত্র হবে) একাহ (জ্যোতিষ্টোমের মন্ত্রই)।

সূক্তেষু চৈকাহিকান্যুপসংশস্য তেষু নিবিদো দধ্যাত্ ।। ১১।। [৬]

অনু.— এবং (ঐ শস্ত্রে ব্যূঢ়ের পৃষ্ঠ্যষড়হের পঞ্চম দিনের) সূক্তগুলির মধ্যে (শেষ সূক্তটি বাদ দিয়ে) একাহ (জ্যোতিষ্টোমের সূক্তগুলি) পাঠ করে সেই (সূক্তগুলিতে) নিবিদ্ বসাবেন।

ব্যাখ্যা— নিবিদের স্থান অতিক্রম করে চলে এলে জ্যোতিষ্টোমের সূক্তগুলির যে ছন্দ সেই জগতী ছন্দের অন্য কোন সূক্তেই নিবিদ্ বসাতে হবে, 'ত্রৈষ্টুভান্যেবাং তৃতীয়সবনানি' এই উক্তি (৮/৮/৩ সূ. দ্র.) থাকলেও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের সূক্তে নিবিদ্ বসালে চলবে না। "যানি পাঞ্চমাহ্নিকানি বৈশ্বদেবাগ্নিমারুতয়োঃ সূক্তানি তানি পূর্বাণি শংস্যৈকাহিকেষু নিবিদো দধাতি"— শা. ১৬/৮/১৬।

এবম্ এবাগ্নিমারুতে ।। ১২।। [৭]

অনু.— আগ্নিমারুত (শস্ত্রেও) এইরকমই (হবে)।

ব্যাখ্যা— পূর্ববর্তী সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। শা. ১৬/৮/১৬ দ্র.।

চতুর্থং পৃষ্ঠ্যাহর্ উত্তমম্ ।। ১৩।। [৮]

অনু.— শেষ (দিন হবে) পৃষ্ঠ্যের চতুর্থ দিন।

ব্যাখ্যা— অশ্বমেধের তৃতীয় সুত্যাদিনের অনুষ্ঠান হয় পৃষ্ঠ্যষড়হের চতুর্থ দিনের মতো।

জ্যোতির্ গৌর্ আয়ুর্ অভিজিদ্ বিশ্বজিন্ মহাব্রতং সর্বস্তোমোঽপ্তোর্যামো বা ।। ১৪।। [৯]

অনু.— অথবা (ঐ দিন) জ্যোতি, গো, আয়ু, অভিজিত্, বিশ্বজিত্, মহাব্রত, সর্বস্তোম অথবা অপ্তোর্যাম (অনুষ্ঠিত হতে পারে)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয় দিনে জ্যোতি প্রভৃতির কোন একটির অনুষ্ঠান হবে এবং ১০/১/১৮ সূত্র অনুযায়ী তা অতিরাত্রসংস্থারই হবে। 'সর্বস্তোম' বললে সর্বত্রই 'গৌর্ উত্তরসামা সর্বস্তোমঃ' (১০/১/৫) সূত্রে উল্লিখিত সর্বস্তোমকেই বুঝতে হয়, কিন্তু অশ্বমেধ অহীনযাগ বলে এখানে 'ষডহস্তা অভিপ্লবাত্' (১০/১/১৭) সূত্র অনুসারে অভিপ্লবের তৃতীয় দিনেরই অনুষ্ঠান হবে এবং তা সর্বস্তোমযুক্ত অতিরাত্রই হবে। শা. ১৬/৯/২-৪, ৮, ১১, ১৪ সূত্রেও এই জ্যোতি প্রভৃতির উল্লেখ আছে, তবে সেখানে ১৬/৮/২১ সূত্রে অপ্তোর্যাম নয়, সর্বস্তোম অতিরাত্রই বিহিত হয়েছে।

ভূমিপুরুষবর্জম্ অব্রাহ্মণানাং বিত্তানি প্রতিদিশম্ ঋত্বিগ্ভ্যো দক্ষিণা দদাতি। প্রাচী দিগ্ হোতুর্ দক্ষিণা ব্রহ্মণঃ প্রতীচ্যধ্বর্যোর্ উদীচ্যুদ্গাতুঃ ।। ১৫।। [১০]

অনু.— (রাজা) প্রতিদিকে ভূমি এবং (অধিবাসী) মনুষ্য ব্যতীত ব্রাহ্মণভিন্ন (বর্ণের অধিকৃত অন্য সমস্ত) সম্পদ্ ঋত্বিক্দের দক্ষিণা (-রূপে) দান করেন। পূর্ব দিক্ হোতার, দক্ষিণ (দিক্) ব্রহ্মার, পশ্চিম (দিক্) অধ্বর্যুর, উত্তর (দিক্) উদ্গাতার (প্রাপ্য দক্ষিণা)।

ব্যাখ্যা— যজমান ঐ ঐ দিক্ থেকে দক্ষিণাপথ ধরে যজ্ঞভূমিতে আহৃত দক্ষিণা নিয়ে এসে ঋত্বিক্‌দের তা দান করেন। কা. শ্রৌ. অনুযায়ী (২০/৪/২৭) দিগ্‌বিজয়ের সময়ে পূর্ব প্রভৃতি দিক্ হতে আহৃত ধনের এক-তৃতীয়াংশ করে প্রতিদিন ঐ ঐ ঋত্বিক্‌কে দক্ষিণা দেওয়া হয়। এই সূত্রে যা বলা হয়েছে শা. ১৬/৯/১৮-২২ সূত্রেও সেই একই বিধান আমরা পাই; সেখানে কেবল আর একটু স্পষ্ট করে বলা হয়েছে— "যদ্ অন্যদ্ ভূমেঃ পুরুষেভ্যশ্ চাব্রাহ্মণানাং স্বম্"।

এতা এব হোত্রকা অন্বায়ত্তাঃ ।। ১৬।। [১০]

অনু.— হোত্রকরা এই দিক্‌গুলিকেই অধিকার (করে থাকেন)।

ব্যাখ্যা— হোতা, ব্রহ্মা, অধ্বর্যু ও উদ্‌গাতার দক্ষিণা-সামগ্রী যে যে দিক্ থেকে আহৃত হয় তাঁদের প্রত্যেকের তিন জন তিন জন সহকর্মীর দক্ষিণা-সামগ্রীও সেই সেই দিকের সঙ্গেই যুক্ত। মুখ্য ঋত্বিক্‌দের দিক্ অনুযায়ীই তাঁদের দলের অন্য তিন জন সহযোগী ঋত্বিকেরও দক্ষিণাসামগ্রী সংগ্রহ করা হয় সেই সেই বিশেষ দিক্ থেকে।

একাদশ অধ্যায়

প্রথম কণ্ডিকা (১১/১)

[নানা সত্রের মূল কাঠামো এবং দিনসংখ্যার বিন্যাস]

অথৈতেষাম্ অহ্নাং যোগবিশেষান্ বক্ষ্যামো যথাযুক্তানি যস্মৈ যস্মৈ কামায় ভবন্তি ।। ১।।

অনু.— এখন যে-ভাবে সংযুক্ত (হয়ে) যে যে কামনার জন্য (অনুষ্ঠিত হয়) এই দিনগুলির (সেই সেই বিশেষ কামনা এবং সেই) বিশেষ সংযোগ বলব।

ব্যাখ্যা— যে পঁচিশটি দিনের কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে সেই দিনগুলিরই বিভিন্ন প্রকার সংযোগে নানা সত্র গঠিত ও অনুষ্ঠিত হয়। কোন্ কোন্ কামনায় সেই সেই দিনগুলির কোন্ কোন্ সত্রে কি কি সংযোগ ঘটে তা এখন সূত্রকার বলবেন। উল্লেখ্য যে, আগে ৮/১৩/৩৮ সূত্রে সূত্রকার নানা একাহ ও অহীনের প্রসঙ্গেও অনুরূপ কথাই বলেছেন।

অয়ম্ এবৈকাহোঽতিরাত্র আদৌ প্রায়ণীয়ঃ ।। ২।।

অনু.— (সত্রের) প্রথমে প্রায়ণীয় (নামে প্রসিদ্ধ) এই একাহ (জ্যোতিষ্টোম) অতিরাত্রই (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— যে-কোন সত্রে প্রথম দিনে একাহ জ্যোতিষ্টোম অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করতে হয় এবং সেই দিনকে 'প্রায়ণীয়' বলা হয়। 'একাহ' বলা হয়েছে যাতে সদ্য আলোচিত অশ্বমেধের সুত্যাদিনকে না বুঝি সেই অভিপ্রায়ে।

এবোঽন্ত্য উদয়নীয়ঃ ।। ৩।।

অনু.— এই (জ্যোতিষ্টোম অতিরাত্রই সত্রে) অন্তিম (এবং) উদয়নীয় (নামে প্রসিদ্ধ)।

ব্যাখ্যা— সত্রে শেষ দিনের নাম 'উদয়নীয়' এবং সেই দিনও এই একাহ জ্যোতিষ্টোম অতিরাত্রেরই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

অব্যক্তো মধ্যে ।। ৪।।

অনু.— মাঝে অ-বিশিষ্ট (যে অতিরাত্র তা জ্যোতিষ্টোমের অতিরাত্রই)।

ব্যাখ্যা— অব্যক্ত = অবিশিষ্ট, সাধারণ। সত্রের প্রথম ও শেষ দিনের মাঝে যে বৈশিষ্ট্যবিহীন সাধারণ অতিরাত্র বিহিত হবে তাও জ্যোতিষ্টোমের অতিরাত্রই। উদাহরণ ১১/৩/৩ ইত্যাদি সূত্র।

অহীনেষু বৈশ্বানর এব এব ।। ৫।।

অনু.— অহীনযাগে (যে) বৈশ্বানর (তাও) এ-ই (অতিরাত্রই)।

ব্যাখ্যা— অহীনযাগে (যে) 'বৈশ্বানর' অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে তাও এই জ্যোতিষ্টোমের অতিরাত্রই।

তাব্ অন্তরেণ ব্যূঢো দশরাত্রঃ ।। ৬।।

অনু.— ঐ দুই (অতিরাত্রের) মাঝে ব্যূঢ় দশরাত্র (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— সত্রে প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয় অতিরাত্রের মাঝে ব্যূঢ় দশরাত্রের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

এষা প্রকৃতিঃ সত্রাণাম্ ।। ৭।।

অনু.— সত্রসমূহের মূল কাঠামো (হল) এই।

ব্যাখ্যা— সমস্ত সত্রের মূল ভিত্তিভূমি বা ছক হচ্ছে প্রায়ণীয় অতিরাত্র, ব্যূঢ় দশরাত্র এবং উদয়নীয় অতিরাত্র— এই মোট বারোটি দিন। এর আগে এবং পরে বিভিন্ন দিন সংযুক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন সত্র তৈরী হয়।

তত্রাবাপস্থানম্ ।। ৮।।

অনু.— ঐ (দ্বাদশাহরূপ মূল কাঠামোয় ঘাটতি-পূরণের জন্য আবশ্যিক অতিরিক্ত দিনগুলির) অন্তর্নিবেশের স্থান (এ-বার বলব)।

ব্যাখ্যা— যে বারোটি দিনের কথা বলা হল সেই দিনগুলিকে মূল কাঠামো ধরে ঐ কাঠামোয় কোথায় কি কি দিন যোগ করে কোন্ কোন্ সত্রের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে সূত্রকার এ-বার তা বলতে যাচ্ছেন। তিনি পরবর্তী সূত্রগুলিতে দিন-সংযোজনের যে ছক দিয়েছেন তা হল সংক্ষেপে এই রকম— প্রায়ণীয় অতিরাত্র +.......+ ব্যূঢ় দশরাত্র (+.....) + উদয়নীয় অতিরাত্র। যদি ঘাটতি পূরণ করার জন্য একটিমাত্র দিনের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ ধরা যাক যদি সত্রটি তের দিনের হয়, তাহলে ঐ একটি প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত দিনকে ব্যূঢ় দশরাত্রের পরে যোগ করতে হয় এবং সেই দিন মহাব্রতের অনুষ্ঠান করা হয়। যদি একাধিক দিন যোগ করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে সেগুলিকে যোগ করা হয় কিন্তু ব্যূঢ় দশরাত্রের আগে অর্থাৎ প্রায়ণীয় অতিরাত্রের পরে। ছ-দিন পর্যন্ত এইভাবে যোগ করা চলে। সংযোজ্য একাধিক দিনের মধ্যে সূত্রে মহাব্রতেরও বিধান দেওয়া থাকলে সেই বিশেষ দিনটি অবশ্য যুক্ত হয় ব্যূঢ় দশরাত্রের পরে— ৯, ১৪ নং সূ. দ্র.। মূল কাঠামোয় ছ-দিন যোগ করলে হয় অষ্টাদশরাত্র যাগ। এই অষ্টাদশরাত্রকে আবার মূল ধরে ছ-দিন পর্যন্ত যোগ করা চলে। সেই চতুর্বিংশরাত্রকে আবার মূল ধরে আরও ছ-দিন পর্যন্ত যোগ করা হয়। এইভাবে প্রয়োজনমত দিনসংখ্যার সংযোজন ঘটিয়ে বিভিন্ন ধরনের দীর্ঘদিনব্যাপী সত্রের অনুষ্ঠানসূচী প্রস্তুত করা হয়ে থাকে— ১১/২/৪, ১০, ১৮; ১১/৩/৭ ইত্যাদি সূ. দ্র.।

ঊর্ধ্বং দশরাত্রাদ্ একাহার্থে মহাব্রতম্ ।। ৯।।

অনু.— (অতিরিক্ত) এক দিনের প্রয়োজনে (ব্যূঢ়) দশরাত্রের পরে মহাব্রত (সংযোজিত করবেন)।

ব্যাখ্যা— সমস্ত সত্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে ৭ নং সূত্রে নির্দিষ্ট বারোটি দিন। যদি 'ত্রয়োদশরাত্র' সত্রযাগ হয় তাহলে মূল ভিত্তির অপেক্ষায় সেখানে আর একটি দিনের ঘাটতি পড়ছে। মূল ভিত্তির অন্তর্গত ব্যূঢ় দশরাত্রের ঠিক পরেই মহাব্রতের অনুষ্ঠান করে ঐ দিনটির অভাব পূরণ করতে হবে। এইরকম যেখানেই মাত্র এক দিন কম পড়বে সেখানেই মহাব্রত দিয়ে সেই দিনটির ঘাটতি পূরণ করে নিতে হবে এবং সেই দিনটির অনুষ্ঠান হবে দশরাত্রের পরে।

প্রাগ্ দশরাত্রাদ্ ইতরেষাম্ অহ্নাম্ ।। ১০।।

অনু.— অন্য দিনগুলির (সংযোজন ঘটবে কিন্তু) দশরাত্রের আগে।

ব্যাখ্যা— 'চতুর্দশরাত্র' প্রভৃতি সত্রে ৭ ও ২০ নং সূত্রে নির্দিষ্ট মূল ভিত্তির অপেক্ষায় একাধিক দিনের ঘাটতি হতে পারে। সেখানে ঘাটতি-পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় দিনগুলিকে সংযোজিত করতে হয় ব্যূঢ় দশরাত্রের ঠিক আগে। 'ইতরেষাম্' বলায় মহাব্রত ছাড়া অন্য দিনগুলির ক্ষেত্রেই এই নিয়ম। মহাব্রতের সংযোজন ঘটবে কিন্তু ঐ সেই দশরাত্রের পরেই (৯, ১৪ নং সূ. দ্র.)।

দ্ব্যহার্থে গোআয়ুষী ।। ১১।।

অনু.— (ঘাটতির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত) দু-দিনের প্রয়োজনে গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোম (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— দু-দিনের ঘাটতি পড়লে গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোম দিয়ে দিনসংখ্যার সেই অভাব পূরণ করতে হয়। এই দুই দিনের অনুষ্ঠান হবে পূর্ববর্তী সূত্র অনুযায়ী দশরাত্রের আগেই।

ত্র্যহার্থে ত্রিকদ্রুকাঃ ।। ১২।। [১১]

অনু.— (অতিরিক্ত) তিন দিনের প্রয়োজনে ত্রিকদ্রুক (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— যথারীতি ১০ নং সূত্র অনুযায়ী দশরাত্রের আগেই এই ত্রিকদ্রুকের অনুষ্ঠান হবে। ত্রিকদ্রুক কি তা পরবর্তী সূত্রে বলা হয়েছে।

অভিপ্লবষড়হস্য পূর্বং ত্রিকদ্রুকা ইত্যাচক্ষতে ।। ১৩।। [১১]

অনু.— অভিপ্লবষড়হের প্রথম তিনটি দিনকে (বৈদিকগণ) 'ত্রিকদ্রুক' বলেন।

চতুরহার্থে ত্রিকদ্রুকা মহাব্রতঞ্চ চ ।। ১৪।। [১১]

অনু.— (অতিরিক্ত) চার দিনের প্রয়োজনে ত্রিকদ্রুক এবং মহাব্রত (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— ১০ নং সূত্রে 'ইতরেষাম্' বলায় অন্য তিন দিনের অনুষ্ঠান দশরাত্রের আগে হলেও এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান হবে কিন্তু ৯ নং সূত্র অনুসারে ব্যূঢ় দশরাত্রের পরেই।

পঞ্চাহার্থেঽভিপ্লবপঞ্চাহঃ ।। ১৫।। [১২]

অনু.— পাঁচ দিনের প্রয়োজনে অভিপ্লবের পাঁচদিন (অনুষ্ঠিত হবে)।

উত্তমস্য তু ষষ্ঠাত্ তৃতীয়সবনম্ ।। ১৬।। [১২]

অনু.— শেষ (দিনের ক্ষেত্রে) কিন্তু ষষ্ঠ (দিন) থেকে তৃতীয়সবন (নিতে হবে)।

ব্যাখ্যা— পাঁচ দিনের ঘাটতি পূরণের জন্য যখন অভিপ্লবষড়হের প্রথম পাঁচ দিনের অনুষ্ঠান করা হয় তখন পঞ্চম দিনের তৃতীয়সবনের অনুষ্ঠান হয় কিন্তু ঐ ষড়হের ষষ্ঠ দিনের তৃতীয়সবনের মতো।

ষডহার্থেঽভিপ্লবঃ ষডহঃ ।। ১৭।। [১৩]

অনু.— ছ-দিনের প্রয়োজনে অভিপ্লবষড়হ (অনুষ্ঠিত হয়)।

এবমন্যোরা আবাপাঃ ।। ১৮।। [১৩]

অনু.— সংযোজন এই নিয়মে (হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা— ৯-১৭ নং সূত্রে যা যা বলা হল সেই রীতিতেই সত্রের দিনসংখ্যা পূরণ করা হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত কা. শ্রৌ. ২৪/৪-৭ দ্র.।

ষডহাস্তাঃ পুনঃ পুনঃ ।। ১৯।। [১৪]

অনু.— বারে বারে ষড়হ পর্যন্ত (দিনগুলি অন্তর্নিবিষ্ট হতে থাকবে)।

ব্যাখ্যা— যে সত্রে ৭ নং সূত্রে নির্দিষ্ট মূল বারোটি দিনের সঙ্গে আরও যতগুলি দিন সংযোজিত করার প্রয়োজন পড়বে সেই সত্রে দিনসংখ্যাপূরণের জন্য ৯-১৭ নং সূত্রে নির্দিষ্ট দিনগুলি বারে বারে সংযোজিত করে যেতে হবে। ধরা যাক, একবিংশরাত্রের অনুষ্ঠান হবে। তাহলে সে-ক্ষেত্রে মূল ভিত্তির সঙ্গে ১৭ নং সূত্র [illegible] সূত্র অনুযায়ী একটি অভিপ্লবষড়হ সংযোজিত করার পরেও আরও তিন দিনের ঘাটতি হওয়ায় ঐ অভিপ্লবষড়হের আগে ১২ নং সূত্র অনুযায়ী ত্রিকদ্রুকের অনুষ্ঠান করতে হবে। এইরকম ত্রিংশদ্রাত্রের অনুষ্ঠান করতে হলে (৩০-১২) = ১৮ দিন কম পড়ায় সেখানে তিনবার অভিপ্লবষড়হের অনুষ্ঠান করতে

হবে। যেখানেই যাগের মোট দিনসংখ্যা হয় তারা বিভাজ্য সেইখানেই সেই যাগকে আবার নূতন প্রকৃতি বা মূল কাঠামো ধরে অন্য সত্রযাগগুলি অনুষ্ঠিত হবে। অষ্টাদশরাত্র, চতুর্বিংশতিরাত্র, ত্রিংশদ্‌রাত্র, ষট্‌ত্রিংশদ্‌রাত্র প্রভৃতি যাগকে তাই মূল যাগ ধরে বারে বারে ৯-১৬ নং সূত্র অনুযায়ী দিনসংখ্যা বাড়িয়ে অন্যান্য রাত্রিযাগগুলির অনুষ্ঠানসূচী ঠিক করতে হয়। "আবাপসমবেতানাম্ অন্তম্ অন্ত্যং পূর্বম্' (কা. শ্রৌ. ২৪/১/১৩) অনুসারে পূরণযোগ্য স্বল্পতর বা খণ্ডগুচ্ছ দিনগুলির আগে এবং অধিকসংখ্যক বা পূর্ণগুচ্ছ দিনগুলির পরে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে অর্থাৎ ন-দিনের প্রয়োজনে আগে ষড়হ হতে খণ্ডিত অভিপ্লবত্র্যহের ও পরে অখণ্ড অভিপ্লবষড়হের এবং দশ দিনের প্রয়োজনে আগে খণ্ডিত অভিপ্লবচতুরহের এবং পরে অখণ্ড অভিপ্লবষড়হের— এইভাবে সংযোজন ঘটাতে হবে।

পূর্ণঃ পূর্ণশ্ চ ষডহস্ তন্ত্রতাম্ এব গচ্ছতি ।। ২০।। [১৫]

অনু.— (এক একটি) পূর্ণ পূর্ণ ষড়হ প্রকৃতিত্বই লাভ করে।

ব্যাখ্যা— তন্ত্রতাম্ = প্রকৃতিতাম্ (না.)। সত্রে একটি করে সম্পূর্ণ ষড়হ সংযোজিত হলে সেই সত্রটি আবার পরবর্তী কয়েকটি সত্রের প্রকৃতি অর্থাৎ মূল কাঠামো বলে গণ্য হয়। যেমন— সত্রের মূল ভিত্তিতে ১৭ নং সূত্র অনুযায়ী একটি অভিপ্লবষড়হ যুক্ত করে অষ্টাদশরাত্র যাগ গঠিত হয়। সেই অষ্টাদশরাত্রযাগ হল আবার ঊনবিংশতিরাত্র থেকে চতুর্বিংশতিরাত্র পর্যন্ত যাগের প্রকৃতি (তন্ত্র)। অষ্টাদশরাত্রে একটি পূর্ণ অভিপ্লব ষড়হ সংযোজিত করে চতুর্বিংশতিরাত্র যাগ গঠিত হয়। ঐ চতুর্বিংশতিরাত্র যাগ আবার পঞ্চবিংশতিরাত্র যাগ থেকে ত্রিংশদ্‌রাত্র পর্যন্ত ছটি যাগের প্রকৃতি হবে। এইভাবে অন্যত্রও বুঝে নিতে হবে কোন্‌টি কোন্ যাগের প্রকৃতি বা তন্ত্র বা অবলম্বন।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা (১১/২)

[ত্রয়োদশরাত্র থেকে বিংশতিরাত্র পর্যন্ত বিভিন্ন রাত্রিসত্র]

দ্বৌ ত্রয়োদশরাত্রৌ ।। ১।।

অনু.— দু-টি ত্রয়োদশরাত্র (যাগ আছে)।

ব্যাখ্যা— এই সূত্র থেকে সূত্রকার বিভিন্ন সত্রযাগের আলোচনা শুরু করছেন। যদিও সূত্রে দ্বিবচনে '-রাত্রৌ' বলা আছে, তবুও গ্রন্থান্তরে বিহিত ত্রয়োদশরাত্র যাগ আরও অনেক আছে অথচ শুধু দু-টির কথাই তিনি এখানে বলেছেন বলে 'দ্বৌ' বলা হয়েছে। অন্যত্রও তা-ই— "অত্র দ্ব্যাদয়ঃ সংখ্যাঃ প্রদর্শনার্থাঃ অন্যেঽপি অসমাম্নাতা বহবঃ সন্তি" (না.)।

ঋদ্ধিকামানাং প্রথমম্ ।। ২।।

অনু.— প্রথম (ত্রয়োদশরাত্র যাগটি) সমৃদ্ধিকামী (ব্যক্তিদের করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— সূত্রকার প্রথম সূত্রে যাগকে বিশেষ্য এবং 'ত্রয়োদশরাত্র' শব্দকে তার বিশেষণরূপে প্রয়োগ করেছেন বলে ত্রয়োদশরাত্রে পুংলিঙ্গ হয়েছে। পরবর্তী ৫, ১১ ইত্যাদি কয়েকটি সূত্রে কিন্তু রাত্রিবাচী শব্দগুলিকে বিশেষ্যরূপে এবং ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগ করেছেন।

পৃষ্ঠ্যং ছন্দোমাংশ্ চান্তরা সর্বস্তোমোঽতিরাত্রঃ ।। ৩।। [২]

অনু.— (ঐ যাগে) পৃষ্ঠ্য এবং ছন্দোমগুলির মাঝে সর্বস্তোম অতিরাত্র (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— সমস্ত সত্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে দ্বাদশাহ। সেই দ্বাদশাহের মধ্যবর্তী দশরাত্রে (১১/১/৬ সূ. দ্র.) প্রথম ছ-দিন পৃষ্ঠ্যষড়হের এবং পরের তিন দিন ছন্দোমের অনুষ্ঠান হয় (৮/৮-১১ খণ্ড দ্র.)। আলোচ্য প্রথম ত্রয়োদশরাত্র যাগে ঐ পৃষ্ঠ্যষড়হ ও

ছন্দোমের মাঝে সর্বস্তোম অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করতে হয়। এ-ক্ষেত্রে তাহলে যাগের অনুষ্ঠানসূচী হল প্রায়ণীয়, দশরাত্রের পৃষ্ঠ্যষড়হ, সর্বস্তোম অতিরাত্র, দশরাত্রের তিন ছন্দোম, অবিবাক্য, উদয়নীয়। দ্র. যে, এখানে ১১/১/৯, ১৮ নং সূত্র অনুযায়ী মহাব্রতের অনুষ্ঠান হয় না।

ন্যায়ক্লৃপ্তং ব্রতবন্তং প্রতিষ্ঠাকামা দ্বিতীয়ম্ ।। ৪।। [৩]

অনু.— প্রতিষ্ঠাকামীরা সাধারণ নিয়মে গঠিত মহাব্রতযুক্ত দ্বিতীয় (ত্রয়োদশরাত্র যাগটি করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই দ্বিতীয় ত্রয়োদশরাত্রে ১১/১/৯ এবং ১৮ নং সূত্র অনুযায়ী (ন্যায় =) সাধারণ নিয়মে মহাব্রতের সংযোজন ঘটিয়ে প্রায়ণীয়, দশরাত্র, মহাব্রত এবং উদয়নীয়ের অনুষ্ঠান করা হয়।

ত্রীণি চতুর্দশরাত্রাণি ।। ৫।। [৪]

অনু.— তিনটি চতুর্দশরাত্র (যাগ আছে)।

সার্বকামিকং প্রথমম্ ।। ৬।। [৪]

অনু.— প্রথমটি সর্বপ্রকার কামনাসম্পর্কিত।

ব্যাখ্যা— এই যাগটি করলে সকল কামনা পূরণ হয়।

দ্বৌ পৃষ্ঠ্যাব্ আবৃত্ত উত্তরঃ ।। ৭।। [৫]

অনু.— (এই যাগে) দু-টি পৃষ্ঠ্যষড়হ (আছে)। পরের (ষড়হটি অনুষ্ঠিত হয়) বিপরীত (ক্রমে)।

ব্যাখ্যা— আবৃত্ত = বিপরীত, বিপর্যস্ত। প্রথম চতুর্দশরাত্রে প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয়ের মাঝে দু-টি পৃষ্ঠ্যষড়হের অনুষ্ঠান করতে হয়। তার মধ্যে দ্বিতীয় পৃষ্ঠ্যষড়হের অনুষ্ঠান হয় বিপরীতক্রমে অর্থাৎ সেখানে ষষ্ঠ দিনের অনুষ্ঠান হয় প্রথম দিনে, পঞ্চম দিনের হয় দ্বিতীয় দিনে ইত্যাদি ক্রমে। দ্র. যে, এখানেও ১১/১/১১ এবং ১৮ নং সূত্রে বিহিত সাধারণ নিয়ম অনুসৃত হয় না।

তল্পে বোদকে বা বিবাহে বা মীমাংস্যমানা দ্বিতীয়ম্ ।। ৮।। [৬]

অনু.— শয্যায়, জলে অথবা বিবাহে যোগ্যতালাভে ইচ্ছুক (ব্যক্তিরা) দ্বিতীয় (চতুর্দশরাত্র যাগটি করবেন)।

ব্যাখ্যা— মীমাংস্যমান = মান্ + স্য + আন (= স্যমান)। বৃত্তি অনুযায়ী জল বলতে এখানে জ্ঞাতিকর্মকে বুঝতে হবে।

পৃষ্ঠ্যম্ অভিতস্ ত্রিকদ্রুকাঃ ।। ৯।। [৭]

অনু.— (এই দ্বিতীয় যাগে) পৃষ্ঠের দু-পাশে ত্রিকদ্রুক (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— দ্বিতীয় চতুর্দশরাত্রে যথাক্রমে প্রায়ণীয়, ত্রিকদ্রুক, পৃষ্ঠ্যষড়হ, বিপরীত ত্রিকদ্রুক এবং উদয়নীয়ের অনুষ্ঠান হয়। দেখা যাচ্ছে এখানেও অনুষ্ঠানসূচীতে আবাপের সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করা হচ্ছে না। আবৃত্তঃ পদটির অনুবৃত্তি থাকায় দ্বিতীয় ত্রিকদ্রুকটির এখানে বিপরীতক্রমেই অনুষ্ঠান করতে হবে। কাত্যায়নও বলেছেন 'প্রতিলোমাঃ পরে'— কা. শ্রৌ. ২৪/১/২২।

ন্যায়ক্লৃপ্তং দ্ব্যহোপজনং প্রতিষ্ঠাকামাস্ তৃতীয়ম্ ।। ১০।। [৮]

অনু.— প্রতিষ্ঠাকামীরা সাধারণ নিয়মে গঠিত দুই দিনের বৃদ্ধিযুক্ত তৃতীয় (চতুর্দশরাত্র যাগটি করবেন)।

ব্যাখ্যা— উপজন = উপস্থিতি, বৃদ্ধি। তৃতীয় চতুর্দশরাত্রে সত্রের মুখ্য ভিত্তিতে দু-দিনের সংযোজন ঘটিয়ে সাধারণ নিয়মে যথাক্রমে প্রায়ণীয় (+ অতিরিক্ত দুটি দিন), দশরাত্র এবং উদয়নীয়ের অনুষ্ঠান করা হয়। যে দু-টি দিন সংযোজন করা হল ১১/১/১১ সূত্র অনুযায়ী সেই দু-দিনে যথাক্রমে গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোমের অনুষ্ঠান হবে।

চত্বারি পঞ্চদশরাত্রাণি ।। ১১।। [৯]

অনু.— পঞ্চদশরাত্র (যাগ মোট) চারটি।

দেবত্বম্ ঈপ্সতাং প্রথমম্ ।। ১২।। [৯]

অনু.— প্রথম (পঞ্চদশরাত্র যাগটি করতে হয়) দেবত্বপ্রার্থীদের।

প্রথমস্য চতুর্দশরাত্রস্য পৃষ্ঠ্যমধ্যে মহাব্রতম্ ।। ১৩।। [৯]

অনু.— (এই যাগে) প্রথম চতুর্দশরাত্রের (দুই) পৃষ্ঠ্যের মাঝে মহাব্রত (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— ৭ নং সূত্র অনুযায়ী প্রথম চতুর্দশরাত্রে প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয়ের মাঝে দু-টি পৃষ্ঠ্যষড়হের অনুষ্ঠান করতে হয়। এখানে ঐ দুই ষড়হের মাঝে এক দিন মহাব্রতের অনুষ্ঠান করতে হবে। প্রথম পঞ্চদশরাত্রের অনুষ্ঠানক্রম তাহলে— প্রায়ণীয়, পৃষ্ঠ্যষড়হ, মহাব্রত, বিপরীত পৃষ্ঠ্যষড়হ, উদয়নীয়।

ব্রহ্মবর্চসকামা দ্বিতীয়ম্ ।। ১৪।। [১০]

অনু.— ব্রহ্মবলপ্রার্থীরা দ্বিতীয় (পঞ্চদশরাত্রটি করবেন)।

দ্বিতীয়স্য চতুর্দশরাত্রস্যাগ্নিষ্টুত্ প্রায়ণীয়াদ্ অনন্তরঃ ।। ১৫।। [১০]

অনু.— (এই যাগে) দ্বিতীয় চতুর্দশরাত্রের প্রায়ণীয়ের পরে অগ্নিষ্টুত্ (যাগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ৯ নং সূ. দ্র.। অগ্নিষ্টুত্ এখানে প্রায়ণীয়ের ঠিক পরবর্তী।

সাত্রাহৈনিকা উভৌ লোকাব্ আপ্স্যতাং তৃতীয়ম্ ।। ১৬।। [১১]

অনু.— তৃতীয় (পঞ্চদশরাত্র) সত্রলভ্য ও অহীনলভ্য দুই লোক প্রার্থনাকারীদের (পক্ষে অনুষ্ঠেয়)।

ব্যাখ্যা— আপ্স্যতাম্ = আপ্ + স্য + শতৃ (= স্যত্) + ষষ্ঠীর বহুবচন। যাঁরা সত্র ও অহীন দুই যাগেরই ফল পেতে চান এবং পরে ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যেতে ইচ্ছুক তাঁরা তৃতীয় পঞ্চদশরাত্র যাগটি করবেন। সূত্রে 'আহৈনিক' শব্দের স্থানে 'আহীনিক' পাঠও পাওয়া যায়।

তৃতীয়স্য চতুর্দশরাত্রস্যাগ্নিষ্টুত্ প্রায়ণীয়স্থানে ন্যায়ক্লৃপ্তস্ ত্র্যহোপজনঃ শেষঃ ।। ১৭।। [১২]

অনু.— (এই যাগে) তৃতীয় চতুর্দশরাত্রের প্রায়ণীয়ের স্থানে অগ্নিষ্টুত্ (যাগ করতে হয়)। অবশিষ্ট (অংশ হয়) সাধারণ নিয়মে গঠিত তিন দিনের সংযোজনযুক্ত।

ব্যাখ্যা— ১১/১/১২ সূত্র অনুযায়ী দ্বাদশাহে তিন দিনের সংযোজন ঘটিয়ে তৃতীয় পঞ্চদশরাত্রের অনুষ্ঠান করা হয়, তবে প্রথম দিনে প্রায়ণীয় অতিরাত্রের পরিবর্তে অগ্নিষ্টুত্ যাগ করতে হয়। বৃত্তিকার তাঁর বৃত্তিতে স্পষ্টই বলেছেন— "তৃতীয়স্য চতুর্দশরাত্রস্য ইতি এতাবতঃ প্রয়োজনং ন বিদ্মঃ। অগ্নিষ্টুত্ প্রায়ণীয়স্থানে ন্যায়ক্লৃপ্তস্ত্র্যহোপজনঃ শেষ ইতি এতাবতৈব অহঃক্লৃপ্তেঃ পর্যাপ্তত্বাত্" (না.)— সূত্রে 'তৃতীয়স্য চতুর্দশরাত্রস্য' অংশটির যে কি প্রয়োজন তা জানি না, কারণ সূত্রের অবশিষ্ট অংশ থেকেই প্রয়োজনীয় দিনগুলির বিন্যাস জানা যায়, 'ঐ' অংশটি ছাড়াই অনুষ্ঠেয় দিনগুলির ক্রম যে কি তা স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রসঙ্গত ১০ নং সূ. দ্র.।

ন্যায়ক্লৃপ্তং ত্র্যহোপজনং প্রতিষ্ঠাকামাশ্ চতুর্থম্ ।। ১৮।। [১৩]

অনু.— প্রতিষ্ঠাকামীরা সাধারণ নিয়মে গঠিত তিন দিনের বৃদ্ধিযুক্ত চতুর্থ (পঞ্চদশরাত্রটি করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১১/১/১২ সূ. দ্র.।

ষোড়শরাত্রং চতুরাত্রোপজননম্ অন্নাদ্যকামাঃ ।। ১৯।। [১৪]

অনু.— ভোজ্য-অন্ন-প্রার্থীরা চার রাত্রির বৃদ্ধিযুক্ত ষোড়শরাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১১/১/১৪ সূ. দ্র.।

সপ্তদশরাত্রং পঞ্চরাত্রোপজননং পশুকামাঃ ।। ২০।। [১৫]

অনু.— পশুপ্রার্থীরা পাঁচ রাত্রির বৃদ্ধিযুক্ত সপ্তদশরাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১১/১/১৫, ১৬ সূ. দ্র.।

অষ্টাদশরাত্রম্ আয়ুষ্কামাঃ ।। ২১।। [১৬]

অনু.— আয়ুপ্রার্থীরা অষ্টাদশরাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ১১/১/১৭ সূ. দ্র.।

ষডহশ্ চাত্র পূর্যতে ।। ২২।। [১৭]

অনু.— এখানে ষড়হ পূর্ণ হচ্ছে।

ব্যাখ্যা— ১১/১/৭ সূত্রে নির্দিষ্ট সত্রের মূল ভিত্তি যে দ্বাদশাহ তার সঙ্গে একটি সম্পূর্ণ ষড়হ যুক্ত হয়ে এই অষ্টাদশরাত্রযাগটি নিষ্পন্ন হয়। ১১/১/২০ সূত্র অনুযায়ী এই অষ্টাদশরাত্র তাই এর পর থেকে স্বতন্ত্র প্রকৃতিযাগ-রূপে গণ্য হবে। এই যাগের অনুষ্ঠানক্রম হল তাহলে— প্রায়ণীয়, অভিপ্লবষড়হ, দশরাত্র, উদয়নীয়।

সতন্ত্রস্যোপজননং বক্ষ্যামঃ ।। ২৩।। [১৭]

অনু.— তন্ত্রসমেত বর্তমান (এই অষ্টাদশরাত্র-যাগের) সংযোজন (এ-বার) বলব।

ব্যাখ্যা— ১১/১/২০ সূত্র অনুযায়ী উপরে উল্লিখিত অষ্টাদশরাত্র একটি তন্ত্র অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতিযাগ। ঐ প্রকৃতিযাগে যে যে দিন সংযোজিত হয়ে অন্য যাগগুলি গঠিত হয় সেই সেই দিনের সংযোজনের কথা এ-বার সূত্রকার বলবেন। সতন্ত্র শব্দের অর্থ এমনও হতে পারে— সত্রের মূল কাঠামো (তন্ত্র) দ্বাদশাহের সঙ্গে বর্তমান যে অষ্টাদশরাত্র নামে নূতন যাগ।

একান্নবিংশতিরাত্রম্ একরাত্রোপজননং গ্রাম্যান্ আরণ্যান্ পশূন্ অবরুরুৎস্যমানাঃ ।। ২৪।। [১৮]

অনু.— গ্রাম্য এবং বন্য পশুর অবরোধকামী (ব্যক্তিরা) এক রাত্রের বৃদ্ধিযুক্ত একান্নবিংশতিরাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অবরুরুৎস্যমানাঃ = অব-রুধ্ + স্যমান + প্রথমার বহুবচন। 'অবরুরুৎসমান' পাঠই মনে হয় সঙ্গত। সে-ক্ষেত্রে সন্ ও শানচ্ প্রত্যয় হয়েছে বলে বুঝতে হবে। অবরোধ করতে থাকবেন অর্থাৎ অধীনস্থ করবেন বা করতে চাইছেন এমন ব্যক্তিরা। অষ্টাদশরাত্রে ১১/১/৯ সূত্র অনুযারী মহাব্রতের সংযোজন ঘটিয়ে পশুপ্রার্থী ব্যক্তিদের এই যাগ করতে হয়। মহাব্রতের অনুষ্ঠান হবে যথারীতি দশরাত্রের পরে। একান্ন = একাত্ + ন; অর্থ হচ্ছে— একের জন্য নয়, এক কম পড়ার জন্য বিশ ত্রিশ ইত্যাদি হতে পারল না, উনিশ উনত্রিশ ইত্যাদি হয়েই রইল।

বিংশতিরাত্রং প্রতিষ্ঠাকামাঃ ।। ২৫।। [১৯]

অনু.— প্রতিষ্ঠাকামীরা বিংশতিরাত্র (যাগ করবেন)।

অভিজিদ্‌বিশ্বজিতাব্ অভিপ্লবাদ্ ঊর্ধ্বম্ ।। ২৬।। [২০]

অনু.— (এই যাগে) অভিপ্লবষড়হের পরে অভিজিত্ এবং বিশ্বজিত্ (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— ১১/১/১০, ১১ সূত্র অনুযায়ী দশরাত্রের আগে অর্থাৎ প্রায়ণীয়ের পরে গোষ্টোম ও আয়ুষ্টোমের অনুষ্ঠান না করে অষ্টাদশরাত্রে অভিপ্লবষড়হের পরে অভিজিত্ এবং বিশ্বজিতের সংযোজন ঘটিয়ে এই 'বিংশতিরাত্র' যাগের অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠানক্রম এখানে তাহলে প্রায়ণীয়, অভিপ্লবষড়হ, অভিজিত্, বিশ্বজিত্, দশরাত্র, উদয়নীয়। 'ঊর্ধ্বম্' বলা না হলে প্রায়ণীয়ের ঠিক পরেই অভিজিত্ এবং বিশ্বজিতের অনুষ্ঠান করতে হত, কারণ সর্বত্রই এ-ই হচ্ছে সাধারণ রীতি। দ্বাদশাহের অন্তর্গত দশরাত্র একটি অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন অনুষ্ঠান। ষড়হও যেন একত্রিত একটি সঙ্ঘবদ্ধ গুচ্ছ। প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় কিন্তু তা নয়। অতিরিক্ত দিনের সংযোজন ঘটাতে গেলে তাই বিশেষ বলা না থাকলে প্রায়ণীয়ের ঠিক পরে অথবা উদয়নীয়ের ঠিক আগেই তা করতে হয়, ষড়হের অথবা দশরাত্রের অথবা এই দুই-এর মধ্যে নয়।

তৃতীয় কণ্ডিকা (১১/৩)

[একবিংশতিরাত্র থেকে দ্বাত্রিংশদ্‌রাত্র পর্যন্ত বিভিন্ন রাত্রিসত্র]

দ্বাব্ একবিংশতিরাত্রৌ ।। ১।।

অনু.— দুটি একবিংশতিরাত্র (যাগ আছে)।

প্রতিষ্ঠাকামানাং প্রথমম্ ।। ২।। [১]

অনু.— প্রথমটি প্রতিষ্ঠাপ্রার্থীদের (পক্ষে কর্তব্য)।

ত্রয়াণাম্ অভিপ্লবানাং প্রথমাব্ অন্তরাতিরাত্রঃ ।। ৩।। [১]

অনু.— (এই যাগে) তিনটি অভিপ্লবষড়হের প্রথম দু-টির মাঝে অতিরাত্র (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— এই প্রথম একবিংশতিরাত্রযাগের অনুষ্ঠানক্রম তাহলে— প্রায়ণীয়, অভিপ্লবষড়হ, জ্যোতিষ্টোম অতিরাত্র, দু-টি অভিপ্লবষড়হ, উদয়নীয়। দ্র. যে, এখানেও সাধারণ নিয়ম ঠিক ঠিক অনুসৃত হল না।

ব্রহ্মবর্চসকামা দ্বিতীয়ম্ ।। ৪।। [২]

অনু.— ব্রহ্মতেজপ্রার্থীরা দ্বিতীয় (যাগটি করবেন)।

নবরাত্রস্যাভিজিদ্‌বিশ্বজিতোঃ স্থানে দ্বৌ পৃষ্ঠ্যাব্ আবৃত্ত উত্তরঃ ।। ৫।। [৩]

অনু.— (এই দ্বিতীয় যাগে) নবরাত্রের অভিজিত্ এবং বিশ্বজিতের স্থানে দু-টি পৃষ্ঠ্যষড়হ (অনুষ্ঠিত হয় এবং তার মধ্যে) পরেরটি বিপরীত (ক্রমে প্রযুক্ত হয়)।

ব্যাখ্যা— এখানে ১১/১/১৮-১৯ সূত্র অনুযায়ী অনুষ্ঠান না হয়ে প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয় ছাড়া অন্য দিনগুলিতে নবরাত্রের (৮/৭/১৬ সূ. দ্র.) অনুষ্ঠান হয় এবং তার মধ্যে অভিজিত্ এবং বিশ্বজিতের পরিবর্তে অর্থাৎ নবরাত্রের প্রথম ও শেষ দিনের স্থানে পৃষ্ঠ্যষড়হের অনুষ্ঠান করতে হয়। দ্বিতীয় একবিংশতিরাত্রের অনুষ্ঠানক্রম তাহলে— প্রায়ণীয়, পৃষ্ঠ্যষড়হ, তিন স্বরসাম, বিষুবান্, বিপরীতক্রমে তিন স্বরসাম, বিপরীত পৃষ্ঠ্যষড়হ এবং উদয়নীয়। দ্র. যে. এখানেও সাধারণ নিয়ম অনুসৃত হয় নি।

সংবত্সরসম্মিতা ইত্যাচক্ষতে ।। ৬।। [৩]

অনু.— (এই দ্বিতীয় একবিংশতিরাত্রের দিনগুলিকে যাজ্ঞিকেরা) বলেন 'সংবত্সরসম্মিত'।

ব্যাখ্যা— গবাময়নের মতো বিষুবান্ দিনটি মাঝে থাকায় এই রাত্রিসত্রটির নাম 'সংবত্সরসংমিত' অর্থাৎ সংবৎসরতুল্য।

দ্বাবিংশতিরাত্রং চতূরাত্রোপজনম্ অন্নাদ্যকামাঃ ।। ৭।। [৪]

অনু.— ভোজ্য-অন্ন-প্রার্থীরা চার রাত্রির বৃদ্ধিযুক্ত দ্বাবিংশতিরাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অষ্টাদশরাত্র যাগ ১১/১/২০ সূত্র অনুযায়ী চতুর্বিংশতিরাত্র পর্যন্ত ছ-টি যাগের প্রকৃতি। ১১/১/১৪ সূত্র অনুসারে সেই অষ্টাদশরাত্রে আরও চার দিন যোগ করে দ্বাবিংশতিরাত্রের অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানক্রম এখানে তাই— প্রায়ণীয়, ত্রিকদ্রুক, অভিপ্লবষড়হ, দশরাত্র, মহাব্রত, উদয়নীয়।

ত্রয়োবিংশতিরাত্রং পঞ্চরাত্রোপজনং পশুকামাঃ ।। ৮।। [৫]

অনু.— পশুপ্রার্থীরা পাঁচ রাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট ত্রয়োবিংশতিরাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— অনুষ্ঠানক্রম— প্রায়ণীয়, অভিপ্লবের প্রথম পাঁচ দিন, অভিপ্লবষড়হ, দশরাত্র, উদয়নীয়।

দ্বৌ চতুর্বিংশতিরাত্রৌ ।। ৯।। [৬]

অনু.— দু-টি চতুর্বিংশতিরাত্র (যাগ আছে)।

প্রজাতিকামাঃ পশুকামা বা প্রথমম্ ।। ১০।। [৬]

অনু.— প্রজননপ্রার্থীরা অথবা পশুপ্রার্থীরা প্রথম (যাগটি করবেন)।

ষডহশ্ চাত্র পূর্যতে ।। ১১।। [৭]

অনু.— এখানে ষড়হ পূর্ণ হচ্ছে।

ব্যাখ্যা— অষ্টাদশরাত্রের অনুষ্ঠানসূচীতে সম্পূর্ণ একটি ষড়হ যোগ করলে তবে এই চতুর্বিংশতিরাত্রের সূচী পূর্ণ হয়। ফলে ১১/১/২০ সূত্র অনুযায়ী এই চতুর্বিংশতিরাত্র আবার ত্রিংশদ্রাত্র পর্যন্ত ছ-টি যাগের প্রকৃতি হবে।

সতন্ত্রস্যোপজনং বক্ষ্যামঃ ।। ১২।। [৭]

অনু.— (এখন) প্রকৃতিরূপী (ঐ চতুর্বিংশতিরাত্রের দিনসংখ্যার) সংযোজন বলব।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিরূপে পরিণত অথবা প্রকৃতিসমেত বর্তমান চতুর্বিংশতিরাত্রে দিনসংখ্যার সংযোজন ঘটিয়ে যে অন্য যাগগুলি হয়ে থাকে সেগুলির কথা সূত্রকার একটু পরেই ১৮-২৪ নং সূত্রে বলবেন।

স্বর্গে লোকে সত্স্যন্তো ব্রধ্নস্য বিষ্টপং রোক্ষ্যন্তো দ্বিতীয়ম্ ।। ১৩।। [৭]

অনু.— স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকবেন (অথবা) সূর্যমণ্ডলে আরোহণ করতে থাকবেন (এমন ব্যক্তিগণ) দ্বিতীয় (চতুর্বিংশতিরাত্র যাগটি করবেন)।

ব্যাখ্যা— বৃত্তির মতে 'সত্সন্তো' এবং 'রোরুক্ষন্তো' পদ সন্‌প্রত্যয়যুক্ত। অর্থ হবে তাই প্রতিষ্ঠিত হতে ইচ্ছা করছেন এবং আরোহণ করতে ইচ্ছা করছেন এমন ব্যক্তিগণ। এখানে দুটি পদে যে যকার দেখা যাচ্ছে সেই পাঠ তাই অভিপ্রেত নয়।

পৃষ্ঠ্যস্তোমস্ ত্রয়স্ত্রিংশোঽনিরুক্তো বিশালঃ পৃষ্ঠ্যঃ ।। ১৪।। [৮]

অনু.— (এই যাগের অনুষ্ঠানক্রম হচ্ছে) পৃষ্ঠ্যস্তোম, ত্রয়স্ত্রিংশস্তোমযুক্ত অনিরুক্ত, বিশাল পৃষ্ঠ্য (ষড়হ)।

ব্যাখ্যা— এই দ্বিতীয় চতুর্বিংশতিরাত্রে যথাক্রমে পৃষ্ঠ্যস্তোম (৮/৪/২৫ সূ. দ্র.), ত্রয়স্ত্রিংশস্তোম-বিশিষ্ট অনিরুক্ত নামে একাহ (৯/১০/১-৫ সূ. দ্র.) এবং বিশাল নামে পৃষ্ঠ্যষড়হের (১৫ নং সূ. দ্র.) অনুষ্ঠান করা হয়। এখানে তের দিনের কথা বলা হল; অপর ন-টি দিনের কথা ১৬ নং সূত্রে বলা হবে। মোট তাহলে বাইশ দিন হচ্ছে। বাকী দু-টি দিন হল প্রারম্ভের প্রায়ণীয় এবং সমাপ্তির উদয়নীয়। বিশাল পৃষ্ঠ্য কি তা পরবর্তী সূত্রে বলা হচ্ছে।

স্তোমা একবিংশত্রিণবত্রয়স্ত্রিংশাঃ প্রতিলোমাঃ পূর্বস্মিংস্ ত্র্যহেঽনুলোমা উত্তরস্মিন্ত্ স বিশালোঽপি বোত্ত র এব ত্র্যহঃ প্রতিলোমোঽনুলোমশ্ চ ।। ১৫।। [৮]

অনু.— (যে ষড়হ যাগে) প্রথম তিন দিনে বিপরীতক্রমে এবং পরবর্তী (তিন দিনে) যথাক্রমে একবিংশ, ত্রিণব এবং ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম (প্রয়োগ করা হয়) সেই (পৃষ্ঠ্যষড়হ হচ্ছে) বিশাল। অথবা (এই ষড়হে) শেষ তিন দিন (-ই শুধু) বিপরীতক্রম-বিশিষ্ট এবং যথাক্রম-বিশিষ্ট (হবে)।

ব্যাখ্যা— যে পৃষ্ঠ্যষড়হে প্রথম তিন দিন যথাক্রমে ত্রয়স্ত্রিংশ, ত্রিণব ও একবিংশ স্তোম এবং পরবর্তী তিন দিন যথাক্রমে একবিংশ, ত্রিণব ও ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম প্রয়োগ করা হয় তাকে বলে 'বিশাল' পৃষ্ঠ্যষড়হ। এই ষড়হে বিকল্পে পৃষ্ঠ্যের প্রথম তিন দিনের অনুষ্ঠান না করে শেষ তিন দিনেরই প্রথমে ত্রয়স্ত্রিংশ, ত্রিণব ও একবিংশ স্তোমে এবং পরে আবার একবিংশ, ত্রিণব ও ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমে প্রয়োগ করেও অনুষ্ঠান হতে পারে।

অনিরুক্তম্ অহর্ আবৃত্তঃ পৃষ্ঠ্যস্তোমঃ। ত্রিবৃদ্ অনিরুক্তঃ। জ্যোতির্ উভয়সামা ।। ১৬।। [৮-১০]

অনু.— (তার পর) অনিরুক্ত দিন, বিপরীত পৃষ্ঠ্যস্তোম, ত্রিবৃত্‌স্তোমযুক্ত অনিরুক্ত, উভয়সাম-বিশিষ্ট জ্যোতিষ্টোম (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— আবৃত্ত = উল্টা; ষষ্ঠ দিনের অনুষ্ঠান প্রথম দিনে, পঞ্চম দিনের অনুষ্ঠান দ্বিতীয় দিনে ইত্যাদি বিপরীত ক্রমে। দ্বিতীয় চতুর্বিংশরাত্রের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানসূচী তাহলে— প্রায়ণীয়, পৃষ্ঠ্যস্তোম, ত্রয়স্ত্রিংশস্তোমযুক্ত অনিরুক্ত, বিশাল পৃষ্ঠ্যষড়হ, ত্রয়স্ত্রিংশস্তোমযুক্ত অনিরুক্ত, বিপরীত পৃষ্ঠস্তোম, ত্রিবৃত্-স্তোমযুক্ত অনিরুক্ত, উভয়সাম-বিশিষ্ট জ্যোতিষ্টোম অগ্নিষ্টোম এবং উদয়নীয় অতিরাত্র। এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এই যাগে পৃষ্ঠ্যস্তোমের দু-বার এবং অনিরুক্তের তিনবার অনুষ্ঠান হয়।

সংসদাম্-অয়নম্ ইত্যেতদ্ আচক্ষতে ।। ১৭।। [১১]

অনু.— এই (রাত্রিযাগটিকে যাজ্ঞিকেরা) 'সংসদ্-অয়ন' বলেন।

পঞ্চবিংশতিরাত্রম্ একরাত্রোপজনম্ অন্নাদ্যকামাঃ ।। ১৮।। [১১]

অনু.— ভোজ্য-অন্ন-প্রার্থীরা এক রাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট পঞ্চবিংশতিরাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— চতুর্বিংশতিরাত্র + মহাব্রত = পঞ্চবিংশতিরাত্র। মহাব্রতের অনুষ্ঠান হবে যথারীতি উদয়নীয়ের ঠিক আগের দিন।

ষড়্‌বিংশতিরাত্রং দ্বিরাত্রোপজনং প্রতিষ্ঠাকামাঃ ।। ১৯।। [১১]

অনু.— প্রতিষ্ঠাকামীরা দুই রাত্রির সংযোজন-বিশিষ্ট ষড়্‌বিংশতিরাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— চতুর্বিংশতিরাত্র + গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোম = ষড়্‌বিংশতিরাত্র।

সপ্তবিংশতিরাত্রং ত্রিরাত্রোপজনম্ ঋদ্ধিকামাঃ ।। ২০।। [১১]

অনু.— সমৃদ্ধিকামীরা তিনরাত্রের সংযোজনবিশিষ্ট সপ্তবিংশতিরাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— চতুর্বিংশতিরাত্র + ত্রিকদ্রুক = সপ্তবিংশতিরাত্র।

অষ্টাবিংশতিরাত্রং চতূরাত্রোপজনং ব্রহ্মবর্চসকামাঃ ।। ২১।। [১১]

অনু.— ব্রহ্মশক্তি-প্রার্থীরা চার রাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট অষ্টাবিংশতিরাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— চতুর্বিংশতিরাত্র + ত্রিকদ্রুক এবং মহাব্রত = অষ্টাবিংশতিরাত্র।

একান্নত্রিংশদ্রাত্রং পঞ্চরাত্রোপজনং পরমাং বিজিতিং বিজিগীষমাণাঃ ।। ২২।। [১১]

অনু.— চূড়ান্ত বিজয়-প্রার্থনাকারী (ব্যক্তিরা) পাঁচ রাত্রের সংযোজনবিশিষ্ট ঊনত্রিংশদ্রাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— চতুর্বিংশতিরাত্র + অভিপ্লবের প্রথম পাঁচ দিন = একান্নত্রিংশদ্রাত্র।

ত্রিংশদ্রাত্রম্ অন্নাদ্যকামাঃ ।। ২৩।। [১১]

অনু.— ভোজ্য-অন্ন-প্রার্থীরা ত্রিংশদ্রাত্র (যাগ করবেন)।

ষড়হশ্ চাত্র পূর্যতে ।। ২৪।। [১১]

অনু.— এখানে (একটি) ষড়হ পূর্ণ হয়।

ব্যাখ্যা— চতুর্বিংশতিরাত্র + অভিপ্লবষড়হ = ত্রিংশদ্রাত্র। অনুষ্ঠানক্রম— প্রায়ণীয়, তিন অভিপ্লবষড়হ, দশরাত্র, উদয়নীয়। ১১/১/২০ অনুযায়ী এই ত্রিংশদ্রাত্র পরবর্তী দু-টি রাত্রিসত্রের প্রকৃতি।

সতন্ত্রস্যোপজনং বক্ষ্যামঃ ।। ২৫।। [১১]

অনু.— (এ-বার ঐ) প্রকৃতিযাগের সংযোজন বলব।

ব্যাখ্যা— ত্রিংশদ্রাত্রকে প্রকৃতি ধরে তা-তে অন্য দিন সংযোজন করার কথা এ-বার বলা হবে।

একত্রিংশদ্রাত্রম্ একরাত্রোপজনম্ অন্নাদ্যকামাঃ ।। ২৬।।

অনু.— ভোজ্য-অন্ন-প্রার্থীরা একরাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট একত্রিংশদ্রাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ত্রিংশদ্রাত্র + মহাব্রত = একত্রিংশদ্রাত্র।

দ্বাত্রিংশদ্রাত্রং দ্বিরাত্রোপজনং প্রতিষ্ঠাকামাঃ ।। ২৭ ।। [১১]

অনু.— প্রতিষ্ঠাকামীরা দুই রাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট দ্বাত্রিংশদ্রাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ত্রিংশদ্রাত্র + গোষ্টোম + আয়ুষ্টোম = দ্বাত্রিংশদ্রাত্র।

চতুর্থ কণ্ডিকা (১১/৪)

[ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌রাত্র থেকে একান্নশতরাত্র পর্যন্ত বিভিন্ন রাত্রিসত্র]

ত্রীণি ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌রাত্রাণি ।। ১।।

অনু.— তিনটি ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌রাত্র (যাগ আছে)।

প্রতিষ্ঠাকামানাং প্রথমম্‌ ।। ২।। [১]

অনু.— প্রথম (যাগটি) প্রতিষ্ঠাকামীদের (পক্ষে কর্তব্য)।

ত্রয়াণাম্‌ অভিপ্লবানাম্‌ উপরিষ্টাদ্‌ উপরিষ্টাদ্‌ অতিরাত্রঃ ।। ৩।। [১]

অনু.— (এই যাগে) তিনটি অভিপ্লবের পরে পরে (একটি করে) অতিরাত্র (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— ত্রিংশদ্‌রাত্রে প্রায়ণীয়, তিনটি অভিপ্লবষড়হ, দশরাত্র এবং উদয়নীয়ের অনুষ্ঠান হয়। তার মধ্যে প্রত্যেকটি অভিপ্লবের পরে একটি করে অতিরাত্র যোগ করলেই ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌রাত্র হয়।

ব্রহ্মবর্চসকামা দ্বিতীয়ম্‌ ।। ৪।। [২]

অনু.— দ্বিতীয় (ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌রাত্রটি করবেন) ব্রহ্মতেজপ্রার্থীরা।

চতুর্ণাং পঞ্চরাত্রাণাম্‌ আবৃত্ত উত্তম, উত্তমৌ চান্তরা সর্বস্তোমোঽতিরাত্রঃ ।। ৫।। [২]

অনু.— এই যাগে চারটি পঞ্চরাত্রের শেষটি বিপরীত (ক্রমে অনুষ্ঠিত হয়) এবং শেষ দুই (পঞ্চরাত্রের) মাঝে সর্বস্তোম অতিরাত্র (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— এই দ্বিতীয় ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌রাত্র সত্রে ১১/১/১৯ সূত্র অনুযায়ী ষড়হের অনুষ্ঠান না হয়ে চারটি পঞ্চরাত্রের অনুষ্ঠান হয় এবং চতুর্থ পঞ্চরাত্রের অনুষ্ঠান হয় বিপরীত ক্রমে। শেষ দুই পঞ্চরাত্রের মাঝে আবার সর্বস্তোম অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করা হয়। প্রায়ণীয়, তিনটি পঞ্চরাত্র, সর্বস্তোম অতিরাত্র, বিপরীত পঞ্চরাত্র, দশরাত্র, উদয়নীয় এই হল দ্বিতীয় ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌রাত্রের অনুষ্ঠানক্রম। পঞ্চরাত্র হচ্ছে ১১/১/১৫ সূত্রে নির্দিষ্ট অভিপ্লব পঞ্চাহ।

উভৌ লোকাব্‌ আশ্যুতাং তৃতীয়ম্‌ ।। ৬।। [৩]

অনু.— তৃতীয় (ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌রাত্রটি) উভয় লোক কামনা করছেন (এমন ব্যক্তিদের পক্ষে কর্তব্য)।

ষণ্ণাং পঞ্চরাত্রাণাং মধ্যে বিশ্বজিদ্‌ অতিরাত্রঃ ।। ৭।। [৩]

অনু.— (এই যাগে) ছ-টি পঞ্চরাত্রের মাঝে বিশ্বজিত্‌ অতিরাত্র (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— তৃতীয় ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌রাত্রেও সাধারণ নিয়মে অনুষ্ঠান না হয়ে ১১/১/১৫ সূত্রে নির্দিষ্ট অভিপ্লব-পঞ্চরাত্রের ছয় বার অনুষ্ঠান হয়। তিনটি পঞ্চরাত্রের পরে এক দিন বিশ্বজিতে অনুষ্ঠেয় সর্বস্তোম অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করতে হয়। অনুষ্ঠানক্রম তাই— প্রায়ণীয়, তিনটি পঞ্চরাত্র, বিশ্বজিত্‌ অতিরাত্র, বিপরীত তিনটি পঞ্চরাত্র (পরবর্তী সূ. দ্র.) এবং উদয়নীয়। পরবর্তী সূ. দ্র.।

আবৃত্তাস্ তূত্তরে ত্রয়ঃ ।। ৮।। [৪]

অনু.— পরবর্তী তিনটি (পঞ্চরাত্র) কিন্তু বিপরীতক্রমে (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— অতিরাত্রের পরে যে তিনটি পঞ্চরাত্রের অনুষ্ঠান হয় সেগুলির প্রত্যেকটি অনুষ্ঠিত হয় বিপরীত ক্রমে।

চতুস্ত্রিংশদ্রাত্রং চতূরাত্রোপজনম্ অন্নাদ্যকামাঃ ।। ৯।। [৫]

অনু.— ভোজ্য-অন্ন-প্রার্থীরা চাররাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট চতুস্ত্রিংশদ্রাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— ত্রিংশদ্রাত্র + ত্রিকদ্রুক + মহাব্রত। মহাব্রতের অনুষ্ঠান হয় উদয়নীয়ের আগের দিনেই।

পশুকামানাম্ উত্তরাণি চত্বারি ।। ১০।। [৬]

অনু.— পশুপ্রার্থীদের পরবর্তী চারটি (রাত্রিসত্র করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— পঞ্চত্রিংশদ্রাত্র, ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্র, সপ্তত্রিংশদ্রাত্র, অষ্টাত্রিংশদ্রাত্র এই চারটি রাত্রিসত্র পশুপ্রার্থীদের করতে হয়।

পঞ্চত্রিংশদ্রাত্রঃ পঞ্চরাত্রোপজনঃ ।। ১১।। [৬]

অনু.— পঞ্চত্রিংশদ্রাত্র পাঁচ রাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— ত্রিংশদ্রাত্র + পঞ্চরাত্র। অনুষ্ঠানক্রম—প্রায়ণীয়, অভিপ্লবের প্রথম পাঁচ দিন, তিন অভিপ্লবষড়হ, দশরাত্র, উদয়নীয়।

ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্রে ষড়হ উপজায়তে ।। ১২।। [৭]

অনু.— ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্রে ষড়হ সংযোজিত হয়।

ব্যাখ্যা— ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্র = ত্রিংশদ্রাত্র + অভিপ্লবষড়হ।

সতন্ত্রস্যোপজনং বক্ষ্যামঃ ।। ১৩।। [৭]

অনু.— (এ-বার) এই প্রকৃতিযাগের সংযোজন বলব।

সপ্তত্রিংশদ্রাত্র একরাত্রোপজনঃ ।। ১৪।। [৭]

অনু.— সপ্তত্রিংশদ্রাত্র (যাগ) এক রাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— সপ্তত্রিংশদ্রাত্র = ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্র + মহাব্রত। মহাব্রতের অনুষ্ঠান হবে যথারীতি উদয়নীয়ের আগে।

অষ্টাত্রিংশদ্রাত্রো দ্বিরাত্রোপজনঃ ।। ১৫।। [৮]

অনু.— অষ্টাত্রিংশদ্রাত্র দু-রাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— অষ্টাত্রিংশদ্রাত্র = ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্র + গোষ্টোম + আয়ুষ্টোম।

একান্নচত্বারিংশদ্রাত্রং ত্রিরাত্রোপজনম্ অনন্তাং শ্রিয়ম্ ইচ্ছন্তঃ ।। ১৬।। [৮]

অনু.— অনন্ত সম্পদ্ কামনা করছেন (এমন ব্যক্তিগণ) তিন রাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট ঊনচত্বারিংশদ্রাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— একান্নচত্বারিংশদ্রাত্র = ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্র + ত্রিকদ্রুক।

চত্বারিংশদ্রাত্রং চতূরাত্রোপজনং পরমায়াং বিরাজি প্রতিতিষ্ঠন্তঃ ।। ১৭।। [৮]

অনু.— পরম বিরাজে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠারত (ব্যক্তিগণ) চার রাত্রির সংযোজনবিশিষ্ট চত্বারিংশদ্রাত্র (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— চত্বারিংশদ্রাত্র = ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্র + ত্রিকদ্রুক + মহাব্রত।

একচত্বারিংশদ্রাত্রপ্রভৃতীন্যুত্তরাণি ন্যায়েনাষ্টাচত্বারিংশদ্রাত্রাত। ।। ১৮।। [৮]

অনু.— একাচত্বারিংশদ্রাত্র থেকে শুরু করে অষ্টাচত্বারিংশদ্রাত্র পর্যন্ত পরবর্তী (রাত্রিসত্রগুলি) সাধারণ নিয়মের দ্বারা (গঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্রকে এবং দ্বাচত্বারিংশদ্রাত্রকে প্রকৃতিযাগ ধরে তাতে ১১/১/৯-১৮ সূত্র অনুযায়ী প্রয়োজনমত দিনসংখ্যা যোগ করে একচত্বারিংশদ্রাত্র থেকে অষ্টাচত্বারিংশদ্রাত্র পর্যন্ত রাত্রিসত্রগুলির অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

পঞ্চাশদ্রাত্রপ্রভৃতীনি চাষষ্টিরাত্রাত্ ।। ১৯।। [৮]

অনু.— এবং পঞ্চাশদ্রাত্র থেকে শুরু করে ষষ্টিরাত্র পর্যন্ত (পরবর্তী রাত্রিসত্রগুলিও সাধারণ নিয়মেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা— অষ্টাচত্বারিংশদ্রাত্র এবং চতুষ্পঞ্চাশদ্রাত্রকে প্রকৃতি ধরে এই যাগগুলি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

দ্বিষষ্টিরাত্রপ্রভৃতীনি চৈকোনশতরাত্রাত্ ।। ২০।। [৮]

অনু.— এবং দ্বিষষ্টি রাত্র থেকে শুরু করে একোনশতরাত্র পর্যন্ত (রাত্রিসত্রগুলিও এই সাধারণ নিয়মেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা— একোনশতরাত্র = নিরানব্বুইদিনব্যাপী যাগ। ষষ্টিরাত্র, ষট্‌ষষ্টিরাত্র, দ্বিসপ্ততিরাত্র, অষ্টাসপ্ততিরাত্র, চতুরশীতিরাত্র, নবতিরাত্র এবং ষন্নবতিরাত্রকে প্রকৃতি ধরে এই যাগগুলির অনুষ্ঠান হয়। দিনসংখ্যা সংযোজন করা হয় ১১/১/৯-১৭ অনুযায়ী। একান্নপঞ্চাশদ্রাত্র, একষষ্টিরাত্র এবং শতরাত্রের কথা সূত্রকার আপাতত স্থগিত রেখেছেন। এগুলির কথা বলা হবে পরবর্তী দু-টি (৫, ৬) খণ্ডে।

তত্রৈকরাত্রচতূরাত্রোপজনানি ব্রতবন্তি ।। ২১।। [৯]

অনু.— ঐ স্থলে একরাত্রের এবং চাররাত্রের সংযোজনবিশিষ্ট (যাগগুলি) মহাব্রতযুক্ত (হবে)।

ব্যাখ্যা— ১৮-২০ নং সূত্রে বিহিত ত্রয়শ্চত্বারিংশদ্রাত্র, ষট্‌চত্বারিংশদ্রাত্র, দ্বিপঞ্চাশদ্রাত্র, পঞ্চপঞ্চাশদ্রাত্র, অষ্টাপঞ্চাশদ্রাত্র, চতুঃষষ্টিরাত্র প্রভৃতি যে-সব রাত্রিসত্রে প্রকৃতিযাগের অপেক্ষায় অতিরিক্ত একটি অথবা চারটি দিন যোগ করতে হয় সে-সব স্থলে দিনসংখ্যা-পূরণের জন্য মহাব্রতেরও অনুষ্ঠান হয়। ১১/১/৯ এবং ১৪ নং সূত্র অনুসারে এ-সব স্থলে মহাব্রতেরই অনুষ্ঠান হওয়া উচিত, তবুও অন্যান্য গ্রন্থে অন্যপ্রকার উল্লেখ থাকলেও মহাব্রতেরই অনুষ্ঠান যাতে হতে পারে সেই জন্যই এই সূত্রের অবতারণা।

পঞ্চম কণ্ডিকা (১১/৫)

[ঊনপঞ্চাশদ্রাত্র]

সপ্তৈকান্নপঞ্চাশদ্রাত্রাণি ।। ১।।

অনু.— সাতটি ঊনপঞ্চাশদ্রাত্র (যাগ আছে)।

বি পাপ্মনা বর্তস্যন্তঃ প্রথমম্ ।। ২।। [১]

অনু.— পাপ থেকে নিবৃত্ত হতে থাকবেন (এমন ব্যক্তিগণ) প্রথম (উনপঞ্চাশদ্‌রাত্রটি করবেন)।

ব্যাখ্যা— সূত্রে 'বি' হচ্ছে উপসর্গ। যাঁরা পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে ইচ্ছুক তাঁদের এই যাগটি করতে হয়।

অতিরাত্রস্ ত্রীণি ত্রিবৃন্ত্যহান্যতিরাত্রো দশ পঞ্চদশান্যতিরাত্রো দ্বাদশ সপ্তদশান্যতিরাত্রঃ পৃষ্ঠ্যোঽতিরাত্রো দ্বাদশৈকবিংশান্যতিরাত্রঃ ।। ৩।। [২]

অনু.— (এই যাগের অনুষ্ঠানক্রম হল) অতিরাত্র, তিনটি ত্রিবৃত্‌স্তোমযুক্ত দিন, অতিরাত্র, দশটি পঞ্চদশস্তোমযুক্ত (দিন), অতিরাত্র, বারোটি সপ্তদশস্তোমযুক্ত (দিন), অতিরাত্র, পৃষ্ঠ্য (ষড়হ), অতিরাত্র, বাবোটি একবিংশস্তোমযুক্ত (দিন), অতিরাত্র।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূ. দ্র.। ছটি অতিরাত্রের অনুষ্ঠান হবে প্রকৃতিযাগ অনুযায়ী।

ত্রিবৃতাং প্রথমোঽগ্নিষ্টোমঃ ষোডশ্যুত্তমঃ পঞ্চদশানাম্ উক্‌থ্যা ইতরে ।। ৪।। [৩]

অনু.— ত্রিবৃত্‌স্তোমযুক্ত (দিনগুলির) প্রথমটি অগ্নিষ্টোম, পঞ্চদশস্তোমযুক্ত (দিনগুলির) শেষটি ষোড়শী, অন্য (দিনগুলি হবে) উক্‌থ্য।

ব্যাখ্যা— উনপঞ্চাশটি সুত্যাদিনের মধ্যে পূর্ববর্তী সূত্র অনুযায়ী ছ-দিন অতিরাত্র এবং আলোচ্য সূত্র অনুসারে একদিন অগ্নিষ্টোম, একদিন ষোড়শী এবং বাকী একচল্লিশ দিন উক্‌থ্যের অনুষ্ঠান হয়। দশটি পঞ্চদশস্তোমযুক্ত দিনের মধ্যে দশম দিনে হয় ষোড়শী।

বিধৃতয় ইত্যাচক্ষতে ।। ৫।। [৩]

অনু.— এই (রাত্রিগুলিকে বৈদিকগণ) 'বিধৃতি' বলেন।

যমাতিরাত্রং যমাং দ্বিগুণাম্ ইব শ্রিয়ম্ ইচ্ছন্তঃ ।। ৬।। [৪]

অনু.— দ্বিগুণের মতো যুগ্ম সম্পদ্ ইচ্ছা করছেন (এমন ব্যক্তিগণ) 'যমাতিরাত্র' (নামে উনপঞ্চাশদ্‌রাত্র যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— দ্বিগুণের দ্বিগুণ সম্পদ্ প্রার্থনা করলে এই যাগ করতে হয়।

দ্বাব্ অভিপ্লবৌ গোআয়ুষী অতিরাত্রৌ দ্বাব্ অভিপ্লবাব্ অভিজিদ্‌বিশ্বজিতাব্ অতিরাত্রাব্ একোঽভিপ্লবঃ সর্বস্তোমনবসপ্তদশাব্ অতিরাত্রৌ মহাব্রতম্ ।। ৭।। [৫]

অনু.— (এই যাগের অনুষ্ঠানক্রম হচ্ছে) দু-টি অভিপ্লব, গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোম (নামে) দুই অতিরাত্র, দু-টি অভিপ্লব, অভিজিত্ এবং বিশ্বজিত্ (নামে) দু-টি অতিরাত্র, একটি অভিপ্লব, সর্বস্তোম এবং নবসপ্তদশ (স্তোম-বিশিষ্ট) দু-টি অতিরাত্র, মহাব্রত।

ব্যাখ্যা— মোট সাঁইত্রিশ দিনের কথা এখানে বলা হল। বাকী বারো দিনের মধ্যে আছে প্রায়ণীয়, দশরাত্র এবং উদয়নীয়। সূত্রে উল্লিখিত মহাব্রতের অনুষ্ঠান হবে ১১/১/৯ সূত্র অনুসারে দশরাত্রের ঠিক পরে এবং সূত্রের অন্যান্য ছত্রিশটি দিনের অনুষ্ঠান হবে প্রায়ণীয়ের পরে সূত্রনির্দিষ্ট ক্রমেই।

স্বানাং শ্রৈষ্ঠ্যকামাস্ তৃতীয়ম্ ।। ৮।। [৬]

অনু.— জ্ঞাতিজনের শ্রেষ্ঠত্বপ্রার্থী (ব্যক্তিগণ) তৃতীয় (ঊনপঞ্চাশদ্‌রাত্র যাগটি করবেন)।

চতুর্ণাং পৃষ্ঠ্যাহ্নাম্ একৈকং নবকৃত্বঃ ।। ৯।। [৬]

অনু.— এই যাগে পৃষ্ঠ্যষড়হের (প্রথম) চার দিনের এক একটি দিনকে পৃথক্ পৃথক্ ন-বার করে (অনুষ্ঠান করবেন)।

ব্যাখ্যা— একটি দিনের ন-বার আবৃত্তি শেষ হলে তবে অন্য দিনটির ন-বার আবৃত্তি হবে। পরবর্তী দু-টি সূ. দ্র.।

নববর্গাণাং প্রথমষষ্ঠসপ্তমোত্তমান্যহান্যগ্নিষ্টোমা উক্থ্যা ইতরে ।। ১০।। [৭]

অনু.— (নটি) ন-টি দ্বারা গঠিত বর্গগুলির (প্রত্যেক বর্গে) প্রথম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং শেষ দিনগুলি অগ্নিষ্টোম (এবং) অন্যগুলি উক্থ্য (হবে)।

ব্যাখ্যা— ৯ নং সূত্রে পৃষ্ঠ্যষড়হের প্রথম চারটি দিনের প্রত্যেকটিকে ন-বার করে আবৃত্তি করার কথা বলা হয়েছে। পৃষ্ঠ্যের যে দিনটির যখন ন-দিন ধরে পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পুনরনুষ্ঠান হয়, তখন সেই দিনের প্রথম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং নবম আবৃত্তির দিনে অগ্নিষ্টোমের এবং বাকী পাঁচ দিনে উক্থ্যের অনুষ্ঠান করতে হয়। এইভাবে (৯ × ৪ =) ছত্রিশ দিন ধরে চলে পৃষ্ঠ্যের প্রথম চার দিনের অনুষ্ঠান। অন্য দিনগুলি সম্পর্কে পরবর্তী সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

মহাব্রতম্ ।। ১১।। [৮]

অনু.— (একদিন হয়) মহাব্রত।

ব্যাখ্যা— তৃতীয় ঊনপঞ্চাশদ্‌রাত্রের অনুষ্ঠানসূচী দাঁড়াচ্ছে তাহলে— প্রায়ণীয়, পৃষ্ঠ্যের চারদিনের প্রত্যেকটির ন-বার করে আবৃত্তি, দশরাত্র, মহাব্রত, উদয়নীয়।

সবিতুঃ ককুভ ইত্যাচক্ষতে ।। ১২।। [৯]

অনু.— (এই রাত্রিযাগগুলিকে যাজ্ঞিকরা) 'সবিতার ককুপ্' বলেন।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা (১১/৬)

[ঊনপঞ্চাশদ্‌রাত্র, একষষ্টিরাত্র, শতরাত্র]

ত্রয়াণাম্ উত্তরেষাং ন্যায়ক্লৃপ্তা অভিপ্লবাঃ ।। ১।।

অনু.— পরবর্তী তিনটি (ঊনপঞ্চাশদ্‌রাত্রের) অভিপ্লবগুলি সাধারণ নিয়মে সন্নিবিষ্ট (হবে)।

ব্যাখ্যা— সাতটি ঊনপঞ্চাশদ্‌রাত্র যাগের মধ্যে তিনটির কথা আগের খণ্ডে বলা হয়েছে। অন্য তিনটি ঊনপঞ্চাশদ্‌রাত্রে ১১/১/১৯, ২০ সূত্র অনুযায়ী মূল ছকের সঙ্গে অর্থাৎ প্রায়ণীয়, দশরাত্র এবং উদয়নীয়ের সঙ্গে সাধারণ নিয়ম অনুসারেই ছ-টি অভিপ্লবষড়হ যোগ করা হয়। এইভাবে মোট আটচল্লিশ দিন হয়। অন্য একটি দিনের কথা পরবর্তী সূত্রে এবং ৭ নং ও ৯ নং সূত্রে বলা হচ্ছে।

প্রথমস্য তু ঊর্ধ্বং চতুর্থাৎ সর্বস্তোমোঽতিরাত্রঃ ।। ২।।

অনু.— প্রথম (ঊনপঞ্চাশদ্‌রাত্রের) চতুর্থ (অভিপ্লবের) পরে কিন্তু সর্বস্তোম অতিরাত্র (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— ১ নং সূত্রে উল্লিখিত পরবর্তী তিনটি ঊনপঞ্চাশদ্‌রাত্রের প্রথমটিতে অর্থাৎ সাতটির মধ্যে চতুর্থ ঊনপঞ্চাশদ্‌রাত্রের ক্ষেত্রে এই নিয়ম। চতুর্থ অভিপ্লবষড়হের পরে পঞ্চম অভিপ্লবের আগে এই দিনটি যোগ করা হয়। তাহলে এখানে অনুষ্ঠানের ক্রম হচ্ছে— প্রায়ণীয় অতিরাত্র, চারটি অভিপ্লবষড়হ, সর্বস্তোম অতিরাত্র, দু-টি অভিপ্লব ষড়হ, দশরাত্র, উদয়নীয় অতিরাত্র।

উপসত্‌সু গার্হপত্যে গুগ্‌গুলুসুগন্ধিতেজনপৈতুদারুভিঃ পৃথক্‌সর্পীংষি বিপচ্যানুসবনং সন্নেষু নারাশংসেষ্বাঞ্জীরন্‌ অভ্যাঞ্জীরংশ্‌ চ ।। ৩।।

অনু.— উপসদ্‌গুলিতে (যে-কোন দিনে) গার্হপত্যে গুগ্‌গুলু, সুগন্ধিতৃণ এবং পীতদারু দিয়ে পৃথক্‌ (পৃথক্‌) ঘৃত পাক করে (সুত্যাদিনে) প্রত্যেক সবনে নারাশংস (চমসগুলি বেদিতে) রাখা হলে (সকলে ঘৃতপক্ক ঐ গন্ধদ্রব্য নিজেদের চোখে) লাগাবেন এবং (গায়ে) মাখবেন।

ব্যাখ্যা— পীতদারু = খয়ের গাছ, দেবদারু। চতুর্থ ঊনপঞ্চাশদ্‌রাত্রে প্রাতঃ সবনে গুগ্‌গুলু, মাধ্যন্দিনে সুগন্ধি তৃণ এবং তৃতীয় সবনে পীতদারু-মিশ্রিত ঘি চোখে ও গায়ে লাগাতে হয়। এগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ পাক করতে হয় যে-কোন উপসদ্‌ ইষ্টির দিনে।

যে বর্চসা ন ভায়ুর্‌ যে বাত্মানং নৈব জানীরংস্‌ ত এতা উপেয়ুঃ ।। ৪।।

অনু.— যাঁরা (দেহের) দীপ্তিতে দীপ্তমান্‌ হয়ে ওঠেন না অথবা যাঁরা নিজেকে (কোন্‌ বংশের সন্তান বংশের সেই পূর্বপরিচয়) জানেন না তাঁরা এই (চতুর্থ ঊনপঞ্চাশদ্‌রাত্রের রাত্রিগুলি) অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— জানীরংস্ত = জানীরন্‌ + তে। শরীরের লাবণ্য ও ঔজ্জ্বল্য না থাকলে এবং নিজের বংশগরিমা সম্পর্কে অবহিত না হলে এই যাগটি করতে হয়।

আঞ্জনাভ্যঞ্জনীয়া ইত্যাচক্ষতে ।। ৫।।

অনু.— (এই চতুর্থ ঊনপঞ্চাশদ্‌রাত্র যাগের রাত্রিগুলিকে যাজ্ঞিকগণ) 'আঞ্জন-অভ্যঞ্জনীয়' বলেন।

এতা এব প্রতিষ্ঠাকামানাম্‌ আঞ্জনাভ্যঞ্জনবর্জম্‌ ।। ৬।।

অনু.— প্রতিষ্ঠাকামীদের (ক্ষেত্রে পঞ্চম ঊনপঞ্চাশদ্‌রাত্রে) চোখে ও দেহে (ঘৃত-) লেপন বাদ দিয়ে (চতুর্থ ঊনপঞ্চাশদ্‌রাত্রের) এই (সুত্যাদিনগুলিরই অনুষ্ঠান করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— পঞ্চম ঊনপঞ্চাশদ্‌রাত্রে চতুর্থ ঊনপঞ্চাশদ্‌রাত্রের মতোই অনুষ্ঠান হয়, তবে চোখে ও দেহে ঘৃত লেপন করতে হয় না।

এতাসাম্‌ এব সর্বস্তোমস্থানে মহাব্রতম্‌ ।। ৭।।

অনু.— (এই পঞ্চম যাগে) এই (চতুর্থ ঊনপঞ্চাশদ্‌রাত্রের রাত্রিগুলির)-ই সর্বস্তোমের স্থানে মহাব্রত (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— এই পঞ্চম ঊনপঞ্চাশদ্‌রাত্রের অনুষ্ঠান চতুর্থ ঊনপঞ্চাশদ্‌রাত্রের মতোই, তবে ২ নং সূত্রে উল্লিখিত সর্বস্তোম অতিরাত্র এখানে বাদ দিয়ে সেই দিন মহাব্রতের অনুষ্ঠান করতে হয়।

ঐন্দ্রম্‌ অত্যন্যাঃ প্রজা বুভূষন্তঃ ।। ৮।।

অনু.— অন্য প্রজাদের অতিক্রমণকামীরা ঐন্দ্র (যাগ করবেন)।

এতাসাম্ এব সর্বস্তোমম্ উদ্ধৃত্য যথাস্থানং মহাব্রতম্ ।। ৯।।

অনু.— (ষষ্ঠ উনপঞ্চাশদ্‌রাত্রে) এই (চতুর্থ উনপঞ্চাশদ্‌রাত্রের রাত্রিগুলির)-ই সর্বস্তোম বাদ দিয়ে যথাস্থানে মহাব্রত (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— ষষ্ঠ উনপঞ্চাশদ্‌রাত্রের অনুষ্ঠান চতুর্থ উনপঞ্চাশদ্‌রাত্রের মতোই, তবে এখানে সর্বস্তোম অতিরাত্র বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে দশরাত্রের পরে মহাব্রতের অনুষ্ঠান করতে হয়। ৭ নং সূত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু মহাব্রতের অনুষ্ঠান হয়েছিল চতুর্থ অভিপ্লবের পরে।

সংবত্সরকামান্ আপ্যন্ত উত্তমম্ ।। ১০।।

অনু.— যাঁরা সংবৎসর-সত্রের কাম্যফল লাভ করতে চাইবেন তাঁরাই শেষ (উনপঞ্চাশদ্‌রাত্র যাগটি করবেন)।

ব্যাখ্যা— এ-টি সপ্তম উনপঞ্চাশদ্‌রাত্র যাগ। যাঁরা বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠেয় গবাময়ন যাগের ফল পেতে ইচ্ছুক তাঁদের এই যাগটি করতে হয়।

অতিরাত্রশ্ চতুর্বিংশং ত্রয়োঽভিপ্লবা নবরাত্রোঽভিপ্লবো গোআয়ুষী দশরাত্রো ব্রতম্ অতিরাত্রঃ ।। ১১।।

অনু.— (এই সপ্তম উনপঞ্চাশদ্‌রাত্র যাগের অনুষ্ঠানক্রম হচ্ছে) অতিরাত্র, চতুর্বিংশ, তিনটি অভিপ্লবষড়হ, নবরাত্র, অভিপ্লবষড়হ, গোষ্টোম, আয়ুষ্টোম, দশরাত্র, মহাব্রত, অতিরাত্র।

সর্বং প্রত্যক্ষোক্তম্ ।। ১২।। [১১]

অনু.— সব (-কিছু এখানে) সরাসরি বলা হল।

ব্যাখ্যা— এখানে সব-কটি সুত্যাদিনেরই সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে বলে অতিরিক্ত কোন দিনসংখ্যা সংযোজনের প্রয়োজন নেই।

সংবত্সরসম্মিতা ইত্যাচক্ষতে ।। ১৩।। [১২]

অনু.— এই (সপ্তম উনপঞ্চাশদ্‌রাত্রের রাত্রিগুলিকে যাজ্ঞিকরা) সংবৎসরসম্মিত বলেন।

ব্যাখ্যা— গবাময়নের মতো মাঝে 'বিষুবান্' (৮/৬/১; ৮/৭/১৬; ১১/৭/৭ সূ. দ্র.) দিনটি থাকায় যাগটির এই নাম। প্রসঙ্গত ১১/৩/৬ সূত্রটিও দ্র.।

একষষ্টিরাত্রং প্রতিষ্ঠাকামাঃ ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— প্রতিষ্ঠাকামীরা একষষ্টিরাত্র (যাগ করবেন)।

এতাসাম্ এব পৃষ্ঠ্যাব্ অভিতো নবরাত্রম্ ।। ১৫।। [১৩]

অনু.— (এই যাগে) এই (সপ্তম উনপঞ্চাশদ্‌রাত্রের রাত্রিগুলির)-ই (অন্তর্গত) নবরাত্রের দুই পাশে দু-টি পৃষ্ঠ্যষড়হ (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— একষষ্টিরাত্রের অনুষ্ঠান সপ্তম উনপঞ্চাশদ্‌রাত্রেরই মতো, তবে ১১ নং সূত্রে উল্লিখিত নবরাত্রের আগে এবং পরে এখানে একটি করে পৃষ্ঠ্যষড়হের অনুষ্ঠান হয়।

তয়োর্ আবৃত্ত উত্তরঃ ।। ১৬।। [১৪]

অনু.— ঐ দুই (পৃষ্ঠ্যষড়হের) পরেরটি (হবে) বিপরীত।

ব্যাখ্যা— আগের সূত্রে নবরাত্রের আগে এবং পরে একটি করে পৃষ্ঠ্যষড়হের অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে যেটি নবরাত্রের পরে অনুষ্ঠিত হয় সেই পৃষ্ঠ্যষড়হে ষষ্ঠ দিনের অনুষ্ঠান প্রথম দিনে, পঞ্চম দিনের অনুষ্ঠান দ্বিতীয় দিনে এইভাবে বিপরীতক্রমে অনুষ্ঠান হবে।

শতরাত্রম্ আয়ুষ্কামাঃ ।। ১৭।। [১৫]

অনু.— আয়ুপ্রার্থীরা শতরাত্র (যাগ করবেন)।

চতুর্দশাভিপ্লবাশ্ চতুরহোপজনাঃ ।। ১৮।। [১৫]

অনু.— (শতরাত্রে) চারদিনের সংযোজনবিশিষ্ট চৌদ্দটি অভিপ্লবষড়হ (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— শতরাত্রের অনুষ্ঠানসূচী হল— প্রায়ণীয়, ত্রিকদ্রুক, চৌদ্দটি অভিপ্লব, দশরাত্র, মহাব্রত, উদয়নীয়।

ইতি রাত্রিসত্রাণি ।। ১৯।। [১৬]

অনু.— এই (হল) রাত্রিসত্র।

ব্যাখ্যা— ১১/২-৬ খণ্ড পর্যন্ত যা যা বলা হল সেগুলি সবই 'রাত্রিসত্র'। এ-ছাড়া এখানে বর্ণিত হয় নি এমন অনেক রাত্রিসত্রও আছে।

সপ্তম কণ্ডিকা (১১/৭)

[গবাম্-অয়ন— পূর্বপক্ষ, বিষুব, উত্তরপক্ষ, গঠনযোগ্য সপ্তম মাস]

অথ গবামৃঅয়নং সর্বকামাঃ ।। ১।।

অনু.— এ-বার নিখিল (বস্তু) কামনাকারীরা গবাময়ন (যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'অথ' বলার উদ্দেশ্য হল এখন প্রকরণ ভিন্ন। রাত্রিসত্রের পরে এ-বার অন্য বিষয়ের অর্থাৎ অয়নসত্রের আলোচনা করা হচ্ছে। সংবৎসরব্যাপী সকল সোমযাগের প্রকৃতি এই 'গবাময়ন' যাগ।

প্রায়ণীয়চতুর্বিংশে উপেত্য চতুর্-অভিপ্লবান্ পৃষ্ঠ্যপঞ্চমান্ পঞ্চ মাসান্ উপযন্তি ।। ২।।

অনু.— (এই যাগে) প্রায়ণীয় এবং চতুর্বিংশ অনুষ্ঠান (শেষ) করে চার অভিপ্লব-বিশিষ্ট (এবং) পৃষ্ঠ্য (ষড়হ) পঞ্চম (ষড়হ) এমন পাঁচটি মাসের অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— গবাময়নে প্রথম দিন প্রায়ণীয় এবং দ্বিতীয় দিন চতুর্বিংশের অনুষ্ঠান করে পাঁচ মাস ধরে প্রতিমাসে যথাক্রমে চারটি অভিপ্লবষড়হের এবং একটি পৃষ্ঠ্যষড়হের অনুষ্ঠান করতে হয়। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, মাস-গণনার সময়ে 'আদ্যান্ত্যাং-' (৫ নং সূ. দ্র.) সূত্র অনুসারে এই প্রায়ণীয় ও চতুর্বিংশকে ষষ্ঠ মাসের মধ্যে ধরা হলেও অনুষ্ঠান হয় কিন্তু আসলে সত্রের প্রথম দু-টি দিনে। এই দুটি দিন কার্যত প্রথম মাসেরই অবয়ব বা অংশ। এই প্রায়ণীয় ও চতুর্বিংশ বস্তুত ষষ্ঠ মাসের অংশ নয় বলে 'দৃতিবাতবত্' অয়নসত্রে ঐ দুই দিনের অনুষ্ঠানে ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম নয়, ত্রিবৃত্ স্তোমই প্রয়োগ করতে হবে (১২/৩/৩ সূ. দ্র.)।

অথ ষষ্ঠং সম্ভরন্তি ।। ৩।।

অনু.— এর পর ষষ্ঠ মাসটিকে ঋত্বিকেরা সংগ্রথন করেন।

ব্যাখ্যা— সংভরন্তি = নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করে সংগ্রথন বা সংগঠিত করবেন। কিভাবে সংগ্রথন করতে হবে তা পরবর্তী দু-টি সূত্রে বলা হচ্ছে।

ত্রীন্ অভিপ্লবান্ পৃষ্ঠ্যম্ অভিজিতং স্বরসাম্ন ইতি ।। ৪।।

অনু.— (ষষ্ঠ মাসে) তিনটি অভিপ্লব, একটি পৃষ্ঠ্য, একটি অভিজিত্ (এবং তিনটি) স্বরসাম (অনুষ্ঠান করবেন)।

ব্যাখ্যা— ষষ্ঠ মাসের মোট আঠাশটি দিনের কথা এই সূত্রে বলা হল।

আদ্যাভ্যাং পূর্যতেঽহোভ্যাম্ ।। ৫।।

অনু.— প্রথম দু-টি দিন দ্বারা (ষষ্ঠ মাস) পূরণ করা হয়।

ব্যাখ্যা— ২ নং সূত্রে উল্লিখিত প্রায়ণীয় ও চতুর্বিংশ নামে দু-টি দিন দিয়ে এই ষষ্ঠ মাসটির দিনসংখ্যা পূরণ করা হয়। হিসাব ও বর্ণনার সুবিধার জন্য এই দু-টি দিন ষষ্ঠ মাসের অন্তর্গত হলেও প্রকৃত অনুষ্ঠান হয় কিন্তু গবাময়নের শুরুতেই।

ইতি নু পূর্বং পক্ষঃ ।। ৬।।

অনু.— এই সেই পূর্বপক্ষ।

ব্যাখ্যা— পক্ষঃ = ক্লীবলিঙ্গ পক্ষস্। গবাময়ন যাগের পূর্বপক্ষ অর্থাৎ এক পাশ হল এই দু-টি মাস।

অথ বিষুবান্ একবিংশঃ ।। ৭।।

অনু.— এর পর একবিংশস্তোমযুক্ত বিষুবান্ (দিন)।

ন পূর্বস্য পক্ষসো নোত্তরস্য ।। ৮।।

অনু.— (এই বিষুবান্) না পূর্বপক্ষের, না উত্তর (পক্ষের অন্তর্গত)।

ব্যাখ্যা— বিষুবান্ দিনের অনুষ্ঠান হয় পূর্বপক্ষ শেষ হওয়ার পরে এবং উত্তর পক্ষ শুরু হওয়ার আগে। মাঝের এই দিনটি তাই পূর্ব ও উত্তর কোন পক্ষেরই অন্তর্ভুক্ত নয় এমন স্বতন্ত্র একটি দিন।

অথোত্তরং পক্ষঃ ।। ৯।।

অনু.— এর পর উত্তর পক্ষ।

আবৃত্তাঃ স্বরসামানঃ ষডহাশ্ চোত্তরস্য পক্ষসঃ ।। ১০।। [৯]

অনু.— উত্তরপক্ষের (তিন) স্বরসাম এবং ষড়হগুলি (কিন্তু) বিপরীত।

ব্যাখ্যা— উত্তরপক্ষে পূর্বপক্ষের স্বরসাম নামে তিনটি দিনের এবং ষড়হগুলির বিপরীতক্রমে অনুষ্ঠান হয়। পূর্বপক্ষের স্বরসামের তৃতীয়, দ্বিতীয় এবং প্রথম দিনের অনুষ্ঠান হয় এখানে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে। ষড়হের মধ্যে আগে পৃষ্ঠ্যষড়হের এবং পরে অভিপ্লবের অনুষ্ঠান হয়। ষড়হের দিনগুলির ক্রমেও পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ ষষ্ঠ, পঞ্চম, চতুর্থ, তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম দিনের অনুষ্ঠানগুলি হয় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে। ষড়হ এবং ষড়হের অন্তর্গত দিন দুয়েরই যে এখানে বিপরীত ক্রমে অনুষ্ঠান হয় তা বোঝা যায় ২১ নং সূত্রে আবার এই দুয়ের মধ্যে বিকল্প বিধান করায়।

স্বরসাম্নো বিশ্বজিতং পৃষ্ঠ্যং ত্রীন্ অভিপ্লবান্ ইতি সপ্তমং দ্বিরাত্রোনং কৃত্বাথ পৃষ্ঠ্যমুখাংশ্ চতুর্-অভিপ্লবাংশ্ চতুরো মাসান্ উপযন্তি ।। ১১।। [১০]

অনু.— (তিন) স্বরসাম, বিশ্বজিত্, পৃষ্ঠ্য, তিন অভিপ্লব এইভাবে সপ্তম (মাসকে) দু-দিন কম করে তার পরে চার মাস ধরে পৃষ্ঠ্য আগে (আছে এমন) চারটি অভিপ্লব ষড়হ (যাগের) অনুষ্ঠান করবেন।

ব্যাখ্যা— পূর্বপক্ষে মোট ছ-মাস, উত্তরপক্ষেও তা-ই। সপ্তম মাসে অর্থাৎ উত্তর পক্ষের প্রথম মাসে তিন স্বরসাম, বিশ্বজিত্, পৃষ্ঠ্য এবং তিনটি অভিপ্লব ষড়হ নিয়ে মোট আঠাশ দিন হয়। ১৪ নং সূত্র অনুযায়ী মহাব্রত এবং উদয়নীয়কে হিসাবের সুবিধার জন্য সপ্তম মাসের অন্তর্গত বলে ধরা হয়। বৃত্তিকারের মতে মাসপূরণের জন্য অষ্টম মাস থেকে প্রথম দু-দিন ধার নিতে হবে। অষ্টম মাসে তার ফলে দু-দিন কম পড়বে। নবম মাস থেকে দু-দিন ধার নিয়ে তা পূরণ করতে হবে। এর ফলে নবম মাস পূরণ করতে হবে দশম মাস থেকে, দশম মাস পূরণ করতে হবে একাদশ মাস থেকে এবং একাদশ মাস পূরণ করতে হবে দ্বাদশ মাস থেকে দিন নিয়ে। ঐ দ্বাদশ মাসে ৩২ দিন (১৩, ১৪ নং সূ. দ্র.) থাকায় দু-দিন ধার নিলেও মাসটিতে দিনসংখ্যার কোন ঘাট্তি পড়বে না। এ হল নিতান্ত বাইরের হিসাব। বস্তুত অষ্টম, নবম, দশম এবং একাদশ মাসে একটি করে পৃষ্ঠ্যষড়হ এবং চারটি করে অভিপ্লবষড়হের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

অথোত্তমং সম্ভরন্তি ।। ১২।। [১১]

অনু.— এর পর শেষ (মাসটি) প্রস্তুত করেন।

ত্রীন্ অভিপ্লবান্ গোআয়ুষী দশরাত্রম্ ।। ১৩।। [১১]

অনু.— (দ্বাদশ মাসে) তিনটি অভিপ্লব, গোষ্টোম, আয়ুষ্টোম, দশরাত্র (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্রতোদয়নীয়াভ্যাং সপ্তমঃ পূর্যতে ।। ১৪।। [১১]

অনু.— মহাব্রত এবং উদয়নীয় দ্বারা সপ্তম (মাস) পূর্ণ হয়।

ব্যাখ্যা— মহাব্রত এবং উদয়নীয়ের অনুষ্ঠান দ্বাদশ মাসে সত্রের শেষ দু-দিনেই হয়, তবে হিসাবের সুবিধার জন্য ধরে নেওয়া হয় যে, এই দু-টি দিন যেন সপ্তম মাসেরই শেষ দুই দিন। ১১ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

ইতি ন্বেকসম্ভার্যম্ উত্তরং পক্ষঃ ।। ১৫।। [১২]

অনু.— এই হল একমাস-সঙ্কলনসাপেক্ষ উত্তরপক্ষ।

ব্যাখ্যা— নু = তো, হল, 'নুশব্দঃ সর্বত্র উত্তরবিবক্ষার্থঃ' (না.)। এই ক্ষেত্রে একটি মাসকে অর্থাৎ সপ্তম মাসটিকে দিনসংখ্যা ধার নিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে।

অথ দ্বিসম্ভার্যম্ ।। ১৬।। [১৩]

অনু.— এর পর দু-(মাস)-সঙ্কলনসাপেক্ষ (এমন উত্তরপক্ষ বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— এই স্থলে দু-টি মাসের ক্ষেত্রে দিনসংখ্যার ঘাট্তি পূরণ করে নেওয়া হয়।

ব্রতোদয়নীয়ে এবোত্তমস্য গোআয়ুষী সপ্তমস্য ।। ১৭।। [১৪]

অনু. — মহাব্রত এবং উদয়নীয়ই শেষ (মাসের অন্তর্গত), গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোম সপ্তম (মাসের অন্তর্গত)।

ব্যাখ্যা— যদি দু-টি মাসকে সংগ্রহ করে সংগঠিত করতে হয় তাহলে ১৩ নং সূত্রে উল্লিখিত গোষ্টোম ও আয়ুষ্টোমকে দ্বাদশ (= শেষ) মাসের মধ্যে না ধরে সপ্তম মাসের মধ্যে ধরতে হবে এবং ১৪ নং সূত্রে উল্লিখিত মহাব্রত ও উদয়নীয়কে সপ্তম মাসের মধ্যে না ধরে ধরতে হবে দ্বাদশ (= শেষ) মাসেরই মধ্যে। এইভাবে সপ্তম এবং দ্বাদশ এই দু-টি মাসকে গঠন করে নিতে হবে।

গোআয়ুষী বা বিহরেয়ুঃ ।। ১৮।। [১৫]

অনু.— অথবা (দুই মাস গঠনের জন্য) গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোমকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিয়ে যাবেন।

ব্যাখ্যা— ১৯ নং এবং ২০ নং সূ. দ্র.।

গাং বিশ্বজিতোঽনন্তরম্। আয়ুষং পূর্বং দশরাত্রাত্ ।। ১৯।। [১৬, ১৭]

অনু.— গোষ্টোমকে (স্থানান্তরিত করবেন) বিশ্বজিতের পরে (এবং) আয়ুষ্টোমকে দশরাত্রের আগে।

ব্যাখ্যা— ১৩ নং সূত্রে উল্লিখিত দ্বাদশ (= শেষ) মাসের অন্তর্গত গোষ্টোমকে ১১ নং সূত্রে উল্লিখিত সপ্তম মাসের অন্তর্গত বিশ্বজিতের পরে এবং ১৩ নং সূত্রের আয়ুষ্টোমকে দ্বাদশ মাসের দশরাত্রের আগে (যথাস্থানেই) রাখবেন। এ-ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দেখছি যে, গোষ্টোম সপ্তম মাসে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ঐ মাসে মোট উনত্রিশ দিন এবং দ্বাদশ মাসে একত্রিশ দিন হচ্ছে।

অপি বোর্ধ্বং বিশ্বজিতঃ সপ্তমং সবনমাসং কৃত্বোদ্ধরেয়ুর্ গো-আয়ুষী দশরাত্রং চ ।। ২০।। [১৮]

অনু.— অথবা বিশ্বজিতের পরে সপ্তম সবনমাস করে (শেষ মাস থেকে) গোষ্টোম, আয়ুষ্টোম এবং দশরাত্র বাদ দেবেন।

ব্যাখ্যা— ষড়হের দ্বারা গঠিত মাসকে 'সবনমাস' বলে। সপ্তম মাসে ১১ নং সূত্রে অনুযায়ী দু-দিন কম না রেখে একটি পৃষ্ঠ্য এবং চারটি অভিপ্লব দিয়ে ঐ মাসটিকে গঠন করে নিতে হবে। সে-ক্ষেত্রে সপ্তম মাসের তিনটি স্বরসাম এবং একটি বিশ্বজিত্ এই চারটি দিন (১১নং সূ. দ্র.) এবং দ্বাদশ মাসের শেষে প্রকৃতই অনুষ্ঠেয় মহাব্রত ও উদয়নীয় এই দু-টি দিন (১৪নং সূ. দ্র.) অর্থাৎ মোট ছ-টি দিন অতিরিক্ত হয়ে পড়েছে। দ্বাদশ মাস থেকে তাই গোষ্টোম, আয়ুষ্টোম এবং দশরাত্র বাদ দিতে হবে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে ঐ অতিরিক্ত ছ-টি দিন বাদ দিতে গিয়ে মোট বারোটি দিন বাদ দেওয়ার ফলে ছ-দিন আবার কম পড়ে যাচ্ছে। ১১/১/১৭ সূত্র অনুযায়ী একটি অভিপ্লব ষড়হ অন্তর্ভুক্ত করে ঐ শেষ মাসটিকে তাই পূরণ করে নিতে হবে।

অপি বোত্তরস্য পক্ষসোঽহান্যেবাবর্তেরন্ অনুলোমাঃ ষডহাঃ স্যুঃ ষডহা
বাবর্তেরন্ অনুলোমান্যহানি ।। ২১।। [১৯]

অনু.— অথবা উত্তরপক্ষের (ষড়হের অন্তর্গত) দিনগুলিকেই বিপরীত ক্রমে প্রয়োগ করবেন, ষড়হগুলি থাকবে যথাক্রমে। অথবা ষড়হগুলিকে বিপরীত করবেন, দিনগুলি (থাকবে) যথাক্রমে।

ব্যাখ্যা— ১০ নং সূত্রে উত্তরপক্ষে ষড়হ এবং ষড়হের অন্তর্গত দিন দুয়েরই বিপরীতক্রমে অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে উত্তরপক্ষে অভিপ্লব ও পৃষ্ঠ্য ষড়হগুলি পূর্বপক্ষের মতোই যথাস্থানে থাকবে, আগে পৃষ্ঠ্য ও পরে অভিপ্লব এই বৈপরীত্য ঘটবে না। তবে ষড়হের অন্তর্গত দিনগুলির বিপরীত ক্রমে অনুষ্ঠান হবে অর্থাৎ উত্তরপক্ষে ষড়হগুলি ষষ্ঠ দিনে আরম্ভ এবং প্রথম দিনে শেষ হবে। অথবা ষড়হের বৈপরীত্য ঘটবে অর্থাৎ আগে পৃষ্ঠ্য এবং পরে অভিপ্লব ষড়হ অনুষ্ঠিত হবে, কিন্তু দুই ষড়হেই দিনগুলির ক্রমের কোন বৈপরীত্য বা পরিবর্তন ঘটবে না। ১০ নং এবং এই ২১ নং সূত্র অনুযায়ী ষড়হ নিয়ে মোট তাহলে তিনটি কল্প বা পক্ষ।

ইতি গবাময়নম্ ।। ২২।। [২০]

অনু.— এই হল গবাম্-অয়ন।

সর্বে বা ষডহা অভিপ্লবাঃ স্যুর্ অভিপ্লবাঃ স্যুঃ ।। ২৩।। [২১]

অনু.— অথবা সমস্ত ষড়হ (-ই) অভিপ্লব হবে।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে পূর্ব এবং উত্তর দুই পক্ষেই যতগুলি ষড়হ আছে সবই অভিপ্লবষড়হ হতে পারে। ফলে কোন পক্ষেই পৃষ্ঠ্যষড়হের কোন অনুষ্ঠান হবে না, তার পরিবর্তে অভিপ্লবেরই অনুষ্ঠান হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রথম কণ্ডিকা (১২/১)

[আদিত্যায়ন]

গবাময়নেনাদিত্যানাম্ অয়নং ব্যাখ্যাতম্ ।। ১।।

অনু.— গবাময়ন দ্বারা আদিত্যায়ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— ব্যাখ্যাত = বি + আ + খ্যাত = 'বিবিধম্ আখ্যাতম্ ইত্যর্থঃ' (না.) অর্থাৎ নানাপ্রকারে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। 'আদিত্যানাম্-অয়ন' যাগের অনুষ্ঠান গবাম্-অয়ন যাগের অনুষ্ঠানের মতোই হয়। সূত্রে 'ব্যাখ্যাতম্' না বললেও বোঝা যেত যে, আদিত্যায়নের অনুষ্ঠান গবাময়নের মতোই হবে, তবুও তা বলায় বুঝতে হবে গবাময়নে যে যে বিকল্পের কথা বলা হয়েছে সেগুলিও আদিত্যায়নের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব প্রযোজ্য হবে।

সর্বে ত্বভিপ্লবাস্ ত্রিবৃত্পঞ্চদশাঃ ।। ২।।

অনু.— (আদিত্যায়নে) সব অভিপ্লবষড়হ কিন্তু ত্রিবৃত্ এবং পঞ্চদশ (স্তোমবিশিষ্ট হবে)।

ব্যাখ্যা— আদিত্যায়নে অবশ্য অভিপ্লবষড়হগুলিতে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম দিনের স্তোত্রে ত্রিবৃত্ স্তোম এবং অন্য দিনগুলির স্তোত্রে পঞ্চদশ স্তোম প্রয়োগ করা হয়। "ত্রিবৃত্পঞ্চদশাভিপ্লবস্তোমৌ পূর্বস্মিন্ পটলে; পঞ্চদশত্রিবৃতা উত্তরস্মিন্"—শা. ১৩/২১/২।

মাসাশ্ চ পৃষ্ঠ্যমধ্যমা নব ষষ্ঠসপ্তমোত্তমান্ বর্জয়িত্বা ।। ৩।।

অনু.— ষষ্ঠ, সপ্তম এবং শেষ (মাস) বাদ দিয়ে (বাকী) ন-টি মাস মধ্যস্থলে পৃষ্ঠ্য-বিশিষ্ট (হবে)।

ব্যাখ্যা— গবাময়নে পূর্বপক্ষের পাঁচটি মাসেরই সমাপ্তি এবং উত্তরপক্ষের চারটি মাসেরই প্রারম্ভ হয় পৃষ্ঠ্য ষড়হে এবং মাসের বাকী চব্বিশ দিনে হয় চারটি অভিপ্লবের অনুষ্ঠান (১১/৭/২, ১১ সূ. দ্র.)। এ-ছাড়া ষষ্ঠ, সপ্তম ও দ্বাদশ মাসে তিনটি করে অভিপ্লব এবং (শেষ মাসটি ছাড়া) একটি করে পৃষ্ঠ্য ষড়হের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ষষ্ঠ মাস পূর্ণ হয় সাধারণত একটি অভিজিত্, তিনটি স্বরসাম এবং প্রথমে অনুষ্ঠেয় প্রায়ণীয় ও চতুর্বিংশ নিয়ে। সপ্তম মাস পূর্ণ হয় তিন স্বরসাম, বিশ্বজিত্ এবং শেষে অনুষ্ঠেয় মহাব্রত ও অতিরাত্র নিয়ে। অন্তিম মাসটি পূর্ণ হয় (তিনটি অভিপ্লব) গোষ্টোম, আয়ুষ্টোম ও দশরাত্র নিয়ে। আদিত্যায়নে কিন্তু ঐ ষষ্ঠ, সপ্তম এবং দ্বাদশ মাস ছাড়া বাকী ন-মাসে পৃষ্ঠ্যষড়হকে মাঝে রাখতে হবে অর্থাৎ ন-মাসেরই প্রত্যেকটি মাসে প্রথমে দু-টি অভিপ্লবষড়হ, পরে একটি পৃষ্ঠ্যষড়হ এবং তার পরে আবার দু-টি অভিপ্লবষড়হের অনুষ্ঠান করতে হয়। মাসটি সাবন হলেও সপ্তম বলে এবং সপ্তম মাসেও পৃষ্ঠ্য-বর্জনের কথা বলায় ১১/৭/২০ সূত্রের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয় অর্থাৎ সাবন সপ্তম মাসেও পৃষ্ঠ্যষড়হকে মাঝে রাখা চলবে না। 'বর্জয়িত্বেতি বচনং তন্মাসকারিতং, ন তু সাবনত্বকারিতম্' (না.)।

বৃহস্পতিসবেন্দ্রস্তুতৌ চাভিজিদ্বিশ্বজিতোঃ স্থানে ।। ৪।।

অনু.— এবং (এই অয়নে) অভিজিত্ ও বিশ্বজিতের স্থানে (যথাক্রমে) বৃহস্পতিসব এবং ইন্দ্রস্তুত্ (যাগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৩/২১/৬, ৭ সূত্রেও তা-ই বলা হয়েছে। 'ইন্দ্রস্তুত্' সেখানে 'ইন্দ্রস্তোম'। ৯/৫/৪; ৯/৭/২৫ সূ. দ্র.।

সপ্তমস্য চ মাসস্যোত্তময়োর্ অভিপ্লবয়োঃ স্থানে ত্রিবৃদ্ ব্যূঢো দশরাত্র উদ্ভিদ্বলভিদৌ চ ।। ৫।।

অনু.— সপ্তম মাসের শেষ দু-টি অভিপ্লবের স্থানে ত্রিবৃত্স্তোমযুক্ত ব্যূঢ় দশরাত্র, উদ্ভিদ্ এবং বলভিদ্ (যাগ করতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ৯/৮/২০ এবং ১১/৭/১১ সূ. দ্র.।

উত্তমস্য চ মাসস্যাদৌ যেঽভিপ্লবাস্ ত্রয় উদ্‌ধৃত্য তেষাং মধ্যমম্ অথ স্যুঃ পৃষ্ঠ্যমধ্যমাঃ ।। ৬।।

অনু.— এবং শেষ মাসের প্রথমে যে তিনটি অভিপ্লব (ষড়হ) সেগুলির মাঝেরটিকে তুলে নিয়ে পৃষ্ঠ্যই হবে মধ্যবর্তী।

ব্যাখ্যা— তিনটি অভিপ্লবের মধ্যে দ্বিতীয় অভিপ্লবের স্থানে এখানে পৃষ্ঠ্যের অনুষ্ঠান করতে হয়। প্রসঙ্গত আ. ১১/৭/১৩ এবং শা. ১৩/২১ দ্র.।

সমূঢ়ো দশরাত্রঃ ।। ৭।।

অনু.— (শেষ মাসে ব্যূঢ় দশরাত্রের স্থানে হবে) সমূঢ় দশরাত্র।

ব্যাখ্যা— এই অয়নের অনুষ্ঠানক্রম তাহলে— প্রায়ণীয়, চতুর্বিংশ, (২ অভিপ্লব + ১ পৃষ্ঠ্য + ২ অভিপ্লব) × ৫, ৩ অভিপ্লব, ১ পৃষ্ঠ্য, বৃহস্পতিসব, ৩ স্বরসাম; ৩ স্বরসাম, ইন্দ্রস্তুত্, ১ পৃষ্ঠ্য, ১ অভিপ্লব, ত্রিবৃত্ ব্যূঢ় দশরাত্র, উদ্‌ভিদ্, বলভিদ্, (২ অভিপ্লব + ১ পৃষ্ঠ্য + ২ অভিপ্লব) × ৪, ১ অভিপ্লব, ১ পৃষ্ঠ্য, ১ অভিপ্লব, গোষ্টোম, আয়ুষ্টোম, সমূঢ় দশরাত্র, মহাব্রত, উদয়নীয়।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা (১২/২)

[অঙ্গিরস্-অয়ন]

আদিত্যানাম্ অয়নেনাঙ্গিরসাম্-অয়নং ব্যাখ্যাতম্ ।। ১।।

অনু.— আদিত্যায়ন দ্বারা অঙ্গিরস্-অয়ন বিশেষরূপে বলা হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা— অঙ্গিরসাম্-অয়নের অনুষ্ঠান হবে আদিত্যানাম্-অয়নের মতোই। যেগুলি ব্যতিক্রম সেগুলিই শুধু পরবর্তী সূত্রগুলিতে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত শা. ১৩/২২ দ্র.।

ত্রিবৃতস্ ত্বভিপ্লবাঃ সর্বে ।। ২।।

অনু.— (এই যাগে) সব অভিপ্লব (-ই) কিন্তু ত্রিবৃত্-সোমযুক্ত (হবে)।

ব্যাখ্যা— বারোটি মাসের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য।

পৃষ্ঠ্যাদয়শ্ চাদ্যা মাসাঃ পঞ্চ পূর্বস্য পক্ষসঃ ।। ৩।।

অনু.— পূর্বপক্ষের প্রথম পাঁচ মাস পৃষ্ঠে শুরু (হবে)।

ব্যাখ্যা— অঙ্গিরস্-অয়নে প্রথম পাঁচ মাসের প্রত্যেক মাসে প্রথমে একটি পৃষ্ঠ্যষড়হের এবং তার পরে চারটি অভিপ্লবষড়হের অনুষ্ঠান হয়।

চত্বারস্ তূত্তরস্য পৃষ্ঠ্যান্তা অষ্টমাদয়ঃ ।। ৪।।

অনু.— উত্তর (পক্ষের) অষ্টম প্রভৃতি চারটি (মাস) কিন্তু পৃষ্ঠ্যে শেষ (হয়)।

উত্তমস্য চ মাসস্যাদৌ যে ষড়হাস্ ত্রয়ঃ পৃষ্ঠ্যান্তা এব তেঽপি স্যুঃ ।। ৫।।

অনু.— শেষ মাসের প্রথমে যে তিনটি ষড়হ (আছে) সেগুলিও পৃষ্ঠ্যেই শেষ (হবে)।

ব্যাখ্যা— আদিত্যায়নে উত্তরপক্ষের শেষ মাসের শুরুতে যে তিনটি ষড়হ তার (গবাময়ন এবং ১২/১/৭ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.) শেষেরটির পরিবর্তে এখানে পৃষ্ঠ্য ষড়হের অনুষ্ঠান করতে হবে।

পূর্বৌ স্যাতাম্ অভিপ্লবৌ ।। ৬।।

অনু.— প্রথম দু-টি (ষড়হ হবে) অভিপ্লব।

ব্যাখ্যা— শেষ মাসে ৫ নং সূত্র অনুযায়ী শেষ ষড়হটি পৃষ্ঠ্য তো হবেই, এই সূত্র অনুসারে প্রথম দুটি ষড়হ হবে অভিপ্লব অর্থাৎ অনুষ্ঠানক্রম আদিত্যায়নের মতো অভিপ্লব-পৃষ্ঠ্য-অভিপ্লব হবে না, হবে অভিপ্লব-অভিপ্লব-পৃষ্ঠ্য।

তৃতীয় কণ্ডিকা (১২/৩)

[দৃতিবাতবত্-অয়ন]

দৃতিবাতবতোর্ অয়নম্ ।। ১।।

অনু.— (এ-বার) দৃতিবাতবত্-অয়ন (বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— প্রসঙ্গত শা. ১৩/২৩/১-৫ দ্র.।

প্রায়ণীয়োঽতিরাত্রঃ ।। ২।।

অনু.— (এই অয়নে প্রথম দিন হবে) প্রায়ণীয় অতিরাত্র।

ব্যাখ্যা— ৪ নং সূত্রের 'বিষুবত্স্থানে' পদটি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, দৃতিবাতবতের অনুষ্ঠান গবাময়নের মতোই হবে। তবুও আলোচ্য সূত্রটি উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্য হল এই যে, ৩ নং সূত্র অনুযায়ী এই প্রায়ণীয় অতিরাত্রে ত্রিবৃত্স্তোম হবে না, গবাময়নে যে স্তোম হয় সেই স্তোমই হবে। প্রায়ণীয়কে মাসের মধ্যে গণনা করলে অবশ্য ত্রিবৃত্ স্তোমই হবে। চতুর্বিংশকে মাসের মধ্যেই গণনা করা হয় বলে সেখানে কিন্তু সর্বদাই ত্রিবৃত্স্তোম হতে হবে।

ত্রিবৃতা মাসং পঞ্চদশেন মাসং সপ্তদশেন মাসম্ একবিংশেন মাসং ত্রিণবেন মাসং ত্রয়স্ত্রিংশেন মাসম্ ।। ৩।।

অনু.— ত্রিবৃত্ (স্তোম) দিয়ে এক মাস, পঞ্চদশ দিয়ে এক মাস, সপ্তদশ দিয়ে এক মাস, একবিংশ দিয়ে এক মাস, ত্রিণব দিয়ে এক মাস, ত্রয়স্ত্রিংশ দিয়ে একমাস (এইভাবে মোট ছ-মাস অনুষ্ঠান করবেন)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্রে 'বিষুবত্' শব্দটি থাকায় বোঝা যাচ্ছে যে, দৃতিবাতবত্ যাগের প্রকৃতি গবাময়ন। ফলে এখানে প্রথম ছ-মাসের অনুষ্ঠান গবাময়নের মতোই হবে, পার্থক্য কেবল স্তোত্রের স্তোমে।

ব্রতং বিষুবত্স্থানে ।। ৪।।

অনু.— বিষুবানের স্থানে মহাব্রত (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— বিষুবান্ মাসের অন্তর্গত নয় বলে তার স্থানে করণীয় এই মহাব্রতের স্তোত্রে তার স্বাভাবিক স্তোমই প্রয়োগ করতে হয়। "মহাব্রতং বিষুবান্"— শা. ১৩/২৩/৩।

ঐতৈর্ এব মাসৈঃ প্রতিলোমৈঃ পক্ষ উত্তরম্ ।। ৫।।

অনু.— উত্তর পক্ষ (অনুষ্ঠিত হবে) বিপরীত (ক্রমে) এই মাসগুলি দ্বারাই।

ব্যাখ্যা— উত্তরপক্ষে ৩ নং সূত্রে নির্দিষ্ট মাসগুলিরই বিপরীতক্রমে অর্থাৎ প্রথমে ষষ্ঠ মাসের, পরে পঞ্চম মাসের এইভাবে উল্টাক্রমে অনুষ্ঠান হবে। স্তোম হবে পূর্বপক্ষেরই মতো, স্তোমে কোন বিপর্যয় ঘটবে না অর্থাৎ প্রথমে ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমের মাস, পরে ত্রিণব স্তোমের মাস এইভাবে অনুষ্ঠান হতে থাকবে।

উদয়নীয়োঽতিরাত্রঃ ।। ৬।।

অনু.— (শেষে আছে) উদয়নীয় অতিরাত্র।

ব্যাখ্যা— সূত্রটির উদ্দেশ্য এই যে, গবাময়নে উদয়নীয়ে যে স্তোম হয় এখানেও সেই স্তোমই হবে, ৫ নং সূত্র অনুযায়ী স্তোম প্রযুক্ত হবে না।

এতেষাম্ এব অহ্নাম্ অতিরাত্রাব্ ইতি ।। ৭।।

অনু.— এই দিনগুলিরই (ক্ষেত্রে ঐ) দুই অতিরাত্র (অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.। গ্রন্থান্তরে দেখা যায় যে, এটি কোন সূত্র নয়, বৃত্তিরই অংশ।

অপরম্ অন্যত্রাপ্যাদিষ্টৈঃ কালপূরণে ন চেত্ সংস্থানিয়মঃ ।। ৮।।

অনু.— অপর (এক মত হল বিধানের ক্ষেত্রে) যদি সংস্থাসম্পর্কিত নিয়ম না (থাকে তাহলে) অন্যত্রও নির্দিষ্ট (দিনগুলি) দ্বারা (সত্রের) সময় পূর্ণ হলে (প্রথম এবং শেষ দিনটি হবে অতিরাত্র)।

ব্যাখ্যা— দৃতিবাতবত্-অয়ন যাগে গবাময়ন থেকে অতিদেশের ফলে উপস্থিত দিনগুলিতে ৩ নং সূত্রে কথিত স্তোমগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে অথবা ঐ স্তোমগুলি কেবল পৃষ্ঠ্যষড়হের স্তোমের ক্ষেত্রেই বারে বারে প্রযুক্ত হতে পারে। দু-টি ক্ষেত্রেই সত্রের প্রথম এবং শেষ দিনে কিন্তু অতিরাত্রেরই অনুষ্ঠান করতে হবে। এই সূত্রে অপর একটি মত বলা হচ্ছে যে, শুধু দৃতিবাতবতে নয়, 'ত্রয়স্ত্রিবৃতঃ-' (১২/৫/২০ সূ. দ্র.) প্রভৃতি অন্যান্য যে-সব স্থলে সত্রের মোট দিনসংখ্যার অসম্পূর্ণতা না রেখে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানসূচীই দেওয়া থাকে, কিন্তু প্রথম ও শেষ দিনে কোন্ বিশেষ সংস্থার অনুষ্ঠান হবে তা বলা না থাকে তাহলে সে-সব স্থলেও ঐ দুই দিনে অতিরাত্রেরই অনুষ্ঠান হবে।

চতুর্থ কণ্ডিকা (১২/৪)

[কুণ্ডপায়ী-অয়ন]

কুণ্ডপায়িনাম্-অয়নম্ ।। ১।।

অনু.— (এ-বার) কুণ্ডপায়ী-অয়ন (নামে যাগ বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— এই যাগে একাধারে হোতাই অধ্বর্যু এবং পোতা, মৈত্রাবরুণই ব্রহ্মা এবং প্রতিহর্তা, উদ্গাতাই অচ্ছাবাক এবং নেষ্টা, প্রস্তোতাই ব্রাহ্মণাচ্ছংসী এবং গ্রাবস্তুত্, প্রতিপ্রস্থাতাই আগ্নীধ্র এবং উন্নেতা। এ-ছাড়া সুব্রহ্মণ্য এবং গৃহপতি হন দুই ভিন্ন ব্যক্তি— "যো হোতা সোঽধ্বর্যুঃ স পোতা; যো মৈত্রাবরুণঃ স ব্রহ্মা স প্রতিহর্তা; য উদ্গাতা সোঽচ্ছাবাকঃ স নেষ্টা; যঃ প্রস্তোতা স ব্রাহ্মণাচ্ছংসী স গ্রাবস্তুত্; যঃ প্রতিপ্রস্থাতা সোঽগ্নীত্ স উন্নেতা; সুব্রহ্মণ্যঃ সুব্রহ্মণ্যঃ গৃহপতির্ গৃহপতিঃ"— শা. ১৩/২৪/৭-১৩; আপ. শ্রৌ. ২১/১১/১২ দ্র.।

মাসং দীক্ষিতা ভবন্তি ।। ২।।

অনু.— (যজমানেরা) একমাস ধরে দীক্ষিত (হন)।

ব্যাখ্যা— এই যাগে যজমান অর্থাৎ ঋত্বিকেরা এক মাস ধরে দীক্ষণীয়া ইষ্টি করেন। বৃত্তিকারের মতে 'মাস' বলতে এখানে উনিশ দিন থেকে যে-কোন দিনসংখ্যাকে বুঝতে হবে। ৬ নং সূত্রের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখতে হলে এই দীক্ষণীয়া ইষ্টি এমন দিনে শুরু করতে হবে যাতে পরে কৃষ্ণপক্ষের শুরুতে পৌর্ণমাস যাগ আরম্ভ করা যায়। "মাসং দীক্ষাঃ"— শা. ১৩/২৪/১।

তে মাসি সোমং ক্রীণন্তি ।। ৩।।

অনু.— তাঁরা একমাস (অতিক্রান্ত হলে) সোমক্রয় করেন।

ব্যাখ্যা— একমাস অতিক্রান্ত হলে অর্থাৎ যত দিন ধরে দীক্ষণীয়া ইষ্টি অনুষ্ঠিত হয় তার পরে ঐ ইষ্টি শেষ হলে সোমক্রয় করতে হয়।

তেষাং দ্বাদশোপসদো ভবন্তি ।। ৪।।

অনু.— ঐ (দীক্ষিতদের) উপসদ্ হয়ে বারোটি।

ব্যাখ্যা— এই অয়নযাগে বারো দিন ধরে উপসদ্ ইষ্টি হয়।

সোমম্ উপনহ্য প্রবর্গ্যপাত্রাণ্যুত্সাদ্যোপনহ্য বা মাসম্ অগ্নিহোত্রং জুহ্বতি ।। ৫।।

অনু.— (উপসদ্ শেষ হলে দীক্ষিতগণ পুঁটুলিতে) সোমলতাকে বেঁধে (এবং) প্রবর্গ্যের পাত্রগুলিকে ফেলে দিয়ে অথবা (পুঁটুলিতে) বেঁধে রেখে এক মাস ধরে (প্রত্যহ দিনে ও রাত্রে দু-বেলা) অগ্নিহোত্র হোম করেন।

ব্যাখ্যা— বারো দিন ধরে উপসদ্ ইষ্টি করার পর এক মাস ধরে প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় অগ্নিহোত্র করতে হয়। এই অগ্নিহোত্রের আরম্ভ সন্ধ্যায় নয়, সকালে। শা. ১৩/২৪/২ সূত্রের নির্দেশও এই সূত্রেরই মতো।

মাসং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজন্তে ।। ৬।।

অনু.— একমাস ধরে দর্শপূর্ণমাস দ্বারা যাগ করেন।

ব্যাখ্যা— একমাস ধরে অগ্নিহোত্র করার পর একমাসব্যাপী দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠান করতে হয়। মৈত্রাবরুণ-অয়ন (১২/৬/১১ সূ.) থেকে বোঝা যায় কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন পৌর্ণমাসযাগ এবং শুক্লপক্ষে প্রতিদিন দর্শযাগ করতে হয়। শা. ১৩/২৪/৩ সূত্রেরও নির্দেশ এই সূত্রেরই মতো।

মাসং বৈশ্বদেবেন। মাসং বরুণপ্রঘাসৈর্ মাসং সাকমেধৈঃ। মাসং শুনাসীরীয়েণ ।। ৭।। [৭, ৮, ৯]

অনু.— একমাস ধরে (প্রত্যহ) বৈশ্বদেবপর্ব দ্বারা, একমাস ধরে বরুণপ্রঘাস দ্বারা, একমাস সাকমেধ দ্বারা এবং একমাস শুনাসীরীয় দ্বারা (অনুষ্ঠান করবেন)।

ব্যাখ্যা— একমাস দর্শপূর্ণমাস যাগ করার পর চার মাসে যথাক্রমে চাতুর্মাস্যের এক এক পর্বের অনুষ্ঠান হয়। এই এক একটি পর্বের অনুষ্ঠান এক মাস ধরে প্রত্যহ করে চলতে হবে। এখানে কিন্তু বৈশ্বানর-পার্জন্যা ইষ্টি করতে হয় না। সাকমেধ দু-দিনের অনুষ্ঠান হলেও তা এক দিনে শেষ করা যায়। অবশ্য অধ্বর্যুরা যেমন চাইবেন তেমনই হবে। শা. ১৩/২৪/৪ সূত্রেও এক একটি মাসে চাতুর্মাস্যের এক একটি পর্বের অনুষ্ঠান করতে বলা হয়েছে।

যদ্ অহর্ মাসঃ পূর্যতে তদ্-অহর্ ইষ্টিং সমাপ্যাগ্নিপ্রণয়নাদি ঘর্মোত্সাদনাদি বৌপবসথিকং কর্ম কৃত্বা শ্বোভূতে প্রসুনুয়ুঃ ।। ৮।। [১০]

অনু.— যে-দিন (শুনাসীরীয় পর্বের) মাস পূর্ণ হয় সেই দিন (শুনাসীরীয়া) ইষ্টি শেষ করে (দীক্ষিতেরা) অগ্নিপ্রণয়ন থেকে অথবা ঘর্মপাত্র ফেলে দেওয়া থেকে শুরু করে উপবসথ-সম্পর্কিত (যাবতীয়) কাজ করে পরের দিন হলে (সোমরস) নিষ্কাশন করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিযাগে সুত্যার ঠিক আগে উপবসথ দিনে সকালেই দু-বার উপসদ্ এবং দু-বার প্রবর্গ্যের অনুষ্ঠান হয়ে গেলে প্রবর্গ্যের পাত্রগুলিকে উত্সাদন অর্থাৎ স্বস্থান থেকে তুলে বাইরে অন্য স্থানে সরিয়ে রাখা অথবা নিয়ে যাওয়া হয়। এর পর হয় অগ্নিপ্রণয়ন। এখানে ৫ নং সূত্র অনুযায়ী যদি উপবসথ দিনের আগেই ঘর্মপাত্রগুলি ফেলে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে কেবল অগ্নিপ্রণয়ন প্রভৃতি কর্মই উপবসথ দিনে করতে হয়। যদি উপসদ্ ও প্রবর্গ্যের পরে পাত্রগুলি ৫নং সূত্রানুযায়ী ফেলা না হয়ে থাকে তাহলে এই দিন পাত্রবির্সজন থেকে শুরু করে উপবসথ দিনের বাকী কাজগুলি করতে হয়।

তদ্ থৈক উপসদ্ভ্য এবানন্তরং কুর্বন্তি তথাদৃষ্টত্বাত্ সৌত্যান্ মাসান্ অগ্নিহোত্রাদীন্ বদন্তঃ ।। ৯।। [১১]

অনু.— সুত্যাসম্পর্কিত মাসগুলি অগ্নিহোত্রে শুরু (এই কথা) বলেন (এমন) অন্য (কেউ কেউ প্রকৃতিযাগে) যেহেতু তেমন (-ই হতে) দেখা গেছে তাই ঐ (ঔপবসথ দিনের অগ্নিপ্রণয়ন প্রভৃতি কাজগুলি) উপসদ্ ইষ্টিরই (ঠিক) পরে (সম্পন্ন) করেন।

ব্যাখ্যা— কেউ কেউ বলেন, যে-হেতু প্রকৃতিযাগে অন্তিম উপসদের ঠিক পরের দিনই সুত্যা, সে-হেতু কুণ্ডপায়ী-অয়নে সুত্যার শুরু বারোটি উপসদের শেষে ৫ নং সূত্রে উল্লিখিত অগ্নিহোত্রেই। এই অয়নযাগে পূর্বপক্ষের ছ-মাসে আছে অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস, সাকমেধ এবং শুনাসীরীয়। তা-ছাড়া যে-হেতু প্রকৃতিযাগে সুত্যার আগের দিন উপসদ্-ইষ্টির পরে অগ্নিপ্রণয়ন প্রভৃতি কর্ম অনুষ্ঠিত হয় সেই কারণে এখানেও অগ্নিহোত্র প্রভৃতি সুত্যাকর্ম শুরু হওয়ার আগে দ্বাদশ বা অন্তিম উপসদ-ইষ্টির দিনে অগ্নিপ্রণয়ন প্রভৃতি যাবতীয় ঔপবসথ কর্ম (৮ নং সূ. দ্র.) করতে হবে, শুনাসীরীয়-মাসের পরে নয়।

তদ্ অনুপপন্নম্ ।। ১০।। [১২]

অনু.— ঐ (মতটি) অযৌক্তিক।

ব্যাখ্যা— সূত্রকারের মতে কুণ্ডপায়ী-অয়নের সুত্যা-মাসগুলি অগ্নিহোত্রে শুরু এই মত মোটেই ঠিক নয়। সোমরস-নিষ্কাসন করাকেই সুত্যা বলে। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্মে তো সোমরস নিষ্কাসন করা হয় না; সুতরাং ঐ ছ-টি মাসকে মোটেই সুত্যামাস হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে না। অতএব সুত্যার আগের দিনে অনুষ্ঠেয় ঔপবসথ কর্ম অগ্নিহোত্রের আগের দিন করতে হবে এই যে মত তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

পশ্বর্থং হ্যগ্নিপ্রণয়নং তস্য চ শ্বঃসুত্যানিমিত্তম্ ।। ১১।। [১৩]

অনু.— যেহেতু অগ্নিপ্রণয়ন (করা হয় অগ্নীষোমীয়) পশুর জন্য এবং ঐ (অগ্নীষোমীয় পশুর অনুষ্ঠান হয়) আগামীকালের সুত্যার জন্য (সেহেতু অগ্নিপ্রণয়ন ও পশুযাগ সুত্যারই ঠিক আগে অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— পশুযাগ করা হয় আগামী কাল যে সুত্যা অনুষ্ঠিত হবে সেই সুত্যাকে উপলক্ষ করে ('অগ্নীষোমাভ্যাং বা....... শ্বঃসুত্যায়াং পশুং'— ঐ. ব্রা. ৬/৩) এবং ঐ যাগে যে অগ্নিপ্রণয়ন করা হয় তা সোমযাগেরই জন্য। তবে তা প্রসঙ্গত পশুযাগেরও উপকার সাধন করে বলে সূত্রে বলা হয়েছে 'পশ্বর্থম্' অর্থাৎ ঐ পশুযাগের কারণে (১৩ নং সূ. দ্র.)। অতএব ৮ নং সূত্রে যে অগ্নিপ্রণয়ন করতে বলা হয়েছে তা সুত্যার ঠিক আগের দিনেই করতে হবে। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম (৫-৭ নং সূ. দ্র.) সুত্যা নয় বলে অগ্নিহোত্র প্রভৃতির আগে (অর্থাৎ উপসদের পরে) অগ্নিপ্রণয়ন করলে চলবে না। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শেষ হয়ে গেলে যে দিন অগ্নীষোমীয় পশুযাগ হবে ঠিক সে-দিনই তার আগে অগ্নিপ্রণয়ন করতে হবে। অগ্নিপ্রণয়ন সোমযাগের জন্য অনুষ্ঠিত হলেও তা

প্রসঙ্গত পশুযাগেরও উপকারে আসে। পশুযাগও অনুষ্ঠিত হয় সোমযাগের জন্যই। অগ্নিপ্রণয়ন ও পশুযাগ তাই সুত্যার ঠিক আগের দিনেই হওয়া উচিত।

অতিপ্রণীতচর্যায়াং চ বৈগুণ্যং দর্শপূর্ণমাসয়োস্ তথাগ্নিহোত্রস্য ।। ১২।। [১৪]

অনু.— এবং অতিপ্রণীত অনুষ্ঠানে (যেমন) দর্শপূর্ণমাসের তেমন অগ্নিহোত্রের (-ও) গুণহানি (ঘটে)।

ব্যাখ্যা— সোমযাগে ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়কে উত্তরবেদিতে নিয়ে যেতে হয়। এর নাম অগ্নিপ্রণয়ন। উত্তরবেদিতে আনীত সেই অগ্নিকে বলা হল অতিপ্রণীত অগ্নি। যদি অগ্নিহোত্র প্রভৃতির আগেই অগ্নিপ্রণয়ন (৮ নং সূ. দ্র.) করা হয় তাহলে অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতির (৫ নং এবং ৬ নং সূ. দ্র.) অনুষ্ঠান করতে হবে অতিপ্রণীত অগ্নিতে অর্থাৎ উত্তরবেদির আহবনীয়ে। উত্তরবেদিতে অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠান কিন্তু সম্পূর্ণ অবৈধ; কারণ মূল অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাসের অনুষ্ঠান সাধারণ ঐষ্টিক বেদির আহবনীয়েই হয়ে থাকে। উত্তরবেদিতে অথবা উত্তরবেদির অগ্নি অন্যত্র তুলে নিয়ে গিয়ে সেখানে দর্শপূর্ণমাস ও অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানও প্রকৃতিযাগে দেখা যায় না। অতএব আগে অগ্নিহোত্র প্রভৃতির অনুষ্ঠান সমাপ্ত করে তার পরে ষষ্ঠ মাসের শেষে অগ্নিপ্রণয়ন করাই উচিত।

সদোহবির্ধানান্যাগ্নীধ্রীয়াগ্নীষোমপ্রণয়নবসতীবরীগ্রহণানি পশ্বর্থানি ভবন্তি ।। ১৩।। [১৫]

অনু.— সদোমণ্ডপ, দুই হবির্ধান, আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্য, অগ্নি-সোম-প্রণয়ন, বসতীবরীগ্রহণ পশুযাগের জন্য (অনুষ্ঠিত হয়)।

সুত্যার্থান্যেকে ।। ১৪।। [১৫]

অনু.— অন্যেরা (বলেন ঐগুলি সরাসরি) সোমযাগের জন্য (-ই অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— অগ্নিপ্রণয়নের ক্ষেত্রে উদ্ধৃত ঐ শ্রুতিবাক্যে (১১ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.) প্রত্যক্ষত বলা আছে যে তা সুত্যার পূর্ব দিনে অনুষ্ঠেয়। কিন্তু যেগুলির ক্ষেত্রে তেমন কোন নির্দেশ নেই, কিন্তু বলা আছে যে সেগুলি সুত্যার অঙ্গ, সেগুলি 'সন্নিপত্য-উপকারক' বলেই সুত্যার অঙ্গ। সদোমণ্ডপ, হবির্ধানমণ্ডপ ইত্যাদি তেমনই অঙ্গ। সেগুলির অনুষ্ঠান অগ্নিহোত্র প্রভৃতি মাসের আগে হলে কোন দৃষ্ট অথবা অদৃষ্ট প্রয়োজন সাধিত হয় না। সেগুলিরও তাই অগ্নিহোত্রের আগে অনুষ্ঠানের পক্ষে কোন প্রমাণও নেই।

তত্কালাশ্ চৈব তদ্গুণাঃ ।। ১৫।। [১৬]

অনু.— এবং তার অংশ তার সময়েই (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— যেটি অপর যে প্রধান কর্মের গুণ অর্থাৎ অংশ সেটি অপর সেই প্রধানকর্মের সময়েই অনুষ্ঠিত হবে, অন্য সময়ে নয়। ১৩ নং সূত্রে উল্লিখিত সদোমণ্ডপ প্রভৃতি পশুযাগের অংশই হোক অথবা সোমযাগের অংশই হোক পশুযাগের বা সুত্যার ঠিক আগের দিনই সেগুলির অনুষ্ঠান হবে, ৫ নং সূত্রে নির্দিষ্ট অগ্নিহোত্রের আগে অনুষ্ঠান করা চলবে না, কারণ সেগুলি তো অগ্নিহোত্র প্রভৃতির অঙ্গ বা অংশ নয়।

সিদ্ধস্বভাবানাং ন ব্যবধানাদ্ অন্যত্বং যথা পৃষ্ঠ্যাভিপ্লবয়োঃ ।। ১৬।। [১৭]

অনু.— পৃষ্ঠ্য এবং অভিপ্লবের ক্ষেত্রে যেমন, পূর্বসিদ্ধ বস্তুগুলির (ক্ষেত্রেও ঠিক তেমন) ব্যবধানের কারণে ভিন্নত্ব (ঘটে) না।

ব্যাখ্যা— সিদ্ধস্বভাব = যার স্থান বা স্বরূপ পূর্বেই স্থির করা রয়েছে। পৃষ্ঠ্যষড়হে, অভিপ্লব ষড়হে অথবা অন্য কোন অহর্গণে যজমানের মৃত্যু ঘটলে মাঝে ঐ মৃত্যুর কারণে অন্য একটি অতিরিক্ত দিনের অনুষ্ঠান হয়। সেই দিনটি অহর্গণের দিনগুলির মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করলেও অহর্গণের অখণ্ডতা তা-তে ক্ষুণ্ণ হয় না। ঠিক তেমন প্রকৃতিযাগে যেটি যার অঙ্গ বলে স্থির হয়েই আছে সেটি বিকৃতিযাগে ঐ অঙ্গী থেকে কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে অর্থাৎ অঙ্গের অনুষ্ঠান অঙ্গীর সময়ে না হয়ে অন্য সময়ে হলে তা-তে

তার অঙ্গত্ব নষ্ট হয় না। এখানেও ঠিক তেমন অগ্নিহোত্র প্রভৃতি দ্বারা ব্যবধান ঘটলেও কোন দোষ নেই, অগ্নিপ্রণয়ন প্রভৃতি ঔপবসথ কর্মের অনুষ্ঠান উপসদ্ ইষ্টির দিন না হয়ে ঐ অগ্নিহোত্র প্রভৃতির পরেই হবে। 'আগ্নিমারুতাদ্ ঊর্ধ্বম্ অনুযাজৈশ্ চরন্তি' স্থলে যেমন সবনীয় পশুযাগের অনুযাজ প্রভৃতি অঙ্গের অনুষ্ঠান আগ্নিমারুত শস্ত্রের পরে করা হলেও সেগুলি সোমযাগের অঙ্গ হয় না, এখানেও ঠিক তেমনই।

সগুণানাং হ্যেব কর্মণাম্ উদ্ধার উপজননো বা ।। ১৭।। [১৮]

অনু.— (এ-কথা) প্রসিদ্ধই গুণবিশিষ্ট কর্মসমূহের বর্জন অথবা সংযোজন (গুণসমেত-ই হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা— যদি স্নান, আহার প্রভৃতি কোন কাজ কোন দিন না করা হয় অথবা নির্ধারিত সময়ে না করে অন্য সময়ে করা হয় তাহলে শুধু মূল স্নান, আহার প্রভৃতি কাজটিই যে বাদ দিতে অথবা অন্য সময়ে করতে হয় তা নয়, সেই সাথে স্নান-আহার প্রভৃতির যেগুলি গুণ অর্থাৎ অধীনস্থ আনুষঙ্গিক অঙ্গ সেই তেল-মাখা, কাপড়-পরা, আসনে বসা, জল-খাওয়া ইত্যাদি কাজগুলিও বাদ দিতে হয় অথবা অন্য সময়ে করতে হয়। এখানেও ঠিক তেমন উপসদের ঠিক পরে সুত্যার অনুষ্ঠান না হয়ে 'উৎকর্ষ' হয় অর্থাৎ অগ্নিহোত্র প্রভৃতির পরে অনুষ্ঠান হয় বলে সুত্যার অঙ্গরূপে গণ্য আনুষঙ্গিক অগ্নিপ্রণয়ন প্রভৃতি ঔপবসথ কর্মেরও উৎকর্ষ হবে অর্থাৎ অগ্নিহোত্র প্রভৃতির পরে অনুষ্ঠান হবে, আগে নয়। কোন কর্মের বর্জন, সংযোজন ও স্থানান্তরপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-সমেতই সেই কর্মের বর্জন, সংযোজন ও স্থানান্তরপ্রাপ্তি ঘটে থাকে।

সুব্রহ্মণ্যা ত্বত্যন্তম্ ।। ১৮।। [১৯]

অনু.— কিন্তু সুব্রহ্মণ্যা সর্বদা (হবে)।

ব্যাখ্যা— অত্যন্ত = অবশ্য, সর্বদা। যদিও ৫-৭ নং সূত্রে নির্দিষ্ট অগ্নিহোত্র প্রভৃতি উপসদ্- ইষ্টিও নয়, সুত্যাও নয়, তবুও প্রকৃতিযাগে উপসদ্-ইষ্টির দিন থেকে সুত্যার দিন পর্যন্ত প্রত্যহ যেমন সুব্রহ্মণ্যাহ্বান হয়, এখানেও তেমন উপসদ্-ইষ্টির দিন থেকে যে সুব্রহ্মণ্যাহ্বান শুরু করা হয়েছে প্রত্যহ তা করে যেতে হবে, ৫-৭ নং সূত্রে নির্দিষ্ট অগ্নিহোত্র প্রভৃতি মাসেও তা বাদ যাবে না।

অনবধৃতেহকালসংশয়ত্বাত্ ।। ১৯।। [২০]

অনু.— কালের সংশয় থাকায় এখানে (দিনের সংখ্যা) অনির্দিষ্ট (থাকবে)।

ব্যাখ্যা— অনবধৃতেহ = ন-অবধৃতা + ইহ। এখানে উপসদের ছ-মাস পরে সুত্যা এবং ঐ ছ-মাসে প্রত্যহই সুব্রহ্মণ্যাহ্বান করতে হবে এ-কথা আগের সূত্রে বলা হয়েছে। প্রকৃতিযাগে সুব্রহ্মণ্যাহ্বানে (১/১২/১৯ সূ. দ্র.) উপসদের যতদিন পরে সুত্যা সেই সুত্যাপূর্ব দিনগুলির সংখ্যা অনুযায়ী অথবা উপসদের দিনসংখ্যা অনুসারে 'ত্র্যহে সুত্যাম্ আগচ্ছ', 'দ্ব্যহে সুত্যাম্ আগচ্ছ' ইত্যাদি বলা হয় সে-সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকায় এখানে দিনসংখ্যা উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই, শুধু এইটুকুই বলতে হবে 'সুত্যাম্ আগচ্ছ'।

উত্সর্গম্ একে সুত্যোপসদ্গুণত্বাত্ ।। ২০।। [২১]

অনু.— (সুব্রহ্মণ্যাহ্বান) সুত্যা এবং উপসদের ধর্ম বলে অন্যেরা (এখানে সুব্রহ্মণ্যাহ্বান) বর্জন (করেন)।

ব্যাখ্যা— সুব্রহ্মণ্যাহ্বান সুত্যা এবং উপসদেরই ধর্ম। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি সুত্যাও নয়, উপসদ্ও নয়। অতএব অগ্নিহোত্র প্রভৃতি ছ-টি মাসে সুব্রহ্মণ্যাহ্বান করতে হবে না এই হল একদলের মত।

ক্রিয়া ত্বেব প্রবৃত্তে হ্যন্তম্ অগত্বাবস্থানে দোষঃ ।। ২১।। [২২]

অনু.— কিন্তু আরম্ভ করা হলে শেষ না করে থেমে গেলে দোষ (হয় বলে সুব্রহ্মণ্যাহ্বান) ক্রিয়াটি (করাই হবে)।

ব্যাখ্যা— প্রকৃতিযাগে প্রথম উপসদের দিন থেকে সুত্যা পর্যন্ত প্রতিদিন সুব্রহ্মণ্যাহ্বান করা হয় বলে এখানেও তা করা উচিত। তা ছাড়া উপসদের দিন যে সুব্রহ্মণ্যাহ্বান শুরু করা হয়েছে তা সুত্যাদিন পর্যন্ত প্রত্যহ না করে মাঝে বন্ধ রাখা ঠিক নয়। মাঝে ত্যাগ করলে দেবতাদের আশঙ্কা জাগতে পারে যে, এই যজমান সত্যই কি আমাকে সোমপান করাবেন। অতএব অগ্নিহোত্র প্রভৃতির ছ-টি মাসেও প্রত্যহ সুব্রহ্মণ্যাহ্বান করতে হবে।

ত্রিবৃতা মাসং পঞ্চদশেন মাসং সপ্তদশেন মাসম্ একবিংশেন মাসং ত্রিণবেন মাসম্ অষ্টাদশ ত্রয়স্ত্রিংশানি দ্বাদশাহস্য দশাহানি মহাব্রতঞ্চ চাতিরাত্রশ্ চ ।। ২২।। [২৩]

অনু.— (এই যাগে সুত্যাদিনের অনুষ্ঠানক্রম হল) একমাস ত্রিবৃত্স্তোম দিয়ে, একমাস পঞ্চদশ স্তোম দিয়ে, একমাস সপ্তদশ স্তোম দিয়ে, একমাস একবিংশ স্তোম দিয়ে, একমাস ত্রিণবস্তোম দিয়ে (অনুষ্ঠান এবং তা-ছাড়া আছে) ত্রয়স্ত্রিংশস্তোমযুক্ত আঠার (দিন), দ্বাদশাহের দশ দিন এবং মহাব্রত ও অতিরাত্র।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে সূত্রনির্দিষ্ট পাঁচ মাস ধরে পৃষ্ঠ্যের প্রথম পাঁচ দিনের বারে বারে আবৃত্তি হয় এবং তার পরে আঠার দিন ধরে চলে ঐ ষড়হের ত্রয়স্ত্রিংশস্তোমবিশিষ্ট ষষ্ঠ দিনের অনুষ্ঠান। এখানে সব-কটি দিনেরই উল্লেখ রয়েছে বলে শুরুতে প্রায়ণীয় অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করতে হবে না।

সর্বেণ যজ্ঞেন যজন্তে য এতদ্ উপযন্তি ।। ২৩।। [২৪]

অনু.— যাঁরা এই (অনুষ্ঠান) করেন (তাঁরা) সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা (-ই) যাগ করেন।

ব্যাখ্যা— কুণ্ডপায়ী-অয়ন এত মাহাত্ম্যপূর্ণ যজ্ঞ যে, যাঁরা এই যজ্ঞ করেন তাঁরা বেদে বিহিত সমস্ত যজ্ঞই করছেন, সমস্ত যজ্ঞের ফলই তাঁরা এই একটি মাত্র যজ্ঞ দ্বারাই লাভ করবেন বলে স্বীকার হয়।

পঞ্চম কণ্ডিকা (১২/৫)

[সর্পায়ণ, ত্রৈবর্ষিক সত্র, কুন্তক, দ্বাদশবর্ষিক, মহাতাপশ্চিত, দ্বাদশসংবত্সর, ষট্ত্রিংশদ্বর্ষিক, শতসংবত্সর, সহস্রসংবত্সর, অগ্নিসত্র বা সহস্রসাব্য]

সর্পাণাম্ অয়নম্ ।। ১।।

অনু.— (এখন বলা হচ্ছে) সর্পায়ণ।

ব্যাখ্যা— সর্পসত্র সম্পর্কে শা. ১৩/২৩/৬-৮ সূত্রে সামান্য দু-তিনটি কথাই বলা হয়েছে।

গো-আয়ুষী দ্বদৃশীস্তোমে ।। ২।।

অনু.— এই যাগে দশস্তোমযুক্ত গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোম (একবছর ধরে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— 'দ্বদৃশী' স্থানে পাঠান্তর 'দ্বাদশী' এবং 'দদৃশী'।

অনুলোমে ষণ্ মাসান্ প্রতিলোমে ষট্ ।। ৩।।

অনু.— ছ-মাস যথাক্রমে (এবং বাকী) ছ (-মাস) বিপরীতক্রমে (গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোমের অনুষ্ঠান হয়)।

ব্যাখ্যা— প্রথম ছ-মাস প্রথম দিনে গোষ্টোম, দ্বিতীয় দিনে আয়ুষ্টোম, তৃতীয় দিনে গোষ্টোম এইভাবে যথাক্রমে আবৃত্তি হয় এবং বাকী ছ-মাস আবৃত্তি হয় বিপরীতক্রমে অর্থাৎ প্রথম দিনে আয়ুষ্টোম এবং দ্বিতীয় দিনে গোষ্টোম এই ক্রমে।

জ্যোতির্ দ্বাদশীস্তোমো বিষুবত্স্থানে ।। ৪।।

অনু.— বিবুবানের স্থানে দ্বাদশস্তোমযুক্ত জ্যোতিঃ (নামে একাহ্ অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— সূত্রে 'দ্বাদশস্তোম' না বলে 'দ্বাদশীস্তোম' কেন বলা হল তা ঠিক বোধগম্য নয়। 'জ্যোতিঃ' নামে একাহের উল্লেখ ১০/১/১ সূত্রে আছে।

প্রকাশকামা উপেয়ুঃ ।। ৫।।

অনু.— প্রচারপ্রার্থীরা (এই সর্পায়ণ যাগ) করবেন।

ব্যাখ্যা— এই যাগে প্রায়ণীয় ও উদয়নীয়ের স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানও করা যেতে পারে। বিদ্যা বা ধনের প্রকাশ যাঁরা ঘটাতে চান তাঁদের এই যাগটি করতে হয়।

ত্রৈবর্ষিকং প্রজাকামাঃ ।। ৬।।

অনু.— সন্তানপ্রার্থীরা ত্রৈবর্ষিক (সত্র করবেন)।

গবাম্-অয়নং প্রথমঃ সংবত্সরঃ। অথাদিত্যানাম্। অথাঙ্গিরসাম্ ।। ৭।।

অনু.— (এই সত্রে) প্রথম বছর গবাময়ন, তার পরে আদিত্যায়ন, তার পরে অঙ্গিরস্-অয়ন (অনুষ্ঠিত হয়)।

ব্যাখ্যা— ত্রৈবর্ষিক সত্রে প্রত্যেক বছর একটি করে অয়নযাগ হয়।

চত্বারি তাপশ্চিতানি ।। ৮।।

অনু.— চারটি তাপশ্চিত (সত্র আছে)।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রটি না করলেও চলত, তবুও সূত্রটি করে সূত্রকার এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে চাইছেন যে, এ-বার যেগুলির কথা বলা হচ্ছে সেই চারটি তাপশ্চিতই সমান, কোন তাপশ্চিতেই বিষুবানের অনুষ্ঠান করে দিন বৃদ্ধি করা চলবে না। ১০ নং সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

ক্ষুল্লকতাপশ্চিতং প্রথমং সংবত্সরং সদীক্ষোপসত্কম্ ।। ৯।।

অনু.— (তার মধ্যে) প্রথম ক্ষুল্লকতাপশ্চিতটি দীক্ষা ও উপসদ্-সমেত বর্ষ (-ব্যাপী অনুষ্ঠান)।

ব্যাখ্যা— দীক্ষণীয়া এবং উপসদ্ ইষ্টি-সমেত এক বছর ধরে এই ক্ষুল্লক-তাপশ্চিতের অনুষ্ঠান চলে। পরবর্তী সূত্র অনুসারে চতুর্থ সুত্যামাসে মহাব্রতের অনুষ্ঠান হলেও ৪/২/১৬ সূত্র অনুসারে এখানে দীক্ষণীয়া ইষ্টি এক বছর ধরে করতে হয় না। ৪/২/১৭ সূত্র অনুসারে চার মাস দীক্ষণীয়া এবং চার মাস উপসদ্ হবে। তার পরে পরবর্তী সূত্র অনুসারে হবে চার মাস সুত্যা।

তস্য চত্বারঃ সৌত্যা মাসা গবাম্-অয়নস্য প্রথমষষ্ঠসপ্তমোত্তমাঃ ।। ১০।।

অনু.— ঐ (যাগের) চারটি সুত্যা-সম্পর্কিত মাস (হল) গবাময়নের প্রথম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং শেষ (মাস)।

ব্যাখ্যা— ক্ষুল্লকতাপশ্চিতে চার মাস মাত্র সুত্যা হয়। যে চার মাস সোমযাগ হয় সেই মাসগুলিতে যথাক্রমে গবাময়নের প্রথম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং দ্বাদশ মাসের মতো অনুষ্ঠান করা হয়। কোন্ কোন্ মাসের অনুষ্ঠান হবে সূত্রে তা স্পষ্টত নির্দেশ থাকায় এবং বিষুবান্ কোন মাসের অন্তর্গত নয় বলে ষষ্ঠ মাসের পরে বিষুবানের অনুষ্ঠান এখানে করতে হয় না। ৪/২/১৭ সূত্রটি থেকেই সুত্যার অনুষ্ঠানকাল ১/৩ অংশ বলে বোঝা গেলেও এখানে এবং ১২, ১৫, ১৮ নং সূত্রে সুত্যাকাল নির্দেশ করা হয়েছে বিষুবানের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার অভিপ্রায়েই। "চতুরো মাসান্ দীক্ষাঃ; চতুর উপসদঃ; চতুর সুত্যা ইতি; গবাম্-অয়নস্য প্রথমোত্তমৌ মাসৌ; অষ্টাবিংশিনৌ চ বিষুবাংশ্ চ; তত্ ক্ষুল্লকতাপশ্চিতম্ ইত্যাচক্ষতে"— শা. ১৩/২৫।

ত্রৈবর্ষিকং তাপশ্চিতম্ ।। ১১।।

অনু.— (এ-বার বলা হচ্ছে) ত্রৈবর্ষিক তাপশ্চিত।

তস্য সৌত্যাঃ সংবত্সরঃ। উক্তো গবাম্-অয়নেন ।। ১২।। [১১, ১২]

অনু.— ঐ যাগের সুত্যাসম্পর্কিত (দিন) এক বছর। গবাম্-অয়ন দ্বারা (ঐ সুত্যাবর্ষ) বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— এই দ্বিতীয় তাপশ্চিত যাগে ৪/২/১৭ সূত্র অনুসারে একবছর দীক্ষণীয়া এবং একবছর উপসদের পরে এক বছর ধরে গবাম্-অয়নের মতো অনুষ্ঠান হয়। বিষুবানের অনুষ্ঠান এখানেও হবে না।

জ্যোতির্ গৌর্ আয়ুর্ অভিজিদ্ বিশ্বজিন্ মহাব্রতং চতুর্বিংশানাং বৈকৈকম্ ।। ১৩।। [১২]

অনু.— অথবা জ্যোতিষ্টোম, গোষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিত্, বিশ্বজিত্, মহাব্রত, চতুর্বিংশের এক একটির (আবৃত্তি করে করে এক বছর ধরে অনুষ্ঠান হবে)।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি সাতটি দিনের (কোন বা) এক একটির বারে বারে অনুষ্ঠান করে এক বছর পূর্ণ করতে হয়। এখানেও বিষুবান্ দিনের অনুষ্ঠান করতে হয় না। ৪/২/১৭ সূত্র অনুসারে এই যাগে এক বছর দীক্ষণীয়া, এক বছর উপসদ্, এক বছর সুত্যা। বৃত্তিকার এই সূত্রের বৃত্তিতে বলেছেন— "এতেষাং সপ্তানাম্ অহ্নাম্ একৈকেনাহ্না সংবত্সরঃ পূরয়িতব্যোঽ-ভ্যস্যাভ্যস্য ইত্যর্থঃ"। এই উক্তির অন্য অর্থও কিন্তু সম্ভব। সূত্রে 'মহাব্রত' এবং পূর্ববর্তী শব্দগুলি সম্ভবত বিভক্তিযুক্ত নয়।

দ্বাদশবর্ষিকং তাপশ্চিতম্ ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— (এখন বলা হবে) দ্বাদশবর্ষিক তাপশ্চিত।

তস্য চত্বারঃ সৌত্যাঃ সংবত্সরা গবাম্-অয়নশস্যাঃ পূর্বেণৈব ন্যায়েন ।। ১৫।। [১৩]

অনু.— ঐ (যাগে) সুত্যাসম্পর্কিত চারটি বছর আগের নিয়মেই গবাম্-অয়নের শস্ত্রবিশিষ্ট (হবে)।

ব্যাখ্যা— একমাস গঠন-সাপেক্ষ হলে গবাম্-অয়নের যেমন অনুষ্ঠান হয় (১১/৭/১৫ সূ. দ্র.) এখানেও ঠিক চার বছর ধরে তেমনই অনুষ্ঠান হবে। এখানেও ৪/২/১৭ সূত্র অনুসারে সুত্যার আগে চার বছর দীক্ষণীয়া এবং চার বছর উপসদ্ ইষ্টি হয়। বিষুবানের অনুষ্ঠান এখানেও হবে না।

অপি বোত্তরস্য পক্ষসো দ্বাবিংশতিঃ সবনমাসা ভবেয়ুস্ ত্রয়োবিংশতিঃ পূর্বস্য ।। ১৬।। [১৪]

অনু.— অথবা উত্তর পক্ষের সবনমাস (হবে) বাইশটি এবং পূর্ব (পক্ষের) তেইশটি।

ব্যাখ্যা— সবনমাস কি তা আগেই বলা হয়েছে (১১/৭/২০ সূ. দ্র.)। দ্বাদশবর্ষিক তাপশ্চিতে বিকল্পে পূর্বপক্ষে তেইশটি এবং উত্তরপক্ষে বাইশটি পৃষ্ঠ্য-অভিপ্লব-সম্ভূত সবনমাস থাকতে পারে। এ-ছাড়া ১০ নং সূত্রে নির্দিষ্ট ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অন্তিম এইভাবে (২৩ + ২২ + ৩ =) মোট ৪৮ মাস বা চার বছর সুত্যা হবে।

ষট্‌ত্রিংশদ্‌বর্ষিকং মহাতাপশ্চিতম্ ।। ১৭।। [১৪]

অনু.— (এ-বার) ষট্‌ত্রিংশদ্‌বর্ষিক মহাতাপশ্চিত (বলা হচ্ছে)।

তস্য দ্বাদশ সৌত্যাঃ সংবত্সরা গবাম্-অয়নশস্যাঃ পূর্বেণৈব ন্যায়েন ।। ১৮।। [১৪]

অনু.— ঐ (যাগের) সুত্যাসম্পর্কিত বারোটি বছর আগের নিয়মেই গবাময়নশস্ত্র-বিশিষ্ট (হবে)।

ব্যাখ্যা— উত্তরপক্ষ গঠনসাপেক্ষ একমাস হলে (১১/৭/১৫ সূ. দ্র.) গবাময়নের অনুষ্ঠান যেমন হয় এখানেও বারো বছর ধরে তেমনই অনুষ্ঠান হবে। পূর্বপক্ষে থাকবে ৭১ টি সবনমাস এবং উত্তর পক্ষে ৭০ টি। এ-ছাড়া ষষ্ঠ, সপ্তম এবং শেষ মাসটি গবাময়নের মতোই হবে। তাহলে মোট বারো বছর ধরে সুত্যা হল। ৪/২/১৭ সূত্র অনুসারে এই যাগে বারো বছর ধরে দীক্ষণীয়া এবং তার পরে আবার বারো বছব ধরে উপসদ্ ইষ্টি করতে হয়। তার পরে বারো বছর ধরে হয় সুত্যা। বিষুবানের অনুষ্ঠান এখানেও হবে না। ১০নং সূত্রের ব্যাখ্যার শেষাংশ দ্র.।

প্রজাপতের্ দ্বাদশসংবত্সরম্ ।। ১৯।। [১৫]

অনু.— (এ-বার) প্রজাপতির দ্বাদশসংবত্সর (যাগ বলা হচ্ছে)।

ত্রয়স্ ত্রিবৃতঃ সংবত্সরাস্ ত্রয়ঃ পঞ্চদশাস্ ত্রয়ঃ সপ্তদশাস্ ত্রয় একবিংশাঃ ।। ২০।। [১৬]

অনু.— (এই সত্রে) ত্রিবৃত্স্তোমযুক্ত তিন বছর, পঞ্চদশস্তোমযুক্ত তিন (বছর), সপ্তদশস্তোমযুক্ত তিন (বছর), একবিংশস্তোমযুক্ত তিন (বছর এই মোট বারো বছর ধরে অনুষ্ঠান হয়)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৩/২৮/৫ সূত্রেরও এই একই বিধান।

এতৈর্ এব স্তোমৈঃ শাক্ত্যানাং ষট্‌ত্রিংশদ্‌বর্ষিকম্ ।। ২১।। [১৬]

অনু.— এই স্তোমগুলি দিয়েই শাক্ত্য-ষট্‌ত্রিংশদ্‌বর্ষিক (অয়ন যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— শাক্ত্যদের ছত্রিশ বছরের যাগ ২০ নং সূত্রে উল্লিখিত ত্রিবৃত্, পঞ্চদশ, সপ্তদশ এবং একবিংশ স্তোম দিয়েই করতে হয়। পরবর্তী সূ. দ্র.। বৃত্তি অনুযায়ী শাক্ত্যানাং, সাধ্যানাং, বিশ্বসৃজাম্ এবং অগ্নেঃ পদের পরে 'অয়নম্' পদ উহ্য আছে এবং ষট্‌ত্রিংশদ্‌বর্ষিকম্ ইত্যাদি দ্বিতীয়াযুক্ত পদে যাগের ব্যাপ্তিকাল নির্দেশ করা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। ২১-২৯ নং সূত্র পর্যন্ত তাই অয়নেরই প্রসঙ্গ। 'বর্ষিকম্' স্থানে পাঠান্তর 'বার্ষিকম্'। শা. ১৩/২৮/৬ সূত্রের বিধানও একই।

একৈকেন নব নব বর্ষাণি ।। ২২।। [১৭]

অনু.— এক একটি (স্তোমযুক্ত দিন দিয়ে) নয় নয় বছর ধরে (অনুষ্ঠান হয়)।

ব্যাখ্যা— শাক্ত্যদের সত্রে ২০ নং সূত্রে উল্লিখিত ত্রিবৃত্ প্রভৃতি চারটি স্তোমের প্রত্যেকটি (স্তোম) ন-বছর ধরে প্রত্যহ প্রয়োগ করা হয়।

এতৈর্ এব স্তোমৈঃ সাধ্যানাং শতসংবত্সরম্ ।। ২৩।। [১৮]

অনু.— এই স্তোমগুলি দিয়েই সাধ্য-শতসংবত্সর (অয়নযাগ হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা— এই যাগ একশ বছর ধরে চলে।

একৈকেন পঞ্চবিংশতিঃ পঞ্চবিংশতির্ বর্ষাণি ।। ২৪।। [১৯]

অনু.— (এই) এক একটি (স্তোম) দিয়ে(-ই) পঁচিশ পঁচিশ বছর (ধরে অনুষ্ঠান হয়)।

ব্যাখ্যা— শা. ১৩/২৮/৭ সূত্রের নির্দেশও তা-ই।

এতৈর্ এব স্তোমৈর্ বিশ্বসৃজাং সহস্রসংবত্সরম্ ।। ২৫।। [১৯]

অনু.— এই স্তোমগুলি দিয়েই বিশ্বসৃজ্-সহস্রসংবত্সর (অয়ন যাগ হয়ে থাকে)।

ব্যাখ্যা— এই যাগ চলে হাজার বছর ধরে। প্রসঙ্গত কা. শ্রৌ. ১/৬/১৭-২৭ সূ. দ্র.।

একৈকেনার্ধতৃতীয়ান্যর্ধতৃতীয়ানি বর্ষশতানি ।। ২৬।। [১৯]

অনু.— এক একটি স্তোম দিয়ে আড়াই(শ) বছর (ধরে অনুষ্ঠান হয়)।

ব্যাখ্যা— অর্ধতৃতীয় = আধ-কম তিন = আড়াই। বিশ্বসৃজদের সহস্রসংবৎসর-সত্রে ২০ নং সূত্রের এক একটি স্তোম আড়াই-শ বছর ধরে স্তোত্রে প্রয়োগ করতে হয়। শা. ১৩/২৮/৮ সূত্রেও এই একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অগ্নেঃ ।। ২৭।। [২০]

অনু.— অগ্নির (অয়ন এ-বার বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— এ-বার অগ্নি-সত্র বলা হচ্ছে।

অগ্নিষ্টোমসহস্রম্ ।। ২৮।। [২১]

অনু.— (এই অয়ন সত্রে এক) হাজার অগ্নিষ্টোম।

ব্যাখ্যা— অগ্নিসত্রে এক হাজার দিন ধরে অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান হয়। এখানে শুধু বলা হয়েছে এক হাজার অগ্নিষ্টোম হবে। দিনের মোট সংখ্যার কথা স্পষ্টত বলা নেই বলে হাজারটি অগ্নিষ্টোম ছাড়াও প্রথম দিনে প্রায়ণীয় ও শেষ দিনে উদয়নীয় অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করতে হবে। 'অতিরাত্রঃ সহস্রম্ অহান্যতিরাত্রোঽগ্নেঃ সহস্রসাব্যম্''— শা. ১৩/২৭/৭।

সহস্রসাব্যম্ ইত্যেতদ্ আচক্ষতে ।। ২৯।। [২২]

অনু.— এই (অয়ন সত্রকে যাজ্ঞিকেরা) 'সহস্রসাব্য' বলেন।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা (১২/৬)

[সারস্বত-সত্র]

অথ সারস্বতানি ।। ১।।

অনু.— এর পর সারস্বত (সত্রগুলি বলা হচ্ছে)।

সরস্বত্যাঃ পশ্চিম উদকান্তে দীক্ষেরন্ ।। ২।।

অনু.— সরস্বতী নদীর পশ্চিম জলপ্রান্তে দীক্ষণীয়া ইষ্টি করবেন।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে পশ্চিম জলপ্রান্ত বলতে বোঝাচ্ছে যে-স্থানে সরস্বতী নদীর ধারা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে সেই 'সরস্বতীবিনশন' নামে স্থান। ''সরস্বত্যা বিনশনে দীক্ষা সারস্বতানাম্''— শা. ১৩/২৯/১।

তে তত্রৈব দীক্ষোপসদঃ কৃত্বা প্রায়ণীয়ঞ্চ সরস্বতীং দক্ষিণেন তীরেণ শম্যাপ্রাসে শম্যাপ্রাসেঽহরহর্ যজমানা অনুব্রজেয়ুঃ ।। ৩।।

অনু.— ঐ (যজমানেরা) ঐ স্থানেই দীক্ষণীয়া ও উপসদ্ ইষ্টি করে এবং প্রায়ণীয়া (ইষ্টি করে) দক্ষিণ তীর দিয়ে প্রতিদিন প্রত্যেক শম্যানিক্ষেপে যাগ করতে করতে সরস্বতী (নদীর) অনুগমন করবেন।

ব্যাখ্যা— শম্যাপ্রাস = শম্যা-নিক্ষেপ। সত্রযাগকারীরা সরস্বতী-বিনশনে দীক্ষণীয়া, প্রায়ণীয়া, উপসদ্ এবং ঔপবসথ্য দিনের কর্ম করে নদীর দক্ষিণ তীর ধরে জলের গতিপথ বরাবর এগিয়ে চলেন। প্রতিদিন তাঁরা একটি করে শম্যা (গরুর গাড়ীর সিমলি) ছোঁড়েন। ঐ শম্যা (= জোয়ালের খিল) যেখানে গিয়ে মাটিতে পড়ে সেখানে পরের দিন যাগ করা হয়। 'তত্রৈব' বলার তাৎপর্য হল সকল সারস্বত সত্রেই প্রায়ণীয় পর্যন্ত কর্মগুলি বিনশনস্থলেই করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'সহদেবোঽযজদ্ যত্র শম্যাক্ষেপেণ ভারত' (মহা. বন. ৯০/৫; ১২৯/১৪, ২১)। "ইষ্ট্বা সাংনায়্যেনাধ্বর্যুঃ শম্যাং পরাস্য তত্র গার্হপত্যং নিধায় ষট্‌ত্রিংশত্প্রক্রমেষ্বাহবনীয়ম্ অভ্যাদধাতি"— শা. ১৩/২৯/২।

সংহার্য উলূখলবুধ্নো যূপঃ ।। ৪।।

অনু.— (এই সত্রে) বহনযোগ্য ও উলূখলের মূলের মতো যূপ (ব্যবহৃত হয়)।

ব্যাখ্যা— যূপের তলাটা উলূখলের তলার মতো এমন চওড়া হবে যে, তা না পুঁতে মাটির উপর রেখে দিলে পড়ে যাবে না এবং এই যূপটি এমন হাল্কা হবে যে, তা যেন অন্যত্র সহজে বহন করা যায়। শা. ১৩/২৯/৫ সূত্রে 'সংহার্য' শব্দটি নেই।

চক্রীবন্তি সদোহবির্ধানানি ।। ৫।।

অনু.— সদোমণ্ডপ এবং হবির্ধানমণ্ডপ চক্রযুক্ত (হবে)।

ব্যাখ্যা— সূত্রে দ্বিবচনের পরিবর্তে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে দু-টি মণ্ডপের বিশালতা বোঝাবার জন্য। দুই মণ্ডপকে চক্রযুক্ত শকটের অথবা রথের আকারে নির্মাণ করতে হয়। কেউ কেউ মনে করেন চক্রযুক্ত মণ্ডপ বলতে বোঝাচ্ছে বহন (চালন)-যোগ্য দু-টি মণ্ডপ। "চক্রীবত্ সদঃ"— শা. ১৩/২৯/৩।

আগ্নীধ্রীয়ং পত্নীশালং চ ।। ৬।।

অনু.— আগ্নীধ্রীয় এবং পত্নীশালা (চক্রযুক্ত হবে)।

ব্যাখ্যা— পত্নীশালা থাকে ঐষ্টিক বেদির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের আছে। "তথাগ্নীধ্রম্"— শা. ১৩/২৯/৪।

দক্ষিণপুরস্তাদ্ আহবনীয়স্যাবস্থায় ব্রহ্মা শম্যাং প্রহরেত্ সা যত্র নিপতেত্ তদ্ গার্হপত্যস্যায়তনং ততোঽ ধিবিহারঃ ।। ৭।।

অনু.— আহবনীয়ের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মা শম্যা ছোঁড়েন। ঐ (শম্যা) যেখানে (গিয়ে মাটিতে) পড়ে সে-টি (হয়) গার্হপত্যের স্থান। সেই অনুযায়ী (সম্পূর্ণ) যজ্ঞভূমি (প্রস্তুত হয়)।

ব্যাখ্যা— সেই গার্হপত্য থেকে উচিত দূরত্বে আহবনীয়, সদোমণ্ডপ ইত্যাদি প্রস্তুত করতে হবে।

বিষমে চেন্ নিপতেদ্ উদ্‌ধৃত্য সমে বিহরেয়ুঃ ।। ৮।।

অনু.— যদি উঁচু-নীচু স্থানে পড়ে (তাহলে ঐ শম্যা) তুলে নিয়ে (আবার সামনে ছুঁড়ে) সমতল (স্থানে ফেলে সেখানেই যজ্ঞভূমি) প্রস্তুত করবেন।

অপ্সু চেদ্ বারুণং পুরোডাশং নিরবপেয়ুর্ অপাংনপ্ত্রে চরুম্ অপাংনপাদা হ্যস্থাদুপস্থং সমন্যা যন্ত্যুপ যন্ত্যন্যা ইতি ।। ৯।।

অনু.— যদি (ঐ শম্যা) জলে (গিয়ে পড়ে তাহলে) বরুণ দেবতার পুরোডাশ (এবং) অপাং নপাত্ দেবতার উদ্দেশে চরু (আহুতি দেবেন)। (দ্বিতীয় দেবতার অনুবাক্যা এবং যাজ্যা) 'অপাং-' (২/৩৫/৯), 'সম-' (২/৩৫/৩)।

আতঃ সমানং সর্বেষাম্ ।। ১০।। [৯]

অনু.— এই পর্যন্ত সব (সারস্বত সত্রের অনুষ্ঠানই) সমান।

মিত্রাবরুণয়োর্ অয়নম্ ।। ১১।। [১০]

অনু.— (এখন) মিত্রবরুণ-অয়ন (নামে সারস্বত সত্র বলা হচ্ছে)।

কুণ্ডপায়িনাম্-অয়নস্যাদ্যান্ ষণ্ মাসান্ আবর্তয়ন্তো ব্রজেয়ুঃ ।। ১২।। [১১]

অনু.— এই সত্রে কুণ্ডপায়ী-অয়নের (অগ্নিহোত্র প্রভৃতি) প্রথম ছ-টি মাসের আবৃত্তি করতে করতে চলবেন।

মাসি মাসি চ গোআয়ুষী উপেয়ুর্ আয়ুর্ অযুগ্মেষু গৌর্ যুগ্মেষু। ।। ১৩।। [১২]

অনু.— এবং মাসে মাসে গোষ্টোম ও আয়ুষ্টোম করবেন। আয়ুষ্টোম (হবে) বিজোড় (মাসগুলিতে এবং) গোষ্টোম (হবে) জোড় (মাসগুলিতে)।

ব্যাখ্যা— যাতে কৃষ্ণাচতুর্দশীর দিন ঔপবসথ অনুষ্ঠান হতে পারে এমনভাবে শুক্লপক্ষে ষষ্ঠী তিথিতে দীক্ষণীয়া ইষ্টি দিয়ে সত্র শুরু হয়। তার পর বারো দিন ধরে দীক্ষণীয়া ও বারো দিন ধবে উপসদ্ হওয়ার পরে আগামী অমাবস্যায় হয় প্রায়ণীয় অতিরাত্র। এর পর কুণ্ডপায়ী-অয়নের অগ্নিহোত্র প্রভৃতি ছ-টি মাসের আবৃত্তি করে করে মাঝে প্রায়ণীয়ের পরে প্রথম যে পূর্ণিমা পড়ে সেই দিন গোষ্টোম এবং পরবর্তী পূর্ণিমায় আয়ুষ্টোমের অনুষ্ঠান করতে হয়। তার পরে আবার গোষ্টোম ও আয়ুষ্টোম। এইভাবে প্রত্যেক বিজোড় পূর্ণিমায় আয়ুষ্টোম এবং যুগ্ম পূর্ণিমায় গোষ্টোমের অনুষ্ঠান করে চলতে হয়। বিজোড় ও জোড় মাস প্রায়ণীয়ের দিন থেকে নয়, দীক্ষণীয়া ইষ্টির দিন থেকেই হিসাব করা হয়। তাই এই ব্যবস্থা। সাথে সাথে চলে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি হবির্যজ্ঞেরও চক্রাকারে পুনরাবৃত্তি। সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীর ধরে এইভাবে যাগ করতে করতে প্লাক্ষপ্রস্রবণের কাছে এগিয়ে যেতে হয়।

ইতি নু প্রথমঃ কল্পঃ ।। ১৪।। [১৩]

অনু.— (মিত্রবরুণ-অয়নের) এই হল প্রথম রীতি।

অথ দ্বিতীয়ঃ ।। ১৫।। [১৪]

অনু.— এ-বার দ্বিতীয় (রীতি বলা হচ্ছে)।

যথামাবাস্যায়াম্ অতিরাত্রঃ স্যাত্ তথা দীক্ষেরন্ ।। ১৬।। [১৫]

অনু.— যাতে (আগামী) অমাবস্যায় (প্রায়ণীয়) অতিরাত্র হয় তেমনভাবে দীক্ষণীয়া ইষ্টি করবেন।

তেঽমাবাস্যায়াম্ অতিরাত্রং সংস্থাপ্য তদ্-অহর্ এবামাবাস্যস্য সাংনায্যবৎসান্ অপাকুর্যুঃ ।। ১৭।। [১৬]

অনু.— তাঁরা অমাবস্যায় অতিরাত্র শেষ করে ঐ দিনই দর্শযাগের সান্নায্যসম্পর্কিত বাছুরগুলি (মায়ের কাছ থেকে) সরিয়ে নেবেন।

ব্যাখ্যা— সত্রীরা প্রায়ণীয় অতিরাত্রের আশ্বিন গ্রহ ও শস্ত্র পর্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠান একদিনেই শেষ করে ঐ অমাবস্যার দিনই দর্শযাগের সান্নায্য-আয়তির জন্য বৎস-অপাকরণ করবেন। দর্শযাগ হবে অবশ্য পরের দিনে। এই মতে এখানে কুণ্ডপায়ী-অয়নের প্রথম ছ-মাসের আবৃত্তি করতে হয় না, আবৃত্তি হয় শুধু দর্শ-পূর্ণমাসের।

তং পক্ষম্ অমাবাস্যেন ব্রজিত্বা পৌর্ণমাস্যাং গাম্ উপেয়ুঃ ।। ১৮।। [১৭]

অনু.— ঐ (শুক্ল) পক্ষ ধরে দর্শ দ্বারা যাগ করে পূর্ণিমায় গোষ্টোম করবেন।

ব্যাখ্যা— সূত্রের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে— ঐ পর্ব (শুক্ল) পক্ষ অমাবস্যা ইষ্টি দ্বারা বিচরণ করে পূর্ণিমায় গোষ্টোম করবেন। মূল অর্থ অবশ্য একই। "তম্ এতম্ আপূর্যমাণপক্ষম্ অমাবাস্যেন যন্তি; তেষাং পৌর্ণমাস্যাং গৌর্ উক্থ্যো"— শা. ১৩/২৯/৭, ৮।

পৌর্ণমাসেনোত্তরং ব্রজিত্বামাবাস্যায়াম্ আয়ুষম্ উপেয়ুঃ ।। ১৯।। [১৭]

অনু.— পরবর্তী (কৃষ্ণপক্ষ) ধরে পৌর্ণমাস দ্বারা যাগ করে অমাবস্যায় আয়ুষ্টোম করবেন।

ব্যাখ্যা— আক্ষরিক অর্থ— পৌর্ণমাস ইষ্টি দ্বারা পরবর্তী (কৃষ্ণ) পক্ষ বিচরণ করে অমাবস্যায় আয়ুষ্টোম করবেন। মূল অর্থ অবশ্য সেই একই। " তম্ এতম্ অপক্ষীয়মাণপক্ষং পৌর্ণমাস্যেন যন্তি; তেষাম্ অমাবাস্যায়াম্ আয়ুর্ উক্থ্যো"— শা. ১৩/২৯/৯, ১০।

এবম্ আবর্তয়ন্তো ব্রজেয়ুঃ ।। ২০।। [১৮]

অনু.— (প্লাক্ষপ্রস্রবণে না পৌঁছান পর্যন্ত) এইভাবে আবর্তন করতে করতে চলবেন।

ইন্দ্রাগ্ন্যোর্-অয়নম্ ।। ২১।। [১৯]

অনু.— এ-বার ইন্দ্রাগ্নি-অয়ন (নামে সারস্বত সত্র বলা হচ্ছে)।

গোআয়ুষীভ্যাম্ ।। ২২।। [২০]

অনু.— (এই সত্রে যাগের সমাপ্তি পর্যন্ত) গোষ্টোম এবং আয়ুষ্টোম দ্বারা (বারে বারে অনুষ্ঠান করে চলবেন)।

ব্যাখ্যা— "অতিরাত্রোঽভিজিদ্‌বিশ্বজিতৌ গো-আয়ুষী ইন্দ্রকুক্ষী অতিরাত্রঃ"— শা. ১৩/২৯/২৩।

অর্যম্ণোঽয়নম্ ।। ২৩।। [২১]

অনু.— অর্যমা-অয়ন (নামে সারস্বত সত্র এ-বার বলা হচ্ছে)।

ত্রিকদ্রুকৈঃ ।। ২৪।। [২১]

অনু.— (এই সত্রে বারে বারে) ত্রিকদ্রুক দ্বারা (অনুষ্ঠান করবেন)।

ব্যাখ্যা— এই আবৃত্তি দণ্ডকলিতবৎ অর্থাৎ সম্পূর্ণ একটি ত্রিকদ্রুক শেষ হলে তবে আর একটি ত্রিকদ্রুক এবং সেই ত্রিকদ্রুক শেষ হলে অপর একটি ত্রিকদ্রুক এইভাবে বারে বারে ত্রিকদ্রুকের আবৃত্তি হবে। ত্রিকদ্রুকের অন্তর্গত কোন একটি দিনের পর পর কয়েক দিন ধরে পুনরাবৃত্তি করে পরে অপর একটি দিনের পুনরাবৃত্তি করলে চলবে না। দণ্ডের একাংশ নয়, সমগ্র দণ্ড দ্বারা বারে বারে ক্ষেত্র প্রভৃতি মাপার মতো আবৃত্তি হয় বলে এই আবৃত্তিকে বলা হয় দণ্ডকলিতবৎ আবৃত্তি। "অতিরাত্রো জ্যোতির্ গৌর্ আয়ুর্ বিশ্বজিদ্-অভিজিতৌ"— শা. ১৩/২৯/২৫। এখানে উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী সূত্রের 'অর্যম্ণোরয়নম্' পাঠান্তরও পাওয়া যায়।

সরস্বতীপরিসর্পণস্য শস্যম্ উক্তং গবাম্-অয়নেন ।। ২৫।। [২২]

অনু.— সরস্বতী-পরিসর্পণ (নামে সারস্বত সত্রের) শস্ত্র গবাময়ন দ্বারা বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা— 'শস্যম্' বলায় শস্ত্রগুলিই কেবল গবাময়নের মতো হবে, উত্থান প্রভৃতি অন্যান্য নিয়মের ক্ষেত্রে সারস্বতসত্রের নিজ বৈশিষ্ট্যই বজায় থাকবে।

একপাতীনি ত্বহান্যতিরাত্রাঃ ।। ২৬।। [২৩]

অনু.— (গবাময়নের) একক দিনগুলি কিন্তু (এখানে) অতিরাত্র।

ব্যাখ্যা— যদিও সরস্বতী-পরিসর্পণের শস্ত্র গবাময়নের মতোই, তবুও চতুর্বিংশ, অভিজিত্, বিষুবান্, মহাব্রত প্রভৃতি একদিনের সুত্যা-অনুষ্ঠানগুলি এখানে অতিরাত্র হবে। চতুর্বিংশ প্রভৃতি দিনগুলি একক, কারণ এগুলি ষড়হ, দশরাত্র অথবা দ্বাদশাহের মতো সঙ্ঘবদ্ধ নয়।

পৃষ্ঠ্যাহশ্ চতুর্থম্ ।। ২৭।। [২৪]

অনু.— পৃষ্ঠ্যষড়হের চতুর্থ (দিনটিও এখানে অতিরাত্র হবে)।

ইতি নু গতয়ঃ ।। ২৮।। [২৫]

অনু.— (সব সারস্বত সত্রেরই) এই হল অনুষ্ঠানরীতি।

অথোত্থানানি ।। ২৯।। [২৬]

অনু.— এ-বার (সমস্ত সারস্বত সত্রেরই) সমাপ্তির (কথা বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— উত্থান = উঠে পড়া, অসমাপ্ত অবস্থায় ত্যাগ করা। ৩০ নং এবং ৩৫-৩৭ নং এই চারটি সূত্রে মোট চারটি (বা পাঁচটি) সময়ে উত্থান অর্থাৎ মাঝপথে কর্ম অসমাপ্ত রেখেই উঠে পড়ার কথা বলা হচ্ছে।

প্লাক্ষং প্রস্রবণং প্রাপ্যোত্থানম্ ।। ৩০।। [২৭]

অনু.— প্লাক্ষ প্রস্রবণে এসে পরিত্যক্ত (হয়)।

ব্যাখ্যা— যে স্থানে সরস্বতীর লুপ্ত ধারার পুনঃপ্রকাশ ঘটেছে সেই স্থানের নাম 'প্লাক্ষ প্রস্রবণ'। সেই স্থানে সারস্বত সত্র শেষ করতে হয়—'উত্থানম্ এব কর্তব্যং, ন ক্রমপ্রাপ্তং কর্ম আরব্ধব্যম্' (না.)। উদয়নীয় অতিরাত্রেই শেষ করতে হবে। শা. ১৩/২৯/২০ সূত্রেও সত্রসমাপ্তির এই বিধানই দেওয়া হয়েছে।

তে যমুনায়াং কারপচবেহবভৃথম্ অভ্যুপেয়ুঃ ।। ৩১।। [২৮]

অনু.— ঐ (সত্রীরা) যমুনায় কারপচব (স্থানে) অবভৃথ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্লাক্ষপ্রস্রবণে এসে সত্রসমাপ্তির ক্ষেত্রে ৩১-৩৩ নং সূত্র প্রযোজ্য। শা. ১৩/২৯/২১ সূত্রেও এই স্থানেই অবভৃথ করতে বলা হয়েছে।

উদ্-এত্যাগ্নয়ে কামায়েষ্টির্ বৈরাজতন্ত্রা ।। ৩২।। [২৯]

অনু.— (অবভৃথ থেকে) উঠে এসে কাম অগ্নির উদ্দেশে 'বৈরাজতন্ত্রা' (ইষ্টি করবেন)।

ব্যাখ্যা— মিত্রাবরুণ নামে সারস্বত অয়নেই প্লাক্ষপ্রস্রবণে সত্রসমাপ্তির ক্ষেত্রে এই বিধান দেখা যায়— শা. ১৩/২৯/২০।

তস্যাম্ অশ্বাং চ পুরুষীম্ চ ধেনুকে দদ্যুঃ ।। ৩৩।। [৩০]

অনু.— (ঐ ইষ্টিতে) ধেনু (অবস্থায় বর্তমান) স্ত্রী অশ্ব এবং নারী (দাসী দক্ষিণা) দেবেন।

ব্যাখ্যা— 'পুরুষজাতৌ স্ত্রী পুরুষী ইত্যুচ্যতে' (না.)। শা. ১৩/২৯/২১ সূত্রের বিধানও এই সূত্রেরই মতো।

এতদ্ বোত্থানম্ ।। ৩৪।। [৩১]

অনু.— অথবা (সারস্বত সত্রগুলির) সমাপ্তি (হবে) এই (প্রকারের)।

ব্যাখ্যা— এই প্রকারে অর্ধপথে পরিত্যাগ করা হবে অথবা পরে ৩৫-৩৭ নং সূত্রে যেমন বলা হচ্ছে সেইভাবে সত্রটি পরিত্যক্ত হবে। বৃত্তি অনুযায়ী অর্থ— উত্থান বিকল্পে এইভাবে হয় অথবা পরে যেমন বলা হচ্ছে সেইভাবে হবে। তাঁর মতে পরবর্তী সূত্রগুলি থেকেই বিকল্পের কথা বুঝা যাচ্ছে বলে এই সূত্রটি তাই না করলেও চলত, তবুও সূত্রটি করার অভিপ্রায় এই যে, পরবর্তী সূত্রগুলিতে যে-সব উত্থানের কথা বলা হচ্ছে সেগুলির ক্ষেত্রে ৩২ নং সূত্রে বিহিত বৈরাজতন্ত্রা ইষ্টিটি করতে হবে না, কেবল যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবেই উত্থান করতে হবে।

ঋষভৈকশতানাং বা গবাং সহস্রভাবে ।। ৩৫।। [৩২]

অনু.— অথবা ঋষভসমেত একশ গরুর সহস্রতা- প্রাপ্তিতে (উত্থান হবে)।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে সত্রের শুরুতে একটি ঋষভ-সমেত একশ গরু ছেড়ে দেওয়া হয়। গরুগুলি যখন প্রজননের ফলে সংখ্যায় এক হাজার দাঁড়ায় তখন সারস্বত সত্রের সমাপ্তি ঘটান যেতে পারে। ৪০ নং সূ. দ্র.। শা. ১৩/২৯/১৬, ১৭ সূত্রেও এই বিধানই দেওয়া হয়েছে।

সর্বস্বজ্যান্যাম্ ।। ৩৬।। [৩৩]

অনু.— (অথবা) সর্বস্ব নষ্ট হলে (উঠে পড়বেন)।

ব্যাখ্যা— √জ্যা + নি (উণাদি ৪৮৮) = জ্যানি = হানি। বিকল্পে সর্বস্ব চুরি গেলে অথবা ঐ একশ গরুর সবগুলিই নষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে সত্র শেষ করবেন। ৩৮ নং সূ. দ্র.। "সর্বেষু বোপহতেষু" শা. ১৩/২৯/১৮।

গৃহপতিমরণে বা ।। ৩৭।। [৩৪]

অনু.— অথবা গৃহপতির মৃত্যু হলে (উঠে পড়বেন)।

ব্যাখ্যা— ৩৯ নং সূ. দ্র.। শা. ১৩/২৯/১৯ সূত্রের বিধানও তা-ই।

জ্যান্যাং তূত্তিষ্ঠন্তো বিশ্বজিতাতিরাত্রেণোত্তিষ্ঠেয়ুঃ ।। ৩৮।। [৩৫]

অনু.— সর্বস্বনাশে সমাপ্তি ঘটাতে থাকলে বিশ্বজিত্ অতিরাত্র দ্বারা (অনুষ্ঠান করে) উঠে পড়বেন।

ব্যাখ্যা— ৩৬ নং সূত্রে বিহিত সর্বস্ব অপহরণের বা বিনাশের ক্ষেত্রে বিশ্বজিত্ যাগে অনুষ্ঠেয় অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করে সত্রের সমাপ্তি ঘটাতে হয়।

গৃহপতিমরণ আয়ুষা ।। ৩৯।। [৩৪]

অনু.— গৃহপতির মৃত্যুতে আয়ুষ্টোম দ্বারা (সত্র সমাপ্ত করবেন)।

ব্যাখ্যা— ৩৭ নং সূত্রের ক্ষেত্রে এই নিয়ম।

গবা গবাং সহস্রভাবে ।। ৪০।। [৩৪]

অনু.— গরু দ্বারা গরুর সহস্রত্বে গোষ্টোম দ্বারা (সমাপ্ত করবেন)।

ব্যাখ্যা— ৩৫ নং সূত্রের ক্ষেত্রে এই নিয়ম। ৩০ নং সূত্রের ক্ষেত্রে এবং ৩৬ নং সূত্রের (অপহরণ নয়) গো-বিনাশের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু বলা না থাকায় সেখানে উদয়নীয় অতিরাত্র দ্বারাই সত্রের সমাপ্তি ঘটাতে হবে।

ইতি শস্যম্ ।। ৪১।। [৩৫]

অনু.— এই (হল বিভিন্ন সোমযাগের) শস্ত্র।

ব্যাখ্যা— পঞ্চম অধ্যায় থেকে এতক্ষণ সোমযাগে যে যে মন্ত্র হোতৃবৃন্দের পাঠ্য তা বিস্তৃতভাবে বলা হল।

সপ্তম কণ্ডিকা (১২/৭)

[সত্রে বিভিন্ন সবনীয় পশু]

অথ সবনীয়াঃ ।। ১।।

অনু.— এর পর (সবনীয় পশুযাগে যে যে) সবনীয় (পশু বলি দিতে হয় তা বলা হচ্ছে)।

ক্রতুপশবো বাত্যন্তম্ ।। ২।।

অনু.— (সত্রে) ক্রতুপশুগুলিই শেষ দিন পর্যন্ত (সংস্থা অনুযায়ী আহুতি দিতে হয়)।

ব্যাখ্যা— ৫/৩/৩ সূত্রে অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী এবং অতিরাত্রের সুত্যাদিনে কোন্ কোন্ দেবতার উদ্দেশে কি কি পশু আহুতি দিতে হয় তা বলা হয়েছে। গবাময়ন যাগে প্রথম দিন থেকে সমাপ্তির দিন পর্যন্ত প্রতিদিন সংস্থা অনুযায়ী সেই সেই দেবতার উদ্দেশে সেই সেই পশুই আহুতি দেওয়া যেতে পারে।

আগ্নেয়ো বৈন্দ্রাগ্নো বা ।। ৩।।

অনু.— অথবা (সত্রে প্রতিদিনই সবনীয় পশু হবে) অগ্নিদেবতার অথবা ইন্দ্র-অগ্নি দেবতার (উদ্দিষ্ট)।

আগ্নেয়ং বা রথন্তরপৃষ্ঠেষু ।। ৪।।

অনু.— অথবা রথন্তরপৃষ্ঠযুক্ত (সুত্যাদিনগুলিতে) অগ্নিদেবতার (পশুই হবে সবনীয় পশুযাগের আহুতিদ্রব্য)।

ব্যাখ্যা— গর্ভকার স্তুতির ক্ষেত্রে রথন্তরের সঙ্গে বৈরূপ অথবা শাক্কর সাম গাওয়া হলেও এই নিয়ম এবং রথন্তরের যোনিতে নৌধস সাম গাওয়া হলেও এই নিয়ম।

ঐন্দ্রং বৃহত্পৃষ্ঠেষু ।। ৫।।

অনু.— বৃহত্পৃষ্ঠযুক্ত (দিনগুলিতে) ইন্দ্রদেবতার (পশু আহুতিদ্রব্য)।

ব্যাখ্যা— গর্ভকার হলে অথবা বৃহত্পৃষ্ঠে বৈরাজ বা রৈবত সাম গাওয়া হলেও এই নিয়ম।

ঐকাদশিনান্ বা ।। ৬।।

অনু.— অথবা (সত্রে প্রতিদিন সবনীয় পশুযাগে সব-কটি) ঐকাদশিন (একসাথে আহুতি দেবেন)।

ব্যাখ্যা— ৮ নং সূ. দ্র.।

প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োর্ অতিরাত্রয়োঃ সমস্তান্ আলভেরন্। ঐন্দ্রাগ্নম্ অন্তর্মৌ বা ।। ৭।।

অনু.— অথবা প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় অতিরাত্রে সমস্ত (ঐকাদশিন পশু একসাথে) বধ করবেন। (এবং) মধ্যে ইন্দ্র-অগ্নি-দেবতার (উদ্দিষ্ট পশু বধ করবেন)।

ব্যাখ্যা— বিকল্পে সত্রে প্রথম ও শেষ দিন ঐকাদশিন এগারটি করে পশু এবং মধ্যবর্তী দিনগুলিতে ইন্দ্র-অগ্নির উদ্দেশে একটি করে পশু বধ করবেন। প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় অতিরাত্রের কথা বলায় 'অগ্নিষ্টুত্ প্রায়ণীয়স্থানে' (১১/২/১৭) ইত্যাদি স্থলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

অন্বহং বৈকৈকশ ঐকাদশিনান্ ।। ৮।।

অনু.— অথবা প্রতিদিন এক একটি ঐকাদশিন (পশুবধ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'দণ্ডকলিতবত্' এগার দিন ধরে একটি করে ঐকাদশিন পশু আহুতি দেওয়ার পরে আবার পরবর্তী এগার দিনে একটি করে পশু আহুতি দিতে হবে। এক বিশেষ ঐকাদশিন পশু কয়েক দিন ধরে আহুতি দিয়ে তার পর অন্য এক বিশেষ ঐকাদশিন পশুকে কয়েক দিন ধরে আহুতি দিলে হবে না।

ন ত্বেবৈকাদশিনীং ন্যূনাম্ আলভেরন্ ।। ৯।।

অনু.— কিন্তু অসমাপ্ত ঐকাদশিন বধ করবেনই না।

ব্যাখ্যা— সত্রযাগে প্রত্যেক এগার দিনে একটি করে ঐকাদশিন পশুর অনুষ্ঠান করতে হলে ৩৬১ দিনে মোট তেত্রিশটি সমগ্র ঐকাদশিন পূর্ণ হতে পারে যদি আরও দু-টি পশু বধ করা হয়, কারণ ৩৩ × ১১ = ৩৬৩। আবার ৩২ × ১১ = ৩৫২। সমগ্র ৩৫২ দিনে বত্রিশটি ঐকাদশিন (= এগার পশুর যূথ) সম্পূর্ণ করার পরে বাকী যে ন-টি দিন তা-তে আর একটি ঐকাদশিন শুরু করলে তা পূর্ণ হতে দু-টি পশু বাকী থেকে যাবে। তেত্রিশতম ঐকাদশিন তাই শুরু না করে তার পরিবর্তে ১১ নং অথবা ১২ নং সূত্র অনুসারে শেষ ন-দিন অন্য পশুযাগের অনুষ্ঠান করবেন।

এতেন চেত্ পশ্বয়নেনেয়ুস্ তৃতীয়েঽহনি দশরাত্রস্য দ্বাত্রিংশতম্ একাদশিন্যঃ সন্তিষ্ঠন্তেঽত এতস্মিন্ নবরাত্রেঽতিরিক্তপশূন্ আলভেরন্ ।। ১০।।

অনু.— যদি (প্রতিদিন) এই (একাদশিন এগারটি পশুর একটি করে) পশুযাগ দ্বারা যাগ করেন (তাহলে সত্রে) দশরাত্রের তৃতীয় দিনে বত্রিশটি একাদশিন সম্পন্ন হয়। অতএব (সত্রের অবশিষ্ট) এই নয় দিনে 'অতিরিক্ত' পশু বধ করবেন।

ব্যাখ্যা— 'অতিরিক্ত' পশুর জন্য পরবর্তী সূ. দ্র.।

বৈষ্ণবং বামনম্ একবিংশে, ঐন্দ্রাগ্নং ত্রিণবে, বৈশ্বদেবং ত্রয়স্ত্রিংশে, দ্যাবাপৃথিবীয়াং ধেনুং চতুর্বিংশে, তস্যা এব বত্সং বায়ব্যং চতুশ্চত্বারিংশে, আদিত্যাং বশাম্ অষ্টাচত্বারিংশে, মৈত্রাবরুণীম্ অবিবাক্যে, বৈশ্বকর্মণম্ ঋষভং মহাব্রত, আগ্নেয়ম্ উদয়নীয়েঽতিরাত্রে ।। ১১।। [১১, ১২, ১৩]

অনু.— একবিংশে বিষ্ণুর উদ্দেশে ছোট গাভী, ত্রিণবে ইন্দ্র-অগ্নির উদ্দেশে (গাভী), ত্রয়স্ত্রিংশে বিশ্বেদেবাঃ-র উদ্দেশে (গাভী), চতুর্বিংশে দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশে ধেনু, চতুশ্চত্বারিংশে বায়ুর উদ্দেশে ঐ (ধেনুরই) বৎস, অষ্টাচত্বারিংশে অদিতির উদ্দেশে বন্ধ্যা গাভী, অবিবাক্যে মিত্র-বরুণের উদ্দেশে (বন্ধ্যা গাভী), মহাব্রতে বিশ্বকর্মার উদ্দেশে ঋষভ, উদয়নীয় অতিরাত্রে অগ্নিদেবতার উদ্দেশে (গাভী হবে সবনীয় 'অতিরিক্ত পশু')।

ব্যাখ্যা— সূত্রে শেষ তিন দিন ছাড়া অন্য দিনগুলির ক্ষেত্রে দিনের উল্লেখ না করে ঐ দিনে যে স্তোম প্রয়োগ করা হয় তারই উল্লেখ করা হয়েছে। দশরাত্রের চতুর্থ দিন থেকে সত্রের অবশিষ্ট নয় দিন যথাক্রমে এই পশুগুলি এই এই দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়। এই পশুগুলিকেই বলা হয় 'অতিরিক্ত পশু'।

অপি বৈকাদশিনীম্ এব ত্রয়স্ত্রিংশীং পূরয়েয়ুর্ অভিজিদ্‌বিশ্বজিদ্‌বিষুবন্তি দ্বিপশূনি স্যুঃ ।। ১২।। [১৪]

অনু.— অথবা (সত্রের অবশিষ্ট নয় দিনে) তেত্রিশতম ঐকাদশিন সম্পূর্ণ করবেন। (এই উদ্দেশে) অভিজিত্, বিশ্বজিত্ ও বিষুবান্ (দিনগুলি) দুই-পশু বিশিষ্ট হবে।

ব্যাখ্যা— যদিও ১০ নং সূত্রের ব্যাখ্যা-অনুযায়ী তেত্রিশতম ঐকাদশিন সম্পূর্ণ হতে আরও দু-দিন সময় থাকার দরকার কিন্তু হাতে তা নেই, তবুও তার অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। বত্রিশটি সমগ্র ঐকাদশিন হয়ে যাওয়ার পরে হাতে থাকে মোট ন-টি দিন। পশুর সংখ্যা এগারটি। নয় দিনে ন-টি পশু বলি দিয়ে আরও দুটি অতিরিক্ত পশুর ব্যবস্থা কোথাও করা গেলে সমস্যার সমাধান হয়। অভিজিত্ ও বিশ্বজিত্-এর দিনে একটি করে অতিরিক্ত পশু তাই বলি দিতে হবে। ঐ দু-টি দিনে তাহলে স্বাভাবিক ঐকাদশিনের একটি ও তেত্রিশতম ঐকাদশিনের সঙ্গে সম্পর্কিত অতিরিক্ত একটি এই মোট দু-টি করে পশু বলি দেওয়া যেতে পারে। সূত্রে বিষুবানের দিনেও যে দু-টি পশু বলি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা পরিসংখ্যার আশঙ্কা দূর করার জন্য। ৮/৬/৪, ৫ সূত্র অনুযায়ীই বিষুবানে একটি সবনীয় পশুযাগের পরে আরও একটি পশুযাগের অর্থাৎ মোট দু-টি পশুযাগেরই অনুষ্ঠান করতে হয়। এই সূত্রে শুধু অভিজিত্ ও বিশ্বজিতেই দু-টি করে পশুযাগ হয় এ-কথা বললে অর্থ হতে পারে যে, এই দুটি দিনেই দু-টি করে পশুযাগ হবে, অন্য কোন দিনে হবে না। ঐ বিপরীত অর্থ যাতে না হয় সেই কারণেই আলোচ্য সূত্রে বিষুবানে অনুষ্ঠেয় দু-টি পশুর কথা বলা হয়েছে। বিষুবানে অনুষ্ঠেয় দু-টি পশুর কোনটির সঙ্গেই তেত্রিশতম ঐকাদশিনের সংখ্যাপূরণের কিন্তু কোনও সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই।

অষ্টম কণ্ডিকা (১২/৮)

[সত্রীদের পালনীয় বিধি, নিয়মলঙ্ঘনে প্রায়শ্চিত্ত, আহারে ব্রতবিধান]

অথ সত্রিধর্মাঃ ।। ১।।

অনু.— এ-বার সত্রীদের (পালনীয়) নিয়মগুলি (বলা হচ্ছে)।

ব্যাখ্যা— বৃত্তিকারের মতে এখানে সত্রী বলতে শুধু যে সত্রযাগে অংশগ্রহণকারীদেরই বোঝাচ্ছে তা নয়, বোঝাচ্ছে যে-কোন সোমযাগেই অংশগ্রহণকারী সকল যজমানকেই— 'সত্রিগ্রহণং যজমানোপলক্ষণার্থম্। তেনৈকাহাহীনেষ্বপি যজমানানাং ধর্মা ভবন্তি'।

দীক্ষণাদি পিত্র্যাণাং দৈবানাঞ্চ চ ধর্মাণাং প্রাকৃতানাং নিবৃত্তিঃ ।। ২।।

অনু.— দীক্ষণীয়া ইষ্টি থেকে নিত্য অনুষ্ঠেয় (সমস্ত) পিতৃকর্ম ও দেবকর্মের নিবৃত্তি (ঘটে)।

ব্যাখ্যা— প্রাকৃত = অবশ্য অনুষ্ঠেয় পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি নিত্যকর্ম। অবশ্যকর্তব্য যাগ হলেও দীক্ষণীয়া ইষ্টির পর থেকে সত্রে অন্যান্য অগ্নিহোত্র প্রভৃতি সমস্ত দেবকর্ম ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশে করণীয় পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ কর্ম বন্ধ রাখতে হয়, শুধু আরব্ধ অনুষ্ঠানগুলিই করতে হয়।

সর্বশশ্ চ বর্জয়েয়ুর্ গ্রামচর্যাম্ ।। ৩।।

অনু.— এবং (সত্রীরা) সর্বপ্রকারে গ্রাম্য কর্ম ত্যাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— দেহে, মনে ও বাক্যে নারীসঙ্গ কামনাকে বলে 'গ্রাম্য কর্ম'। সত্রী ও সকল যজমান তা বর্জন করবেন। 'বর্জয়েয়ুঃ' পদটি ১০নং সূত্র পর্যন্ত এবং ১৬-১৭ নং সূত্রে অনুবৃত্ত হচ্ছে।

সরণম্ ।। ৪।।

অনু.— ছুটাছুটি (ত্যাগ করবেন)।

বিবৃতস্ময়নম্ ।। ৫।।

অনু.— মুখ খুলে হাসা (বর্জন করতে হবে)।

ব্যাখ্যা— হাসি পেলে হাত দিয়ে মুখ ঢাকা দিয়ে হাসবেন।

স্ত্র্যভিহাসম্ ।। ৬।।

অনু.— স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসা (বর্জন করবেন)।

ব্যাখ্যা— নারীদের সঙ্গে হাস্যালাপ বর্জনীয়।

অনার্যাভিভাষণম্ ।। ৭।।

অনু.— অনার্যদের সঙ্গে কথাবার্তা (ত্যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— 'অনার্য' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বৃত্তিকার বলেছেন— 'অনার্যাঃ প্রতিলোমা অনুলোমাশ্ চ দৃষ্টদোষিণশ্ চ' (না.)।

অনৃতং ক্রোধম্ অপাং প্রগাহণম্ অভিবর্ষণম্ ।। ৮।। [৮, ৯]

অনু.— মিথ্যাভাষণ, ক্রোধ, জলে অবগাহন, শরীরে বৃষ্টিপাত (বর্জন করবেন)।

আরোহণঞ্ চ বৃক্ষস্য নাবো বা। রথস্য বা ।। ৯।। [১০, ১১]

অনু.— এবং বৃক্ষে অথবা নৌকায় অথবা রথে আরোহণ (ত্যাগ করবেন)।

দীক্ষিতাভিবাদনম্ ।। ১০।। [১২]

অনু.— দীক্ষিতের অভিবাদন (বর্জন করবেন)।

ব্যাখ্যা— সত্রীরা দীক্ষিত ব্যক্তি পূজনীয় হলেও তাঁকে কোন প্রকার অভিবাদন করবেন না।

দীক্ষিতস্ ত্বৌপসদম্ ।। ১১।। [১৩]

অনু.— দীক্ষিত (ব্যক্তি) কিন্তু উপসদের অনুষ্ঠানকারীকে (অভিবাদন করবেন)।

ব্যাখ্যা— দীক্ষণীয়া ইষ্টির পরে উপসদ্ ইষ্টির অনুষ্ঠান হয়। উপসদ্‌কারী দীক্ষণীয়কারীর অপেক্ষায় প্রবীণ বলে দীক্ষণীয়ার অনুষ্ঠানকারী উপসদের অনুষ্ঠানকারীকে অভিবাদন জানাতে পারেন। 'তু' পদটি ৩ নং সূত্রের 'বর্জয়েয়ুঃ' পদটির অনুবৃত্তি যে এখানে হচ্ছে না তা সূচিত করার জন্যই প্রয়োগ করা হয়েছে। ১১-১৫ নং সূত্রে পদটির তাই অনুবৃত্তি ঘটবে না।

উভৌ সুত্বন্তম্ ।। ১২।। [১৪]

অনু.— (ঐ) দু-জন সুত্যানুষ্ঠানকারীকে (অভিবাদন করবেন)।

ব্যাখ্যা— উভৌ = দু-জন, উপসদ্‌কারী ও দীক্ষণীয়াকারী। ঐ প্রবীণতার কারণেই দীক্ষণীয়াকারী ও উপসদ্‌কারী ব্যক্তি সুত্যার অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ব্যক্তিকে অভিবাদন করতে পারবেন।

সমসিদ্ধান্তাঃ পূর্বারম্ভিণম্ ।। ১৩।। [১৫]

অনু.— সমানুষ্ঠানে রত (ব্যক্তিগণ) অগ্রে আরম্ভকারীকে (অভিবাদন করবেন)।

ব্যাখ্যা— ধরা যাক দু-জনেই সুত্যার অনুষ্ঠান করছেন। এঁদের মধ্যে যিনি আগে সবনের অনুষ্ঠান শুরু করেছেন তাঁকে যিনি পরে সবন শুরু করেছেন তিনি অভিবাদন করতে পারেন। দীক্ষণীয়া প্রভৃতির ক্ষেত্রেও যিনি পরে আরম্ভ করেছেন তিনি আগে যে ব্যক্তি তা আরম্ভ করেছেন তাঁকে অভিবাদন করতে পারেন।

অভিতপ্ততরং বা ।। ১৪।। [১৬]

অনু.— অথবা অধিকশ্রান্ত (ব্যক্তিকে অভিবাদন করবেন)।

ব্যাখ্যা— অথবা যিনি এর আগে অপরের অপেক্ষায় বেশী যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন সেই অভিজ্ঞ যজমানকে অপরে অভিবাদন করবেন।

সর্বসাম্যে যথাবয়ঃ ।। ১৫।। [১৭]

অনু.— সর্ব বিষয়ে সাম্য থাকলে বয়স অনুযায়ী (অভিবাদন করবেন)।

ব্যাখ্যা— সম-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁর বয়স কম তিনি যাঁর বয়স বেশী তাঁকে অভিবাদন করবেন।

নৃত্যগীতবাদিত্রানি ।। ১৬।। [১৮]

অনু.— (সত্রীরা) নৃত্য, গীত ও বাদ্য (বর্জন করবেন)।

ব্যাখ্যা— ৩-১০ নং সূত্রে 'বর্জয়েয়ুঃ' পদের অনুবৃত্তি ছিল, ১১-১৫ নং সূত্রে তা ছিল না। এই সূত্রে এবং পরবর্তী সূত্রে আবার তার অনুবৃত্তি উপস্থিত। তাই এগুলি বর্জন করতে হবে বলে বুঝতে হবে।

অন্যাংশ্‌ চাব্রত্যোপাচারান্‌ ।। ১৭।। [১৯]

অনু.— ব্রতবিরোধী অন্য উপচারগুলিও (বর্জন করবেন)।

ন চৈনান্‌ বহির্‌বেদিষদোঽভ্যাশ্রাবয়েয়ুঃ ।। ১৮।। [২০]

অনু.— এবং বেদির বাইরে অবস্থিত এই (সত্রীদের সামনে ঋত্বিকেরা) আশ্রাবণ করবেন না।

ব্যাখ্যা— সত্রীদের মধ্যে কেউ যখন বেদির বাইরে থাকবেন তখন আশ্রাবণ, হোম, যাগ ইত্যাদি করতে নেই। আশ্রাবণ ইত্যাদির সময়ে সত্রীদের কেউ যেন বেদির বাইরে না থাকেন।

নোদক্যান্‌ ।। ১৯।। [২১]

অনু.— জলস্পর্শ যোগ্য (সত্রীদের সামনে আশ্রাবণ ইত্যাদি করবেন) না।

ব্যাখ্যা— উদক্য = উদক + যত্‌ (পা. ৫/১/৬৩) = জল স্পর্শ করার যোগ্য, অশুচি। কোন সত্রী অশুচি অবস্থায় জল দিয়ে আচমন প্রভৃতি কর্ম করতে থাকলে সেই সময়ে আশ্রাবণ প্রভৃতি করতে নেই। প্রসঙ্গত কা. শ্রৌ. ৭/৫/৪ দ্র.।

নো এবাভ্যুদিয়ান্‌ নাভ্যস্তম্‌ ইয়াত্‌ ।। ২০।। [২২]

অনু.— (এই সত্রীদের সামনে সূর্য) উঠবে না, অস্ত যাবে না।

ব্যাখ্যা— যাগ, হোম, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ে সত্রীদের বেদির বাইরে থাকতে নেই, অশুচি হতেও নেই। প্রসঙ্গত ঐ. ব্রা. ১/৩ দ্র.।

তেষাং চেত্ কিঞ্চিদ্ আপদোপনমেত্ ত্বময়ে ব্রতপা অসীতি জপেত্ ।। ২১।। [২৩]

অনু.— ঐ (গ্রামচর্যা প্রভৃতির) কোন-কিছু ত্রুটি যদি অকস্মাৎ (সত্রীকে) স্পর্শ করে তাহলে (তিনি) 'ত্বম-' (৮/১১/১) এই (মন্ত্রটি) পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা— আপদোনমেত্ = আপদা + উপনমেত্। আপদা = বিপদ্‌বশত, অনিচ্ছাবশত। উপরে উল্লিখিত কোন নিয়ম অনিচ্ছায় লঙ্ঘন করে ফেললে 'ত্বম-' মন্ত্রটি জপ করতে হয়।

আখ্যায় বেতরেষূপহ্বং লীলেত ।। ২২।। [২৪]

অনু.— অথবা (নিজের ত্রুটির কথা অপর সত্রীদের কাছে) বলে অপরদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করবেন।

ব্যাখ্যা— কোন যজমান কোন নিয়ম লঙ্ঘন করে ফেললে 'ত্বম-' মন্ত্রটি অবশ্যই জপ করবেন এবং তার পরে ইচ্ছা হলে অন্য সত্রীদের কাছে নিজের ত্রুটির কথা স্বীকার করে তাঁদের কাছে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইবেন অথবা গ্রন্থান্তরে কোন ব্রত নির্দিষ্ট হয়ে থাকলে তা পালন করবেন। কা. শ্রৌ. ৭/৫/১০ সূত্রে অবশ্য অনুমতিপ্রার্থনা করার কথাই বলা হয়েছে।

অবকীর্ণিনং তৈর্ এব দীক্ষিতদ্রব্যৈর্ অপর্যুপ্য পুনর্ দীক্ষয়েয়ুঃ ।। ২৩।। [২৫]

অনু.— অবকীর্ণীকে মুণ্ডিত না করে (অন্য সত্রীরা) ঐ দীক্ষাদ্রব্যগুলি দ্বারাই আবার দীক্ষিত করবেন।

ব্যাখ্যা— অপর্যুপ্য = অ-পরি- √বপ্ (+ ণিচ্) + ল্যপ্। ৮ নং সূত্রে সত্রীকে স্ত্রীসঙ্গ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবুও তিনি যদি শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে একান্ত নিষিদ্ধ মৈথুনেও প্রবৃত্ত হন তাহলে তাঁকে অবকীর্ণী বলা হয়। অবকীর্ণীকে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে মুণ্ডন ইত্যাদি ক্ষৌরকর্ম ছাড়া দীক্ষার দণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য উপকরণ দিয়ে আবার দীক্ষিত করতে হয়।

আগ্রয়ণকালে নবানাং সবনীয়ান্ নির্বপেয়ুঃ ।। ২৪।। [২৬]

অনু.— আগ্রয়ণ ইষ্টির সময়ে নূতন (শস্য) দিয়ে সবনীয় (পুরোডাশগুলির অনুষ্ঠান) করবেন।

ব্যাখ্যা— সোমযাগের সুত্যাদিনে আগ্রয়ণ ইষ্টিযাগের সময় উপস্থিত হলে নূতন ব্রীহি ও যব দিয়ে সবনীয় পুরোডাশযাগ করতে হয়।

দীক্ষোপসত্সু ব্রতদুঘ আদয়েয়ুঃ ।। ২৫।। [২৭]

অনু.— দীক্ষণীয়া ও উপসদ্ ইষ্টিগুলিতে ব্রতদুগ্ধ-প্রদানকারী (গাভীগুলিকে আগ্রয়ণের শস্য) ভক্ষণ করাবেন।

ব্যাখ্যা— যদি দীক্ষণীয়া ও উপসদ্ ইষ্টির সময়ে আগ্রয়ণের সময় উপস্থিত হয় তাহলে আগ্রয়ণের উপযোগী ঐ সময়ের নূতন শস্য গরুকে কিছুটা খাইয়ে সেই গরুর দুধ দীক্ষিত যজমানকে ব্রতরূপে পান করতে হয়।

তেষাং ব্রত্যানি ।। ২৬।। [২৮]

অনু.— ঐ (যজমানদের খাদ্য হল দর্শপূর্ণমাসে বিহিত) ব্রতদব্য।

ব্যাখ্যা— সত্র, অহীন এবং একাহে যজমান ও তাঁর পত্নীকে দর্শপূর্ণমাসে বিহিত ব্রতদ্রব্যই ভক্ষণ করতে হয়। ব্রত মানে প্রাত্যহিক খাদ্যের পরিবর্তে যজ্ঞের প্রয়োজনে গ্রহণীয় খাদ্য।

পয়ো দীক্ষাসু ।। ২৭।। [২৯]

অনু.— দীক্ষণীয়া ইষ্টিগুলিতে দুধ (হচ্ছে ব্রতদব্য)।

ব্যতিনীয় কালম্ উপসদাং চতুর্থম্ একস্যা দুগ্ধেন ।। ২৮।। [৩০]

অনু.— উপসদ্গুলির (প্রথম ও শেষ) সময় বর্জন করে একটি (গাভীর) দুগ্ধ দ্বারা চতুর্থভাগে ব্রতপান করবেন।

ব্যাখ্যা— ব্যতিনীয় = বর্জন করে। মোট যত দিন উপসদ্ ইষ্টি হবে সেই সংখ্যাকে দ্বিগুণ করলে মোট উপসদের সংখ্যা পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রথম ও শেষ উপসদ্টি বাদ দিলে যে সংখ্যা দাঁড়ায় সেই সংখ্যাকে চার দিয়ে ভাগ করতে হয়। এই চারটি ভাগের উপসদ্গুলিতে যজমানকে যথাক্রমে গরুর চারটি, তিনটি, দু-টি এবং একটি স্তনের দুধ পান করতে হয়। 'একস্যা দুগ্ধেন' বলতে একটি গরুর চারটি স্তনের দুধকে বুঝতে হবে। প্রসঙ্গত ঐ. ব্রা. ৪/৮ দ্র.।

তাবদ্ এব ত্রিভিস্ স্তনৈস্ তাবদ্ দ্বাভ্যাম্ একেন তাবদ্ এব ।। ২৯।। [৩১]

অনু.— ঐ (এক-চতুর্থ) পরিমাণই তিনটি, ঐ পরিমাণই দু-টি, ঐ পরিমাণই একটি (স্তন দ্বারা পান করবেন)।

ব্যাখ্যা— পূর্ববর্তী সূত্রের ব্যাখ্যা দ্র.।

সুত্যাসু হবির্-উচ্ছিষ্টভক্ষা এব স্যুঃ ।। ৩০।। [৩২]

অনু.— সুত্যাদিনগুলিতে (যজমান) অবশিষ্ট আহুতিদ্রব্যই ভক্ষণ করবেন।

ব্যাখ্যা— সুত্যার দিনে ২৬নং সূত্র খাটবে না। সেই দিন আহুতির পরে যা পড়ে থাকবে তা-ই প্রসাদরূপে গ্রহণ করতে হবে, অন্য কোনও কিছু গ্রহণ করতে নেই।

ধানাঃ করম্ভঃ পরিবাপঃ পুরোডাশঃ পয়স্যেতি তেষাং যদ্ যত্ কাময়ীরংস্
তত্ তদ্ উপবিগুল্ফয়েয়ুঃ ।। ৩১।। [৩৩]

অনু.— ভাজা যব, যবের ছাতু, খই, পুরোডাশ, ছানা ঐ (দ্রব্যগুলির মধ্যে দীক্ষিত যজমান) যা যা চাইবেন তা তা বেশী পরিমাণে গ্রহণ করবেন।

ব্যাখ্যা— বিগুল্ফয়েয়ুঃ = পরিমাণে বাড়াবেন। আহুতি দেওয়ার পরে যা অবশিষ্ট থাকে তা-তে ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে না বলে মনে করলে সবনীয় পুরোডাশযাগের যবভাজা, ছাতু ইত্যাদি যে-কোন একটি আহুতিদ্রব্যকে নির্বাপের সময়ে বেশী পরিমাণে গ্রহণ করে আহুতিদানের পরে সেই অবশিষ্ট দ্রব্যকেই বেশী পরিমাণে খাবেন। সূত্রের আক্ষরিক অর্থ অনুবাদে দ্র.।

আশিরদুঘো দধ্যর্থম্ ।। ৩২।। [৩৪]

অনু.— দই-এর জন্য আশির-প্রদানকারী (গাভীর সংখ্যা বর্ধিত) করবেন।

ব্যাখ্যা— আহুতির পর অবশিষ্ট যে হব্যদ্রব্য তা গলাধঃকরণ করতে অসুবিধা হবে মনে হলে তা দই দিয়ে মেখে খাবেন। দই-এর পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য বাড়তি গরুর দুধ দোহন করবেন। 'আশির' হচ্ছে সোমরসের সঙ্গে মেশাবার জন্য দই।

সৌম্যং বা বিগুল্ফং নির্বপয়ের্ ইতি শৌনকো যাবচ্ছরাবং মন্যেরন্ ।। ৩৩।। [৩৫]

অনু.— শৌনক (বলেন) অথবা যত শরা (উচিত) মনে করবেন (তত শরা চাল) সোমদেবতার উদ্দেশে বেশী নির্বাপ করবেন।

ব্যাখ্যা— শৌনকের মতে সৌম্য চরুযাগের হবির্নির্বাপের সময়ে বেশী করে চাল নিলে আহারে সুবিধা হবে। নিজেদের আহারের জন্য যতটা প্রয়োজন ততটা চাল ঐ সময়ে বেশী করে নেবেন।

বৈশ্বদেবম্ একে ।। ৩৪ ।। [৩৬]

অনু.— অন্যেরা (বলেন আহারের জন্য) বিশ্বে দেবাঃ দেবতার (চরু বেশী পরিমাণে পাক করবেন)।

ব্যাখ্যা— অন্য এক সম্প্রদায়ের মতে সৌম্য চরুযাগে নয়, বৈশ্বদেব চরুযাগেই বেশী চাল নেবেন।

বার্হস্পত্যম্ একে ।। ৩৫ ।। [৩৭]

অনু.— অপরেরা (বলেন) বৃহস্পতির (চরুই বেশী পরিমাণে প্রস্তুত করবেন)।

ব্যাখ্যা— এটি তৃতীয় এক পক্ষের মত।

সর্বান্ বানুসবনম্ ।। ৩৬ ।। [৩৮]

অনু.— অথবা প্রতিসবনে সবগুলি (চরু বেশী পরিমাণে প্রস্তুত করবেন)।

ব্যাখ্যা— আহারের প্রয়োজনে বিকল্পে তিন সবনে যথাক্রমে সোম, বিশ্বেদেবাঃ ও বৃহস্পতি এই তিন দেবতার উদ্দেশে নির্বাপের সময়ে বেশী করে চাল নেবেন।

অপি বান্যত্র সিদ্ধং গার্হপত্যে পুনর্ অধিশ্রিত্যোপব্রতয়েরন্ ।। ৩৭ ।। [৩৯]

অনু.— অথবা অন্যত্র প্যাক করা হয়েছে (এমন কোন অনিষিদ্ধ বস্তু) গার্হপত্যে আবার একটু গরম করে নিয়ে খেতে পারেন।

অন্যান্ বা পথ্যান্ ভক্ষান্ আমূলফলেভ্যঃ ।। ৩৮ ।। [৪০]

অনু.— অথবা ফল-মূল পর্যন্ত অন্য (যা-কিছু) পথ্য ভোজ্য (ব্রতরূপে গ্রহণ করবেন)।

এতেন বর্তয়েয়ুঃ পশুনা চ ।। ৩৯ ।। [৪১]

অনু.— এবং এই (সবনীয়) পশু দ্বারা ব্রত পালন করবেন।

ব্যাখ্যা— যজমান পূর্বে উল্লিখিত ভাজা যব ইত্যাদি দ্রব্য এবং সবনীয় পশুর আহুতি-অবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা ব্রত পালন করবেন। সুত্যার প্রসঙ্গ চলছে বলে এখানে সবনীয় পশুযাগের পশুকেই বুঝতে হবে। পরবর্তী সূত্রেও তাই 'তস্য' পদে সবনীয় পশুর কথাই বুঝব। অগ্নীষোমীয় পশুযাগের ক্ষেত্রে কিন্তু 'সমং স্যাদ্ অশ্রুতত্বাত্' উক্তি অনুসারে বিভাগ হবে সমান সমান।

নবম কণ্ডিকা (১২/৯)

[ঋত্বিক্‌দের মধ্যে আহার্য সবনীয় পশুর বিভজন]

তস্য বিভাগং বক্ষ্যামঃ ।। ১ ।।

অনু.— (ঋত্বিক্‌দের মধ্যে) ঐ (সবনীয় পশুর) বিভাগ (এ-বার) নির্দেশ করব।

ব্যাখ্যা— আহারের জন্য সবনীয় পশুর কোন্ অঙ্গ কোন্ ঋত্বিক্ গ্রহণ করবেন তা সূত্রকার এ-বার বলছেন। কীথের মতে ঐ. ব্রা. গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অংশ সূত্রগ্রন্থের এই অংশ থেকেই নেওয়া— Rgveda Brāhmaṇas ৩৫, ৫২ পৃ. দ্র.।

হনূ সজিহ্বে প্রস্তোতুঃ। শ্যেনং বক্ষ উদ্‌গাতুঃ। কণ্ঠঃ কাকুদ্রঃ প্রতিহর্তুঃ ।। ২।। [২, ৩, ৪]

অনু.— প্রস্তোতার (প্রাপ্য হচ্ছে পশুর) জিভ-সমেত দুই চোয়াল, উদ্‌গাতার (প্রাপ্য) শ্যেনের মতো বুক, প্রতিহর্তার গলা (এবং) ঘাড়।

ব্যাখ্যা— কাকুদ্র = কাঁধের মাংসপিণ্ড, ঝুঁটি, মুখের তালু।

দক্ষিণা শ্রোণির্‌ হোতুঃ সব্যা ব্রহ্মণো দক্ষিণং সক্‌থি মৈত্রাবরুণস্য সব্যং ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনো দক্ষিণং পার্শ্বং সাংসম্‌ অধ্বর্যোঃ ।। ৩।। [৫]

অনু.— হোতার (প্রাপ্য) ডান কটি, ব্রহ্মার বাঁ (কটি), মৈত্রাবরুণের ডান উরু, ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর বাঁ (উরু), অধ্বর্যুর কাঁধ-সমেত ডান পাশ।

ব্যাখ্যা— ঐ. ব্রা. ৩১/১ অংশেও তা-ই বলা হয়েছে।

সব্যম্‌ উপগাতৃণাম্‌। সব্যোঽংসঃ প্রতিপ্রস্থাতুঃ। দক্ষিণং দোর্‌ নেষ্টুঃ। সব্যং পোতুঃ। দক্ষিণ উরুর্‌ অচ্ছাবাকস্য। সব্য আগ্নীধ্রস্য। দক্ষিণো বাহুর্‌ আত্রেয়স্য। সব্যঃ সদস্যস্য। সদঞ্চ চানূকঞ্চ চ গৃহপতেঃ ।। ৪।। [৬, ৭]

অনু.— উপগাতাদের (প্রাপ্য) বাঁ (পাশ)। প্রতিপ্রস্থাতার বাঁ কাঁধ, নেষ্টার ডান হাত, পোতার বাঁ (হাত), অচ্ছাবাকের ডান (উরু), আগ্নীধ্রের বাঁ (উরু), আত্রেয়ের ডান হাত, সদস্যের বাঁ (হাত), গৃহপতির পিঠের বিশেষ স্থান ও মেরুদণ্ড।

ব্যাখ্যা— উপগাতা = উদ্‌গাতারা গান গাইবার সময়ে যাঁরা তাঁদের সুরের জের টানেন সেই সহকারী ঋত্বিকেরা। দোঃ = হাতের ঊর্ধ্ব অংশ। সামনের দুটি পা হচ্ছে হাত। সদ = মেরুদণ্ড। অনূক = মূত্রবস্তি। বাহু = হাতের কনুই থেকে মণিবন্ধ পর্যন্ত নীচের অংশ। উরু = উরুর উপর অংশ। সক্‌থি = উরুর নীচের অংশ। আত্রেয় = অত্রিগোত্রে উৎপন্ন ব্যক্তি। এঁকে সদোমণ্ডপের সামনে বসিয়ে রাখা হয়— তৈ. স. ২/১/২/২; তা. ব্রা. ৬/৬/৮; আপ. শ্রৌ. ১৩/৬/১২; কা. শ্রৌ. ১০/২/২০ সূ. দ্র.। কিছু শব্দের অর্থ নিয়ে নানা অভিধান ও গ্রন্থের মধ্যে ঐকমত্য না থাকায় অনুবাদে ও ব্যাখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা হয়েছে।

দক্ষিণৌ পাদৌ গৃহপতের্‌ ব্রতপ্রদস্য। সব্যৌ পাদৌ গৃহপতের্‌ ভার্যায়ৈ ব্রতপ্রদস্য। ওষ্ঠ এনয়োঃ সাধারণো ভবতি, তং গৃহপতির্‌ এব প্রশিংষ্যাত্‌ ।। ৫।। [৮, ৯]

অনু.— গৃহপতির ব্রতপ্রদানকারীর (প্রাপ্য হচ্ছে) দুটি ডান পা (এবং) গৃহপতির স্ত্রীকে ব্রতপ্রদানকারীর (প্রাপ্য) দুটি বাঁ পা। (এ ছাড়া) ওষ্ঠ এঁদের দু-জনের সমান (প্রাপ্য)। গৃহপতিই তা (দুই ব্রতপ্রদানকারীর মধ্যে সমান ভাগে) ভাগ করবেন।

ব্যাখ্যা— প্রশিংষ্যাত্‌ = প্র-√শিষ্‌ (রুধাদি ১৪৫১) + বিধিলিঙ্‌ + প্র. পু. একবচন। যজমানকে ও তাঁর স্ত্রীকে ব্রতদ্রব্য-প্রদানকারী দুই ব্যক্তি অর্ধেক অর্ধেক করে পৃথক্‌ ওষ্ঠ পাবেন এবং যজমান নিজেই তা ভাগ করে দেবেন। দুটি পা বলতে এখানে পিছন দিকের পায়ের নীচের ও উপরের অংশকে বুঝতে হবে।

জাঘনীং পত্নীভ্যো হরন্তি তাং ব্রাহ্মণায় দদ্যুঃ ।। ৬।। [১০]

অনু.— (ঋত্বিকেরা পশুর) পুচ্ছ (যজমানের) পত্নীদের জন্য নিয়ে আসেন। (পত্নীরা কোন) ব্রাহ্মণকে ঐ (পুচ্ছ) দান করবেন।

স্কন্ধ্যাশ্‌ চ মণিকাস্‌ তিস্রশ্‌ চ কীকসা গ্রাবস্তুতঃ। তিস্রশ্‌ চৈব কীকসা অর্ধঞ্চ চ বৈকর্তস্যোন্নেতুঃ ।। ৭।। [১১, ১২]

অনু.— গ্রাবস্তুতের (প্রাপ্য) কাঁধের ক্ষুদ্র মাংসখণ্ড ও তিনটি বক্ষাস্থি, উন্নেতার (প্রাপ্য অপর পাশের) তিনটি বক্ষাস্থি ও বৈকর্তের অর্ধাংশ।

ব্যাখ্যা— বৈকর্ত = নিতম্ব, কটির পিছন দিকের স্ফীত অংশ।

অর্ধঞ্চ চৈব বৈকর্তস্য ক্লোমা চ শমিতুস্ তদ্ ব্রাহ্মণায় দদ্যাত্ যদ্যব্রাহ্মণঃ স্যাত্ ।। ৮।। [১২, ১৩]

অনু.— শমিতার (প্রাপ্য) বৈকর্তের অর্ধাংশ ও ক্লোম। (শমিতা) যদি অব্রাহ্মণ হন (তাহলে তাঁর প্রাপ্য অংশ কোন) ব্রাহ্মণকে দান করবেন।

ব্যাখ্যা— শমিতা = যিনি পশুকে বধ করেন। ক্লোম = ফুসফুস, হৃৎপিণ্ডের পার্শ্ববর্তী মাংস। শমিতা অব্রাহ্মণ হলে তিনি নিজেই অথবা গৃহপতি ঐ প্রাপ্য অংশটি কোন ব্রাহ্মণকে দান করবেন।

**শিরঃ সুব্রহ্মণ্যায়ৈ। যঃ শ্বঃসুত্যাং প্রাহ তস্যাজিনম্। ইডা সর্বেষাম্
হোতুর্ বা ।। ৯।। [১৪]**

অনু.— সুব্রহ্মণ্যা-পাঠকারীকে (দেবেন পশুর) মাথা। যিনি শ্বঃসুত্যা (নামে মন্ত্র) বলেন তাঁর (প্রাপ্য) মৃগচর্ম। (পশুযাগের) ইড়া সকলের (-ই) অথবা হোতার (-ই প্রাপ্য)।

তা বা এতাঃ ষট্ত্রিংশতম্ একপদা যজ্ঞং বহন্তি। ষট্ত্রিংশদ্-অক্ষরা বৈ বৃহতী। বার্হতাঃ স্বর্গা লোকাস্ তত্ প্রাণেষু চৈব তত্ স্বর্গেষু চ লোকেষু প্রতিতিষ্ঠন্তো যন্তি। স এষ স্বর্গ্যঃ পশুর্য এনম্ এবং বিভজন্ত্যথ যেঽতোঽ-ন্যথা তদ্ যথা সেলগা বা পাপকৃতো বা পশুং বিমথ্নীরংস্ তাদৃক্ তত্ ।। ১০।। [১৪-১৭]

অনু.— ঐ ছত্রিশটি একপদা (নামে পশু-অঙ্গ) যজ্ঞকে অবশ্যই সম্পন্ন করে। বৃহতী (ছন্দ) ছত্রিশ-অক্ষর যুক্ত। স্বর্গলোকসমূহ বৃহতী-সম্পর্কিত। অতএব (বৃহতীতুল্য ছত্রিশটি 'একপদা' দ্বারা সত্রীরা) প্রাণে ও স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত থেকে (এগিয়ে) চলেন। এই সেই পশু (তাঁদের পক্ষে) স্বর্গসাধক (যাঁরা) এই (পশুকে) এইভাবে ভাগ করেন। আর যাঁরা এ থেকে ভিন্ন প্রকারে (বিভজন করেন) যেমন সেলগা অথবা পাপকর্মকারীরা পশুকে হত্যা করে তা তেমন (-ই) হয়।

ব্যাখ্যা— একপদা = হনু থেকে আরম্ভ করে ইডা পর্যন্ত (২-১০ নং সূ. দ্র.) এক একটি পদে বিহিত এক একটি অঙ্গ বা দ্রব্য। সেলগ = শৈল + গ = ডাকাত; সায়ণের মতে সেলগ = স-ইলা + √গম্ অর্থাৎ উদরপোষণে রত, ছিনতাইকারী বা রাহাজানিতে লিপ্ত— ঐ. ব্রা. ৩১/১ (সা. ভা. দ্র.); কসাই অর্থও হতে পারে (?)। 'প্রাণেষু চৈব তত্' স্থানে পাঠান্তর 'প্রাণেষু চ'।

**তাং বা এতাং পশোর্ বিভক্তিং শ্রৌত ঋষির্ দেবভাগো বিদাঞ্চকার তাম্ উ হাপ্রোচ্যৈবাস্মাল্
লোকাদ্ উচ্চক্রাম তাম্ উ হ গিরিজায় বাভ্রব্যায়ামনুষ্যঃ প্রোবাচ ততো হৈনাম্ এতদ্
অর্বাঙ্ মনুষ্যা অধীয়তে ।। ১১।। [১৮]**

অনু.— এই সেই পশুর বিভাগ ঋষি শ্রৌত দেবভাগ জেনেছিলেন। (তিনি অপরের কাছে) তা প্রচার না করেই এই জগৎ থেকে ঊর্ধ্বলোকে প্রস্থান করেন। কোন এক মনুষ্যেতর (প্রাণী) গিরিজ বাভ্রব্যকে (এই বিভজনের নিয়ম) বলেন। তার পর থেকেই এই (বিভজন-পদ্ধতিকে) মানুষে (এইভাবে অধ্যয়ন করছেন)।

ব্যাখ্যা— শ্রুতঋষির পুত্র দেবভাগ ছত্রিশটি পশু-অঙ্গের মধ্যে কোন্ অঙ্গটি কার প্রাপ্য তা অপরের নিকট হতে জেনেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা প্রচার করার আগেই তাঁর ঊর্ধ্বগতি বা মৃত্যু হয়। তারপরে কোন এক মনুষ্যেতর ব্যক্তি গিরিজ বাভ্রব্যকে তা জানান এবং বাভ্রব্যের কাছ থেকে পরম্পরাক্রমে অন্য ব্যক্তিরা তা জানতে পারেন। সেই গিরিজ বাভ্রব্য তাই আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।

দশম কণ্ডিকা (১২/১০)

[বত্স, আর্ষ্টিষেণ, বিদ, যস্ক, বাধ্রৌল, শ্যৈত, মিত্রযু, শুনক গোত্রের প্রবর]

সর্বে সমানগোত্রাঃ স্যুর্ ইতি গাণগারিঃ কথং হ্যাপ্রীসূক্তানি ভবেয়ুঃ কথং প্রযাজা ইতি ।। ১।।

অনু.— (সত্রীদের গোত্র ভিন্ন ভিন্ন হলে) আপ্রীসূক্ত কি হবে, প্রযাজ কিভাবে (স্থির হবে) এই (বিষয়ে) গাণগারি (বলেন সত্রীরা) হবেন সকলে সমগোত্রীয়।

ব্যাখ্যা— ইষ্টিযাগের ও পশুযাগের দ্বিতীয় প্রযাজে যজমানের গোত্র অনুযায়ী দেবতা ভিন্ন হয় এবং পশুযাগে কোন্ আপ্রীসূক্ত পাঠ করতে হবে তা যজমানের গোত্র অনুযায়ীই স্থির হয়। সত্রে যাঁরা অংশ নেন তাঁদের গোত্র যদি এক না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে কিভাবে দেবতা ও আপ্রীসূক্ত স্থির করা হবে? গাণগারি বলেন, গোত্র ভিন্ন হলে সংশয় ও বিভ্রান্তি দেখা দেবে বলে সত্রে যাঁরা অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের সকলকে একই গোত্রের হতে হবে। গোত্র = প্রবর = আর্ষেয় < ঋষি। 'ঋষির্ ইতি বংশনামধেয়ভূতা বত্সবিদার্ষ্টিষেণাদয়ঃ শব্দা উচ্যন্তে' (না.)। 'অপত্যং পৌত্রপ্রভৃতি গোত্রম্' (পা. ৪/১/১৬২) এই ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ গোত্র এবং স্মৃতিপ্রসিদ্ধ "বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্ ভরদ্বাজোঽথ গৌতমঃ। অত্রির্ বসিষ্ঠঃ কশ্যপ ইত্যেতে সপ্ত ঋষয়োঽগস্ত্যাষ্টমানাং যদ্ অপত্যং তদ্ গোত্রম্ ইত্যুচ্যতে" গোত্র এখানে অভিপ্রেত নয়।

অপি নানাগোত্রাঃ স্যুর্ ইতি শৌনকস্ তন্ত্রাণাং ব্যাপিত্বাত্ ।। ২।।

অনু.— শৌনক (বলেন) সাধারণ অঙ্গগুলি সর্বত্র প্রযোজ্য বলে (সত্রীরা) ভিন্নগোত্রীয় হতে পারেন।

ব্যাখ্যা— তন্ত্র = বিস্তার, অঙ্গসমুদায়, সর্বত্র প্রযোজ্য নিয়ম, মূল কাঠামো। সর্বসাধারণ মূল অঙ্গগুলি বা অধিকাংশ নিয়ম সকলের ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য বলে ভিন্নগোত্রীয় ব্যক্তিরাও সত্রে অংশ নিতে পারেন, সামান্য কয়েকটি বিষয়ে তুচ্ছ সংশয় বা পার্থক্য এ-ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

গৃহপতিগোত্রান্বয়া বিশেষাঃ ।। ৩।।

অনু.— বিশেষ (অংশগুলি) গৃহপতির গোত্র অনুযায়ী (অনুষ্ঠিত হবে)।

ব্যাখ্যা— যে অংশগুলি নিয়ে পার্থক্য বা বিতর্ক সেগুলির অনুষ্ঠান হবে গৃহপতির অর্থাৎ যিনি যজমানের ভূমিকা পালন করছেন তাঁর গোত্র অনুযায়ী।

তস্য রাদ্ধিম্ অনু রাদ্ধিঃ সর্বেষাম্ ।। ৪।।

অনু.— তাঁর অভীষ্টসিদ্ধির অনুসরণে সকলের অভীষ্টসিদ্ধি।

ব্যাখ্যা— গৃহপতির কল্যাণেই সকলের কল্যাণ, কারণ তিনি সকল সত্রীর প্রতিনিধি। অতএব তাঁর গোত্র অনুযায়ী দেবতা ও আপ্রী ঠিক করাই সঙ্গত। অপরদের তাই নিজ নিজ গোত্র অনুযায়ী আপ্রী ইত্যাদি না হলেও ফল পেতে কোন বাধা নেই।

প্রবরাস্ ত্বাবর্তেরন্ আবাপধর্মিত্বাত্ ।। ৫।।

অনু.— কিন্তু আহবনীয়গুলি ধর্মী বলে (ধর্ম) প্রবরগুলি আবর্তিত হবে।

ব্যাখ্যা— আবাপ = একস্থানে ঢেলে রাখা, একত্রিত করা আহবনীয়। প্রবর = ঋষিকুল। যজ্ঞে প্রবর পাঠ করা হয় যজমানের আহবনীয় অগ্নিকে সংস্কৃত করার জন্য। প্রবর তাই ধর্ম, আহবনীয় ধর্মী। সত্রে আহবনীয়ের কুণ্ডে সকল সত্রীরই অগ্নি একত্রিত হয়ে রয়েছে। অগ্নি সেখানে অগ্নি নয়, অগ্নিসমষ্টি। সেই অগ্নিকে সংস্কৃত করতে হলে তাই শুধু গৃহপতির প্রবর পাঠ করলেই চলবে না, করতে হবে সকল সত্রীরই প্রবরপাঠ। ধর্মী আহবনীয়ের প্রয়োজনে ধর্ম প্রবরের পুনরাবৃত্তি অবশ্যই কর্তব্য।

জামদগ্ন্যা বত্সাস্ তেষাং পঞ্চার্ষেয়ো ভার্গবচ্যাবনাপ্নবানৌর্বজামদগ্ন্যেতি ।। ৬।।

অনু.— (যাঁরা) জামদগ্ন বত্স (গোত্র) তাঁদের পাঁচ ঋষি— ভার্গব, চ্যাবন, আপ্নবান, ঔর্ব, জামদগ্ন।

ব্যাখ্যা— কোন্ কোন্ গোত্রের কে কে ঋষি, কি কি প্রবর তা এই সূত্র থেকে বলা হচ্ছে। ঋষিদের নামএখানে অণ্‌প্রত্যয় যুক্ত করে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রবরের বিবরণ আপস্তম্ব (২৪/৫-১০), বৌধায়ন (প্রবরপ্রশ্ন ১-৫৪) এবং সত্যাষাঢ় (২১/৩) শ্রৌতসূত্রেও পাওয়া যায়।

অথ হ্যজামদগ্ন্যানাং ভার্গবচ্যাবনাপ্নবানেতি ।। ৭।।

অনু.— আর জামদগ্ন ভিন্ন বত্সদের (ঋষি) ভার্গব, চ্যাবন, আপ্নবান।

ব্যাখ্যা— তিন ঋষির নাম মিলে যাচ্ছে বলে জামদগ্ন বত্স এবং অজামদগ্ন বত্সদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হবে না। জামদগ্ন নয় বলে পূর্ববর্তী সূত্রের ঔর্ব ও জামদগ্ন এখানে অনুপস্থিত।

আর্ষ্টিষেণানাং ভার্গবচ্যাবনাপ্নবানার্ষ্টিষেণানূপেতি ।। ৮।।

অনু.— আর্ষ্টিষেণদের (ঋষিরা হলেন) ভার্গব, চ্যাবন, আপ্নবান, আর্ষ্টিষেণ, আনূপ।

বিদানাং ভার্গবচ্যাবনাপ্নবানৌর্ববৈদেতি ।। ৯।।

অনু.— বিদদের ভার্গব, চ্যাবন, আপ্নবান, ঔর্ব, বৈদ।

ব্যাখ্যা— এই সূত্রের মতো ৬নং সূত্রেও ঔর্ব শব্দটি থাকায় বোঝা যাচ্ছে যে, বিদগণও জমদগ্নগোত্রের— "বিদানাম্ ঔর্বশব্দসমন্বয়াজ্ জমদগ্নিগোত্রত্বম্ অপি অস্তি" (না.)। আবার ভার্গব, চ্যাবন ও আপ্নবানের নাম ৬-৯ নং পর্যন্ত চারটি সূত্রেই থাকায় বত্স, বিদ এবং আর্ষ্টিষেণগণ সমান আর্ষেয়ও বটে। এই বত্স, আর্ষ্টিষেণ ও বিদদের মধ্যে কখনও ঋষির এবং কখনও গোত্রের নামে অভিন্নতা দেখা যাচ্ছে বলে তাঁদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। প্রবর সমান হলে পরস্পর বিবাহ চলে না।

যস্কবাধৌলমৌনমৌকশার্করাক্ষিসার্ষ্টিসাবর্ণিশালঙ্কায়নজৈমিনিদৈবন্ত্যায়নানাং
ভার্গববৈতহব্যসাবেতসেতি ।। ১০।।

অনু.— যস্ক, বাধৌল, মৌন, মৌক, শার্করাক্ষি, সার্ষ্টি, সাবর্ণি, শালঙ্কায়ন, জৈমিনি, দৈবন্ত্যায়নদের (ঋষিরা হলেন) ভার্গব, বৈতহব্য, সাবেতস।

ব্যাখ্যা— গ্রন্থের পার্থক্য অনুযায়ী ঋষিদের নামের মধ্যে অক্ষরে, ক্রমে অথবা শব্দে পার্থক্য দেখা দিতে পারে, কিন্তু এতে প্রবরের কোন ভেদ ঘটে না। এখানে সূত্রে যস্ক প্রভৃতি যে দশটি নামের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের গোত্রের মধ্যে ঋষির অভিন্নতাবশত পরস্পর বিবাহ চলবে না।

শৈন্যতানাং ভার্গববৈন্যপার্থেতি ।। ১১।।

অনু.— শৈন্যতদের ভার্গব, বৈন, পার্থ।

মিত্রযুবাং বাধ্র্যশ্বেতি ত্রিপ্রবরং বা ভার্গবদৈবোদাসবাধ্র্যশ্বেতি ।। ১২।।

অনু.— মিত্রযুদের বাধ্র্যশ্ব। অথবা (তাঁদের) ভার্গব, দৈবোদাস, বাধ্র্যশ্ব এই তিন (ঋষির) প্রবর।

শুনকানাং গৃত্সমদেতি ত্রিপ্রবরং বা ভার্গবশৌনহোত্রগার্ত্সমদেতি ।। ১৩।।

অনু.— শুনকদের (ঋষি) গৃত্সমদ। অথবা ভার্গব, শৌনহোত্র, গার্ত্সমদ— এই তিন (ঋষির) প্রবর।

একাদশ কণ্ডিকা (১২/১১)

[গৌতম, উচথ্য, সোমরাজকি, বামদেব, বৃহদ্-উক্থ, পৃষদ্-অশ্ব, ঋক্ষ, কক্ষীবান্, দীর্ঘতমাঃ, ভরদ্বাজ ও অগ্নিবেশ্যদের প্রবর]

গৌতমানাম্ আঙ্গিরসায়াস্যগৌতমেতি ।। ১।।

অনু.— গৌতমদের (ঋষি) আঙ্গিরস, আয়াস্য, গৌতম।

উচথ্যানাম্ আঙ্গিরসৌচথ্যগৌতমেতি ।।২।। [১]

অনু.— উচথ্যদের আঙ্গিরস, ঔচথ্য, গৌতম।

রহূগণানাম্ আঙ্গিরসরাহূগণ্যগৌতমেতি ।। ৩।। [১]

অনু.— রহূগণদের আঙ্গিরস, রাহূগণ্য, গৌতম।

সোমরাজকীনাম্ আঙ্গিরসসৌমরাজ্যগৌতমেতি ।। ৪।। [১]

অনু.— সোমরাজকিদের আঙ্গিরস, সৌমরাজ্য, গৌতম।

বামদেবানাম্ আঙ্গিরসবামদেব্যগৌতমেতি ।।৫।। [১]

অনু.— বামদেবদের আঙ্গিরস, বামদেব্য, গৌতম।

বৃহদুক্থানাম্ আঙ্গিরসবার্হদুক্থগৌতমেতি ।। ৬।। [১]

অনু.— বৃহদুক্থদের আঙ্গিরস, বার্হদুক্থ, গৌতম।

পৃষদশ্বানাম্ আঙ্গিরসপার্ষদশ্ববৈরূপেতি ।। ৭।। [১]

অনু.— পৃষদশ্বদের আঙ্গিরস, পার্ষদশ্ব, বৈরূপ।

অষ্টাদংষ্ট্রং হৈকে ক্রমতেঽঙ্গীত্যাঙ্গিরসম্ অষ্টাদংষ্ট্রপার্ষদশ্ববৈরূপেতি ।। ৮।। [১]

অনু.— অন্যেরা (পৃষদশ্বদের ক্ষেত্রে) আঙ্গিরসকে বাদ দিয়ে বলেন - আষ্টাদংষ্ট্র, পার্ষদশ্ব, বৈরূপ।

ঋক্ষাণাম্ আঙ্গিরসবার্হস্পত্যভারদ্বাজবান্দনমাতবচসেতি ।। ৯।। [২]

অনু.— ঋক্ষদের আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ, বান্দন, মাতবচস।

কক্ষীবতাম্ আঙ্গিরসৌচথ্যগৌতমৌশিজকাক্ষীবতেতি ।। ১০।। [৩]

অনু.— কক্ষীবান্দের আঙ্গিরস, ঔচথ্য, গৌতম, ঔশিজ, কাক্ষীবত।

দীর্ঘতমসাম্ আঙ্গিরসৌচথ্যদৈর্ঘতমসেতি ।। ১১।। [৪]

অনু.— দীর্ঘতমস্দের আঙ্গিরস, ঔচথ্য, দৈর্ঘতমস।

ব্যাখ্যা— ১-৬ নং সূত্রের ঋষিগণ এবং ১০-১১ নং সূত্রের ঋষিগণ গৌতমগোত্রের। এঁদের মধ্যে তাই বিবাহ নিষিদ্ধ। এই সূত্রে গৌতমের নাম না থাকলেও উচথ্যের নাম থাকায় দীর্ঘতমসগণও গৌতম— ২ নং সূ. দ্র.। ১২/১০/৯ সূত্রে ব্যাখ্যাও দ্র.।

ভরদ্বাজাগ্নিবেশ্যানাম্ আঙ্গিরসবার্হস্পত্যভারদ্বাজেতি ।। ১২।। [৫]

অনু.— ভরদ্বাজ ও অগ্নিবেশ্যদের আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ।

দ্বাদশ কণ্ডিকা (১২/১২)

[মুদ্গল, বিষ্ণুবৃদ্ধ, গর্গ, হরিত-কুৎস, সংকৃতি, পূতি প্রভৃতিদের প্রবর]

মুদ্গলানাম্ আঙ্গিরসভার্ম্যশ্বমৌদ্গল্যেতি ।। ১।।

অনু.— মুদ্গলদের (ঋষিরা হলেন) আঙ্গিরস, ভার্ম্যশ্ব, মৌদ্গল্য।

তার্ক্ষ্যং হৈকে ব্রুবতেঽঙ্গিরসম্ তার্ক্ষ্যভার্ম্যশ্বমৌদ্গল্যেতি ।। ২।। [১]

অনু.— অন্যেরা আঙ্গিরস্‌কে বর্জন করে তার্ক্ষ্যকে (সেখানে রাখতে) বলেন ঃ তার্ক্ষ্য, ভার্ম্যশ্ব, মৌদ্গল্য।

বিষ্ণুবৃদ্ধানাম্ আঙ্গিরসপৌরুকুৎস্যত্রাসদস্যবেতি ।। ৩।। [২]

অনু.— বিষ্ণুবৃদ্ধদের আঙ্গিরস, পৌরুকুৎস্য, ত্রাসদস্যব।

গর্গাণাম্ আঙ্গিরসবার্হস্পত্যভারদ্বাজগার্গ্যশৈন্যেতি ।। ৪।। [২]

অনু.— গর্গদের আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ, গার্গ্য, শৈন্য।

ব্যাখ্যা— অগ্নিবেশ্য (১২/১১/১২ সূ. দ্র.) ও গর্গগণ ভরদ্বাজ বলে তাঁদের পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ।

আঙ্গিরসশৈন্যগার্গ্যেতি বা ।। ৫।। [২]

অনু.— অথবা (তাঁদের ঋষিরা হলেন) আঙ্গিরস, শৈন্য, গার্গ্য।

হরিতকুৎসপিঙ্গশঙ্খদর্ভভৈমগবানাম্ আঙ্গিরসাম্বরীষযৌবনাশ্বেতি ।। ৬।। [৩]

অনু.— হরিত, কুৎস, পিঙ্গ, শঙ্খ, দর্ভ (এবং) ভৈমগবদের আঙ্গিরস, আম্বরীষ, যৌবনাশ্ব।

মন্ধাতারং হৈকে ব্রুবতেঽঙ্গিরসং মান্ধাত্রাম্বরীষযৌবনাশ্বেতি ।। ৭।। [৪]

অনু.— অন্যেরা আঙ্গিরসকে বাদ দিয়ে (সেখানে) মন্ধাতাকে (রাখতে) বলেন ঃ মান্ধাত্র, আম্বরীষ, যৌবনাশ্ব।

সংকৃতিপূতিমাষভক্তিশম্বুশৈবগবানাম্ আঙ্গিরসগৌরিবীত সাংকৃত্যেতি ।। ৮।। [৫]

অনু.— সংকৃতি, পূতি, মাষভক্তি, শম্বু, শৈবগবদের আঙ্গিরস, গৌরিবীত, সাংকৃত্য।

ব্যাখ্যা— শম্বুর স্থানে শমক ও শময়ু এই দুই পাঠান্তর পাওয়া যায়।

শাক্ত্যো বা মূলং শাক্ত্যগৌরিবীতসাংকৃত্যেতি ।। ৯।। [৬]

অনু.— অথবা শাক্ত্য মূল (ঋষি) ঃ শাক্ত্য, গৌরিবীত, সাকৃত্য।

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা (১২/১৩)

[কণ্ব, কপি ও দ্ব্যামুষ্যায়ণদের প্রবর]

কণ্বানাম্ আঙ্গিরসাজমীঢ়কাণ্বেতি ।। ১।।

অনু.— কণ্বদের আঙ্গিরস, আজমীঢ়, কাণ্ব।

ঘোরম্ উ হৈকে ব্রুবতেঽবকৃষ্যাজমীঢম্ আঙ্গিরস ঘৌর-কাণ্বেতি ।। ২।। [১]

অনু.— অন্যরা অজমীঢ়কে সরিয়ে ঘোরকেই (সেখানে রাখতে) বলেন ঃ আঙ্গিরস, ঘৌর, কণ্ব।

কপীনাম্ আঙ্গিরসামহীয়বৌরুক্ষয়সেতি ।। ৩।। [২]

অনু.— কপিদের আঙ্গিরস, আমহীয়ব, ঔ(উ)রুক্ষয়স।

অথ য এতে দ্বিপ্রবাচনা যথৈতচ্ ছৌঙ্গশৈশিরয়ঃ ভরদ্বাজাহশুঙ্গাঃ কতাঃ শৈশিরয়ঃ ।। ৪।। [২]

অনু.— এ-বার এই যাঁরা দু-নামে অভিহিত হন এই যেমন শৌঙ্গ-শৈশিরি, ভরদ্বাজ-অহশুঙ্গ, কত-শৈশিরি (তাঁদের প্রবর বলব)।

ব্যাখ্যা— দ্বিপ্রবাচন = দ্ব্যামুষ্যায়ণ = এক বংশের পুরুষ কর্তৃক বিবাহিতা নারীর গর্ভে অন্য বংশের পুরুষ কর্তৃক উৎপাদিত বৈধ সন্তান। এই সন্তান জন্মদাতা পিতা ও অভিভাবক পিতা দু-জনেরই সন্তান, দু-জনের গোত্রেই তার পরিচয়। এই সন্তানকে বলে দ্ব্যামুষ্যায়ণ অর্থাৎ দুই- অমুকের ছেলে।

তেষাম্ উভয়তঃ প্রবৃণীতৈকম্ ইতরতো দ্বাব্ ইতরতঃ ।। ৫।। [৩]

অনু.— ঐ (দ্ব্যামুষ্যায়ণদের ক্ষেত্রে) দু-দিক্ থেকে বরণ করবেন; একটি থেকে একজনকে, আর অপরটি থেকে দু-জনকে।

ব্যাখ্যা— দ্ব্যামুষ্যায়ণের দুই গোত্র। একটি গোত্র থেকে একজন এবং অপর গোত্রটি থেকে দু-জন ঋষিকে বরণ করতে হবে।

দ্বৌ বেতরতস্ ত্রীন্ ইতরতঃ। ন হি চতুর্ণাং প্রবরোঽস্তি ।। ৬।। [৪]

অনু.— অথবা একটি থেকে দু-জনকে, অপরটি থেকে তিনজনকে (বরণ করবেন), কারণ চার জনের প্রবর হয় না।

ব্যাখ্যা— যে-হেতু চার জনকে বরণ করতে নেই, তাই একটি গোত্র থেকে দু-জন ও অপর গোত্রটি থেকে তিন জন ঋষিকে নিয়ে বরণ করতে হয়। দুই গোত্র থেকেই দু-জন করে নিলে তুলনা ...

ন পঞ্চানাম্ অতিপ্রবরণম্। আঙ্গিরসবার্হস্পত্যভারদ্বাজকাত্যাত্কীলেতি ।। ৭।। [৫, ৬]

অনু.— পাঁচজন (ঋষিকে) ছাড়িয়ে বরণ করতে নেই। (যেমন) আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ, কাত্য, আত্কীল।

ব্যাখ্যা— প্রবরপাঠের সময়ে পাঁচের বেশী ঋষিকে বরণ করতে নেই। আমুষ্যায়ণদের দুই পক্ষেই বিবাহ নিষিদ্ধ।

চতুর্দশ কণ্ডিকা (১২/১৪)

[অত্রি, গবিষ্ঠির, চিকিত-গালব, শ্রৌমত-কামকায়ন, ধনঞ্জয়, অজ, রৌহিণ, অষ্টক, পূরণ, বারিধাপয়ন্ত, কত, অঘমর্ষণ, শালঙ্কায়ন, শালাক্ষ, কাশ্যপ প্রভৃতির প্রবর]

অত্রীণাম্ আত্রেয়ার্চনানসশ্যাবাশ্বেতি ।। ১।।

অনু.— অত্রিদের (ঋষিরা হলেন) আত্রেয়, আর্চনানস, শ্যাবাশ্ব।

গবিষ্ঠিরাণাম্ আত্রেয়গাবিষ্ঠিরপৌর্বাতিথেতি ।। ২।। [১]

অনু.— গবিষ্ঠিরদের আত্রেয়, গাবিষ্ঠির, পৌর্বাতিথ।

ব্যাখ্যা— আপস্তম্ব, বৌধায়ন ও সত্যাষাঢ়ের শ্রৌতসূত্র অনুযায়ী গবিষ্ঠিরের নাম পৌর্বাতিথের পরে। দুই রকম অত্রিদের কথা বলা হল। এঁদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হবে না। অন্যত্র উল্লিখিত অন্যান্য অত্রিদের মধ্যেও বিবাহ নিষিদ্ধ।

চিকিতগালবকালববমনুতন্তুকুশিকানাং বৈশ্বামিত্রদৈবরাতৌদলেতি ।। ৩।। [২]

অনু.— চিকিত, গালব, কাল, বব, মনু, তন্তু (পাঠান্তর অনুযায়ী মনুতন্তু) ও কুশিকদের বৈশ্বামিত্র, দৈবরাত, ঔদল।

শ্রৌমতকামকায়নানাং বৈশ্বামিত্রদৈবশ্রবসদৈবতরসেতি ।। ৪।। [৩]

অনু.— শ্রৌমত ও কামকায়নদের বৈশ্বামিত্র, দৈবশ্রবস, দৈবতরস।

ধনঞ্জয়ানাং বৈশ্বামিত্রমাধুচ্ছন্দসধানঞ্জয়েতি ।। ৫।। [৪]

অনু.— ধনঞ্জয়দের বৈশ্বামিত্র, মাধুচ্ছন্দস, ধানঞ্জয়।

অজানাং বৈশ্বামিত্রমাধুচ্ছন্দসাজ্যেতি ।। ৬।। [৪]

অনু.— অজদের বৈশ্বামিত্র, মাধুচ্ছন্দস, আজ্য (আজ ?)।

রোহিণানাং বৈশ্বামিত্রমাধুচ্ছন্দসরৌহিণেতি ।। ৭।। [৪]

অনু.— রোহিণদের বৈশ্বামিত্র, মাধুচ্ছন্দস, রৌহিণ।

অষ্টকানাং বৈশ্বামিত্রমাধুচ্ছন্দসাষ্টকেতি ।। ৮।। [৪]

অনু.— অষ্টকদের বৈশ্বামিত্র, মাধুচ্ছন্দস, আষ্টক।

পূরণবারিধাপয়ন্তানাং বৈশ্বামিত্রদৈবরাতপৌরণেতি ।। ৯।। [৫]

অনু.— পূরণ (এবং) বারিধাপয়ন্তদের বৈশ্বামিত্র, দে(দৈ)বরাত, পৌরণ।

কতানাং বৈশ্বামিত্রকাত্যাত্কীলেতি ।। ১০।। [৬]

অনু.— কতদের বৈশ্বামিত্র, কাত্য, আত্কীল।

অঘমর্ষণানাং বৈশ্বামিত্রাঘমর্ষণকৌশিকেতি ।। ১১।। [৬]

অনু.— অঘমর্ষণদের বৈশ্বামিত্র, আঘমর্ষণ, কৌশিক।

রেণূনাং বৈশ্বামিত্রগাথিনরৈণবেতি ।। ১২।। [৬]

অনু.— রেণুদের বৈশ্বামিত্র, গাথিন, রৈণব।

বেণূনাং বৈশ্বামিত্রগাথিনবৈণবেতি ।। ১৩।।

অনু.— বেণুদের বৈশ্বামিত্র, গাথিন, বৈণব।

শালঙ্কায়নশালাক্ষলোহিতাক্ষলোহিতজহ্নূনাং বৈশ্বামিত্রশালঙ্কায়নকৌশিকেতি ।। ১৪।। [৬]

অনু.— শালঙ্কায়ন, শালাক্ষ, লোহিতাক্ষ, লোহিত ও জহ্নুদের (মতান্তরে লোহিতজহ্নু এক) বৈশ্বামিত্র, শালঙ্কায়ন, কৌশিক।

ব্যাখ্যা— ৩-১৪নং সূত্রে উল্লিখিত সকল বিশ্বামিত্রদেরই পরস্পর বিবাহ চলবে না।

কশ্যপানাং কাশ্যপাবত্সারাসিতেতি ।। ১৫।। [৭]

অনু.— কশ্যপদের কাশ্যপ, আবত্সার, আসিত।

নিধ্রুবাণাং কাশ্যপাবত্সারনৈধ্রুবেতি ।। ১৬।। [৭]

অনু.— নিধ্রুবদের কাশ্যপ, আবত্সার, নৈধ্রুব।

রেভাণাং কাশ্যপাবত্সাররৈভ্যেতি ।। ১৭।। [৭]

অনু.— রেভদের কাশ্যপ, আবত্সার, রৈভ্য।

শণ্ডিলানাং শাণ্ডিলাসিতদৈবলেতি ।। ১৮।। [৭]

অনু.— শণ্ডিলদের শাণ্ডিল, আসিত, দৈবল।

কাশ্যপাসিতদৈবলেতি বা ।। ১৯।। [৮]

অনু.— অথবা (তাঁদের ঋষিরা হলেন) কাশ্যপ, আসিত, দৈবল।

পঞ্চদশ কণ্ডিকা (১২/১৫)

[বসিষ্ঠ, উপমন্যু, পরাশর, কুণ্ডিন, অগস্তি, সোমবাহ এবং রাজাদের প্রবর, সৃষ্টিসম্পর্কিত ঋষিদের নাম, সত্রসমাপ্তির নিয়ম, আচার্যের উদ্দেশে প্রণামনিবেদন]

বাসিষ্ঠেতি বসিষ্ঠানাং যেঽন্য উপমন্যুপরাশরকুণ্ডিনেভ্যঃ।। ১।।

অনু.— উপমন্যু, পরাশর, কুণ্ডিনদের থেকে যাঁরা অন্য (সেই) বসিষ্ঠদের (ঋষি) বাসিষ্ঠ।

ঔপমন্যবানাং বাসিষ্ঠাভরদ্বস্বিন্দ্রপ্রমদেতি ।। ২।।

অনু.— উপমন্যুদের বাসিষ্ঠ, আভরদ্‌বসু, ই(ঐ)ন্দ্রপ্রমদ।

পরাশরাণাং বাসিষ্ঠশাক্ত্যপারাশর্যেতি ।। ৩।। [২]

অনু.— পরাশদের বাসিষ্ঠ, শাক্ত্য, পারাশর্য।

কুণ্ডিনানাং বাসিষ্ঠমৈত্রাবরুণকৌণ্ডিন্যেতি ।। ৪।। [২]

অনু.— কুণ্ডিনদের বাসিষ্ঠ, মৈত্রাবরুণ, কৌণ্ডিন্য।

ব্যাখ্যা— উপমন্যু, পরাশর ও কুণ্ডিন বসিষ্ঠগোত্রের। এঁদের বংশের তাই পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ।

অগস্তীনাম্ আগস্ত্যদার্ঢচ্যুতেধ্মবাহেতি ।। ৫।। [৩]

অনু.— অগস্তিদের আগস্ত্য, দার্ঢচ্যুত, ই(ঐ)ধ্মবাহ।

সোমবাহো বোত্তম আগস্ত্যদার্ঢচ্যুতসোমবাহেতি ।। ৬।। [৩]

অনু.— অথবা সোমবাহ (হচ্ছেন) অন্তিম (ঋষি) : আগস্ত্য, দার্ঢচ্যুত, সো(সৌ)মবাহ।

পুরোহিতপ্রবরো রাজ্ঞাম্ ।। ৭।। [৪]

অনু.— রাজাদের (প্রবর হচ্ছে তাঁদের নিজ নিজ কুল-) পুরোহিতের প্রবর।

ব্যাখ্যা— ১/৩/৩ সূত্র থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী সূত্রের প্রয়োজনে এই সূত্র করা হচ্ছে।

অথ যদি সার্ষ্টং প্রবৃণীরন্ মানবৈলপৌরূরবসেতি ।। ৮।। [৫]

অনু.— আর যদি সৃষ্টিসম্পর্কিত (ঋষিকে) বরণ করেন (তাহলে ঋষিক্রম হল) মানব, ঐল, পৌরূরবস।

ব্যাখ্যা— 'সার্ষ্টং' স্থানে 'সার্বম্' পাঠও পাওয়া যায়। রাজাদের রাজর্ষি-বরণের ক্ষেত্রে এই নিয়ম— 'যদি রাজ্ঞাং রাজর্ষীন্ বৃণীত তদা ইত্যর্থঃ' (না.)। সকল রাজার সৃষ্টির মূলে আছেন মনু, ইলা ও পুরূরবাঃ।

ইতি সত্রাণি ।। ৯।। [৬]

অনু.— এই হল সত্র।

ব্যাখ্যা— পরবর্তী সূত্রের প্রয়োজনেই এই সূত্রের অবতারণা।

তান্যদক্ষিণানি ।। ১০।। [৭]

অনু.— ঐ (সত্রকর্মগুলি) দক্ষিণাবিহীন।

ব্যাখ্যা— সত্রে যাঁরাই যজমান, তাঁরাই ঋত্বিক্ বলে কোন দক্ষিণা দিতে হয় না। 'তানি' না বললেও হয়তো চলত, কিন্তু তা বলা হয়েছে পৃথক্ একটি সূত্র করার প্রয়োজনে। ফলে এখানে যেগুলির কথা বলা হয়েছে এবং যেগুলির কথা বলা হয় নি, সকল সত্রেই দক্ষিণা থাকে না। ৫/১৩/১৬ নং সূত্রে যে নিষেধ তা কেবল দক্ষিণা নিয়ে যাওয়ারই নিষেধ।

তেষাম্ অন্তে জ্যোতিষ্টোমঃ পৃষ্ঠ্যশমনীয়ঃ সহস্রদক্ষিণঃ ।। ১১।। [৮]

অনু.— ঐ (সত্র শেষ হয়ে গেলে) পৃষ্ঠ্যশমনীয় (নামে) জ্যোতিষ্টোম (যাগ করতে হয়)। (এই যাগ) সহস্রদক্ষিণা-বিশিষ্ট।

ব্যাখ্যা— সত্র শেষ হলে প্রত্যেক সত্রীকে পৃথক্ পৃথক্ 'পৃষ্ঠশমনীয়' নামে সোমযাগ করতে হয়। সত্রে ব্যবহৃত রথন্তর, বৃহৎ প্রভৃতি ছ-টি সামকে প্রশমিত করার জন্য অনুষ্ঠিত হয় বলে যাগের এই নাম।

অন্যো বা প্রজ্ঞাতদক্ষিণঃ ।। ১২।। [১০]

অনু.— অথবা নির্দিষ্ট-দক্ষিণাবিশিষ্ট অন্য (কোন যাগ করবেন)।

ব্যাখ্যা— প্রজ্ঞাত = শাস্ত্রনির্দিষ্ট, শাস্ত্র হতে জ্ঞাত।

দক্ষিণাবতা পৃষ্ঠ্যানি শময়েরন্ ইতি বিজ্ঞায়তে ।। ১৩।। [১১]

অনু.— (বেদ থেকে) জানা যায়, দক্ষিণাযুক্ত (জ্যোতিষ্টোম দ্বারা) পৃষ্ঠ্যগুলিকে উপশমিত করবেন।

ব্যাখ্যা— বেদে 'সত্রাদ্ উদবসায় দক্ষিণাবতা পৃষ্ঠ্যশমনীয়েন যজেরন্ সত্রিণঃ' এই নির্দেশ থাকায় সত্র শেষ করে সহস্রদক্ষিণাযুক্ত জ্যোতিষ্টোম যাগ করতে হয়।

স এব হেতুঃ প্রকৃতিভাবে প্রকৃতিভাবে ।। ১৪।। [১২]

অনু.— প্রকৃতি (যাগের পৃষ্ঠ্যশমনীয়) হওয়ার প্রতি কারণ ঐ (দক্ষিণারই বাহুল্য)।

ব্যাখ্যা— 'পৃষ্ঠ্যশমনীয়' স্বতন্ত্র কোন যাগ নয়, জ্যোতিষ্টোম যাগই প্রকৃত দক্ষিণাবিশিষ্ট হলে তা সত্রের পৃষ্ঠস্তোত্রে ব্যবহৃত রথন্তর, বৃহৎপ্রভৃতি সামের তাপ প্রশমিত করে এবং সেই কারণে তাকে 'পৃষ্ঠ্যশমনীয়' বলা হয়। প্রসঙ্গত দ্র. শ্রৌ. ১৩/৪/৮-১৩ দ্র.।

নমো ব্রহ্মণে নমো ব্রহ্মণে নম আচার্যেভ্যো নম আচার্যেভ্যো নমঃ শৌনকায় নমঃ শৌনকায় ।। ১৫।। [১৩]

ব্রহ্মকে নমস্কার, ব্রহ্মকে নমস্কার, আচার্যদের উদ্দেশে নমস্কার, আচার্যদের উদ্দেশে নমস্কার।
শৌনককে নমস্কার, শৌনককে নমস্কার।

সূত্রপরিশিষ্ট

ভৃগূণাং ন বিবাহোঽস্তি চতুর্ণাম্ আদিতো মিথঃ।

শৈত্যাদয়স্ ত্রয়স্ তেষাং বিবাহো মিথ ইষ্যতে ।।

ষণ্ণাং বৈ গৌতমাদীনাং বিবাহো নেষ্যতে মিথঃ।

দীর্ঘতমা ঔচথ্যঃ কক্ষীবাংশ্ চৈকগোত্রজাঃ।।

ভরদ্বাজাগ্নিবেশ্যার্কাঃ শুঙ্গাঃ শৈশিরয়ঃ কতাঃ।

এতে সমানগোত্রাঃ স্যুর্ গর্গান্ একে বদন্তি বৈ।।

পৃষদশ্বা মুদ্গলা বিষ্ণুবৃদ্ধাঃ কণ্বোঽগস্ত্যো হরিতঃ সঙ্কৃতিঃ কপিঃ।

যস্কশ্ চৈষাং মিথ ইষ্টো বিবাহঃ সর্বৈর্ অন্যৈর্ জামদগ্ন্যাদিভিশ্ চ।।

যাবত্ সমানগোত্রাঃ স্যুর্ বিশ্বামিত্রোঽনুবর্ততে।

তাবদ্ বসিষ্ঠশ্ চাত্রিশ্ চ কশ্যপশ্ চ পৃথক্ পৃথক্।

দ্ব্যার্ষেয়াণাং ত্র্যার্ষেয়সন্নিপাতে অবিবাহঃ।

ত্র্যার্ষেয়াণাং পঞ্চার্ষেয়সন্নিপাতে অবিবাহঃ।।

বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্ ভরদ্বাজোঽথ গৌতমঃ।

অত্রির্ বসিষ্ঠঃ কশ্যপ ইত্যেতে সপ্ত ঋষয়ঃ।

সপ্তানাম্ ঋষীণাম্ অগস্ত্যাষ্টমানাং যদ্ অপত্যং তদ্ গোত্রম্ ইত্যাচক্ষতে।

এক এব ঋষির্ যাবত্প্রবরেষ্বনুবর্ততে।

তাবত্ সমানগোত্রত্বম্ অন্যত্র ভৃগ্বঙ্গিরসাং গণাদ্ ইত্যসমানপ্রবরৈর্ বিবাহো বিবাহঃ।

প্রথমে (বর্তমান) ভৃগু (প্রভৃতি) চার (গোত্রের) পরস্পর বিবাহ হয় না। শৈত্য প্রভৃতি তিন (গোত্র)। তাঁদের পরস্পর বিবাহ অভিপ্রেত। গৌতম প্রভৃতি ছয় (কুলের) পরস্পর বিবাহ অভিপ্রেত নয়। দীর্ঘতমা, ঔচথ্য এবং কক্ষীবান্ এক গোত্রে উৎপন্ন। ভরদ্বাজ, অগ্নিবেশ্য, অর্ক, শুঙ্গ, শৈশির, কত— এঁরা সমান গোত্রের। অন্যেরা বলেন গর্গগণও (তা-ই)। পৃষদশ্ব, মুদ্গল, বিষ্ণুবৃদ্ধ, কণ্ব, অগস্ত্য, হরিত, সঙ্কৃতি, কপি এবং যস্ক — এঁদের পরস্পরের এবং জামদগ্ন্য প্রভৃতি অন্য সকলের সঙ্গে (তাঁদের) বিবাহ অভিপ্রেত.....। যাঁদের দুই জন ঋষি তাঁদের তিন-ঋষির বংশের সঙ্গে মিল থাকলে বিবাহ (হবে) না। যাঁদের তিন জন ঋষি তাঁদের পাঁচ ঋষির বংশের সঙ্গে মিল থাকলে বিবাহ (হবে) না। বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ এবং গৌতম, অত্রি বসিষ্ঠ, কশ্যপ-এঁরা (হলেন) সপ্ত ঋষি। এই সপ্ত ঋষি এবং অগস্ত্য অষ্টম (ঋষি)। এঁদের যে সন্তান তাকে 'গোত্র' বলা হয়। ভৃগু ও অঙ্গিরস্‌গণ ছাড়া একই ঋষি যতগুলি প্রবরে উপস্থিত তত (দূর) পর্যন্ত সমানগোত্রত্ব। প্রবর ভিন্ন হলে (তবেই হবে) বিবাহ (নতুবা নয়)।

परिशिष्ट

পরিশিষ্ট — ১

বিস্তৃত বিষয়সূচী

প্রথম অধ্যায়

(দর্শপূর্ণমাস)

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, বিভিন্ন কাম্য ইষ্টি, চাতুর্মাস্য)

তৃতীয় অধ্যায়

(পশুযাগ ও প্রায়শ্চিত্ত)

৬/৪ — অতিরাত্র : তিন পর্যায়ের শস্ত্র

৬/৫ — আশ্বিন শস্ত্র

৬/৬ — সময়ের অভাবে পর্যায়ের ও আশ্বিনশস্ত্রের সংক্ষেপীকরণ, সংসব, নিবিদ্ যথাস্থানে প্রয়োগ করা না হয়ে থাকলে যা করণীয়

৬/৭ — সোমাতিরেকে কর্তব্য

৬/৮ — সোমের প্রতিনিধি (বিকল্প)

৬/৯ — দীক্ষিতের অসুস্থতায় করণীয় কর্ম

৬/১০ — দীক্ষিতের মৃত্যুতে করণীয় কর্ম

৬/১১ — সংস্থাগুলির নাম, যজ্ঞপুচ্ছ, সবনীয় পশুযাগ, পশুপুরোডাশ সম্পর্কে বিচার, হারিযোজন গ্রহ, শ্বঃসুত্যা

৬/১২ — হারিযোজন-ভক্ষণ, শকলের অভ্যাধান, দূর্বাজলের প্রোক্ষণ, দধিদ্রপ্সভক্ষণ, সখ্যবিসর্জন

৬/১৩ — সবনীয় পশুযাজের পত্নীসংযাজ, অবভৃথ ইষ্টি, সংস্থাজপ

৬/১৪ — উদয়নীয়া ইষ্টি, অনূবন্ধ্যা, ত্বষ্টার উদ্দেশে পশুযাগ, দেবিকাহবিঃ, দেবীযাগ, অনুবন্ধ্যার বিকল্প, উদবসানীয়া ইষ্টি

সপ্তম অধ্যায়

(সত্রের সাধারণ নিয়ম, চতুর্বিংশ দিবস, অভিপ্লব ও পৃষ্ঠ্য ষড়হ)

৭/১ — সত্রে প্রতিদিনই করণীয় কয়েকটি কর্ম সম্পর্কে কিছু বিধি-নিষেধ

৭/২ — চতুর্বিংশ দিবস : প্রাতঃসবনে হোতা ও হোত্রকদের পাঠ্য শস্ত্র

৭/৩ — মাধ্যন্দিন সবনে হোতার পাঠ্য শস্ত্র

৭/৪— মাধ্যন্দিন সবনে হোত্রকদের পাঠ্য শস্ত্র, তৃতীয় সবন

৭/৫ — ষড়হ : ষড়হে প্রযোজ্য সাম, স্তোমাতিশংসন, অভিপ্লব ষড়হ

৭/৬ — অভিপ্লবের দ্বিতীয় দিন

৭/৭ — তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ পর্যন্ত চারটি দিনে করণীয় কর্ম ও সংস্থা

৭/৮ — অভিপ্লবের উক্থ্যসংস্থাগুলিতে তৃতীয় সবনে হোত্রকদের পাঠ্য স্তোত্রিয় ও অনুরূপ

৭/৯ — তৃতীয় সবনে স্তোমাতিশংসন

৭/১০ — পৃষ্ঠ্য ষড়হের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন।

৭/১১ — পৃষ্ঠ্য ষড়হের চতুর্থ দিনে প্রযোজ্য ন্যূঙ্খ, নিনর্দ ও প্রতিগর, প্রথম ও ষষ্ঠ দিন সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক নির্দেশ।

৭/১২ — চতুর্থ দিনের মাধ্যন্দিন সবন, স্তোমবৃদ্ধি, পঞ্চম দিন।

অষ্টম অধ্যায়

(সত্রের পৃষ্ঠ্যষড়হের ষষ্ঠ দিবস, অভিজিৎ, স্বরসাম, বিশ্বজিৎ, দশরাত্র, মহাব্রত, মহানাম্নী ও উপনিষদ্-শিক্ষার রীতি)

৮/১ — পৃষ্ঠ্যের ষষ্ঠ দিন : প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন, তৃতীয় সবনে হোতার পাঠ্য শস্ত্র

৮/২ — ষষ্ঠ দিনে তৃতীয় সবনে মৈত্রাবরুণের পাঠ্য শিল্পশস্ত্র, হৌত্রিন ও মহাবালভিদ্ নামে বিহরণ।

৮/৩ — ষষ্ঠ দিনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর পাঠ্য শিল্পশস্ত্র, প্রতিগর।

৮/৪ — ষষ্ঠ দিনে তৃতীয় সবনে অচ্ছাবাকের পাঠ্য শস্ত্র, কোন্ কোন্ স্থলে শিল্পশস্ত্র পাঠ্য, সত্রের অন্তর্গত কোন দিনের অন্যত্র প্রয়োগ হলে সেখানে কি করণীয়, পৃষ্ঠ্যের সংস্থা, বিভিন্ন প্রকারের পৃষ্ঠ্যষড়হের নাম

৮/৫ — অভিজিৎ, স্বরসাম

৮/৬ — বিষুবান্, আবৃত্ত স্বরসাম

৮/৭ — বিশ্বজিৎ, নবরাত্রের সংস্থা, সমূঢ় দশরাত্রের প্রথম নয় দিন

৮/৮ — ব্যূঢ় দশরাত্রের প্রথম ছয় দিন

৮/৯ — ব্যূঢ় দশরাত্রের সপ্তম বা প্রথম ছন্দোম দিন

৮/১০ — দ্বিতীয় ছন্দোম দিন

৮/১১ — তৃতীয় ছন্দোম দিন

৮/১২ — দশরাত্রের অবিবাক্য নামে দশম দিন

৮/১৩ — ঐ দশম দিনের মানসগ্রহ, সত্রের অনুষ্ঠানসূচী, সামবেদ ও যজুর্বেদের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রামাণ্য, অহীন ও একাহের ভিত্তি।

৮/১৪ — মহানাম্নী, মহাব্রত এবং উপনিষদের পাঠগ্রহণে পালনীয় নিয়ম

নবম অধ্যায়

(সৌত্রিক চাতুর্মাস্য, রাজসূয়, বিভিন্ন একাহ, বাজপেয়, অপ্তোর্যাম)

৯/১ — একাহ ও অহীনের সাধারণ নিয়ম, দক্ষিণা, স্তোমের হ্রাস ও বৃদ্ধিতে কি করণীয়।

৯/২ — সৌত্রিক চাতুর্মাস্য

৯/৩ — রাজসূয় : পবিত্র যাগ, চাতুর্মাস্য, চক্রযাগ, অভিষেচনীয়, সংসৃপ ইষ্টি, দশপেয়, কেশবপনীয়, ব্যুষ্টিদ্বয়, ক্ষত্রস্য ধৃতি

দশম অধ্যায়

(বিভিন্ন একাহ ও অহীন, দ্বাদশাহ, অশ্বমেধ)

একাদশ অধ্যায়

(বিভিন্ন রাত্রিসত্র, গবাময়ন)

দ্বাদশ অধ্যায়

(বিভিন্ন অয়নসত্র, সত্রের সবনীয় পশু, সত্রীদের পালনীয় নিয়ম, সবনীয় পশুর বিভাজন, প্রবর)

পরিশিষ্ট — ২

সূত্রসূচী

অ

আ

ই

ঈ

উ

ঊ

ঋ

ধ

ন

প

ফ

ব (ৱ)

য

শ

ষ

স

হ

পরিশিষ্ট — ৩

সূত্রস্থ বিশেষ শব্দের তালিকা

অ

আ

ই

উ

ঊ

ঋ

ধ

ন

প

য

র

ব

হ

পরিশিষ্ট — ৪

সূত্রস্থ বিশেষ ক্রিয়াপদের তালিকা

অ

আ

ই

ঈ

উ

ঊ

ব

ভ

ম

র

ল

ব

শ

স

হ

পরিশিষ্ট — ৫

সূত্রে উদ্ধৃত মন্ত্রের সূচী

(যে মন্ত্রগুলি ঋক্‌সংহিতা থেকে উদ্ধৃত)

অ

অক্রন্দদগ্নি (ঋ. ১০।৪৫।৪)* — আ. ৩/১৩/১৪**

অগন্ম মহা (৭/১২) — ৪/১৫/১৫; ৮/১১/২

অগ্ন আ যাহি (৬/১৬/১০-১২, ১০) — ১/২/৮; ৩/১৩/১৪

অগ্ন আ যাহ্যগ্নিভির্ (৮/৬০) — ৪/১৩/১০

অগ্ন আয়ূংষি (৯/৬৬/১৯, ১৯-২১, ১৯) — ২/১/২০;
২/৩/২৯; ২/৮/১২

অগ্ন ইন্দ্রশ্চ (৩/২৫/৪) — ৫/৯/২৮

অগ্ন ইন্ত্বা (৩/২৪/২-৫) — ৪/১৩/৭

অগ্না যো মর্ত্যো (৬/১৪) — ৪/১৩/৮; ১০/২/২১

অগ্নিনাগ্নিঃ (১/১২/৬) — ২/১৬/৭; ৩/১৩/১৪

অগ্নিনা রয়ি (১/১/৩) — ২/১/৩১

অগ্নিনেন্দ্রেণ (৮/৩৫) — ৯/১১/১৫

অগ্নিমীডে পুরো (১/১/১; ১/১) — ২/১/২৮; ৪/১৩/৭

অগ্নিরস্মি জন্মনা (৩/২৬/৭) — ৪/৮/৩২

অগ্নিরীশে (৪/১২/৩) — ৪/১/২৪

অগ্নির্দেবেষু (৫/২৫/৪-৬) — ৯/৫/৬

অগ্নির্নেতা (৩/২০/৪) — ৫/১৪/১৯

অগ্নির্মূর্ধা (৮/৪৪/১৬) — ১/৬/২

অগ্নির্বৃত্রাণি ((৬/১৬/৩৪) — ১/৫/৩৩; ৪/৮/১০

অগ্নির্হোতা গৃহপতিঃ (৬/১৫/১৩; ১৩-১৫)— ১/১০/৫;
৬/৫/৬; ৮/৮/৯

অগ্নির্হোতা নো (৪/১৫/১-৩) — ৩/২/৯; ৪/১৩/৭

অগ্নির্হোতা ন্যসীদদ্ (৫/১/৬) — ৩/১৩/১৪

অগ্নির্হোতা পুরোহিতঃ (৩/১১/১; ৩/১১) — ২/১/২১;
৪/১৩/৭

অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতর (১০/১৫/১১) — ২/১৯/২৬

অগ্নিস্তুবিশ্রব (৫/২৫/৫, ৬) — ২/১০/১২

অগ্নিং তং মন্যে (৫/৬/১; ৫/৬; ১-৩; ৫/৬) ২/১৯/৪০;
৪/১৩/১৩; ৭/৮/১; ১০/১০/২

অগ্নিং দূতং (১/১২/১; ১/১২; ঐ) — ১/২/৮; ৪/১৩/৭;
৭/১০/৪

অগ্নিং নরো (৭/১; ঐ; ১-৩; ১-৬; ৭/১) — ৮/৭/১;
৮/৮/৫; ৮/১২/২, ৩৪; ১০/২/১২

অগ্নিং বো দেবম্ (৭/৩-১২; ৩) — ৪/১৩/৯; ৮/১০/১

অগ্নিং বো বৃধন্তম্ (৮/১০২/৭-৯) — ৭/৮/১

অগ্নিং সুদীতিং (৩/১৭/৪) — ৯/৯/১১

অগ্নিং হিন্বন্তু (১০/১৫৬) — ৪/১৩/৭

অগ্নিং হোতারং (১/১২৭/১) — ৮/১/২

অগ্নিঃ প্রত্নেন (৮/৪৪/১২) — ১/৫/৪৪

অগ্নিঃ শুচিব্রততম (৮/৪৪/২১) — ২/১/২৭

অগ্নী রক্ষাংসি (৭/১৫/১০) — ২/১২/৪

অগ্নীষোমা যো অদ্য (১/৯৩/২) — ১/৬/৩

অগ্নীষোমাবিমং সু (১/৯৩/১-৩) — ৩/৮/১

অগ্নে কদা ত (৪/৭/২-৬) — ৪/১৩/৮

অগ্নে ঘৃতস্য (৮/১০২/১৬) — ৮/১২/৫

অগ্নে জুষস্ব নো (৩/২৮/১) — ৫/৪/৮

অগ্নে জুষস্ব প্রতি (১/১৪৪/৭) — ৪/১০/৪

অগ্নে তমদ্যাশ্বং (৪/১০/১; ঐ; ৪/১০) — ২/৭/১০;
২/৮/১৫; ৮/১২/১৮

অগ্নে তৃতীয়ে (৩/২৮/৫) — ৫/৪/৮

অগ্নে ত্বমস্মদ্ (১/১৮৯/৩) — ৩/১৩/১৪

অগ্নে ত্বং নো (৫/২৪; ৫/২৪/১-৩) — ২/১৯/৪১; ৮/২/৩

অগ্নে ত্বং পারয়া (১/১৮৯/২) — ২/১০/৫

অগ্নে দা দাশুষে (৩/২৪/৫) — ৩/১৩/১৭

---

* বন্ধনীর অন্তর্গত সংখ্যাগুলি ঋক্‌সংহিতায় ঐ মন্ত্রের অবস্থান সূচিত করছে।

** ডান দিকের সংখ্যাগুলি আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রে ঐ মন্ত্রের অবস্থান চিহ্নিত করেছে।

* সায়ণাচার্য অনুসারী এই সূক্তের ১/১৩৫/৩ মন্ত্রের আরম্ভও এই শব্দগুলি দিয়ে।

গ

ঘ

চ

জ

ত

দ

ব

* আচার্য সায়ণের মতে ১০-১২ নয়, ১০-১১ মন্ত্র।

ভ

ম

য

---

* নারায়ণের বৃত্তি অনুযায়ী এই ক্রম।

র

ব

শ

স

পরিশিষ্ট — ৬

সূত্রে প্রদত্ত মন্ত্রের তালিকা

(মন্ত্রগুলি প্রচলিত ঋক্‌সংহিতার বহির্ভূত)

অ

অগন্ম বিশ্ব — ২/৫/১৩
অগ্ন ইন্ডা — ৮/১৪/২০
অগ্নয়ঃ — ৫/৩/১৫
অগ্নয়ে গৃহ — ২/৪/৮
অগ্নয়ে সংবেশ — ২/৪/১০
অগ্নাবগ্নি — ৮/১৪/৪
অগ্নাবিষ্ণূ মহি — ৫/১৯/৩
অগ্নাবিষ্ণু সজো — ২/৮/৩
অগ্নি রক্ষী — ৬/৫/২
অগ্নির্গৃহ — ৮/১৩/১৫
অগ্নিমুখং — ৪/২/৩
অগ্নির্হোতা বেত্ত — ১/৪/১১
অগ্নিষ্ট বিশ্বো — ৪/২/৩
অগ্নিষ্টে তেজো — ২/৩/৪
অগ্নিং স্বিষ্টকৃতম্ — ১/৬/৬
অগ্নিং হোত্রায়াবহ — ২/১৯/৯
অগ্নিঃ প্রস্তেষু — ৮/১০/৪
অগ্নিঃ প্রথমো — ২/১১/১২
অগ্নিঃ সোমো — ২/১১/৩
অগ্নে মরুদ্ভির্ — ৯/৬/২
অগ্নে মহী অসি — ১/২/৩০
অগ্নে সম্রাড়িষে — ৩/১২/২৫
অগ্নেঃ সমিদসি — ৩/৬/৩২, ৩৪;
অগ্নেষ্টাস্যেন — ১/১৩/২
অজ্বাবাক — ৫/৭/২
অঞ্জনমসি — ৩/২/১০
অতিরাত্রশ্চতু — ৮/১৩/৩৪
অত্র পিতরো — ২/৭/১; ৫/১৭/৬
অথর্বপিতুং — ২/৫/২
অথর্বাণো বেদঃ সোঽয়ম্ — ১০/৭/৩
অদিতির্মাতা — ১/৩/২৪
অধিশ্রিতমধ্য — ২/২/১৬
অগ্নিগো শমীধ্বম্ — ১০/৮/৮
অধ্বনাম্ — ৫/৩/১৪
অধ্বর্য অরাত্স — ৮/১৩/১৬
অধ্বর্য উপ — ২/১৬/২২; ৫/৬/১৫
অধ্বর্যো শোশোং — ৫/১৮/৫
অনাধৃষ্ট — ৪/৫/৭
অনীকবত্তমূতয়ে — ২/১৮/৩
অনু নোঽদ্যা — ৪/১২/২
অন্তরিতং রক্ষো — ২/৩/৭
অন্নাদা চান্য — ৮/১৩/১৪
অন্নাদ্যায় ত্বা — ২/৪/৭
অন্বিদমনু — ৪/১২/২
অপহতা অসুরা — ২/৬/৯
অপামিদং — ২/১২/২
অপানং যচ্ছ — ৫/২/২
অপি তেষু ত্রিষু — ১০/৯/৭
অপসু ধৃতস্য — ৬/১২/১১
অভয়ং বো — ২/৫/২১
অভি ত্যং (খিল) — ৪/৬/৩; ৮/১/২২; ৮/১২/২৭; ১০/১০/৯
অভিত্সো ঘর্মো — ৩/১৪/১০
অভিহিং হোতঃ — ১/৪/৮
অমীমদন্ত — ২/৭/২
অমুং মা হিংসীর্ — ১/১২/৩৭
অমৃতাহুতিম্ — ২/২/৪
অয়োঽসি — ২/৯/১১
অয়মগ্নির্গৃহ — ২/৫/১৩
অয়মগ্নিঃ পুরীষ্যো — ২/৫/১৩
অয়ং শীত — ৬/১২/২
অয়ং বাজং — ৮/১৪/৪

আ

ই

পরিশিষ্ট — ৭

নির্বাচিত শব্দের সাধারণ তালিকা

অ

আ,

পরিশিষ্ট — ৮

সূত্রে উদ্ধৃত বিভিন্ন মতবাদী

পরিশিষ্ট — ৯

[বিশেষ কিছু যাগের হোতৃকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ]

অগ্ন্যাধেয়

কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, ফল্গুনী, বিশাখা অথবা উত্তর ভাদ্রপদে 'অগ্ন্যাধেয়' করতে হয়। ব্রাহ্মণ বসন্তে, ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মে, বৈশ্য বর্ষায়, তক্ষক শরদে অগ্ন্যাধান করবেন। সোমযাগের উদ্দেশে এবং আপৎকালে যে-কোন ঋতুতে ও নক্ষত্রে অগ্ন্যাধান করা চলে।

আধানের পর সকলকে ১২ দিন এবং ধনীর ক্ষেত্রে আমরণ তিন অগ্নিকে নিত্যপ্রজ্বলিত রাখতে হয়।

অরণি-সংগ্রহ [শমীগর্ভ অশ্বত্থ বৃক্ষ থেকে]

পূর্ণাহুতি [মন্ত্র:- 'যো-' (সূ.)।

পূর্বদিন প্রাতঃকালে অরণি-প্রস্তুতি। পার্থিব সম্ভার এবং বানস্পত্য সম্ভার সংগ্রহ করে তিনটি পৃথক্ পৃথক্ কুণ্ড ও কুণ্ডগৃহ নির্মাণ করে ক্ষৌরকর্ম করতে হয়। অপরাহ্নে গার্হপত্য কুণ্ডের পিছনে ঔপাসন অগ্নি থেকে অর্ধেক অগ্নি নিয়ে সেই অগ্নিতে ব্রহ্মৌদন অর্থাৎ চারশরা চাল পাক করতে হয়। পাকের পর পাত্রটি নামিয়ে নিয়ে ঐ পাকের অগ্নিতেই ব্রহ্মৌদনের অন্ন নিয়েই 'দর্বীহোম' করতে হয়। এর পর ঋত্বিক্‌দের মধ্যে ঐ ব্রহ্মৌদন ভাগ করে দিতে হয়। অধ্বর্যু নিজের অংশে আজ্য মিশিয়ে ঐ অন্নকে তিনটি সমিৎ দিয়ে ঘেঁটে নিয়ে সমিৎগুলি ঐ অগ্নিতেই ফেলে দেন। তার পর ঋত্বিকের ব্রহ্মৌদন ভক্ষণ করেন।

পরের দিন পাকাগ্নিতে অরণি-স্থাপন, পাকাগ্নির নির্বাপণ, প্রত্যেক কুণ্ডে অঙ্গার-স্থাপন, নির্বাপিত পাকাগ্নির সামনে অশ্ববন্ধন করে অরণি-মন্থন, গার্হপত্যের আধান, প্রজ্বলন, গার্হপত্যের উদ্ধরণ, ব্রহ্মার সামগান, আগ্নীধ্র কর্তৃক লৌকিক অথবা গার্হপত্য অগ্নি থেকে অগ্নি নিয়ে দক্ষিণাগ্নির আধান, আহবনীয় কুণ্ডের দিকে অশ্ব-সমেত অগ্নির প্রণয়ন, ব্রহ্মার তিনবার রথচক্রভ্রামণ, অশ্বের পূর্বদিক্ হতে আহবনীয়-লঙ্ঘন, আহবনীয়ের আধান, ব্রহ্মার সামগান, তিন অগ্নিতে আজ্যহোম, প্রত্যেক কুণ্ডে তিনটি করে অশ্বত্থ এবং তিনটি করে শমীকাষ্ঠের সমিধের স্থাপন, বিনামন্ত্রে অগ্নিহোত্র, পূর্ণাহুতি, তিন অগ্নির উপস্থান।

পবমানেষ্টি

(১নং এবং ৩নং অথবা শুধু ১নং ইষ্টিটি করলেও চলে। সে-ক্ষেত্রে প্রথম ইষ্টির সঙ্গে সমানতন্ত্রে ২নং এবং ৩নং ইষ্টি করতে হয়)

(১) [ক] প্রকৃতিবৎ প্রধানযাগের (অগ্নি) অনুবাক্যা ও যাজ্যা

[খ] প্রধানযাগের (পবমান অগ্নি)

অনুবাক্যাঃ 'অগ্ন-' (৯/৬৬/১৯)

যাজ্যাঃ 'অগ্নে-' (৯/৬৬/২১)

অনুবাক্যাঃ 'স হব্য-' (৩/১১/২) - স্বিষ্টকৃতের

যাজ্যাঃ 'অগ্নি-' (৩/১১/১) - ”

(২) অনুবাক্যাঃ 'অগ্নি-' (৮/৪৪/১২) - বৃধন্বান্-আজ্যভাগের

'সোম-' (১/৯১/১১) - ” ”

যাজ্যাঃ - প্রকৃতিবৎ

[ক] অনুবাক্যাঃ 'স-' (৩/১০/৮) - প্রধানযাগের (পাবক অগ্নি)

যাজ্যাঃ 'অগ্নে-' (৫/২৬/১) - ”

[খ] অনুবাক্যাঃ 'অগ্নি-' (৮/৪৪/২১) - ” (শুচি অগ্নি)

যাজ্যাঃ 'উদগ্নে-' (৮/৪৪/১৭) - ”

অনুবাক্যাঃ 'সাহ্বান্-' (৩/১১/৬) - স্বিষ্টকৃতের

যাজ্যাঃ 'অগ্নি-' (১/১/১) - ”

(৩) 'পৃথু-' (৩/২৭/৫,৬) -

সামিধেনীতে 'সমিধ্যা-' মন্ত্রের পরে পাঠ্য দুই ধায্যা।

অনুবাক্যাঃ 'অগ্নিনা-' (১/১/৩) - *পুষ্টিমান্* - আজ্যভাগের

'গয়-' (১/৯১/১২) - ” ”

প্রকৃতিবৎ [ক] অগ্নি.- সোম/ইন্দ্র-অগ্নি/বিষ্ণু দেবতার প্রধানযাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা।

[খ] অনুবাক্যাঃ 'উত-' (৮/৬৭/১০) - প্রধানযাগে (অদিতির)

যাজ্যাঃ 'মহী-' (সূ.) - ”

অনুবাক্যাঃ 'প্রেদ্ধো-' (৭/১/৩) - স্বিষ্টকৃতে (*বিরাজ্*)

যাজ্যাঃ 'ইমো-' (৭/১/১৮) - ”

অগ্নিহোত্র

(পর্বদিনে যজমান স্বয়ং দুধ বা যবাগূ দিয়ে আহুতি দেবেন। অন্যান্য দিনে আহুতি দেবেন ঋত্বিক্ অথবা শিষ্য)

অপরাহ্নে গার্হপত্যকে প্রজ্বলিত করে ঐ গার্হপত্য থেকে অথবা বৈশ্য অথবা ধনী ব্যক্তির গৃহ থেকে অগ্নি এনে অথবা অরণি মন্থন করে সেই অগ্নিকে দক্ষিণাগ্নির নিজকুণ্ডে স্থাপন করতে

অথবা কুণ্ডে বর্তমান দক্ষিণ অগ্নিকেই প্রজ্বলিত করতে হয়।

গার্হপত্যের উদ্ধরণ [মন্ত্রঃ 'দেবং-' (সূ.)।

প্রণয়ন [মন্ত্রঃ 'উদ্ভি-' (সূ.) - অপরাহ্নে। সকালের মন্ত্রঃ 'রাত্র্যা-' (সূ.)]

আহবনীয়ে অঙ্গারস্থাপন [সূর্যের দিকে মুখ করে 'অমৃতা-' (সূ.) মন্ত্রে স্থাপন করতে হয়। তিন কুণ্ডে ইধ্মপ্রদান ও পরিস্তরণ, দোহন। ব্রতপালন [এখন থেকে হোম পর্যন্ত]

আচমন (দর্শপূর্ণমাসের মতোই)

পরিসমূহন (প্রত্যেক কুণ্ডে তিনবার বিনা মন্ত্রে)

পর্যুক্ষণ (অপরাহ্নে প্রত্যেক কুণ্ডে তিন বার 'ঋত-' (সূ.) মন্ত্রে। প্রাতঃকালে 'সত্য-' (সূ.) মন্ত্রে।

জলক্ষারণ [গার্হপত্য থেকে আহবনীয় পর্যন্ত 'তন্তুং-' (১০/৫৩/৬) মন্ত্রে]

গার্হপত্যের অঙ্গারের অপসারণ— উত্তর দিকে কিছু অঙ্গার (বায়ুকোণে) অপসারণ করা হয়। মন্ত্রঃ 'সুহৃত-' (সূ.)।

অগ্নিহোত্র-দ্রব্যের পাক [মন্ত্রঃ 'অধি-'(সূ.) অথবা 'ইল্তায়া-' (সূ.)। দধি পাক না করলেও চলে, দধিকে 'অগ্নি-' (সূ.) মন্ত্রে উষ্ণ করবেন।]

অবজ্বলন = আহুতিদ্রব্যকে উত্তপ্ত করা।

পাকপাত্রে জলসেক [স্রুব দ্বারা 'শান্তি-' (সূ.) মন্ত্রে জলসেক-বিকল্পিত]

অঙ্গারের পরিভ্রামণ [পাত্রের চারপাশে অঙ্গার নিয়ে ঘোরাতে হয়। মন্ত্রঃ 'অন্ত-' (সূ.)]

পাকপাত্রের উত্তারণ [উত্তর দিকে 'দিবে-' (সূ.) মন্ত্রে নামিয়ে রাখতে হয়]

যে অঙ্গারে দুধ গরম করা হল সেই অঙ্গারগুলির গার্হপত্যে প্রক্ষেপ [মন্ত্রঃ 'সুহৃত-' (সূ.)]

(অগ্নিহোত্রহবণী) স্রুক্ ও স্রুবার উত্তাপন।

[মন্ত্রঃ 'প্রত্যুষ্টং-' (সূ.)]

উন্নয়ন - অগ্নিহোত্রস্থালীর উত্তর দিকে অগ্নিহোত্রহবণী রেখে 'ওম্ উন্নয়ানি' মন্ত্রে আহিতাগ্নির কাছে অনুমতি প্রার্থনা। সকালের মন্ত্রঃ 'ওম্ উন্নেষ্যামি'। আহিতাগ্নি আচমন করে পিছন দিক্ দিয়ে বেদি অতিক্রম করে ডান দিকে এসে বসে 'ওম্ উন্নয়' বলে অনুমতি দেন। 'ভূরিল্তা', 'ভুব ইল্তা', 'স্বরিল্তা', 'বৃধ ইল্তা' এই চার মন্ত্রে চারবার অগ্নিহোত্রের পাকপাত্র থেকে স্রুবের সাহায্যে দুধ নিয়ে অগ্নিহোত্রহবণীতে সেই দুধ ঢালতে হয়।

স্রুক্-সমিৎ-প্রণয়ন [গার্হপত্যের উপর দিয়ে আহবনীয়ের কাছে নিয়ে এসে নাকে কাছের ধরেন। অগ্নিহোত্রহবনণীর উপর একটি, দুটি অথবা তিনটি সমিৎ রেখে গার্হপত্যের উপর দিয়ে তা আহবনীয়ের কাছে নিয়ে আসতে হয়।

আহবনীয়ে সমিৎ-স্থাপন [কুশের উপর ডান হাঁটু পেতে 'রজতাং-' (সূ.) মন্ত্রে আহবনীয়ে সমিৎটি স্থাপন করতে হয়। প্রাতঃকালের মন্ত্রঃ 'হরিণীং-' (সূ.)]

অনুমন্ত্রণ ['তেন-' (সূ.)]

জলস্পর্শ [মন্ত্রঃ 'বিদ্যু-' (সূ.)]

পূর্বাহুতি [মন্ত্রঃ 'ভূর্ভুবঃ-' (সূ.)। হাঁটু পেতেই সমিধের মূল থেকে দু-আঙুল দূরে এই আহুতি দিতে হয়। আহুতির পর কুশে হবনীটি রেখে দেবেন।

প্রাতঃকালের মন্ত্রঃ 'ভূ-' (সূ.)]

অনুমন্ত্রণ [মন্ত্রঃ 'তা-' (৮/৬৯/৩)]

গার্হপত্য-ঈক্ষণ [মন্ত্রঃ 'পশূন্-' (সূ.)]

উত্তরাহুতি— বিনা মন্ত্রে পূর্বাহুতির সঙ্গে সংস্পর্শ না ঘটিয়ে উত্তর-পূর্ব অথবা উত্তর দিকে পূর্বাহুতির অপেক্ষায় বেশী পরিমাণ দ্রব্য আহুতি দেবেন। এ ছাড়া অগ্নিদেবতার কমপক্ষে তিনটি মন্ত্রে এবং বছরে বছরে 'অম-' (৯/৬৬/১৯-২১) মন্ত্রেও অনুমন্ত্রণ করতে হবে।

অনুমন্ত্রণ [কটাক্ষ করে 'ভূ-' (সূ.) মন্ত্রে]

অগ্নিহোত্রহবণীর লেপ (হস্ত দ্বারা), সংমার্জন এবং কুশে 'পশুভ্য-' (সূ.) মন্ত্রে হস্তঘর্ষণ। কুশের ডান দিকে বিনা মন্ত্রে অথবা 'স্বধা পিতৃভ্যঃ' মন্ত্রে আঙুলগুলি চিৎ করে রেখে হাতে জল ঢালতে হয়। 'বৃষ্টি-' (সূ.) মন্ত্রে সেই জল স্পর্শ করতে হয়।

ইড়াভক্ষণ [অপর দুই অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার পরে ভক্ষণ করলেও চলে। মন্ত্র দুই দেবতার ইড়ায় যথাক্রমে 'আয়ুষে-' (সূ.), 'অস্মা-' (সূ.)।]

গার্হপত্যে *সমিৎ-স্থাপন* (বিনা মন্ত্রে)

পূর্বাহুতি [মন্ত্রঃ 'অগ্নয়ে-' (সূ.)]

উত্তরাহুতি [আহবনীয়ে প্রদত্ত দ্বিতীয় আহুতির মতোই]

দক্ষিণাগ্নিতে *সমিৎ-স্থাপন* (বিনা মন্ত্রে)

পূর্বাহুতি [মন্ত্রঃ 'অগ্নয়ে-' (সূ.)]

উত্তরাহুতি [আহবনীয়ে প্রদত্ত দ্বিতীয় আহুতির মতোই]

ইড়াভক্ষণ

জলক্ষারণ [আত্মাভিমুখে অগ্নিহোত্রহবণীর সাহায্যে 'সর্প-' (সূ.) মন্ত্রে তিন বার জল ঢালতে হবে]

(= অগ্নিহোত্রহবণী) স্রুক্-সংমার্জন

জলক্ষারণ [স্রুকে চার বার জল নিয়ে 'ঋতুভ্যঃ স্বাহা' এবং 'দিগ্ভ্যঃ স্বাহা' মন্ত্রে দু-বার পূর্ব দিকে; 'সপ্তঋষিভ্যঃ স্বাহা' এবং

'ইতরজনেভ্যঃ স্বাহা' মন্ত্রে দু-বার উত্তর দিকে তা ঢেলে দিতে হয়। চারবারই উত্তর-পূর্ব দিকে ঢালা যায়। পঞ্চম বার জল নিয়ে কূপে 'পৃথিব্যাম্-' (সূ.) এবং ষষ্ঠ বার 'প্রাণম্-' (সূ.) মন্ত্রে গার্হপত্যের পিছনে জল ঢালতে হয়। স্রুক্‌কে অল্প উত্তপ্ত করে বেদির মধ্যে রেখে দেবেন অথবা কোন কর্মচারীকে দিয়ে দেবেন।

সমিৎ-স্থাপন [আহবনীয়ের পূর্ব দিক্ দিয়ে ডান দিকে গিয়ে উত্তরমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে একবার 'দীদিহি স্বাহা-' মন্ত্রে এবং দু-বার বিনা মন্ত্রে সমিৎ স্থাপন করতে হবে। গার্হপত্যের ডান দিকে এসে ঐভাবে দাঁড়িয়ে একবার 'দীদায় স্বাহা' মন্ত্রে এবং দু-বার বিনা মন্ত্রে সমিৎ দেওয়া হবে। দক্ষিণাগ্নির ডান দিকে এসে ঐভাবেই দাঁড়িয়ে একবার 'দীদিদায় স্বাহা' এবং দু-বার বিনামন্ত্রে সমিৎ-স্থাপন।

পরিসমূহন (পূর্ববৎ)।

পর্যুক্ষণ (ঐ)।

দর্শপূর্ণমাস

প্রণীতা-প্রণয়ন, হবির্নির্বাপ, হবিঃপ্রোক্ষণ, অবহনন, ফলীকরণ, পেষণ, কপাল-উপাধান, পুরোডাশ-শ্রপণ, বেদিনির্মাণ, স্রুক্-সংমার্জন, পত্নী-সন্নহন, আজ্যগ্রহণ, বর্হিঃ-আস্তরণ, আজ্যস্থাপন, আহুতিদ্রব্য-স্থাপন, সামিধেনী ইত্যাদি। অধ্বর্যুকর্তৃক 'হোতরেহি' (বৈ.শ্রৌ. ৫/৯) বাক্যে আমন্ত্রিত হয়ে উত্‌কর ও প্রণীতার মধ্য দিয়ে হোতার যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ এবং হোতৃষদনে অবস্থান।

'নমঃ..... মাম্' (সূ.) + নিজ নামের উল্লেখ 'ভূতে... বহ (সূ.)- দুই হাতের পরস্পর সংলগ্ন আঙুলগুলির অগ্রভাগ বিচ্ছিন্ন করে + 'জাত.... ময়ি' (সূ.) - দুই হাতের আঙুলগুলি আবার পরস্পর সংযুক্ত করবেন + 'তদস্য-' (১০/৫৩/৪)

হিংম্ ভূর্ভুবঃ স্বরোংম্ (= অভিহিঙ্কার)

[কৌৎসের মতে পূর্ববর্তী জপটি - ×। শুধু ভূর্ভুবঃ স্বঃ হিংম্]

সামিধেনী

প্র-(৩/২৭/১) - তিনবার পাঠ্য

'অগ্ন -' (৬/১৬/১০-১২)

'ঈড়েন্য -' (৩/২৭/১৩-১৫)

'অগ্নিং-' (১/১২/১)

'সমিধ্য -' (৩/২৭/৪)

'সমিদ্ধো -' (৫/২৮/৫, ৬) - শেষ মন্ত্রটি তিনবার পাঠ্য

[একশ্রুতি, সন্তত, অধ্যর্ধকার; প্রতিমন্ত্রের শেষ ওম্-এই অংশের মকারের পরিবর্তন অর্থাৎ ম-কারের স্থানে বর্গীয় পঞ্চম বর্ণ/অনুনাসিক অন্তস্থ/অনুস্বার, প্রথম ও শেষ মন্ত্রের অধ্যর্ধকার, অবসানে চার মাত্রার ওম্; প্রত্যেক মন্ত্রের প্রণবের শেষে একটি করে সমিৎ স্থাপন, সামিধেনীর পরে প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে আহবনীয়ে বায়ুকোণ থেকে অগ্নিকোণ পর্যন্ত এবং ইন্দ্রের উদ্দেশে নির্ঋতি কোণ থেকে ঈশান কোণ পর্যন্ত স্রুব দ্বারা আজ্য প্রদান করতে হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম 'আঘার'। এর পর আগ্নীধ্র কর্তৃক স্ফ্য দ্বারা তিন পরিধির সংমার্গ-করণ।

'অগ্নে মহাঁ অসি ব্রাহ্মণ ভারত' (নিগদ-সামিধেনীর শেষে)

আর্ষেয়বরণ

-রাজার ক্ষেত্রে পুরোহিত বা রাজর্ষির এবং বৈশ্যের ক্ষেত্রে পুরোহিত বংশের ঋষিদের বরণ। অজ্ঞাত ও সন্দেহস্থলে 'মানব' শব্দে ঋষির উল্লেখ। বরণ হবে যে ক্রমে প্রবর-অধ্যায়ে উল্লেখ আছে সেই ক্রমে যেমন- ভার্গব, চ্যাবন, আপ্নবান, ঔর্ব, জামদগ্ন্য।

'দেবেদ্ধো ..... যজমানায়' (*প্রতিপত্তি*)

আবাহন

-আজ্যভাগের দেবতাদের

+

প্রধানযাগের দেবতাদের

+

প্রযাজ-অনুযাজের দেবতাদের (মন্ত্রঃ'দেবাঁ আজ্যপাঁ আবহ')

+

স্বিষ্টকৃতের দেবতাদের

(মন্ত্রঃ 'অগ্নিং হোত্রায়াবহ স্বং মহিমানম্ আবহ')

[প্রত্যেক দেবতার নামে দ্বিতীয়া বিভক্তি এবং 'আবহ' শব্দের আকারের প্লুতি। শেষ দুই স্থলে প্লুতি হবে না।]

ঊর্ধ্বজানু হয়ে উপবেশন, উত্তর দিকে তৃণাপসারণ এবং প্রাদেশকরণ

[প্রাদেশের মন্ত্রঃ 'অদিতি-' (সূ.)]

আশ্রাবণকারীর উদ্দেশে অনুমন্ত্রণ

[মন্ত্রঃ 'আশ্রাবয়-' (সূ.)]

অধ্বর্যুর উদ্দেশে অনুমন্ত্রণ

[মন্ত্রঃ 'দেব-' (সূ.)। অধ্বর্যুর আশ্রাবণের পরে অধ্বর্যু যজমানের প্রবরপাঠ এবং হোতার বরণ করতে থাকলে এই অনুমন্ত্রণ করতে হয়।

হোতার 'উদা-' (সূ.) মন্ত্রে উত্থান এবং 'বষ্টিশ্চ-' (সূ.) মন্ত্রের পাঠ। 'ঋতস্য-' (সূ.) মন্ত্রে অগ্রসর হয়ে 'ইন্দ্র-' (সূ.) মন্ত্রে অধ্বর্যুকে ও আগ্নীধ্রকে স্পর্শ

[অধ্বর্যুকে পার্শ্বস্থ দক্ষিণ পাণি এবং আগ্নীধ্রকে পার্শ্বস্থ বাম পাণি অথবা কটিদেশ দ্বারা বা উরু দ্বারা স্পর্শ]

মুখসংমার্জন—তিনবার

[মন্ত্রঃ 'সংমার্গো-' (সূ.)।

সংমার্গতৃণ দিয়ে মার্জন করতে হয়]

জলস্পর্শ

হোতৃষদনের অভিমন্ত্রণ

[মন্ত্র : 'অহে-' (সূ.)]
নিরসন - উপবেশন
[তৃণনিরসনের মন্ত্র : 'নিরস্তঃ-' (সূ.)
উপবেশনের মন্ত্র : 'ইদম-' (সূ.)।
দক্ষিণ-পশ্চিমে তৃণ নিক্ষেপ করে
দক্ষিণোত্তরী হয়ে উপবেশন।]
'দেব-' (সূ.) মন্ত্রের পাঠ
জানু দ্বারা তৃণ স্পর্শ
[মন্ত্র : 'অস্তি-' (সূ.)]
জপ
['ভূপতয়ে-' (সূ.), 'সূর্যো-' (১০/১৫৮/১), 'নমো-' (১/২৭/১৩), 'বিশ্বে-' (১০/৫২/১), 'অগ্নাধি-' (১০/৫৩/২), 'তদদ্য-' (১০/৫৩/৪)]
স্রুক্-আদাপন (আহবনীয়ের ইধ্ম প্রদীপ্ত হলে কর্তব্য)
['অগ্নি... অগ্নিম্' (সূ.) + 'হোতারম্-' (সূ.) জপ + 'ঘৃত-' (সূ.)।
অধ্বর্যু কর্তৃক স্রুক্-গ্রহণ। হোতার মুখে 'ঘৃতবতী' শব্দটি উচ্চারিত হতে শুনে এই স্রুক্-গ্রহণ এবং তারপরে আশ্রাবণ ও প্রত্যাশ্রাবণ।
প্রযাজের আগে অধ্বর্যু যজমানের আর্ষেয়বরণ এবং হোতৃবরণ করেন]
প্রযাজ [৫; প্রথম থেকে এই পর্যন্ত সব মন্ত্র মন্দ্রস্বরে উচ্চার্য]
(১) 'সমিধঃ-' (সূ.)
(২) 'তনূনপাদ্-' (সূ.)
অথবা 'নরাশংসো-' (সূ.)-গোত্র বসিষ্ঠ, শুনক, অত্রি, বধ্র্যশ্ব হলে বা জাতিতে যজমান রাজন্য হলে।
(৩) 'ইড়ো-' (সূ.)
(৪) 'বর্হি-' (সূ.)
(৫) 'স্বাহা অমুম্-' (সূ.)
(শুধু আজ্যভাগ ও প্রধানদেবতার উদ্দেশে স্বাহাকার হবে)
'স্বাহা দেবা আজ্যপা জুষাণা অগ্ন আজ্যস্য ব্যন্তু'—
[যাজ্যা-মন্ত্রের আগে আগূ এবং শেষে বষট্কার থাকবে। আগূ এবং বষট্কারের আদিতে এবং যাজ্যার শেষে প্লুতি হবে। যাজ্যার শেষ স্বর প্রগৃহ্য না হলে অথবা ব্যঞ্জন বর্ণ পরে না থাকলে সন্ধ্যক্ষরকে ভেঙে নিয়ে অকারের প্লুতি করতে হবে। যাজ্যার শেষে 'রেফী' বিসর্গ থাকলে তার স্থানে রকার হবে। রেফী না হলে ঐ বিসর্গ লোপ পাবে। শেষ বর্ণ প্রথম বর্ণ হলে তৃতীয় বর্ণে পরিবর্তিত হবে। মকার হলে 'ং' বলতে হবে। বষট্কারের শেষে 'বাগোজঃ-' (সূ.) মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ করতে হবে।
আজ্যভাগ (এখন থেকে স্বিষ্টকৃত্ পর্যন্ত মধ্যম স্বর এবং প্রথম থেকে এই পর্যন্ত বাক্সংযম)
(১) অনুবাক্যাঃ 'অগ্নি-' (৬/১৬/৩৪) (*বার্ত্রঘ্ন*)
অথবা 'অগ্নিঃ-' (৮/৪৪/১২) (*বৃধন্বান্*)
যাজ্যাঃ 'জুষাণো-' (সূ.)
(২) অনুবাক্যাঃ 'ত্বং-' (১/৯১/৫) (*বার্ত্রঘ্ন*)
অথবা 'সোম-' (১/৯১/১১) (*বৃধন্বান্*)
যাজ্যাঃ 'জুষাণঃ-' (সূ.)
যাজ্যায় সর্বত্র আগূর পরে দ্বিতীয়া বিভক্তিতে দেবতার নাম উল্লেখ করতে হয়। তবে অনুবাক্যাবিহীন সংপ্রৈষ যাজ্যায় এবং ৪/৮/৩৪-৬/১৩/১ সূত্রের অন্তর্গত সৌমিকী দেবতাদের ক্ষেত্রে যাজ্যায় নাম উল্লেখ করতে হয় না।
প্রধানযাগ
(১) অনুবাক্যাঃ (অগ্নি) 'অগ্নি-' (৮/৪৪/১৬)
যাজ্যা (ঐ): 'ভুবো-' (১০/৮/৬)
অথবা 'অয়ম-' (৮/৭৫/৪)
(২) অনুবাক্যাঃ 'ইদং-' (১/২২/১৭) (বিষ্ণু-উপাংশু)
যাজ্যাঃ 'ত্রি-' (৭/১০০/৩) (,,)
অনুবাক্যাঃ 'অগ্নী-' (১/৯৩/২) (অগ্নি-সোম-উপাংশু)
যাজ্যাঃ 'আন্যং-' (১/৯৩/৬)
(৩) অনুবাক্যাঃ 'অগ্নী-' (১/৯৩/৯) (অগ্নি-সোম)
যাজ্যাঃ 'যুবম্-' (১/৯৩/৫)
অথবা
অনুবাক্যাঃ 'ইন্দ্রাগ্নী-' (৭/৯৪/৭) (ইন্দ্র-অগ্নি)
যাজ্যাঃ 'গীর্ভি-' (৭/৯৩/৪)
অথবা
অনুবাক্যাঃ 'এন্দ্র-' (১/৮/১)
যাজ্যাঃ 'প্র-' (১০/১৮০/১) (ইন্দ্র)
অথবা
অনুবাক্যাঃ 'মহাঁ-' (৮/৬/১)
যাজ্যাঃ 'ভুব-' (১০/৫০/৪) (মহেন্দ্র)
প্রধানযাগের পরে তৈত্তিরীয়রা পার্বণহোম এবং নারিষ্ঠহোম করেন।
স্বিষ্টকৃত্ [অগ্নির উত্তর-পূর্বার্ধে কর্তব্য]
অনুবাক্যাঃ 'পিপ্রীহি-' (১০/২/১)
যাজ্যাঃ 'অগ্নিং স্বিষ্টকৃতমযাড়গ্নিঃ' + 'অমুকস্য প্রিয়া ধামান্যযাট্' (শুধু আজ্যভাগ ও প্রধান দেবতাদের নাম ষষ্ঠী বিভক্তিতে

উল্লেখ্য) + 'দেবানামা-' (সূ.) + 'অগ্নে-' (৬/১৫/১৪)

[সমগ্র যাজ্যা একনিঃশ্বাসে অথবা স্বাভাবিকভাবে পাঠ করতে হবে। এর পর ব্রহ্মার প্রাশিত্রহরণভক্ষণ]

ইড়াভক্ষণ [এখান থেকে উত্তমস্বর]

তর্জনীর উপরের দুই পর্বে আজ্যলেপন এবং ওষ্ঠে ঐ আজ্যের লেপন —

'বাচ-' (সূ.) মন্ত্রে উর্ধ্ব ওষ্ঠে আজ্যলেপন

'মন-' (সূ.) মন্ত্রে নিম্ন ওষ্ঠে লেপন

জলস্পর্শ

ইড়াগ্রহণ ও ইড়াপাত্রের বাম হস্তে স্থাপন এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিকে পাত্রের পশ্চাতে উত্তরমুখী করে স্থাপন; ইড়া ও অবান্তরেড়ার গ্রহণ

[ইড়া দেবেন অধ্বর্যু এবং অবান্তরেড়া হোতা স্বয়ং অঙ্গুষ্ঠ এবং অন্যান্য অঙ্গুলির মধ্যস্থান দিয়ে ভেঙে নেবেন]

ইড়া-উপহ্বান

[ডান দিকে ইড়া নিয়ে মুখ অথবা নাকের কাছে ধরে উপহ্বান করতে হয়। মন্ত্রঃ- 'ইড়ো-' (সূ.) - উপাংশু; 'ইড়ো-' (সূ.) - উচ্চস্বরে। 'ইড়ে-' (সূ.) - ভক্ষণ]

মার্জন (পরিস্তরণের তলায় নিজ অঞ্জলি রাখেন; অধ্বর্যু তার উপর জল ঢালেন)

আগ্নেয় পুরোডাশের চতুর্ধাকরণ এবং আগ্নীধ্রকে ষড়বত্ত দান করতে হয়। এ ছাড়া এই সময়ে অন্বাহার্যও দান করতে হয়।

অনুযাজ [তিনটি]

(১) 'দেবং-' (সূ.)

(২) 'দেবো-' (সূ.)

(৩) 'দেবো-' (সূ.) একনিঃশ্বাসে

সূক্তবাক [এই সময়ে প্রস্তরের অগ্রভাগ দিয়ে জুহূ, মধ্যভাগ দিয়ে উপভৃত্ এবং মুলভাগ দিয়ে ধ্রুবাপাত্রকে মেজে প্রস্তরের মূল জুহূতে রেখে একটি তৃণ ঐ প্রস্তর থেকে আহবনীয়ে নিক্ষেপ করতে হয়।]

'ইদং..... আবিদি' এবং

'অমুকঃ ইদং হবিরজুষতাবীবৃধত মহো জ্যায়োঽকৃত' (শুধু আজ্যভাগ ও প্রধানদেবতাদের নাম প্রথমায় উল্লেখ্য) +

'দেবা..... যজমানায়' (সূ.) + যজমানের দুই নাম উল্লেখ্য + 'আয়ু-' (সূ.)

শংযুবাক

এই সময়ে আহবনীয়ে তিনটি পরিধিকে ফেলে দিতে হয়। 'তচ্ছং-' (খিল ৫/১/৫) - অনুবাক্যার মতোই পাঠ্য, কিন্তু প্রণবশূন্য। অধ্বর্যুর হোতাকে বেদপ্রদান

হোতার বেদ-গ্রহণ [মন্ত্রঃ - 'বেদো-' (সূ.)। এখান থেকে মন্দ্রস্বর]

হোতার উত্থান [মন্ত্রঃ- 'উদায়ুষা-' (সূ.)]

শংযুবাকের পরে সংস্রাব হোম এবং হবিঃশেষভক্ষণ

পত্নীসংযাজ (৪-৬ সন্তানার্থীর পক্ষে; গার্হপত্যে অনুষ্ঠেয়)

(১) অনুবাক্যাঃ 'আপ্যা-' (১/৯১/১৬)

যাজ্যাঃ 'সং-' (১/৯১/১৮)

(২) অনুবাক্যাঃ 'ইহ-' (১/১৩/১০)

যাজ্যাঃ 'তন্ন-' (৩/৪/৯)

(৩) অনুবাক্যাঃ 'দেবানাং-' (৫/৪৬/৭)

যাজ্যাঃ 'উত-' (৫/৪৬/৮)

(৪) অনুবাক্যাঃ 'রাকা-' (২/৩২/৪)

যাজ্যাঃ 'যাস্তে-' (২/৩২/৫)

(৫) অনুবাক্যাঃ 'সিনী-' (২/৩২/৬)

যাজ্যাঃ 'যা সুবাহুঃ-' (২/৩২/৭)

(৬) অনুবাক্যাঃ 'কুহূ-' (সূ.)

যাজ্যাঃ 'কুহূর্দেবা-' (সূ.)

(৭) অনুবাক্যাঃ 'অগ্নি-' (৬/১৫/১৩)

যাজ্যাঃ 'হব্য-' (৫/৪/২)

শংযুবাক (বিকল্পিত)

আজ্যইড়া-ভক্ষণ

অধ্বর্যু হোতার হাতে আজ্য দেন।

হোতা উপহ্বান করে সবটা খেয়ে নেন; এখানে আবার বিকল্পে শংযুবাকের অনুষ্ঠান হতে পারে।

এর পর সংপত্নীয় হোম, দক্ষিণাগ্নিতে ইধ্মপ্রব্রশ্চন হোম, চতুর্গৃহীত আজ্যের সঙ্গে ফলীকরণ-হোম, তারপর পিষ্টলেপ-হোম।

যজমানের পত্নীকে বেদ-প্রদান। পত্নীর 'বেদো-' (সূ.) মন্ত্র পাঠ। সন্তানার্থিনী হলে বেদের মাথাটি নিজ নাভিতে স্পর্শ করাবেন।

যোক্ত্রমোচন [মন্ত্রঃ 'প্র-' (১০/৮৫/২৪)]

গার্হপত্যের পিছনে যোক্ত্রকে দ্বিগুণিত এবং প্রাক্-পাশ করে রেখে বেদের তৃণগুলি তার উপর উত্তরমুখী করে রাখেন। বেদতৃণের সঙ্গে সংলগ্ন করে সামনে পূর্ণপাত্র রাখা হয়।

পত্নীর পূর্ণপাত্র-স্পর্শ [মন্ত্রঃ 'পূর্ণ-' (সূ)]

পূর্ণপাত্রের জল হোতা এবং পত্নী কর্তৃক চতুর্দিকে প্রক্ষেপ [মন্ত্রঃ 'প্রাচ্যাং-' (সূ.)

যোক্ত্রের তলায় পত্নীর অঞ্জলি ও নিজের বাঁ হাত রেখে সেখানে পূর্ণপাত্রের জল ঢালতে হয়।

বেদস্তরণ [মন্ত্রঃ 'তন্তুং-' (১০/৫৩/৬)। গার্হপত্য থেকে আহবনীয় পর্যন্ত বাঁ হাত দিয়ে ছড়াতে হয়। অবশিষ্ট কিছু তৃণ বেদিতে রেখে দিতে হয়।]

সর্বপ্রায়শ্চিত্তহোম ঃ

(১) 'অয়া-' (সূ.)

(২) 'অতো-' (১/২২/১৬)

(৩) 'ইদং-' (১/২২/১৭)

(৪) 'ভূঃ স্বাহা'

(৫) 'ভুবঃ স্বাহা'

(৬) 'স্বঃ স্বাহা'

(৭) 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা'

সংস্থাজপ

['ওঞ্চ-' (সূ)। জপের পর তীর্থপথ ধরে বেরিয়ে আসতে হয়।] এরপর অধ্বর্যু কর্তৃক প্রায়শ্চিত্তহোম, তিনটি সমিষ্টযজুর্হোম, বেদিতে আস্তীর্ণ কুশের আহবনীয়ের অগ্নিতে নিক্ষেপ, বেদিতে প্রণীতাক্ষারণ এবং কপালের উদ্‌বাসন।

আগ্রয়ণ ইষ্টি

আগ্রয়ণ ইষ্টি করে তবে নূতন শস্য খেতে হয়। অন্তত নূতন শস্য দিয়ে অগ্নিহোত্র করে তবে তা খাবেন। যে গরুর দুধ দিয়ে অগ্নিহোত্র হয় সেই গরুকে নূতন শস্য খাইয়ে তার দুধে অগ্নিহোত্র করতে হয়।

শ্যামাকের আগ্রয়ণ (বর্ষায় কর্তব্য)

দেবতা - সোম; দ্রব্য - চরু।

অনুবাক্যাঃ 'সোম-' (১/৯১/৯) - প্রধানযাগের।

যাজ্যাঃ 'যা-' (১/৯১/৪)- প্রধানযাগের।

ইড়া-উপহ্বান ও ইড়াভক্ষণমন্ত্র - প্রকৃতিযাগের মতো।

বাঁ হাতে ইড়াপাত্র নিয়ে 'প্রজা-' (সূ.) মন্ত্রে ডান হাতে স্পর্শ। ইড়াভক্ষণ [মন্ত্রঃ 'ভদ্রান্-'(সূ.)]- স্বনাভিস্পর্শ [মন্ত্রঃ 'অমোঽসি-' (সূ.)

ব্রীহি-যবের আগ্রয়ণ (সমানতন্ত্রে)

দেবতা — অগ্নি - ইন্দ্র / ইন্দ্র-অগ্নি, বিশ্বদেবাঃ, দ্যাবাপৃথিবী [সমানতন্ত্রে শ্যামাকের আগ্রয়ণ হলে দ্যা-পৃ. দেবতার আগে সোম দেবতার উদ্দেশে আহুতি।

দ্রব্য - ব্রীহি, যব (যবের আগ্রয়ণ বিকল্পিত, তবে রাজার পক্ষে তা অবশ্যকর্তব্য)]

অনুবাক্যাঃ 'আ-' (৮/৪৫/১) - অগ্নি-ইন্দ্রের

যাজ্যাঃ 'সু-' (৪/২/১৭) - "

অনুবাক্যাঃ 'বিশ্বে-' (২/৪১/১৩) - বিশ্বেদেবাঃ-র

যাজ্যাঃ 'যে-' (৬/৫২/১৫) - "

অনুবাক্যাঃ 'মহী-' (১/২২/১৩) - দ্যা-পৃ.

যাজ্যাঃ 'প্র-' (৭/৫৩/২)

অন্বারম্ভণীয়া ইষ্টি

দর্শপূর্ণমাসের প্রারম্ভে কর্তব্য।

দেবতা— অগ্নি-বিষ্ণু, সরস্বতী, সরস্বান, ভগী অগ্নি।

অনুবাক্যাঃ 'অগ্না-' (সূ.) - অগ্নি-বিষ্ণুর

যাজ্যাঃ 'অগ্না-' (সূ.) - "

অনুবাক্যাঃ 'পাবকা-' (১/৩/১০) - সরস্বতী

যাজ্যাঃ 'পাবী-' (৬/৪৯/৭) - "

অনুবাক্যাঃ 'পীপি-' (৭/৯৬/৬) - সরস্বানের

যাজ্যাঃ 'দিব্যং-' (১/১৬৪/৫২) - "

অনুবাক্যাঃ 'আ সবং-' (৮/১০২/৬) - ভগীর

যাজ্যাঃ 'স-' (৭/১৫/১১) - "

চাতুর্মাস্য

প্রথমে চতুর্দশীতে অন্বারম্ভণীয়া অথবা বৈশ্বানর-পার্জন্য ইষ্টি। দ্রব্য-বৈশ্বানরের দ্বাদশ কপাল পুরোডাশ, পর্জন্যের চরু।

(১) বৈশ্বদেবপর্ব (ফাল্গুনী বা চৈত্রী পূর্ণিমায়) দেবতা - অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূষা, স্বতবঃ মরুত্, বিশ্বেদেবাঃ, দ্যাবাপৃথিবী। সোম, সরস্বতী, পূষার চরু, বিশ্বেদেবাঃ-র পয়স্যা। প্রাতঃকালে অধ্বর্যুর 'অগ্নয়ে মথ্যমানায়ানুব্রূহি' এই প্রৈষ পেয়ে সাধারণত যেখানে দাঁড়িয়ে সামিধেনী পড়া হয় তার এক পা দূরে দাঁড়াবেন।

অগ্নিমন্থনীয়া (= অগ্নিমন্থনের সময়ে পাঠ্য)ঃ

'অভি-' (১/২৪/৩)

'মহী-' (১/২২/১৩)

'ত্বাম-' (৬/১৬/১৩-১৫)

- শেষ মন্ত্রটির প্রথমার্ধে থেমে যাবেন।

'অগ্নে-' (১০/১১৮) - মন্থন সত্ত্বেও অগ্নি উৎপন্ন না হলে বার বার পড়তে হবে।

'তমু-' (৬/১৬/১৫) মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্ধ [অগ্নি উৎপন্ন হলে 'জাতায়ানুব্রূহি' প্রৈষের পরে পাঠ্য]

'উত-' (১/৭৪/৩)

'আ-' (৬/১৬/৪০) [প্রথমার্ধে থামবেন। দ্বিতীয়ার্ধ পাঠ করবেন 'অগ্নয়ে প্রহ্রিয়মাণায়ানুব্রূহি' এই প্রৈষ পেলে]

'প্র-' (৬/১৬/৪১, ৪২)

'অগ্নিনা-' (১/১২/৬)

'স্বং-' (৮/৪৩/১৪)

'তৎ-' (৮/৮৪/৮)
'যজেন-' (১/১৬৪/৫০)
সামিধেনী
পবমানেষ্টির মত ধায্যা থাকবে।
প্রযাজ (৯টি)
-প্রথম চারটি প্রকৃতিবৎ
'দুরো-' (সূ.)
'উষাসা-' (সূ.)
'দৈব্যা-' (সূ.)
'তিস্রো-' (সূ.)
অন্তিম প্রযাজ-প্রকৃতিবৎ।
প্রধানযাগ
অগ্নি - প্রকৃতিবৎ
সোম - ?
অনুবাক্যাঃ 'আ-' (৫/৮২/৭) - সবিতার
যাজ্যাঃ 'বাম-' (৬/৭১/৬)- "
সরস্বতীর - অগ্রায়ণীয়ার মতো
অনুবাক্যাঃ 'পূষন্-' (৬/৫৪/৯) - পূষার
যাজ্যাঃ 'শুক্রং-' (৬/৫৮/১) - "
'ইহে-' (৭/৫৯/১১) - স্বতবঃ মরুতের।
'প্র-' (৬/৬৬/৯) - "
বিশ্বেদেবাঃ - আগ্রয়ণবৎ
দ্যাবাপৃথিবী - "
প্রধানযাগের শেষ আহুতির সময়ে মধু, মাধব, শুক্র এবং শুচি এই চার মাসের নামেও আহুতি দিতে হয়।
অনুযাজ (৯টি)
প্রথম অনুযাজ - প্রকৃতিবৎ
'দেবী-' (সূ.)
'দেবী উষাসা-' (সূ.)
'দেবী জোষ্ট্রী-' (সূ.)
'দেবী উর্জাহুতী-' (সূ.)
'দেবা দৈব্যা-' (সূ.)
'দেবীস্তিস্র-' (সূ.)
শেষ দুটি অনুযাজ - প্রকৃতিবৎ
বাজিনযাগ— অনুযাজ, সূক্তবাক অথবা শংযুবাকের পরে অনুষ্ঠেয়।
দেবতা-বাজী; দ্রব্য-বাজিন। আবাহন নিষিদ্ধ।

'শং-' (৭/৩৮/৭) - অনুবাক্যা।
'বাজে-' (৭/৩৮/৮) - যাজ্যা (উর্ধ্বজানু হয়ে পাঠ্য)।
'অগ্নে বীহি' বা 'বাজিনস্যাগ্নে বীহি'- অনুবষট্কার (আগু বাদ)।
অনুমন্ত্রণ- দুই বষট্কারেই।
বাজিনের উপহব [মন্ত্রঃ 'অধ্বর্য-' (সূ.)। উপহবের ক্রম- (হোতা) অধ্বর্যু, ব্রহ্মা, অগ্নীত্, যজমান]
প্রত্যুপহব [মন্ত্রঃ উপহূতঃ]
বাজিনের প্রাণভক্ষ ['যন্-' (সূ.)।
ক্রম-হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা, অগ্নীত্, যজমান।
বাজিনের সাক্ষাৎ ভক্ষণ [কেবল যজমান এবং অন্যান্য দীক্ষিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই সাক্ষাৎ ভক্ষণ। ভক্ষণ হবে অগ্নীধের প্রাণভক্ষের পরে।]
পৌর্ণমাসযাগ (প্রতিপদে)
ব্রতপালন [চুল কাটা, দাড়ি কামান; নীচে শোওয়া, মাংস, লবণ, কেশচর্চা এবং ঋতুকাল ছাড়া অন্য সময়ে স্ত্রী-সম্ভোগ বর্জনীয়।]
(২) বরুণপ্রঘাসপর্ব
(আষাঢ়ী বা শ্রাবণী পূর্ণিমায়)
(দেবতা-অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূষা, ইন্দ্র-অগ্নি, মরুত্, বরুণ, ক। দক্ষিণবেদিতে সপ্তম যাগটি করার সময়ে মেষী এবং উত্তরবেদিতে অষ্টমযাগের সময়ে মেষ আহুতি দেওয়া হয়। শেষযাগের সময়ে নভঃ, নভস্য, ইষ এবং উর্জ এই চার মাসের উদ্দেশেও আহুতি দিতে হয়।
অগ্নিপ্রণয়নীয়া (দর্শপূর্ণমাসীয় বেদির পিছনে বসে প্রথম মন্ত্রটি এবং যেতে যেতে অপর মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হয়। আহবনীয়ে ইধ্ম প্রজ্বলিত করে নয়, সমগ্র আহবনীয়কেই নিঃশেষে উদ্ধরণ করে দুই বেদিতে দু-ভাগ করে রেখে দিতে হয়।)
'প্র-' (১০/১৭৬/২-৪)
- প্রথম মন্ত্রটি বসে বসে সমানপ্রণববিশিষ্ট করে উপাংশু স্বরে পাঠ্য। ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে প্রথম মন্ত্র ঃ 'ইমং-' (৩/৫৪/১), বৈশ্যের ক্ষেত্রে 'অয়-' (৪/৭/১)
'ইড়ায়া-' (৩/২৯/৪)
'অগ্নে-' (৬/১৫/১৬)- প্রথম অর্ধর্চে থামতে হবে। অবশিষ্ট অর্ধ পাঠ করবেন উত্তরা বেদির পিছনে দাঁড়িয়ে।
'সীদ-' (৩/২৯/৮) - কুণ্ডে অগ্নি স্থাপিত হলে পাঠ্য।
'নি-' (২/৯/১,২)
বাক্সংযম ত্যাগ [নিজ আসনে ফিরে এসে 'ভূ-' (সূ.) মন্ত্রে বাক্সংযম ত্যাগ]
যব ভ্রিয়ে পরিবারের লোকসংখ্যার অপেক্ষায় একটি বেশী করীরপাত্র তৈরী করতে হয়। এ ছাড়া অধ্বর্যু একটি মেষ এবং প্রতিপ্রস্থাতা একটি মেষী তৈরী করেন। মেষ-মেষীর গায়ে কুশ

বা লোম লাগাতে হয়। অগ্নিমন্থনের সমাপ্তি। বৈশ্বদেববৎ দক্ষিণ বেদিতে শূর্পের সাহায্যে করম্ভপাত্রের আহুতি।

প্রধানযাগ

অনুবাক্যাঃ 'ইন্দ্রাগ্নী-' (৭/৯৪/৭) - ইন্দ্র-অগ্নির

যাজ্যাঃ 'শ্নথদ্-' (৬/৬০/১) - "

'মরুতো-' (১/৮৬/১) - মরুতের

'অরা-' (৫/৫৮/৫) - "

'ইমং-' (১/২৫/১৯) - বরুণের

'তত্-' (১/২৪/১১) - "

'কয়া-' (৪/৩১/১) - ক-দেবতার

'হিরণ্য-' (১০/১২১/১) - "

বাজিনযাগ

উপহবের ক্রম-(হোতা), অধ্বর্যু, ব্রহ্মা, প্রতিপ্রস্থাতা, অগ্নীত্, যজমান।

ভক্ষণের ক্রম - হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা, প্রতিপ্রস্থাতা, অগ্নীত্, যজমান

অবভৃথ (বিকল্পিত)

ঐন্দ্রাগ্ন পশুযাগ (ভাদ্রী/আশ্বিনী পূর্ণিমায়)

(৩) সাকমেধপর্ব (কার্তিকী/অগ্রহায়ণী চতুর্দশী পূর্ণিমায়)

দেবতা-অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূষা, ইন্দ্র-অগ্নি, ইন্দ্র/বৃত্রহা ইন্দ্র/মহেন্দ্র, বিশ্বকর্মা। অনুষ্ঠান বরুণপ্রঘাসেরই মতো।

চতুর্দশী :-

অনীকবতী ইষ্টি (পূর্বাহ্নে)— সূর্যোদয়ের আগে বা সময়ে দেবতা—অনীকবান্ অগ্নি।

অনুবাক্যাঃ 'অনীক-' (সূ.)

যাজ্যাঃ 'সৈনা-' (২/৯/৬)

সান্তপনী ইষ্টি (মধ্যাহ্নে দ্রব্য - চরু)

আজ্যভাগ - বৃধন্বান্ মন্ত্র অনুবাক্যা।

অনুবাক্যাঃ 'সান্ত-' (৭/৫৯/৯)

যাজ্যাঃ 'যো-' (৭/৫৯/৮)

গৃহমেধীয়া ইষ্টি (অপরাহ্ণে)

আজ্যভাগ - তৃতীয় পর্বযাগেষ্টির মতো অনুবাক্যা।

অনুবাক্যাঃ 'গৃহ-' (৭/৫৯/১০) - প্রধানযাগে

যাজ্যাঃ 'প্র-' (৭/৫৬/১৪) - "

স্বিষ্টকৃৎ- তৃতীয় পর্বযাগেষ্টির মতো, তবে যাজ্যা হবে নিগদবিহীন।

জাগরণ (রাত্রে)

পৌর্ণদর্ব হোম (শেষ রাত্রে/বীজ ভাজলে/শেষ ভাজলে)

অনুবাক্যাঃ 'পূর্ণা-' (সূ.)

যাজ্যাঃ 'দেহি-' (সূ.)

পূর্ণিমায় :-

ক্রীড়িনেষ্টি (সকালে সূর্যোদয়ের সময়ে)

আজ্যভাগ

অনুবাক্যাঃ 'উত-' (১/৭৪/৩) - পরোক্ষ বার্ত্রঘ্ন

যাজ্যাঃ 'অয়-' (৭/৫৬/১৬)

প্রধানযাগ -

অনুবাক্যাঃ 'ক্রীড়ং-' (১/৩৭/১)

যাজ্যাঃ 'অত্যাসো-' (৭/৫৬/১৬)

স্বিষ্টকৃৎ-

অনুবাক্যাঃ 'জুষ্টো-' (৫/৪/৫)

যাজ্যাঃ 'অগ্নে-' (৫/২৮/৩)

মাহেন্দ্রী ইষ্টি বা মহাহবিঃ

অগ্নিপ্রণয়ন, অগ্নিমন্থন ইত্যাদি এবং বাজিনযাগ কর্তব্য

অনুবাক্যাঃ 'আ-' (৪/৩২/১) -বৃত্রহা-র

যাজ্যাঃ 'অনু-' (৬/২৫/৮) - "

অনুবাক্যাঃ 'বিশ্ব-' (১০/৮১/৬) - বিশ্বকর্মার

যাজ্যাঃ 'যা-' (১০/৮১/৫) - "

শেষ প্রধানযাগের সময়ে সহঃ, সহস্য, তপঃ; এবং তপস্য মাসের উদ্দেশে আহুতি।

অবভৃথ - ××।

পিত্র্যা ইষ্টি (দেবতা-সোমবান্ পিতৃ / পিতৃবান্ সোম, বর্হিষদ্ পিতৃ, অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃ, যম/বৈবস্বত)

এই ইষ্টি দক্ষিণাগ্নি থেকে অগ্নি নিয়ে 'অতিপ্রণীত' নামে অগ্নিতে করতে হয়।

শংযুবাকেই অনুষ্ঠানের শেষ। 'হোতারম্ অবৃথাঃ', অনুমন্ত্রণ, অতিহিঙ্কার ছাড়া অন্য-সব জপ মন্ত্র লোপ পায়। দক্ষিণ দিক্‌কে পূর্ব দিক্ ধরে অনুষ্ঠান হয়। 'ওঁ স্বধা' আশ্রাবণ, 'অস্তু স্বধা' প্রত্যাশ্রাবণ, 'অনুস্বধা/স্বধা' প্রৈষ, 'যে স্বধা/যে স্বধামহে' আগু, 'স্বধা নমঃ' বষট্‌কার। স্তুতি হবে প্রকৃতিযাগের মতোই যথাস্থানে।

সামিধেনী — 'উশন্ত-' (১০/১৬/১২) মন্ত্র একনিঃশ্বাসে তিনবার। 'আবহ-' (সূ.) এই 'প্রতিপত্তি মন্ত্রের পাঠ।

আবাহন— স্বিষ্টকৃতের দেবতার স্থানে 'অগ্নিং কব্যবাহনমাও বহ' বলবেন।

প্রযাজ— পঞ্চম প্রযাজে আজ্যপ-দের আগে অগ্নি কব্যবাহনের উদ্দেশে 'স্বাহা' বলবেন। চতুর্থ প্রযাজ - ××।

ঊর্ধ্বজানু হয়ে উপবেশন - ××। প্রদেশ - ××।

নিরসন-উপবেশন—সব্যোত্তরী উপবীত, ইঙ্গিত হয়ে অথবা 'সীদ হোতঃ' বলা হবে।

আজ্যভাগ - আয়ুষ্কাম ইষ্টির মতো অনুবাক্যা।
প্রধানযাগ - বাঁ পা উপরে রেখে প্রাচীনাবীতী হয়ে
অনুবাক্যা : 'উদী-' (১০/১৫/১) - } সোমবান্ পিতৃগণের
'ত্বয়া-' (৯/৯৬/১১) -
যাজ্যাঃ 'উপ-' (১০/১৫/৫) "
ছয়-কপালের পুরোডাশ-কাত্যায়ন
অনুবাক্যাঃ 'ত্বং-' (১/৯১/১) - } পিতৃমান্ সোমের
'সোমো-' (১/৯১/২০) -
যাজ্যাঃ 'ত্বং-' (৮/৪৮/১৩) - "
বর্হিষদ পিতৃগণের অনুবাক্যাঃ 'বর্হি-' (১০/১৫/৪) }
'আহং-' (১০/১৫/৩)
যাজ্যাঃ 'ইদং-' (১০/১৫/২)
[দ্রব্য-] ধানা-কাত্যায়ন
অনুবাক্যাঃ 'অগ্নি-' (১০/১৫/১১) } অগ্নিষ্বাত্তের
'যে-' (১০/১৫/১৩)
যাজ্যাঃ 'যে-' (১০/১৫/১৪) - "
[দ্রব্য-] মন্থ-কাত্যায়ন
অনুবাক্যাঃ 'ইমং-' (১০/১৪/৪,৫) - যমের
যাজ্যাঃ 'পরে-' (১০/১৪/১) - "
অনুবাক্যাঃ 'ইমং-' (১০/১৪/৪) } বৈবস্বত যমের
'পরে-' (১০/১৪/১)
যাজ্যাঃ 'অঙ্গি-' (১০/১৪/৫) - "
স্বিষ্টকৃত্ (দেবতা-অগ্নি কব্যবাহন) —
অনুবাক্যাঃ 'যে-' (১০/১৫/৯) + }
'ত্বদ-' (৪/১১/৩)
যাজ্যাঃ 'সপ্র-' (১/৯৬/১) -
অথবা (বষট্কার দিয়ে অনুষ্ঠানে)
অনুবাক্যাঃ 'যো-' (১০/১৬/১১)
যাজ্যাঃ 'ত্বম-' (১০/১৫/১২)
অপ্রদক্ষিণক্রমে বেদির পরিষেক, আহুতিশিষ্ট দ্রব্যে পিণ্ড প্রস্তুত করে পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ কোণে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহকে অর্পণ। পিতৃগণের এবং গার্হপত্যের উপস্থান। পিতৃগণকে শয্যা, বস্ত্র, উপবর্হণ, অঞ্জন প্রভৃতি প্রদান।
ইড়াভক্ষণ - ঘ্রাণভক্ষণমাত্র, তারপরে ইড়া ধুপে রেখে দিতে হয়।
মার্জন - ××।
অনুযাজ
- প্রথম অনুযাজ - ××।
দুই অনুযাজের আগে অথবা ইষ্টি শেষ হলে ডান দিকে ঘুরে (অতিপ্রণীতচর্যা না হলে না-ঘুরে) দক্ষিণাগ্নির উপস্থান
- মন্ত্রঃ 'অয়া-' (সূ.)।
ঘুরে আহবনীয়কে 'সু-' (১/৮২/৩) মন্ত্রে উপস্থান।
ঘুরে গার্হপত্যকে 'অগ্নিং-' (৫/৬/১) মন্ত্রে উপস্থান।
'মা-' (১০/৫৭), 'অগ্নে-' (৫/২৪) সূক্ত জপ করতে করতে গার্হপত্যের দু-পাশে গমন। গার্হপত্যের পূর্ব দিকে এসে মন্ত্রপাঠ শেষ করবেন।
সূক্তবাক - সমিষ্টযজুঃ এবং পত্নীসংযাজ বাদ যাবে। যজমানের নাম উল্লেখ করতে হবে না।
'অগ্নির্হোত্রেণ-' অংশে দেবতার নামের স্থানে কব্যবাহনকে উল্লেখ করবেন।
ত্র্যম্বক ইষ্টি (পিত্র্যা ইষ্টির শেষে বাঁ দিকে ঘুরে বাইরে গিয়ে) অনুষ্ঠান হবে অধ্বর্যুদের নির্দেশমত।
আদিত্য ইষ্টি (যজ্ঞস্থলে ফিরে এসে করণীয়। দ্রব্য-চরু)
সামিধেনী - ধায্যামন্ত্র (২টি) - পবমানেষ্টির মতো
আজ্যভাগ - পুষ্টিমান্ মন্ত্র (২টি) - "
স্বিষ্টকৃত্ - বিরাজ্ মন্ত্র (২টি) - "
(৪) শুনাসীর পর্ব (ফাল্গুনী/চৈত্রী পূর্ণিমায়/ আগে যে-কোন সময়ে)
দেবতা - অগ্নি, সোম, সবিতা, সরস্বতী, পূষা, নিযুত্বান্ বায়ু/বায়ু, শুনাসীর/শুনাসীর ইন্দ্র/শুন ইন্দ্র, সূর্য। অনুষ্ঠান বৈশ্বদেব পর্বেরই মতো। প্রধানযাগের সময়ে সংসর্প নামে মাসের উদ্দেশে আহুতি। বায়ুর দ্রব্য দুধ বা যবাগূ।
বাজিন -
প্রধানযাগ—
অনুবাক্যাঃ 'আ-' (৭/৯২/১) - নিযুত্বানের
যাজ্যাঃ 'প্র-' (৭/৯২/৩) - "
অনুবাক্যাঃ 'স-' (৮/২৬/২৫) - বায়ুর।
যাজ্যাঃ 'ঈশা-' (৭/৯০/২) - "
অনুবাক্যাঃ 'শুনা-' (৪/৫৭/৫) - শুনাসীরের
যাজ্যাঃ 'শুনং-' (৪/৫৭/৮) - "
অনুবাক্যাঃ 'ইন্দ্রং-' (সূ.) - শুনাসীর ইন্দ্রের
যাজ্যাঃ 'অধা-' (১০/১৬০/৫) - "
অনুবাক্যাঃ 'তরণি-' (১/৫০/৪) - সূর্যের
যাজ্যাঃ 'চিত্রং-' (১/১১৫/১) - "
শুনাসীর পর্বের শেষে সোমযাগ অথবা পশুযাগ অথবা চাতুর্মাস্য যাগ করতে হয়।

পশুযাগ

পশুযাগের আগে অথবা পরে অগ্নি বা অগ্নি-বিষ্ণু দেবতার উদ্দেশে একটি ইষ্টিযাগ করতে হয়। আবার পশুযাগের আগে একটি ইষ্টি করে শেষে অপর দেবতার উদ্দেশে একটি ইষ্টিও করা যেতে পারে।

অগ্নিপ্রণয়ণীয়া (বরুণপ্রঘাসের মতো)

দ্বাদশ-গৃহীত আজ্যে পূর্ণাহুতি এবং অবটনির্মাণ।

যূপাঞ্জন

[মন্ত্রঃ 'অঞ্জন্তি-' (৩/৮/১)- তিনবার পাঠ্য, তৃতীয়বারে প্রথমার্ধে বিরতি।]

যূপ-উচ্ছ্রয়ণ

'উচ্ছ্র-' (৩/৮/৩)

'সমি-' (৩/৮/২)

'উর্ধ্ব-' (১/৩৬/১৩, ১৪)

'জাতো-' (৩/৮/৫) - প্রথমার্ধে বিরতি।

যূপে চষাল-স্থাপন।

যূপ-পরিব্যয়ণ

[যজমানের নাভি-সম্মিত স্থানে প্রদক্ষিণক্রমে তিনবার বেষ্টন করতে হয়।]

'যুবা-' (৩/৮/৪)

'যান্-' (৩/৮/৬-১১)

[সমানতন্ত্রে বহু পশু ও বহু যূপ থাকলে এই পাঁচ বা ছয় মন্ত্রে যূপস্তুতি। যূপের কাছে পশুর উপাকরণ]

অগ্নিমন্থন (বৈশ্বদেবপর্বের মতো)

সামিধেনী (ধায্যা)- বৈশ্বদেবপর্বের মতো।

আবাহন— পশুদেবতার আবাহনের পরে বনস্পতি দেবতার নাম উল্লেখ্য। দর্শপূর্ণমাস হতে অনুবৃত্ত নিগমগুলিতেই এই নিয়ম। ফলে সূক্তবাকপ্রৈষে বনস্পতির নাম উল্লেখ করতে হবে না। পশুর বন্দনা ও পশুর যূপে নিয়োজন, পশুকে প্রোক্ষণ এবং স্রুব দ্বারা পশুর অঙ্গে আজ্যলেপন।

প্রবৃতাহুতি— সংমার্গ দ্বারা মার্জন করার পর অনুষ্ঠেয়। মতান্তরে এই অনুষ্ঠান না করলেও চলে। মন্ত্রঃ 'জুষ্টো-' (সূ.), 'স্বাহা বাচে-', 'স্বাহা বাচস্পতয়ে,-' 'স্বাহা সরস্বত্যৈ-', 'স্বাহা সরস্বতে-', 'মহোভ্যঃ সমংহোভ্যঃ স্বাহা' মন্ত্রে মোট ছটি হোম।

প্রশাস্তার তীর্থপথে প্রবেশ, অধ্বর্যু কর্তৃক (দীক্ষিত যজমানের) দণ্ড প্রদান, প্রশাস্তা কর্তৃক ডান হাত উপরে রেখে দুই হাতে 'মিত্রা-' (সূ.) এই মন্ত্রে দণ্ডের গ্রহণ, হোতার উত্তর দিক্ দিয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গিয়ে পাত্তক বেদির উত্তর শ্রোণির পিছনে হোতৃষদনের ডান দিকে নিজের বসার স্থানে তিনি যাবেন। দণ্ডটি হোতার ডান দিক্ দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রথম প্রৈষ পাঠ না করা পর্যন্ত ঐ দণ্ড নিজের এবং অপরের গায়ে স্পর্শ করাবেন না। এর পর নিজ আসনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দণ্ডহাতে অনুবাক্যা এবং প্রৈষমন্ত্র প্রয়োজনমত পাঠ করবেন। পর্যগ্নিকরণ, স্তোকানুবচন, মনোতা এবং উন্নীয়মান সূক্তও তিনিই পাঠ করেন। সোমযাগে বসে বসে অন্য-কিছু কাজও তাঁকে করতে হয়। (ডুমুর কাঠের তৈরী এই দণ্ডের উচ্চতা হবে যজমানের মুখ পর্যন্ত)।

প্রযাজ (১০টি)

(১) 'হোতা যক্ষদগ্নিং-' প্রৈষ-প্রৈষসূক্ত - ১/১

	আপ্রীসূক্ত	(২/৩/১)	-	যাজ্যা	-	শুনক
বা	"	(৭/২/১)	-	"	-	বসিষ্ঠ
বা	"	(১০/১১০/১)	-	"	-	সকলের
বা	'সুসমিদ্ধো-'	(১/১৩/১)	-	যাজ্যা	-	বধ্র্যশ্ব
বা	'সমিদ্ধো-'	(১/১৪২/১)	-	"	-	কণ্ববর্জিতআঙ্গিরস্
বা	"	(১/১৮৮/১)	-	"	-	অগস্ত্য
বা	"	(২/৩/১)	-	"	-	শুনক
বা	'সমিত্-'	(৩/৪/১)	-	"	-	বিশ্বামিত্র
বা	'সুসমিদ্ধায়-'	(৫/৫/১)	-	যাজ্যা	-	অত্রি
বা	'জুষস্ব-'	(৭/২/১)	-	"	-	বসিষ্ঠ
বা	'সমিদ্ধো-'	(৯/৫/১)	-	"	-	কশ্যপ
বা	'ইমাং-'	(১০/৭০/১)	-	"	-	বধ্র্যশ্ব
বা	'সমিদ্ধো অদ্য-'	(১০/১১০/১)	-	"	-	অন্য জমদগ্নিদের

[প্রাজাপত্য পশুযাগে কিন্তু সকলের ক্ষেত্রেই শেষ সূক্তটি যাজ্যা]

(২) 'হোতা যক্ষত্ তনূনপাতম্' অথবা 'হোতা যক্ষন্নরাশংসম্' -প্রৈষসূক্ত ১/২, ৩ প্রৈষ

আপ্রীসূক্ত - যাজ্যা

(৩) 'হোতা যক্ষদ্ অগ্নিমীড-' প্রৈষসূক্ত ১/৪ - প্রৈষ

আপ্রীসূক্ত - যাজ্যা

(৪) 'হোতা যক্ষদ্ দুর-' প্রৈষসূক্ত ১/৫ - প্রৈষ

আপ্রীসূক্ত - যাজ্যা

(৫) 'হোতা যক্ষদ্ উষাসানক্তা - ' প্রৈষসূক্ত ১/৬ - প্রৈষ

আপ্রীসূক্ত - যাজ্যা

(৬) 'হোতা যক্ষদ্ উষাসানক্তা-' প্রৈষসূক্ত ১/৭ - প্রৈষ

আপ্রীসূক্ত - যাজ্যা

(৭) 'হোতা যক্ষদ্ দৈব্যা হোতারা-' প্রৈষসূক্ত ১/৮ - প্রৈষ

আপ্রীসূক্ত - যাজ্যা

(৮) 'হোতা যক্ষত্ তিস্রো-' প্রৈষসূক্ত ১/৯ - প্রৈষ

আপ্রীসূক্ত-যাজ্যা

(৯) 'হোতা যক্ষত্ ত্বষ্টারম্-' প্রৈষসূক্ত ১/১০ - প্রৈষ

আপ্রীসূক্ত-যাজ্যা

(১০) 'হোতা যক্ষদ্ বনস্পতিম্-' প্রৈষসূক্ত ১/১১ - প্রৈষ

আপ্রীসূক্ত - যাজ্যা

(আহবনীয়ের উল্মুক নিয়ে আগ্নীধ্রকে পর্যগ্নিকরণ করতে হয়।)

পর্যগ্নিকরণ

'অগ্নি-' (৪/১৫/১-৩)

যূপ থেকে পশুকে মুক্ত করা হয় (ভা. শ্রৌ.)

অধ্রিগুপ্রৈষের প্রৈষ -

অধ্রিগুপ্রৈষ (হোতার পাঠ্য)

মন্ত্র : 'দৈব্যাঃ শমিতারঃ-' (সূ.)। এই মন্ত্রে যজ্ঞ অনুসারে পশুর অঙ্গবাচী, দেবতাবাচী এবং পশুবাচী শব্দে ঊহ হয়। স্ত্রী ও পুরুষ পশু দুই-ই আহুতি দিলে পশুবাচী শব্দে পুংলিঙ্গ, দেবতা স্ত্রী হলেও 'মেধপতি' শব্দে পুংলিঙ্গ, স্ত্রী পশু আহুতি দেওয়া হলে 'মেধ' শব্দে বিকল্পে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ হবে। অন্যান্য শব্দে লিঙ্গ-বচনের প্রয়োজনমত ঊহ হবে। সমস্ত যজুর্বেদীয় নিগদমন্ত্রেই ঊহ হয়। অধ্রিগুপ্রৈষের 'অস্না রক্ষঃ সংসৃজতাত্', 'শমিতারঃ,' 'অপাপ' এই তিনটি পদ উপাংশুপাঠ্য। দুই বা অধিক পশু আহুতি দেওয়া হলে 'একধা' এবং 'ষড়্বিংশতিঃ' পদের দু-বার আবৃত্তি। কোন কোন মতে 'পুরা', 'অন্তঃ' পদকে দু-বার করে পড়তে হয়। অধ্রিগুপ্রৈষের অগ্নিগো.... অপাপ' পর্যন্ত অংশ তিনবার পাঠ করতে হয়।

'শমিতারো-' (সূ.) জপ, হোতা ও মৈত্রাবরুণের ডান দিকে আবর্তন পশুসংজ্ঞপনের পর ব্রহ্মা এবং যজমানের বাম দিকে আবর্তন। অধ্বর্যু কর্তৃক শামিত্রভূমিতে বপাকর্তন, আহবনীয়ে বপাশ্রপণ।

স্তোকানুবচন (বপাপাকের সময়ে)

'জুষস্ব-' (১/৭৫/১)

'ইমং-' (৩/২১)

স্রুক্-আদাপন

অন্তিম প্রযাজ (একাদশতম)

'হোতা যক্ষদ্-' (প্রৈষসূক্ত ১/১২) - প্রৈষ

আপ্রীসূক্ত - যাজ্যা

আজ্যভাগ - বিকল্পিত।

(১) 'হোতা যক্ষদগ্নিম্-' প্রৈষসূক্ত ২/২ - প্রৈষ

(২) 'হোতা যক্ষদ্-' প্রৈষসূক্ত ২/৩ - প্রৈষ

ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন পশু আহুতি দিতে হলে প্রত্যেকের উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ এবং পশু-অঙ্গের যাগ হয়। দেবতা এক হলে অবশ্য তা হয় না। একবার করেই ঐ যাগগুলি হয়।

বপাযাগ

'আ-' (৬/৬০/৩) - অনুবাক্যা

'হোতা যক্ষদগ্নী-' (প্রৈষসূক্ত) - প্রৈষ

'শুচিং-' (৭/৯৩/১) - যাজ্যা

মার্জন (চাত্বালে)

'ইদম্-' (১/২৩/২২)

'সুমিত্র্যা-' (সূ.)

মৈত্রাবরুণ বেদিতে দণ্ড রেখে দিয়ে মার্জন করবেন। মার্জনের স্থান হচ্ছে চাত্বাল।

নিষ্ক্রমণ (তীর্থপথে নিষ্ক্রমণ এবং পুরোডাশ-পাকের পরে পুনঃ প্রবেশ)

পশুপুরোডাশযাগ

নির্বাপের সময়ে শামিত্র অগ্নিতে উখাপাত্রে পশু-অঙ্গের পাক।

'আ-' (১/১০৯/৭) - অনুবাক্যা

'হোতা যক্ষদগ্নী-' (প্রৈষাধ্যায় ২/৫)- প্রৈষ

'প্রীর্ত্তি-' (৭/৯৩/৪) - যাজ্যা।

অন্বাহার্যযাগ (যদি অন্বাহার্য বিহিত থাকে)

পুরোডাশের স্বিষ্টকৃত্

'ইন্দ্রা-' (৩/১/২৩) - অনুবাক্যা

'হোতা-' (সূ.) - প্রৈষ .

'স্বদস্ব-' (৩/৫৪/২২) - যাজ্যা

পশু-পুরোডাশের ইড়াভক্ষণ।

মনোতা (পুরোডাশের ইড়াভক্ষণের পরে) 'ত্বং-' (৬/১)

প্রধানযাগ

'উভা-' (৬/৬০/১৩) - অনুবাক্যা

'হোতা যক্ষদ-' (প্রৈষাধ্যায় ২/৬) - প্রৈষ

'প্র-' (১/১০৯/৬) - যাজ্যা

বসাহোম (প্রধানযাগের যাজ্যার দুই মন্ত্রার্ধের মাঝে)।

নারিষ্ঠহোম

বনস্পতিযাগ (দ্রব্য-পৃষদাজ্য)

'দেবেভ্যো-' (প্রৈষাধ্যায় ২/৭) - অনুবাক্যা

'হোতা যক্ষদ্' (" ২/৮) - প্রৈষ

'বনস্পতে-' (" ২/৯) - যাজ্যা

আজ্যভাগ হয়ে থাকলে প্রৈষে

'অয়াডে..... হবিষঃ প্রিয়া ধামানি' বলতে হবে।

প্রধানযাগের স্বিষ্টকৃত্

'অয়াড-' (সূ.) - প্রৈষ

আজ্যভাগের অনুষ্ঠান হয়ে থাকলে প্রৈষে 'অয়াডগ্নি.... আজ্যস্য হবিষঃ প্রিয়া ধামানি' বলতে হয়।

অনূযাজ (ইড়া-উপহ্বানের পরে) - ১১টি

(১) 'দেবং বর্হিঃ-' (প্রৈষাধ্যায় ৩/১) - প্রৈষ

মৈত্রাবরুণ পরবর্তী মন্ত্রে-যাজ্যা

(২) 'দেবীর্দ্বারঃ-' (প্রৈ. ৩/২) - প্রৈষ

বৈশ্বদেব পর্বের মতো- যাজ্যা

(৩) 'দেবী উষাসানক্তা-' (প্রৈ. ৩/৩) - প্রৈষ

বৈশ্বদেবপর্বের মতো - যাজ্যা

(৪) 'দেবী জোষ্ট্রী-' (প্রৈ. ৩/৪) - প্রৈষ

বৈশ্বদেবপর্বের মতো - যাজ্যা

(৫) 'দেবী উর্জাহুতী-' (প্রৈ. ৩/৫) - প্রৈষ

বৈশ্বদেবপর্বের মতো - যাজ্যা

(৬) 'দেবা-দৈব্যা-' (প্রৈ. ৩/৬) - প্রৈষ

বৈশ্বদেবপর্বের মতো - যাজ্যা

(৭) 'দেবীস্তিস্র-' (প্রৈ. ৩/৭) - প্রৈষ

বৈশ্বদেবপর্বের মতো - যাজ্যা

(৮) 'দেবো নরাশংসে-' (প্রৈ. ৩/৮) - প্রৈষ

বৈশ্বদেবপর্বের মতো - যাজ্যা

(৯) 'দেবো বনস্পতি-' (প্রৈ. ৩/৯) - প্রৈষ

'দেবো-' (সু.) - যাজ্যা

(১০) 'দেবং বর্হি-' (প্রৈ. ৩/১০) - প্রৈষ

'দেবং-' (সু.) - যাজ্যা

(১১) 'দেবো অগ্নিঃ-' (প্রৈ. ৩/১১) - প্রৈষ

বৈশ্বদেবপর্বের মতো - যাজ্যা

প্রত্যেক স্থলেই শ্বাস না নিয়ে প্রৈষ এবং যাজ্যা মন্ত্র পাঠ করতে হয়। শেষ অনুযাজে অবশ্য দর্শপূর্ণমাসের মতো একনিঃশ্বাসে অথবা বিরামসমেত পাঠ করলেও চলে। এই সময়ে প্রতিপ্রস্থাতা পশুর অন্ত্রকে এগার খণ্ড করে শামিত্রের অগ্নি নিয়ে এসে (আনেন অগ্নীত্) বেদির উত্তর কোণে রেখে প্রত্যেক অনুযাজের সময়ে সেই অগ্নিতে একটি করে খণ্ড আহুতি দেন। এই অনুষ্ঠানের নাম 'উপযাজ' বা 'উপযজ্'।

সূক্তবাকপ্রৈষ

'অগ্নিমদ্য-' (প্রৈষাধ্যায় ২/১১)। আজ্যভাগের অনুষ্ঠান হয়ে থাকলে প্রৈষে 'গৃহ্ণন্নগ্ন আজ্যং গৃহ্ণন্ সোমাজ্যং' অংশটি পাঠ করবেন। 'বধ্যন্মুষে অমুম্' অংশে দেবতা ওপশুর নাম উল্লেখ করতে হয়। দেবতা ভিন্ন কিন্তু পশু ভিন্ন-জাতীয় না হলে দেবতার নামই শুধু বারে বারে উল্লেখ করতে হবে। দেবতা অভিন্ন কিন্তু পশু ভিন্নজাতীয় না হলে পশুবাচী শব্দটিতে পশুর সংখ্যা অনুবর্তী বচনের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। দেবতা অভিন্ন কিন্তু পশু ভিন্নজাতীয় হলে পশুগুলির নামই শুধু পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করতে হবে। দেবতা ভিন্ন এবং পশুও ভিন্নজাতীয় হলে বারে বারে 'বধ্যন্মুষে অমুম্' বলতে হবে।

শংযুবাকের পরে পশুর পুচ্ছ নিয়ে পত্নীসংযাজ।

দণ্ডনিক্ষেপ

- পশুযাগে আহবনীয়ে এবং সোমযাগে অবভৃথস্থানে দণ্ডটি ফেলে দিতে হয়।

বেদস্তরণ

- বিকল্পিত।

হৃদয়শূল-অনুমন্ত্রণ

অগ্নি এবং পশুযাগের উপকরণগুলির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি না করে তীর্থপথে বেরিয়ে গিয়ে শুষ্ক এবং আর্দ্র ভূমির সন্ধিস্থলে অধ্বর্যু কর্তৃক প্রোথিত হৃদয়শূলকে 'শুগসি-' (সু.) এই মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ।

জলস্পর্শ [মন্ত্রঃ 'দ্বীপে-' (সু.), 'ধাম্নো-' (সু.), 'ময়ি-' (সু.), 'সুমিত্র্যা-' (সু.)।]

বিহারে প্রত্যাবর্তন

সমিৎগ্রহণ [প্রত্যেকে 'অগ্নেঃ-' (সু.), 'এধো-' (সু.), 'সমি-' (সু.) মন্ত্রে এক একটি সমিৎ নেবেন]

উপস্থান ['আপো-' মন্ত্রে অগ্নির]

সমিৎ-অভ্যাধান সংযোজন ['অগ্নেঃ-', 'সোমস্য-', 'পিতৃণাং-' মন্ত্রে অগ্নিতে তিন সমিতের স্থাপন]

অগ্নিষ্টোম

চতুর্থ দিনের মধ্যরাত্রে দুই শকটের মাঝে এসে দুই জোয়ালের খিলের মাঝে মাটিতে বসে অধ্বর্যুর প্রৈষ পেয়ে মন্দ্রস্বরে '*প্রাতরনুবাক*'- পাঠ।

আগ্নেয় ক্রতু, উষস্য ক্রতু এবং আশ্বিন ক্রতুতে গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী, পংক্তি ছন্দের নির্দিষ্ট মন্ত্রাবলী। + মাজলসূক্ত। আঁধার না-কাটা পর্যন্ত 'ঈলে-' (১/১১২) সূক্তের পুনরাবৃত্তি। + আসন থেকে সামনে উঠে এসে স্বরের আরোহক্রমে অশ্বিদেবতার পংক্তি ছন্দের 'প্রতি-' (৫/৭৫) সূক্ত পাঠ্য। এই সূক্তের শেষ মন্ত্রটি আরোহক্রমে উত্তমস্বরে পাঠ্য। যজ্ঞাসন হয়ে উঠে হবির্ধানমণ্ডপের পূর্বদ্বারের মধ্যস্থলে এসে ঐ 'প্রতি-' সূক্তের শেষ মন্ত্রটি একনিঃশ্বাসে শেষ করবেন।

অপোনপ্ত্রীয়া (পঞ্চম দিন)

নিগদ থেকে প্রসর্পণ পর্যন্ত মন্ত্রগুলি উত্তমস্বরের তৃতীয় প্রকৃতি যমে অথবা মধ্যমস্বরে পাঠ্য। নিগদের আগের মন্ত্রগুলি উত্তমস্বরের চতুর্থ যমে এবং প্রসর্পণের পর মন্ত্রগুলি মন্দ্রস্বরে পাঠ্য। প্রাতঃসবনের সব মন্ত্র মন্দ্র স্বরে পাঠ্য। অপোনপ্ত্রীয়ার প্রথম মন্ত্র অর্ধর্চ এবং অন্যান্য মন্ত্র প্রণাবান করে অথবা সামিধেনীর মতোই পাঠ করবেন। 'প্র-', 'হিনোত-' ইত্যাদি মন্ত্র-পাঠ। অধ্বর্যুকে প্রশ্ন - 'অধ্বেরপঃ'?

অধ্বর্যুর উত্তর পেয়ে হোতার হবির্ধান-মণ্ডপ থেকে নিষ্ক্রমণ এবং 'তাম-' (সূ.) এই নিগদ একনিঃশ্বাসে পাঠ। এছাড়া আরও কিছু মন্ত্র পাঠ করে হবির্ধান-মণ্ডপে পুনঃপ্রবেশ। পূর্বদ্বারের উত্তর দিকের খুঁটির কাছে এসে তৃণ না ফেলে উপবেশন।

উপাংশুগ্রহের অনুমন্ত্রণ ও শ্বাসত্যাগ।

অন্তর্যামগ্রহের অনুমন্ত্রণ ও শ্বাসগ্রহণ।

উপাংশুসবন স্পর্শ ও বাক্‌সংযম ত্যাগ।

তীর্থের দিকে *প্রসর্পণ*

এই সময়ে হোতার হবির্ধান-মণ্ডপের পূর্বদ্বারের উত্তরদিকের খুঁটির কাছেই বসে অনুমন্ত্রণ। সত্রযাগে হোতা অনুমন্ত্রণ করে যজমানরূপে চাত্বালেও উপস্থার করতে যাবেন। পরের দুই সবনে তিনি প্রসর্পণও করবেন।

হোতার জন্য ব্রহ্মা ও প্রশাস্তার অনুমতিদান।

সবনীয় পশুযাগ

প্রাতঃসবনে বপাহোম, মাধ্যন্দিনে পশুপুরোডাশ এবং তৃতীয় সবনে পশু-অঙ্গের আহুতি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

অগ্নিষ্টোমে অগ্নি; উক্থ্যে অগ্নি এবং ইন্দ্র-অগ্নি, ষোড়শীতে অগ্নি, ইন্দ্র-অগ্নি এবং ইন্দ্র, অতিরাত্রে অগ্নি, ইন্দ্র-অগ্নি, ইন্দ্র এবং সরস্বতী হচ্ছেন পশুর দেবতা। দণ্ডপ্রদান - ××।

পরিব্যয়ণ-চাত্বালমার্জন— নিরূঢ় পশুযাগের মতোই। পরিব্যয়ণীয় মন্ত্রটি তিনবার পাঠ করতে হবে। দর্শপূর্ণমাস হতে অনুবৃত্ত আবাহন প্রভৃতি মন্ত্রে যজমান-শব্দের আগে অতিরিক্ত 'সুন্বত্' এই শব্দটি একই বিভক্তিতে উল্লেখ্য। শেষ হারিযোজনের পরে সুন্বত্ শব্দ পাঠ করতে হবে না।

স্রুক্-আদাপনের এবং সূক্তবাকের নিগদমন্ত্রে 'সুন্বত্' শব্দ পাঠ করতে হয় না। আজ্যপ দেবতাদের আগে আবাহনে সবন-দেবতাদের 'ইন্দ্রং-' (সূ.) মন্ত্রে আবাহন করতে হবে। ঐ সবন-দেবতাদের আবার সূক্তবাকে উল্লেখ করবেন, কিন্তু পঞ্চম প্রযাজে এবং স্বিষ্টকৃতে কোন উল্লেখ করবেন না।

প্রবৃতাহুতি

যাঁদের বষট্‌কার উচ্চারণ করতে হয় তাঁদের মধ্যে অচ্ছাবাক ছাড়া বাকী সকলকেই আহবনীয়ে এই হোম করতে হয়। প্রত্যেকে মোট দুটি করে হোম করবেন।

উপস্থান

চাত্বাল-মার্জনের পরে হবির্ধানমণ্ডপ এবং আগ্নীধ্রীয় মণ্ডপের মাঝে দাঁড়িয়ে আদিত্য, যূপ, আবার আদিত্য, আহবনীয়, অগ্নিমন্থনস্থান এবং বাঁ দিকে ঘুরে শামিত্র, উবধ্যগোহ, চাত্বাল, উৎকর, আস্তাবকে উপস্থান করবেন। ডান দিকে ঘুরে আগ্নীধ্রীয়, অচ্ছাবাকবাদ, দক্ষিণ মার্জালীয় এবং খরকে উপস্থান করবেন। আগ্নীধ্রীয়ের উত্তর দিক্ দিয়ে সদোমণ্ডপের পূর্বদ্বারে এসে মণ্ডপকে স্পর্শ করবেন। তার পর মণ্ডপের দ্বারকে স্পর্শ করে পশ্চিম দিকে অগ্নিগুলিকে উপস্থান করবেন। আবার উপস্থিত এবং অনুপস্থিত ধিষ্ণ্যগুলির দিকে না তাকিয়ে বা তাকিয়ে উপস্থান করবেন।

সদঃপ্রসর্পণ

হোতা, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা এবং নেষ্টা পূর্বদ্বার দিয়ে 'উরু-' মন্ত্র জপ করতে করতে প্রবেশ করবেন। তার পর প্রত্যেকে ধিষ্ণ্যগুলির উত্তর দিক্ দিকে গিয়ে নিজ নিজ ধিষ্ণ্যের পিছনে বসে 'যো-' (সূ.) মন্ত্র জপ করবেন। যথাক্রমে নেষ্টা, পোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, হোতা এবং মৈত্রাবরুণ আসন গ্রহণ করেন। যিনি পরে বসেন তিনি যাঁরা আগে বসেছেন তাঁদের পিছন দিক্ দিয়ে গিয়ে বসবেন। ব্রহ্মা প্রবেশ করেন সদোমণ্ডপের পশ্চিম দ্বার দিয়ে এবং তিনি মৈত্রাবরুণের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বসেন। দশপেয়যাগে অন্য ঋত্বিক্‌দেরও এই পথেই ব্রহ্মার পিছন পিছন আসতে হয়। আগ্নীধ্র প্রবেশ করেন আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যে। ধিষ্ণ্যে আসার পর যজ্ঞ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজ নিজ ধিষ্ণ্যের উত্তর দিক্ দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। ধিষ্ণ্যহীন ঋত্বিক্‌দের ক্ষেত্রে তাঁদের ডান দিকে যে ধিষ্ণ্য থাকবে সেই ধিষ্ণ্যের উত্তর দিক্ দিয়ে যাতায়াত করতে হবে। সন্ন = স্থাপিত, উপবিষ্ট।

সবনীয় পুরোডাশ

'ধানা-' (৩/৫২/১) - অনুবাক্যা। }
মৈত্রাবরুণের প্রৈষ। } প্রধানযাগ
ঐ প্রৈষই যাজ্যা (দ্বিতীয়া বিভক্তি ছাড়া)। }

'অগ্নে-' (৩/২৮/১) - অনুবাক্যা }
মৈত্রাবরুণের প্রৈষ } স্বিষ্টকৃত্
'হবি-' (সূ.) - যাজ্যা }

ঐন্দ্রবায়বগ্রহ

'বায়বা-' (১/২/১) } অনুবাক্যা-পৃথক্ পৃথক্ প্রণবযুক্ত এবং এক-নিঃশ্বাসে পাঠ্য
'ইন্দ্র-' (১/২/৪) }

'হোতা-' (সূ.) } প্রৈষ
'হোতা-' (সূ.) } (একনিঃশ্বাসে পাঠ্য)

'অয়ং-' (৪/৪৬/১, ২)- যাজ্যা-পৃথক্ পৃথক্ বষট্‌কার এবং এক-নিঃশ্বাসে পাঠ্য। আগূ একবারই। ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ থেকে প্রাতঃসবনে সমস্ত অনুবাক্যা এবং যাজ্যা একনিঃশ্বাসে পড়তে হয়। পরবর্তী দুটি গ্রহের প্রৈষও একনিঃশ্বাসে পাঠ্য। ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের আনয়ন ও 'ঐভূ-' (সূ.) মন্ত্রে গ্রহণ। পরস্পর অসংযুক্ত অঙ্গুলিসমূহ দ্বারা ডান উরুর উপর স্থাপিত গ্রহের আজ্ঞাপন।

মৈত্রাবরুণগ্রহঃ 'অয়ং-' (২/৪১/৪) - অনুবাক্যা

'হোতা-' (সূ.) - প্রৈষ একনিঃশ্বাসে

'গৃণানা-' (৩/৬২/১৮) - যাজ্যা

মৈত্রাবরুণগ্রহের আনয়ন, 'ঐতু-' (সূ.) মন্ত্রে গ্রহণ। ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের ডান দিক্ দিয়ে নিয়ে এসে নিজের আরও কাছে এনে রাখতে হয়। বাঁ হাত দিয়ে আচ্ছাদিত করে গ্রহণ করতে হয়।

আশ্বিনগ্রহ

'প্রতি-' (১/২২/১) - অনুবাক্যা

'হোতা-' (সূ.) প্রৈষ - একনিঃশ্বাসে

'বাবৃ-' (৮/৫/১১) - যাজ্যা

আশ্বিন গ্রহের আনয়ন, 'ঐতু-' (সূ.) মন্ত্রে গ্রহণ। গ্রহণের পর অপর দুই গ্রহের ডান দিকে এনে মাথার উত্তর দিক্ দিয়ে ঘুরিয়ে সামনে নিয়ে এসে অপর দুই গ্রহ-পাত্রের অপেক্ষায় নিজের কোলের আরও কাছে রাখতে হয়। হাত দিয়ে আচ্ছাদিত করে গ্রহণ করতে হয়।

উন্নীয়মান-অনুবচন

প্রস্থিতযাজ্যা

- হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা, আগ্নীধ্র এবং অচ্ছাবাকের পাঠ্য। পরের দুই সবনে আগে অচ্ছাবাক, তার পরে আগ্নীধ্র প্রস্থিতযাজ্যা পাঠ করেন। প্রস্থিতযাজ্যা, শস্ত্রযাজ্যা, মরুত্বতীয়গ্রহ, হারিযোজনগ্রহ, মহিমগ্রহ এবং আশ্বিনশস্ত্রে অনুবষট্‌কার করতে হয়।

দু-বার বষট্‌কার হলে ভক্ষণও হবে দু-বার। তার মধ্যে দ্বিতীয় ভক্ষণটি বিনামন্ত্রে করতে হবে। দ্বিদেবত্যগ্রহের আহুতি আগে হয়ে থাকলেও ভক্ষণ হবে এখন। ঐন্দ্রবায়ব গ্রহের উত্তরাংশ ধরে অধ্বর্যুর উদ্দেশ্যে 'এষ-' (সূ.) মন্ত্রে পাত্রটি এগিয়ে দেবেন। 'অধ্বর্য উপহ্বয়স্ব' মন্ত্রে উপহ্বান করে গ্রহের আঘ্রাণ এবং 'বাগ-' (সূ.) মন্ত্রে ভক্ষণ। সর্বত্র ভক্ষণের মন্ত্র এইটিই। অধ্বর্যুর প্রতিভক্ষণ এবং হোতৃচমসে অল্প সোমরসক্ষারণ। আবার উপহ্বান, আঘ্রাণ, ভক্ষণ, প্রতিভক্ষণ এবং হোতৃচমসে সোমরসের ক্ষারণ। এর পর গ্রহপাত্রটি ত্যাগ করা হয়। দু-বার বষট্‌কার থাকায় দু-বার ভক্ষণ ও দু-বার প্রতিভক্ষণ।

মৈত্রাবরুণ এবং আশ্বিনগ্রহের ক্ষেত্রে মাত্র একবার ভক্ষণ ও প্রতিভক্ষণ। গ্রহ এগিয়ে দেওয়ার মন্ত্রঃ 'এষ-' (সূ.)। গ্রহকে দুই চোখ দিয়ে দেখতে হয়। এর পর হোতৃচমসে কিছুটা সোমরস ক্ষারণ করে গ্রহপাত্রের পরিত্যাগ। গ্রহণ ও ভক্ষণ বাঁ হাতে করতে হয়।

বাঁ হাতে 'ঐতু-' (সূ.) মন্ত্রে হোতৃচমস নিয়ে বাঁ উরুর কাপড় সরিয়ে সেখানে পরস্পর অসংযুক্ত আঙুলগুলি দিয়ে চমসটি ঢেকে রাখবেন।

আশ্বিনগ্রহকে যেমনভাবে আনা হয়েছিল তেমনভাবে ফিরিয়ে নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিয়ে অধ্বর্যুর কাছে 'এষ-' (সূ.) মন্ত্রে তা এগিয়ে দেবেন। গ্রহকে কাণ পর্যন্ত তুলে ধরবেন। এর পর গ্রহের উপহ্ব, ভক্ষণ ও প্রতিভক্ষণ। অবশিষ্ট অংশের হোতৃচমসে ক্ষারণ। গ্রহণ ও ভক্ষণ বাঁ হাতে করতে হয়।

সবনীয় পশুযাগের ইড়াভক্ষণ

সবনীয় পুরোডাশের উপহ্বান ও ভক্ষণ

পুরোডাশের আহুতি আগে হয়ে থাকলেও ভক্ষণ হবে দ্বিদেবত্য-গ্রহের ভক্ষণের পর। উপহ্বানের সময়ে চমসীরা বা চমসাধ্বর্যুরা চমসগুলি ইড়ার কাছে তুলে ধরেন। অবান্তরেড়া-ভক্ষণের পরে ইড়াভক্ষণ না করে আচমন করে উপহ্ব চেয়ে হোতৃচমস ভক্ষণ। উপহ্ব অধ্বর্যুর কাছে অথবা স্বয়ং দীক্ষিত হলে অন্য দীক্ষিতদের কাছে 'দীক্ষিতা উপহ্বয়ধ্বম্' বা 'যজমানা উপহ্বয়ধ্বম্' অথবা 'অধ্বর্য উপহ্বয়স্ব', 'ব্রহ্মন্নুপহ্বয়স্ব', 'উদ্গাতরুপহ্বয়স্ব', 'হোত্রকা উপহ্বয়ধ্বম্'- এই বাক্যে চাইবেন।

চমসপান

সমস্ত চমস পান করে 'অপাম-' (৮/৪৮/৩) মন্ত্রে মুখ এবং 'শং-' (৮/৪৮/৮) মন্ত্রে বুক স্পর্শ করবেন।

চমসের আপ্যায়ন

প্রথম দুই সবনে আদ্য-উপাদ্য চমসগুলির এবং তৃতীয় সবনে আদ্য চমসগুলির আপ্যায়ন এবং 'নারাশংস' সংজ্ঞা।

অচ্ছাবাকের বিহারে প্রবেশ।

আগ্নীধ্রীয়ের উত্তর দিক্ দিয়ে এসে সদোমণ্ডপের পূর্ব দিকে সদোমণ্ডপের বাইরে নিজ ধিষ্ণ্যের অদূরে বসবেন। এর পর অধ্বর্যুপ্রদত্ত পুরোডাশখণ্ডকে ইড়ার মতো তুলে ধরে 'অচ্ছা-' (৫/২৫/১-৩) ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র এবং 'যজ-' (সূ.) এই নিগদ পাঠ করেন। পাঠ শেষ হলে অধ্বর্যু অচ্ছাবাকের জন্য 'প্রত্যেতা-' (সূ.) মন্ত্রে হোতার কাছে উপহ্ব চান। হোতা 'উপহূত' বলে উপহ্ব দেন। তার পর উন্নীয়মান চমসের উদ্দেশে 'প্রত্যস্মৈ-' (৬/৪২) এই প্রস্থিতযাজ্যা পাঠ করেন। সবনীয় পুরোডাশের পুরোডাশখণ্ডটি রেখে জল স্পর্শ করে অচ্ছাবাক নিজ চমসপান করেন।

পুরোডাশখণ্ডটি আবার হাতে নিয়ে আদিত্য প্রভৃতি দিক্‌দেবকে উপস্থান করে পশ্চিমদ্বার দিয়ে সদোমণ্ডপে এসে নিজ ধিষ্ণ্যের পিছনে বসে পুরোডাশখণ্ড ভক্ষণ করবেন।

আগ্নীধ্রীয় মণ্ডপে সকলের সবনীয়-পুরোডাশ-ভক্ষণ। ভক্ষণের পর সদোমণ্ডপে প্রত্যাবর্তন।

ঋতুযাজ

১২ জন ঋত্বিক্ মৈত্রাবরুণের পৃথক্ পৃথক্ প্রৈষ পেয়ে পৃথক্ পৃথক্ যাজ্যা পাঠ করেন। শেষ দুটি যাজ্যা অবশ্য অধ্বর্যু-প্রতিপ্রস্থাতা এবং যজমান পাঠ করেন না, করেন হোতা। তার আগে তাঁকে 'হোতরেতদ্ যজ' বলা হয়। পৃষ্ঠ্যের ষষ্ঠ দিনে অবশ্য তাঁরা নিজেরাই তা পাঠ করেন। এর পর সবশেষে আহুতিক্রমে ঋতুযাজের সোম পান করা হয়। প্রতিভক্ষণও করতে হয় আহুতি ক্রমেই, একসাথে নয়। উপহব চাওয়া হবে সকলের কাছে নয়, প্রতিভক্ষণকারীর কাছেই।

আজ্যশস্ত্র

'সুমত্-' (সূ.) মন্ত্র জপ। অভিহিঙ্কার না করে উচ্চস্বরে 'শোংসাবোম্' এই আহাব + উপাংশু স্বরে সমান-প্রণববিশিষ্ট 'তূষ্ণীংশংস' মন্ত্র থেমে থেমে পাঠ। অধ্বর্যু হোতার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালে এই-সব করতে হয়। আহাবের সঙ্গে তূষ্ণীংশংস একনিঃশ্বাসে, কিন্তু বিনা-সন্ধিতে পাঠ করতে হয় এবং তূষ্ণীশংসের পদগুলি থেমে থেমে প্রণবান্ত করে পড়তে হয় + 'অগ্নির্দেবেদ্ধ.... ' ইত্যাদি নিবিদ্ (আহাব হবে না)।

জপ + আহাব + তূষ্ণীংশংস + নিবিদ্ + 'প্র-' (৩/১৩) + আহাব + পরিধানীয়া + জপ + যাজ্যা [সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি অর্ধমন্ত্রে থেমে থেমে অথবা ঋগাবান করে তিনবার পাঠ করবেন।]

উক্থপাত্রের সোমরস-পান (সমস্ত শস্ত্রের শেষে এবং সমস্ত শস্ত্রযাজ্যার শেষে উক্থ্যপাত্র ছাড়া চমসীদের চমসপান করতেও হয়। বষট্‌কর্তা আদিত্য ও সাবিত্র গ্রহ ছাড়া সমস্ত একপাত্রের সোমপান করেন।)

প্রউগশস্ত্র :

এক একটি পুরোরুক্ + 'বায়-' (১/২, ৩) ইত্যাদি দুটি সূক্তের এক একটি তৃচ + জপ + যাজ্যা (১/১৪/১০)।

প্রত্যেক পুরোরুককে আহাব। শেষ পুরোরুক্ পাঠ না করলে সপ্তম তৃচে আহাব করতে হবে। .... মন্ত্রটির তিনবার আবৃত্তি হবে।

মৈত্রাবরুণশস্ত্র :

'আ-' (৩/৬২/১৬-১৮)

'আ-' (৫/৭১/১-৩)

'প্র-' (৫/৬৮)

'প্র-' (৭/৬৬/১-৯)

'আ-' (৭/৬৬/১৯)- যাজ্যা

সোমপান

ব্রাহ্মণাচ্ছংসী-শস্ত্র :

'আ-' (৮/১৭/১-৬)- স্তোত্রিয়-অনুরূপ

'আ-' (৮/১৭/৭-১৩)

'ইন্দ্র-' (৩/৪০)

'উদ্-' (৮/৯৩/১-৩)

'ইন্দ্র-' (৩/৪০/২) - যাজ্যা

সোমপান।

অচ্ছাবাকশস্ত্র

'ইন্দ্রা-' (৩/১২/১-৩)

'ইন্দ্রা-' (৩/১২/৭-৯)

'তোশা-' (৩/১২/৪-৬)

'ইহে-' (১/২১)

'ইয়ং-' (৭/৯৪/১-৯)

'ইন্দ্র-' (৩/১২/১)- যাজ্যা

সোমপান।

সবনভেদে হোত্রকদের শস্ত্রে জপমন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন।

প্রত্যেক সবনের শেষে এবং অতিরাত্রে ষোড়শী গ্রহের অনুষ্ঠানের পরে অধ্বর্যু প্রস্থানের জন্য মৈত্রাবরুণের কাছে অনুমতি চান -'প্রশাস্তঃ প্রসুহি'। মৈত্রাবরুণ 'সর্পত' বলে প্রস্থানের অনুমতি দিলে হোতা ঔদুম্বরীর ডান দিক্ দিয়ে এবং অপরেরা নিজ নিজ ধিষ্ণ্যের সোজাসুজি সদোমণ্ডপের পশ্চিম দ্বার দিয়ে বেদির উত্তর শ্রোণির দিকে প্রস্থান করেন। এই প্রস্থানপথকে 'মৃগতীর্থ' বলে। শম্যাপ্রাসের অর্থাৎ কাঠি-ছোঁড়ার বেশী দূরে কিন্তু কেউ যাবেন না এবং শৌচকর্ম প্রভৃতি এই সময়ে সেরে নেবেন।

মাধ্যন্দিনসবন (মধ্যমস্বরে)

সোমরস নিষ্কাশন এবং গ্রহে সোমরসগ্রহণ।

সদঃপ্রসর্পণ

শৌচকর্ম সেরে বেদিতে এসে সমস্ত ধিষ্ণ্যকে উপস্থান করে সদোমণ্ডপের পশ্চিমদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে প্রাতঃসবনের মতো মণ্ডপের দুই খুঁটিকে মন্ত্রসমেত স্পর্শ করে বিনামন্ত্রে মণ্ডপের ভিতরে প্রবেশ করবেন। যজমান অবশ্য প্রবেশ করবেন পূর্ব দ্বার দিয়ে।

গ্রাবস্তুতের প্রবেশ। তিনি হবির্ধানমণ্ডপের পূর্বদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে ডান দিকের শকটের উত্তর অক্ষশিরা থেকে তৃণ নিয়ে দক্ষিণ হবির্ধানশকটের উত্তর-পূর্ব দিকে ঐ তৃণ মন্ত্রসমেত ফেলে দিয়ে সোমের দিকে মুখ করে দাঁড়ান। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই 'যো-' (সূ.) মন্ত্র পাঠ করেন। গ্রাবস্তুত্‌কে অধ্বর্যুর উষ্ণীষপ্রদান, গ্রাবস্তুতের উষ্ণীষ গ্রহণ এবং যাজ্যাকে প্রদক্ষিণক্রমে বেষ্টন।

অভিষ্টবন (গ্রাবস্তোত্র)

যজমানকে উষ্ণীষ প্রত্যর্পণ

দধিঘর্ম (ঘর্মানুষ্ঠানের মতোই)

মন্ত্রপাঠ, আহুতিদান ও ভক্ষণ। অধ্বর্যু 'হোতর্বদস্ব যত্ তে বাদ্যম্' বললে হোতা 'উত্তি-' (১০/১৭৯/১) মন্ত্র পাঠ করেন। তার পর 'শ্রাতং হবিঃ' বলা হলে 'শ্রাতং-' (১০/১৭৯/২) এই অনুবাক্যা বলেন। যাজ্যা- 'শ্রাতং-' (১০/১৭৯/৩)। অনুবষট্কার 'অগ্নে বীহি-' বা 'দধি-' (সূ.)। ভক্ষণের জপমন্ত্র 'ময়ি-' (সূ.)। আ. ৭/৩/২৫ অনুযায়ী এই ভক্ষণ প্রাণভক্ষণ মাত্র।

সবনীয় পশুপুরোডাশ

সবনীয় পুরোডাশের আগে অথবা পরে কর্তব্য। কেউ কেউ পশুপুরোডাশ করার কোন প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন।

সবনীয় পুরোডাশ-নরাশংসে স্থাপন

- প্রাতঃসবনের মতোই

দক্ষিণাদান

সত্রে দীক্ষিতেরা নিজেরাই কৃষ্ণাজিন ঝাড়তে ঝাড়তে 'ইদম-' (সূ.) মন্ত্রে দক্ষিণার পথে যান।

দক্ষিণাগ্রহণের আগে শালাদ্বার্যে দুটি এবং আগ্নীধ্রীয়ে দুটি আহুতি-প্রদান। মন্ত্র যথাক্রমে 'দদানি-' (সূ.), 'প্রাচি-' (সূ.)। দক্ষিণার দ্রব্য যজ্ঞভূমি থেকে চলে গেলে 'ক-' (সূ.) মন্ত্রে প্রাণীদ্রব্যগুলির অনুমন্ত্রণ। অপ্রাণীগুলিকে বিনামন্ত্রে স্পর্শ করবেন। বিবাহের উদ্দেশে কন্যাদান করা হলে সেই কন্যাকে স্পর্শ করবেন।

হবিঃশেষভক্ষণ [আগ্নীধ্রীয়ে ভক্ষণ]

(সবনীয়-পুরোডাশ-ভক্ষণ, দক্ষিণাদান, চাত্বালে কৃষ্ণবিষাণের নিক্ষেপ, আগ্নীধ্রীয়ে পাঁচটি বৈশ্বকর্মণ হোম)

মরুত্বতীয় গ্রহ [মণ্ডপে প্রবেশ করে]

'ইন্দ্র' (৩/৫১/৭) - অনুবাক্যা

'হোতা-' (সূ.) - প্রৈষ

'সজোষা-' (৩/৪৭/২) - যাজ্যা

'ইন্দ্র-' (সূ.) - ভক্ষণমন্ত্র।

মরুত্বতীয় গ্রহ তিনটি। তার মধ্যে এটি প্রথম। আহুতি দেন অধ্বর্যু। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মরুত্বতীয় গ্রহ আহুতি দেওয়া হয় একই সাথে শস্ত্রপাঠের পরে। একটি আহুতি দেন অধ্বর্যু এবং অপরটি প্রতিপ্রস্থাতা-কাত্যায়ন। আপস্তম্বের মতে অধ্বর্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা দুই মরুত্বতীয় গ্রহ আহুতি দিলে অধ্বর্যু নিজ গ্রহপাত্রে আবার সোমরস নিয়ে রেখে দিয়ে দ্বিতীয় মরুত্বতীয়ের সোমপানে প্রবৃত্ত হন। শস্ত্রান্তে তৃতীয় মরুত্বতীয়ের আহুতি হয়।

মরুত্বতীয়শস্ত্র :

'আ-' (৮/৬৮/১-৩) - প্রতিপদ্

'ইদং-' (৮/২/১-৩) - অনুচর

'ইন্দ্র-' (৮/৫৩/৫,৬) - ইন্দ্রনিহবপ্রগাথ

(প্রগাথকে তৃচে পরিণত করতে হয়)

'প্র-' (১/৪০/৫, ৬) - ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথ

আজ্যশস্ত্র থেকে এই পর্যন্ত সব মন্ত্র অর্ধর্চশঃ পাঠ্য। স্তোত্রিয়, অনুরূপ, প্রতিপদ্, অনুচর, প্রগাথ, গায়ত্রী থেকে পংক্তি পর্যন্ত সমস্ত ছন্দের মন্ত্র, অ-চতুষ্পদ সমস্ত মন্ত্র সর্বত্র অর্ধর্চশঃ পাঠ্য। পংক্তি ছন্দের মন্ত্রে প্রত্যেক দ্বিতীয় পাদে থামবেন। আশ্বিনশস্ত্রে পংক্তি ছন্দের মন্ত্রে বিকল্পে অর্ধর্চশঃ থামবেন। পাদে পাদে থেমে পড়তে হবে এমন মন্ত্রসমূহের অন্তর্গত হলে কিন্তু পচ্ছঃ পাঠ করবেন। শেষদুটি পাদ অবশ্য একসঙ্গে পড়তে হয়। অন্যান্য মন্ত্র (ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অক্ষরপংক্তি, দ্বিপদা) পচ্ছঃ পাঠ করবেন। পচ্ছঃ পাঠ করার সময় অর্ধর্চের শেষাংশের সঙ্গে পরবর্তী পদকে একসঙ্গে পাঠ করবেন।

'অগ্নি-' (৩/২০/৪)
'ত্বং-' (১/৯১/২)
'পিন্বন্ত্য-' (১/৬৪/৬)
} ধায্যা

'প্র-' (৮/৮৯/৩, ৪) - মরুত্বতীয় প্রগাথ

'জনিষ্ঠা-' (১০/৭৩) - নিবিদ্ধান সূক্ত

অর্ধেকের অপেক্ষায় একটি মন্ত্র বেশী পাঠ করে নিবিদ্ বসাতে হয়। তৃচে একটি মন্ত্র পড়ে এবং যুগ্মসংখ্যক মন্ত্র আছে এমন সূক্তে অর্ধেক সংখ্যক মন্ত্র পড়ে নিবিদ্ বসাতে হয়। তৃতীয় সবনে সূক্তের একটি মাত্র মন্ত্র বাকী রেখে নিবিদ্ বসাবেন।

দুই চোখ মুছতে মুছতে নিজের পাপ স্মরণ করতে করতে শস্ত্র-পাঠ শেষ করবেন।

'উক্থং-' (সূ.) - জপ।

'যে-' (৩/৪৭/৪) - যাজ্যা।

সোমপান।

নিষ্কেবল্যশস্ত্র

এই শস্ত্রের শেষে মাহেন্দ্র গ্রহের আহুতির সময়ে প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা এবং উন্নেতা যথাক্রমে আগ্নেয়, ঐন্দ্র এবং সৌর্য নামে তিন 'অতিগ্রাহ্য' গ্রহেরও আহুতি দেন।

'অভি-' (৭/৩২/২২,২৩) - স্তোত্রিয় (স্তোত্রে রথন্তর গীত হলে)

'অভি-' (৮/৩/৭, ৮) - অনুরূপ (")

'ত্বামিদ্ধি-' (৬/৪৬/১,২) - স্তোত্রিয় (স্তোত্রে বৃহত্ গীত হলে)

'ত্বং-' (৮/৬১/৭, ৮) - অনুরূপ (")

স্তোত্রে বিনা আবৃত্তিতে প্রগাথকে তৃচে পরিণত করা হলে

হোতাও শস্ত্রে প্রগাথই পাঠ করবেন। যদি স্তোত্রে উদ্গাতারা প্রগাথের কোন পাদকে আবৃত্তি করে তৃচে পরিণত করেন হোতাও তাহলে তা-ই করবেন; এছাড়া বৃহত্পৃষ্ঠ এবং রথন্তরপৃষ্ঠ যে-কোন যাগেই মরুত্বতীয় শস্ত্রে 'ইন্দ্রনিহব' এবং ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথকেও তৃচে পরিণত করে পাঠ করতে হয়। আবৃত্তির পদ্ধতি হবে $ক_{১}$ $ক_{২}$ $ক_{৩}$ $ক_{৪}$। $ক_{৪}$ $খ_{১}$ $খ_{২}$। $খ_{২}$ $খ_{৩}$ $খ_{৪}$ অথবা বৃহতীকার হলে $ক_{১}$ $ক_{২}$ $ক_{৩}$ $ক_{৪}$। $ক_{৪}$ $ক_{৪}$ $খ_{১}$ $খ_{২}$। $খ_{২}$ $খ_{২}$ $খ_{৩}$ $খ_{৪}$ অথবা ককুপ্‌কার হলে $ক_{১}$ $ক_{২}$ $ক_{৩}$। $ক_{৩}$ $খ_{১}$ $খ_{২}$। $খ_{২}$ $খ_{৩}$ $খ_{৪}$। পৃষ্ঠ্যস্তোত্রে অন্য সাম প্রয়োগ করা হলে স্তোত্রিয়, অনুরূপ, ইন্দ্রনিহব প্রগাথ এবং ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথকে বৃহতীকার করেই পাঠ করবেন। গর্ভকার স্তুতির ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। স্তোত্রিয় এবং অনুরূপ প্রগাথ হলে হোত্রকেরাও তাঁদের শস্ত্রে প্রগাথকে তৃচের আকারে বৃহতীকার করে পাঠ করবেন।

'উভয়সামা' যাগে নিষ্কেবল্যশস্ত্রে মাধ্যন্দিন পবমান স্তোত্রের যোনিশংসন করতে হয়। পবমানস্তোত্রের যোনিই হয় উভয়সামা যাগে নিষ্কেবল্যের অনুরূপ। উভয়সামা না হলে যোনিকে যোনিস্থানে অর্থাৎ ধায্যার ঠিক পরে পাঠ করতে হয়।

'যদ্-' (১০/৭৪/৬) - ধায্যা।

'পিবা-' (৮/৩/১,২) - *সামপ্রগাথ* (রথন্তরে) এবং

বৃহত্ ছাড়া অন্য যে-কোন সামে

বা 'উভয়ং-' (৮/৬১/১,২) - সামপ্রগাথ (বৃহত্সামে)

'ইন্দ্রস্য-' (১/৩২) - নিবিদ্ধান সূক্ত।

[ব্রাহ্মণগ্রন্থ অনুযায়ী স্বরে পাঠ্য]

'উক্থং-' (সূ.) - জপ।

'পিবা-' (৭/২২/১) - যাজ্যা।

সোমপান।

মৈত্রাবরুণশস্ত্র :

'কয়া-' (৪/৩১/১-৩) [বামদেব্য]

'কয়া-' (৮/৯৩/১৯-২১)

'কস্তম-' (৭/৩২/১৪, ১৫)

'সদ্যো-' (৩/৪৮)

'এবা-' (৪/১৯)

'উশন্-' (৪/২০/৪) - যাজ্যা।

সোমপান।

ব্রাহ্মণাচ্ছংসী-শস্ত্র :

'তং-' (৮/৮৮/১,২) স্তোত্রিয় [নৌধস]

'তত্-' (৮/৩/৯, ১০) - অনুরূপ

'উদু-' (৮/৩/১৫, ১৬)

'ইন্দ্রঃ-' (৩/৩৪)

'উদু-' (৭/২৩)

'ঋজীষী-' (৫/৪০/৪) - যাজ্যা।

স্তোত্রে শ্যৈতসাম গাওয়া হলে 'অভি-' (৮/৪৯/১,২) স্তোত্রিয়, 'ইন্দ্রঃ-' (৩/৫০/১,২) অনুরূপ, 'অসাবি-' (১০/১০৪) প্রথমসূক্ত।

অচ্ছাবাকশস্ত্র :

'তরোভি-' (৮/৬৬/১,২)- স্তোত্রিয় [কালেয় সাম]

'তরণি-' (৭/৩২/২০, ২১) - অনুরূপ

'উ-' (৭/৩২/১২, ১৩)

'ভূয়-' (৬/৩০)

'ইমা-' (৩/৩৬) - উপান্তিম মন্ত্র বাদ

'পিবা-' (৩/৩৬/৩) - যাজ্যা

সোমপান।

সবনসংস্থাহুতি।

তৃতীয়সবন (উত্তমস্বরে)

আদিত্যগ্রহ

- আহুতি দেওয়ার সময়ে দেখতে নেই।

'আদিত্যা-' (৭/৫১/১) - অনুবাক্যা

'হোতা-' (সূ.) - প্রৈষ

'আদিত্যাসো-' (৭/৫১/২) - যাজ্যা

(সোমরস নিষ্কাশন এবং আগ্রয়ণ-গ্রহে সোমরস গ্রহণ)

সবনীয় পশুযাগ

[আর্ভবপবমানের পরে অঙ্গার ধিষ্ণ্যগুলিতে নিয়ে গিয়ে মনোতা -ইড়াভক্ষণ পর্যন্ত সব-কিছু।]

সবনীয় পুরোডাশযাগ - নরাশংসপান

[মাধ্যন্দিনের মতোই]

পিতৃতর্পণ

নরাশংসস্থাপনের পরে হুতাবশিষ্ট সবনীয় পুরোডাশের সব থেকে নরম অংশ থেকে তিনটি পিণ্ড তৈরী করে 'অত্র-' (সূ.) মন্ত্রে (যজমানের) পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে অর্পণ

হবিঃশেষভক্ষণ

- বাঁ দিকে ঘুরে আগ্নীধ্রীয়ে এসে ভক্ষণ

সাবিত্রগ্রহ (মণ্ডপে ফিরে এসে)

(আগ্রয়ণ-গ্রহপাত্র থেকে অন্তর্যামগ্রহের পাত্রে সোমরস নিয়ে তা আহুতি দিতে হয়)

'অভূদ্-' (৪/৫৪/১) - অনুবাক্যা

'হোতা-' (সূ.) - প্রৈষ

'দমূনা-' (সূ.) - যাজ্যা
বৈশ্বদেবশস্ত্রঃ
দিক্-ধ্যান (যে দিকে শত্রু সেই দিক ছাড়া সর্ব দিকে ধ্যান)
'তত্-' (৫/৮২/১-৩) - প্রতিপদ্
'অদ্যা-' (৫/৮২/৪-৬) - অনুচর
'অভূদ্-' (৪/৫৪) - সাবিত্র নিবিদ্ধান
'একয়া-' (সূ.)।
'প্র-' (১/১৫৯) - দ্যা. পৃ. নিবিদ্ধান
'সু-' (১/৪/১)
'তক্ষন্-' (১/১১১)- আর্ভব নিবিদ্ধান
'অয়ং-' (১০/১২৩/১)
'যেভ্যো-' (১০/৬৩/৩)
'এবা-' (৪/৫০/৬)
'আ-' (১/৮৯/১-৯) - বৈশ্বদেব নিবিদ্ধান
অগ্নিষ্টুত্‌যাগে শস্ত্রে ভিন্ন দেবতার মন্ত্র পড়তে হলে নিবিদের দেবতাবাচী পদে উহ করতে হবে। কোন যাগে শস্ত্রে একই দেবতার একাধিক সূক্ত থাকলে সবগুলিকে একটি সূক্ত ধরে সেই অনুযায়ী নিবিদ্ বসাতে হবে।
'অদিতি-' (১/৮৯/১০) - সমাপ্তি।
এই মন্ত্রটি ভূমি স্পর্শ করে থেকে দু-বার পচ্ছঃ এবং একবার অর্ধর্চশঃ পাঠ করবেন।
'উক্থং-' (সূ.) - জপ।
'বিশ্বে-' (৬/৫২/১৩) - যাজ্যা।
সোমপান।
সৌম্য চরুযাগ ও ঘৃতযাজ্যা
'ঘৃতা-' (সূ.) - ঘৃতহোমের যাজ্যা।
'ত্বং-' (৮/৪৮/১৩) - সৌম্যচরুর যাজ্যা।
'উরু-' (সূ.) - ঘৃতহোমের যাজ্যা।
একটি ঘৃতহোম হলে যাজ্যা হবে 'অগ্না-' (সূ.) এই মন্ত্র।
অধ্বর্যু চরু নিয়ে এলে উদ্‌গাতারা স্পর্শ করার আগে হোতা 'যত্-' (সূ.) মন্ত্রে চরুকে দেখবেন। চরুতে নিজ দেহের প্রতিবিম্ব দেখতে না পেলে 'বেদি-' (সূ.), 'ভদ্রং-' (১/৮৯/৮) মন্ত্র পাঠ করবেন। তার পর অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সাহায্যে আজ্য নিয়ে দুই চোখে তা লেপে উদ্‌গাতাদের উদ্দেশে ঐ চরু অধ্বর্যুদের হাতে দেবেন।
ধিষ্ণ্য-নিবপন এবং আগ্নীধ্রীয়ে হোম।
পাত্নীবত গ্রহ
- শলাকার অগ্নি ধিষ্ণ্যগুলিতে স্থাপিত হলে এই গ্রহের অনুষ্ঠান।
'ঐভি-' (৩/৬/৯) - যাজ্যা।
(উপাংশু স্বরে আগ্নীধ্র কর্তৃক পাঠ্য)
'বিসংস্থিত সঞ্চর' দিয়ে নেষ্টার পিছন পিছন এসে (সদোমণ্ডপে) তাঁর কোলে বসে আগ্নীধ্রের গ্রহাবশেষ ভক্ষণ।
যেমনভাবে এসেছেন তেমনভাবে আগ্নীধ্রীয় থেকে সদোমণ্ডপে (?) ফিরে গিয়ে অগ্নিমারুত শস্ত্র খুব দ্রুত পাঠ করবেন।
আগ্নিমারুতশস্ত্র ঃ
- খুব দ্রুত পাঠ্য।
'বৈশ্বা-' (৩/৩) - বৈশ্বানর নিবিদ্ধান। প্রথম মন্ত্র ঋগাবান করে পাঠ্য। পচ্ছঃ শস্য হলে পাদে পাদে থামবেন, কিন্তু শ্বাস নেবেন ঋকেরই শেষে। অর্ধর্চশস্য হলে অর্ধর্চশঃ-ই পড়বেন, কিন্তু শ্বাস নেবেন না। শেষ আবৃত্তির সঙ্গে দ্বিতীয় মন্ত্রের কিন্তু সংযোগ ঘটাতে হবে।
'শং-' (১/৪৩/৬)
'প্রত্ব-' (১/৮৭) - 'মারুত নিবিদ্ধান'
'যজ্ঞা-' (৬/৪৮/১,২) - স্তোত্রিয়।
'দেবো-' (৭/১৬/১১, ১২) - অনুরূপ।
'প্র-' (১/১৪৩) - জাতবেদস্য নিবিদ্ধান।
'আপো-' (১০/৯/১-৩) - জল স্পর্শ করে থেকে থেমে থেমে পাঠ করবেন।
এইখান থেকে প্রত্যেক প্রতীকে আহাব হবে।
'উত-' (৬/৫০/১৪)
'দেবানাং-' (৫/৪৬/৭, ৮)
'রাকা-' (২/৩২/৪,৫)
'পাবী-' (৬/৪৯/৭)
'ইমং-' (১০/১৪/৪)
'মাতলী-' (১০/১৪/৩)
'উদী-' (১০/১৫/১)
'আহং-' (১০/১৫/৩)
'ইদং-' (১০/৫/২)
'স্বাদু-' (৬/৪৭/১-৪)- ভিন্ন প্রতিগর
'যয়ো-' (সূ.)
'বিষ্ণো-' (১/১৫৪/১)
'তন্তুং-' (১০/৫৩/৬)
'এবা-' (৪/১৭/২০) - ভূমি স্পর্শ করে পাঠ্য।
সোমপান।
কাত্যায়নের মতে মৈত্রাবরুণের অনুমতি নিয়ে ঋত্বিক্‌দের প্রস্থান।

উক্‌থ্যযাগ

মৈত্রাবরুণশস্ত্র ঃ

'এহ্য-' (৬/১৬/১৬-১৮)
'আগ্নি-' (৬/১৬/১৯-২০)
'চর্ষণী-' (৩/৫১/১-৩)
'অস্ত-' (৮/৪২/১-৩)
'ইন্দ্রা-' (৭/৮২)
'আ-' (৭/৮৪)
'ইন্দ্রা-' (৬/৬৮/১১) - যাজ্যা।

ব্রাহ্মণাচ্ছংসী-শস্ত্র ঃ

'বয়মু-' (৮/২১/১,২)
'যো-' (৮/২১/৯, ১০)
'প্র-' (১/৫৭)
'উদ-' (১০/৬৮)
'অচ্ছা-' (১০/৪৩)
'বৃহ-' (৭/৯৭/১০) - যাজ্যা।

অচ্ছাবাকশস্ত্র ঃ

'অধা-' (৮/৯৮/৭-৯)
'ইয়ং-' (৮/১৩/৪-৬)
'ঋতু-' (২/১৩)
'নূ-' (৭/১০০)
'ভবা-' (১/১৫৬)
'সং-' (৬/৬৯)
'ইন্দ্রা-' (৬/৬৯/৩) - যাজ্যা।

ষোড়শী

'অসাবি-' (১/৮৪/১-৬) - স্তোত্রিয় ও অনুরূপ

অবিহৃত ঃ

'ইন্দ্র-' (সূ.)
'ইন্দ্র-' (সূ.) } স্তোত্রিয় [বিহৃত]
'ইন্দ্র-' (সূ.)
'শ্রুধী-' (সূ.)
'আ.-' (সূ.) } অনুরূপ [বিহৃত]
'যা-' (সূ.)
'আ-' (১/১৬/১-৩)- গায়ত্রী
'উপো-' (১/৮২/১)+ 'সু-' (১/৮২/৩,৪)- পংক্তি
'যদি-' (৮/১২/২৫-২৭) - উষ্ণিক্
'অয়ং-' (৩/৪৪/১-৩) - বৃহতী
'আ ধূর্ষ-' (৭/৩৪/৪) - দ্বিপদা
'ব্রহ্মন্-' (৭/২৯/২) - ত্রিষ্টুপ্
'এষ-' (সূ.) - দ্বিপদা
'বিসু-' (সূ.) - "
'ত্বামি-' (সূ.) - "
'প্র-' (১০/৯৬/১-৩) - জগতী
'ত্রিক-' (২/২২/১-৩) - অতিচ্ছন্দঃ
'প্রোষ-' (১০/১৩৩/১-৩) - "
'প্রচেতন-' (সূ.) - অনুষ্টুপ্ (কৃত্রিম)
'প্র-' (৮/৬৯/১-৩) - অনুষ্টুপ্ (অকৃত্রিম)
'অর্চতং-' (৮/৬৯/৮-১০) - " (")
'যো-' (৮/৬৯/১৩-১৫)- নিবিদ্ধানসূক্ত [শেষ মন্ত্রের আগে নিবিদ্]
'উদ্-' (৮/৬৯/৭) - সমাপ্তি
'এবা-' (সূ.) - জপ।
'অপাঃ-' (১০/৯৬/১৩) - যাজ্যা।

বিহরণে গায়ত্রী + পংক্তি, উষ্ণিক্ + বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্ (১টি) + দ্বিপদা (১টি), জগতী (৩টি) + দ্বিপদা (৩টি), অতিচ্ছন্দঃ + কৃত্রিম অনুষ্টুপ্, উষ্ণিকের শেষ পাদকে দ্বিখণ্ডিত করে বিহরণ করতে হয়। প্রথম খণ্ডে থাকে চার অক্ষর এবং পরের খণ্ডে আট অক্ষর। ত্রিষ্টুপের সঙ্গে বিহরণের সময়ে দ্বিপদাকে চার খণ্ডে ভাগ করে ত্রিষ্টুপের প্রত্যেক পাদের সঙ্গে এক এক খণ্ড যোগ করতে হয়। জগতীর সঙ্গে দ্বিপদার বিহরণের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম। অতিচ্ছন্দের সঙ্গে কৃত্রিম অনুষ্টুপের বিহরণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অতিচ্ছন্দের তৃতীয় পাদের শেষে কৃত্রিম অনুষ্টুপের প্রথম পাদে প্রচেতন এবং তৃতীয় অতিচ্ছন্দের তৃতীয়পাদের শেষে 'প্রচেতয়' অংশ যোগ করবেন। চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অতিচ্ছন্দঃ মন্ত্রের পঞ্চম পাদের পরে কৃত্রিম অনুষ্টুপের যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পাদ পাঠ করতে হয়।

বিহৃত ষোড়শীতে যাজ্যাকে জপের সঙ্গে মিশিয়ে পাঠ করবেন। এ ছাড়া স্তোত্রিয়, নিবিদ্ এবং পরিধানীয়ার উদ্দেশে আহাব হবে।

ষোড়শী গ্রহের ভক্ষণ—

'ইন্দ্র-' (সূ.)- ভক্ষজপের মন্ত্র।

ঘর্মে যাঁরা যাঁরা ভক্ষণ করেছেন এখানে তাঁরা তাঁরাই ভক্ষণ করবেন। মৈত্রাবরুণ এবং সামবেদীয় তিন ঋত্বিক্‌ও ভক্ষণ করবেন।

অতিরাত্র

প্রথম পর্যায়ে স্তোত্রিয় ও অনুরূপের প্রত্যেক মন্ত্রে প্রথম পাদের, মধ্যম পর্যায়ে মধ্যম পাদের এবং তৃতীয় পর্যায়ে শেষ পাদের পুনরাবৃত্তি করতে হয়। হোতাকে কেবল প্রথম পর্যায়ে প্রথম মন্ত্রের প্রথম পাদে কোন পুনরাবৃত্তি করতে হয় না। শেষ পর্যায়ে

অচ্ছাবাককে গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্রে শেষ পাদকে এবং উষ্ণিক্ ছন্দের মন্ত্রে শেষ চার অক্ষরকে পুনরাবৃত্তি করতে হয়।

তিন পর্যায় ঃ

আশ্বিনশস্ত্র ঃ

শস্ত্রের আগে হোতা 'বিসংস্থিতসঞ্চর' দিয়ে বাইরে গিয়ে আগ্নীধ্রীয়ে ছটি মন্ত্রে ছটি আহুতি দেবেন, আজ্যাবশেষ ভক্ষণ করে জল স্পর্শ করবেন, কিন্তু আচমন করতে হবে না। তারপরে জঙ্ঘা এবং উরু সংযুক্ত করে দুই কনুই এবং হাঁটু দিয়ে কোল পেতে নিজ ধিষ্ণ্যের পিছনে বসে শস্ত্রপাঠ শুরু করবেন। শস্ত্রের প্রতিপদ্ এখানে অর্ধর্চশঃ পাঠ করবেন। এই প্রতিপদের সঙ্গে প্রাতরনুবাকের গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্রগুলি জুড়ে নেবেন। প্রাতরনুবাকের প্রথম 'আপো-' এই মন্ত্রটি অবশ্য এখানে বাদ যাবে। কমপক্ষে এক হাজার মন্ত্র প্রাতরনুবাক থেকে নিয়ে পাঠ করতে হবে।

'এনা-' (৭/১৬/১,২; ৭/৮১/১,২; ৭/৭৪/১,২) ইত্যাদি বৃহতী ছন্দের মন্ত্রগুলিকে সেখানে দেবতা ও ছন্দ অনুযায়ী আগে পাঠ করতে হবে।

সূর্য উঠলে প্রাতরনুবাকের পংক্তি ছন্দের মন্ত্রের সঙ্গে সূর্যদেবতার সূক্তগুলি জুড়ে নেবেন। সূর্যদেবতার মন্ত্রগুলি হল 'সূর্যো-' (১০/১৫৮), 'উদু-' (১/৫০/১-৯), 'চিত্রং-' (১/১১৫), 'নমো-' (১০/৩৭), 'ইন্দ্র-' (৭/৩২/২৬, ২৭) ইত্যাদি।

'বৃহত্-' (২/২৩/১৫) — সমাপ্তি।

[সন্ধিস্তোত্রে বৃহত্সাম গাওয়া হলে ঐ সামের যোনিকে সৌর্যকাণ্ডের অর্থাৎ সূর্যদেবতার মন্ত্রগুচ্ছের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় প্রগাথরূপে পাঠ করতে থাকেন।]

'ইমে-' (সূ.) — অনুবাক্যা

'হোতা-' (সূ.) — প্রৈষ

'প্র-' (৭/৬৮/২) ⎫ যাজ্যা
'উভা-' (১/৪৬/১৫) ⎭ (একনিঃশ্বাসে অধ্যর্ধ করে পাঠ্য)

স্বিষ্টকৃতের অনুষ্ঠান হলে 'পুরো-' (৩/২৮/২), 'অগ্নে-' (৩/২৮/৬) যথাক্রমে স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্যা এবং যাজ্যা হবে। পর্যায় শুরু করার আগে অথবা পর্যায় চলার সময়ে ভোর হয়ে এলে প্রথম পর্যায় থেকে হোতা, দ্বিতীয় পর্যায় থেকে মৈত্রাবরুণ ও ব্রাহ্মণাচ্ছংসী এবং তৃতীয় পর্যায় থেকে অচ্ছাবাক নিজ নিজ শস্ত্র নিয়ে তিনটির পরিবর্তে একটিমাত্র পর্যায় সংগঠিত করবেন। দুটি পর্যায় বাকী থাকলে প্রথম দু-জন দ্বিতীয় এবং অপর দু-জন তৃতীয় পর্যায় থেকে নিজ নিজ শস্ত্র নিয়ে পাঠ করবেন। বিকল্পে হোতার সংশ্লিষ্ট স্তোত্র দ্বারা সর্বত্র স্তোম নির্হ্রাস করা যেতে পারে। একটি মাত্র পর্যায় বাকী থাকলে অবশ্য স্তোমনির্হ্রাসই করতে হয়। একদলের মতে সর্বত্র (?) হোতা ছাড়া অপরদের ক্ষেত্রে স্তোমনির্হ্রাসই হবে। ভোর হয়ে এলে শুধু 'অগ্নে-' (১/৪৪/১, ২) এই একটিমাত্র স্তোত্রিয়ই পাঠ করতে হবে। এটি পাঠ করতে হবে প্রাতরনুবাকের অগ্নিদেবতার বৃহতী ছন্দের মন্ত্রগুলির আগে, এ-ক্ষেত্রে মাঙ্গল, প্রতিপদ্ ও সৌর্যকাণ্ডসমেত মন্ত্রের মোট সংখ্যা হবে ৩৬০।

মন্ত্রপুচ্ছ ঃ

সবনীয় পশুযাগ

[পরিধিপ্রহরণ পর্যন্ত]

অনুযাজ-শংযুবাক

- দর্শপূর্ণমাসের মতো উত্তমস্বরে পাঠ্য

হারিযোজন

[শংযুবাকের অপেক্ষাও উচ্চস্বরে পাঠ্য]

'অপাঃ-' (৩/৫৩/৬) — অনুবাক্যা।

'ধানা-' (সূ.) — প্রৈষ।

'যুনজ্মি-' (১/৮২/৬) — যাজ্যা।

[অহর্গণে অন্তিম দিনে ঐ মন্ত্রগুলিই প্রযোজ্য। অন্য দিনগুলিতে 'তিষ্ঠা-' (৩/৫৩/২) - অনুবাক্যা

'অয়ং-' (১/৭৭/৪) - যাজ্যা।

বিকল্পে 'পরা-' (৩/৫৩/৫) হবে অনুবাক্যা।]

অনুবষট্কারের আগেই মৈত্রাবরুণ 'ইহ-' (সূ.) এই 'অতিপ্রৈষ' নামে মন্ত্র পাঠ করবেন। অহর্গণে অতিরাত্রে ঐ অতিপ্রৈষের 'শ্বঃ' শব্দের স্থানে 'অদ্য' শব্দ এবং 'শ্বঃসুত্যাম্' শব্দের স্থানে 'অদ্য সুত্যাম্' শব্দ পাঠ করবেন।

অতিপ্রৈষ শেষ হলে আগ্নীধ্রকে 'শ্বঃ-' (সূ.) এই 'শ্বঃ সুত্যা' নামে মন্ত্র উত্তমস্বরে পাঠ করতে হয়। এই মন্ত্র অতিপ্রৈষের মতো অনুবষট্কারের আগেই পাঠ্য।

দর্শপূর্ণমাসের মতো হারিযোজনের ইড়ার গ্রহণ + উপহব-প্রার্থনা। নিরীক্ষণ করে 'হারি-' (সূ.) মন্ত্রে আঘ্রাণ করে গ্রহের প্রত্যর্পণ এবং আপ্যায়ন। যেমনভাবে এসেছিলেন তেমনভাবে সদোমণ্ডপ বা হবির্ধানমণ্ডপ থেকে ঋত্বিক্‌দের নিষ্ক্রমণ।

বিনিঃসৃপ্তহোম

- আগ্নীধ্রীয়ে 'অরং-' (সূ.) এবং 'ইদং-' (সূ.) মন্ত্রে দুটি হোম।

শকল-অভ্যাধান

- আহবনীয়ে 'দেব-' (সূ.), 'পিতৃ-' (সূ.), 'মনুষ্য-' (সূ.), 'আত্ম-' (সূ.), 'এনস-' (সূ.), 'যদ্-' (১০/৩৭/১২) মন্ত্রে ছটি শকল স্থাপন করতে হয়। দ্রোণকলশ থেকে ভাজা যব নিয়ে 'আপূর্যা-' (সূ.) মন্ত্রে সকলে তা দেখে আঘ্রাণ করে পরিধির মাঝে ঢেলে দেবেন।

আহবনীয় থেকে চমসীরা সব্যাবৃত্ হয়ে তীর্থে স্থাপিত চমসগুলির দিকে যান। সবুজ ঘাস পিষে চমসের জলে মিশিয়ে চমসীরা সেই জল নিজেদের চার দিকে ডান অথবা বাঁ হাত

দিয়ে তিনবার অপ্রদক্ষিণভাবে ছিটিয়ে দেন। মন্ত্র : 'স্বধা-' (সূ.), 'স্বধা-' (সূ.)।

পিণ্ডদান

দূর্বারস-মিশ্রিত জলে চমসীরা ডান হাত ডুবিয়ে 'অপ্সু-' (সূ.) মন্ত্রে প্রাণভক্ষণ করে 'মাহং-' (সূ.) মন্ত্রে সেই জল নিজেদের অভিমুখে মাটিতে ঢেলে দেবেন।

দধিদ্রপ্সভক্ষণ

[আগ্নীধ্রীয়ে 'দধি-' (৪/৩৯/৬) মন্ত্রে দধি-ভক্ষণ করে পরস্পরের হাত ধরে 'উভা-' (সূ.) মন্ত্রে সখ্য-বিসর্জন করতে হয়।

সবনীয়-পশুযাগ

- পত্নীসংযাজ-বেদস্তরণ, হৃদয়শূল-উদ্‌বাসন ইত্যাদি (সংস্থাজপ ছাড়া)।

প্রায়শ্চিত্ত হোম

অবভৃথ (প্রধানদেবতা-বরুণ)

প্রযাজ-অনুযাজ পর্যন্ত অংশ অনুষ্ঠেয়

[তৃতীয় প্রযাজ — × ×]

ইড়াভক্ষণ — × ×।

প্রথম অনুযাজ — × ×।

আজ্যভাগে অপ্সুমান্ মন্ত্র অনুবাক্যা।

'অব-' (১/২৪/১৪) — অনুবাক্যা
'উদু-' (১/২৪/১৫) — যাজ্যা } প্রধানযাগ।

'ত্বং-' (৪/১/৪) — অনুবাক্যা
'স ত্বং-' (৪/১/৫) — যাজ্যা } স্বিষ্টকৃৎ (অগ্নি-বরুণ)

ইষ্টির শেষে তীরে 'নমো-' (সূ.) মন্ত্রে পা রেখে 'ভক্ষ-' (সূ.), 'ভক্ষি-'(সূ.), 'ভক্ষং-' (সূ.) মন্ত্রে তিনবার আচমন। প্রথমবার কুলকুচি, পরের দু-বার পান। তার পর আবার আচমন করে 'আপো-' (১০/১৭/১০), 'ইদম্-' (১/২৩/২২), 'সুমিত্র্যা-' (আ. ৩/৫/৩) মন্ত্রে ডুব দেন। স্নানান্তে উন্নেতা টেনে তুললে 'উন্নেতা-' (সূ.) মন্ত্র জপ করতে হয়। জল থেকে উঠে এসে 'উদ্বয়ং-' (১/৫০/১০) মন্ত্র পাঠ করবেন। এর পর পশুযাগের মতো বেদিতে প্রত্যাবর্তন থেকে সমিৎ-অভ্যাধান পর্যন্ত সব-কিছু করে সংস্থাজপ করতে হয়।

উদয়নীয়া ইষ্টি (গার্হপত্যে কর্তব্য)

— অনুষ্ঠান প্রায়ণীয়ার মতোই। দেবতার ক্রমঃ অগ্নি, সোম, সবিতা, পথ্যা স্বস্তি এবং অদিতি। প্রায়ণীয়ের অনুবাক্যা এখানে যাজ্যা এবং সেখানের যাজ্যা এখানে অনুবাক্যা। স্বিষ্টকৃতে কিন্তু কোন বিপর্যাস ঘটবে না।

আনুবন্ধ্য [স্থান: সদোমণ্ডপ বা উত্তরবেদি। দেবতা: মিত্র-বরুণ। তুরীয় পশুযাগে ঐকাদশিনীর অনুষ্ঠান হয়ে থাকলে অগ্নি-সোম-প্রণয়নের পথ ধরে ঐষ্টিক বেদিতে গিয়ে স্বাষ্ট্রপশুযাগ করতে হবে। এই যাগে যূপাঞ্জন থেকে পর্যগ্নিকরণ পর্যন্ত সব-কিছু করে পশুকে উৎসর্গ করতে হবে। অধ্বর্যুরা আজ্য দিয়ে যাগটি শেষ করতে চাইলে হোতারাও তাই করবেন। অনুবন্ধ্যাযাগের পশুপুরোডাশের পরে (বপন) দেবিকাযাগ অন্নায়াত করা চলে। দেবিকাযাগের পরিবর্তে দেবীযাগও করা চলে। আনুবন্ধ্যের বিকল্প — মিত্র-বরুণের উদ্দেশে আমিক্ষাযাগ। এই যাগ আজ্যভাগে শুরু, বাজিনে শেষ। এর পর দীক্ষাত্যাগ করে দেবযজনের উত্তর দিকে উদবসানীয়া ইষ্টি। (বিকৃতিবিহীন পুনরাধেয়ের মতো)।

চতুর্বিংশ

(বৃহৎপৃষ্ঠ / রথন্তর পৃষ্ঠ; অগ্নিষ্টোম/উক্থ্য)

প্রাতঃসবন

আজ্যশস্ত্র : 'হোতা-' (২/৫)

স্তোত্রিয়, অনুরূপ, আরম্ভণীয়া, পরিশিষ্ট, পর্যাস ছাড়া মূল সংস্থার কোন মন্ত্রই এখানে পাঠ করতে হবে না।

মৈত্রাবরুণশস্ত্র :

'আ-' (৩/৬২/১৬-১৮)
'মিত্রং-' (১/২৩/৪-৬)
'মিত্রং-' (১/২/৭-৯)
'অয়ং-' (২/৪১/৪-৬)
'পুরূ-' (৫/৭০/১-৩)
'প্রতি-' (৭/৬৬/৭-৯)
} এগুলি 'বড়হস্তোত্রিয়'। এগুলির মধ্যে স্তোত্র যে তৃচে গাওয়া হবে বা হয়েছে সেই তৃচটিই হবে স্তোত্রিয় [সত্রে প্রতিদিনই তা-ই]

অনুরূপ[১] — আগামীকাল যে তৃচে গান হবে। উপর্যুপরি কয়েকদিন একই তৃচে গান হলে পরবর্তী যেদিন ভিন্ন তৃচে গান হবে সেটিই পূর্ববর্তী সব-কটি দিনের অনুরূপ হবে। প্রত্যহ একই তৃচে গান হলে মূল সংস্থার তৃচই হবে অনুরূপ। শেষ দিনের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম।

আরম্ভণীয়া[১] - 'ঋজু-' (১/৯০/১)

অনুরূপের পর একাহযাগের কোন মন্ত্র পাঠ না করে শুধু আরম্ভণীয়াই পাঠ করতে হয়। আরম্ভণীয়ার পরেও পরিশিষ্টই পাঠ্য, ঐকাহিক মন্ত্রগুলি নয়। পরিশিষ্ট চতুর্বিংশ, মহাব্রত, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ এবং বিষুবান্ দিনে পাঠ্য।

'প্রতি-' (৭/৬৬/৭-৯) - পর্যাস।

পরিশিষ্টের পরে পর্যাসই পাঠ্য, ঐকাহিক মন্ত্র নয়। বড়হস্তোত্রিয় এবং পর্যাস অভিন্ন তৃচ হলে 'যদদ্য-' (৭/৬৬/৪-৬) হবে স্তোত্রিয়। 'তানত্তিপা-' (৭/৬৬/৩-৫) অনুরূপ হলে স্তোত্রিয় হবে 'কাব্যেভিঃ-' (৭/৬৬/১৭-১৯)।

---

(৬) তৃতীয়সবনে যজ্ঞাযজ্ঞীয় পাঠ করতে হলে এখানে অনুরূপ অথবা আরম্ভণীয়ার পরে 'স-' (৮/৪১/৩-৫) অথবা 'স-' (৮/৪১/৪-৬) এই 'সাতাক' তৃচ গায়ত্রীর আকারে পড়তে হবে।

ব্রাহ্মণাচ্ছংসী-শস্ত্র ঃ
'আ-' (৮/১৭/১-৩)
'ইন্দ্রম্-' (১/৭/১-৩)
'ইন্দ্রেণ-' (১/৬/৭)
+
'আদ-' (১/৬/৪, ৫)
'ইন্দ্রো-' (১/৮৪/১৩-১৫)
'উক্তি-' (৮/৭৬/১০-১২)
'তিষ্ঠি-' (৮/৪৫/৪০-৪২)
} 'ষড়হস্তোত্রিয়' [সত্রে প্রতিদিনই যে তৃচে গান হয় সেই তৃচ স্তোত্রিয়]
অনুরূপ[২]
আরম্ভণীয়া[১] 'ইন্দ্রং-' (১/৭/১০)
পরিশিষ্ট [চতুর্বিংশে, মহাব্রত, অভিজিত্, বিশ্বজিত্, বিষুবান্ দিনে পাঠ্য]
'ব্যন্ত-' (৮/১৪/৭-৯) - পর্যাস
অচ্ছাবাকশস্ত্র ঃ
'ইন্দ্রা-' (৩/১২/১-৩)
'ইন্দ্রে-' (৭/৯৪/৪-৬)
'তা-' (৬/৬০/৪-৬)
'ইয়ং-' (৭/৯৪/১-৩)
'ইন্দ্রা-' (৬/৬০/৭-৯)
'যজ্ঞ-' (৮/৩৮/১-৩)
} 'ষড়হস্তোত্রিয়' [সত্রে প্রতিদিনই যে তৃচে গান হয় সেই তৃচই হবে স্তোত্রিয়]
অনুরূপ[৩]
আরম্ভণীয়া[১] ['ঋতু-' (৭/৯৪/১০)]
পরিশিষ্ট [চতুর্বিংশে, মহাব্রত, অভিজিত্, বিশ্বজিত্, বিষুবান্ দিনে পাঠ্য]
'শ্যাবা-' (৮/৩৮/৮-১০) - পর্যাস
মাধ্যন্দিনসবন[৪]
মরুত্বতীয়শস্ত্র ঃ
ইন্দ্রনিহব প্রগাথ যথাস্থানেই পড়তে হয়।
'প্রেতু-' (১/৪০/৩, ৪)- ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথ[৫]
+ 'উত্তি-' (১/৪০/১,২) - " "[৫]
+ ঐকাহিক ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথ[৫] ('প্র-')

(২) তৃতীয় সবনে অত্যগ্নিজিৎ পাঠ হলে অনুরূপ অথবা আরম্ভণীয়ার পর 'পূর্বী-' (৮/৪০/৯-১১) এই মাত্রার তৃচ পড়তে হবে।
(৩) ঐ শর্তে 'অ-' (৮/৪০/৩-৫) এই মাত্রার তৃচ পাঠ্য।
(৪) মাধ্যন্দিন ও তৃতীয় সবনে প্রত্যেক হোত্রক যেটিতে গান হয় সেটি হবে সংশ্লিষ্ট শস্ত্রের স্তোত্রিয় এবং অপরটি হবে অনুরূপ।
(৫) ষড়হেও প্রতিদিন এই ক্রমে একটি করে ব্রাহ্মণস্পত্য প্রগাথ পাঠ করতে হবে।

ঐকাহিক মরুত্বতীয় প্রগাথ[৬]
+ 'বৃহদ্-' (৮/৮৯/১,২)[৬]
+ 'নকিঃ-' (৭/৩২/১০, ১১)[৬]
'কয়া-' (১/১৬৫) - নিবিদ্ধান
+ ঐকাহিক নিবিদ্ধান ('জনিষ্ঠা-')
নিষ্কেবল্যশস্ত্র ঃ
অক্রিয়মাণ বৃহত্/রথন্তরের যোনিশংসেন; বৈরূপ, বৈরাজ, শাক্বর ও রৈবত সামের যোনিশংসেন [অর্ধর্চশঃ পাঠ্য]
সামপ্রগাথ[৭]
যে সাম প্রযুক্ত হয় সেই সামের প্রগাথ পাঠ্য।
বৃহতের 'উভয়ং-' (৮/৬৬/১,২)
রথন্তরের 'পিবা-' (৮/৩/১,২)
বৈরূপের 'ইন্দ্র-' (৬/৪৬/৯)
বৈরাজের 'যমি-' (৮/৯৯/৫)
শাক্বরের 'মো ষু-' (৭/৩২/১-৩)
অন্যগুলির 'ইন্দ্র-' (৮/৩/৫,৬)
'তদি-' (১০/১২০)
ঐকাহিক নিবিদ্ধান
'ইন্দ্রস্য-'
উক্থ্যপাত্র এবং চমসের সোম পান করার মাঝে অতিগ্রাহ্যের সোম আঘ্রাণের মাধ্যমে পান করতে হয়। সত্রে প্রতিদিনই এই নিয়ম প্রযোজ্য। যাঁরা ষোড়শী গ্রহ পান করেন তাঁরাই অতিগ্রাহ্য পান করবেন, তবে এই পান 'বাগ্দেবী-' মন্ত্রে আঘ্রাণমাত্র।
মৈত্রাবরুণশস্ত্র ঃ
'কয়া-' (৪/৩১/১-৩) - স্তোত্রিয়[৮]
'কয়া-' (৮/৯৩/১৯-২১) - অনুরূপ
'মা-' (৮/১/১,২) - স্তোত্রিয়[৮]
'যচ্চি-' (৮/১/৩,৪) - অনুরূপ
'ক-' (৭/৩২/১৪, ১৫) - কয়ান্[৯]
'অপ-' (১০/১৩/১) - আরম্ভণীয়া[৯]
'আ-' (৪/১৬) - অহীন সূক্ত[১০]

(৬) ষড়হেও প্রতিদিন এই ক্রমে একটি করে মরুত্বতীয় প্রগাথ পাঠ করতে হবে।
(৭) পৃষ্ঠ্যষড়হে এই সামগুলি গাওয়া না হলেও প্রতিদিন একটি করে সামপ্রগাথ পাঠ্য।
(৮) ৪ নং পাদটীকা দ্র.।
(৯) একাহীভূত হলে কয়ান্, আরম্ভণীয়া, অচ্ছাবাকশস্ত্র বাদ দিতে হয়।
(১০) অহীনসূক্তের স্থানে ষড়হে সম্পাতসূক্ত পাঠ্য।

অহীনসূক্ত চতুর্বিংশ, মহাব্রত, অভিজিত্, বিশ্বজিত্ এবং বিষুবতে পাঠ্য।

ব্রাহ্মণাচ্ছংসী-শস্ত্র ঃ

'তং-' (৮/৮৮/১, ২) - স্তোত্রিয়[১১]
'তত্-' (৮/৩/৯, ১০) - অনুরূপ

'অভি-' (৮/৪৯/১, ২) - স্তোত্রিয়[১১]
'প্র-' (৮/৫০/১, ২) - অনুরূপ

'বয়ং-' (৮/৩৩/১-৩) - স্তোত্রিয়[১১]
'ক-' (৮/৩৩/৭-৯) - অনুরূপ

'বিশ্বা-' (৮/৯৭/১০-১২) - স্তোত্রিয়[১১]
'তমি-' (৮/৯৭/১৩) - অনুরূপ
+ 'যা-' (৮/৯৭/১, ২) - অনুরূপ

'ইন্দ্রো-' (১/৮১/১-৩) - স্তোত্রিয়[১১]
'মদে-' (১/৮১/৭-৯) - অনুরূপ

'সুরূপ-' (১/৪/১-৩) - স্তোত্রিয়[১১]
'শুষ্মি-' (৩/৩৭/৮-১০) - অনুরূপ

'শ্রায়-' (৮/৯৯/৩, ৪) - স্তোত্রিয়[১১]
'ঋণ্-' (৮/১০১/১১, ১২) - অনুরূপ

'উদু-' (৭/৬৬/১৪-১৬) - স্তোত্রিয়[১১]
'উদু-' (৮/৩/১৫-১৭) - অনুরূপ

'ত্বমি-' (৮/৯০/৫, ৬) - স্তোত্রিয়[১১]
'ত্বমি-' (৮/৯০/৫, ৬) - অনুরূপ

'ইন্দ্র-' (৭/৩২/২৬, ২৭) - স্তোত্রিয়[১১]
'ইন্দ্র-' (৬/৪৬/৫, ৬) - অনুরূপ

'আ-' (৮/১/২৪-২৬) - স্তোত্রিয়[১১]
'মম-' (৮/১/২৯-৩১) - অনুরূপ

সত্রে প্রতি দিনই পাঠ্য:
'কন্ন-' (৮/৩/১৩, ১৪) - কন্থান্
'ব্রহ্ম-' (৩/৩৫/৪) - আরম্ভণীয়া
'অস্মা-' (১/৬১) - অহীনসূক্ত[১২]
'উদু-' (৭/২৩) - অহরহঃশস্য

অচ্ছাবাকশস্ত্র ঃ

'তরোভি-' (৮/৬৬/১, ২) - স্তোত্রিয়[১৩]
'তর-' (৭/৩২/২০, ২১) - অনুরূপ

'ত্বামি-' (৮/৯৯/১-২) স্তোত্রিয়[১৩]
'বয়-' (৮/৬৬/৭, ৮) - অনুরূপ

'যো-' (৮/৭০/১, ২) - স্তোত্রিয়[১৩]
'যঃ-' (৮/৪৬/৩, ৪) - অনুরূপ

'স্বাদো-' (১/৮৪/১০-১২) - স্তোত্রিয়[১৩]
'ইত্থা-' (১/৮০/১-৩) - অনুরূপ

'উভে-' (১০/১৩৪/১-৩) - স্তোত্রিয়[১৩]
'অব-' (১০/১০৪/৪-৬) - অনুরূপ

'নকি-' (৮/৩১/১৭, ১৮) - স্তোত্রিয়[১৩]
'ন-' (৮/৮৮/৩, ৪) - অনুরূপ

'উভ-' (৮/৬১/১, ২) - স্তোত্রিয়[১৩]
'আ-' (৮/৬১/৩, ৪) - অনুরূপ

'কদা-' (৮/৫১/৭-৯) - স্তোত্রিয়[১৩]
'কদা-' (৮/৫২/৭-৯) - অনুরূপ

'যত-' (৮/৬১/১৩, ১৪) - স্তোত্রিয়[১৩]
'যথা-' (৮/৪৪/৩, ৪) - অনুরূপ

'যদি-' (৮/৪/ ১, ২) - স্তোত্রিয়[১৩]
'যথা-' (৮/৪/৩, ৪)- অনুরূপ

সত্রে প্রতি দিনই পাঠ্য:
'কদু-' (৮/৬৬/৯-১১) - কন্থান্
'উরুং-' (৬/৪৭/৮) - আরম্ভণীয়া
'শাসদ্-' (৩/৩১) - অহীনসূক্ত[১৪]
'অভি-' (৩/৩৮) + 'নূনং-' (২/১১/২১) - অহরহঃশস্য

সত্রে প্রতিদিনই মাধ্যন্দিনসবনে হোত্রকদের স্তোত্রিয়-অনুরূপ হবে উল্লিখিত এই মন্ত্রগুলিই।

তৃতীয়সবন

বৈশ্বদেবশস্ত্র ঃ

'উদু-' (৬/৭১/১-৩) - সাবিত্র নিবিদ্ধান
'তে-' (১/১৬০) - দ্যা. পৃ. নিবিদ্ধান
'যজস্য-' (১০/৯২) - বৈশ্বদেব নিবিদ্ধান

আগ্নিমারুতশস্ত্র

'পৃক্ষস্য-' (৬/৮) - বৈশ্বানর নিবিদ্ধান।
'বৃষ্ণে-' (১/৬৪) - মারুত নিবিদ্ধান।
'যজ্ঞেন-' (২/২)- জাতবেদস্য নিবিদ্ধান।

---

(১১) মাধ্যন্দিন ও তৃতীয় সবনে প্রত্যেক জোড়ার মধ্যে যেটিতে গান হবে সেটি হবে সংশ্লিষ্ট ঋত্বিকের স্তোত্রিয় এবং অপরটি হবে অনুরূপ।

(১২) অহীনসূক্তের স্থানে বড়হে সম্পাতসূক্ত পাঠ্য।

(১৩) ১১নং পাদটীকা দ্র.।

(১৪) ১২ নং পাদটীকা দ্র.।

চিত্র — ১

অগ্নিহোত্র ও ইষ্টিযাগের বেদি

চিত্র — ২

বরুণপ্রঘাস পর্বের বেদি

চিত্র — ৩

স্বতন্ত্র পশুযাগের বেদি

চিত্র — ৪
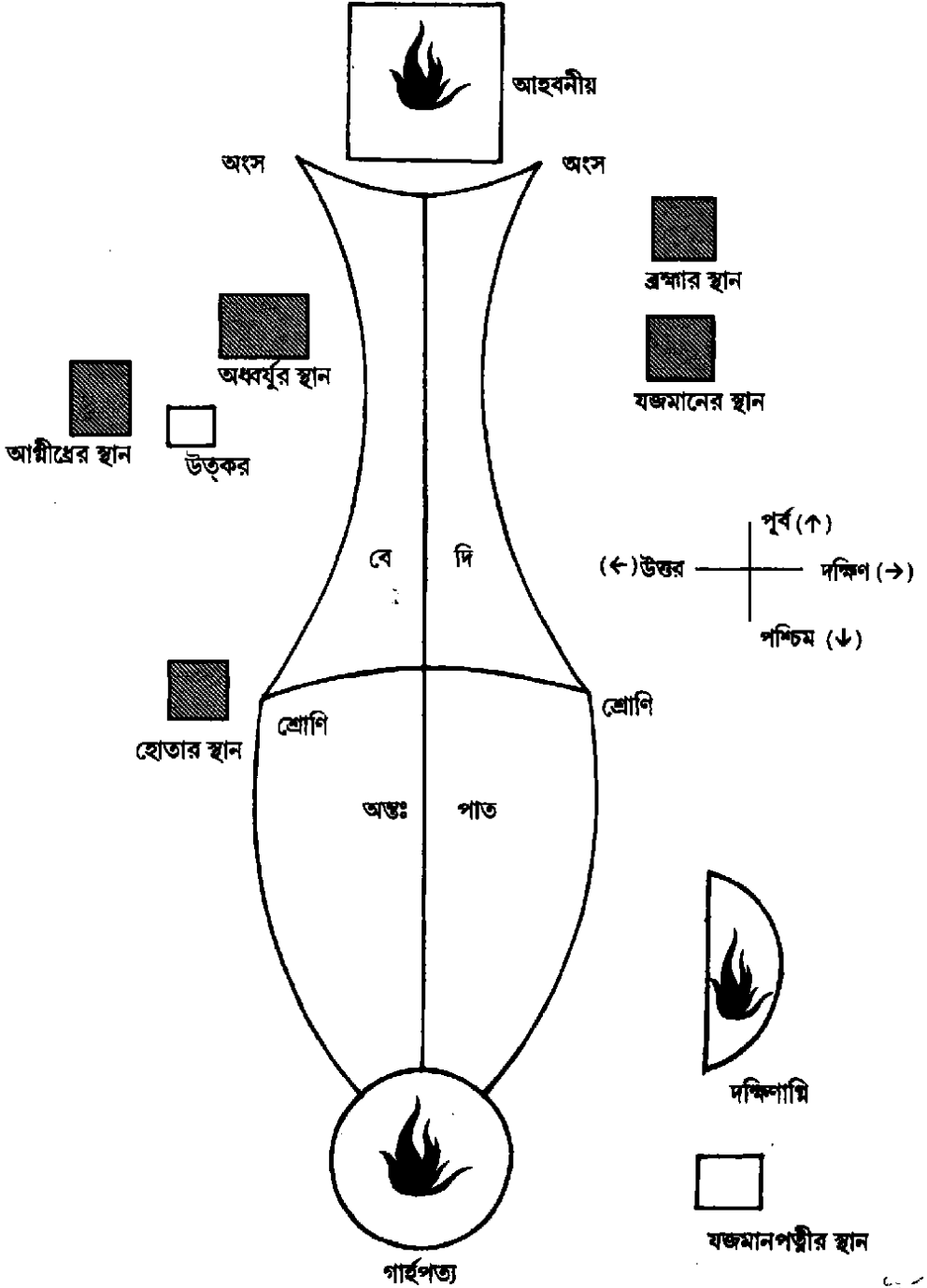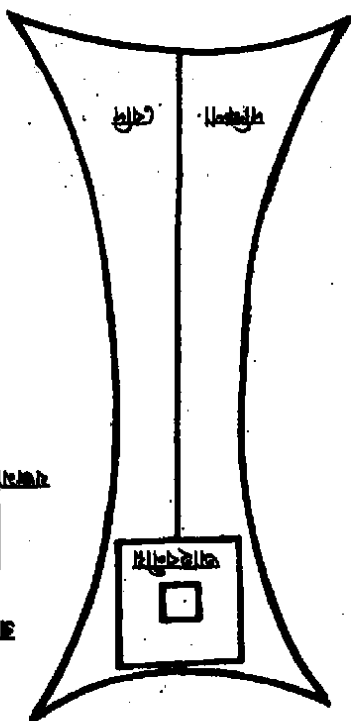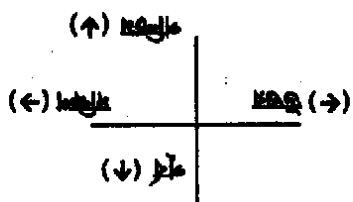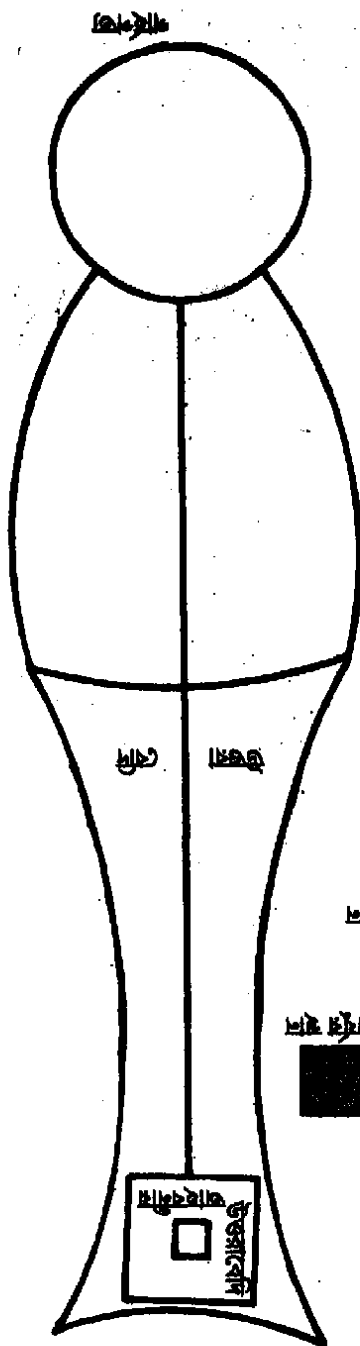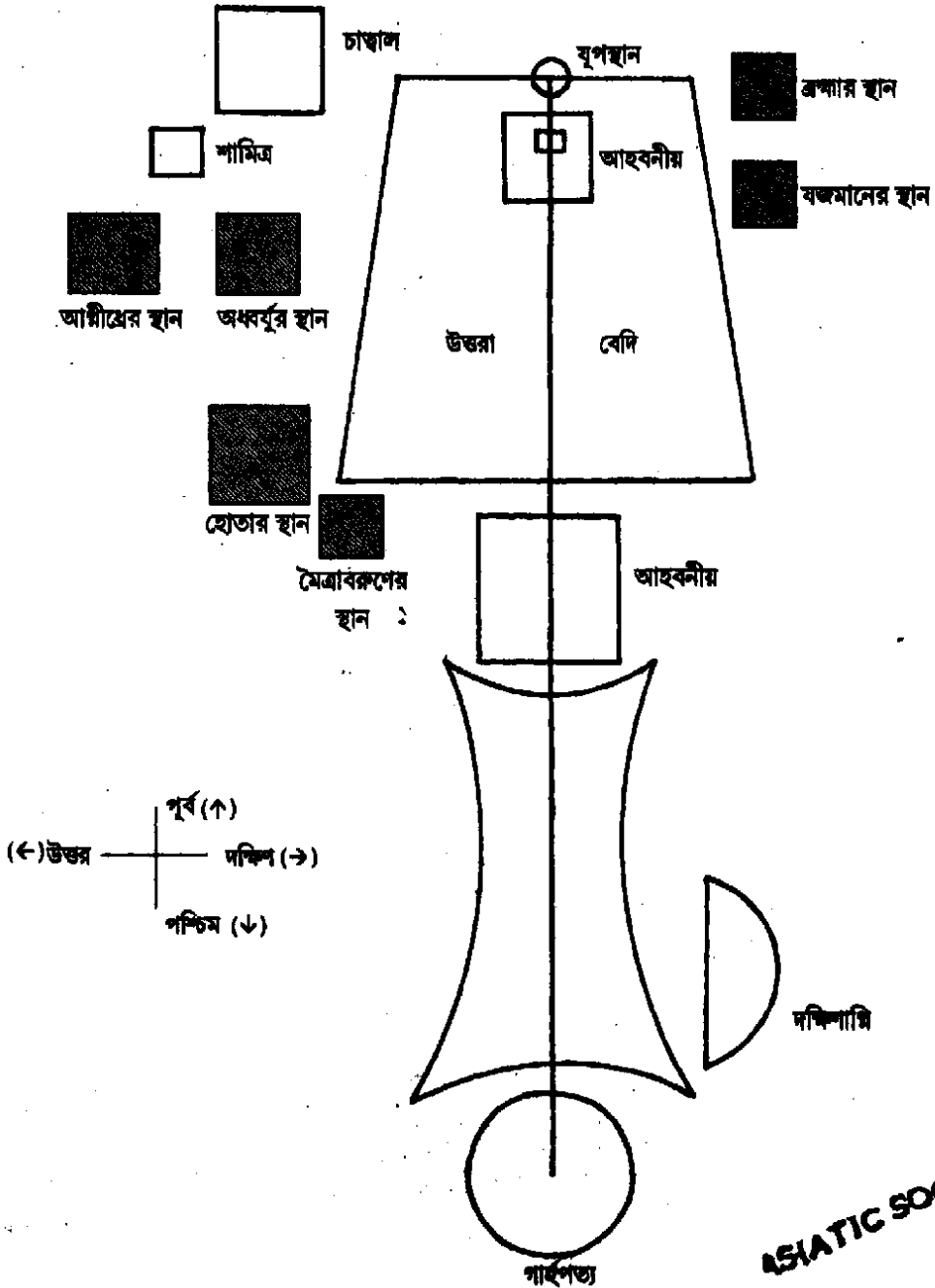
সোমযাগের বেদি

চিত্র — ৫

শ্যেনচিতির প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম প্রস্তার
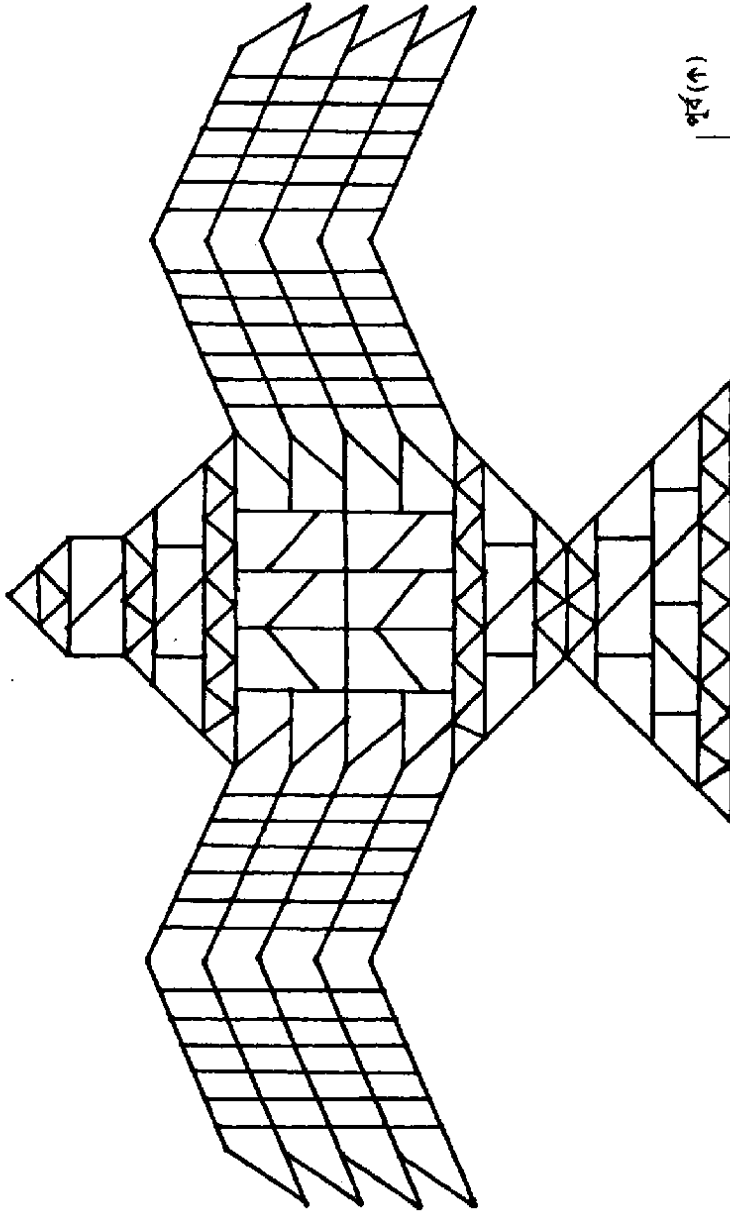
চিত্র — ৬

শ্যেনচিতির দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রস্তার
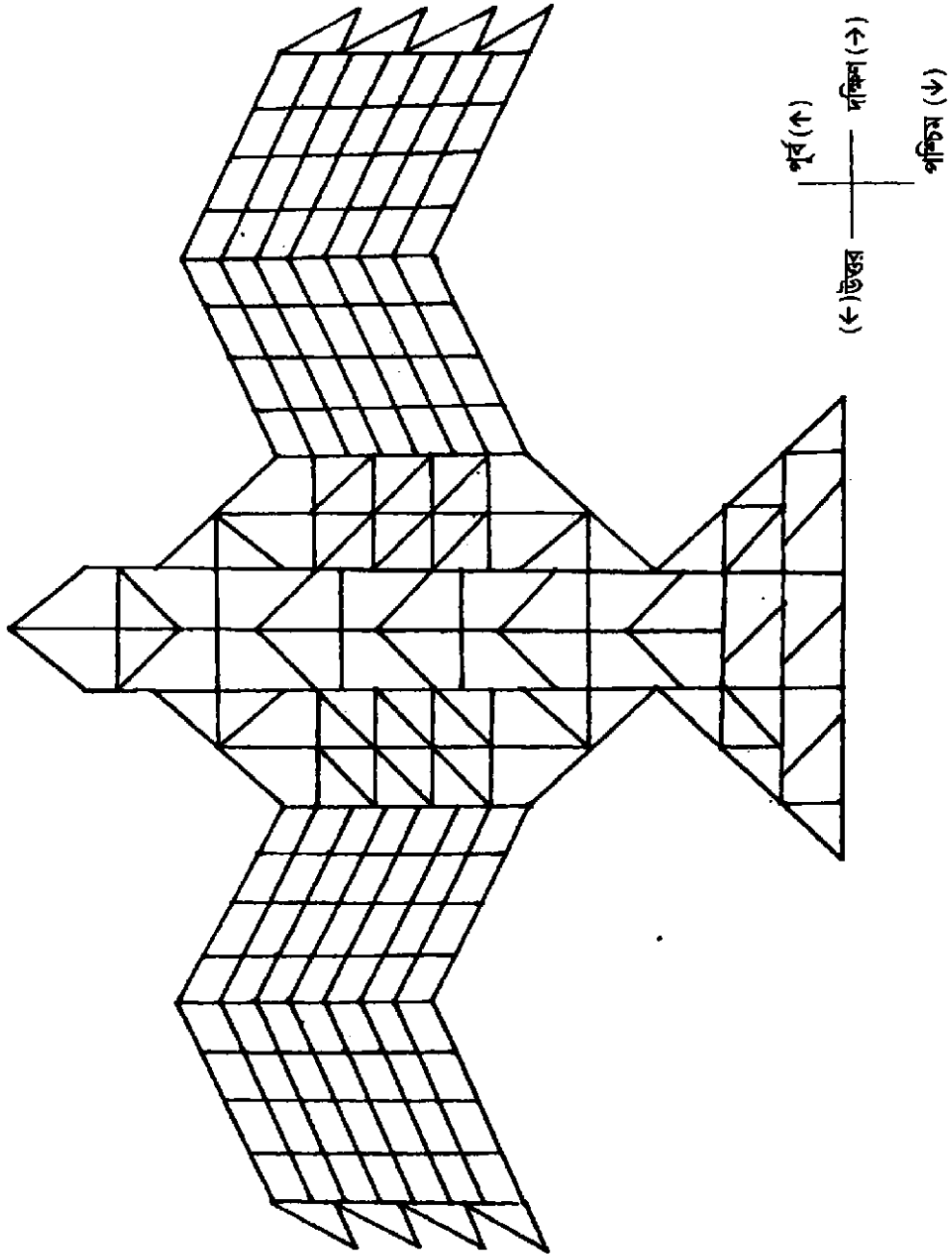
চিত্র — ৭

চিতিনির্মাণের উপযোগী বিভিন্ন আকৃতির ইট

(কৃষ্ণযজুর্বেদ অনুসারে)
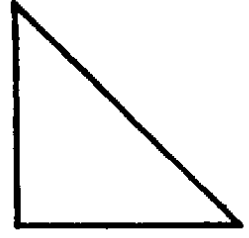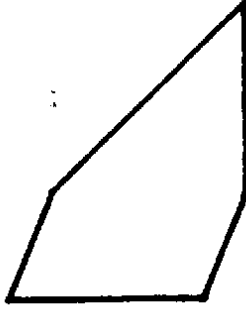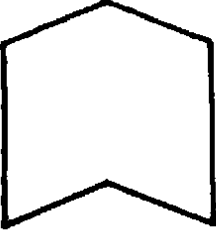
পক্ষ্যা

পক্ষমধ্যা

চিত্র — ৮

চিতিনির্মাণের উপযোগী বিভিন্ন আকৃতির ইট

(শুক্লযজুর্বেদ অনুসারে)

বক্রা বৃহতী ত্রিগ্রাহিণী জঙ্ঘামাত্রী
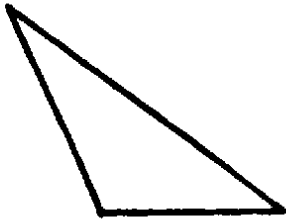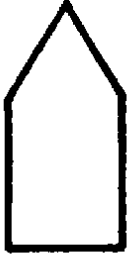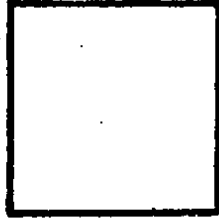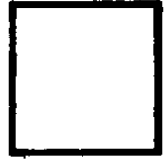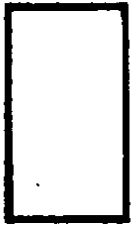
অর্ধবৃহতী অধ্যর্ধা পদ্যা পাদোনা অর্ধপদ্যা
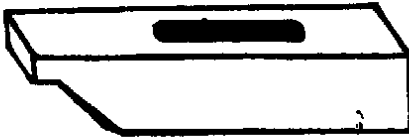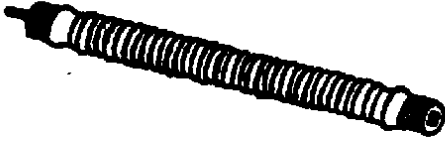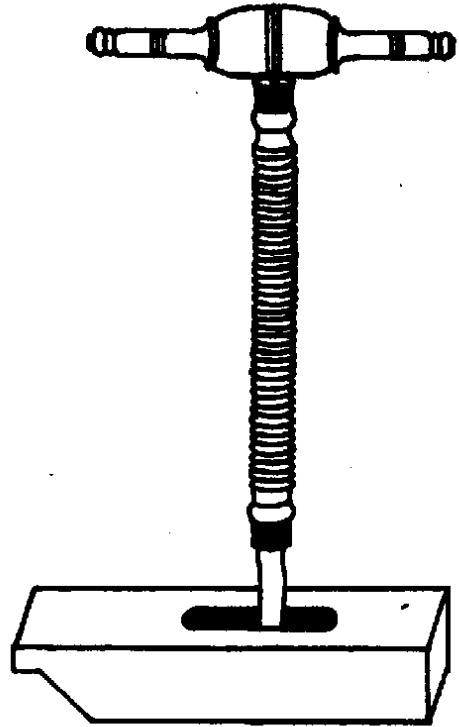
চিত্র — ৯

অরণি, সমিধ্

চিত্র — ১০

বিভিন্ন পাত্র

মেক্ষণ

অভ্রি

স্ফ্য

চিত্র — ১১

বিভিন্ন পাত্র
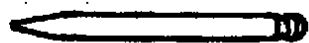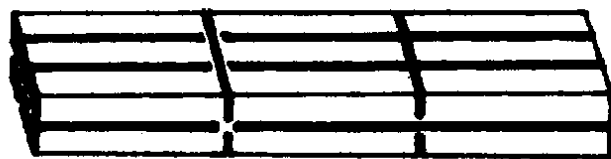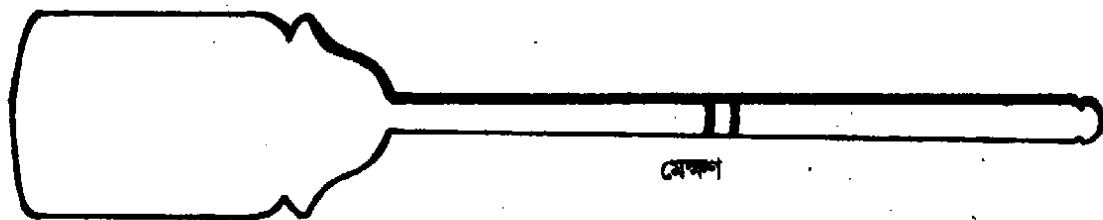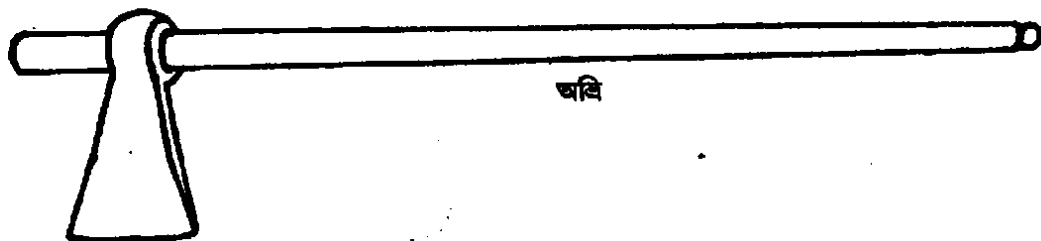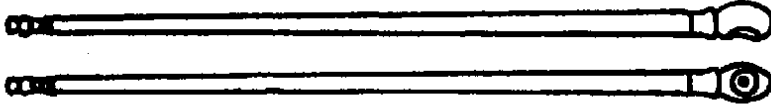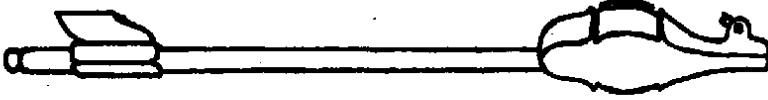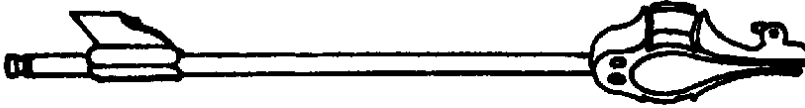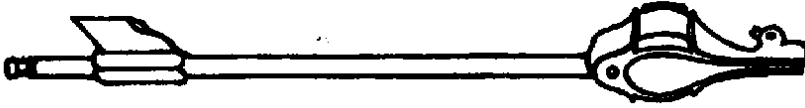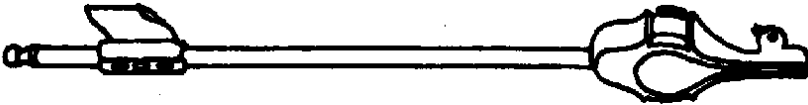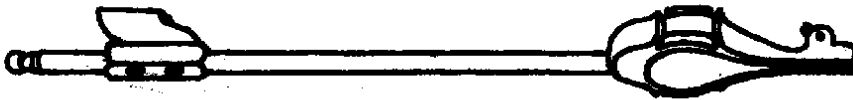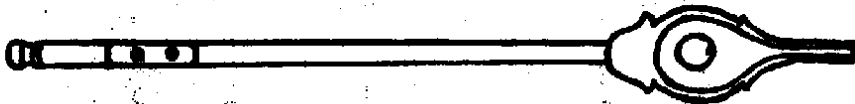
চিত্র — ১২

বিভিন্ন গ্রহণপাত্র

(মুখগুলির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়)
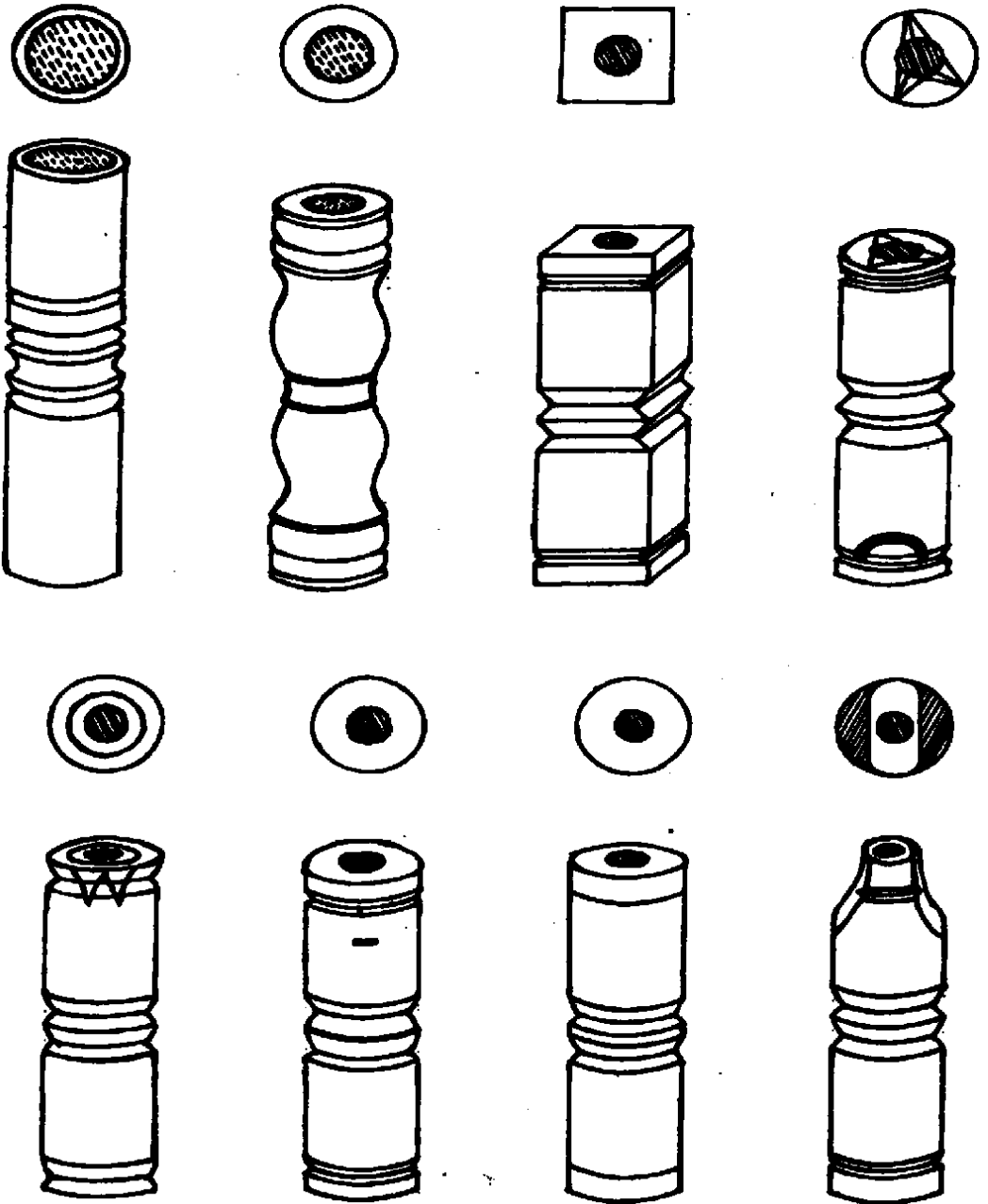
চিত্র — ১৩

বিভিন্ন চমস

(হাতলগুলির বৈচিত্র্য লক্ষণীয়)
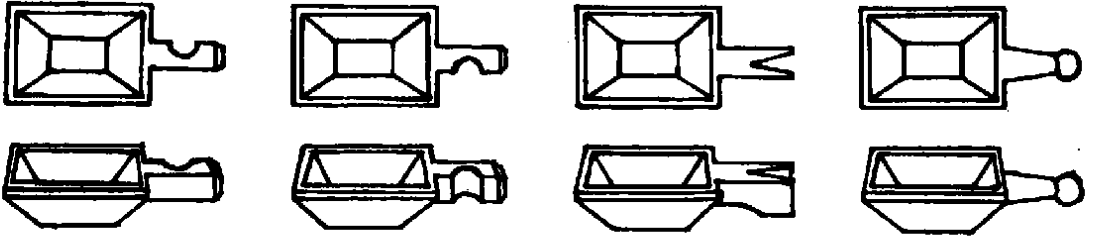
(এই দুই সারিতে একই চমসগুলিকে দু-পাশ থেকে দেখান হয়েছে)

বডবত্তপাত্র

উদচন

ইড়াপাত্র

চিত্র — ১৪

সোমযাগের বিশেষ পাত্র

চিত্র — ১৫
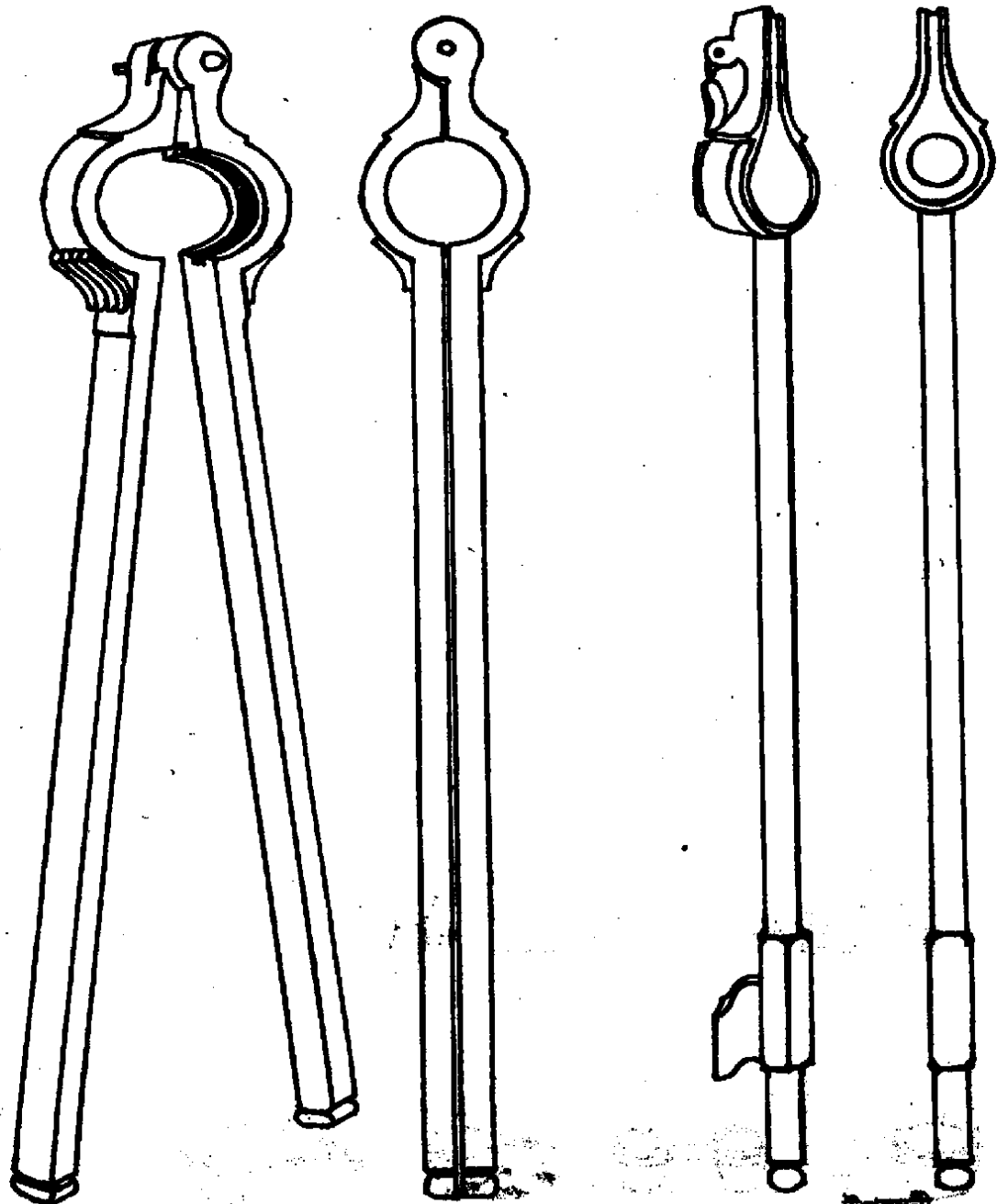
কপাল-স্থাপনের রীতি
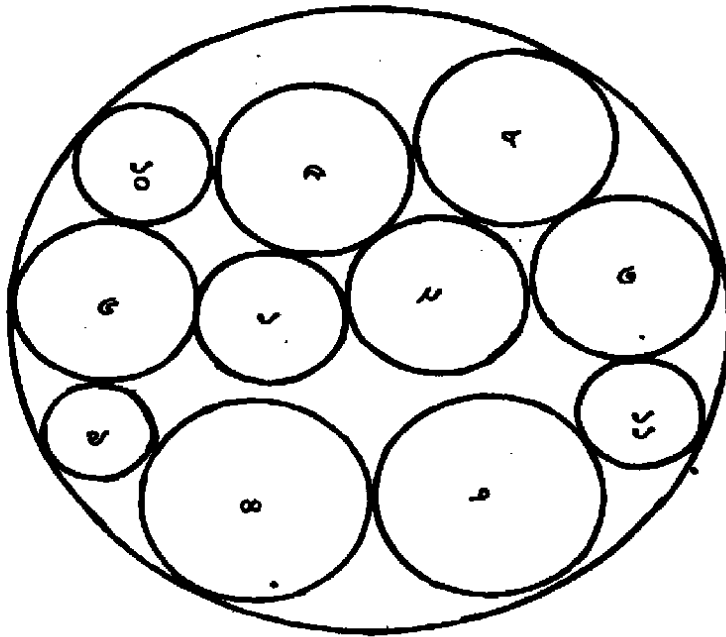
একাদশ কপাল

উত্তর (↑)

(←) পশ্চিম পূর্ব (→)

দক্ষিণ (↓)
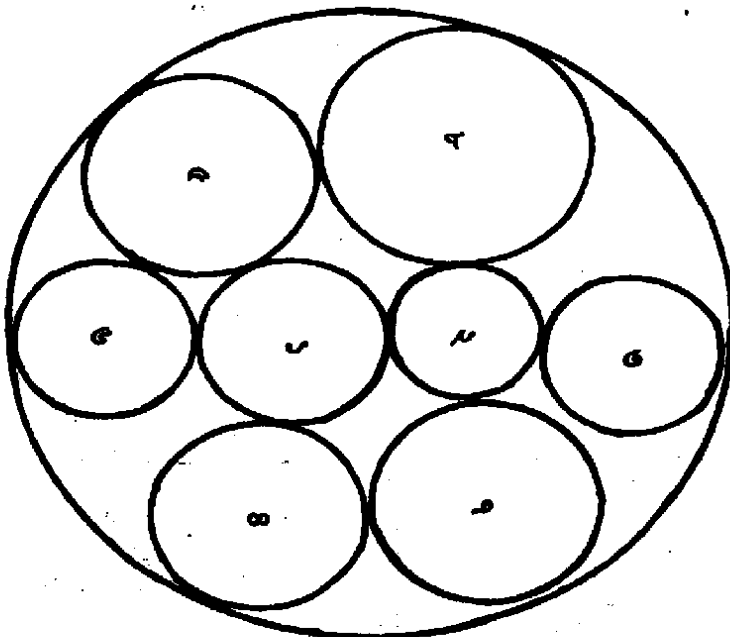
অষ্ট কপাল

চিত্র — ১৬

কপাল-স্থাপনের বিকল্প রীতি
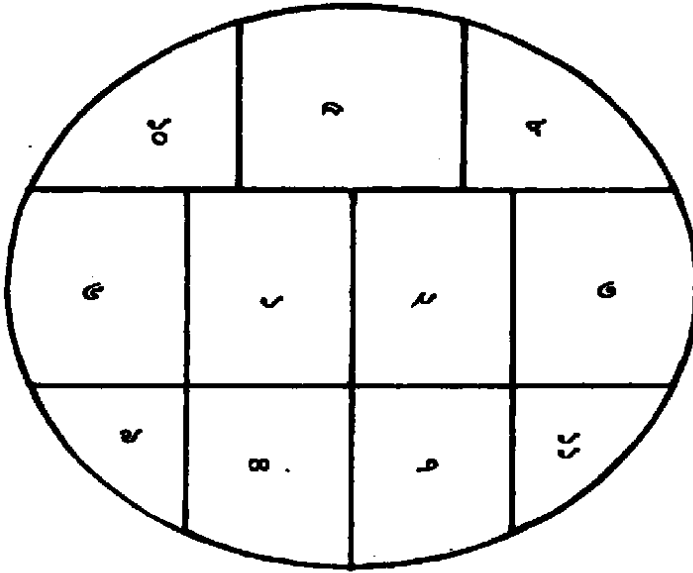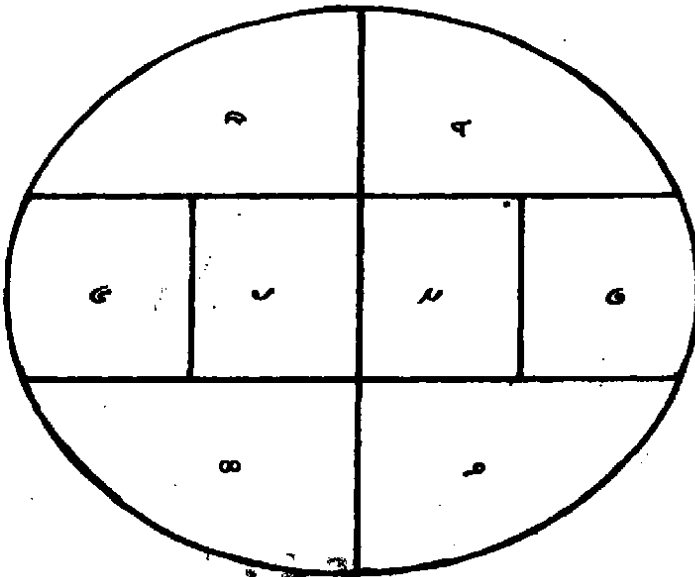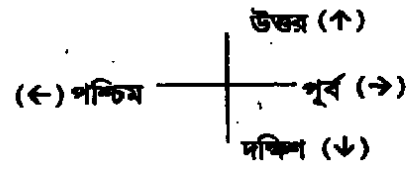
গ্রন্থপঞ্জী

(সংক্ষিপ্ত তালিকা)

অগ্নিষ্টোমপদ্ধতি — ভাগবতপ্রসাদ শর্মা : চৌখম্বা স্যান্‌স্ক্রিট সিরিজ অফিস, বারাণসী (১৯৩৭)

অথর্ববেদসংহিতা — আর্যসাহিত্য মণ্ডল : অজমের (১৯৫৭)

অষ্টাধ্যায়ী (কাশিকা-সমেত) — ব্রহ্মদত্ত জিজ্ঞাসু : মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লি (১৯৫২)

আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র — রঙ্গস্বামী অয়েঙ্গার : গভঃ ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরি, মহীশূর (১৯৪৪)

আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র — এ. চিন্নস্বামী শাস্ত্রী ও পি. শাস্ত্রী : বরোদা ওরিয়েন্টাল ইনষ্টিটিউট (১৯৬৩)

আর্ষেয়কল্প — বি. আর. শর্মা : ভি. ভি. আর. আই., হোশিয়ারপুর (১৯৭৬)

আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র — রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন : এশিয়াটিক সোসাইটি, কোল্‌কাতা (১৯৮৯)

আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র — আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, পুণা (১৯১৩)

আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র (সিদ্ধান্তিভাষ্য) — মঙ্গলদেব শাস্ত্রী : বিদ্যাবিলাস প্রেস, বারাণসী (১৯৩৮)

আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র — গণপতরাও যাদবরাও নাতু : আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, পুণা (১৯৭৮)

আশ্বলায়নসূত্রপ্রয়োগদীপিকা (মঞ্চনাচার্য) — সোমনাথোপাধ্যায়ঃ চৌখাম্বা সংস্কৃত বুক ডিপো (১৯০৭)

ঋক্‌প্রাতিশাখ্য — মঙ্গলদেব শাস্ত্রী : দ্য ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ (১৯৩১)

ঋগ্‌বেদসংহিতা — F. MaxMüller : চৌখম্বা স্যান্‌স্ক্রিট সিরিজ অফিস, বারাণসী (১৯৬৬)

ঋগ্‌বেদসংহিতা — এন. এস. সোনটক্কে এবং সি. জি. কাশীকরঃ বৈদিক সংশোধনমণ্ডল, পুণা (১৯৪৬)

ঋগ্‌বেদীয় গৃহ্যসূত্র — অমরকুমার চট্টোপাধ্যায় : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোল্‌কাতা (২০০১)

ঐতরেয় আরণ্যক — গঙ্গাধর বাপুরাও কালে : আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, পুণা (১৯৫৯)

ঐতরেয়ালোচনম্ — সত্যব্রত সামশ্রমী : সত্যযন্ত্রালয়, কোল্‌কাতা (১৮৯৬ খৃঃ)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ — গণপতরাও যাদবরাও নাতু : আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, পুণা (১৯৭৭)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ — রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কোল্‌কাতা (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)

কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র — বিদ্যাধর শর্মা : অচ্যুতগ্রন্থমালা কার্যালয়, কাশী (১৯৮৭ সংবৎ)

গোভিল-গৃহ্যসূত্র — চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার : এশিয়াটিক সোসাইটি, কোল্‌কাতা (১৮০২)

গোপথ-ব্রাহ্মণ — বিজয়পাল বিদ্যাবারিধি : সাবিত্রী দেবী বাগোডিয়া ট্রাষ্ট, কোল্‌কাতা (১৯৮০)

তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ — আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ : চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, বারাণসী (১৯৮৯)

তৈত্তিরীয় আরণ্যক — হরিনারায়ণ আপটে : আনন্দাশ্রম সিরিজ, পুণা (১৮৯৮)

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য — ভি. ভেঙ্কটরামশর্মা : মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি প্রেস (১৯৩০)

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ — নারায়ণ শাস্ত্রী : হরিনারায়ণ আপটে : পুণা (১৮৯৮)

তৈত্তিরীয়সংহিতা — এ. মাধবশাস্ত্রী এবং কে. রঙ্গাচার্য : মোতীলাল বনারসীদাস (১৯৮৬)

দর্শপূর্ণমাসপ্রকাশ — বিনায়ক গণেশ আপটে : আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, পুণা (১৯২৪)

নিরুক্ত — দুর্গাচার্যের টীকাসমেত : গুরুমণ্ডল সিরিজ, কোল্‌কাতা (১৯৫৩)

নিরুক্ত — অমরেশ্বর ঠাকুর : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬০)

ভারদ্বাজ-শ্রৌতসূত্র — সি.জি. কাশীকর : বৈদিক সংশোধন মণ্ডল, পুণা (১৯৬৪)

মনুসংহিতা — সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কোল্‌কাতা (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)

মীমাংসাদর্শন — ভূতনাথ সপ্ততীর্থ : বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কোল্‌কাতা (সন ১৩৪৫)

যজ্ঞকথা — রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কোল্‌কাতা (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)

যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ — চিন্নস্বামী শাস্ত্রী : মাদ্রাজ ল' জার্ণাল প্রেস (১৯৫৩)

লাট্যায়ন-শ্রৌতসূত্র — আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ : মুন্সীরাম মনোহরলাল, দিল্লি (১৯৮২)

বাজসনেয়ী সংহিতা — শ্রীপাদ দামোদর সাতবলেকর : স্বাধ্যায়মণ্ডল, সুরাট (১৯৫৭)

শতপথ ব্রাহ্মণ — A. Weber : চৌখম্বা স্যান্‌স্ক্রিট সিরিজ অফিস (১৯৬৪)

শতপথ ব্রাহ্মণ — J. Eggeling : SBE (12, 26, 41, 43, 44 vols.) : মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লি (১৯৭৯)

শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ — হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য : সংস্কৃত কলেজ, কোল্‌কাতা (১৯৭০)

শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্র — A. Hillebrandt : মেহের চাঁদ লছমনদাস পাব্‌লিকেশন্‌স্‌, দিল্লি (১৯৮১)

শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্র — W. Caland : মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লি (১৯৮০)

শ্রৌতপদার্থনির্বচনম্‌ — বিশ্বনাথ শাস্ত্রী ও প্রভুদত্ত অগ্নিহোত্রী : পৃথিবী প্রকাশন, বারাণসী (১৯৮৭)

সামবেদ-সংহিতা — শ্রীপাদ দামোদর সাতবলেকর : স্বাধ্যায়মণ্ডল, সুরাট (১৯৫৭)

সিদ্ধান্তকৌমুদী — মোতীলাল বনারসীদাস, বারাণসী (১৯৬১)

The Age of the Kalpasutras — Ramgopal Motilal Banarasidass, Delhi (1959)

The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads — A. B. Keith : Motilal Banarsidass, Delhi (1976)

The Skt.-Eng. Dictionary — M. Monier-Williams : Oxford Clarendron Press (1960)

A Vedic Concordance — M. Bloomfield : Harvard University Press, U. S. A. (1906)

Vedic Index — Keith & Macdonell : Motilal Banarsidass, Delhi (1982)